শ্বেতপত্র

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন

১ম খণ্ড (প্রথম পর্ব)

সম্পাদনা ঃ শাহরিয়ার কবির

শ্বেতপত্র
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন

১ম খণ্ড (প্রথম পর্ব)

সম্পাদনা
শাহরিয়ার কবির

তথ্য সংগ্রহ ঃ ফজলুর রহমান, জুলফিকার আলি মাণিক
আবু সাঈদ, গৌরাঙ্গ নন্দী, ফরহাদ বাচ্চু, মহসিন আশরাফ
সমরেশ বৈদ্য, আবুল হোসেন খোকন, অরূপ সিংহ অপু
জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, শওকত বাঙালি, মাকসুদুল আনাম
শিমন বাস্কে, কাজী বিপ-ব, শেখ মিরাজ, দুলাল কৃষ্ণ আচার্য
আবুল কালাম আজাদ ঠাণ্ডা, মোস্তাক আলম টুলু ও
আবদুল হাকিম পিয়াল

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০৫

প্রকাশক
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

মুদ্রণ
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড, গ-১৬ মহাখালী ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ ঃ অমল দাস

পরিবেশক
প্যাপিরাস, ৬৮/৬৯ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৮৮-০২-৭১৬৬৪৬১

মূল্য ঃ ৮০০.০০ টাকা

WHITE PAPER :
1500 days of minority persecution in Bangladesh
Volume-1 (Part one)
(A Collection of news clippings, articles, field reports, photographs and observation on minority persecution in Bangladesh)

Edited by
Shahriar Kabir

Published by
Ekattorer Ghatak Dalal Nirmul Committee
(Committee for Resisting Killers & Collaborators of 1971)
Ga-16 Mohakhali Dhaka-1212, Bangladesh
Phone : 0088-02-8828703, Fax : 0088-02-9884502
e-mail : <danaprnt@bdcom.com>
web site : <www.secularvoiceofbangladesh.org>

Cover design : Amal Das

Printed by
Dana Printers Limited
Ga-16 Mohakhali Dhaka-1212, Bangladesh

Distributor
PAPYRUS, 68/69 Pyaridas Road, Dhaka-1100, Bangladesh
Phone : 88-02-7166461

First Published : October 2005.

ISBN 984-8065-57-1

Price : Tk. 800.00 (Bangladesh) US $ 40.00 (Outside Bangladesh)

উৎসর্গ

বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিকারবঞ্চিত নির্যাতিত সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশে

ভূমিকা

২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর যে নজিরবিহীন নির্যাতন আরম্ভ হয়েছিল ১৫০০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তা বন্ধ হয়নি। এর কারণ ক্ষমতাসীন চার দলীয় জোটের রাজনৈতিক লক্ষ্যের ভেতর অনুসন্ধান করতে হবে।

জোটের শরিক হচ্ছে বিএনপি, জামাতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট ও জাতীয় পার্টির একাংশ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধান স্থপতি, স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন।* ক্ষমতায় এসে তিনি ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ খারিজ করে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের নামে এক ধরনের ইসলামী জাতীয়তাবাদ প্রচলন করেছিলেন। '৭২-এর সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটি বাতিল করে তিনি জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল পুনর্গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন, যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ও অসাংবিধানিক।

জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট স্বঘোষিত ধর্মীয় মৌলবাদী দল। এদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে কোরাণ ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করা, যে ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে জিম্মি হিসেবে গণ্য করা হয়। জামাতীরা '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার দোহাই দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে গণহত্যা ও নারীনির্যাতনসহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞে মদদ জুগিয়েছে এবং নিজেরাও উদ্যোগী হয়ে রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী গঠন করে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ করেছে।

---

* ২৯ আগস্ট ২০০৫ তারিখে বাংলাদেশের হাই কোর্ট '৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের পর থেকে ১৯৭৯-এর ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক, বিচারপতি সায়েম ও জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাগ্রহণ এবং তাদের সরকারকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলেছে। বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও এটিএম ফজলে কবির সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ এই যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করেছে। হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে সংবিধানের ৫ম থেকে ৮ম সংশোধনী কার্যতঃ বাতিল হয়ে যায়। সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে স্থগিতাদেশ লাভ করেছে। এতে আবারও প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান সরকার অবৈধ ও অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতাদখলের পক্ষে এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিত্বের চেতনার বিপক্ষে।

জেনারেল জিয়ার মতো জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল এরশাদও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলেন। জেনারেল জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে জেনারেল এরশাদ সংবিধানের ইসলামীকরণ আরও সংহত করেছেন ৮ম সংশোধনীর দ্বারা ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণার মাধ্যমে।

২০০১ সালের অক্টোবরে যে জোট সরকার বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসেছে তারা ইসলামপন্থী। বিএনপি নিজেদের জামাতে ইসলামী বা ইসলামী ঐক্যজোটের মতো ইসলামপন্থী দল না বললেও তাদের রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে মুসলিম লীগের মতো ইসলামী জাতীয়তাবাদ। জোটের অপর দুই প্রধান শরিক জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট বাংলাদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবার ঘোষণা দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে। বিএনপির মতো জাতীয় পার্টিও রাজনৈতিক ইসলামে বিশ্বাসী। রাজনৈতিক ইসলামের ভেতর গণতন্ত্র বা উদারনৈতিকতার কোন স্থান নেই। জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদী গণতন্ত্রকে কুফরি মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জামাত ও তাদের সহযোগীরা মানবরচিত কোন সংবিধান অনুমোদন করে না। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলগুলো যখন জোট বেঁধে ক্ষমতায় যায় তখন এটাই স্বাভাবিক যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সমাজ গঠনের প্রতি তারা মনোযোগী হবে এবং এর জন্য যা কিছু করা দরকার যে কোন মূল্যে তারা তা করবে।

জোট সরকার ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের মনোভাব কী হবে তার পরিচয় আমরা তত্ত্বধায়ক সরকারের আমলেই পেয়েছি। ২০০১-এর ১৩ জুলাই শেখ হাসিনার সরকার সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রক্ষমতা বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট অর্পণ করে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোটকে কীভাবে ক্ষমতায় আনতে চেয়েছে এ বিষয়ে বহু প্রতিবেদন ও কলাম বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০১-এর মধ্য জুলাই থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চার দলীয় জোটের স্থানীয় কর্মী ও সমর্থকরা সুপরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়— বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, নির্যাতন, ভীতি প্রদর্শন এমনকি হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত আরম্ভ করে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুরা যাতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে না যায় এবং কেউ যদি যায় তারা যেন চার দলীয় জোটের প্রার্থী ছাড়া অন্য কাউকে ভোট না দেয়।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে এবং এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর সব দেশেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোকেই সমর্থন করে। আওয়ামী লীগ ছাড়াও এদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ও আদিবাসীরা নির্বাচনে অন্যান্য বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলের প্রার্থীদেরও ভোট দেয়। বিভাগপূর্ব বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ সদস্য ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত। তবে বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকেও যে ভোট দেয় তার নজিরও রয়েছে। যেহেতু

সাধারণভাবে মনে করা হয় হিন্দুমাত্রেই আওয়ামী লীগ সমর্থক সেজন্য আওয়ামী লীগের ভোট কমানোর উদ্দেশ্যেই নির্বাচনের সময় তাদের উপর হামলা হয়। এই সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কী ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে তাদের কী পরিণতি হবে— এসব খবর ২০০১ সালের মধ্য জুলাই থেকেই জাতীয় দৈনিকসমূহে স্থানলাভ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু নির্যাতন আরম্ভ হলেও পরবর্তীকালে তা বহুমাত্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। গত ১৫০০ দিনের ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই নির্যাতনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের মতো একটি মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা।

কোন দেশে গৃহযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ছাড়া ১৫০০ দিন ধরে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক ঘটনা। বাংলাদেশে জোট সরকার যদি মনে করত এই নির্যাতন চলতে দেওয়া উচিৎ নয় তাহলে প্রথম থেকেই তারা তা বন্ধ করতে পারত। নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সহিংসতা আমাদের মতো দেশে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সংসদে দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসন যে সরকারের রয়েছে তারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের মতো বর্বরোচিত পন্থা অবলম্বন না করেও তাদের ঘোষিত ও অঘোষিত এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে তা হয়নি। জোট সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতন অব্যাহত রাখবার জন্য প্রথম থেকেই নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করেছে। সরকারের এই অস্বীকৃতির কারণে স্থানীয় প্রশাসন নির্যাতকদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, এমনকি বহু ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ পর্যন্ত থানায় গ্রহণ করা হয়নি।

এই নির্যাতনের ঘটনা শুধু বাংলাদেশের সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়নি। বিশ্বের বহু দেশের সংবাদপত্রে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদনে, জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনে, মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট, বৃটিশ হোম অফিস সহ পশ্চিমের বহু দেশের সরকারী প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে। অথচ সরকার সব সময় নির্যাতনের ঘটনা গোপন করতে চেয়েছে, বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত সংবাদকে 'ভিত্তিহীন,' 'বানোয়াট', ও 'অতিরঞ্জিত' এবং 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেছে।*

সরকারকে তুষ্ট করবার জন্য পুলিশ প্রশাসন কখনও নির্যাতিতদের বলতে বাধ্য করেছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা কোথাও ঘটেনি; তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সরকারকে বিব্রত করবার জন্য এসব প্রচার করছে ইত্যাদি। এ বিষয়ে সরকারের কোন বক্তব্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সরকারের অস্বীকৃতি ছিল প্রকৃতপক্ষে নির্যাতকদের জন্য সবুজ সংকেত। নির্যাতনকারীরা জানে সরকার তাদের পক্ষে, সে কারণে তারা অধিকতর নির্যাতনে উৎসাহী হয়েছে। এভাবেই ২০০১ সালের মধ্য জুলাই থেকে চার বছরের অধিককাল অব্যাহত রয়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতন।

* ডেইলি স্টার, ১৬ অক্টোবর ২০০১।

দুই

১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ও আমরা লক্ষ্য করেছি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন জায়গায় হয়রানি, হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনের পর আমরা নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতনের উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিলাম। এর ভূমিকায় বলা হয়েছিল— '১২ জুন '৯৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সাধারণভাবে অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়েছে। শতকরা ৭৩ ভাগ ভোটার এই নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে, যা কিনা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। নির্বাচনের এই ইতিবাচক সত্যটির পাশাপাশি আরেকটি দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক সত্য হচ্ছে— নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর হামলা, তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন কিংবা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে ভোটকেন্দ্রে যেতে না দেয়ার যে সব ঘটনা সারা দেশে ঘটেছে তারও কোনও নজির আমাদের ইতিহাসে নেই।

'পাঁচ বছরের দুঃশাসনে সীমাহীন দুর্নীতি এবং স্বৈরাচারী নিষ্পেষণের কারণে বিএনপি যতটা অজনপ্রিয় হয়েছিল, নির্বাচনের আগেই বোঝা গিয়েছিল যে তাদের ভরাডুবি ঘটবে। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের দ্বারা সূচিত একাত্তরের ঘাতক দালালদের দল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনের কারণে এটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবারের নির্বাচনে জামাতেরও ভরাডুবি ঘটবে। গত ১ জুন (১৯৯৬) 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্রের' নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, 'নির্বাচন যদি অবাধ ও সুষ্ঠু হয় ... আগামী সংসদে একাত্তরের ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধী একজন ব্যক্তিও নির্বাচিত হয়ে আসতে পারবে না।'

'নির্বাচনের পূর্বে আমাদের পর্যবেক্ষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবারের নির্বাচনে বিএনপি ৬০/৭০টির বেশি আসনে জয়ী হতে পারবে না। জামাত যে একটি আসনেও জয়ী হতে পারবে না এ কথাও পূর্বে ব্যক্ত হয়েছে। তারপরও নির্বাচনে বিএনপি ১১৬টি এবং জামাত ৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। এই জয়ের জন্য নির্বাচনের ৮ দিন আগে বিএনপি ও জামাত যৌথভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত রাখা।

'জামাত ও বিএনপি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এ কাজটি সম্পাদন করেছে। প্রধানত সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় তারা নির্বাচনের পূর্বে ব্যাপক ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং নানা ধরনের হুমকি প্রদান করে। ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে, নির্বাচনের দিন তাদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়ে, কেন্দ্র থেকে বলপূর্বক বের করে দিয়ে, শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে সাত লক্ষেরও বেশি ভোটারকে তারা ভোট দিতে দেয়নি। এই সাত লক্ষের প্রায় সকলেই আওয়ামী লীগের সমর্থক। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ১২ জুনের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিবরণ প্রকাশিত হলেও সরেজমিন তদন্তের সময় দেখা গিয়েছে প্রকৃত ঘটনা অনেক বেশি ভয়াবহ। ৮টি মানবাধিকার সংস্থা

উপদ্রুত একটি নির্বাচনী এলাকার (চাঁদপুর-১) সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের যে বিবরণ ১৫ জুনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেছে তা থেকে ঘটনার ভয়াবহতা কিছুটা আঁচ করা যাবে।

'সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে পিরোজপুর-১ নির্বাচনী এলাকায়। এই এলাকার বিএনপি ও জামাতে ইসলামীর যৌথ সাম্প্রদায়িক প্রচারণা এবং সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাংসদ সুধাংশু শেখর হালদার, যিনি '৯১-এর নির্বাচনে ১৭ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন।'*

১৯৯৬-এর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ২০০১ সালে বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম, সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্বাচনের দিন যাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যেতে এবং ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করবার জন্য যা কিছু করা দরকার সে সব যেন করা হয়। বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে প্রশাসনের শীর্ষপদে এমন সব রদবদল করেছে যা তাদের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ করবার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আমি লিখেছিলাম— 'ছিয়ানব্বইয়ে আমরা দেখেছি নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা, ধর্মের নামে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সাম্প্রদায়িক নির্যাতন; যার ফলে সাত থেকে আট লক্ষ হিন্দু ভোটার ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেনি বা গেলেও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে।

'ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনে সার্ক-এর পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে আমি নিজে চাঁদপুরের একটি নির্বাচনী এলাকায় গিয়েছিলাম, যেখানে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কারণে ছয়টি কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছিল, সাতদিন পর যেখানে পুনর্নির্বাচন হয়েছে। এলাকায় গিয়ে দেখেছি কয়েক হাজার হিন্দু ভোটার নির্যাতন ও ভয়ভীতির কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা পুনর্নির্বাচনের দিন ভোট দিতে যাবেন না। সার্কের প্রতিনিধি দলে পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক খালিদ মাহমুদ ও ভারতের বরেণ্য কথাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন। তাঁরা ভোটারদের বলেছেন, আপনারা নির্ভয়ে ভোট দিতে যাবেন, উপদ্রুত এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে, প্রয়োজন হলে আর্মি ক্যাম্প বসানো হবে এবং নির্বাচনের দিন তাঁরাও উপস্থিত থাকবেন। আক্রান্ত ও ভীতসন্ত্রস্ত ভোটাররা জবাব দিয়েছেন, আপনারা একদিন উপস্থিত থাকবেন, পুলিশ ক্যাম্প থাকবে এক সপ্তাহ, বড়জোর এক মাস, তার পর কী হবে? ওরা আবার আমাদের মারধর করবে, মেয়েদের বেইজ্জত করবে। বলা বাহুল্য ১৯ জুন পুনর্নির্বাচনের দিন সেই এলাকায় হিন্দু ভোটাররা ভোট দিতে যাননি এবং তাঁরা যে প্রার্থীকে সমর্থন করতেন তিনি সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। গত নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে দাবি করা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি নির্বাচনী এলাকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, যার বিরুদ্ধে সরকার ও প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

'ছিয়ানব্বইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা এবার বেশি ঘটবে। কারণ গতবার সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি আলাদাভাবে নির্বাচন করেছিল, এবার তারা খালেদা জিয়া ও এরশাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে, অতীতের তুলনায় অনেক বেশি সহিংস হয়েছে। বাংলাদেশে চল্লিশটিরও বেশি নির্বাচনী এলাকায় হিন্দু ভোটাররাই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করে। স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পরিবেশে একজন হিন্দু ভোটার যদি বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাতে ইসলামী বা ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থীকে ভোট দিতে চান বা তাদের প্রার্থী হতে চান কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু তাদের যদি ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে দেয়া না হয়, তাহলে গোটা নির্বাচনই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। নির্বাচনের আগে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নানা ধরনের হয়। কখনো বলা হয় নির্দিষ্ট দলের প্রার্থী জয়ী হলে হিন্দুদের দেশছাড়া করা হবে। কখনো হিন্দুদের উপর অত্যাচারের অজুহাত হিসেবে বলা হয় ভারত থেকে হিন্দুরা এসে ভোট দেয়ার জন্য অমুক অমুক বাড়িতে বা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। গতবার বৃহত্তর রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের ভরাডুবির এটা ছিল বড় কারণ। রাজশাহীর হিন্দু ভোটাররা যারা বরাবর নৌকায় ভোট দিতেন, তারা বলেছেন সেবার সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে অর্ধেক ভোট নৌকায় দিয়েছেন, অর্ধেক দিয়েছেন ধানের শীষে, যাতে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের সমর্থক হওয়ার অপরাধে তাদের দেশছাড়া হতে না হয়।

'বিচারপতি লতিফুর রহমানের সরকারকে অবাধ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ও গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা বন্ধ করতে হবে, যারা তা অমান্য করবে তাদের প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। আসন্ন নির্বাচনে যদি ধর্ম, বিত্ত, লিঙ্গ ও জাতিসত্তা নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না যায় তাহলে কোনও অবস্থায় এ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ বলা যাবে না।

'এবারের নির্বাচনের জন্য আরেকটি বিস্ফোরন্মুখ ক্ষেত্র হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধিরা ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন। জনসংহতির নেতা সন্তু লারমা দাবি জানিয়েছিলেন উপদেষ্টা পরিষদে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের প্রতিনিধি রাখবার জন্য। বাংলাদেশে চল্লিশের বেশি সংখ্যালঘু জাতিসত্তা রয়েছে। চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উপর অবৈধ বাঙালি অভিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। নির্বাচনের আগে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকায় নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এসব বিষয়ে এখনই মনোযোগ দিতে হবে।'*

* 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ ঃ সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের শ্বেতপত্র', সম্পাদনা ঃ শাহরিয়ার কবির, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, আগস্ট ১৯৯৬।

* জনকণ্ঠ, ২৩ জুলাই ২০০১।

এ বিষয়ে শুধু 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' নয়, 'হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ', 'সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন', 'আইন ও সালিস কেন্দ্র', 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' ও 'প্রিপ ট্রাস্ট' সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন সভা, সমাবেশ, সংবাদ সম্মেলন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে স্মারকপত্র প্রদানের মাধ্যমে আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন বন্ধের এবং নির্বাচনের সময় তাদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে। বলা বাহুল্য এসব আবেদন নিবেদনের প্রতি বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গণবিরোধী সাম্প্রদায়িক চরিত্র সেপ্টেম্বরের ভেতর অনেকের চোখেই ধরা পড়েছিল। এ বিষয়ে তখন আমাদের পর্যবেক্ষণ ছিল— 'গত আড়াই মাসের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সার সংকলন করলে এটাই প্রতীয়মান হবে— তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে মৌলবাদী তালেবানি সন্ত্রাসীদের তত্ত্বাবধান করা, যে কোন মূল্যে চার দলীয় জোটের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করা। এ ক্ষেত্রে তাদের সর্বশেষ পদক্ষেপ হচ্ছে পরিস্থিতি অনুকূল না হলে 'মিডিয়া ক্যু' করা। এ কারণেই সরকার বিটিভি ছাড়া অন্য কোন চ্যানেলকে সরাসরি নির্বাচনের ফলাফলের খবর পরিবেশন করতে দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টারা ও নির্বাচন কমিশন বলেছেন, নির্বাচন কতটুকু অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় তা তদারক করার জন্য বিশাল এক পর্যবেক্ষক গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এদের ভেতর জামাত ও বিএনপির অনুসারী হচ্ছে শতকরা আশি ভাগ। জামাতে ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত ইসলামিক ব্যাংককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নির্বাচন পরিচালনার। নড়াইলে জনকণ্ঠের যে তরুণ সাংবাদিক ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী মুফতি সহিদুল ইসলামের তালেবান কানেকশন সম্পর্কে লিখেছিলেন তাঁকে তালেবান সন্ত্রাসীরা এলাকাছাড়া করেছে। এই সাংবাদিক থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন, তাঁর অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। প্রাণ বাঁচাবার জন্য জনকণ্ঠের নড়াইল সংবাদদাতা খুলনায় আশ্রয় নিয়েছেন।

'আমরা ভেবেছিলাম বিচারপতি লতিফুর রহমান তাঁর পূর্বসূরি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ ও বিচারপতি হাবিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মোটামুটি সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করবেন। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সেই সব ব্যক্তি যাঁরা গত জুনে ঢাকায় আয়োজন করেছিলেন 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন', যেখানে যোগ দিয়েছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশের সিভিল সমাজের নেতৃবৃন্দ। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এবং বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে নির্বাচন কিভাবে শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করা যায় সে বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পরামর্শ দেয়া। বিচারপতি লতিফুর রহমান একাত্তরের চিহ্নিত ঘাতক, দালাল, যুদ্ধাপরাধী, রাজাকারদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত দেখা করলেও গত আড়াই মাসে আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা করার সময় হয়নি। রাজাকারদের সঙ্গে দেখা করার যুক্তি হিসেবে তিনি অবশ্য বলেছেন কারা রাজাকার আর স্বাধীনতাবিরোধী তিনি জানেন না, তালেবানদের নেটওয়ার্ক সম্পর্কেও তিনি কিছু জানেন না। এসব কথা বলে তিনি একদিকে প্রশাসন এবং অপরদিকে জামাত-শিবির আর তালেবানদের যে সবুজ সংকেত পাঠিয়েছেন তার মাশুল দিচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গ্রামাঞ্চলের নারীরা।

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অভিযাত্রা' কর্মসূচীর অধীনে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সারা দেশের ৪২টি নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ, প্রচার, ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা, থানা পর্যায়ে জনসভা প্রভৃতির আয়োজন করেছেন। এই ৪২টি নির্বাচনী এলাকার ৩০টি আসনে জামাত, ৭টি আসনে ইসলামী ঐক্যজোট আর ৫টি আসনে বিএনপির যুদ্ধাপরাধী, মৌলবাদী ও রাজাকাররা প্রার্থী হয়েছে। এসব এলাকা সফর করে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে আগামী নির্বাচন আদৌ অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে না।

'একাত্তরের ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধী ও মৌলবাদীদের দল জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট চিরকাল রাজনীতি করেছে ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে, সরল ও ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ঐক্যজোটের প্রার্থীরা বলছেন তাদের ভোট দিলে আর হজ্বে যেতে হবে না, তাঁদের ভোট দেয়াটা হচ্ছে হজ্ব করার সামিল। জামাতীরা বলছে যারা তাদের ভোট দেবে তারা বেহেশতে যাবে, যারা দেবে না তারা দোজখে যাবে। দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ফতোয়া দিয়েছেন— এবারের নির্বাচন হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই, হিন্দুকে ভোট দিলে নামাজ ও জানাজা হবে না। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিএনপির প্রার্থীরাও বলছেন এবারের নির্বাচন হচ্ছে 'ধুতি আর টুপির লড়াই।' নারী ও সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বলা হচ্ছে নির্বাচনের দিন তারা ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে না। গেলে নারীদের বেইজ্জত করা হবে, গায়ের কাপড় খুলে নেয়া হবে আর হিন্দুদের দেশছাড়া করা হবে। বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের বিরাট অংকের চাঁদা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

'প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘোরার সময় যখন আমাদের কাছে এ ধরনের অভিযোগ এসেছে আমরা জানতে চেয়েছি তাঁরা থানায় অভিযোগ করেছেন কিনা। অধিকাংশের উত্তর হচ্ছে থানায় গেলে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হয় না, উপরন্তু সন্ত্রাসীরা জানতে পারলে নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অনেকে বলেছেন, তাঁরা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন, থানা তাঁদের অভিযোগ গ্রহণ করেনি। সাতক্ষীরার এক হিন্দু ব্যবসায়ী তাঁর পানের বরজ বিক্রি করে মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের চাঁদার দাবি মিটিয়েছেন। প্রাণভয়ে তিনি থানায় যাননি, সন্ত্রাসীদের নামও আমাদের বলেননি। এ ধরনের অনেক সংবাদ দৈনিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয় না। কোন কোন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থাপন্ন

হিন্দুরা বাড়ির মেয়েদের ভারতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা নিদারুণ আতঙ্কে ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিন গুণছেন ।

'বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একনিষ্ঠ রাজাকার ও তালেবানপ্রেম যেহেতু স্থানীয় প্রশাসনের অজানা নয়, যেহেতু তারা বুঝে ফেলেছে এই সরকার মূলত চার দলীয় জোটের সরকার, যৌক্তিক কারণেই চার দলীয় জোটের জন্য বিব্রতকর এমন কোন পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয় ।

'গত সপ্তাহে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের নেতৃবৃন্দ ইউরোপ ও আমেরিকার কূটনীতিকদের সঙ্গে এক নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলেন । আমাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে নির্বাচনের দিন শহরাঞ্চলের ভোটকেন্দ্রেগুলোর পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক ও শান্তি পূর্ণ থাকবে, কারণ সেখানে দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকরা থাকবেন, সামরিক বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা থাকবেন । মৌলবাদীরা যে কৌশলটি গত নির্বাচনের সময় কয়েকটি এলাকায় নিয়েছিল এবার তা ব্যাপকভাবে নেবে । সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা এবং গ্রামের নারীরা যাতে ভোটকেন্দ্রে যেতে না পারে এবার সে পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করবে । পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশী কূটনীতিকরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । অথচ চার দলীয় জোটের নেত্রী ও নেতারা বলছেন হিন্দুদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে না আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলছে কোন অত্যাচার হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

'সামরিক বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় টহল দেয়া শুরু করেছে । সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী জানে সামরিক বাহিনী নির্বাচনের পর থাকবে না, থাকবে সাঈদী, আমিনী আর নিজামীদের বাহিনী । মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা না হলে এবারের নির্বাচনে অন্ততপক্ষে পঁচিশ লাখ হিন্দু ভোটার ভোট দিতে পারবেন না । মৌলবাদীদের ফতোয়া ও হুমকির কারণে গ্রামের সাধারণ মানুষ বাড়ির বৌ-ঝিদের বলছে কাজ নেই ভোট দিতে গিয়ে । এ সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঢাকায় বসে শুধু ফরমান জারি করছে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিপন্ন সন্ত্রস্ত জনগোষ্ঠীকে আশ্বস্ত করার মতো কোন উদ্যোগ নেয়নি । অবশ্য নেয়ার কথাও নয়, কারণ তারা এবারের সংসদে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের আগমনের সকল পথ ইতিমধ্যেই সুগম করে দিয়েছেন ।'*

অন্য সব ক্ষেত্রে আমাদের পর্যবেক্ষণ পরে সঠিক প্রমাণিত হলেও সামরিক বাহিনী সম্পর্কে আমাদের ধারণা সঠিক ছিল না । সামরিক বাহিনী নির্বাচনের দুদিন আগে পর্যন্ত নিরপেক্ষতার ভান করেছে । নির্বাচনের একদিন আগে সন্ত্রাস দমনের নামে বিভিন্ন জায়গায় তারা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও এলাকাছাড়া করেছে এবং নির্বাচনের দিন সরাসরি চার দলীয় জোটের পক্ষে কাজ করেছে ।

২০০১ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এবং নির্বাচন যে কোন অবস্থায় অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না— এ বিষয়ে সংবাপত্র ও সিভিল সমাজ সচেতন থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলো সে ধরনের সতর্কতা প্রদর্শন এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগঠিত করেনি । যার ফলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন আরম্ভ হয়েছে তার জের এখনও চলছে ।

* জনকণ্ঠ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ ।

তিন

২০০১ সালের ১ অক্টোবর থেকে জাতীয় দৈনিকসমূহে বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর যে বহুমাত্রিক নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে তা আমাদের প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন করলেও সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত । ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরও নয় দিন ক্ষমতায় ছিল । ১০ অক্টোবর বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট ক্ষমতাগ্রহণ করে । লতিফুর রহমান যেমন প্রথম থেকে অস্বীকার করেছেন কোথাও কোন সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি একইভাবে জোট সরকারও ক্ষমতাগ্রহণের পর থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করেছে ।

জোট সরকারের শরিক ও মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির মুখপত্র দৈনিক 'ইনকিলাব', 'সংগ্রাম' ও 'দিনকাল' ছাড়া দেশের গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ধারাবাহিকভাবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার খবর প্রকাশিত হয়েছে । 'ডেইলি স্টার', 'প্রথম আলো', 'যুগান্তর', 'ইত্তেফাক' প্রভৃতি দৈনিক আওয়ামী লীগ সমর্থক মনে করবার কোন কারণ নেই । এসব পত্রিকায় কোন কোন জোটপন্থী বাম কলাম লিখিয়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা যা ছাপা হচ্ছে তা অতিরঞ্জিত এবং এসব জোট সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্টকরণ চক্রান্তের অন্তর্গত বলে মন্তব্য করেছেন । ৪ অক্টোবর (২০০১) 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণম্মিলন'-এর পক্ষ থেকে নির্বাচনকালীন সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সম্পর্কে উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে একটি বিবৃতি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল । এর তিন দিন পর যুগান্তর-এ বাম ও সেক্যুলার দাবিদার কলাম লিখিয়ে ফরহাদ মজহার বিবৃতিদাতাদের প্রতি বিষোদগার করে এক বিরাট কলাম ফেঁদেছিলেন ।

জোট সরকারের উচ্ছিষ্টভোগীদের মতো আমাদের কিছু তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মনে করেন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই । নির্বাচনের সময় কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে, হিন্দুদের উপর কোথাও কোথাও যে নির্যাতন হয়েছে তার কারণ রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক নয় । এদের কেউ কেউ মনে করেন অমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়কে 'সংখ্যালঘু' হিসেবে আখ্যায়িত করা প্রতিক্রিয়াশীলতা । এদের কেউ বর্তমান নির্যাতনকে যৌক্তিক প্রমাণ করবার জন্য এমনও লিখেছেন এ ধরনের নির্যাতন অতীতে আওয়ামী লীগ আমলেও হয়েছে । তারা এমন কথাও বলেছেন প্রতিবেশী ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর যত নির্যাতন হয় বাংলাদেশে সে তুলনায় কিছুই হয়নি । ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার অজুহাতে বাংলাদেশে কয়েক সপ্তাহ ধরে হিন্দুদের উপর যখন নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কয়েক হাজার মন্দির, ঘর-বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছিল তখনও কোন কোন

সেক্যুলার দাবিদার বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে কিছু হয়নি। '৯২-এর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার উপর লেখা তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' উপন্যাস সম্পর্কে তারা বলেছেন ভারতের বিজেপির স্বার্থ রক্ষার জন্য নাকি এ বই লেখা হয়েছে!

ফরহাদ মজহার ও বদরুদ্দীন উমরের মতো বুদ্ধিজীবীরা যখন মৌলবাদের উত্থান ও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কিত লেখালেখির ভেতর প্রতিক্রিয়াশীলতা আবিষ্কার করেন তখন এটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা কেন এত নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর প্রথম বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিলেন, 'এদেশের মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টানসহ সকল ধর্মের, সকল আদিবাসী প্রতিটি মানুষই বাংলাদেশী। এই ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশে যারা সংখ্যালঘু শব্দটি ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের মাঝে বিভক্তির দেয়াল তুলতে চায় তাদের বিষয়ে দেশবাসীকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি।'*

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের জবাব আমরা পরদিনই দিয়েছিলাম একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সংবাদ সম্মেলনে, যেখানে উপস্থিত ছিল গণধর্ষিতা কিশোরী পূর্ণিমা ও তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ। আমরা বলেছিলাম, 'বাংলাদেশে কেউ সংখ্যালঘু পরিচয়ের বিড়ম্বনা নিয়ে থাকুক এটা আমরা কেউ চাই না। বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবাই জাতিগত পরিচয়ে বাঙালি এবং নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশী। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান কিংবা আদিবাসী কেউ সংখ্যালঘু পরিচয় নিয়ে বাংলাদেশে বাস করতে চান না। দুভার্গ্যের বিষয় রাষ্ট্র তাদের কপালে সংখ্যালঘুত্বের ছাপ এমনভাবে এঁকে দিয়েছে যে সেটা সহজে মুছে ফেলা যাবে না। প্রথমে সংবিধান থেকে ৫ম সংশোধনীর দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতা খারিজ করে মুখবন্ধে 'বিসমিল্লাহ ....' সংযোজন করে, তারপর ৮ম সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার মাধ্যমে অমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদ্রায় ও জাতিসত্তাসমূহকে এটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে তারা এদেশে 'সংখ্যালঘু' এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সংখ্যায় লঘু বলেই হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর ইচ্ছামত হামলা ও নির্যাতন করা যায়। বিশেষ করে হিন্দুদের উপর হামলার অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো হয় তারা আওয়ামী লীগের সমর্থক, যদিও নির্বাচনে হিন্দুরা বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও অন্যান্য দলকেও ভোট দেয়। সংখ্যালঘু হওয়ার কারণেই তারা পরিণত হয়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে—আক্রান্ত হলেও যাদের প্রতিবাদ জানাবার সাহস নেই।'**

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী প্রথমে বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পরে উপদ্রুত একটি এলাকায় জনসভায় এবং তারপর বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে অতিরঞ্জিত সংবাদ ছাপা হচ্ছে। পত্রিকায় যা ছাপা

* জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১।

** সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ শ্বেতপত্রের দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্টে দেখুন।

হয়েছে তার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ অসত্য ও ভিত্তিহীন, কারণ পত্রিকার সংবাদের সঙ্গে জেলা প্রশাসকদের পাঠানো রিপোর্টের কোন মিল নেই।'***

সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য শীর্ষ মন্ত্রীরা যখন বলেন পত্রিকার খবর অসত্য ও ভিত্তিহীন তখন কি কোন জেলা প্রশাসকের পক্ষে সম্ভব তাঁদের মিথ্যেবাদী বলা? সরকারের নীতি নির্ধারকরা কী চান এটা জেলা প্রশাসন বুঝে ফেলেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে। সরকারের নীতি নির্ধারকদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ না করলে কী শাস্তি ভোগ করতে হয় তা-ও জেলা প্রশাসন জানে। সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের পাঠানো রিপোর্টের সঙ্গে পত্রিকার সংবাদের কোন মিল না থাকা স্বাভাবিক।

যে সব মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপদ্রুত এলাকা সফর করেছেন তারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, বাস্তবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যত ঘটনা ঘটেছে পত্রিকায় তার অর্ধেকও ছাপা হয়নি। কারণ—

১) নির্যাতকরা প্রধানতঃ ক্ষমতাসীন বিএনপি ও জামাতে ইসলামীর কর্মী ও সমর্থক হওয়ায় নির্যাতিতরা থানায় অভিযোগ জানাতে ভয় পেয়েছে অধিকতর নির্যাতনের আশঙ্কায়। নির্যাতিতরা মানবাধিকার সংগঠন কিংবা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পেয়েছে একই আশঙ্কার কারণে।

২) দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানা সম্ভব নয়।

৩) ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে নির্যাতিতরা কদাচিৎ থানায় অভিযোগ করে, অধিকতর নির্যাতনের আশঙ্কার পাশাপাশি সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে। বাংলাদেশসহ এশিয়ার বহু দেশে ধর্ষণকারীর চেয়ে ধর্ষিতা নারীকে সমাজে অবাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য বিবেচনা করা হয়।

৪) এবার যেহেতু প্রথম থেকেই সরকার সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করছিল, থানাও সেই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগীদের অভিযোগ রেকর্ড করার বিষয়টি বহু ক্ষেত্রে সচেতনভাবে উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান করেছে। বহু ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে হয়রানি ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। কোথাও তাদের উল্টো মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

৫) নির্বাচনকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হাজার হাজার হিন্দু পরিবার সহায়-সম্পদ-সম্ভ্রম-আপনজন হারিয়ে কাউকে কিছু না বলে প্রাণ রক্ষার জন্য ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, যাদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানবার কোন উপায় নেই।

৬) যারা ভারতে গিয়েছে তাদের অনেকের সঙ্গে বিবিসির প্রতিনিধি ও আমি কথা বলেছি। সেখানকার বৈরি রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অনেকেই স্বীকার করতে চায় না যে তারা ২০০১-এর অক্টোবরের পর দেশত্যাগ করেছে এবং

*** জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১।

৭) যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোন অবস্থায় মাতৃভূমি ত্যাগ করবে না তারা নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করে তাদের অবস্থান বিপদসঙ্কুল করতে চায়নি। প্রতিবেশীরা জানলেও এসব ঘটনা কোন পত্রিকায় ছাপা হয়নি।

এসব কারণে এবারের নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিসংখ্যান কখনও জানা যাবে না।

সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন থেকে এবারের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের যে সব নৃশংস ঘটনা জানা গেছে— একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ছাড়া বাংলাদেশে অতীতে কখনও এরকম ঘটেনি। তবে একাত্তরে নির্যাতনের জন্য দায়ী ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, যারা ছিল বহিরাগত। এবারের ঘটনা একটি ক্ষেত্রে একাত্তরের চেয়েও ভয়াবহ, কারণ নির্যাতনকারীরা বহিরাগত শত্রুদেশের সৈন্য নয়, তারা বাঙালি এবং নির্যাতিতদের প্রতিবেশী কিংবা একই গ্রামের মানুষ। একাত্তরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যারা প্রাণে বাঁচার জন্য দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা আবার ফেরত এসেছে। এবার যারা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে, যাদের সঙ্গে বিবিসি প্রতিনিধি বা আমার কথা হয়েছে, তারা জানিয়েছে যে, তাদের কেউ দেশে ফিরবে না।

২০০১ সালের মধ্য জুলাইয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে যে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সূচনা ঘটেছে, নির্বাচনের পর তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম তিন মাস এমন একটি দিন পাওয়া যাবে না যেদিন দেশের কোথাও না কোথাও সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি। এবারের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ধরন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হত্যার চেয়ে শারীরিক নির্যাতন, লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগ, বলপূর্বক চাঁদা আদায় ও ধর্ষণের ঘটনা বেশি ঘটেছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে ছয় বছরের শিশু থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত হামলাকারীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষিতাকে আরও লাঞ্ছিত করবার জন্য ধর্ষকরা তাদের বিবস্ত্র করে প্রকাশ্য জনপদে ঘুরিয়ে চরম পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছে। হত্যা করা হয়েছে সদ্যজাত শিশু থেকে আরম্ভ করে পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত। হত্যার কবল থেকে মন্দিরের পুরোহিত, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বর্ষীয়ান জ্ঞানতাপস পর্যন্ত রেহাই পাননি, যাঁদের পক্ষে কারও অনিষ্ট করা কল্পনারও অতীত বিষয়। কোথাও হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান জানানো হয়েছে। আবার কোন মুসলমান অথবা আদিবাসী স্বেচ্ছায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাদের নির্যাতন— এমনকি হত্যাও করা হয়েছে।

বিভিন্ন পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ যখন প্রাত্যহিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মানবাধিকার সংস্থা উপদ্রুত এলাকাসমূহ ঘুরে এসে দেশবাসীর সামনে নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে সরকারের কাছে প্রতিকার চেয়েছে, সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' নামের একটি মানবাধিকার সংগঠন সরকারের নির্লিপ্ততায় ক্ষুব্ধ হয়ে উচ্চতর আদালতে মামলা পর্যন্ত করেছিল। আদালত সরকারের কাছে এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ তলব করেছে। প্রায় চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সরকার কোন কৈফিয়ৎ দেয়নি। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব নির্বাচনের পর দুবার ঢাকায় এসে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সরকারের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ কখনও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে এ্যামনেস্টির মহাসচিবকে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের অভিযোগ তদন্ত করবার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হবে। এতদিনেও সেই কমিশন গঠিত হয়নি।

এবারের সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও সমাজবিজ্ঞানীরা একে এক ধরনের 'এথনিক ক্লিনজিং' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নির্বাচনের আড়াই মাস আগে থেকেই গ্রাম এলাকায় বিএনপি-জামাতের দলীয় সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে বলেছে—বাংলাদেশে কোন হিন্দু থাকতে পারবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতনের পর হিন্দুদের ভারতে চলে যেতে বলা হয়েছে। বিএনপি ও জামাতে ইসলামীর মত দলগুলো ধরে নিয়েছে অমুসলিম মাত্রেই আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং আওয়ামী লীগের প্রতি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন। বিএনপি-জামাতের বিবেচনায় নির্যাতনের কারণে অমুসলিমরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে— ১) আওয়ামী লীগের ভোট কমবে এবং ২) বাংলাদেশকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্র বানানো সহজ হবে।

আমরা বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকা ঘুরে দেখেছি দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রমণের শিকার হয়েছে। চট্টগ্রামের বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরিকে জামাতে ইসলামীর ঘাতকরা হত্যা করেছে, যিনি ছিলেন ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য। চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরো, ভিক্ষু দুলাল বড়ুয়া ও হিন্দু পুরোহিত মদনমোহন গোস্বামীকে হত্যা করা হয়েছে, যাদের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। সিরাজগঞ্জের গণধর্ষিতা বালিকা পূর্ণিমার মা বাসনারাণী বলেছেন তারা বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন বলেও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাননি। সুতরাং এরকম ধারণা করা উচিৎ হবে না যে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের সমর্থক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্যাতনের শিকার হয়েছে। রাজনৈতিক কারণ অবশ্যই রয়েছে। জোট সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা গত চার বছর ধরে নির্যাতিত হচ্ছেন। কিন্তু হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের কারণ মূলতঃ সাম্প্রদায়িক, যার সঙ্গে সম্পর্কিত বাংলাদেশের বহুত্ববাদী সমাজকে মনোলিথিক ইসলামভিত্তিক সমাজে পরিণত করবার মৌলবাদী প্রয়াস।

চার

নির্বাচনের আগে ও পরে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন উপদ্রুত এলাকা ঘুরে এসে সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে যে সব তথ্য সংবাদ সম্মেলন করে দেশবাসীকে জানিয়েছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে কোন অমিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। সংখ্যালঘু

নির্যাতনের 'অতিরঞ্জিত' 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' সংবাদ প্রকাশের জন্য সরকার দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রকে যেভাবে অভিযুক্ত ও হয়রানি করেছে একইভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছে মানবাধিকার রক্ষকদের প্রতি। যে সব সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠন/এনজিও নির্বাচনের আগে থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, সমান অধিকার ও মর্যাদার জন্য কাজ করছিল খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ৪২ দিন পরই আমাকে গ্রেফতার করেছিল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে— নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যে সব মানুষ নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র অপরাধ করেছি, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দিয়ে সরকার ও দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছি। আমাকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে কী ধরনের শরীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে তার বিবরণ দু মাস পর জামিনে জেল থেকে বেরিয়ে সংবাদ সম্মেলনে দিয়েছি।

এক বছর পর আমাকে আবার গ্রেফতার করা হয় ২০০২ সালের ডিসেম্বরে। সেবার আমার সঙ্গে বিবিসির দুজন বিদেশী সাংবাদিক সহ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, সাংবাদিক সেলিম সামাদ, সাংবাদিক এনামুল হক ও মানবাধিকার কর্মী প্রিসিলা রাজকেও গ্রেফতার করে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে। এরপর দেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও প্রশিকার সভাপতি ডঃ কাজী ফারুখ আহমেদ সহ তাঁর প্রতিষ্ঠানের ১৫২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের কত হাজার নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে সম্ভবত দলের নেতারাও তা জানেন না। আওয়ামী লীগের উপর সরকারী নির্যাতনের বিষয়টি এই শ্বেতপত্রে আলোচনায় আনতে চাই না, কারণ আমাদের বিষয় হচ্ছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন।

নির্যাতনের কথা লিখতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শতাধিক সাংবাদিক সরকারী দল ও প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের হয়রানি, গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। খুলনার মাণিক সাহা ও বগুড়ার দীপঙ্কর চক্রবর্তীর মতো সাংবাদিকদের এবং অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদের মতো লেখককে হত্যা করা হয়েছে প্রধানত সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন সম্পর্কে লেখালেখির জন্য। অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদ তাঁর 'পাক সার জামিন' উপন্যাসে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সঙ্গে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পৃক্তির কথা বলেছেন। এতে জামাতীরা এতই ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে সংসদে দাঁড়িয়ে তাঁকে শায়েস্তা করবার জন্য ব্লাশফেমি আইন চালু করবার দাবি জানিয়েছিলেন জামাতের সাংসদ দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে সাঈদীর নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর কী নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়েছে তার বহু বিবরণ জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে।

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রিক নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতন পরিমাণ ও ভয়াবহতার বিচারে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি হলেও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। নির্যাতক যেহেতু জোট সরকারের শরিকদের স্থানীয় সন্ত্রাসীরা সেক্ষেত্রে সরকার ও প্রশাসন নির্যাতন বন্ধের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এটা আশা করা যায় না। অতীতে আমরা দেখেছি এ ধরনের নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে একজোট হয়ে এগিয়ে এসেছে এবার সে ধরনের কিছু আমরা দেখিনি। আওয়ামী লীগ, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, সিপিবি ও সমমনা কিছু দলের নেতারা বিচ্ছিন্নভাবে উপদ্রুত কিছু এলাকা সফর করেছেন এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে নির্যাতিতদের কিছু সাহায্যও করেছেন, কিন্তু নির্যাতন বন্ধের ক্ষেত্রে তাঁরা একজোট হয়ে কিছু করেননি যেমনটি সীমিত পরিমাণে '৯২-এর ডিসেম্বরেও করেছিলেন।

আওয়ামী লীগের সমর্থক কোন কোন কলাম লেখক এমনটি লিখেছেন যে নির্বাচনের পর এই দলটির উপর যে ভয়ঙ্কর ও অপ্রত্যাশিত আঘাত এসেছিল তাতে নিজেদের রক্ষা করাই দুঃসাধ্য ছিল, নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের পাশে সেভাবে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। আমাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে সরকারী জুলুম-পীড়ন-হত্যা-গ্রেফতার উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগের যে সব নেতা এলাকায় ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন সেসব এলাকায় কম হয়েছে। সেই সব অঞ্চলে নির্যাতন বেশি হয়েছে— আওয়ামী লীগের নেতারা নির্বাচনের পর যেখান থেকে চলে এসেছেন। উপদ্রুত বহু এলাকার নির্যাতিতরা এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কোন নেতা তাদের পাশে এসে দাঁড়াননি। আওয়ামী লীগ ছাড়া মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তি এমনই সীমিত যে তাদের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু করা সম্ভব নয়। এদের ভেতর কিছু এমন দলও আছে যারা আওয়ামী লীগের প্রতি বিদ্বেষবশত নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ায়নি। তারা ক্ষমতাসীন জোটের মতো হিসেব কষেছে— নির্যাতনের কারণে হিন্দুরা দেশত্যাগ করলে আওয়ামী লীগের ভোট কমবে।

প্রয়োজন ছিল নজিরবিহীন এই মানবিক বিপর্যয় প্রতিহত করবার জন্য আওয়ামী লীগ সহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দলের ইস্পাতদৃঢ় ঐক্য এবং কার্যকর প্রতিরোধ কর্মসূচী। কিন্তু কিছু বাম দলের ভেতর আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ এমনই প্রবল যে মানবতার এই চরম দুর্যোগও তাদের বিচলিত করেনি— পাছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট বাঁধতে হয়! অথচ '৯২-সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগসহ ১১টি বাম দল 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কমিটি' গঠন করে উপদ্রুত এলাকায় গিয়েছিল, নির্যাতিতরা কিছু পরিমাণে হলেও সাহস ও সান্ত্বনা লাভ করেছে, নির্যাতকরা ভয় পেয়েছে, নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এবার সংখ্যালঘু নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার প্রথম কারণ যদি হয় জোট সরকারের প্রতিহিংসা ও সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিরোধহীনতা।

রাজনৈতিক দলগুলো কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে জনসাধারণের পক্ষে নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসা সম্ভব হয় না। কিছু ক্ষেত্রে জনগণের

স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধ আমরা দেখেছি। এর পাশাপাশি এটাও দেখেছি বিপদগ্রস্ত হিন্দু প্রতিবেশীকে আশ্রয় দিয়ে মুসলমান প্রতিবেশী কীভাবে আক্রান্ত হয়েছে।

গত চার বছরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ভেতর সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন এবং নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল— ১) একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ২) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র, ৩) মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন, ৪) বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ, ৫) সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, ৬) বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ৭) আইন ও সালিস কেন্দ্র, ৮) বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ৯) হট লাইন বাংলাদেশ, ১০) হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিয, ১১) সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ১২) সিটিজেনস ভয়েস প্রভৃতি। এ ছাড়া 'প্রশিকা', 'প্রিপ ট্রাস্ট', 'নারী প্রগতি সংঘ' ও 'নিজেরা করি' সহ কয়েকটি এনজিও এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল এবং এর জন্য কিছু প্রতিষ্ঠানকে চড়া মাশুলও দিতে হয়েছে।

৬ নবেম্বর ২০০১ তারিখে দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী ও মানবাধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি'। সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ও কারণ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবার জন্য এই কমিটি একটি গণতদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০০১-এর ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে সভাপতি করে তিন সদস্যবিশিষ্ট গণতদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এর অন্য সদস্যরা ছিলেন ব্যারিস্টার শফিক আহমদ ও এডভোকেট তবারক হোসেইন। নাগরিক কমিটি ও তদন্ত কমিশনের সদস্যবৃন্দ বেশ কয়েকটি উপদ্রুত অঞ্চল সফর করেছেন। গণতদন্ত কমিশন সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে তাদের শতাধিক পৃষ্ঠার প্রতিবেদন প্রকাশ করে ২০০২ সালের ২৬ এপ্রিল।

১৪-১৩ ফেব্রুয়ারি (২০০২) ঢাকায় আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতায় সচেতন নাগরিকদের সমন্বয়ে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনভেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার কয়েক শ ভুক্তভোগী উপস্থিত ছিলেন।

২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িক তান্ডব সম্পর্কে প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন।' ৩ অক্টোবর এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে নির্বাচনকে কেন্দ্র এর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কী ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছে তা তুলে ধরা হয়। এই বিবৃতি ৪ অক্টোবর ২০০১ তারিখে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। ৯ অক্টোবর (২০০১) 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন' ও 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে দেশের বরেণ্য নাগরিক ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। এই আলোচনায় যে কটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তার ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত।

পাঁচ

আমরা '৯৬-এর নির্বাচনের পরও সংখ্যালঘু নির্যাতনের উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিলাম। এবার আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল তিন মাসের নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ করে এই শ্বেতপত্র প্রকাশের। নবেম্বরে আমার গ্রেফতারের পর শ্বেতপত্রের তথ্য সংগ্রহের কাজ বিঘ্নিত হয়। দু মাস পর জেল থেকে বেরিয়ে জানতে পারি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০০২-এর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে। এই কনভেনশন উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটি নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতনের দলিলও প্রকাশ করবে।

১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে কয়েকটি দলিল প্রকাশিত হয়। এর একটি ছিল 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন' এবং অপরটি 'চাদরটা সরিয়ে দাও'— শিরোনামে নির্যাতনের আলোকচিত্রিক দলিল।

সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন গণতদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০০২ সালের ২৬ এপ্রিল। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে নেয়া যে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তার সময়কাল ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই কমিশনের প্রতিবেদন পাঠ করলে এরকম ধারণা হতে পারে যে সংখ্যালঘু নির্যাতন ছিল নির্বাচনকেন্দ্রিক, যা ডিসেম্বরের পর বন্ধ হয়েছে কিংবা কমে গিয়েছে।

আমরা বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে এবং উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে জেনেছি সংখ্যালঘু নির্যাতন সংখ্যার হিসেবে কিছু কমলেও এলাকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। যেসব জায়গায় নির্বাচনের পর নির্যাতন হয়নি সে সব জায়গায় ছয় মাস ও এক বছর পরও নির্যাতন হয়েছে। বিশেষভাবে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের অধিকাংশ এলাকায় সংখ্যালঘু নির্যাতন ছড়িয়ে পড়েছে।

নির্যাতন যখন ধারাবাহিকভাবে চলছে— আমাদের শ্বেতপত্রের সময়সীমা কী হবে এ নিয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম। নির্যাতন আরম্ভ হয়েছে ২০০১-এর মধ্য জুলাইয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বগ্রহণের পর থেকেই। আমরা ধারণা করেছিলাম স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পর এই নির্যাতন হয়তো বন্ধ হবে। কারণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশের ভেতরে জনমত যেমন প্রবল হচ্ছিল একইভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে সরকারের উপর নির্যাতন বন্ধ এবং নির্যাতকদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের কথা বলেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সংখ্যালঘু নির্যাতনের ৫০০ দিনের শ্বেতপত্র প্রকাশ করব। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে ৫০০ নয় ১৫০০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও নির্যাতন বন্ধ হয়নি কিন্তু শ্বেতপত্রের জন্য

যেহেতু একটি কালসীমা প্রয়োজন তাই আমরা ১৫০০ দিনের ভেতর আমাদের তথ্য সংগ্রহ সীমাবদ্ধ রেখেছি।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের সংবাদ বাছাইয়ের সময় আমাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে সতর্কতার পরিচয় দিতে হয়েছে। প্রথমত ঃ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন আওয়ামী লীগ অধ্যুষিত অঞ্চলে যখন সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নির্বিশেষে হামলা হয়েছে সেসব সংবাদ আমরা 'রাজনৈতিক সহিংসতা' হিসেবে বিবেচনা করে এই শ্বেতপত্রে অন্তর্ভুক্ত করিনি। কোন এলাকায় গণডাকাতির ফলে যখন মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে আক্রান্ত হয়েছে সে সব ঘটনা আমরা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিজনিত বিবেচনা করে এই শ্বেতপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থেকেছি। একই ভাবে সাধারণ চুরি, ছিনতাই ও মারপিটের ঘটনাও এই শ্বেতপত্রে নেই। তবে যখন কাউকে অমুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করে মারধর করা হয়েছে, ভারতে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে সেসব ঘটনা নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত।

জোট সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকার করতে গিয়ে বলেছে এসব রাজনৈতিক সহিংসতা কিংবা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়— এর ভেতর কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। কখনও বলেছে জোট সরকারকে বিব্রত করবার জন্য আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও আমাকে গ্রেফতারের পর রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলা হয়েছিল বাংলাদেশে কি কোন মুসলমানের বাড়িতে ডাকাতি হয় না, সন্ত্রাসীদের হাতে কি মুসলমান নিহত হয় না, মুসলমান মেয়ে কি ধর্ষিত হয় না? গোয়েন্দা বিভাগের প্রশ্নকারীরা আমাদের যে প্রশ্ন করেছেন একই বক্তব্য জোট সরকারের তল্পিবাহক অনেক বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠনেরও। তাদের বক্তব্য হচ্ছে সাধারণ অপরাধ ও আইন-শৃঙখলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সাম্প্রদায়িক বলা উচিত নয়। কারণ তারা বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নেই, সংখ্যালঘু নেই।

এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য খুব পরিস্কার। যখন কাউকে নির্যাতন করা হয় নিছক ধর্মবিশ্বাসের কারণে, যখন বিশেষ ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে নির্যাতিতদের ন্যায়বিচার ও সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, যখন বিশেষ ধর্মাবলম্বী বা জাতিগত পরিচয়ের কারণে কারও দেশপ্রেমকে সন্দেহ বা কটাক্ষ করা হয় তখন তা নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অন্তর্গত।

এ ধরনের শ্বেতপত্রে কখনও সেইসব নির্যাতনের চিত্র পাওয়া যাবে না যা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হয়। সুলতানা নাহার তাঁর 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' গ্রন্থে প্রণবকুমার দেব নামের একজন ভুক্তভোগীর জবানবন্দি অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীদের গণতদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে উদ্ধৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রাত্যহিক নির্যাতন সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে—

১) সংখ্যালঘু হিসাবে সামাজিকভাবে হরেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন সংখ্যাগুরু জনগণ সব সময় তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। মানমর্যাদা ও ধন সম্পদ রক্ষা করে চলা যায় না।

২) নিজের সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ভোগ করা যায় না। প্রতিনিয়তই সম্পদ আক্রান্ত হয়। যেমন বিনানুমতিতে পুকুর থেকে মাছ ধরে নিয়ে যাওয়া, বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে নেয়া, ক্ষেতের ফসল কেটে নেয়া, শত্রু সম্পত্তির নামে ভূ-সম্পত্তি জবর দখল করা, মাস্তান ও চাঁদাবাজদের উৎপাত, পুলিশ ও ক্ষমতাসীনদের হয়রানি সংখ্যালঘুদের উপরই সর্বাধিক।

৩) স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা যায় না। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে গেলে বিডিআর-এর নির্যাতন ও স্থানীয় মুসলমানদের লুটপাটের শিকার হতে হয়।

৪) স্বাধীনভাবে স্বীয় মতামত প্রকাশ করতে পারি না। 'গ্লানি' ও 'লজ্জা' নিষিদ্ধকরণ এর দৃষ্টান্ত।

৫) স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারি না। ভয়ভীতি হুমকীর মুখে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করতে হয়, অথবা ভোট প্রদানে বিরত থাকতে হয়।

৬) সংখ্যালঘু হিসাবে নির্যাতিত হলে, সামাজিক ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিরাপত্তা প্রদানের পরিবর্তে হয়রানিতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৭) কোন সংখ্যালঘু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে চাইলে, সমাজ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করে থাকে। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান ধর্মান্তরিত হতে চাইলে সংস্থা খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। ফলে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতী মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীর প্রেমে পড়লে এবং মুসলমান যুবক-যুবতী ধর্মান্তরিত হতে ইচ্ছুক থাকলেও তা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

৮) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ সংখ্যালঘুদেরকে নির্যাতিত করতে পারলে চরম আনন্দ লাভ করে। একই মামলার আসামী মুসলমানের চেয়ে হিন্দুদেরকে কয়েক গুণ বেশি নির্যাতন করা হয়। ১৯৮৬ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো হতে ১৫৭ জন ছাত্রকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক জগন্নাথ হলের। তার মধ্যে আমিও একজন। পুলিশ, মুসলিম ছাত্রদের সাথে ভালো ব্যবহার করলেও আমাদেরকে "মালাউনের বাচ্চা" ও অন্যান্য অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং প্রচণ্ড মারধর করে এবং আমাদের অনেকেরই মাথা ফেটে যায় এবং পরিধেয় বস্ত্র রক্তে ভিজে যায়। ১৯৮৩ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মুসলিম ছাত্র অপেক্ষা হিন্দু ছাত্রদেরকে কয়েক গুণ বেশি দৈহিক নির্যাতন করা হয়।

৯) ট্রেনে, বাসে, লঞ্চে সংখ্যাগুরু যাত্রীগণ হিন্দু যাত্রীদেরকে (যদি বুঝতে পারে) সিট খালি থাকা সত্ত্বেও বসতে দিতে চায় না।

১০) স্বাচ্ছন্দ্যে ও নির্ভয়ে ধর্মপালন করতে পারি না।
১১) কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের মাধ্যমেও সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। যেমন শত্রু সম্পত্তি আইন, ব্যাংক থেকে ঋণ প্রাপ্তি ও ব্যাংক থেকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন।
১২) রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রশাসন সংখ্যালঘু হিসাবে আমার জানমাল ও সম্পদের কোন নিরাপত্তা দেবে না। বাবরী মসজিদ ভাঙার পর বাংলাদেশে বহু মন্দির লুট, ধ্বংস ও পোড়ানো হয়েছে, বাড়িঘর ও দোকানপাট লুট ও ভাঙচুর করা হয়েছে, অনেক হিন্দু যুবতী পৌঢ় এমনকি নাবলিকা পর্যন্ত গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। তবে একজনেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে শুনিনি। অথচ বাংলাদেশে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কড়া আইন "সন্ত্রাসদমন" আইন বলবৎ রয়েছে।
১৩) চাকুরী বাকরীর ক্ষেত্রে ন্যায্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছি। বিশেষ করে যে সব চাকুরীতে মৌখিক পরীক্ষায় যথেষ্ট নম্বর রয়েছে যে সব চাকুরীতে বৈষম্যের শিকার হচ্ছি বেশি।
১৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌখিক পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে কম নম্বর প্রদান করা হয়।

পেশাগত জীবনে নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি

১) অন্যান্য সংখ্যাগুরু সহকর্মীদের তুলনায় অধিক কাজ চাপিয়ে দেয়া হয়।
২) সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সহকর্মীদের তুলনায় ছুটি মঞ্জুর করতে বেগ পেতে হয়।
৩) অধিক কাজ করেও এ.সি.আর.-এ অবমূল্যায়ন করা হয় যাতে ভবিষ্যতে পদোন্নতি বিঘ্নিত হয়।
৪) সংখ্যাগুরু সহকর্মীদের তুলনায় প্রতিকূল বদলির ঝামেলা বা দুর্ভোগ বেশি পোহাতে হয়।
৫) পেশাগত জীবনে পদোন্নতি পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না।

সংখ্যালঘু হিসাবে আমি নিরাপত্তার তীব্র অভাববোধ করি। কারণ সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর নেতিবাচক মনোভাব নিরাপত্তার প্রতি বড় হুমকি। আমার ধারণা, প্রকাশ্য রাজপথে ৮/১০ জন মুসলমান যদি আমাকে "মালাউনের বাচ্চা" বলে গালিগালাজ করে পিটাতে থাকে অথবা বাড়ি ঘরে আগুন ধরিয়ে নেয়, অথবা নারী অপহরণ/ধর্ষণ করে তবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটি অংশ এর নিন্দার পরিবর্তে উৎসাহই যোগাবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিষ্ক্রিয়ই থাকবে। ফলে আমার জানমাল, মান ইজ্জত সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর জুয়াখেলায় পরিণত হয়েছে। তদুপরি রাষ্ট্রীয় আইন, শাসক গোষ্ঠীর মনোভাব আমার প্রতিকূল। বাস্তব অভিজ্ঞতা এতো তিক্ত যে, মনে হয় সংখ্যালঘু হিসাবে বাংলাদেশে বসবাস করার চেয়ে আফ্রিকার গহীন অরণ্যে বাঘ ভালুক ও বুনো হিংস্র জানোয়ারদের সাথে বসবাস করা অধিকতর শ্রেয়।...

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুগণ ব্যাপক শিক্ষার হার ও অধিকার সচেতন থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বৈরী পরিবেশের কারণে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে। নীচে এর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো—

১। বাংলাদেশের মোট শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সরকার ও প্রশাসন নিরপেক্ষ হলে, নিয়োগ ও পদোন্নতির অর্ধেকই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন পেত।
২। বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিশোধস্বরূপ হবিগঞ্জের মাধবপুরে স্থানীয় মুসলমানগণ, হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও হিন্দুর বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটে মেতে উঠে। এদেরকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট গুলি করার আদেশ দিলে, দু'জন দুষ্কৃতকারী নিহত হয়। স্থানীয় মুসলমানদের আন্দোলনের চাপে এখানকার প্রশাসন নিহত দু'জনের জন্যে শহীদ মিনার নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন এবং এ.সি (ল্যান্ড)- কে বরখাস্ত করেন। উক্ত এসি (ল্যান্ড) হিন্দু ছিলেন এবং তিনি কর্তব্য ও দায়িত্ব নিয়োজিত ছিলেন না এবং অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। যে দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ব্যাপক জনগণ, সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়, বাড়িঘর লুট অগ্নিসংযোগ করাকে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী ধর্ষণকে সত্যায়নের কাজ মনে করে (না হলে নিহত ব্যক্তিদ্বয় শহীদ হয় কিভাবে) সে দেশে সংখ্যালঘুরা যতোই শিক্ষিত ও অধিকার সচেতন হোক না কেন অধিকার বঞ্চিত হবেই।
৩। জাতীয় সংসদের সদস্য তোফায়েল আহমদ বরিশাল ও ভোলায় ব্যাপক হিন্দু নারী ধর্ষণ এবং এর ফলে বেশ কয়েকজন গর্ভবতী হয়ে পড়ার সংবাদ জানালে মাননীয় (?) মন্ত্রী সালাম তালুকদার রঙ্গরস করে জাতীয় সংসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বলেন যে, "বরিশালের মেয়েরা এতো ফার্টাইল আগে জানলে বরিশালে বিয়ে করতাম।"
৪। ১৯৯২ সনের ২৬ জুনে দহগ্রামের ৫৬টি হিন্দুবাড়ি স্থানীয় মুসলমানগণ পুড়িয়ে দেয় এবং তারা ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। এ সংবাদ ঢাকায় পৌঁছানো সত্ত্বেও সরকারী নির্দেশে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক রিপোর্ট করা হয় যে ভারতীয় দুষ্কৃতকারীরা দহগ্রামে এসে মুসলমানদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে।...*

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও এখানে উল্লেখ করবার কারণ এই জবানবন্দিতে বিধৃত হয়েছে ভুক্তভোগীদের প্রতিদিনের অপমান ও মানসিক যাতনা। দেশের সংবিধান যেখানে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ও মর্যাদা হরণ করেছে, সেখানে প্রাত্যহিক এই অপমান, বেদনা ও ক্ষোভ খুবই স্বাভাবিক। শ্বেতপত্রে নির্যাতিতদের প্রতিদিনের দুঃসহ মানসিক যাতনা অন্তর্ভুক্ত করবার সুযোগ নেই। আমরা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা তুলে ধরতে পারি, যেখান থেকে নির্যাতনের বহুমাত্রিকতা কিছু পরিমাণে হলেও উপলব্ধি করা যাবে।

বাংলাদেশে যারা নিজেদের বাঙালি অথবা মানুষ ভাববার আগে 'মুসলমান' পরিচয়ের জন্য গর্ব অনুভব করে তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বহুবার বলেছি, বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যারা সংখ্যালঘুদের উপর বহুমাত্রিক নির্যাতন চালাচ্ছে তারা কি একবারও ভেবে দেখে না পৃথিবীর শতাধিক দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ? যে সব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সে সব দেশের অমুসলমানরা যদি বাংলাদেশের মডেল

* সুলতানা নাহার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ঢাকা প্রকাশন, ১৯৯৪।

অনুসরণ করে সংখ্যালঘু নির্যাতন আরম্ভ করে সেক্ষেত্রে আমাদের তথাকথিত মুসলমানরা— যারা ভারত কিংবা আওয়ামী লীগ আমলের দোহাই দিয়ে চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতনের পক্ষে সাফাই গাইতে চান তারা কী জবাব দেবেন?

ভারতে কোন হিন্দু দুষ্কৃতকারী যদি সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর হামলা করে তার জন্য বাংলাদেশের হিন্দুদের দায়ী করা অযৌক্তিক ও অমানবিক, যা বর্বরতারই নামান্তর। একইভাবে আওয়ামী লীগ আমলে কি সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়নি এই অজুহাতে যারা জোট সরকারের আমলের সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি তত্ত্বগত বা শ্রেণীগত সমস্যা হিসেবে যৌক্তিক প্রমাণ করতে চান সেটাও এক ধরনের বর্বরতা।

এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে আওয়ামী লীগ আমলে সংখ্যালঘু নির্যাতন ছিল না। তখন 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' ছিল, বর্তমান সাম্প্রদায়িক সংবিধানও ছিল। কিন্তু সেই নির্যাতনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা কতটুকু ছিল, নির্যাতনের মাত্রা ও ব্যাপকতা কতদূর ছিল সে প্রশ্নও বিবেচনায় আনতে হবে। ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাবে এমনটি মনে করবারও কোন কারণ নেই।

আওয়ামী লীগ বা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি ক্ষমতায় এসে যদি '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যায় তাহলে সংখ্যালঘুদের সমান অধিকার ও মর্যাদার অন্তত সাংবিধানিক গ্যারান্টি থাকবে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের কাজ কিছুটা সহজ হবে। তবে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলেই যে সরকার ধর্মনিরপেক্ষ হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। থাকলে প্রতিবেশী ভারতে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারত না, গুজরাটের মত মুসলিমনিধনও সম্ভব হতো না। রাষ্ট্র ও সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ হলে নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ন্যায় বিচার লাভের সুযোগ থাকে, যা বাংলাদেশে ও পাকিস্তানের মতো দেশে সম্ভব নয়।

আমরা মনে করি সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বহুমাত্রিকতা এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোও যথেষ্ট সচেতন নয়। ১৯৯১ থেকে আমরা লক্ষ্য করছি নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগও ধর্মকে ব্যবহার করেছে, যে দলটি '৭২-এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ঘোষণা করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিল। জনসভার ব্যানার ও পোস্টারের উপর 'জয় বাংলা' ও 'জয় বঙ্গবন্ধু'র মাঝখানে 'আল্লাহু আকবর' বা 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' লিখে 'বিসমিল্লাহ----' বলে বক্তৃতা আরম্ভ করে আর যাই হোক ধর্মনিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক হওয়া যায় না।

সাম্প্রদায়িকতা আমাদের রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি যেভাবে গ্রাস করেছে একইভাবে আচ্ছন্ন করেছে মনোজগৎ। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও মানবিকতার নিরন্তর চর্চা এবং সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ব্যতিত সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎপাটন সম্ভব নয়। আমরা মনে করি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই শ্বেতপত্র গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

ছয়

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আমরা নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত কলেবরের (৮০ পৃষ্ঠা) যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিলাম সেখানে বিভিন্ন পত্রিকার সংবাদ, ভুক্তভোগীদের জবানবন্দি এবং আমাদের পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এবার জোট সরকারের ক্রমাগত অস্বীকৃতির কারণে আমরা প্রথমে স্থির করেছিলাম জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের সকল সংবাদ আমরা নথিবদ্ধ করব।

পরবর্তী পর্যায়ে যখন শ্বেতপত্রে তথ্য অন্তর্ভুক্তির সময়সীমা ৫০০ থেকে ১৫০০ দিনে বর্ধিত হয় তখন মনে হয়েছে এই সময়ের সকল সংবাদ গ্রন্থভুক্ত করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ আমাদের সীমিত সাংগঠনিক ও আর্থিক ক্ষমতা, দ্বিতীয়তঃ কম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ভেতর অধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এবং তৃতীয়তঃ ব্যবহারিক উপযোগিতা। এসব কারণে আমরা স্থির করি শ্বেতপত্রে থাকবে (১) বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংখ্যালঘু নির্যাতন সংক্রান্ত সংবাদের শিরোনাম (২) উল্লেখযোগ্য সংবাদের পূর্ণ বিবরণ, (৩) নির্যাতন সম্পর্কে দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার নেতা ও কলাম লেখকদের পর্যবেক্ষণ যা বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে, (৪) একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন, যা পত্রিকায় কিংবা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি এবং (৫) আলোকচিত্র। প্রথম খণ্ডে (দুই পর্বে) প্রকাশিত হচ্ছে ১৫ জুলাই ২০০১ থেকে ২৫ আগস্ট ২০০৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের নির্বাচিত সংবাদ।

'৯৬-এর শ্বেতপত্রে আমরা সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে বিভিন্ন দৈনিকের কয়েকটি সম্পাদকীয় অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সেই শ্বেতপত্রের সময়সীমা ছিল ৩০ দিন (৯৬-এর ১-৩০ জুন)। এবার শ্বেতপত্রের সময়সীমা বৃদ্ধি পাওয়ায় দৈনিক পত্রিকার এতদসংক্রান্ত "সম্পাদকীয়" গ্রন্থনা থেকে আমরা বিরত থেকেছি। একই কারণে পাঠকের চিঠিও আমরা বাদ দিয়েছি যদিও বহু ভুক্তভোগীর চিঠিতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের মর্মন্তুদ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্বেতপত্রের সময়সীমা বর্ধিতকরণ এবং সীমিত সামর্থের কারণে আমাদের কতগুলো সীমাবদ্ধতা মেনে নিতে হয়েছে। ঢাকা থেকে তিরিশটির মতো দৈনিক প্রকাশিত হয়। শ্বেতপত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমরা এর ভেতর থেকে মাত্র ষোলটি দৈনিক বেছে নিয়েছি। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া সহ বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েকশ দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঃ চট্টগ্রামচিত্র' (প্রকাশক ঃ ডকুমেন্টেশন উপকমিটি, চট্টগ্রাম, ফেব্রুয়ারি ২০০২) এবং 'নির্যাতিত সংখ্যালঘু বিপন্ন জাতি' (নির্বাহী সম্পাদক ঃ রানা দাশগুপ্ত, প্রকাশক ঃ সম্পাদকীয় পর্ষদ, চট্টগ্রাম, জানুয়ারি ২০০২) গ্রন্থে চট্টগ্রামের 'দৈনিক আজাদী' ও 'পূর্বকোণ' থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বেশ কিছু সংবাদ সংকলিত হয়েছে যা ঢাকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। আমাদের সীমিত সামর্থের

কারণে ঢাকার বাইরের কোন দৈনিকের সংবাদ আমরা এই শ্বেতপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি।

এই শ্বেতপত্রে যে সব দৈনিকের সংবাদ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে— (১) জনকণ্ঠ, (২) সংবাদ, (৩) ভোরের কাগজ, (৪) আজকের কাগজ, (৫) প্রথম আলো, (৬) যুগান্তর, (৭) ডেইলি স্টার, (৮) ইত্তেফাক, (৯) বাংলাদেশ অবজার্ভার, (১০) ইন্ডিপেন্ডেন্ট, (১১) মুক্তকণ্ঠ, (১২) মাতৃভূমি, (১৩) বাংলাবাজার, (১৪) খবর, (১৫) ইনকিলাব ও (১৬) সমকাল। এই সব পত্রিকার ভেতর মুক্তকণ্ঠ ও মাতৃভূমির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে। সমকাল বেরুচ্ছে গত সাত মাস যাবৎ। দৈনিক 'ইনকিলাব' মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির মুখপত্র হিসেবে পরিচিত। জোট সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছে যে তিনটি দৈনিক পত্রিকা তার অন্যতম হচ্ছে 'ইনকিলাব'। (অপর দুটি বিএনপির মুখপত্র 'দিনকাল' এবং জামাতে ইসলামীর মুখপত্র 'সংগ্রাম') কখনও 'ইনকিলাব'-এ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পাঠানো সংখ্যালঘু নির্যাতনের এমন কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে যা তাদের সম্পাদকীয় নীতির পরিপন্থী হলেও বাস্তব বিবেচনা করে আমরা এর কয়েকটি শ্বেতপত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

আমরা এই শ্বেতপত্রে সংখ্যালঘু বলতে ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছি। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হচ্ছে প্রধানত হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ এবং এথনিক সম্প্রদায় হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলে বসবাসকারী চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, রাখাইন, সাঁওতাল প্রভৃতি ৪০টি ক্ষুদ্রজাতিসত্তার অধিবাসী। অনেকে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদ্রায়কে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় মনে করেন, কিন্তু আমরা তা মনে করি না। জোট সরকারের জমানায় বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর যে নজিরবিহীন নির্যাতন আরম্ভ হয়েছে এটা সংখ্যালঘু নির্যাতনের মতো জাতীয় ও মানবিক বিপর্যয় হলেও চরিত্রগতভাবে সাম্প্রদায়িক নয়। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর জামাতে ইসলামী ও তাদের মৌলবাদী সন্ত্রাসী সহযোগীদের নির্যাতনের বিষয়টি ইসলামী মৌলবাদ অর্থাৎ কট্টরপন্থী ওয়াহাবি ইসলামের সঙ্গে উদারনৈতিক ইসলামের দ্বন্দ্বপ্রসূত। এ বিষয়টি আমরা স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করব। আহমদীয়াদের সম্পর্কে জামাতীরা বলে তারা সংখ্যালঘু, এদেশে থাকতে হলে তারা তাদের মুসলমান বলতে পারবে না, তাদের মসজিদকে মসজিদ বলতে পারবে না, অমুসলিমদের মতো উপাসনালয় বলতে হবে। জামাতীদের এই বক্তব্য আমরা সঠিক মনে করি না। বাংলাদেশে মৌলবাদীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে যদি আমরা শ্বেতপত্র প্রকাশ করি সেখানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে।

সাত

বাংলাদেশে যে সমস্ত মানবাধিকার সংগঠন সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন অবসানের জন্য কাজ করছে তাদের নাম আগে উল্লেখ করেছি। এসব সংগঠন ছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়েও অনেক লেখক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের জন্য দেশে ও বিদেশে কাজ করছেন। আমরা যারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধাচরণ করি তাদের প্রথম থেকেই জোট সরকার রাষ্ট্রদ্রোহী এবং দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

এ কথা আমরা বহুবার বলেছি দে'শের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায়। যারা এই ধরনের নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন, নির্যাতন অবসানের জন্য কাজ করেন, তাদের কর্মকান্ডে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার বিপরীতে উজ্জ্বল হয়। বাইরের জগৎ তখন জানতে পারে দেশের সব মানুষ অসভ্য বর্বর হয়ে যায়নি, বর্বরতা প্রতিহত করবার মত মানুষও দেশে আছে। জোট সরকারের আমলে আমরা আরও লক্ষ্য করেছি— যখনই কেউ সরকারের কোন নেতা মন্ত্রী বা সরকার— এমনকি বিএনপি জামাতের মতো দলের কোন গণবিরোধী কাজের সমালোচনা করেন তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং কখনও তাদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন চালানো হয়। কোন ব্যক্তি, দল বা সরকার যে রাষ্ট্রের সমার্থক নয়— ব্যক্তি/দল/সরকারের সমালোচনা যে রাষ্ট্রের সমালোচনা নয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই 'অ-আ-ক-খ' জ্ঞান জোট সরকারের নীতি নির্ধারকদের মস্তিষ্কে নেই। থাকলে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বাংলাদেশের এত দুর্ভোগ ও দুর্নাম হতো না।

সাম্প্রদায়িকতা বা সংখ্যালঘু নির্যাতন মৌলবাদেরই একটি অভিব্যক্তি। ধর্মীয় মৌলবাদ কীভাবে মানুষের মগজে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রণোদন সৃষ্টি করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এর বাস্তব উদাহরণ। রাষ্ট্র যদি ধর্মভিত্তিক ও মৌলবাদী হয় সেখানে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না এটা অসম্ভব ব্যাপার। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলেও সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা কঠিন— যদি ধর্মনিরপেক্ষতার কঠোর প্রয়োগ সম্পর্কে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা আন্তরিক না হন। মৌলবাদকে উপেক্ষা করে কখনও সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল কিংবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

বাংলাদেশের জোট সরকারের প্রধান দুই শরিক হচ্ছে জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের মতো মৌলবাদী সন্ত্রাসী অপশক্তি, যারা, যুক্ত রয়েছে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মৌলবাদী নেটওয়ার্কের সঙ্গে। বাংলাদেশে মৌলবাদীদের পরাস্ত করতে হলে মৌলবাদবিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামেরও বৈশ্বিক ব্যাপ্তি প্রয়োজন। 'সংখ্যালঘু নির্যাতনের শ্বেতপত্র' প্রকাশের পর বাংলাদেশে মৌলবাদীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের কথা আমরা ভেবেছি। এ ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে আমাদের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

এই শ্বেতপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমেরিকার নির্মূল কমিটির বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা যে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন এই সুযোগে তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। একই সঙ্গে বাংলাদেশে নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সহযোগী অন্যান্য মানবাধিকার

সংগঠনগুলোর অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। তাদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের তরুণ সহযোদ্ধা এবং বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকরা যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাঁদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আমরা আশা করব এই শ্বেতপত্র আমাদের শ্রেয়োচেতনা জাগ্রত করবে, ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক সমাজ নির্মাণে সহায়ক হবে।

শাহরিয়ার কবির
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি
সাধারণ সম্পাদক, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন
ঢাকা, ১ অক্টোবর ২০০৫

সংখ্যালঘু নির্যাতনের নির্বাচিত সংবাদ

১৫ জুলাই - ৩১ ডিসেম্বর
২০০১

জুলাই ২০০১

(১)
আত্রাইয়ে পূজামণ্ডপে সন্ত্রাসী হামলা গ্রেফতার-৪

আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি ঃ আত্রাই উপজেলার ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের পূজামণ্ডপে গত ৭ জুলাই সন্ত্রাসীরা হামলা করে সংখ্যালঘুদের 'কালীপূজা' ভণ্ডুল করে দেয় এবং পূজারত মহিলাদের ওপরও চড়াও হয়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হওয়ার পর পুলিশ চারজন আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, ৭ জুলাই রাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পূজামণ্ডপে কালীপূজা করছিল। এ সময় কতিপয় স্থানীয় সন্ত্রাসী ডাঙ্গাপাড়া কালীমন্দির পূজা কমিটির সভাপতি শ্রী হরিপদ চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর কিল, ঘুষি ও লাঠি দিয়ে হামলা করে। এতে করে কালীপূজা ভণ্ডুল হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি ভাঙচুর করে এবং সভাপতি হরিপদ প্রাংকে জীবননাশের হুমকি দেয়।

এ ব্যাপারে ৮ জুলাই হরিপদ প্রাং বাদী হয়ে ১২ জনকে আসামি করে আত্রাই থানায় মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ চারজন আসামিকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে।

প্রথম আলো ১৬ জুলাই ২০০১

(২)
বাকেরগঞ্জে একই পরিবারের ৫ জনকে পুড়ে মারার চেষ্টা

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ বাকেরগঞ্জ উপজেলার পল্লীতে একই পরিবারের ৫ জনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে একদল দুর্বৃত্ত। মারাত্মক দগ্ধ অবস্থায় তাদেরকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত বুধবার গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত উপজেলার গাড়ুরিয়া ইউনিয়নের বালিয়া গ্রামের নিরঞ্জনের বাড়িতে চড়াও হয়। তারা গৃহে প্রবেশ করে মালামাল তছনছ ও লুটপাট করে। তোষক জড়ো করে সেখানে গৃহকর্তার ৩ পুত্র ঝন্টু, দুলাল, মিন্টু এবং পুত্রবধূ দ্রৌপদী ও তার বোন মালিনীকে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে মারাত্মক দগ্ধ অবস্থায় ৫ জনকেই শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ভোরের কাগজ, ২২ জুলাই ২০০১

(৩)
ঘরে তালা দিয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন? বাঁশখালীতে একই পরিবারের চারজন জীবন্ত দগ্ধ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ জেলার বাঁশখালী উপজেলার কালিপুর ইউনিয়নে গত শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে একই পরিবারের মা ও ছেলেমেয়েসহ ৪ জন মারা গেছে। তবে আশপাশের জনসাধারণের অভিযোগ ঐ বাড়িতে বাইরে থেকে ঘরের দরজা আটকিয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

বাঁশখালী থেকে প্রতিনিধি উজ্জ্বল বিশ্বাস জানিয়েছেন, যারা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে মারা গেছে তারা হলো, জনৈক খোকন দাসের স্ত্রী আলো দাশ (৪৫), তার মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী গোলাপী দাশ (১৪), ছেলে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র দীপক দাশ (৯), এবং ছেলে ২য় শ্রেণীর ছাত্র প্রদীপ দাশ (৭) তাদের পুরো ঘরটিই জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। তাদের চেহারা কোনোভাবেই চেনা যাচ্ছে না। শুধু কঙ্কাল দেখে অনুমান করা হচ্ছে। ঐ রাতে বাড়িতে আর কেউ ছিল না বলে জানা গেছে।

খোকন দাশ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অল্প বেতনে চাকরি করেন। তিনি বাড়িতে ছিলেন না ঐ রাতে। তাদের অপর দুই ছেলে পুলক ও অলক চট্টগ্রাম শহরে থাকাতে এই আগুনের হাত থেকে বেঁচে গেছে। গতকাল শনিবার ঘটনার খবর পেয়ে বাঁশখালী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেছেন। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

ভোরের কাগজ, ২২ জুলাই ২০০১

(৪)
স্বরূপকাঠি ও বানারিপাড়ায় সংখ্যালঘু ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে

স্বরূপকাঠি (পিরোজপুর) প্রতিনিধি ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে স্বরূপকাঠি ও বানারিপাড়া এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলা হচ্ছে নৌকায় ভোট দিলে সোজা ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সবাই যাতে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন নির্বাচনী এলাকার সাধারণ জনগণ।

প্রথম আলো, ২২ জুলাই ২০০১

(৫)
সাতক্ষীরায় দু'রাতে ১০ বাড়িতে ডাকাতি ॥ মালামাল ভাগাভাগি নিয়ে গোলাগুলি

সাতক্ষীরা, ২২ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরা তালা ও আশাশুনি উপজেলা বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাতে ১০টি বাড়িতে গণডাকাতি হয়েছে। ডাকাত নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ ৫ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। এদিকে ডাকাতির মালামাল ভাগাভাগি করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে গোলাগুলিতে ক্যামেল আতুল নামে এক ডাকাত গুলিবিদ্ধ হয়। পরে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, শুক্রবার গভীর রাতে ৮/১০ জন ডাকাত তালা থানার জেটুয়া গ্রামের পরিমল, গণেশ, গুরুপদ এবং আলোকের বাড়িতে একের পর এক ডাকাতি করে। তারা বাড়িগুলো থেকে প্রায় ৪ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়। আটক ডাকাত আবুল পাইকগাছা থানা পুলিশের সোর্স বলে পরিচয় দিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ জুলাই ২০০১

(৬)
বাকেরগঞ্জের পল্লীতে অগ্নিদগ্ধ যুবকের হাসপাতালে মৃত্যু

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ বাকেরগঞ্জের পল্লীতে অগ্নিদগ্ধ যুবকের হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ অন্য ৪ জনের অবস্থা এখনো আশংকাজনক।

গত বুধবার রাতে দুর্বৃত্তরা উপজেলার বালি গ্রামের নিরঞ্জনের বাড়িতে হামলা চালায়। তারা মারধর ও লুটপাট করার পর নিরঞ্জনের তিন পুত্র এক পুত্রবধূ ও বধূর বোনকে বাড়ি থেকে আঙ্গিনায় বেঁধে রেখে লেপ-তোষক জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয়। বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিরঞ্জনের পুত্র ঝন্টু গত শুক্রবার সকালে মারা যায়। তার অপর দুই ভাই দুলাল ও মন্টু, দুলালের স্ত্রী দ্রৌপদী এবং দ্রৌপদীর বোন মালিনীর অবস্থা এখনো আশঙ্কাজনক।

ভোরের কাগজ, ২৩ জুলাই ২০০১

(৭)
হিন্দু কল্যাণ পরিষদের সংবাদ সম্মেলন
ভোলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ উপকূলীয় জেলা ভোলার হিন্দু কল্যাণ পরিষদ গতকাল সোমবার ঢাকায় রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জেলার সর্বত্র সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছে। সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে গত ১৩ জুলাই থেকে জেলার তজুমুদ্দিন, দৌলতখান, চরফ্যাশন, লালমোহন ও বোরহানউদ্দিন এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর চাঁদাবাজি, লুটপাট, ভাঙচুর, ঘরবাড়ি ধ্বংস, শারীরিক নির্যাতন ও প্রাণনাশের হুমকি প্রদানের যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়েছে।

হিন্দু কল্যাণ পরিষদের ভোলা জেলা শাখার সভাপতি প্রহ্লাদ চন্দ্র দে লিখিত বক্তব্য শোনান। অন্যান্যের মধ্যে পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রত্নেশ্বর দেবনাথ, অন্যতম সম্পাদক কৃষ্ণকুমার সোম এবং অ্যাডভোকেট হরিকমল দে উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৪ জুলাই তজুমুদ্দিন থানার খাসেরহাটের নয়জন হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এবং দুদিন পরে আবার ডাউরি হাট থেকে খাসেরহাট এলাকা পর্যন্ত হিন্দুদের দোকান ও বাড়িঘর থেকে চাঁদা আদায় করা হয়েছে বলে লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়েছে। লিখিত বক্তব্যে দৌলতখান, চরফ্যাশন, লালমোহন ও বোরহানউদ্দিন এলাকার চিত্র অনুরূপভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এর জন্য কারা দায়ী জানতে চাইলে নেতৃবৃন্দ বলেন, মূলত বিএনপির আশ্রয়পুষ্ট সন্ত্রাসীরা এসব ঘটনায় যুক্ত রয়েছে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লোকজনও জড়িত রয়েছে বলে তারা জানান। ভোলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে চাঁদাবাজি ও লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া অর্থ ও সম্পদ ফেরত দেওয়া, এসব ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান, সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্য করে উস্কানিমূলক বক্তব্য নিষিদ্ধ করা এবং সংখ্যালঘু এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের দাবি করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০০১

(৮)

বরিশালে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর মৃত্যু

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ বুধবারে বাকেরগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ৫ সদস্যকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার ঘটনায় আহত গৃহবধূ দ্রৌপদী (২৬) গত শনিবার বরিশাল মেডিকেলে মারা গেছেন।

ভোরের কাগজ, ২৬ জুলাই ২০০১

(৯)
জকিগঞ্জে অপহৃত সংখ্যালঘু কনে শিউলি উদ্ধার

সিলেট অফিস ঃ জেলার জকিগঞ্জ উপজেলা থেকে বিয়ের ৪ দিন আগে অপহৃত সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়ে শিউলিকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। অপহরণ ঘটনার নায়ক আব্দুর রব ও তার সহযোগী আবু বকরকেও আটক করেছে।

গত শনিবার রাতে জকিগঞ্জের বীরশ্রী ইউনিয়নের বড় চালিয়া গ্রামের অষ্টাদশী শিউলিকে পাশের গ্রামের রব ও তার সহযোগিরা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। তাদের বাধা দিতে গেলে শিউলির মা-বাবাসহ ৩ জন আহত হন। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জকিগঞ্জ থানা পুলিশ গত মঙ্গলবার বিয়ানী বাজার উপজেলার কুড়ার বাজার থেকে শিউলিকে উদ্ধার করে। ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য বুধবার তাকে সিলেটে নিয়ে আসা হয়।

ভোরের কাগজ, ২৮ জুলাই ২০০১

(১০)
কেশবপুরে সাংবাদিকের হাত ভেঙে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

যশোর প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট লেখায় স্থানীয় একটি দৈনিকের কেশবপুর প্রতিনিধি অশোক কুমার দের হাতের আঙ্গুল কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গত পরশু রাতে তাকে কেশবপুরের সন্ন্যাসগাছা বাজার থেকে অপহরণ করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অশোক কুমার সন্ন্যাসগাছার একটি দুর্বৃত্ত চক্রের বিরুদ্ধে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট লেখেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ চক্র তাকে জীবন নাশের হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে অশোক কেশবপুর থানায় একটি জিডি করে পুনরায় পত্রিকায় প্রতিবেদন জমা দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা শুক্রবার রাতে তাকে সন্ন্যাসগাছা বাজার থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং ডান হাতের দুটি আঙুল কেটে নেয়। এর পর তাকে প্রহার ও মুখের মধ্যে ইটের খোয়া ঢুকিয়ে দিয়ে একটি ডোবার মধ্যে ফেলে রাখা হয়। রাত ১১ টার পর এলাকার লোকজন তাকে উদ্ধার করে। অশোককে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০০১

আগস্ট ২০০১

(১১)
৭ দোকানে হামলা ও লুট, ফুলগাজীতে বিএনপির দুই ক্যাডারের নেতৃত্বে লুটপাট

ফেনী থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ ফুলগাজীর বক্স মাহমুদ বাজারে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিনের বেলায় ২টি জুয়েলারিসহ ৭টি দোকানে হামলা ও লুটপাট করে নগদ টাকাসহ প্রায় ৭ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। লুটপাট হয়েছে বিএনপির দুই ক্যাডারের নেতৃত্বে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, গতকাল দুপুর ১টার দিকে ফেনীর প্রায় ২৫ কিলোমিটার পূর্বে ফুলগাজীর বক্স মাহমুদে ২টি মাইক্রোবাসে করে ছাগলনাইয়া ও জিএম হাট এলাকার ১৫/২০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী যায়। তারা দুপুরে সেখানে একটি হোটেলে ভাত খেয়ে ২টি জুয়েলারি ও ৫টি মুদি দোকানে একযোগে লুটপাট চালায়।

সূত্র জানায়, বিএনপির ক্যাডার ১০/১২টি মামলার আসামি ছাগলনাইয়ার টিপু ও জিএম হাটের সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে ঘন্টাব্যাপী এ লুটপাট চলে। সন্ত্রাসীরা দোকানের ক্যাশবাক্সসহ দামি মাল গাড়িতে তুলে নেয়। এ সময় বেশকিছু দোকানপাট বন্ধ করে অন্য দোকানিরা পালিয়ে যায়। লুট হওয়া সোনা-গহনা, নগদ টাকা ও মালামালের মূল্য ৭ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে সূত্র জানিয়েছে।

অন্যদিকে সোনাগাজীর মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের মির্জাপুর, লক্ষ্মীপুর, আনন্দীপুর, দৌলতপুর, গুনকসহ কয়েকটি গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীরা চাঁদার জন্য নির্যাতন করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিএনপি ক্যাডার ২২টি মামলার আসামি শহিদুল্লাহ, রাইফেল জসিম, জাম, জামাল, মিয়া ডাকাত ও জামাই ফারুকের নেতৃত্বে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর চাঁদার জন্য নির্যাতন চালিয়েছে। গত ২ দিনে কমপক্ষে ১০টি পরিবার মেয়েদের সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য ফেনী শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছে বলে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট প্রিয়জন দত্ত জানিয়েছেন। সূত্র জানায়, সন্ত্রাসীরা হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গেছে। ওইসব এলাকায় যে কিছুসংখ্যক পরিবার আছে তারাও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

সংবাদ, ২ আগস্ট ২০০১

(১২)
নাটোরের গোপালপুরে উত্তেজনা, হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি ঃ নাটোরের লালপুর উপজেলার গোপালপুর পৌর এলাকায় বুধবার 'কোরআন শরিফ অবমাননার' অভিযোগে হিন্দু ব্যবসায়ীদের কয়েকটি দোকান ও একটি মন্দিরের ওপর হামলা হয়েছে।

অভিযুক্ত দুই হিন্দু যুবককে গ্রেফতার ও মামলা দায়ের করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় মন্দির ও মার্কেটগুলোর নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশি পাহারা বসানো হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে এ রকম একটি কাহিনী শোনা যায়, গোপালপুর বাজারের একটি স্বর্ণের দোকানের কর্মচারী মধু (২০) ও নির্মল (১৮) বাজি ধরে তাদের একজন কোরআন শরিফের অবমাননা করে। কিন্তু বাজির ৫০ টাকা পরিশোধ নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হলে আশপাশের দোকানিরা ঘটনাটি জেনে যায়। বুধবার সকালে মাইকযোগে বিষয়টি প্রচার করা হলে শত শত মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জনতা উপজেলা চত্বর থেকে মধু ও নির্মলকে আটক করে বেদম

প্রহারের পর পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। একপর্যায়ে কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক জননী জুয়েলার্স ও সনাতন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে হামলা ও ভাঙচুর করে। লোকজন মিছিল করে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল এলাকায় আরো সাতজন হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকান ও একটি শ্মশান মন্দির ভাঙচুর করে।

বিক্ষুব্ধ লোকজন বিরোপাড়া গ্রামের হিন্দু বসতিতেও হামলার চেষ্টা করে। তবে পৌর চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড কমিশনাররা তাদের নিবৃত্ত করতে সক্ষম হন। লালপুর থানার পুলিশ মাইকযোগে অভিযুক্তদের বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিলে লোকজন শান্ত হয়।

ঘটনার পরপরই নাটোরের এসপি আব্দুর রহিম গোপালপুর এসে বিভিন্ন মন্দির ও মার্কেটের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ নিয়োগ করেছেন।

প্রথম আলো, ২ আগস্ট ২০০১

(১৩)
বেগমগঞ্জের পূজামণ্ডপে বিএনপি ক্যাডারদের হামলা ঃ গুলিবিদ্ধ ৪

নোয়াখালী প্রতিনিধি ঃ জেলার বেগমগঞ্জ থানার ভবভদ্রী গ্রামে একটি পূজামণ্ডপে ঝুলন যাত্রার অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার রাতে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে। বিএনপি দলীয় ক্যাডার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মঈন একজন পুলিশ সোর্সকে গুলি করলে পুলিশের সোর্স ফরহাদ, স্বপন কুমার (৩২), তার কন্যা মায়া (৮) ও আবুল কামালসহ ৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আহতদের নোয়াখালী জেলা সদরের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর পরই ঐ পূজামণ্ডপে 'ঝুলন যাত্রা' অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এদিকে গতকাল নোয়াখালী সদর থানার শিবপুর ইউনিয়নের ইসলামগঞ্জ বাজারের কাছে স্বপন (৩০) নামে এক চাল ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাত করে কতিপয় সন্ত্রাসী তার ১ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়।

ভোরের কাগজ, ৪ আগস্ট ২০০১

(১৪)
আজ কালিগঞ্জে সকাল সন্ধ্যা হরতাল
পুলিশ হেফাজতে বিশ্বনাথের হত্যাকারী হিসেবে ওসির অপসারণ দাবি

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থানা পুলিশ হেফাজতে নিহত বিশ্বনাথ মণ্ডলের হত্যাকারী হিসেবে থানার ওসিকে চিহ্নিত করে তাকে অপসারণ, গ্রেফতার ও ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ তিন দিনের আন্দোলন কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে জনতা মিছিল সহকারে গতকাল শনিবার বিকেলে কালিগঞ্জ থানা ঘেরাও করে। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের তিন দিনের কর্মসূচির অংশ হিসাবে আজ রোববার কালিগঞ্জে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হবে।

গতকাল ঘেরাও শেষে শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ডা. মিলন ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রফিকুল বারি, স ম আলম, ওহেদুজ্জামান ও অ্যাভোকেট মোজাহার হোসেন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, আজ রোববারের মধ্যে কালিগঞ্জ থানার ওসি এরশাদুল কবীর চৌধুরীকে অপসারণপূর্বক গ্রেফতার না করলে বৃহত্তম আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

প্রথম আলো, ৫ আগস্ট ২০০১

(১৫)
সংখ্যালঘু এক সাংবাদিকের বাড়ি দখল করেছে সন্ত্রাসীরা প্রাণনাশ ও উৎখাতের হুমকি

বাউফল, ৪ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিএনপির এক প্রভাবশালী নেতার ভাইয়ের রোষানলে পড়ে সংখ্যালঘু এক সাংবাদিক পরিবার এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। থানায় মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

জানা গেছে, দৈনিক সংবাদের পটুয়াখালী জেলা সংবাদদাতা নিখিল চ্যাটার্জীর গ্রামের বাড়ি পৈতৃক সম্পত্তি দখল করে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আবদুর রশিদ মিয়ার ভাই জাহাঙ্গীর ঘর তোলে। এই সংবাদ পেয়ে সাংবাদিক নিখিল চ্যাটার্জী পটুয়াখালী থেকে গত ২৯ জুলাই বাড়ি এসে বাউফল থানায় একটি মামলা করেন। ৩০ জুলাই সন্ধ্যায় সাংবাদিক নিখিল চ্যাটার্জী চৌমহনী বাজারে গেলে এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী আলমগীর, এনামুল, হিরনসহ ৫/৬ জন সন্ত্রাসী তার ওপর হামলা চালিয়ে জখম করে। এ ঘটনায় নিখিল চ্যাটার্জী ৫ জনকে আসামি করে বাউফল থানায় আরও একটি মামলা করলে সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং মামলা তুলে নেয়ার জন্য সাংবাদিক পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকিসহ এলাকা থেকে উৎখাতের হুমকি দেয়। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন ভূমিকা না নেয়ায় সাংবাদিক পরিবারটি বর্তমানে চরম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ আগস্ট ২০০১

(১৬)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নে উদ্বেগ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সভায় দেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোলা ও নাটোরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নিপীড়নে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

পরিষদের সভাপতি বিচারপতি কে এম সোবহানের সভাপতিত্বে এ সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন, অধ্যাপক অজয় রায়, আলহাজ আবদুস সামাদ, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, মোস্তফা আমীন, দৌলত আরা মান্নান, বি. এ. রশীদ, অ্যাডভোকেট পি. সি. গুহ, অ্যাডভোকেট জাহেদুল বারি, আর এস দত্ত গুপ্ত, অ্যাডভোকেট জে. কে পাল, কোহিনুর বেগম, সালাম আজাদ, অ্যাডভোকেট মাসুদ আলম চৌধুরী, শ্যাম সুন্দর নাথ, অরুণ জোসেফ কস্টা, দিজেন্দ্র লাল চৌধুরী, এস, এস দাশ পুরকায়স্থ, সতীশ সরকার, কে, বি দাস, নাজমা আক্তার, রোকেয়া বেগম, শেখ নাজমা প্রমুখ।

সভায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে বিচারপতি কে এম সোবহানকে সভাপতি এবং অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সভায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যাতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংবাদ, ৫ আগস্ট ২০০১

(১৭)
বাঘায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা
পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে জামায়াত শিবির ক্যাডাররা আবার বেপরোয়া

রাজশাহী অফিস ঃ জেলার বাঘার পালপাড়ায় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে নৃশংস হামলা ও প্রথম আলোর বাঘা প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদের ওপর হামলাকারী জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার ও আগের দিন সোমবার শিবির সন্ত্রাসীরা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পর্যন্ত ছুটে আসে বাঘা থেকে এবং চিকিৎসাধীন কালামকে বাড়াবাড়ি করলে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দিয়ে যায়।

অভিযোগে জানা গেছে, গণবদলির কারণে ওসিবিহীন বাঘা থানার এক দারোগা শিবির সন্ত্রাসীদের অভয় দিয়েছেন গ্রেফতার না করার ব্যাপারে। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারী জামায়াত-শিবির সন্ত্রাসীরা প্রতিদিন পুলিশ পাহারায় মিছিল করছে। যা এলাকার সংখ্যালঘুদের আরো ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে। শিবির ক্যাডাররা বাঘা বাজারে ঘোষণা দিয়েছে, সাংবাদিক কালাম, অধ্যাপক হাশেম, ও নূরুকে এলাকায় কোনদিন ঢুকতে দেবে না। শিবিরের সন্ত্রাসীদের ভয়ে অধ্যাপক হাশেম এক প্রকার গৃহবন্দি হয়ে রয়েছেন। হামলাকারীরা প্রকাশ্যে মহড়া দেওয়ায় সংখ্যালঘুরা বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

এদিকে জেলা প্রশাসনের আশ্বাস সত্ত্বেও বাঘার পালপাড়ার ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুরা এখনো ক্ষতিপুরণ পায়নি।

উল্লেখ্য, গত ৩ আগস্ট সন্ধ্যার পর জামায়াত-শিবির ক্যাডাররা পালপাড়ার সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘরে হামলা চালায়। এই ঘটনার খবর পত্রিকায় প্রকাশ করায় শিবির সন্ত্রাসীরা প্রথম আলোর বাঘা প্রতিনিধি আবুল কালামের ওপর নৃশংস হামলা চালায়। মামলা হলেও পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

প্রথম আলো, ৮ আগস্ট ২০০১

(১৮)
চাটমোহরে খ্রিস্টান পল্লীতে যুবক খুন

চলনবিল প্রতিনিধি ঃ পাবনার চাটমোহর উপজেলার খ্রিস্টান পল্লীতে গত মঙ্গলবার রাতে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে সুজন কস্তা (২৭) নামের এক যুবক খুন হয়েছে। পুলিশ ঘটনার রাতেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত প্রধান আসামি শংকর কোরাইয়াকে (৩০) গ্রেফতার করেছে।

থানায় দায়েরকৃত মামলা ও নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পূর্বশত্রুতার জের ধরে পরিকল্পিতভাবে সুজনকে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার দিন রাত ৯টায় উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের ভাদড়া গ্রামের কুয়েত প্রবাসী সন্তোষ কস্তার পুত্র সুজন কস্তার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী লাউতিয়া গ্রামের রবার্ট কোরাইয়ার পুত্র শংকর কোরাইয়ার একটি চায়ের দোকানে ঝগড়া বাধে। রাত সোয়া ৯টায় সুজন বাড়ি ফেরার পথে মথুরাপুর খ্রিস্টান মিশন গেটের সামনে এলে শংকর কোরাইয়া তার সহযোগিদের নিয়ে সুজনের পেটে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। সুজনের চিৎকারে পথচারীরা এগিয়ে এসে তাকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু ১৫ মিনিট পর সে মারা যায়।

মৃত্যুর আগে সুজন হত্যাকারীদের নাম বলে যায়। রাতেই সুজন নিহতের মা সুমতি কস্তা বাদী হয়ে চারজনকে আসামি করে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার অপর তিন

আসামি হলো যথাক্রমে মথুরাপুর গ্রামের আঃ আজিজের পুত্র আতাউর রহমান ও আতিকুর রহমান এবং লাউতিয়া গ্রামের আফাজ উদ্দিনের পুত্র মহরম। নিহত সুজন মাত্র ১০ দিন আগে কুয়েত থেকে বাড়ি এসেছিল। এ ঘটনায় খ্রিস্টান পল্লীতে থতথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০০১

(১৯)
চাঁদাবাজদের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কাঠমিস্ত্রি অমূল্য

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মাদারীপুর থেকে ঃ দাবিকৃত ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে ব্যর্থ হয়ে মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার চরসারিস্তাবাদ গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মাদারীপুর পুলিশ সুপারের কাছে সাহায্য চেয়েও ব্যর্থ হয়েছেন বলে পরিবারটি অভিযোগ করেছে।

খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার চরসারিস্তাবাদ গ্রামের অমূল্য বালা পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রি। চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারি একই গ্রামের কালাচাঁদ বাইনের কলেজ পড়ুয়া ছেলে বীরেন বাইন (২৫) নিজ বাড়িতে রহস্যজনকভাবে খুন হয়। আর এ খুনকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী নরেরকান্দা গ্রামের সন্ত্রাসী শাজাহান মোল্লা ও তার বাহিনী শুরু করে গণহারে চাঁদাবাজি। কেউ দাবিকৃত চাঁদার টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সে অমনি তাকে খুনের মামলার আসামি করা হবে বলে হুমকি ধমকি প্রদর্শন করে। ফলে অনেকে মিথ্যা মামলার আসামি হওয়ার ভয়ে শাজাহান বাহিনীকে চাঁদার টাকা পরিশোধ করে।

অভিযোগে জানা যায়, বীরেন খুন হওয়ার কিছুদিন পরে শাজাহান মোল্লা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা স্থানীয় মোড়ার বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে খুনের মামলার আসামি করার ভয় দেখিয়ে গ্রামের অমূল্য বালার কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। কিন্তু দিনমজুর কাঠমিস্ত্রি অমূল্য সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে ব্যর্থ হয়। যে কারণে গত ১২ মার্চ বিকালে শাজাহান মোল্লা ও তার বাহিনী অমূল্য বালার বাড়িতে আসে এবং কাউকে না পেয়ে তার বড়ো ছেলে অনুকূল (১৭)কে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায়। তারপর থেকে অনুকূল নিখোঁজ রয়েছে। বিষয়টি তাৎক্ষনিকভাবে রাজৈর থানার ওসি এম এ করিমকে জানানো হলেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। এ ব্যাপারে অমূল্য বালা মাদারীপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করলে শাজাহান মোল্লা ও তার বাহিনী অমূল্যের বাড়িঘরে লুটপাট চালায়। এবারো ওসি কোনো ভূমিকা নেননি। এ ঘটনার কয়েকদিন পর শাজাহান মোল্লা একটি প্রভাবশালী মহল ও থানা পুলিশের আশীর্বাদ নিয়ে অমূল্যবালার বসতঘর অন্যান্য মালামাল লুট করে পরিবারটিকে ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেয়।

অসহায় অমূল্য এবারো ওসির শরণাপন্ন হয়। ওসি তার অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে তাকে গালিগালাজ করে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর থানা একটি মামলা গ্রহণ করে। কিন্তু পুলিশ শাজাহান মোল্লা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের আজো গ্রেফতার করেনি। এ ব্যাপারে তদন্ত কারী দারোগা আবুল কালামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভোরের কাগজকে বলেন, অমূল্য বালার বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা সত্য এবং মালামাল উদ্ধারের জন্য তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমানে শাজাহান মোল্লা একটি মিথ্যা মামলায় জড়িয়েও অমূল্য বালাকে হয়রানি করছে বলে জানা যায়। এ অবস্থায় বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আমলে আনার জোর দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

ভোরের কাগজ, ১১ আগস্ট ২০০১

(২০)
অষ্টগ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ি দখল

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) থেকে থানা প্রতিনিধি ঃ অষ্টগ্রামে সংঘবদ্ধ এক সন্ত্রাসীচক্র নিরীহ সংখ্যালঘু ২টি পরিবারের বসতবাড়ি দখল করে নিয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদকারীদের নানাভাবে ভয় দেখানো এমন কি মামলায়ও জড়ানো হচ্ছে।

জানা যায়, একটি মহল উপজেলা সদরের ভৌমিক বাড়ির কিছু অংশ ক'বছর আগে দখল করে নেয়। আদালতের রায়ে মালিকরা এ সম্পত্তি পেলেও এ দুষ্টচক্র দখলছাড়ার পরিবর্তে দখলের সীমানা আরো বাড়াচ্ছে। বিদেশ ফেরত যুবক আঃ ওয়াদুদ আদু এ ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে মিথ্যা মামলার শিকার হন। তার বিরুদ্ধে আদালতে দায়ের করা ২টি মামলা তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এ ঘটনায় এলাকার নিরীহ মানুষ আতংকে দিনাতি-পাত করছে।

সংবাদ, ১২ আগস্ট ২০০১

(২১)
সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সরেজমিন প্রতিবেদন
ভোলায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় ৩০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ ভোলা জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৩, ১৪ ও ১৫ জুলাই সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বর হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৩০০টি পরিবার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই হামলায় কোনো মৃত্যু না ঘটলেও অর্ধশতাধিক দোকানে লুটপাট ও ভাঙচুর এবং কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

নির্বাচনের আগে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সন্ত্রাসীদের আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে সমাজের দুর্বল অংশ সংখ্যালঘুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যথারীতি। ভোলা জেলায় সংঘটিত এই ঘটনার ওপর সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের একটি সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদনে এ কথাগুলো বলা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অজয় রায়, পঙ্কজ ভট্টাচার্য এবং চৌধুরী খুরশীদ আলম সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৯২ সালে ভারতের বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি চিহ্নিত মহল এই অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ওপর যে নারকীয় হামলা চালিয়েছিল তার বিচার না হওয়াতে পরবর্তী সময়ে আবারও এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ১৯৯২ সালের হামলার ঘটনার নায়করাই আবারও এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, সাম্প্রতিক এই হামলার ঘটনায় সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি মুসলমানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই ঘটনার পর থেকে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল ভীতির সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার পর থেকে স্থানীয় একটি স্কুলে স্কুলছাত্রীর উপস্থিতি অর্ধেকেরও বেশি কমে গেছে। এই স্কুলে ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীই হিন্দু।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করা হয়। পাশাপাশি ভোলাসহ দেশের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে নির্বাচনের সময় বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখার দাবি জানানো হয়। সংখ্যালঘুরা তাদের ভোট প্রদানের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে বলে সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

প্রথম আলো, ১৪ আগস্ট ২০০১

(২২)
ভোলায় উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নে ২ বাড়িতে দুর্বৃত্তদের তাণ্ডব

ভোলা প্রতিনিধি ঃ ভোলার উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নের বালিয়া যুগীপাড়া গ্রামে গত শুক্রবার গভীর রাতে দুই বাড়ির ছয়টি ঘরের মালামাল লুটসহ নারী-পুরুষদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

আওয়ামী লীগ এ ঘটনাকে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির কাজ বলে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। অপরদিকে জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এ ঘটনা নিছক ডাকাতি। ওই এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং ডাকাতি মামলার আসামিরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

গতকাল রোববার ওই এলাকায় গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শুক্রবার রাত ১টার দিকে ৩০-৩৫ জনের একদল সশস্ত্র মুখোশধারী প্রথমে কবিরাজ বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা বাড়ির নেপাল, নিখিল, বিষ্ণু, তাপস এবং গৌরাঙ্গ সাহার ঘরে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে। ঘরের লোকজনদের মারধর এবং এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। এ সময় তারা মহিলাদের নির্যাতন করে বলে জানা গেছে।

ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, তাদের বাড়ির ছয় ঘর থেকে ২৫ ভরির ওপরে স্বর্ণালংকার এবং ৩ লাখ টাকার মালামাল খোয়া গেছে। মন্টু দেবনাথ এবং রেনুবালা জানান, তাদের ঘরের সব মালামালই লুট হয়েছে। কবিরাজ বাড়ির চার বছরের অনু এলোপাতাড়ি মারের আঘাতে ভীত হয়ে মানুষজন দেখলেই চিৎকার দিয়ে ওঠে।

উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান লিয়াকত হোসেন মনসুর জানান, হামলা এবং লুটপাটকারীরা বিএনপির কর্মী বলে পরিচিত। তারা এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং কয়েকটি ডাকাতি মামলার আসামি।

প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০০১

(২৩)
রাঙ্গুনিয়ার কদমতলী গ্রামে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে চুরি-ডাকাতি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার কদমতলী গ্রামে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় চুরি-ডাকাতি সম্প্রতি আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ করেও ভুক্তভোগীরা সুফল পাচ্ছে না। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রাত নামতেই চরম আতঙ্কের মধ্যে থাকে। ঘটনার পর ঘটনা ঘটে চললেও থানা পুলিশ একজন ডাকাতকেও ধরতে না পারায় এলাকাবাসী অসহায় বোধ করছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, কদমতলীসহ সংখ্যালঘু এলাকায় এমন কোনদিন নেই একটা না একটা চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটছে না। চুরি-ডাকাতিগ্রস্ত এমন অনেক পরিবার জানায়, তারা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশকে অভিযোগ করে জানানো হলেও পুলিশ এ পর্যন্ত চিহ্নিত কোন চোর-ডাকাতকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশের রহস্যজনক নীরবতার কারণে সংঘবদ্ধ ডাকাতচক্র আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

জানা যায়, গত ২৯শে জুলাই কদমতলীর মহাজনপাড়া এলাকার রাজা মিয়ার ছেলে কুখ্যাত ডাকাত আবদুল আলিম প্রকাশ আবদু সদলবলে পার্শ্ববর্তী সংখ্যালঘু হিন্দু পাড়ার স্বপন সেনের বাড়িতে রাতের আঁধারে সিঁদ কেটে প্রবেশ করে। গৃহকর্তা এ সময় ঘুম থেকে জেগে উঠে বাতি জ্বালায়। তখন গৃহকর্তার সাথে ডাকাতের ধস্তাধস্তি শুরু হলে এক পর্যায়ে চোরের

মুখোশ খুলে যায় এবং তাকে গৃহকর্তা চিনে ফেলে। এ মুহূর্তে তার দলের অন্য সদস্যরা অস্ত্রের মুখে ভয় দেখিয়ে ধরা পড়া চোরকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে গৃহকর্তা স্বপন সেন বাদি হয়ে গত ৩১শে জুলাই রাঙ্গুনিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করলে একই গ্রামের চিহ্নিত ডাকাতদলটি ক্ষিপ্ত হয়ে গৃহকর্তাসহ তার পরিবারকে শায়েস্তা করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

ডাকাতদলের সদস্যরা সেই সুযোগ নেয় গত ৬ই আগস্ট রাতে। গৃহকর্তা স্বপন সেনের স্ত্রী মাধুরী সেন বাড়ির নিকটবর্তী পুকুরে থালাবাসন ধুতে গেলে আগে থেকে ওত পেতে থাকা দলটি অতর্কিতে মাধুরীর ওপর হামলা চালিয়ে তাকে অপহরণ করার চেষ্টা করে।

মাধুরীর চিৎকারে লোকজন ছুটে আসায় হামলাকারীদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন হামলাকারীরা মাধুরীকে চরমভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

কদমতলীর হিন্দুপাড়াসহ আশপাশের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামসমূহে কিছু চিহ্নিত অপরাধী দীর্ঘদিন থেকে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। এ ব্যাপারে বহুবার পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হলেও স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ নির্লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর এ কারণে কুচক্রটি মারাত্মক ধরনের অপরাধ করেও পার পেয়ে যায়।

সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০১

(২৪)
সন্ত্রাসীদের দাপটে ৪ গ্রামের সংখ্যালঘুরা ভয়ভীতিতে কাটাচ্ছে

বরিশাল থেকে মানবেন্দ্র বটব্যাল ঃ নির্বাচনকে ওরা ভয় পায়। অতীতেও পেয়েছে এখনও পাচ্ছে। এরা কোন রাজনৈতিক দল বা বিশেষ কোন দলের নেতা-কর্মী নয়। তবুও জন্মই ওদের আজন্ম পাপ। আর এ পাপবিদ্ধ মানুষগুলো হলো বানারীপাড়া উপজেলার বাইশারি ইউনিয়নের পশ্চিম বাইশারি, দক্ষিণ বাইশারি, দত্তপাড়া ও ডুমুরিয়া গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা

জাতীয় সংসদে বানারীপাড়া-স্বরূপকাঠি উপজেলা সমন্বয়ে গঠিত আসনে চারদলীয় প্রার্থী বিএনপি নেতা সৈয়দ শহীদুল হক জামাল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে নিয়মিত পাকিস্তানি গানবোটে চলাফেরা করার সুবাদে তিনি এলাকায় বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তিনি বিএনপি রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। এ আসনে ১৯৯১ সালে তিনি বিএনপি প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আসন্ন নির্বাচনে তিনি একই আসনে চারদলীয় প্রার্থী হবেন। আর এ জন্যই তার অনুসারী সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদেরকে প্রতিপক্ষ ভেবে শুরু করেছে নির্যাতন। ইতোমধ্যে এলাকার বহু সংখ্যালঘু পরিবার গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। যাদের ঘরে বয়স্ক মেয়ে বা যুবক সন্তান আছে তাদেরকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সংখ্যালঘু পরিবারগুলো এখন সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে দিতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। অথচ ৫টি বছর এরা নির্বিবাদে জীবন নির্বাহ করছে।

বাইশারি ইউনিয়নের এ গ্রামগুলো ঘুরে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অপরিচিত বিধায় কেউ-নিজেদের পরিচয়ও দিতে চায় না। বহু বুঝিয়ে তাদের কাছে নির্যাতনের বিবরণ জানতে চাইলে তারা লোমহর্ষক নির্যাতনের কাহিনীর বর্ণনা দেন; কিন্তু কেউ চান না, তাদের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোক। চারদলীয় প্রার্থী সৈয়দ হক জামালের বাড়ি বাইশারি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করার পরপরই হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত ৪টি গ্রামে শুরু হয়েছে বিএনপি সন্ত্রাসীদের নির্যাতন। বিচ্ছু বাহিনী হিসেবে পরিচিত এ বাহিনী সংখ্যালঘুদেরকে নিয়মিত মারধর, বিভিন্ন ধরনের হুমকি, চাঁদাবাজি করে আসছে। জানা যায়, স্থানীয় বিএনপি নেতা ও ইটের ভাটার মালিক খালেক মৃধা হলো বিচ্ছু বাহিনীর গডফাদার। খালেক মৃধার ছেলে মিন্টু হলো দলনেতা। গত ১৭ই জুলাই তারা ইউপি সদস্য আলো রাণীর পথরোধ করে ত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা বা একজন অবিবাহিত ননদকে চায়। তারা আলো রাণীর

হাতব্যাগ হাতিয়ে ৫শ' টাকা, জরুরী কাগজপত্র ছিনিয়ে নেয়। ১৮ জুলাই আলো রাণী ও তার ননদরা এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। পুলিশকে জানিয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত কলেজ শিক্ষক শ্যামল চক্রবর্তী ও তার স্ত্রীর ওপর হামলা চালিয়েছে বিএনপির সন্ত্রাসীরা। ৫ই আগস্টের হামলার পর তিনি সপরিবারে এলাকা ছেড়ে চলে যান। দক্ষিণ বাইশারি গ্রামের পল্লী চিকিৎসক সুজিত কুমার, পশ্চিম বাইশারি গ্রামের দুলাল মিস্ত্রি, স্কুল ছাত্র শুকলাল ঘরামি, বংকিম মুহুরীসহ অনেকেই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে টাকা-পয়সা, স্বর্ণালংকার, অথচ এরা কেউ আওয়ামী লীগের সদস্য বা কর্মী নয়। ডুমুরিয়া গ্রামের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেপারি পদবির এক ব্যক্তি জানান, তিনি ইউপি নির্বাচন ছাড়া আর কোন নির্বাচনে ভোট দেন না। তিনি জানান, তার গ্রামের নিরঞ্জন বেপারি গতবার প্রকাশ্যে ধানের শীষে ভোট দিয়েও রেহাই পাননি। বিএনপি প্রার্থীর সমর্থকরা তারপরেও তাকে মারধর করেছে। ডুমুরিয়ায় চ্যাটার্জী পদবির এক ব্যক্তি জানান, গত নির্বাচনের দিন তাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেয়া হয়নি। পশ্চিম বাইশারি গ্রামের হালদার জানান, গত নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে তাকে অনুসরণ করা হয়, যাতে তিনি ধানের শীষ ব্যতীত অন্য কোথাও ভোট দিতে না পারেন।

সংখ্যালঘুদের ভোট প্রদানে বাধা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে প্রধান উপদেষ্টা নির্দেশ দিয়েছেন বলে কয়েকজনকে আশ্বস্ত করা হলেও তারা বলেন, সরকার থাকেন ঢাকায়। আর তারা থাকে গ্রামে। তাই তাদের দেখার কেউ নেই। এ অবস্থায় তারা আগামী নির্বাচনে ভোট না দেয়াই শ্রেয় বলে মনে করছেন। উল্লেখ্য, সর্বত্র ভোটার সংখ্যা বাড়লেও এখানকার চিত্রটি ভিন্ন। ১৯৯১ সালে এখানে সংখ্যালঘু পরিবারের প্রায় ৪শ' ভোটার ছিল। এখন সেখানে তার অর্ধেক ভোটার নেই।

সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০১

(২৫)
ফেনীর ভোটচিত্র ঃ সংখ্যালঘুরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে

অঞ্জন কুমার সেন, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ সেনাবাহিনী, পুলিশ ও বিডিআরের যৌথ অভিযানের মুখে ফেনী থেকে আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীরা বিতাড়িত হওয়ায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা পুরো জেলায় সন্ত্রাস কায়েম করছে। তারা বিনা বাধায় জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হামলার পাশাপাশি লুটপাট চালাচ্ছে। সোনাগাজী ও দাগনভূইয়া থানা এলাকার অনেক সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আগামী নির্বাচনে সংখ্যালঘু লোকজনের ভোট পাবে না জেনে সন্ত্রাসীরা নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে বলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন অভিযোগ করেন।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, ফেনী জেলার দক্ষিণাঞ্চলে সোনাগাজী থানা এবং দাগনভূইয়া থানার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যেমন নির্মম অত্যাচার নির্যাতন চলছে, তা যেন '৭১-এর চিত্রকেও ম্লান করে দিচ্ছে। এসব এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে আতংকগ্রস্ত অবস্থায় দিনযাপন করছে। মমতাজ মিয়ার হাটের শহীদুল্লা এবং ধলিয়া বাজারের জসিমের নেতৃত্বে মমতাজ মিয়ার হাট, ধলিয়া বাজার, ভোরবাজার, বক্তারমুন্সি বাজার, গুণক ঈদগাতে এসব অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীর পদচারণায় থমথমে ভাব বিরাজ করছে। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রকাশ্যেই ঘুরাফেরা করছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করছে। এসব সন্ত্রাসী হত্যা, রাহাজানিসহ অসংখ্য মামলার আসামি। অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা ভেঙ্গু হাজারী, মমতাজ মিয়ার হাটের হুমায়ুন কবির, সোনাগাজী উপজেলার ৪ নং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম রাজ্জাককে ফেনী থেকে সোনাগাজী যাওয়ার পথে কালিপাল রাস্তার ওপর যাত্রীবাহী টেম্পো থেকে অপহরণ করে নির্মম এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা

করে দীর্ঘদিন যাবৎ গা ঢাকা দেয়ার পর হঠাৎ করে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় চাঁদা আদায়, অপহরণ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে চলেছে। তারা ইতোপূর্বে দৌলতপুর গ্রামের পুস্প রঞ্জন বসাকের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা, যোগেশ চন্দ্র বসাকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা, অপূর্ব বসাককে বেদম মারধর করে পঞ্চাশ হাজার টাকা, মজুপুর গ্রামের সচিনন্দন বসাক বাড়ির নদিয়া বিহারী বসাককে অপহরণ করে এক লাখ টাকা, নবাবপুর হাইস্কুলের সম্মানিত শিক্ষক লালমোহন নাথকে বেদম মারধর করে নব্বই হাজার টাকা চাঁদা উত্তোলন করে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদেরকে পাঁচ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা দাবি করে চিঠি দেয়। তাদের ভয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকে আজ বসতভিটা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। তারা সমপুর গ্রামের ডা. নারায়ণ নাথের থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, খোকন মাস্টার থেকে চল্লিশ হাজার টাকা, সতীশ চন্দ্র নাথের ছেলেকে অপহরণ করে ফেনীর রামপুর নিয়ে আটক করে রাখে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। একই গ্রামের মানিক লাল নাথের কাছ থেকে এক লাখ টাকা দাবি করে। তাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ওলিপুর গ্রামের ডা. হরিপ্রসাদ বসাক দেশত্যাগ করেন এবং অনেকে দেশত্যাগের অপেক্ষায় দিন গুণছেন।

গত ১৯শে আগস্ট দাগনভূইয়া উপজেলার রাজাপুর উনিয়নের লতিফপুর গ্রামের পোদ্দার বাড়িতে সন্ত্রাসীরা রাতে অন্ধকারে ঢুকে ৩টি পরিবারের সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যায়। ১৮ই আগস্ট সন্ত্রাসীরা হিন্দুরপুর ইউনিয়নের মাছিমপুর গ্রামের সুনীল মাষ্টারকে বেদম মারধর করে ও অর্জুন চন্দ্র বৈষ্ণবকে বোমা মেরে হত্যা করে এবং মূল্যবান স্বর্ণালংকার কাপড় চোপড় নিয়ে যায়। এসব সন্ত্রাসীর অত্যাচারে প্রতাপপুরসহ অধিকাংশ এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাড়িঘর বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা একই কায়দায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে ধরে নিয়ে মুক্তিপণ আদায় করে নিচ্ছে ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করছে।

একই কায়দায় সোনাগাজী উপজেলার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা দিনকয়েক আগে সোনাগাজী বাজার আদর্শ হিন্দু হোটেল ভাঙচুর করে ও মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এছাড়া চর দরবেশ ইউনিয়নের চর সাহাভিখারি গ্রাম, চান্দিয়া ইউনিয়নের চর চান্দিনা গ্রাম, চর ভৈরব, মুতিগঞ্জ ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া গ্রাম, মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের আনন্দিপুর, সমপুর ও লক্ষ্মীপুর গ্রামসহ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র অবস্থায় গিয়ে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করছে এবং আদায় করছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ফেনী শাখার নেতা তুষার কান্তি বসাক জানান, এসব এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটাররা '৮৬ সাল থেকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। ভোটের প্রাক্কালে তাদেরকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ভোট কেন্দ্রে আসতে বাধা প্রদান করা হয়। এভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলতে থাকলে এবারও তারা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। সন্ত্রাসীদের এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও এর কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ভীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সামনে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে পূজা উদ্‌যাপনও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

সংবাদ, ২৬ আগস্ট ২০০১

(২৬)
ফেনীতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছে
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অভিযোগ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ সন্ত্রাসী জনপদ বলে খ্যাত ফেনীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চলছে বলে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ অভিযোগ করেছে। গতকাল রোববার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদ এ অভিযোগ করে।

তুষার কান্তি বসাক লিখিত বক্তব্য পাঠ করে বলেন, ফেনীর দক্ষিণাঞ্চল সোনাগাজী ও দাগনভূঞায় অনেক সংখ্যালঘু পরিবার এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। তিনি বলেন, বিগত সময় যারা ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল করিম রাজ্জাক, হুমায়ুন কবির ও ভেঞ্চু হাজারীসহ অসংখ্য লোককে খুন করেছে তারাই সংখ্যালঘুদের ওপর এখন হামলা চালাচ্ছে। এছাড়া তাদের গ্রামের ডা. হরিপ্রসাদ বসাক সপরিবারে দেশ ত্যাগ করেছেন। আরো অনেক পরিবার দেশ ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে কয়েকজন সন্ত্রাসীর নাম উল্লেখ করে বলা হয়, এরা এখন বিএনপির ছত্রছায়ায় রয়েছে। বিগত '৮৬ সালের নির্বাচনের পর থেকে সংখ্যালঘুরা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেনি। বিভিন্ন হামলার ঘটনায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়েরের পরও জেলা এবং পুলিশ প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা বিপ্লবী বিনোদ বিহারী, অ্যাডভোকেট রানা দাশ প্রমুখ।

প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০০১

(২৭)
শেরপুর উপজেলার চণ্ডিজান গ্রাম
ধর্ষণকারী চক্র ধর্ষিতাকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি ঃ বগুড়ার শেরপুর উপজেলার চণ্ডিজান গ্রামে গত ১০ আগস্ট সংখ্যালঘু পরিবারের এক তরুণী (১৯) ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় পাশের দামুয়া গ্রামের ধর্ষণকারী আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার অপরাধে ধর্ষিতার ভাইকে অপহরণ করে আটকে রাখা হয়। তার কাছ থেকে সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। সেই সঙ্গে ধর্ষণকারী চক্র ঐ তরুণীকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে।

ধর্ষিতার পরিবার ও মামলা সূত্রে জানা গেছে, ১০ আগস্ট রাত ৯টায় আব্দুল হামিদ পিতৃহারা ওই তরুণীকে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এ সময় ধর্ষিতার চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে।

এ ঘটনার পর ধর্ষকের পক্ষ থেকে তরুণীর পরিবারকে জানানো হয়, এর উপযুক্ত বিচার গ্রামে বসে করে দেওয়া হবে। বিচারের পরিবর্তে ধর্ষকের লোকজন তরুণীকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেয় এবং নানা রকমের ভয় দেখায়। যার কারণে ধর্ষিতা গত ১৯ আগস্ট আদালতে মামলা করে।

ওই তরুণীর পরিবার থেকে জানানো হয়, মামলা করার পর তার ভাইকে ধর্ষকের লোকজন অপহরণ করে সাদা স্ট্যাম্পে সই নিয়ে ৫ ঘন্টা পর ছেড়ে দেয়। এদিকে চণ্ডিজান গ্রামের লোকজন জানায়, আবদুল হামিদ উচ্ছৃঙ্খল যুবক।

প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০০১

(২৮)
ভোটকেন্দ্রে না যেতে হুমকি
যশোরে বৈধ হিন্দু ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অপচেষ্টা

যশোর অফিস ঃ জেলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের বৈধ ভোটারদের বিভিন্ন অজুহাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এ জাতীয় হয়রানি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু এলাকায় হিন্দু ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্যেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

জানা গেছে, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শহরের বেজপাড়া এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় ৬০০ ভোটারের নাম 'অবৈধ' দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য নির্বাচন অফিসে আপত্তি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন বলে নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে। এদিকে দাখিলকৃত তালিকার ব্যাপারে সরাসরি খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মহল বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক নিছক মানসিকভাবে হয়রানি করার জন্য এসব বৈধ ভোটারের ব্যাপারে আপত্তি দাখিল করেছে।

বেজপাড়া গয়ারাম সড়কের অঞ্জলী দত্ত (ভোটার নং ০০২০৯), কণিকা রাণী দত্ত (০০২১১) পদ্মারাণী (০০২১২), ডলি রাণী (০০১৯৯), বিউটি মণ্ডল (০০২৩৬), জয়ন্তী মণ্ডল (০০২৩১) প্রমুখ হিন্দু মহিলার নাম 'অবৈধ' বলে আপত্তি তোলা হয়েছে। অথচ এসব মহিলা যথারীতি এলাকায় স্বামীসহ পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বসবাস করছেন।

গত ২৪ আগস্ট বাবু শ্রীভূষণ ঘোষের সভাপতিত্বে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের এক সভায় নির্বাচনের প্রাক্কালে হিন্দু বৈধ ভোটারদের নাম বিভিন্ন অজুহাত তুলে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার হীন প্রচেষ্টার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সভা থেকে বিভিন্ন উপজেলা নেতৃত্বকে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণসহ প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

গতকতাল রোববার জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ বেজপাড়া এলাকার বৈধ হিন্দু ভোটারদের ব্যাপারে মহল বিশেষের অভিযোগ দাখিলের ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে হিন্দু অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। দিনকয়েক আগে রাতের বেলায় সদর উপজেলার শুড়ো-বাগডাঙ্গা গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের ভোটকেন্দ্রে না যেতে হুমকি দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'কথা না শুললে পরিণাম খারাপ হবে। সব সময় পুলিশ তোমাদের নিরাপত্তা দেবে না।

প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০০১

(২৯)
কলেজছাত্র অমর চান দাসের সহায়-সম্পত্তি গ্রাসের লক্ষ্যে তাকে দেয়া হচ্ছে প্রাণনাশের হুমকি

গাজীপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সদর উপজেলার পুবাইল ইউনিয়নের সাপমারা গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কলেজ ছাত্র অমর চান দাসের সহায়-সম্পত্তি তার পিতা মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার সুবাদে আত্মসাৎ ও তাকে উৎখাত করার জন্য এলাকার একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী লোক নানান অপতৎপরতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। এজন্য এলাকার একজন দুশ্চরিত্রা মহিলাকে দিয়ে তার চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক লেপনসহ তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাকে হয়রানি করছে। গাজীপুরের জেলা প্রশাসক বারবার প্রতিকারের আশায় পেশ করা আবেদনে টঙ্গী সরকারি কলেজের ছাত্র অমর চান দাস জানান, এলাকার কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ওই দুশ্চরিত্রা মহিলাকে দিয়ে কিছুদিন আগে তার চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করে থানায় মামলা দায়েরের হুমকি দিলে সে মানসম্মানের ভয়ে আপোসরফা হিসেবে ২৫ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হয়। এছাড়াও তার সহায়-সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং তাকে তার বাড়িঘর থেকে উৎখাতের জন্য আরো মিথ্যা মামলা দায়েরের অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং প্রায়শ তারা তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। এজন্য সে থানায় একটি ডায়েরি করেছে।

এতে করে ওই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা ক্ষিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে থানায় ২টি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। ওই মিথ্যা মামলা দায়ের এবং দুশ্চরিত্রা মহিলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকার প্রায় দু'শ লোক লিখিতভাবে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে দাবিও জানিয়েছে।

উক্ত স্বার্থানেষী মহল কর্তৃক আরো হয়রানি করা হতে পারে এ ভয়ে এবং উপর্যুপরি প্রাণনাশের হুমকির কারণে কলেজ ছাত্র অমর চান দাস এবং তার পরিবার বর্তমানে চরম আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বলে লিখিত আবেদনে সে উল্লেখ করেছে। তার সহায়-সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং তার প্রাণনাশের হুমকি থেকে পরিত্রাণের জন্য সে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনসহ সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

সংবাদ, ২৯ আগস্ট ২০০১

(৩০)
বানারীপাড়ার সংখ্যালঘু ভোটারদের হাল

স্টাফ রিপোর্টার, বানারীপাড়া থেকে ফিরে ঃ নির্বাচন এলেই আতঙ্ক আর নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয় বানারীপাড়ার চারটি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কোন নির্বাচনেই এ চারটি গ্রামের মানুষ সহজে ভোট দিতে পারে না। এসব গ্রামের মানুষ যাতে ইচ্ছেমতো ভোট দিতে না পারে সেজন্য থাকে সতর্ক প্রহরা। এখন থেকেই তাদেরকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে, হুমকি দেয়া হচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এবারও বোধহয় তাদের ভোট দেয়া সম্ভব হবে না। ইতোমধ্যে এলাকায় নেতৃস্থানীয়দের ওপর মামলা শুরু হয়েছে। এক মুক্তিযোদ্ধা ও নারী ইউপি সদস্য এলাকা ছেড়ে প্রাণভয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। আরও অনেকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হয়রানির অভিযোগ বিএনপির স্থানীয় ক্যাডারদের বিরুদ্ধে। বানারীপাড়া থানার চারটি গ্রাম সরেজমিন ঘুরে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। বরিশাল থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরের উপজেলা বানারীপাড়া। সেখান থেকেও কয়েক কিলোমিটারের পথ বাইশারী ইউনিয়ন। প্রমত্তা সন্ধ্যা নদী পেরিয়ে যেতে হয় সেখানে। এ ইউনিয়নের পশ্চিম বাইশারী, দক্ষিণ বাইশারী, ডুমুরিয়া, দত্তপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এখন চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নানা কাহিনী। তারা এতই আতঙ্কগ্রস্ত যে, মুখ খুলতে পর্যন্ত সাহস পায় না। তাদের অভিযোগ, এ নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি হলে তাদের ওপর আরও বেশি নির্যাতন চলবে। অনেকেই অনুরোধ করেছেন রিপোর্ট না করার জন্য। তার পরও যারা কথা বলেছেন, অনুরোধ করেছেন নাম প্রকাশ না করার জন্য। এলাকার একটি চিহ্নিত মহলের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে সন্ত্রাসবাহিনী। এলাকায় এ বাহিনী বিচ্ছুবাহিনী নামে পরিচিত। একটি রাজনৈতিক নেতা এ বাহিনীকে মদদ দেয়। নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই অত্যাচার শুরু হয়েছে বলে জানান গ্রামের অনেকে। বাইশারী ইউনিয়নের পশ্চিম বাইশারী গ্রামের বাসিন্দা ও নারী ইউপি সদস্য অরুণাবালা আলো রাণীকে গত ১৭ জুলাই সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে বিচ্ছুবাহিনীর সদস্যরা পশ্চিম বাইশারী গ্রামের প্রবেশমুখে বাইশারী ব্রিজের কাছে গতিরোধ করে। অরুণাবালা আলো রাণীর কাছে ত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে না পারলে তাঁর ননদদের একজনকে তাদের কাছে দিয়ে যেতে বলে। ১৮ জুলাই খুব ভোরে অরুণাবালা আলো রাণী প্রাণভয়ে চুপিসারে নৌকায় এলাকা ত্যাগ করেন। তাঁর ননদরাও চলে যান বানারীপাড়া। বিষয়টি জানানো হয় বানারীপাড়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীপক কান্তি পাল ও ওসি নাঈমুর রহমানকে। কিন্তু প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এলাকার পরিস্থিতি সাংবাদিকদের বলার অপরাধে হামলার শিকার হয়েছেন কলেজ শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা শ্যামল চক্রবর্তী। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা গেলো, শ্যামল চক্রবর্তীর বাড়িতে ৫ আগস্ট দুপুর আড়াইটায় হামলা করে বিএনপির মদদপুষ্ট ঐ সন্ত্রাসীরা।

সন্ত্রাসীরা তাঁকে মারধর শুরু করলে স্ত্রী এসে বাঁচাতে চেষ্টা করেন। দু'জনকেই তারা মারধর করে। সন্ত্রাসীরা শুধু মেরেই ক্ষান্ত হয়নি, ঐ বাড়ি থেকে লুট করে নিয়ে গেছে মূল্যবান স্বর্ণালংকার ও অন্য মালামাল। শ্যামল চক্রবর্তী জখম অবস্থায় প্রাণভয়ে চিকিৎসার জন্য বের হতে সাহস পর্যন্ত করেননি। কয়েকদিন পর তিনি বরিশাল চলে যান চিকিৎসার জন্য। তার পর আর বাড়ি ফেরেননি। যারা ঐ বাড়িতে হামলা করেছে তারা বিএনপির কর্মী নয় বলে স্থানীয় বিএনপির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা দাবি করেছেন। তিনি জানান, হামলাকারীরা পেশাদার সন্ত্রাসী। তবে তিনি স্বীকার করেন, স্থানীয় বিএনপির কেউ হয়ত তাদের এ ঘটনা ঘটাবার জন্য ব্যবহার করে থাকতে পারে। চিহ্নিত এই সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছে পল্লী চিকিৎসক মুজিতকুমার দাস, পশ্চিম বাইশারীর দুলাল মিস্ত্রি, স্কুলছাত্র শুকলাল, বঙ্কিম মুহুরি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডুমুরিয়ার এক ব্যক্তি জানান, তিনি একমাত্র ইউপি নির্বাচন ছাড়া আর কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। সেটাও সম্ভব হয়েছে মাদারীবাড়ী কেন্দ্র হওয়ায়। বাইশারী কেন্দ্র হলে তিনি ভোট দিতে পারতেন না বলে জানান। গত '৯৬-র নির্বাচনের একটি ঘটনা উল্লেখ করে তিনি জানান, নিরঞ্জন ব্যাপারী বিএনপি করতেন। বাইশারী কেন্দ্রে তিনি প্রকাশ্যেই বিএনপির প্রার্থীকে ভোট দেন। ভোট দিয়ে তিনি গ্রামের সংখ্যালঘু ভোটারদের নিয়ে কেন্দ্রে থেকে আসার সময় বিএনপি ক্যাডাররাই তাকে বেধড়ক মারধর করে। ফলে আর যাঁরা ভোট কেন্দ্র রওনা হয়েছিলেন তাঁরা প্রাণভয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। ডুমুরিয়ার এক ব্যক্তি জানান, তিনি গত দুটি জাতীয় নির্বাচনের একটিতেও ভোট দিতে পারেননি।

এমনকি '৯৬-র নির্বাচনের দিন বাড়ি থেকেই বের হতে পারেননি। তিনি আরও জানান, নির্বাচনের সময় গ্রামে সন্ত্রাসীরা রাতে এসে কেন্দ্রে যেতে নিষেধ করে। তা ছাড়া নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকেই বোমাবাজি করে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয়।

পশ্চিম বাইশারী ও ডুমুরিয়ায় প্রায় দেড় হাজার সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছে। দত্তপাড়া গ্রামেও সন্ত্রাস চলছে। যাকে-তাকে মারধর করা হচ্ছে। বানারীপাড়া বাজারের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী আমাদের জানান, খাবার আনার জন্য প্রতিদিন এক কর্মচারি তার বাড়িতে যায়। তাকে পর্যন্ত মারধর করা হয়েছে, হুমকি দেয়া হয়েছে। সেই কর্মচারী এখন আর দত্তপাড়া যেতে চায় না।

সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে ঐ গ্রামের বেশ কিছু কিশোরীর স্কুলে যাওয়া বন্ধ ছিল। কয়েকদিন আগে থেকে আবার দু'একজন করে যেতে শুরু করেছে। সন্ত্রাসীদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোট না দিলে গ্রামে থাকতে দেবে না বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। এ গ্রামের ত্রিনাথ, অসীম, সুমন সন্ত্রাসীদের ভয়ে এখন গ্রাম ছেড়ে বানারীপাড়া উপজেলা সদরে আশ্রয় নিয়েছে। সম্প্রতি এ গ্রামের দিলীপ ঠাকুর,গোপাল ঠাকুরের কাছে এই সন্ত্রাসী ১০ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবি করেছে। এদের কয়েকজন কালীবাড়ীর মনসা মন্দিরের লোহা কাঠের চৌকাঠ খুলে নিয়ে গেছে। এ ছাড়া যেসব সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামের বাইরে থাকে তাদের বাড়ির জিনিসপত্র এরা নিয়ে যায়। '৯১-এর নির্বাচনে এ গ্রামে সংখ্যালঘু ভোটার ছিল প্রায় চারশ'। কিন্তু এখন অর্ধেক ভোটারও নেই। বহু পরিবার ইতোমধ্যে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ আগস্ট ২০০১

সেপ্টেম্বর ২০০১

(৩১)
সংবাদ সম্মেলনে প্রতিকারের দাবি
সিলেটের খ্রিস্টান মিশনারির ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছে কুচক্রী মহল

সিলেট অফিস ঃ সিলেট অঞ্চলের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রায় শতাধিক কোটি টাকার ভূ-সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টের কতিপয় ভূমি লোভী কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী কুচক্রী মহল ট্রাস্টের ভূমি অবৈধভাবে বিক্রি করে আত্মসাত করার পায়তারা চালাচ্ছে। বৃহত্তর সিলেটের ভাটেরা, হবিগঞ্জ শায়েস্তাগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও সিলেটে অবস্থিত খ্রিস্টান মিশনগুলো রক্ষার জন্য সিলেট প্রেস বিটারিয়ান সিন্ড নামে ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করা হয়। ট্রাস্ট পরিচালনায় নিয়োজিত ভূমি লোভী কতিপয় কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী মহল ট্রাস্টের ভূমি বিক্রি করে আত্মসাতের চেষ্টা করছে। যুগ যুগ ধরে এ সম্পত্তি খ্রিস্টানরা ভোগ দখল করে এলেও প্রভাবশালী মহলের চক্রান্তে বিগত কয়েক বছর ধরে তাদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সিলেট প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে সিন্ড ট্রাস্টের বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা কর্তৃক শতাধিক কোটি টাকার ভূ-সম্পত্তি অবৈধভাবে বিক্রি করার অভিযোগ করা হয়। এইসংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মিসেস মিরা বিশ্বাস বলেন, নয়া সড়কস্থ খ্রিস্টান মিশনারীর প্রায় ৯ একর ভূমি রয়েছে। এর মধ্যে ১৪০ শতাংশ ভূমি ট্রাস্টের সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে মামলা হয়েছে। কুচক্রী মহল এখন মামলা তুলে নেয়ার জন্যে হুমকি দিচ্ছে।

আজকের কাগজ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৩২)
হুমকির মুখে যশোরের সংখ্যালঘু ভোটার

ফখরে আলম, যশোর অফিস ঃ ভোটের আগেই একটি মহল যশোরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হুমকিধমকি দেয়া শুরু করেছে। ভোটকেন্দ্রে গেলে হত্যা করা হবে, না হলে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে— বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের ক্যাডারদের এমন হুমকির কারণে জেলার কয়েকটি থানার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ এ ঘটনায় নিরাপত্তার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের দাবি জানিয়ে গত রবিবার রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও যশোর জেলা প্রশাসককে স্মারক লিপি দিয়েছে। জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরে ক্যাডাররা যশোর সদর থানার বাগডাঙা, বেজপাড়া, নলডাঙা, মনিরামপুর, কেশবপুর, বাঘারপাড়া ও ঝিকরগাছা থানার হিন্দু সম্প্রদায়ের বসরাসরত গ্রামে ঢুকে নানা হুমকিধমকি দিচ্ছে। তারা বলছে, ১ অক্টোবর ভোটকেন্দ্রে গেলে খুন করা হবে। কাউকে বাংলাদেশে থাকতে দেয়া হবে না। এই হুমকির কারণে এমন নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে হুমকিদাতাদের নামও কেউ মুখে আনছে না। মামলা করার কথাও কেউ ভাবছে না। জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ আরও বলছেন, এমন হুমকিধমকির পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নানা রকম মিথ্যা মামলায় জড়ানো হচ্ছে।

আরও জানা যায়, প্রকাশ্যে এমন ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের বৈধ ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেয়ারও ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। শহরের নলডাঙা ও বেজপাড়া পূজার মাঠ উত্তর অংশে ৪শ' হিন্দু ভোটার সম্পর্কে জেলা নির্বাচন অফিসে অভিযোগ করা হয়েছে। এলাকায় ভোটার তালিকা অনুযায়ী ঐ ৪শ' লোক বাস করে না। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন তদন্ত করে দেখছে। হিন্দু ভোটারদের ভোট দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি মহল মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধানে দেখা যায়, বেজপাড়ার উত্তর মাঠ অংশে শিল্পীরানী, গীতারানী, মিতালী রায়, পঙ্কজ বিশ্বাস, নলডাঙা এলাকার অঞ্জলি দত্ত, কালীরানী দত্ত, পদ্মরানী দত্ত, শিলারানী দত্ত দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। ভোটার তালিকায় ক্রমিক অনুযায়ী তাঁদের নামও আছে। কিন্তু এই ভোটারসহ ৪শ' হিন্দু ভোটার সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে নাম-ঠিকানাবিহীন দু'টি অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাণীব্রত ঘোষ বলেন, আমরা বিষয়টি সম্পর্কে জেলা প্রশাসককে অবহিত করেছি। গ্রামগঞ্জ থেকে হুমকিধমকি প্রদানের খবর আসছে। উপজেলাভিত্তিক কমিটি গঠন করে এ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৩৩)
নওগাঁ ভূমিহীন আদিবাসীদের উচ্ছেদে সন্ত্রাসী তাণ্ডব

নওগাঁ, ২ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভূমিহীন আদিবাসীদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদের জন্য সন্ত্রাসী কায়দায় ২ আদিবাসী মহিলার শাড়ি খুলে নিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালানো হয়। একই সঙ্গে সুনীল পাহান নামের এক শিশুকে হত্যার উদ্দেশ্যে পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করা হয়। রবিবার এ ব্যাপারে আদালতে অভিযোগ করা হলে বিষয়টি এজাহার হিসাবে গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ওসিকে নির্দেশ দেয়া হয়।

জানা গেছে মহাদেবপুর উপজেলার রাইগাঁ পুকুরপাড়ে দীর্ঘদিন ধরে ২৫/৩০টি আদিবাসী পরিবার বসবাস করে আসছে। গত ২৯ আগস্ট বেলা আনুমানিক ১১টায় জনৈক আব্দুস সাত্তারের পুত্র আব্দুল জব্বারের (আঙ্গুর) নেতৃত্বে তার লোকজন ওই পুকুরে মাছ ধরতে যায়। এসময় অন্যান্য শিশুর সঙ্গে আদিবাসী বিমল পাহানের শিশুপুত্র শুনীল পাহান মাছ দেখতে গেলে তারা তাকে চ্যাংদোলা দিয়ে পুকুরে নিক্ষেপ করে। এ সময় তারা মামলার বাদিনী সবিতা রানী ভূঁইমালি ও মালতি রানী ভূঁইমালিকে জাপটে ধরে অশালীন আচরণ করে। এক পর্যায়ে তারা ওই দুই মহিলার পরনের শাড়ি খুলে নেয়। বিষয়টি এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। আদিবাসী এ পরিবারগুলোও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৩৪)
ফেনীতে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভা
অস্ত্র উদ্ধারের নামে মন্দিরের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন ॥ সাতবাড়িয়ার ২০টি পরিবার গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে

গত ৩১শে আগস্ট শুক্রবার সকাল ১০টায় ফেনী মাস্টারপাড়াস্থ শ্রী শ্রী গুরুচক্র মন্দির প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ফেনী জেলা শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট

প্রিয়রঞ্জন দত্তের সভাপতিত্বে এবং জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শুকদেব নাথ তপনের পরিচালনায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার শুরুতে জেলা শাখার সম্পাদক ফেনী জেলার সর্বত্র সংখ্যালঘুদের নীপিড়ন-নির্যাতনের এক দীর্ঘ বর্ণনা দেন। সভায় বক্তব্য রাখেন ডা. কান্তি বসাক, ভবতোষ বসাক, বিনোদ বিহারী নাথ, সন্তোষ বণিক, তুষার কান্তি বসাক, সোনা-গাজী ঐক্য পরিষদ সভাপতি মনিন্দ্র কুমার চৌধুরী, সম্পাদক রাধেশ্যাম দাস, দাগনভুঁঞা থানা শাখার সম্পাদক রশিক শেখর ভৌমিক, ফুলগাজী থানা শাখার গৌরী শঙ্কর নাথ, পরশুরাম থানা শাখার সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাধন মজুমদার, ফেনী সদর থানা সভাপতি ও বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ ফেনী জেলা শাখার সভাপতি বিরাজ কান্তি মজুমদার, পৌর শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট দিলীপ সাহা, ছাত্র যুবঐক্যের আহ্বায়ক পরিমল বণিক, ফেনী জেলা আইনজীবী ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হৃষিকেশ মজুমদার, মহিলা ঐক্য পরিষদ সম্পাদিকা সন্ধ্যা রানী দত্ত, জেলা কমিটির অন্যতম নেতা অমল বিশ্বাস, জেলা কোষাধ্যক্ষ রবিলাল সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব খগেশ দত্ত, জেলা ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা মনোরঞ্জন শীল প্রমুখ।

সভায় বক্তাগণ গত ১৭ই আগস্ট ফেনী জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় পীঠস্থান ফেনী মাস্টারপাড়াস্থ শ্রী শ্রী গুরুচক্র মন্দিরে অস্ত্র উদ্ধারের নামে বি ডি আর জুতা পরে মন্দিরে প্রবেশ করে মন্দিরে চিত্রপট ও অন্যান্য জিনিসপত্র তছনছ করে। মন্দিরের পবিত্রতা ক্ষুন্ন হওয়ায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এবং সংখ্যালঘুদের অস্ত্র উদ্ধারের নামে হয়রানি করার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। সভায় বক্তাগণ বলেন, স্বর্ণকার কালামের নেতৃত্বে বক্তা মুন্সি আনন্দিপুর, সন্ত্রাসী হাসিমের নেতৃত্বে মাছিমপুর, শহিদুল্লার নেতৃত্বে ধলিয়া দৌলতপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর মারধর, অস্ত্রের মুখে চাঁদা আদায়, বোমা ফাটিয়ে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করছে। এরা একাধিক মামলার আসামি হওয়া সত্ত্বেও তাদের পুলিশ গ্রেফতার করছে না। সোনাগাজী সাতবাড়িয়া গ্রামেও সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ওপর একই কায়দায় চাঁদা আদায়, বোমা বিস্ফোরণ এবং মারধর করে। বিষয়টি সুনির্দিষ্ট সন্ত্রাসীদের নামসহ লিখিতভাবে থানায় মামলা করার পরও কোন ফল পাওয়া যায়নি বরং মামলা করার আধঘণ্টার মধ্যে মামলার কাগজপত্র সন্ত্রাসীদের কাছে আসে এবং পরবর্তীতে গত ২৮শে আগস্ট পুনরায় তারা সাতবাড়িয়ায় হামলা চালায়। সাতবাড়িয়া গ্রামের ২০টি সংখ্যালঘু পরিবার গ্রাম ছেড়ে বর্তমানে সোনাগাজী বাজারে ও ফেনীতে অবস্থান করছে।

আনন্দিপুরের শিক্ষিকা সন্ধ্যা রানী নাথের স্বামী একমাস যাবৎ সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে আত্মগোপন করে আছেন। সন্ত্রাসীরা সন্ধ্যা রানীর স্বামীকে না পেয়ে সন্ধ্যাকে মারধর করে। এছাড়াও দাগনভুঁঞার লতিফপুর গ্রামে পোদ্দার বাড়িতে সন্ত্রাসীরা ১৯শে আগস্ট রাতের অন্ধকারে ঢুকে ৩টি পরিবারের সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যায়। ১৮ই আগস্ট সিন্দুরপুর ইউনিয়নের মাছিমপুর গ্রামে সুনীল মাস্টারের বাড়িতে ঢুকে সুনীল মাস্টারকে বেদম মারধর করে, অর্জুন বৈষ্ণবকে বোমা মেরে হত্যা করে এবং মূল্যবান স্বর্ণালংকার ও কাপড়-চোপড় নিয়ে যায়। এইসব সন্ত্রাসীর অত্যাচারে বাকসাম, নসরতপুর ও প্রতাপপুরসহ অধিকাংশ এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর বিরানভূমিতে পরিণত হয়।

সংবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৩৫)
সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হেলাল
সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় প্রশাসনের নিরপেক্ষ হস্তক্ষেপ কামনা

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাগেরহাট-২ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী শেখ হেলাল উদ্দিন সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে নির্বাচনে ভোটারদের ভোট প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রতিপক্ষ প্রার্থীসহ প্রশাসন ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শনিবার রাত ৮টায় যুবলীগ কার্যালয়ে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান। শেখ হেলাল বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের হুমকি এবং ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করে তিনি সেসব স্থানের সংখ্যালঘু ও মুক্তিযোদ্ধা আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা দাবি করে প্রশাসনের নিরপেক্ষ হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রশাসন, জনসাধারণ, প্রতিপক্ষ দল ও প্রার্থীর সহযোগিতা কামনা করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হেলাল বলেন, আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। আমি বিশ্বাস করি সন্ত্রাস কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। শেখ হেলাল কয়েকটি পত্রিকায় (সংবাদ নয়) প্রকাশিত সংবাদ বস্তুনিষ্ঠ নয় বলে উল্লেখ ও দুঃখ প্রকাশ করে সাংবাদিকদের বস্তনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান।

সংবাদ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৩৬)
সরেজমিন প্রতিবেদন
নির্বাচন এলেই বানারীপাড়ার ৪টি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিএনপি'র সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে ঃ তারা সহজে ভোট দিতে পারেনা, ইতোমধ্যে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে ঃ অনেকেই গ্রাম ছেড়েছেন

শওকত মিলটন/মাইনুল ইসলাম/রিজভী রহমান, বানারীপাড়া থেকে ফিরে ঃ যখনই নির্বাচনের ঘোষণা আসে, তখন থেকেই আতঙ্ক আর নিরাপত্তাহীনতার বেড়াজালে আটকে যায় চারটি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এবারও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। কোন নির্বাচনেই তারা সহজে ভোট দিতে পারেনা। এরা যেন ভোট দিতে না পারে সেজন্য থাকে সতর্ক প্রহরা। এখন থেকেই তাদেরকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে, হুমকি দেয়া হচ্ছে। তারা আশংকা করছেন এবারও বোধহয় তাদের ভোট দেয়া সম্ভব হবে না। ইতোমধ্যে তাদের নেতৃস্থানীয়দের উপর হামলা শুরু হয়েছে। এই মুক্তিযোদ্ধা ও নারী ইউপি সদস্য এলাকা ছেড়ে প্রাণভয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। অনেকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হয়রানির অভিযোগ বিএনপি'র স্থানীয় ক্যাডারদের বিরুদ্ধে। বানারীপাড়া থানার চারটি গ্রাম সরেজমিন ঘুরে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। বরিশাল থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরের উপজেলা বানারীপাড়া। সেখান থেকেও কয়েক কিলোমিটারের পথ বাইশারী ইউনিয়ন। প্রমত্তা সন্ধ্যা নদী পেড়িয়ে যেতে হয় সেখানে। এ ইউনিয়নের পশ্চিম বাইশারী, দক্ষিণ বাইশারী, ডুমুরিয়া, দত্তপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এখন চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছে। গত ২১ আগস্ট মঙ্গলবার আমরা ঐ চারটি গ্রামে যাই। স্থানীয়দের সাথে আমরা কথা বলে জানতে পারি নানা কাহিনী। তারা এতোই আতংকগ্রস্ত যে, মুখ খুলতে পর্যন্ত সাহস করেন না। তারা আমাদের বলেছেন এ নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি হলে তাদের উপর আরো বেশি নির্যাতন চলবে। অনেকেই আমাদের অনুরোধ করেছেন রিপোর্ট না করার জন্য।

আমরা জানতে পেরেছি, নির্বাচন এলেই তারা যেন ভোট কেন্দ্রে যেতে না পারে, ভোট দিতে না পারে সেজন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চলে। আর এ প্রচেষ্টা চালায় বিএনপির স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরপরই এ গ্রামগুলোতে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। বিএনপি সমর্থক একটি বাহিনী তৈরি হয়েছে। এ বাহিনীর নাম বিচ্ছু বাহিনী। এ বাহিনীর কাজ হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উত্যক্ত করা। তারা এদের অকারণে মারধোর, হুমকি, চাঁদাবাজি করে। তাদের তাণ্ডবে ইতোমধ্যে গ্রাম চারটির সংখ্যালঘু পরিবারগুলো শঙ্কা আর আতংকের শিকার হয়েছে। এ বিচ্ছু বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ১৪ থেকে ২০ বছর বয়সী কিশোর অপরাধীদের সংখ্যাই বেশি। বাইশারী গ্রামের বিএনপি সমর্থক ঠিকাদারী ব্যবসা ও ইটের ভাটার মালিক খালেক মৃধার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনিই এ গ্রুপটিকে লালন করেন। তার ছেলে মিন্টু এই বাহিনীর অন্যতম হোতা। অভিযোগ করা হয়েছে, খালেক মৃধা প্রতিদিন সকালে এ গ্রুপটিকে নাস্তা খাবার টাকা দেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টির জন্য এ চারটি গ্রামের নেতৃস্থানীয়দের উপর শারীরিক নির্যাতন শুরু হয়েছে। বাইশারী ইউনিয়নের পশ্চিম বাইশারী গ্রামের বাসিন্দা ও নারী ইউপি সদস্য অরুণা বালা আলো রানী। গত ১৭ জুলাই সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে বিচ্ছু বাহিনীর সদস্যরা তাকে পশ্চিম বাইশারী গ্রামের প্রবেশ মুখ বাইশারী ব্রীজের কাছে গতিরোধ করে। তারা অরুণাবালা আলো রানীর কাছে ত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে না পারলে তার ননদদের একজনকে তাদের কাছে দিয়ে যেতে বলে। তার ব্যাগ হাতিয়ে রেখে দেয় নগদ পাঁচশ' টাকা এবং কিছু জরুরী কাগজপত্র। ১৮ জুলাই খুব ভোরে অরুণা বালা আলো রানী প্রাণভয়ে চুপিসারে নৌকায় এলাকা ত্যাগ করে। তার ননদরাও চলে যায় বানারী পাড়া। বিষয়টি জানানো হয় বানারীপাড়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীপক কান্তি পাল ও ওসি নাইমুর রহমানকে। কিন্তু জন কিংবা পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় সন্ত্রাসীরা আরো সাহসী হয়ে ওঠে। অরুণা বালা আলো রানী এখনও তার গ্রামে ফিরতে পারেননি। বাইশারীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে দক্ষিণ বাইশারীর শ্যামল চক্রবর্তীর পরিবার অত্যন্ত সম্মানিত। শ্যামল চক্রবর্তী কলেজ শিক্ষক। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। স্থানীয় ইউপি আওয়ামী লীগের সম্পাদক। একাত্তরে দেশমাতৃকার জন্য লড়াই করেছেন অস্ত্র হাতে। সজ্জন এ মানুষটি দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। শ্যামল চক্রবর্তীও রেহাই পেলেন না। তার দোষ তিনি দুটি জাতীয় পত্রিকার সংবাদ কর্মীর কাছে এখানকার ১৩ জুলাই'র সন্ত্রাস পরবর্তী প্রসঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি সংবাদ কর্মীদের জানিয়েছিলেন, ১৩ জুলাই'র পর থেকে এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় খুব চাপের মধ্যে রয়েছে। তিনি নিজেও তাদের ভয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বাড়ী থেকে বের হতে পারছেন না। তিনি কেন সংবাদকর্মীদের কাছে এ তথ্য জানিয়েছেন সেজন্য তাকে শাস্তি (!) দেয়া হয়। আমরা মঙ্গলবার দুপুরে তার বাড়ীতে যখন যাই, তখনও তিনি বাড়ী ছিলেন না। পুরোনো আমলের বিশাল বাড়ী। ডাকাডাকির পর তার স্ত্রী বের হয়ে আসেন। পরিচয় দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলে তিনি কেঁদে ফেলেন। বলেন, কি হবে এসব লিখে? আপনাদের সাথে কথা বলার কারণেইতো ওনাকে এসব ঝামেলা পোহাতে হলো।' তিনি কিছুই বলতে রাজী হলেন না। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেলো, শ্যামল চক্রবর্তীর বাড়ীতে পাঁচই আগস্ট দুপুর আড়াইটায় হামলা করে বিএনপির সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর শুরু করলে তার স্ত্রী এসে বাঁচাতে চেষ্টা করেন। দুজনকেই তারা মারধর করে। সন্ত্রাসীরা শুধু মেরেই ক্ষান্ত হয়নি ঐ বাড়ী থেকে লুটপাট করে মূল্যবান স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মালামাল। শ্যামল চক্রবর্তী জখম অবস্থায় প্রাণভয়ে চিকিৎসার জন্য বের হতে সাহস পর্যন্ত করেননি। কয়েকদিন পর তিনি বরিশাল চলে যান চিকিৎসার জন্য। তারপর আর বাড়ী ফেরেননি। যারা ঐ বাড়ীতে হামলা করেছে তারা বিএনপির কর্মী নয় বলে স্থানীয় বিএনপি'র

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা দাবী করেছেন। তিনি জানান, হামলাকারীরা পেশাদার সন্ত্রাসী। তবে তিনি স্বীকার করেন স্থানীয় বিএনপির কেউ হয়তো তাদের এ ঘটনা ঘটাবার জন্য ব্যবহার করে থাকতে পারে। অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, হামলাকারীরা বিএনপির কোন কমিটিতে না থাকলেও তাদের সভা-সমাবেশের নেতৃত্বে থাকে। এ ঘটনায় আতঙ্ক আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। দক্ষিণ বাইশারীর পল্লী চিকিৎসক সুজিত কুমার দাসকে শুধুমাত্র সংখালঘু হবার অপরাধে (!) বেধড়ক মারধর করে। ছিনিয়ে নিয়ে যায় গলার চেইন, ঘড়ি ও টাকা-পয়সা। পশ্চিম বাইশারীর দুলাল মিস্ত্রি এলাকার নিরীহ মানুষ হিসেবে পরিচিত। তাকে বিএনপির এক সন্ত্রাসী মারধর করলো অকারণে। যে সন্ত্রাসী মারধর করেছে তার বক্তব্য ছিলো গেল নির্বাচনের সময়ে তার বাড়িতে যে দা ছিলো তা কেন সে পুলিশকে বলেছিলো। নিরীহ দুলাল মিস্ত্রি মার খেয়ে নীরবে বাড়ী চলে যায়। আশ্চর্যের বিষয় কেউ সন্ত্রাসীদের নাম পর্যন্ত বলতে চায় না। স্কুল ছাত্র শুকলাল ঘরামী স্কুল থেকে ফেরার পথে অকারণে মার খেলো এদের হাতে। মারধর করা হলো বঙ্কিম মুহূরীকে। ডুমুরিয়ার ব্যাপারী পদবীর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, তিনি একমাত্র ইউপি নির্বাচন ছাড়া আর কোনো নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। সেটাও সম্ভব হয়েছে মাদারীবাড়ী কেন্দ্র হওয়ায়। বাইশারী কেন্দ্রে সে প্রকাশ্যেই বিএনপি প্রার্থীকে ভোট দেয়। ভোট দিয়ে সে গ্রামের সংখ্যালঘু ভোটারদের নিয়ে কেন্দ্রে আসার সময়ে বিএনপি'র ক্যাডাররাই তাকে বেধড়ক মারধর করে। ফলে যারা ভোট কেন্দ্রে রওনা হয়েছিল তারা প্রাণভয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে। পশ্চিম বাইশারীর হালদার পদবীর একজন বলেন, '৯৬'র নির্বাচনে সকালে কেন্দ্রে গেলে পরে বিএনপির লোকেরা আমারে ধানের শীষ দেখাইয়া ভোট দিতে বলে।' ডুমুরিয়ার চ্যাটার্জী পদবীর আরেকজন জানান, তিনি গত দুটি জাতীয় নির্বাচনের একটিতেও ভোট দিতে পারেননি। গত নির্বাচনের দিন বাড়ী থেকে বের হতে পারেনি। তিনি আরো জানান, নির্বাচনের সময়ে গ্রামে সন্ত্রাসীরা রাতে এসে কেন্দ্রে যেতে না করে। তাছাড়া নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকেই বোমাবাজী করে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয়। পশ্চিম বাইশারী ও ডুমুরিয়ায় প্রায় দেড় হাজার সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছে। দত্তপাড়া গ্রামেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছাড়ার পর সন্ত্রাস চলছে। যাকে তাকে মারধর করা হচ্ছে। বানারীপাড়া বাজারের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী আমাদের জানান, খাবার আনার জন্য প্রতিদিন এক কর্মচারী তার বাড়িতে যায়। তাকে পর্যন্ত মারধর করা হয়েছে, হুমকি দেয়া হয়েছে। সেই কর্মচারী এখন আর দত্তপাড়া যেতে চায় না। সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে ঐ গ্রামের বেশ কিছু কিশোরীর স্কুলে যাওয়া বন্ধ ছিলো। কয়েকদিন আগে থেকে আবার দু/একজন করে যেতে শুরু করেছে।

সন্ত্রাসীদের ইচ্ছে অনুযায়ী ভোট না দিলে গ্রামে থাকতে দেবেনা বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। এ গ্রামের ত্রিনাথ, অসীম, সুমন এদের তাণ্ডবের কারণে এখন গ্রাম ছেড়ে বানারীপাড়া উপজেলা সদরে আশ্রয় নিয়েছে। সম্প্রতি এ গ্রামের দিলীপ ঠাকুর, গোপাল ঠাকুরের কাছে এই সন্ত্রাসীরা ১০ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবী করেছে।

এদের কয়েকজন কয়েকদিন আগে কালীবাড়ীর মনসা মন্দিরের লোহা কাঠের চৌকাঠ খুলে নিয়ে গেছে। এছাড়া যেসব সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামের বাইরে থাকে তাদের বাড়ীর নানা জিনিসপত্র এরা নিয়ে যাচ্ছে। ৯১'র নির্বাচনে এ গ্রামে সংখ্যালঘু ভোটার ছিলো প্রায় চারশ' কিন্তু এখন এর অর্ধেক ভোটারও নেই। বহু পরিবার ইতোমধ্যে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

অভিযোগ করা হয়েছে, সন্ত্রাসীরা বলে দিয়েছে যে, ধানের শীষে ভোট না দিলে গ্রামে থাকতে দেবো না। বহু পরিবার ইতোমধ্যে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশাসনও অবহিত রয়েছে। তবে তারা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৩৭)
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়েছি অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য বলেছেন, আমাকে অব্যাহতিদান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। তিনি সোমবার টেলিফোনে ইউএনবিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ওই মন্তব্য করেন। ইউএনবি।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেন, আমি সংখ্যালঘু সমাজের একজন প্রতিনিধি। সাম্প্রতিককালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কিছু ঘটেনি, যার জন্য আমাকে উপাচার্যের পদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। আমাকে সরানোর বিষয়টি মৌলবাদী শক্তির প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নগ্ন পৃষ্ঠপোষকতার অংশ।

তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর নন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী সরকারপ্রধানই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য; কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা হচ্ছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান, যার দায়িত্ব নির্বাচন তদারকি করা। অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য বলেন, বিচারপতি লতিফুর রহমান তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেসব আদেশ জারি করেছে, সেগুলোর অধিকাংশই অবৈধ।

সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৩৮)
আগৈল ঝাড়া গৌরনদীতে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ

কাগজ প্রতিনিধি ঃ বরিশালের আগৈলঝাড়া গৌরনদী উপজেলার সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গৈল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান বিএনপি নেতা এ নির্যাতনের হোতা বলে জানা গেছে। গত ২৯ আগস্ট গতিহারে নির্যাতনে পিকুল গুহ ও সংগ্রাম বণিক গুপি মারাত্মক আহত হয়। তারা এখন পর্যন্ত বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। গত আগস্ট মাসে বিএনপির সন্ত্রাসীরা মাহিলারা হাটে দুলাল বিশ্বাস নামে এক যুবককে মারধর করে গায়ে আগুন লাগিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। অভিযোগে আরো জানা গেছে তিনি এক সময় ছাত্রলীগ করতেন। গত বছর গৌরনদীতে মদ্যপানকে কেন্দ্র করে বেশ ক'জনের প্রাণহানি ঘটে। সেদলে জামাল গোমস্তা ছিলেন বলে অভিযোগে জানা গেছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গৈলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদ থেকে তাকে অপসারণ এবং ছাত্রলীগ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর থেকেই তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের দুরত্ব বাড়তে থাকে। এই সুযোগে তিনি ও তার বাহিনী বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ২৯ আগস্টের ঘটনার পর ৩১ আগস্ট তিনি বিএনপিতে যোগ দেন। এই ঘটনায় ২ সেপ্টেম্বর জামাল গ্রেফতার হলেও তিন দিনের মধ্যে ছাড়া পেয়ে যান। এরপর থেকেই বিএনপি সংসদ সদস্য প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপনের মদদে জামাল ও তার সহযোগিরা সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা দাবী করে। এমনকি হিন্দুদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি প্রদান করে এবং পতিহারের একটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সদস্য দেবেন্দ্রনাথ মোমের বাসভবনে বোমা হামলা চালায়। বর্তমানে এখানকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

আজকের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৩৯)
নির্বাচনকে সামনে রেখে মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ

মিরসরাই প্রতিনিধি ঃ নির্বাচনকে সামনে রেখে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। মিরসরাই পূজা উদযাপন পরিষদ এবং হিন্দু-বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ গত বুধবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে পেশ করা এক স্মারকলিপিতে এ অভিযোগ করেন।

স্মারকলিপিতে নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের অনুরোধ জানান। এদিকে পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি দিলীপ কুমার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার বণিক জানান, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মিরসরাইয়ের মিঠানালা, মঠবাড়িয়া, মলিয়াইশসহ কয়েকটি এলকায় সহজ সরল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সন্ত্রাসীরা নানা অত্যাচার ও নির্যাতন চালাচ্ছে। তাই তারা অপূরণীয় ক্ষতির আশঙ্কায় আতঙ্কিত ও শঙ্কিত।

প্রথম আলো, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৪০)
কচুয়ায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা, সংঘর্ষে আহত ৪৫

চাঁদপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ কচুয়া পৌরসভায় ৪নং ওয়ার্ডের কড়ুইয়া গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বাড়িতে শুক্রবার দুপুরে দু' দফা হামলা হয়েছে। চারদলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কচুয়া বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ মাঠে দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত জনসভায় যোগ দেয়ার জন্য আসা এবং জনসভাশেষে যাওয়ার পথে বিএনপি কর্মীরা ওই হামলা চালায়। স্থানীয়ভাবে 'পার্টিকর' বাড়ি নামে পরিচিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ওই বাড়ির ছয়টি ঘরে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও তছনছ চালানো হয়।

দুর্বৃত্তরা রাখি রানী দে নামে এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিঁড়ে নিয়ে যায় এবং তার পরিধানের কাপড় খুলে ফেলে। এছাড়া ঝর্ণা রানী দের কানের দুল খুলে নিয়ে যায় এবং ওই বাড়িতে বিক্রির জন্য রাখা ৫০টি পাটি পর্যন্ত নিয়ে যায়। এছাড়া ওই বাড়ির সামনে স্থাপিত আ'লীগের একটি নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর ও লিটন দাসের মুদি দোকানে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। হামলার সময় বাড়ির মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের আর্তচিৎকারে চারদিকের আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। অভিযোগ রয়েছে, সেখানে পুলিশ থাকা সত্ত্বেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৪১)
নির্বাচন ॥ হুমকির মুখে সংখ্যালঘুরা!

আহমেদ নূরে আলম ঃ নির্বাচনের তারিখ যতই নিকটবর্তী হচ্ছে সংখ্যালঘু ভোটারদের ওপর বিভিন্ন স্থান থেকে অত্যাচার- নির্যাতনের অভিযোগ আসছে। সারা দেশেই ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে খবর এসেছে। চাঁদপুর, যশোর, নড়াইল,

ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নোয়াখালী, পিরোজপুরের কয়েকটি স্থানে সংখ্যালঘু ভোটারদের অনিশ্চয়তাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। গত শুক্রবার চাঁদপুরের কচুয়ার কয়েকটি এলাকায় তাদের বাড়িঘরে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। সংবাদদাতাদের পাঠানো খবরে দেখা যায়, এবারের নির্বাচনে একটি ব্যতিক্রমী দিক হচ্ছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয়-ভীতি ছড়ানো। নির্বাচনী প্রচারের শুরু থেকে তাদের হুমকি-ধমকি দেয়া শুরু হয়েছিল। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, মৌলবাদী ও স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি এবার বড় একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে কুৎসিত চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এদের কুমতলবও প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে, সংখ্যালঘুরা যেন ভোট কেন্দ্রে না যায়। দেশের একটি অংশকে ভোট দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারলে মৌলবাদী ও স্বাধীনতাবিরোধীরা ফায়দা লুটতে পারবে বলে মনে করছে।

সুনির্দিষ্টভাবে নির্বাচন কমিশন না জানালেও জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে, এবার দেশে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা প্রায় পৌনে এক কোটি। এদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকই বেশি-প্রায় ৭০ লাখ। দেশের কয়েকটি আসন ছাড়া সংখ্যালঘুদের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। একটি ভ্রান্ত ধারণা থাকলেও গত কয়েকটি নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে দেখা যায়, সংখ্যালঘুরা সবাই বিশেষ কোন দল বা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য দেখায় না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, মুন্সীগঞ্জ-১ আসনে গত তিনটি নির্বাচনে বিপুল ভোট পেয়ে বিএনপি প্রার্থী ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিজয়। এ রকম দৃষ্টান্ত আরও দেয়া যায়।

এবারের নির্বাচনে ৩০০ আসনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৬০ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সবচেয়ে বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রগতিশীল শক্তি ১১ দলের ব্যানারে। এরপর আসছে আওয়ামী লীগ। এ দল থেকে ১৪ জনকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। জামায়াত ও ইসলামী ঐক্য জোটের সমন্বয়ে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটেও ৫ জন প্রার্থীর মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এমনকি এরশাদের ইসলামী ঐক্য ফ্রন্টও মনোনয়ন দিয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে। কয়েকটি আসনে সংখ্যালঘু প্রার্থীর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। শুধু তাই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী সহিংসতায় চারদীয় জোটের কর্মী হিসাবে প্রতিদিন কোন না কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মী আহত হওয়ার খবর আসছে। নির্বাচনের এমন সর্বজনীন পরিস্থিতির মধ্যে স্বাধীনতাবিরোধী ঘৃণ্য একটি দলসহ গত সংসদের প্রধান বিরোধী দল বিএনপির ক্যাডাররা কয়েকটি অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে নিজেদের বিজয়কে নিশ্চিত করতে। যশোরের সদর থানার বাগডাঙা, বেজপাড়া, নলডাঙা, মনিরামপুর, কেশবপুর, বাঘারপাড়া ও ঝিকরগাছা থানার গ্রামে গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়িতে গিয়ে ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। এমনও বলা হচ্ছে, ভোট কেন্দ্রে গেলে কাউকে বাংলাদেশে থাকতে দেয়া হপ্রণ। জেলা পূজা পরিষদ এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্রামগুলোতে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর জন্য রাষ্ট্রপতির কাছেও আবেদন করেছে।

পিরোজপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের সুধাংশু শেখর হালদারের বিরুদ্ধে এবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ঘৃণ্য রাজাকার দিইল্যা ওরফে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। কয়েকদিন আগে সুধাংশু শেখর হালদারের সঙ্গে সাঈদী কোলাকুলি করলেও সেখানকার সংখ্যালঘুদের নানা হুমকি-ধমকি দেয়া হচ্ছে।

সর্বশেষ গত শুক্রবার চাঁদপুরের কচুয়ার কয়েকটি গ্রামে ও বাজারে বিএনপির ছত্রছায়ায় অশুভ শক্তি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নগ্ন হামলা চালায়। অনেকের বাড়িঘরে হামলা করা হয়। ভাংচুর ছাড়াও অগ্নিসংযোগ করার ঘটনাও ঘটে। বাজারে তাদের দোকানও ভাংচুর করা হয়। সে আসনের অন্যতম প্রার্থী ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীরের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়,

সংখ্যালঘুদের ভোট দেয়া থেকে বিরত রাখতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি মুখচেনা মহল তাদের জীবনকে নিরাপত্তাহীন করে তুলতে চায়।

এক ইতিহাসবিদ বলেন, মৌলবাদী, ধর্মান্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির কাছে সংখ্যালঘুরা অপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথে এদের বিশাল অবদান। ক্ষমতার বলয়ে উঠে আসতে মৌলবাদী, ধর্মান্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির পক্ষে জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক উপায় নেই। তিনি মনে করেন, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতিশীল শক্তির এখনই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া উচিত।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৪২)
মঠ বাড়িয়ায় ধানের শীষে ভোট না দিলে সংখ্যালঘুদের প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছে ডাকাতরা

মঠবাড়িয়া প্রতিনিধি ঃ পিরোজপুর জেলা মঠবাড়িয়া আমড়া গাছিয়া গ্রামে ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়। সশস্ত্র ডাকাত সোনার গয়না কেড়ে নেয় এবং গুলি করে পোষা কুকুরকে হত্যা করে। যাওয়ার সময় ডাকাতরা হুমকি দিয়ে বলে, এবার ধানের শীষে ভোট না দিলে ওই সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের মেরে ফেলা হবে। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জানান, ১২/১৪ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত উপেন্দ্র নাথের বাড়িতে হানা দেয় এবং সবার হাতপা বেঁধে ডাকাতি করে। ডাকাতদের উপস্থিতিতে পোষা কুকুর চিৎকার করলে কুকুরটাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এলাকায় সংখ্যালঘুরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

আজকের কাগজ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৪৩)
দেবিদ্বারে ডাকাতের হাতে ২ জন খুন

কুমিল্লা অফিস ঃ কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানায় সশস্ত্র ডাকাতদের হামলায় গৃহকর্তাসহ দুজন খুন এবং একজন আহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোর রাতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, দেবিদ্বারের এলাহাবাদের হারেশ্বর এলাকায় ছয়-সাতজনের একটি সশস্ত্র ডাকাতদল কুমিল্লা ফিশারি অফিসের পিয়ন দুলাল চন্দ্র দাশের বাড়িতে ডাকাতি করতে যায়। এ সময় দুলাল চন্দ্র (৪১) ডাকাতদের বাধা দিতে গেলে তাদের ছুরিকাঘাতে খুন হয়। তারা তার মেয়ে আখি রাণীকেও (১৩) খুন করে।

ডাকাতদের হামলায় দুলালের মা চারুবালা দাশ (৭০) আহত হন। তাকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে দেবিদ্বার থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৪৪)
মানিকগঞ্জের গ্রামে কালিমূর্তি ভাংচুর

মানিকগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার রাতে মানিকগঞ্জের ভগবানপুর গ্রামে কে বা কারা হিন্দু সম্প্রদায়ের কালিমূর্তি ভাংচুর করেছে। এ নিয়ে ঐ গ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছে। আবারও হামলার আশঙ্কায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারে সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। মামলা করায় বাধা দেয়ার জন্য শফিউল আলম নামের এক বিএনপি কর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মামলার বিবরণীতে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত এগারোটার দিকে আটিগ্রাম ইউনিয়নের ভগবানপুর গ্রামে কালিমন্দির ও শিতলা মন্দিরের দু'টি মূর্তি ভাংচুর করা হয়। সকালে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন থানায় মামলা করতে আসার পথে ঐ শফিউল আলম বাধা দেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৪৫)
যশোরে সংখ্যালঘু ভোটারদের প্রতি একটি বিশেষ দলের হুমকি আতঙ্ক ॥ আটক ২

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে যশোরের সংখ্যালঘু ভোটারদের ততই হুমকি-ধামকি দেয়া হচ্ছে। ফলে তারা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। পুলিশ ইতোমধ্যে সংখ্যালঘু ভোটারদের হুমকি দেয়ায় দু'জনকে আটক করেছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বুধবার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ এবং জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ যশোর সার্কিট হাউসে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এবং পুলিশের ডিআইজির সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং এলাকার সংখ্যালঘু ভোটারদের শঙ্কার কথা জানান।

যশোরের ৮টি উপজেলায় লক্ষাধিক সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছে। প্রতি বছর সংসদ নির্বাচনের আগে তাদের হুমকি দেয়া হয় একটি বিশেষ দলের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য। কিন্তু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার মানুষের অভিযোগ, এবার তাদের ওপর হুমকি-ধামকির পরিমাণ বেশি। এবারও তাদের নৌকায় ভোট না দেয়ার জন্য বলা হচ্ছে। জানা গেছে, যশোর সদর উপজেলার সুড়ো বাগডাঙ্গা, বাহাদুরপুরের ঋষিপাড়া, অভয়নগরের সুন্দনী, মনিরামপুরের ৯৬ এলাকা এবং কেশবপুরের একটি অংশে সংখ্যালঘু ভোটারদের বসবাস। নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করার পরই এই এলাকার ভোটারদের বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। যশোর শহরের বেজপাড়া এলাকার সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে পুলিশ মঙ্গলবার সকালে শামীম আহমেদ এবং সন্ধ্যায় তৌহিদুর রহমান খোকন নামের দু' যুবককে আটক করে। পুলিশ বলেছে, এরা বেজপাড়া এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটারদের বাড়ি গিয়ে নৌকায় ভোট না দেয়ার জন্য ভয় দেখাচ্ছিল। এদিকে বুধবার দুপুরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা বিমল রায় চৌধুরী, জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সেক্রেটারি বাণীব্রত ঘোষ, অনিল চন্দ্র ঘোষ, স্বপন ভট্টাচার্য যশোর সার্কিট হাউসে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার জামাল উদ্দিন আহমেদ, ডিআইজি সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক একেএম জাফরউল্লাহ খান ও পুলিশ সুপার চৌধুরী আহসানুল হক। নেতৃবৃন্দ তাঁদের বলেন, যশোরে সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। তাই শুধু ভোট কেন্দ্র নয়, সংখ্যালঘু গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তাদের নিরাপত্তা জোরদার করা হোক। তারা আরও বলেন ভোটের পর সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এই ভয়ে অনেকে ভোট দিতে যায় না। হুমকি দেয়ার পাশাপাশি এবার সংখ্যালঘু এলাকায় চিঠি দিয়ে চাঁদাবাজি শুরু করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনার পর বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজি বলেন, আপনারা ভীত হবেন না। ভোট কেন্দ্রে যথেষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৪৬)
খুলনার দু'টি আসনে ভোটারদের কাছে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ জেলার দু'টি সংসদীয় আসন খুলনা-১ (দাকোপ ও বটিয়াঘাটা) এবং খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া ও ফুলতলা)-এ ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িকতা উসকে দেয়া হচ্ছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ভোট যোগাড়ের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে ভোট ভাগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভোট চাইতে গিয়ে সম্প্রদায়গত পরিচয়কে মুখ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। উভয় আসনে চারদলীয় জোট মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এলাকাবাসীর। এ দুটি সংসদীয় আসনের বিভিন্ন এলাকা সরেজমিন গিয়ে এসব তথ্য জানা গেছে। এখানে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরা হচ্ছেন খুলনা-১ আসনে আওয়ামী লীগের পঞ্চানন বিশ্বাস, ১১ দলের সিপিবি নেতা অচিন্ত্য বিশ্বাস এবং চারদলীয় জোটের বিএনপি নেতা আমীর এজাজ খান। খুলনা-৫ আসনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরা হচ্ছেন আওয়ামী লীগের নারায়ণ চন্দ্র এবং চারদলীয় জোটের জামায়াত নেতা গোলাম পরওয়ার। এই দুটো আসনেই প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটার সংখ্যালঘু। আবার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীও একই গোষ্ঠীভুক্ত। এ কারণে বিরোধীরা তীব্রভাবে এই বিষয়টি উসকে দিচ্ছে।

সাধারণ ভোটারদের অভিযোগ, খুলনা-১ আসনে চারদলীয় জোট প্রার্থী গণসংযোগ, ছোট ছোট সভা, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা প্রভৃতিতে বলছেন যে, এই আসন থেকে মুসলিম প্রার্থী শেখ হারুন অতীতে জিতেছে। এবারেও অন্যতম প্রধান দুই প্রার্থী সংখ্যালঘু। ফলে তাঁদের ভোট না দিয়ে মুসলিম প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জেতানো উচিত। ঠিক একই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে সংলগ্ন ডুমুরিয়া-ফুলতলা আসনটিতে। এখানকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ বনাম চারদলীয় জোট তথা জামাত প্রার্থী। জোটের পক্ষ থেকে ধর্মীয় পরিচয়ে ভোটার সংখ্যা উল্লেখ করে ভোট প্রার্থনা করা হচ্ছে। এই কাজে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার উগ্র জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ক্যাসেট বাজিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে।

নির্বাচনী প্রচারে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন বক্তব্য বলা আচরণবিধির লঙ্ঘন হলেও কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোন অভিযোগ করা হয়নি। সাধারণ মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন। তাঁরা ভয়ে মুখ খুলতে চায় না। একটি আতঙ্কজনক আবহ তৈরি হয়েছে। বৃদ্ধ মফিজ উদ্দিনের মতে, 'কি যে হবে কতি পারতিছি না; তবে হিন্দু-মোছলমান নিয়ে টানাটানির পরিণাম মোটেই ভালো না।'

এদিকে খুলনা-৪ নির্বাচনী এলাকার রূপসা ও তেরখাদা উপজেলার সংখ্যালঘু ভোটাররা সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের পছন্দের লোককে ভোট দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। নির্ধারিত অঙ্কের চাঁদা দাবি করছে। চাঁদা পরিশোধ না করে কেউ পার পাচ্ছে না। ভোট গ্রহণের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নির্যাতন ও হয়রানির মাত্রা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এলাকা জুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। ভৈরব, রূপসা, আঠারোবাঁকী, আত্রাই প্রভৃতি নদী দিয়ে ঘেরা রূপসা, তেরখাদা এবং দিঘলিয়া

উপজেলা নিয়ে খুলনা-৪ নির্বাচনী এলাকা গঠিত। অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ এ অঞ্চলের প্রায় ৩০ শতাংশ ভোটারই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এই আসনে ভোটার সংখ্যা দুই লাখ ৩৪ হাজার। ফলে জয়-পরাজয়ে সংখ্যালঘু ভোটাররা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কারণে তারা হামলা-নির্যাতন-চাঁদাবাজির সহজ শিকারে পরিণত হয়। উপরন্তু '৯১ ও '৯৬র নির্বাচনে এই আসন থেকে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এসএম মোস্তফা রশিদী সুজা জয়লাভ করেন। জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ সুজা ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তাকে আরও বাড়িয়েছেন, এবারকার নির্বাচনেও তাঁর জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এ কারণে নৌকার ভোট ব্যাংক বলে পরিচিত সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগ প্রার্থী সুজার মতে, ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে না আসতে পারে সেজন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেছেন, রূপসা উপজেলার চন্দনশ্রী, ভবানীপুর, শ্রীরামপুর, দেবীপুর, তিলক, নেহালপুর, আন্দাবাদ পালপাড়া, তেরখাদার আজগড়া প্রভৃতি এলাকায় সংখ্যালঘুরা হয়রানির শিকার হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৪৭)
ভোটকেন্দ্রে না যেতে সাঈদী সমর্থকদের হুমকি পিরোজপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা ভীতসন্ত্রস্ত

পিরোজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামাতপন্থীদের অত্যাচারে পিরোজপুরের বিভিন্ন এলাকার সংখ্যালঘুরা বোটকেন্দ্রে যেতে পারবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত। এসব এলাকার সংখ্যালঘুরা ইতোমধ্যে রাতের বেলা বাড়িতে ঘুমানো ছেড়ে দিয়েছে। এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে তারা।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাতে সদর উপজেলার পত্তাশী ইউনিয়নের রেখাখালী গ্রামের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় জামাতের সমর্থক ও এলাকার সন্ত্রাসী ইলিয়াস এবং মান্নানের নেতৃত্ব ৫০/৬০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল হামলা চালায়। হামলাকারীরা প্রায় ৭০০ হিন্দু ভোট অধ্যুষিত বাওয়ালী, বিশ্বাস ও মিস্ত্রি বাড়িতে হামলা চালালে বাড়ির লোকেরা ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ওই চক্র সূর্যকান্ত মিস্ত্রির বাড়ির সামনের আশ্রম ভাঙচুর করে। আশ্রমের মূর্তি ভাঙচুর করে তারা ঐ বাড়ির মহিলাদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি দেয়। ওই বাড়ির নিখিল বাওয়ালী, বিমল বাওয়ালী 'সংবাদকে জানান ভোট দিতে পারব কিনা জানি না, তবে ভোটের পর যে এলাকায় থাকতে পারব না তা নিশ্চিত। সন্ত্রাসীদের হামলা করা ওই গ্রাম থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে জামাত প্রার্থী সাঈদীর বাড়ি।

চরনী পত্তাশী, সাউথখালী, রামচন্দ্রপুর এলাকার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায়ও সাঈদী অনুসারী জহিরউদ্দিন খানের নেতৃত্বে হুমকি দেয়া হচ্ছে অহরহ। সাঈদীর বাড়ি সংলগ্ন সাউথখালী এলাকার ৫/৬শ হিন্দু ভোটারের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সকল এলাকার সংখ্যালঘুরা ১৯৯৬-র নির্বাচনেও ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেনি বলে 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন। তারা জীবনের ভয়ে এ সকল ঘটনা থানা পুলিশকেও জানাতে সাহস পায়নি। সদর উপজেলার বালিপাড়া ও পত্তাশী এ দুটি ইউনিয়নেই প্রায় ১০ হাজার হিন্দু ভোটার। তাদের একটাই দাবি জামাতপন্থীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রশাসনের আশু হস্ত ক্ষেপ। তা না হলে তারা আগামী নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে যাবে না।

নাজিরপুর উপজেলার বিল এলাকা কলারদোয়ানিয়া, পেনাখালী, সাচিয়া এলাকা হিন্দু অধ্যুষিত। এ সকল এলাকায়ও রাতের আঁধারে এক শ্রেণীর সন্ত্রাসী ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি দিয়ে আসছে। মুখোশধারী এরা জামাত সমর্থিত বলে জানা গেছে। এ সকল এলাকায়

জামাত প্রার্থী সাঈদীর কুরুচিপূর্ণ ক্যাসেট বাজানো হচ্ছে। আর এই ক্যাসেট নিয়ে প্রতিদিন হাতাহাতি লেগেই আছে।

সংবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৪৮)
সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বিরত রাখতে পরিকল্পিত সন্ত্রাসের নীলনক্সা!

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ নির্বাচনের দিন সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আসনে নয়, দেশব্যাপীই পরিকল্পিতভাবে নানা সন্ত্রাসী অপতৎপরতা শুরু হয়েছে। দেশে কোন নির্বাচনে আর কখনও এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়নি। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৩৭টি জেলার কমপক্ষে ৯০টি আসনে সংখ্যালঘুদের জীবন নিরাপত্তাহীন করে তুলতে সব রকমের কলাকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন। স্বাধীনতাবিরোধী, মৌলবাদী ও ধর্মান্ধ অপশক্তি বিশেষভাবে সারা দেশে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

সংবাদদাতারা জানান, বাড়িঘরে হামলা, শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা, লুটপাট, চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের নিপীড়ন চালিয়ে এ আসনগুলোর সর্বত্রই এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে সংখ্যালঘুরা ভোট দিতে যেতে সাহস না পান, আর ভোট দিতে গেলেও যাতে ভোট না দিতে পারেন। সন্ত্রাসীদের নির্দেশিত প্রতীকে ভোট না দিলে ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই বলে প্রায় সর্বত্র ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেয়া হচ্ছে। কয়েকটি আসন থেকে আতঙ্কিত সংখ্যালঘু ভোটাররা বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন।

নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে ভোট দিতে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বানও জানানো হয়েছে। যেসব আসনে সংখ্যালঘু ভোটার বেশি সেসব স্থানে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নিলে সংখ্যালঘুদের ভোট দেয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন।

উল্লেখ্য, দেশের নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটাররা ৩শ' আসনের মধ্যে প্রায় ১শ' আসনে প্রার্থীদের জয়-পরাজয় কমবেশি নির্ধারিত করে থাকেন। কয়েকটি আসনে সংখ্যালঘু প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে বিএনপির একজন ছাড়া বাকি নয় জন সদস্যই ছিলেন আওয়ামী লীগের। সংখ্যালঘু মোট ভোটারের সংখ্যা '৯৬-এর নির্বাচনের চেয়ে এবার প্রায় ১৮ লাখ বেড়ে প্রায় পৌনে এক কোটিতে পৌঁছেছে।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা, ভোটার বেড়ে যাওয়াতে সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলো শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া এ অপশক্তি ছলেবলে নির্বাচনে জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। সংখ্যালঘুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলতে তারা বক্তৃতা-বক্তব্য দিচ্ছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বক্তৃতা-বক্তব্য নির্বাচনী আচরণবিধিতে নিষিদ্ধ হলেও প্রশাসন বা নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে এখনও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। একাত্তরে কুখ্যাত রাজাকার দিইল্লা ওরফে জামায়াতের দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর উস্কানিমূলক ক্যাসেট বাজানো হচ্ছে বহু স্থানে।

বরিশাল ও খুলনা বিভাগের কয়েকটি আসনে জামায়াত সরাসরি সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিচ্ছে। খুলনা অফিস থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়া, হচ্ছে। কোথাও কোথাও এমনও বলা হচ্ছে—'এবারের নির্বাচন হচ্ছে ধুতি আর টুপির লড়াই।' বিভাগের অন্তত ২২টি আসনে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ খুবই ভীত ও উদ্বিগ্ন। খুলনা-৪ নির্বাচনী এলাকার রূপসা ও তেরখাদা উপজেলায় সংখ্যালঘু ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। এ আসনের প্রায় ৩০

শতাংশ ভোটার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এ ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে কেন্দ্রে না যেতে পারেন সে জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জের হোগলাপাশা ও রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নে চলছে নীরব সন্ত্রাস। এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'দাড়িপাল্লা' মার্কায় ভোট না দিলে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই বলে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি চাঁদাও ধরা হচ্ছে।

পিরোজপুরের সদর ও নাজিরপুর নির্বাচনী এলাকায়ও একই হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান। সাঈদীর উস্কানিমূলক বক্তব্যের পর কয়েকটি এলাকায় হামলা হয়েছে। গত রবিবার রেখাখালি গ্রামে বিশ্বাস বাড়ি ও মিস্ত্রি বাড়িসহ কয়েকটি বাড়িতে হামলা হয়েছে। এ ঘটনার পর অনেকে প্রাণভয়ে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন।

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের কয়েকটি ইউনিয়নের সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বিরত থাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সংখ্যালঘু ভোটারদের হুমকি দেয়ায় পুলিশ দু'জনকে আটক করলেও নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে বৃহত্তর যশোরে তাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বেড়েই চলেছে। যশোরের ৮টি উপজেলার মধ্যে ৪টিতে সংখ্যালঘু ভোটার অনেক। মাগুরা ও নড়াইলেও তাই। এর মধ্যে নড়াইলের সদর, লোহাগড়া ও কালিয়াতে মোট ভোটারের যথাক্রমে ৩০, ২৫ ও ১৫ শতাংশ হচ্ছে সংখ্যালঘু। মাগুরা ও নড়াইল থেকে গত নির্বাচনে দু'জন সংখ্যালঘু আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রাউজান ও রাঙ্গুনিয়া নির্বাচনী এলাকায় সাকা ও গিকার সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'কষ্ট করে' ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য বলে আসছে। '৯১ ও '৯৬র নির্বাচনে সন্ত্রাসীরা এটাই করেছিল। রাউজানে ৬৫ হাজার ও রাঙ্গুনিয়ায় ৫০ হাজার সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছে। গত দু'নির্বাচনে ৯০% সংখ্যালঘু ভোট দিতে পারেননি। তাই এবার সন্ত্রাসীদের হুমকি-ধমকিতে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

ফেনী জেলার দাগনভূঞার বৈরাগীর বাজার এলাকায়ও সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

কুড়িগ্রাম-২ আসনে জাতীয় পার্টির (এ) প্রার্থীর সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের নির্বাচনের পর দেখে নেয়া হবে' বলে হুমকি দিচ্ছে। কুড়িগ্রাম শহরেও একটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পাড়ায় জাপার (এ) প্রার্থীর সন্ত্রাসীরা চাঁদাবাজি ও কিছু কিশোরকে মারধর করেছে।

চাঁদপুর-১ আসনের কচুয়ার গ্রামে গ্রামে বিএপি প্রার্থীর সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসের নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন ঢাকাস্থ চাঁদপুর জেলা ফোরামের সভাপতি এমরান চৌধুরী।

বেশি সংখ্যালঘু ভোটার যেসব আসনে রয়েছে সেগুলো হচ্ছে- দিনাজপুর-১, ২, ৪ ও ৬, নীলফামারী-২ ও ৩ রংপুর-২, কুড়িগ্রাম-২, গাইবান্ধা-৪ ও ৫, ঝিনাইদহ- ২ ও ৩ কুষ্টিয়া- ২ ও ৪, যশোর-১, ২ ও ৬, মাগুরা-১ ও ২, নড়াইল-১ ও ২, বাগেরহাট-১ ৩ ও ৪, খুলনা- ১, ২, ৩, ৪ ও ৫, সাতক্ষীরা-১, ২ ও ৩, ঝালকাঠি- ২, পিরোজপুর-১ ও ২, ময়মনসিংহ-১, ৩, ৪, ৫ ও ৯, নেত্রকোনা-১, ২, ৩, ও ৪, কিশোরগঞ্জ-৫ ও ৬, ঢাকা- ৭ ও ৮, নরসিংদী-১, নারায়ণগঞ্জ-৪ ও ৫, রাজবাড়ী-১ ও ২, ফরিদপুর-১, ২, ৩, ৪ ও ৫, গোপালগঞ্জ-১, ২ ও ৩, মাদারীপুর-১, ২, ও ৩, শরীয়তপুর-১, ২ ও ৩, সুনামগঞ্জ-১, ২ ও ৪, মৌলভীবাজার-৪, হবিগঞ্জ-১ ও ৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ ও ৬, কুমিল্লা-৫ ও ১০, চাঁদপুর-১ শেরপুর-১ ও ৩ এবং চট্টগ্রাম-৬ ও ৭।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৪৯)
আতঙ্কে সংখ্যালঘুরা
ফেনীতে গুলি করে বাবাকে হত্যা ঃ মেয়েদের ধর্ষণের চেষ্টা

ফেনী থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সন্ত্রাসীরা চাঁদার জন্য ভূপেন চন্দ্র দাস (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার গভীর রাতে ফেনীর দাগনভূঁইয়া উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। সন্ত্রাসীরা এ সময় ২ তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায় বুধবার গভীর রাতে গোবিন্দপুর গ্রামের মাস্টার জগদীশ চন্দ্র দাসের বাড়িতে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী চাঁদার জন্য যায়। মাস্টার জগদীশ সন্ত্রাসীদের দাবিমতো চাঁদা দিতে না পারলে সন্ত্রাসীরা বাবা-মার সামনেই ২ কলেজ পড়ুয়া মেয়ের শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে।

এ সময় মেয়েদের চিৎকারে এলাকার লোকজন এগিয়ে আসলে সন্ত্রাসীরা লোকজনের ওপর গুলিবর্ষণ ও বোমা হামলা করে। গুলিতে ভুপেন চন্দ্র দাস ও তার ছেলে দিলীপসহ ১০ জন আহত হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভুপেন ও দিলীপকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরের পর গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভুপেন চন্দ্র মারা যান।

এলাকার লোকজন জানায়, বিএনপি ক্যাডার হিসেবে পরিচিত সন্ত্রাসীরা দাগনভূঁইয়ার বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই ভয়ে মুখ খুলছে না। নিহত ভুপেন একজন মাছ ব্যবসায়ী বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৫০)
রাউজানে সাকার অনুগত সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে

চট্টগ্রাম অফিস ঃ এইট মার্ডার ও ছাত্রদল নেতা নিটোল হত্যা মামলার আসামিদের ধাওয়া করে পুলিশ গতকাল বুধবার বিকেলে রাউজানের নোয়াপাড়া থেকে একটি মোটরসাইকেল, দুটি কাটাবন্দুক ও গুলি উদ্ধার করেছে। দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীরা ওই সময় ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ও সাকা চৌধুরীর অনুগত ক্যাডার ফজল হক, বিধান বড়ুয়া, তালেবান হাফেজ, আবুল মনসুর আর এইট মার্ডারের আসামি সাজ্জাদ ও হাবিবসহ কয়েকজন অস্ত্রধারী রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ায় সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছিল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ও সাকা চৌধুরীর অনুগত ক্যাডার ফজল হক, বিধান বড়ুয়া, তালেবান হাফেজ, আবুল মনসুর আর এইট মার্ডারের আসামি সাজ্জাদ ও হাবিবসহ কয়েকজন অস্ত্রধারী রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ায় সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। আর তারা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ইউসুফ খানকেও হত্যার হুমকি দিয়ে গত মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ রাউজানে ফাঁকা গুলি ছুড়ে আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে পুলিশ গতকাল নোয়াপাড়া এলাকায় তাদের ধাওয়া করে এসব অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে।

প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৫১)
নড়াইলের সংখ্যালঘু ও দু'টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভোটারদের হুমকি দেয়া হচ্ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ বৃহস্পতিবার বিকালে লোহাগড়া বাজারে আওয়ামী লীগ-বিএনপি কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়েছে। এ সময় আহত হন এসএসপি আমিনুল ইসলাম। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় নড়াইল-২ আসনের জোটের প্রার্থী সহিদুল ইসলামকে জেলা নির্বাচনী তদন্ত কমিটি সতর্ক করে দিয়েছে। এরপরও তিনি নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘণ করে তাঁর এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লাখ লাখ টাকা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একটি এ্যাম্বুলেন্সে তাঁর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডার বাহিনী এখনও চষে বেড়াচ্ছে নড়াইলের বিভিন্ন গ্রাম। কয়েকটি সংখ্যালঘু গ্রামের ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলে আওয়ামী লীগ নেতারা অভিযোগ করেছেন। এমনকি তাঁর ক্যাডারদের ভয়ে নড়াইলের জনকণ্ঠ সংবাদদাতা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে লোহাগড়া আওয়ামী লীগ নেতা সিকদার সাইদুর রহমান কালনা এলাকায় ভোট চাইতে গেলে বিএনপির সন্ত্রাসীরা তাঁকে হুমকি দেয়। এ সময় দু'পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরপর জামায়াত ও বিএনপির সশস্ত্র কর্মীরা লোহাগড়া বাজারে এসে আওয়ামী লীগ নেতাদের খুঁজতে থাকে। তারা ইট পাথর ছুড়ে মারে আওয়ামী লীগ কর্মীদের দিকে। সেখানে টহলরত পুলিশের এএসপি আমিনুল ইসলাম এগিয়ে এলে বিএনপির কর্মীরা তাঁর মাথায় ইট নিক্ষেপ করে। এতে তাঁর মাথা ফেটে যায়। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে। নড়াইল-২ আসনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নেমে চারদলীয় ঐক্যজোটের প্রার্থী মুফতি সহিদুল ইসলাম শুরু থেকেই প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা খরচ করছেন। ইতোমধ্যে সংখ্যালঘু এলাকার গ্রামগুলোতে কয়েক শ' নলকূপ বসিয়ে দিয়েছেন তিনি। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল কলেজগুলোতেও অকাতরে অর্থ বিলাচ্ছেন। তাই জেলা নির্বাচনী তদন্ত কমিটির প্রধান নড়াইল জেলা সহকারী জজ সাইফুল ইসলাম জোট প্রার্থী সহিদুলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। নড়াইলে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সহিদুল ইসলামের প্রতিষ্ঠিত আল-মারকাজুল ইসলাম হাসপাতালের একটি এ্যাম্বুলেন্স গত তিন চার দিন যাবত নড়াইলে রয়েছে। এতে নয়জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তালেবান ক্যাডার রয়েছে বলে নড়াইলে ব্যাপক গুজব। শহর এবং নড়াইলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। মৌলবাদী এই সন্ত্রাসীদের টার্গেট আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ছাড়াও জনকণ্ঠের সংবাদদাতা রিফাত বিন ত্বহা বলে জানা গেছে।

নড়াইল সদর ও লোহাগড়া উপজেলার দু'টি আশ্রয়ন প্রকল্পের বাসিন্দারা তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে ভোট দিতে পারবে কি না এ নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। মুফতি শহিদুলের সশস্ত্র ক্যাডাররা কয়েকদিন ধরে রাতে সেখানে গিয়ে তাদের হুমকি ধমকি দিয়ে আসছে। ওই সন্ত্রাসীরা তাদের বলেছে, নৌকায় ভোট দেয়া যাবে না। যদি ধানের শীষে ভোট না দেয়া হয় তবে এখানে রাতে থাকতে দেব না। সবাইকে কচু কাটা করা হবে। এই দু'টি আশ্রয়ণ প্রকল্পে প্রায় এক হাজার ভোটার রয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর বিকালে নড়াইল সদর উপজেলার দরিয়াপুর হাইস্কুলের মাঠে চারদলীয় ঐক্যজোটের এক নির্বাচনী জনসভায় মুফতি সহিদুল বলেন, আওয়ামী লীগ মানে কাফের, নৌকা মানে কাফের। তাদের ভোট দেয়া চলে না। তিনি শ্রোতাদের দু'হাত ওপরে তুলে আল্লাহ রসুলের নামে কসম করিয়ে ধানের শীষে ভোট দেয়ার শপথ করিয়ে নেন। নড়াইলের আওয়ামী লীগের নেতারা অভিযোগ করেছেন, জেলার চণ্ডিবরপুর, আউড়িয়া, মুলিয়া, বাঁশগ্রাম, নলদি, নোয়াগ্রাম, লক্ষ্মীপাশা, কাশিপুর, দিঘলিয়াসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের ওপর সহিদুলের ক্যাডাররা বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধমকি দিচ্ছে। বিষয়টি তারা স্থানীয় প্রশাসনকে জানালেও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না তারা।

সহিদুলের পক্ষে জামাতের মহিলা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি দিয়ে কোরান শরীফ স্পর্শ করিয়ে শপথ করিয়ে নিচ্ছে। বলছে, একটি বার ভোট দিন হুজুরকে। শপথ করানোর সময় অনেক মহিলা বুঝতে পারছেন না তাদের কাছে কোরআন শরীফ রয়েছে। শপথ করানোর পর বলা হচ্ছে আপা মনে থাকে যেন, আপনি কিন্তু কোরান শরীফ শপথ করে বললেন। এসব ঘটনায় মহিলাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৫২)
কুষ্টিয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা ॥ গুলিতে হত ১

কুষ্টিয়া, ২১ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে কুষ্টিয়া শহরতলির বাড়াদি বাবুপাড়ায় চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের এক সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছে। নিহত এই ব্যক্তির নাম রতন চক্রবর্তী (৩২) সে ছিল কুষ্টিয়া সুগার মিলের কর্মচারী। সন্ত্রাসীদের হামলায় তার অপর দু'সহোদর মদন চক্রবর্তী (৪০) ও রূপক চক্রবর্তী (২৮) আহত হয়। হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি হিন্দু সম্প্রদায়সহ এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এলাকাবাসী সূত্র জানায়, পূর্বশত্রুতার জের ধরে বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে ধারালো ও আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত একদল সন্ত্রাসী বাড়াদি বাবুপাড়ার হিন্দু পুরোহিত প্রয়াত হরিপদ চক্রবর্তীর বাড়িতে হানা দিয়ে তার মেজ ছেলে এক সন্তানের জনক রতনকে গুলি করলে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়। রতনকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাকালে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বড় ভাই মদন এং সেজ ভাই রূপক আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে আহত হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৫৩)
পিরোজপুরে সংখ্যালঘুদের প্রতি জামায়াতের হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পিরোজপুর থেকে ঃ পিরোজপুর ও নাজিরপুরের সংখ্যালঘু ভোটাররা নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবে কিনা এ নিয়ে তারা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। ইতোমধ্যে '৭১-এর রাজাকার দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর ক্যাডারদের সন্ত্রাসী তৎপরতায় কয়েকটি হিন্দু অধ্যুষিত এলকায় সংখ্যালঘুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে জামায়াত শিবিরের শত শত ক্যাডার জড়ো হয়েছে। যে কোন মূল্যে দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীকে জয়ী করার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে শত শত ক্যাডার আনা হয়েছে। তারা এখন প্রকাশ্যেই সশস্ত্র অবস্থায় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা রামচন্দ্রপুর, পঞ্চাশী, ইন্দুরকাজী, শিকদার-মল্লিক, দুর্গাপুর ও নাজিরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। এ আসনে দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী নির্বাচনকে সাম্প্রদায়িকভাবে পরিচালনা করতে তার ঐতিহ্যগত আক্রমণ্ত্মক অবস্থান নিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সাধারণ ভোটাররা নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা

করেছে। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা ৯ নং সেক্টরের সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর (অব) জিয়াউদ্দীন আহমেদ জনকণ্ঠকে জানান, সাঈদীর সন্ত্রাসী তৎপরতা পিরোজপুর-১ আসনের সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা পিরোজপুর ও নাজিরপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্নভাবে সংখ্যালঘুদের হুমকি দিচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীদের ওপর আক্রমণ করছে, নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করছে। তারা নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করছে। কূটকৌশল অবলম্বন করে তারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাচ্ছে। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমরা ধৈর্য প্রদর্শন করছি ও জনগণকে বলছি। এসব বিষয়ে প্রশাসনকে জানিয়েছি। এদিকে সাঈদীর বড়িসংলগ্ন ৫/৬ শ' হিন্দু ভোটারকে কেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে। সদর উপজেলায় বালিপাড়া ও পত্তাশী দু'টি ইউনিয়নেই প্রায় ১০ হাজার হিন্দু ভোটার। গত '৯৬-এর নির্বাচনেও এ দু'টি ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর, সাঈদ খালী, পত্তাশী রেখাখালীর গাফগাছিয়ার সংখ্যালঘু ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেনি বলে এলাকাবাসীর কয়েকজন জনকণ্ঠকে জানিয়েছে। গ্রামে ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে ইলিয়াসের নেতৃত্বে ৫০-৬০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল হামলা চালায়। এ সময় একটি আশ্রমে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। জীবনের ভয়ে এ সকল ঘটনা থানা পুলিশকেও জানাতে সাহস পায়নি তারা। জামায়াতপন্থীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য তারা প্রশাসনের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৫৪)
বাগেরহাটে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ফের হামলা, আগুন

বাগেরহাট, ২১ সেপ্টেম্বর, সংবাদদাতা ঃ আতঙ্কিত জনপদ বাগেরহাটে মাত্র ২ দিনের ব্যবধানে আবারও সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৬টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে।

বৃহস্পতিবার রাতে সদর উপজেলার যাত্রাপুরের উৎকুল গ্রামের সাহাপাড়ায় সংঘটিত ওই ঘটনার পর এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার শিকার নারী শিশুসহ শতাধিক মানুষ শুক্রবার সকালে জেলা পুলিশ ভবনের সামনে অবস্থান নিলে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে নিয়ে এখানে পুলিশ সুপার আবদুস সালাম (পিপিএম) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি এলাকাবাসীর ভাষ্য লিপিবদ্ধ করেন। ২৫/৩০ ঘর সংখ্যালঘু পরিবার অধ্যুষিত এই এলাকায় ৪ সদস্যের পুলিশ দল মোতায়েন করা হয়েছে। আহতরা ওই ঘটনার জন্য এলাকার চিহ্নিত বিএনপি সন্ত্রাসীদের দায়ী করেছে। তবে বিএনপি ঘটনাটিকে নিজেদের সাজানো বলে দাবি করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, উৎকুল বাজারে বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে পাল্টাপাল্টি মিছিল হয়। এসময় ধাওয়াধাওয়ি হয়ে উভয় পক্ষের তিনটি নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করা হয়। পরে সন্ত্রাসীরা বাজারের জনৈক মোস্তার ও হালিমের দোকানে হামলা চালায়। এরপর রাত ২টার দিকে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গৌতম সাহা, স্বপন সাহা, তারাপদ সাহা, গৌরপদ সাহা, সুনীল সাহা ও রবিন সাহার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। গভীর রাতে আগুনের শিখা দেখে আতঙ্কিত লোকরা ছোটাছুটি শুরু করে। সবাই মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে আনতে ২/৩টি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী সাহেবালী জানান, রাত ৮টায় বিএনপির সন্ত্রাসীরা পরিকল্পিতভাবে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে ফিরেযাবার পথে যাত্রাপুর বাজারে ২টি টেম্পোর মধ্যে সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়। বিএনপির অভিযোগ-

আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় তারা আহত হয়। অপর এক এলাকাবাসী বীরেণ চক্রবর্তী জানান, ওই সময় ঐক্য জোটের নামে সন্ত্রাসীদল মাইকিং করে লাঠিসোটা নিয়ে কর্মীদের জড়ো হবার জন্য আহ্বান জানায়। এলাকার চিহ্নিত নুরু মেম্বারের নেতৃত্বে সাবু, মাহফুজসহ ৩০/৪০ জনের সন্ত্রাসীদল হামলা চালায়। পুলিশ ধারণা করছে নির্বাচনী অফিস ভাংচুর ও দোকানে হামলার জের হিসেবে রাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ভক্ত (১১) ও বিনয় (৩২) নামে ২ ব্যক্তি আহত হয়। সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোন মামলা হয়নি। তবে ২৩ ব্যক্তির নামে মামলা দায়েরের দাবিতে আওয়ামী লীগ মিছিল ও পথসভা করেছে।

শেখ হেলালের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

খুলনা অফিস থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, বাগেরহাট-১ ও বাগেরহাট-২ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী শেখ হেলাল উদ্দিন অভিযোগ করেছেন, '৭১-এর কুখ্যাত রাজাকার রজব আলী ফকিরের ছেলে ও ষাটগম্বুজ নেতা তারিকুল ও তার ভাইয়ের নেতৃত্বে বাগেরহাট-২ (সদর-কচুয়া) নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও লুটতরাজ চালিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। কোন কোন স্থানের ঘটনা '৭১-এর নৃশংসতাকেও হার মানিয়েছে। শুক্রবার বিকালে যাত্রাপুর ইউনিয়নের উৎকুল গ্রামের সাহাপাড়া এলাকা পরিদর্শনকালে সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা সাহাপাড়া এলাকার পাঁচ বাড়ির ৬টি ঘরে অগ্নিসংযোগ করেছে। লুট করেছে হাঁস-মুরগি ও ছাগল। শেখ হেলাল তাঁর সঙ্গীসহ এলাকায় গেলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে তিনি সকলকে সান্ত্বনা দেন। এ সময় শেখ হেলাল উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, কুখ্যাত রাজাকার রজব আলীর ছেলে যুবদল নেতা তরিকের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার উৎকুল বাজারে আওয়ামী লীগ অফিস ভাংচুর হয়েছে। মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে চারদলীয় জোটের লোকদের জড়ো করা হয়। রাতে উৎকুল গ্রামের সাহাপাড়ায় নৃশংসতা চালানো হয়েছে। কার্তিকদিয়া গ্রামের নিজারীপাড়ায় বৃহস্পতিবারও তাণ্ডব সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বাগেরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের মদদদানের অভিযোগ আনেন এবং অবিলম্বে উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অপসারণ দাবি করেন। যদি ওসিকে সরানো না হয় এবং সংখ্যালঘুসহ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ না হয় তাহলে হরতালসহ বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী দেয়া হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার স্পর্শকাতর স্থানগুলোতে জরুরীভাবে সেনা মোতায়েন দাবি করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৫৫)
রংপুরের দু'টি আসনের চিত্র
সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুখোশপরা সন্ত্রাসীদের হুমকি

রংপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রংপুর জেলার ২টি নির্বাচনী এলাকা রংপুর-৫ আসন মিঠাপুকুর এবং রংপুর-২ আসন বদরগঞ্জ উপজেলার প্রায় ৪০ হাজার সংখ্যালঘু ভোটারের বাড়ি বাড়ি গভীর রাতে মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা গিয়ে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়া এবং ভোট না দেয়ার হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তারপরেও যদি ভোট দিতে যায় তাহলে এর পরিণাম ভাল হবে না বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। এতে করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবার চরম আতঙ্কে রয়েছে।

গত তিন দিন ধরে রংপুর-৫ আসন মিঠাপুকুর উপজেলা সদরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে জাপা (এ) ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে সহস্রাধিক মানুষ আহত হয়েছে। এ সময় দু'দলের নির্বাচনী কার্যালয় ও প্রতীক ভাংচুর, অগ্নিসংযোগসহ চোরাগোপ্তা হামলার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে মারাত্মক আতঙ্ক বিরাজ করছে। শুক্রবার সেনাবাহিনী মোতায়েন করায় বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক কাটেনি।

সরেজমিনে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের সাথে কথা বলে জানা গেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। মিঠাপুকুর উপজেলার দেউল মির্জাপুর, আফতা বাজার, পশ্চিম মুরাদপুর, দক্ষিণ মুরাদপুর, শিবের বাজার, ভগবতীপুর, কামেশ্বরপাড়া, মিঠাপুকুর সদরের কিছু এলাকা, গোপালপুর, মিলনপুর গ্রামগুলোতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২০ হাজার ভোটার রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন গ্রামবাসী জানায়, মুখোশপরা কিছু সন্ত্রাসী গভীর রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিশেষ করে মহিলা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। জাপা (এ) ও জামায়াত সন্ত্রাসীরা একজোট হয়ে এসব অপকর্ম করছে।

অন্যদিকে রংপুর-২ আসন বদরগঞ্জ উপজেলার কুমারপাড়া, চান্দামারী, আমরুল বাড়ি, কালিবাড়ি, ব্রাফলপাড়া এলাকাগুলোতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব এলাকার অধিবাসীদের সাথে কথা বলে জানা গেল ঘটনার সত্যতা। তবে কেউ নাম প্রকাশে রাজি নয়।

রংপুরের এ দু'টি আসনে মূলত আওয়ামী লীগ ও জাপা (এ) প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চায় নিরাপত্তা। এর নিশ্চয়তা না পেলে অনেকেই ভোট দিতে যাবেন না বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন।

সংবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৫৬)
ভোলার তিনটি উপজেলার সংখ্যালঘুরা আতংকে

শওকত মিলটন, ভোলা থেকে ফিরে ঃ পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোলার বোরহানুদ্দিন, লালমোহন ও তজুমদ্দিন উপজেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা চরম আতংকে রয়েছে। ইতোমধ্যে তাদের উপর নির্যাতন শুরু হয়েছে। হুমকি দেয়া হচ্ছে ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে না যাবার জন্য। চালানো হচ্ছে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট। এমনও শোনা গেছে, তজুমদ্দিনের একটি এলাকার সংখ্যালঘু নারীরা রাতে বাড়ী থাকেন না। আর এসব নির্যাতনের বেশিরভাগ অভিযোগ আসছে চার দলীয় জোটের কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঐ তিনটি উপজেলায় সম্প্রতি দু'দফা অনুসন্ধান চালিয়ে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, ভোলা জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। বিশেষ করে বোরহানুদ্দিন, লালমোহন ও তজুমদ্দিন উপজেলায় আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ আতংক তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ তিনটি উপজেলায় আমরা যখন খোঁজ খবর নেই, তখনও তারা মুখ খুলতে সাহস করেনি। বেশীরভাগ মানুষের বক্তব্য ছিলো, এ নিয়ে লেখালেখি হলে তাদের উপকারের বদলে আরো বেশি ক্ষতি হবে। আর সে কারণে তারা তাদের ঘটনাগুলো স্বীকার করতে চায়নি। তারা তাদের নিজেদের ঘটনা না বলে বরং তার পাশের বাড়ীর বা একই পাড়ার অপর বাড়ীতে কি ঘটছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আবার আমাদের এও স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলেননি যে, ক্ষতিগ্রস্তদের নাম লেখা হলে তারা আরো বিপদে পড়তে পারেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর বোরহানুদ্দিন, তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নানা হুমকি ধমকি দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় করা হয়েছে। প্রাণের ভয়ে বেশিরভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা চাঁদা দিতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ মামলা করতে সাহসী হয়েছেন এমন জানা নেই। এসময় মৌমাছি বাহিনী নামে লালমোহনে

একটি বাহিনীও তৈরী হয়। এ বাহিনীর সবাই বিএনপির কর্মী ও সমর্থক। উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি কামাল পারভেজ ও তার চাচাত ভাই মিজান এ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। কথিত রয়েছে, এ বাহিনী সতের লাখ টাকা চাঁদা আদায় করেছে। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করা হলেও প্রশাসন কোন উদ্যোগ নেয়নি। আর এ ঘটনায় লালমোহন ও অপর দু'উপজেলার চাঁদাবাজদের সাহস বেড়ে যায়। এ উপজেলার হরিগঞ্জ বাজারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দোকানপাট এ পর্যন্ত তিন দফা হামলা ভাংচুর ও লুটপাটের শিকার হয়েছে। তজুমদ্দিন উপজেলার শম্ভুপুর এলাকার ২০/২৫টি বাড়ীতে হামলা ভাংচুর ও লুটপাট করেছে চারদলীয় জোট কর্মী-সমর্থকরা। তারা হুমকি দিয়েছে নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রে না যাবার জন্য। একই উপজেলার চানপুর ইউনিয়নে ব্যাপক চাঁদাবাজী চলেছে। এখনো চলছে। এখানে নারী নির্যাতনের অভিযোগও পাওয়া গেছে। এখানকার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সংখ্যালঘু ব্যক্তি আমাদের জানান, বেশিরভাগ সংখ্যালঘু নারী রাতে বাড়ী থাকেন না, শ্লীলতাহানী বা নির্যাতনের শিকার হতে পারেন এ আশংকায়। মাত্র ১৫/২০ দিন আগে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী গ্রামের এক সংখ্যালঘু বাড়ীর তিন/চার ঘর হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের শিকার হয়। এক সংখ্যালঘু তরুণী সম্ভ্রম বাঁচাতে পাশের খালে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাঁতরে অপর পাড়ে গিয়ে সম্ভ্রম বাঁচাতে প্রতিবেশীর কাছে সহায়তা চান। এ নিয়ে থানায় মামলাও হয়েছে। তবে কেউ গ্রেফতার নয়নি। ভোলা জেলা প্রশাসনের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, ভোলা-২ আসনের বোরহানুদ্দিন উপজেলার ১ লক্ষ ৬২ হাজার ভোটারের মধ্যে প্রায় ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ হচ্ছে সংখ্যালঘু ভোটার। ভোলা-৩ আসনের তজুমদ্দিনের ৭৮ হাজার ভোটারের মধ্যে ৩০ থেকে ৩২ ভাগ ভোটার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। লালমোহনের প্রায় পৌনে দু'লাখ ভোটারের মধ্যে ২০ থেকে ২২ শতাংশ ভোটার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা টার্গেট হয়ে পড়েছে। তারা নিষ্পেষিত হচ্ছে নির্বাচনী প্রার্থীদের যাঁতাকলে। চারদলীয় জোটের কর্মী ক্যাডাররা তাদের চিহ্নিত করছে আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক হিসেবে। তাই আওয়ামী লীগকে ঠেকানোর নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এ নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এসব উপজেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের উপর যে কোন সময়ে হামলা নির্যাতন হতে পারে— এমন একটা আতংকের মধ্যে রয়েছেন। নির্বাচন যতো এগিয়ে আসছে ততোই তাদের আতংক বাড়ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পরপরই এসব উপজেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার নেমে আসে। চারদলীয় জোটের কর্মী-ক্যাডারদের ধারণা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন করলে, আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক ভেঙ্গে ফেললে তাদের বিজয় নিশ্চিত হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ সেপ্টেম্বর' ২০০১

(৫৭)
বাগেরহাটে সংখ্যালঘু পাড়ায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জেলায় আতঙ্ক

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ শুক্রবার ভোর রাতে সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের উৎকুল গ্রামের সাহাপাড়ায় ছয়টি সংখ্যালঘু বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জেলাজুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনায় অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত গৌরীপদ সাহা বাদী হয়ে গতকাল শনিবার সদর থানায় ২৮ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার প্রায় ৪০ ঘন্টা পরেও পুলিশ এই ঘটনার জন্য দায়ী কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

বাগেরহাট জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিলন কুমার ব্যানার্জী ও জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সম্বর

কৃষ্ণ মণ্ডল এক যুক্ত বিবৃতিতে এই ঘটনায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেছেন-এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটারদের পক্ষে ভোটকেন্দ্রে যাওয়া সম্ভব হবে না ।

চারদলীয় এ জোটের জেলা সমন্বয়কারী ও বাগেরহাট-২ আসনের বিএনপি দলীয় প্রার্থী এম. এ. এইচ সেলিম শনিবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনার সঙ্গে বিএনপির সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন । গতকাল তিনি ঘনটাস্থল পরিদর্শন করেন ।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার ভোর রাতে একদল দুষ্কৃতকারী উৎকুল গ্রামের সাহাপাড়ায় ছয়টি সংখ্যালঘু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করলে দুটি ঘর সম্পূর্ণ ও চারটি ঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

প্রথম আলো, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৫৮)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ঃ প্রতিবাদ করার কেউ নেই

প্রফুল্লকুমার ভক্ত ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন যত নিকটবর্তী হচ্ছে, দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা ততই বেড়ে চলেছে । আইন রক্ষাকারী সংস্থা নির্বিকার । এমনকি যাদের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হামলা ও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন, তারাও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কোনই ভূমিকা রাখছেন না । গত সপ্তাহ এর প্রতিবাদে কোন রাজনৈতিক দলও কোন কর্মসূচি নেয়নি । আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে মাত্র । গত সপ্তাহখানেকের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু নারী সম্ভ্রম হারিয়েছেন এবং কমপক্ষে সাত ব্যক্তি নিহত ও সাত ব্যক্তি আহত হয়েছেন । জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাতে তারা ভোট দিতে যেতে না পারেন, সে কারণেই বর্তমান মুহূর্তেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা হামলা ও নির্যাতন চালাচ্ছে বলে জানা যায় । বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা তাদের ভোট দেন না । তাদের ভোট সিংহভাগই যায় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের পক্ষে । কিছু ভোট মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া প্রগতিশীল, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির প্রার্থীরা পান । আওয়ামী লীগের ভোট কমানোর অসদুদ্দেশ্য নিয়েই ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের নির্বাচন কেন্দ্রে যাওয়া বন্ধ করার জন্য সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি অত্যাচার নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে ।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের মধ্যে ভয়ভীতি ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নানারকম নির্যাতনের পথ ধরেছে । তারা বিরাট অংকের চাঁদা আদায় করে নিচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের কাছ থেকে । দুর্বৃত্তরা চাঁদা আদায় করতে গিয়ে বাবা-মার সামনে মেয়ের, স্বামীর সামনে স্ত্রীর, কোথাও কোথাও এক সঙ্গে মা ও মেয়ের সম্ভ্রম লুটে নিচ্ছে । পুড়িয়ে দিচ্ছে বাড়িঘর । প্রাণভয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকরা বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, সম্ভব হলে যুবতী বধূ ও কন্যাদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে আপাতত অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করছেন ।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলার জন্য বিএনপি ও জামাতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটকে দায়ী করছে আওয়ামী লীগ । পক্ষান্তরে বিএনপি বলছে, আওয়ামী লীগ ওই সব অঘটন ঘটিয়ে দোষ চাপাচ্ছে চারদলীয় জোটের ওপর ।

সংবাদ-এর সংবাদদাতাদের পাঠানো তথ্য থেকে জানা যায়, গত কয়েকদিনের রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের হামলায় কুষ্টিয়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের এক ব্যক্তি নিহত ও দুই ব্যক্তি আহত, ফেনীতে এক ব্যক্তি নিহত, বাগেরহাটে পাঁচ ব্যক্তি আহত, কুমিল্লার কচুয়ায় তিন

ব্যক্তি নিহত এবং দেবিদ্বারে দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন । ধর্ষণের যে সব ঘটনা ঘটেছে তা কেউই প্রকাশ করতে চাচ্ছে না ।

সংবাদ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৫৯)
নজিরবিহীন চাপের মুখে সংখ্যালঘু ঃ বরিশালের ৩টি আসন

তৌফিক মারুফ, বরিশাল ঃ বরিশালের তিনটি নির্বাচনী আসনে সব প্রার্থীদের 'মূল টার্গেটে' পরিণত হয়েছেন সংখ্যালঘুরা । ভোটের ফলাফল নির্ধারণে বরাবরই সংখ্যালঘুদের প্রভাব মুখ্য হয়ে ওঠে । কিন্তু আগের যে কোন সময়ের চেয়ে এবার তাদের ওপর চাপটা বেশি । তাই তাদের নিরাপদে ভোট প্রয়োগের বিষয়টি এখন প্রশ্নের সম্মুখীন । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় আতঙ্ক দ্রুত বাড়ছে । এলাকাগুলো ঘুরে জানা গেছে এ পরিস্থিতি ।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা দাবি জানাচ্ছে, অন্ততপক্ষে ভোটের দুই/তিনদিন আগে থেকে এলাকাগুলোতে সার্বক্ষণিক সেনা বা বিডিআর সদস্য মোতায়েন করার, নয়তো তাদের পক্ষে ভোট প্রয়োগ করা দুরূহ হয়ে উঠবে । ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এনজিও সংস্থা, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, বাবুগঞ্জ, বানারীপাড়া এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে । পত্রপত্রিকায় প্রতিদিনই ওই সব স্থানের কোথাও না কোথাও সংখ্যালঘু ভোটারদের ওপর হামলা, নির্যাতন, অত্যাচার ও হুমকির খবর ছাপা হচ্ছে ফলাও করে ।

পাশাপাশি নির্বাচনী এলাকাসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরও সংখ্যালঘুদের ওপর 'চাপের' কথা স্বীকার করে দায়ী করেছেন একে অন্যকে। আবার কেউ চেষ্টা করছেন এ বিষয়ে মাথা না ঘামানোর।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ সূত্র জানায়, বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া), বরিশাল-২ (উজিরপুর-বাবুগঞ্জ) ও বরিশাল-পিরোজপুর সংযুক্ত (বানারীপাড়া-স্বরূপকাঠি) আসন তিনটির প্রতিটিতে গড়ে প্রায় ৩০ শতাংশ রয়েছেন হিন্দু এবং কিছুসংখ্যক খ্রিস্টান ভোটার। এদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য রয়েছে আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, বানারীপাড়া ও স্বরূপকাঠি এলাকায়। আর এসব এলাকাতেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌছেছে নির্যাতন-অত্যাচার।

বিশেষ করে কোনো কোনো দলের বা প্রার্থীর পক্ষ থেকে প্রথমত, তাদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। এতে সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া না পেলে তখন চালানো হয় হামলা, নির্যাতন ও এলাকা ছেড়ে যাওয়ার এবং ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি। বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটছে প্রায়ই, চলছে লুটপাটও। আর প্রতিটি আসনেই একাধিক প্রার্থীর পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হয় এমন পরিস্থিতি। আবার কোনো কোনো দলের বা প্রার্থীর পক্ষ থেকে পাল্টা হুমকি ও ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে ভোটকেন্দ্রে না গেলে বা ভোট না দিলে পরবর্তী পরিণতি ভয়াবহ হবে। ফলে শারীরিক বা বৈষয়িক ক্ষতির পাশাপাশি প্রচণ্ড মানকিক চাপের শিকার হয়েছেন তারা।

গৌরনদী-আগৈলঝাড়া এলাকায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ নেতা বাবু কালিয়া গুহ জানিয়েছেন, গত কদিনে তার এলাকায় ১০০টিরও বেশি হিন্দু পরিবার হামলা ও সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। এ জন্য স্থানীয় থানায় দুটি জিডিও করা হয়েছে।

উজিরপুরের এক হিন্দু নেতা জানান, স্থানীয় চারটি ইউনিয়নের ভোটাররা এবার নজিরবিহীন আতঙ্কের মধ্যে আছেন। সব প্রার্থীর টার্গেটই তাদের দিকে। কেউ চাচ্ছেন যেকোনোভাবে কেন্দ্রে যেতেই হবে। তাই এখানে সার্বক্ষণিক সেনা সদস্য মোতায়েন জরুরি।

এদিকে সংখ্যালঘু ভোটারদের ওপর চাপ সৃষ্টি ও অত্যাচার প্রসঙ্গে প্রথম আলোর কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন প্রার্থী বা তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারীরা।

বরিশাল-২ আসনে ১১ দল প্রার্থী রাশেদ খান মেনন বলেছেন, এলাকার সংখ্যালঘু ভোটারদের বড় একটি অংশ আমার সমর্থক। তাই অভি, আলাল এমনকি হাসানাত আব্দুল্লাহর লোকজন তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে আমাকে ভোট না দেওয়ার জন্য।

বরিশাল-১ ও ২ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর নির্বাচন পরিচালনার অন্যতম দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি বলরাম পোদ্দার জানান, বিএনপির দুই প্রার্থীই (২ আসনে) নিজেদের পরাজয় ঠেকাতে এখন স্রেফ 'হিন্দু ঠেকাও' তৎপরতা চালাচ্ছে। তারা বিন্দুদের এলাকা খুঁজে খুঁজে সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালিয়ে আসছে।

বরিশাল-১ আসনের চারদল (বিএনপি) প্রার্থী জহিরুদ্দিন স্বপনের ভাই মোহন এবং বরিশাল-২ আসনের এক বিএনপি নেতা জানান, তাদের পক্ষ থেকে কোথাও কোনো হিন্দু পরিবার বা এলাকায় কোনো প্রকার হুমকি প্রদর্শন, ভয়-ভীতি বা অত্যাচারের ঘটনা ঘটেনি। এটা আ'লীগের কাজ।

বরিশাল-২ আসনে জাপা(ম) প্রার্থী গোলাম ফারুক অভি প্রসঙ্গটি এড়িয়ে বলেছেন, আমার কাছে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বলে কোনো বিষয় নেই। আমি সবাইকে 'সান অফ দ্য সয়েল' মনে করি। একই আসনের জাপা (এ) প্রার্থীর ভাই ডা. গোলাম আম্বিয়া জানান, তারা হিন্দু মুসলমান কাউকেই হুমকি দেননি। সেটা করছে অপর চার প্রার্থী। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু ভোটারদের নিরাপত্তায় সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে।

প্রথম আলো, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৬০)
নির্বাচন কে সামনে রেখে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধের আহ্বান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জাতীয় স্বার্থে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনীতি ও নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার না করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। পরিষদ একই সঙ্গে সংখ্যালঘুদের

ওপর হামলা মোকাবিলায় কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যও গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতি আহ্বান জানায়। জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল বুধবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও উপজাতিদের নিরাপত্তার কথা বললেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। অথচ নির্বাচনকে সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে হলে নারী-পুরুষ ও ধর্ম নির্বিশেষে সবার ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি নির্বাচনেই ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে এর মাত্রা অনেক ভয়াবহ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন বেড়ে গেছে। তারা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বদলি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা কার্যত সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উৎসাহিত করেছে এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের মদদ দিয়েছে। এর ফলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে গিয়ে স্বাধীনতাবিরোধীরা ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে এনে জনগণের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সন্ত্রস্ত করে ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দিয়ে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত, ড্যানিয়েল কোরাইয়া, অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, ভদন্ত সুমঙ্গল মহাথেরো, অনিল চন্দ্র নাথ, সুব্রত চৌধুরী, বাসুদেব ধর, জয়ন্ত সেন দিপু, নির্মল চ্যাটার্জি প্রমুখ।

প্রথম আলো, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৬১)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন এবং মন্দির ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক চাঁদা আদায় প্রভৃতি ঘটনার প্রতিবাদে আইনজীবীরা গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন। কর্মসূচী পালনকালে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। সম্মিলিত আইনজীবী ফোরামের উদ্যোগে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ও ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্যদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচী শেষে ফোরামের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও নির্বিঘ্নে ভোট প্রদানের দাবিতে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। মানববন্ধন কর্মসূচী পালনকালে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এডঃ সুব্রত চৌধুরী, মুকবুল আহমেদ মিয়া, বিএ রশিদ, মোকলেসুর রহমান, এসএম আসাদুল্লাহ তারেক, ফজলুল

হক, জগদীশ সরকার, পরিমল চন্দ্র বিশ্বাস, চিত্তরঞ্জন বল, সত্যেন্দ্র চন্দ্র ভক্ত প্রমুখ। কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জাতীয় সমন্বয় কমিটির সভাপতি সৈয়দ হাসান ইমাম।

প্রথম আলো, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৬২)
পাবনা শেরপুর সাতক্ষীরা নেত্রকোনা রাজবাড়ীতে সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা

বিশাল বাংলা ডেস্ক ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও হুমকির অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত কয়েকদিনে সুজানগর, চাটমোহর, ভাঙ্গুরা, ফরিদপুর, শেরপুর, সাতক্ষীরা ও রাজবাড়ী জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়েছে। অনেক প্রার্থীর সমর্থকরা নৌকায় ভোট না দেওয়ার জন্য তাদের হুমকি দিচ্ছে। এমনকি তাদের বাড়ি-ঘরে লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ পর্যন্ত করা হয়েছে। অনেকে ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে বলেও জানা যায়। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

পাবনা প্রতিনিধি ঃ গত বুধবার সুজানগরের বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে অনেকের স্বাভাবিক জীবন বিঘ্নিত হচ্ছে।

সুজানগর, জোরপুকুরিয়া, কামারহাট, গোরিয়া, উদয়পুর, মালিফা, নিশ্চিন্তপুর, কুড়িবাড়ী, ভাটপাড়া, মানিকদী, নাজিরগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৪০ হাজার সংখ্যালঘুর বসবাস। এবার সংখ্যালঘুদের ২০ হাজার ভোট রয়েছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর জোরপুকুরিয়া গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায়। নারী-পুরুষসহ ২০ জন আহত হয়।

গত ২০ সেপ্টেম্বর নিশ্চিন্তপুর গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় প্রায় ৫০ জনের মতো আহত হয়। এছাড়া প্রায় ৩০টি বাড়িঘরে ব্যাপক হামলা ও লুটপাট হয়।

বর্তমানে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ভোট না দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। যদি ভোট দেয় পরে দেখে নেওয়া হবে বলে হুমকি দিচ্ছে।

সংখ্যালঘুদের হামলা নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পরস্পরকে দোষারোপ করেছে। বিএনপির প্রার্থী সেলিম রেজা হাবিব প্রথম আলোকে বলেন, এই এলাকার সংখ্যালঘুরা আমার সঙ্গে রয়েছে। সুতরাং তাদের ওপর বিএনপির হামলা সাজানো নাটক। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ক সাইদুল হক চন্নু বলেন, বিএনপির সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ওপর একের পর এক হামলা চালাচ্ছে।

চলনবিল প্রতিনিধি ঃ জানান, পাবনা-২ (চাটমোহর, ভঙ্গুরা, ফরিদপুর) আসনে সংখ্যালঘুদের মারপিট, ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনায় এলাকায় এক নীরব আতঙ্কাবস্থা বিরাজ করছে।

গত বুধবার রাতে চাটমোহর উপজেলার গুনাইগাছা ইউনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুজনকে মারপিট ও পাঁচটি মুদি দোকান ভাঙচুর করা হয়। আহতরা হলো দীলিপ দাসের পুত্র প্রদীপ দাস (২০) ও অমূল্য চূর্ণকারের ছেলে দুলার চূর্ণকার (৩০)। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় ডা. অঞ্জন ভট্টাচার্যসহ ওই এলাকার নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে চারদলীয় ঐক্যজোটের প্রার্থীরা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য চাটমোহর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রফেসর আঃ মান্নান জানান, সংখ্যালঘুদের স্পর্শকাতরতাকে উসকে দিয়ে আওয়ামী লীগ জোটের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।

শেরপুর প্রতিনিধি জানান শেরপুর জেলার তিনটি আসনের সংখ্যালঘুদের নানাভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদান করার অভিযোগ উঠেছে। চারদলীয় ঐক্যজোট ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে এসব হুমকির অভিযোগ উঠেছে। শেরপুর-১ আসনের চরশ্রীপুর এলাকায় আদিবাসীদের আ.লীগের পক্ষে ভোট না দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

শেরপুর-২ আসনে আ.লীগের প্রার্থী সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, নকলা এবং নালিতাবাড়ীতে সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএনপি কর্মীরা নানা প্রকার ভয়ভীতি ও হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে শেরপুর-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী জাহেদ আলী চৌধুরী সংখ্যালঘুদের হুমকি প্রদানের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি জানান, নৌকা প্রতীকে ভোট দেবে এই অভিযোগে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নির্মল গাইনের বসতঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সরজমিনে গিয়ে জেলার আশাশুনি উপজেলার শ্রীধরপুর গ্রামের ৩ শতাধিক জেলে সম্প্রদায়ের পরিবারের মধ্যে চরম আতঙ্ক লক্ষ্য করা গেছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে গ্রামটির অর্ধশতাধিক নারী-পুরুষ এখন প্রাণ বাঁচাতে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। আশাশুনির মাধবী ও সুচিত্র জানায় ২৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তখন রাত ৯টা। ২০/২৫ জনের সশস্ত্র একটা দল অতর্কিতে নির্মল গাইনের বাড়িতে হামলা করে। সন্ত্রাসীরা নির্মল গাইন ও তার স্ত্রী আশালতার শোবার ঘরে আগুন দেয়।

রাজবাড়ী প্রতিনিধি জানান, রাজবাড়ী-১ নির্বাচনী এলাকার চন্দনী খালগঞ্জ, বসন্ত পুর ও মিজানপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে চারদলীয় ঐক্যজোটের নেতা-কর্মীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে বলে রাজবাড়ী জেলা ১১ দলের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন।গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় জেলা ১১ দলের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের বলেন বেশকিছু দিন যাবৎ চারদলীয় ঐক্যজোটের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় বসন্তপুর ইউনিয়নের মহারাজপুর চন্দনীর জেইকুডা, ধাওয়াপাড়া, খানগঞ্জের হাটবাড়িয়া ও মিজানপুর ইউনিয়নের দয়ালনগর গ্রামে সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত না হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে।

নেত্রকোনা থেকে ফিরে এসে আমাদের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি জানান, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নেত্রকোনার বিভিন্ন এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগ ও চার দলের দু-একজন প্রার্থী এবং থানা পুলিশের সঙ্গে কথা বলে এ অভিযোগের সত্যতাও পাওয়া গেছে। দুর্গাপুর-কলমাকান্দা এলাকায় এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটছে।

এখানকার কুমুদগঞ্জ, রামনগর, ওজিরকোনা, চান্দা প্রভৃতি স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চলছে। তাদের ভোটকেন্দ্রে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে।

নড়াইল প্রতিনিধি জানান, ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিতে অস্বীকৃতি জানালে প্রবীর, প্রফুল্ল ও বরীন নামের তিনজন যুবককে বেধড়ক মারপিট করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে হায়দার নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গত বুধবার রাতে সদর উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা নয়নপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৬৩)
কুষ্টিয়া বাগেরহাট পটুয়াখালী নলছিটিতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর

বিশাল বাংলা ডেস্ক ঃ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও তাদের বাড়িঘরে লুটপাট ও ভাঙচুর অব্যাহত রয়েছে। কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী, বাগেরহাট ও নলছিটি থেকে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর অব্যাহত হামলা ও আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে নির্মীয়মান প্রতিমা ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেছে। অনেকস্থানেই এই পরিবারগুলোর নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

কুষ্টিয়া থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট এবং ভয়ভীতির কারণে এবার কুষ্টিয়া-৩ আসনের হরিনারায়ণপুর ইউনিয়নের প্রায় ৩০০ সংখ্যালঘু পরিবার ভোটদান থেকে বিরত থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত ১৪ সেপ্টম্বর এলাকায় আওয়ামী লীগ ও চারদীয় জোটের সমর্থকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর একদল সন্ত্রাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকটি বাড়িতে কয়েক দফা হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে।

এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন জানিয়েছেন, সন্ত্রাসীরা গভীর রাতে তাদের বাড়িতে এসে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। সন্ত্রাসীরা তাদের বলেছে ভোট দিতে গেলে নির্বাচনের পরের দিন তাদের ধরে ধরে জবাই করা হবে। এদিকে সন্ত্রাসীদের ভয়ে হরিনারায়ণপুরের শিবপুর গ্রামে অধিকাংশ পুরুষই বর্তমানে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে জানা গেছে।

বাগেরহাট প্রতিনিধি জানান, গত শুক্রবার রাতে মোল্লাহাট উপজেলার আরজুরি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার দত্তডাঙ্গা গ্রামের অমলকৃষ্ণ রায়ের বাড়িতে কালী মন্দিরে বিএনপি কর্মীরা হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। এ ব্যাপারে মোল্লাহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এদিকে জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ যৌথভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও রাষ্ট্রপতিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপি দিয়ে জেলার চারটি আসনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও অবাধ ভোটপ্রদান নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছে।

খুলনার অতিরিক্ত উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক এ কে এম এনায়েতউল্লাহ দেওয়ান গতকাল শনিবার সকালে বাগেরহাটে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক করেছেন। তিনি এ জেলায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন।

পটুয়াখালী প্রতিনিধি জানান, জেলার বাউফলের ধুলিয়া, কেশবপুর, কালিশুরী, কাছিপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘু ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করায় সংখ্যালঘুদের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গেছে। আতঙ্কিত কয়েকজন ভোটার জানান, তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ ও প্রশাসনকে জানানোর পর একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা আরও বেশি করে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা আরও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

ঝালকাঠি প্রতিনিধি জানান, জেলার নলছিটি উপজেলার পারইকরণ গ্রামে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর গত শুক্রবার রাতে হামলা চালালে আটজন আহত হয়। এদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় কল্পনা রাণী (৫০), বীরেন চন্দ্র দাস (৫২), দুলাল (২৫) ও সঞ্জীব (২৫)কে

ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় ওই রাতেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

প্রথম আলো, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১

(৬৪)
শেষ মুহূর্তের চট্টগ্রাম ঃ অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে দেড় হাজার ক্যাডার প্রস্তুত, ১০ লাখ সংখ্যালঘু জিম্মি

ইয়াসিন হীরা ঃ শেষ মুহূর্তে চট্টগ্রামের সর্বত্র চলছে আচরণবিধি লঙ্ঘন আর শোনা যাচ্ছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। প্রস্তুত আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতের দেড় হাজার ক্যাডার। জিম্মি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০ লাখ মানুষ। সোমবারের নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা ভোট দিতে যেতে পারবে কিনা এ নিয়ে সংশয় রয়েছে। শেষ মুহূর্তে ১৫টি আসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থীরা নেমেছে টাকার খেলায়। কিন্তু জামায়াত মেতেছে অন্য খেলায়। নির্বাচনে প্রধান ৩০ প্রার্থী ইতিমধ্যে ব্যয় করেছে ৫০ কোটি টাকা।

সূত্র জানায়, চট্টগ্রামের ১৫টি আসনে ভোটার ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার ৭৪৬ জন। এর মধ্যে ১০ লাখ সংখ্যালঘু। এই সংখ্যালঘুরা এখন শঙ্কিত ও আতঙ্কিত। আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক খ্যাত এসব সংখ্যালঘুকে ভোটদানে বাধা দিচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডাররা। প্রতিটি আসনে তাদের টার্গেট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। বিএনপি-জামায়াত ক্যাডাররা পাড়ায়-মহল্লায় গিয়ে তাদের হুমকি দিচ্ছে। প্রকাশ্যে দেখাচ্ছে অস্ত্র, যেন সোমবার ঘর থেকে বের না হয়। সংখ্যালঘুরা স্থানীয় পুলিশের সাহায্য চেয়ে পাচ্ছে না। ফলে গুমোট এক পরিস্থিতিতে তারা দিন কাটাচ্ছে।

সবচেয়ে নাজুক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান), চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া), চট্টগ্রাম-৮ (ডবলমুরিং-বন্দর-পাহাড়তলি), চট্টগ্রাম-১১ (পটিয়া), চট্টগ্রাম ১২ (আনোয়ারা), চট্টগ্রাম-১৩ (চন্দনাইশ), চট্টগ্রাম ১৪ (সাতকানিয়া-লোহাগড়া) এবং চট্টগ্রাম-১৫ (বাঁশখালী) আসনে।

বৃহস্পতিবার রাউজানের কেউচিয়া গ্রামে ছাত্রলীগ নেতা পুলক ভট্টাচার্যের বাড়িতে সা.কা.-গি.কা.র ক্যাডাররা আগুন লাগায় এবং লুটপাট চালায়। এর আগে ২৪ সেপ্টেম্বর কুয়েপাড়া সুনীল চৌকিদারের বাড়িতে, ২৫ সেপ্টেম্বর মীরাপাড়ায় তাপস বড়ুয়ার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করে। রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ার বিভিন্ন সংখ্যালঘু এলাকায় গিয়ে প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছে যে 'নৌকায় ভোট দিলে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে'।

চট্টগ্রাম-১২ (আনোয়ারা) আসনে বরুমছড়া এলাকায় সংখ্যালঘুদের অস্ত্র উঁচিয়ে হুমকি দিতে গেলে বুধবার স্থানীয় জনতা কমরুদ্দিন নামে এক বিএনপি ক্যাডারকে অস্ত্রসহ আটক করে সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করে। চট্টগ্রাম-৮ (ডবলমুরিং-বন্দর-পাহাড়তলি) আসনে বেপারিপাড়া ও ছোটপুল এলাকায় শুক্রবার সংখ্যালঘুদের অস্ত্র উঁচিয়ে হুমকি দিয়েছে সিএমপির তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী বিএনপি-ক্যাডার মোহাম্মদ সেলিম। আওয়ামী লীগ প্রার্থী আসরাফুল আমিন বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করলেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। চারদলীয় ক্যাডাররা চট্টগ্রামের ১৫টি আসনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হুমকি দিচ্ছে বলে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা অভিযোগ করেছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, চট্টগ্রামের ১৫টি আসনে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন আওয়ামী লীগ ও চারদলীয় প্রার্থীরা। প্রত্যেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। নির্বাচনী ব্যয় ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হলেও কোনো কোনো প্রার্থীর ব্যয় ৫ কোটি টাকা! নেতাকর্মীদের মাধ্যমে প্রার্থীরা এই টাকা বিতরণ করেছেন। সাধারণ ভোটাররাও পাচ্ছে। তবে পরিমাণে তা খুবই নগণ্য। এ টাকার খেলা থামাতে পারছে না নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী প্রতীক পাঁচ

মিটারের অধিক বড় হতে পারবে না বলে যে আইন রয়েছে তা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। রঙবেরঙের বিশাল প্রতীক স্থান পেয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। একটি ওয়ার্ডে একটি নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপনের কথা থাকলেও হাজার হাজার নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এসব ক্যাম্পে চলছে আলোকসজ্জা। ট্রাক-বাস নিয়ে মিছিল করা নিষিদ্ধ থাকলেও তা প্রার্থীরা মানছে না। ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি এ পর্যন্ত কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে কাগুজে আইন নিয়ে জনগণের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ ও হতাশা রয়েছে।

সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থীরা কোটি কোটি কালো টাকার মাধ্যমে জয়ী হওয়ার প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছে। কিন্তু জামায়াত-শিবির চট্টগ্রাম-৪ (সাতকানিয়া-লোহাগড়া) আসনে তাদের প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীকে জয়ী করতে নীল নকশা চূড়ান্ত করেছে। উদ্দেশ্য বিএনপির অলি আহমদকে পরাজিত করা। এ নীল নকশা অনুসারে চট্টগ্রামে ১৫টি আসন থেকে ২০ হাজার ক্যাডারকে এখন সাতকানিয়া-লোহাগড়ায় জড়ো করা হয়েছে। সোমবার ফজরের নামাজ শেষে এসব ক্যাডার দখল করে নেবে বেশকিছু কেন্দ্র। লাইনে দাঁড়িয়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থকরা কেন্দ্রে যাওয়ার আগেই জালভোট দিয়ে দেবে। এ ব্যাপারে তারা একটি তালিকাও তৈরি করেছে। কে কার ভোট দেবে তাও নির্ধারণ করেছে তারা।

কক্সবাজার-৩ (সদর-রামু) আসনে চারদলীয় প্রার্থী খালেকুজ্জামানের মৃত্যুতে চট্টগ্রাম-১৪ আসনের জামায়াত প্রার্থী শাহজাহানের এখন পোয়াবারো। নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় সেখানকার জামায়াত-শিবির নেতাকর্মীদের (সাতকানিয়া-লোহাগড়া) এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামের চাঞ্চল্যকর এইট মার্ডার মামলার দুর্ধর্ষ আসামি সাতকানিয়ার আহমদ্যার নেতৃত্বে সাজ্জাদ হুমায়ুনের সশস্ত্র বাহিনীও অবস্থান নিয়েছে।

চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) ও ৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনে গি.কা. চৌধুরী ও সা.কা. চৌধুরী ভাতৃদ্বয় জড়ো করেছে নিজস্ব ক্যাডারদের। অন্যবারের চেয়ে এবার তারা চরম বেকায়দায় রয়েছে। এ অবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে জিম্মি ও ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে।

চট্টগ্রাম-৪ (ফটিকছড়ি) আসনে বিডিআরের গুলিতে আওয়ামী লীগের ৫ কর্মী নিহত হওয়ায় সেখানে চরম উত্তেজনা রয়েছে। চট্টগ্রাম-১৩ (চন্দনাইশ) আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আফসার উদ্দিন ও বিএনপি প্রার্থী অলি আহমদের সমর্থকদের মধ্যে রোববার ও সোমবার ঘটে যায় লঙ্কাকাণ্ড। ফলে ১৫টি আসনের মধ্যে সবার দৃষ্টি এখন রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, ফটিকছড়ি, চন্দনাইশ, সাতকানিয়া এবং লোহাগড়ার দিকে।

আজকের কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০১

(৬৫)
পটুয়াখালীর ৪৫টি গ্রামের সংখ্যালঘু ভোটারদের আতঙ্কগ্রস্ত করা হচ্ছে

পটুয়াখালী থেকে নিখিল চ্যাটার্জি ঃ আসন্ন অষ্টম জাতীয় সংসদকে কেন্দ্র করে পটুয়াখালী জেলার চারটি নির্বাচনী এলাকার ৪৫টি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা এখন আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি গ্রামে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পটুয়াখালী জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ, জেলার চারটি আসনের মধ্যে পটুয়াখালী-১ আসনের অধীনে সদর উপজেলা, মির্জাগঞ্জ ও দুমকি-এই তিনটি উপজেলার ১১টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে ও পটুয়াখালী-২ বাউফল আসনের ৭টি, পটুয়াখালী-৩ গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার ৯টি ও পটুয়াখালী-৪ কলাপাড়া উপজেলা ও রাঙ্গাবালী এলাকার ১৮টি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবার-পরিজন আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

সূত্রমতে, ইতিমধ্যে পটুয়াখালী সদর থানার ঋষিপাড়ায় ও বাউফল উপজেলার কালিশুরি ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হয়েছে বলে সূত্রটি উল্লেখ করেন।

কয়েকটি এলাকায় ঘুরে জানা গেছে, অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিভাবকরা তাদের যুবতী মেয়েদের নির্বাচনের পরে হামলার আশঙ্কায় নিরাপদ স্থানে রেখে এসেছেন। তারা ভোটার হওয়া সত্ত্বেও জন্মগত কারণে সংখ্যালঘু হওয়ায় নিজ ভূমিতে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না বলে সংশ্লিষ্টদের অভিভাবকরা এ প্রতিনিধিকে জানান। একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, যে কোনো নির্বাচন কিংবা বিদেশী কোনো সম্প্রদায়গত সমস্যা দেখা দিলেই এ দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নেমে আসে। এরপর ব্যক্তিগত আক্রোশ তো সারা দেশে আছেই। সরকার এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। যদি এটা চলতে থাকে, তবে আমাদের জন্য 'মাইগ্রেশনে'র ব্যবস্থা করা হোক।

সংবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০১

অক্টোবর-২০০১

(৬৬)
অধ্যাপক সনৎ কুমারের প্রাণনাশের চেষ্টা ॥ দেশব্যাপী নিন্দা ও প্রতিবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহার বাসায় নির্বাচনের দু'দিন আগে জামায়াত শিবিরের সন্ত্রাসীদের হামলা ও তার প্রাণনাশের চেষ্টায় দেশের প্রগতিশীল সমাজ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দেশব্যাপী এই ঘটনার প্রতিবাদে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রগতিশীল শিক্ষকবৃন্দ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট নেতৃবৃন্দ এবং ৭১'র ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই ঘটনা যেমন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তার চেয়ে বেশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী সমাজের ওপর হুমকি হিসাবে বিবেচনায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, একের পর এক জামায়াত শিবির চক্রের হামলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় তারা আস্কারা পেয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে কোন দাবি না জানিয়ে তাঁরা দেশবাসীর কাছে এই ঘটনার বিচার দাবি করেছেন।

রবিবার সভা-সমাবেশ এবং বিবৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠন ও নেতৃবৃন্দ এ ঘটনায় গভীর ক্ষোভ, উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করেন। তাঁরা সংখ্যালঘুদের ওপর একের পর এক হামলার প্রতিকার করার জন্য রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। রবিবার বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ হাসান ইমাম, অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদ, আবদুল মান্নান চৌধুরী, ড. মোহাম্মদ সামাদ. মাওলানা আবদুল আউয়াল, রামেন্দু মজুমদার, পান্না কায়সার, অহিদুজ্জামান চান, অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, হাসান আরিফ প্রমুখ। অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদ বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর একটার পর একটা হামলার ঘটনা ঘটছে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বিকার! একপেশে অবস্থান নিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি দলের ব্লুপ্রিন্ট বাস্তবায়নের জন্য সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে তারা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানিয়েছেন। সৈয়দ হাসান ইমাম বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কতিপয় মামলা নিয়ে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তাতে এটা সুস্পষ্ঠ করে দিয়েছে, বিশেষ দলের রাজনীতি করলে সন্ত্রাস করা জায়েজ বলে তাদের খালাস করে দিয়েছে। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে কোন দাবি বা আবেদন নেই। তাদের চেনা হয়ে গেছে মন্তব্য করে বলেন, বিচার চাই দেশবাসীরা কাছে। অধ্যাপিকা পান্না কায়সার প্রশ্ন করে বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর একের পর এক আঘাত আসছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বিকার কেন? তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি বাংলাদেশকে রাজাকারের হাতে তুলে দিচ্ছে? যদি তাই হয় তাহলে জাতি তাদের ক্ষমা করবে কিনা সে কথা তারা কি ভেবে দেখেছে?

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান প্রেরিত এক বিবৃতিতে এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশের এই সন্ধিক্ষণে দেশপ্রেমী সকল শান্তিকামী মানুষকে স্বাধীনতা ও শান্তিবিরোধী এই হিংস্র চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতারা হচ্ছেন কবীর চৌধুরী, খান সারওয়ার মুরশিদ, শামসুর রাহমান, ফয়েজ আহমদ, কলিম শরাফী এএম হারুন-অর রশীদ,সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সন্তোষ গুপ্ত, সৈয়দ শামসুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন নবী, সেলিনা হোসেন, হায়াৎ মামুদ, মফিদুল হক প্রমুখ।

বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে এই ঘটনাকে একাত্তরের ১৪ ডিসেম্বরে পাকবাহিনীর হাতে বুদ্ধিজীবীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, এবারের নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিজয় নিশ্চিত জেনে তারা '৭১-এর মতো একই কায়দায় আক্রমণ শুরু করেছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন— অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক মোশারফ হোসেন, ফজলে হাসান আবেদ, রাশেদা কে চৌধুরী, খুশী কবির, শামসুল হুদা প্রমুখ। ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দের সংগঠন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন সভাপতি অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদ এবং মহাসচিব ড. ইফতেখার উদ্দিন এই ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত শিবির চক্র জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে সারাদেশে যে হত্যা ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা তৈরি করেছে এ ঘৃণ্য ঘটনা তারই অংশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক যুক্ত বিবৃতিতে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, গণফোরাম, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, জাতীয় কবিতা পরিষদ, কমিউনিস্টকেন্দ্র, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্সপার্টি, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

জাতীয় সমন্বয় কমিটি

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, প্রজন্ম '৭১ এবং বাংলাদেশ সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ সমন্বয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহাকে হত্যাচেষ্টার তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করা হয়। ব্রিফিংয়ে বলা হয়, আমরা বহু পূর্বেই সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের হুমকিধমকি, হত্যাচেষ্টার ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছিল বলে আমাদের মনে হয় না। প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়, আমরা মনে করি, এখনও সকল ভোটারের মতো সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও অত্যাচার বেড়েই চলেছে। তাঁরা বলেন, আমরা অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহার হামলাকারীদের চিনি। অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এদের চিনিয়ে দিতে হবে বলে মনে করি না। প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক আমিনুর রশিদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদার, মাওলানা আবদুল আউয়াল, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, ড. মুহম্মদ সামাদ, অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, ওয়াহিদুজ্জামান চান, প্রজন্ম '৭১-এর হেদায়েত হোসেন প্রমুখ।

চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবীদের উদ্বেগ ও নিন্দা

চট্টগ্রাম অফিস থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও খ্যাতিমান রবীন্দ্রগবেষক সনৎ কুমার সাহার বাসভবনে সশস্ত্র হামলা ও প্রাণনাশের চেষ্টার খবরে চট্টগ্রামের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ গভীর উদ্বেগ, তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রবিবার এক যৌথ বিবৃতিতে ১৬ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে সংখ্যালঘুদের বিশিষ্টজনের ওপর

উপর্যুপরি হামলা ও হত্যা চেষ্টায় এই আশঙ্কাই জোরালো হচ্ছে যে, একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পরাজিত শক্তি আবারও মাথাচাড়া দিচ্ছে। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন প্রবীণ নারীনেত্রী উমরতুল ফজল, সাবেক উপাচার্য ড. আলমগীর শিরাজুদ্দিন, প্রবীন বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী, সমাজবিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন, ড. কামাল এ. খান, শহীদ জায়া মুশতারী শফী, অধ্যাপক ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক আবুল মনসুর, কবি আবুল মোমেন, এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, নারীনেত্রী নুরজাহান খান, সাংবাদিক মুহাম্মদ ইদ্রিস প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০১

(৬৭)
কুমিল্লায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে বোমা হামলায় হত ২

কুমিল্লা, ৩০ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুমিল্লার বরুড়ায় দু'টি গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বাড়িসহ দুটি পৃথক বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে ২ জন নিহত এবং ৫ জন আহত হয়েছে।

বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার ব্যাপারে জানা গেছে, রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় বরুড়ার খবুয়া গ্রামে এক হিন্দু বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে দু'জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এরা হলো মোহন ভৌমিক (৪৫) ও হরিশ চন্দ্র ভৌমিক (৩৫)।

নিহত দু'জনই বাড়ির পাশে একটি বাঁশ ঝাড়ের পাশে বসেছিল। এসময় কে বা কারা দূর থেকে তাদের উদ্দেশে বোমা ছুড়ে মারে। আওয়ামী লীগ এ ঘটনার জন্য বিএনপিকে দায়ী করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০১

(৬৮)
ফেনীতে ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ॥ ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক

ওসমান হারুন মাহমুদ, ফেনী থেকে ঃ দেশের সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ এলাকা ফেনীর নির্বাচন ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জেলার তিনটি নির্বাচনী এলাকার ২৭৩টি ভোট কেন্দ্রকে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু দেশের অন্য আর দশটি কেন্দ্রের মতোই এখানেও পুলিশ-আনসার দিয়ে সাধারণ মানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কোন কেন্দ্রে সেনাবাহিনী, বিডিআর সর্বক্ষণিকভাবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। ফলে সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সংশয়ের। এদিকে শনিবার রাতে একদল সন্ত্রাসী সেনা টহলের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে জেলার সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা ভোটের আগেই এলাকা ছাড়ছে। সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো ফেনীতেও আজ সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হবে। চলবে চারটা পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে ২৭৩টি কেন্দ্রে ছয় লাখ ৮৭ হাজার ৭২৭ জন ভোটারের ভোট প্রদান করার কথা। কিন্তু কেন্দ্রগুলোয় কঠোর অর্থাৎ সর্বক্ষণিকভাবে সেনা নিয়োগের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা না করায় তিন লাখ ৪৪ হাজার ৬২১ মহিলা ভোটারের মধ্যে অনেকেই ভোটকেন্দ্রে যাবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জোট মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার ব্যাপারে সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেয়ায় প্রায় ৬৫ হাজার ভোটারের অধিকাংশ ভয়ে কেন্দ্রে যাবে না। ফলে মোট ভোটের বড় একটি অংশ কাস্ট না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ যেখানকার সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর টহলের ওপর গুলিবর্ষণ

করতে পারে, তাদের কাছে পুলিশ-আনসারের নিরাপত্তা কিছুই না। সেনাবাহিনী ও বিডিআর এখানেও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে থাকবে। কাজেই সন্ত্রাসীরা এখানে যে কোন মুহূর্তে যে কোন কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে ব্যালট পেপার অথবা বাক্স ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটাতে পারে। স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে সাধারণ মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রশাসনের গুরুত্ব না দেয়ার বিষয়টি নিয়েও নানা ধরনের প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ দলের প্রার্থীদের ভোটের দিন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যই ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে অনেকেই ধারণা করছে।

জেলার রাজনীতি দু'ভাগে বিভক্ত। সাবেক সরকারী দলের সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারীর বিরুদ্ধে হুলিয়া থাকায় তাঁর কর্মী সমর্থকরা কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে। এর বিরূপ প্রভাব জেলার সব কটি আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের ওপরই পড়েছে। অন্যদিকে চার দলীয় জোট মনোনীত সদ্য কারামুক্ত প্রার্থী ও তাঁর সদর্থকদের মাঝে চাঙ্গাভাব বিরাজ করছে। এর সুফল পড়ছে তিনটি আসনেই। চাঙ্গাবস্থায় থাকা কর্মী-সমর্থকরা বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতিপক্ষের ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে। হুমকি দিচ্ছে সংখ্যালঘু ভোটারদের। ফলে জেলার সব কটি কেন্দ্রকে অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন। ঝুঁকির সুযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর আসনে তাঁর নির্বাচনী প্রতিনিধি পুলিশ পাহারায় নির্বাচনী প্রচার কাজ করছেন। একই অবস্থা জেলার অপর দুই আসনেও। এখানেও জোট প্রার্থীরা পুলিশ পাহারায় নির্বাচনী কাজ করছেন। বঞ্চিত হচ্ছে অপর দলের প্রার্থীরা।

স্থানীয় প্রশাসন সংখ্যালঘুদের ভোট প্রদান নিশ্চিত করার ব্যাপারেও তেমন জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। দেশের প্রতিটি জেলার মতো এখানেও রাস্তায় সেনা টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ এ জেলার সংখ্যালঘুরা ভোটের আগেই একটি দলের সমর্থকদের হুমকির ভয়ে গ্রাম ছেড়েছে। অধিকাংশ গ্রামেই হিন্দু বাড়িগুলোয় তালা ঝুলতে দেখা গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন লোক গিয়ে তাদের মনোবল বাড়ানো বা সাহস যোগানোর মতো কোন কথাও বলেননি বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংখ্যালঘু পরিবারের এক সদস্য জানান, তাঁর আর্থিক সামর্থ্য নেই বলে তিনি পড়ে আছেন। যাদের অবস্থা ভাল তাঁদের সবাই ঢাকা, চট্টগ্রাম বা অন্য জেলা শহরে চলে গেছে। তাদের বাড়িগুলোতে তালা ঝুলছে। এ পরিস্থিতিতে তার বা তার পরিবারের সদস্যদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার কোন ইচ্ছা নেই। তিনি বলেন, ওরা সেনাবাহিনীর গাড়িতে গুলি করে। সেখানে আমাদের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখুন।

জেলার তিনটি উপজেলার মধ্যে সোনাগাজী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। শনিবার এখানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনাবাহিনী পিকআপ নিয়ে আহমেদপুরের ভোরের বাজারে টহল দিচ্ছিল। রাতে একদল সন্ত্রাসী হঠাৎ করে পিকআপ লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে। এতে কেউ হতাহত হয়নি। এর পর সেনা সদস্যরা সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যায়। ভোটের একদিন আগে এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন গতানুগতিক নিরাপত্তা অর্থাৎ সেনা ও বিডিআরকে কেন্দ্রের বাইরে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে রেখেই আজকের ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০১

(৬৯)
ভোলায় সংখ্যালঘুদের ওপর চাপ বাড়ছে

গোলাম কিবরিয়া/ফরিদ হোসেন বাবুল, ভোলা থেকে ঃ রাজনৈতিক সহিংসতায় সন্ত্রস্ত জনপদ ভোলার মানুষ শঙ্কিত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরো রক্ত ক্ষয়ের আশঙ্কায়। গত কয়েকদিন ধরে এখানে সন্ত্রাস-সহিংসতা চলছে অব্যাহতভাবে। গুলি ও বোমার শব্দ এখন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের মধ্যে শঙ্কা আর সবার চেয়ে শতগুণ বেশি।

জেলায় নির্বাচনী প্রচারণার শুরু থেকেই একটি বিশেষ মহল সংখ্যালঘুদের পরিকল্পিতভাবে ভোটকেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য হুমকি দিয়ে আসছে। নির্বাচন যতোই এগিয়ে আছে তাদের ওপর চাপ ততোই বাড়ছে। গতকাল রোববার নির্বাচনের আগের দিন সরেজমিনে জেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কয়েকটি এলাকা ঘুরে জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে। স্থানীয় জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে সত্যতা স্বীকার করেছেন।

জেলা প্রশাসক কবির মোঃ আশরাফ আলমের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপকালে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর হুমকি ও নির্যাতনের বেশকিছু অভিযোগ তাদের কাছে এসেছে। প্রশাসনও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ কায়কোবাদ এবং তথ্য বিভাগের কর্মকর্তাসহ একটি দল জেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে তাদের অভয় দিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এ সময় তারা হ্যান্ডমাইক ব্যবহার করে এসব এলাকায় **১৬/১৭**টি সভা করেন। এসব সভায় সখ্যালঘুদের নিরাপদে ভোটকেন্দ্রে যাওয়া এবং নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়। পরে এলাকার হাটবাজারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই প্রচারণা চালান।

এছাড়া নির্বাচনের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি সংস্থার সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচনের দিন প্রয়োজনে প্রহরা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসা হবে এবং বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বেশকিছু অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু ভোটাররা প্রশাসনের এসব আশ্বাস বাণীতে ভরসা পাচ্ছেন না।

শহরতলী পশ্চিম চরকালী চিন্তাহরণ দেবনাথের সঙ্গে কথা বলে সংখ্যালঘুদের ওপর ভীতি প্রদর্শনের একটি খণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। তিনি বলেন, তার এলাকার অর্ধশতাধিক পরিবারের সবাইকে গত শনিবার রাতে সন্ত্রাসীরা ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য শাসিয়েছে। এ সময় সন্ত্রাসীরা বলে, ভোট দিতে গেলে তোমাদের সর্বনাশ হবে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হবে। সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক হিসেবে পরিচিত বলে এসব সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ-বিরোধী দলের নিয়োগ করা বলে তার ধারণা।

একই অভিযোগ জানান পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রের একটি এলাকার সংখ্যালঘু অধিবাসীরা। তারা বলেন, গত শনিবার রাতে স্থানীয় কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসী বহিরাগত কয়েকজন অস্ত্রধারীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়ে বলেছে, ভোটকেন্দ্রে গেলে প্রত্যেকের হাত-পায়ের রগ কেটে নেয়া হবে।

স্থানীয় একটি কলেজের প্রভাষক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জানান, ভোলা-২ আসনের চরপাতা ইউনিয়নে তার নিজ গ্রামে গত এক মাস ধরে সংখ্যালঘুদের ওপর মারাত্মকভাবে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা তাদের মারধর করছে এবং বিভিন্ন বাড়ির গোয়াল ঘর থেকে গরু-ছাগল ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসীরা তাদের ভোটের আগের রাতেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। অন্যথায় লাশ পড়বে বলে হুমকি দিয়েছে। এ গ্রামের অনেক পরিবার এখন ঘরছাড়া বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, এ এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য অঞ্জলি রানী সাহার বাড়ি পাহারা দিতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ হারান মো. বশির। গত বুধবার রাতে তাকে প্রকাশ্যে রাস্তায় ফেলে জবাই করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। গত আড়াই মাসে ভোলায় নির্বাচনী সহিংসতায় কমপক্ষে ১৫ জন প্রাণ হারালেও পুলিশ এখন পর্যন্ত একটি হত্যাকাণ্ডেরও সুরাহা করতে পারেনি।

ভোলা ১, ২ ও ৩ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ সংখ্যালঘুদের প্রসঙ্গে বলেন, সংখ্যালঘুদের আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক মনে করে বিরোধী পক্ষ তাদের ওপর সন্ত্রাস করে ভোটকেন্দ্রে আসতে নিরুৎসাহিত করছে। ভোলা-১ আসনের চার দল মনোনীত বিএনপি প্রার্থী সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাহজাহান এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ভোলা সদরে সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো ধরনের চাপ নেই।

প্রথম আলো, ১ অক্টোবর ২০০১

(৭০)
মুন্সীগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ঃ ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি

মুন্সীগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুন্সীগঞ্জের ৪টি আসনের ৬টি উপজেলার ইউনিয়ন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাড়া-মহল্লাগুলোতে চলছে সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করাসহ ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি। এসব ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানানো হলেও তারা এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে লৌহজংয়ের কনকসারে ৭টি হিন্দুবাড়িতে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা অতর্কিত হামলা চালায়। এতে উজালা মণ্ডল (২৫) ও তার স্বামী বিশ্বনাথ মণ্ডল (৩৫) গুরুতর আহত হন। এছাড়া দীর্ঘ এক ঘন্টার এই হামলায় তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করাসহ লুটপাটের ঘটনাও ঘটে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাতে শহরের গোয়ালপাড়া, ইন্দ্রাকপুর ও নয়াপাড়া এলাকায় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের হুমকি প্রদর্শন করেছে মুখোশধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। এ সময় তারা চাঁদা দাবি ও এলাকা থেকে তাদের বিতাড়িত করারও হুমকি দেয় অত্যাধুনিক অস্ত্র উঁচিয়ে। এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন বরাবর লিখিত অভিযোগ করা হলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এছাড়া জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হচ্ছে এবং ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য তাদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগ বিএনপির চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দায়ী করেছে; কিন্তু বিএনপি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

সংবাদ, ১ অক্টোবর, ২০০১

(৭১)
সংখ্যালঘু পরিস্থিতি
কুমিল্লায় ২ জনকে হত্যা, নরসিংদীতে ৫০ বাড়িতে হামলা, লুটপাট

কুমিল্লা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুমিল্লার (বরুড়া) নির্বাচনী এলাকায় গতকাল রোববার পৃথক দুটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ২ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছে। হতাহতরা আওয়ামী লীগের কর্মী বলে দাবি করা হয়েছে।

বেলা সাড়ে বারোটায় বরুড়ার খরুয়া গ্রামের একটি হিন্দুবাড়িতে বোমা বিস্ফোরিত হলে ঘটনাস্থলেই মদন মোহন ভৌমিক (৪৫) ও হরিশ চন্দ্র ভৌমিক (৩৫) নামে দু'ব্যক্তি নিহত হয়। এলাকাবাসী জানায়, বাড়ির পাশের একটি বাঁশঝাড়ের কাছে এ দুজন বসা অবস্থায় দূর থেকে তাদের লক্ষ্য করে বোমা মেরে কিছু দুস্কৃতকারী পালিয়ে যায়। এদিকে সকাল সাড়ে ১১টায় বরুড়ার পুরাতন কাদবা গ্রামে আ. লীগ নেতা মমতাজ মিয়ার বাড়িতে লোকজন ভাত খাওয়ার সময় বোমা বিস্ফোরিত হলে মমতাজ মিয়া ও তার কণ্যাসহ ১০ জন গুরুতর আহত হয়। আহতদের বরুড়া কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ উল্লিখিত দুটি বোমা হামলার ঘটনার জন্য বিএনপিকে দায়ী করেছে।

নরসিংদী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শনিবার রাতে নরসিংদী-২ পলাশ নির্বাচনী ৫০টি সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা, লুট ও বিএনপি প্রার্থী এলাকার জিনারদি ও গজারিয়া ইউনিয়নে ৫টি আ. লীগ ও ৩টি বিএনটির নির্বাচনী অফিস ভাঙচুরসহ প্রায় ৫০টি সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা, লুট ও বিএনপি ড. মঈন খানের বাড়িতে গুলি করার অপরাধে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাত ৮টার দিকে মাইক্রোবাস এবং হলার ভ্যানে করে বেশকিছু লোক হকিস্টিক-আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ব্যাপক ককটেল ও গুলির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তারা চরণগরদি, পারুলিয়া ও গজারিয়া রাস্তার পাশে প্রায় অফিসই ভাঙচুর করে। এ সময় হামলাকারীরা উত্তর চন্দনে প্রায় ৫০টি সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও আংশিক লুটপাট করে নিয়ে যায়। পরে রাত ১০টার দিকে আ. লীগ সমর্থিতরা ক্ষিপ্ত হয়ে বিএনপির ৩টি অফিস ভাঙচুর করে এবং চরণগরদি বিএনপি প্রার্থী ড. মঈন খানের বাড়ির সামনে একটি অফিস ভাঙচুর করার সময় জনগণ আ. লীগ কর্মীকে মোটর সাইকেলসহ আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। এদিকে নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাবো) নির্বাচনী এলাকার খিদিরপুর ইউনিয়নের প্রায় ৭ হাজার সংখ্যালঘু ভোটারকে চার দলীয় ঐক্যজোট ও শিবির কর্মীরা হত্যা এবং এলাকা ছাড়ার হুমকি দিলে আ. লীগ ও বিএনপি কর্মীদের মধ্যে প্রায় দু-ঘন্টা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে প্রাণের ভয়ে বেশকিছু সংখ্যালঘু পরিবার ঘরে তালা ঝুলিয়ে চলে গেছে।

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নৌকায় ভোট দিলে হাত-পায়ের 'রগ' কেটে ফেলা হবে। বাসা বাড়িতে আগুন দেয়া হবে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুট করা হবে, এ ধরনের হুমকি গতরাত থেকে পটুয়াখালীতে শুরু হয়ে গেছে। ভুক্তভোগীরা হুমকিদাতাদের নাম প্রকাশে সাহস পাচ্ছে না। তারা বলছেন, প্রশাসনের লোকেরা নাম প্রকাশ করে দেয় তাই তাদের কাছে আবেদন করতে সাহস হয় না। মূলত প্রশাসনের বিভিন্ন মহলও জানে পটুয়াখালী শহরে কারা এ ধরনের দুঃসাহসিক কাণ্ড ঘটাতে পারে।

সংবাদ, ১ অক্টোবর ২০০১

(৭২)
রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা ১৬৩, ৩৩ জেলায় সংখ্যালঘু ভোটাররা হুমকি ও চাপের মুখে

হারুন-উর-রশীদ ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন-পূর্ব ৭৭ দিনে সারাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক সহিংসতা, বোমা বিস্ফোরণ এবং সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এমনকি খোদ ঢাকা মহানগরীতেও সংখ্যালঘুরা হুমকির মুখে। এ সময় পুলিশ এবং সেনাবাহিনীও কয়েক জায়গায় সহিংস আচরণ করেছে। দেশের কমপক্ষে ৩৩টি জেলায়

সংখ্যালঘুরা হুমকি ও চাপের মুখে রয়েছে। কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না তারা ভোট দিতে পারবে কিনা। আজ ভোটের দিনেও মুন্সীগঞ্জে চলেছে হরতাল।

গতকাল পর্যন্ত সারাদেশে নির্বাচনী সহিংসতায় ১৬৩ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৬ হাজারেরও বেশি। দেশের এমন কোনো নির্বাচনী এলাকা এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে রাজনৈতিক হাঙ্গামা ও সহিংসতা ঘটেনি। তবে এর মধ্যে ঢাকা মহানগরী ছিলো মোটামুটি শান্ত। দু-চারটি ঘটনা ছাড়া নগরীতে ব্যাপক কোনো রাজনৈতিক সহিংস ঘটনা ঘটেনি। পুলিশের পাশাপাশি বিডিআর ও সেনাবাহিনী নিয়োগ করেও রাজনৈতিক সহিংসতার লাগাম টেনে ধরা যায়নি। সেনাবাহিনী নিয়োগের পরবর্তী ১০ দিনেই সর্বোচ্চ ৩৭টি খুন হয়েছে রাজনৈতিক সহিংসতায়। বিডিআরের গুলিতেও নিহত হয়েছে ৪ জন। এ ১০ দিনেই আহত হয়েছে ২ হাজার ৫০০ নেতা-কর্মী। অন্যদিকে নির্বাচন-পূর্ব শেষ মাস সেপ্টেম্বরে খুন হয়েছে সর্বোচ্চ ৮২ জন। গত ৭৭ দিনে সারাদেশে নিহত ১৬৩ জন নেতা-কর্মীর মধ্যে কমবেশি চতুর্থাংশ আ.লীগের নেতা-কর্মী। গত ১০ দিনে যে ৩৭টি খুন হয়েছে তার মধ্যে বিএনপির মাত্র ৪ জন। বাকিরা আ. লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং নিরীহ জনসাধারণ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সবচেয়ে মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে চলতি মাসের ২৩ সেপ্টেম্বর বাগেরহাটে। বাগেরহাটের মোল্লাহাটে আ. লীগ প্রার্থী শেখ হেলালের নির্বাচনী জনসভায় টাইম বোমা বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত হয়। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় শেখ হেলালও আহত হন। তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। এর মাত্র ৪ দিনের মাথায় সিলেটের সুনামগঞ্জের শাল্লা এলাকায় আ. লীগ প্রার্থী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের জনসভাস্থলের অল্প দূরে বোমা বিস্ফোরণে ৪ জন নিহত হয়। ওই জনসভায় আ. লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ দেয়ার কথা ছিল। গোয়েন্দা সংস্থার ধারণা, শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই ওই বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিলো। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো নির্বাচনী জনসভায় টাইম বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই প্রথম ঘটেছে।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রোববার সর্বশেষ নিবাচনী সহিংসতা ঘটেছে মুন্সিগঞ্জে। গত শনিবার বিএনপির সন্ত্রাসীরা সেখানে হত্যা করেছে। ঢাকা থেকে লাশ মুন্সিগঞ্জে নেয়ার পথে মোক্তারপুর ফেরিঘাটেও সন্ত্রাসীরা বাধা দেয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে মুন্সীগঞ্জে গতকাল থেকে লাগাতার হরতাল চলছে। সেনা সদস্যরা শনিবার মুন্সিগঞ্জে আ. লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর দু-দফা গুলিবর্ষণ করে। অন্যদিকে রাজশাহী এলাকায়ও সেনা সদস্যরা নির্যাতন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার বিডিআর সদস্যরা ফটিকছড়িতে গুলি করে ৪ জন আ. লীগ নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সবচেয়ে বেশি নির্বাচনী সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ভোলা ও ফেনী এলাকায়। গত শনিবার মুন্সীগঞ্জ, ভোলা, ফেনী, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, নোয়াখালী ও চাঁদপুরে নির্বাচনী সহিংসতায় খুন হয়েছে ১০ জন। গত ১৫ জুলাই রাতে তত্ত্বধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই সারাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা শুরু হয়। শুরু করে বিএনপি আ.লীগের বিরুদ্ধে। এরপর তা জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়। নির্বাচনের আগের দিন গতকাল রোববার পর্যন্ত তা নিয়ন্ত্রণে আসেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাজনৈতিক সহিংসতায় জুলাই মাসের শেষ ১৬ দিনে ১৯, আগস্ট মাসে ৬২ এবং সেপ্টেম্বর মাসে ৮২ জন খুন হয়েছে। নির্বাচনী সহিংসতায় প্রার্থীর গাড়িতে হামলা ও গুলি, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া ছাড়াও নতুন মাত্রা যোগ হয় বরিশালের হিজলা উপজেলায়। গত ২৪ জুলাই বিএনপির সন্ত্রাসীরা আ. লীগের নেতা-কর্মী বহনকারী একটি ট্রলার নদীতে ডুবিয়ে দেয়। যাত্রীরা সাঁতার কেটে তীরে উঠেও রক্ষা পায়নি। সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর পোড়ানো ও হুমকির পাশাপাশি মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। ১৭ সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জে দুটি মন্দির ও তিনটি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। দেশের কমপক্ষে ৩৩টি জেলায় সংখ্যালঘুরা নির্যাতন ও হুমকির শিকার হয়েছে। তাদের ভোট দেয়া এখনো অনিশ্চয়তার মুখে। নির্বাচনী সহিংসতা থেকে এবার জাতীয় পতাকা ও চিত্রশিল্পীরাও রেহাই পায়নি। গত ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সামনে ছাত্রদল নেতা মামুনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা মৌলবাদবিরোধী কার্টুন ভাঙচুর করে ও জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দেয়। লাঞ্ছিত করে চিত্রশিল্পীদের। দেশের ৩৩টি জেলার সংখ্যালঘুরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। জেলাগুলো হলো ভোলা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, নড়াইল, যশোর, চট্টগ্রাম, খুলনা, নওগাঁ, নাটোর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, দিনাজপুর, রংপুর, মাগুরা, রাজবাড়ি, নেত্রকোনা। এছাড়া ঢাকায়ও সংখ্যালঘুরা হুমকির মুখে আছে।

সংবাদ, ১ অক্টোবর ২০০১

(৭৩)
বিএনপির সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের হুমকি দিলেও পুলিশ নিরব

বরিশাল অফিস ঃ সাবেক পাট প্রতিমন্ত্রী ও বানারীপাড়া স্বরূপকাঠি আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী একে ফায়জুল হক অভিযোগ করেছেন, তার নির্বাচনী এলাকায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা রাতের আঁধারে মুখোশ পরে সংখ্যালঘুদের এলাকায় সশস্ত্র মহড়া দিলেও প্রশাসন একদম নিরব। গত শনিবার বরিশাল প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, এলাকার পুলিশ প্রশাসনের প্রতি তার কোনই আস্থা নেই, সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা থাকলেও তারা দুর্গম এলাকায় না যাওয়ায় হুমকির সম্মুখীন ভোটাররা কোন সুফল পাচ্ছে না। বিশেষ করে সংখ্যালঘু ভোটাররা আদৌ ভোট দিতে যেতে পারবে কিনা সে বিষয়ে তিনি উদ্বিগ্ন।

ফায়জুল হক বলেন, আমাদের গণ মিছিলে হামলা, বাড়িঘরে হামলা ভাঙচুর, গুলি ও হুমকি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিএনপি প্রার্থী সন্ত্রাসীরা এমন বেপরোয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং পুলিশ প্রশাসন এতটা লজ্জাজনকভাবে তাদের পক্ষ নিয়েছে যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী না হলে আজই আমাকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত ছিল।

প্রথম আলো, ১ অক্টোবর ২০০১

(৭৪)
সাতকানিয়ায় সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার হরণ করা হলো যেভাবে

কাজী আবুল মনসুর, চট্টগ্রাম অফিস ঃ মিনতি দেবী তার ভোটটা দিতে পারলেন না। সাতকানিয়ায় ছনখোলা কেন্দ্রে তার ভোট দেওয়ার কথা ছিলো। আশি বছরের মিনতি দেবীর পক্ষে পাঁচ মাইল পাহাড়ি জনপদ অতিক্রম করে ভোট দেয়া সম্ভব হয়নি। মিনতি দেবীর মতো ননী বালা, অপূর্ব দেব, সত্যপদ রায়, বিষ্ণু রায়েরও একই অবস্থা। এ বছর পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়। সাতকানিয়া থেকে বাঁশখালীর যাত্রাপথের রাস্তাটির অবস্থা এতোই নাজুক যে, বলার ভাষা নেই। নির্বাচনের দিন সাতকানিয়া শহর পার হয়ে দেখা যায়, পথে পথে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু নর-নারী। সাংবাদিকদের গাড়ি দেখে থামিয়ে, তাদের আকুতি একটাই— 'আমরা জানি না কোন কেন্দ্রে ভোট দেব।' অনুসন্ধানে জানা গেছে, সাতকানিয়ার প্রায় ৪০ হাজার সংখ্যালঘু ভোটারের মধ্যে ভোট দিতে পেরেছেন মাত্র ১০ ভাগ,

তাও অনেক কষ্ট করে খুঁজে নিতে হয়েছে কেন্দ্র। পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের ভোট নষ্ট করা হয়েছে। বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের ভোটাধিকার থেকে।

অভিযোগ রয়েছে, যেখানে সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট রয়েছে তাদের সেন্টার নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাঁচ মাইল দূরে। তারা যাতে ভোটকেন্দ্রে যেতে না পারে, জামায়াত নেতারা সে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নৌকার পক্ষের কোনো ভোটার কার্ডও পৌঁছেনি সংখ্যালঘু শ্রেণীর কাছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ অক্টোবর ২০০১

(৭৫)
বিভিন্ন স্থানে অনিয়ম ও জাল ভোট প্রয়োগ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ফেনীতে ৬০ হাজার সংখ্যালঘু ভোটার ভোট দিতে পারেনি? প্রশাসনের সহায়তায় হিন্দুদের ভোটকেন্দ্রে যেতে দিতে বাধা, ফেনী-২ ও ৩ আসনে নির্বাচন স্থগিতের দাবি

শাহরিয়ার কবির/পিনাকী রায়/নারায়ণ সেন গুপ্ত ঃ ফেনীতে নির্বাচনে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়েছে। সেখানে ৬০ হাজার হিন্দু ভোটার ভোট দিতে পারেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিএনপির কর্মীরা প্রশাসনের সহায়তায় আওয়ামী লীগ কর্মী ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়। এবং পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। জেলা আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য প্রগতিশীল সংগঠনগুলো নতুন প্রশাসনের অধীনে ফেনী-২ এবং ফেনী-৩ আসনে পুনরায় নির্বাচন দাবি করেছে। ফেনী-২ আসনে আওয়ামী লীগ-৪৯টি কেন্দ্রে ভোট বাতিল করার দাবি জানিয়েছে।

অপরদিকে প্রশাসন ফেনী-৩ আসনের ৩টি এবং ফেনী-২ আসনের ১টি বাতিলের কথা জানিয়েছেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে পৃথক পৃথক ঘটনায় ২০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। ৪ থেকে ৫টি কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটে।

ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা ফেনী-৩ চরগনেশ, চরচান্দিয়া, দক্ষিণ পূর্ব চরচান্দিয়া, ছাড়িৎকান্দি, চরশাহভিখারী, দাসেরহাটসহ হিন্দু অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামের মানুষকে সন্ত্রাসীরা ভোটের আগের রাতে হুমকি দিয়ে আসে। হুমকির মুখে তারা গতকাল ভোররাতে থানার সামনে অবস্থান নেন। দুপুরের পর সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তারা এলাকায় ফিরে যান। কিন্তু তারা ভোট দিতে পারেনি। একই এলাকার চরশাহভিখারী গ্রামের হিন্দু পরিবারের একজন কিশোরী মেয়েকে সন্ত্রাসীরা তুলে নিয়ে যায়। রাতভর নির্যাতনের পর তাকে তারা মুক্তি দেয়। নির্বাচনের আগে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সহিংস ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে এনএসআই-এর এক কর্মকর্তার সূত্রে জানা গেছে।

ফেনী জেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি আজিজ আহমেদ চৌধুরী, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দত্ত, ৬০ হাজার হিন্দু ভোট দিতে পারেনি বলে অভিযোগ করে নতুন প্রশাসনের অধীনে পুনরায় নির্বাচন দাবি করেছে। জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৪৯টি কেন্দ্র বাতিলের দাবি জানানো হয়। ফেনী ৩ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাহবুবুল আলম তারা গতকাল বিকালে এক সংবাদ সম্মেলনে এমন অরাজকতাপূর্ণ নির্বাচন তিনি দেখেননি বলে নতুন প্রশাসনের অধীনে পুনরায় নির্বাচন দাবি করেছেন।

গতকাল ৮টা থেকেই সব ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। সোনাগাজী ছাড়া আর সব জায়গায় ভোটাররা ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে সকাল ৭টা থেকে ভোট দিতে আসে। ফেনী সদর পিটিআই স্কুলসহ অন্যান্য জায়গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোকজন ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত ছিল। সকলের মধ্যে উৎসব আমেজও লক্ষ্য করা গেছে।

ফেনীতে আওয়ামী লীগ অধ্যুষিত এলাকায় বিএনপি পোলিং এজেন্টরা এবং বিএনপি অধ্যুষিত এলাকায় আওয়ামী লীগ পোলিং এজেন্টরা উপস্থিত থাকতে পারেনি। সেনা বাহিনী বিডিআর, পুলিশ, মূলত শহর এলাকার রাস্তায় টহল দিয়েছে। গ্রাম এলাকায় তাদের উপস্থিতি কম থাকায় নানা ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে।

এদিকে ফেনী নির্বাচন কন্ট্রোলরুমে সোনাগাজী সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কন্ট্রোলরুম সূত্রে জানা যায়, ফেনী-৩ আসনের ভূঞ্যারহাট,বটতলী, চরলালা কেন্দ্রগুলোর ভোট স্থগিত করা হয়েছে। এ সময় ফেনী-২ আসনের বিরিঞ্চি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মারুয়ার চরে ভোট স্থগিত করা হয়। এ আসনগুলোতে ভোটার সংখ্যা ১১ হাজার।

ফেনী-৩ আসনের ভূঞ্যারহাট কেন্দ্রে ৬ জন সন্ত্রাসী এসে ২০ রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে প্রিসাইডিং অফিসার মোস্তফা কামাল এবং পুলিশ কনস্টেবল সিরাজকে মারধর করে ৩টি ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেয়। এ সময় পুলিশ ২ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। পুলিশের ৮ রাউন্ড গুলি সন্ত্রাসীরা ছিনিয়ে নিয়েছে।

এদিকে গত শনিবার রাত ৩টায় সন্ত্রাসীরা সদর থানার বেতাগা ইউনিয়নে আবুল কাশেম নামে এক সন্ত্রসীকে গুলি করে হত্যা করে। আওয়ামী লীগ-বিএনপি উভয় দলই তাকে নিজেদের কর্মী বলে দাবি করেছে।

ফেনী-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন (ভিপি জয়নাল) ফাঁকা মাঠে নির্বাচন করেছেন কিনা জানতে চাইলে বলেন, ফাঁকা মাঠে নয়। প্রতিদ্বন্দ্বি স্বশরীরে নেই তবে তার কর্মী রয়েছে।

ফেনী-১ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী কর্নেল জাফর ইমাম প্রশাসন খালেদা জিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেছে বলে অভিযোগ করেন।

অপরদিকে ফেনী জেলার প্রশাসক ভোরের কাগজসহ অন্যান্য কয়েকটি দৈনিকের সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ভোট সুষ্ঠু এবং অবাধ হয়েছে। যেখানেই গণ্ডগোল প্রশাসন সেখানে শক্ত হাতে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

ভোরের কাগজ, ২ অক্টোবর ২০০১

(৭৬)
সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ভয়ভীতি দেখিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করেছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে যা আশঙ্কা করা হয়েছিল বহু স্থানে তাই ঘটেছে। ব্যাপক ভয়ভীতি-সন্ত্রাস ছড়িয়ে তাদেরকে নানাভাবে ভোট দেয়া থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা চালিয়েছে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি। তাদের সঙ্গে জুটেছিল জাতীয়তাবাদী নামধারী দলটিও। পিরোজপুরে জামায়াতীদের হাতে আহত হয়েছে ৩৩ জন। বরিশালের চারটি আসনের বেশীর ভাগ কেন্দ্রে প্রকাশ্যেই বাধা দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘুদের। ফেনীতে সংখ্যালঘু এক যুবতী ধর্ষিত হয়েছে।

ভোট দিতে বাধা দেওয়া ছাড়াও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সংখ্যালঘু কর্মকর্তাদেরও নির্বাচনের দিন হয়রানির খবর পাওয়া গেছে। সংখ্যালঘুদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জানা গেছে। ভোটার না করার অপচেষ্টার শিকার হয়েছেন দেশের বিশিষ্ট ব্যাক্তিসহ অনেকে। উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ভোটার তালিকা থেকে তাদেরকে বাদ দেয়ার বিষয়টি ভোট দিতে গিয়ে জানা গেছে।

নির্বাচনের আগে ব্যাপকভাবে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, বোমাবাজি, লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ নানা ভয়ভীতি প্রদর্শনের নিরিখে দেশের পৌনে এক কোটি সংখ্যালঘু ভোটারের মধ্যে বিপুলসংখ্যক ভোট দিতে পারবেন না বলে পর্যবেক্ষকরা ধারণা করেছিলেন।

পিরোজপুর সদর উপজেলার ৭২টি কেন্দ্রের ৪০টিতে কুখ্যাত রাজাকার দিইল্যা ওরফে জামায়াতী দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের উপর বার বার হামলা চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ভোট দিতে দেয়নি। উমেদপুর, দূর্গাপুর, টোনা, ডাকাতিয়া, হুলারহাটে জামায়াতী সন্ত্রাসীদের হাতে ৩৩ জন সংখ্যালঘু আহত হয়েছে। উমেদপুরে স্বপ্না নামের একজন ভোটারকে মারধর করে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়।

বরিশালের ভুরঘাটা কেন্দ্রেও ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ কেন্দ্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা যাতে কেন্দ্রে না যেতে পারেন সেজন্য সকালেই বিএনপির কর্মীরা বিবাদ বাঁধিয়ে দিয়ে ব্যালট পেপার লুট করে নিয়ে যায়। উদ্ধারকৃত একটি বই সেনা সদস্যদের কাছে জমা দেয়া হয়েছে।

ফেনীর তিনটি আসনের ৩০টি কেন্দ্রে সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। সারা দিন তাদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত একটি গ্রামে হামলা চালিয়ে তাদের ভিটে ছাড়া করা হয়।

শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের নেতা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নির্মল সেনই ভোটার হতে পারেননি! তাঁর মত খোদ রাজধানীতেই সংখ্যালঘু অনেকেই ভোটার হতে পারেননি। মুগদাপাড়ায় এক সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের নাম-ধাম লিখে নিয়ে তাদেরও আর ভোটার করেনি। শ্যামপুরে একটি পরিবারের সদস্যদের নাম ধাম লিখে পরে একটি স্লিপ দিলেও ভোটার তালিকায় তাদের নাম ওঠেনি। ভোট দিতে গিয়ে তারা জানতে পারেন যে তাদের নাম তালিকায় নেই।

প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার হিসাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার পরও ভোটের দিন অনেক সংখ্যালঘু অফিসারকে দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হয়নি বলে জানা গেছে। রাজধানীতেও মানিকনগরের একটি ভোট কেন্দ্রে এ ধরনের একটি ঘটনা জানা গেছে। মডেল হাই স্কুলের পোলিং অফিসার হিসাবে বঙ্গভবন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ রায় গতকাল দায়িত্ব পালন করতে গেলে তাঁকে জানানো হয় যে,তাঁকে পোলিং অফিসারের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ দিয়ে একজন শিক্ষককে তাঁর অগোচরে বাদ দেওয়ার কোন ব্যাখ্যা কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার দিতে পারেননি।

সাতক্ষীরার তালা ও শ্যামনগরের ৪টি কেন্দ্রে সংখ্যালঘুদের ভোট দানে বাধা দেয়া হয়েছে। সকাল ১১টা পর্যন্ত ধানদিয়া উত্তর সারসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আলীপুর কেন্দ্রে মহিলাদের বুথে ঢুকে ভোটদানে বাধা দেয়ায় হাজী নাজিমউদ্দিন নামে এক জামায়াত নেতাকে সেনা সদস্যরা গ্রেফতার করে।

পাবনার সুজানগরে মানিকদিয়ার গ্রামে সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে সেনা ও পুলিশ সদস্যরা ছাত্রদল নেতা ফজলুর রহমান ফজলুকে গ্রেফতার করে। পটুয়াখালির কলাপাড়ায় ৪টি কেন্দ্রে বহু সংখ্যালঘুর ভোট আগেই দেয়া হয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নৌসেনাদের উপস্থিতিতে নির্ভয় পেয়ে মংলায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে অনেকে ভোট দিতে যান। তবুও ভোট কেন্দ্রে তাঁদের উপস্থিতি ছিল কম। হবিগঞ্জ থেকেও সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বাধার খবর পাওয়া গেছে। সদর থানার নোয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে কিছু সংখ্যালঘু সেনা সদস্যদের সহায়তায় ভোট দিতে সক্ষম হন। রাজশাহীর তানোর-গোদাগাড়ি আসনে আদিবাসিরা হুমকির মুখে ভোট দিতে পারেননি। তবে সেনা সদস্যদের সহযোগিতায় তাঁদের একটি অংশ ভোট দিতে পেরেছেন।

ঠাকুরগাঁও-১ আসনে সংখ্যালঘুদের অনেকের বাড়িতে হামলা হয়েছে। অনেক কেন্দ্রে তাদেরকে ভোট দানে বাধা দেয়া হয়েছে। পুরনো ঠাকুরগাঁও হাইস্কুল কেন্দ্রে জানানো হয় যে তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে।

সিলেট শহরের শিববাড়ির পথ্যপাড়াতে রবিবার গভীররাতে ১৫টি সংখ্যালঘু পরিবারের ঘরে তালা লাগিয়ে আসা হয়। সকালে তালা ভেঙ্গে তাদের বের করে আনা হয় ও এলাকার প্রায় ৭০০ ভোটার প্রতিবাদ মিছিল করে ভোট দিতে আসেন।

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় ৪০ হাজার সংখ্যালঘু ভোট দিতে পারেনি জামায়াত-বিএনপি সন্ত্রাসীদের বাধায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ অক্টোবর ২০০১

(৭৭)
সিলেটে ১৫ টি সংখ্যালঘু পরিবারের ঘরে তালা পরে পুলিশের সাহায্য নিয়ে মিছিল করে গিয়ে ভোটদান

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ঃ গভীর রাতে অস্ত্রধারী কিছু সন্ত্রাসী ১৫টি সংখ্যালঘু পরিবারের লোকদের ঘরে তালাবদ্ধ করে ভোট দিতে না যাওয়ার জন্য শাসিয়ে যায়। রাতের এই ঘটনায় হিন্দু মহল্লার মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পুলিশ সোমবার সকালে এলাকায় গিয়ে ঘরের তালা ভেঙ্গে দিয়ে আসে। সংখ্যালঘুরা সোমবার মিছিল সহকারে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।

জানা যায়, পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের আওতাধীন পথ্যপাড়া এলাকায় ৬৮৭ জন হিন্দু ভোটার রয়েছে। রবিবার রাত আড়াইটায় ১৫/১৬ জনের অস্ত্রধারী যুবক পথ্যপাড়ায় প্রবেশ করে সংখ্যালঘুদের ১৫টি ঘরে তালা ঝুলিয়ে সোমবার ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য শাসিয়ে যায়। এই এলাকাটি সিলেট-১ আসনের অন্তর্ভূক্ত। পথ্যপাড়ার সংখ্যালঘু ভোটাররা স্থানীয় জহির তাহির উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে সোমবার সকালে একত্রিত হয়ে মিছিল সহকারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যায়। এই ঘটনা নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সন্ত্রাসীরা একই এলাকার লোক বলে অভিযোগে জানা যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ অক্টোবর ২০০১

(৭৮)
পিরোজপুরে জামাত শিবিরের তাণ্ডব

দেবাশীষ কুমার লিটু ঃ পিরোজপুরের নাজিরপুরে জামাত কর্মীরা সাতিয়া বাজারে লুটপাট করেছে। তারা আওয়ামী লীগ কর্মী বিনয় রায়কে মারধর করেছে। সেখানে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

একই থানার টোনা ইউনিয়নে কুণ্ডু বাড়ি লুটপাট এবং বাড়ির লোকজনদের মারধর করা হয়। পিরোজপুর পৌরসভার নামাজপুরে শিশির হালদারকে মারধর করেছে। সদর উপজেলার আলমকাঠিতে পিন্টুর মাতাকে জামাত শিবির কর্মীরা মারধর করে। তাকে পিরোজপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ৩ অক্টোবর ২০০১

(৭৯)

রাজধানীতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নির্বাচনে চারদলীয় জোটের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর রাজধানীর অনেক স্থানে জোটের কর্মীরা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। তারা সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারে 'শিক্ষা দেয়ার' হুমকি দিচ্ছে। জোটকর্মীরা অনেক স্থানে ভেঙ্গে ফেলেছে উন্নয়ন ফলক। মিরপুর এলাকায় এসব ঘটনা নিয়ে রীতিমত উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ ছাড়া মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শুকলাল দাস লেনে একটি হিন্দু বাড়িতে হামলা চালায় একদল বিএনপি কর্মী। সন্ধ্যায় স্থানীয় বিএনপি নেতার সঙ্গে আসা একদল সন্ত্রাসী ওই বাড়িতে ঢুকে বাড়ির লোকজনকে শাসিয়ে আসে। তারা হুমকি দিয়ে বলে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। রাতের এই হুমকির পর ওই পরিবারটি আতঙ্কে রয়েছে। তারা টেলিফোনে এই আতঙ্কের কথা আমাদের জানান।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ৩ অক্টোবর ২০০১

(৭৯)
সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, ভোলাবাসীর আতঙ্ক কাটছে না

গোলাম কিবরিয়া, ভোলা থেকে ঃ কোনো ধরনের বড় সহিংস ঘটনা ছাড়াই গত সোমবার ভোলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও আতঙ্ক কাটেনি ভোলাবাসীর। গতকাল মঙ্গলবার ভোটের পরদিন জেলা সদরের রাস্তাঘাট ছিলো ফাঁকা। রাস্তাঘাটে গাড়ি-ঘোড়া ও মানুষের উপস্থিতি ছিলো একেবারেই কম। অধিকাংশ দোকানপাট ছিলো বন্ধ। শহরজুড়ে বিরাজ করছিলো এক থমথমে পরিবেশ। এর মধ্যে মাঝে মাঝে রাজপথ সচকিত করে ছুটে গেছে বিজয়ের রঙ মাখানো বিএনপি সমর্থকদের মাইক্রোবাস, আনন্দ মিছিল।

তবে গতকাল বিক্ষিপ্তভাবে শহরে বোমা ও গুলির শব্দ শোনা গেছে। সেটা বিজয়ীদের না পরাজিতদের বুঝতে না পেরে শঙ্কায় ছিলো সাধারণ জনগণ। ভোলার রাজনীতির সাধারণ সমীকরণ পাল্টে দিয়ে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা তোফায়েল আহমেদ জেলার তিনটি আসনেই (ভোলা-১, ২, ৩) পরাজিত হওয়ায় জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেই অনিশ্চয়তায় ভুগছে মানুষ। গত পাঁচ বছর কোনঠাসা বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাদের হৃত প্রভাব ফিরিয়ে আনতে কোন পথে এগোবে, সেটাও সাধারণ মানুষের শঙ্কার আরেকটি কারণ।

বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর কিছু কিছু স্থানে বিএনপি কর্মীরা আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বাড়িতে হামলা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বোরহান উদ্দিন উপজেলার পক্ষিয়ায় রায় মোহন ডাক্তারের বাড়িতে গত সোমবার মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর আক্রমণ চালায়। এখন পর্যন্ত ওই এলাকার বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবার বাড়ি ফিরতে সাহস পাচ্ছে না বলে জানা গেছে।

সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, গত সোমবার সন্ত্রাসীদের হামলার পর থেকেই তারা বাড়িছাড়া। সেদিন সকালে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সময় তাদের ওপর হামলা হয়। এতে যাদব দাস, গৌরাঙ্গ ঝালুইকর এবং দক্ষিণা মৃধাসহ ছয়জন মারাত্মকভাবে আহত হন। সন্ত্রাসীরা তাদের রামদা ও ড্যাগার দিয়ে কুপিয়ে সেখানে ২৪টি ঘরে লুটপাট করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এ সময় তারা দুটি মন্দিরও ভাঙচুর করেছে বলে জানান।

তোফায়েল আহমেদ তার আসনে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তবে স্থানীয় প্রশাসনের কারণে নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনী তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেনি। বেশিরভাগ কেন্দ্রেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে মাদ্রাসার শিক্ষকদের পোলিং এজেন্ট ও প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘু ভোটারদের কেন্দ্রে যাওয়ার পথে বাধা দেয়া হয়েছে।

তবে কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তিনি নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ বা বর্জন কোনটাই করবেন না বলে জানান। তোফায়েল আহমেদ গতকাল বিকেলে ঢাকার উদ্দেশে ভোলা ত্যাগ করেছেন।

নির্বাচনে তোফায়েল আহমেদের পরাজয়ের বিষয়টি ছিলো গতকাল ভোলা শহরের প্রধান আলোচনার বিষয়। লোকজনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য পাওয়া গেছে। সাবেক জেলা ছাত্রলীগ নেতা ও তোফায়েল আহমেদ দেশের জাতীয় রাজনীতিতে অনেক উপরে চলে যাওয়ায় সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে তার কিছুটা দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রী থাকাকালে তিনি দলের কর্মীদের চেয়ে নিজের আত্মীয়স্বজনদের বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন বলেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। এসব কারণেই তিনি নির্বাচনে দলের অনেক কর্মীর সহযোগিতা পাননি।

এদিকে চারদলীয় জোটভুক্ত জাতীয় পার্টির (না-ফি) সভাপতি নাজিউর রহমান মঞ্জুর আজ বুধবার ভোলায় আসছেন। ভোলা শহরের নতুনবাজার চত্বরে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ভোলা-১ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ভোলা-২ হাফিজ ইব্রাহিম, ভোলা-৩ মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং ভোলা-৪ নাজিমউদ্দিন আলমকে সংবর্ধনা দেয়া হবে। নাজিউর রহমান মঞ্জুর এ সংবর্ধনায় যোগ দেবেন।

প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর ২০০১

(৮০)
খুলনায় জামায়াতের মিছিল থেকে মন্দিরে হামলা ঃ প্রতিমা ভাঙচুর

খুলনা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জেলার পাইকগাছা উপজেলাধীন হোগলার চর ও কানাখালি নামক স্থানে হামলা চালিয়ে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। হামলায় প্রতিমা গড়ার সময় ভাস্কর জলিল কয়াল (৪০) আহত হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে।

পাইকগাছা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, পাইকগাছা কয়রা থেকে নির্বাচিত জামায়াত প্রার্থীর সমর্থকরা বিজয় মিছিল বের করে। তিন-চারশ' সমর্থকের মিছিলটি মন্দির এবং কানাখালি মনসা মন্দিরে হামলা করে। মন্দিরে প্রতিমা গড়ার কাজে ব্যস্ত ভাস্কর বাধা দিলে মিছিলকারীরা তাকে মারধর করে। এতে ভাস্কর পুলিন কয়ালের বাম চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। হামলাকারীরা কয়েকটি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ৩ অক্টোবর, ২০০১

(৮১)
বান্দরবানে বীর বাহাদুর নির্বাচিত ঃ বৌদ্ধমন্দিরে হামলা চালিয়ে মূর্তি ভাঙচুর করেছে বিএনপি সন্ত্রাসীরা

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ গতকাল বুধবার বান্দরবান নির্বাচনী ফল ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মিয়া মোস্তাক আহমদ আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী বীর মাহাদুরকে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণায় বান্দরবানে বিজয়ের উল্লাস কিংবা পরাজয়ের গ্লানি কিছুই ছিলো না। বীর বাহাদুর ভোট পেয়েছেন ৩৯ হাজার ৫৫০, চারদলীয় (বিএনপি) ম্যা মা চিং পেয়েছেন ৩৮ হাজার ৬৯৭ ভোট। এ বিজয়ের পর বীর বাহাদুর বলেন, এ বিজয়ে খুশি হওয়ার কিছু নেই। তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ এনেছেন। বিএনপি প্রার্থী ম্যা মা চিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে দলীয় সূত্র জানায়, তিনি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন।

এদিকে গতকাল সকালে ফল ঘোষণার আগে বিএনপির একদল সমর্থক গোয়ালিখোলার আদিবাসী এলাকার একটি বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা চালিয়ে বুদ্ধমূর্তি ভেঙে ফেলে এবং মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

আজকের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৮২)
বরিশালে বিএনপির তাণ্ডব : সংখ্যালঘুদের নির্যাতন হুমকি বাড়িঘরে হামলা ভাংচুর চলছে দখল পাল্টাদখল

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ঃ বরিশালে বিএনপি কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে তাণ্ডব শুরু করেছে। তারা সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিচ্ছে । সূত্র জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বিএনপি কর্মীরা নগরীর ভাটিখানার সংখ্যালঘু এলাকার ব্যবসায়ীদের দোকানপাটে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে, দোকানে লাঠি দিয়ে আঘাত করে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এখানকার সাহাপাড়া, ঘোষবাড়ি, বোসবাড়িতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নৌকায় ভোট দেবার অভিযোগ এনে নানা ভাবে হুমকি ও আতঙ্কের সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানকার মুন্সিবাড়ী গলির আওয়ামী লীগের এক সংখ্যালঘু নারী কর্মীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপর এক সংখ্যালঘু নারী আওয়ামী লীগ কর্মীর স্বামীকে গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়া হয়েছে। বরিশাল নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম আব্বাস চৌধুরী দুলাল বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর হামলা-হুমকির নিন্দা করেছেন।

বিএনপি সমর্থকরা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের ইল্লাগ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী বাবু দত্তর বাড়ীতে হামলা করে। তারা ঐ বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করে। এমনকি তারা এখানকার খ্যাতনামা পল্লী চিকিৎসক বাবু দত্তের বৃদ্ধ বাবা পরেশ দত্তকে মারধর করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৮৩)
হুমকি, নির্যাতন ও বাড়ি ঘরে হামলার অভিযোগ ভোলার ৪টি আসনের প্রায় এক লাখ সংখ্যালঘু ভোটার ভোট দিতে পারেনি

রহিম হারমাছি, ভোলা থেকে ফিরে ঃ এক লাখ সংখ্যালঘু ভোটার গত ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলার চারটি আসনে ভোট দিতে পারেনি। ভোটের আগের কয়েকদিনে এবং ভোটের দিন সকালে সংখ্যালঘুদের ওপর অমানসিক নির্যাতন, হুমকি, বাড়ি-ঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের কারণে ভীত সতন্ত্র হয়ে তারা ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রেই যায়নি। এ সুযোগে বিএনপি ও নাজিউর রহমানের সন্ত্রাসীরা ভোট কেন্দ্র দখল করে সংখ্যালঘুদের ভোট চার দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। অল্প সংখ্যক সংখ্যালঘু ভোটার ভোট কেন্দ্রে গেলেও তারা আতঙ্কের মধ্যে ভোট দিয়েছে। আর এই কারণে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ভোলা-১,২ও ৩ আসনের প্রার্থী সাবেক শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ তিন আসনেই ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। এদিকে নিরাপত্তাহীনতায় সংখ্যালঘুরা আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

ভোটের দিন ভোলার চারটি আসনের বেশ কয়েকটি ভোট কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে,কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটারদের উপস্থিতি নেই বললে চলে। দু-একজনকে দেখা গেলেও তাদের চোখে মুখে ছিল ভয়ের ছাপ। খুবই অসহায় দেখাচ্ছিল তাদের।

ভোটের দিন সকাল ৮টায় ভোলা-২ আসনের টঞ্জী ইউনিয়নের রায় মোহন ডাক্তারের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ২৪টি ঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে সংখ্যালঘু ভোটারদের এলাকা থেকে বের করে দেয়। সংখ্যালঘু ভোটাররা আতঙ্কিত হয়ে পাশের একটি মুসলিম বাড়িতে আশ্রয় নিলে সেখানেও তারা আক্রমণ চালায়। সন্ত্রাসীরা দুটি মন্দিরও ভাংচুর করে। সন্ত্রাসীদের হামলায় ছয়জন মারাত্মক আহত হয়। যে মুসলিম বাড়িতে সংখ্যালঘুরা আশ্রয় নিয়েছিল সে বাড়ির মালিক কাঞ্চন মাতব্বরও (৪৮) মারাত্মক আহত হন। আহত অন্যরা হলেন, মনির, যাদব দাশ, গৌরাঙ্গ ঝালাইকার, দক্ষিন মৃধা ও মাধব। স্থানীয় বিএনপি নেতার নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা এ হামলা চালায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। হামলার শিকার হয়ে ২৪টি পরিবারের সংখ্যালঘু সদস্যরা এখন ভোলা শহরে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে অবস্থান করছে। ভোট শেষ হলেও তারা এলাকায় ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না।

ভোটের দুদিন আগে ভোলা-৩ আসনের লালমোহনে বিএনপির সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছয়টি গরু নিয়ে গিয়ে জবাই করে খেয়েছে। এ দুটি এলাকায় পরিদর্শনে গেলে একাধিক সংখ্যালঘু এ অভিযোগ করেন। কিন্তু নাম প্রকাশ না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন তারা। ভোটের কয়েকদিন আগে থেকেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় সন্ত্রাসীরা এ ধরনের হামলা, ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি, কেন্দ্রে গেলেই জবাই করা হবে বলে ধারাবাহিক ভাবে নির্যাতন করে আসছিল। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, জেলার চারটি আসনে মোট ভোটার ৮ লাখ ১ হাজার ২৮৭ জন। এর মধ্যে ভোলা-১ আসনের ১ লাখ ৫২ হাজার ৭৫৩ জন ভোটারের মধ্যে ৮ থেকে ৯ শতাংশ ভোটার সংখ্যালঘু। ভোলা-২ আসনে ১ লাখ ১১ হাজার ৮২৪ জন ভোটারের মধ্যে ২০ থেকে ২২ শতাংশ, ভোলা-৩ আসনে ১ লাখ ৬২ হাজার ৪৪৩ জন ভোটারের মধ্যে ৩০ থেকে ৩২ শতাংশ এবং ভোলা-৪ আসনের ২ লাখ ৭৪ হাজার ২৬৭ জন ভোটারের মধ্যে ১০ থেকে ১২ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার।

ভোলা জেলা প্রশাসক কবির মোঃ আশরাফ আলম সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। ভোট গ্রহণ শেষে ঐ দিন বিকেলে তিনি তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, বহু লোক ভোট দিতে যেতে পারেনি সন্ত্রাসীদের হামলার ভয়ে।

ভোটের পরদিন সকালে নিজ বাসভবনে ভোলা-১,২ও ৩ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও সাবেক শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ভোরের কাগজের এ প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপকালে অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় প্রশাসন, সেনা বাহিনী, বিএনপি ও নাজিউর রহমানের সন্ত্রাসীরা একজোট হয়ে তাকে পরাজিত করেছে। তিনি বলেন, নৌকার ভোটারদের এবং সংখ্যালঘু

সম্প্রদায়কে ভোট কেন্দ্রে আসতে বাধা দেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের এজেন্টদের ভোট কেন্দ্রে থেকে মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে।

তোফায়েল আহমেদ বলেন, এবারের নির্বাচনে জনগণের আশা-আকাঙ্খার রায়কে বানচাল করা হয়েছে। তিনটি আসনের অনেক ভোটকেন্দ্র সন্ত্রাসীরা দখল করে ইচ্ছে মত ব্যালট পেপারে সিল মেরেছে। তিনি বলেন, সেনা বাহিনীর সদস্যরা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করেনি। বরং চারদলীয় প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করেছে।

তোফায়েল আহমেদ এবারের নির্বাচনকে স্থানীয় প্রশাসন ও সেনা বাহিনীর সদস্যদের সাজানো নাটক হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, যে কেন্দ্রগুলো বিএনপির সন্ত্রাসীরা দখল করে ছিল, সেখানে সেনা বাহিনী যায়নি অথচ যেখানে সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহন চলছিল সেখানে গিয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

ভোরের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৮৪)
যশোরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ॥ ৮ জন আহত

মতিনুজ্জামান মিটু ঃ যশোর সদর থানার বিজয়নগর গ্রামে নির্বাচন-উত্তর সহিংস ঘটনায় গতকাল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৮ জন আহত হয়েছে। আহতরা হচ্ছে সুভাষ ঘোষ, বিমল ঘোষ, উত্তম ঘোষ, আবির, অরুন, টুটুল ও সুব্রত।

কলেজে আসার পথে আবিরকে বেধড়ক পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়। এছাড়া বিজয়নগর গ্রামে হামলা চালিয়ে সুভাষ ঘোষ, বিমল ঘোষ, উত্তম ঘোষ ও চিত্ত ঘোষসহ কয়েকজনকে আহত করা হয়। চূড়ামনকাঠির চিহ্নিত সন্ত্রাসী তোতা, নাটা, বদর সিদ্দিক ও সলেমান এ হামলা চালায় বলে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

কেশবপুরের মঙ্গলকোটে বিএনপির লোকজন আশুতোষ ও শিবপদ কুণ্ডুর দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এ ছাড়া পাঁজিয়া বাজার-এ ভোগতি গ্রামের চিত্ত সাহার বাড়িতেও হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়েছে। শার্শার নিজামপুরে এক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান হিন্দুদের বাজারে আসতে নিষেধ করেছেন।

আজকের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৮৫)
নারায়ণগঞ্জে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা ॥ গুলিবর্ষণ

নারায়নগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের ওপর হামলা অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া বিএনপির ক্যাডাররা অস্ত্রের মুখে সূতা ভর্তি ট্রাক ছিনতাই করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল রোববার ভোরে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী দেওভোগ এলাকায় অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ আখড়ার সাইনবোর্ড ও জানালা লক্ষ্য করে গুলি করে। সন্ত্রাসীরা পরে মন্দিরের সঙ্গে অবস্থিত লোকনাথ ব্রক্ষচারীর আশ্রমে গুলি করে। প্রায় একই সময়ে একদল সন্ত্রাসী শহরের গলাচিপা এলাকায় অবস্থিত রামকানাই জগন্নাথ জিউর মন্দিরে হামলা চালায় এবং এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে। না.গঞ্জ কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদের কার্যালয় এখানে অবস্থিত। দুটি ঘটনাতে কেউ অবশ্য আহত হয়নি। এদিকে সংখ্যালঘুদের ওপর সশস্ত্র হামলা হলেও স্থানীয় পুলিশ এ

ব্যাপারে রহস্যজনক নীরবতা পালন করছে। ভোরে ঘটনা ঘটলেও রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ কোন কার্যকর ভুমিকা নেয়নি। সারা দিন অসংখ্য বার চেষ্টা করেও থানার ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আখড়ার সেবায়েত রাজেন্দ্র প্রাসাদ ঝা বলেছেন,সন্ত্রাসীদের এই হামলায় এ এলাকায় বসবাসকারী হাজার হাজার হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের মাঝে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তবে সন্ত্রাসীদের তিনি চিহ্নিত করতে পারেননি বলে জানান। তারা কয়েক রাউন্ড গুলি করে। স্থানীয় বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডাররা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভোরের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৮৬)
সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের বাড়ীতে হামলা

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের ওপর হামলা হইয়াছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

নরসিংদী ঃ গতকাল রায়পুরা থানার আমিরগঞ্জ ইউনিয়নের রহিমাবাদ গ্রামের প্রীতিবাবুর বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রায় শতাধিক লোক মিছিল সহকারে উক্ত বাড়িতে যাইয়া আগুন লাগায়। ইহাতে ঘর সহ সমস্ত কিছু ভস্মীভূত হয়। এই বাড়ীর আশে পাশে অন্যান্য সংখ্যালঘুর বাড়ীতে হামলা-লুটপাট চালান হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ায় এই হামলা চালান হয় বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

মনোহরদী থানার দৌলতপুর ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর ও হরিনারায়নপুর গ্রামে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ীতে বিএনপি সন্ত্রাসীরা হামলা চালাইয়া ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করিয়াছে। এই সময় বহু লোক গুরুতর জখম হইয়াছে। স্থানীয় একটি মন্দিরেও হামলা হইয়াছে। সদর থানার পাঁচদোনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতা মহাদেব দাসের হোটেল ও মিষ্টির দোকানে হামলা চালাইয়া ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।

যশোর ঃ গতকাল শহরের মোল্লাপাড়া এলাকার একদল সন্ত্রাসী সদর উপজেলার বিজয় নগর গ্রামে কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের উপর চড়াও হয়। সন্ত্রাসীরা পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারপিট করিলে অন্ততঃ ১০ জন আহত হয়। তন্মধ্যে অধির কুমার ঘোষ নামক একজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। আহতদের সকলেই আওয়ামী লীগের সমর্থক। অভয়নগর উপজেলার সুন্দলী, বেদভিটা, বলারাবাদ, আন্দা, ডুমুরতলা, এক্তারপুর, সিদ্দিপাশা, বাঘুটিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে একই সম্প্রদায়ের লোকজনের উপর সোমবার রাত্রি হইতে অত্যাচার-নির্যাতনসহ নানা ভয় ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে। শার্শা ও কেশবপুর উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাসমূহেও সহিংস ঘটনা ঘটিতেছে।

বান্দরবান ঃ বান্দরবান আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বীর বাহাদুর বিজয়ী হওয়ায় প্রতিপক্ষরা প্রতিহিংসা মূলকভাবে উপজাতিপাড়া ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা করিয়াছে। ইউপি চেয়ারম্যান জলেককান্তি তংচঙ্গা জানান, সদর উপজেলাধীন গোয়ালীয়াখোলা সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী উপজাতি রোয়াজাপাড়ায় প্রতিপক্ষরা মঙ্গলবার রাতে বৌদ্ধদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়।

গাজীপুর ঃ কালিয়াকৈর উপজেলার সূত্রাপুর, কামালপুর, সাকাশ্বরসহ বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের উপর হামলার খবর পাওয়া গিয়াছে। হামলাকারীরা ঘরবাড়ী ও কয়েকটি দোকান ভাংচুর করে। হামলায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এলাকাবাসী ও পুলিস সূত্রে জানা যায়, একদল সন্ত্রাসী গতকাল বুধবার

সকালে এবং বৃহস্পতিবার রাতে উক্ত উপজেলার সূত্রাপূর, সাকাশ্বর, ও কামালপুরসহ বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ী ও দোকানপাটে হামলা চালাইয়া ভাংচুর ও লোকজনদের মারপিট করে। ইহাতে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। জনৈক প্রিয়নাথ গুরুতর আহত হইয়াছে।

মুন্সিগঞ্জঃ জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন ও হুমকি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৮৭)
কর্মীদের শান্ত রাখতে বিএনপির মাইকিং ভোলায় আওয়ামী লীগ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা

গোলাম কিবরিয়া, ভোলা থেকে ঃ ভোলায় মোটামুটিভাবে শঙ্কামুক্ত পরিবেশেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিচ্ছিন্নভাবে আওয়ামী লীগ কার্যালয়, দলের নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হচ্ছে বলে জানা গেছে। গত দুদিনে এখানে প্রথম আলোর জেলা প্রতিনিধিসহ তিনজন সাংবাদিকের বাড়িতে হামলার খবর পাওয়া গেছে।

জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার বোরহানগঞ্জে গত মঙ্গলবার সন্ত্রাসীরা স্থানীয় অতুল কুমারের বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় তারা অমল ও দীলিপ নামের দুজনকে মারধর করে। মারাত্মকভাবে আহত দুজন বর্তমানে বরিশালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

এছাড়া গত মঙ্গলবার রাতে একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী দৈনিক যুগান্তরের ভোলা জেলা প্রতিনিধি অমিত রায় অপুর বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজ করে। তাকে না পেয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র ভাংচুর করে ও কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে অপু বর্তমানে আত্মগোপন করে আছেন। অজ্ঞাত স্থান থেকে তিনি টেলিফোনে এই অভিযোগ জানিয়েছেন।

প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৮৮)
কক্সবাজারে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, প্রাণ ভয়ে ঘর ছাড়া অনেকে

চট্টগ্রাম অফিস ঃ সন্ত্রাসীরা কক্সবাজারের উখিয়ায় সংখ্যালঘুদের কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং তাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার সকাল থেকে হামলা শুরু হলে অনেক সংখ্যালঘু এলাকা ছেড়ে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে চলে আসে।

সন্ত্রাসী হামলার শিকার এমন একজন যুবক নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রথম আলোকে বলেন, বহিরাগতদের সহযোগীতায় সন্ত্রাসী নুরুল আলম, ফরিদ আলম, সুরুত আলম, জয়নাল আবেদীনসহ আরো কয়েকজন উখিয়ার হলদিয়া ইউনিয়নের রুমখাঁ পালং মহাজনপাড়ায় হিন্দুদের ওপর হামলা চালায়। নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়েছে এই অভিযোগ তুলে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে কয়েকটি বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। নারী শিশুসহ সবার ওপর নির্যাতন চালায়।

সন্ত্রাসীরা মাইকে ঘোষণা দিয়ে বলে, হিন্দুরা এখন আর বাংলাদেশে থাকতে পারবে না। আর যারা নরসুন্দর পেশায় নিয়োজিত তাদের শেভ করতে দুই টাকা চুলকাটা বাবদ তিন টাকা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর, ২০০১

(৮৯)
উখিয়ায় সংখ্যালঘু পাড়ায় হামলা

চট্টগ্রাম অফিস ঃ কক্সবাজারে উখিয়া-টেকনাফের আসনে নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি ও চারদলীয় জোটের সমর্থকরা আকস্মিক হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে ও ৭-৮ জনকে আহত করেছে। অভিযোগ করা হয়েছে, ঘটনার পর পুলিশ সেখানে গেলেও কিছুক্ষণ অবস্থান করে আবার চলে আসে। উখিয়ার হলদিয়া পালং ইউনিয়নের রুমকা পালং গ্রাম ও উত্তর ধুরুংখালী ইউনিয়নের মহাজন পাড়ায় এই তাণ্ডব চালানো হয়েছে।

আমাদের কক্সবাজার প্রতিনিধি জানান, প্রায় ৭০-৮০জন সন্ত্রাসী ও বিএনপি কর্মী স্থানীয় ডাকাত সর্দার নুরুল ইসলাম নুরু, ডাকাত সুরুত আলম, বিএনপি কর্মী ফরিদকে নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় আকস্মিকভাবে ঐ হিন্দু ও বড়ুয়া পাড়ায় হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন বয়সের লোকজনের ওপরও হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা ঐ দুটি সংখ্যালঘু পাড়ায় হামলা চালিয়ে যাওয়ার সময় হুমকি দেয়, 'তোদের হাসিনাকে বল গিয়ে এবার তোদের বাঁচানোর জন্য, তোদেরকে ভারত চলে যেতে হবে, নতুবা কেয়াং (বৌদ্ধদের মন্দির) সাক্ষী রেখে বলতে হবে আর কোন দিন আওয়ামী লীগকে ভোট দিবি না।' হামলার ঘটনার পর সংখ্যালঘুরা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ করলে তিনি সান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বলে বিদায় করে দেন। এ ব্যাপারে এখনো কোন ব্যবস্থা তার পক্ষ থেকে নেয়া হয়নি।

এদিকে ঐ সন্ত্রাসী দলটিই উখিয়ার কোর্টবাজার এলাকায় স্থানীয় বিএনপি প্রার্থীর সমর্থনে স্লোগান দিয়ে একটি মিছিল বের করে। মিছিল শেষে সন্ত্রাসীরা কোর্টবাজারে অবস্থিত ১৫/২০টি সেলুনে গতকাল থেকে চুলকাটা মাথাপিছু ৩ টাকা, শেভ করা জনপ্রতি ২ টাকা করার হুমকি দিয়েছে বলে স্থানীয় শীল কল্যাণ সমিতি অভিযোগ করেছে। নতুবা গতকাল বুধবার থেকেই তাদেরকে দোকান বন্ধ রাখার হুমকিও সন্ত্রাসীরা দিয়েছে বলে অভিযোগে জানা গেছে।

এদিকে হামলার পর প্রায় ৫ হাজার হিন্দু-বড়ুয়ার এই গ্রাম এখন জনশূন্য। স্থানীয় প্রশাসনের নীরবতায় এলাকাবাসীর মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীদের গ্রাম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়াও বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অবস্থায় সংখ্যালঘুরা দেশের রাষ্ট্রপতি ও পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

প্রসঙ্গত, কয়েক বছর থেকেই ঐ এলাকার সেলুনগুলোতে চুলকাটা ১৫ টাকা ও সেভ করা ৫ টাকা হিসাবে চালু রয়েছে।

এছাড়া সন্ত্রাসীরা উখিয়ার কোর্টবাজারে সংখ্যালঘুদের হাতে পেলে উচিত শিক্ষা দেবে বলে প্রকাশ্যে মাইকিং করছে।

ভোরের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৯০)
নরসিংদীতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়ায় গতকাল নরসিংদী রায়পুরা,মনোহরদি ও সদর উপজেলায় বিএনপি কর্মীরা সংখ্যালঘুদের বাড়ি ও দোকানে হামলা চালিয়ে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।

জানা গেছে,বুধবার দুপুরে রায়পুরা উপজেলার আমিরগঞ্জ ইউনিয়নের রহিমবাদ গ্রামের প্রীতিরঞ্জনের বাড়িতে বিএনপি কর্মীরা হামলা চালিয়ে লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেয়।

নরসিংদী সদর উপজেলায় পাঁচদোনা মোড়ে মহাদেব সাহার হোটেল 'সকাল সন্ধা' তে বিএনপি কর্মীরা ভাংচুর করে। এদিকে মনোহরদি উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতেও বিএনপি কর্মীরা হামলা চালায়। এ ব্যাপারে মনোহরদি থানায় যোগাযোগ করা হলে কর্তব্যরত দারোগা জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৯১)
বান্দরবানে নৌকায় ভোট দেয়ায় উপজাতীয়দের ওপর হামলা

বান্দরবান, ৩ অক্টোবর, সংবাদদাতা ঃ বান্দরবানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বীর বাহাদুরের জয়লাভের পর একদল সন্ত্রাসী জেলা সদর থেকে ১০কি.মি. দূরবর্তী গোয়ালিখোলার পার্শ্ববর্তী উপজাতি রোয়াজাপাড়ায় মঙ্গলবার রাতে প্রতিহিংসামূলক হামলা করেছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার চার ঘন্টার মাথায় এ হামলা হয় বলে স্থানীয় চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। পুলিশ জানায়, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। এলাকাবাসী দাবি করেছেন, হামলাকারীরা শুধু নিরীহ উপজাতিদেরই হামলা করেনি তারা ধর্মীয় উপাসনালয় কেয়াংয়ের মধ্যে ঢুকে বৌদ্ধমূর্তিসহ ধর্মীয় বইপত্র তছনছ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়। এলাকার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলা চলাকালীন দূর থেকে তিন রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা গেছে। এতে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৯২)
রাষ্ট্রপতির কাছে জাতীয় হিন্দু পরিষদের আবেদন

জাতীয় হিন্দু পরিষদের প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক এম.এল চৌধুরী স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের প্রতীমা ভাংচুর, দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি ও নির্যাতনের অবসান ঘটানোর জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "অষ্টম জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গত প্রায় একমাস যাবৎ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবের শিকার। নানাবিধ কায়দায় তাদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো হয়, যাতে তারা সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে না পারেন এটাই উদ্দেশ্য।"

সংবাদ, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৯৩)
সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বাধা দেয়া হয়েছে
ব্রতী'র নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক রিপোর্টে তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ব্রতী পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, নির্বাচনে কিছু অনিয়ম ও সংখ্যালঘুদের ভোট দানে বাধা দেয়া হয়েছে। ব্রতী ১৯টি জেলার ৬৫টি নির্বাচনী আসনে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এ তথ্য প্রকাশ করে।

ব্রতীর রিপোর্টে বলা হয়, নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচনের দিনে বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটারদের পূর্ব থেকেই ভয়-ভীতি দেখিয়ে ভোট কেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। ঝালকাঠি-১ আসনের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে ২৯ তারিখ রাত থেকেই ভোট কেন্দ্রে গেলে তাদের প্রাণনাশ করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। ওই আসনের রাজাপুর থানার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় সকল বাড়ির ভোটারদের ডেকে এনে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়। বিএনপির প্রার্থী শাজাহান ওমর ভোলা-৩ (লালমোহন-তজুমদ্দিন) আসনে তজুমদ্দিন উপজেলার ৭৮ হাজার ভোটারের মধ্যে ১০ হাজার ভোটার রয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের। এই হিন্দু ভোটারদের বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচনের আগের দিন হুমকি দেয়া হয়েছে ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য। বরিশাল শহরের উত্তরে কাউনিয়া অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভোট কেন্দ্রে না যেতে নির্বাচনের আগের রাতে বিএনপি ও জামায়াতের ক্যাডাররা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছে। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যেতে সাহস করেনি। পটুয়াখালীর বাউফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে নির্বাচনের আগের রাতে এলাকা ত্যাগ করার জন্য হুমকি দেয় চারদলীয় জোটের কর্মীরা। ফলে ওই এলাকার অধিকাংশ মানুষ আতঙ্কে নিজেদের বাড়ি ছেড়ে পরিবারসহ অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। বরিশালের বানারীপাড়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের ভোট প্রদানে বাধা প্রদান করা হয়। এখানেও ২৯ তারিখের আগে থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয় এবং সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মারধর করা হয়।

মুক্তকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৯৪)
নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে!

যশোর প্রতিনিধি ঃ জেলার বিভিন্নস্থানে আওয়ামী লীগের সমর্থক বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বিএনপি কর্মীদের আক্রোশের শিকার হচ্ছেন। গত দুদিনের এজাতীয় একাধিক ঘটনায় প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন। এদের তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তির খবর পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, গতকাল বুধবার ভোরে সদর উপজেলার বিজয়নগর ঘোষপাড়ায় বিএনপি কর্মী ও এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী তোতা ও সলেমানের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী কয়েক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে বেধড়ক মারধর করে। একটি গ্রুপ আওয়ামী লীগ কর্মী সুব্রতকে বাড়িতে না পেয়ে তার বাবা সুভাষ ঘোষ (৫০)'র ভাই আবাসকে লোহার রড হকিস্টিক দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। অপর গ্রুপ বিমল ঘোসের বাড়িতে গিয়ে তাকে ও তার ছেলে অপরূপকে মারধর করে। এরা এলাকায় উত্তম ঘোষের দোকানে হামলা চালায় এবং বৃদ্ধ চিত্ত ঘোষকে প্রহার করে। সকাল ৮টার দিকে সুব্রতর কলেজ পড়ুয়া ভাই আবিরকে কলেজে যাওয়ার পথে হকিস্টিক দিয়ে প্রহার করলে সে জ্ঞান হারায়। এলাকার লোকজন তাকে যশোরে হাসপাতালে ভর্তি করে। এসব সংখ্যালঘুদের অপরাধ তারা নৌকায় ভোট দিয়েছিল।

ঘটনার খবর শুনে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী সাবেক সাংসদ আলী রাজ রাজু পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় সুভাষ ঘোষ ও সুব্রত ঘোষ অভিযোগ দায়ের করেছেন। ...

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দোকান লুট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সাখাওয়াত হোসেনের সমর্থকরা জড়িত। এ ব্যাপারে গতকাল বিকেলে যশোরের মাওলানা সাখাওয়াতের সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ধরনের কোনো খবর তার জানা নেই।

প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৯৫)
মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন নেতৃবৃন্দ সংসদ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন নেতৃবৃন্দ ৮ম সংসদ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা বলেছেন, নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, নির্যাতন ও ভয়ভীতির ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম যে, অবিলম্বে প্রশাসন যদি সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করে সারা দেশের আশি লাখেরও অধিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে যেতে দেয়া হবে না। নির্বাচনের পূর্বে আরও বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মানবাধিকার সংগঠন একই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে।

তাঁরা বলেন,নির্বাচনের সময় যেহেতু সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় সাধারণভাবে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক কোন দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে চান না, সেজন্য অতীতেও তাঁদের ভয়ভীতি দেখিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা হয়েছে। '৯৬-র নির্বাচনেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ৭ লাখ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি—এবার যা দশগুণ হয়েছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সম্মিলনের সভাপতি কবীর চৌধুরী, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হেনা দাস, সি আর দত্ত, কবি শামসুর রাহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রাজিয়া মতিন চৌধুরী, হাশেম খান, শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, খুশী কবির, শামসুল আরেফিন, মুনতাসীর মামুন, শামীম আখতার, কাজল দেবতাথ, ডালিয়া নওশীন, কাজী মুকুল ও সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার কবির।

তাঁরা বিবৃতিতে বলেন, আমরা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি সারা দেশে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে তুলানামূলকভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটার বেশি, সেখানে হুমকি, হামলা,নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মতো ঘটনা ঘটিয়ে এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে কমপক্ষে সত্তর লাখ হিন্দু ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে যেতে দেয়া হয়নি। যাঁরা হুমকি উপেক্ষা করে নির্বাচনের দিন ভোট দিতে গিয়েছিলেন তাঁরা নতুন হুমকির শিকার হয়েছেন এবং অনেকেই গ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে না গিয়ে শুধু রাজধানী ঢাকাসহ শহরাঞ্চলে অবস্থিত নির্বাচনী এলাকায় ঘুরেছেন, যেখানে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। প্রশাসনের নীল নক্সা অনুযায়ী এসব এলাকায় কোন বিশৃঙ্খলা ঘটতে দেয়া হয়নি। যার ফলে প্রচার মাধ্যম ও পর্যবেক্ষকরা বলছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শণের ঘটনা অধিকাংশ ঘটেছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে যেতে হয় হেঁটে বা নৌকায়। আমরা বলতে চাই, এবারের নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, যেভাবে তাদের ভোটদানে বিরত রাখা হয়েছে তা শুধু নজিরবিহীন নয়, গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানবাধিকারের প্রতি চরম অবমাননা, যা কোন সভ্য সমাজের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। সারা দেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলার জন্য বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং খালেদা জিয়ার মৌলবাদী ও তালেবানপন্থী চারদলীয় জোটকে দায়ী করেছে এবং ১ অক্টোবরের নীলনক্সার নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করছি।

এদিকে, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ অপর এক বিবৃতিতে বলেছে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিগত প্রায় একমাস সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবের শিকার। নানাবিধ কায়দায় তাঁদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো হয়। যাতে করে ভোট প্রদান করতে না পারে। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, প্রশাসন এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০১

(৯৬)
না'গঞ্জ বরিশাল কুমিল্লায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বাড়িঘর ভাংচুর লুটপাট !! প্রাণভয়ে অন্যত্র আশ্রয়

জনকন্ঠ রিপোর্ট !! বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার পঞ্চবটিতে সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত হামলা হয়েছে। লাঞ্ছিত হয়েছে ২ তরুণী। বরিশাল ও গৌরনদী-আগৈলঝাড়ার বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি কর্মীদের তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে। তারা সংখ্যালঘুদের দোকানপাট ভাংচুর ও লুটপাট করেছে। স্বরূপকাঠিতে আওয়ামীলীগ কর্মী-সমর্থক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা এখন বিএনপি সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে । নির্বাচনের পর থেকে বাড়ি ঘর ভাংচুর ,হামলা,লুটপাট ও কুপিয়ে জখম করার ঘটনা ঘটেছে । চলছে চাঁদাবাজি। ইতোমধ্যে স্বরূপকাঠি বাজারের বিশিষ্ট এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী আতঙ্কে এলাকা ছেড়েছেন। কুমিল্লার চান্দিনা, দেবীদ্বার, মুরাদনগর ও বরুড়ার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, বাড়িঘর ভাংচুর ও ব্যাপক লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এ পর্যন্ত অন্তত ২০/২৫টি বাড়ি ভাংচুর, লুটপাট হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওইসব এলাকায় সংখ্যালঘুরা প্রাণ ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। যারা আছে তাদের মধ্যে বিরাজ করছে আতঙ্ক।

নারায়নগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ফতুল্লা থানার পঞ্চবটিতে বৃহস্পতিবার সকালে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের হাত থেকে চার মাসের শিশু ও ৮০ বছরের বৃদ্ধাও রেহাই পায়নি। কাপড় খুলে দিগম্বর করে ফেলা হয় বৃদ্ধাকে। বিএনপি সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত নূরা ও ইউনুসের নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছে।

এলাকাবাসী জানিয়েছে, ফতুল্লা থানার পঞ্চবটিতে এক একর দেবোত্তর সম্পত্তি 'শীষ মহল'-এ প্রায় এক শ' হিন্দু পরিবারের বসবাস। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টায় স্থানীয় বিএনপি সন্ত্রাসী নূরা ও ইউনুসের নেতৃত্বে ১০/১২ জন শীষমহলে হামলা চালায় এবং সংখ্যালঘু নেতা হরিহরপাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক দিলীপ মণ্ডলকে খুঁজতে থাকে। তারা সংখ্যালঘুদের সামাজিক সংগঠন কৃষ্ণকলি সমাজকল্যাণ সংসদ দখলের চেষ্টা চালায় এবং লক্ষীরানীদাস (২৮)ও তার ছেলে সজীব দাস কে মারধর করে। হামলার জন্য থানা যুবদল সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন সহ ৯ জনের বিরুদ্ধে সোনারগাঁও থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ হাশেম (৩০) নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে ।

বরিশাল থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, বরিশাল ও গৌরনদী-আগৈলঝাড়ার বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি কর্মীদের তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে । তারা সংখ্যালঘুদের দোকানপাট ভাংচুর ও লুটপাট করেছে। সূত্র জানিয়েছে, নগরীর বাজার রোড, দফতরখানা, হাটখোলা এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েক যুবককে মারধর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে দেবীদ্বারের গুনাই ঘর, ফাতেহাবাদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়েছে। গুনাই ঘরে অমর দাস ও বিকাশ দাসের বাড়ি ভাংচুর লুটপাট হয়েছে। পরিবারের লোকজনকে মারধর করা হয়। তারা বর্তমানে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এছাড়া এ গ্রামে অন্য আরও কয়েকটি বাড়িতে হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

চান্দিনা উপজেলার মাইসকার, নবাবপুর, মহিচাইর, করতোলা, বারেরা, বগদুটি, দোল্লাই নবাবপুর, বড়কান্দাসহ বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘরে হামলা, লুটপাট হয়েছে। এসব এলাকায় সংখ্যালঘু লোকজনকে হুমকি ধামকি এবং বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্যও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। চান্দিনার আইরকামুড়ার শীল বাড়িতে নেপাল মাস্টারের বাড়িঘর ভাংচুর ও ব্যাপক লুটপাট হয়। এ বাড়ির নারীদের ওপর অত্যাচারও করা হয়। চান্দিনায় আতঙ্কিত হিন্দু লোকজন দোকান পাট খোলেনি।

বরুড়ার ঝলম, আড্ডা বাজারে সংখ্যালঘুদের দোকান পাট ভাংচুর ও লুটপাট হয়েছে। বুড়িচংয়ের ইদ্রাবতী গ্রামের সংখ্যালঘুদের হুমকি ধামকি দেওয়া হচ্ছে। মুরাদ নগরের বিভিন্ন এলাকায়ও একই রকম ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ায় এবং তাদের পক্ষে কাজ করায় এসব করা হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০০১

(৯৭)
রাজশাহীতে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর হামলা হুমকি
অনেকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে

সংবাদদাতা, রাজশাহী থেকে ঃ নির্বাচনে চারদলীয় জোটের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরও রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে জোটের কর্মীরা সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও হুমকি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ধানের শীষে ভোট না দেয়ার অভিযোগে বুধবার রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় গোপালপুর নমাজ গ্রামের আদিবাসীদের মারপিট করাসহ এলাকা ছাড়ার জন্য বিএনপির কর্মীরা হুমকি দিয়েছে। এছাড়া জেলার বিভিন্ন থানায় এসব অভিযোগে কয়েকটি জিডিও হয়েছে।

এদিকে বুধবার গোদাগাড়ী উপজেলার বাসুদেবপুর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ সভাপতি গোদাগাড়ী থানায় প্রদত্ত অভিযোগে বলেন, ধানের শীষে ভোট না দেয়ার অভিযোগ তুলে স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা আদিবাসীদের বাড়িঘরে হামলা চালায়। তারা প্রফুল্ল মণ্ডল ও উত্তম মণ্ডলসহ ৮জন আদিবাসীকে পিটিয়ে আহত করে এবং আদিবাসীদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে আদিবাসীরা গোদাগাড়ী থানায় অভিযোগ করতে গেলে স্থানীয় বিএনপির আহবায়ক আঃ মজিদ মাষ্টার ও তোফাজ্জল তাদেরকে মীমাংসা করে দেয়ার কথা বলে ফিরিয়ে দেয়।

এ ব্যাপারে পুলিশ কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০০১

(৯৮)
সংখ্যালঘুদের ওপর এই নির্যাতন এখনই বন্ধ করুন
নির্যাতন, সন্ত্রাসের প্রতিবাদ অব্যাহত

সুনীল ব্যানার্জী ঃ জাগো বাঙ্গালী জাগো! মানবতার বিরুদ্ধে এই হামলার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াও। নিজের বিবেককে জাগ্রত কর। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার প্রতিহত কর। দুর্বলের বিরুদ্ধে তথাকথিত সবলের হামলার প্রতিবাদে এগিয়ে আসুন। একের পর এক হামলা, অত্যাচার, অগ্নিসংযোগের কারনে সংখ্যালঘুদের অনেকেই তটস্থ। বেশ কয়েকজন প্রান হারিয়েছেন। আহতের সংখ্যা অসংখ্য। কয়েকটি মন্দির ভাংচুরের ঘটনাও ঘটেছে।

অত্যাচারের সীমা এই পর্যন্ত গেছে যে বৃদ্ধ বাবার সামনে তার দুই কন্যার শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। ঘটনার সাক্ষী যাতে না থাকে সে জন্য নিরীহ বাবাকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়। নির্বাচনের আগে থেকে গত এক মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছে কয়েক শ'। হামলার ভয়ে অনেকে পৈত্রিক ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। কেউ কেউ দেশান্তরিত হয়েছেন। রাজধানীর হাজারীবাগসহ কয়েকটি এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু পরিবার গৃহহীন হয়েছে। তাঁদের অনেকেই আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে গিয়ে তাঁদের ওপর হামলার করুণ কাহিনী বর্ণনা করেন।

সংখ্যালঘুদের উপর এই হামলা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঘটনাকেও ম্লান করে দেয়ার উপক্রম হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এঁদের অনেকেই অংশ নিয়েছিলেন। মায়ের পরের স্থান প্রিয় মাতৃভুমিকে রক্ষার জন্য সকলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ সকল ধর্মাবলম্বীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ স্বাধীন হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে কেউ কল্পনা করেনি। ভোট যে কোন নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। এই দায়িত্ব পালনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি ভুল বোঝাবুঝি থেকেই এই ঘটনার উদ্ভব। অথচ সংখ্যালঘু হলেই যে একটি বিশেষ দলকে ভোট দেবেন এর কোন মানে নেই। সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হামলায় দেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল গভীর ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছে। সবাই প্রায় এক বাক্যে হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। বিএনপির মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, সংখ্যালঘু হিসাবে আমরা কাউকে মনে করি না। কেননা আমরা সবাই বাংলাদেশী। এদের কারো ওপর কোন হামলা হলে সে যেই হোক না কেন তাকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একই দাবি জানান হয়েছিল। দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এ ধরনের হামলাকে অমানবিক বলে অভিহিত করে অবিলম্বে এ ধরনের ঘটনার যাতে উদ্ভব না হয় এবং একই সঙ্গে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজার দাবি জানান। জাতীয় পার্টির (এরশাদ) নেতা জি.এম কাদের সংখ্যালঘুদের প্রতি হামলার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান। জনাব কাদের জনকণ্ঠকে জানান,সংখ্যালঘুরা আমাদের ভাই। তাদের ওপর হামলা বর্বরতার শামিল। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ গতরাতে জনকণ্ঠকে জানান, আইন যে হাতে তুলে নেবে তার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হোক। প্রকৃত দোষীর শাস্তির দাবিতে জামায়াতে ইসলামী আপোসহীন। তিনি দাবি করেন, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার মতো জঘন্য ঘটনার সঙ্গে তার দল জড়িত হতে পারে না। বরং যারা হামলার শিকার হয়েছে তাদের কাউকে কাউকে জামায়াত শেল্টার দিয়েছে, রক্ষা করেছে। এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানায়। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, অনাকাঙ্খিত এ ধরনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। আর তাই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সারা দেশে নির্বাচনপরবর্তী হামলার অসংখ্য অমানবিক বিবরণ তুলে ধরে অবিলম্বে এ ধরনের হামলা বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য দেশের গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

শুক্রবার পরিষদের নেতৃবৃন্দ জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে মেজর জেনারেল(অবঃ) চিত্তরঞ্জন দত্ত বীরউত্তম, ড্যানিয়েল কোরাইয়া, ডক্টর ললিত মোহন নাথ, অধ্যাপক নিম চন্দ্র ভৌমিক, এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, অনিল নাথ, সাবিত্রী ভট্টাচার্য, কাজল দেব নাথ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক সম্মেলনে

অভিযোগ করে বলা হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উৎসাহিত করেছে। পরবর্তীকালের কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রচারণা এবং ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতিতে ব্যবহারের ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তি আরো মদদ পায়। ফলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন ও হামলা ভয়াবহ পরিণতিতে রূপ নিয়েছে। তাঁরা সবকটি রাজনৈতিক দলকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেন, তা না হলে এই সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি গোটা জাতিকে বিপর্যস্ত করে গণতান্ত্রিক ধারাকে রুদ্ধ করে তুলবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সভাপতি বিচারপতি কেএম সোবহান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এক বিবৃতিতে নির্বাচনোত্তর দেশব্যাপী ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর হামলায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে স্থানীয় প্রশাসনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন। বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, শ্রী শ্রী রমনা কালী মন্দির ও শ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম পৃথক পৃথক বিবৃতিতে প্রায় একই ধরনের দাবি জানায়। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের এমএ রশীদ এক বিবৃতিতে সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাসহ সাধারণ জনগনের ওপর বর্বরোচিত হামলার তীব্র প্রতিবাদ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০১

(৯৯)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, সন্ত্রাসের প্রতিবাদ অব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, হত্যা, সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা, সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) রবিবার বিকেলে মুক্তাঙ্গনে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে সিপিবি সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, কেন্দ্রীয় নেতা মোর্শেদ আলী, আশরাফ হোসেন আশু, আব্দুল মালেক, রুহিন হোসেন প্রিন্স প্রমূখ বক্তৃতা করেন। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, প্রতিটি নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা না দিতে পারলে ক্ষমতায় থাকার নৈতিকতা হারিয়ে ফেলবে সরকার। আমরা নেতা-মন্ত্রীদের বিবৃতি দেখতে চাই না, চাই বাস্তব পদক্ষেপ।

এদিকে **১১** দলের কেন্দ্রীয় নেতা মনজুরুল আহসান খান, সাইফুদ্দিন মানিক, নির্মল সেন রবিবার সকালে গোপালগঞ্জ, মোল্লারহাট, ফকিরহাট, বাগেরহাটের সংখ্যালঘুদের নির্যাতিত এলাকা সফর করেন। নেতৃবৃন্দ বাগেরহাট ও গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান।

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন বিকেলে গাইড হাউস প্রাঙ্গনে আয়োজিত এক সমাবেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও নাট্যকর্মী আসাদুজ্জামান নুরের বাসায় বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানান। সমাবেশে বক্তৃতা করেন, লিয়াকত আলী লাকী, গোলাম কুদ্দুস ও সামসুল হক। সমাবেশ শেষে একটি মৌন মিছিল প্রেসক্লাব গিয়ে শেষ হয়। বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের নিন্দা জানানো হয়। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আব্দুল আহাদ চৌধুরী এক বিবৃতিতে মুক্তিযোদ্ধা ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে, তাঁদের ওপর এই নির্যাতন নিপীড়ন কি স্বাধীনতা অর্জনের পুরস্কার?

তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বুয়েটের শিক্ষার্থীরা সংখ্যালঘুদের হামলার তীব্র নিন্দা জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০১

(১০০)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নাগরিকদের ক্ষোভ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার খবরে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এক বিবৃতিতে গভীর উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, দেশের বিভিন্ন সংখ্যালঘু এলাকার ঘরবাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ ও নারী নির্যাতনের বহু দুঃখজনক ঘটনা ঘটে চলেছে।

বিবৃতিদাতারা বলেন, গণতন্ত্রে ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ সকলেই সমান। তদুপরি বাংলাদেশের চিরায়ত ঐতিহ্য হলো অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম শান্তি ও সৌহার্দ্যের কথাই বলে। বিবৃতিদাতারা আশা প্রকাশ করছেন প্রশাসন ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সকল সদস্যবৃন্দ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী সকল পক্ষ সমাজের সর্বস্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখাকে গুরুত্ব দেবেন, অন্যথায় দেশের ভবিষ্যৎ সংশয়াকীর্ণ হবে ও যথার্থ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ হবে।

বিবৃতিদাতারা হলেন, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, প্রবীণ বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী, নারীনেত্রী বেগম উমরুতল ফজল, ড.অনুপম সেন, সাবেক উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, ডা.কামাল এ খান, বেগম মুশতারি শফি, এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, আবুল মনসুর, ড.মাহবুবুল হক, প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার বাকী, সাংবাদিক আবুল মোমেন।

ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর, ২০০১

(১০১)
আশুগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলাধীন লালপুর গ্রামসহ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। তাদেরকে আসামী করে আশুগঞ্জ থানায় কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।এলাকার সংখ্যালঘুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার লালপুর গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সংখ্যালঘু নেতা সুহাস চৌধুরী এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন। তিনি সহ এলাকাবাসী সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে জানান, গত **১** অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন অযথা সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করা হয়েছে। ঐদিন বেলা সাড়ে **১০**টার দিকে লালপুর প্রাইমারী বিদ্যালয় কেন্দ্রে সংখ্যালঘুরা ভোটদানের জন্য লাইনে দাঁড়ালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাদের ওপর অর্তকিত হামলা চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ফলে তাদের অনেকেই ভোট দিতে পারেনি। একইভাবে ঐ দিন পর পর তিন বার হামলা করেছে। মারধর খেয়ে ভোটাররা বাড়িঘরে আশ্রয় নেওয়ার পরও আশ্রয়স্থলে সেনা সদস্যরা এসে তাদের বেধড়ক পিটিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০১

(১০২)

ভোলায় সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে

বরিশাল প্রতিনিধি জানান,ভোলা-২ আসনে লক্ষাধিক সংখ্যালঘু অধিবাসী চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত স্থানীয় সাংসদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান এবং জাপা নেতা নাজিউর রহমান মঞ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন,হয়রানি ও হুমকি বন্ধ এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চেয়েছেন।

মৌলভীবাজারে লুটপাট, সংখ্যালঘু দস্যদের হুমকি

মৌলভীবাজারের প্রতিনিধি জানান, নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগ সমর্থকরা প্রতিপক্ষের হুমকি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। গত তিন দিনে মৌলভীবাজার-৩ আসনের রাজনগর ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়ি ভাংচুর, হুমকি প্রদর্শন, দোকান ভাংচুর, লুটপাট, একাধিক সন্ত্রাসী হামলা ও নিরীহ চা শ্রমিকদের ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সাতক্ষীরায় হিন্দু তরুণী ধর্ষিত

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি জানান, জেলার তালা উপজেলার গোনালিন এলাকার এক হিন্দু তরুণীকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে দুদিন ধরে ধর্ষণের পর গতকাল রক্তাক্ত অবস্থায় সন্ত্রাসীরা ছেড়ে দিয়েছে।

এ ছাড়া মাহমুদপুরে সাংবাদিক আব্দুল ওহাবকে সন্ত্রাসীরা মারপিট করেছে।

ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০১

(১০৩)
বাউফলে আটটি দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গেছে দুর্বৃত্তরা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি ঃ জেলায় বাউফলের দাশপাড়া গ্রামের সাহাপাড়ার ঠাকুরবাড়ী দুর্গা মন্দিরে গত বুধবার রাতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে নির্মানাধীন ৮টি মূর্তি ভাংচুর করেছে।

মন্দির কমিটির সভাপতি রমেন্দ্র নাথ সাহা জানান, গভীর রাতে কে বা কারা আসন্ন দুর্গা পূজার জন্য নির্মিত ঐ মন্দিরের ৮টি মুর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে। পরদিন সকালে তারা মুর্তিগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পান। তারা এ ব্যাপারে থানায় মামলা করতে সাহস পাননি বলেও জানান।

এদিকে বৃহস্পতিবার বিকালে খবর পেয়ে বাউফল থানায় ও কালাইয়া পুলিশ ফাঁড়িতে যোগাযোগ করা হলে তারা ঘটনাটি সম্পূর্ন মিথ্যা ও অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেন। বিষয়টি জেনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সদ্য নির্বাচিত সাংসদ শহিদুল আলম তালুকদার গতকাল শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। বিএনপির সাংসদ সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের আশ্বস্ত করে ঐ ক্ষয়ক্ষতিতে ক্ষতিপূরন প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। এ পর্যন্ত গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় বাউফল থানায় পুনরায় যোগাযোগ করা হলে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলা হয়, মন্দির কমিটির লোকেরা কেউ মামলা করতে রাজি হয়নি।

ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০১

(১০৪)
সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলার নিন্দা-প্রতিবাদ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ দেশব্যাপী ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, নির্যাতন, লুটতরাজসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন দল, সংগঠন ও ব্যক্তি। তারা পৃথক বিবৃতিতে হামলা-নির্যাতন বন্ধ এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। বাংলাদেশের জাতীয় হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ এক বিবৃতিতে বলেন, অষ্টম জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গত একমাস যাবৎ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবের শিকার। নানাবিধ কায়দায় তাদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো হয়, যাতে করে তারা সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে না পারেন। সংখ্যালঘুরা যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য আমরা বারবার প্রশাসনের কাছে অনুরোধ,আবেদন ও দাবি জানিয়েছি; কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়নি এবং সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে সংখ্যালঘুদের অধিকাংশই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। এমনকি নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু অনেক পরিবার বাড়িঘর ছাড়া, বিভিন্ন স্থানে প্রতিমা ভাংচুর, দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আমরা এ ধরনের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির আশু অবসান এবং রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সভাপতি বিচারপতি কে এম সোবহান এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর দেশব্যাপী আদিবাসী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে স্থানীয় প্রশাসনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন। তারা বলেন, ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, বরিশাল, লক্ষীপুর, ভোলা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লাসহ বাগেরহাটে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপক ত্রাস, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা হয়েছে। সকল রাজনৈতিক দল ও ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সংযমী হওয়ার আহবান জানানো হয়।

জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি বেলাল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সামাদ সারাদেশে নির্বাচনোত্তর ব্যাপক সহিংসতা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, নির্যাতন ও ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সহায়-সম্পদ লুটতরাজের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ এবং প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তারা এ ধরনের অসহিষ্ণু আচরনকে মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন বলে উল্লেখ করে বাংলাদেশের সকল শান্তিপ্রিয় মানুষকে সহমর্মিতা নিয়ে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী তাঁতি লীগ সভাপতি সোহরাব উদ্দিন আহমেদ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিএনপির সন্ত্রাসী চক্র কর্তৃক দেশের তাঁতি সমাজ তথা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চাঁদাবাজি, লুটপাট, শারীরিক নির্যাতন, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ বন্ধ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দৈনিক সংবাদ, ৬ অক্টোবর ২০০১

(১০৫)
গাজীপুরে সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে

গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, জেলার কালিয়াকৈরে সংখ্যালঘু ও আ.লীগ নেতাকর্মীদের ওপর নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় সেখানকার সংখ্যালঘুরা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছে। কাপাসিয়া ও কালিয়াকৈরে গত দুদিন বিএনপি কর্মী-সমর্থকদের অব্যাহত হামলায় কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে গুরুতর আহত ৩ জন গাজীপুর সদর

হাসপাতালে গত বৃহস্পতিবার ভর্তি হয়েছে। এসব এলাকায় বিএনপি প্রার্থী পরাজিত হওয়ায় তাদের কর্মী-সমর্থকরা এসব সন্ত্রাসী হামলা ছাড়াও সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীদের আটক করে চাঁদা দাবিসহ ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০১

(১০৬)
নৌকায় ভোট দেয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শত শত মানুষ ঘরছাড়া প্রাণনাশের হুমকি ঃ বাড়িঘরে হামলা লুটপাট পুলিশ নির্বিকার

ফখরে আলম, যশোর অফিস ঃ নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শত শত মানুষকে শরণার্থী হতে হয়েছে। প্রাণের ভয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে ভারত ছাড়াও অনেকে নিরাপদ স্থানে পালিয়েছে। সন্ত্রাসীরা বাঁওড়-পুকুরের মাছ ছাড়াও বাড়ি ঘরে হামলা চালিয়ে মালামাল লুট করে নিচ্ছে। সন্ত্রাসীদের হামলায় শার্শার বিভিন্ন গ্রামে ৫০/৬০ জন আহত হয়েছে। অনেকে প্রাণ ভয়ে ভারতে পালিয়েছে। এখানে তিনজন সাংবাদিককেও প্রাণণাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। এলাকার অনেকে যশোর শহর, নওয়াপাড়া ছাড়াও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। কেশবপুর উপজেলার বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্রামে সন্ত্রাসীরা দিনে-রাতে হামলা চালাচ্ছে।

বুরুলি গ্রামের নিহার রঞ্জন,শংকর, হরেন্দ্র, গোপাল, ভেরচির খগেন, মধ্যকুল গ্রামের সরজিত, সাগর, আরকান্দি গ্রামের জয়দেব, অশোক ছাড়াও আরও অনেকে সন্ত্রাসীদের হাতে মার খেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। যশোর শহরতলীর একটি গ্রামে এদের সঙ্গে এই প্রতিবেদকের কথা হয়। এরা বলেন, একাত্তর সালে যেমন শরণার্থী হয়ে বাড়ি ছেড়েছি, এবারও নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে আমাদের বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ থানার সর্বত্র সন্ত্রাসীরা রামরাজত্ব কায়েম করেছে। সন্ত্রাসীদের হামলায় এ থানার বাদুরগাছা, মোঙ্গলপোতা, মালিয়াট, একতারপুর গ্রামে কমপক্ষে ১শ' জন আহত হয়েছে। বাদুরগাছা গ্রামের প্রদীপ, বৈকুণ্ঠ, যুধিষ্ঠির , নৃপতি বিশ্বাস, বিবেক বিশ্বাস সহ অনেকেই বাড়ি ছাড়া। তাদেরকে মারপিট করার পাশাপাশি পুকুরে বিষ ঢেলে লাখ টাকার মাছ মেরে ফেলা হয়েছে। বাড়ি ঘর ভাংচুর করা হয়েছে। এরা যশোর শহরে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এসেছে। এরা বলেন, সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। তাদেরকে ভারতে চলে যেতে বলেছে। অনেকেই এ কারণে বাড়ীঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তারা আরও জানায়, তাদের মাহিদিয়া বাঁওড়ের মাছ লুট করে নেয়া হয়েছে। বাঁওড়ে কেউ নামতে পারছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০১

(১০৭)
নির্বাচনোত্তর তাণ্ডবে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা লুটপাট চলছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ বিএনপি সন্ত্রাসী ও জামাত-শিবির ক্যাডারদের নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটছে। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী সমর্থক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছে। বাড়িঘরে হামলা লুটপাট অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। নির্যাতন চালিয়ে অনেককে বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। অনেককে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া

হচ্ছে। হামলার আশঙ্কায় অনেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও কোথাও সংখ্যালঘুদের পুকুরের মাছ লুটের ঘটনাও ঘটেছে। সাংবাদিকরাও সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব থেকে রেহাই পাচ্ছে না। বিএনপি সন্ত্রাসী ও জামাত-শিবির ক্যাডারের তাণ্ডবে বিভিন্ন স্থানে বহু লোক আহত হচ্ছে। পুলিশের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই পরিস্থিতিতে জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সাভার থেকে সংবাদদাতা জানান,নির্বাচনোত্তর সহিংসতার জের হিসাবে সাভারে চরম আতঙ্ক ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থকরা হামলার আশঙ্কায় অনেকে পালিয়ে গেছে। মহিলারা শুধুমাত্র অবস্থান করছে চরম আতঙ্কে। পৌর এলাকার পালপাড়া, ভাটপাড়া,কাতলাপুর,ভাগলপুর এলাকায় গত কয়েকদিনে সন্ত্রাসীদের মোটর সাইকেল মহড়া, নৌকার নির্বাচনী ক্যাম্পে হামলা ও ভাংচুর এবং কর্মীদের মারপিটের পর আসন্ন শারদীয় দুর্গাপুজার আয়োজন বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া শিমুলিয়া,বিরলিয়া, ডাকুর্তা ইউপির অনেক এলাকাতেই অনেক পুজা মণ্ডপে এবার আর দুর্গা পুজা হচ্ছেনা বলে জানা গেছে। এলাকাগুলোতে ঘুরে শুক্রবার সারাদিন দেখা গেছে সংখ্যালঘুদের পরিবারগুলোতে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

কক্সবাজার থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, উখিয়া ও মহেশখালিতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। উখিয়ায় সংখ্যালঘুদের পুকুরের মাছ পর্যন্ত লুট করে নেয়া হচ্ছে।

উখিয়ায় ব্রজেন্দ্র সেনের এবং তরুণী মোহনের পুকুরের কয়েক লাখ টাকার মাছ লুট করে নিয়েছে হামলাকারীরা। ওদিকে মহেশখালী দ্বীপের বড় মহেশখালীতে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে।

অন্যদিকে আমতলীর কড়ইবাড়িয়া ইউনিয়নের আঙ্গারপাড়া ও চাউলাপাড়া গ্রামের ১৬টি সংখ্যালঘু পরিবারকে মারধর করে বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানকার একটি চিহ্নিত সন্ত্রাসীগোষ্ঠী এ ঘটনা ঘটিয়েছে। মারধরে গুরুতর আহত হয় নরেনমিস্ত্রি (৪০),রণজিত (২৮) ও সঞ্জিত (৩২)। সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা কলাপাড়ার চিঙ্গরিয়া ও নাছনাপাড়া এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে।

নওগাঁ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন পাড়ায়-মহল্লায় সংখ্যালঘুদের দেয়া হচ্ছে হুমকি। শহরের দোগাছী, পিরোজপুর, সুলতানপুর, দুর্গাপুর, শৈলগাছী, রানীনগরের ত্রিমোহনী এবং চকদিন এলাকায় চার দলীয় জোটের নাম করে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের নানাভাবে হয়রানি ও হুমকি অব্যাহত রেখেছে। ত্রিমোহনীর হিন্দুরা দোকান পাট বন্ধ রেখেছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে তারা অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। সংখ্যালঘুরাই এখন তাদের টার্গেটে পরিণত হয়েছে।

বাউফল থেকে সংবাদদাতা জানান, পৌর শহরের দাশপাড়াস্থ ঠাকুরবাড়ীর পুজামণ্ডপে হামলা করে দুর্গাসহ ৮টি প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে । বুধবার গভীর রাতে কিছুসংখ্যক দুস্কৃতকারী হামলা করে এ প্রতিমা ভাংচুর করে।

ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর, ২০০১

(১০৮)
বরিশাল শহরে ছাত্রদল ক্যাডারদের তাণ্ডব, স্বরূপকাঠিতে বাড়িঘরে হামলা লুটপাট, সংখ্যালঘুরা পালিয়ে যাচ্ছে

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ বরিশালে বিজয় উল্লাসে প্রমত্ত চার দলীয় জোট ক্যাডারদের সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে।

স্বরূপকাঠির আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা এখন বিএনপির সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। বাড়িঘর ভাংচুর, হামলা- লুটপাট ও কুপিয়ে আহত করার ঘটনা ঘটেছে নির্বাচনের পর থেকে। চলছে চাঁদাবাজি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, স্বরূপকাঠি বাজারের এক খ্যাতনামা সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী আতঙ্কে এলাকা ছেড়েছেন। প্রতিহিংসা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এক ছাত্রলীগ নেতাকে না পেয়ে তার চাচাত ভাইয়ের শরীরে গরম জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। স্বরূপকাঠিতে নতুন কাউকে দেখলেই বিএনপি কর্মীরা তাকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। পুলিশ বলেছে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিএনপি সভাপতি বলেছেন তাদের কর্মীরা এসব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

বৃহস্পতিবার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকরা সেখানে গেলে এমন পরিস্থিতি নজরে আসে। স্বরূপকাঠি উপজেলায় দুপুরে পৌছানোর পর সেখানকার উপজেলা পরিষদের সামনে বিএনপির একদল কর্মী তাদের গতিরোধ করে। সাংবাদিকদের কাছে জানতে চায় তারা কারা? কোথা থেকে এসেছেন? পরিস্থিতি প্রতিকুল দেখে সংবাদকর্মীরা পরিচয় গোপন করেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী স্বরূপকাঠিতে ভোট বেশি পাওয়ায় তাদের ওপর নেমে আসে নির্যাতনের স্টীমরোলার।

আরামকাঠি এলাকার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নান্টুর নেতৃত্বে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা ধীরেন শিকদারকে মারধর করা হয়। কাটাপোলের কাছে চার পাঁচটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দোকান ভাঙা হয়েছে নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে। আরামকাঠি হাজী ইব্রাহিম স্কুলের পাঁচ জন শিক্ষককে স্কুলে যেতে না করে দিয়েছে বিএনপি কর্মীরা।

পুলিশের অতিরিক্ত এসপি কোহিনুর মিয়া স্বরূপকাঠি থানাতেই ছিলেন। তিনি জানান, পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যেসব ঘটনা শোনা যায় তা আসলে গুজব। তবুও বিভিন্ন এলাকায় তাদের টহল পুলিশ রয়েছে। থানাতেই ওসির রুমে বসে ওসি ও অতিরিক্ত এসপির সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেলো স্বরূপকাঠি বিএনপির সভাপতি মতিউর রহমানকে। তিনি জানান, তাদের কোন কর্মী এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। দু-একটি যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো আওয়ামী লীগ থেকে আসা কর্মীরা ঘটাচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০১

(১০৯)
সারাদেশে আ'লীগ নেতা কর্মী হত্যা ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ সারাদেশে নির্বাচনোত্তর সহিংস পরিস্থিতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান। তিনি এসব সহিংস ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোটের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সারাদেশে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, সাধারণ জনগণ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালিয়ে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, এসব সহিংস ঘটনায় এ পর্যন্ত ৯জন নেতাকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। গত ২৪ ঘন্টায় আহত হয়েছে প্রায় পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী। অথচ বেগম জিয়া সন্ত্রাস মুক্ত দেশ গড়ার কথা বলেছেন। এমনকি সন্ত্রাসীরা বাড়িঘরে হামলা করে মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট করেছে। জিল্লুর রহমান অবিলম্বে এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০১

(১১০)
বিক্রমপুর কেবি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের উপর হামলা কলেজ বন্ধ ঘোষণা

মুন্সীগঞ্জ হইতে সংবাদদাতা ঃ মুন্সীগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসীরা আওয়ামী লীগ সমর্থিত নিরীহ জনসাধারণ ও সংখ্যালঘুদের উপর হামলা, মারধর, বাড়ি ঘর ভাংচুর ও লুটপাট করিতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। সিরাজদিখানের ইছাপুরস্থ বিক্রমপুর কেবি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ নারায়ণ চন্দ্র ও উপাধ্যক্ষ গিয়াসউদ্দিনকে সন্ত্রাসীরা বেদম প্রহার করে এবং কলেজটির আসবাবপত্র ভাংচুর করে। এই ঘটনায় কলেজটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এই সন্ত্রাসীরাই ইছাপুরা বাজারস্থ শান্তি ঘোষের একটি মিষ্টির দোকান ভাংচুর ও মারপিট করিয়াছে এবং বাজারে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী সমর্থকদের বেশ কয়েকটি দোকানপাট ভাংচুর ও লুটপাট করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ অক্টোবর ২০০১

(১১১)
উজিরপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপির নারকীয় তাণ্ডব চলছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি, তরুণীরা আতঙ্কে

শওকত মিলটন, উজিরপুর থেকে ফিরে ঃ বরিশালের উজিরপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চলছে। তাদের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। চাঁদা না দিলে মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবার হুমকি দেয়া হচ্ছে। অনেককে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। এক সংখ্যালঘু তরুণীকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে তার স্তনে কামড় দেয়া হয়েছে। আর এসব অভিযোগ আসছে চারদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। বরিশাল থেকে উজিরপুরের পথ বেশী দূরে নয়। ফেরির কারণে দেড় থেকে দু' ঘন্টা লেগে যায়। পাখি ডাকা, ছায়া সুনিবিড় গ্রামীণ আর দশটি এলাকার মতই উজিরপুর উপজেলা। কিন্তু সেই শান্তির রূপটি নির্বাচনের পর থেকে যেন উধাও হয়ে গেছে। উজিরপুরে বিএনপির কর্মীরা তাণ্ডব শুরু করেছে নির্বাচনের দিন থেকেই। সেখান থেকে কোন খবর বাইরে আসছে না। এখানকার গ্রামগুলো এখন কার্যত আতংক আর গুজবের এলাকায় পরিণত হয়েছে। নির্বাচনের পরের দিনই এখানে আইয়ামে জাহলিয়াত কায়েম করে বিএনপি কর্মীরা। উজিরপুরে বিএনপি একটি হিট লিস্ট তৈরি করেছে বলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি আমাদের জানান, এ হিট লিস্টে আওয়ামী লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও স্থানীয় বেশ কিছু বিত্তবান সংখ্যালঘুর নাম রয়েছে। কথিত হিট লিস্টে নাম রয়েছে এমন অনেকেই এলাকা ছেড়েছেন। ঐ একই সূত্র জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের কন্যাসন্তানদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। নির্বাচনের দিনেই বিএনপির কর্মীরা টাটা বাড়ি কেন্দ্র থেকে ফেরার পথে এক সংখ্যালঘু তরুণীকে ডেকে নেয়। তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তার স্তনে কামড়ে দেয়। সে তরুণীর পরিবার লোকলজ্জার কারণে এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। একই দিনে এখানকার হারতা ইউনিয়নের নয়াকান্দি ও নাথারকান্দি ভোটকেন্দ্রে সংখ্যালঘু নারীদের ভোট দিতে যেতে বাধা দেয়া হয়েছে। এখানে বিএনপির বহিরাগত সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু নারীদের পথিমধ্যে বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, নারীদের আটকাতে তাদের শাড়ি টেনে ধরে। ৩/৪ জন নারীর শাড়ি খুলে ফেলে এবং এক নারীর ব্লাউজ পর্যন্ত খুলে ফেলে। সম্ভ্রম হারানোর

ভয়ে এ নারী আর ভোট কেন্দ্রে যায়নি। লোকলজ্জার ভয়ে এ নিয়ে কেউ টু শব্দটিও করেনি। বুধ ও বৃহস্পতিবার হারতা বাজারে কয়েক দফায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়। তারা বিভিন্ন সংখ্যালঘু এলাকায় গিয়ে নৌকায় ভোট দেবার কারণে গালিগালাজ করে। মনোজ সরকার নামে এক নিরীহ ব্যক্তিকে মারধর করে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে যায়। তাদের তাণ্ডবে উজিরপুর বাজারের আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা দ্রুত দোকানপাট বন্ধ করে চলে যায়। এ বাজারে বেশ কয়েক ব্যবসায়ীর কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করা হয়েছে। প্রাণভয়ে কেউ স্বীকার করছে না। এরা বিদেশ হাজারী নামে এক সংখ্যালঘু ব্যক্তিকে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। তার কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। সেই সাথে তাকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেয়। বৃহস্পতিবার রাতে এখানকার মাদাশী গ্রামে ব্যাপক তাণ্ডব চলেছে। এ গ্রামের দীপু ডাক্তারের বাড়িতে বিএনপির সন্ত্রাসীরা ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে। চাঁদা না দিলে সন্ত্রাসীরা তার মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবার হুমকি দিয়েছে। একই গ্রামের মৃন্ময় মণ্ডল, নিখিল, নিহারকে তাদের বাড়িতে না পেয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করেছে। শুক্রবার সকালে সন্ত্রাসীরা মাদাশীর বিমল দাসের বাড়িতে গিয়ে তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। আশু হালদারকে তার পানের বরজগুলো তাদের দিয়ে দিতে বলেছে ২৪ ঘন্টার মধ্যে। এখানে এসব ঘটনার নেতৃত্ব দিচ্ছে একটি ডাকাতি মামলার ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী ইকবাল। বামরাইল ইউনিয়নের গড়িয়া ও মুলপাইন গ্রামের ইউপি মেম্বার কালু হাজীর নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হয়রানি করা হচ্ছে। বুধ ও বৃহস্পতিবার সেখানে অনেক তাণ্ডব চলেছে। মুলপাইনে তিমির, লক্ষন, অধীর, রতন, নির্মলকে বেধড়ক পেটানো হয়েছে। গরিয়ার শিবু দে নামে এক ব্যবসায়ীর কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। চাঁদা না দিলে তার স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার পর অনেকে গ্রাম ছেড়ে নিজেদের আত্মীয়-পরিজনের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। জল্লা ইউনিয়নের কারফা গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপরেও নানাভাবে হয়রানি-নির্যাতন চলছে। হামলা ভাংচুর হয়েছে উজিরপুর তারাবাড়িতে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০১

(১১২)
নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় পিরোজপুরে শতাধিক লোক আহত ॥ অনেকে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে

পিরোজপুর সংবাদদাতা ঃ নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মারাত্মক আহতরা বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং খুলনা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট 'হাসপাতালে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। এ সকল সহিংসতার শিকার হচ্ছে আ. লীগের কর্মী, সমর্থক' এবং সংখ্যালঘুরা। পিরোজপুর জেলায় সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। স্বরূপকাঠি উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আটখার কুড়িয়ানা, সমুদয়কারী, জলাবাড়ি, দৈহারী ও গুয়ারেভা ইউনিয়নে। মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্যতম রাজাকার বর্তমানে বিএনপি নেতা মতিয়ার রহমান শিকদারের নির্দেশে বিভিন্ন গ্রামের বাড়ি বাড়ি হামলা, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, লুটপাট, মারধর, যুবতী মেয়েদের লাঞ্ছিত করা, কুপিয়ে আহত করা হচ্ছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায়। গত ৪ঠা অক্টোবর মারাত্মকভাবে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে দৈহারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জগদীশ শিকদারকে। তিনি এখন বরিশাল মেডিক্যাল হাসপাতালে মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছেন। ঐ এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে '৭১-এর অবস্থাকেও হার মানিয়েছে গত ৪ দিনে। স্বরূপ কাঠি হাসপাতালে জায়গা দিতে না পেরে এখন বানারিপাড়া ও পরিশালে আহতদের পাঠানো হচ্ছে। মঠবাড়িয়া উপজেলার প্রায় সর্বত্র সংখ্যালঘুদের ওপর এবং আ. লীগ সমর্থিতদের ওপর হামলা চলছে বলে 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন আ. লীগ প্রার্থী অধ্যাপিকা মাহমুদা সওগাত। তিনি জানান, উপজেলার নীল ভীমচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে জাতির পিতার ছবি নামিয়ে বিএনপি সমর্থকরা তা ভেঙে ফেলে। সংখ্যালঘুদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। পিরোজপুর সদর ও নাজিরপুর উপজেলার সাংসদ জামাত নেতা মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী গত ৩রা অক্টোবর এক বিজয় সভায় দাঁড়িয়ে বলেন, সংখ্যালঘুরা আমাদের আমানত তাদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের। তার এ বক্তব্যের পরেই পৌর এলাকার আলমকাঠিতে অমুল্য মজুমদারকে বেদম মারপিট করা হয়, দুর্গাপুর ইউনিয়নের বাবলা গ্রামের দীপক হালদারের মুদি দোকান ভেঙে খালে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এ সকল এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, শত শত মানুষ স্ত্রী, পুত্র কন্যা ও তল্পিতল্পাসহ পার্শ্ববর্তি চিতলমারিতে আশ্রয় নিচ্ছে। মাটিভাঙা ইউনিয়নের নাম প্রকাশ না করার শর্তে জনৈক অধ্যাপক জানালেন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় যেভাবে মানুষ দেশত্যাগ করেছে, নির্বাচনের পরের দিন থেকে লোকের এলাকা ত্যাগের ঘটনাও '৭১কে মনে করিয়ে দেয়। এলাকা ছেড়ে চিতলমারীতে অবস্থানরত জনৈক মনোরঞ্জন শিকদার 'সংবাদ'কে জানান, ভোটের দিন গভীর রাতে সশস্ত্র অবস্থায় মুখোশ পরা একদল লোক এসে ভোর হওয়ার পূর্বেই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। তারা বাড়ির একটি কুকুরকে গুলি করে হত্যা করে, তাদেরও এ অবস্থা হবে বলেও জানিয়ে যায়। শ্রীরামকাঠি থেকে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে পিরোজপুর এসেছে। এমনকি মোড়েলগঞ্জের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হোগলাপাশা ইউনিয়ন থেকে শত শত মানুষ পিরোজপুরে চলে এসেছে। এসব ব্যাপারে প্রশাসনের কোন পদক্ষেপই নেই বলে নির্যাতিতরা জানায়।

সংবাদ, ৭ অক্টোবর ২০০১

(১১৩)
নির্বাচনের পর রাঙ্গুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা

রাঙ্গুনিয়া সংবাদদাতা ঃ নির্বাচনের পর সন্ত্রাসী তৎপরতায় চন্দ্রঘোনা কদমতলী ও রাঙ্গুনিয়া ইউনিয়নের কয়েকটি এলাকায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে। চন্দ্রঘোনা কদমতলী ইউনিয়নের শ্যামপাড়া গ্রামের পাশ্ববর্তী সূফীপাড়া গ্রামের বিএনপি কর্মীরা নির্বাচনের পরবর্তী ২/৩ দিনে কয়েক দফা হামলা করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে মারধর ও নাজেহাল করে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

রাঙ্গুনিয়া ইউনিয়নের ব্রহ্মউত্তর, মজুমদার খীল, নাথপাড়া ও সাবেক রাঙ্গুনিয়া গ্রামের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় বিএনপি কর্মীদের তাণ্ডবে আতঙ্ক বিরাজ করিতেছে। নির্বাচনের পরবর্তী ২/৩ দিনে উল্লেখিত এলাকায় কমপক্ষে ১৫ ব্যক্তিকে মারধর করা হয়। শান্তিনিকেতন ও সাবেক দীঘিপাড়া এলাকায় কয়েকটি দোকানে লুটপাট হইয়াছে। উচ্ছৃংখল যুবকরা এসব এলাকার হিন্দু দোকানদারদের উপর মোটা অংকের চাঁদা ধার্য করিয়া পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। সময়মত চাঁদা না দিলে তাহাদের নির্যাতন করা হইবে বলিয়া হুমকি দেওয়া হইয়াছে। তাহারা গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় ইন্দ্রকুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে হামলা করিয়া অফিস কক্ষ হইতে বঙ্গবন্ধুর ছবি নিয়া ভাংচুর করে ও পোড়াইয়া ফেলে। নির্যাতনের ভয়ে শান্তিনিকেতন বাজার এলাকায় গত বৃহস্পতিবারও দোকানপাট বন্ধ ছিল। চন্দ্রঘোনা লিচু বাগান এলাকায় কতিপয় উচ্ছৃংখল যুবক ভূয়া পাওনাদার সাজিয়া জোরপূর্বক দোকানদার-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিতেছে। বিভিন্ন স্থানে উচ্ছৃংখল লোকজন

ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিলেও প্রশাসনিকভাবে কোনপ্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আর বেশী নির্যাতনের ভয়ে ভূক্তভোগীরা থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করার সাহস পাইতেছে না।

গত ১লা অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব রাতে পূর্ব কদমতলী গ্রামের হিন্দুপাড়ায় অজ্ঞাত সন্ত্রাসীদের অগ্নিসংযোগে ২টি ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পাঁচ লক্ষাধিক টাকা বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। গভীর রাতে কে বা কাহারা টিনের চালে পেট্রোল ঢালিয়া অগ্নিসংযোগ করিলে জনৈক গোলাপ শীলের বসতঘর হইতে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। পরে আগুন ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পার্শ্ববর্তী কাজল শীলের বসতঘরও ভস্মীভূত হয়। আগুনের লেলিহানে সম্পূর্ণ গ্রাম আলোকিত হইলে লোকজনের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া আতংক সৃষ্টির লক্ষ্যে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটাইয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর ২০০১

(১১৪)
নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় সিরাজগঞ্জ নাটোর কালিয়াকৈর ও ঝিনাইদহে ৪ জন নিহত

নাটোর ঃ গতকাল বিএনপির একদল কর্মী আরবাব গ্রামে হামলা চালাইলে গোসাইপুর গ্রামের রমজান আলীর পুত্র সুমন(১৭) নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। হামলাকারীরা সংখ্যালঘুদের বাড়ি লুট করে।

রাজশাহী অফিস ঃ জেলার বিভিন্ন স্থানে বিএনপি সমর্থকরা আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার অপরাধে দলের নেতা কর্মী ও সর্মথক এবং সংখ্যালঘুদের উপর চড়াও হয় এবং বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে।

পাবনা ঃ জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়াছে। পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করিতেছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে বিএনপিসহ চারদলের সন্ত্রাসীদের হামলায় শতাধিক আওয়ামী কর্মী-সমর্থকসহ নিরীহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন আহত হইয়াছে।

জামালপুর ঃ নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক সহিংসতায় শুক্রবার সরিষাবাড়ি উপজেলায় বানিয়াজানের আওয়ামী লীগ কর্মী কালুর (২৫) হাত-পায়ের রগ বিএনপির সন্ত্রাসীরা কাটিয়া দিয়াছে। একই ভাবে তাহারা পিংনার কুমারপাড়া গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী হেলালের (২৭) পায়ের রগ কাটিয়া দিয়াছে। সন্ত্রাসীরা আওনা ও পিংনা ইউনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, দোকান-পাট ভাংচুর করে।

শেরপুর ঃ গত কয়েকদিনে নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষে জেলার বহু আওয়ামী লীগ সমর্থক কর্মী ও সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হইয়াছেন। তাহাদের বাড়ী-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ ভাংচুর,লুটপাট ও বেদখল করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

কুমিল্লা ঃ নির্বাচনের পর জেলার দেবীদ্বার উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, লুটপাট, মন্দির ভাংচুর করা হইতেছে। শনিবার বিকালে কুমিল্লা শহরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ধামতি (দক্ষিণ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান সরকার উপরোক্ত অভিযোগ করেন।

রূপগঞ্জ ঃ বিএনপি সমর্থিত সন্ত্রাসীরা শুক্রবার রাত্রে উপজেলার কাঞ্চনের সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের ২০টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ,ভাংচুর ও লুটপাট করিয়াছে।

নেত্রকোনা ঃ কালিয়াজুরী উপজেলার চাকুয়া ইউনিয়নের লেপসিয়া বাজারে শনিবার সন্ত্রাসীরা হামলা চালায় এবং সংখ্যালঘুদের কয়েকটি দোকান বন্ধ করিয়া দেয়।

রংপুর (দক্ষিণ) ঃ জাতীয় পার্টির (এ) সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বদরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের মারপিট করে।

মেহেরপুর ঃ গত শুক্রবার রাতে মুজিবনগর উপজেলার ভবের পাড়া গ্রামের আওয়ামী লীগ সমর্থিত সংখ্যালঘু খ্রীস্টান সম্প্রদায় নেতা সোনা মিয়া ও খোকন মল্লিক সহ ৬ জনের বাড়ীঘর ভাংচুর করা হইয়াছে।

পিরোজপুর ঃ এই জেলা শহর ও শহরতলীতে পার্শ্ববর্তী বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জের হোগলাপাশা ও বনগ্রাম ইউনিয়নের তিনশতাধিক ভীত-সন্ত্রস্ত হিন্দু কিশোর-তরুণী আশ্রয় লইয়াছে। উক্ত এলাকার বিভিন্ন গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের কারণে অধিকাংশ যুবক-যুবতী বাড়ী ছাড়া। পিরোজপুর শহরের সীমান্তে বলেশ্বর নদীর অপর পাড়ের হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে গত মঙ্গলবার ভোটের পরের দিন হইতে সন্ত্রাস শুরু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর ২০০১

(১১৫)
নৌকায় ভোট দেয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত

শেখ মিশেল ঃ নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সন্ত্রাসী হামলা অব্যাহত রয়েছে। অনেক স্থানে সংখ্যালঘুরা জান বাঁচাতে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছে। প্রাণ ভয়ে নিজের ভিটামাটি ছেড়ে অনেকে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ দেশের ভেতরই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মারধর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, বড়ো অংকের চাঁদা দাবি এবং দেশ ত্যাগের হুমকি দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, যশোর, মাগুরা, নড়াইল, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর,শেরপুর ও চট্টগ্রামে সংখ্যালঘুরা চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। প্রতিদিন এসব এলাকায় সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ওপর চড়াও হচ্ছে এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। তারা বড় অংকের চাঁদাও দাবি করছে। চাঁদা না দিলে তাদের মেয়েকে তুলে নেয়ার হুমকি দিচ্ছে এবং দোকান পাট ভাংচুর ও লুটপাট করা হচ্ছে। একাধিক স্থানে সংখ্যালঘু তরুণীদের ধর্ষণের শিকার হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। ফলে সংখ্যালঘুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণভয়ে ও মান সম্মান বাঁচাতে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

বরিশালের উজিরপুর থেকে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে, সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে নির্যাতনের স্টিম রোলার। নৌকায় ভোট দেওয়ার অপরাধে বিএনপির সন্ত্রাসীরা তাদের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করেছে। চাঁদা না দিলে মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবার হুমকি দিচ্ছে। অনেক মা বাবার সামনে মেয়েদের শরীরে হাত দিয়ে এ ধরনের হুমকি দিচ্ছে এবং অনেককে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাপ দেয়া হচ্ছে। জানা গেছে, সেখানে এক সংখ্যালঘূ

তরুণীকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে তাকে ব্যাপক শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। অন্যদিকে বরিশালের অপর এক স্থানে সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু মহিলা মেম্বারকে সবার সামনে উলঙ্গ করে শাস্তি দিয়েছে নৌকার পক্ষে কাজ করার জন্য।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি অজয় রায় ও সাধারন সম্পাদক হায়াত মাহমুদ নির্বাচনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও শারীরিক নির্যাতনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন,সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হচ্ছে। অথচ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তাদের মতে এ ধরনের হামলা অব্যাহত থাকলে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটতে পারে।

এই ভীতিকর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকেই আসন্ন দুর্গা উৎসব নিয়ে আশংকা প্রকাশ করছেন। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত থাকলে এ পুজা নির্ভয়ে করতে পারবে কি না সে ব্যাপারে তারা সন্দিহান।

উল্লেখ্য, ১ অক্টোবরের নির্বাচনের আগেই সন্ত্রাসীরা দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়া ও তাদের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে ভোট দেয়ার হুমকি দিয়ে আসছিলো। অভিযোগ পাওয়া গেছে নির্বাচনের দিন অনেক আসনেই সন্ত্রাসীদের ভয়ে সংখ্যালঘুরা ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের আগে এ ধরনের হুমকির ব্যাপারে অভিযোগ করলেও বিএনপি সে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছিলো। কিন্তু নির্বাচনের পর এ ধরনের হামলায় শংকিত হয়ে পড়েছেন সচেতন মহল। তাদের মতে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যদি মানুষ বিএনপির পক্ষে রায় দিয়ে থাকে তাহলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে প্রতিশোধ পরায়ণ আচরনের মাধ্যমে জনগনের রায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করা হবে।

আজকের কাগজ, ৭ অক্টোবর ২০০১

(১১৬)
দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত

বিশাল বাংলা ডেস্ক ঃ নির্বাচনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ সমর্থক, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত রয়েছে। তাদের বাড়িঘর, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করা হচ্ছে। এসব ঘটনায় অনেক সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে রয়েছে। পটুয়াখালীর বাউফলে প্রতীমা ভেঙ্গে ফেলার সংবাদ পাওয়া গেছে। আমাদের প্রতিনিধির পাঠানো খবর:

গাজীপুর ঃ কালিয়াকৈর উপজেলার ভোলুয়া গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর গত বুধবার বিএনপি সমর্থকদের হামলার পর ৭০টি সংখ্যালঘু পরিবারের ২ শতাধিক নারী-পুরুষ আশ্রয় নিয়েছে গাজীপুর সদর উপজেলার ভাওয়াল মির্জাপুর ইউনিয়নের তালতৈল, পাইনশাইল, বহরিয়াচালা গ্রামে। গোলুয়া গ্রামে বর্তমানে পুলিশ মোতায়ন করা হলেও সংখ্যালঘুদের ভীতি কাটছে না। ভাওয়াল মির্জাপুরে আশ্রিত কয়েকজন সংখ্যালঘু জানান, বুধবার ১২টার দিকে একাধিক যন্ত্রচালিত নৌকাযোগে মুজিবর, হাবু ও নজরুলের নেতৃত্বে ৪০-৫০ জন সন্ত্রাসী তাদের গ্রামে এসে হামলা চালায় ও বাড়িঘর ভাংচুর করে।

সোনারগাঁও (নারায়নগঞ্জ) ঃ সোনারগাঁও পৌরসভার চারটি গ্রামে গত বৃহস্পতিবার ছয়টি হিন্দু ও আওয়ামী লীগ সমর্থক সাতটি পরিবারের বাড়িঘরে বিএনপির সমর্থকরা ভাংচুর ও লুটপাট করেছে।

গতকাল শনিবার সরজমিন সোনারগাঁও পৌরসভার কৃষ্ণপুরা, গোবিন্দপুর, ভট্টপুর, রঘুডাঙ্গা গ্রামগুলোতে গিয়ে দেখা যায় অধিকাংশ হিন্দু পরিবার ভয় ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। আবার অনেকে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। গ্রামগুলোতে সংঘর্ষ এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সোনারগাঁও উপজেলার সাধারন সম্পাদক অজিত কুমার দাস সাংবাদিকদের জানান, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অব্যাহত হামলার প্রতিবাদে তারা আসন্ন দুর্গা পুজা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মাদারীপুর ঃ শিবচর শহরের হিন্দু ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানপাট খুলতে সাহস পাচ্ছে না। ইতিমধ্যে শিবচরে বেশকিছু ব্যবসায়ী এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। কালকিনি উপজেলার পার্শ্ববর্তী মেদাকুল, খাঞ্জাপুর, ইল্লা, কমলাপুর গ্রামে প্রায় ৫ শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবার পালিয়ে রয়েছে।

বরিশাল ঃ আগৈলঝাড়ায় গত মঙ্গলবার বিএনপি কর্মীরা হামলা চালিয়ে বাবুলাল দাস ও ডা.পরেশ মণ্ডলের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে। স্থানীয় বাজারে হিন্দুদের দোকানপাট বন্ধ করে দেয় এবং পাঁচটি বাড়িতে হামলা চালায়। এতে সুনীল, অনিমা, অজিত, ইন্দ্রজিত, মনোতোষ নামে পাঁচজন আহত হন। জেলেপট্টি এলাকায় সংখ্যালঘুদের মারধর করে কয়েকটি পরিবারকে এলাকাছাড়া করা হয়। ছয়গ্রামে হিন্দু পল্লীতে ঢুকে কয়েক রাউন্ড গুলি করলে এলাকাবাসীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। গৈলা বাজারে কর্মকার বাড়ি এবং দোকানে হামলা ও ভাংচুর করা হয়। উত্তর শিকিপাশা গ্রামে সংখ্যালঘুদের ছয়টি বাড়ীতে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়।

গৌরনদীর বাটাজোর, লক্ষ্মণকাবি, কবি বাড়ি, বাগার, বাকাই, দত্তাবাজ এলাকায়ও সংখ্যালঘুদের নানাভাবে হুমকি ও ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। গোয়াইলের মৈচতার কান্দি, ধুরিয়াইল, সমদ্দারপাড়া, কাজিরপাড় এলাকায় কয়েকটি বাড়িতে হামলা করে ধান ও কয়েকটি গরু-ছাগল লুট করে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বরগুনা ঃ পাথরঘাটা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় চাপা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সংখ্যালঘুদের এবং নৌকা ও সাইকেল (মঞ্জু) সমর্থকদের ওপর বিএনপি সমর্থকরা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়, নির্বাচন পরবর্তী সময় বরগুনা-২ (বামনা-পাথরঘাটা) এলাকায় বিএনপি কর্মীদের হামলায় এ যাবৎ ২৫জন আহত হয়েছে। পাথরঘাটা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মজিবুল হক গতকাল শনিবার জানান, এলাকার সংখ্যালঘুরা এবং তাদের দলীয় কর্মীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

ফরিদপুর ঃ মঙ্গলবার রাতে মধুখালী উপজেলার বাগাট গ্রামের বিষ্ণু বোসের বাড়িতে বিএনপি কর্মীরা আগুন ধরিয়ে দিলে একটি ঘর পুড়ে যায়। পরদিন সোমবার তারা বাগাট বাজারে সংখ্যালঘুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অবরুদ্ধ করে রাখে ও তিনটি দোকানের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। বিএনপি কর্মীদের হামলায় বাগাট সরকারী প্রাইমারী স্কুলের সহকারী শিক্ষক কার্তিক চন্দ্র শিকদার আহত হয়েছে।

দিনাজপুর ঃ জেলার বিরল ও বোচাগঞ্জ উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের ২১টি গ্রামের কয়েক'শ আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘু পরিবার নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিরল উপজেলার শিকারপুর গ্রামবাসী অভিযোগ করেছেন, ভোটের আগের দিন রাত ১টার দিকে চার দলের ৩০০-৪০০সমর্থক সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা

চালায়। চার-পাঁচটি মোটর সাইকেলে ১০-১২ জন মুখোশ পরা যুবক গ্রামে এসে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দিয়ে যায়।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিনাজপুর প্রেসক্লাবে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও দিনাজপুর-২ (বিরল-বোচাগঞ্জ) আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী সতীশ চন্দ্র রায় এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনের দিন তার এলাকায় চার দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ করেন।

এ ব্যাপারে দিনাজপুরের পুলিশ সুপার এস এম সাব্বির আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর এই অত্যাচারের খবর তিনি লোকমুখে শুনেছেন কিন্তু লিখিতভাবে কেউ অভিযোগ করেনি।

পটুয়াখালী ঃ বাউফলে বুধবার গভীর রাতে দাসপাড়া গ্রামের ঠাকুর বাড়ির দুর্গা মন্দিরে শারদীয় দুর্গা পুজা উপলক্ষে নির্মাণাধীন আটটি প্রতিমাই দূর্বৃত্তরা ভেঙ্গে ফেলে। মন্দির কমিটির সভাপতি জানান, কে বা কারা গভীর রাতে প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলে। এ ঘটনার পর তারা থানায় মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না। এদিকে প্রতীমা ভাংচুরের পর গত শুক্রবার বাউফল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং নবনির্বাচিত বিএনপির সাংসদ শহিদুল আলম তালুকদার ঘটনাস্থলে গিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদের ক্ষতিপূরণসহ সর্ব প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

নেত্রকোনা ঃ জেলার কালিয়াজুরি উপজেলার লেপসিয়া বাজারে গতকাল শনিবার দুপুরে কয়েকটি দোকানে হামলা ভাংচুর ও সংখ্যালঘুদের বেশ কয়েকটি দোকান বন্ধ করে দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিএনপি সমর্থিত ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী এ হামলা চালায় বলে জানা গেছে। লেপসিয়া বাজারে এখন চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

রাজনগর(মৌলভীবাজার) ঃ নন্দীউড়া, খলগ্রাম, ভুজবল, মুশুরিয়া এলাকার সংখ্যালঘুরা ও আওয়ামী লীগ সমর্থকরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। অনেকে প্রানের ভয়ে বাড়িঘরে তালা ঝুলিয়ে অন্যত্র সরে গেছেন।

প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০০১

(১১৭)
বিএনপি ও মৌলবাদী সমর্থকরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর হামলা, বাড়িঘরে আগুন, ভাংচুর

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। বিএনপি এবং জামাত-শিবিরসহ মৌলবাদী সমর্থকরা আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নির্যাতন চালাচ্ছে। অনেক স্থানে বাড়িঘরে হামলা,ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালানো হচ্ছে। ফলে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘু সদস্যরা ভীতসন্ত্রস্ত ও অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অনেকে প্রাণের ভয়ে আত্মগোপন করেছে।

বিএনপি ও মৌলবাদী সমর্থকরা নির্বাচনের পরদিন থেকেই মধুখালী উপজেলার বাগাই এলাকায় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উপর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে একদল বিএনপি কর্মী লাঠিসোটা নিয়ে বাগাট বাজারের আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘু সদস্যদের দোকানপাটে হামলা, ভাংচুর ও মারধর, পার্শ্ববর্তী বোসপাড়াসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার ৮/১০টি হিন্দু বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর চালায়।

হামলাকারীরা আওয়ামী লীগ সমর্থক বেলায়েত হোসেনের বাড়ি অবরোধ করে হামলা ও ভাংচুরসহ মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে বোসপাড়ার জনৈক হিন্দু পরিবারের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলে একটি ঘর ও মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এসব এলাকার সংখ্যালঘু সদস্যরা ও আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বিএনপি সমর্থকদের ত্রাস ও হুমকিতে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। একইভাবে বোয়ালমারী উপজেলার ময়েনদিয়া ও নগরকান্দা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর হামলা , বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাটের খবর পাওয়া গেছে।

আজকের কাগজ, ৭ অক্টোবর ২০০১

(১১৮)
কলাপাড়া প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলন বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা,বাড়িতে অগ্নিসংযোগ গবাদি পশু ও গাছপালা কেটে নেয়ার অভিযোগ

কলাপাড়া প্রতিনিধি ঃ পটুয়াখালী-৪ আসনের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনোত্তর আওয়ামী লীগ সমর্থক নেতা কর্মী, ভোটার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, মারধর, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, গবাদিপশু এমনকি গাছপালা কেটে নেয়া হলেও পুলিশি একচোখা ভূমিকার প্রতিবাদে শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় স্থানীয় প্রেসক্লাবে কলাপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতারা এক সংবাদ সম্মেলন করেছেন। নেতারা উল্লেখ করে বলেন, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের চাঁদপাড়া গ্রামের বিমল মিস্ত্রীর দোকান পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তার অপরাধ সে তার দোকানে নৌকা সমর্থকদের পান খাওয়ায়। চাউলা পাড়া ও আঙ্গারপাড়া গ্রামে তাণ্ডব চালিয়ে ১৬টি হিন্দু পরিবারকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের গবাদি পশুসহ গাছপালা কেটে নেয়া হয়েছে। বহু লোক গবাদি পশুসহ শহরে আশ্রয় নিয়েছে। শহরের জগন্নাথ আখড়াবাড়ি এলাকায় বসবাসকৃত হিন্দু বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে মারধর করা হয় দু'যুবককে। এ ঘটনার জন্য আক্রান্তরা সাবেক সংসদ সদস্য আনোয়ার উল-ইসলাম ও তার ভায়ের ছেলেদের দায়ী করেছেন।

প্রথম আলো,৭ অক্টোবর ২০০১

(১১৯)
হামলা লুটপাট অগ্নিসংযোগ চলছেই ঃ কুমিল্লার গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস

কুমিল্লা অফিস ঃ কুমিল্লার চান্দিনা, দেবিদ্বার, চৌদ্দগ্রাম, নাঙ্গলকোটসহ অধিকাংশ উপজেলার গ্রামে গ্রামে ব্যাপক সন্ত্রাস চলছে। এসব এলাকার বহু পরিবার এখন গ্রাম ছাড়া। বহু আ.লীগ নেতা-কর্মী এখন গা-ঢাকা দিয়েছেন। শত শত হিন্দু পরিবার সন্ত্রাসীদের লুটপাটে সর্বস্ব হারিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। কয়েকটি এলাকায় ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেলেও সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো এ ব্যাপারে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

জেলার চান্দিনার কচুয়া গ্রামের নিরাশা রানী সরকার ভিক্ষে করে দুটি সন্তান নিয়ে জীবন কাটান। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে রাস্তায় মাটি কেটে কিছু বাড়তি রোজগার হয়েছিল তার। এ দিয়েই ছোট একটি দোচালা ঘর তৈরি করেছিলেন। স্বপ্নের জিনিসটির ধংসস্তুপের দিকে তাকিয়ে তিনি এখন শুধু চোখের জল ফেলেন। খাওয়া নেই গত তিনদিন। কারন ভিক্ষের সম্বল পাঁচ কেজি চালও লুট হয়ে গেছে। জাতীয় রাজনীতির নোংরামি সম্পর্কে কিছুই না জানা এ নারীটিকে হতে হলো রাজনীতির শিকার।

নিরাশা রানীর মতো অবস্থা চান্দিনার কচুয়া গ্রামের ৬০টি হিন্দু পরিবারেরই। পরনের একটি ছিন্ন বস্ত্র ছাড়া এদের ব্যবহারের কিছু রেখে যায়নি হামলাকারীরা। চাল-ডাল, কাঁথা-বালিশ, হাড়ি-পাতিল থেকে গরু-ছাগল সবই নিয়ে গেছে। হুমকি দিয়ে গেছে এসব কথা কাউকে বললে সবাইকে একসঙ্গে শ্মশানে শোয়াবে। নির্বাচনের পরদিন হিন্দু এ গ্রামটিতে আক্রমণের ঘটনার পর এ যাবৎ কেউ গ্রামটির খোঁজ নেয়নি।

গতকাল শনিবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে গ্রামটিতে শ্মশানের নীরবতা নেমে এসেছে।

প্রথম আলো ,৭ অক্টোবর, ২০০১

(১২০)
সহিংসতায় পাঁচ জেলায় পাঁচজন নিহত ঃ সংখ্যালঘুরা আতংকে

যুগান্তর ডেস্ক ঃ নির্বাচনোত্তর সহিংসতা থামছে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার,বাড়িঘরে হামলা, ভাংচুর এবং আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষে গতকাল শনিবার ও এর আগের রাতে ফেনী, রাজবাড়ি, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর ও নাটোরে ৫ জন নিহত হয়েছে। শাহজাদপুরে মঙ্গলবার বিজয় মিছিলের সময় দু'দলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত খোকন মণ্ডল (৩০) গতকাল হাসপাতালে মারা গেছে। পটুয়াখালীর বাউফলের মন্দির ভাংচুর ও বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষে ২০ জন আহত হয়। এসব সহিংসতায় বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চরম আতংকে দিন কাটাচ্ছে। কেউ কেউ বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে। যুগান্তর প্রতিনিধির পাঠানো খবর ঃ

লালপুর (নাটোর) ঃ গতকাল দুপুরে উপজেলার আড়বাব হিন্দু পাড়া গ্রামে বিএনপি সমর্থকরা সরানন্দ (১৮) ও রতনকে (২০) মারধর করলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। ঘটনার দুঘন্টা পর পুলিশ ওই গ্রামের একটি আখক্ষেত থেকে সুমনের লাশ উদ্ধার করে। সে গোসাইপুর গ্রামের রমজান আলীর পুত্র। গুরুতর আহত আশরাফকে(১৮) লালপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। অপরদিকে বিএনপি সমর্থকরা দুয়ারিয়া, হোসেনপুর ও গোপালপুরে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের কাছে চাঁদা দাবি করে হুমকি দিচ্ছে।

সিরাজগঞ্জ ঃ জেলার সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেছে। তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ, কুসুম্বি, শাহজাদপুর উপজেলার নরিনা, সদর উপজেলার গুপিরপাড়া, বাঐতারা গ্রামে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের অর্ধশতাধিক বাড়িঘরে ভাংচুর চালানো হয়েছে। এসব এলাকায় কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

পটুয়াখালী ঃ সদর উপজেলার ছোটবিঘাই ও বড়বিঘাই ইউনিয়নে গতকাল স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থক রমেশ পাল (৩০) ও সুধীরকে (৪৮) বিএনপির নামধারী সদস্যরা প্রকাশ্যে মারধর করেছে। বাউফলের দাসপাড়া এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি মন্দির বিএনপির কর্মীরা ভাংচুর করেছে। এ ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিমাই চন্দ্র পাল ও বাউফল আসনের নবনির্বাচিত বিএনপির সাংসদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বাউফল থানা পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

নান্দাইল ঃ উপজেলার দাসপাড়া গ্রামের পবিত্র কুমার রায়ের বাড়িতে একদল সন্ত্রাসী দিনে-দুপুরে হামলা ও লুটপাট করে। ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

আগৈলঝাড়া ঃ বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের পরিবারের ওপর হামলা হয়েছে।

নেত্রকোনা ঃ জেলার কালিয়াজুরি উপজেলার চাকুয়া ইউনিয়নের লেপসিয়া বাজারে গতকাল সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকটি দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউপি চেয়ারম্যান রহমতউল্লাহ জড়িত বলে জানা যায়। বাজারে আতংক বিরাজ করছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলায় গনফোরামের উদ্বেগ

গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জহিরুল ইসলাম ও সাধারন সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক নির্বাচনের পর পরই সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর সহিংস ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গতকাল এক বিবৃতিতে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রশাসন ও বিজয়ী দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে এ ব্যাপারে জরুরী ও কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানান। একই সঙ্গে নেতৃবৃন্দ বিজয়ী দলকে প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার আহবান জানান।

যুগান্তর, ৭ অক্টোবর ২০০১

(১২১)
সাঈদীর এলাকা এখন বিপজ্জনক জনপদ ॥ আগুন দেয়া হচ্ছে সংখ্যালঘুর বাড়িতে

ফজলুল বারী ঃ ডেটলাইন পিরোজপুর। দক্ষিনাঞ্চলের সেই জেলা সদর থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর রাজাকার নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। আর নির্বাচনের পর থেকেই পিরোজপুরের গ্রামগুলো আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী আর সংখ্যালঘু নাগরিকদের জন্য বিপজ্জনক জনপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগুন দেয়া হচ্ছে সংখ্যালঘুর বাড়িতে মল ঢেলে দেয়া হচ্ছে। নির্বাচনের পর থেকেই পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর, মঠবাড়িয়া, স্বরুপকাঠির গ্রামগুলোতে চলছে এসব ভীতিকর নানা ঘটনা। ওই এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী এবং সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে চলছে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনাসমগ্র। উদ্বেগজনক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এর মাঝে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীকে নিয়ে বৈঠক করেছেন। এসব বৈঠকে কয়েকদিন ধরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নানা অত্যাচার, নির্যাতন, লুটপাট, মন্দির ভাঙ্গাসহ নানা ঘটনার শুধু নিন্দাই করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা নাজিরপুরের ছাচিয়া বাজারে লুটপাট করে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে। দীর্ঘা গ্রামের ক্ষীতিশচন্দ্র মণ্ডল, কালীপদ মৃধার সারা গায়ে এখন জামায়াতী ক্যাডারদের বর্বরোচিত মারধরের দাগ-চিহ্ন। রুহিতলা, বুনিয়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলার সময় মেয়েদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করা হয়। কাপড় ব্যবসায়ী নিহার হালদার মারধরের শিকার হয়েছেন মৌলবাদী আক্রোশে। সমীন্দ্রনাথ হালদারের ওষুধের দোকানে হামলা-লুটপাট হয়েছে। পরিসংখ্যান বিভাগের উপজেলা কর্মকর্তা বিমল বাবুর শিক্ষিকা স্ত্রী স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছেন। মৌলবাদী পাণ্ডারা তাঁর বস্ত্রহরণের অপচেষ্টা চালিয়েছে।

পুরো এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারগুলো নানা নিরাপত্তা সমস্যায় পড়েছে। বসুনাথের বাড়িতে গিয়ে আল্টিমেটাম দিয়ে বলা হয়েছে— তাঁর ছেলেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাতে তুলে দিতে হবে, নতুবা তাদের উচ্ছেদ করা হবে ভিটামাটি থেকে। বসুনাথের ছেলের অপরাধ সে নৌকার পক্ষে কাজ করেছে। বালিপাড়া ও ইন্দুরকানি এলাকার আওয়ামী লীগ কর্মী ও সংখ্যালঘু যুবকরা নির্যাতনের আতঙ্কে আশ্রয় নিয়েছে অন্য এলাকাগুলোতে। পাড়েরহাটের

ননীগোপাল হালদার ও বেণু বাবুকে বেধড়ক মারধরের পর পুরো এলাকাটিতে সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্ক। ব্রাহ্মণকাঠির শংকর হালদারের বাড়িতে হামলার পর সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

এসব পরিস্থিতির মধ্যে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী শুক্রবার শোকরানা সভা করেছেন পিরোজপুরে। তিনি সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা না করতে কর্মীদের প্রতি আহবান জানালেও তারা তা শোনেনি। সাঈদীর ওই সভার পর থেকে মুলত ভয়াবহ রূপ নিয়েছে পুরো জেলায় সংখ্যালঘুর ওপর হামলার ঘটনা। উল্লেখ্য, নির্বাচনের প্রচারের সময়ই দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে পিরোজপুর শহরের জনসভায় বলেছিলেন— সেখানে নির্বাচন হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের। হিন্দু ভোটারদের সংখ্যা উল্লেখ করে সাঈদী সেখানে প্রকাশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সুধাংশু শেখর হালদারকে হুমকি দেন। বেগম খালেদা ওই সভায় বলেছিলেন— সাঈদীকে ভোট দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁকে ভোট দেয়া। বেগম জিয়া দলের নেতাকর্মীদের সেখানে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর নির্বাচনের জন্য কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। খালেদার নামে ভোট নিয়ে সাঈদীর লোকজন এখন হিন্দু সম্পত্তিতে হামলা করছে। হামলা করছে সংখ্যালঘু হিন্দু আর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী দেখে দেখে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ অক্টোবর ২০০১

(১২২)
আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছেই প্রাণনাশের হুমকি ॥ মানুষ আতঙ্কিত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা, হামলা-নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। বগুড়ার গ্রামাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন ও প্রাণনাশের হুমকি অব্যাহত রয়েছে। পটুয়াখালী-৪ আসনের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও পুলিশী একচোখা ভূমিকার প্রতিবাদে শনিবার কলাপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, কাজীপুর, বেলকুচি ও সদর উপজেলার গ্রামাঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছে। টাঙ্গাইলের গ্রামে গ্রামেও সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে।

ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরসহ মৌলবাদী সমর্থকরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নির্যাতন চালাচ্ছে।

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদাতা জানান, বগুড়ার গ্রামাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন ও প্রাণনাশের হুমকি চলছে। এ অবস্থায় অনেক এলাকার সংখ্যলঘুরা এলাকা ত্যাগ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থায় বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিএনপি সমর্থিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এসব অপতৎপরতার জন্য প্রশাসনকে জোরালো ব্যবস্থা নেবার দাবী জানিয়েছে।

সিরাজগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শাহজাদপুরের নরিনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে কথিত 'আওয়ামী লীগের আস্তানা ভারতে' চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাড়াশের কুসম্বি, নওগাঁ এলাকায় সংখ্যালঘুরা বাড়ী ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ অক্টোবর, ২০০১

(১২৩)

নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষে আরও ৮ জন নিহত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত। সর্বত্রই পুলিশ নীরব রাজধানীর ঝোলাপট্টিতে ২শ' পরিবার উচ্ছেদ

জনকণ্ঠ রিপোর্টঃ শনিবার দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে বিএনপি ও জামায়াতের আশ্রয়পুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত থাকে। রাজধানীর ঝোলাপট্টিতে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু ২শ' পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে। কুমিল্লার চান্দিনার চিরাড্ডায় সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু মহিলার শ্লীলতাহানি করেছে। রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এরশাদের জাতীয় পার্টির কর্মীরা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করছে ও ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। প্রায় সর্বত্রই পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে আমাদের সংবাদদাতারা জানান।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সভাপতি বিচারপতি কে,এম,সোবহান ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এক বিবৃতিতে নির্বাচনোত্তর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর হামলা, নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ এবং আবহমান বাংলার ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। তারা একই সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানান।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সাধারণ সম্পাদক পরিমল চন্দ্র দে এক বিবৃতিতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, তাদের সম্পদ লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শনিবার দুপুরে নাটোরের লালপুর উপজেলার আড়বার গ্রামে বিএনপির সন্ত্রাসীরা দুয়ারিয়া, হোসেনপুর ও গোপালপুরে শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের কাছে চাঁদা দাবি করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ অক্টোবর, ২০০১

(১২৪)
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হচ্ছে —মহিলা পরিষদ

দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বিচ্ছিন্ন ভাবে নৃশংস হামলা ও আক্রমণ চালানো হচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন মহিলা পরিষদের সভানেত্রী হেনা দাস ও সাধারণ সম্পাদিকা আয়েশা খানম।

গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলায় উদ্বেগ, ক্ষোভ, নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে আরও বলেন, নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু ভোটারদের বিশেষভাবে নারী সমাজকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, হত্যার হুমকি দেয়া হয়। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এ হামলার ঘটনার চরম অবনতি ঘটেছে। ইতিমধ্যে রাজশাহীতে আদিবাসীদের ওপর হামলা, মানিকগঞ্জে সংখ্যালঘু তরুণীকে ধর্ষণ, বরিশালের ভাটিখানা আখড়ায় কীর্তন বন্ধের নির্দেশ, যশোরের শার্শা বাজারে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষেধ, বিভিন্ন স্থানে বাড়িঘর লুটপাট করা সহ দেশব্যাপী হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনা ঘটেই চলেছে। যা ক্রমেই সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় পরিণত হচ্ছে এবং দেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা মনে করি এ ধরনের বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক ঘটনা দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করছে যা আমাদের কারো কাম্য নয়। যুগ যুগ ধরে চলে আসা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই দেশের নাগরিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চরম অনিশ্চয়তার মাঝে দিন কাটাচ্ছে।

নেতারা অবিলম্বে যে সকল দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে তাদের গ্রেফতার করার জোর দাবি জানান। তারা এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১২৫)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের রুখে দাঁড়ান—সিপিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম সভায় দেশের বিভিন্ন স্থানে দখল, সন্ত্রাস, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং প্রতিপক্ষের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বর্তমানে ক্ষমতাসীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে দুর্গত এলাকায় সেনাবাহিনী প্রেরণের দাবি জানানো হয়েছে। পার্টির সভাপতি মনজুরুল আহসান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২দিন ব্যাপী সভায় বিএনপি আওয়ামী লীগসহ দেশের সকল দল ও শক্তিকে সর্বদলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়রানির ঘটনা রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে নিরঙ্কুশ দলীয়করণের কোন প্রচেষ্টা আত্মঘাতী হবে বলে মন্তব্য করে বলা হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় খুন, হত্যা, ধর্ষণ,অগ্নিসংযোগ ও বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে যুক্ত ও যুদ্ধাপরাধীকে সরকারে এবং প্রশাসনে নেয়ার কোন প্রচেষ্টা দেশের জনগণ বরদাশ্‌ত করবে না। সভায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয় যুদ্ধাপরাধীদের সরকারে নেয়ার যে কোন প্রচেষ্টা পার্টি দেশের সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে নিয়ে প্রতিহত করবে।

সভায় রিপোর্ট উপস্থাপন করেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এবং বক্তব্য রাখেন সহিদুল্লা চৌধুরী , মোর্শেদ আলী, হেনা দাস, শাহ আলম, সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ, এম এম আকাশ, শামছুজ্জামান সেলিম,আশরাফ হোসেন আশু প্রমূখ।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর, ২০০১

(১২৬)
দিনাজপুরের গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত হামলা— শ্লীলতাহানি অনেকে প্রাণভয়ে দেশ ছেড়েছে

সাজেদুর রহমান শিলু, দিনাজপুর থেকে ঃ সুদীর্ঘ ৫৪ বছর পর দিনাজপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আবারও বর্বরোচিত হামলা শুরু হয়েছে। অনেক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির মন্তব্য, '৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময়ও সংখ্যালঘুদের ওপর এমন হামলা হয়নি। একটি দলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা নির্বাচনের নামে অ্যাকশন কর্মসূচি ঘোষণা করায় ভোটের আগের রাত থেকেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিরলে এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানি এবং অনেক নারী ও শিশু হামলার শিকার হয়েছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকে প্রাণভয়ে ভারতে চলে গেছেন। যারা রয়েছেন তারাও খুবই নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অধিকাংশ বাড়ির যুবতী মেয়ে ও গৃহবধূদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তরুন ও যুবকরাও রয়েছে ঘরছাড়া। শনিবার

জনকণ্ঠের প্রতিনিধিসহ একদল সাংবাদিক দিনাজপুরের বিরল ও বোচাগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে নির্যাতনের বিভিন্ন তথ্য জানতে পারেন। এসব গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা ও শারীরিকভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে।

এসব গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে। ৯নং ইউপির মহিলা মেম্বার কুমদিনী রায় অভিযোগ করেছেন, কছিমুদ্দিন আহমেদের ছেলে সালামের নেতৃত্বে ভোটের আগের দিন রবিবার রাত ১টার দিকে ৩'শ থেকে ৪'শ সন্ত্রাসী শিকারপুর গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরে হামলা করে। তিনি জানান, যেন'৭১-এর মত বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। হামলাকারীরা ৪টি ককটেল নিক্ষেপ করলে বিকট শব্দে তিনটির বিস্ফোরন ঘটে, ১টি বিস্ফোরিত হয়নি। তা তারা কুড়িয়ে পেয়েছে। শিলাবৃষ্টির মত পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এখানে তাকেও মারধর করা হয়। তা ছাড়া আরও কয়েকজন গৃহবধূ ও তরুণীকে লাঞ্ছিত করা হয়। এখন এ গ্রামের যুবতী মেয়ে ও গৃহবধূদের অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখা হয়েছে। গ্রামবাসী জানায়, নির্বাচনের আগে শনিবার রাত ৯টার দিকে ৪/৫টি মোটরসাইকেল নিয়ে মুখোশ পরা কয়েকটি যুবক তাদের গ্রামে এসে ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য বলে। 'যদি ভোট দিতে যাস তাহলে তোদের অবস্থা খারাপ করে দেয়া হবে' হুমকি প্রদর্শন করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে চলে যায়। কুলীন চন্দ্র রায় নামে এক ব্যাক্তি জানায়, মঙ্গলবার রাতে ধনগ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরে হামলার সময় সন্ত্রাসীরা তার স্ত্রী মালা রানীর (২৫) শ্লীলতাহানি করে। ঘটনার পর মালা বাড়ি ছেড়ে ভয়ে অন্যত্র চলে গেছে। একই গ্রামে গীতা রানী নামে এক গৃহবধূর পরনের কাপড়চোপড় খুলে বিবস্ত্র করার অভিযোগ করা হয়েছে। শিকারপুর গ্রামের সমারু(৫০), চম্পা, মহেশ, নরেন্দ্রনাথ রায়, পাথারু, স্বপন, ধনগ্রামের সলিল এখনও নিখোঁজ রয়েছে। এসব গ্রামের বয়স্ক মহিলারা জানায়, তারা গত ৪দিন ধরে রাতের বেলায় হামলার ভয়ে বাচ্চাদের নিয়ে ধানক্ষেতে পানিতে বসে রাত কাটাচ্ছে। যুবতী মেয়ে ও বৌদের তারা অন্যত্র নিরাপদ স্থানে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। অনেকে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে। এসব গ্রামে এখন সর্বত্র চলছে আতঙ্ক। এদিকে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিনাজপুর প্রেসক্লাবে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও দিনাজপুর-২ (বিরল-বোচাগঞ্জ) আওয়ামী লীগ প্রার্থী সতীশ চন্দ্র রায় এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন, ৪ দলীয় জোট তথা বিএনপির প্রার্থী লে. জে. (অব.) মাহবুবুর রহমান তার সন্ত্রাসীবাহিনী ও ভাড়াটে মস্তান নিয়ে সমগ্র আসনের নির্বাচনী এলাকায় সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে । এছাড়াও বিরল উপজেলার ৯নং ইউপি চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র প্রার্থী কছিম উদ্দিন শুকু ও তার ছেলেদের সন্ত্রাসী দল প্রকাশ্যে বেআইনি অস্ত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ৯নং ইউপির মঙ্গলপুর, বাহারীগ্রাম, শীষগ্রাম, শিকারপুর, হরিশচন্দ্রপুর ও নশুগ্রাম, ১০ নং ইউপি বিএনপি প্রার্থী মাহবুবুর রহমানের নিজগ্রাম জগৎপুর, ৮নং ইউপির ধর্মপুর, ধর্মজাইনসহ বোচাগঞ্জ উপজেলার মোল্লাপাড়া, নেহালগাঁওসহ বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘু ভোটারদের অস্ত্রের মুখে নির্বাচনী কেন্দ্রে আসতে বাধা প্রদান করে। এ ব্যাপারে তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানোর পরও তারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১২৭)
দেশে এবার দুর্গাপূজা হবে কি?

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দূর্গাপূজা কি এবার দেশে অনুষ্ঠিত হবে? পূজার প্রস্তুতি নেয়ার পূর্বমুহূর্তে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর একের পর এক হামলা সর্বোপরি অসংখ্য হিন্দু পরিবার গৃহহীন হওয়ায় এই প্রশ্ন অনেকের মধ্যে দেখা দিয়েছে। আগামী ২২ অক্টোবর থেকে দুর্গাদেবীর ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভ হবার কথা। এ জন্য মাস খানেক আগে থেকে প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন। প্রস্তুতির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে অনেক স্থানে প্রতিমা তৈরি হচ্ছিল কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য স্থানে প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। কোথাও কোথাও সন্ত্রাসীদের হামলায় হিন্দুদের অনেকে গৃহহারা হয়েছে। এদের অনেকে প্রানভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দেশের প্রায় সর্বত্র একই অরাজক অবস্থা বিরাজ করছে। এই অবস্থায় দুর্গাপূজা যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হবে কিনা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

প্রায় একই প্রশ্ন তুলেছেন পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অনিল নাথ। তিনি বললেন, আজকের এই নিরাপত্তাহীন অবস্থায় আদৌ দুর্গাপূজা এমনকি ঘটপূজা হবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এ জন্য আগামী শুক্রবার সকাল ১০টায় দেশের পূজা উদযাপন পরিষদের ৬৪টি জেলা কমিটির কর্মকর্তাদের এক বৈঠক আহবান করা হয়েছে।এই বৈঠকে এ ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। পরিষদের অপর এক কর্মকর্তা কাজল দেবনাথ জানান, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতায় আমরা সবাই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছি। এ জন্য রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ এবং বৃহত্তর দুটি দলের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা চলছে। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করলে বিষয়টা খোলাসা হতে পারে।

বর্তমানে দেশে পৌনে দু'কোটিরও বেশি সংখ্যালঘু রয়েছে। এর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। দেশে প্রতি বছর গড়ে ১০ হাজার দুর্গাপূজা হয়। এর অধিকাংশ হয় বারোয়ারি ভিত্তিতে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১২৮)
নারী প্রগতি সংঘ ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিভীষিকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে

নির্বাচনের পর দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়, এ মুহূর্তে দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও বিভীষিকার মধ্যে দিয়ে বিপন্ন অবস্থায় কালাতিপাত করছে। সাধারন নির্বাচনের পূর্ব থেকেই তাঁরা যে নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হচ্ছিলেন বর্তমান নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সেই নির্যাতন বহুমাত্রিক রূপ নিয়েছে। স্রেফ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হবার কারনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের ভয়-ভীতি দেখানো, দেশ ছাড়ার হুমকি, দোকান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুটপাট ও ভাংচুর,বসতবাটিতে অগ্নিসংযোগ, মন্দির-দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর, লুটপাট, হত্যা, গুম এবং নারীদের শ্লীলতাহানির মতো জঘন্য অপরাধ নির্বিচারে ঘটে চলেছে। -বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১২৯)
সুপরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ লুটতরাজ ও নারী নির্যাতন করা হচ্ছে ॥ বঙ্গবন্ধু পরিষদ

বঙ্গবন্ধু পরিষদ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে যে, পহেলা অক্টোবরের কারচুপির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দেশব্যাপী এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিচারপতি কে.এম. সোবহান ও সাধারণ সম্পাদক এস. এ মালেক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশেষ করে সুপরিকল্পিতভাবে যেখানেই সংখ্যালঘুদের বাস সেখানেই ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নারী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হচ্ছে। খুলনা বিভাগের বিস্তীর্ণ সংখ্যালঘু এলাকায় চলছে এক অমানবিক তাণ্ডবলীলা। ভোট দেয়ার কারণে এভাবে মানুষ আর কখনও বিপন্ন হয়নি। চারদলীয় জোট বিজয়ী হওয়ার পর থেকেই এসব মানবতাবিরোধী তৎপরতা শুরু হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৩০)
আরও ৫ আওয়ামী লীগ কর্মীকে হত্যা ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতন চলছেই

জনকণ্ঠ রিপোর্ট॥ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত রয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতন চলছে। হাতিয়ায় সংখ্যালঘু ১০জনকে কুপিয়ে আহত করেছে সন্ত্রাসীরা। দুর্ভাগ্যজনক যে, নির্বাচন-পরবর্তী সপ্তম দিনেও দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, দোকানপাট ও উপাসনালয়ের ওপর হামলা অব্যাহত রয়েছে বলে আমাদের সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন। নারায়নগঞ্জে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমসহ দু'টি মন্দির আক্রান্ত হয়েছে। ফেনীতে হুমকির মুখে সপরিবারে পলায়নের চেষ্টাকালে এক ব্যক্তি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। রবিবারও দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা,সংঘর্ষ ও ভাংচুরের ঘটনাগুলোতে পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখে। বিভিন্ন সংগঠন অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে সরকার এবং সে সঙ্গে রাজনৈতিক দলসহ সমাজের সকল শুভশক্তিকে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আহবান জানিয়েছে।

আওয়ামী লীগ কর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার পাশাপাশি শহরসহ বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন স্থানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিএনপির সন্ত্রাসীরা নিজেদের মধ্যেই হানাহানি করছে।

বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে গত ক'দিন ধরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। কুমারখালী গ্রামের কবির মোল্লা ও মনির শিকদার এবং জিলবুনিয়া গ্রামের রহিম ফকির আওয়ামী লীগ কর্মী ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের এবং চাঁদাবাজির নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে খবর এসেছে। কুমারখালি গ্রামের সলেমান ফকির ও দীনেশ মাঝি, কামলা গ্রামের ক্ষিতিশ শিকদার, জিলবুনিয়া গ্রামের যতীন হালদার এবং সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও সমাজ কল্যান প্রতিমন্ত্রীর এপিএস শিকদার ফজলুর রহমানের বাড়ি লুট হয়েছে। যতীন হালদারের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে। নতুবা তার মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করা হচ্ছে।

সন্ত্রাসের জনপদ ফেনীতে শনিবার সদর থানার সাঁড়ালিয়া গ্রামের দীনবন্ধু দাস হুমকির মুখে পালাতে গিয়ে পথিমধ্যে মারা যায়। সন্ত্রাসীরা তার গ্রামের অনিল চন্দ্র মাষ্টারকে নির্মমভাবে প্রহার করে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর দীনবন্ধু সপরিবারে পলায়নের চেষ্টা করছিলেন।

লক্ষীপুরে বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাংচুরসহ আওয়ামী লীগ নেতা ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, পুকুরের মাছ লুট, বাস টার্মিণাল দখলসহ আধিপত্য বিস্তারের নগ্ন প্রয়াস চলছে।

রবিবার সকালে নারায়নগঞ্জ শহরের লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম, দেওভোগ লক্ষীনারায়ণ আখড়া ও গলাচিপা রামকানাই জগন্নাথ জিউর মন্দিরে হামলা ও গুলিবর্ষিত হয়েছে। আখড়ার সেবায়েত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঝাঁ বলেছেন, হামলার পর সংখ্যালঘুরা ভয়ানকভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তবে কারা হামলা করেছে তাদের সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন বলে জানান। জগন্নাথ মন্দিরটি নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদের কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পূজা কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক বাসুদেব চক্রবর্তী ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আহবান জানিয়েছেন।

নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ঝিনাইদহ জেলার সদর ও কালীগঞ্জ উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেই চলেছে। আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চলছে নির্যাতন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৩১)
গাজীপুরে বিএনপি ক্যাডারের সন্ত্রাসের রাজত্ব ॥ বহু সংখ্যালঘু পরিবার ঘরছাড়া—জনমনে চরম আতঙ্ক ঃ সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার।। গাজীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর বিএনপি সন্ত্রাসীরা অব্যাহতভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের লুটপাটের পর বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। সদ্য অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুরের ৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আওয়ামী লীগ প্রার্থীগণ রবিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর-১ (শ্রীপুর-কালিয়াকৈর) আসনের নবনির্বাচিত এমপি সাবেক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট রহমত আলী, গাজীপুর-২ (সদর-টঙ্গী) আসনের নবনির্বাচিত এমপি আহসান উল্লাহ মাষ্টার,গাজীপুর-৪ (কাপাসিয়া) আসনের নবনির্বাচিত এমপি তানজিম আহম্মদ সোহেল তাজ এবং গাজীপুর-৩ (কালীগঞ্জ) আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী আখতারউজ্জামান। এডভোকেট রহমত আলী বলেন, নির্বাচনের বেশ আগে থেকেই বিএনপি'র ক্যাডাররা গাজীপুরের সর্বত্র সন্ত্রাস শুরু করে। ১ তারিখের পর তাদের সন্ত্রাসের মাত্রা এত বেড়েছে যে, এখন অধিকাংশ সংখ্যালঘু পরিবারই ঘরছাড়া। জনমনে বিরাজ করছে চরম আতঙ্ক।

তানজিম আহম্মদ সোহেল তাজ বলেন, নির্বাচনের কয়েক দিন আগে থেকেই কাপাসিয়ার ইউএনও এবং ওসি আমাদের বিপক্ষে ভুমিকা পালন করতে শুরু করে। মূলত তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়েই বিএনপি'র সশস্ত্র ক্যাডাররা সেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তিনি বলেন, নির্বাচনের পর তারা দুর্গাপুর ইউনিয়নের নলিপাশা গ্রামে হিন্দুদের মন্দির ভাংচুর করেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং তাদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে। একই রকম ঘটনা ঘটেছে সিংহশ্রী ইউনিয়নেও। পুলিশ এসব ঘটনা দেখলেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

শ্রীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সামসুল আলম প্রধান এক লিখিত বক্তব্যে বলেন, নির্বাচনের পরদিন থেকে বিএনপি ও জামায়াতের সন্ত্রাসীরা গাজীপুর জেলার প্রতিটি থানায় ব্যাপক সন্ত্রাস শুরু করেছে। তাদের টার্গেট হিসাবে রয়েছে প্রধানত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা। তাদের হামলায় আহত হয়ে অনেকেই এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৩২)
স্বরূপকাঠিতে বিএনপির সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি আওয়ামী লীগ কর্মী -সমর্থক ও সংখ্যালঘুরা চলছে বাড়িঘর ভাংচুর লুটপাট চাঁদাবাজি ও নির্যাতন

শওকত মিলটন, স্বরূপকাঠি থেকে ফিরে ঃ স্বরূপকাঠির আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থক ও সংখ্যালঘুরা এখন বিএনপির সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। বাড়িঘর ভাংচুর, হামলা-লুটপাট, কুপিয়ে অন্তত ৫০জনকে আহত করার ঘটনা ঘটছে নির্বাচনের পর থেকে। চলছে চাঁদাবাজি। ইতোমধ্যে স্বরূপকাঠি বাজারের এক খ্যাতনামা সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী আতঙ্কে এলাকা ছেড়েছেন। পুলিশ বলছে, পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। বিএনপির সভাপতি বলেছেন তাদের কর্মীরা এসব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। বৃহস্পতিবার আমরা তিনটি জাতীয় দৈনিকের সংবাদকর্মীরা সেখানে গেলে এমন পরিস্থিতি নজরে আসে। স্বরূপকাঠি উপজেলায় আমরা যখন পৌঁছি তখন দুপুর। উপজেলা পরিষদের সামনে বিএনপির একদল কর্মী আমাদের গতিরোধ করে। তারা আমাদের কাছে জানতে চায় আমরা কারা? কোথা থেকে এসেছি? তাদের অগ্নিমূর্তি দেখে আমরা আমাদের পরিচয় গোপন করি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, আরামকাঠি গ্রামে বিএনপির কর্মীরা চাঁদা দাবি করে । স্বরূপকাঠি বাজারের কয়েক ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবি করেছে। সাহা পদবির এক ব্যবসায়ীর কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ঐ ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, চেষ্টা করছি কত কম টাকা দিয়ে রেহাই পাওয়া যায়। স্বরূপকাঠি বাজারে সবচেয়ে বড় মুদি ব্যবসায়ীদের একজন নারায়ণ সাহা। তার কাছেও চাঁদা দাবি করা হয়েছে। তিনি এখন ভয়ে এলাকা ছেড়েছেন। আটঘর কুড়ানিয়ার বিভিন্ন গ্রামেও নানা উস্কানিমূলক কার্যক্রম চলছে। সেখানকার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নান্টুর নেতৃত্বে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা ধীরেন শিকদারকে মারধর করা হয়েছে। কাটাপোলের কাছে ৪/৫টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দোকান ভাঙ্গা হয়েছে নৌকায় ভোট দেয়ার অভিযোগে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৩৩)
বান্দরবানে সংখ্যালঘুদের জবাই করার হুমকি

বান্দরবান, ৭ অক্টোবর, সংবাদদাতা ঃ বান্দরবান শহরের হাফেজগোনায় সংখ্যালঘুদের জবাই করার হুমকী দিয়েছে কট্টরপন্থী জামায়াত-বিএনপি সমর্থকরা। বান্দরবানের বিজয়ী আওয়ামী লীগ প্রার্থী বীর বাহাদুর শুক্রবার এলাকায় গেলে সংখ্যালঘুরা এমপিকে তাদের জীবনের প্রতি হুমকির কথা জানান। এ সময় এমপি বীরবাহাদুর সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের লোকদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এলাকায় কারও দ্বারা কোন সংঘাত-সংঘর্ষ সৃষ্টির সুযোগ দেয়া হবে না। জনগণ ভোট দিয়েছে এটা তার নাগরিক অধিকার। এ জন্য যদি কোন মহল প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে নিরীহ মানুষের উপর কোন অত্যাচার জুলুম চালায় তার পরিণতি ঐ কুচক্রী মহলকেই ভোগ করতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৩৪)
নির্বাচনোত্তর জিঘাংসা ॥ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রবীণ শিক্ষক সীমাহীন নির্যাতনের শিকার

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ তাঁর একমাত্র অপরাধ তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আর সেহেতু তিনি নৌকা প্রতীকেই ভোট দিয়েছেন—এই সন্দেহেই একজন মানুষ গড়ার কারিগর প্রবীণ শিক্ষক ভোটের পর থেকেই সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। নির্বাচনোত্তর জিঘাংসার শিকার অবসরপ্রাপ্ত এই প্রাইমারী শিক্ষক দু'মুঠো ভাত খেয়ে নিরাপদে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবার জন্য দেশবাসীর সহযোগিতা চেয়েছেন। হতভাগা প্রাইমারী শিক্ষক এখন প্রাণের ভয়ে অনবরত কাঁদছেন। নিরোদ বরণ বড়ুয়া (৬৫) কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় রুমখা পালং বড়ুয়া পাড়ার বাসিন্দা। পেশায় প্রাইমারী শিক্ষক। এক দশক আগে সাবেক রুমখা সরকারী প্রাইমারী স্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সেহেতু নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়েছেন—এ রকম সন্দেহ করেই তাঁকে ভোটের পর থেকে নির্যাতন আর হয়রানি করা হচ্ছে। তিনি ঘর থেকে বের হলেই তাঁকে হুমকি ও ধমকি দেয়া হয়। এক পর্যায়ে তাঁর গায়ে গরুর বিষ্ঠা মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়। এই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সারা গায়ে গরুর বিষ্ঠা মিশ্রিত কাপড়-চোপড় উখিয়ার কোটবাজারে গিয়ে স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের দেখিয়েছেন। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত লোকজনও তাদের চোখের পানি সংবরণ করতে পারেনি। জাতির বিবেক কেউ কি এগিয়ে আসবেন এই নিরীহ এক নিরাপরাধ স্কুল শিক্ষকের নিরাপত্তা বিধানের জন্য?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৩৫)
বিএনপির শুদ্ধি অভিযানে বরিশালে দুই উপজেলার সংখ্যালঘুরা এলাকা ছেড়েছে, মন্দির ভাংচুর, বাড়িতে আগুন, লুটপাট তরুণীদের অনেকেই স্কুল-কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে ঃ গৌরনদী-আগৈলঝাড়া উপজেলায় নির্বাচনের পর থেকে বিএনপি অঘোষিত শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছে। আর তাদের এ শুদ্ধি অভিযানের নামে এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নির্যাতন করা হচ্ছে। ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে মন্দির,অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে বাড়িতে। এখানকার তিন শ'রও বেশী সংখ্যালঘু পরিবার প্রাণ ভয়ে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। সংখ্যালঘু তরুণীদের অনেকেই স্কুল-কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অবাধে চলছে চাঁদাবাজি। আর এ কারনে অনেকেই দোকান পাট খুলছে না। বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট-এ তো নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দু'উপজেলার চারটি পয়েন্টে বিএনপি কর্মীরা চেকপোস্ট বসিয়েছে। প্রশাসন নীরব। তথ্য প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের সূত্রে জানা গেছে।

সূত্রগুলো জানায়, এ দু'টি উপজেলার বেশীরভাগ গ্রামের সংখ্যালঘু বাড়িগুলোতে বুড়োরা ছাড়া আর কেউ নেই। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পতিহার গ্রামের ১০২টি, বিল্ব গ্রামের ৯০টি, রামানান্দের হাট গ্রামের ১৫টি, চাদশীর ৪০টি, খাঞ্জাপুরের ৩০টি, রাজিহারের ৫০টি, রাস্ত গ্রামের ৩০টি সংখ্যালঘু পরিবার এলাকা ছাড়া। এ দুটি উপজেলা থেকে কোন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন যেন বাইরে বেরুতে না পারে সে জন্য চারটি চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। গৌরনদীর বাসস্ট্যান্ড, ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ড, মাহিলাড়া বাসস্ট্যান্ড ও নিমতলায় এসব চেকপোস্ট। এসব পয়েন্টে শিকারীর মত ওঁত পেতে থাকে বিএনপি কর্মীরা। কাউকে পেলেই তার উপর হামলে পড়ে। শুক্রবার রাতে চাঁদশী গ্রামে কৃষ্ণকান্ত দে নামের এক যুবলীগ নেতার বাড়িতে বিএনপি ক্যাডাররা হামলা করে। তারা বাড়ির দুর্গা মন্দির ভাংচুর করে এবং বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এ গ্রামের লোকজন এদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে। নির্বাচনের দিন থেকেই এ দুটি উপজেলায় সংখ্যালঘু নিপীড়ন শুরু হয়েছে। নির্বাচনের দিনেই আগৈলঝাড়ার বাকাইঠাকুর বাড়ীসহ পাঁচটি বাড়ি হামলা,ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। নির্মীয়মাণ দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করা হয়। এমনকি ঐ বাড়িতে শয্যাশায়ী দক্ষিনাঞ্চলের বিশিষ্ট সংস্কৃতিবিদগুজন ও বাকাই হরগোবিন্দ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যক্ষ ১০৮ বছরের বৃদ্ধ নিরঞ্জন চক্রবর্তীকে কুপিয়ে আহত করে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গৌরনদীর খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের ইল্লা গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী বাবু দত্তের বাড়িতে হামলা করে। তারা ঐ বাড়িতে হামলা,ভাংচুর ও লুটপাট করে। এমনকি তারা এখানকার খ্যাতনামা পল্লী চিকিৎসক পরেশ দত্তকে মারধর করে। পতিহার ইউপি সদস্য অনিমা রাণী নাগের বাড়িতে গত বৃহস্পতিবার হামলা করে বিএনপি কর্মীরা। তারা ঐ বাড়ী ভাংচুর করে এবং অনিমা রাণীকে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেয়। এ ঘটনার পর থেকে অনিমা রাণী এলাকা ছাড়া। পতিহারের জুরান বিশ্বাস, শান্তি বিশ্বাসের বাড়িও ব্যাপক ভাংচুর করা হয়। এ সময় নির্মল মাষ্টার ও শান্তি বিশ্বাসকে বেধড়ক মারধর করা হয়। আগৈলঝাড়ার আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ কলেজের শিক্ষক স্বপনের বাড়িতেও নৌকায় ভোট দেয়ার অভিযোগে হামলা ও ভাংচুর করা হয়। বৃহস্পতিবার জঙ্গলপট্টি এলাকার কাপালি সম্প্রদায়ের ২০/২৫টি পরিবারের বাড়িঘর ভাংচুর করে। এসব পরিবারের সদস্যরা এখন বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। রত্নপুর ইউনিয়নের গৌহার গ্রামের বেশ কয়েক সংখ্যালঘু যুবককে মারধর করা হয়েছে। রাজিহার ইউনিয়নের রাজিহার গ্রামে বাবুলাল মুন্সী, মহেন্দ্র ডাক্তার, কমলা রানী, শান্তি রঞ্জন, মন্টু রঞ্জন, ডা. পরেশের বাড়ি হামলা-ভাংচুর করা হয়েছে। এসব হামলায় আহত হয়েছে সুশীল, আনিস, অজিত, ইন্দ্রজিত, মনতোষ। এ তাণ্ডবের পর রাজিহার বাজারের সংখ্যালঘু মালিকানাধীন দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বাকাল ইউপি চেয়ারম্যান জ্যোতিন্দ্রনাথ মিস্ত্রিকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত বোমায় আহত হয়েছে জগন্নাথ নামে এক নিরীহ যুবক। বাকালের মেনহাজ ফকিরের নেতৃত্বে সেখানে সন্ত্রাসীরা রামরাজত্ব কায়েম করেছে। গৈলা বাজারের কর্মকার বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৩৬)
সরিষাবাড়িতে বিএনপির নির্বাচনোত্তর তাণ্ডব আ'লীগ নেতা-কর্মী-সমর্থক ও সংখ্যালঘুরা ভয়ে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছে

জামালপুর প্রতিনিধি ঃ জেলার সরিষাবাড়িতে নির্বাচনোত্তর বিএনপির সন্ত্রাসী তাণ্ডবলীলা, লুটপাট ও হুমকি-ধামকি অব্যাহত রয়েছে। ওই সন্ত্রাসের শিকার হয়ে অনেক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-সমর্থক, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, চাকুরিজীবী ও সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা এলাকা ছেড়ে জামালপুর শহর সহ সরিষাবাড়ির আশেপাশের উপজেলায় আশ্রয় নিচ্ছে। তাদের অভিযোগ থানা পুলিশ মামলা গ্রহণ করছেনা।

সরিষাবাড়ির পিংনা ইউনিয়নের বাড়ইপটল গ্রামের বাসিন্দা সাবেক ইউপি সদস্য সুনীল চন্দ্র ঘোষ গত শনিবার রাতে এ প্রতিনিধিকে জানান, বিএনপির স্থানীয় ২০/২৫ জন সশস্ত্র

যুবক গত ২ অক্টোবর সকালে মিছিল নিয়ে গিয়ে তার বাড়িতে চড়াও হয়। তার ঘরে থাকা মরচে ধরা রামদা ও তার ছেলের ঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। বাড়ইপটল এলাকায় ২২৫ জন সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছেন। সন্ত্রাসীরা তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে হুমকি দিচ্ছে। ভয়ে আতঙ্কে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। সুনীল চন্দ্র ঘোষ তার কলেজ পড়ুয়া এক মেয়ে ও স্কুল পড়ুয়া এক ছেলেকে নিয়ে ৩ অক্টোবর রাতে পালিয়ে জামালপুর শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। সন্ত্রাসীরা তার সেচ যন্ত্রের ৬০ ফুট বৈদ্যুতিক তার খুলে নিয়ে গেছে বলে জানালেন।

এদিকে উপজেলার বাউসি ঋষিপাড়ায় গতকাল রোববার সকালে বিএনপির সন্ত্রাসীরা হামলা ও লুটপাট করেছে। এখানে শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবার রয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, গতকাল এখান থেকে ১০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৩৭)
বিভিন্ন স্থানে আ.লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা ভাংচুর লুটপাট অব্যাহত

বিশাল বাংলা ডেস্ক ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি সমর্থক ও সন্ত্রাসীরা আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট অব্যাহত রেখেছে। এসব ঘটনায় আহত হচ্ছেন অনেকেই। এ বিয়য়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

কক্সবাজার প্রতিনিধি জানান, আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করা ও নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার কারণে জেলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বিএনপি ও শিবির কর্মীদের আক্রোশের শিকার হচ্ছেন। গত পাঁচ দিনে এ ধরনের আক্রোশের শিকার হয়ে অন্তত ৪০জন আহত হয়।

গত ২ অক্টোবর উখিয়ার উত্তর ধুরংখালী মহাজন পাড়ায় এই আসনের বিজয়ী প্রার্থীর সমর্থকরা হামলা চালিয়ে স্থানীয় নাগু বড়ুয়ার পুত্র টুনু বড়ুয়ার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ও সংখ্যালঘুদের তিনটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। কোটবাজার, বড়মহেশখালী ও কালারমারছড়ায় সন্ত্রাসীরা সেলুনে গিয়ে হুমকি দেয়, আজ থেকে চুল কাটা ৩ টাকা, সেভ করা ২ টাকা। এর বেশী নিলে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হবে।

তবে জেলার জাতীয় পার্টির (এরশাদ) সম্পাদক ও উখিয়া উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মাহমুদুল হক চৌধুরী গত ৪ অক্টোবর 'শান্তি সমাবেশ' করে এলাকার উদ্ভুত পরিস্থিতি কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

মেহেরপুর প্রতিনিধি জানান, মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বল্লভপুর গ্রামে গতকাল রোববার সকালে বিএনপি কর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালিয়ে খোকন মল্লিক ও সোনা মল্লিকসহ ছয়টি খ্রিস্টান পরিবারের বসতবাড়ি ভাংচুর করে। এর আগে ছুগিন্দা ও আনন্দবাস গ্রামেও প্রায় ১৫টি খ্রিস্টান পরিবারের বাড়িতে বিএনপি কর্মীরা হামলা চালায় বলে গ্রামবাসী জানায়।

এ ব্যাপারে মুজিবনগর থানায় জলিল, ইয়ারুল হক ও জুলফিকার হোসেনসহ ৩৬ জন বিএনপি কর্মীকে আসামী করে মামলা হয়েছে। পুলিশ বলছে, ঘটনাটি পূর্বশক্রতার জের। এদিকে বিএনপির নেতারা এই ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগের পরাজিত প্রার্থী সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানকে দায়ী করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, গত কয়েকদিনে সন্ত্রাসীরা ঝিনাইদহ সদর থানার গোপালপুর বাজারে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দোকানঘরে হামলা চালিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকার মালামাল লুটপাট করছে। সন্ত্রাসীরা ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানার প্রায় ৭০/৮০ টি বাড়িঘর ভাংচুর, লুট ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে।

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি জানান, গতকাল রোববার উপজেলার শ্রীকালিয়া গ্রামে নৌকায় ভোট দেওয়ার অভিযোগে সংখ্যালঘু বাসুদেব(১৮), নির্মল(২২) ও উৎপলকে পিটিয়ে আহত করা হয়। চাঁদপুর গ্রামে গফুরের বসতঘরে হামলা চালানো হয়।

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, বাগেরহাটে মোল্লাহাটে দফায় দফায় সন্ত্রাসীদের হামলায় জয়ঘা, চাঁদেরহাট, মাদারতলী, বুড়িগাঙনী, বড়গাওলা, চাগদাসহ বিভিন্ন গ্রাম এখন সংখ্যালঘুশূন্য হয়ে পড়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ভুক্তভোগী জানান,বড়গাওলা গ্রামে গত ৪ অক্টোবর রাতে সুনীতি মালাকার (৪৫) ও তার মেয়ে টুলুসহ (১৬) তিন মহিলাকে ২০/৩০ জনের একদল সন্ত্রাসী নির্যাতন করে। ঘটনার পর এলাকার সংখ্যালঘু বয়স্ক মহিলারাও গ্রাম ছাড়ছেন। এছাড়া প্রতি রাতে গ্রামের চিংড়ি ঘেরগুলো থেকে সন্ত্রাসীরা মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

রাজবাড়ি প্রতিনিধি জানান, বিএনপির সমর্থকরা গত চার দিন ধরে জেলার পাংশা ও সদর উপজেলার চৌবাড়িয়া ও দত্তপাড়া গ্রামের তিনটি দুর্গামূর্তিসহ মন্দির ভাংচুর করে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

প্রথম আলো, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৩৮)
সর্বোচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ

শওগাত আলী সাগর ঃ সারা দেশে ক্রমবর্ধমান দখল, হামলা এবং সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকে এই নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, এখন থেকে কোথাও কোন বেআইনি কর্মকাণ্ড বিশেষ করে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসন এবং পুলিশকে তার দায়দায়িত্ব নিতে হবে। দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখালে তাদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তি দখল, হামলা বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ঘটনা পর্যালোচনা করতে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক ডাকা হয়। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান এবং উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্য সভায় অংশ নেয়।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিন বাহিনী, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ ও বিডিআরের প্রধান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদেরও ডেকে পাঠানো হয়।

বৈঠকে অংশগ্রহনকারী একাধিক সূত্র জানায়, সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং সংখ্যালঘুদের ওপর দমন-নির্যাতনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার জন্য প্রধান উপদেষ্টা পুলিশ এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।এ সময় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ক্ষমতার পালাবদলের আগ মূহূর্তে সারা দেশেই পুলিশসহ সরকারি প্রশাসন কার্যত নিস্ক্রীয় হয়ে পড়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেয়েও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে আগামী সরকারের শুভ দৃষ্টিতে থাকার চেষ্টাই বেশি হচ্ছে।

সূত্র জানায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পুরোনো ক্ষোভ, প্রতিহিংসা থেকে কোথাও কোথাও হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে সংখ্যালঘু নির্যাতনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, টার্মিনাল দখলের পেছনে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেগুলোর ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে না।

বৈঠক সূত্রে জানায়, এ সময় প্রধান উপদেষ্টা পুলিশসহ অন্য সংস্থাগুলোর কাছ থেকে তাদের নিষ্ক্রীয়তার কারণ জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে যথাসম্ভব সচেষ্ট আছেন' বলে জানান। তবে তারা বৈঠকে উল্লেখ করেন, দখলসহ সহিংসতার ঘটনাগুলোতে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকায় পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধান্বিত। তারা দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার কথা উল্লেখ করে বলেন, নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে ব্যবস্থা নিলে সরকার গঠনের পর তাদের রোষানলে পড়তে হতে পারে। অতীতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলেই পুলিশের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক আছে।

জানা যায়, প্রধান উপদেষ্টা এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার বিবৃতির উল্লেখ করে বলেন, নির্বাচনে বিজয়ী দলের প্রধান প্রকাশ্যে অপকর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানিয়েছেন। জবাবে পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়, এই মুহূর্তে ব্যবস্থা নিতে সমস্যা নেই সত্য কিন্তু দুদিন পরই তার ফল ভোগ করতে হবে।

সূত্র মতে,প্রধান উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট সবাইকে 'এখনো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আছে'—এ কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, অবৈধ দখল, উচ্ছেদসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সরকারের নির্দেশনা মতো কাজ পরিচালনার জন্য নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখালে কিংবা শৈথিল্য দেখালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলো, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৩৯)
নারায়ণগঞ্জে দুটি মন্দিরে মুখোশধারীদের গুলি

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গতকাল রোববার ভোরে রিকশারোহী মুখোশধারী তিন যুবক শহরে লক্ষ্মীনারায়ণ আখড়া, লোকনাথ ব্রক্ষ্মচারী মন্দির এবং গলাচিপা রামকানাই মন্দির লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে মন্দিরে গুলি লাগলেও কেউ হতাহত হয়নি। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্দিরের পার্শ্ববতী সংখ্যালঘু পরিবারকে নানা হুমকি প্রদান করা হয়।

যুগান্তর, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৪০)
মাগুরায় সংখ্যালঘু তিন ছাত্রীকে অপহরণের শাস্তি দাবি করেছে মহিলা পরিষদ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মাগুরা শ্রীপুর উপজেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তিন ছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণের সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন। গতকাল শনিবার পরিষদের সভানেত্রী হেনা দাস ও সহ-সাধারন সম্পাদিকা ডা.মালেকা বানু এক যুক্ত বিবৃতিতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এ দাবি করেছেন।

বিবৃতিতে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বরাত দিয়ে বলা হয়, গত মঙ্গলবার রাতে জনৈক আবু সাঈদ কিরণ ও সামসুলের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী শ্রীপুর উপজেলার নৌহাটা গ্রামের তিন কিশোরীকে অপহরণ ও ধর্ষণ করে মাঠে ফেলে রাখে। একই সঙ্গে নৌহাটা গ্রামের অনিল কুমার পাল এবং গোবিন্দ পালের বাড়িতেও সন্ত্রাসীরা লুটপাট করে। সন্ত্রাসীদের অপকর্মে বাধা দিতে গিয়ে ১০জন আহত হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও কোন মামলা দায়ের করা হয়নি বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুগান্তর, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৪১)
নির্বাচনোত্তর নারায়ণগঞ্জ
আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা-ভাঙ্চুর-দোকানপাট দখল
॥ অনেক সংখ্যালঘুর আত্নগোপন

নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ রূপগঞ্জের কাঞ্চন, সাওঘাট, ইছাপুর, চাপরি এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকে ভয়ে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। এই এলাকায় সত্যরঞ্জন সাহার বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর এবং সোনারগাঁও এলাকায় ৮/১০ জন আওয়ামী লীগের নেতার বাড়িঘরে হামলা হইয়াছে। বারদীসহ কয়েকটি এলাকার সংখ্যালঘুরা আত্নগোপন করিয়াছে খবর পাইয়া এমপি অধ্যাপক রেজাউল করিম এলাকায় যান এবং সন্ত্রাসী ঘটনায় লিপ্তদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়া অভয় দিতেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনে পরাজিত শক্তি বিএনপিকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য সুকৌশলে আমাদের নামে অপকর্মে নামিয়াছে।

পঞ্চবটির হরিহর পাড়ায় সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে মারপিট করা হইয়াছে। এই আসনের এমপি মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন বলেন সন্ত্রাসী আমাদের দলের হইলেও গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে বলিতেছি। তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা সত্য নয়। ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে দিলীপকে না পাইয়া ৪/৫ জন কিশোর তার বাবাকে চড় থাপ্পর মারে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৪২)
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক ॥ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধের নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ গতকাল উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বন্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে যে সব জেলার ডিসি-এসপি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় উদ্বেগ ও পুলিশ বাহিনীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বৈঠকে নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের আগেই সব ধরনের সন্ত্রাসীমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য পুলিশের আইজিকে নির্দেশ দেয়া হয়। বৈঠকে বলা হয়, সংখ্যালঘু সপ্রদায়ের ওপর হামলা যে কোন মূল্যে বন্ধ করতে হবে। যারা হামলা করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৪৩)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা লুটপাট ও ভাঙচুর অব্যাহত

কাগজ প্রতিবেদক ঃ নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও তাদের বাড়ি-ঘর ভাংচুরের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। এসব ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছে। অনেকে নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র চলে গেছেন।

নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের প্রতিনিধি নাহিদ আজাদ জানিয়েছেন, বিএনপিসহ চার দলীয় জোটের নেতৃত্বে আগামী সরকার গঠনের আগেই একটি চিহ্নিত মহল নারায়ণগঞ্জে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালিয়ে, গুলিবর্ষণ করে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে।

এদিকে একদল মুখোশধারী শনিবার ভোরে শহরের দেওভোগ এলাকায় লক্ষ্মীনারায়ণ আখড়া ও গলাচিপায় রামকানাই জগন্নাথ জিউর আখড়ায় গিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়েছে।

আমাদের লৌহজং প্রতিনিধি সাইদুর রহমান টুটুল জানিয়েছেন, লৌহজং উপজেলায় স্থানীয় কাজল, শ্যামল, তাপস, রোমান, চুন্নু, কামাল, খোকাসহ কয়েকজন রাত দশটায় খিদির পাড়া বিষ্ণু দাসের বাড়িতে হামলা চালিয়ে পূজা মণ্ডপ ভাংচুর করে। এ ঘটনায় বাড়ির বাসিন্দারা আহত হয়েছে।

মাগুরার শালিখা থেকে আমাদের প্রতিনিধি স্বপন বিশ্বাস জানিয়েছেন, নির্বাচনে বিএনপিসহ চারদলীয় জোটের বিজয়ের পর একটি চিহ্নিতমহল সুপরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালাচ্ছে। ফলে সংখ্যালঘুরা আত্মরক্ষার জন্য অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের সংখ্যালঘু নেতা-কর্মীরা আত্মগোপন করে থাকার সুযোগে চিহ্নিত মহলটি এই হামলা চালাচ্ছে। থানার বাউনিয়া, বুনাগাতি, গঙ্গারামপুর, পুকুরিয়াসহ বিভিন্ন এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালানো হয়। এর মধ্যে বুনাগাতি কলেজের শিক্ষক পরিমল ও তার স্ত্রী,গঙ্গারামপুর গ্রামের বিমল গুহ, খোকন সিকদার আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে শিক্ষক পরিমল আত্মসম্মান রক্ষার্থে রাতের আঁধারে ভারত চলে গেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। নবনির্বাচিত সাংসদ কাজী সালিমুল হক এ জাতীয় ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সবাইকে সংযত হবার আহবান জানিয়েছেন।

আজকের কাগজ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৪৪)
খালেদার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধে পদক্ষেপ নিন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর দেশব্যাপী অত্যাচার, নির্যাতন, সন্ত্রাসসহ তাদের ওপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বন্ধে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ভাবী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কাছে আহ্বান জানিয়েছেন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দ। এজন্য ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল রাতে বেগম জিয়ার সাথে দেখা করেছেন।

গতকাল রাত পৌনে ৮টার দিকে নেতৃবৃন্দ বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবনে গিয়ে দীর্ঘ এক ঘন্টা আলোচনা করেন। এ সময় তারা দেশব্যাপী হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার নির্যাতন, সন্ত্রাস,অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সহিংস ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন। এ জন্য তারা বেগম জিয়ার হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দের উদ্বেগ ও বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে খালেদা জিয়া বলেন, তিনি এখনও সরকার পরিচালনার ক্ষমতা পাননি। প্রশাসনিক ক্ষমতা না থাকায় তার পক্ষে এ মূহুর্তে কিছুই করা সম্ভব নয়। তবে তার দলের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য, নেতা-কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়গুলো ইতিমধ্যে জানিয়েছেন এবং ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে বেগম জিয়া জানান। এছাড়াও বেগম খালেদা জিয়া এবার আরও বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব পালন করার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি মেজর জেনারেল (অবঃ) সি. আর. দত্ত, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অনিল নাথ, সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব ধর, সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. ললিত মোহন নাথ প্রমুখ।

সংবাদ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৪৫)
মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা

মিরসরাই থেকে সংবাদদাতাঃ সংসদ নির্বাচনের দিন সোমবার মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের বেশ কয়েকটি বাড়িতে হামলা ও মন্দির ভাংচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, স্থানীয়ভাবে বিএনপির বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর উপজেলার মায়ানী ইউনিয়নের জেলেপাড়ায় মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর আক্রমণ চালায়। এতে মিলন, অধির, স্বপন, রিনা, টিপুসহ ১৩জন মারাত্মক আহত হয়। সন্ত্রাসীরা তাদের রামদা ও ড্যাগার দিয়ে কুপিয়ে ৭টি ঘরে লুটপাট করে।এ সময় তারা একটি প্রাচীন মন্দিরও ভাংচুর করেছে।

সূত্র জানায়, এরকম পরিস্থিতিতে ঐ এলাকার সংখ্যালঘুরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

সংবাদ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৪৬)
১১ দলের সমাবেশে বক্তারা
সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ ১১ দলের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, দেশে নির্বাচন-পরবর্তী সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কার্যকর কোন ভূমিকাই পালন করতে পারছেনা কিংবা করছে না। একইভাবে নির্বাচনে বিজয়ীদল বা জোটেরও এ ব্যাপারে বিশেষ কোন মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সারাদেশে এই সংঘাত ও হাঙ্গামা মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

গতকাল রোববার বিকেলে নগরীর মুক্তাঙ্গনে আয়োজিত এক সমাবেশে দেওয়া বক্তৃতায় তারা এসব কথা বলেন। সারা দেশে নির্বাচন-পরবর্তী সংঘাত, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন ১১ দলের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের অন্যতম নেতা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও বাসদের আহ্বায়ক আ ফ ম মাহবুবুল হক। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিন করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান।

সমাবেশে রাশেদ খান মেনন বলেন, এখনো পর্যন্ত সরকার গঠন না করলেও বিজয়ী দল হিসেবে বিএনপিকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও দায়িত্ব নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে জনজীবনের নিরাপত্তা বিধান করা।

মেনন বলেন, বিজয়ী বিএনপি ও তার শরিক জামায়াত বলেছে, তাদের লোকেরা এসব হত্যা-হামলার ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু তাদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও সংবাদপত্রে যে খবর বেরুচ্ছে এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে এসব ঘটনার দায়-দায়িত্ব তারা এড়াতে পারেন না। এরকম অতীতের সরকারও বলেছিল সন্ত্রাসীদের কোন দল নেই। কিন্তু তারা যে দলভুক্তই ছিল তার প্রমান প্রতিটি ঘটনাতেই পাওয়া গিয়েছিল।

সমাবেশ ও মিছিলে ১১ দলের কেন্দ্রীয় নেতা সাইফুদ্দীন আহমেদ মানিক, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, আজিজুল ইসলাম খান, নির্মল সেন, আব্দুল্লাহ সরকার, দিলীপ বড়ুয়া, অজয় রায়, হাজী আবদুস সামাদ, মোর্শেদ আলী, সাইফুল হক, ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম, এডভোকেট আব্দুল জব্বার, আবু হামেদ সাহাবুদ্দীন, বজলুর রশীদ ফিরোজ, রেজাউর রশীদ প্রমুখ নেতা অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৪৭)
অব্যাহত সহিংসতায় সংখ্যালঘুদের ভয় ঃ বরিশালে সুযোগ সন্ধানীরা মরিয়া

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ বরিশালের চারদলীয় জোটের উগ্রসমর্থকরা সহিংসতা অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যে সংখ্যালঘুদের ওপর অসংখ্য আক্রমণ হয়েছে। বিএনপি'র দায়িত্বশীল নেতারা এটা পছন্দ না করলেও পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। শহরে ভাটিখানার সাহাপাড়া, বাজার রোড, কাউনিয়ায় সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু পরিবারকে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। কাঠপট্টির এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর কাছে সন্ত্রাসীরা ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। হাসপাতাল রোডে কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের বাসাবাড়িতে আক্রমণ হয়েছে। নাজির মহল্লায় এক আওয়ামী লীগ কর্মীকে পিটিয়ে আহত করা হয়। শহরের বাজার রোড, চকবাজারে সংখ্যালঘুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত চাঁদা দাবি করছে। শহরের বাইরে ভোলা, গৌরনদী, উজিরপুর এলাকায় নির্বাচনের কারণে অনেকেই বরিশাল শহরে চলে এসেছেন। কিন্তু এখানেও একই অবস্থা। দ্রুত বড় ধরনের কোনও অঘটনের আগেই পুলিশ প্রশাসনের তদারকি প্রয়োজন।

দৈনিক মাতৃভূমি, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৪৮)
বাগেরহাটের কয়েকটি গ্রামের সংখ্যালঘুরা বাড়িঘর ছাড়া সন্ত্রাসী হামলার শিকার, আশ্রয় নিয়েছে মংলার চটের হাটে

দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা বাগেরহাটের কয়েকটি গ্রাম থেকে প্রায় ১ হাজার সংখ্যালঘু হামলা ও হয়রানির শিকার হয়ে পালিয়ে চলে গেছেন পার্শ্ববর্তী মংলা থানার চটেরহাটে। খবর বিবিসি'র। চটেরহাটে আশ্রয় নেয়া নারী-পুরুষদের শতকরা নব্বই জনই সংখ্যালঘু। এদের বেশির ভাগ এসেছেন মোড়েলগঞ্জ উপজেলার জিওধারা ইউনিয়ন থেকে। তাদের অভিযোগ, নির্বাচনের পরদিন থেকে তাদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করা হচ্ছে। প্রাণের ভয়ে তারা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। লক্ষীমালী গ্রামের বিন্দুরানী হালদার জানান, নির্বাচনের পর তার বাড়িতে হামলা হলে তিনি কোনরকমে পালিয়ে আসেন। তার ভাষায়, 'আমি ভয়েতে দৌড়াইয়া আইছি, ধরতে পারলে আমারে মাইরা ফালাইত।' নির্বাচন- পরবর্তী হামলার পর জিওধারা ইউনিয়নের বেশিরভাগ সংখ্যালঘু পরিবার

ঘর ছেড়েছেন। কুমুদিনি হালদার বলেছেন , তার গ্রামের অবস্থা মোটেই ভাল নয়' পরিস্থিতি খারাপ বলে যে পুলিশ আইছে, বেইল থাকতে থাকতে তোমরা চলে যাও। কে কোথায় আছে জানি না, ভয়েতে বেরিয়ে এসেছি।' আওয়ামী লীগ কর্মী আবুল কালাম আজাদ বললেন, 'জিওধারা ইউনিয়নের সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার কারণে এই প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন।' মোড়েলগঞ্জের গ্রামগুলোতে এসব হামলার ঘটনা জানানো হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনকে। জেলা পুলিশের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন। জিওধারা ইউনিয়নে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পও বসানো হয়েছে। কিন্তু সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী বললেন, পুলিশ দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। পুলিশতো আর সবসময় কাউকে পাহারা দিয়ে রাখে না। পুলিশ চলে যাওয়ার পরপরই আবার ওদের ওপর হামলা হচ্ছে। জিওধারা ইউনিয়ন শুধু নয় মংলা থানায় চটেরহাটে এসে আশ্রয় নিচ্ছেন আশেপাশের আরও অনেক গ্রামের মানুষ। নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার শিকার এই ঘরছাড়া মানুষগুলো ঘরে ফিরে যেতে চায়। তারা বলছেন, নিরাপত্তার জন্য পুলিশ প্রহরা যথেষ্ট নয়। তারা চান রাজনৈতিকভাবে এই সহিংসতার অবসান ঘটানো হোক।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৪৯)
খুলনায় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার এবং দেশত্যাগের হুমকি- পঞ্চানন বিশ্বাসের সংবাদ সম্মেলন

খুলনা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ খুলনা-১ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বটিয়াঘাটা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পঞ্চানন বিশ্বাস অভিযোগ করে বলেছেন, তার নির্বাচনী এলাকা দাকোপ-বটিয়াঘাটার সর্বত্র বিএনপির লোকজন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মারধর, ঘরে অগ্নিসংযোগ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার ও দেশত্যাগের হুমকি দিচ্ছে। গতকাল রোববার সকালে খুলনা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন। পঞ্চানন বিশ্বাস সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমিরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ যুগ্ম সম্পাদক খলিলুর রহমানকে মারপিট করা, ব্যালট কাটতে সম্মতি না দেয়ায় পোলিং এজেন্ট রবিউল গাজিকে বেদম প্রহার করা, ব্যবসায়ী গৌরাঙ্গ রায়, বঙ্কিম শীল ইউপি মেম্বার ও হাই স্কুল শিক্ষক শশধর ইজারাদারকে গালিগালাজ করা, অমল রায় কে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ভারতে পাঠানোর হুমকি দিয়েছে বিএনপির লোকজন। ভগবতীপুর গ্রামে অরবিন্দ মজুমদারের দোকান ঘরে সন্ত্রাসীরা আগুন ধরিয়ে দিলে সম্পূর্ণ ভস্মীভুত হয়। তাছাড়া ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নানাভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করা হচ্ছে। সকল ঘটনা পুলিশ প্রশাসনকে জানানোর পরও কোন সন্ত্রাসীকে তারা গ্রেফতার করেনি। পঞ্চানন বিশ্বাস এসব সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, সমর্থক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন ও দোকানে অগ্নিসংযোগের সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধে অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দাকোপ উপজেলার আওয়ামী লীগ সভাপতি ননী গোপাল মণ্ডল, সহ-সভাপতি অমিতবরণ সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক জিএম কামরুজ্জামান, যুগ্ন সম্পাদক শেখ আবুল হোসেন, বটিয়াঘাটা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ফিরোজুর রহমান ও দাকোপ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি এডভোকেট অশোক রায়।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৫০)
আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর সন্ত্রাসী তাণ্ডব— সংখ্যালঘুরা বলির পাঁঠা নির্বাচনোত্তর নজিরবিহীন লুটপাট দখল জুলুম

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট ও সন্ত্রাসী তাণ্ডবে সারাদেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় গত এক সপ্তাহে প্রায় ৩০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৫ সহস্রাধিক। লুটপাট চলছে প্রতিমুহূর্তে। সংখ্যালঘুরা হয়েছে 'বলির পাঁঠা'। বেসরকারি পরিসংখ্যান মতে, দেশের ৩৬টি জেলায় কমবেশী আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা হামলার শিকার হয়েছেন। পুলিশের কাছে অভিযোগ করেও প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না আইনি সাহায্য— এ অভিযোগ করেছে ক্ষতিগ্রস্ত অনেকে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপিসহ চারদলীয় জোটের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর পুলিশ বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা রাতারাতি বদলে গেছেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, কথিত 'আওয়ামী পুলিশের' পরিবর্তে 'জাতীয়তাবাদী পুলিশ'-এ পরিণত হয়ে এক শ্রেনীর পুলিশ সদস্য সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ-মাস্তানদের তাণ্ডবে বাধা না দিয়ে দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ ও নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের আগে রাতারাতি জাতীয়তাবাদী শক্তির ধারক-বাহকে পরিণত হয়ে এক শ্রেনীর পুলিশ কর্মকর্তা কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ জলাঞ্জলি দিয়ে বিএনপি নেতাদের আশীর্বাদ লাভে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নতুন সরকার ও মন্ত্রীসভা গঠনের আগেই বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের বাড়িতে সাদা পোশাকে ঘুরঘুর করছে পুলিশ কর্মকর্তারা। নিরপেক্ষ ও সৎ পুলিশ কর্মকর্তারা অদৃশ্য শক্তির চাপে হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার শিকার সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ পরিবারের হাজার হাজার সদস্য এখন উদ্বিগ্ন। ভোলা, বরিশাল, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, শরিয়তপুর, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট, খুলনা, চাঁদপুর, কুমিল্লা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, যশোর, নাটোর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও গ্রাম-গঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা এবং সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে লুটপাট চলছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সংখ্যালঘু পরিবারের তরুণীদের শ্লীলতাহানী, ধর্ষণ, এমনকি জোরপূর্বক তুলে নেয়ার ঘটনা ঘটছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাটে চলছে লুটপাট। গৃহস্থর ঘর থেকে গরু, মহিষ, ছাগল লুট করে নেয়া হচ্ছে। দিনাজপুরের বিরল বোচাগঞ্জে, কুমিল্লার মুরাদনগর, দাউদকান্দি, নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ, রূপগঞ্জ, ঢাকা জেলার ধামরাই, সাভার, গাজীপুরের গাজীপুর, কালিয়াকৈরসহ দেশের দুই শতাধিক উপজেলায় প্রকাশ্য তাণ্ডব চলছে। শ্রীপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে চলছে আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বর হামলা। শ্রীপুর আওয়ামী লীগ সমর্থক পরিবার ও আওয়ামী লীগ সমর্থক ব্যক্তিদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘরে চলছে ত্রাস। শ্রীপুর উপজেলার বটপীর বাড়ি আনসার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই উপজেলায় ১৪ জুলাইয়ের পর থেকে সন্ত্রাসীরা কমপক্ষে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর চালায়। বিএনপির চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও ক্যাডাররা এসব ঘটনার হোতা। প্রকাশ্যে সেসব সন্ত্রাসীরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ, মংলা, শরণখোলা, রামপালের বিভিন্ন গ্রামে শত শত সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে। অধিকাংশ এলাকায় নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা। অনেক এলাকায় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে সন্ত্রাসী হামলা ও লুটপাটের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের বড় মাপের নেতা, এমপি বা প্রার্থী সোচ্চার না হয়ে 'অসুস্থতার ভান' করছেন বলে কথা উঠেছে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, কেবল নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়ার 'অপরাধে' সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংস তাণ্ডব চলছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে অবহিত করেও প্রতিকার না পাওয়ায় কোন কোন পরিবার দেশত্যাগ করার মত অনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনেকে দেশত্যাগ করেছে বলে স্থানীয় সাংবাদিকরা জানান। শোনা যাচ্ছে, পুলিশ প্রশাসন হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না এ কারণে যে, সরকার গঠনের পরই বিএনপি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এই আশঙ্কায়। ভোলার কয়েকটি উপজেলায় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা গত তিন মাস ধরে নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পরও সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী তাণ্ডব ও লুটপাট চলেছে। নির্বাচিত সরকার দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। '৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনের পর একই ভাবে দেশের ১৯ জেলায় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা নির্যাতন, সন্ত্রাস ও লুটপাটের শিকার হয়। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পরও দায়ী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের একজন নেতা জানান, সংখ্যালঘুদের ওপর এবার সবচেয়ে বেশী নির্যাতন চলছে। উচ্চ আদালতের একজন আইনজীবীও জানান, সংখ্যালঘুরা 'বলির পাঁঠা' হয়ে গেছে এখন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০১

(১৫১)
আওয়ামী নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চলছেই প্রশাসন নির্বিকার নেতারাও এলাকা ছেড়েছেন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ কেন্দ্রের আহ্বান সত্ত্বেও মাঠপর্যায়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপি-জামায়াতের নির্যাতন হামলা বন্ধ হয়নি। সারা দেশ থেকেই বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর, লুটপাট, বাড়ি থেকে বের করে দেয়া, শারীরিক নির্যাতন এমনকি ধর্ষণের অভিযোগ আসছে। এ সবের বিরুদ্ধে দেশের কোথাও প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে বলে শোনা যায়নি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ প্রার্থীই এলাকা ছেড়ে রাজধানীতে চলে এসেছেন। এ কারণে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও সাহস পাচ্ছে না। নির্যাতন, লুটপাট, ভাংচুরের প্রক্রিয়া শুরু হয় নির্বাচনের পর দিন থেকেই। কোন কোন এলাকায় এসব ঘটনা ঘটছে বিএনপি-জামায়াতের বিজয়ী বা পরাজিত প্রার্থীদের সরাসরি নির্দেশে। কোন কোন এলাকায় সন্ত্রাস করছে মাঠ পর্যায়ের বিএনপি-জামায়াত কর্মীরা নিজ দায়িত্বে। তাদের সামনে লক্ষ্য নির্ধারণ করাও সহজ। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সাধারণত সারা দেশেই চিহ্নিত। তার ওপর সংখ্যালঘুদের চিহ্নিত করতে কোন সমস্যাই হয় না। বিএনপি-জামায়াত সন্ত্রাসীরা দিনের বেলা এদের বাড়ি যাচ্ছে। কারও ওপর চাঁদা ধার্য করা হচ্ছে। এমনকি কোন কোন পরিবারে যুবতী মেয়েদেরও দাবী করা হয়। না পেলে রাতের বেলা এসে শুরু হয় লুটপাট, মারধর ও ধর্ষণ। বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ, রামপাল, মোল্লাহাটে এমন ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ময়মনসিংহের গফরগাঁও থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্য আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ সোমবার তার এলাকায় এক সঙ্গে মা মেয়ে ধর্ষিত হবারও অভিযোগ করেছেন।

সারা দেশের অধিকাংশ এলাকায় এসব ঘটনা ঘটলেও অনেক এলাকায় অভিযোগ করার পর্যন্ত পরিবেশ নেই। কেউ মুখ ফুটে বললে তার উপর নেমে আসছে দুর্যোগ। অনেক ক্ষেত্রে তাদের অভিযোগ তো দূরের কথা পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট পর্যন্ত তারা অস্বীকার করে বিবৃতি দিচ্ছেন। সম্প্রতি খুলনা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা তাদের উপর নির্যাতনের খবরের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয়ভাবে হিন্দু নেতারা জানিয়েছেন, একই কারণে তারা বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে তাকে স্বাগত জানানো এবং পূজার নিমন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছেন। নির্বাচনের পরদিন চারদলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী বা সংখ্যালঘুদের ওপর কোন প্রকার হামলা, নির্যাতন না করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া হামলাকারীদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশের আইজিপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পরে জোটের অন্তর্ভুক্ত চার দলের মহাসচিব সম্মিলিতভাবে এসব হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। এত কিছুর পরও ফল কিছু হয়নি। সন্ত্রাস, হামলা, লুটপাট, ধর্ষণ, বাড়িঘর তছনছ অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর আসছে, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তি থাকার পরও কৌশলের কারণে তাদের মার খেতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দলের প্রার্থীরা মাঠ ছেড়ে দিয়ে রাজধানীতে চলে এসেছেন। নির্বাচনের দু'দিন পর ঢাকায় শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকের কথা বলে এসেছেন আর ফেরত যাননি। নেতৃত্বের অভাবে দলের কর্মীরা অসহায় বোধ করছে। পাল্টা আঘাত করার শক্তি থাকলেও সিদ্ধান্তের অভাবে করতে পারছেনা। তার উপর রয়েছে প্রশাসনের ন্যাক্কারজনক পক্ষপাতিত্ব। সারা দেশ থেকে সন্ত্রাসের খবর এলেও প্রশাসন কোন জায়গায় ব্যবস্থা নিয়েছে এমন খবর পাওয়া যায়নি। বরং প্রশাসনের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে। অনেক এলাকায় ঘটছে উল্টো ঘটনা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ফিরে দাঁড়ালে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে। বিএনপি-জামায়াতের পক্ষ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আওয়ামী লীগের উপর।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ অক্টোবর ২০০১

(১৫২)
তিন জেলার ১৫ হাজার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘু আশ্রয় নিয়েছে কোটালীপাড়ায়

মনোজ সাহা কোটালীপাড়া থেকে ঃ নির্বাচনোত্তর সহিংসতা এবং নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হয়ে বরিশাল, বাগেরহাট, পিরোজপুর জেলার গৌরনদী, উজিরপুর, আগৈলঝাড়া, মোল্লাহাট, চিতলমারী, নাজিরপুর উপজেলার প্রায় ১৫ হাজার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-সমর্থক ও সংখ্যালঘু নারী, পুরুষ বাড়ি ছেড়ে কোটালীপাড়া উপজেলার রামশীল ইউনিয়ন ও বিভিন্ন স্থানে এসে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রামশীল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে আশ্রিত এসব লোক এখন অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কোটালীপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আশ্রয় গ্রহণকারীরা তাদের ওপর হামলা, নির্যাতন,বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ,ভাংচুর ও লুটপাটের বর্ণনা দেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার কারণে গৌরনদী উপজেলার চাঁদশী, বার্থি, বাহাদুরপুর, পিংগলাকাঠি, আশোককাঠি, টরকিবন্দর, আগৈলঝাড়া উপজেলার বাকাল, রাজিহার, বাগদা, কোদাল ধোয়া, উজিরপুর উপজেলার গুড়িয়া, উত্তর মাদারকাঠি, চিতলমারীর খৈড়াবুনিয়া, কালীগঞ্জ, আড়ুয়াঢেকি, মাছুয়ারকুল, নারথা বড়ঘাট, মোল্লাহাট উপজেলার গাওলা, গুড়িগাতি, কেন্দুয়া, চাঁদেরহাট, নগরকান্দিসহ সর্বত্র ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, চক্ষু উৎপাটন, লুটপাট ও চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। বিএনপি ও জামায়াত-শিবির ক্যাডাররা এসব অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। থানাকে অবহিত করা হলেও তারা কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, গৌরনদী উপজেলার উত্তর চাঁদশী গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবারের মা-মেয়েসহ ৩ জনকে জনসম্মুখে ধর্ষণ শেষে পরিবারের মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। বাটাজোড় ইউনিয়নের বাছার গ্রামের একটি পরিবারের তিনটি মেয়েকেও মা-বাবার সামনে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।

সোমবার রাতে বরিশালের চারদলীয় ঐক্য জোটের সমর্থকরা রামশীল ত্রিমোহনা বাজারে আশ্রিতদের ওপর হামলা করতে ট্রলারে করে এলে গ্রামবাসী তাদের ধাওয়া দিয়ে বের করে দেয়। আগৈলঝাড়ার কোদালধোয়া গ্রামে সন্ত্রাসীরা খোকন পাণ্ডে, ডা.সুধীর, মহানন্দ শীল, মনি মোহন শীল, ক্ষুদিরাম, জয়ধরসহ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দোকান ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করে। সোমবার রাতে ঐ উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামে সুনীল ডাক্তারের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে মন্দিরের মূর্তিসহ বাড়িঘরে ব্যাপক ভাংচুর করে।

কোটালীপাড়া উপজেলার বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে ঘুরে দেখা গেছে, আশ্রিতরা পরিবার-পরিজন নিয়ে খোলা আকাশের নিচে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তারা বিভিন্ন রাস্তা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে খোলা আকাশের নিচে রান্নাবান্না করে খাচ্ছেন এবং তাদের ভয়-ভীতি এখনও কাটেনি। রামশীলে আশ্রয়গ্রহণকারীদের মধ্যে দেখা যায় শোকের ছায়া। কেউ কেউ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সবাই বাড়িঘরে ফিরে যেতে উদগ্রীব।

আগৈলঝাড়ার কার্তিক দে জানান, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, পুকুরের এক লাখ টাকার মাছ লুটে নিয়েছে, পরিবারের সবাইকে মারধর করেছে। তারা প্রাণ বাঁচাতে এলাকা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে কোটালীপাড়ায়। সাংবাদিক সম্মেলনে নারকীয় এসব ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা এসব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার, নিরাপত্তা বিধান, খাদ্য ও ঘরে ফেরার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। অবিলম্বে তাদের জন্য লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করা না হলে তারা খাদ্যাভাবের শিকার হয়ে পড়বেন বলে আশংকা করা হচ্ছে।

যুগান্তর, ১০ অক্টোবর ২০০১

(১৫৩)
ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির গোলটেবিল বৈঠক
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও সংবিধানের অস্তিত্ব নিয়ে ঘোর সংশয় প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও সংবিধানের অস্তিত্ব নিয়ে ঘোরতর সংশয় প্রকাশ করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণে প্রচণ্ড অস্বস্তি ও আতঙ্ক প্রকাশ করে দেশের বিবেকবান মানুষদের দ্রুত তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত '৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকরা এ অভিমত প্রকাশ করেন। গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। স্বাস্থ্যগত কারণে অধ্যাপক চৌধুরী এক পর্যায়ে সভা ত্যাগ করলে বিচারপতি কে এম সোবহান সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক খান সারোয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক সন্‌জীদা খাতুন, অধ্যাপক বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সন্তোষ

গুপ্ত, সৈয়দ শামসুল হক, আনোয়ারা সৈয়দ হক, অজয় রায়, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, সালমা হক, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপিকা জেরিনা রহমান খান, এরোমা দত্ত, শাহীন রেজা নূর প্রমুখ।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, নির্বাচনের আগে এবং বিশেষ করে এর পরে এমন সব কাণ্ড হচ্ছে যাতে সভ্য মানুষের কাছে জাতি হিসেবে আমাদের মুখ দেখানোর জো থাকছে না। সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের বিষয়টিই সবচেয়ে আতঙ্কের। তিনি বলেন, এখনকার অবস্থায় বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়েই তারা শঙ্কিত। তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সরে এসে ধর্মান্ধতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না। অধ্যাপক চৌধুরী আজ গঠন হতে যাওয়া বিএনপি সরকারকে কঠোর হাতে দেশের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করার আহ্বান জানান। অধ্যাপক খান সারোয়ার মুরশিদ বলেন, সংবিধান যেন বদলে না যায়, তার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি নিজ থেকেই নিজেকে দুর্বল করে ফেলেছে।

অধ্যাপক বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর বলেন, যেভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি সংবিধানে সন্নিবেশ করা হয়েছে সেখানেই বর্তমান সংকটের উৎস। তিনি এ ধারণার সরকারকে অদ্ভুত বলে অভিহিত করে বলেন, এতে তিন মাসের জন্য প্রেসিডেন্টকে দায়বদ্ধতার বাইরে রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংবিধান পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। সংবিধান পরিবর্তনের একমাত্র অধিকার জনগণের। অধ্যাপিকা পান্না কায়সার বলেন, সংবিধানকে পাকিস্তানি কায়দায় পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র চলছে।

শাহরিয়ার কবিরের পেশ করা ধারণাপত্রে বলা হয় ১ অক্টোবরের নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপি হয়েছে। সিভিল সমাজ স্বাভাবিক কারণেই এর ফলাফল মেনে নিতে পারেনি। এতে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তিকে ক্ষমতায় আনার নীল নকশা অনুযায়ী প্রশাসনকে ঢেলে সাজায়। এ নীল নকশা বাস্তবায়নে নির্বাচন কমিশনও সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এতে আরো বলা হয়, দেশী ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের জন্য নির্ধারিত কয়েকটি কেন্দ্রে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনো পর্যবেক্ষক না যাওয়ায় তাদের পক্ষে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। শহর এলাকার ভোট দেখেই তারা নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলে সার্টিফিকেট দেন।

বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জন রক্ষার জন্য এর পক্ষের শক্তিকে সর্বশক্তি সংহত করে বৃহত্তর আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা যেসব করণীয় সম্পর্কে একমত হন তার মধ্যে রয়েছে : ১৯৭২-এর সংবিধানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাসের কুকীর্তির ডকুমেন্টেশন ও বই আকারে প্রকাশ করা, সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসের দালিলিক প্রমাণ সংগ্রহ ও প্রকাশ, সংগৃহীত তথ্যাদির ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা, সন্ত্রাসের বিষয়াদি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ, আন্তর্জাতিক মহলে সন্ত্রাসের স্বরূপ তুলে ধরতে ইংরেজি পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ, আইন সহায়তার ব্যবস্থা করা, আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের প্রভৃতি।

প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর ২০০১

(১৫৪)
সংখ্যালঘুদের হামলার প্রতিবাদে মহিলা পরিষদের মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ সারা দেশে সংখ্যালঘুদের উপর পৈশাচিক হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সভাপতি হেনা দাস, সাধারণ সম্পাদিকা আয়শা খানম, সাধারণ সম্পাদিকা রেখা চৌধুরী, ঢাকা মহানগর কমিটির বিভিন্ন পাড়ার সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকাসহ নেতৃবৃন্দ। তাদের প্ল্যাকার্ডের ভাষা ছিল, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের নিরাপত্তা চাই, সংখ্যালঘুদের উপর সন্ত্রাসী হামলা বন্ধ কর।

মানব বন্ধনে তারা বলেন, বরিশাল, পিরোজপুর, কাউখালী, স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, নরসিংদী, চাঁদপুর, কচুয়াসহ সারাদেশে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা, সংখ্যালঘুদের ওপর পৈশাচিক কায়দায় নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। দুর্বৃত্তরা সংখ্যালঘুদের উপর সীমাহীন শারীরিক নির্যাতন, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণসহ নানাবিধ বর্বরতা চালিয়ে আসছে। তারা এ অভিশাপ থেকে মুক্তি চায়। সমাজের অন্য দশজনের মত বাঁচতে চায়।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০০১

(১৫৫)
সহিংসতা রোধ ও সংখ্যালঘুদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করুন - এনজিও নেতৃবৃন্দ

দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতা, স্থানীয় এনজিওদের ওপর মহল বিশেষের আক্রমণ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের উপর উপর্যুপরি হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং রাজনৈতিক সহিংসতা রোধ ও সংখ্যালঘু নাগরিকদের জীবন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের দাবি জানিয়েছেন এনজিও নেতৃবৃন্দ। সোমবার এক বিবৃতিতে তারা বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি গত ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কিছু বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলেও নির্বাচনের পর গত কয়েকদিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় এনজিওদের ওপর আক্রমণ, প্রতিপক্ষের কর্মী-সমর্থকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা এবং সর্বোপরি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নিরীহ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ওপর একের পর এক যেভাবে হামলা চালানো হয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। জাতীয় সংবাদ পত্রের প্রকাশিত রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী গত এক সপ্তাহে এই সকল সহিংস ঘটনায় কমপক্ষে ২২জন নিহত হয়েছে। বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল, ফেনী, নোয়াখালী, নাটোর, কুষ্টিয়া, বগুড়া, টাঙ্গাইল, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, যশোর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় অনেক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। কয়েক জায়গায় কয়েকটি স্থানীয় এনজিও অফিসে চলেছে আক্রমণ। আহত ও লাঞ্ছিত হয়েছে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ অনেক নিরীহ নাগরিক। অনেক বাড়িঘরে আগুন লাগানো হয়েছে। লুট করা হয়েছে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সম্পদ। এই সহিংস পরিস্থিতির মোকাবেলায় প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা কোন কোন স্থানে বিতর্কিত বলে সংবাদপত্রের রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে। নবনির্বাচিত সরকার যে মুহূর্তে শপথ গ্রহণ ও দায়িত্বভার নেয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সেই সময় এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা কারুর জন্যই মঙ্গলজনক নয়।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে আছেন, ফজলে হাসান আবেদ (ব্র্যাক), খুশী কবির (নিজেরা করি), রাশেদা কে চৌধুরী (গণস্বাক্ষরতা অভিযান), আবুল হাসিব খান (রিক),

ফয়সাল হুসাইন (একশন এইড), রাহাতউদ্দিন আহমেদ (কুমিল্লা প্রশিকা), শামসুল হুদা (সাবেক পরিচালক, এডাব), মোহম্মদ কামাল উদ্দিন (আরবান), মিজানুর রহমান চৌধুরী (এএলআরডি), আব্দুল কাদের (সমতা), শহিদুল হক (এসএআরপিএ), মোয়াজ্জেম হোসেন (গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র), জাকির হোসেন (ব্যুরো-টাঙ্গাইল), এমএ কাদের (সেতু), মাইকেল পি কে বার (সিএসি), মোস্তাফিজুর রহমান খান (স্বউন্নয়ন), আফজাল হোসেন (রুলফাও), শহিদুল হোসেন তালুকদার।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০০১

(১৫৬)
সাভার ও ধামরাইয়ে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত

সাভার থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাভার ও ধামরাই এলাকায় বিএনপি ও চারদলীয় জোট নেতা-কর্মীরা নিত্যদিনই আ'লীগ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মারধর, অশ্লীল গালাগালি, বসতভিটা বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া, স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের ভয়-ভীতি এবং সংখ্যালঘুদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন অত্যাচার এবং দেশ ত্যাগের হুমকি দিচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার ধামরাই উপজেলার কুশুা উইনিয়নের বড়দাইল (উগলাপাড়া) গ্রামের ভূবন মাষ্টারের বাড়িতে রাত ১০টার দিকে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী সামসুদ্দিনের নেতৃত্বে ৩০/৪০জনের একটি দল অতর্কিত হামলা করে। তারা বাড়িতে ঢুকে হালের বলদ, ধান, চাল, মুরগিসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে এবং সাত দিনের মধ্যে দু'লাখ টাকা দাবি করে। তা না হলে দেশ ত্যাগের হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে থানা পুলিশ করলে মেরে ফেলার ভয় দেখায়।

এদিকে ধামরাইয়ে সুয়াপুর ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের নগেন্দ্র ঋষির বাড়ি থেকে ৫টি গরু নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। সুয়াপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর জুলুম-নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। আ'লীগ নেতা-কর্মী ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, হামলা, লুটপাটের ঘটনায় ধামরাই ও সাভারে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। সাভার ও ধামরাইয়ে সংখ্যালঘুরা গৃহবন্দি হয়ে পড়েছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ করে কোন রকম প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০০১

(১৫৭)
অব্যাহত হামলার মুখে উত্তরের অনেক জেলা থেকে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করছেন

আনু মোস্তফা, রাজশাহী ঃ দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট এবং তাদের প্রতি অব্যাহত অমানবিক আচরণের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় উত্তরাঞ্চলের বহু সংখ্যালঘু পরিবার দেশত্যাগ করতে শুরু করেছে।

বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, বগুড়া এবং রাজশাহীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা সীমান্তের গ্রাম-জনপদগুলোতে আত্মীয়-পরিজনসহ আশ্রয় নিচ্ছে পরিচিত-অপরিচিত লোকজন অথবা নিজ সম্প্রদায়ের বাসাবাড়িতে। তারা যে কোনো উপায়ে সহায়-সম্বল ফেলে রেখে চলে যেতে চান সীমান্তের ওপারে।

গত এক সপ্তাহে পাবনা ও নাটোরের বেশকিছু সংখ্যালঘু পরিবার রাজশাহীর গোদাগাড়ী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জের সোনামসজিদ সীমান্তপথে ওপারে চলে গেছে। এছাড়া যেসব সংখ্যালঘু পরিবার এখনো সরাসরি আক্রমণ বা হামলার কবলে পড়েনি, তারাও পরিবার-পরিজনসহ দেশত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছে। একটি সংস্থা আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ও তাদের দেশত্যাগের খবর সরকারে উর্ধ্বতন মহলে জানিয়েছে। সংস্থাটি পরিস্থিতিকে 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক' বলে বর্ণনা করেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, উত্তরাঞ্চলের সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ওপর হামলার ঘটনা শুরু হয়েছে ২ অক্টোবর রাত থেকে। একটি বিশেষ মহল ২ অক্টোবর রাতে নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার গোপালপুরের বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালায়। ওই রাতেই গোপালপুর পৌর এলাকাসহ আশপাশের গ্রামের ৫০টি সংখ্যালঘু পরিবার হামলার শিকার হয়।

গোপালপুরের রঞ্জন সাহা গত ৮ অক্টোবর চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ সীমান্তপথে ভারতে চলে গেছেন বলে জানান তার পরিচিতরা। এই এলাকার আরো তিনটি সংখ্যালঘু পরিবার বর্তমানে গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে। সুযোগ-সুবিধামতো পরিচিতজনদের মাধ্যমে এই তিনটি পরিবারও পাড়ি জমাতে চায় সীমান্তের ওপারে।

নির্বাচনের পর গত এক সপ্তাহে পাবনার সুজানগর, কাশিনাথপুর, চাটমোহর ও আটঘরিয়া এলাকায় পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘু পাড়া-মহল্লায় হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। পাবনার চাঁচকৈড়ের সন্তোষ মণ্ডল দুই ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীসহ এলাকা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন রাজশাহীর পঞ্চবটীর এক আত্মীয়ের বাসায়। দেশ ছেড়ে যাবেন— এই সিদ্ধান্তে অটল সন্তোষ। এখন দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার অপেক্ষায়।

সন্তোষ জানান, পাবনা এলাকায় এখনো ৫০ হাজারেরও বেশি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের বাস। বর্তমানে তাদের সবাই উদ্বিগ্ন নতুন করে হামলার আশঙ্কায়।

জানা গেছে, নাটোরের সিংড়া ও তাড়াশ এলাকা ছাড়াও সিরাজগঞ্জের চান্দাইকোনা, উল্লাপাড়া, শাহাজাদপুর, বগুড়ার নন্দীগ্রাম, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি, গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দুরা দেশত্যাগ করে যাচ্ছে।

রাজশাহীর বিভাগীয় পর্যায়ের একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, নাটোর পাবনা, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট ও রাজশাহী ছাড়া উত্তরাঞ্চলের অন্য এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আতঙ্ক আর ভয় সংখ্যালঘুদের মাঝে একটা বড় দুর্বলতার সৃষ্টি করেছে। এ কারণে একটা ভয় থেকেই তারা দেশত্যাগের মতো মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছে।

শুধু সংখ্যালঘু হিন্দুরাই নয়, রাজশাহীতে সংখ্যালঘু আদিবাসীরাও ক্রমাগত একটি মহলের হামলার শিকার হচ্ছে। ২ অক্টোবর রাজশাহীর বাসুদেবপুর ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের আদিবাসীদের ওপর হামলা হয়। চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের ২৫টি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ক্ষয়ক্ষতি করে। আহত হয় ছয়জন। ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরা বলেন, থানায় অভিযোগ জমা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোদাগাড়ী থানা বিএনপির এক নেতা সবার সামনেই পুলিশকে কোনো ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য সতর্ক করে দেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ আদিবাসীদের অভিযোগটি তদন্ত করেনি।

রাজশাহীর দুর্গাপুর ও তানোর এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু ও আদিবাসীদের ওপর হামলার ঘটনা বেড়ে চলেছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সরেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগেই আদিবাসীদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছিলো। নির্বাচন শেষে এখন আদিবাসীদের ওপর হামলা হচ্ছে। তিনি প্রতিকারবিহীন এসব ঘটনা পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার সমালোচনা করেন।

উত্তরাঞ্চলের জেয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনার ব্যাপারে একজন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, 'সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে। আমরাই বা কি করতে পারি এখন?

প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর, ২০০১

(১৫৮)
গৌরনদী-আগৈলঝড়ার চিত্র
ধানের শীষে ভোট দিয়েও সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে

গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বরিশাল-১ আসনের (গৌরনদী-আগৈলঝাড়ার) সংখ্যালঘু বাসিন্দারা এখনও নানা ধরনের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। নির্বাচনের আগে থেকেই আওয়ামী লীগ-বিএনপির কতিপয় সন্ত্রাসী এদের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন শুরু করে। উভয় গ্রুপের কঠোর নির্দেশ ছিল তাদের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে, না হলে নিস্তার নেই।

আওয়ামী লীগ আমলে গত ৫ বছরে এ অঞ্চলের সংখ্যালঘুরা ছিল চাপের মুখে। তখন গৌরনদী বন্দর, চরকি বন্দরের হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিয়মিত চাঁদা প্রদান করে সন্তুষ্ট রাখতে হতো আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতাকে। আগৈলঝাড়ায় এক প্রভাবশালী নেতার নির্দেশে হিন্দু ব্যবসায়ীরা গোপনে চাঁদা তার বাড়ি দিয়ে আসত। সংখ্যালঘুদের বহু বাড়িঘর দখল হয়েছে বিগত সরকারের আমলে। হিন্দু পরিবারের বহু যুবতী নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে বিগত সময়। গৌরনদীর বার্থীতে ছাত্রলীগের এক ক্যাডার গত বছর একটি শীল পরিবারকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা লুট করেছিল এবং ওই পরিবারের এক যুবতীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পরবর্তী সময়ে ৬ সদস্যবিশিষ্ট ওই পরিবারের লোকজনের ভাগ্যে কি ঘটেছে আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি। হাবুল প্যাদা নামের ছাত্রলীগের ওই ক্যাডার পরবর্তী সময়ে একই এলাকায় অন্য একটি হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ করত তার মা-বাবাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে দিনের পর দিন ওই বাড়িতে রেখেই। কিন্তু অসহায় মা-বাবা সন্ত্রাসীদের ভয়ে কোন কিছু করতে সাহস পায়নি। এভাবে নানা অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়। ফলে তাদের অনেকেই আওয়ামী লীগের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অনেকেই প্রকাশ্যে যোগ দেয় বিএনপিতে। গত ৭ সেপ্টেম্বর গৌরনদী কলেজ মাঠে খালেদা জিয়ার জনসভায় বহু হিন্দু লোকজন বিএনপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। এদের মধ্যে সাবেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নিরোদ বরণ হালদার অন্যতম। নির্বাচনের আগে তার বাড়িতে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা হামলা চালায়। বিএনপি করার অভিযোগে আগৈলঝাড়া পিসি গার্লস হাইস্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক গণেশ চন্দ্র রায়, রাজহার ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য অনন্ত কুমার মণ্ডল, আগৈলঝাড়া কলেজের সহকারী অধ্যাপক শচীন্দ্র নাথ হালদারের বাড়িতে নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ কর্মীরা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। হিন্দু অধ্যুষিত আগৈলঝাড়ার ৯টি ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী প্রার্থীর চেয়ে বিএনপির প্রার্থী আগের চেয়ে অধিক ভোট পেয়েছেন। কিন্তু হিন্দু অধ্যুষিত ঐসব কেন্দ্রের আগৈলঝাড়া বিএইচপি একাডেমী কেন্দ্রে বিএনপির প্রার্থী জহিরউদ্দিন স্বপন পেয়েছেন ১২৭২ ভোট, আওয়ামী লীগ প্রার্থী আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ পেয়েছেন মাত্র ৪৪৩ ভোট। ছয়গ্রাম সরকারি বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিএনপির ৮২৬, আওয়ামী লীগ প্রার্থী ৬৮২ ভোট। তারারভিটা কেন্দ্রে বিএনপি ১৪৬৪, আওয়ামী প্রার্থী ৮৮৯ ভোট। রাংতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিএনপি ১৭৮৭, আওয়ামী লীগ প্রার্থী পান ১১৬৩ ভোট। মধ্য মিহিপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থী পেয়েছেন ১০৫০, আওয়ামী লীগ ৭৭৯ ভোট। উত্তর মিহিপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিএনপি ১০৭৩, আওয়ামী লীগ ৬৮০ ভোট পেয়েছে। ওই ৯টি কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতির হার ছিল ৭৮ ভাগ। অন্যান্য নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচনে এ অঞ্চলের হিন্দুরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে ধানের শীষে ভোট প্রদান করেছেন। কিন্তু নির্বাচনের পর পর কতিপয় সন্ত্রাসী নৌকায় ভোট প্রদানের অজুহাতে গৌরনদী-আগৈলঝাড়ার সংখ্যালঘুদের নানা ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। এর ফলে সংখ্যালঘু লোকজন ক্ষুব্ধ হয়েছে। এ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য জহিরউদ্দিন স্বপন কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, যারা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে কতিপয় নব্য বিএনপি কর্মী সংখ্যালঘুদের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করছে। ফলে তারা এখন আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

যুগান্তর, ১০ অক্টোবর ২০০১

(১৫৯)
কালিয়াকৈরে সংখ্যালঘুরা এলাকাছাড়া

গাজীপুর প্রতিনিধি ঃ আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে '৯১, '৯৬ এবং ২০০১-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হেরে বিএনপির সমর্থকরা কালিয়াকৈরে মরিয়া হয়ে উঠেছে। নির্বিচারে হামলা, লুটপাট ও দখল চালিয়ে যাচ্ছে নির্বাচনের পরদিন থেকে। সবচেয়ে আক্রোশে পড়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন। ইতিমধ্যে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুট, বাড়িঘরে হামলা ও শারীরিক নির্যাতনের অসংখ্য নজির স্থাপিত হয়েছে।

গত সোমবার পর্যন্ত কালিয়াকৈর বাজারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দোকানপাট বন্ধ ছিলো। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হামলার ভয়ে কালিয়াকৈর শহরে উঠতে পারছে না। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের কালিয়াকৈর প্রতিনিধিরা হুমকির মুখে আত্মগোপন করেছে। রবিবার (৭ আক্টোবর) ছাত্রদল নামধারী মহসিনের নেতৃত্বে কালিয়াকৈর প্রেসক্লাব দখল করে ছাত্রদলের সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছে। শনিবার রাতে প্রেসক্লাব সভাপতি আইয়ুব রানা ও সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন খোকনকে একদল মুখোশধারী প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবদুল মালেক গত ৭ অক্টোবর দুপুর ১২ টায় তার দপ্তরে নির্বাচন-পরবর্তী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অবদান রাখা প্রসঙ্গে সর্বদলীয় সভা ডাকেন।

কালিয়াকৈর বাজারের কয়েক জন ব্যবসায়ী জানান, বিএনপির চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা বাজারের মুদি ব্যবসায়ী মতি সাহার ১৯ হাজার টাকা প্রকাশ্যে নিয়ে যায়। পানের দোকানি শ্যামকে মারধর করে ক্যাশ লুট করে। গোলয়া গ্রামের মঞ্জুরানী রায় ও তার মা সজোদা রানী রায়ের গলার চেন ছিনিয়ে নেয়।

মাতৃভূমি, ১১ অক্টোবর ২০০১

(১৬০)
হিংস্র শ্বাপদের জনপদ
বাগেরহাটে সংখ্যালঘুদের গ্রামগুলো জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুনে

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি, বাগেরহাট থেকে ঃ হযরত খান জাহান আলীর (রঃ) পুণ্যভূমি বাগেরহাটের ধর্মীয় সংখ্যালঘু গ্রামগুলো এখন সন্ত্রস্ত জনপদ। নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে এসব গ্রাম এখন বিএনপি-জামায়াত ক্যাডারদের প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে। ক্রমাগত হামলা

ও হুমকি-ধমকিতে চরম আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এসব গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলো। প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সংখ্যালঘু পরিবারের হাজার হাজার নারী-পুরুষ।

বুধবার বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে ঘুরে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতনের কাহিনী জানা গেছে। নির্বাচনের আগে এ জেলার সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে হুমকি-ধমকি চলেছে। আর নির্বাচনের পর এখন চলছে নানা ধরনের অত্যাচার। হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলো বহিরাগত ক্যাডারদের সশস্ত্র হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের শিকার হচ্ছে। আর যেসব গ্রামে হিন্দু-মুসলমানরা যৌথভাবে বসবাস করছে, সেসব গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর অবস্থা আরো শোচনীয়। প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসীদের চোখ রাঙানো আর নির্যাতনে প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছে তারা। বাগেরহাটের সার্বিক অবস্থা এমন যে, গ্রামগুলোতে হিন্দু পরিবারগুলো অবরুদ্ধ হয়ে আছে। সন্ত্রাসীদের অত্যাচারের মাত্রা এমন ভয়াবহ যে, প্রতিবেশী মুসলমান পরিবারগুলোও তাদের রক্ষার ব্যাপারে অসহায় হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে আরো জানা যায়, নির্বাচনের পর নৌকার সমর্থকদের তালিকা তৈরি করে সেই তালিকা ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সশস্ত্র ক্যাডাররা হামলা চালাচ্ছে। এই হামলার শিকার হয়ে গ্রামগুলোর যুবকরা সব বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। ছেলেদের না পেয়ে হিন্দু পরিবারগুলোর মেয়েদের উপর তারা আক্রোশ মিটাচ্ছে। প্রতিহিংসাকারীদের ধর্ষণের শিকার হচ্ছে সংখ্যালঘু মেয়েরা। মোল্লাহাটের গাওলায় মা-মেয়ে একই সঙ্গে ধর্ষিত হয়েছে। ধর্ষণ আর অত্যাচারের ভয়ে কোন গ্রামেই ১৫ থেকে ৩৫ বছরের মেয়েরা ঘরে নেই। তাদের অন্যত্র সরিয়ে রাখা হয়েছে। পথে পথে লাঞ্ছিত করার কারনে স্কুল-কলেজগামী মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু হিন্দু ছাত্রছাত্রীরাই নয়, সংখ্যালঘু শিক্ষকরাও এই সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এ জেলার কোন স্কুল কলেজেই এখন হিন্দু শিক্ষকরা যেতে পারছেন না। বরং প্রাণভয়ে বিভিন্ন এলাকায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

চিতলমারী উপজেলার শেষ সীমানা ছুঁয়ে বয়ে গেছে বলেশ্বর নদী। ওপারে নাজিরপুর। সেখান থেকে বিএনপি-জামায়াত চারদলীয় জোটের উন্মত্ত কর্মী-সমর্থকরা আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা করছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলো তাদের প্রধান টার্গেট। আশেপাশের দশ গ্রামের তাড়া খাওয়া মানুষগুলো এখন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে। অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন চিতলমারীর শেষপ্রান্ত খাসেরহাট ও অশোকনগর এলাকায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে খাসেরহাট এলাকায় পাকি সেনারাও গিয়ে সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু এবারের নির্বাচনোত্তর জোটকর্মীদের উন্মত্ততায় তারা হতবাক। তারা ক্রমাগত হুমকি দিয়ে চিঠি দিচ্ছে। লাশ চায়। সংখ্যালঘুদের দেশ ছাড়া করা হবে। আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করা হবে। কোন সংখ্যালঘু নেতা জীবিত থাকতে পারবে না। দুর্বৃত্তরা এও বলে শাসিয়েছে যে, 'বড়ালের লাশ পেয়েছিলি এবারে লাশও পাবি না।' তারা চরবানিয়ারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অশোক বড়াল ও চিতলমারী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পীযুষ কান্তি রায়কে হত্যা করতে চায়।

১ অক্টোবরের নির্বাচনের আগে থেকেই এই এলাকায় জোটকর্মীরা তাণ্ডব শুরু করে। নির্বাচনের জয় লাভের খবর শোনার পর থেকেই তাদের তাণ্ডবের মাত্রা বাড়তে থাকে। থেমে থেমে খুঁজে খুঁজে সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়িতে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও মেয়েদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে। যুবক ছেলেদের নির্বিচারে পেটানো হচ্ছে। মেয়েদের পিতামাতার সামনেই অত্যাচার করা হচ্ছে। নারকীয় এ যন্ত্রনা থেকে রেহাই পেতে যাদের সামর্থ্য আছে তারা মেয়েদের দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। ছেলেরা পালিয়েছে। যারা খাসেরহাট, অশোকনগর প্রভৃতি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে তারা এখন

চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। চারপাশের গ্রামগুলো জোটের উন্মত্ত সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে। বাঁশবাড়িয়া গ্রামটি এখন যুবক-যুবতি শূন্য। বয়স্ক কিছু মানুষ তাদের ভিটেমাটি আঁকড়ে ধরে আছে। দিনের বেলায় দু'চারজন খুবই চুপিসারে গিয়ে আবারও চলে আসে। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকা হয়ে ওঠে ভয়াল ভূতুড়ে জনপদ। সেখানে উন্মত্ত জোট সমর্থকরা তাণ্ডব চালায়। এদের হাতে বাঁশবাড়িয়ার শিশির মণ্ডল বেদম পিটুনির শিকার হয়েছেন। হাতুড়ি দিয়ে শিশিরের সারা শরীরে আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। দশাসই চেহারার এ যুবকটিকে বিশজনের মতো উন্মত্ত জোটকর্মী প্রায় আধা কিলোমিটার রাস্তা ধরে পিটাতে পিটাতে নিয়ে আসে। তার মায়ের আর্তনাদ ও কাকুতি-মিনতিতে একপর্যায়ে স্থানীয় জোট নেতাদের মন গলে। তারা শিশিরকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলে। পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা ক্ষত-বিক্ষত শিশিরকে ধাক্কা দিয়ে খালের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। তাকে উপজেলা স্বাস্থকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাকে রাখা যায়নি। চিতলমারীতে ধুয়া তোলা হয়েছে 'সে নাকি মুসলমানদের দাড়ির অবমাননা করেছে।' দলে দলে উন্মত্ত মানুষের দল স্বাস্থকেন্দ্রে গিয়ে ভয়-ভীতি দেখাতে থাকলে তাকে নিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তার চিকিৎসাও হচ্ছে না। বাঁশবাড়িয়াসহ কচুরিয়া, আন্ধারমানিক, সন্তোষপুর, নাছিরপুর, বানিয়ারী, খড়মখানা, ব্রহ্মগাতি, দুর্গাপুর, শ্যামপাড়া প্রভৃতি গ্রামের একই দশা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১

(১৬১)
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চিত্র
পরিস্থিতির উন্নতি না হলে অনেক সংখ্যালঘুর নীরবে দেশ ছেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা

ফখরে আলম, যশোর অফিস ঃ বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট আর নিরাপত্তাহীনতার কারণে বহু সংখ্যালঘুর নীরবে দেশ ত্যাগের ঘটনা ঘটতে পারে। ইতোমধ্যে অনেকেই ভিটেমাটি ছেড়েছেন। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে দেশ ত্যাগের ঘটনা অব্যাহত থাকতে পারে। আর এ কারণে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন।

১অক্টোবর নির্বাচনের পর পরই দেশ জুড়ে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। টার্গেট করা হয় সংখ্যালঘুদের। বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকদের হাতে নিগৃহীত হতে থাকে শত শত সংখ্যালঘু। রাষ্ট্রের সমর্থন না থাকলেও সংখ্যালঘুদের শঙ্কাকে কাজে লাগিয়ে একটি মহল বাড়তি ফায়দা লোটার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় নিরাপত্তাজনিত কারণে অনেক সংখ্যালঘু বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতে চলে যায়। সরেজমিন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যালঘু গ্রাম ঘুরে এ তথ্য জানা গেছে। আরও জানা গেছে, অনেকে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। তারাও গ্রাম ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ উপজেলার সংখ্যালঘু গ্রাম বাদুরগাছা। এই গ্রামের আড়াই'শ পরিবারের প্রায় ৯শ' হিন্দু সংখ্যালঘু বসবাস করছে দীর্ঘদিন ধরে। নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের কারনে এ গ্রামের বিধান, হারাধন, কমলেশ, দীপঙ্কর, প্রকাশ, মহাদেব, বাবু, ট্যাপা, বৈকুণ্ঠ, প্রদীপ, শান্তি, রঘুনাথ ছাড়াও আরও কয়েকজন গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। নিতাই বিশ্বাস স্ত্রী তিন ছেলেসহ বাড়ি ফেলে চলে গেছে। এ গ্রামের বৃদ্ধ শক্তিপদ জানালেন, প্রতিবেশীরা চলে যাওয়ায় তারা আরও বেশি শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে শেষ পর্যন্ত তারা কোথায় দাঁড়াবেন তা বলতে পারেননি। জেলার তাওপুর গ্রামে হিন্দু-মুসলমান শত শত বছর ধরে এক সঙ্গে বসবাস

করছে। কিন্তু নির্বাচনের পর হিন্দুদের ওপরে হামলার ঘটনায় গ্রামের রতন, সাধন , সুফল, কুমার, বিমল, স্বপন ছাড়াও আরও কয়েকজন গ্রাম ছেড়েছে। এ গ্রামে ৪০টি হিন্দু পরিবার বসবাস করে। এদের মোড়ল গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন দালানবাড়ির মালিক দীনবন্ধু (৫৫)। নির্বাচনের পর তিনি মার খেয়েছেন। তাঁর ভাই চিত্তরঞ্জনসহ আরও কয়েক জনকে মারধর করা হয়েছে। দীনবন্ধু সাহস করে থানা পুলিশ করেননি। দীনবন্ধু বলেন, যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমরা ভয়ে ভয়ে আছি। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে শেষ পর্যন্ত গ্রাম ছাড়তে হবে। দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোর একই চিত্র। জানা যায়, এ অঞ্চলে ১০ শতাংশ সংখ্যালঘু রয়েছে। '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনী ও রাজাকারের অত্যাচারে বেশ কিছু সংখ্যালঘুর দেশ ত্যাগের ঘটনা ঘটে।

বর্তমানে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নীরবে দেশত্যাগের এই সঙ্কট জটিল হয়ে উঠতে পারে। ইতোমধ্যে ভারত সরকার অনুপ্রবেশ রোধের জন্য সীমান্তে কড়াকড়ি অরোপ করে। এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া শুরু করেছে। এ কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সচেতন মহল মনে করে, নীরব দেশ ত্যাগ রোধের জন্য জরুরী ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১

(১৬২)
নওগাঁয় নির্বাচনোত্তর সহিংসতা চলছে, নৌকায় ভোট দেয়ায় মহিলারা লাঞ্ছিত, প্রতিমা ভাংচুর। প্রশাসন নীরব

নওগাঁ, ১০ অক্টোবর নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নওগাঁ জেলার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে শ্রীমন্তপুর ইউনিয়নের শালবাড়ি হিন্দুপাড়ায় আশানন্দ ও তপন নামে ২ নৌকার কর্মীকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। বাড়ি থেকে বের হলেই হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে সেখানকার প্রবীণ সমাজকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা সাইফুদ্দিন আহমেদ প্রতিবাদ করলে সন্ত্রাসীরা তাকেও লাঞ্ছিত করে। এমনকি হিন্দুদের পক্ষে কথা বললে তাকেও হত্যা করা হবে বলে শাসানো হয়েছে। পোরশা গ্রামে প্রায় দু'শ' ঘর ফরিদপুরী অধিবাসী দীর্ঘ ৫ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। তাদের ভোটার সংখ্যা ৩শ' জনের বেশী। এবার তাদের নৌকায় ভোট না দেয়ার জন্য পোরশার বিএনপি সমর্থিত "শাহুরা" ভোটের আগের দিন শাসিয়েছিল। ভোটের দিন তারা বিডিআরের সহায়তায় ভোট কেন্দ্রে যায় এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ভোট কেন্দ্রে গিয়ে তারা নৌকায় ভোট দিয়েছে বলে ৩ দিনের মধ্যে পোরশা ছাড়ার হুমকি দিয়েছে জোটের শাহুরা। এছাড়া ওই আসনের আদিবাসীদের নৌকায় ভোট দেয়ার কারনে মারপিট করাসহ হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে।

নিয়ামতপুর উপজেলার "ভাবিচা" গ্রামে নির্মাণাধীন দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। সোমবার রাতের আঁধারে সেখানকার বারোয়ারী পুজামণ্ডপের প্রতিমাটি ভাংচুর করা হয়। নির্বাচনের পর প্রতিমা ভাংচুরের পাশাপাশি হিন্দুদের ওপর হামলা ও হুমকি-ধমকির ঘটনায় ওই গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায় মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১

(১৬৩)
সরেজমিনে নড়াইল

বিএনপি জামায়াতের ক্যাডাররা নৌকার ভোটার খুঁজে হামলা চালাচ্ছে,আহত শতাধিক,অধিকাংশ সংখ্যালঘু

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় নড়াইলের তিন উপজেলা সদর, লোহাগড়া এবং কালিয়ায় এখন পর্যন্ত শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। যাদের আশি শতাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য। বিএনপি, জামায়াতের সশস্ত্র ক্যাডাররা নৌকার ভোটার খুঁজে খুঁজে বাড়িঘরে হামলা, লুটতরাজ করছে। তাদের হামলা, আতঙ্ক সৃষ্টির কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের অনেকে এর মাঝে এলাকা ছাড়া হয়েছে। মানুষ আতঙ্কে আছেন আরেকটি কারণে। শেখ হাসিনা তাঁর বিজয়ী আসন ছেড়ে দিলে মুফতি শহিদুল আবার নির্বাচন করবে সেখানে। শহিদুল উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে তার নানান তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তারা তালিকা তৈরি করেছে বেছে বেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকজনকে শায়েস্তার। এই তালিকায় জনকণ্ঠের নড়াইল প্রতিনিধি রিফাত-বিন-ত্বহার নামও আছে। মুফতি বাহিনীর তৎপরতায় স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হবার আরেকটি কারণ নড়াইলের পুলিশ ইতোমধ্যে খোলস পাল্টে ফেলেছে। তারা এর মাঝে হয়ে গেছে সাচ্চা বিএনপিপন্থী। জামাত জোট নির্বাচনে বিজয়ের পর থেকে প্রতিহিংসায় হামলার শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন এখন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। চাঁদার ভয়ে এলাকা ছেড়েছেন অনেকেই। অক্টোবরের ২ তারিখে কালিয়া বাজারের ব্যবসায়ী অপু দত্তের কাছে দাবি করা হয় চাঁদা। বিজয় উৎসবের নামে নিশিকান্তের দোকানে গিয়ে দাবি করা হয় দুই বস্তা চাল। নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে কালিয়ার কালীনগর, লক্ষীপুর, চালনা গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে তাদের এক রকম বাড়ির বাইরে বেরুতে দেয়া হচ্ছে না। অক্টোবরের ৩ তারিখে কালিয়া বাজারে কুপিয়ে আহত করা হয় ব্যবসায়ী হারাণ চন্দ্র দাসকে। বর্তমানে সে খুলনার একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন আছে। কুলসুর গ্রামের গোপেশ সাহা ও তার ছেলেকে পিটিয়ে আহত করেছে বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা। ৫ অক্টোবর ছোট কালিয়ার নারায়ণ চন্দ্র মাঝিকে পিটিয়ে আহত করা হয়।

অক্টোবরের ৬ তারিখে বিএনপির সন্ত্রাসীরা লোহাগড়ার লাউড়িয়া মাঝপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু সুনীল কুমার বিশ্বাসকে পিটিয়ে আহত করে। নৌকায় ভোট দেয়াকে তাঁর অপরাধ হিসাবে দেখানো হয়েছে। নড়াইলে সূত্রগুলো বলেছে-বিএনপি, জামায়াতের ক্যাডাররা যৌথভাবে তৈরি করেছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের কয়েকটি সংগঠনের বেশ কিছু ব্যক্তির তালিকা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১

(১৬৪)
বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা লুট ॥ মন্দির ও প্রতিমা ভাংচুর

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনপরবর্তী সহিংসতার মধ্যে মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজশাহীর পুঠিয়া জেলায় একটি মন্দির ভাংচুর ও লুটপাট হয়েছে। মাগুরায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলা ও দুই যুবতী অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বাধা দিতে গিয়ে আহত হয়েছে ৪ জন। ফরিদপুরে নগরকান্দায় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের ওপর হামলা, বাড়িঘর ভাংচুর এবং লুটপাটের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। রাজশাহী থেকে সংবাদদাতা জানান, মহানগর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে মঙ্গলবার রাতে যখন

সন্ত্রাসীরা শীলমারিয়া কালিমন্দিরে তান্ডব চালায় তখনই খবর চলে যায় স্থানীয় সংখ্যালঘুদের কানে। তারা আতঙ্কে সেদিকে আর যেতে সাহস পায়নি।

এদিকে গত রবিবার রাতে জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সহড়াপাড়ায় প্রভাস কুমার ঘোষের বাড়িতে চড়াও হয় একদল দুর্বৃত্ত। তারা ধারাল অস্ত্রের মুখে গৃহকর্তাকে বেঁধে ফেলে মারধোর এবং মহিলাদের লাঞ্ছিত করে নগদ টাকা ও মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

মাগুরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, মঙ্গলবার রাতে জেলার শ্রীপুর উপজেলার নহাটার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পাল পাড়ায় একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা এই সময় কলেজ ছাত্রী রত্না(১৮) এবং ৯ম শ্রেনীর স্কুল ছাত্রী চায়নাকে (১৫) অপহরন করে নিয়ে যায়। এই সময় বাধা দিতে গিয়ে নিখিল চন্দ্র (৪৫), সুনীলা (৩০), নিপা রানী (৩২), গোবিন্দ (৪০) গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের মাগুরা সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা অপহৃত দুই যুবতীকে বুধবার ভোরে উক্ত এলাকায় রেখে যায়।

শ্রীপুর থানা পুলিশ জানায়, তদন্ত চলছে, এখনও কোন মামলা হয়নি। পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেছে। আহত ৪ জনই উক্ত অপহৃত ২ যুবতীর মা ও বাবা। পুলিশ আরও জানায়,অপহৃতদের উদ্ধার করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১

(১৬৫)
সংখ্যালঘু নারী-পুরুষের কোটালীপাড়ায় আশ্রয় গ্রহণ অব্যাহত। নির্যাতনের কাহিনী শুনলেন ডিসি এসপি

মোজাম্মেল হোসেন মুন্না, গোপালগঞ্জ থেকে ঃ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া, উজিরপুর ও গৌরনদী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ও নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার অসংখ্য সংখ্যালঘু নারী-পুরুষের কোটালীপাড়ার বিভিন্ন গ্রামে এসে আশ্রয় নেয়া অব্যাহত রয়েছে। কোটালী পাড়া পৌরসভা চেয়ারম্যান কামাল হোসেন জনকণ্ঠকে জানান, ঐ সব এলাকার নির্যাতিত নারী-পুরুষ বুধবারও কোটালীপাড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে এসে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা আশ্রিত লোকজনকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। বিপদে আপদে ভীত সন্ত্রস্ত লোকজনকে অভয়বাণী শুনিয়ে যাচ্ছেন। তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

এদিকে বুধবার দৈনিক জনকণ্ঠে "দুটি জেলার ১৫ হাজার সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ ঘরছাড়া। কোটালীপাড়ায় আশ্রয় গ্রহণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষণের অভিযোগ"- শীর্ষক সংবাদটি প্রকাশিত হলে প্রশাসনের সর্বত্র ব্যাপক তোড়জোড় শুরু হয়। জেলা প্রশাসক ইকরাম আহম্মেদ, পুলিশ সুপার মোঃ আব্দুল জলিল দুপুরে কোটালীপাড়ার রামশীল বাজারে আশ্রিতদের অবস্থা দেখার জন্য সেখানে যান এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের ওপর কিভাবে নিপীড়ন-নির্যাতন হয়েছে সে কাহিনী শোনেন।

জেলা প্রশাসক ইকরাম আহম্মেদ বুধবার দুপুরে রামশীল ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে বসে যখন নির্যাতিতদের কথা শুনছিলেন তখন বাইরে নির্যাতিত নারী-পুরুষ অপেক্ষা করছিল। জেলা প্রশাসক বেশ কয়েকজনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। আগৈলঝাড়া উপজেলার রাজিহার ইউপির মহিলা মেম্বর শেফালী সরকার তার উপর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, গত ১ অক্টোবর রাতে বিএনপির কিছু সন্ত্রাসী তার কাছে ১লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে তার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবে বলে তারা হুমকি দেয়। পরেরদিন চাঁদা নিতে এলে তিনি পালিয়ে আসেন। একই গ্রামের সুচিত্রা বাড়ৈ এবং বিচিত্রা সরকার জানান, তাদের মারধর করে বাড়িঘর

ভেঙ্গে ফেলে ও মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ধানডোবা গ্রামের বকুল তালুকদার জানান, নির্বাচনের দিন আওয়ামী লীগের কর্মীদের খাবার দিয়েছিল বলে তার দুই ছেলে অবনী (১৮) ও অখিল (১৬) কে মারধর করে বিএনপি কর্মীরা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরেরদিন মালামালসহ ঘর ভেঙ্গে নিয়ে যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন আশ্রয় গ্রহনকারী জানান, বাকাল গ্রামের মেনাজ ফকির, লিটন ওঝা, রাংতা গ্রামের সবুজ হালদার, বাগদার সাবেক এক চেয়ারম্যান, হাফেজ গাইন, রাজিহার গ্রামের কামরুল ফকিরের নেতৃত্বে ঐ সব এলাকায় সন্ত্রাসী লুটপাট ও হামলা চলছে।

এদিকে আশ্রিতদের নিরাপত্তার জন্য রামশীল বাজারে অস্থায়ী একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১

(১৬৬)
রাউজানের অনেক সংখ্যালঘু পরিবার এখনও খোলা আকাশের নিচে

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ রাউজানে সংখ্যালঘুদের অনেক পরিবার খোলা আকাশের নিচে মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর পাশে প্রশাসনের কেউ যাননি। পাঁচটি সংখ্যালঘু পরিবারের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা রাউজানের কোয়েপাড়া গ্রামের অধ্যাপক চয়ন দাশ, শিক্ষিকা সন্ধ্যা দাশ, শিক্ষক সুবোধ রঞ্জন দাশ, সুবাস চন্দ্র দাশ, বাবুল চন্দ্র দাশ, অনিতা দাশের বাড়িতে হামলা করে। সন্ত্রাসীরা বাড়িঘরের জিনিস পত্র লুটপাট করে ফিরে যাবার সময় অগ্নিসংযোগ করে। পরিবারগুলো এখন খোলা আকাশের নিচে দিনযাপন করছে। সন্ত্রাসী হামলার কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১

(১৬৭)
রাজশাহীতে সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর হামলা ও হুমকিদান অব্যাহত

রাজশাহী থেকে জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ঃ রাজশাহীতে সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের ওপর হামলা ও হুমকি প্রদর্শন বন্ধ হয়নি। জেলার গোদাগাড়ী, তানোর, পুঠিয়া এবং দুর্গাপুর উপজেলায় এই হামলা ও হুমকিদান অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে মন্দির, প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটছে। এসব হামলা, হুমকি ও ভাংচুরের ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগ বিএনপিকে দায়ী করেছে। গত মঙ্গলবার বিভিন্ন এলাকায় সরজমিনে ঘুরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। অব্যাহত হামলা-হুমকি প্রদর্শনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে আতঙ্কাবস্থা বেড়েই চলছে। ক্ষতিগ্রস্তরা পুলিশ প্রশাসনের রহস্যময় নীরবতায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কোন কোন এলাকার সংখ্যালঘুরা তাদের আসন্ন সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

দুর্গাপুরের যুগীশো গ্রামের কালীপদ জানান, গত ৭ অক্টোবর বিএনপি সমর্থকরা তার উপর হামলা চালায়। তারা একই এলাকার নীরেন, বীরেন, জগদীশ, ধীরেনসহ ৫০ টি পরিবারকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। ফলে ১০/১২ টি পরিবার ভয় ও আতঙ্কে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তানোরের আদিবাসী গ্রাম মাসিন্দায় দেড়শ ভোটার রয়েছে। এখানকার

বাসিন্দা আব্দুস সামাদ ও আদিবাসী রমেশ জানালেন, ভোটের দিন সেখানে বিএনপি সমর্থকরা হামলা করে। এখানে আদিবাসীদের শতাধিক ভোট জাল করা হয়েছে। মাত্র ৩০ ভাগ আদিবাসী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন বলে তারা জানান। আদিবাসীদেরকে ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী সুনীল বলেন, আমরা চরম আতঙ্কে আছি। আমাদেরকে ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে সর্বদা। ব্যবসায়ী স্বপন কুমার দাস নির্বাচনের পর দিন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তানোরের হিন্দুপাড়া ও গোল্লাপাড়াতে দেড় সহস্রাধিক সংখ্যালঘু আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। এখানে কয়েকদিন আগে আসন্ন দুর্গাপূজা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সংখ্যালঘুরা। পরে আওয়ামী লীগ নেতাদের উদ্যোগে তা বাতিল করে পূজা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ; কিন্তু তারপরও সংখ্যালঘুদের ভয় কাটেনি। সবার মধ্যে এক অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এদিকে নির্বাচনের পরের দিন গোদাগাড়ী উপজেলার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম গোপাল পুরে হামলা চালান হয়। সেখানকার আদিবাসীরাও চরম আতঙ্কে আছেন। রাজশাহী-১ আসনে আওয়ামী লীগের পরাজিত প্রার্থী ওমর ফারুক চৌধুরী বলেন, নির্বাচনে হার জিত থাকবেই; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, জয়ী হওয়ার পর প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালাতে হবে। তিনি সংখ্যালঘু, আদিবাসী এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর হামলা-হুমকি ও নির্যাতন বন্ধের দাবী জানিয়েছেন। তানোর-গোদাগাড়ীর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কিছু আদিবাসী ও সংখ্যালঘু অভিযোগ করে জানান, বিএনপি সমর্থকরা এ বলে হুমকি দিচ্ছে যে এই আসনে বিএনপি বিজয়ী প্রার্থী ব্যারিষ্টার আমিনুল হক মন্ত্রী হচ্ছেন। এরপর সবাই কে 'সাইজ' করা হবে।

অন্যদিকে দুর্গাপুর ও পুঠিয়া উপজেলাতেও সংখ্যালঘুদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার রাতে পুঠিয়ার সাতবাড়িয়াতে শিলমাড়িয়া কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করা হয়েছে।

দৈনিক সংবাদ, **১১** *অক্টোবর ২০০১*

(১৬৮)
পরাজিত জোট প্রার্থীর শ্যালকের সন্ত্রাস ঃ সংখ্যালঘুরা ঘরছাড়া

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ 'শালা মালাউনের বাচ্চা, আওয়ামী লীগের দালাল, এবার জেলে ঢুকামু' বলেই চিকনবাদী গ্রামের কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের উপর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পটুয়াখালি-৩ আসনের চারদলীয় জোট প্রার্থী শাজাহান খানের শ্যালকের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী। তারা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র। বেধড়ক পিটিয়ে আহত করল ১০/১২ জনকে। ঘরের মহিলাদের আকুতি-মিনতি, অনুনয় কোন কিছুই ওদের ঠেকাতে পারল না।

পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার চিকনবাদী গ্রাম থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে পালিয়ে আসা একজন একথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। প্রতিদিনের মত সারাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের এটিও একটি করুণ চিত্র। নির্যাতিত ব্যক্তিটির কাছ থেকে জানা গেল, এবারের নির্বাচনে চারদলীয় জোট বিপুল বিজয় অর্জন করলেও পটুয়াখালি-৩ আসন থেকে পরাজিত হয়েছেন জোট প্রার্থী শাজাহান খান। নির্বাচনে পরাজয়ের শোধ নিতে নির্বাচনের পর দিন থেকেই শুরু হয় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতন। জোট প্রার্থীর শ্যালকের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ প্রথমেই হামলা চালায় গলাচিপা উপজেলার সদর এলাকার কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর। তারপর থেকে চিকনবাদী, উনালিয়া, ডাকুয়া প্রভৃতি এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর বিস্তৃত হয় ওদের সন্ত্রাস। এ গ্রামগুলোতে এখন হাহাকার। অধিকাংশ পুরুষ গ্রাম ছাড়া। আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে গ্রামের বৃদ্ধ আর মহিলারা।

দৈনিক সংবাদ, **১১** *অক্টোবর ২০০১*

(১৬৯)
নেত্রকোনায় কিশোরী উদ্ধার ৩ জন গ্রেফতার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসী লিটন(২৪) ও তার কতিপয় সঙ্গী গত ৬ অক্টোবর সন্ধ্যার দিকে শ্রীমতি (১২) নামে এক কিশোরীকে বাসা থেকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে পুলিশ অপহৃতা শ্রীমতিকে উদ্ধার করে এবং ঘটনায় লিটনসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনা ঘটে নেত্রকোনা শহরের সাতপাই এলাকায়।

ঘটনার দিন সন্ধ্যার দিকে এলাকার সন্ত্রাসী লিটন, হারাধন বাপ্পি, কাউসার জাহান (মামুন মজুমদার) ও হারেছ একটি ভাঙ্গা পিস্তল, রামদা, কাতরা ইত্যাদি অস্ত্রসহ নগেন্দ্র দত্তের সাতপাই এলাকায় ভাড়াটে বাসায় হামলা চালায়। তারা অস্ত্র উচিয়ে নগেন্দ্র দত্তের কিশোরী মেয়ে শ্রীমতির মুখে কাপড় বেঁধে তাকে জোর করে অপহরণ করে পাশ্ববর্তী গাইন পাড়া গ্রামের মগড়া নদীর পাড়ে লিটনদের বাড়ির পাশে নিয়ে যায়। এ সময় পিতা নগেন্দ্র দত্তের আর্তচিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং ঘটনা সর্ম্পকে অবহিত হয়। তখনই এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা লিটনদের বাড়িতে যান এবং শ্রীমতিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। থানা পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত গাইনপাড়া লিটনদের বাড়িতে যায়। পুলিশ সেখান থেকে শ্রীমতিকে উদ্ধার এবং একই সঙ্গে ঘটনার নায়ক লিটন, হারাধন এবং কাউসার জাহানকে (মামুন মজুমদার) গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে।

দৈনিক মাতৃভূমি, **১১** *অক্টোবর ২০০১*

(১৭০)
সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা লুটপাট, প্রতিমা ভাংচুর, অপহরণ ফরিদপুরের নগরকান্দা-ভাঙ্গা, বরগুনার পাথরঘাটা-আমতলী আতঙ্কের জনপদ

প্রথম আলো ডেস্ক ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ধারাবাহিকতায় ফরিদপুর এবং রাজশাহীতে মন্দির ও দুর্গাপূজার প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। মাগুরায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের দুই মেয়েকে অপহরণ করেছে। ফরিদপুরের নগরকান্দা, ভাঙ্গা ও বরগুনার পাথরঘাটা ও আমতলী এখন আতঙ্কের জনপদ। সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক সদস্য জীবন ও সম্ভ্রম বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে। আমাদের প্রতিনিধির পাঠানো খবর:

মাগুরা ঃ মঙ্গলবার গভীর রাতে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী শ্রীপুরের নহাটা পালপাড়ার নিখিল চন্দ্র ও গোবিন্দর বাড়িতে হানা দেয়। দুর্বৃত্তরা দুই বাড়ি থেকে স্কুল পড়ুয়া দুই মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তবে কয়েক ঘন্টা পর এদের উদ্ধার করা হয়। বাধা দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা নিখিল, গোবিন্দ ও তার স্ত্রী নিপারানী (৩০) ও সুনীলাকে (২৯) কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ফরিদপুর প্রতিনিধি জানান, গত মঙ্গলবার শতাধিক বিএনপির সমর্থক নগরকান্দার মানিকদী গ্রামের কলেজ শিক্ষক রণজিত মণ্ডলের বাড়িতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা প্রায় ৫ লাখ টাকার মালামাল, দরজা-জানালা, টিন লুট করে এবং দুইটি গরু জবাই করে মাংস ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে যায়। পিটিয়ে আহত করে রণজিতের কিশোর ভাতিজা সুমনকে। রণজিত মণ্ডলের ভাইয়ের এক মামলায় পুলিশ ওই দিন রাতেই নয়জনকে গ্রেফতার ও কিছু মালামাল উদ্ধার করেছে।

গত রোববার নগরকান্দার ফুলবাড়িয়া গ্রামে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটতরাজ করে সন্ত্রাসীরা। চিত্র মণ্ডল ও রণজিত সাহাকে মারধর করে হুমকি দেয়, ১ লাখ টাকা না দিলে তাদের খুন করা হবে। ওই দিনই চৌষারা গ্রামের অনেক আ'লীগ সমর্থকদের বাড়িতে ভাংচুর, লুটতরাজ করা হয়। এ ঘটনায় মামলা করতে গেলে ওসি দুর্ব্যবহার করলে এসপির নির্দেশে মামলা নেয়া হয়। রোববার রাতেই ফরিদপুর শহরের বাসস্ট্যান্ডে নির্মাণাধীন দুটি দুর্গা মূর্তি দুর্বৃত্তরা গুড়িয়ে দেয়।

গত শুক্রবার নগরকান্দার মাঝারদিয়া বাজারে তপন দাসের দোকান লুট করা হয়। উপজেলার দফা গ্রামের জেলেদের মাছ শিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ফুলমতির দুটি এবং সাকরাইল গ্রামের একটি সংখ্যালঘু বাড়িতে লুটতরাজ হয়েছে। রানাপাশা ও দুলালী গ্রামের দুই ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, ৩ লাখ টাকা চাঁদা না দিলে দেশ ছাড়তে হবে।

গত ৩ অক্টোবর মধুখালীর বাগাট বোসপাড়ার কলেজশিক্ষক বিষ্ণু বোসের ঘরে আগুন দেয়া হয় এবং হামলা হয় স্কুল শিক্ষক কার্তিক শিকদারের ওপর। এই দিনই বোয়ালখালীর সূর্যদিয়া গ্রামের অনেক সংখ্যালঘুকে মারধর করা হয়। গত শুক্রবার হাসানদিয়া গ্রামে শীতলা মন্দিরে আগুন দেয়া হয়। অনেকের বাড়ি লুন্ঠন করা হয় এবং মারধর করা হয় গৃহবধু ও বৃদ্ধাদের। এ সময় দুর্বৃত্তরা এক সংখ্যালঘুর তিন মেয়েকে খোঁজাখুঁজি করে।

বরগুনা প্রতিনিধি জানান, পাথরঘাটা উপজেলার কাকচিড়া, কাঁঠালতলী, চরদুয়ানী, রায়হানপুর এবং আমতলী উপজেলার সাঙ্গারপাড়া, চাউলাপাড়া, তারতলী, আরপাঙ্গালিয়া, কড়ইবাড়িয়া, বগী এখন আতঙ্কের জনপদ। নির্বাচনের পর বিএনপির হামলায় আহত হয় অন্তত ২৫জন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, চরদুয়ানীর ইউপি চেয়ারম্যান আ,লীগ নেতা হাফিজ উদ্দিন ফিরোজকে তার বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

বামনা উপজেলার উত্তর কাকচিড়া গ্রামের ইউপি সদস্য নরেন হালদারকে ধরে এনে বিএনপির সমর্থকরা প্রকাশ্যে তার চক্ষু তুলে ফেলার চেষ্টা করলে জনতা বাধা দেয়। আমতলীতে ২১ মামলার আসামী বিএনপি নেতা ভিপি মজিবর এবং চরদুয়ানীতে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বিএনপি সমর্থক ওয়ারেচ আলী এসব কর্মকাণ্ডের হোতা বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রাজশাহী অফিস জানায়, রোববার রাতে তানোর উপজেলার হরিদেবপুর গ্রামে প্রতিমা ভাংচুর করা হয়। গত মঙ্গলবার রাতে সন্ত্রাসীরা পুঠিয়া উপজেলার শীলমারিয়া গ্রামে একটি কালী মন্দির ভাংচুর ও লুটপাট করে। ওই রাতেই গোদাগাড়ি উপজেলার মহড়াপাড়ায় প্রভাষ ঘোষের বাড়ি লুট করা হয় এবং লাঞ্ছিত করা হয় মহিলাদের। একই রাতে বেলপুকুরিয়ায় এক আ.লীগ সমর্থকের পেট্রল পাম্প ভাংচুর ও টাকা পয়সা লুন্ঠন করা হয়। মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় কোনো কোনো এলাকার সংখ্যালঘুরা দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

প্রথম আলো, ১১ অক্টোবর ২০০১

(১৭১)

নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ ঃ নোয়াখালীতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন, ভাংচুর, লুট, আহত ২৫

নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার অপরাধে নোয়াখালীর ৬টি উপজেলায় নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ, ভাংচুর, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে লুটপাট কালে ২৫ জন আহত হয়েছে।

কোম্পানীগঞ্জের মুছাপুরের রংমালা ভাংচুর, কালী মন্দির ও জগন্নাথ মন্দির ভাংচুর করে বিগ্রহ নিয়ে যায়। বিরাহিমপুর ননী মেম্বারের বাড়িতে হামলা করে দুই জনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। চড় কাকড়ায় রাজেন্দ্রর বাড়িতে মানিক ও খগেন্দ্রর ঘর লুট করে সন্ত্রাসীরা ভাংচুর করে। চর পার্বতীর মাধব সরকারের বাড়ির ডাঃ স্বপনের ঘরে ঢুকে লুট করে। ললিত মাষ্টারের বাড়ির সুবোধ, বাদলসহ ৫ জনকে গুরুতর জখম করে। এলাকার মেম্বার ননী মজুমদার ও দিলিপ মজুমদারকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারা ভয়ে অজ্ঞাত স্থানে রয়েছে। সন্ত্রাসীরা নারায়ণ, কল্যান, কৃষ্ণকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। মুছাপুরে বিপিন পণ্ডিতের বাড়িতে কালী মন্দির ও নাটমন্দির ভাংচুর করে মারধর করে। মুছাপুরের সুর বাড়িতে লুটপাট ও ভাংচুর করে, ভূতের বাড়ির পোপনকে মারধর করে। ডাঃ গোরাচাঁদের বাড়ির লোকজনকে মারধর করে। বিশ্বজিত, রাজ বিহারীকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। প্রত্যেক হিন্দু বাড়িতে গিয়ে ৫/১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। সদরে দাদপুরে নূপুর করের বাড়িতে ঢুকে দখল করে। এভাবে জোট সমর্থকরা বৃহত্তর নোয়াখালীর ১৩টি নির্বাচনী আসনে হিন্দু বাড়িতে ঢুকে নৌকায় ভোট দিয়েছে বলে দায়ী করে চাঁদা দাবি, লুট, মারধর, নির্যাতন চালাচ্ছে। পথে-ঘাটে, বাড়িতে ঢুকে নির্মমভাবে প্রহার করছে। সেনবাগের নবীপুর, নলশুরসহ সর্বত্র হিন্দু বাড়িতে ঢুকে হুমকি দিচ্ছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ নোয়াখালী জেলা শাখার সভাপতি এডভোকেট চিত্তবাবু, সাধারণ সম্পাদক স্নেহাংশু ভূষণ পাল (পরান বাবু) অবিলম্বে প্রশাসনের দৃষ্টি কামনা করে আইনগত ব্যবস্থার আবেদন করেন।

আজকের কাগজ, ১১ অক্টোবর ২০০১

(১৭২)

হিংস্র শ্বাপদের জনপদ রামপালের প্রসাদনগর নলবুনিয়া গ্রাম এখন বিরাণভুমি ॥ সন্ত্রাসীরা সর্বত্র চালাচ্ছে লুট ধর্ষণ নির্যাতন

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি, বাগেরহাট থেকে ঃ রামপালের প্রসাদনগর গ্রামের সংখ্যালঘু বাড়িগুলো এখন বিরানভুমি। বিএনপির সন্ত্রাসী গ্রুপের তাণ্ডবে এ গ্রামের সংখ্যালঘু পুরুষ-মহিলারা এখন বাড়িছাড়া। ঘরে ঘরে তালা ঝুলছে। একই অবস্থা এই গ্রামের নলবুনিয়া গ্রামের। এই গ্রামের সংখ্যালঘু বাড়িগুলো ভিটে-মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা।

বাগেরহাট জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিকাংশ সংখ্যালঘু গ্রামের একই চিত্র। পুরুষরা গ্রামছাড়া মহিলারা দিনের বেলা বাড়িতে এসে আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে কাজকর্ম সেরে আবার সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়।এ জেলার কোন গ্রামেই উঠতি বয়সের হিন্দু মেয়ে-বধূরা বাড়িতে নেই। বিভিন্ন গ্রামে ধর্ষণের ঘটনার পর তাদের শহরে কিংবা অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এ জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, বাগেরহাট জেলার সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে ধর্ষণ, মারপিট, ঘর লুটপাট, চিংড়ি ঘের লুট, গরু-ছাগল ছিনতাইয়ের মত নানা ঘটনা ঘটছে। কোন কোন গ্রামে বিএনপি-জামায়াতের সশস্ত্র ক্যাডাররা লুকোচুরি না করে

সদর্পে এসে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে তালেবানী গেরিলা স্টাইলে হামলা চালাচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা সব এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় সংখ্যালঘুরা আরও অসহায় হয়ে পড়েছে। প্রতিদিনই কোন না কোন গ্রামে হামলা, মারপিট, চাঁদাবাজি, চিংড়িঘের লুটের ঘটনা ঘটছে। এত সব অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও হিন্দুরা কেউ মুখ খুলছে না। কেমন আছেন জানতে চাইলে শুধু ভীত চোখে তাকিয়ে থাকে। আর এসব ঘটনার সিকি ভাগ অভিযোগও পুলিশের কাছে আসছে না। বিভিন্ন এলাকায় আলাপকালে একজনও হিন্দু লোক পাওয়া যায়নি, যারা তাদের ওপর ঘটনার কথা পুলিশকে জানিয়েছে। অবশ্য অভিযোগ পাওয়ার পর কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ তৎপর হচ্ছে। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে কাদাপানির মধ্যে পুলিশের পক্ষে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।

রামপাল থানার পুলিশ কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, কিছু কিছু এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। তবে আমাদের কাছে অভিযোগ আসছে না। অভিযোগ এলে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। খুলনা মহানগরীর পাশ দিয়ে বয়ে চলা রূপসা নদীটি পেরুলে পূর্ব রূপসা বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে ৩০ কিলোমিটার দুরে গৌরম্ভা বাজার। একমুখো সড়ক পথ ধরে বাজারে পৌঁছানো গেলেও গৌরম্ভা ইউনিয়নের প্রসাদ নগরে যাওয়া যায় না। হেটে, ট্রলারে (ইঞ্জিনচালিত নৌকা) চেপে ঘন্টা খানেক যাওয়ার পর প্রসাদনগরের দেখা মেলে। প্রত্যন্ত এলাকা ও ভাল সুবিধা না থাকায় চারদলীয় জোটের উন্মত্ত কর্মীরা খাবলে ধরেছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই গ্রামটি। নির্বাচনের আগে থেকেই এখানে হুমকি-ধামকি চলছিল। একটাই কথা ভোট চাই। দাঁড়ি পাল্লাকে জেতাতে হবে। হিন্দু মানেই যেহেতু নৌকার ভোট, ফলে কেন্দ্রে যাওয়া চলবে না। গেলেও দাঁড়িপাল্লাকে দিতে হবে। ভোটার সংখ্যা হিসাব করে অঙ্ক কষে বের করা যাবে হিন্দুরা কাকে ভোট দিয়েছে। আতঙ্কিত এই জনপদে নির্বাচনের দিন রাত থেকেই শুরু হয়ে গেছে তাণ্ডব। হামলা, মারধর, লুটপাট, নারীদের লাঞ্ছনা হেন কিছু নেই যে ঘটেনি। বর্বরতা পীড়ন চালিয়ে আবারও হুমকি দিয়ে গেছে 'টাকা জোগাড় করে রাখবি অমুক দিন আসব। টাকা না দিলে বাঁচতে পারবি না। তোর মাইয়েডা তো দেখতি ভাল' ইত্যাদি ইত্যাদি। ভয়ে আতঙ্কে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে গেছে। বেশ কয়েকটি বাড়িতে এখনও তালা ঝুলছে। তারা কোথায় গেছে কেউ জানে না। গ্রামটিতে যারা আছে তারাও ভয়ে মুখ খুলতে চায় না। ভিটামাটি আগলে যে বয়স্করা আছেন তাঁদের উদাস, আবেগহীন উত্তর ভাল আছি। কোন ভাবে আস্থায় এলে হামলা, মারধর, লুটপাটের বীভৎস বর্ণনা দিয়ে চোখের পানি ফেলে। কারও নাম বলতে চায় না। প্রায়জনকে চিনেছেও। আবার অনেকে এসেছে তালেবানী স্টাইলে মুখ কাপড়ে বেঁধে। তাণ্ডব চালানো দলটির মধ্যে খুনী আসামী, সাজাপ্রাপ্ত আসামী, দাগী সন্ত্রাসীরা থাকলেও প্রশাসন নির্বিকার। ইতোমধ্যে চারদলীয় জোট সরকারের আনুগত্য পোষণকারী পুলিশ বাহিনী পীড়নকারীদের চারদলের বিশিষ্ট কর্মী হিসাবে আখ্যা দিয়ে বেশ খাতির করছে। দলীয় আশ্রয়পুষ্ট এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মীর মোহাম্মদ, সালাম লস্কর, আসলাম, লিয়াকত, আছাদ, টিটুদের নেতৃত্বে শতাধিক উন্মত্ত সন্ত্রাসী গৌরম্ভার আওয়ামী লীগ নেতা নূর মোহাম্মদ মল্লিককে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। স্ত্রী, ভাই, শিশুপুত্রের চোখের সামনে সন্ত্রাসীরা উল্লাসের সঙ্গে পিটিয়েছে। কেউ কাছে এলেই তাকে পিটানো হয়েছে। মার খেয়ে অর্ধচেতন মোহাম্মদ পানি খেতে চাইলে তার মুখে পাষণ্ডরা প্রশ্রাব করে দেয়। দিনের বেলায় ঘন্টা দুয়েক ধরে সন্ত্রাসীদের এই নির্মমতার সময় অদূরের পুলিশ ফাঁড়িতে জানানো হলেও কেউ আসেনি। উপরন্তু যে খবর দিতে গিয়েছিল, তার নামে মামলা আছে বলে তাকে সেখানে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। এসব হত্যাকারীর নামে মামলা হয়েছে। মোহাম্মদের বাড়িতে পুলিশ বসানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও সন্ত্রাসীরা থেমে নেই। সন্ধ্যার পর তালেবানী মুখোশ পরে

ওরা হুমকি দিচ্ছে মামলা প্রত্যাহার করার। বাদী নিহতের বড় ছেলে সোহাগ মল্লিক ও সাক্ষী ভাই সেলিম ও মিজান মল্লিককে খুন করা হবে বলে শাসানো হয়েছে। একই অবস্থা হুড়কা, রাজনগর, উজলকুর, পেড়িখালি, রাইনতলা, বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়নের। এখানকার হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলো সন্ত্রস্ত। বেশিরভাগ পরিবারের যুবা-পুরুষ-নারীরা বাড়িতে নেই। পালিয়ে বেড়াচ্ছে অধিকাংশই।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৭৩)
নোয়াখালিতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ঃ নির্যাতন চাঁদাবাজি চলছেই

স্টাফ রিপোর্টার, নোয়াখালী ঃ নোয়াখালী শহরসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না সন্ত্রাসীরা, সংখ্যালঘুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গলা ফুলিয়ে তারা চাঁদাও দাবি করছে। এই চাঁদার অঙ্কও কম নয়, কমপক্ষে ৫০হাজার টাকা। শহরের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা হিসাবে দাবি করা হয়েছে ৩টি মোটর সাইকেল। এজাজবালিয়া ইউনিয়নের জমিদারহাট সংলগ্ন নন্দ কুরীর বাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট করে তার বাজারের দোকানে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। যুবলীগ নেতা আশীষ কুমার দাসের বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। তার বৃদ্ধ বাবা-মাকেও করা হয়েছে চরম অপমান। চর আমানউল্যা ইউনিয়নের বরেন্দ্র মজুমদারের বাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট করে তার দুধেল গাভীটি নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। আবদুল মালেক উকিল কলেজের অধ্যক্ষের বাড়িতে ঢুকে তার ওপর হামলা চালাতে উদ্যত হলে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। সন্ত্রাসীরা চরক্লার্ক ইউনিয়নের আক্তার মিয়ার হাটের ডাক্তার বোরহান ও ধনুমেকার দোকানে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। চর আলাউদ্দিন বাজারের আলাউদ্দিন সওদাগর ও মনির সওদাগরের দোকানে তালা ঝুলিয়ে ৫০হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে।

জয়পুরহাট ঃ জয়পুরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলার দোগাছী ইউনিয়নের পাতুরিয়া গ্রামের একটি প্রাচীন মন্দিরের মুর্তি কে বা কারা ভেঙ্গে ফেলেছে। এই ঘটনায় ঐ এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সদর থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৭৪)
গোপালগঞ্জ জেলার পুরোটাই যেন আশ্রয়কেন্দ্র ॥ ১৫হাজার আশ্রয় নিয়েছে, আরও আসছে সন্ত্রাসের মুখে ঘরছাড়া সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক কাটেনি

মোজাম্মেল হোসেন মুন্না,গোপালগঞ্জ থেকে ঃ গোপালগঞ্জ জেলার পুরোটাই যেন একটা আশ্রয়কেন্দ্র। এ জেলার পার্শ্ববর্তী ৫ জেলার ১১টি উপজেলার কমপক্ষে ১৫ হাজার সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ নিজ বাড়িঘর ত্যাগ করে গোপালগঞ্জ জেলাকে অধিকতর নিরাপদ মনে করে জেলার বিভিন্ন এলাকায় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

নির্বাচনোত্তর সহিংসতা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, মারধর, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, চাঁদা দাবি, জীবননাশের ভয়ভীতিসহ নানা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে এসব লোক নিজ বাড়িঘর ত্যাগ করে গোপালগঞ্জে চলে আসেন। ফেলে আসেন নিজ সহায়সম্পত্তি।

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া, গৌরনদী, উজিরপুর, পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার ১০/১৫টি গ্রামের হাজার হাজার সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ, কোটালীপাড়া উপজেলার রামশীল, শুয়াগ্রাম, বান্ধাবাড়ি, সাদুল্লাপুর, ফলাবাড়ি প্রভৃতি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে, বাগেরহাট উপজেলার মোল্লারহাট, চিতলমারি, কচুয়া, মোরেলগঞ্জ ও বাগেরহাট সদরের নির্যাতিত লোকজন, টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ডুমুরিয়া, গোপালপুর, পাটগাতি, বর্ণি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বোড়াশী, গোবরা, রঘুনাথপুর, বৌলতলি, সাহাপুর, সাতপাড় উরফি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। এ ছাড়া নড়াইল জেলা থেকে নির্যাতিত নারী-পুরুষ কাশীয়ানি উপজেলার পিংগলিয়া ও পোনাগ্রামসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে এবং ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার নির্যাতিত নারী পুরুষ মুকসুদপুর উপজেলার ভটিকামারি, বাহারা, গোলাবাড়ীয়া, বনগ্রাম, নৈহাটা, মহারাজপুর, কৃষ্ণদিয়া, পসারগাতি প্রভৃতি গ্রামে হাজার হাজার লোক আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বর্তমানে আশ্রিত রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এসব তথ্য প্রদান করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন, ৪-দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা নির্বাচনের প্রাক্কালে সংখ্যালঘুদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি প্রদান ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর সহায়তায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয় এবং এর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার নীলনক্সার মাধ্যমে চারদলীয় জোটকে বিজয়ী করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের শেষ পর্বে পুর্বনির্ধারিত ফলাফল ঘোষনা করতে থাকলে চারদলীয় জোটের বিজয় হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সারা দেশে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে। শুরু করে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী, সমর্থক, ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্মম হত্যা, নিপীড়ন, নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, লুটপাট, ঘরবাড়ি ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো জঘন্য সব তৎপরতা। তাদের ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতার মধ্যে টিকতে না পেরে সংখ্যালঘুরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে গোপালগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, এখনও প্রতিদিন এসব নির্যাতিত নারী পুরুষ আশ্রয় নিতে এ জেলায় আসছেন।

এদিকে সংখ্যালঘুরা দীর্ঘদিন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে নিজেরাও হাঁপিয়ে উঠেছেন। বাড়িঘর ছেড়ে গবাদিপশু ও অন্য মালামাল ফেলে আসায় সারাক্ষণ এসব লোকজন রয়েছেন দুশ্চিন্তায়।

কখনও এলাকায় ফিরে যেতে পারলেও ফেলে আসা ঘরবাড়ি, মালামাল ফিরে পাবেন কিনা তা নিয়ে নতুন সংশয় দেখা দিয়েছে। বাড়িতে ফিরে যেতে পারলেও ফিরে গিয়ে তাদের এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। এতোদিনের গোছানো ঘরবাড়ি আবার নতুন করে সাজাতে হবে। যদিও এখনও তাদের মন থেকে ভয়ভীতি কাটেনি।

অন্যদিকে জেলা তথ্য অফিসার এস এম মনছুর আহম্মেদ জানান, রামশীলে আশ্রয়গ্রহণকারীদের অভয় দিয়ে গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে তাঁদের আজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় নিরাপদে পয়সারহাট পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং সেখান থেকে বরিশালের জেলা প্রশাসক তাদের নিরাপদে যাঁর যাঁর বাড়ি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এ সময় উভয় জেলার উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। কিন্তু আগৈলঝাড়ার বসুণ্ডা গ্রামের সুশান্ত হালদার (৩০), কোদালধোয়া গ্রামের যোসেফ হালদার (২২), গৌরনদীর ধড়িয়াল গ্রামের তপন ঢালি (৩৫), জয়শীলকাঠী গ্রামের নগেন মজুমদার

(৩৫) জানান, তাঁরা পুলিশের সাথে বাড়ি ফিরে যাবে না। কেননা বাড়ি ফিরে যাবার পরিস্থিতি এখনও সৃষ্টি হয়নি। তাঁরা এ মুহূর্তে দেশ ত্যাগের চিন্তাভাবনা করছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৭৫)
গৌরনদীতে এক শিক্ষককে মারধর

গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার বার্থী তারাপীঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গোবিন্দ শীল (৩০) কে কুপিয়ে আহত করেছে বিএনপি ক্যাডাররা। তিনি এখন কালকিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর, ২০০১

(১৭৬)
কাঠালিয়া পূজামণ্ডপ এলাকা ভাঙচুর

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠীর কাঠালিয়া উপজেলার আওরাবুনিয়া ইউনিয়নের ছ'আনি গ্রামের সর্বজনীন দুর্গামণ্ডপের প্রতিমা এলাকার কতিপয় বিএনপি কর্মীরা ভেঙ্গে ফেলেছে। ঘটনাটি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে। গত ৫ অক্টোবর মাঝরাতে এই ঘটনা ঘটে। মণ্ডপের পার্শ্ববর্তী বাড়ির লোকজন প্রতিমা ভাঙচুর কালে ভয়ে বাড়ি থেকে বের হয়নি।

ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর, ২০০১

(১৭৭)
চাঁদপুরে চাঁদা দিয়ে নিজ বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা

চাঁদপুর প্রতিনিধি জানান, জেলার কচুয়া থানার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখন এক প্রকার চাঁদা দিয়েই নিজ বাড়ি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করেছে। স্থানীয় বিএনপির গাঁজাখোর নামে পরিচিত কালু মিয়া ও আবুল বাশার মেম্বারের নেতৃত্বে এসব চাঁদাবাজ চাঁদাবাজি করছে। জানা গেছে গত মঙ্গলবার সকালে কচুয়ার সাহারা গ্রামের সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে বিএনপি সমর্থক আবুল বাশার মেম্বার এই মর্মে মুচলেকা নেয়, গ্রামে থাকতে হলে প্রতি সপ্তাহে ১০ হাজার টাকা করে দিতে হবে না হয় তাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। মঙ্গলবার এমন পরিস্থিতিতে দরিদ্র সংখ্যালঘুরা অতি কষ্টে ৭ হাজার টাকা ঐ মেম্বারের হাতে তুলে দেয়। অন্যদিকে গাঁজাখোর নামে পরিচিত কালুমিয়ার নেতৃত্বে একদল চাঁদাবাজ কচুয়া বাজারের ব্যবসায়ীদের রীতিমত চাঁদা দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলতে নির্দেশ দেয়।

ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর, ২০০১

(১৭৮)
কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, নির্বাচনের পর তেঘুরিয়া ইউনিয়নের রাজেন্দ্রপুর এলাকায় মেম্বার সাত্তারের নেতৃত্বে হুদা, ঝালা, বাবইল্যা, নাসু, আলতু, সেলিম ও মিন্টু এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। এদের অধিকাংশই বিভিন্ন ডাকাতি মামলার আসামি। নির্বাচনে বিজয় উল্লাসের নামে সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা তরুণীদের গায়ে রং ছিটিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এলাকাবাসী এ প্রতিবেদককে জানান, বাঘৈরের এক ব্রাহ্মণের মেয়েকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে সারারাত নৌকায় নাচিয়েছে। যার ফলে এলাকার সংখ্যালঘুরা

(বিশেষ করে তরুণী ও গৃহবধূরা) রাজেন্দ্রপুর এলাকা ছেড়ে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে।

যুবদল নামধারী এই সন্ত্রাসীরা রাজেন্দ্রপুর বাজারে এক ভিডিওর দোকানের মালিককে মারধর করে তার দোকানে তালা মেরে দিয়েছে। অন্যদিকে কালিন্দী ইউনিয়নের বাগনায়ও সংখ্যালঘুদের ওপর খুব চাপ আসছে নৌকায় ভোট দিয়েছে বিধায়। তাছাড়া নগর, সাকতী, কলাতিয়া, রুহিতপুর ও হযরতপুর ইউনিয়নেও সন্ত্রাসীদের হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে সংখ্যালঘুরা।

ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৭৯)
পিরোজপুরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো চরম আতঙ্কে
অনেকেই দেশ ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, কোণঠাসা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাও গা ঢাকা দিয়েছে

ওবাইদুল কবীর বাদল, পিরোজপুর থেকে ঃ পার্শ্ববর্তী জেলা বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলার বনগ্রাম, রাজবাড়ি এবং হোগলাপাশা ইউনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু পরিবার বিএনপি-জামাত ক্যাডারদের অত্যাচারে পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় আশ্রয় নিয়েছে। ফলে এসব এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া স্থানীয় সংখ্যালঘুদের ওপরও কমবেশি অত্যাচার হওয়ায় তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অনেক পরিবার স্থায়ীভাবে দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অত্যাচার অপমানের ভয়ে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মীও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন বলে জানা যায়।

পিরোজপুর শহর লাগোয়া নদীর পশ্চিমপাড়ের ইউনিয়নগুলোতে সংখ্যালঘু এবং নৌকা সমর্থকদের মারধর, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, আ.লীগ অফিস ভাংচুর, তরুণী-যুবতীদের সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করা হয়েছে। ভয়ে দিশেহারা বহু হিন্দু পরিবার তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে পিরোজপুর সদর ও নাজিরপুর উপজেলায় বিভিন্ন স্থানে স্বধর্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এ কারণে জেলার সর্বত্র সংখ্যালঘুদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর নির্বাচনের পর দিন ২ অক্টোবর থেকে হামলা, বাড়িঘর ভাংচুর, দলীয় অফিস তছনছ, দোকান লুটপাঠ, চাঁদাবাজি হয়েছে বলে জানা যায়। সদর উপজেলার দুর্গাপুর, টোনা, কদমতলায় সংখ্যালঘুদের হয়রানি করা হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের অফিস ভাংচুর করা হয়েছে। ইন্দুরকানী থানার বাঘেরহাটে কুকুরের গলায় বঙ্গবন্ধুর ছবি টানানোর মতো জঘন্য কাজ করা হয়েছে। নাজিরপুর উপজেলার কচিয়া, মালিখালী, দেউলবাড়ি-দোবরা, দীর্ঘা, শ্রীরামকাঠী এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, লুটপাট, ভাংচুর, হত্যার হুমকিসহ যুবতী-কিশোরীদের সম্ভ্রমহানির ভীতি প্রর্দশন করা হয়েছে।

মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ছিনতাই করা হয়েছে হিন্দু রমণীর গলার চেইন। উক্ত এলাকার জনৈক বৃদ্ধ হিন্দু ভদ্রলোককে উলঙ্গ করে গোপন অঙ্গে রং লাগানো হয়েছে। জলা বাড়ির মৃত দ্বারকানাথের বাড়িতে হামলা করে লুটপাট করা হয়েছে।

বরিশাল-৭ আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ শহীদুল হক জামাল বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকায় কোন সহিংস ঘটনা ঘটেনি। দুএকটি যা ঘটেছে তা ব্যক্তিগত ও পূর্ব শত্রুতা। এর সঙ্গে নির্বাচনের কোন সম্পর্ক নেই। এছাড়া অধিকাংশ ঘটনাই রটনা এবং অতিরঞ্জিত। আমার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে একদল অসৎ লোক এ ধরনের গল্প রটাচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৮০)
কোটালীপাড়ায় আশ্রিতদের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বরিশালে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে

প্রসূন মণ্ডল, গোপালগঞ্জ থেকে ঃ কোটালীপাড়ার রামশীল ইউনিয়নসহ বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় গ্রহণকারী হাজার হাজার নির্যাতিত সংখ্যালঘু নারী-পুরুষকে আজ শুক্রবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানান্তর করা হচ্ছে।

গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক আশ্রিত এসব লোকদেরকে নিরাপদে বরিশাল জেলাপ্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করবেন। এ সময় দুই জেলার পুলিশসুপারগণ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। বাড়ি ফেরা কর্মসূচিকে সফল করতে ইতিমধ্যে জেলাপ্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন ঐসব নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষদেরকে অভয়দান অব্যাহত রেখেছেন এবং বোঝাতে চেষ্টা করছেন তারা তাদের বাড়িতে ফিরে গেলে প্রশাসন তাদের সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে যদিও ঘরছাড়া এসব নারী-পুরুষের শঙ্কা এখনও কাটেনি। তাদের ধারণা, এখনো বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। তারা বাড়ি ফিরে গেলে নতুন করে হামলার শিকার হতে পারে বলে তাদের ধারনা। এ ব্যাপারে অনেকের সঙ্গে আলাপ করলে তারা জানায়, তারা নিজ বাড়িতে ফেরার পরিবর্তে দেশ ত্যাগের চিন্তাভাবনা করছেন।

এদিকে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আ. লীগ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, চারদলীয় জোটের সন্ত্রাসীদের আক্রমণে টিকতে না পেরে গোপালগঞ্জ জেলার পার্শ্ববর্তী ৫টি জেলার অন্ততপক্ষে **১৫** হাজার আ. লীগ নেতা কর্মী ও সমর্থক এবং সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণ ভয়ে গোপালগঞ্জে এসে আশ্রয় নিয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, বরিশালের গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, পিরোজপুর, নাজিরপুর, বাগেরহাটের মোল্লাহাট, চিতলমারী, কচুয়া মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট সদর, ফরিদপুরের নগরকান্দা এবং নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলা থেকে আগত নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হাজার হাজার নারী-পুরুষ গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া, রামশীল, শুয়াগ্রাম, বান্দাবাড়ি, কান্দি, সাদুল্লাপুর, কলাবাড়ি, টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ডুমুরিয়া, গোপালপুর, পাটগাতী, বর্ণি কুশলী প্রভৃতি ইউনিয়নে এবং গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর উপজেলার বিভিন্ন হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আরও অভিযোগ করেন, আক্রান্ত ঐসব এলাকায় গত কয়েকদিনে প্রকাশ্যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটায় কিশোরী ও অবিবাহিত-বিবাহিত মেয়ে ও মহিলারা ব্যাপক হারে এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে গোপালগঞ্জ জেলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৮১)
শহীদ মিনারে সচেতন নাগরিক সমাজের সমাবেশ
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা তদন্তে বিচারবিভাগীয় কমিটি গঠনের দাবি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ সচেতন নাগরিক সমাজের ব্যানারে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনের আগে ও পরে সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন-হামলা হয়েছে তা নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি শক্তিশালি তদন্ত

কমিশন গঠনের জন্য নতুন সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে বক্তারা এ কমিশনের রিপোর্ট সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে বলেও দাবি জনিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক প্রতিবাদ সমাবেশে এ দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এ নির্যাতন চালানো হয়েছে। বক্তারা বলেন, নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্বিচারে যে নারকীয় অত্যাচার চালানো হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে দেশে কোন সরকার ছিল না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকেও ছিল নির্বিকার।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা সংখ্যালঘু জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে যেন তার পূর্ণ অধিকার নিয়ে সসম্মানে বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে নতুন সরকারের প্রতি দাবি জানান। এ লক্ষ্যে দ্রুত তদন্ত কমিশন গঠন করে সেই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে এসব বর্বরোচিত হামলার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সমাবেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা জোর দাবি জানান।

শিক্ষাবিদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রতিবাদ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক খান সারোয়ার মুর্শিদ, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সহসভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, সাধারন সম্পাদক হায়াত মামুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেজবাহ কামাল ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি চৌধুরী খোরশেদ আলম।

প্রতিবাদ সমাবেশে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সরদার ফজলুল করিম, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ড. মোশাররফ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার শহীদুল্লাহ, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি অজয় রায়, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি হেনা দাস, নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর, নারীনেত্রী রওশন জাহান সাথী প্রমুখ।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর জঘন্য হামলার মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে বাংলাদেশকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। যে লক্ষ্যে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম-তা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে ও পরে সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ধারাবাহিক হামলা হয়েছে। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল নির্বিকার। মনে হচ্ছিল এ দেশে কোন সরকার নেই। তিনি এ নির্যাতনের জবাব দেবার জন্য সচেতন দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক খান সারোয়ার মুর্শিদ বলেন, প্রতিবারই নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এ থেকেই প্রমাণিত হয় আমরা একটি সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছি। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব শুধু নির্বাচন সম্পন্ন করা নয়, নির্বাচন-উত্তর হামলা-নির্যাতন কঠোর হস্তে দমন করাও তাদের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

পংকজ ভট্টাচার্য বলেন, সংখ্যালঘুরা নির্বিচারে মধ্যযুগীয় বর্বর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তারা নিজের বসতবাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে। অনেকেই আবার দেশ ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জীবননাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অবুঝ শিশুকে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনাও ঘটছে। তিনি হামলা-নির্যাতনের শিকার ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দেওয়ার জন্য নতুন সরকারের প্রতি দাবি জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশের পর বিশিষ্ট নাগরিকদের অংশগ্রহনে একটি মৌন মিছিল দোয়েল চত্বর, পল্টন হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে এসে শেষ হয়।

ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৮২)
কোটালীপাড়ায় আশ্রয় গ্রহণ, অগ্নিসংযোগ লুটপাট ধর্ষণের অভিযোগ দু'টি জেলার ১৫ হাজার সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ ঘরছাড়া

মোজাম্মেল হোসেন মুন্না, কোটালীপাড়া থেকে ঃ নির্বাচনোত্তর সহিংসতা এবং নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়ে বরিশাল ও বাগেরহাট জেলার গৌরনদী, উজিরপুর, আগৈলঝাড়া, মোল্লাহাট, চিতলমারী প্রভৃতি উপজেলার কমপক্ষে ১৫ হাজার সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে কোটালীপাড়া উপজেলার রামশীল ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম ও অন্যান্য স্থানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। রামশীল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রামশীল বাজার ও আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে আশ্রিত এসব লোক এখন অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে জীবনযাপন করছে।

মঙ্গলবার সরজমিন গিয়ে সহিংসতা ও নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার নারী-পুরুষের সাথে আলাপ করে জানা গেছে এসব নির্যাতনের কথা। নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা যেন '৭১-কেও হার মানিয়েছে । যে সব পরিবার '৭১-এও বাড়িঘর ছাড়েনি তারাও বাধ্য হয়েছে পরিবার-পরিজন নিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে দিতে। নির্যাতিতদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার অপরাধে গৌরনদী উপজেলার চাঁদশী, বাহাদুরপুর, বার্থী, পিংগলাকাঠি, আশোকাঠি, টরকী বন্দর, নরচিড়া, শরিকল, আগৈলঝাড়া উপজেলার রাংতা, বাকল, রাজিহার, চিংগেটিয়া, রামসিদ্ধি, ধানডোবা, জয়রামপট্টি, উজিরপুর উপজেলার গুড়িয়া, উত্তর মাদারকাঠিসহ সর্বত্র নির্বাচনের পর পরই নারীধর্ষণ, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, চক্ষু উৎপাটন, লুটপাট ও মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায়সহ লোমহর্ষক ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। থানাকে এসব ব্যাপারে জানানো হলেও প্রশাসন তাদের জানমালের নিরাপত্তার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ করা হয়।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোটালীপাড়া থানা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব আশ্রয়গ্রহণকারী তাদের ওপর হামলা, নির্যাতন, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ভাংচুরের ঘটনার বর্ণনা দেয়। এ সময়ে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ আলী খান আবু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাবুব আলী খানসহ জেলার অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলার কৃষক লীগ সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল হাসান, কোটালীপাড়া থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি হেমন্ত অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান, ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা বিমল বিশ্বাস, থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অহিদুল হাজরা, আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুজ্জামান মিলন, কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার, পৌর চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিন বীরবিক্রম প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় যে, গৌরনদী উপজেলার উত্তর চাঁদনী গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবারের মা-মেয়েসহ তিনজনকে জনসম্মুখে ধর্ষণ শেষে ঐ পরিবারের মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। বাটাজোর ইউনিয়নের বাছার গ্রামের একটি পরিবারের তিনটি মেয়েকেও মা-বাবার সামনে ধর্ষণ করা হয়। সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত আগৈলঝাড়ার বাগদা গ্রামের পুলিন (৪৮) কোটালীপাড়ার রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। জয়রামপট্টি গ্রামের স্বপন রায় (৩৫) নির্বাচনের পরের দিনই কোটালীপাড়ায় পালিয়ে এসেছেন। বাগদা গ্রামের রমেশ মাষ্টারকে দিগম্বর করে মারধর করা হয়েছে। গৌরনদী থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জানান, তিনি তাঁর সাথে করে ৭০ জন নেতাকর্মীকে রামশীল নিয়ে এসেছেন নিরাপত্তার কারণে। তিনি বলেন, নির্বাচনের পরের দিন রাত থেকেই গুলি-বোমা শুরু হয়।

সন্ত্রাসীরা দোকানপাট-বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। রাতের বেলা বেশ কয়েকজন যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়। তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, গ্রামে যুবতী মেয়েদের সন্ধ্যায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং সারা রাত পাশবিক নির্যাতন করে সকালে ছেড়ে দিচ্ছে। এখনও অনেকে বাগানে পালিয়ে আছে। রাতের আঁধারে শত শত লোক প্রতিদিন এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধা সুকুমার বালা (৬৫) বলেন, '৭১-এ ভারতে যাইনি। বাড়িঘর ছাড়তে হয়নি পরিবারের লোকজনকে। অথচ আজকে তাঁকে ভিটামাটি ছেড়ে আসতে হয়েছে। বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন বাহাদুরপুর হাই স্কুলের শিক্ষক প্রভাত চন্দ্র হালদার(৫৫)। বাহাদুরপুর নিশিকান্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। সুনীল ডাক্তারের বাড়ির ঐ এলাকার সবচেয়ে বড় দুর্গাপূজা মণ্ডপ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এবারের দুর্গাপূজা তাদের পালন করা হবে না। বাড়িঘর ছেড়ে আসা অধিকাংশ লোকজনই বলেছেন, মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে ও তাদের জীবন বাঁচাতে তাঁরা এলাকা ছেড়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি কর্তৃক গৃহীত সন্ত্রাসী এ কর্মকাণ্ড '৭১-এর বর্বরোচিত ঘটনাকেও হার মানিয়েছে বলে তারা সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন। অবিলম্বে এ লোকজনের জন্য লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করা না হলে তাঁরা খাদ্যাভাবের শিকার হয়ে পড়বেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৮৩)
রাজশাহীতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত

রাজশাহী, ৯অক্টোবর, সংবাদদাতা ঃ নির্বাচনের পর থেকে বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সদস্যদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা অব্যাহত রয়েছে। বিএনপি ও তার জোটের মিত্র নামধারী সংগঠনের সন্ত্রাসীদের হামলায় সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘুদের অনেকেই জীবন বাঁচাতে দেশ ছাড়ার চিন্ত াভাবনা করছে বলে খবর পাওয়া গেছে। হামলা, হুমকি এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুরা থানা, পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে প্রতিকার চেয়েও পাচ্ছে না বলে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন। জানা গেছে রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, নাটোর, নওগাঁ, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন জেলার নির্বাচন পরবর্তী হামলার ঘটনায় এ পর্যন্ত আহত হয়েছে শতাধিক সংখ্যালঘু সদস্য। ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কয়েক শ' পরিবার। এসব পরিবারের বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট চালানো হচ্ছে। সংখ্যালঘু পরিবারের মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টারও অভিযোগ উঠেছে। হামলা ও নির্যাতনের শিকার পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার কয়েকটি পরিবার সোমবার রাজশাহীতে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে। এদিকে রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কালিপদ কর্মকার, নীরেন, জগদীশ ও তাপসদের পরিবারের ওপর হামলা ও লুটপাটের খবর পাওয়া গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৮৪)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করুন খুলনায় ১৩ বিশিষ্ট নাগরিকের বিবৃতি

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ জাতীয় নির্বাচনোত্তরকালে সৃষ্ট হামলা বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানিয়ে খুলনার ১৩ বিশিষ্ট নাগরিক বিবৃতি দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক কর্মী, উন্নয়ন কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, শিক্ষাবিদগণ এই বিবৃতিতে সৃষ্ট সন্ত্রাস দমনে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সীমাহীন ব্যর্থতার সমালোচনা করেছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস, অ্যাডভোকেট মুহম্মদ আব্দুল হালিম, শেখ কামরুজ্জামান টুকু, অধ্যক্ষ ওয়াহিদুর রহমান, হায়দার গাজী, সালাহ উদ্দিন রুনু, মির্জা তসলিম হোসেন, শেখ আবু হাসান বকুল, শেখ আশরাফউজ্জামান, আশরাফ উল আলম টুটু, ডা. বাহারুল আলম, এস এম দাউদ আলী ও সৈয়দ মনোয়ার আলী। বিবৃতিতে বলা হয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় করতে জাতীয় নির্বাচন অপরিহার্য। আর এ ক্ষেত্রে এক পক্ষ বিজয়ী ও অন্য পক্ষ পরাজিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নির্বাচনে জয়-পরাজয়কে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সুপরিকল্পিতভাবে মুক্তিযোদ্ধা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী সম্প্রদায় ও নির্বাচনে পরাজিত পক্ষের ওপর যে নির্মম, নৃশংস আক্রমণ ও সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিবিরোধী। বিবৃতিতে অবিলম্বে হামলা বন্ধ ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষকে এই বর্বর আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহবান জানানো হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৮৫)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে ফরিদপুর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ

ফরিদপুর, ৯ অক্টোবর, সংবাদদাতা ঃ ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ ফরিদপুর জেলা শাখার নেতারা। এক বিবৃতিতে পরিষদের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অলোক সেনসহ অন্যান্য নেতারা যেখানে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে সেখানে প্রশাসনের দৃঢ় হস্তক্ষেপ অসাম্প্রদায়িক ও গণতন্ত্রমনা জনসাধারণের সহানুভূতি, সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। বিবৃতিতে একই সঙ্গে অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৮৬)
বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গর্বিত ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চাইছে কোন অশুভ শক্তি

সুনীল ব্যানার্জী ঃ কথায় নয় কাজে পরিচয় দিন। হিন্দুসহ দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত বর্বরোচিত অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করুন। নিজের মায়ের মতো প্রিয় জন্মভূমি থেকে বের করে দেয়ার পাঁয়তারা থেকে বিরত থাকুন। নির্বাচনে বিশেষ একটি দলকে সমর্থন করার সন্দেহে ইতোমধ্যেই অধিকাংশ জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়েছে। অথচ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আবহমান বাংলাদেশের গর্বিত ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য ভেঙ্গে হাজার হাজার হিন্দুসহ সংখ্যালঘুদের গৃহচ্যুত করা হয়েছে। সহায়-সম্পত্তি লুট করা হয়েছে। অসংখ্য তরুণীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। হিন্দুদের মন্দিরও ভাংচুর করা হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী গত দুই সপ্তাহে দেশের ৩৫টি জেলার প্রায় তিন ডজন লোক হত্যার শিকার হয়েছে। এদের অধিকাংশই সাম্প্রদায়িকতার শিকার। অনেক স্থানে সংখ্যাগুরু মুসলমানও সংখ্যালঘুদের ঠেকাতে এই বলির শিকার হয়েছেন। বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, পিরোজপুর, যশোর, ফরিদপুর, মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ থেকে শুরু করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাসহ দেশের অধিকাংশ জেলা এই অনাকাঙ্খিত ঘটনা থেকে রেহাই

পায়নি। বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ থানার হোগলাপাশা ইউনিয়নের কয়েক হাজার অধিবাসী ভয়ে আতঙ্কে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছে। সাতক্ষীরার আশাশুনি তালা, কালিগঞ্জ ও শ্যামনগর থানাসহ এলাকার অসংখ্য অধিবাসী পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তালা ও নরসিংদীসহ কয়েকটি এলাকায় মন্দির ও প্রতিমা ভাংচুর করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে মাদারীপুর শহরের কলাতোলা এলাকা থেকে সন্ত্রাসীরা ডা. রণজিৎ সাহা (৫০) ও তাঁর কলেজ পড়ুয়া এক মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এর আগে ঘরের দরজা ভেঙ্গে সহায় সম্পদ লুটপাট করা হয়। সংসদ সদস্যসহ এলাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অপহৃতদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। গত মঙ্গলবার মাগুরার শ্রীপুর থানার নহাটা গ্রামের পালপাড়ার তিন তরুণীকে প্রায় একই কায়দায় অপহরণ করা হয়েছে।

ফরিদপুরের নগরকান্দা, ভাঙ্গা, বরগুনা, শহরঘাটা, আমতলি, গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া, বরিশাল, ভোলাসহ দেশের হিন্দু প্রধান এলাকা এখন আতঙ্কের জনপদ। অনেকে ভয়ে দেশান্তরী পর্যন্ত হয়েছে। নিন্দিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এসব ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কোন প্রতিকার হয়নি। ফলে অত্যাচারের স্টীমরোলার বেড়েই চলছে। এই অবস্থায় পুলিশী ভূমিকা হতাশাব্যাঞ্জক। কর্তব্যরত পুলিশের ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছে অনেক বর্বর ঘটনার নেপথ্যে তাদের অদৃশ্য হাত রয়েছে। ওপর থেকে নির্দেশ গেলে বলা হচ্ছে, খবরের কাগজগুলো বাড়াবাড়ি করছে এসব নিয়ে। যা ঘটেছে তা অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে। অথচ হাজার হাজার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা এখন প্রায় বিরান। রাতে মহিলা ও শিশুকে ঘরে রাখার সাহস পায় না। অনেকে বাড়িঘরে তালা ঝুলিয়ে আত্মরক্ষার্থে দূরে শেল্টার নিয়েছেন। অবশ্য পুলিশের আইজি নুরুল হুদা কথা বলেছেন অন্য সুরে।

তিনি জানান, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারসহ হামলা ও লুটতরাজের অভিযোগে ১৭০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার ওসিসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ সামান্য ব্যবস্থা নেয়াই কি সব? নিতান্তই দায়সারাগোছের কিছু না করে কড়াভাবে ব্যবস্থা নেয়ার এখনই প্রয়োজন। নইলে এ আগুন ছড়িয়ে পড়লে দেশের অবস্থা আরও ভয়াবহ হতে পারে। এ অভিমত দেশবাসীর প্রায় সবার। ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাসহ দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আহবান জানিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৮৭)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা অব্যাহত রয়েছে। বুধবার গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা কিশোরগঞ্জে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ৩ যুবতীকে অপহরণের চেষ্টা করে। এ সময় পরিবারের সদস্যরা সন্ত্রাসীদের বাধা দিলে তারা ১১ জনকে কুপিয়ে আহত করে। মাদারীপুরে এক চিকিৎসকের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হামলা ও লুটতরাজ করে এবং ওই চিকিৎসকের স্ত্রী,কন্যাসহ পরিবারের সবাইকে একটি ট্রলারে তুলে নিয়ে যায়।

পুলিশ পরে দূরবর্তী এক গ্রাম থেকে তাদের উদ্ধার করে। সিরাজগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের পাশাপাশি সন্ত্রাসীরা ব্যাপক চাঁদাবাজি করে। সেখানে এক তরুণীকে তুলে নিয়ে রাত ভর নির্যাতন করার ব্যাপারে এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। বরং পুলিশ মামলাটি ভিন্নখাতে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কিশোরগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বুধবার গভীর রাতে সংখ্যালঘু তিন যুবতীকে, অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় পরিবারের সদস্যরা বাধা দিলে সন্ত্রাসীদের হামলায় ১১ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা গুরুতর।

বুধবার গভীর রাতে সদর উপজেলার কড়িয়াইল গ্রামের প্রমোদ বিশ্বাসের বাড়িতে শিল্পী নামে এক আত্মীয় বেড়াতে আসে। কতিপয় দুর্বৃত্ত তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য হামলা করে। তখন প্রতিমা(২০), টুলটুলি(১৯) তাদের বাধা দিলে তাদেরকেও জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যেতে থাকে। তাদের চিৎকারে পরিবারের অন্যরা এগিয়ে এলে দূর্বৃত্তরা দা দিয়ে কুপিয়ে তাদের গুরুতর আহত করে। এদের মধ্যে প্রদীপ (৩৫), পরিমল (২৮), শ্যামল (২৫), বিমলা (৬০), প্রমোদ(৭৫), ধনেশ(৬০), দিলীপ (২০), শিল্পী (১৮), অধীর (৪০), টুলটুলি (১৯), প্রতিমা (২০) গুরুতর আহত হয়। এদের মধ্যে দিলীপ ও বিমলাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কিশোরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ সদর সার্কেলের এএসপি কামরুল আমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

মাদারীপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মাদারীপুর শহরের কলাতলা থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৪টায় স্ত্রী-কন্যাসহ এক সংখ্যালঘু চিকিৎসক পরিবারকে অপহরণ করেছে কতিপয় সন্ত্রাসী। অপহরণের আগে ও পরে অপহরণকারীরা ওই পরিবারের সদস্যদের মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন করে বলে জানা গেছে।

পারিবারিক ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জমিজমা নিয়ে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে মাদারীপুর পুরান বাজারস্থ কলাতলার ডা. রঞ্জিত কুমার সাহার বিরোধ চলে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। বৃহস্পতিবার সকালে প্রভাবশালী ওই ব্যক্তি স্থানীয় ও বহিরাগত ৫০/৬০ জন সন্ত্রাসীকে সাথে নিয়ে ডা. রঞ্জিতের বাড়ি আক্রমণ করে। সন্ত্রাসীরা প্রথমে ঘরের মধ্যে ঢুকেই ডা. রঞ্জিতের হাত-পা বেঁধে ফেলে ও নির্মমভাবে পিটাতে থাকে। এ সময় তার স্ত্রী স্মৃতিরাণী সাহা (৪৮) এবং কন্যা সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী দীপ্তি সাহাকেও সন্ত্রাসীরা বেদম প্রহার ও বিবস্ত্র করে ফেলে। এ পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা ডা. রঞ্জিতের ঘরে ব্যাপক লুটপাট চালায়। সন্ত্রাসীরা তাদের একটি ট্রলারে উঠিয়ে অজানা গন্তব্যে চলে যায়। ডা. রঞ্জিতের পরিবারকে জোরপূর্বক তুলে নেয়ার পর এমরান হাওলাদার, রুনা আকতার ও রেহানা নামে ৩ জন ডা. রঞ্জিতের বাড়িতে অবস্থান নেয় সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায়।

এদিকে ডা. রঞ্জিতের পরিবারকে নির্যাতন অপহরণের ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে মাদারীপুর-২ আসনের সাংসদ শাজাহান খান, পৌর চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান খানসহ পুলিশ সুপার এবং মাদারীপুর থানার কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এ সময় পুলিশ ডা. রঞ্জিতের বাড়িতে অবস্থানকারীদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে এবং ডা. রঞ্জিতের অবস্থান সম্পর্কে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে পরবর্তীকালে আটককৃতদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ সদর উপজেলার পাঁচখোলা ইউনিয়নের জাফরাবাদ এলাকার আলী ফরাজির বাড়ি থেকে অপহৃতদের মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে মাদারীপুর হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্টান ঐক্য পরিষদ, মাদারীপুর হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি ও মাদারীপুর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ স্থানীয় কালিবাড়িতে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

সিরাজগঞ্জ থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ উল্লাপাড়া উপজেলার পূর্ব দেলুয়া গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারগুলো ধর্ষণ এবং হামলা আতঙ্কে আতঙ্কিত। এ কারণে গ্রামের যুবক-যুবতীরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। গ্রামে এখন রয়েছে শুধু বৃদ্ধ পুরুষ-মহিলারা। ইতোমধ্যে গ্রামের সংখ্যালঘু ১০ম শ্রেণীর এক ছাত্রী পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। নির্বাচনের পর থেকে এই গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারগুলো বিএনপি এবং ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। দফায় দফায় হামলা, বাড়িঘর ভাংচুর এবং মারপিট করা হচ্ছে। এরপরেও তাদেরকে মোটা অংকের চাঁদা দিতে হচ্ছে। অভিযোগ করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। গত ৮ অক্টোবর

সোমবার রাত সাড়ে ৮টায় ছাত্রদলের মোজাহার, মান্নান, আলতাফ, আকবর, রবিউলসহ ১০/১২ জন যুবক অনিল চন্দ্র শীলের বাড়িতে আক্রমণ করে তাদেরকে মারপিট করে। এক পর্যায়ে তারা অনিলের ১৪/১৫ বছরের মেয়েকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যায়। তারা মেয়েটিকে পূর্ব দেলুয়া বাজারে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। গভীর রাতে সে বিবস্ত্র অবস্থায় বাড়িতে ফিরে আসে।

এ ব্যাপারে উল্লাপাড়া থানায় মামলা করা হয়েছে। কেউ গ্রেফতার হয়নি। বরং থানা পুলিশ মামলাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সংবাদ, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৮৮)
ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের কাণ্ড, সিরাজগঞ্জে বাড়িতে চড়াও হয়ে সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে ধর্ষণ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ নির্বাচনে নৌকা মার্কার পক্ষে কাজ করায় বিএনপি ও ছাত্রদলের ক্যাডাররা ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ করেছে। পরে জনতা তাকে উদ্ধার করে। গত সোমবার সন্ধ্যায় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার পূর্ব দেলুয়া গ্রামের বিএনপি এবং ছাত্রদলের ক্যাডার মোজাহার মান্নান, আলতাফ, আকবর রবিউলসহ ১০/১২ জন মেয়েটির বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাবা-মাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। দুর্বৃত্তরা স্কুলছাত্রী ওই কিশোরীকে অপহরণ করে পূর্ব দেলুয়া হাটখোলায় নিয়ে যায় এবং একটি ঘরে আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ঘটনা টের পেয়ে গ্রামবাসী তাকে উদ্ধার করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পরদিন ঘটনা সম্পর্কে উল্লাপাড়া থানায় মামলা করতে গেলে থানার ওসি মামলা নিতে অস্বীকার করেন। পরে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের চাপে একটি সাধারণ ডায়েরি লিপিবদ্ধ করে আদালতে রিপোর্ট দেওয়া হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ধর্ষিতার মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়েছে।

প্রথম আলো, ১২ অক্টোবর ২০০১

(১৮৯)
সিরাজগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বেড়েই চলেছে ॥ উল্লাপাড়ায় বিএনপি আওয়ামী লীগের সভা ॥ ১৪৪ ধারা জারি

সিরাজগঞ্জ, ১২ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উল্লাপাড়া উপজেলার পৌর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির আশঙ্কায় শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। গত ৮ অক্টোবর রাতে উপজেলার পূর্বদেলুয়া গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা, মারপিট এবং এক যুবতীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও হামলা বন্ধের দাবিতে শুক্রবার বিকালে উপজেলা সদরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। একই স্থানে একই সময়ে বিএনপিও সভা আহবান করায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উপজেলা প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটার আশঙ্কায় উল্লাপাড়া সমগ্র পৌর এলাকায় দুপুর ২টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছে।

এদিকে পূর্বদেলুয়া গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের মধ্যে এখনও আতঙ্কাবস্থা বিরাজ করছে। ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্বদেলুয়ার অনিল শীলের যুবতী কন্যা ভোট কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের এজেন্ট হওয়া এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার অপরাধে বিএনপির কতিপয় সন্ত্রাসী

অনিল শীলের বাড়িতে হামলা, ভাংচুর ও মারপিট করে। হামলাকারীরা এক যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় পূর্বদেলুয়া গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে অনেক সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরের দিন ধর্ষিতাকে ফিরিয়ে দেয়া হয় নিজের বাড়িতে। এ ঘটনায় উল্লাপাড়া থানায় শিশু ও নারী নির্যাতন আইনে মামলা করা হয়। মামলায় ১৬ জনকে আসামী করা হয়। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার উল্লাপাড়া শহীদ মিনারে আওয়ামী লীগ প্রতিবাদসভা আহবান করে। কিন্তু প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারার কারণে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এদিকে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরের নরিনা, গাড়াদহ, পোতাজিয়া, উল্লাপাড়ার রামকৃষ্ণপুর, লাহিড়ী মোহনপুর, রায়গঞ্জ উপজেলার লাঙ্গলমোড়া, মোরদিয়া, পাইকড়া, সরাইদহ, চান্দাইকোনা, তাড়াশ উপজেলার তাড়াশ বাজার, বিনোদপুর, বস্তুল, গুড়পিপুল, সিরাজগঞ্জ সদরের শিয়ালকোলসহ বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা, ভাংচুর, মারপিট অব্যাহত রয়েছে। এদের অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে জীবন রক্ষা করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(১৯০)
'হামলা নির্যাতন করা হচ্ছে না' মর্মে সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে মুচলেকা গ্রহণ

ফরিদপুর, ১২ অক্টোবর, সংবাদদাতা ঃ 'আমাদের ওপর কোন হামলা বা নির্যাতন করা হচ্ছে না'— এ মর্মে মুচলেকা প্রদান করতে হয়েছে বোয়ালমারী উপজেলার উত্তর হামাসদিয়া গ্রামের নির্যাতিত সংখ্যালঘু পরিবারপ্রধানদের। মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, দৈহিক লাঞ্ছনাসহ বিভিন্ন হিন্দু বাড়িতে হামলার ঘটনার পরও প্রভাবশালীদের চাপে বৃহস্পতিবার এই মুচলেকা দিতে বাধ্য হয়েছেন গ্রামের ১৪ হিন্দু পরিবার প্রধান।

এই মর্মে তারা পুলিশসুপার বরাবর আবেদনপত্রে স্বাক্ষরও করেছেন। ফরিদপুর-১, (বোয়ালমারী-আলফাডাঙ্গা-মধুখালী) আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কাজী সিরাজুল ইসলামের বিজয়ের পর থেকেই নৌকায় ভোট প্রদানের অভিযোগে ঐ গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবার গুলোর ওপর নির্যাতন নেমে এসেছিল। অবশ্য ৭ অক্টোবর ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সহ পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ এলাকা পরিদর্শন করে নির্যাতনের শিকার আতঙ্কিত পরিবারগুলোকে আশ্বস্ত করা সহ নির্যাতনকারীদের সতর্ক করে দেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(১৯১)
হিংস্র শ্বাপদের জনপদ
বাগেরহাটের পুণ্যভূমি অপবিত্র করা হয়েছে ঃ সংখ্যালঘুদের গ্রামে চলছে ধর্ষণ লুট

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি,বাগেরহাট থেকে ঃ নরপশুদের পৈশাচিক আক্রোশে বাগেরহাটের পুণ্যভূমি অপবিত্র হয়ে উঠেছে। বিএনপি-জামায়াতি লালসার কারনে বাগেরহাটের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে কোথাও মুখ বেঁধে এসে আবার কোথাও নিজেদের না লুকিয়ে এসে নরপশুরা হিন্দু মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। অভিযোগ— রামপালের গাওলা গ্রামে মেয়েদের গণহারে ধর্ষণ করা হয়েছে। আবার বারইপাড়া গ্রামে গর্ভবতী এক গৃহবধূকে ২০/২২ জন মিলে ধর্ষণ করেছে। আবার অনেক গ্রামে মা-মেয়েকে একসঙ্গে ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে। নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। সন্ত্রাসীরা

শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, সংখ্যালঘুদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে— 'এবার যে কয়টা সুন্দরী মেয়ে পাব তুলে নিয়ে যাব।' নরপশুদের এই ধর্ষণের ভয়ে হিন্দু যুবতী মেয়েরা এখন সম্ভ্রম হাতে নিয়ে শহর থেকে শহরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাগেরহাট জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোর ভিতরের অবস্থা যে কত ভয়াবহ তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। বাইরে থেকে বলা হচ্ছে কোন সমস্যা নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রামগুলোর ভিতরে গিয়ে কেবল তাদের আস্থা অর্জন করতে পারলেই বেরিয়ে আসছে নির্যাতনের নানান লোমহর্ষক কাহিনী। ধর্ষিতা মেয়েদের বুকফাটা আর্তচিৎকারে এখন বাগেরহাটের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোর আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে আসছে। কোন কোন গ্রামে নরপশুদের এই নির্যাতনের মাত্রা একাত্তরের নারকীয়তাকেও হার মানিয়েছে। অথচ এসব ধর্ষণের কোন অভিযোগ থানা-পুলিশ কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে যাচ্ছে না। মুখ বুজে এই নির্যাতন সহ্য করে গ্রামে সহজ-সরল হিন্দু মেয়েরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কোন গ্রামেই কোন হিন্দু যুবতী মেয়ে ঘরে নেই। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতারা তাদের আশপাশের শহরে কিংবা নিরাপদ এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ফলে গ্রাম অঞ্চলে হিন্দু মেয়েদের স্কুল কলেজে যাওয়া পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। বিএনপি এবং জামায়াতের একেবারে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা গ্রাম অঞ্চলের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নারী নির্যাতন চালাচ্ছে। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সব গা-ঢাকা দেয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আরও অসহায় হয়ে পড়েছে। ফলে এত সব নির্যাতন সত্ত্বেও তারা মুখ খুলছে না। নীরবে মুখ বুজে সব নির্যাতন সহ্য করছে। মুখ খুললে জানে মেরে ফেলার হুমকি তাদের ওপর রয়েছে। চারদলীয় জোটের উন্মত্ত কর্মীদের হাতে ব্যাপকহারে নির্যাতিত নারীরাও নিজেদের লাঞ্ছনা-বেদনার কথা লুকিয়েছেন। তার পরও জানাজানি হয়েছে দু'তিনটি ঘটনা। গ্রাম ছাড়িয়ে জেলা শহর বাগেরহাট সেখান থেকে বিভাগীয় শহর খুলনায় ও রামপালের বাইনতলা ইউনিয়নের বরাইপাড়ার লোমহর্ষক নারকীয় পাশবিকতার কথা ছড়িয়েছে। ছায়াঢাকা নিভৃত হিন্দু পল্লীর এই বাড়িটিতে '৭১-এর পশুদের উত্তরসূরীরা ডাকাতির ছদ্মাবরণে এসেছিল। পশুর দল সেই বাড়ি থেকে লুটে নিয়েছে সকল কিছু। স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকা, মালামাল। এই বাড়ির গর্ভবতী গৃহবধুকে ঘন্টা দুয়েক ধরে পশুর দল অত্যাচার করেছে। নারকীয় হামলায় ক্ষতবিক্ষত বধুটির মরণাপন্ন দশায় জানাজানি হয়েছে এই পাশবিকতার কথা। এলাকার অনেকেই জানে বধুটি মারা গেছে। কেউ কেউ বলেন, খুলনা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে সেখানেও তিনি নেই। নির্যাতিত এই নারীকে পরিবারের পক্ষ থেকে লুকিয়ে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা কেউ এই দুঃস্বপ্নের কাহিনী নিয়ে কোন কথা বলতে চান না। ভুলে যেতে চান। বরাইপাড়ার এই ঘটনাটির মতো শত শত ঘটনা ঘটেছে বাগেরহাটের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোয়। নির্বাচনের দিন রাত থেকে প্রথম দফায় আক্রমণে নারীরা হয়েছে লাঞ্ছনার শিকার। তার পর থেকে যে যেভাবে পেরেছে যুবতী নারী-বধুদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়েছেন। যারা সরে যেতে পারেননি, তারা এখনও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। অসহায় পিতাকে দেখতে হচ্ছে কন্যার সর্বনাশ হওয়ার দৃশ্য। রামপালের নোগুনা এ রকম একটি গ্রাম। যেখান থেকে অনেকেই পালিয়ে যেতে পারেননি। উন্মত্ত জোটকর্মীর দল সন্ধ্যার সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর প্রায় শতভাগ হিন্দু অধ্যুষিত এই গ্রামটির থেকে যাওয়া সদস্যরা বর্গীদের হামলার আশঙ্কায় আলো নিভিয়ে পড়ে থাকে। ভুতুড়ে অন্ধকারে শুরু হয় শকুনিদের দাপাদাপি। তাদের আস্ফালন-টাকা দাও, নতুবা মেয়ে দাও।' কিন্তু টাকা দিয়েও রেহাই পায়নি এ গ্রামের মেয়েরা। এ রকম আরও একটি ঘটনা বেশ জানাজনি হয়েছে। মোল্লাহাট উপজেলাধীন গাওলার মা-মেয়েকে একই সঙ্গে ধর্ষণের এ ঘটনাটির পর পশুর দল তাদের হুমকি দিয়ে গেছে, খবরদার নাম বলবি না, তা হলে দু'টুকরো করে ফেলব।' চিতলমারীর হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলোয় অনেক ঘটনা ঘটেছে প্রকাশ্যে। স্কুলে যাওয়ার পথে ওড়না ধরে টানাটানি, তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা প্রভৃতির পর দলে দলে যুবতী মেয়ে-বধুরা

নিরাপদস্থানে নিজেদের লুকিয়েছে। চিতলমারীর একটি এলাকায় এ রকম আশ্রিতদের সঙ্গে এই প্রতিবেদকের কথা হয়েছে। তারা তাদের নাম-ঠিকানা বলে নিজেদের আরও বিপদে ফেলতে চায় না। ঝাঁঝাল কণ্ঠে এক তরুণী বলে, 'ভোট দিয়ার দোষে আমাইগে ওপর হামলা করা হচ্ছে। আমরা তো এ দেশের নাগরিক না। কোন মতে নিজেগে বাঁচাইয়ে এহেনে আছি, আর বিপদে পড়তি চাই না।' উন্মত্ত জোটকর্মীরা চিতলমারীর এক হিন্দু যুবককে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নির্মমভাবে আহত করে তার পিতাকে হুমকি দিয়েছে, 'তোর মাইয়েডা বেশ ভাল, তারে যে আমাইগে দরকার।' পিতা হয়ে কন্যার এই সম্ভাব্য সর্বনাশের কথা শুনে তিনি দ্রুত মেয়েটিকে লুকিয়েছেন। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে তিনি বলেন, 'এই জন্যি কি দেশটা স্বাধীন হইলো?' মুক্তিযুদ্ধকালেও তাঁদের এলাকায় পাকিরা ঢুকতে পারেনি। আজ ভণ্ড প্রতিবেশীরা নারকীয় এই আক্রমণ চালাচ্ছে। দেশটায় কি কোন সরকার আছে?

একই নির্মম ঘটনা ঘটে চলেছে মংলা, মোড়েলগঞ্জের হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলোয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(১৯২)
পুলিশ নিষ্ক্রিয়-নির্বিকার
ভোলায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতার শিকার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই

ভোলা থেকে মোবাশ্বির উল্লাহ চৌধুরী ঃ ভোলার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতার ঘটনা এখনও অব্যাহত রয়েছে। পুলিশের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, এসবই গুজব।

নির্বাচনোত্তর সহিংসতার ঘটনা প্রতিরোধে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা সংখ্যালঘুদের গভীর হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। কেবল ভোলা সদর থানাতেই সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের শতাধিক বাড়িঘর লুটপাট হয়েছে। সমস্ত জেলায় প্রায় ৫'শ হিন্দু পরিবারের বাড়িঘর লুট হয়েছে। অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে প্রচুর। অথচ প্রশাসনের কাছে এর কোন সঠিক খবর নেই। তাদের (পুলিশ) বক্তব্য যারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তারা কোন মামলা দায়ের না করলে আমাদের কিছুই করণীয় নেই।

ভোলা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নূরনবী জানান, সদর থানার বাংলা বাজারে সাবেক শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদের ভাগ্নে শফিকের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ছাড়া আর কোন অগ্নিসংযোগের ঘটনা সর্ম্পকে তার জানা নেই। ঐ ঘটনা ঘটে গত ৫ অক্টোবর। উল্লেখযোগ্য কোন ভাংচুর বা লুটপাটের খবরও ভোলা থানায় নেই বলে ওসি নূরনবী ১০ অক্টোবর দুপুরে এই প্রতিনিধিকে জানান। অথচ ৬ অক্টোবর ভোলা শহর সংলগ্ন আলী নগর ইউনিয়নের ঠাকুর বাড়ির পঙ্কজ কুমার চক্রবর্তীর ঘরটি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কেও ওসি সাহেব জানেন না।

ভোলা শহর থেকে ৪/৫ কি.মি দূরে উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নের ৫৪টি বসতঘর লুটপাট হয়েছে নির্বাচনের পরের দিন। লুটপাট হওয়া এসব ঘরের মধ্যে ২টি মুসলিম পরিবার ছাড়া বাদবাকি ঘরগুলো হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের। ৪দলীয় জোটের নেতা-কর্মীদের নেতৃত্বে শতাধিক দুষ্কৃতকারী সারারাত ধরে এ লুটপাট চালায়। লুটপাটের সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে প্রাণের ভয়ে বাগানে বা পান বরজে গিয়ে আশ্রয় নেন। দুষ্কৃতকারীরা সেখানে গিয়ে হামলা চালিয়ে নারী নির্যাতন চালায়। উত্তর দিঘলদীর বাউল বাড়ির সুধীর বাউলের ৮০ বছরের বৃদ্ধ মা মাধুরানী লুটপাটের সময় বাড়ির অন্যদের মত ছুটে গিয়ে দূরে কোথাও পালাতে পারেননি। বাড়ির উঠানের কাছে গাছগাছালির আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা তাকে দেখে ফেলে। তারা বৃদ্ধা মাধুরানীর কাছে পরিবারের টাকা-পয়সা ও সোনার গহনা

ইত্যাদি কোথায় আছে তা জানতে চায়। জানতে চায় তার ছেলে সুধীর ও অন্যরা কোথায় পালিয়েছে? কিন্তু মাধুরানী কিছুই বলতে না পারায় তারা বৃদ্ধা মাধুরানীকে বেদম মারধর করে পঙ্গু করে দিয়েছে। তিনি এখন শয্যাশায়ী। লুটপাট শেষ হয়ে যাবার পর এলাকায় সুকুমার দাস (৬০) আত্মগোপন অবস্থা থেকে যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন পথে দুষ্কৃতকারীদের একটি গ্রুপের হাতে ধরা পড়ে যান। তারা সুকুমার দাসকে বেদম মারধর করে। তারা জানতে চায়, বাড়ির মহিলারা কোথায়? এলাকার সখিচরণ বাগমার জানান, দুষ্কৃতকারীরা অন্যদের মালামালের সাথে তার অতি জরুরী দলিলপত্রগুলোও নিয়ে গেছে। উত্তর দিঘলদীর সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার পরেশ চন্দ্র হালদারের সুবৃহৎ টিনের ঘরটি ৪ দলীয় কর্মীরা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পরেশ চন্দ্র এখন ভোলা শহরে। তার ছেলে স্কুল শিক্ষক, তার ভাইয়ের ছেলে রত্নেশ্বর হালদার আওয়ামী লীগ করেন এবং সাবেক শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদের বিভিন্ন সভায় রত্নেশ্বরকে দেখা গেছে এটাই তার অপরাধ।

সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দেয়ার অপরাধে

উত্তর দিঘলদীতে হিন্দু পরিবারের কতিপয় মেয়েকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে মারপিটের শিকার হয়েছেন সাদেক খলিফার পুত্র ফরিদউদ্দিন ও তার স্ত্রী। ফরিদউদ্দিন জানান, ৮/১০ জন বিএনপি কর্মী তার ঘরে এসে হিন্দু মেয়েদের ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু নিতে পারেনি। এক সময়ের দুবাই প্রবাসী ফরিদউদ্দিন জানান, তিনি দুবাই থেকে অনেক সৌখিন জিনিস পত্র এনেছিলেন। কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা মেয়েদের অপহরণ করতে না পেরে তার সেসব সামগ্রী নিয়ে যায়। হুমকি দিয়ে যায় ঘর থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে না দিলে তার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হবে। বাধ্য হয়ে তিনি তার কাছে আশ্রিত মেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে দেন।

সংবাদ, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(১৯৩)
সম্পত্তি দখল, দেশত্যাগে বাধ্য ও আওয়ামী লীগ বিমুখ করা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার নেপথ্যে –

সাজেদ রহমান, যশোর অফিস ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন সংখ্যালঘু গ্রামে বিএনপি ক্যাডারদের হামলা, লুটপাটের নেপথ্যে রয়েছে তাদের সম্পত্তি দখল এবং নির্যাতনের মাধ্যমে দেশত্যাগে বাধ্য করা। এভাবে বিএনপি চাচ্ছে আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক নষ্ট করতে। সে কারনেই একের পর এক সংখ্যালঘু গ্রামে হামলা হলেও দলীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বিএনপি। একই কারনে প্রশাসনও কোন পদক্ষেপ না নিয়ে নীরব ভূমিকা পালন করছে।

নির্বাচনের আগে থেকেই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন সংখ্যালঘু গ্রামে মানুষদের ভয়ভীতি দেখানো শুরু হয়। যা বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। তখন প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে নির্বাচনের পর সেই সন্ত্রাসীরাই, নতুনভাবে হামলা শুরু করে সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে ও তাদের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। যশোরের কেশবপুরের বিভিন্ন গ্রামে বিএনপি নেতা সাখাওয়াতের সন্ত্রাসী বাহিনী চালায় তাদের ওপর নির্যাতন। বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়ি ঘরে হামলা চালানোর পাশাপাশি তাদের জমি কেনার ধান্দায় ঘুরে তারা সফলও হয়েছে। ইতোমধ্যেই ঐ এলাকায় অনেক সংখ্যালঘু পরিবার তাদের জমি বিক্রি করার চিন্তাভাবনা করছে। মাগুরার একটি গ্রামে বিএনপি সন্ত্রাসীরা রাতে সংখ্যালঘু মেয়েদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। এক কলেজ ছাত্রী এবং দুই স্কুল ছাত্রী তাদের নির্যাতনের শিকার হয়। এ ঘটনায় বাধা দিতে গিয়ে আহত হয় প্রায় ১০ জন । পুলিশের এসপি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও শ্রীপুরের নহাটা পালপাড়ায় সংখ্যালঘু মানুষগুলোর আতঙ্ক এখনও কাটেনি। কারণ সন্ত্রাসীরা এখনও তাদের হুমকি দিচ্ছে ভারতে চলে যাবার জন্য। এসব ছাড়াও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতেও নির্যাতন চলছে। তিল্লা গ্রামে মঙ্গলবার গভীর রাতে যখন হামলা চালানো হয় তখন সন্ত্রাসীরা একাধিক মহিলার শ্লীলতাহানি করে বলেও গ্রামবাসিরা জানায়। এ সময় তারা লুট করে লাখ লাখ টাকার মালামাল। এক কলেজ ছাত্রী সারারাত পাশের একটি বাগানে আশ্রয় নিয়ে তার জীবন বাচাঁয়। এই গ্রামের অনেক পরিবার তাদের সহায় সম্পত্তি ফেলে শহরে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের জমি ও ফলের বাগানগুলো এখন বিএনপি সন্ত্রাসীদের দখলে রয়েছে। এসব তাণ্ডবের পর অনেক সংখ্যালঘু পরিবার ভারতে চলে গেছে। অনেকে ভারতে চলে যাবার অপেক্ষায় রয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় এসব হামলার খবর প্রকাশিত হলেও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের সন্ত্রাসীদের নিবৃত্ত করেনি বরং বলছেন এসব ঘটনায় বিএনপির কেউ জড়িত নয়। ফলে ঐ সন্ত্রাসিরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আর প্রশাসনও গাছাড়া ভাব দেখাচ্ছে। একটি সূত্র বলেছে, বিএনপি পরিকল্পিতভাবেই সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করছে। উদ্দেশ্য আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক হিসাবে পরিচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা। কারণ '৯১ ও '৯৬ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক আসন পাবার ক্ষেত্রে তারা সহযোগিতা করে। এই এলাকার প্রায় প্রতিটি আসনেই সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছে ২০ থেকে ৮০ হাজার পর্যন্ত। আগামী নির্বাচনের আগেই যাতে এদের অধিকাংশ দেশ ত্যাগ করে অথবা আওয়ামী লীগকে ভোট না দেয় সে কারণেই পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর হামলা চলছে। একইভাবে আওয়ামী লীগ নেতারা যেন তাদের সাহায্য করতে না পারে সে ব্যবস্থাও করছে বিএনপি। সংখ্যালঘু এলাকার আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়িতেও তারা হামলা করছে। যেন সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগ থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(১৯৪)
সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের মহড়া, ১৬ হাজার গারো আতঙ্কে মধুপুরে আদিবাসী অঞ্চলে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস

ফিরোজ মান্না,মধুপুর থেকে ফিরে ঃ আদিবাসী গারোরাও আজ আর নিরাপদ বোধ করছে না। বনবাসী এই গারো সম্প্রদায় শান্তিপ্রিয় নাগরিক হলেও তাদের ওপর অশান্তির আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে কতিপয় সন্ত্রাসী। নির্বাচনপরবর্তী সহিংস ঘটনার আঁচড় এদেরও ছিঁড়ছে । মধুপুর বনাঞ্চলের প্রায় ১৬ হাজার গারো আদিবাসী সন্ত্রাসীদের ভয়ে মারাত্মক আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সরকারী-বেসরকারীভাবে কেউ তাদের পাশে নেই বলে বহু অভিযোগ শোনা গেছে। তাদের অপরাধ তারা নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়েছে। গোটা টাঙ্গাইলে হিন্দু সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর দিনের পর দিন আক্রমণ করা হচ্ছে। একই আক্রমণে আদিবাসীরাও শঙ্কিত। শুক্রবার মধুপুর জলছত্র শান্তিনিকেতনে 'আবিমা ইয়ুথ এ্যাসোসিয়েশন' (আজিয়া) আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি ভালোয় ভালোয় হলেও পুরো সময়টাই ছিল শঙ্কাপূর্ণ।

মধুপুর শাল বনাঞ্চলে জোট নেতাকর্মীদের সন্ত্রাস শুরু হয়ে গেছে। এখানকার আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের ওপর এই সন্ত্রাস চলছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এই সম্প্রদায়ের লোকজন ব্যাপক অবদান রাখে। সেই সময় থেকে গারোরা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে আসছে। এবারও নৌকায় ভোট দিয়েছে বেশিরভাগ। কিন্তু এবার তাদের ওপর এ কারণে নির্যাতন নেমে এসেছে। জলছত্র শান্তিনিকেতনে আবিমা গারো ইয়ুথ এ্যাসোসিয়েশনের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুক্রবার শুরু হয় বেলা ১২টার দিকে। এই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের এমপি (মধুপুর-ধানবাড়ী থেকে নির্বাচিত) ড. আব্দুর রাজ্জাক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় শান্তিনিকেতনের পাশেই 'কর্পোস খ্রিষ্টী মিশনে' সন্ত্রাসীরা আক্রমণ

চালায়। এখানে ব্যাপক ভাংচুর করে। ফাদার হ্যামলেট নামক এক যাজককে নানারকম ভয়ভীতি দেখানো হয় বলে জানা যায়। মিশনে হামলার সঙ্গে জড়িতদের একটি সূত্র জানিয়েছে, তারা মিশনে হামলা করেনি, তবে মিশনের লোকজনদের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে মাত্র। এদিকে ড. আব্দুর রাজ্জাক জনকণ্ঠকে জানান, "সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে হরিনাতৈল গ্রামের অর্ধেক মানুষ পালিয়ে বেড়াচ্ছে, বিভিন্ন গ্রামে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছে। গোবিন্দ নামের এক ব্যাবসায়ীকে ২ লাখ টাকা চাঁদা ধরেছে— না দিলে মেরে ফেলবে। অব্যাহত সন্ত্রাসী ঘটনা চলছেই। আদিবাসিদের ওপরও একইভাবে অত্যাচার চলছে। আমি নিজে ডিসি, এসপি এ বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত করেছি, কোন লাভ হচ্ছে না। বেশকিছু মামলাও হয়েছে, পুলিশ কোন ভূমিকাই রাখছে না। চারদিকে লুটপাট, সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নেই । মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙ্গেচুরে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে কোন প্রতিকার নেই । এমন অবস্থা চলতে থাকলে মানুষগুলোর পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। আমি এর প্রতিকার দাবি করছি।"

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(১৯৫)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় উপজাতিরা শঙ্কিত

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ঃ সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতনের ঘটনায় পাহাড়ের উপজাতীয় জনগণ শঙ্কিত বোধ করছে। বিশেষ করে সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে উপজাতীয়দের জন্য কল্যাণকর কোন প্রতিশ্রুতি না থাকায় উপজাতীয় সচেতন মহল কিছুটা উদ্বিগ্ন।

দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের তুলনায় অনেক কমসংখ্যক উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মনে পার্বত্য চুক্তির আগের মতো অস্থিতিশীল পরিস্থিতির শিকার হওয়ার সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রভাবশালী কয়েক জন উপজাতীয় নেতা জানান, ৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের আগে ২১বছরের নিপীড়ন-নির্যাতনের তিক্ত অভিজ্ঞতা পাহাড়িরা এখনও ভোলেনি। সেই সময়কার জাতীয় রাজনীতিতে নিপীড়নের প্রতিবাদে সোচ্চার ভূমিকা পালনকারী ও পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনকারী আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংসদ নির্বাচনে জনসংহতির বৈরী আচরণের কারণে যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে তা উপজাতীয়দের অসহায়ত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। দীর্ঘ ২১ বছরের নিপীড়নের অভিজ্ঞতা নিয়ে উপজাতীয় জনগণ বর্তমান সময়কে খুব একটা অনুকূল ভাবতে পারছে না।

নামপ্রকাশ না করার শর্তে, একজন উপজাতীয় জনপ্রতিনিধি বলেন, বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে উপজাতীয়দের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তারপরেও জনসংহতির চাপের মুখে তারা জোট প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। কিন্তু সারাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নিপীড়নের ঘটনা এবং এ ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির দুর্ভাগ্যজনক নীরবতা উপজাতীয়দেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। তারা রাজনৈতিক নিপীড়নের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক হানাহানিরও আশঙ্কা করছেন।

ভোরের কাগজ , ১৩ অক্টোবর ২০০১

(১৯৬)
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন
বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নিন্দা

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ দেশ জুড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারের প্রতি এসব নির্যাতন বন্ধ ও দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি বিচারপতি সুলতান হোসেন খান ও নির্বাহী পরিচালক মাসুদা গাওস এক বিবৃতিতে বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন মানবাধিকারের পরিপন্থী। সংখ্যালঘুরাও এদেশের নাগরিক । সবার মতো তাদেরও অধিকার রয়েছে সম্মানের সঙ্গে এদেশে বসবাস করার । সে অধিকার যারা ছিনিয়ে নেয় তারা মানবতার শত্রু হিসেবে বিবেচ্য।

ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফয়েজুল্লা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন , সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার, বাড়িঘরে লুটপাট, শারীরিকভাবে লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেই চলেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসব ঘটনা দেখেও না দেখার ভান করেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ দেশে আগেও হয়েছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ কথা বলে ঘটনা আড়াল করতে চেয়েছেন। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ঐক্যপরিষদের এমরান চৌধুরী, ড. ইনামুল হক, মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, আব্দুল জব্বার, মুজিব পরদেশী, চিত্রনায়ক ফারুক, আলমগীরসহ ১৫১ জন নেতাকর্মী এসব হামলার জন্য বিএনপি-জামায়াত জোটকে দায়ী করে নিন্দা ও ক্ষোভ জানান।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী খ্রিস্টান দল সভাপতি রনি গোমেজ, মহাসচিব ডমিনিক বৈরাগি, বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সভাপতি অধ্যাপক শওকত আলি, সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টরের চেয়ারম্যান মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব ক্যাপ্টেন (অব.) শচীন কর্মকার দেশপ্রেমিক জনতাকে থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিরোধ গড়তে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের আহবান জানান। এছাড়াও বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানান।

যুগান্তর, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(১৯৭)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধে কঠোর হোন ঃ নতুন সরকারকে ইসি

ইউএনবি ঃ ইউরোপীয় কমিশনের প্রতিনিধি দলের প্রধান রাষ্ট্রদূত অ্যান্টোনিও ডি সুজা মেনেজেস নতুন সরকারের প্রতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বন্ধে এবং শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ও অন্যান্য সংগঠন সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ব্যাপারে ইসি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তিনি আরও বলেন, তারা বিএনপি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকালে বিষয়টি তুলেছেন এবং তাদের দলের লোকদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও এধরনের ঘটনা অব্যাহত থাকায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং নতুন সরকারের প্রতি এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। যেসব এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমালের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে সেসব এলাকার শান্তি-শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নে তিনি জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়ারও আহ্বান জানান। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু

সম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্ণুতার ঐতিহ্যের উল্লেখ করে ঐ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে ইসি প্রতিনিধি দলের প্রধান আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।

ভোরের কাগজ, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(১৯৮)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধের দাবিতে আমরণ অনশন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধ, ধর্ষণ ও লুটতরাজকারী-দের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে শুরু হয়েছে আমরণ অনশন ।

গতকাল শুক্রবার জাতীয় শহীদ মিনার চত্বরে সকাল ১০টা থেকে সচেতন ছাত্র সমাজের ব্যানারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী এই আমরন অনশন শুরু করেছে। এদের অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ।

উল্লেখ্য, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সারাদেশে সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা শুরু হয় । দিন দিন এই হামলার মাত্রা বেড়ে চলেছে । কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, সিরাজগঞ্জ, মাগুরা, সাতক্ষীরা, ভোলাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, বাড়িঘর ও দোকানপাট দখল, বিভিন্ন ধরনের সম্পদ লুট এবং সংখ্যালঘু মেয়েদের ওপর পাশবিক নির্যাতনের ঘটনাও ঘটেছে ।

সংখ্যালঘুদের অনেকেই নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়েছে । এসব ঘটনা একের পর এক ঘটতে থাকলেও প্রশাসন বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ কার্যকর কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য আমরণ অনশনের মত কঠিন কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হয়েছে সচেতন ছাত্রসমাজ ।

সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন কর্মসূচি চলবে বলে অনশনরত ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেন। তারা অভিযোগ করে বলেন, কর্তৃপক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা আরো বলেন, সারাদেশে যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চলছে, চলছে লুটপাট, ধর্ষিত হচ্ছে মেয়েরা, তখন প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে ।

অনশনরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র তন্ময় কুমার দত্ত বলেন, সারাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমরা আমরণ অনশন কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হয়েছি । যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিশ্চিত হবো যে সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ততক্ষণ আমাদের এই কর্মসূচি চলবে এবং প্রয়োজনে আত্মাহুতি দেব ।

অনশন কর্মসূচির সঙ্গে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, ডক্টরস্ ফর হেলথ্ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের নেতা ডা. ফজলুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জগন্নাথ হল শাখা, বিতর্ক একটি তার্কিক সংগঠনসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ সংহতি প্রকাশ করেছে। তারা অনশনকারীদের খোঁজ খবর নেন এবং তাদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে । সে ক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় পরিচয়ে মানুষের ওপর আঘাত এই চেতনাকে বিনষ্ট করবে ।

সংবাদ, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(১৯৯)
ডিসি-এসপিদের আশ্বাস সত্ত্বেও সংখ্যালঘুরা বাড়িঘরে ফিরতে সাহস পাচ্ছে না

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ও গোপালগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নির্বাচনোত্তর হামলার শিকার হয়ে গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে কোটালীপাড়া উপজেলার রামশীলে আশ্রয় নেয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যেতে রাজি হয়নি ।

শুক্রবার সকালে এসব লোকজনকে বাড়িঘরে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য গোপালগঞ্জ এবং বরিশালের জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হলেও প্রশাসনের উপর ভরসা না পেয়ে তারা কেউ বাড়িঘরে ফিরে যায়নি । তবে দুই জেলার জেলা ও পুলিশ প্রশাসন এখনও এসব ভীত সন্ত্রস্ত নারী-পুরুষকে বাড়িঘরে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ।

শুক্রবার সকালে তাদেরকে ফেরত দেয়ার জন্য উভয় জেলার ডিসি ও এসপি রামশীল ও পয়সার হাটে অপেক্ষা করতে থাকেন; কিন্তু সহিংসতার শিকার ও নিরাপত্তাহীন এসব লোকজন প্রশাসনের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হতে না পেরে রামশীল ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ও আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতেই থেকে যান । তারা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছেন, আগৈলঝাড়া সহ বিভিন্ন থানায় তাদের বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে । এসব মামলায় ৪/৫'শ লোককে আসামি করা হয়েছে । বাড়িতে ফিরে গেলে পুলিশি হয়রানির মধ্যে পড়তে হবে বলে তাদের মধ্যে আশংকা বিরাজ করছে । একদিকে সন্ত্রাসীদের নিপীড়ন-নির্যাতন, হুমকি ও চাঁদাবাজি অন্যদিকে পুলিশি হয়রানি-এই দ্বিমুখি ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত, এসব নারী-পুরুষ নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যেতে চাচ্ছে না । তাদেরকে গ্রেফতার করতে আগৈলঝাড়া থানা পুলিশ রামশীলে হানা দিচ্ছে বলেও তারা অভিযোগ করেছে । তারা এসব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও জানমালের নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা না পেলে বাড়িঘরে ফিরে যাবেন না বলে জানিয়েছেন ।

তবে গৌরনদী-আগৈলঝাড়া থেকে নির্বাচিত এমপি জহির উদ্দিন স্বপন অথবা আগৈলঝাড়া থানা যুবদল সভাপতি আবুল হোসেন লাল্টু এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই তারা বাড়িঘরে ফিরে যাবে বলে উল্লেখ করেছে ।

খুলনা থেকে ১ শ কিলোমিটারেরও বেশী দূরে অবস্থিত রামশীল ইউনিয়ন সদরে গতকাল দুপুরে সরজমিনে গিয়ে অনেক সংখ্যালঘু নারী-পুরুষকে দেখা যায় ।

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার জয়শিরকাঠি গ্রামের জ্ঞানেন্দ্র মজুমদার জানান, সন্ত্রাসের কারনে তার পরিবারের অন্য সদস্যরা ভোট দিতে পারেনি । তিনি একা ভোট দিলেও শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন ।

গৌরনদী উপজেলার বাটাজোড় গ্রামের সমীরণ চক্রবর্তী বলেন, তার স্টুডিওটি নির্বাচনের পরেই ভাংচুর করা হয় । এছাড়া ১লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে সন্ত্রাসীরা বলেছে, টাকা না দিলে এলাকায় থাকতে পারবেনা । এ কারণেই তিনি পালিয়ে এসেছেন । আগৈলঝাড়া উপজেলার কোদালদোয়া গ্রামের উষা ওঝা বলেন, তারা আমার দুই ছেলের নামে মামলা দিয়ে হত্যার চেষ্টা চালাচ্ছে ।

ইউপি সদস্য শেফালী সরকার অভিযোগ করেন, নির্বাচনের পরের দিন ভোরে সন্ত্রাসীরা তাকে অস্ত্রসহ ঘিরে ফেলে এবং ১লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে । এসময় তারা মারধরও করে ।

সংবাদ, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(২০০)
সংখ্যালঘু ও আ'লীগ কর্মীদের ওপর হামলা চলছে ঃ ফেনিতে ২ জন নিহত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত রয়েছে। নেত্রকোনায় পূজামণ্ডপে হামলা করে সন্ত্রাসীরা ৩টি প্রতিমা ভেঙ্গে দিয়েছে। পটুয়াখালীর চরাঞ্চলে চলছে ত্রাসের রাজত্ব। রাজবাড়িতে ৩ সংখ্যালঘুর দোকানে ডাকাতি হয়েছে। টাঙ্গাইলের বিভিন্ন এলাকা থেকেও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের খবর পাওয়া গেছে।

নেত্রকোনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নেত্রকোনায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতা দিন দিনই বাড়ছে। বৃহস্পতিবার রাতে জেলাশহরে দুর্গামূর্তি ভাংচুর এবং বেদে বহর ও দোকানপাটে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

সূত্র জানিয়েছে, একদল দুর্বৃত্ত বৃহস্পতিবার রাতে জেলা শহরের মালনি রোডে (পাটপট্টি) অবস্থিত সর্বজনীন দুর্গা পূজামণ্ডপে ৩টি নবনির্মিত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে। এ ব্যাপারে পূজা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট সীতাংশু বিকাশ বাদি হয়ে সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনার পর আসন্ন দুর্গাপূজা নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের আশংকা আরও বেড়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে অন্য একদল দুর্বৃত্ত শহরের রাজুর বাজারে ১৫/২০ টি বেদে পরিবারের ওপর হামলা চালায়। সূত্র জানায় চাঁদাবাজি ও মেয়েদের উত্যক্ত করার সময় বহরের লোকেরা সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করলে তাদের ওপর এ হামলা চালানো হয়।

এছাড়াও ওই রাতে জেলা শহরের মেছুয়া বাজার ও মালানি রোডে বেশ কয়েকটি দোকানে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে । পুলিশ মামুন (১৮) নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে।

পটুয়াখালি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার চরাঞ্চলীয় এলাকা রাঙ্গাবালিতে গত ৮ দিন ধরে বিরামহীনভাবে প্রকাশ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলছে। সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে অমানবিক নির্যাতন। এদের বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসছে না। পুলিশের লোকবল কম বিধায় পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করছে।

রাঙ্গাবালি এলাকা থেকে পালিয়ে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন এ প্রতিনিধিকে জানায়, ভেড়িবাঁধ সংলগ্ন ৩১টি ঘর প্রকাশ্য দিবালোকে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অনেক মহিলার শ্লীলতাহানি ঘটানো হয়েছে। পুরুষরা গ্রাম থেকে পালিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। মহিলাদের ভিন্ন এলাকায় সরিয়ে রাখা হয়েছে।

রাজবাড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাজবাড়ি শহরের ৩ জন সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর দোকানে ডাকাতি হয় এবং ডাকাতদল দোকানে রক্ষিত নগদ টাকাসহ প্রায় ১ লাখ টাকার মালামালসহ পালিয়ে যায়। এ সময় শহরে পুলিশ পাহারা থাকলেও পুলিশ ডাকাতদের ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার ছিল রাজবাড়ি শহরের হাটের দিন। এ দিন রাজবাড়ি শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বপন কুমার সাহা, পরিমল কুমার সাহা, সুকুমার সাহা সারা দিন বেচাকেনার পর নগদ টাকা দোকানে রেখে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যায়। এরা তিন জনই মুদি দোকানদার।

সংবাদ, *১৩ অক্টোবর ২০০১*

(২০১)
১৯টি আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি
রাজশাহীতে সংখ্যালঘু আ'লীগ কর্মীকে অপহরণ করে হত্যা

রাজশাহী থেকে জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ঃ রাজশাহীতে এক সংখ্যালঘু আ'লীগ কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের পর স্থানীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া পৃথক আরও তিনটি ঘটনায় আ'লীগ এর এক নেতাসহ ছয়জন কর্মী-সমর্থক আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে একই পরিবারের তিন

মহিলাও রয়েছেন। অন্যদিকে, ১৯টি আদিবাসী পরিবারকে তাদের বসত ভিটা থেকে উচ্ছেদের জন্য হুমকিদান চলছেই।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে তানোর উপজেলার সরনজাই ইউনিয়নের রাতুল গ্রামে নরেশ চন্দ্র দাস (৪০) নামে এক সংখ্যালঘুকে হত্যা করা হয়। নরেশকে সন্ধ্যায় স্থানীয় বাজারে দেখা যায়। এরপর তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। গতকাল তার বাড়ি থেকে কয়েকশ গজ দূরে একটি পুকুরের ধারে নরেশের লাশ পাওয়া গেছে। লাশের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের আগে থেকে এখানকার কয়েকশ' আদিবাসী ও সংখ্যালঘু লোককে বিএনপি সমর্থকরা হুমকি দিয়ে আসছিল নৌকা মার্কায় ভোট না দেয়ার জন্য। নির্বাচনের রাতে মিছিল থেকে মন্দিরে হামলা ও পটকা ফাটানো হয়। আওয়ামী লীগ নেতা ও রাজশাহী-১ আসনের পরাজিত প্রার্থী ওমর ফারুক চৌধুরী অভিযোগ করে জানান, বিএনপি সমর্থকরা নরেশকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তার মতে, এই হত্যাকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হলো সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করা। তিনি বলেন নরেশকে রাজনৈতিক কারণে হত্যা করা হয়েছে।

গোদাগাড়ী উপজেলার মোহনপুর, বাংধারা গ্রামের আদিবাসী ১৯টি পরিবারকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য হুমকি দেয়া হচ্ছে। তারা এই গ্রামে ৭০/৮০ বছর ধরে বসবাস করছেন। ইতোমধ্যে তাদের বাড়ির আঙিনায় ও আশেপাশে আম ও নিম গাছ লাগিয়ে দিয়ে দখলের সূচনা করা হয়েছে বলে আদিবাসীরা অভিযোগ করেছে। আদিবাসীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাদেরকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় তাদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করারও হুমকি দেয়া হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গোদগবাড়ীর দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তি পৃথক দলিলের মাধ্যমে ১৯টি পরিবার যেসব জমিতে বসবাস করছে, তা ১৫ বছরের জন্য সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়েছে। তারাই এখন আদিবাসীদের উচ্ছেদের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে বলে আদিবাসীরা জানায়।

সংবাদ, *১৩ অক্টোবর ২০০১*

(২০২)
সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বিবৃতি
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। অন্যথায় জনাব সাহাবুদ্দীন তার বিবেক ও জাতির কাছে দায়ী থাকবেন বলে সেনগুপ্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

বিবৃতিতে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আরো বলেন, ১ অক্টোবরের নির্বাচনোত্তর প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ চিরাচরিত বাঙালি জাতির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ম্লান করে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে। উন্মত্ত হামলায় হাজার হাজার হিন্দুকে গৃহচ্যুত করা হয়েছে, তাদের সহায় সম্পত্তি লুট ও বিনষ্ট করা হয়েছে, তরুণীদের ধর্ষণ করা হয়েছে, মন্দির ভাংচুর করা হয়েছে।

অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্ট যে, সংখ্যালঘুদের আরেক দফা মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। মহল বিশেষের হামলায় ও উসকানিতে গত প্রায় দুই সপ্তাহে ৩৫ জেলায় ৩৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। নিজ দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছে হাজারো নারী-পুরুষ ও শিশু।

তিনি বলেন, এসব ঘটনা সংবাদপত্রে বর্ণনা সংবলিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। অথচ নিন্দিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিকারের কোন পদক্ষেপ নেয়নি। প্রশাসনের ভূমিকাও

খুবই হতাশাব্যঞ্জক। নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পরও সহিংসতা, বিশেষ করে অসহায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্মম অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে।

প্রথম আলো, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(২০৩)
নোয়াখালীতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ॥ আহত ৩০

নোয়াখালী অফিস থেকে আবুল কালাম ভুঁইয়া ঃ বৃহত্তর নোয়াখালীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বেড়ে চলেছে। এরই মাঝে চরপার্বতী, মুছাপুর, বি-রাহিমুদুরসহ কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ১৫টি বাড়ি লুট করা হয়। ৩টি মন্দির ভাংচুর ও বিগ্রহ নিয়ে যায়। সর্বত্র ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। যুবতীদেরও নিরাপত্তা নেই। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি এডভোকেট চিত্ত বাবু, সাধারণ সম্পাদক স্নেহাংশু ভূষণ পাল (পরান বাবু), উপদেষ্টা আবুল কালাম ভুঁইয়া প্রশাসনের নিকট এগুলো বন্ধ করার দাবি জানান। বৃহত্তর নোয়াখালীর ১৫টি উপজেলায় নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কমপক্ষে ৩০জন আহত হয়েছে।

দৈনিক খবর, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(২০৪)
রাজনগরে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা
রাজাপুরে এক সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা ও লুট ঃ ১ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী

ঝালকাঠি সাংবাদদাতা ঃ মুখোশধারী একদল দুর্বৃত্ত ঝালকাঠি জেলার রাজাপুরের ফুলুহার গ্রামের এক সংখ্যালঘুর বাড়িতে হানা দিয়া ৩ জনকে রামদার পিটুনীতে আহত করে এবং প্রায় ১ লক্ষ টাকার মালামাল নিয়া যায়। খবরে জানা যায়, দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত ১৪/১৫ জনের দুর্বৃত্ত দলটি গত ৭ অক্টোবর উক্ত গ্রামের বৃদ্ধ রাখাল দেউড়ির (৭৫) বাড়িতে ঢুকিয়া গৃহকর্তা, তাহার পুত্রবধূ কানন বালা ও নাতনী কাকলীকে রামদা দিয়া পিটাইয়া আহত করে। পরে দুর্বৃত্তরা পরিবারের লোকদের শুধু পরিধেয় কাপড় বাদে অন্যান্য কাপড় চোপড়, চাউল-ডাল এবং আসবাবপত্র লুণ্ঠন করিয়া একটি নৌকায় করিয়া চলিয়া যায়। যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তরা গৃহকর্তাকে ৭ দিনের মধ্যে ১ লক্ষ টাকা জোগাড় করিয়া রাখিতে বলে। অন্যথায় তাহার পুত্র আওয়ামী লীগ কর্মী কৃষ্ণকান্ত দেউড়িকে খুন করা হইবে বলিয়া হুমকি দেয়। উল্লেখ্য গৃহকর্তার পুত্র বকুল দেউড়ি ও ভ্রাতুস্পুত্র সুকুমার দেউড়ি যথাক্রমে দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক আজকের কাগজের প্রধান কার্যালয়ে কাজ করেন। প্রাণের ভয়ে পরিবারটি এ বিষয়ে থানায় জানায় নাই কিংবা আহতরাও হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যায় নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ অক্টোবর ২০০১

(২০৫)
হিংস্র শ্বাপদের জনপদ ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতন-মাছের ঘেরও লুট

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি, বাগেরহাট থেকে ঃ বাগেরহাটের গ্রামগুলোতে এখন সংখ্যালঘুদের মাছের ঘের লুটের মহোৎসব চলছে। বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডাররা শুধু সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন করেই ক্ষান্ত থাকছে না, লুটে নিচ্ছে তাদের ঘেরের মাছ। অনেক এলাকায় দখল পর্যন্ত করে নিচ্ছে হিন্দুদের মাছের ঘের। নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকায় শত শত মাছের ঘের লুটের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘের লুটের ঘটনা প্রতিদিনই বাড়ছে।

গত চার দিন ধরে সুন্দরবনের কোলঘেঁষা বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে মারধর, ভাংচুর, হুমকি-ধামকির পর সন্ত্রাসীদের সব আক্রোশ গিয়ে পড়েছে সংখ্যালঘুদের মাছের ঘেরের ওপর। যখন-তখন জাল নিয়ে এসে ঘের থেকে মাছ মেরে নিয়ে যাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার থাকছে না। প্রতিদিনই লুট হচ্ছে মাছের ঘের। সরেজমিনে বিভিন্ন এলাকা ঘোরার সময়ও ঘের লুটের ঘটনা দেখা গেছে। গত বৃহস্পতিবার রামপালে ডেভিড ফিলিপ মণ্ডলের ঘের লুটের সময় জনতা হাতেনাতে ৯ সন্ত্রাসীকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে চোখের সামনে ঘের থেকে মাছ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ সংখ্যালঘুরা থানা বা পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ করছে না। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তারা বলছে, অভিযোগের পরিণাম হবে আরও ভয়াবহ। এ কারনেই তারা নীরবে মুখ বুজে সব সহ্য করছে।

বাগেরহাটের রামপাল-মংলা এলাকায় ঘেরের মাছ লুট, ঘের দখল এখন ওপেন সিক্রেট ব্যাপার। মংলার সোনাইনতলা ইউনিয়নে ঘের লুটের জন্যে ৬০ সদস্যের একটি লুটপাট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সদস্যরা দল বেঁধে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ঘের লুট করছে। এই ইউনিয়নের বিএনপির স্থানীয় প্রভাবশালী নেতারা সংখ্যালঘুদের ৯০টি ঘের দখল করে নিয়েছে।

বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রতিদিনই ঘের থেকে জোর করে মাছ ধরে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে। সন্ত্রাসীরা প্রথমে এসে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করছে। চাঁদা না দিলে ঘের থেকে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

বাগেরহাট জেলার রামপাল ও মংলা উপজেলার সিংহভাগ এলাকার বসতবাড়ি বাদে বাকি ভূমিতে নোনাপানির বাগদা চিংড়ির ঘের। আশির দশকের মধ্যভাগে শহরের টাকাওয়ালারা গিয়ে তাদের টাকা ও পেশীশক্তির জোরে অন্যের জমি দখলে নিয়ে চিংড়ি ঘের গড়ে তোলে। জমির মালিক নিজেও বাঁধা দিতে পারেনি। বাধাদানকারীদের হত্যা করা হয়েছে। গুম-নিখোঁজের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কিন্তু জবরদখল কমেনি। নব্বইয়ের দশকের প্রথম ভাগে সেই সময়কার বিএনপি সরকারের আমলেও এই দখলদারিত্ব অব্যাহত ছিল। উপরন্তু, বিএনপি নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কোন কোন এলাকায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'চিংড়ি ঘের কালচারে'একটি পরিবর্তন আসে। বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা একক মালিকানার ঘের ভেঙ্গে যায়। গড়ে ওঠে জমিভিত্তিক নিজ মালিকানার ছোট ছোট ঘের। 'জমি যার ঘের তার'-বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই নীতি বাস্তবায়িত হওয়ায় দরিদ্র চাষী পরিবারগুলো এবং সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মালিকানাধীন জমিগুলো রক্ষা পায়। এলাকার গুম-খুনের পরিস্থিতিও পাল্টে যায়।

কাঠামারী ইউনিয়নের নলবুনিয়া গ্রামের আকুল মাঝি, নিখিল মাঝি, মনোরঞ্জন, জিতেন, সন্তোষ মণ্ডল, জুড়োন, সুধীর, স্বপনের ঘের লুট হয়েছে। পেড়িখালি ইউনিয়নের চিত্তরঞ্জন মণ্ডল তাঁর ছোট চিংড়িঘেরটিতে প্রতিদিনকার মতো রাতে ঘুমিয়েছিলেন। ৩ অক্টোবর গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী তাঁকে আক্রমণ করে মারাত্মক আহত করে। তিনি মারা গেছেন ধরে নিয়ে তাঁকে ফেলে যাওয়া হয়। তাঁর ঘেরের চিংড়ি লুট হয়েছে। বাড়ির অন্যান্য সম্পদও লুট হয়েছে। রামপাল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন পেশায় শিক্ষক এই ব্যক্তি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে চান না। তাঁর কথা,'বাবা প্রাণে বাঁইচে আছি, কথা বইলে ছেলেমেয়েদের হারাব নাকি!' হাসপাতালের বেডের পাশ থেকে তাঁর স্ত্রী বললেন, 'জীবনে বাঁইচে থাকলি সব হবে, নিয়ে যাক ওরা।' মারাত্মক আহতের এ ঘটনায় মামলা হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তাঁদেরকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটও দেয়া হচ্ছে না। অবশ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ অভিযোগ অস্বীকার করল।

বাইনতলা ইউনিয়নের প্রায় শত ভাগ হিন্দুর বাস শোগুনা গ্রামটি জোট কর্মীদের উন্মত্ত তাণ্ডবে দিনরাত সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে। এখানকার প্রতিটি বাড়িতে মিষ্টি পানির গলদা

চিংড়ির ছোট ঘেরও লুট হয়েছে। কুমলাই পালপাড়া, আঞ্জারিয়া হিন্দু পাড়ায় একই ঘটনা ঘটেছে। শোলাকুড়ো আঞ্জারিয়ায় মানস কবিরাজ ঘের লুটের ঘটনা দেখে ফেলার অপরাধে (!) তাঁর বাড়ি লুট হয়েছে। শাসানো হয়েছে এখন থেকে এ রকম ঘটনা ঘটবেই । একই দশা তেলিখালি, নমোডাঙ্গা, রামনগর, বুদ্ধডাঙ্গা, কালিতলা, বাঁশতলী প্রভৃতি গ্রামের।

মংলা উপজেলার বুড়িডাঙ্গা ইউনিয়নের বৈরাগীর খাল এলাকার তাপস, নির্মল রায়ের ঘের লুট হয়েছে। মনসাখালি গ্রামের অবনী হালদারের ঘের লুট হয়েছে। মংলা ইপিজেড এলাকার ৩২ বিঘার একটি ধান ও মাছ চাষের সমন্বিত ঘের লুটে নেয়া হয়েছে। মংলা পৌরসভা এলাকায় মেছের শাহ মৎস্য প্রকল্পের ২০০ বিঘার চিংড়ি ঘেরটিতে কয়েক দফা হামলা চালিয়ে মাছ লুট করা হয়েছে। সোনাইনতলা ইউনিয়নের আমড়াতলা, বকুলতলা, শতভাগ হিন্দু অধ্যুষিত জয় খাঁ ও চাপড়া গ্রামে জোটের উম্মত্ত সমর্থকরা তাদের রাজত্ব কায়েম করেছে। প্রকাশ্যে তারা লুটপাট করছে। ঘেরের মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। নির্বিঘ্নে এ কাজ সম্পন্ন হতে না দিলে বয়স্ক যে সব মানুষ ভিটামাটি আগলে ধরে আছে তাঁদেরকে বেদম পিটুনির শিকার হতে হচ্ছে। জয় খাঁ গ্রামের রবীন মণ্ডলের কাছে এই দুর্বৃত্তরা দলীয় অফিস তৈরির নামে জমি দাবি করেছে। বকুলতলা গ্রামের ৯০টি ঘের দখল করে তাদের মালিকদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। এদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। জয় খাঁ গ্রামের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, লুটপাট ও ঘের দখলের নায়ক ফকির তৈয়েবুর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু বিএনপি নেতারা তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। এর ফলে দ্বিগুন তেজে এই গোষ্ঠিটি তাদের লুটপাট চালাচ্ছে। মিঠেখালি ইউনিয়নের খাসেরডাঙ্গা, সাতপুকুরিয়া, ধনখালি, খড়খড়িয়া গ্রামগুলোতে একই অবস্থা। এখানকার প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু পরিবারের চিংড়ি ঘের লুট হয়েছে। চৌরীডাঙ্গার সুধীর মণ্ডল ও অশ্বিনী মণ্ডলের বাড়িতেও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার খাসের ডাঙ্গার অবনী হালদার, অনিল মণ্ডলের ঘের দখল হয়েছে। এর আগে সাহেবের মেঠ এলাকার বীরেন বাড়ৈ ও তৌফিক শেখের ঘের দখল করা হয়েছে। চিলা ও সুন্দরবন ইউনিয়নের গ্রামগুলোতেও চলছে এই দখল হিড়িক। কচুবুনিয়া, বাজিকরখন্দ, বুড়াবুড়ে, বৈদ্যমারী, সিন্দুরতলা, উলুকাটা, হেতালমারি, ফলাতলা, কেয়াবুনিয়া, প্রভৃতি গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর অসহায় সদস্যরা এই দখল হিড়িক দেখছে। সম্পদ হারিয়ে এখন মানুষগুলো চোখের পানি ফেলছে।

চিত্রা নদীর দু'পারে অবস্থিত যাত্রাপুর, কার্তিকদিয়া, লাউপালা, কোদলা, বাকপুরা, কুলিয়াদাইড়, ভিংশাইপাড়া, চাপারকুল, কোড়ামারা প্রভৃতি গ্রামের অসহায় গরিব জেলেদের জলমহালগুলো দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসী বাহিনী। জেলা বিএনপির এক নেতার কথিত ভাগ্নের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা টাইগারবাহিনী এসব গ্রামে একের পর এক সংখ্যালঘুদের ঘের লুট করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২০৬)
পশ্চিমবঙ্গে জমির দাম বাড়ছে দেড়গুণ
সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে সংখ্যালঘুরা

দীপংকর গৌতম ঃ দেশে নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় আক্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলোর একটি বড়ো অংশ পাড়ি জমিয়েছে সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, এই পরিবারগুলোর অধিকাংশই সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে ওপারে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশত্যাগ করেছে। ফলে, হঠাৎ করেই জমির দাম বেড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। কোথাও কোথাও অল্প ক'দিনের ব্যবধানেই কাঠাপ্রতি জমির মূল্য বেড়েছে প্রায় দেড়গুণ।

জানা গেছে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জনপদগুলোয় নির্বাচনের পরপরই হামলা, নির্যাতন ও ভীতি প্রদর্শন শুরু হলে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা প্রথমদিকে আশপাশের অঞ্চলের আত্মীয়-স্বজনের বাসায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু আশ্রয় স্থলগুলোতেও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হলে শুরু হয় দেশত্যাগের পালা। রাতের আঁধারে পরিবার পরিজন নিয়ে যারা সীমান্ত পাড়ি দিয়েছেন তাদের একটা বড়ো অংশই আর দেশে ফিরতে আগ্রহী নন। জমি-জমা কিংবা বসতভিটে কিনে ওপারে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারা শেষ সম্বল দিয়ে শুরু করেছেন বসত-ভিটের জমি কেনা। ফলে রাতারাতিই জমির দাম বেড়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।

জানা গেছে মধ্যম গ্রাম, বিরাটি, বেহালা, অশোকনগর, নিউ বারাকপুর, সোধপুর, ব্যান্ডেল, হাবড়া ও গোবরডাঙ্গা শহরতলীর যেসব অঞ্চলে কাঠাপ্রতি জমির মূল্য ছিল ৪০ হাজার টাকা তা এখন প্রতি কাঠা ৬০ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। মূল শহরের যেসব অঞ্চলে কাঠা প্রতি মূল্য ছিলো এক লাখ টাকা— ওইসব অঞ্চলে এখন প্রতি কাঠা জমি বিক্রি হচ্ছে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা দরে।

অন্যদিকে কোটালীপাড়াসহ গোপালগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, নির্বাচনের পরবর্তী সহিংসতায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ জেলায় আসা আশ্রয়প্রার্থীদের একটি অংশ ইতিমধ্যেই ভারতে পাড়ি জমিয়েছে। যারা এখনো যাননি তাদেরও একটি অংশ দেশত্যাগে বদ্ধপরিকর।

আজকের কাগজ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২০৭)
নির্বাচনী সহিংসতা ॥ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের পূজা হবে ম্লান নিরানন্দ পরিবেশে

সাজেদ রহমান, যশোর অফিস ঃ নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, বাড়িঘর লুটপাট অব্যাহত থাকায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে পূজার আয়োজন মাঝপথে থেমে গেছে। অনেক সংখ্যালঘু পরিবার এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়ায় গ্রাম খাঁ খাঁ করছে। এমনকি নতুন প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনাও ঘটেছে অনেক গ্রামে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের আশ্বস্ত করা হলেও সংখ্যালঘুরা নিজেদের নিরাপদ বোধ করছে না। বিভিন্ন জেলায় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, যশোরে কেশবপুর, মনিরামপুর, অভয়নগর, সাতক্ষীরার শ্যামনগর, আশাশুনি, বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ, শরনখোলা, কচুয়া, নড়াইলের লোহাগড়া, কালিয়া, মাগুরার শালিখা, শ্রীপুর, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ, কুষ্টিয়ার দৌলতপুরসহ খুলনা বিভাগের সবখানে সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসীরা লুটপাট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও হামলা চালিয়েছে। এখনও অনেক স্থানে হামলা অব্যাহত রয়েছে। তাই এসব এলাকার অনেক গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। অনেকে চলে গেছে ভারতে। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে তিল্লা গ্রামের অধিকাংশ সংখ্যালঘু পরিবার এখন গ্রামছাড়া। সন্ত্রাসীরা উপজেলার কয়েকটি ঋষিপাড়ার নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। ফলে ঐ ঋষিপাড়াগুলো এখন মানুষশূন্য। মাগুরার শ্রীপুরের নহাটার পালপাড়ার তিন যুবতীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে সন্ত্রাসীরা ধর্ষণ করে মঙ্গলবার রাতে। ঐ গ্রামের মানুষেরা এখন আসন্ন পূজার আনন্দ ভুলে গেছে। তারা এখন চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। কালীগঞ্জের অনেক পরিবার এখন যশোর শহরে আশ্রয় নিয়েছে। যশোরের কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, অনেক জায়গায় এখনও প্রতিমা তৈরি করা হয়নি অথচ আর দেড় সপ্তাহ পরেই শুরু হবে তাদের শারদীয় দুর্গোৎসব। যশোরের মনিরামপুরের পলাশী গ্রামে সন্ত্রাসীরা প্রতিমা ভেঙ্গে দিয়েছে। ফলে ঐ

গ্রামে মানুষের মাঝে এখন শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অনেক গ্রামে হামলার সময় সন্ত্রাসীরা বলেছে ভারতে গিয়ে পূজা কর, এখানে করতে পারবি না।

এসব কারণে সংখ্যালঘু গ্রামে পূজার আনন্দ উঠে গেছে। অনেক স্থানে পূজা হবে না বলেও জানা গেছে। শুক্রবার যশোর জেলা পূজা উৎযাপন পরিষদের নেতারা শহরের বেজপাড়ার পূজা মণ্ডপে এক জরুরী সভায় বসেন। এই বৈঠকে আগামী ২২ অক্টোবর থেকে দুর্গোৎসব উদযাপনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তাদের অধিকাংশই বলেন, এবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পূজার আনন্দ নেই। নির্বাচনের পর বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার কারণে পূজার আনন্দ তাদের দুঃখে পরিণত হয়েছে। কয়েকজন বক্তা পূজা বর্জনের কথা বললেও অধিকাংশ বক্তাই দূর্গোৎসবে সকল ধরনের আড়ম্বরতা বর্জন এবং প্রতিবাদী কর্মসূচী গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২০৮)
আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এখন নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের আশ্রয় শিবির
প্রাণভয়ে ঢাকায় ছুটে আসছে সংখ্যালঘুরা ॥ সংখ্যালঘু তরুণীদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেই চলছে ॥ বিএনপি ও জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসীদের দায়ী করছেন নির্যাতিতরা

আবদুল্লাহ আল মামুন ঃ সারা দেশের বিএনপি ও চারদলের সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত হাজার হাজার সংখ্যালঘু প্রাণভয়ে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে। নির্বাচনের পর এ ধরনের আতঙ্কিত কয়েক হাজার মানুষ বর্তমানে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে গতকাল থেকে আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গতকাল প্রথম দিনেই এই আশ্রয় কেন্দ্রে প্রায় তিন শতাধিক নারী-পুরুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সেখানে তাদের খাওয়া-দাওয়া ও রাত যাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, এধরনের পরিস্থিতির শিকার আরো প্রায় কয়েক হাজার নারী-পুরুষ ঢাকার বিভিন্ন বস্তি, রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল ও আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মূলত নির্বাচনের রাত থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা শুরু হয়েছে। বিএনপি ও জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বলে তারা অভিযোগ করেছে। সন্ত্রাসীরা নৌকায় ভোট দেওয়ার অপরাধে একদিকে যেমন মারধোর করে আহত করেছে, তেমনি ভাংচুর ও লুটপাটও হচ্ছে সর্বত্র। কোথাও কোথাও সংখ্যালঘু পরিবারের তরুণী ও যুবতী মেয়েদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এদের দু'একজনকে ফেরত দেয়া হলেও অধিকাংশ নির্যাতিত মেয়েদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

গতকাল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করে সারাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর পরিচালিত সন্ত্রাসী ও বর্বর হামলার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মুন্সিগঞ্জের শ্রীপুর থানার ঋষিপাড়া থেকে পালিয়ে এসেছে ফালানী দাস (৫০), জোসনা রাণী (৩৫), পুষ্প (৩০), পিয়া দাসী (৪৫) এবং ভাসানী রাণী (২৮)। তারা সকলেই স্বল্প আয়ের পরিবারের গৃহিনী। সংখ্যালঘু হওয়ার অপরাধে নির্বাচনের পরের দিন থেকেই একেক সময়ে একেকভাবে তাদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয়েছে।

আজকের কাগজ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২০৯)
রাজবাড়ী বাজারে তিন হিন্দু ঃ ব্যবসায়ীর দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি

রাজবাড়ী থেকে ফজলুল হক ঃ গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাজবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির অদূরে রাজবাড়ী বাজারের ৩হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, ৮/১০ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত দল রাত আড়াইটার দিকে রাজবাড়ী শহরের চাল ও পান বাজারে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে কর্তব্যরত নৈশ প্রহরী আজিজ ও জহিরের হাত-পা বেঁধে রেখে ডাকাতি শুরু করে। ডাকাত দল পর্যায়ক্রমে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পরিমল সাহা, সুকুমার সাহা ও স্বপন সাহার দোকানের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে তিনটি দোকান থেকে বেশকিছু মালামাল ও টাকা সহ প্রায় ২ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে পালিয়ে যায়। অভিযোগ রয়েছে, রাজবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ২শ' গজ দূরে এ ডাকাতি সংঘটিত হলেও পুলিশ রহস্যজনক কারণে কোন ভূমিকা পালন করেনি।

এমনকি বাজারে প্রতিদিন পুলিশী টহল থাকলেও বৃহস্পতিবার রাতে বাজারে পুলিশী প্রহরা লক্ষ্য করা যায়নি। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে। পুলিশ বাজারের তিন নৈশ প্রহরী আজিজ, জহির ও খালেককে গ্রেফতার করেছে। এব্যাপারে রাজবাড়ী থানায় ডাকাতির পরিবর্তে চুরির মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

দৈনিক খবর, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২১০)
সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করুন ॥ ইউরোপীয় কমিশন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ ইউরোপীয় কমিশন বাংলাদেশের নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, সহায়সম্পত্তি লুট ও দখলের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এসব ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি ও কয়েকটি এনজিওর সাক্ষ্য প্রমাণসহ দেয়া তথ্য এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট ছাড়াও ইউরোপীয় কমিশন নিজস্ব উদ্যোগে রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর এ ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতন ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইউরোপীয় কমিশনের রাষ্ট্রদূত এনটোনিও ডি সুজা নতুন সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। সংখ্যালঘুদের ওপর কোন ধরনের নির্যাতন বা প্রতিশোধমূলক আক্রমণ থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরত রাখার জন্য তিনি বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরও অনুরোধ করেছেন। ইউরোপীয় কমিশন সংখ্যালঘুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের ঘটনাবলী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দীর্ঘ মেয়াদী নির্বাচন পর্যবেক্ষক টিম প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের দিন পর্যন্ত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট গত ১১ অক্টোবর প্রধান নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাথমিক রিপোর্ট। নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ভোটের দিন সঠিক সময়ে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে কিনা, ভোট গ্রহনের আগে পোলিং এজেন্টদের সামনে ভালভাবে ব্যালট বাক্স দেখানো হয়েছে কিনা, নির্বাচনের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন কিনা, কাউকে জোরপূর্বক ভোট দানে বাধা দেয়া হয়েছে কিনা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট ঠিকমতো উপস্থিত ছিল কিনা, নির্বাচনের দিন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন ছিল এবং ভোট গণনা সঠিকভাবে হয়েছে কিনা-এসব বিষয় প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিষয়ে হাঁ-না প্রশ্নের আকারে পর্যবেক্ষক দল ৩০টি জেলার পাঁচ শ' ভোটকেন্দ্র

পরিদর্শনকালে ভোটারদের উত্তরের ভিত্তিতে এই প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করেছে। প্রাথমিক রিপোর্টে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল সিইসির কাছে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিতে গিয়ে নির্বাচনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলাপকালে সংখ্যালঘুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ ও নির্যাতন ছাড়াও নির্বাচনের আগে প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে বলে উল্লেখ করে। তবে বিষয়টি তাদের প্রাথমিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ রিপোর্টের অংশ নয় বলে তারা এটাকে কমিশনের বক্তব্য না বলে পর্যবেক্ষক দলের অভিমত হিসাবে উল্লেখ করে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষক টিমের চূড়ান্ত রিপোর্টে নির্বাচনপরবর্তী ঘটনাবলীর তথ্য থাকবে। চূড়ান্ত রিপোর্টের কাজ শেষ হওয়ার পথে। চূড়ান্ত রিপোর্টটি তারা নির্বাচন কমিশনে জমা দেবে।

সংখ্যালঘুদের হত্যা ও বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম,এ সাঈদের বক্তব্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সিইসি বলেছেন, সংখ্যালঘুদের হত্যা-নির্যাতন করা হচ্ছে বলে ঢালাওভাবে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সর্বাংশে সঠিক নয়। তবে এধরনের যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। নতুন সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ নিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তার এ বক্তব্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এদিকে বাংলাদেশ পুজা উদযাপন পরিষদ সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ সত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান ও কয়েকজন উপদেষ্টা এবং সিইসি যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে বরং স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করে বক্তব্য দেয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২১১)
বান্দরবান খ্রিস্টান পল্লী ছাত্রী নিবাসে ডাকাতি হামলায় আহত ১২

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ বান্দরবান খ্রিস্টান মিশনারিদের পরিচালিত ফাতেমা রানী খ্রিস্টান পল্লী ছাত্রী নিবাস ও সিস্টার ভবনে শুক্রবার গভীর রাতে সশস্ত্র ডাকাত দলের হামলায় দুইজন নৈশপ্রহরী গুলিবিদ্ধসহ ১২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে নয়জনই দশম শ্রেণীর ছাত্রী। ডাকাতরা সিস্টার ও ছাত্রীদের টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালঙ্কার লুটপাট এবং ছাত্রীদের নির্বিচারে মারধর করেছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। জানা যায় বান্দরবান শহরের পূর্বপার্শ্বে ডনবসকো বিদ্যালয় সংলগ্ন ফাতেমা রাণী খ্রিস্টান পল্লীর অরণ্যঘেরা ছাত্রী নিবাস ও তত্ত্বাবধায়ক সিস্টারদের ভবনে রাত ১টার দিকে সশস্ত্র ডাকাতরা হামলা চালায়। সিস্টার সুধা ও সিস্টার পুষ্প জানান, কালাঘাটার দিক থেকে আসা ১০-১২ জনের সশস্ত্র ডাকাতদলটি দরজা ভেঙ্গে সিস্টার ভবনে ঢুকে পড়ে। নৈশ প্রহরীরা বাধা দিলে ডাকাতরা তাদের গুলি করে। এ সময় নৈশপ্রহরী আন্তনী ত্রিপুরা, জেয়াং প্রু মারমা গুলিবিদ্ধ হন। অপর নৈশ প্রহরী রোমিও ত্রিপুরাকেও ডাকাতরা প্রচণ্ড মারধর করে আহত করে। ডাকাতরা সিস্টারদের মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে আলমারি ও বাক্সের চাবি নিয়ে লুটপাট চালায়। তবে তারা নগদ টাকা ও সোনা রূপার অলংকার ছাড়া অন্য কোন মালামাল নিয়ে যায়নি। সিস্টার ভবনে নির্বিঘ্নে লুটপাট শেষ করে সন্ত্রাসীরা ছাত্রী নিবাসে হানা দেয়। ছাত্রী নিবাসে আদিবাসী ছাত্রীরা থাকে। দশম শ্রেণীর ছাত্রী সিসিলিয়া জানায়, সন্ত্রাসীরা দরজা-জানালা ভেঙ্গে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের ঘরে ঢুকে তাদের নির্বিচারে লাঞ্ছিত করে এবং গলার চেইন ও হাতের চুড়ি ছিনিয়ে নেয়। এ সময় ছাত্রীরা চিৎকার করতে থাকলে ডাকাতরা তাদের বেদম প্রহার করতে থাকে। ডাকাতদের প্রহারে শেফালি ত্রিপুরা, সুমতি, মাইনেরুং, কুসুমবালা তঞ্চঙ্গা, মারিয়া, জাহতরুং, রুইস্তিমা ও ব্রিজিতা ত্রিপুরা

আহত হয়েছেন। এর মধ্যে শেফালী ত্রিপুরাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় বান্দরবান সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ দুই জন নৈশ প্রহরীর শরীর থেকেও অস্ত্রোপাচার করে গুলি অপসারণ করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২১২)
আতঙ্কিত হয়ে দেশত্যাগ! সাতক্ষীরা সীমান্তে নারী শিশুসহ ৯৯ সংখ্যালঘু বিডিআরের হাতে আটক

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টার সময় গতকাল শনিবার বিডিআর সদস্যরা সাতক্ষীরার ভোমরা ও কলারোয়ার ভাদিয়ালি সীমান্তে ৮২ জনের একটি দলসহ মোট ৯৯ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাংলাদেশী নারী-পুরুষ ও শিশুকে আটক করেছে। দেশে নির্বাচনোত্তর সহিংস পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে দেশ ত্যাগ করছিলেন বলে আটককৃতদের মধ্যে রামপাল বাগেরহাটের শ্যামলী লাল মোহন, লক্ষ্মীরাণী জানিয়েছেন। তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ চিকিৎসার জন্যে ভারত যাচ্ছিলেন বলে জানান, এ সময় আবদুল হামিদ নামের অবৈধভাবে মানুষ পাচারকারী দলের এক দালালকেও বিডিআর আটক করে। প্রত্যক্ষদর্শী ও বিডিআর কর্তৃপক্ষ জানায় ৬৩ জন মহিলা দুই শিশু ও ৩৪ পুরুষের পৃথক দুটি দল অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রীবাহী বাসে ভোমরা আসে। সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতিকালে বিডিআর সদস্যরা তাদের আটক করে। এ সময় বিডিআর সাতক্ষীরা সদরের আলীপুর গ্রামের অবৈধভাবে মানুষ পারাপারকারী আবদুল হামিদকে একটি হিরো হোণ্ডা মোটর সাইকেলসহ গ্রেফতার করে।

প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২১৩)
মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর
সংখ্যালঘু হত্যা ধর্ষণ ॥ সংগ্রাম পরিষদ গঠনের আহ্বান

মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের চেয়ারম্যান মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব ক্যাপ্টেন (অবঃ) শচীন কর্মকার এক যুক্ত বিবৃতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক হানাহানি, নির্বাচনের পরেও সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি লুটপাট, ধর্ষণ ও নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে একই পন্থায় বর্বরতা ও লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত করা হচ্ছে। অথচ দেশের পুলিশ বাহিনী এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এসব পৈশাচিক কর্মকাণ্ড ও উল্লাসে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে মাত্র। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে মানবতা লাঞ্ছিত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলার মুক্তিকামী মানুষ তা সত্ত্বেও যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় দলমত নির্বিশেষে সকল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন দেশপ্রেমিক জনতাকে হায়েনাদের এ হিংস্র ছোবলের বিরুদ্ধে ইস্পাতদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তারা সকল থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৯৭১-এর ন্যায় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রাথমিক আহ্বান জানিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২১৪)
চট্টগ্রামের ১৪০ জন আইনজীবীর বিবৃতি
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের নিন্দা ঃ মাগুরায় ৩ ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় উদ্বেগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গত ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী লুটপাট, হামলা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, মারধর, সম্পত্তি দখল প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অমানবিক নির্যাতন চলছে বলে উল্লেখ করে চট্টগ্রামের ১৪০ জন আইনজীবী তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, এসব ঘটনায় মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধ পদদলিত হয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় প্রশাসনের নাকের ডগায় এতসব জঘন্য ঘটনা ঘটতে থাকলেও প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পরও তা অব্যাহত রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, এসব নারকীয় ঘটনার জন্য ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। তারা এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গণতদন্ত কমিটি গঠন করে নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। বিবেকবান সকল মানুষকে দলমত নির্বিশেষে এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তারা আহ্বান জানান।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাডভোকেট এ কে এম এমদাদুল ইসলাম, এস এম সামসুল ইসলাম, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল ইসলাম, মোঃ খোরশেদ আলম চৌধুরী, আবু মোঃ হাশেম, এ কে এম সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ সালেহ উদ্দিন, হায়দার সিদ্দিকী, ইফতেখার সাইফুল চৌধুরী, খালেক নেওয়াজ, এডভোকেট মোঃ আবু হানিফ প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় পূজা পরিষদঃ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি এডভোকেট সুভাষ চন্দ্র লালা ও সাধারণ সম্পাদক শ্যামল পালিত এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর জুলুম, নির্যাতন, লুটপাট, হামলা, হুমকি ও অগ্নিসংযোগসহ জঘন্য ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তর ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা অত্যাসন্ন । এ অবস্থায় এসবের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে হিন্দু সম্প্রদায় পূজা উদ্‌যাপনের মতো কোন পরিবেশ পাবে নাঃ হিন্দুরা চরম আতঙ্কে ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অবিলম্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি দাবি জানান।

মাগুরায় ৩ ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় উদ্বেগ ঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মাগুরার শ্রীপুর থানায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩ ছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে পরিষদ এ বিষয়ে মামলা দায়ের ও অপরাধীদের গ্রেফতার করে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নারীর প্রতি অত্যাচারের ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এদিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফায়জুল্লা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা এবং সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য অসাম্প্রদায়িক দল, শক্তি ও ব্যক্তির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে তারা বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার, বাড়িঘর লুটপাট, শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা এবং নারী নির্যাতনের পাশবিক ঘটনা ঘটেই চলেছে। কোন কোন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

তারা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসব ঘটনা দেখেও না দেখার ভান করেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এদেশে আগেও হয়েছে—প্রধান নির্বাচন কমিশনার একথা বলে ঘটনাকে আড়াল করতে চেয়েছেন। নবনির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুষ্ঠভাবে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছেন। তারা বলেন, আমরা সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের সুষ্ঠ বিচার চাই, মানবতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের হোতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা চাই। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২১৫)
হিন্দু সম্প্রদায় এবার দুর্গাপূজায় উৎসব করবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ সারাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে এবার শারদীয় দুর্গোৎসবে কোন আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে না সর্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটি। গত ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোট জয়লাভ করার পর থেকে সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্যাতন। তাদের বাড়িঘরে আগুন দেয়া, জমি দখল করে নেয়া থেকে শুরু করে হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীদের নির্বিচারে ধর্ষণ করা হচ্ছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমান, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদসহ বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর কাছে এই নির্যাতনের প্রতিকার চেয়েও কোন ফল পায়নি। উল্টো লতিফুর রহমান, বেগম জিয়া, বিএনপির মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়া, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন বলেছেন, এটা একটি মহলের উদ্দেশ্যমূলক ষড়যন্ত্র। এটা কিছু পত্রপত্রিকায় অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে।

অথচ প্রকৃত চিত্র হচ্ছে যা ঘটেছে তার শতভাগের এক ভাগও প্রকাশিত হচ্ছে না পত্রপত্রিকায়। এই পরিস্থিতিতে শঙ্কিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা এবারের পূজায় কোন উৎসব করবেনা। এবারের শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু হবে ২২ অক্টোবর থেকে।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২১৬)
চট্টগ্রামে ঐক্য পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত
সংখ্যালঘু বাড়িঘরে হামলা লুটপাটের ক্ষতিপূরণ আদায়ে মামলার প্রস্তুতি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গতকাল শনিবার চট্টগ্রামের জে. এম সেন হল মিলনায়তনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তিন জেলা কমিটির বর্ধিত সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট, নারী ধর্ষণ ও হত্যা-নির্যাতন অব্যাহত থাকায় গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনসহ মাঠের আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক থানা সদরে স্মারকলিপি পেশ ও ১৬ অক্টোবর মঙ্গলবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে মানববন্ধনের কর্মসুচি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রবীণ বিপ্লবী ও সাবেক আইন পরিষদ সদস্য বিনোদ বিহারী চৌধুরীর সভাপতিত্বে

প্রায় ৫শ বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ১০ ঘন্টা (সকাল ৯টা থেকে সন্ধা ৭টা) স্থায়ী এই বর্ধিত সভায় দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস-নির্যাতন প্রশ্নে বিদায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণে সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ গোষ্ঠির তাণ্ডব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ এনে ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ আদায়কল্পে মামলাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় এই উদ্দেশ্যে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকার সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বর্ণনা তুলে ধরা হয় গতকালের বর্ধিত সভায়। সভায় আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ রাজনৈতিক শক্তির প্রতারণাপূর্ণ কার্যক্রমে ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় যে, প্রধান রাজনৈতিক শক্তিসমূহ চাকরি, নিয়োগ, শিক্ষাক্ষেত্রসহ রাষ্ট্রীয় ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনসংখ্যা অনুপাতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কোটা সংরক্ষণের ব্যাপারে কার্যকর অর্থবহ পদক্ষেপ না নিলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প পথ থাকবে না। সভায় দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস প্রশ্নে নতুন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক বিবিসিকে দেয়া বক্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যায়িত করে বলা হয় যে, নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকারান্তরে দেশব্যাপী সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির কার্যক্রমকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন। অথচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই কার্যক্রম ও বক্তব্য নয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সৌদি আরবে যাওয়ার আগে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন । সভায় নতুন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সভায় সংখ্যালঘু আসন সংরক্ষণ বিলের সাম্প্রতিক উদ্যোগের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের জন্য ৬০ আসন সংরক্ষণের দাবি জানানো হয়।

সভায় ডক্টর অনুপম সেন, অ্যাডভোকেট সুভাষ লালা, রানা দাশগুপ্ত অ্যাডভোকেট, পূর্ণেন্দু বিকাশ চৌধুরী, প্রবীণ সাংবাদিক সাধন ধর, ইঞ্জিনিয়ার পরিমল চৌধুরী, স্বম্ভু প্রসাদ বিশ্বাসসহ ৯৭ জন বক্তা বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে গিয়ে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার যে কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানান।

সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২১৭)
রমনায় ভোলা থেকে আসা শতাধিক সংখ্যালঘুর নির্যাতন বর্ণনা

ভোলার বিভিন্ন উপজেলার নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় শতাধিক সদস্য এক সভায় শুক্রবার রমনা পার্কে মিলিত হয়ে তাদের নির্যাতনের বর্ণনা করেন।

তারা লালমোহন, তজুমুদ্দিন, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন , দৌলতখান ও ভোলা থানার বিভিন্ন ইউনিয়নের সংখ্যালঘুদের ওপর ধর্ষণ, লুটপাট, বাড়িঘর পোড়ানোসহ বিভিন্নভাবে নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা দেন । তারা বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্নস্থানে পালিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন বলে উল্লেখ করেন। সভায় বিভিন্ন বক্তা তাদের বক্তব্যে বর্তমান সরকার এবং ভোলা থেকে নির্বাচিত সাংসদদের প্রতি আকুল আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা আশা করি, তারা অনতিবিলম্বে ভোলা জেলার বিভিন্ন থানার সংখ্যালঘুদের ওপর মহলবিশেষের নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করে পালিয়ে বেড়ানো শত শত সংখ্যালঘুর স্ব-স্ব বাড়িঘরে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দেবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পবিত্র ওমরা হজ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাসহ দুর্গাপূজা উদ্যাপনের আশ্বাস যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে বলে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন।

সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২১৮)
জয়পুরহাটে মন্দির ভাংচুর

জয়পুরহাট থেকে আমিনুল হক বাবুল ঃ জয়পুর হাটে নির্বাচনোত্তর সহিংস ঘটনায় দুর্বৃত্তরা সদর থানার দোআনি ঘাটের (পাথুরিয়া) মন্দিরে দুর্গাপ্রতিমাসহ অন্যান্য মূর্তি ভাংচুর করেছে। কারা ভেঙ্গেছে তা জানা যায়নি। সদর উপজেলার দোআনি পাথুরিয়া গ্রামের মন্দিরে গত মঙ্গলবার রাতে দুষ্কৃতকারীদের ভাঙ্গা দুর্গাসহ অন্যান্য মূর্তি এখনও একই অবস্থায় রয়েছে। নতুন মূর্তি নির্মাণ করা হয়নি। তেমন কোন উদ্যোগও গত শুক্রবার পর্যন্ত দেখা যায়নি।

সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২১৯)
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন—১১দল

কেন্দ্রীয় ১১ দলের পরিচালনা পরিষদের সভায় অবনতিশীল সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অবিলম্বে তা নিরসন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্যও সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কাছে দাবি জানানো হয়।

গতকাল শনিবার গণফোরামের সাধারন সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিকের সভাপতিত্বে ১১ দলের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর হামলা-নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘুরা নিজ ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের কেউ কেউ দেশত্যাগও করছে। সামনে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান দুর্গাপূজা পালনের ব্যাপারে তারা নিরাপদ বোধ করছে না। জাতীয় পূজা উদযাপন পরিষদ ইতোমধ্যেই পূজা অনুষ্ঠানে আড়ম্বর বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ক্ষুন্ন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্পর্কের মধ্যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করবে। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, ১ অক্টোবরের নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি এসব ঘটনার দায় দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর রেখেছিল; কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণ করার পরও তারা এ বিষয়ে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উপরন্তু অতীতের মতোই বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর এসব হামলার খবরকে অতিরঞ্জিত এবং একটি দল ও সম্প্রদায়ের প্রচার বলে অভিহিত করছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্য কেবল সত্যের অপলাপই নয়, তার এ বক্তব্যের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা আরও বাড়বে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য রক্ষায় এ সব সাম্প্রদায়িক হীন তৎপরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তাবে আহ্বান জানানো হয়।

১১ দলের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাশেদ খান মেনন, বিমল বিশ্বাস, মঞ্জুরুল আহসান খান, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, নির্মল সেন, আজিজুল ইসলাম খান, দিলীপ বড়ুয়া, ফজলুল

হক রিপন, তোফাজ্জল হোসেন, মোর্শেদ আলি, আবু হামেদ সাহাবুদ্দিন, বজলুর রশীদ ফিরোজ, মোস্তফা আহমদ ও হাজী আবদুস সামাদ।

সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২২০)
ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে সংখ্যালঘুরা
সাতক্ষীরা সীমান্ত থেকে ১৪৭ জন আটক

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে আতঙ্কিত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। গত দু'দিনে সাতক্ষীরার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে নারী শিশু সহ ১৪৭ জনকে বিডিআর আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

শনিবার সাতক্ষীরার কলারোয়া সীমান্ত এলাকা থেকে বিডিআর ২৯টি শিশু, ২৫ জন মহিলা ও ২৮জন পুরুষসহ ৮২ জনকে আটক করেছে। এদের বাড়ি বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন এলাকায়। এদিন বিকেলে সদর উপজেলার ভোমরার লক্ষীদাড়ি সীমান্ত দিয়ে স্থানীয় ১২ জনকে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় বিডিআর আটক করে। এদের মধ্যে ১টি শিশু, ৪জন মহিলা ও ৭ জন পুরুষ রয়েছে। এছাড়া শুক্রবার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে নারী শিশুসহ বিডিআর আরও ৫৩ জনকে আটক করেছে। আটককৃতদের নামে সংশ্লিষ্ট থানায় পাসপোর্ট আইনে পৃথক মামলা হয়েছে।

একটি সূত্র জানায়, সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনে আতঙ্কিত হয়ে এরা ভারতে যাচ্ছিল। তবে থানায় আটক এদেরই কয়েকজন এ প্রতিনিধিকে জানায়, তারা ভারতে বেড়াতে বা চিকিৎসা করতে যাচ্ছে। তাদের চেহারায় আতঙ্কের ছাপ ছিল।

সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২২১)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সারাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, হত্যা, লুটপাটের ঘটনায় প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। গতকাল শনিবারও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এসব ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি এবং সরকারের প্রতি এসব অত্যাচার নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, একটি চিহ্নিত মহলের উদ্দেশ্যমূলক সন্ত্রাস ও নিপীড়নের কারণে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি এবং গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে বিধায় সকল শান্তিপ্রিয় ও গণতন্ত্রমনা মানুষ এতে ভীষণভাবে শঙ্কিত। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রসহ সর্বত্র চলছে দখল ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক ঘৃণ্য তৎপরতা। এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীও পালন করছে রহস্যজনক নীরব দর্শকের ভূমিকা।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি অজয় রায় ও সাধারণ সম্পাদক ড. হায়াৎ মামুদ গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, নির্বাচনের আগে থেকে বিশেষ করে নির্বাচনের পর দেশব্যাপী সংখ্যালঘু জনগণের ওপর সারাদেশে যে বেপরোয়া হামলা, লুটপাট ও ধর্ষণ প্রতিদিন ঘটে চলছে, তাতে দেশবাসীর সাথে আমরা হতবাক ও প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ। নির্বাচনের পর প্রায় দুই সপ্তাহ চলে গেছে; কিন্তু এ বর্বরতা না কমে বরং বাড়ছে। দেশে কোন সরকার আছে বলে মনে হয় না। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে যারা সরকার গঠন করেছেন তারা নিজেদের মাস্তান ও দুষ্কৃতকারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না।

বিবৃতিতে তারা সরকারের কাছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার দাবি জানিয়ে দেশবাসীর প্রতি প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সারা যাকের ও সেক্রেটারি জেনারেল লিয়াকত আলী লাকী গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, এ ধরনের ঘটনা জাতি হিসেবে আমাদের খাটো করেছে। বিশ্বের দরবারে বাঙালি ও বাংলাদেশকে হেয়প্রতিপন্ন করেছে। অবিলম্বে এসব হামলা বন্ধের জন্য তারা দাবি জানান। এছাড়া বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, জাতীয় হিন্দু পরিষদ, মাইনরিটি রাইটস কমিশন বাংলাদেশ এসব ঘটনার প্রতিবাদ জনিয়েছে।

সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২২২)
বাড়িঘর লুট ॥ নারী নির্যাতন ॥ মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়ার পাঁয়তারা
সংখ্যালঘুদের ওপর তাণ্ডব চলছেই ॥ পুলিশ নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস ও সহিংসতার শিকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে লুটপাট অব্যাহত রয়েছে। দেশের ৩৫টি জেলার কমবেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা নির্যাতনের শিকার হয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি অভিযোগ করেছেন, নিজ দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ-শিশুরা। মহল বিশেষের উস্কানি ও হামলায় গত প্রায় দু' সপ্তাহে ৩৫ জেলায় ৩৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। হিন্দুদের গৃহচ্যুত, সহায়সম্পত্তি লুট, তরুণীদের ধর্ষণ, মন্দির ভাংচুরের উল্লেখ করে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, সংখ্যালঘুদের আরেকদফা মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। এদিকে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা মহা ধুমধামের পরিবর্তে অনাড়ম্বরভাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নির্বাচনের আগে ও পরে ব্যাপকহারে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা ও ধর্ষণের প্রতিবাদে পূজা উদযাপন পরিষদ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এদিকে বিভিন্ন এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে মুক্তকণ্ঠের জেলা-উপজেলা পর্যায়ের সংবাদদাতারা জানান, বিভিন্ন উপজেলার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় আদৌ দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান পালন করা সম্ভব হবে কিনা এ নিয়ে সংশয় ও সন্দেহ বাড়ছে। অনেক সংবাদদাতা এ ধরনের স্পর্শকাতর সংবাদ পাঠাতে সাহস পাচ্ছেন না। চট্টগ্রাম, ভোলা, নরসিংদি, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, বাগেরহাট, খুলনা, নোয়াখালী, ফেনী, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, শরিয়তপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবারের ওপর নজিরবিহীন নির্যাতন এখনও চলছে। দেশের কিছু কিছু উপজেলা এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর '৭১ এর মত নৃশংস তাণ্ডব চলছে বলে অভিযোগের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

চট্টগ্রামের সন্দীপে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও লুটপাট চলছে। প্রকাশ্যে বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডার সন্ত্রাসীরা লুটপাট চালাচ্ছে। সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের

পরিবারের প্রধানের কাছ থেকে বন্ড নিয়ে তাদের দেশ ছাড়া করা হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা বিএনপি নেতাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে সংখ্যালঘুদের গবাদিপশু ও ফসল জোর করে নিয়ে যাচ্ছে।

বাগেরহাটের রামপালের বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘু মেয়েদের গণহারে ধর্ষণ-নির্যাতন চলছে। সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সন্ত্রাসীরা শাসাচ্ছে, পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হলেই জবাই করে হত্যা করা হবে। নরপশুদের ধর্ষণের ভয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের মহিলারা এলাকা ছেড়ে দিয়েছে। কোন কোন হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম খাঁ খাঁ করছে। নারকীয় হামলায় ক্ষত-বিক্ষত সংখ্যালঘু পরিবারে চলছে বোবা কান্না। নিষ্ঠুর ও বর্বর হামলা চলছে মংলা, মোড়েলগঞ্জ, শরণখোলা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায়।

বরিশালের গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুরসহ বিভিন্ন উপজেলা থেকে পালিয়ে বরিশালে আশ্রয় গ্রহণকারী গৃহচ্যুত হিন্দু সংখ্যালঘুরা অসহায় দিন কাটাচ্ছে। বরিশাল ও গোপালগঞ্জ প্রশাসনের অবশেষে টনক নড়েছে। আগে তারা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। এখন জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের ওপর গৃহচ্যুত সংখ্যালঘুরা আস্থা রাখতে পারছে না। একারণে তারা বাড়িঘরে ফিরে যেতে রাজি নয়। এদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর হামলা নির্যাতন, বাড়িঘরে হামলা লুটপাটের বিরুদ্ধে গতকাল পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অভিযোগ পাওয়া গেছে, অনেক এলাকায় পুলিশ প্রশাসন এ ধরনের জঘন্য অপরাধে বিএনপির লোকজন জড়িত থাকায় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে। স্থানীয় বিএনপি নেতারা নাখোশ হন এ ভয়ে থানা পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে এ ধারণায় যে, সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটাররা আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২২৩)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন —ঢাবি শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদ ও সাধারণ সম্পাদক শরীফউল্লাহ ভূঁইয়া শনিবার এক বিবৃতিতে নির্বাচনোত্তর সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, একটি চিহ্নিত মহলের উদ্দেশ্যমূলক সন্ত্রাস ও নিপীড়নের কারণে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি এবং দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে বিধায় সকল শান্তিপ্রিয় ও গণতন্ত্রমনা মানুষ এতে ভীষণভাবে শংকিত। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা বাণিজ্যকেন্দ্রসহ সর্বত্র চলছে দখল ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক ঘৃণ্য তৎপরতা। এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও পালন করছে রহস্যজনক নীরব দর্শকের ভূমিকা। নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে অবিলম্বে এ পরিস্থিতি থেকে দেশকে পরিত্রাণ দেবার উদ্দেশে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আহ্বান জানান।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২২৪)
সিরাজগঞ্জের অধিকাংশ মন্দিরে এ বছর দুর্গাপূজা হবে না

শাহ্জাদপুর থেকে সংবাদদাতা ঃ সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, নির্যাতন, বাড়িঘর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে অধিকাংশ মন্দিরে এবারে 'শারদীয় দূর্গোৎসব' পালিত হচ্ছে না।

জানা গেছে, উপজেলার খুকনি, গালা, সোনাতলী, নরিনা, বেলতৈল, পোরজনা ও গাড়াদহ ইউনিয়নের অধিকাংশ মন্দির কর্তৃপক্ষ গোলযোগের আশঙ্কায় চলতি বছরে দুর্গাপূজা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিগত বছরগুলোতে সিরাজগঞ্জ জেলার ৯টি থানার মধ্যে শাহ্জাদপুরে সর্বাধিক ৭০টি মন্দিরে দুর্গাপূজা উদ্যাপিত হলেও 'একটি বিশেষ মহলের' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকির কারণে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় এবারে দুর্গাপূজা পালন করা নিয়ে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন।

দুর্গাপূজার আর ৭ দিন বাকি থাকলেও বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলা সদরের কিছু কিছু মন্দিরে প্রতিমা তৈরির কাজ চললেও গ্রামাঞ্চলের মন্দিরগুলোতে পূজার কোন প্রস্তুতি নেই। এ ব্যাপারে স্থানীয় পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি দিলীপ কুমার বসাক 'সংবাদ'কে জানান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানে সরকার ব্যর্থ হলে আমরা কি করব?

সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২২৫)
মাকে দেখা হল না সাবলু চক্রবর্তীর

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় মায়ের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে থাকতে পারল না সাবলু। জানা গেছে, জেলার নলছিটি উপজেলার সাবলু চক্রবর্তীকে (৩৮) গত ২ অক্টোবর কতিপয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে দুদিন গৃহবন্দি করে রাখে। ৪ অক্টোবর নলছিটির পৌর কমিশনার রুস্তম আলী খলিফা এ খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। একই দিনে সাবলুর বৃদ্ধ মা (৭০) মারা গেলে মায়ের মৃত্যুসংবাদ সাবুলকে দিতে যাওয়ার পথে তার এক আত্মীয়ও সন্ত্রাসীদের কবলে পড়ে। ফলে মায়ের শেষকৃত্যে থাকতে পারেনি সাবলু।

প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২২৬)
ভাঙ্গায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর অকথ্য নির্যাতন

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ মায়ের সামনে কলেজপড়ুয়া মেয়ের সম্ভ্রম লুট করে নৌকায় ভোট দেওয়ার 'শাস্তি' দিয়েছে একদল দুর্বৃত্ত। দীর্ঘ সময় ধরে দুর্বৃত্তরা এই মধ্যযুগীয় নির্যাতন চালালেও মেয়েটির সাহায্যে এগিয়ে আসেনি কেউ—না প্রশাসন, না কোনো প্রতিবেশী। নির্বাচনের পাঁচ দিন পর ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্র জানায়, গত ৬ অক্টোবর রাত ৯টার দিকে ভাঙ্গার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেনের ভাই রশিদপুর গ্রামের হাবি, রায়নগরের পলাশ, আজিমনগরের মোঃ সেকেন, জামাল, এসকেন, কামাল ও টেক্কা-এই সাত দুর্বৃত্ত আজিমনগর গ্রামের ওই সংখ্যালঘুর বাড়িতে হানা দেয়। তারা বাড়ির গৃহকর্তাকে নাম ধরে গালিগালাজ করে বলে, নৌকায় ভোট দেওয়ার মজা দেখাব। এতে ভয় পেয়ে গৃহকর্তা পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান।

পরে দুর্বৃত্তরা জোর করে ঘরে ঢুকে মদ খেয়ে পৈশাচিক উল্লাস শুরু করে। নরপশুরা মায়ের সামনেই কলেজপড়ুয়া মেয়েকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। অসহায় মা সন্ত্রাসীদের পায়ে ধরেও মেয়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে পারেননি। বাঁধা দেয়ায় দুর্বৃত্তরা তাকেও মারধর করে। নরপশুদের এই মধ্যযুগীয় বর্বরতা চলে রাত ১টা পর্যন্ত। এরপরেও রেহাই পায়নি হতভাগা মেয়েটি। ঘরের

দামি জিনিসপত্রসহ তাকেও টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় আরেক জায়গায়। ভোররাতে যখন বাড়ির উঠোনে মেয়েটিকে ফেলে রেখে চলে যায় দুর্বৃত্তরা, তখন তার অবস্থা গুরুতর।

সংখ্যালঘু পরিবারটি ভোররাতেই মারাত্মক অসুস্থ মেয়েটিকে নিয়ে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পালিয়ে যায়। পরদিন সন্ত্রাসীরা এসে স্থানীয় সংখ্যালঘুদের হুমকি দেয়, গতরাতের খবর জানাজানি হলে বা পুলিশের আশ্রয় নেয়া হলে সবাইকে হত্যা করা হবে। সন্ত্রাসীরা এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় মেয়েটির প্রতিবেশীরাও এখন ভয়ে মুখ খুলছে না।

পুলিশ খবর পেয়ে সংখ্যালঘু পরিবারটিকে বাড়ি ফিরিয়ে আনলেও মেয়েটিকে আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আবারও হামলার ভয়ে মেয়েটির বাবা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পরিবারের অন্য কেউ মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না। ভাঙ্গা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার রেজাউল করিম গত শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, নির্যাতিত মেয়েটির পরিবার মামলা করতে চাইছে না বিধায় পুলিশের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২২৭)
রাজশাহীতে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে দল বেঁধে লুটপাট

রাজশাহী প্রতিনিধি ঃ রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুজরুক কোলা গ্রামে শুক্রবার গভীর রাতে আটটি বাড়িতে একদল চিহ্নিত দুষ্কৃতকারী হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটপাট ও ভাংচুর করেছে। এর মধ্যে চারটি বাড়িতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এ সময় বেশ কয়েকজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য আহত হন। এদের মধ্যে আহত অমর চন্দ্র সরকারের অবস্থা গুরুতর। গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত চলা এই হামলার পরপরই কোলা গ্রামের অধিকাংশ সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পাশের তানোর ও অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

জেলার বাগমারার বুজরুক কোলা গ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবার গ্রাম ছেড়ে রাজশাহীতে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা জানান, শুক্রবার দিবাগত রাত ৮টার দিকে মোসলেম নামের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ৩০০ সন্ত্রাসী ছয়-সাতটি ট্রাকে করে কোলা গ্রামে আসে। আনন্দমিছিল করার নামে সন্ত্রাসীরা গ্রামের একটি আমবাগানে জড়ো হয়। নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিজয় উপলক্ষে তারা আমবাগানে কিছুক্ষণ আনন্দমিছিল করে। রাত বাড়তে থাকলে সন্ত্রাসী দলটি সেখানে রান্নাবান্না করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা অমর চাঁদ সরকারের পুকুর থেকে বিনা অনুমতিতে কয়েক মণ মাছ ধরে।

রাত ১২টার দিকে সন্ত্রাসী দলটি কোলা গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িগুলোতে লুটপাট শুরু করে। সংখ্যালঘুরা তাদের বাড়িঘরের দরজা জানালা বন্ধ করেও রক্ষা পাননি। সন্ত্রাসীরা লোহার রড ও শাবল দিয়ে এসব বাড়ির দরজা-জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে লুটপাট চালায়। অমর, মনোরঞ্জন, অজিত, জিতেন, উজ্জ্বল, বিশ্বনাথ, ধীরেন মাস্টারের বাড়ি লুট হয়েছে বলে জানা গেছে।

হামলা শুরুর পরপরই গ্রামের অধিকাংশ মহিলা প্রতিবেশীদের বাড়িঘরে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন। এরপরও কয়েকটি পরিবারের মহিলারা এ সময় লাঞ্ছিত হন।

এদিকে এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্থরা মামলা করার জন্য বাগমারা থানায় গেলে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে মামলা নিতে অস্বীকার করে। একটি অভিযোগপত্র ক্ষতিগ্রস্থরা থানায় রেখে যান। পরে অবশ্য থানা কর্তৃপক্ষ এটি রেকর্ড করে।

দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২২৮)
মুন্সীগঞ্জ ও মাগুরায় পাঁচ তরুণীকে ধর্ষণঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা

ইউএনবি (মুন্সীগঞ্জ) ঃ জেলার সদর উপজেলায় আঁধারনগর দুসবা গ্রামে গত বৃহস্পতিবার রাতে একজন তরুণী ধর্ষিত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরে বলা হয়, স্থানীয় বিএনপি নেতা নাসির মোল্লা ও আহসানউল্লাহর নেতৃত্বাধীন একদল সন্ত্রাসী এ তরুণীকে ধর্ষণ করে।

এদিকে মাগুরা থেকে ইউএনবি প্রতিনিধি জানান, জেলার শ্রীপুর উপজেলায় তিনজন কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু লোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। একদল দুর্বৃত্ত গত মঙ্গলবার শ্রীপুর উপজেলার নোথা গ্রামের পালপাড়া থেকে অস্ত্রের মুখে তিনটি স্কুল ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যায়। পরে তাদের গণধর্ষণ করা হয়। এই বর্বরোচিত ঘটনার পর সংখ্যালঘুরা তাদের মেয়েদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সন্ত্রাসীরা এলাকায় ২০টি বাড়ি ভাংচুর ও মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। হামলায় আহতদের মধ্যে ৫ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সদ্য নির্বাচিত স্থানীয় আওয়ামী লীগ এমপি অধ্যাপক সিরাজুল আকবর ইউএনবিকে জানান, বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা সারা জেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালাচ্ছে।

দৈনিক খবর, ১৪ অক্টোবর ২০০১

(২২৯)
'চেনা মানুষগুলোই তাদের সর্বনাশ করল'

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল থেকে ঃ দিনের আলোতে যে মানুষগুলো ছিল প্রতিবেশী, রাতের অন্ধকারে তারাই সর্বনাশ করল। ভুলেও তারা চিন্তা করতে পারেনি এতদিনের চেনা মানুষগুলো হঠাৎ এমন অচেনা পশু হয়ে উঠবে। এমনই ঘটনা ঘটেছে সংখ্যালঘু দু'গৃহবধূর জীবনে। দু'জনের স্বামীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তাদের পাশবিক নির্যাতন করা হয়। এ পরিবার দু'টিতে এখন অমানিশার অন্ধকার। গৌরনদী উপজেলায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

গৌরনদী থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, উপজেলার খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামে 'দাস' পদবীর দু'ভাই একই সঙ্গে বসবাস করে। চারদিকে সংখ্যালঘুদের ওপর এমন নির্যাতন-নিপীড়নেও তারা এলাকা ছাড়েননি। চিন্তা করেছেন সবাই তো তাদের পরিচিত। কে তাদের ক্ষতি করবে। কিন্তু তাদের এ চিন্তা যে কত বড় ভুল তা বৃহস্পতিবারের রাত না হলে বুঝতে পারতেন না। গভীর রাতে পার্শ্ববর্তী কমলাপুর গ্রামের এক সরকার দলীয় ক্যাডারের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ঐ বাড়িতে যায়। তারা দরজায় নক করে। ঐ ক্যাডার দীর্ঘ দিনের পরিচিত। প্রথমে দরজা না খুললেও তাদের ধমকা-ধমকিতে দরজা খোলে। প্রথমে ঐ ক্যাডার জানায়, বাড়িটি তারা দলিল করেছে, এখনও তারা বাড়ি থেকে নামেনি কেন? কেন তারা নৌকায় ভোট দিয়েছে? তারপর তারা দু'ভাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বাইরে নিয়ে যায়। দু'গৃহবধূকে তারা দু'কক্ষের খাটের সঙ্গে হাত পা বেঁধে ধর্ষণ করে। তাদের পাশবিক নির্যাতনে গৃহবধূদ্বয় অসুস্থ

হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসীরা তাদের হুমকি দিয়ে যায় এ ব্যাপারে কোথাও কিছু বললে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৩০)
নগরকান্দায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা '৭১-এর ঘটনাকেও হার মানিয়েছে

সংবাদদাতা, নগরকান্দা থেকে ফিরে ঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনারা গুলি করে মেরেছিল যে নিতাই মণ্ডলকে, তাঁরই সন্তানের ওপর ত্রিশ বছর পর নির্মম হামলা হয়েছে এবার। হামলাকারীদের ধাওয়ায় শহীদ নিতাইয়ের দুই পুত্র সঞ্জিত ও নিরঞ্জন পালিয়ে বাঁচলেও সঞ্জিতের স্কুল পড়ুয়া পুত্র সুজন মারপিটে আহত হয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি ও মৌলবাদী চক্রের সন্ত্রাসীরা বাড়ির লোকজনকে প্রাণে মারতে না পারলেও দেড় ঘন্টাব্যাপী ভাংচুর-লুটপাটের মাধ্যমে ৭ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সম্পদ ধ্বংস করে সংখ্যালঘু পরিবারটিকে পথে বসিয়ে দিয়েছে। এমনকি বাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ভাংচুর করে বসবাস অনুপযোগী করে ফেলায় ঘটনার চারদিন পরেও আতঙ্কিত পরিবারটি মানবেতর জীবনযাপন করছে অন্যের ওপর নির্ভর করে।

ঘটনাটি ঘটে গত ৯ অক্টোবর ভোরে নগরকান্দা উপজেলার তালমা ইউনিয়নের বড় মানিকদী গ্রামে। বাড়ির বর্তমান গৃহকর্তা রঞ্জিত কুমার মণ্ডল ভাঙা কেএম কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক। হৃদরোগী রঞ্জিত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে ভাঙ্গা উপজেলা সদরে বসবাস করেন। তার দুই ভাই সঞ্জিত, নিরঞ্জন, বিধবা মাতা রেনু বালা মণ্ডল এবং জ্ঞাতি সুভাষ মণ্ডল, ননী মণ্ডলের পরিবার পরিজন মিলে ২১ জন বড় মানিকদী গ্রামে থাকেন। ঘটনার ব্যাপারে গত বুধবার ১০ অক্টোবর এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনকালে জানা যায়, আগের দিন মঙ্গলবার ভোর সাতটায় পার্শ্ববর্তী শাকপালদিয়া গ্রামে হামলাকারীরা তিন দিক থেকে এক যোগে হামলা চালায়। হামলাকারীরা ঢাল, কাতরা, শাবলসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণ করার সময় সঞ্জিত ও তাঁর পুত্র নবম শ্রেনীর ছাত্র সুজন কুমার মণ্ডল (১৪), নিরঞ্জন কুমার মণ্ডলসহ আশপাশের কয়েকজন প্রতিবেশীকে হত্যার উদ্দেশে ধাওয়া করে। বাকিরা কোনমতে পাশের বিল-চক-ধানক্ষেত দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচলেও হামলাকারীরা সুজনকে ধরে নির্মমভাবে পিটায়।

তালমা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফিরোজ খানের নেপথ্য ইন্ধনে এ হামলা হয় বলে এলাকাবাসী জানায়। ক্ষতিগ্রস্থরা আতঙ্কে হামলার নেতৃত্বদানকারীদের নাম বলতে সাহস পায়নি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকটি সূত্রে জানা গেছে, শাকপালদিয়া গ্রামের চান মিয়া, ইউসুফ মোল্লা, ফিরোজ খানের ভাই রহমান খা, কুটি খা, ভাতিজা কেটু খা, এবং মানিকদী গ্রামের দবিরউদ্দিন মোল্লা, রাজ্জাক ভূইয়া প্রমুখ হামলায় নেতৃত্ব দেয়। দেড় ঘন্টাব্যাপী হামলাকালে সন্ত্রাসীরা ১৬০ মন ধান, ৫ মন মুসরি, শ্যালো মেশিন, ৪০ মন পেঁয়াজ, ৩৪ কেজি পেঁয়াজের দানা, ৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট করে। এদের ভয়ে ৪০ হাজার টাকা মূল্যের দুটি গরু পাশের মাঠে বেঁধে রাখা হয়েছিল। হামলাকরীরা টের পেয়ে গরু দুটি নিয়ে শাকপালদিয়া গ্রামে গিয়ে জবাই করে খেয়ে ফেলে। সবচেয়ে মর্মান্তিক যেটি সেটি হচ্ছে, রঞ্জিত মণ্ডল চিকিৎসার জন্যে ভারত যাবার উদ্দেশ্যে বাড়িতে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। এ বাড়ির লোকজন আগের দিন ধান, পিঁয়াজ বিক্রি করে এক লাখ টাকা রেখেছিল। হামলাকারীরা সে টাকাও নিয়ে যাওয়ায় মরণাপন্ন রঞ্জিত মণ্ডলের চিকিৎসায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কেন এই বর্বরতম হামলা-এর জবাবে লোকজন জানায়, নৌকায় ভোটদানের অপরাধে এ নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। শনিবার এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলো অন্যের বাড়িতে চেয়েচিন্তে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। বুধবার জেলা প্রশাসক ও উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ এলাকা পরিদর্শন করেন। তিন উপজেলার পুলিশ এলাকা ঘিরে রেখেছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৯ জনকে আটক এবং লুটকৃত কিছু মালামাল উদ্ধার করেছে। তা সত্ত্বেও আতঙ্কিত এলাকার সংখ্যালঘুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় বসবাস করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৩১)
নড়াইলের কালিয়া ও নড়াগাতীতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত
গোপালগঞ্জে আশ্রিতরা বাড়িঘরে ফিরতে পারছে না

মোজাম্মেল হোসেন মুন্না, নড়াগাতী থেকে ফিরে ঃ নড়াইলের কালিয়া ও নড়াগাতীতে বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। কালিয়া উপজেলার চালনা, জয়পুর, মির্জাপুর, লক্ষ্মীপুর, গোবিন্দনগর, নড়াগাতীর নিন্দুপুর, গরীবপুর, শরিফপুর, নলামারা, নড়াগাতী ও জয়নগর গ্রামে বিএনপি নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ইতোমধ্যে কয়েক শ' সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা ও কাশিয়ানী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। নির্বাচনের পরের দিন থেকেই বিএনপির নেতাকর্মীরা ঐসব এলাকায় বিভিন্ন প্রকার ভয়ভীতি, বাড়িঘরে হামলা, চাঁদা দাবি করে আসছে। এ ছাড়াও গ্রামে গ্রামে তারা সংখ্যালঘুদের গবাদিপশু জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। ভাংচুর করছে পানের বরজ। ঐ এলাকার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই এ প্রতিবেদককে এসব তথ্য দেন। তারা অভিযোগ করে বলেন, সাবেক এক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলছে।

অন্যদিকে কালিয়া ও নড়াগাতীর বিভিন্নগ্রাম থেকে পালিয়ে এসে গোপালগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় গ্রহণকারী সংখ্যালঘুরা নিজ বাড়িতে কবে নাগাদ ফিরতে পারবেন তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অনেকেই ইতোমধ্যে দেশ ত্যাগ করার চিন্তাভাবনা করছেন বলে জানা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৩২)
ক্রমশঃ অশান্ত হয়ে উঠছে নীলফামারী ঃ পূজা উদ্‌যাপন অনিশ্চিত

নীলফামারী, ১৪ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উত্তরাঞ্চলের শান্ত জেলা নীলফামারী যেন দিন দিন অশান্ত হয়ে উঠছে। গত ১০ অক্টোবর গভীর রাতে এলাকার সংখ্যালঘুদের ওপর হুমকি এবং নৌকায় ভোট দেয়া ও নৌকার পক্ষে প্রচারণা কাজে সক্রিয় থাকায় অনেকে হামলার শিকার হয়েছে। এমনকি জলঢাকা উপজেলা শহরে কালীমন্দিরের প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনায় এখানকার হিন্দু সম্প্রদায় তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করবে কিনা সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। জেলা পূজা উদ্‌যাপন কমিটি জানায়, ২২অক্টোবর থেকে পূজা শুরু হবে। কিন্তু যেভাবে হুমকি-ধমকি চলছে তাতে তারা পূজা বর্জন

করতে পারে। তবে ১৯ অক্টোবর পূজা কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এ জেলায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে কিনা।

জয়পুরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সদর উপজেলার পাতুরিয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন এক মন্দিরে দুর্গাসহ কয়েকটি প্রতিমা ভেঙে ফেলার পর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ও তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। মূর্তি যারা ভাংচুর করেছে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে পারেনি।

এদিকে গত দুই সপ্তাহে জেলার পাঁচবিবি উপজেলার আযমারসুলপুর ইউনিয়নের মালিদহ ও আগাইর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন রাত জেগে পাহারা দেয়া সত্ত্বেও মালিদহ গ্রামের রমণী মোহন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের আরও দু'জনের বাড়িতে বিষ্ঠা (মল) ঢেলে দেয়া হয়েছে। আগাইর গ্রামে দুর্গা প্রতিমা ভেঙে ফেলতে পারে-এ আশঙ্কা করছে ঐ গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৩৩)
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মহিলাদের রাতের ঘুম হারাম ॥ নির্বাচনোত্তর ধর্ষিত ৫০
সংখ্যালঘু নারী ধর্ষণের উন্মাদনায় মেতেছে সন্ত্রাসীরা

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যালঘু মহিলাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। কিছু কিছু গ্রামের মহিলারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। এরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘরের বাইরে যেতে পারছেনা। সংখ্যালঘু ছাত্রীরা কলেজ স্কুলমুখী হচ্ছে না। অনেকে সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অন্যের বাড়িতে রাত যাপন করছে। মাঝ রাতে নারীর করুণ আর্তচিৎকারে এই অঞ্চলের গ্রামের পর গ্রাম কেঁপে উঠছে। এক অনুসন্ধানে জানা যায় , নির্বাচনের পর থেকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সন্ত্রাসী লম্পট কর্তৃক কমপক্ষে ৫০ মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। অব্যাহত নারী নির্যাতনের ঘটনায় হাজার হাজার মহিলার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

খবর নিয়ে জানা যায়, ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর দিন থেকেই এই অঞ্চলে সন্ত্রাসীরা তাদের কালো থাবা বাড়িয়ে দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের ওপর মারপিট শুরু করে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঢিলেঢালা হওয়ার কারণে এরপর শুরু হয় বাড়ি ঘর লুটপাট। নৌকার সমর্থকদের মধ্যে এ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আর এই সুযোগে লম্পটরা তাদের টার্গেট হিসাবে সংখ্যালঘু মহিলাদের বেছে নেয়। রাতের আঁধারে হায়েনার মতো একের পর এক নারী ধর্ষণের উন্মাদনায় মেতে ওঠে।

ঝিনাইদহের তাওপুর, ঠেকডাঙা, ঋষিপাড়া, বেলেডাঙা, তিল্লা গ্রামে সংখ্যালঘু মহিলাদের ধর্ষণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসীরা ধর্ষণের পর হুমকি দিচ্ছে কাউকে জানালে টুকরো টুকরো করা হবে । ইতোমধ্যে ঐ সব গ্রামের বেশ কিছু মহিলা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। মহিলাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার কারণে কলেজ স্কুলে সংখ্যালঘু ছাত্রীদের উপস্থিতি শূন্যে নেমে এসেছে। তাওপুর গ্রামের এক গৃহবধূ বিজলী রাণী এই প্রতিবেদকের কাছে বলেছেন, সে ইজ্জত রক্ষার কারণে রাতে বাড়িতে না ঘুমিয়ে প্রতিবেশী এক মহিলার বাড়িতে ঘুমায়। কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ৭/৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এখানে স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধির দুই বোনকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিন্তু লম্পটদের হুমকি ধমকির আর লোকলজ্জার ভয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণের ঘটনা চেপে যাওয়া হচ্ছে। ৯ অক্টোবর মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার নহাটা গ্রামে তিন সংখ্যালঘু ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়। সন্ত্রাসীরা বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাবা মা আত্মীয়স্বজনকে পিটিয়ে ঐ তিন ছাত্রীকে ধরে নিয়ে যায়। রাতভর তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে গ্রামের একটি মাঠে তিনজনকে ফেলে রাখে। পরে তাদের উদ্ধার করা হয়। কিন্তু ধর্ষণকারীদের অব্যাহত চাপের মুখে এ ব্যাপারে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। বাগেরহাটের বিভিন্ন সংখ্যালঘু গ্রামে একাধিক গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। লোমহর্ষক সেসব কাহিনী এই অঞ্চলের সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে। নারী নির্যাতনের এসব ঘটনায় কোন কোন গ্রামে রাত জেগে গ্রামবাসীরা পাহারা বসিয়েছে। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না। ফলে বিপদগ্রস্ত মহিলারা বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৩৪)
নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেও নীরব সন্ত্রাসের আশঙ্কা
আগৈলঝাড়ার সংখ্যালঘুরা বাড়ি ফিরতে চায়

মোজাম্মেল হোসেন মুন্না, গোপালগঞ্জ থেকে ঃ আগৈলঝাড়া উপজেলার জলিরপাড়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সুকুমার বালা (৬৫), বাহাদুরপুর হাইস্কুলের শিক্ষক প্রভাত চন্দ্র হালদার (৬০), দোলারকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুনীল চন্দ্র হালদার (৫৪), অধির সরকার (৪০), রাজিহার ইউপি চেয়ারম্যান রমেশ চন্দ্র দাস, ইউপির মহিলা মেম্বার শেফালী সরকাররা বাড়িতে ফিরতে চায়। নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে আবার তারা আগের মত শান্তিতে বসবাস করতে চায়। ফিরে যেতে চায় তাদের নিজ নিজ কাজে। কিন্তু প্রশাসনের উপর ভরসা না পাওয়ায় তারা ফিরতে পারছে না। এদের সবারই ভয় প্রশাসন তাদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও আবার তাদের ওপর নেমে আসবে নীরব সন্ত্রাস। প্রকাশ্য না হলেও ভিতরে ভিতরে চলবে চাঁদাবাজি, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য সন্ত্রাস। দুই সপ্তাহ আগে হাজার হাজার নির্যাতিত-নিপীড়িত, সন্ত্রাসের শিকার লোকজনের সঙ্গে এরাও নিজ বাড়িঘর, সহায়-সম্পত্তি ফেলে খালি হাতে জীবনের ভয়ে কোটালীপাড়ার রামশীলে আশ্রয় নিয়েছে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। কিন্তু তাঁরাও এতদিন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠেছে।

সন্ত্রাসের শিকার হয়ে কোটালীপাড়ায় চলে আসা এ লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় নানা দুঃখের কথা। কতটা নির্যাতনের শিকার হলে মানুষ নিজ বাড়ি ছেড়ে চলে আসে তার নানাবিধ কাহিনী তারা বলে। ধানডোবা গ্রামের হীরালাল তালুকদারের স্ত্রী শেফালী তালুকদার (৪০) পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন রামশীল বাজারে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে কন্যা যুবতী দুলালী (২০) ও বিউটি (১৬)। এদেরকে হায়েনাদের হাত থেকে বাঁচাতেই তাঁরা চলে আসেন। স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে সঙ্গে নিয়ে জীবনভয়ে ভীত হয়ে চলে এসেছেন স্কুল শিক্ষক প্রভাত চন্দ্র হালদার (৬০)।

ছোট দু'টি মেয়ে ও বুড়ো মাকে বাড়িতে ফেলে রেখে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ছেড়েছেন গৈলা ইউনিয়নের অশোক সেন, গ্রামের একটি বেসরকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী অধির সরকার (৪০)। তিনি জানান, বাড়ি ফিরতে তো মন চায়। বাড়িতে ফেলে আসা মেয়ে দু'টিরও কোন খোঁজ পাচ্ছি না। প্রশাসন আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলেছে, আপনারা বাড়ি ফিরছেন না কেন? প্রশ্ন করলে তিনি তার উত্তরে বলেন, "ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।" প্রশাসনতো আর যার যার ঘরের কাছে বসে থাকতে পারবে না। এ জন্য দরকার স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সমঝোতা ও নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতির। তিনি বলেন, এখনও ভয়ভীতি দেখানো অব্যাহত রয়েছে ঐসব এলাকায়। বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হলে তবেই তাঁরা ফিরবেন। তিনি বলেন, আমরাও বাড়ি ফিরতে চাই।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৩৫)
নড়াইলে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা

নড়াইল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নড়াইলের সংখ্যালঘু ভোটাররা নির্বাচন-উত্তর সহিংসতার শিকার হচ্ছে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসব খবর পাওয়া গেছে। যেসব জায়গায় সহিংস ঘটনা ঘটেনি সেসব এলাকায় সংখ্যালঘুরা যথেষ্ট চাপের মুখে রয়েছে। কোথাও কোথাও তাদের ভারতে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। ফলে নড়াইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন অনেকটা ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছে। এছাড়া নির্বাচন-উত্তর সহিংস ঘটনারও খবর পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সদরের আউড়িয়া ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের দিলীপ দাসের কাছে গত ৩ অক্টোবর ৫০ হাজার টাকা ও দুটি গরু দাবি করেছে ওই এলাকার বিএনপি কর্মীরা। একই রাতে সদরের পংকবিলা গ্রামের নির্মল পালের বাড়ি থেকে একটি পিতলের রাধা-কৃষ্ণ মূর্তি কে বা কারা মন্দিরের তালা ভেঙ্গে নিয়ে যায়। ২ অক্টোবর বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের হুগলাডাঙ্গা বাজারের মিষ্টি ব্যবসায়ী সুভাষের মিষ্টির দোকান ভাংচুর ও লুটপাট করে সন্ত্রাসীরা। একই দিনে সদরের সেনহাটি গ্রামের জনৈক ব্যাক্তির ২টি গরু সন্ত্রাসীরা নিয়ে গেলেও স্থানীয় মানুষের অনুরোধে গরু ২টি ফেরত দেয়া হয়। সদরের টাবরা গ্রামের বিমল বিশ্বাসকে ৩ দিনের মধ্যে ভারতে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে স্থানীয় এক ব্যক্তি। এছাড়া সদরের দিঘেলা, বগুড়ো, লোহাগড়ার নলদিসহ বিভিন্ন এলাকার সংখ্যালঘুরা চাপের মুখে রয়েছে। দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন হুমকি।

সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৩৬)
সমাবেশ মানববন্ধন অনশন
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পেশ

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং তা বন্ধের দাবিতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকাল রোববার নগরীতে আমরণ অনশন, রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি ও মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে।

বাংলাদেশের সচেতন ছাত্রসমাজের ব্যানারে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গত ১২ অক্টোবর থেকে আমরণ অনশনের গতকাল রোববার তৃতীয় দিন অতিবাহিত হয়েছে। তৃতীয় দিনে ১০/১২ ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে। গতকাল তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর, সারা যাকের, আলী যাকের। অনশন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সচেতন ছাত্রসমাজের যুগ্ম আহবায়ক দীপক গোস্বামী সুমন আগামী দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে পালনের জন্য স্থানীয় যুবকদের সদস্য করে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধ কমিটি গঠনের আহবান জানান।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সংখ্যালঘুদের নির্যাতন বন্ধের দাবিতে দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করে প্রথমে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশনকারীদের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করে আবার মিছিল নিয়ে বঙ্গভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে পুলিশ বাধা দেয়। পরে হাসান তারিক চৌধুরী সোহেলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সচিবের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

বুয়েটের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে দুপুরে বুয়েটের শহীদ মিনার থেকে একটি মৌন মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণশেষে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। পরে তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করে। এ সময় বুয়েটের পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী মিছিল ও মানববন্ধনে অংশ নেয়। তাদের মুখে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা এবং তাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের মৌলবাদবিরোধী ফেস্টুন ছিল।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণশেষে শহীদ মিনারে গিয়ে আমরণ অনশন কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করে। এ সময় বক্তব্য রাখেন মোশারফ হোসেন।

গত শনিবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে একটি মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আসতে থাকলে ছাত্রদলের ১০/১৫ জন ক্যাডার তাদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে ৪/৫ জন ছাত্র আহত হয়েছে। এর মধ্যে অর্জুন বসু (মার্কেটিং) নামে একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৩৭)
মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতন অব্যাহত
পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না

ছালেক নাসির উদ্দীন, মিরসরাই থেকে ঃ চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার সর্বত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্বাচনোত্তর বিএনপি ক্যাডারদের হামলা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বলে ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অথচ পুলিশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হামলাকারীদের পক্ষাবলম্বন করছে।

বাড়িঘরে হামলা, মারধর, প্রতিমা ভাংচুর, লুটপাট, চাঁদা দাবি, মহিলাদের লাঞ্ছিত করার মতো ঘটনা অব্যাহতভাবে ঘটছে। সংখ্যালঘুদের অনেকে ইতিমধ্যে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাৎসরিক বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত । কোন কোন এলাকায় দুর্গাপূজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে বলেও খবর পাওয়া গেছে।

সূত্রে জানা গেছে, মায়ানী, ওয়াহেদপুর, চরশরত, দুর্গাপুর, সদরমাদিঘী, মোবারকঘোনা, হিঙ্গুলি, করেরহাট, ওলিনগর, নাহেরপুর, জোরারগঞ্জ, কাটাছড়া, মোটবাড়িয়া প্রভৃতি এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপির চিহ্নিত ক্যাডাররা হামলা-নির্যাতন করছে।

বড়তাকিয়া বাজারের সংখ্যালঘু তিন ব্যবসায়ীর কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন। মোবারকঘোনা গ্রামের রতন শর্মা সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে না পারায় বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

গত ৮ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের কাঁচপুর গ্রামে বিএনপির সন্ত্রাসী হামলায় শিবু প্রসাদ দে মারাত্মক আহত হন। তিনি সংকটাপন্ন অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। একই সময় নির্মল সিংহ-এর বাড়িতে লুটতরাজ ও নারীদের হয়রানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৭ অক্টোবর কাটাছড়া ইউনিয়নের তেতৈয়া গ্রামে বিএনপির ক্যাডার রফিকের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী আশুতোষ নাথের বাড়িতে হামলা চালায় এবং খড়ের স্তুপে আগুন ধরিয়ে ভয়ভীতি দেখায়। হিন্দু অধ্যুষিত এ গ্রামের পরিবারগুলো চাপের মুখে রয়েছে বলে জানা যায়।

হারাধন মাষ্টার, শিবু নাথ, অর্চনা দেবি, জহুরনাথ অভিযোগ করেন বিএনপির স্থানীয় ক্যাডাররা নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে তাদের প্রতিনিয়ত হুমকি প্রদর্শন করছে।

৫ অক্টোবর রাত ১টায় দক্ষিণ নাহেরপুর গ্রামের কৃষ্ণ ভুঁইয়ার বাড়িতে কালী ও বিষ্ণু মণ্ডপ পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয়া হয়। এসময় সঞ্জু দাশ নামে একজন ছাত্রকে সন্ত্রাসীরা মারধর করে। এ ঘটনায় বিএনপি ক্যাডার মতিউর ও ফারুককে প্রধান আসামী করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এ এলাকার বর্তমান মেম্বার মনোরঞ্জন দাশ জানান, প্রায় ১শটি হিন্দু পরিবার নিয়ে গঠিত দক্ষিণ নাহেরপুরের জনগণকে নির্বাচনের আগের দিন বিএনপি ক্যাডাররা ভোট না দিতে হুমকি দেয়।

তাদের বলা হয়, ভোট দিলে এলাকা ছাড়া করা হবে। ক্যাডারদের বাধা অতিক্রম করে প্রায় ১ হাজার ২শ' ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এ অপরাধে সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ওপর নির্যাতন করছে। এমনকি স্কুল-কলেজগামী হিন্দু ছাত্রীদের সম্ভ্রমহানির হুমকি দিচ্ছে। এখানকার বাসিন্দা বিজয় কুমার দাশ, স্বপন ভৌমিক, ডা. তেজেন্দ্র ভৌমিক অভিযোগ করে জানালেন, গ্রামের ৩৫টি পরিবারকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে সন্ত্রাসীরা। বর্তমানে দক্ষিণ নাহেরপুর গ্রামের লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আসন্ন শারদীয় দুর্গা উৎসব পালন নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় শঙ্কিত অবস্থার মধ্যে আছেন।

সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৩৮)
মতলব ও শাহরাস্তিতে প্রতিমা ভাঙচুর!

চাঁদপুর প্রতিনিধি ঃ চাঁদপুরের মতলব ও শাহরাস্তি উপজেলায় দুর্গা প্রতিমা কে বা কারা ভাঙচুর করে ফেলে দিয়েছে। পুলিশ ও জেলার হিন্দু সম্প্রদায় নেতৃবৃন্দের সূত্রে জানা গেছে, গত ১২ অক্টোবর মতলব উত্তরের দিঘলদী গ্রামের হরি চক্রবর্তীর বাড়ি এবং বোয়ালিয়া গ্রামের গোস্বামী বাড়ির দুটি দুর্গা প্রতিমা রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ভেঙে পুকুরে ফেলে দেয়। ওই রাতেই শাহরাস্তির চৌধুরী বাড়িতেও একইভাবে মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। এ সব ঘটনায় স্ব স্ব থানায় কেউ লিখিতভাবে অভিযোগ না করলেও মৌখিকভাবে পুলিশ সুপার মতিয়ার রহমান এ ঘটনা জানার পর গতকাল মতলবের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদের নিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার আশ্বাস প্রদানসহ দায়ী ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি এ প্রতিনিধিকে জানান, এসব ঘটনা রহস্যজনকও হতে পারে।

প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৩৯)
নাজিরপুরে বিএনপি সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব
হামলার ভয়ে বরগুনা ও যশোর শহরে সংখ্যালঘুদের আশ্রয় গ্রহণ

বিশাল বাংলা ডেস্ক ঃ অব্যাহত নির্যাতনের শিকার হয়ে এবং ভয়ে ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ উপজেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক মানুষ এখন ঘরছাড়া হয়ে যশোরে আশ্রয় নিয়েছে। বরগুনার বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত সংখ্যালঘুরা একই আতঙ্কে সদরে তাদের আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছে। এদিকে নৌকায় ভোট দেওয়ায় পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার মধ্যবানিয়ারী গ্রামে কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারে গতকাল রোববার হামলা চালানো হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরঃ

যশোর অফিস জানায়, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০হাজার মানুষ এখন বাড়িঘর ছাড়া।

নির্বাচনের পর থেকে কালিগঞ্জ পৌরসভাসহ ১৬টি ইউনিয়নের শতাধিক গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছে না। প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। এ পর্যন্ত শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জোরপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বরগুনা প্রতিনিধি জানান, বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত সংখ্যালঘুরা বরগুনা সদরে তাদের আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রতিদিন ছুটে আসছে। নির্বাচনের পর থেকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় বিএনপি সমর্থকদের অব্যাহত হামলার শিকার এবং সম্ভাব্য হামলার ভয়ে ভীত হয়ে তারা ছুটে আসছে এখানে। বরগুনা শহর এবং সদর উপজেলার খাজুরতলা, গৌরীচন্না, বদরখালী, কুমড়াখালী গ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় একাধিক আশ্রিতের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে।

এসব আশ্রিত সংখ্যালঘু জেলার পাথরঘাটা, আমতলী, বামনা উপজেলা ছাড়াও ঝালকাঠি, পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ, বরিশাল, গৌরনদী , কোটালীপাড়া ও মুন্সিগঞ্জ এলাকা থেকে ছুটে এসেছে বলে জানা যায়। তারা বরগুনায় অবস্থানরত তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে বরগুনার স্থানীয় অনেক সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার যারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত ছিল তারাও রয়েছে। গতকাল রোববার মির্জাগঞ্জ এলাকা থেকে আসা এরকম একটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তারা জানান, নির্বাচনের পর থেকে বিএনপি কর্মীদের অব্যাহত হামলা, লুটপাট এবং নির্যাতনে তারা ভীতসন্ত্রস্ত। আমতলী থেকে আসা অপর একটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, স্থানীয় সন্ত্রাসী ও বিএনপি নেতা ভিপি মজিবরের ক্যাডাররা তাদের মারধর ও মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করায় তারা বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে।

পিরোজপুর প্রতিনিধি জানান, নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার মধ্যে বানিয়ারী গ্রামের কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারে গতকাল রোববার সকালে ব্যাপক হামলা চালানো হয়েছে। এ সময় কয়েকটি দুর্গা প্রতিমাও ভাংচুর করা হয়। স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে। এ হামলার সুবিচার দাবি করে স্থানীয় জনতা মিছিল সহকারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও করে। হামলায় আহত শেফালী রানীকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ হামলার পর বানিয়ারিসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

স্বরূপকাঠী (পিরোজপুর) প্রতিনিধি জানান, স্বরূপকাঠীর সংখ্যালঘুরা দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার কারণে ভীতসন্ত্রস্ত। দুর্গা পূজার আনন্দ-উদ্দীপনা তাদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে না। সবার ভেতরে আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক বিরাজ করছে।

প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৪০)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ রাবি নারায়ণগঞ্জ রাজবাড়িতে মিছিল

বিশাল বাংলা ডেস্ক ঃ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নির্যাতন বন্ধের দাবিতে গতকাল রোববার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ ও রাজবাড়িতে মৌন মিছিল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদঃ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যানারে শিক্ষক ও ছাত্রদের এক বিশাল মৌন মিছিল বের হয়। সকাল ১১টার দিকে শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে ওই স্থানে গিয়েই সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর আবু বক্কর, সনাতন ধর্ম সংঘের সাধারন সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাস প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ ঃ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা গতকাল বিকেলে শহরের আলী আহমেদ চুনকা পৌর মিলনায়তনের সামনে থেকে এক প্রতিবাদী মৌন মিছিল বের করে। মিছিলটি চাষাঢ়ায় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

রাজবাড়ী ঃ গতকাল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট রাজবাড়ী জেলা শাখার উদ্যোগে শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বিকেল ৩টার দিকে স্থানীয় হাজি মার্কেট চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে গিয়ে সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৪১)
বেগমগঞ্জে শঙ্কিত সংখ্যালঘুরা ॥ সাদামাটাভাবে পালন হবে দুর্গাপূজা

বেগমগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে চরম শঙ্কার মধ্যে রয়েছে সংখ্যালঘুরা। তাদের উপর বিভিন্ন স্থানে হামলা হওয়ার কারণে এবার তাদের বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান দুর্গাপূজা হবে সাদামাটাভাবে। প্রতিবছর ব্যাপক আয়োজন করা হলেও এবার শুধুমাত্র কোন রকমে প্রতিমা তৈরি করে সাদামাটাভাবে তাদের পূজা পালন হবে। বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনীতে ৭টি পূজা মণ্ডপে লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে মণ্ডপ তৈরি করা হলেও এবার জাঁকজমকভাবে হচ্ছে না বলে স্থানীয় হিন্দু নেতারা জানান।

আজকের কাগজ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৪২)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় আদালতে মামলা করবে মানবাধিকার সংস্থা

সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের একটি মানবাধিকার সংস্থা আইন সালিশ কেন্দ্র আদালতে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করার পরিকল্পনা নিয়েছে। খবর বিবিসির।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র নামে দেশের শীর্ষস্থানীয় এ মানবাধিকার সংস্থা বলেছে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নির্যাতনের ফলে যে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে তারা আদালতে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করবে। সংগঠনটির নিজস্ব তথ্য ও অনুসন্ধান দল দেশের বিভিন্ন জায়গায় তথ্য সংগ্রহ করছে। এ সংস্থা থেকে বলা হয়েছে, এ হামলা কারা করেছে তার কোন তথ্য প্রমাণ তাদের কাছে এখনও আসেনি। তবে বিএনপি কর্মীরা এবং মুলত সন্ত্রাসীরাই এসব হামলা চালিয়েছে।

এই সংগঠন বলেছে, দেশের বিভিন্ন এলাকায় এসব ঘটনা ঘটলেও বিশেষ করে বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, ফেনীর সোনাগাজী, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাটে এসব ঘটনা বেশী ঘটেছে। সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট সুলতানা কামাল বিবিসিকে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার উপর সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে বলেন, আমরা জানতে পেরেছি হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ দাবি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এছাড়াও একটা বিষয়ে কথা শোনা যাচ্ছে যে হিন্দু মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং উত্যক্ত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, তবে সহজে এ ব্যাপারে কেউ মুখ খুলতে চাচ্ছে না। কেন যেন ভীতিকর একটা আবরণ রয়ে গেছে এ ব্যাপারে। আমাদের কাছে যে তথ্য আছে সে অনুযায়ী চাঁদনী ও বাগার গ্রাম থেকে ১০জন নারী অপহরণের অভিযোগ এসেছে।

তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের উপর হামলার কারণে ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। যেমন গৌরনদী থানার ২০টি গ্রামের ১০ হাজার লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৪৩)
অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন
কালো পতাকা মিছিলপূর্ব সমাবেশে সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ সংখ্যালঘু আদিবাসীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ও নব্য দখলদারদের রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি(সিপিবি) গতকাল রোববার রাজধানীতে কালো পতাকা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।
মিছিলপূর্ব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় মুক্তাঙ্গনে। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তৃতা করেন মোর্শেদ আলী, আশরাফ হোসেন আশু, রুহিন হোসেন প্রিন্স, আবদুল মালেক প্রমুখ।

মুজাহিদুল ইসলাম তার বক্তৃতায় বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় দু'জন জামায়াত নেতার অন্তর্ভূক্তিকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রতি অবমাননাকর হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, রাজাকাররা শুধু একাত্তরের দুশমন নয় এদেশের জন্য বর্তমানের এমনকি ভবিষ্যতেরও শত্রু। এই গণহত্যাকারী মানবতাবিরোধী অপরাধীদের ক্ষমা করা যায় না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক দোসর হিসাবে এরা যে অপরাধ করেছে তাতে ১ লাখ ৫০ হাজার বছরের জন্য বাংলাদেশে তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা উচিত। তিনি বিএনপির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়া এটা শুধু বাংলাদেশেই হয়েছে। আর এই সুযোগটা করে দিয়েছে বিএনপি।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা প্রসঙ্গে তিনি বিএনপির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা দিতে না পারলে জনগণ আপনাদের প্রত্যাখ্যান করবে। অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৪৪)
হুমকির মুখে আত্রাইয়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়
অনেকে এলাকা ছাড়তে শুরু করেছে

আসাদুর রহমান জয়, নওগাঁ থেকে ঃ নির্বাচন পরবর্তী বিচ্ছিন্ন সহিংস ঘটনায় এবং ক্ষমতাসীনদের দাপটে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে নওগাঁর আত্রাই উপজেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসাধারণ। অব্যাহত হুমকি-ধামকি এবং প্রকাশ্য সশস্ত্র মহড়ার কারণে অনেকে

এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নওগাঁর রক্তাক্ত জনপদ আত্রাই উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ঘুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সরজমিনে জানা যায়, আত্রাই উপজেলার সাহাগোলা ইউনিয়নের ভবানীপুর, মির্জাপুর, গহলা গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বাস করে। স্থানীয় মোয়াজ্জেম হোসেন চান্দু গ্রুপের ভয়ে প্রায় ৫শ' হিন্দু পরিবার এখনও প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় বসবাস করছে। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হচ্ছে না। প্রয়োজনের তাগিদে তারা দলবদ্ধ হয়ে বের হয়ে আবার দলবদ্ধ হয়ে ঘরে ফিরছে। ভোঁপাড়া ইউনিয়নের জামগ্রাম, তিলাবুদুরি, কাশিয়াবাড়ি চাকা এবং তেঁতুলিয়া এলাকায় প্রায় ৭/৮ পরিবার হিন্দুবসতির অনুরূপ চিত্র দেখা গেছে। এই ইউনিয়নের শিমুলকুচি গ্রামের জনৈক মিন্টু (৩২) নামক যুবলীগের কর্মীকে নির্বাচনের আগের রাতে স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা মারধর করে মারাত্মক আহত করে। থানা পুলিশকে অবহতি করলেও পুলিশ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি তার জিডিও থানা গ্রহণ করেনি। আহসানগঞ্জ ইউপির পুনঘর, বেওলা, শিংমারা গ্রামে প্রায় ৩শ' হিন্দু পরিবার বসবাস করে। এ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আত্রাই জেলার আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি যার জন্য এই ইউনিয়নে সন্ত্রাসীরা খুব সমস্যা করতে পারছে না।

পাঁচপুর ইউনিয়নের পাঁচপুর, সাহেবগঞ্জ, শুভনই, বোথালিয়া গ্রামের প্রায় ৪/৫শ' হিন্দু বসতি পরিবার রয়েছে তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে আতংকের মধ্যে রয়েছে।

বিষা ইউনিয়নের পৈসাতা গ্রামে মাত্র দুটি হিন্দু পরিবার বসবাস করে। এ পরিবারের উৎসব কুমার বিষা ইউপি যুবলীগের সভাপতি। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তাকে ৮/৯ দিন ধরে নিজ বাড়িতে আটক রাখলেও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

আত্রাই উপজেলার হিন্দু অধুষ্যিত এলাকা মুনিয়ারী ইউনিয়ন। সংবাদে জানা গেছে, এখানে প্রকাশ্য মহড়া দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদের সার্বক্ষণিকভাবে আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখা হয়েছে। অর্থশালী অনেকে গ্রাম ছেড়ে এখন শহরমুখী হওয়ার পরিকল্পনা করছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে হিন্দু ব্যক্তিরা জানান, গ্রামে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে বসবাস করার মত অবস্থা নেই। চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তারা দিনরাত পার করছে। যত দ্রুত সম্ভব তারা এলাকা ছেড়ে চলে যাবে। অনেকে অভিযোগ করে বলেছে, তাদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি(এমএল) বা সর্বহারার নাম ভাঙ্গিয়ে। কিন্তু গ্রামবাসীর বিশ্বাস এই এলাকায় কোন সর্বহারা নেই।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে কথা বলে তাদের চরম নিরাপত্তাহীনতার কথা জানা গেছে। তাদের চোখে-মুখে আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার ছাপ লেগে আছে। বিগত সাড়ে ৩ বছরে আত্রাই উপজেলার ১০টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। যার মধ্যে জোড়াখুনসহ ৮জন আ'লীগ নেতা হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে আত্রাই উপজেলা সন্ত্রাস এবং রক্তাক্ত জনপদে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকালে সংঘটিত এসব হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতা এখন বিএনপিসহ চারদলের হাতে।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৪৫)
উখিয়ায় বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা ভাংচুর

উখিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ঃ উখিয়ায় একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি মন্দির ভাংচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার সকাল ১০টায় উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের কুতুপালংয়ের হাঙ্গরঘোনা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই এলাকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একমাত্র উপসানলয়টি প্রতিষ্ঠার পর এর উন্নয়নকল্পে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন প্রায় ৩ একর বিশিষ্ট বনভুমিতে ২

হাজার আমের চারা, সহস্রাধিক কাঁঠালের চারা এবং শতাধিক কলার চারা রোপন করে। গতকাল সকালে ২০/২৫ জনের একদল সন্ত্রাসী হাঙ্গরঘোনা গ্রামের বৌদ্ধ মন্দিরে সন্ত্রাসী হামলা চালায় এবং রোপিত ফলজ চারাগুলো উপড়ে ফেলে। এ নিয়ে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এর আগেও ওই মন্দিরের জমি দখলের জন্য কুচক্রী ও সন্ত্রাসী দলটি হামলা চালালে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ১০ ব্যক্তি আহত হয়।

যুগান্তর, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৪৬)
খিলগাঁওয়ে মন্দির জ্বালিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সন্ত্রাসীরা একটি মন্দিরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এতে মন্দিরের বেড়া ও আসবাবপত্র পুড়ে যায়। শনিবার ভোর রাতে মেরাদিয়া বুড়াবুড়ির আশ্রমে এ ঘটনা ঘটে।

মন্দিরে আগুনের ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতংক বিরাজ করছে। গতকাল থেকে এলাকায় পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাত ৩টার দিকে কে বা কারা মন্দিরের বেড়ায় কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরের বেড়াসহ কিছু আসবাবপত্র পুড়লেও নতুন নির্মিত দুর্গা প্রতীমা অক্ষত রয়েছে।

এদিকে মেরাদিয়া বুড়াবুড়ির আশ্রম কমিটির সভাপতি পরেশ সরকার ও সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত জানিয়েছেন, রাত পৌনে তিনটার দিকে মন্দির এলাকায় হৈচৈ শোনা যায়। এর পরই মন্দিরে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। লোকজনের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে। ফলে বড় ধরনের কোন অঘটন ঘটেনি। মেরাদিয়া হিন্দু মহল্লায় ৬০/৭০টি পরিবার বসবাস করে। সবাই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা। এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে, একটি মহল (নাম বলেনি) তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। এ অবস্থায়ও তারা সবাই মিলে আসন্ন দুর্গাপূজার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ ঘটনায় গতকাল পরেশ সরকার বাদি হয়ে খিলগাঁও থানায় জিডি করেছেন।

অপরদিকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মহানগর কমিটির যুগ্ম সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাস জানান, নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আসন্ন দুর্গাপূজা উদযাপনের পরিবেশ নষ্ট হবে। তিনি মন্দিরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

যুগান্তর, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৪৭)
ঝালকাঠিতে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা থামিতেছে না ॥ মন্দির ভাংচুর

ঝালকাঠি সংবাদদাতা ঃ নির্বাচনের পর জেলার বিভিন্ন স্থানে একশ্রেণীর বিএনপি সমর্থক কর্তৃক সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর হামলা-নির্যাতনের ঘটনায় শেষ পর্যন্ত জেলার উর্ধ্বতন প্রশাসন সর্বদলীয় মতবিনিময় সভা করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু যেদিন এ সভা করিয়া আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা নেওয়া হয়, সেদিনই অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর রাতেই নলছিটি উপজেলার হয়বতপুর গ্রামে নাগেরবাড়ির মনসা মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। এই বাড়ির গৃহকর্তা শংকর কুমার নাথ ঢাকায় চাকুরী করেন। বাড়ীতে থাকেন তাহার বৃদ্ধা মা ও এক বোন। প্রহরী সাফেজ উদ্দিন, তাহার স্ত্রী

ও নাতি মামুনকে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ঘরে আটকাইয়া রাখিয়া এই আক্রোশ চালানো হয়। কয়েকদিন আগে একই উপজেলার সিদ্ধকাঠি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ঠাকুরবাড়ীতে একদল সন্ত্রাসী দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। তাহার ঘরের আসবাবপত্র ও যাবতীয় মালামাল এমনকি দরজা-জানালা ভাঙ্গিয়া নিয়া যায়। বাড়ীর শিশু ও মহিলাদেরও প্রহার করা হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর এই পরিবারটি এখন বলিতে গেলে একেবারে নিঃস্ব। কাঁঠালিয়া উপজেলার ছায়াআনি গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষে নির্মিত দুর্গা প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। অপর একদল সন্ত্রাসী রাজাপুর উপজেলার ফুলহার গ্রামের বৃদ্ধ রাখাল দেউড়ির (৭৫) বাড়ীতে ঢুকিয়া গৃহকর্তা, তাহার পুত্রবধূ কাননবালা (৩৫) ও নাতনি কাকলীকে (১৫) পিটাইয়া আহত করে। দুর্বৃত্তরা পরিবারের লোকজনের শুধু পরিধেয় কাপড় বাদে অন্যান্য কাপড়-চোপড়, চাউল, ডাল ও আসবাবপত্র লুণ্ঠন করিয়া নিয়া যায়। যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তরা গৃহকর্তাকে ৭ দিনের মধ্যে এক লক্ষ টাকা যোগাড় করিয়া রাখিতে বলে। অন্যথায় তাহার পুত্র কৃষ্ণকান্ত দেউড়িকে খুন করা হইবে বলিয়া হুমকি দেয়। রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক সংখ্যালঘু কর্মকর্তাকে বিএনপি সমর্থকরা মারধর করিয়া এক লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করিয়াছে। সাত হাজার টাকা আদায় করিয়া তাহাকে রাজাপুর ত্যাগ করার হুমকি দেওয়া হয়। উপজেলার পিংরি ও বামনখান গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন ক্যাডারদের হামলার মুখে পালাইয়া বেড়ায়। পিংরি গ্রামের নিতাই দাসকে বেদম প্রহার করিয়া আহত করা হয়। পাশের বাড়ীর সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর নিকট মোটা অংকের চাঁদা দাবি করিয়া হুমকি দেওয়া হয় যে, চাঁদা না দিলে ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া মারিয়া ফেলা হইবে। এখানকার তিনটি পরিবার (জগদীশ পাল, সুভাষপাল ও স্বপন দাস) পালাইয়া গিয়া ঝালকাঠি শহরে আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছে। নলছিটি উপজেলার সাংবাদিকরাও হামলা ও হুমকির শিকার হইতেছে। সাংবাদিক ভোলানাথ দাসকে হুমকি দেওয়া হইয়াছে। পৌর এলাকার শীতলপাড়ায় ছাত্রলীগ কর্মী শেখর বসুর বাসায় কতিপয় বিএনপি কর্মী পুলিশের পরিচয় দিয়া প্রবেশ করে। শেখরকে বাসায় না পাইলেও সেখান থেকে তাহারা সোনার অলঙ্কারাদি নিয়া যায়। ঝালকাঠি শহরে ডাক্তারপট্টি এলাকায় হ্যানিম্যান হোমিও ফার্মেসীর মালিক পরিতোষকে বিএনপি কর্মীরা মারধর করিয়া দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। এদিকে এই দলের একশ্রেণীর নেতাকর্মী শহরের সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীদের ভয়-ভীতি দেখাইয়া মোটা অংকের চাঁদা দাবী ও আদায়ের চেষ্টা করে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়। ইহাছাড়া রাজাপুরের পিংরি ও বামনখান, কাঁঠালিয়ার আওড়াবুনিয়া সদর উপজেলার গঙ্গারামচন্দ্রপুর এবং নলছিটির সুবিদপুর, মোল্লাহাট ও নাচনমহল ইউনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ীঘরে হামলাসহ মেয়েদের শ্লীলতাহানির ভয়ে পরিবারের কিশোরী-তরুণীদের রাতে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে সরাইয়া রাখা হয় বলিয়া খবর পাওয়া যায়। কোন কোন পরিবারের মেয়েদের ঝালকাঠি শহরের আত্মীয়দের বাসায়ও রাখা হইতেছে।

বরগুনায় আশ্রয়ের আশায় ঃ বরগুনা (দক্ষিণ) সংবাদদাতা জানান, দেশের বিভিন্ন এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দুরা বরগুনা সদরের বিভিন্ন এলাকায় তাহাদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রতিদিন ছুটিয়া আসিতেছে। নির্বাচনের পর হইতে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় অব্যাহত হামলা অথবা সম্ভাব্য হামলার ভয়ে ভীত হইয়া আসিতেছে। বরগুনা শহর ও সদর উপজেলার খাজুরতলা, গৌরিচন্না, বদরখালী, কুমড়াখালী গ্রামসহ বিভিন্ন এলাকার একাধিক আশ্রিতদের সহিত কথা বলিয়া এই তথ্য জানা গিয়াছে। ইহারা বরিশাল, ঝালকাঠি, গৌরনদী,পিরোজপুর বাগেরহাটসহ বিভিন্ন এলাকা হইতে আসিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নাজিরপুরের গ্রামে মন্দির দোকান ভাঙচুর ঃ পিরোজপুর অফিস জানায়, নাজিরপুর উপজেলার মাটিভাঙ্গার চরবানিয়ারী গ্রামে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালাইয়া তিনটি মন্দির ও

চারটি দোকান ভাংচুর করে। গতকাল রবিবার এই হামলায় রবিদাসী নামে এক মহিলাসহ চারজন আহত হয়। আহত মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৪৮)
সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ পরিবারের তিন নারীর সম্ভ্রম হানি

তৌফিক মারুফ, বরিশাল ঃ একটি সংখ্যালঘু পরিবারের মা-মেয়ে ও পিসির ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে একদল সন্ত্রাসী। বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই ইউনিয়নের রাজারচর গ্রামে এ বর্বর ঘটনা ঘটেছে গত শনিবার রাতে। মা ও পিসি মুখ না খুললেও নির্যাতিতা কিশোরী মেয়ে বরিশালের মহিলা পরিষদের এক নেত্রীর কাছে আশ্রয় নিয়ে ঘটনা জানানোর পর তাকে বরিশাল সরকারী মহিলা সহায়তা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। পরে তার মা ও পিসি সেখানে আসেন। গতকাল রোববার রাতে পুলিশ ঘটনা শুনে ঐ আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে তাদের মামলা দায়েরের জন্য থানায় নিয়ে যায়।

নির্যাতনের শিকার ঐ কিশোরী স্থানীয় একাধিক সাংবাদিককে ও সরকারী মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে, স্থানীয় চিহ্নিত একদল সন্ত্রাসী কয়েক দিন আগে তাদের নব নির্মিত বাড়িতে হানা দিয়ে প্রথমে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবী করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা পরিবারটিকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয় এবং কিছু মালামাল লুট করে নেয়।

এ ঘটনার পর কিশোরীর বড় বোনকে তার বাবা এলাকা থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলোনা তাদের। শনিবার গভীর রাতে ১০/১২ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাড়িতে এসে ঘরের দরোজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে প্রথমেই অস্ত্রের মুখে কিশোরীর বাবাকে আলাদা করে নেয়। এরপর ঐ ঘরের মধ্যেই পাঁচ-ছয় সন্ত্রাসী কিশোরীর মা (৪০) ও পিসির (৩০) ওপর নির্যাতন শুরু করে আর কিশোরিকে অপর চার-পাঁচ সন্ত্রাসী টেনে হিঁচড়ে বাইরে বাগানে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। মুখ বেঁধে রাখায় কেউ চিৎকার দিতে পারেনি। পরে শেষ রাতে সন্ত্রাসীরা তাদের মুখ খুলে দিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে বলে যায়, এ ঘটনা প্রকাশ পেলে পরের রাতে সবাইকে জবাই করা হবে। সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার পর নির্বাক বাবা, মা ও পিসি মিলে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় বাগান থেকে কিশোরীকে উদ্ধার করে।

কয়েক ঘণ্টা পর কিশোরী কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়ির কাউকে কিছু না বলে অন্য এক মহিলার সহায়তা নিয়ে বরিশাল শহরে এসে এক পরিচিত নারী নেত্রীর আশ্রয় নেয়। ঐ নারীনেত্রী কিশোরীকে সরকারি মহিলা সহায়তা কর্মসূচির বরিশাল আশ্রয় কেন্দ্রে হস্তান্তর করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত থানা থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনা তদন্তে পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেছেন।

প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৪৯)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিন—সিপিবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত সমাবেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

মন্ত্রিসভায় '৭১-এর ঘাতক-রাজাকারদের অন্তর্ভুক্ত করা, দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর নির্যাতন, হত্যা, সন্ত্রাস ও দখলদারীত্বের প্রতিবাদে বাংলাদেশের

কমিউনিস্ট পার্টি গতকাল রোববার রাজধানীতে সমাবেশ ও কালো পতাকা মিছিল করেছে। বিকেলে মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পার্টি নেতা মোর্শেদ আলী, আশরাফ হোসেন আশু, আবদুল মালেক, রুহিন হোসেন প্রিন্স প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে কালো পতাকা হাতে শত শত নেতা-কর্মীর মিছিল রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্টেডিয়াম গেটে পৌছলে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কালো পতাকার মিছিল কমিউনিস্ট পার্টির মিছিলের সঙ্গে যোগ দেয়।

সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৫০)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চলছেই
পিরোজপুরের গ্রামে মন্দির ভাংচুর ॥ বরিশালে মা মেয়ে ননদ লাঞ্ছিত

বরিশাল থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, চার সন্তানের মা, তার ১৪ বছরের মেয়ে এবং চল্লিশোর্ধ ননদকে পাশবিক নির্যাতন করলো সন্ত্রাসীরা। বরিশাল সদরে চরমোনাই ইউনিয়নের রাজারচর গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এটাই এ পর্যন্ত ঘটা সবচেয়ে বড় ঘটনা। শনিবার রাতের এ ঘটনা রবিবার সকালে নগরীতে জানাজানি হয়। এ ঘটনা নগরীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে। কোতয়ালী পুলিশ রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কিছুই জানেনা বলে জানায়। এ তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের। পাশবিক নির্যাতনের শিকার ঐ কিশোরী জানায়, কয়েকদিন আগে সন্ত্রাসীরা তাদের নবনির্মিত বাড়ীতে এসে হানা দেয়। তারা তাদের নেমে যেতে বলে বাড়ী থেকে। সেই সাথে লুট করে নিয়ে যায় বাড়ীর মালামাল। এ ঘটনার পর তার বাবা ১৬ বছরের বড় বোনকে অন্যত্র তার এক আত্নীয় বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। মিস্ত্রি পদবীর এ বাড়ীটিতে শনিবার গভীর রাতে ১০/১২ জনের একদল সন্ত্রাসী হামলা করে। তারা বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে। তারা তার বাবা মা ও পিসিকে মারধর করে। তারপর তার বাবাকে কয়েক সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বাইরে নিয়ে যায়। তার পর তার মা ও পিসিকে বাড়ীর ভিতরে পাশবিক নির্যাতন করে। চতুর্দশী কিশোরীকে তারা জোর করে পাশের বাগানে নিয়ে গণহারে পাশবিক নির্যাতন করে। সন্ত্রাসীরা যাবার আগে এ ঘটনা কাউকে বললে ভারতে পাঠিয়ে দেবার হুমকি দেয়। রবিবার দুপুরে নির্যাতনের শিকার কিশোরীটি বরিশালে মহিলা পরিষদের এক নেত্রীর কাছে এলে তাকে সরকারের নির্যাতিতা মহিলা সহায়তা কর্মসূচীর হোমে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

(২৫১)
সংখ্যালঘু নির্যাতনের ৮০ ভাগ খবর ভিত্তিহীন ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
শুধু বিএনপি নয় আওয়ামী লীগ নির্যাতন করছে ঃ মান্নান ভূঁইয়া

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ গতকাল সোমবার সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ব্যাপারে পত্রিকাগুলি অতিরঞ্জিত খবর ছাপছে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ৮০/৯০ ভাগ ভিত্তিহীন। খবরের কাগজের রিপোর্টারের সাথে ডিসি এসপিদের পাঠানো রিপোর্টের কোন মিল নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পূজা উদযাপন পরিষদের নিমচন্দ্র ভৌমিক তার সাথে সাক্ষাৎকালে পত্রিকায় অতিরঞ্জিত

খবর প্রকাশ হচ্ছে বলে স্বীকার করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এসব কল্পিত খবরের পেছনে একটি মহল সক্রিয়। তারা এ থেকে ফায়দা লুটতে চায়। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা স্বীকার করে দুই মন্ত্রী হিন্দুদের উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পূজা উদযাপনের আহ্বান জানান। হিন্দুদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পূজামণ্ডপ ইতোমধ্যেই পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তারা জানান। দুই মন্ত্রী বলেন, আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছি। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে দুই মন্ত্রী ছাড়াও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাংসদ জহিরুদ্দিন স্বপন, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সচিব ড. আকবর আলী খান, পুলিশের আইজি মোহাম্মদ নুরুল হুদাসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে দৈনিক ইত্তেফাক-এ গতকাল সোমবার কোটালীপাড়ায় আশ্রয় নেয়া সংখ্যালঘুদের সাহায্যের আশায় বসে থাকার যে ছবিটি ছাপা হয়েছে তা সাজানো বলে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া জনকণ্ঠের একটি রিপোর্টকে কাল্পনিক মন্তব্য করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইত্তেফাকে প্রকাশিত ছবিটির সর্বাগ্রে যে মহিলা তার নাম কমলা রানী। গতকাল ওই এলাকায় যাওয়ার পর সে তার কাছে প্রকাশ করেছে যে তাকে একজন ডাক্তার এখানে নিয়ে এসেছিল। সে সাহায্যের আশায় আসেনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গতকাল তিনি গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, কোটালীপাড়া ও রামশীল এলাকা ঘুরে এসেছেন। তার সাথে ঢাকা থেকে সাংবাদিকরাও গিয়েছিলেন ঃ কিন্তু তাকে প্রশ্ন করলে তিনি মাত্র ২টি পত্রিকার সাংবাদিকদের কথা বলেন। তিনি জানান, সংখ্যালঘুদের নির্যাতন এবং রামশীলে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের আশ্রয় গ্রহণের খবরের কোন সত্যতা পাননি। তিনি সুধী সমাবেশ করে জানতে পারেন গৌরনদী এলাকার সাবেক চিপ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সন্ত্রাসীরা রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা গৌরনদী থেকে পালিয়ে আসার সময় স্থানীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘরে হামলা চালায়। তারা চলে আসার সময় সংখ্যালঘুদের বলে আসে, এলাকায় রায়ট হবে। তাই তাদের সাথে ভয়ে দু একটি পরিবার রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তবে গতকাল রামশীলে তিনি কাউকে খুঁজে পাননি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, আগৈলঝাড়া এলাকার সাবেক মন্ত্রী সুনীল গুপ্তও সুধী সমাবেশে একই কথা বলেছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বরিশাল এলাকার স্থানীয় সাংবাদিকরা তাকে জানিয়েছেন পত্রিকায় যে সব খবর ছাপা হয় তা বরিশাল এলাকার কোন সাংবাদিক পাঠান না। ঢাকা অফিস থেকে এসব আজগুবি ও ভৌতিক খবর তৈরি করে ছাপানো হয়। বরিশালের সাংবাদিকরা এ জন্য তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন বলে তিনি জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যে সব সন্ত্রাসের প্রমাণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে তিনি রাজনৈতিক গন্ধ পেয়েছেন। একটি সন্ত্রাসীদের টাকা দিয়ে সন্ত্রাস করাচ্ছে। বিএনপির সাথে যোগাযোগ আছে এমন সব লোকজনকে দিয়েও সন্ত্রাস করানো হচ্ছে। বিএনপি মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়া বলেন গত ৫ বছরে আমাদের নেতা-কর্মীরা নির্যাতিত হয়েছে, নিহত হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে। থানা মামলা নেয়নি, বিচার হয়নি। তাই আমাদের নেতা কর্মীদের মধ্যে কিছু ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। একারণেই আমরা বিজয় মিছিল বা উল্লাস করিনি। তারপরেও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। শুধু বিএনপি আক্রমণ করেনি, আওয়ামী লীগও আক্রমণ করেছে। আমার এলাকায়ও বিএনপির একজন নিহত হয়েছে; কিন্তু আমরা সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছি।

দুই মন্ত্রী সমবেতভাবে বলেন, আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছি। সন্ত্রাসী যেই হোক তাকে গ্রেফতার করা হবে। কেউ বাদি না হলেও পুলিশ নিজে বাদি হয়ে মামলা করবে। তারা সারা দেশের হিন্দুদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে দুর্গাপূজা করার আহ্বান জানান। গতকাল সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের জবাবে আইজিপি বলেন, ভারতে সংখ্যালঘুদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার কাছে কোন তথ্য নেই। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সচিব ড.

আকবর আলী খান বলেন, পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ৮০/৯০ ভাগের সঙ্গে ডিসি এসপিদের পাঠানো রিপোর্টের কোন মিল নেই। পত্রিকার অতিরঞ্জিত প্রতিবেদন সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সংবাদপত্রের অধিকাংশ রিপোর্ট ভিত্তিহীন।

সংবাদ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৫২)
চট্টগ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর উল্টো চাপ ॥ পূজা করতে হবে জাঁকজমকের সঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামে উপর্যুপরি সন্ত্রাসী হামলায় বিপর্যস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবার পড়েছে ভিন্নরকম চাপের মুখে। সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে তারা সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা এবং কোথাও কোথাও পূজা মণ্ডপ তৈরি না করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিশেষ একটি মহল তাদের চাপ দিচ্ছে জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা করার জন্য। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার দায় এড়াতে এই চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, ইতোমধ্যে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সন্দীপের সংখ্যালঘুদের হুমকি দিয়ে বলেছে, এবার দুর্গাপূজা করা না হলে তাদের চাঁদা দিতে হবে। নতুন এই হুমকিতে সংখ্যালঘুরা আরও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। কেননা, নির্বাচনের আগে ও পরে অব্যাহত হামলায় সন্দীপের সংখ্যালঘুরা এমনিতেই বিপর্যস্ত। অনেকে সন্দীপ ছেড়েও চলে গেছে। একই ঘটনা ঘটেছে রাউজান, ফটিকছড়ি , চন্দনাইশ, বোয়ালখালি ও হাটহাজারী উপজেলায়। এসব এলাকার সংখ্যালঘুদের এখন দুর্গাপূজা করার মানসিকতা নেই বললেই চলে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ সারা দেশে অনাড়ম্বরে পূজা করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় সরকার বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছে। এই অবস্থায় চারদলের শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা সংখ্যালঘুদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে-তারা যেন জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপূজা করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, এটা নির্লজ্জ হামলার দায় এড়ানোর একটা প্রচেষ্টামাত্র।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৫৩)
এক ব্যক্তি গ্রেফতার ॥ বরিশালে এক পরিবারে ৩ নারীর সম্ভ্রমহানির ঘটনায় মামলা

বরিশাল অফিস ঃ বরিশালের চরমোনাইর বাজারচর এলাকায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের তিন নারীর সম্ভ্রমহানির ঘটনায় রোববার রাতে কোতোয়ালি থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের হয়েছে। ওই পরিবারটির অন্যতম অভিভাবক পবিত্র কুমার মিস্ত্রি এই মামলার বাদী। মামলার প্রধান আসামী স্থানীয় এক বিএনপি কর্মী বজলুকে পুলিশ গতকাল সোমবার গ্রেফতার করেছে। এদিকে ডাক্তারী পরীক্ষাকে প্রভাবিত করে মামলা দুর্বল করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল চেষ্টা শুরু করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ জানায় শনিবার রাতে মামলার বাদী পবিত্র মিস্ত্রির বোন, ভাবী ও ভাইয়ের মেয়েকে স্থানীয় একদল সন্ত্রাসী পাশবিক নির্যাতন করেছে বলে ঘটনার কথা জেনে রোববার রাতে নির্যাতিতদের থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে ওই রাতেই ঘটনা তদন্তের জন্যে একাদিক পুলিশ কর্মকর্তা নির্যাতিতদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত শেষে থানায় ফিরে মামলা দায়েরের নির্দেশ দেয়। মামলায় স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও বিএনপি কর্মী বলে পরিচিত বজলুসহ ছয়জনকে আসামী করা হয়। গতকাল সোমবার দুপুরে পুলিশ ওই এলাকা থেকে প্রধান আসামি বজলুকে গ্রেফতার ও অপর দুজনকে সন্দেহজনকভাবে থানায় নিয়ে আসে। তবে ওই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে থানা থেকে জানানো হয়েছে। অপরদিকে গতকাল নির্যাতনের শিকার বাদীর বোন, ভাবি ও ভাইয়ের মেয়ের ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে বরিশাল মেডিক্যাল হাসপাতালে। গতকাল রাত পর্যন্ত রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

প্রথম আলো, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৫৪)
নরসিংদীতে পূজামণ্ডপে হামলা আরও কয়েক স্থানে সহিংসতা

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার এক গ্রামে পূজামণ্ডপ ঘরে সন্ত্রাসীরা হামলা চালাইয়া মূর্তি ভাঙ্গে। ফেনীতে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় হামলা করিতে গেলে ৩ সন্ত্রাসীকে গণধোলাই দিয়া পুলিশে সোপর্দ করা হয়। ঈশ্বরদীতে ভারতীয় রেলওয়ের (ইরকোন) এক কর্মীর উপর সন্ত্রাসীরা হামলা করে। খবর স্থানীয় সংবাদদাতার।

নরসিংদী ঃ গত রবিবার রায়পুরা উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের পিরিজকান্দি বাজার দুর্গাবাড়ি মন্দিরের পুজামণ্ডপ ঘরে হামলা চালাইয়া কে বা কাহারা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের মূর্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। একই রাত্রিতে কতিপয় সন্ত্রাসী গ্রামের মনোহর বিশ্বাসের বাড়ীতে হামলা করে এবং তাহার যুবতী কন্যাকে অপহরণের চেষ্টা করে।

নির্ভয়ে পূজা করুন

গতকাল সোমবার নরসিংদী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়া এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার আমিনুর রহমান, জেলা প্রশাসক কাজী আখতার হোসেন, পুলিশ সুপার, নরসিংদী জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ, বিএনপি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দ জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, ঘরবাড়ি ভাঙচুর, চাঁদাবাজি, অগ্নিসংযোগের কাহিনী তুলিয়া ধরেন। বিভাগীয় কমিশনার বলেন, নির্ভয়ে পূজা উদযাপন করুন। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ও সন্ত্রাস বন্ধে সরকার সব কিছু করিবে।

ফেনী ঃ গত রবিবার রাত্রে সদর থানার আলোকদিয়া গ্রামে ৩ জন সন্ত্রাসীকে স্থানীয় লোকজন আটক করিয়া পুলিশে সোপর্দ করে। প্রকাশ, ২৫/৩০ জনের একদল সন্ত্রাসী তুলাবাড়ী হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় লুটতরাজ করিতে গেলে গ্রামবাসী ধাওয়া করিয়া তিনজন সন্ত্রাসীকে আটক করিয়া গণধোলাই দিয়া পুলিশে সোপর্দ করে। তাহারা বিএনপির স্থানীয় কর্মী বলিয়া পুলিশের নিকট স্বীকার করিয়াছে।

ঈশ্বরদী ঃ ঈশ্বরদীর সাড়া গোপালপুর এলাকায় বেস ডিপোতে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী (ইরকোন) কর্মকর্তা ভারতীয় নাগরিক একে শর্মার উপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় উক্ত কোম্পানীর কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। সূত্র জানায় গত রবিবার বিকালে ঐ এলকার যুবদল কর্মী শামসুল আলম ৩/৪ জন যুবকসহ যমুনা ব্রীজ রেলওয়ে লিঙ্ক প্রজেক্ট-২ এর সিনিয়র সেকশন প্রকৌশলী শর্মার নিকট চাঁদা দাবী করে। শর্মা বলেন, 'আমি চাকুরি করি চাঁদা দিব কোথা হইতে'। এ সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বাঁশ দিয়া শর্মার উপর হামলা চালানো হইলে তাহার ১টি হাত ভাঙ্গিয়া যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাহাকে রাজশাহীতে স্থানান্তর করা হইয়াছে। গভীর রাতে বেস ডিপো ম্যানেজার এসসি গুপ্তা এই ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ইরকোনের বেস ডিপোর সিকিউরিটি মাকসুদকে গ্রেফতার করিয়াছে। থানার অন্য সূত্র জানায়, হামলাকারী যুবদলীকর্মী আলম লেবার সরবরাহ করিবার কাজের জন্য চাপ প্রয়োগ করিলে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হামলা চালাইয়াছে।

১০৭টি বাড়িতে হামলা

ময়মনসিংহ ঃ গতকাল স্থানীয় প্রেসক্লাবে গফরগাঁও উপজেলা আ. লীগের সাধারণ সম্পাদক দুলাল উদ্দিন আকন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন, সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে বিএনপির সন্ত্রাসীরা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ১০৭টি পরিবারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণসহ নির্যাতন চালায়। এই সন্ত্রাসে সংখ্যালঘুরা বাড়ি-ঘর ছাড়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে বিএনপি সন্ত্রাসীদের গুলিতে ৫ জন খুন হইয়াছে। বর্তমানে শহর ও বাজারে নীরব চাঁদাবাজি চলিতেছে। ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার সদরের ধামদী রাধা-গোবিন্দ মন্দিরে কতিপয় দুষ্কৃতকারী হামলা চালাইয়া শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তিসহ ৯ মূর্তি ভাংচুর করিয়াছে। এই ব্যাপারে মন্দির কমিটির সভাপতি মিহির চন্দ্র বিশ্বশর্মা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করিয়াছেন। পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। এ ঘটনায় স্থানীয় পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি প্রবোদ রঞ্জন সরকার সাধারণ সম্পাদক চন্দন রঞ্জন সরকার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার লক্ষে একটি কুচক্রী মহল উক্ত ঘটনা ঘটাইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন।

মন্দির ভাংগার দায়ে

পিরোজপুর অফিস ঃ গত রবিবার নাজিরপুরের মধ্য বানিয়ারিতে তিনটি মন্দির ভাংগা, দোকানে হামলা ও মহিলাসহ ৫ জনকে আহত করার দায়ে রুজু করা মামলায় পুলিশ গতকাল তিন যুবককে গ্রেফতার করিয়াছে, যুবকত্রয় হইল মোর্শেদ, ইকবাল ও তৌহিদ। থানা হইতে তাহাদেরকে সাধারণ ফৌজদারী আইনে কোর্টে চালান দেওয়া হইলেও পরে জননিরাপত্তা আইনে মামলা পরিচালনার জন্য এসপি কোর্টে আরেকটি আবেদন করিয়াছেন। উক্ত মামলার আসামী সংখ্যা ১০ এবং তাহারা জামায়াতের কর্মী ও সমর্থক।

পাথরঘাটার ধর্ষিতা সংখ্যালঘু কিশোরী ঢাকায়

বরগুনা (দক্ষিণ) সংবাদদাতা ঃ অবশেষে বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার হোগলা পাশা গ্রামে গত ৬ই অক্টোবর গভীর রাতে ধর্ষিতা সংখ্যালঘু কিশোরীকে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আইনগত সহায়তা দিতে আগাইয়া আসিয়াছে। গতকাল আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য ও জিয়াউদ্দিন তারেক আলী পাথরঘাটা আসেন এবং ধর্ষিতাকে ঢাকা নিয়া যান। ধর্ষিতার পরিবারের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে পাথরঘাটা উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ঘটনার পরদিন মামলা করা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি গ্রহণ করিয়াছে।

রাজশাহী অফিস ঃ সংখ্যালঘু হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এবার দুর্গাপূজা অনাড়ম্বরভাবে পালন করা হইবে। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় পূজা কমিটি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এদিকে জেলা প্রশাসক স্থানীয় সংখ্যালঘু নেতাদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হয়। গতকাল তিনি জানান, দুর্গাপূজা উপলক্ষে সংখ্যালঘু ও পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

সংখ্যালঘুদের ১০টি প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর

নেত্রকোনা ঃ সদর উপজেলা সদরে রবিবার বিকালে সংখ্যালঘুদের ১০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুরের অভিযোগে পুলিশ বিএনপি ও ছাত্রদলের ১০ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করিয়াছে। গ্রেফতারকৃতরা হইতেছে ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক সায়েদ, কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আবদুল্লা আল মামুন, সিনিয়র সহ সভাপতি মোশারফ হোসেন, ছাত্রদল কর্মী মাণিক, হারুনুর রশিদ, লিমন, বিএনপি নেতা রহিম উদ্দিন মেম্বার, আমানউল্লাহ, বোরহান উদ্দিন সহ ১০ জন। তাহাদের রাত্রেই নেত্রকোনা জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৫৫)
বাগেরহাটের সন্ত্রাসকবলিত সংখ্যালঘুদের খোঁজখবর নিলেন ১১ দল নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ নির্বাচনপরবর্তী সহিংসতার শিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা সরেজমিন খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য ১১ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ রবিবার বাগেরহাট এসেছিলেন। মোল্লাহাটের গাওলা, চাঁদেরহাটসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় তাঁরা নির্যাতিত লোকদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

নেতৃবৃন্দ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সাক্ষাত করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে সংখ্যালঘুদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের নিশ্চয়তার দাবি জানান। সন্ধ্যায় নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। বাগেরহাট সফরকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সিপিবির সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দলের সভাপতি নির্মল সেন প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৫৬)
গৌরনদীতে সংখ্যালঘু দুই ভাইকে বেঁধে রেখে তাদের স্ত্রীদের গণধর্ষণ করেছে বিএনপি ক্যাডাররা

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ গত ১১ অক্টোবর গভীর রাতে গৌরনদী উপজেলার খাঞ্জাপুর ইউনিয়নে 'দাস' পদবির দুই ভাইকে অস্ত্রের মুখে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে দুই ভাইয়ের স্ত্রীদের ধর্ষণ করেছে বর্তমান সরকাদলীয় স্থানীয় ক্যাডাররা।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের পর বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডারদের তাণ্ডব সহ্য করতে না পেরে অনেকে এলাকা ছাড়লেও খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামে 'দাস' পদবির দুই ভাই একই ঘরে সস্ত্রীক বাস করছিলেন। ১১ অক্টোবর গভীর রাতে বিএনপির পরিচয়দানকারী কমলাপুর গ্রামের কয়েকজন সশস্ত্র ক্যাডার বাড়িটিতে হানা দেয়। তারা গৃহকর্তার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করলে এক পর্যায়ে গৃহকর্তারা ঘরের দরজা খুলে দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা জানায়, তারা বাড়িটির দলিল করেছে। তাই সবাইকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে; কিন্তু গৃহকর্তারা ঘর থেকে বের না হওয়ায় নৌকায় ভোট দেওয়ার অজুহাতে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে গৃহকর্তাদের ঘরের বাইরে নিয়ে যায়। তাদের পাহারার ব্যবস্থা করে অন্য কয়েক সন্ত্রাসী ঘরের ভেতরে ঢুকে তাদের স্ত্রীদ্বয়কে খাটের সাথে বেঁধে গণধর্ষণ করে। যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা কোথাও মামলা না করার জন্য সবাইকে হুমকি দিয়ে যায়। ভয়ে ও সম্মান রক্ষায় থানায় মামলা হয়নি।

সংবাদ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৫৭)
মায়ের সামনে কলেজপড়ুয়া কন্যাকে রাতভর ধর্ষণ ভাঙ্গায় বর্বরতম নির্যাতনের শিকার হয়েছে এক সংখ্যালঘু পরিবার

অশোকেশ রায় ফরিদপুর থেকে ঃ নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর গ্রামে একটি সংখ্যালঘু পরিবার বর্বরতম নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

বিএনপি-মৌলবাদী সমর্থকেরা ঐ পরিবারের বাড়ি-ঘরে হামলা চালিয়ে মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট করেই ক্ষান্ত হয়নি, ঘরের মধ্যেই সারারাত মদ খেয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মায়ের সামনেই কলেজপড়ুয়া কন্যাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। বাধা দেওয়ায় মাকেও ব্যাপক মারপিট করা হয়েছে। '৭১ সালের বর্বরতাকেও হার মানানো এ নৃশংস ঘটনার পর থেকে পুনর্বার হামলার আশঙ্কা ও লোকলজ্জার ভয়ে ঐ পরিবারটি থানায় মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না।

পুলিশ ও এলাকাবাসীর সূত্রে জানা গেছে, ৬ অক্টোবর রাত ৯টার দিকে ভাঙ্গা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মোশরারফ হোসেনের ভাই হাবি, পলাশ, মোঃ সেকেন, জামাল, এসকেন, কামাল ও টেক্কা নামক ৭ বিএনপি সমর্থক ও সন্ত্রাসী আজিমনগর গ্রামের ঐ সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা 'নৌকায় ভোট দেওয়ার মজা দেখাচ্ছি' বলে পরিবারের কর্তাকে খুঁজতে থাকলে প্রাণভয়ে তিনি ঘরের পেছনের দরজা খুলে পালিয়ে যান।

এ সময় সন্ত্রাসীরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মায়ের সামনেই ঐ পরিবারের কলেজপড়ুয়া কন্যাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে পালাক্রমে ধর্ষণ করতে শুরু করে। ঐ সময় মা সন্ত্রাসীদের হাতে-পায়ে ধরে মেয়ের ইজ্জত ভিক্ষা চাইলে সন্ত্রাসীরা তাকে বেদম মারপিট করে। রাত একটা পর্যন্ত এ পৈশাচিক নির্যাতন শেষে সন্ত্রাসীরা ঘরের দামি জিনিসপত্র লুট করে ঐ কলেজ ছাত্রীকে ধরে বাড়ি থেকে অন্যত্র নিয়ে পুনরায় পালাক্রমে ধর্ষণ করে এবং ভোর রাতে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যায়। ভোর রাতেই ঐ পরিবারটি ধর্ষিতা মেয়েসহ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় পালিয়ে যায়।

এদিকে এ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ গোপালগঞ্জ থেকে ঐ পরিবারটিকে এলাকায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। লোকলজ্জার ভয়ে মেয়েটিকে তার আত্মীয়ের বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসীরা ঘটনার পর থেকেই ঐ পরিবারসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু পরিবারকে এ ঘটনা পুলিশ বা অন্য কাউকে জানালে সবাইকে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে। সন্ত্রাসীরা এলাকায় অত্যন্ত প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। এলাকার সংখ্যালঘুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ও আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছে। নির্যাতনের শিকার উক্ত সংখ্যালঘু পরিবারের কর্তা এখনো পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

অন্যদিকে পুলিশ মামলা নিতে চাইলেও পুনরায় হামলা ও লোকলজ্জার ভয়ে থানায় মামলা দায়ের করতে রাজি হয়নি নির্যাতিত পরিবারটি।

ভোরের কাগজ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৫৮)
হিংস্র শ্বাপদের জনপদ
বাগেরহাটের গ্রামে গ্রামে 'এলান' দিয়ে সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, বাগেরহাট থেকে ঃ বাগেরহাটের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে এখন বেপরোয়া চাঁদাবাজি চলছে। নির্যাতন হুমকি-ধমকির পাশাপাশি এই চাঁদাবাজি সংখ্যালঘুদের ওপর 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে দেখা দিয়েছে। সন্ত্রাসীরা লুটপাট ও ধর্ষণের পর এখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা দাবি করছে। চাঁদা চাইতে এসে তারা সংখ্যালঘুদের শাসিয়ে যাচ্ছে—এ দেশে থাকতে হলে এই পাঁচ বছর তাদেরকে ট্যাক্স দিয়েই থাকতে হবে।

গত ছয় দিন ধরে বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে দেদারছে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। কোন কোন এলাকায় সরবে গিয়ে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। গরিব হিন্দু পরিবারগুলোর কাছে পরিবার প্রতি এক

থেকে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। আর একটু অবস্থাসম্পন্ন পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে ১০ থেকে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা ধার্য করা হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা থেকে এক লাখ বা তারও বেশি টাকা ধার্য করা হচ্ছে এবং এই চাঁদা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হচ্ছে। চাঁদা না দিলে মারধর, মেয়েদের লাঞ্ছিত করা, গরু-ছাগল নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। সংখ্যালঘুরা যে যেভাবে পারছে চাঁদা দিয়ে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করছে। অনেকে চাঁদার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

বাড়ি বাড়ি চাঁদাবাজির পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের দোকানে দোকানে গিয়েও চাঁদবাজরা হানা দিচ্ছে। চাঁদা না দিলে দোকানপাট ভাংচুর করছে। চাঁদা এবং হামলার ভয়ে এই জেলার বাজারগুলোতে অবস্থিত হিন্দুদের মালিকানাধীন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দোকান নির্বাচনের পর থেকে বন্ধ রয়েছে। এদিকে এই এলাকার চাঁদাবাজির কোন অভিযোগ পুলিশের কাছে যাচ্ছে না। কোন সংখ্যালঘু পরিবারই জনকণ্ঠের সাথে আলাপকালে এসব অভিযোগ নিয়ে থানায় যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয় বলে জানিয়েছে। থানা-পুলিশ করে তাদের বিপদের মাত্রা আরও বাড়াতে চায়না। কারণ পুলিশ চলে গেলে তাদের ওপর অত্যাচার আরও বেড়ে যাবে।

চিতলমারী উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলো চাঁদাবাজির সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার। যারা হামলা করছে তারাই চাঁদাবাজি করছে। বাঁশবাড়িয়া, ট্যাংরাখালি, লড়ারকুল, কচুরিয়া, আন্ধারমানিক, সন্তোষপুর, নাছিরপুর, বানিয়ারি, খড়মখানা, ব্রাহ্মগাতি, দুর্গাপুর, শ্যামপাড়া প্রভৃতি গ্রামের একাধিক ব্যক্তিকে ইতোমধ্যেই চাঁদাবাজির চাহিদা পূরণ করতে হয়েছে। কাকে, কখন, কোন সময়ে দিতে হবে সেই ঘোষণা দিয়ে এলান জারি করা হয়েছে। বাঁশবাড়িয়ার নেপাল কীর্ত্তনিয়া চাঁদার টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর নিকট থেকে ১৮শ' টাকা ছিনিয়ে নেয়া হয়। সন্তোষপুরের ডা. জগদীশ হালদারের নিকট একটি বড় অংকের চাঁদা দাবি করা হয়েছে। ডুমুরিয়ার হরেন, অসীমানন্দ, অর্ণব বিশ্বাসকে একটি বড় অংকের টাকা শোধ করতে বলা হয়েছে। বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে ধার্যকৃত অর্থ পরিশোধ না হলে ভয়াবহ পরিণতি হবে বলে তাদের শাসানো হয়েছে। চিতলমারী বাজারের হিন্দুদের দোকানে দোকানে চাঁদা চাওয়া হয়েছে। কালিগঞ্জ বাজারের অবস্থাও তথৈবচ।

মোল্লাহাট উপজেলার সংখ্যালঘুদের ওপর সমানতালে চাঁদাবাজি চলছে। নাম প্রকাশ না করে জনৈক ভুক্তভোগী জনকণ্ঠকে চিঠিতে জানিয়েছেন, অস্ত্র উচিয়ে ভয় দেখিয়ে চাঁদার অর্থ হাতিয়ে নেয়ার এই প্রক্রিয়াটি ঘটছে চুপিসারে। আতঙ্কে সিঁটিয়ে থাকা মানুষেরা প্রতিরোধ তো দূরের কথা, প্রতিবেশীদের সামনেও মুখ খুলছে না। কোনভাবে জানাজানি হলেও তারা ঘটনাটি পুরোপুরি অস্বীকার করছে। মোল্লাহাট সদরের পূর্বপাশের হিন্দু অধ্যুষিত গিরিশনগর গ্রামটি এই নীরব চাঁদাবাজির শিকার। ছোট্ট এক মুদি দোকানিকেও চাঁদার টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে। এখানকার এক মহিলা ইউপি সদস্যও চাঁদাবাজির শিকার হয়েছেন।

রামপাল উপজেলায় গ্রামের পর গ্রামেও চলছে সরব ও নীরব চাঁদাবাজি। এখানকার নলবুনিয়া গ্রামের শুধুমাত্র ভিটে পাহারাদানকারী বয়স্কদের কাছে জানা যায় দুঃসহ চাঁদাবাজির ঘটনা। আকুল মাঝির কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা চাওয়া হয়েছে। তিনি ইতোমধ্যে ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করেছেন। আকুল মাঝির ভাই নিখিল ও মনোরঞ্জন মাঝির কাছেও যথাক্রমে ২৫ ও ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। এখানকার জিতেন, সন্তোষ মণ্ডল, জুড়োন মণ্ডল, সুধীর মণ্ডল, স্বপন মণ্ডল, মনোরঞ্জন হালদার প্রমুখের কাছে ৫ হাজার টাকা করে চাওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলের চাঁদাবাজির নায়ক নজরুল মোড়ল। তিনি স্থানীয় বিএনপি নেতা রাজ্জাক হালদারের দক্ষিণ হস্ত হিসাবে বিশেষ পরিচিত। ৫০/৬০ জনের একটি দল নিয়ে এই ব্যক্তি গ্রামের পর গ্রামে হামলা, ভাংচুর,লুটতরাজ, চাঁদবাজি করছে। গত রবিবার রামপাল থানা পুলিশ এই অত্যাচারী নজরুল মোড়লকে গ্রেফতার করে। তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য স্থানীয় বিএনপি নেতা তদ্বিরও করেছেন। বিএনপির ছত্রছায়ায় লালিত হাবিব সর্দার, আখতার প্রমুখ

রাজনগর, বুড়িরডাঙ্গা, উজলকুর প্রভৃতি ইউনিয়নের সংখ্যালঘুদের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। এই উপজেলার অবরুদ্ধ গ্রাম শোগুনায় চলছে একই ধরনের ভীতিকর অবস্থা। এখানকার প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে। পরিবারের আর্থিক সামর্থের ওপর চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। দরিদ্র পরিবারে ৫০ টাকাও চাওয়া হয়েছে। বিত্তশালীদের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত দাবি করা হয়েছে। বাইনতলা ইউনিয়নের বারুইপাড়া, রামনগর, আঙ্গরিয়া, শোগুনা, দুর্গাপুর, গিলাতলা সুন্দরপুর, কুমলাই প্রভৃতি গ্রামের অধিকাংশ সংখ্যালঘু পরিবারে চাঁদা ধরা হয়েছে।

বৈরাগীর এলাকায় তাপসের কাছে ২০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। নির্মল রায় ও তপন মণ্ডলের কাছেও চাঁদা দাবি করা হয়েছে। মিঠেখালি ইউনিয়নের চৌধুরীডাঙ্গা গ্রামের রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের কাছে ২০ হাজার টাকা চাওয়া হয়। তিনি ৫ হাজার টাকা দিয়ে প্রাথমিক ধাক্কা সামলেছেন। বিএনপি নেতা রাজ্জাক হালদারের অনুগতরা এই চাঁদাবাজি করে চলেছে। উলুবুনিয়ায় এই বাহিনীর সদস্যরা ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না পেয়ে তারা তিনটি ঘের দখল করে নিয়েছে। জয়খাঁ গ্রামের ইউপি সদস্য প্রবীণতম ব্যক্তি জিতেন বৈরাগীর কাছে এক লাখ টাকা দাবী করা হয়েছে। এখানকার প্রবোধ মৃধার কাছে চাওয়া হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। উলুবুনিয়ার ইলিয়াস মেম্বারের কাছে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। মিঠেখালি ইউনিয়নের খাসেরডাঙ্গা, সাতপুকুরিয়া, ধনখালি, খরখড়িয়া প্রভৃতি হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলোয় চলছে চাঁদাবাজির তাণ্ডব। গোপেরহাটের একমাত্র তেলের দোকানদার সমর হাওলাদার চাঁদাবাজদের চাহিদা পূরণ না করায় বেদম পিটুনি খেয়েছেন। তার কাছ থেকে ১৬ হাজার টাকাও ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। খড়খড়িয়া গ্রামের এক সংখ্যালঘুর বাড়িতে বসে দুর্বৃত্তরা সভা করেছে। সেই সভার সিদ্ধান্ত মতে, ৮ জন সংখ্যালঘু চিংড়ি ঘের মালিকের কাছে ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে।

চাঁদাবাজরা চাঁদা না পেয়ে বাড়ির সম্পদ লুট করে নিচ্ছে। বিশেষ করে মোল্লাহাট এলাকার সংখ্যালঘুদের বাড়ি থেকে গরু নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্ষেতের ফসল কেটে নষ্ট করা হয়েছে। এমনকি বাড়ি থেকে গাছপালাও কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে মারুফ নামে এক বিএনপি নেতা পার্টির নামে এলাকায় চাঁদাবাজি শুরু করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৫৯)
সন্ত্রাসীরা ময়মনসিংহ ও পিরোজপুরে প্রতিমা ভাংচুর করেছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রবিবার ময়মনসিংহ ও পিরোজপুরে বিএনপি ও জামায়াত সন্ত্রাসীরা মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাংচুর করেছে। প্রতিমা ভাংচুরের অভিযোগে পুলিশ সোমবার পিরোজপুরের নাজিরপুরের মধ্যবানিয়াড়ি গ্রামে তিন জামায়াতী সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে। তবে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের ধামদী গ্রামের অপরাধীদের পুলিশ ধরেনি।

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, গত রবিবার রাতে একদল দুর্বৃত্ত ধামদী গ্রামের শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দের মন্দিরে ঢুকে ৯টি প্রতিমা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তারা তিন প্রতিমার মস্তক নিয়ে যায়। জেলা পুলিশ সুপার এম এ হানিফ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন কমিটি ঈশ্বরগঞ্জের নেতৃবৃন্দ ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন।

পিরোজপুরের মধ্যবানিয়াড়ি গ্রামে রবিবার রাতে তিনটি প্রতিমা ভাংচুরের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত জামায়াতী তিন জন হচ্ছে-তৌহিদ, ইকবাল ও মোর্শেদ। গ্রামটিতে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। তবুও এলাকার সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক কাটেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৬০)
এ পর্যন্ত সীমান্তে ১শ’ ৭০ জন আটক
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যাংক থেকে সংখ্যালঘুদের টাকা তুলে নেয়ার হিড়িক অনেকে দেশ ত্যাগ করছেন

ফখরে আলম, যশোর অফিস ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যাংকগুলো থেকে সংখ্যালঘুরা টাকা তুলে নিচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতার কারণে টাকা তোলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি একই কারণে অনেকে দেশ ত্যাগ করছেন। ইতোমধ্যে দেশ ত্যাগের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ১শ’ ৭০জন সংখ্যালঘুকে আটক করেছে। অনেকে দেশ ত্যাগের জন্য ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। টাকা তোলার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকের লেনদেন হ্রাস পেয়েছে। গত এক সপ্তাহ থেকে এ ঘটনা ঘটছে। ব্যাংক কর্মকর্তা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে। নির্বাচনের পর এই অঞ্চলের বাগেরহাট, মাগুরা, ঝিনাইদহ, যশোর জেলার বিভিন্ন গ্রামে সন্ত্রাসী চক্র সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা শুরু করে। অব্যাহত সন্ত্রাসী ঘটনায় অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসের প্রভাব অর্থনীতির ওপরও আঘাত করে। ব্যাংকে লেনদেন হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য আর্থিক লেনদেনও কমে যায়। ব্যবসা বানিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়। এই অঞ্চলের কয়েকটি বেসরকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, লেনদেন নির্বাচনের আগের সময়ের চেয়ে অর্ধেক নেমে এসেছে। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ নিজের কাছে রাখার জন্য ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘুরা তাদের সঞ্চয়ী আমানতের টাকা তুলে নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যশোরের একজন ব্যাংক ব্যবস্থাপক বলেন, আগে প্রতিদিন তাঁর ব্যাংকে ৫০ লাখ টাকা লেনদেন হলেও এখন গড়ে ২৫/৩০ লাখ টাকা প্রতিদিন লেনদেন হচ্ছে। তিনি স্বীকার করেন, তাঁর ব্যাংক থেকে সংখ্যালঘুরা টাকা তুলে নিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসের ঘটনা প্রচার হওয়ার কারণে টাকা তুলে নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংখ্যালঘু বড় ব্যাবসায়ীরা বানিজ্যিক লেনদেন থেকে বিরত রয়েছে। এ ঘটনার পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেক সংখ্যালঘু এলাকা ছেড়ে ভারতসহ দেশের মধ্যে নিরাপদ এলাকায় চলে যাচ্ছে। গত ১১ অক্টোবর ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার ঠাকুরনগর এলাকা থেকে সে দেশের পুলিশ ৮৮ জন বাংলাদেশীকে আটক করে। এদের মধ্যে নারী-শিশুও রয়েছে। এরা নির্বাচনের পর সহিংস ঘটনায় দেশ ত্যাগ করেছিল। গত ১৩ অক্টোবর দেশ ত্যাগ করার সময় বিডিআর সাতক্ষীরার ভাদিয়ালী ও ভোমরা সীমান্ত থেকে ৮২ জনকে আটক করে। জানা যায়, নিরাপত্তাহীনতার কারণে এরা অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এ ব্যাপারে খবর নিয়ে আরও জানা যায়, নড়াইলের কালিয়া উপজেলার গাজিরহাট, জয়পুর, নিন্দিপুর, পাড়াগাতি, জয়নগর, পিরলী, লক্ষীপুর, ঝিনাইদহের বাদুরগাছা, তত্তিপুর, ঠিকদানা, বাগেরহাটের কচুয়ার মুখিয়া, শিকদার মল্লিক, আন্ধার মানিক, শ্যামপুকুরিয়া সহ আরও কিছু গ্রামের অনেক সংখ্যালঘু অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতে চলে গেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৬১)
কক্সবাজারে সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসীদের লোলুপ দৃষ্টি এবার বৌদ্ধমন্দিরের জমির উপর— হামলা, ভিক্ষুকে প্রহার

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসীর দল এবার লোলুপ দৃষ্টি ফেলেছে বৌদ্ধমন্দিরের জমির ওপর। মন্দিরের বিশাল জমিখণ্ড দখল করার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা রবিবার কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং হাঙ্গরঘোলা গ্রামে একটি মন্দিরে হামলা চালায়। ওই এলাকার দুই সহস্রাধিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপাসনালয়টিতে সন্ত্রাসীর দল বর্বর হামলা চালিয়েছে। তারা মন্দিরের ঘেরা বেড়া, চালা উপড়ে ঘন্টি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। মন্দিরের এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বেদম প্রহার করেছে। পুলিশ এ কথা স্বীকার করেছে।

সন্ত্রাসীরা এই বর্বর হামলার সময় চিৎকার দিয়ে নাকি বলেছে,'শালারা নৌকায় ভোট দিয়ে এখানে বসবাস করতে পারবি না।' যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাবার জন্যও তারা নির্দেশ দিয়েছে। স্থানীয় লম্বা ঘোনা এবং দরগাহবিল গ্রামের জাফর আলম, নূর আহমদ, সৈয়দ আলম, মোহাম্মদ হোসেন, সমিউদ্দিন, নূরুউদ্দিন ও জাহেদসহ ২০/২২ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী বৌদ্ধমন্দিরের পুরো জমি দখলের জন্য কয়েক ঘন্টা ধরে সেখানে তাণ্ডব চালায়। এ সময় মন্দিরের জমির কয়েক হাজার নানা জাতের ফলজ গাছের চারা তারা কেটে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীর দল নির্বাচনের পর থেকেই বৌদ্ধমন্দিরটি ভেঙ্গে মন্দিরের পুরো জমি দখল করে নেয়ার জন্য পাঁয়তারা চালিয়ে আসছিল। তারা সেখানে সশস্ত্র অবস্থায় পৌছে মহাশুদ্ধ বৌদ্ধবিহার নামের এই মন্দিরের ভিক্ষু পাইঙ্গাপারাকে বেদম মারধর করে বের করে দেয়। এরপর তারা একে একে মন্দিরের বাউন্ডারি ঘেরা বেড়া এবং মন্দির ঘরের চালা উপড়ে ফেলে। মন্দিরের বিশাল ভূসম্পত্তিটিতে কয়েক হাজার ফলজ গাছপালাও লাগানো হয়েছিল। এসবও তারা কেটে ফেলেছে। এ ব্যাপারে মন্দিরের ভিক্ষু বাদী হয়ে উখিয়া থানায় রবিবার রাতে মামলা (নং-১৪ তাং ১৪.১০.২০০১) দায়ের করেছেন। উখিয়া সার্কেলের এএসপি আর, কে চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি উপরন্তু সন্ত্রাসীরা উল্টো হুমকি দিচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৬২)
দু'শতাধিক সন্ত্রাসীর একযোগে হামলা লুটপাট সংখ্যালঘুদের আতঙ্কিত জনপদ রাজশাহীর বজরুক পাড়া

আনিসুজ্জামান, বাগমারা ঘুরে এসে ঃ নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার অজপাড়াগাঁ বজরুকপাড়ার আকাশ-বাতাস। শনিবার সকাল ৯টার দিকে দু'শতাধিক সশস্ত্র সন্ত্রাসীর একযোগে হামলার পর সেখানকার সংখ্যালঘুরা তাদের ভবিষ্যত নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ঘটনার পরপরই সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সোমবার রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি, জেলার পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসক গ্রামটি পরিদর্শন করেছেন। তারা গ্রামবাসীকে পূর্ণনিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু হামলার অন্যতম হোতা বিএনপির ক্যাডার শহিদুজ্জামান মুকুলকে গ্রেফতারের পর ছেড়ে দেয়ার ঘটনা রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

রবিবার বজরুক পাড়া সরেজমিনে ঘুরে সেখানকার সংখ্যালঘুদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সারা দেশে চলমান নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সুযোগ নিয়েছে এলাকার এক

চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। বজরুক পাড়ার গুরুপদ সরকার, মানিক সরকার, নিশীথ সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ও অমল সরকারের বাড়িতে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনার সাথে একই গ্রামের বিএনপিকর্মী সাত্তারের ছেলে জহুরুল, আব্দুর রহমানের ছেলে আমজাদ, পাশ্ববর্তী বাজেকোলা গ্রামের মনসুরের ছেলে সালে আহমেদ, উজির মণ্ডলের ছেলে আবুল, কেদাতুল্লার ছেলে আবুল কালাম আজাদ ও আঃ রকিব, গনিপুর ইউপির মেম্বার আব্দুস সালাম এমদাদের ছেলে শহিদুজ্জামান জড়িত থাকলেও পুলিশ বলেছে খাসপুকুর ও জমিজমা সংক্রান্ত পূর্বশত্রুতার জের ধরে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট সংঘটিত হয়েছে। দু'শতাধিক বহিরাগত সশস্ত্র সন্ত্রাসীর দল পশ্চিম দিকের বাজেকোলা গ্রাম থেকে এসে হামলা চালায়। গ্রামবাসী প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সন্ত্রাসীরা বাজেকোলা গ্রাম থেকে হামলা চালালেও তারা পাশ্ববর্তী জামানপুর, রঘুপাড়া, পাকুরিয়া, ফতেপুর, খালিসপুর ও কাজিহাটা গ্রামের অধিবাসী। সন্ত্রাসী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ধীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালীনি (৪৮) জানান, হামলার সময় বাড়িতে পুরুষ কেউ ছিল না। সন্ত্রাসীরা ঘরের দরজা, জানালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলে মেয়ে শিল্পীকে নিয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। সন্ত্রাসীরা তাদের নগদ টাকা ও সোনার গহনা লুট করে নিয়ে যায়। অজিত সরকারের স্ত্রী যুথিকা রানী (৩০) জানান, সন্ত্রাসী হামলা শুরুর আগেই তিনি বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যান। সন্ত্রাসীরা তাদের পুকুরের ১৫ মণ মাছ লুট করে নিয়ে যায়।

রাজশাহী মহানগর থেকে ৮২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বজরুকপাড়া গ্রামে ৭০টি হিন্দু পরিবারের বসবাস। আশেপাশের গ্রামেও কোন হিন্দু বসতি নেই। সেখানকার আদিবাসী সিতেন, অশ্বিনী কুমার সরকার, রতন কুমার প্রামাণিক, নিখিল সরকার এরা সকলেই জানান, এখানকার গুটিকতক চিহ্নিত ব্যক্তি ছাড়া প্রায় সকলেই পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল। এ কারণে গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে। প্রায় ১ বছর আগে গ্রামের ৯টি খাস পুকুর নিয়ে একটি জালিয়াত-সন্ত্রাসীচক্র তৎপরতা শুরু করে। এই গ্রুপের নেতা হলো মোসলেম। এই মোসলেমের মদদে তার শ্যালক বিএনপিকর্মী শাহজাহান, শহিদুজ্জামান মুকুল, জহুরুল, আমজাদ, সালে আহমেদ এবং বিএনপিকর্মী গনিপুর ইউপি মেম্বার সালাম ও কালাম সন্ত্রাসী হামলার নেতৃত্ব দেয়। হামলার সময় বাজেকোলা গ্রামের শহিদুজ্জামান মুকুল ও বজরুকপাড়ার শাহজাহানের হাতে পিস্তল ছিল। পুলিশ শনিবার রাতে মুকুলকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করলেও পরে রহস্যজনক কারণে ছেড়ে দেয় বলে এলাকাবাসী জানায়।

কে এই মোসলেম

বজরুককোলা পূর্বপাড়ার মৃত মহিরুদ্দিন মণ্ডলের ছেলে মোসলেম। তার বিরুদ্ধে এলাকার জনৈক শিক্ষক হত্যার অভিযোগসহ ৪টি ওয়ারেন্ট রয়েছে। আত্মীয়স্বজনের সমন্বয়ে সে বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও আসলে সে একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। ব্যক্তিগত জীবনে সে ৮টি বিয়ে করেছে। বছরখানেক আগে সে এলাকার হিন্দু-মুসলিম পরিবারের ১০০বিঘা জমি সহ ৯টি খাস পুকুর জাল দলিলের মাধ্যমে দখলে নিতে চায়। এ নিয়ে মূলত গ্রামবাসীর সাথে তাদের বিরোধ। মোসলেম ইতোপূর্বে খাস পুকুর দখল নেয়ার জন্য মামলা দায়ের করে হেরে যায়। পরে সে গ্রামের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কমিটির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কলেজান (৩৫) নামক মহিলাকে দিয়ে ধর্ষণের "মিথ্যা" মামলা দায়ের করায়।

বজরুককোলা গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে জানা যায়, ৯টি খাসপুকুর তারা লিজ গ্রহণের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে চাষ করে। এ থেকে যে আয় হয় তা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কমিটির মাধ্যমে গ্রামের ৪টি মসজিদ ও দুটি মন্দিরের খরচ নির্বাহে ব্যয় করা হয়। রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি, রাজশাহীর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, বাগমারার ইউএনও, থানার ওসি এবং বেসরকারী সংস্থা এডাব রাজশাহীর সমন্বয়কারী মহিউদ্দিন ও আউসের নির্বাহী পরিচালক ভগবত টুডু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। বাগমারা থানার ওসি জনকণ্ঠকে বলেন, হামলাকারীদের গ্রেফতারে পুলিশ তৎপর রয়েছে। এই ঘটনা সাম্প্রদায়িক উৎস থেকে নয় বরং

পূর্বশত্রুতা । ধর্ষণ মামলা করেও প্রতিশোধ না নিতে পেরে তা করা হয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৬৩)
সিরাজগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতন চাঁদাবাজি চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ থেকে ঃ সিরাজগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতন, বাড়িঘর ভাংচুরের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে । শুরু হয়েছে চাঁদাবাজিও । দিন দিন এ ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে । হিন্দুদের সর্ববৃহৎ উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা এ বছর নীরবে উদযাপনের সম্ভাবনাই বেশি । যাদের আর্থিক সহায়তায় পূজামণ্ডপ সাজানো হয় এবং আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয় সে সব হিন্দুরা বাড়িঘর এবং এলাকা ছেড়েছে । তারা চরম নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে । চোখের সামনেই যখন সন্ত্রাসী কায়দায় সংখ্যালঘু পরিবারের সম্ভ্রম লুণ্ঠন হচ্ছে, হুমকি দেয়া হচ্ছে দেশ ত্যাগের; সেখানে তারা দুর্গাপূজার উৎসব করার সাহস পাবে কোথায়? তবে জেলা প্রশাসন অভয় দিয়েছে সিরাজগঞ্জের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান যে কোন মূল্যে বজায় রাখা হবে ।

এমন আশ্বাস ও অভয় পাবার পরেও সংখ্যালঘুরা আশ্বস্ত হতে পারছেনা । বেলকুচি উপজেলার তোয়াশি গ্রামের তপন সাহা নামের এক ব্যক্তিকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে । শিয়ালকোলের রবি ঘোষ বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে শহরে আশ্রয় নিয়েছে । শাহজাদপুরের গাড়াদহ ইউনিয়নের মাকরকোলার জগন্নাথ মন্দিরের ৩টি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে । তাড়াশ উপজেলা সদরে হিন্দু পরিবারের অনেকেই পালিয়ে রয়েছে । সারা জেলায় চলছে বর্বর হামলা । এর কোন বিচার হয়নি । তাই সংখ্যালঘুরা নীরবে কাঁদছে । তারা উৎসব-আনন্দের মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গাপূজা করতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে । গত বছর সিরাজগঞ্জ জেলায় ৩শ' ৪০টি পূজামণ্ডপে আলোকসজ্জা করে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করা হয়েছিল । এ বছর পূজা মণ্ডপ অনেক কম হবে বলে পূজা উদ্‌যাপন কমিটি আভাস দিয়েছে । তবে পূজা হবে অনাড়ম্বর ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৬৪)
নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে রাজনগরে নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, মৌলভীবাজার থেকে ঃ রাজনগর উপজেলার মুন্সীবাজার, রাজনগর , টেংরাবাজার, পাঁচগাঁও, কামারচাক ইউনিয়নের সংখ্যালঘুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে । নির্বাচনের পরপরই নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে বিএনপি সন্ত্রাসীরা তাদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়েছে । ঘরের জিনিসপত্র লুটপাট করেছে এমনকি হালের বলদ পর্যন্ত জোর করে নিয়ে গিয়ে জবাই করে খেয়ে ফেলার ঘটনা ঘটেছে । মানুষজন ভয়ে বাজারে যেতে পারছে না । অনেক এলাকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভয়ে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে । এক কথায় বর্তমানে এ উপজেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে । অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে । অনেকে বাড়িঘর বিক্রি করে এলাকা ছাড়ার চিন্তাভাবনা করছে ।

রাজনগর উপজেলার মুন্সীবাজার, কামারচাক, টেংরাবাজার ইউনিয়নের প্রায় ২৫টি গ্রাম পরিদর্শন করে জানা যায়, বিএনপি সন্ত্রাসী সুজা, কায়েস, বরকত ও ভুলুর নেতৃত্বে নির্বাচনের পর থেকেই সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হচ্ছে । মুন্সীবাজারের অমর ঘোষ, দুর্গা দেব, প্রফুল্ল বৈদ্য, অরুণ দেব, সাধন দেব, মতি দাস, বিধু দাস,অনীল শব্দকর, রসময় বৈদ্যের দোকানপাট লুট করা হয়েছে । মশুরিয়া গ্রামের চিত্ত শীলের বাড়িতে হামলা করে তার ঘর-দোর ভাংচুর করেছে । তার দু'টি গরু জোর করে নিয়ে গেছে ।

নন্দীউড়া গ্রামের নকুল সেনের বাড়িতে হামলা করে ব্যাপক ভাংচুর করা হয়েছে । তারা মন্দিরে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে । এমনকি সন্ত্রাসীরা হামলার পর মন্দিরঘর থেকে লক্ষ্মীর মূর্তিও নিয়ে গেছে । টেংরা ইউনিয়নের মথিউরা চা বাগানের শ্রমিক নেতা ইউপি মেম্বার রামলাল রাজভর ও বাগানের চা শ্রমিক গণেশ, মালন, বর্মার ওপর হামলা চালানো হয়েছে । তারা বর্তমানে ভয়ে টেংরাবাজারে যেতে পারছে না । চা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না, তাদের মারধর করা হচ্ছে । মুন্সীবাজার ইউনিয়নের খলাগ্রামের রসময় ও অনীল নামের দুই ব্যক্তির পরিবারের লোকজনকে পাওয়া যাচ্ছে না । কেউ কেউ ধারণা করছেন তারা ভয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছেন আবার অনেকেই ধারণা করছেন তারা সিলেট শহরে আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নিয়েছেন । মুন্সীবাজারের সৎ নারায়ণ তেলি ও প্রেমনগর বাগানের সজল তেলিকে মারধর করা হয় । এ অবস্থা কামারচাক, রাজনগর ইউনিয়নের অধিকাংশ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৬৫)
সিলেটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন আতঙ্কে আছেন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, সিলেট কার্যালয় ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর সিলেটের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন তীব্র আতঙ্কের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে ।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে থেকেই এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে প্রায় প্রকাশ্যে হুমকি দেয়া হতে থাকে, 'নৌকা'য় ভোট দিলে পরিণতি ভয়াবহ হবে ।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাতে সিলেট শহরতলির শিববাড়িতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবারকে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা হয়, যাতে পরদিন কেউ ভোট কেন্দ্রে না যেতে পারে । এছাড়া শহরের শেখঘাট এলাকায় ঘোষণা করা হয়, ভোট দিতে গেলে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হবে ।

এছাড়া পরদিন বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা ভোটারদের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে কয়েকজনকে আহতও করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে । ফলে কোন কোন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে ।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রদের ওপর বেশী নির্যাতন করা হচ্ছে । গত বুধবার একজন বৈধ আবাসিক ছাত্রকে শাহপরান হল থেকে ছাত্রদল কর্মীরা বের করে দেয় ।

নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে শহর ও শহরতলির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর কোন হামলা চালানো না হলেও সবাই আছে প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে ।

সংবাদ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৬৬)
এই দুর্বৃত্তদের বিচার করবে কে ?
রামশীলের আশ্রয়কেন্দ্রে অসংখ্য নির্যাতিত মুখ

রামশীল থেকে ফিরে রাশেদ মেহেদী ঃ "ভাইডি, ওদের ছবি তুলবেন না, নাম ছাপাবেন না। ওদের যা হওয়ার হয়ে গেছে। সমাজ-সংসারে ওদের বাঁচার পথ বন্ধ করবেন না, হাত জোর করছি।" তবু ক্যামেরা ক্লিক করে সঙ্গে সঙ্গে ওরা মুখ ঢাকে। ওদের ওপর সন্ত্রাসীরা কোন ধরণের নির্যাতন চালিয়েছে? ওরা মুখ ঢাকছে কেন?

নারী প্রগতি সংঘের দুইজন প্রতিনিধিসহ গত ১৪ অক্টোবর গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার রামশীলে ওদের আশ্রয়স্থলে পৌঁছানোর পর আশ্রয়দাতাদের একজন এভাবেই আমাদের কাছে আকুতি জানায়। ওরা কারো স্ত্রী, কারো মেয়ে। একেবারেই অল্প বয়স। নির্যাতনের শিকার হয়ে ওরা মুখ দেখাতে চায় না। ওদের কারো বাড়ি বরিশালের গৌরনদীর উত্তর চাঁদসীতে, কারো বাড়ি অশোককাঠি, কারো বাড়ি কাপালি গ্রামে। সবাই এখন আশ্রয় নিয়েছে রামশীলে। ওদের নাম কল্পনা, মাধবী, সুরভী, রিতা, লক্ষী, অতসী, রীনা আর মনিকা, (ছদ্ম নাম)। ২৩ বছরের সুরভী একজনের স্ত্রী। অশোককাঠিতে ৪ অক্টোবর রাতে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায় ওদের বাড়িতে। স্বামীকে বেদম প্রহার করে, ঘরবাড়ি ভাঙ্গে, তারপর বৃদ্ধ শ্বশুরের সামনেই সুরভীর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। পালাক্রমে চারজন নির্যাতন করার পর সুরভী অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে ফেলে রেখে চলে যায়। ৫ অক্টোবর ভোরে সে পালিয়ে আসে রামশীলে।

৪ তারিখ রাতে একই গ্রামে ২০ বছরের রিতা পাশবিক নির্যাতনের দ্বিতীয় শিকার সন্ত্রাসীদের হাতে। কয়েক মাস আগে তার বিয়ে হয়েছিল। তারও সমস্ত স্বপ্ন সুখ শেষ হয়ে গেছে। ৩৫ বছরের কল্পনার বাড়ি গৌরনদীর উত্তর চাঁদসীতে। ৩ অক্টোবর রাতে তার বাড়িতে হামলা হয়, বাড়িতে পুরুষ মানুষ কাউকে না পেয়ে তার উপরে পাশবিক নির্যাতন চালায় তিন সন্ত্রাসী। বাকিরা এ সময় উল্লাস করে। ২৫ বছরের মাধবী একজনের স্ত্রী আর ১৫ বছরের লক্ষী নবম শ্রেনীর ছাত্রী, একজন শিক্ষকের মেয়ে। আশককাঠিতে ৫ অক্টোবর রাতে এরা দুইজন পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়। গৌরনদীর কাপালি গ্রামের ১৪/১৫ বছরের তিন তরুণী অতসী, রীনা, মনিকা। ২ অক্টোবর রাতে সন্ত্রাসীরা তিনজনকে তুলে নিয়ে যায় গৌরনদী উপজেলা সদরের একটি বাড়িতে। দু'দিন পাশবিক নির্যাতন চালানোর পর ৪ অক্টোবর ভোরে ওদের ছেড়ে দেয়। ১০/১২ জন নরপশু ওদের ওপর দুইদিন ধরে পালাক্রমে নির্যাতন চালায়। ছেড়ে দেয়ার সময় হুমকি দেয় যদি কাউকে কিছু বলিস তাহলে যেখানে পাব সেখানেই তোদের লাশ ফেলব।

উজিরপুর থানার সাতলা গ্রামে ২৮ বছরের এক তরুণীর ওপর পাশবিক নির্যাতনের পর তার দুটি স্তন কেটে নিয়ে সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করে। হতভাগ্য তরুণীর সঠিক নাম জানা যায়নি। রামশীলে উজিরপুর থেকে আসা দুজন জানায়, ওর নাম লক্ষী। আর রামশীলে অন্য একজন জানায়, ওর নাম লাভলী। তবে আর বেশী কিছু জানা যায়নি এই তরুণীর মৃত্যু সম্পর্কে। কারণ উজিরপুর যাওয়া সম্ভব হয়নি। উজিরপুরে এখন '৭১-এর চিহ্নিত রাজাকার কালু হাজী আর তার সাঙ্গপাঙ্গ সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া সন্ত্রাস চলছে বলে জানালো রামশীলের আশ্রিতরা।

পাশবিক নির্যাতনের শিকার এই নারীরা কেউই কথা বলতে চায়নি। যাদের কথা জানালাম তাদের মধ্যে দেখা পাই ছয়জনের। সবাই দু'হাতে মুখ চেপে কেঁদেছে। পরে আশ্রয়দাতাদের একজন নির্যাতনের বর্ণনা দেয়, নাম-ঠিকানা প্রকাশ না করার শর্তে।

পাশবিক নির্যাতনের সাথে জড়িত যেসব সন্ত্রাসীদের নাম পাওয়া গেছে তারা হচ্ছে কাসেম জমাদ্দার, জয়নাল শিকদার, নাসির সরদার, বাচ্চু সরদার, অজিত হালাদার এরা গৌরনদী, আগৈলঝাড়া এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী।

নির্যাতিতদের ভয় এখনও কাটেনি। আবারও নির্যাতনের শিকার হতে পারে তারা। এদের নিরাপত্তা দেবে কে?

সংবাদ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৬৭)
ফেনীতে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা ॥ আহত ৫, গ্রেপ্তার ৩

ফেনী প্রতিনিধি ঃ সদর উপজেলার তুলাবাড়িয়া গ্রামে গত রোববার গভীর রাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাটের চেষ্টাকালে এবং সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পাঁচজন গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় স্বপন চন্দ্র দাস ও মাখন চন্দ্র দাসকে ফেনী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মোশাররফ, রফিক ও আনোয়ার নামে তিন সন্ত্রাসীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রামবাসীরা জানায়, কালিদহ ইউনিয়নের আলোকদিয়া গ্রাম থেকে ৩০/৩৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল গত রোববার দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টায় প্রথমে চেওরিয়া গ্রামে যায়। সেখানে গ্রাম প্রহরীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে তারা দক্ষিণ সহদেবপুর ও তুলাবাড়িয়াস্থ নরঘরিয়া গ্রামের সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পাঁচজন গ্রামবাসী আহত হয়। পুলিশ আলোকদিয়া গ্রামের তিন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে। এ ব্যাপারে ফেনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৬৮)
বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ সমাবেশ

কলকাতা প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতন বন্ধের দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ উদ্বাস্তু সংসদ। এক হাজারেরও বেশী উদ্বাস্তু গতকাল সোমবার বিকেল ৩টায় পার্ক সার্কাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সড়কে অবস্থিত বাংলাদেশ উপদূতাবাসের সামনে এই বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার শিকার হয়ে আসা বেশ কয়েকজন উদ্বাস্তুও ছিলেন।

বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে দূতাবাসের সামনে এলে পুলিশ তাদের গতিরোধ করে। এ সময় তারা রাস্তার ওপরে বসে পড়েন। তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানের দাবি জানান। পরে বিক্ষোভকারী নেতা বিমল মজুমদারের নেতৃত্বে ৫জন প্রতিনিধি উপদূতাবাসে গিয়ে তাদের দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। দূতাবাস জানায়, এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি তারা বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করবে।

প্রথম আলো, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৬৯)
সরেজমিন-নগরকান্দা
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা একাত্তরের ভয়াবহতাকেও হার মানিয়েছে

দীপঙ্কর গৌতম/হায়দার হোসেন ঃ ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় আহত হয়েছে ১০ জন। এর মধ্যে গুরুতর অবস্থায় নগরকান্দা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন উপজেলার ফুলসুতি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বকুল চৌধুরী (৪২)। পাশ্ববর্তী গ্রামের একটি হিন্দুবাড়িতে সন্ত্রাসীরা আগুন দিলে তা দেখতে গিয়ে তিনি আক্রান্ত হন।

'৭১ সালের চেয়েও পাশবিক কায়দায় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে লুটপাট করা হয়েছে উপজেলার তামলা ইউনিয়নের মানিকদি গ্রামের প্রফেসর রনজিৎ কুমার মন্ডলের বাড়ি। ১৯৭১ সালেও এ বাড়িতে লুটপাট চালানো হয়েছিল এবং হত্যা করা হয়েছিল রনজিৎ কুমারের বাবা নিতাই মণ্ডলকে। এবারের ঘটনা তারই পুনরাবৃত্তি বলে বর্ণনা করেন শহীদ নিতাই মন্ডলের স্ত্রী রেণুবালা মণ্ডল (৬৫)। জানা গেছে, ৭ অক্টোবর সকাল ৮টায় মানিকদি গ্রামের দবিরুদ্দিন মোল্লা, রাজ্জাক ভুঁইয়া, শামসু খলিফা ও পাশ্ববর্তী শাকপালদিয়া গ্রামের চাঁন মোল্লা, ইউনুচ মোল্লা এবং মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে ৫ শতাধিক লোক রামদা, ঢাল-সড়কি সজ্জিত হয়ে সকাল ৮টার সময় এ বাড়ি আক্রমণ করে। বৃহৎ এ বাড়ির ৪টি ঘরেই তারা ভাংচুর চালায় এবং সর্বস্ব লুটে নেয়। এ সময় শিশু কৃষ্ণা ভাত খাচ্ছিল। তার ভাত ফেলে দিয়ে প্লেট কেড়ে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। বাড়ির লোকজন এ সময় প্রতিবেশী শাহজাহান মিয়ার বাড়িতে আশ্রয় নিলে দুর্বৃত্তরা সে বাড়িতেও আক্রমণ চালায়। এ সময় বিধবা আয়সা খাতুনের ঘরে দুর্বৃত্তরা চড়াও হয়। দুর্বৃত্তদের হাত-পা ধরে আয়শা খাতুন রেহাই পেলেও তাকিয়ে দেখে মণ্ডলের বাড়ির সবাই বিলের দিকে চলে গেছে। আর তাদের বাড়ির মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে পরিচিত লোকেরা। এ বাড়ি থেকে লুটে নেয়া সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১শ' ৬৫ মণ ধান, ৭ ভরি সোনার গয়না, ৪০ মণ পেঁয়াজ, ৩২ কেজি পেঁয়াজের দানা (যার কেজি ১২'শ টাকা)। পাওয়ার পাম্প মেশিনের মোটর পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এ বাড়ির দুটো গরু, যার দাম ৪০ হাজার টাকারও বেশী, তাও জবাই করে খেয়ে ফেলেছে এরা। সরকারবাদী মামলা হয়েছে—ধরা পড়েছে ৯ জন কিন্তু হুমকি এখনও অব্যাহত রয়েছে বলে জানা যায়।

অন্যদিকে এ অঞ্চলের হিন্দু বাড়িগুলোতে ঘুরে দেখা গেছে অদৃশ্য এক আতংক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এ অঞ্চলকে। এই ইউনিয়নের রসুলপুর বাজারের আওয়ামী লীগ কর্মী সদানন্দ সাহাকে ব্যাপক ভাবে মারধর করে সন্ত্রাসীরা এবং চাঁদা দাবি করেছে। টাকা দিতে না পারায় সদানন্দ এখন গ্রাম ছাড়া।

আজকের কাগজ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৭০)
বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতি
সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর হামলার নিন্দা অব্যাহত

কাগজ প্রতিবেদক ঃ নির্বাচনের পর বিএনপি ও জামায়াতের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হিন্দু সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘু, সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। হামলা, মহিলাদের ওপর নির্যাতন, লুটপাট, সম্পত্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্ষয়ক্ষতি, দখল, অগ্নিসংযোগ, দেশত্যাগে বাধ্য করার মত ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের বিবৃতি অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন এক বিবৃতিতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে, সংখ্যালঘুদের ওপর এ ধরনের নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। কমিশনের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি কাজী আব্দুর রেজ্জাক ও মহাসচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম দিলদার এই নির্যাতন বৃদ্ধির বিষয়টি পুলিশের অসহযোগিতার প্রধান কারণ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর প্রতিপক্ষের হামলা এবং অগ্নিসংযোগের সংবাদ পুলিশের কাছে জানালে পুলিশ যথাসময়ে উপস্থিত না হয়ে পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করছে। কমিশন অবিলম্বে সংখ্যালঘু অঞ্চলসহ গোলযোগপূর্ণ এলাকাগুলোতে বিডিআর মোতায়েনসহ এই বর্বরোচিত ঘটনা প্রতিহত করার জন্য নয়া সরকারের প্রতি জোর দাবি জানায়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম গতকাল এক বিবৃতিতে সারা দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, দখলদারিত্ব অব্যাহত থাকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সকল মতের উর্ধ্বে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ নগরীর মেরাদিয়া মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, রাউজানের পার্টির নেতা সন্ধ্যা দাশের বাড়িতে হামলা, বরিশালের বাবুগঞ্জের যোগেন কর্মকারকে হুমকিসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবি করেন।

গতকাল বাংলাদেশ লেবার পার্টির কার্যালয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নগ্ন হামলার নিন্দা জানিয়ে পার্টির নেতৃবৃন্দ বলেন, বিএনপি চাইছে দেশে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হোক যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে বলেন, এটি একটি রাজনৈতিক ব্যর্থতা । দেশে সুপরিকল্পিতভাবে ভয়াবহ এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে। সংখ্যালঘুরা একটি বিশেষ দলকে ভোট দিয়েছে বলেই তাদের ওপর হামলা, নির্যাতন, ধর্ষণ নেমে এসেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ দেশত্যাগে বাধ্য হবে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হামলা ও হুমকি দেওয়া সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে নির্বাচনোত্তর দিনগুলোতে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সহিংস নির্যাতনের ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছে তা কঠোরভাবে ও কার্যকরভাবে দমনের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে জনগণের সম্পত্তি সন্ত্রাসী পদ্ধতিতে দখল-বেদখলেরও তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মোঃ নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান এক বিবৃতিতে নির্বাচনোত্তর বিজয়ী দলের নেতাকর্মী কর্তৃক সৃষ্ট সহিংস ঘটনা অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বিজয়ী পক্ষ সারা দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর যে অমানবিক হামলা, নির্যাতন, লুটপাট চালাচ্ছে তা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। তারা অবিলম্বে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

নারী শ্রমিকদের সংগঠন 'কর্মজীবী নারী'র সভানেত্রী শিরিন আখতার ও সাধারণ সম্পাদিকা শারমীন কবির গতকাল এক বিবৃতিতে বরিশালের শহরতলির রাজারচরে পবিত্র কুমার মিস্ত্রীর স্ত্রী, মেয়ে ও বোনের ধর্ষণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছেন।

ঘটনাটিকে তারা সভ্যতা-মানবতাবিরোধী পাশবিক বিকৃতি আখ্যা করে বিবৃতিতে বলেন, সারা দেশে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার অংশ হিসেবে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক

ঘটনাগুলোকে যদি যথাসময়ে নিয়ন্ত্রণ করা যেতো তবে ধারাবাহিকভাবে এ রকম ঘটনা ঘটতে পারতো না। তারা অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি বিনষ্টকারী সকল রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবিসহ সকল দলমত ও প্রশাসন সমন্বয়ে পর্যবেক্ষণ টিম গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মানবাধিকার সংস্থা দি ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস-এর সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি পর্যালোচনা শীর্ষক এক সভায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত ২৭টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জরুরি আহ্বান জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এই সহিংসতা বন্ধ করা না গেলে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম উৎসবের আয়োজনও ব্যাহত হবে, যা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য কখনই মঙ্গলজনক নয়।

এছাড়াও ডক্টরস ফর হেলথ এন্ড এনভায়রনমেন্ট, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও জাতীয় হিন্দু পরিষদ পৃথক বিবৃতিতে সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার প্রতিবাদে উদ্বেগ, ক্ষোভ ও নিন্দা এবং প্রতিকারের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৭১)
নিউইয়র্কে ঐক্য পরিষদের সমাবেশ
যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সংখ্যালঘুরা জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে অনশন করবে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ ও আমরণ অনশন করবে। এ ছাড়া তারা ইতিমধ্যে নির্যাতনের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের মহাসচিবকে লিখিতভাবে জানিয়েছে। তারা দুর্গাপূজার আড়ম্বর বর্জন করবে এবং ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের কাছে স্মারকলিপি দেবে।

নিউইয়র্কভিত্তিক হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে গত রোববার আয়োজিত সমাবেশে এ কথা জানিয়েছেন। খবর বার্তা সংস্থা এনার।

সমাবেশটিতে সভাপতিত্ব করেন রতন বড়ুয়া। বক্তৃতা করেন শীতাংশু গুহ, রুম কুমার ভৌমিক, অরনি বিশ্বাস, ডা. উমাস দুলু রায়, বিদুৎ সরকার, নৃপেন ধর, স্বপন বড়ুয়া, নবেন্দু বিকাশ দত্ত প্রমুখ।

সমাবেশে তারা বলেন, তাদের স্বজনরা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাশবিক অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। তারা বিশ্ব মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে এসব জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। সভায় তারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের শ্বেতপত্র প্রকাশ, ভেঙ্গে ফেলা মন্দিরগুলো পুনর্নির্মাণ করার ব্যাপারে সকলের ঐক্য কামনা করেন।

ভোরের কাগজ, ১৬ই অক্টোবর ২০০১

(২৭২)
এক এএসআই ক্লোজ ঃ ঈশ্বরগঞ্জে মন্দিরে হামলা, ৯টি মূর্তি ভাংচুর

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি ঃ জেলার ঈশ্বরগঞ্জের ধামদি এলাকায় গত রোববার গভীর রাতে কতিপয় দুর্বৃত্ত ঐতিহ্যবাহী একটি মন্দিরে হামলা চালিয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিসহ ৯টি মূর্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

পুলিশ জানায়, ধামদি এলাকার ঐতিহ্যবাহী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরের দরজা ভেঙ্গে গভীর রাতে কে বা কারা ভেতরে ঢুকে মণ্ডপে রক্ষিত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিসহ বিভিন্ন ধরনের ৯টি মূর্তি ভাংচুর করে পালিয়ে যায়। জেলা পুজা উদযাপন পরিষদ এ ঘটনার প্রতিবাদে এক জরুরী সভা ডেকে এর তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবির পাশাপাশি জেলার সকল মন্দির ও পুজামণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

এ দিকে ময়মনসিংহ শহরের সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে মূর্তি ভাঙার ঘটনায় কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় কর্তৃপক্ষ এএসআই মনোরঞ্জন দত্তকে ক্লোজ করেছেন।

ভোরের কাগজ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৭৩)
সংখ্যালঘুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করায় নেত্রকোনায় বিএনপি-ছাত্রদলের ১০ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি ঃ জেলার মদন উপজেলা সদরের আ.লীগ সমর্থক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১৩ ব্যক্তির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগে পুলিশ ছাত্রদল নেতাসহ ১০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। এরা হচ্ছে স্থানীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ছায়েদ, কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আবদুল্লা আল মামুন, সিনিয়র সহ সভাপতি মোশারফ হোসেন, ছাত্রদল কর্মী হারুনুর রশীদ, মানিক, মিলন, বিএনপি নেতা রহিমুদ্দিন মেম্বার, আমান উল্লাহ ও বোরহান উদ্দিন সহ আরো একজন।

গত রোববার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে এবং ঐদিন গভীর রাতেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ভোরের কাগজ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৭৪)
মন্দির পাহারায় থাকা দু'যুবকের ওপর হামলা
ফেনীতে গ্রামবাসীরা ধাওয়া করে বিএনপির ৩ সন্ত্রাসীকে ধরে পুলিশে দিয়েছে

ফেনী প্রতিনিধি ঃ গত রোববার রাত ৩টায় ফেনী শহরতলির দক্ষিণ সহদেবপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুই গ্রামে স্থানীয় বিএনপির একদল সন্ত্রাসী অতর্কিতে হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুই যুবককে গুরুতর আহত করার পর বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী ঘেরাও করে ঐ তিন সন্ত্রাসীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দক্ষিণ সহদেবপুর গ্রামে রোববার গভীর রাতে বিএনপির স্থানীয় সন্ত্রাসী মিয়ার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী চড়াও হয়ে উক্ত গ্রামের কালিমন্দিরে পাহারারত স্বপন দাস ও মাখন দাসকে বেধড়ক মারধর করে তাদের গুরুতর আহত করে। আহতদের চিৎকারে গ্রামবাসী বিভিন্ন বাড়ি থেকে বের হয়ে পলায়নরত সন্ত্রাসী মোশারফ হোসেন(৩০), আনোয়ার হোসেন(২০) ও মোঃ রফিককে (২০) আটক করে ফেনী থানায় খবর দেয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। হামলায় আহত স্বপন ও মাখনকে ফেনী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিএনপির তিন সন্ত্রাসী আটক হওয়ার খবর শুনে পার্শ্ববর্তী তুলাবাড়িয়া গ্রাম থেকে সন্ত্রাসীদের কয়েকশ সমর্থক পুনরায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামটিতে হামলার চেষ্টা চালালে প্রতিরোধে সংখ্যালঘুরাও এগিয়ে আসলে দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এ হামলার প্রতিবাদে গতকাল সকালে দক্ষিণ সহদেবপুর ও তুলাবাড়িয়া গ্রামের প্রায় ৪ হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক মিছিল করে স্থানীয় জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেয়। এ হামলার ঘটনায় গতকাল ফেনী থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে বিকালে বাসদ ফেনী জেলা শাখা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

ভোরের কাগজ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৭৫)
মুখোশধারী যুবকদের তাণ্ডব বান্দরবানে পাহাড়ি তরুণী ধর্ষিত

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ পার্বত্য জেলা বান্দরবানে একদল মুখোশধারী যুবক কর্তৃক গত শনিবার রাতে সদর থানা এলাকায় ১ জন পাহাড়ি তরুণী ধর্ষিত হয়। এর আগে গত শুক্রবার রাতে একদল মুখোশধারী সন্ত্রাসী জেলা সদরের একটি গির্জায় ঢুকে গুলিবর্ষণ, সেবিকাদের নির্যাতন ও লুটতরাজ করে। ছোট্ট পাহাড়ি শহর বান্দরবানে এরকম মুখোশধারী বাহিনীর উত্থান ঘটায় সাধারণ পাহাড়ি ও বাঙালিদের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শনিবার রাত সাড়ে ১২টায় মুখোশধারীরা জেলা সদরের পাহাড়ি এলাকা তমপ্রুপাড়ায় হামলা চালিয়ে একজন মারমা তরুণীকে (৩০) ধর্ষণ করে। মেয়েটির বাবা সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে গেলে তারা কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়।

মুখোশধারী বাহিনীর পিছনে কোন দল বা গোষ্ঠির মদদ রয়েছে, তারা পাহাড়ি না বাঙালি সন্ত্রাসী গ্রুপ সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারছেনা। ঐ দুটি সন্ত্রাসী ঘটনায় গত রোববার সংশ্লিষ্ট থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৭৬)
তিনজনের শ্লীলতাহানি ॥ বিএনপি ক্যাডার গ্রেফতার

বরিশাল অফিস ঃ শহরতলীর রাজারচরে মা, মেয়ে ও ননদের শ্লীলতাহানির অভিযোগে কোতয়ালীর এস,আই মজিবর রহমান রবিবার রাতে বিএনপি ক্যাডার বজলুকে গ্রেফতার করিয়াছে। বজলুর নেতৃত্বে ৬/৭ জন জনৈক পবিত্র কুমার মিস্ত্রীর বাড়িতে শনিবার রাতে প্রবেশ করিয়া ঐ পরিবারের ৩ জনের শ্লীলতাহানি করে। রবিবার মামলা দায়েরের পর পুলিশ ঐ রাতেই অভিযান চালায়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৭৭)
আইনজীবীদের প্রতিবাদ সমাবেশ
সন্ত্রাস ও সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ আয়োজিত মৌন মিছিলপরবর্তী এক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা সন্ত্রাস ও সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করেছেন। দেশব্যাপী ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপর বর্বরোচিত নির্যাতন, হুমকি, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজের প্রতিবাদে রবিবার বিকালে এ মৌন মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতি অফিস প্রাঙ্গন থেকে আইনজীবীদের একটি বিশাল মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাব প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপর বর্বরোচিত হামলা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। নির্বাচনের পূর্ব থেকেই সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদের উস্কানিমূলক বির্তকিত বক্তব্যের ফলে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেছে। বক্তারা তাদের বিচার দাবি করেন। বক্তারা বলেন, নির্বাচনের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের অর্থ তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া, তাদের এ দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করা। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা '৭১-এর স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির নির্যাতনকে হার মানিয়েছে। সরকারপ্রধান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উস্কানি ও নেতিবাচক বক্তব্যের জন্য এসব হচ্ছে। একদিকে নারী ধর্ষণ ও লুটতরাজের রাজত্ব কায়েম হয়েছে, অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধর্ষক ও সন্ত্রাসীদের নিয়ে নির্যাতনের খবরের সত্যতা তলিয়ে দেখতে উল্কার মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন। ধর্ষক ও সন্ত্রাসীদের নিয়ে ছুটে বেড়ালে তিনি সংখ্যালঘু নির্যাতন দেখবেন কিভাবে? তিনি বলেছেন , পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম অতিরঞ্জিত করে এসব গুজব ছড়াচ্ছে। তাঁর এ বক্তব্যে সন্ত্রাস ও নির্যাতন-নিপীড়ন বেড়ে যাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পূর্ন ব্যর্থ। তাই সন্ত্রাসী ও ধর্ষণকারীদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করা হয়। বক্তারা বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ জাতিহত্যার পর্যায়ে পড়ে। দেশের সকল মানবাধিকার সংগঠনসহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকে মানবতাবিরোধী এ জঘন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহবান জানানো হয়। সমাবেশে মত প্রকাশ করা হয়, এই ভয়াবহ সন্ত্রাস দেশে একটি ফ্যাসিবাদী শক্তির জন্ম দিয়েছে। এ থেকে সন্ত্রাসে মদদদানকারী ক্ষমতাসীনরা একদিন নিজেরাই রেহাই পাবে না। তাই দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহবান জানানো হয়। এই সন্ত্রাসের মূল কারণ উদঘাটনের জন্য বিচারবিভাগীয় তদন্ত, অপরাধীদের শাস্তিদান ও নির্যাতিতদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত আইনজীবি সমন্বয় পরিষদের আহবায়ক ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, যুগ্ম আহবায়ক এডভোকেট সাহারা খাতুন, এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, এডভোকেট সালাম তালুকদার, সাবেক আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু, এডভোকেট ওজায়ের ফারুক, এডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান, এডভোকেট আবদুল হালিম, এডভোকেট আবু সাঈদ, এডভোকেট আব্দুল মান্নান পাঠান, এডভোকেট শামসুল হক টুকু, এডভোকেট সৈয়দ আহমেদ প্রমুখ।

আগামী ২৮ অক্টোবর সন্ত্রাসবিরোধী শান্তি আন্দোলন আয়োজিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের গণসমাবেশে সকলকে অংশগ্রহণ করার আহবান জানানো হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

(২৭৮)
নির্যাতন ধর্ষণ মারপিটের আরও ঘটনা ॥ রাঙ্গামাটিতে আ'লীগ-বিএনপি সংঘর্ষ
সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক বাড়ছে ॥ কয়েকটি পূজামণ্ডপে তাণ্ডব, প্রতিমা ভাংচুর, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মানববন্ধন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ দেশের কয়েকটি স্থানে নির্মানাধীন পূজামণ্ডপে তাণ্ডব ও প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। অব্যাহত রয়েছে সংখ্যালঘুদের ওপর ভয়ভীতি প্রদর্শন, হামলা-নির্যাতন। বিভিন্ন স্থানে এর প্রতিবাদে মৌন মিছিল, মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে নাটোরের নলডাঙায় নির্মাণাধীন একটি পূজামণ্ডপ তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। রংপুরের কাউনিয়া উপজেলা সদরের গোপালগঞ্জ 'সার্বজনিন দুর্গামন্দির ও ধর্মীয় পাঠাগারে' সোমবার রাতে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায়। তারা প্রতিমা ভাংচুর ও আয়োজকদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায়ও দুর্গা প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এদিকে সারাদেশে নির্বাচন পরবর্তী অব্যাহত এই তাণ্ডবের প্রতিবাদে মঙ্গলবার ফরিদপুর শহরে এক বিশাল মৌন মিছিল, মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ভাঙ্গায় আজিমনগর গ্রামে নির্যাতনের শিকার এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর প্রাণনাশসহ নানা ধরনের হুমকি অব্যাহত রেখেছে নির্যাতনকারীরা। এমনকি হুমকি দিয়ে ঐ পরিবারের মেয়ে কলেজ ছাত্রীকে উপর্যুপরি ধর্ষণের ঘটনাকেও অস্বীকার করতে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন, লুটপাট, ধর্ষণের প্রতিবাদে মঙ্গলবার কুমিল্লায় বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। মহিলা পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। একই সাথে এই ঘটনা এড়িয়ে যাবার জন্য বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে অপচেষ্টা করে যাচ্ছেন পরিষদ নেতৃবৃন্দ তারও নিন্দা জানিয়েছেন।

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতেও প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। বরগুনার পাথরঘাটায় ১০টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা হয়েছে। হোগলাপাশা গ্রামে ধর্ষিত হয়েছে এক হিন্দু তরুণী। শরীয়তপুরে নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে মঙ্গলবার কোটপাড়া বাজারে ৪ জনকে মারপিট করেছে। সংখ্যালঘুদের শান্তি, স্বস্তি ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে মঙ্গলবার বিকালে চট্টগ্রামে মুখে কালো কাপড় বেঁধে আধ ঘন্টা স্থায়ী মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ, সচেতন নাগরিক সমাজ, চবি শিক্ষক সমিতি, মহিলা পরিষদ, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদ, এডাবসহ বিভিন্নসংগঠন এ কর্মসূচীতে অংশ নেয়। বিকাল ৫টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত কর্মসূচী পালনকালে প্রেসক্লাব থেকে আন্দরকিল্লা পর্যন্ত বিভিন্ন সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

নাটোর থেকে সংবাদদাতা জানান, সোমবার গভীর রাতে নলডাঙার থানার (পুলিশী থানা) পূর্ব মাধবনগর গ্রামে নিবারণ চন্দ্রের বাড়িতে নির্মাণাধীন পূজামণ্ডপটি ভেঙে তছনছ করে দেয়া হয়। পূজামণ্ডপ ভেঙে দেয়ায় স্থানীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিরাজ করছে চরম আতঙ্ক। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও আসন্ন দুর্গাপূজা উৎসব নিয়ে তাদের মধ্যে আশঙ্কা কাটছে না।

রংপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, কাউনিয়ায় মন্দির ও প্রতিমা ভাংচুরের পর মঙ্গলবার জেলার সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল ঘুরে এসে অবিলম্বে ওই সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। বর্তমানে ঐ এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাঝে আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

জামালপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, দুর্গোৎসবের আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরীহ নিম্নবিত্ত কিছু জেলে পরিবারের।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৭৯)
নবাবগঞ্জে তিনটি দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার পল্লীতে সোমবার রাতে তিনটি দুর্গা প্রতিমা ও একটি লক্ষ্মী প্রতিমা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একদল সশস্ত্র যুবক উক্ত থানার সালিমপুর গ্রামের পালপাড়া ও নমঃপাড়া গ্রামে দুটি দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে দেয়। প্রায় একইভাবে বর্ধনপাড়া গ্রামে একটি দুর্গা প্রতিমা ও বাগমারা গ্রামে একটি লক্ষ্মী প্রতিমা ভেঙ্গে দেয়া হয়। এসব খবর নবাবগঞ্জ থানাকে জানানো হলেও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৮০)
সংখ্যালঘু কিশোরীর সম্ভ্রমহানি, ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেন ভাঙ্গা বিএনপি সভাপতি

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ একটি সংখ্যালঘু কিশোরীর শ্লীলতাহানির ঘটনার সত্যতা ভাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনজুর হাসান খান স্বীকার করেছেন। তবে বিএনপি বা এর অঙ্গ সংগঠনের কারোর এর সঙ্গে জড়িত থাকার কথা তিনি নাকচ করে দিয়েছেন। নির্বাচনের পরপর ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর গ্রামের মায়ের সামনে ওই সংখ্যালঘু কিশোরীর শ্লীলতাহানি করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার এক লিখিত বিবৃতিতে বিএনপি নেতা মনজুর হাসান বলেন, আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি পৈশাচিক এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং এটি ঘটিয়েছে ভাঙ্গার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেনের লোকজন। এই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বিএনপি বা এর অঙ্গ সংগঠনের কোন সংশ্রব নেই। ভাঙ্গা বিএনপি সভাপতি ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। এই ঘটনাসহ নির্বাচন পরবর্তী বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা বন্ধে নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে তিনি ভাঙ্গা থানার ওসির অপসারণ দাবি করেছেন

প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৮১)
বিএফইউজে ও ডিইউজে'র বিবৃতি
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বন্ধে ব্যর্থতায় ক্ষোভ

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও মহাসচিব আখতার আহমেদ খান এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি আলতাফ মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ভূঁইয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বর্বরোচিত ও পৈশাচিক হামলা এবং নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানান। তারা এ ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা বন্ধ করতে সরকারের ব্যর্থতায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বিএনপি ও জামায়াত শিবির ক্যাডারদের নির্বাচনোত্তর সহিংস ও সন্ত্রাসী হামলা, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি,

লুটতরাজ এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনায় কোন বিবেকবান নাগরিক নিশ্চুপ থাকতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই গণতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ। সাংবাদিক সমাজও এই পাশবিক এবং সন্ত্রাসী ঘটনায় আজ প্রতিবাদী।

বিএফইউজে ও ডিইউজে নেতৃবৃন্দ বলেন, যখন দেশের সকল সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের উপর নির্বাচনোত্তর হামলা, নির্যাতনের সচিত্র প্রতিবেদন বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করছে, তখন সরকারের দায়িত্বশীল নেতাদের সংবাদসমূহ অতিরঞ্জিত বলে আখ্যায়িত করা অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্খিত এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দেয়ার শামিল। তারা অবিলম্বে এ ধরনের হিংসাত্মক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। তারা উল্লেখ করেন, হিন্দু সম্প্রদায় আজ তাদের সবচেয়ে আনন্দের ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা অনাড়ম্বরভাবে পালন করার যে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তা জাতির জন্য কলঙ্কজনক ও লজ্জাকর। তারা বলেন, সকল ধর্মের কর্মকাণ্ড স্বাধীন ও নিরাপদে পালন করার পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের এবং এর ব্যর্থতার জন্য সরকারকেই জবাবদিহি করতে হবে।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ , ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৮২)
ঈশ্বরগঞ্জে সংখ্যালঘুরা দুর্গাপূজা নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত

ঈশ্বরগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা ঃ ঈশ্বরগঞ্জ পৌরশহর সহ উপজেলার প্রায় সবকটি ইউনিয়নে বিএনপি উগ্রপন্থীদের ভয়ভীতি ও হুমকিতে সারা বাংলাদেশের মত ঈশ্বরগঞ্জেও সংখ্যালঘুরা হয়ে পড়েছে চরমভাবে আতঙ্কগ্রস্ত। সরকার পরিবর্তনের সংবাদ শুনেই ঈশ্বরগঞ্জে বিএনপি নামধারী কতিপয় সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ওপর চালায় অমানুষিক-নির্যাতন, লুটপাট, চাঁদা আদায় ও ভয়ভীতি। যে কারণে হিন্দু সংখ্যালঘুদের বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার মাত্র ৪ দিন বাকি থাকলেও ঈশ্বরগঞ্জে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আতঙ্কগ্রস্থ সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতার মাঝে দুর্গাপূজা হবে কি হবে না এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে দুর্গামূর্তি ও মণ্ডপ তৈরি করেনি। বিএনপি উগ্রপন্থীদের হুমকি ও ভয়ভীতির কারণে সংখ্যালঘুরা দুর্গাপূজার আগ্রহ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। অনেক সংখ্যালঘু এ উপজেলা ছেড়ে নিরাপত্তার আশায় অন্যত্র চলে যাচ্ছে। ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে শুরু করেছে সংখ্যালঘু সদস্যরা। শারীরিক মানসিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুরা প্রাণ ভয়ে মুখ খুলছে না। এদের মাঝে বিরাজ করছে নীরব ক্ষোভ, হতাশা ও নিরাশা। এদিকে ময়মনসিংহ-৮ ঈশ্বরগঞ্জ আসনে চারদল তথা বিএনপি মনোনীত নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য নূরুল কবীর শাহীন দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি সংখ্যালঘুদের নির্যাতন না করার ও সর্বপ্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিহার করে দলীয় আদর্শে চলার নির্দেশ প্রদান করেন।

তিনি সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানা পুলিশের সহযোগিতা কামনা করেন। কিন্তু বাস্তবে কে শোনে কার কথা! চারদলীয় জোটের কর্মীরা অনবরত চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। আর সংখ্যালঘুরা হচ্ছে এদের টার্গেট। যে কারণে এ উপজেলায় দুর্গাপূজা হবে কি হবে না এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সংখ্যালঘুরা।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৮৩)
হিংস্র শ্বাপদের জনপদ
বাগেরহাটের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে এবার উৎসবের আমেজ নেই
পূজার প্রস্তুতিও নেই

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি, বাগেরহাট থেকে ঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার আর মাত্র চারদিন বাকি। অথচ বাগেরহাটের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে এবার উৎসবের আমেজ নেই। নেই পূজার কোন প্রস্তুতি। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সহিংসতা এবার পূজার সব অয়োজনকে মাঝপথে ভণ্ডুল করে দিয়েছে। এ জেলার তিন লক্ষাধিক হিন্দু ধর্মাবলম্বীর পূজার আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসীদের হামলা আর নির্যাতনে এ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন হিন্দু পরিবারগুলোতে এখন শুধু দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকার বিরাজ করছে।

গত কয়েক দিন ধরে বাগেরহাটের বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলো ঘুরে জানা যায়, অন্যান্যবারের মতো এবারও হিন্দু সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে ঘটা করে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন শুরু হওয়ায় সব আয়োজনই ভণ্ডুল হয়ে গেছে। বিএনপি ও জামায়াতের ক্যাডার নামধারী হিংস্র শ্বাপদেরা শুধু সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ওপর হামলা চালায়নি, তাদের মন্দির, পূজার আয়োজনের ওপরও আঘাত হানে। ভেঙ্গে ফেলে নির্মীয়মান প্রতিমা। মারধর করে তাড়িয়ে দেয় প্রতিমা তৈরিরত শিল্পীদের। নির্যাতন-হামলায় গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ হিন্দু পরিবারের সদস্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে পূজার উৎসব করার মত আনন্দ হারিয়ে যায় সংখ্যালঘু পরিবারগুলো থেকে।

জনকণ্ঠ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে সংখ্যালঘু পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা বলেন, ঢাকায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবার অনাড়ম্বর পূজার সিদ্ধান্ত নিলেও আমাদের গ্রামগুলোতে পূজা হবে না। আত্মীয়পরিজন ছাড়া আমরা পূজা করব কি করে?

দুর্গাপূজার প্রধান ধরনটি বারোয়ারী হওয়ায় ধনী-গরিব নির্বিশেষে পূজা আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। একে অন্যের সহযোগিতার মাধ্যমে পূজা অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়। বাগেরহাট জেলায় প্রতিবছর চার শতাধিক মণ্ডপে পূজা হয়ে থাকে। আগামী ২২ অক্টোবর থেকে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ এই ধর্মীয় উৎসবের ৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু। মাঝখানে মাত্র চারটি দিন থাকলেও গোটা জেলায় ক্ষোভ, হতাশা, ছড়িয়ে আছে। তারা নিজেরাও জানে না কিভাবে, কেমনভাবে পূজা হবে। জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতাদের মধ্যে নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। সোমবার সন্ধ্যায়ও বাগেরহাট জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ নেতারা বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানকার প্রতিনিধিরা তিনটি সম্ভাবনা নিয়ে অলোচনা করেছেন। এক, কেন্দ্রীয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সিদ্ধান্ত মতে অনাড়ম্বরভাবে পূজার আয়োজন করা। দুই আড়ম্বরের সঙ্গে পূজার আয়োজন করা এবং তিন পূজা অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা।

গত সপ্তাহজুড়ে বাগেরহাট জেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত প্রত্যন্ত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গ্রাম থেকে যাওয়া মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলে পূজা সম্পর্কে তেমন কোন উৎসাহ দেখা যায়নি। জেলা শহর ও থানা শহরগুলোয় পূজা হবে। তবে গ্রামে পূজা অনুষ্ঠানের স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। হামলা, লুটপাট, ভাংচুর, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ প্রভৃতির মতো অমানবিক আক্রমণে সংখ্যালঘু মানুষগুলোর মনোবল ভেঙ্গে গেছে। অজানা আতঙ্কে তারা সন্ত্রস্ত। চিতলমারীর খাসেরহাটে লুকিয়ে থাকা মনোরঞ্জন দাস বলেন, তার মেয়ে এক আত্মীয় বাড়িতে। স্ত্রী অন্য এক জায়গায়, তিনি আর এক জায়গায় পূজার আনন্দ কি করে হবে। পরিবারের সকল সদস্য এক জায়গায় হতে পারার ব্যাপারেও তিনি সন্দেহ পোষণ করেন। ভীতি আর আতঙ্ক যেখানে আমাদের পিছু

তাড়া করছে, সেখানে কিসের পূজা? ঝাঁঝালো কণ্ঠে তিনিই পাল্টা প্রশ্ন করেন। রামপালের গিলাতলা প্রাচীন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এলাকা। এখানেও বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা হয়ে থাকে। এবারে কেমন হবে সে ব্যাপারে কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। তার ওপর আছে প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা। মোড়েলগঞ্জের হেড়মায় প্রতিমা ভাংচুর হয়েছে। এছাড়া চিতলমারী ও রামপালে প্রতিমা ভাংচুরের কথা শোনা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৮৪)
জামালপুর রংপুর ও নাটোরে প্রতিমা ভাংচুর, মন্দিরে হামলা

জামালপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ বকসীগঞ্জ উপজেলার সারমারা বাজার সংলগ্ন দাসপাড়ায় দুর্গা প্রতিমা গুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সেই সঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার করেছে কালীমন্দির ও কালী প্রতিমা।

দুর্গাপ্রতিমা ও কালীমন্দির ভাঙচুরের এ ঘটনা ঘটে সোমবার রাত দেড়টায়। এ সময় একদল দুষ্কৃতকারী জেলে সম্প্রদায় অধ্যুষিত দাসপাড়ায় ঢোকে এবং হামলা তাণ্ডব চালিয়ে দুর্গা প্রতিমাসহ দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের জন্যে নির্মিত মণ্ডপ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের লোকজনের চোখের সামনেই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। কিন্তু তারা তাণ্ডব দেখেও বাধা দেয়ার সাহস পায়নি। হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় দাসপাড়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। দেওয়ানগঞ্জ পুলিশ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার বেশকিছু পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তবে হামলা ভাঙচুরের জন্য দায়ী কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি।

এদিকে মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় জামালপুর শহরে পৌরসভা হরিজন কলোনিতে দুষ্কৃতকারীদের হামলায় হরিজন সম্প্রদায়ের মনোহর নামে এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছে। দুষ্কৃতকারীরা মনোহরকে রামদা দিয়ে কুপিয়েছে।

রংপুর জেলা থেকে বার্তা পরিবেশক ঃ সোমবার গভীর রাতে কাউনিয়া উপজেলা সদরের গোপালগঞ্জে একদল সন্ত্রাসী মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর এবং মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্যামল কুমার জানিয়েছেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের এ মন্দিরটি ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর করে ও মালামাল তছনছ করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা মন্দিরে অবস্থানরত লোকদের এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য না করার হুমকি প্রদান করেছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোরে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। গত সোমবার দিনগত রাতে কে বা কারা মাধবনগর সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করে। মন্দির কমিটির সভাপতি নিবারণ চন্দ্র প্রামাণিক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

সংবাদ, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৮৫)
কালীগঞ্জের তিল্লা গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা রেহাই পায়নি অন্ধ বিবেককুমারও

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ 'ইবারের নির্বাচনে একটু নেচেগেয়েই ভোট করিছি। তার জন্নিই সন্ত্রাসীরা আমাদের মারধর করিছে। ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়েছে। ছাগল-গরু, জামাকাপুড় এমনকি

ছিঁড়া মশারি পর্যন্ত লুট করি নিয়ে গিয়েছে। সন্ত্রাসীরা অন্ধ বিবেককুমারকেও রেহাই দিইনি'— কথাগুলো বলছিলেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার তিল্লা গ্রামের নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের কয়েকজন।

জানা গেছে, গত ৬ অক্টোবর গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী তিল্লা গ্রামের হিন্দু পাড়ায় সশস্ত্র হামলা চালিয়ে নারী-পুরুষদের মারপিট করে নগদ টাকা, গরু-ছাগল, কাপড়-চোপড়সহ বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের হামলায় একজন অন্ধ ও কয়েকজন মহিলাসহ ১৫ জন আহত হন।

গত ১৪ অক্টোবর সরেজমিনে তিল্লা গ্রাম ঘুরে হামলার সত্যতা পাওয়া যায়। সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত দুর্গাপদ শিকদার জানান, নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে তাদের অল্প দিনের মধ্যে ভারতে চলে যেতে বলেছে। আহত গোবিন্দের স্ত্রী সাবিত্রী জানান, সন্ত্রাসীরা তার হাত ভেঙ্গে দিয়েছে। ডাক্তার দেবপ্রসাদকে (৮০) মারপিট করে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। চাঁদার টাকা না দিলে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছে। সন্ত্রাসীরা বারান্দায় শুয়ে থাকা অন্ধ বিবেক কুমারকে (৩০) বেদম মারপিট করে তার দুটি ছাগলসহ সর্বস্ব লুট করেছে।

হামলা সম্পর্কে মহিলারা জানান, রাতে যখন সন্ত্রাসীরা তাদের পাড়ায় আক্রমণ করে, তখন পুরুষ মানুষের পাশাপাশি তারাও ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। যারা পালাতে পারেননি তারা মারপিটের শিকার হয়েছেন। মহিলারা জানান, পার্শ্ববর্তী সিমলা, গাতিবিলা, পুরুবিনা, পুকুরিয়া ও মনোহরপুর গ্রামের সন্ত্রাসীরা জোটবদ্ধ হয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। হামলাকারীরা বিএনপি সমর্থিত বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, প্রশাসন আশ্বাস দেয়া ছাড়া নিরাপত্তাজনিত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান জানান, মূলত এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী সন্ত্রাসী এ ঘটনা ঘটিয়েছে। যাদের মধ্যে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মীরা রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, তিল্লা গ্রামের সংখ্যালঘুরা কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জানমালের নিরাপত্তার দাবি করলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা গ্রামটি পরিদর্শন করেন। বর্তমানে গ্রামটিতে স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করছে।

প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর, ২০০১

(২৮৬)
বিভিন্ন সংগঠনের আরো বিবৃতি ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার নিন্দা

কাগজ প্রতিবেদক ঃ নির্বাচনের পর সারা দেশে বিএনপি-জামাত শিবির চক্রের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নৃশংস হামলা ও দেশব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড উদ্বেগজনকভাবে বেড়েই চলছে। মায়ের সামনে মেয়েকে এবং মা ও মেয়েকে একই সঙ্গে ধর্ষণ করা হচ্ছে। থানায় মামলা দিতে গেলে মামলা নেওয়া হচ্ছে না। এসব ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতি অব্যাহত রয়েছে।

গতকাল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করেন,শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ক্রমাগত নির্যাতনের মুখে অসহায় মানুষ পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতেও আশ্রয় নিচ্ছে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রশাসনের নির্লিপ্ততা এ বিষয়গুলোকে আরো উদ্বেগজনক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়গুলোকে অতিরঞ্জিত হিসেবে আখ্যায়িত করায় সরকারি দলের নেতারা দ্বিগুন উৎসাহে

ঝাঁপিয়ে পড়ছে মা বোনের ওপর। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, হামলা-পাল্টাহামলার মধ্য দিয়ে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তার দায়দায়িত্ব বর্তমান সরকারকেই বহন করতে হবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুর রহমান, শাহে আলম, অসীম কুমার উকিল, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, শফি আহমেদ, পঙ্কজ দেবনাথ, সুভাষ সিংহ রায়, কামরুন্নাহার লাইলী প্রমুখ।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও নারী লাঞ্ছনাসহ যে অমানবিক নির্যাতন চলছে তাতে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে গতকাল সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ শিক্ষক সংগঠন গোলাপী দলের শিক্ষকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় এ ধরনের অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সরকারি আইন রক্ষাকারী সংস্থাকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর দাবি সহ জনসাধারণকে এই ধরনের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম এক বিবৃতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, হত্যাসহ সারাদেশে লুটপাট, নির্যাতন বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

বিপ্লবী ঐক্যফ্রন্টের আহ্বায়ক মোশরেফা মিশু এক বিবৃতিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চলমান সহিংস ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, এসব সন্ত্রাসী বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড সকল গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী। এর ফলে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তিনি এসব সহিংস নির্যাতন বন্ধের পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। শ্রী শ্রী গীতা সংঘ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে ধর্মীয় হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলেন, এই নৃশংস নির্যাতনের হাত থেকে নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউই রেহাই পাচ্ছে না। এখনো দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্বেগজনক খবর আসছে।

বিবৃতিতে সংঘের নেতৃবৃন্দ এই নিষ্ঠুর নির্যাতন বন্ধের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিকের সভাপতিত্বে ১১দলের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের এক সভায় নেতৃবৃন্দ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর অব্যাহত হামলা ও নির্যাতনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি ইতিপূর্বে এসব ঘটনার দায়দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর রেখেছিল। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের পরও তারা এ বিষয়ে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। উপরন্তু অতীতের মতোই বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর এসব হামলার খবরকে অতিরঞ্জিত এবং একটি দল ও সম্প্রদায়ের প্রচার বলে অভিহিত করেছেন। নেতৃবৃন্দ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে উল্লেখ করেন।

১১ দলের উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন রাশেদ খান মেনন, বিমল বিশ্বাস, মঞ্জুরুল আহসান খান, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও নির্মল সেন। নেতৃবৃন্দ অবনতিমূলক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যথাযথ উপলব্ধি করে দ্রুত তা নিরসনের জন্য সরকারের প্রতি পুনঃআহ্বান জানান।

ভোরের কাগজ, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৮৭)
সাম্প্রদায়িকতা রুখে দাঁড়াও— চট্টগ্রামে বিশাল মানববন্ধন

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হামলা-নিপীড়ন, ঘরবাড়ীতে অগ্নি সংযোগ-লুটপাট, প্রতিমা ভাঙচুর ও নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদ এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের দাবীতে গতকাল মঙ্গলবার বন্দর নগরী চট্টগ্রামে হাজার হাজার নারী-পুরুষ অভূতপূর্ব মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। জামালখানে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শুরু করে জামালখান সড়ক, চেড়াগী পাহাড় মোড় হয়ে মোমিন রোড হয়ে আন্দরকিল্লা পর্যন্ত এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিভিন্ন শ্রেনী-পেশার নাগরিকরা যোগ দেন।

চট্টগ্রামের সচেতন নাগরিক সমাজ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, এডাব, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, চট্টগ্রাম আইনজীবী ঐক্য পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন সংগঠন এই মানববন্ধনে যোগ দেয়।

মহিলা পরিষদের নেত্রী-কর্মীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে ও গলায় বিভিন্ন দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে সাম্প্রাদায়িক সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানায়। এডাবসহ বিভিন্ন এনজিও কর্মীরাও গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়েছিলেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। বিকাল পৌনে ৫টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত প্রায় পৌনে ১ঘন্টা এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ১০৫ ফুট দীর্ঘ ব্যানার নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় নগরবাসীর।

দীর্ঘ এই মানববন্ধনের কারণে জামালখান এলাকায় যান জটের সৃষ্টি হয়। গতকালের এই অভূতপূর্ব মানববন্ধনে বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক শিক্ষাবিদ ডঃ সানজীদা খাতুন, অধ্যাপক হায়াত মামুদ, লেখক দ্বিজেন শর্মা, লেখক মফিদুল হক, কবি সাংবাদিক আবুল মোমেন, শিল্প সমালোচক অধ্যাপক আবুল মনসুর, মাস্টারদা সূর্যসেনের সহযোগী প্রবীণ বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী, মহিলা পরিষদ নেত্রী নূরজাহান খান, অধ্যাপক ঢালী আল মামুন, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মুহাম্মদ ইদ্রিস, এডভোকেট রানাদাশ গুপ্ত, সাংবাদিক নাছির উদ্দিন চৌধুরী, গ্রুপ থিয়েটার ফোরামের সেক্রেটারী অশোক বড়ুয়া সহ বিভিন্ন সংস্কৃতিসেবী ও সাধারণ জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই মানববন্ধনে অংশ নেন।

ভোরের কাগজ, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৮৮)
রাঙ্গামাটির আসাম বস্তির সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছে

রাঙ্গামাটি সংবাদদাতা ঃ রাঙ্গামাটি শহরের শেষপ্রান্তে অবস্থিত আসাম বস্তি এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছে। ক্ষমতাসীনদলের পরিচয় দিয়া এলাকার টাউট শ্রেণীর কিছু লোক মামলা-মোকদ্দমার ভীতি দেখাইয়া সংখ্যালঘুদের হয়রানি করিতেছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। ইহা ছাড়াও পাহাড়ী ছাত্র-পরিষদের (পিসিপি) নাম ভাঙ্গাইয়া নানা রকম হুমকি দিয়া রাতের ঘুম হারাম করিয়াছে এলাকার দুষ্ট চক্র। স্থানীয় সংখ্যালঘুরা মনে করিতেছে এই অশুভ চক্রটির তৎপরতা বন্ধ করা না গেলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হইবে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসাম বস্তি এলাকার ভুক্তভোগীরা জানাইয়াছে, এলাকায় শান্তি পূর্ণভাবে নির্বাচন হওয়া সত্বেও কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক নানা ফন্দি-ফিকির করিয়া সংখ্যালঘু

পরিবারগুলিকে ভয়ভীতি দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে। পাশাপাশি পিসিপির নাম ভাঙ্গাইয়া চাঁদাবাজী চালাইতেছে। ইহাদের ভয়ে সংখ্যালঘুরা মুখ খোলার সাহস পাইতেছে না। এমনকি প্রশাসন বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার নিকট অভিযোগ করারও সাহস পাইতেছে না।

দৈনিক ইত্তেফাক ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৮৯)
পাথরঘাটায় ১০টি সংখ্যালঘু পরিবারের উপর নির্যাতনের অভিযোগ

বরগুনা (দক্ষিণ) সংবাদদাতা ঃ বরগুনা-২ আসনে বিএনপি কর্মীদের নির্যাতনের শিকার হইয়াছে পাথরঘাটা এলাকার ১০টি সংখ্যালঘু পরিবার। ধর্ষিতা হইয়াছে এক কিশোরী। সংখ্যালঘুদের অপরাধ তাহারা আওয়ামী লীগের ও জাতীয় পার্টির সমর্থক। তাহারা নৌকায় ও বাই সাইকেলে ভোট দিয়াছে। শুধু সংখ্যালঘুরা নয়, পাথরঘাটার চরদুয়ানী, কাঁঠালতলী, নাচনাপাড়া, রায়হানপুর, কাকচিড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নৌকা ও বাই সাইকেলের প্রতীকের সমর্থকদের মারধর করা হইয়াছে। কাঁঠালতলী ইউনিয়নের পরীকাটা গ্রামের মানমণ্ডল, রায়হানপুর গ্রামের গুনধর মিস্ত্রীর ছেলে গৌতম মিস্ত্রী, সূর্য মালাকারের ছেলে পঙ্কজ মালাকার, রসিক চক্রবর্তীর ছেলে রতন চক্রবর্তী, সুরেন হালদারের ছেলে সুশান্ত, সখানাথ বেপারীর ছেলে রিপন, উত্তর কাকচিড়া গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য নরেশ হালদার, কাঁঠালতলী ইউনিয়নের তালুকচর দোয়ানী গ্রামের সুজন বেপারী, চরদোয়ানী ইউনিয়নের হোগলাপাশা গ্রামের নারায়ণের ছেলে অমলকে মারধর করা হয়। চরলাঠিমারা গ্রামের সতীশ হালদারের বাড়িতে গভীর রাতে তাহার পুত্রবধূর সন্ধান জানিতে যায় এক যুবক। ৬ অক্টোবর হোগলাপাশা গ্রামে কিশোরী ধর্ষণকারীরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে প্রকাশ্যে।

সরেজমিনে গিয়া সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের সত্যতা মিলিয়াছে। ইউপি চেয়ারম্যান, আইনজীবী, সমাজকর্মী, গ্রামবাসীদের সহিত আলাপ করিয়া নির্বাচনপরবর্তী নির্যাতন ও ধর্ষণের সত্যতা মিলিয়াছে। ধর্ষিতা কিশোরী ও মামলার বাদিনী তাহার বোন জানায়, ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী গ্রহণের সময় তাহাদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। জবানবন্দী সঠিক ভাবে লেখা হয় নাই বলিয়া তাহারা সন্দেহ করিতেছে। ধর্ষক ও তাহাদের আত্মীয়-স্বজনরা ধর্ষিতা ও তাহার বোনকে হুমকি দিয়া যাইতেছে। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় নেতা জিয়াউদ্দিন তারেক আলী ১৫ অক্টোবর পাথরঘাটা আসেন এবং স্থানীয় প্রশাসনসহ নির্যাতিত ও গ্রামবাসীদের সহিত কথা বলেন। স্থানীয় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মজিবুর রহমান, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি এডভোকেট নুরুল ইসলাম, সমাজ সেবক ও যুবলীগ নেতা শহীদ আকন্দ বলেন, নির্বাচনের পর কেবল হিন্দু নয় বিএনপির বিরুদ্ধে যারা কাজ করিয়াছে তাহাদের উপর নির্যাতন করা হইতেছে। নির্যাতিত হইয়া অনেকে মামলা করিতে বা মুখ খুলিতে পারিতেছে না।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৯০)
রায়পুরায় ৪টি মূর্তি ভাংচুর ॥ সংখ্যালঘুরা শঙ্কা ও আতংকে

নরসিংদী থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ জেলার রায়পুর থানার মির্জাপুর ইউনিয়নের পিরিজকান্দী বাজারে গভীর রাতে দুর্গাবাড়ি পূজামণ্ডপে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে চারটি মূর্তি ভাংচুর করে । কেউ যাতে থানায় মামলা না করে সে জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হুমকি দিয়ে যায়।

দৈনিক খবর, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৯১)
কেশবপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ীঘর তছনছ

প্রতিনিধি ঃ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলার মুখে কেশবপুর উপজেলার কয়েকটি গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলো নিরাপত্তার জন্য তাদের বাড়ী ঘর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলোর ওপর হামলা শুরু করে এবং তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। সন্ত্রাসীদের হামলায় যাদের বাড়ীঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তারা হলেন, বেতিখোলা গ্রামের ডাঃ অধির রায়, হরিয়া গোপ গ্রামের দীপঙ্কর নাল, শ্রীরামপুর গ্রামের বিমল কুণ্ডু, কালিয়া গ্রামের শংকর ঘোষ প্রমুখ।

ইনডিপেনডেন্ট, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৯২)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানা এলাকার সংখ্যালঘুরা বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে

ই. বি. সংবাদাতা কুষ্টিয়া ঃ সন্ত্রাসী হামলার আশংকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন থানা এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। থানার ত্রিবেণী, পাদনদী, কচুয়া, নিশ্চিন্তপুর, সেন পাড়া, লক্ষীপুর, হরিনারায়ণপুর এবং বিত্তিপাড়ার প্রায় ১১'শ হিন্দু বিএনপিসহ চার দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের হুমকির মুখে রয়েছে এবং তাদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে।

শঙ্কিত একজন মিষ্টি বিক্রেতা বলেন, চারদলীয় জোটের হামলার ভয়ে আমরা ঘরেও থাকতে পারছি না, ব্যবসাও করতে পারছি না; জোট কর্মীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চাঁদাও আদায় করছে। মিষ্টি বিক্রেতা জানান, সম্প্রতি দুটি হিন্দু মেয়েকে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং হিন্দু পরিবারের গরুও লুট করা হয়েছে।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে শৈলকুপা থানায় মামলা হয়েছে।

ডেইলি স্টার, ১৭ অক্টোবর ২০০১

(২৯৩)
নড়াগাতিতে সহিংসতা ঃ এলাকা জুড়ে চরম আতঙ্ক
পূজা মণ্ডপের মূর্তি ভাঙচুর; সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, চাঁদা দাবি

তারেক আলম নড়াগাতি,নড়াইল থেকে ঃ নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। আসন্ন দুর্গাপূজার জন্য নির্মিত মূর্তি ভাংচুর, মহিলাদের সম্ভ্রমহানি, সংখ্যালঘুদের কাছে চাঁদা দাবি ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ গোটা এলাকায় আতঙ্কাবস্থা বিরাজ করছে।

পৌর কমিশনার আশোক ঘোষের এক লাখ টাকা চাঁদা ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া চাঁদা ধার্য করা হয়েছে কালিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তপন কর্মকার, সমর বিশ্বাস প্রমুখের।

শনিবার রাতে মাধবপাশা ও শক্ত গ্রামের পূজামূর্তি ভাংচুর করা হয়। বড় কালিয়ার ব্যবসায়ী হারান দাস, কুলসুর গ্রামের গণেশ সাহাকে গুরুতর জখম করা হয়। ছোট কালিয়ার দারোগা বাড়ির ভাড়াটিয়া এক ভ্যানচালককে বেঁধে রেখে তার স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

লোকলজ্জার ভয়ে তারা এলাকা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। এছাড়া কালিয়ার মির্জাপুর, চাচুড়ি, পুরুলিয়া, বড়দিয়া, মহাজন, রায়খালী প্রভৃতি এলাকার সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন চলছে। কালিয়া আঃছালাম ডিগ্রি কলেজের একজন প্রভাষক জানান, কলেজে সংখ্যালঘু ছাত্রীদের উপস্থিতি এখন শূন্যের কোঠায়।

কালিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান কবিরুল হক মুক্তি জানান, আমি নিজেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। তিনি অভিযোগ করেন থানা পুলিশ মামলা নিতে গড়িমসি করছে।

ভোরের কাগজ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(২৯৪)
সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রামের পূজা উদ্‌যাপন নেতৃবৃন্দ আমাদের সকল আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে ঃ দুর্গাপূজা অনাড়ম্বরেই পালিত হবে

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী নির্বাচনোত্তর ও নির্বাচন পরবর্তী অব্যাহত সহিংসতার প্রতিবাদে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, কারো কাছে রাষ্ট্রীয় আমানত, কারো কাছে ভোটের আমানত, কারো নারকীয় নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়ে মানবেতর অবস্থায় এ দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী দিনযাপন করছে বিগত ২৯ বছর যাবৎ। সরকার আসে সরকার যায়, কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনো মৌলিক বিষয়ে, অস্তিত্ব ও স্বকীয়তার বিষয়ে, ধর্ম-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিষয়ে, মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আর মর্যাদার বিষয়ে কারো যেন ভাববার অবকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই। গতকাল বুধবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব মিলনায়তনে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল পালিত সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে একথা বলেন।

বক্তব্যে তিনি সাম্প্রতিক সময়ে দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের চলমান নির্যাতনের উল্লেখ করে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঘৃণিত সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও তার সহযোগী কয়েকজন উপদেষ্টা এসব ঘটনা নিরসনের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে বলেন,'ঘটনা অতিরঞ্জিত' এবং'ঘটনা স্বাভাবিক'। তিনি এ ধরনের জঘন্য সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাদের ধিক্কার জানান। সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, এরপরও হিন্দু জনগোষ্ঠী প্রতীক্ষায় থাকলো নির্বাচিত নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে, অপরাধীরা শাস্তি পাবে, ক্ষত চিহ্নমুছে ফেলা হবে, রচিত হবে সম্প্রীতির নবতর প্রেক্ষাপট। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের ওপর যে অত্যাচার, নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ শুরু হয়েছে তার অবসান এখনো হয়নি। বরং প্রতিদিন নতুন ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। বক্তব্যে বর্তমান সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়, তারাও সাবেক প্রধান উপদেষ্টার মতো ঘটনা অতিরঞ্জিত বলে এড়িয়ে যাচ্ছে সবকিছু। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা বলা হচ্ছে না। সঙ্গত কারণে দেশের আড়াই কোটি সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠী চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে। 'সাধারণ জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ইন্ধন জোগায় যে কুচক্রী মহল তাদের চিহ্নিত করতে হবে' সরকারের এ ধরনের বক্তব্যের প্রসঙ্গে সরকার ও জাতির কাছে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নেতৃবৃন্দ প্রশ্ন রাখেন, 'এই কুচক্রী মহল' কারা তা কি কেউ জানেন না? এ অবস্থায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপনে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সকল আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে বলেও তারা উল্লেখ করেন। দুর্গাপূজা উদযাপনের জন্য বর্তমান সরকার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতেও ব্যর্থ হয়েছে বলে বক্তব্যে উল্লেখ করে প্রতিবাদ স্বরূপ অনাড়ম্বরভাবে পূজা উদযাপনে বেশ কিছু প্রতিবাদ কর্মসূচি দেওয়া হয়। এসবের মধ্যে পূজামণ্ডপে আলোকসজ্জা, সাজসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বর্জন, ঘোষনা ও বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মাইক ব্যবহৃত হবে না। প্রতিটি পূজামণ্ডপে প্রতিবাদ ও দাবি সংবলিত কালো ব্যানার টাঙানো, স্মারকলিপি পেশ, অষ্টমী পূজার দিন সকাল-সন্ধ্যা অনশন, নবমী পূজার দিন মানববন্ধন অন্যতম।

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন এবং ৪০ লাখ টাকা দিয়েছেন পূজার জন্য। এরপরও হিন্দুরা কেন পূজা করবেন না, সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে ঐক্য পরিষদ নেতা এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন করবেন আবার ধুমধামের সঙ্গে পূজা করতে বলবেন তা হয় না। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী ৪০ লাখ টাকা দিয়ে নিজে উৎসব করে পূজা করুক। কিন্তু বাংলাদেশের নিগৃহীত হিন্দু সম্প্রদায় সাড়ম্বরে পূজা উদ্‌যাপন করবে না।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সভাপতি এডভোকেট সুভাষ চন্দ্র লালা, উপদেষ্টা অধ্যাপক রনজিত কুমার দে, রনজিত কুমার চৌধুরী, প্রবীণ বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী, এডভোকেট পূর্ণেন্দু বিকাশ চৌধুরী, প্রকৌশলী পরিমল চৌধুরী, প্রফুল্ল রঞ্জন সিংহ, এডভোকেট অমর প্রসাদ ধর,ডা. অশোক দেব, মৃদুল দে প্রমুখ।

ভোরের কাগজ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(২৯৫)
নির্যাতন বন্ধে সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক সহিংসতা ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ওপর অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে বলা হয়েছে, দেশের কোন রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘুদের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করছে না। তাই কারণে-অকারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করার যে প্রবণতা তা প্রতিরোধের ব্যাপারে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। গতকাল প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নিজেরা করি, মহিলা পরিষদ ও সামাজিক আন্দোলন আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে সুলতানা কামাল, খুশী কবির , মালেকা বানু ও তারেক আলী এই দাবি জানান। সম্মেলনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের তথ্য উপস্থাপন করেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যানুসন্ধানকারী অসিত দাস ও নাসির আহমেদ। এ সময় সুলতানা কামাল বলেন, অতিরঞ্জিত বা রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে নয়, মানুষের সমস্যা বিচার করতে হবে মানবিকতা দিয়ে। তবে যে দল বা পক্ষ সন্ত্রাস করুক না কেন, পত্রপত্রিকার রিপোর্টে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে মাত্রায় হোক না কেন, হামলা নির্যাতন হচ্ছে। সম্মেলনে উপস্থাপিত তথ্যানুসন্ধানের রিপোর্টে বলা হয়, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার রামশীল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র নাথ, রামশীল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিবেকানন্দ একই স্কুলের শিক্ষক লক্ষীকান্তের উপস্থিতিতে নিজ নিজ বাড়ি ছেড়ে আসা তিন শতাধিক সংখ্যালঘু নারী, পুরুষ প্রতিবেদকের কাছে তাদের কথা জানাতে ভিড় করে। এদের কয়েকজন জানায়, গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলার মৈস্তরকান্দি, চাঁদসী, ধানডোবা, ধোনারকান্দি, বাকাই, বাহাদুরপুর, রাজীহর, বাটাজোর, রাংতা, চ্যাংগুটিয়া, বাটরা, কোদালদহ, ভেন্নাবাড়ি, আমবাড়ি, মোল্লাপাড়া, পয়সারহাট, কোপাইতনগরসহ আরও কয়েকটি গ্রামের ১০ হাজার নারী-পুরুষ নির্বাচনোত্তর হামলা, বাড়িঘর ও মন্দির ভাংচুর, নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের হামলায় আক্রান্ত হয়ে অধিকাংশ আতঙ্কিত হয়ে এ গ্রামে (রামশীলে) আশ্রয় নিয়েছে।

গৌরনদীর গৌরাঙ্গ বালার ওপর হামলা হয়েছে, তাকে স্টাম্পে সই করতে বলে, না হলে ৪০ হাজার টাকা দিতে বলে। সন্ত্রাসীদের কথা না শোনায় তার হাত ভেঙে দিয়েছে। তাদের বাড়িতেও সন্ত্রাসী হামলা করে এবং গরু ছাগল সব কিছু নিয়ে যায়। বিএনপির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য এ গ্রামের নিতাই, মনোজ বৈদ্য,গোবিন্দ দাস ও জগদীশ বাড়ৈয়ের বাড়িঘরে হামলা হয়। আগৈলঝাড়ার আশোক সেন গ্রামের প্রশিকা কর্মী যার একটি পা আগেই পঙ্গু। নির্বাচনের পর সন্ত্রাসীরা তার ভাল পা'টি চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে বিভক্ত করে দিয়েছে। তাকে বরিশাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ওদিকে বরগুনা জেলার বামপা উপজেলার উত্তর কাকচিড়া গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক নরেন্দ্র হালদারকে নির্মমভাবে প্রহার এবং প্রকাশ্যে মানহানি করা হয়, তার ভাইকে জখম করা হয়। তাকে বেঁধে মধ্যযুগীয় কায়দায় তার চোখ উপড়ে ফেলার প্রস্তুতি নেয়া হলে স্থানীয় মানুষজনের প্রতিরোধে তা শেষ পর্যন্ত নেয়া হয়নি। কাঁঠালতলী ইউনিয়নের প্রতিমা ভাংচুর, চরলাঠিমারায় সঞ্জয় হালদারের স্ত্রীর শ্লীলতাহানীর কথা, হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু গরু নিয়ে প্রীতিভোজ করা, দোকান দখল করা এবং হোগলাপাশা গ্রামের মেধাবী ছাত্রীকে উপর্যুপরি ধর্ষণের কথা জানা যায়। স্থানীয় সংসদ সদস্যের আত্মীয় মোস্তফা এই মেয়েটির বোনটিকে চাপ দিচ্ছে সে যেন মামলা প্রত্যাহার করে নেয়।

যুগান্তর, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(২৯৬)
ফেনীতে খুন সন্ত্রাস চাঁদাবাজি অব্যাহত হিন্দুদের ওপর চলছে অমানুষিক নির্যাতন ॥ চাঁদা না দিলে দেশ ছাড়ার হুমকি

এম মনসুর, ফেনী থেকে ঃ সদ্য সমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ফেনী জেলায় দাঙ্গা হাঙ্গামা রাজনৈতিক সহিংসতা, সন্ত্রাস, খুন, চাঁদাবাজি চুরি ডাকাতিসহ অসামাজিক কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। জেলার রাজনৈতিক সহিংস ঘটনায় গত চার মাসে প্রায় ৩০ জন নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে প্রায় শতাধিক।

জাতীয় সংসদের তিনটি আসন নিয়ে গঠিত ফেনী জেলায় প্রায় ১২ লাখ আদিবাসী বসবাস করেন। তাদের সবারই এখন এক প্রশ্ন, এভাবে কি রাজনৈতিক সহিংসতা চলতে থাকবে? খুন, চাঁদবাজি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, হাইজ্যাক, চুরি, ডাকাতি কখনো কি বন্ধ হবে না? এই জেলার মানুষ কি কখনো শান্তিতে বসবাস করতে পারবেনা? মায়ের বুক থেকে সন্তানকে নিয়ে এভাবে হত্যা করবে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা? এরই মধ্যে সন্ত্রাসীরা বৃহস্পতিবারে হত্যা করেছে সংখ্যালঘু ভূবন চন্দ্র দাস ও অর্জুন দত্ত বৈষ্ণবকে।

এদিকে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ভয়াবহ পাশবিকতায় মেতে উঠেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর। জেলায় দাগনভূঁইয়া ও সোনাগাজী থানার সংখ্যালঘুরা আজ চরম নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন। এছাড়া জেলার ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, ফুলগাজীর হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর চলছে নারকীয় তাণ্ডব। সোনাগাজীর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আসন্ন দুর্গাপূজা বাদ দিয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ঘরছেড়ে চলে যাচ্ছে দূরদূরান্তে। সোনাগাজীর সংখ্যালঘুরা অভিযোগ করেছে যে, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে হবে মোটা অংকে, না হলে দুর্গাপূজা করতে পারবে না।

জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার জগতপুর, সিন্দুরপুর, নেমন্তরপুর, সেকান্দরপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা চাঁদা আদায়, হুমকিসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। তারা ভিটে মাটি ছেড়ে দূর-দূরান্তে চলে যাচ্ছে। এদের মধ্যে কিছু কিছু লোকজন সদর থানার তুলাবাড়ি সহ ফেনী শহরে অবস্থান করছে। এদিকে তুলাবাড়ি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা স্বপন চন্দ্র দাস ও মাখন চন্দ্র দাসকে সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে পিটানোর পর বর্তমানে তারা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, নৌকায় ভোট দেয়া এবং সোনাগাজী ও দাঁগনভূঁইয়ার হিন্দুদেরকে আশ্রয় দেয়াই তাদের প্রধান অপরাধ।

এদিকে ফেনী-১ আসনে হিন্দুদের ওপর সন্ত্রাসীদের অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, পরশুরামের হিন্দু গ্রামগুলোতে বিশেষ করে মির্জানগর , বিলোনিয়া, চিথালিয়া, শুয়ারবাজার, কোলপাড়া গ্রামের হিন্দুদের কাছে সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করছে। হুমকি দিয়ে বলছে চাঁদা না দিলে দুর্গপূজা পালন করতে দেবে না। ব্যবসা করতে হলে প্রতিমাসে চাঁদা দিতে হবে, না হলে ভারতে চলে যেতে বলেছে।

ফুলগাজী থানার দুর্গাপুর, বৈরাগপুর, বসন্তপুর, মনিপুরসহ বিভিন্ন গ্রামের হিন্দুদের ওপর চলছে নারকীয় অত্যাচার। বসন্তপুরের হিন্দু নেতা ডা. সুকুমারের শ্যালককে আমজাদহাট ওষুধের ফার্মেসী থেকে নিয়ে যায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা । পরে স্থানীয় লোকজন ও পুলিশের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করা হয়। সন্ত্রাসীরা তার কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে । চাঁদা না দেয়া তার অপরাধ। একই বাজারের কাপড় ব্যবসায়ী শংকরকেও বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখাচ্ছে চাঁদা দেয়ার জন্য।

এদিকে ছাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুর, ঘোপাল, মন্দিয়া, জঙ্গলমিয়া, দারোগাহাটসহ অধিকাংশ গ্রামের হিন্দুদের সন্ত্রাসীরা বলছে চাঁদা দাও তাহলে দুর্গাপূজা করতে দেয়া হবে। চাঁদা না দিলে ভারতে চলে যাও।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(২৯৭)
পাথরঘাটায় ১০ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা নির্যাতন ॥ কিশোরী ধর্ষিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বরগুনা থেকে ঃ জেলার পাথরঘাটা উপজেলার ১০টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। নির্যাতন করা হয়েছে এসব পরিবারের সদস্যদের। এদের মধ্যে হোগলাপাশা গ্রামে ১৫ বছরের এক কিশোরী ধর্ষিত হয়েছে। বরগুনা-২ আসন (বামনা-পাথরঘাটা) থেকে চারদলীয় জোট মনোনীত বিএনপির নির্বাচিত সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম মনির সমর্থকরা এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব সন্ত্রাসী ও মস্তানের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে এসব ঘটনা জানানো হলেও তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না। পাথরঘাটা এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, চরদুয়ানী, কাঁঠালতলী, নাচনাপাড়া, রায়হানপুর, কাকচিড়া পাথরঘাটা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় বিএনপির কর্মীরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। কাঁঠালতলীর পরীকাটা গ্রামের মনা মণ্ডল, রায়হানপুরের গৌতম মিস্ত্রী, পঙ্কজ মালাকার, রসিক চক্রবর্তী, রতন চক্রবর্তী, সুশান্ত ও রিপনকে বিএনপির কর্মীরা মারধর করেছে। উত্তর কাকচিড়া গ্রামে সাবেক ইউপি সদস্য নরেশ হালদারকে নির্যাতন করা হয়েছে। এ ছাড়াও কাঁঠালতলীর তালুকের চরদুয়ানী গ্রামের সুজন ব্যাপারী, হোগলাপাশা গ্রামের অমলকে মারধর করা হয়েছে। হোগলাপাশা গ্রামের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। অথচ ধর্ষণকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোর্ট থানা পুলিশকে মামলা নেয়ার নির্দেশ দিলেও রির্পোট লেখা পর্যন্ত মামলার এফআইআর করা হয়নি। এমনকি ধর্ষিতার ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়নি। ধর্ষণ মামলার বাদী

অভিযোগ করেছেন, তাঁর বোনের জবানবন্দী ম্যাজিস্ট্রেট সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেনি। পাথরঘাটা এলাকার সংখ্যালঘুরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(২৯৮)
লালমনিরহাট-কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে অনেক সংখ্যালঘু পরিবার প্রাণের ভয়ে দেশ ছেড়ে যাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রংপুর থেকে ঃ বিভিন্ন জেলার নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিদিন লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে। গত ১০ দিন এসব জেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অন্তত দুই হাজার মানুষ বৈধ ও অবৈধভাবে পাড়ি জমিয়েছে ভারতে। সীমান্তের বিভিন্ন সূত্র জানায়, বিভিন্নভাবে অপমানিত ও লাঞ্চিত হওয়া এসব পরিবার বা মানুষ তাদের নিজ ভূমি ছেড়ে ভারতে পাড়ি জমালেও তাদের কারও কারও ভাগ্যে জুটছে কারাভোগ। এ অবস্থায় 'না ঘরকা না ঘাটকা' পরিস্থিতিতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে অনেকেই। অপরদিকে সীমান্তের একটি দালালচক্র অবৈধভাবে মানুষজনকে পার করে কামিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা। ১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয় এবং চারদলীয় জোট জয়ী হবার পরই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর লাঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু হয়। এসবের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন জীবন রক্ষার তাগিদে পরিবারপরিজন নিয়ে ভারতে পাড়ি জমাতে শুরু করে। লালমনিরহাট জেলার মোগলহাট, বুড়িমারী মুগলীবাড়ি সীমান্ত ঘুরে ও খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, প্রতিদিনই এসব সীমান্ত দিয়ে বৈধ ও অবৈধভাবে মানুষ যাচ্ছে ভারতে। মোগলহাট সীমান্তের কাষ্টমস ও ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা যায়, ওই সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন বেশকিছু পরিবার বৈধভাবে যাচ্ছে। গত শুক্রবার সেখানে কথা হয় টাঙ্গাইলের দু'জনের সঙ্গে। তাঁরা পরিবার পরিজন নিয়ে পূজা করার কথা বলে কুচবিহার যাবার কথা বললেও তাঁরা আর ফিরে আসবে কিনা অনিশ্চিত! মোগলহাট কাস্টমস অফিসারের সামনে কথা হয় টাঙ্গাইল মির্জাপুরের এক পরিবারের সঙ্গে। তাঁরা জানান, নির্বাচনের পরদিন থেকেই এলাকার বিএনপি কর্মী-সমর্থকরা তাঁদের ওপর নানা ধরণের ভয়ভীতি ও নির্যাতন শুরু করে। একই ধরনের কথা বলে অন্য একজন।

লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দরের কাছে মুগলীবাড়ি গ্রাম বর্তমানে পরিণত হয়েছে সংখ্যালঘুদের ভারত যাবার প্রধান রুটে। এখানে অবৈধ পথে পারাপারকে বলা হয় ট্যাংরা পারাপার। এখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার করাটিয়া, দেলদুয়ার সদরের সংখ্যালঘুরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারত যাচ্ছে। জানা গেছে, দেলদুয়ার গ্রামের এক সংখ্যালঘু পরিবারের দু'মেয়েকে তুলে নেয়ার হুমকি দেয়া হয়। গত ৫ অক্টোবর একটি দলের কিছু কর্মী একটি পরিবারের কাছে ৭ দিনের মধ্যে ১ লাখ টাকা দেয়ার দাবি করে। টাকা না দিলে দু' মেয়েকে তারা তুলে নেয়ার হুমকি দেয়। যে কারণে তারা ৭ দিনের আগেই বাড়িঘর ছেড়ে চলে এসেছে।

এ ছাড়া কুড়িগ্রামের বিভিন্ন সীমান্তে ও স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার বালারহাট, শিমুলবাড়ি ও নাগেশ্বরী উপজেলার গঙ্গারহাট সীমান্তে এসে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিনই জড়ো হয় বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবার। লোক পাচারকারী দালালদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এ পর্যন্ত যারা দেশ ছেড়ে যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ভোলাসহ বিভিন্ন জেলার।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(২৯৯)

বাগেরহাটের সংখ্যালঘু গৃহবধূর প্রশ্ন—এত চাপের মধ্যে আমরা কীভাবে থাকব, আমরা শুধু শান্তি চাই

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি,বাগেরহাট থেকে ঃ বাগেরহাটের সংখ্যালঘু গ্রামগুলো এখন আতঙ্কিত জনপদ। সন্ধার পর এই গ্রামগুলো ভুতুড়ে গ্রামে পরিণত হয়। অন্ধকারের মাঝে চাপা আতঙ্ক গ্রাস করে গ্রামগুলোকে। এদিকে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের নানা ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর তারা এখন দ্বিমুখী চাপের মুখে পড়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখানোর জন্য একদিকে পুলিশ, অন্যদিকে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে এই দ্বিমুখী চাপে পড়ে সংখ্যালঘুরা আরও অসহায় হয়ে পড়েছে। এই অসহায়ত্ব আরও করুণ হয়ে ওঠে যখন আঙ্গারিয়া গ্রামের অচিন্ত্য দেবনাথের স্ত্রী বলে ওঠেন— এত চাপের মধ্যে এভাবে কিভাবে আমরা থাকব? জানি না কত দিন এভাবে থাকতে হবে। আমরা তো বেশি কিছু চাই না, শুধু শান্তিতে বসবাস করতে চাই।

বাগেরহাটের গ্রামগুলোতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতনের ব্যাপারে এলাকার লোকজন বিএনপি ও জামায়াত নামধারী সন্ত্রাসীরা এসব ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জানিয়েছেন।

রামপালের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বয়স্ক গৃহবধূ বলেন,'যারা তাউরাস (ত্রাস) করতিছে তারা কমবয়সী, কিন্তু এগ পিছনে বড় মানুষ আছে'। বাগেরহাটের সন্ত্রস্ত জনপদগুলো ঘুরে হামলার শিকার নর-নারী, স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে এই প্রতিবেদকেরও মনে হয়েছে বিএনপি-জামায়াত জোটের দ্বিতীয় সারির নেতাদের ছত্রছায়ায় থাকা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এই নারকীয় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। প্রশাসনের নির্লিপ্ততায় এই চক্রের বেপরোয়া মনোভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এসব খবর লেখালেখি হওয়ায় প্রশাসন আবার নড়েচড়ে বসে। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে সবকিছু স্বাভাবিক দেখাতে। চাপের মুখে থাকা আতঙ্কিত এই মানুষেরা বর্তমানে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের চোখ রাঙানিতে প্রশাসনের কর্তাদের বলছে, 'তাদের কোন সমস্যা নেই'। বাইরের যে কোন মানুষকেও একই কথা বলে। আর প্রস্তুতি নেয় এ সন্ত্রাসীদের হিংস্র থাবার তীব্র আঁচড় থেকে নিজেদের বাঁচানোর।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রামপাল এলাকার সকল সন্ত্রাসী ঘটনার নায়ক রাজ্জাক হাওলাদার। তার দক্ষিণ হস্ত বলে পরিচিত নজরুল মোড়ল শতাধিক সন্ত্রাসীর একটি দলকে পরিচালনা করছে। পুলিশ তিনদিন আগে তাকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু তার বাহিনী সমানতালে এলাকা দাবড়ে বেড়াচ্ছে। হুমকি দিচ্ছে মানুষদের। 'নজরুল ভাইয়ের বিরুদ্ধে কেউ মামলা বা সাক্ষ্য দিলে তাদের খবর আছে' বলে শাসানো হচ্ছে। এদের সঙ্গে আছে আবিদ মল্লিক, মোশারফ হোসেন, হাবিব সর্দার, আখতার , সালাম পাটোয়ারী, মজনু চেয়ারম্যান, শাহরিয়ার মোল্যা, রেজাউল তরফদার, ওয়াজেদ শেখ প্রমুখ। রামপালের গৌরম্ভা এলাকায় বিএনপি আশ্রিত মীর মোহম্মদ, ছালাম লস্কর, লিয়াকত, আসলাম, আছাদ, টিটু প্রমুখ এলাকায় অব্যাহতভাবে হুমকি দিয়ে চলেছে।

মংলার সোনাইতলা ইউনিয়নে রাজ্জাক হালদারের ভাইপো রফিক হালদারের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে ৬০ সদস্যের লুটপাট বাহিনী। এই বাহিনীর অন্যতম পাণ্ডা ফকির তৈয়েবুর রহমানকে মংলা থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। বিএনপি নেতারা তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে বলে এলাকাবাসীর মুখে মুখে ফিরছে। মিঠেখালি ইউনিয়ন এলাকায় আনিস শেখ, ইউনুস শেখ, মিজান মোল্লা অত্যাচার করে চলেছে। এই ইউনিয়নটি রামপালের ভোজপাতিয়া এবং মোড়েলগঞ্জের জিউধরা ইউনিয়ন সংলগ্ন। রামপাল এবং মোড়েলগঞ্জের সন্ত্রাসীরাও এই এলাকায় এসে নানা ধরনের অত্যাচার করে থাকে। চিলা ইউনিয়নে চলছে খোকন মেম্বারের

নেতৃত্বে তাণ্ডব। দু'দিন আগে মংলা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। নজির মৃধা ও হানিফের নেতৃত্বে সুন্দরবন ইউনিয়নে হামলা চালানো হচ্ছে।

মোড়েলগঞ্জের জিউধরা এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করছে রিপন। তার নেতৃত্বে লিটন, কামাল, ফারুক, চুন্নু মেম্বারসহ ২০/২৫ জনের একদল বেপরোয়া ব্যক্তি হামলা ভাংচুর করে চলেছে। এই রিপন সোমদ্দারখালি কালী মন্দিরের পূজারী সুধাংশু ঠাকুর হত্যা মামলার আসামী। মন্দির এলাকার ২২ একর জমি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে পূজারীকে হত্যা করা হয় বলে এলাবাসী অভিযোগ করেন। নির্বাচনের আগের দিন জামিনে মুক্ত হয়ে এসেই সে আবারও সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। জিউধরা এলাকার সাধারণ মানুষ হামলা-নির্যাতনকারীদেরকে সাবেক চেয়ারম্যান মোজাম্মেল খাঁর 'দালাল' বলে উল্লেখ করেছেন। এই মোজাম্মেল খাঁর ছেলেই রিপন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮অক্টোবর ২০০১

(৩০০)
১২ বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি
সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নিন ॥ ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দাবি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন দেশের বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। যে সব এলাকায় সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে, সেখানকার গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণের জোর অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে সরকারকে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

যে ১২ বিশিষ্ট ব্যক্তি বুধবার এক যুক্ত বিবৃতিতে এসব আহ্বান ও অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা হলেন, সরদার ফজলুল করিম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আহমেদ কামাল, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, পারভিন হাসান, জাহেদা আহমেদ, হাসনা বেগম, হোসেন জিল্লুর রহমান, আকমল হোসেন, চৌধুরী রফিকুল আবরার, তাসনিম সিদ্দিকী ও এমএম আকাশ। এছাড়া বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নিজেরা করি, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এবং মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ বিবৃতির মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন সম্পর্কে সরকারের মন্ত্রীদের বক্তব্যকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' ও 'দুঃখজনক' বলে উল্লেখ করেছে।

১২ বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নতুন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একদল সুযোগসন্ধানী দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালিয়ে এক ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এসব সুযোগসন্ধানী দুষ্কৃতকারীকে শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, আসন্ন দুর্গাপূজা যাতে নির্বিঘ্নে ও উৎসব মুখর পরিবেশে সম্পন্ন হতে পারে সরকার ও সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণ সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে স্বার্থান্বেষী রাজনীতির দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার না করে তাদের সকল প্রকার নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁরা দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নিজেরা করি, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন ও তাদের ভয়ভীতি দেখানো সম্পর্কে মাঠ

পর্যায়ে খোঁজখবরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, বরিশালের গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া, যশোরের কেশবপুর, মনিরামপুর, সাতক্ষীরার শ্যামনগর, বাগেরহাটের রামপাল, বরগুনা জেলার বামনা ও পাথরঘাটা এবং ঝালকাঠি জেলার কাঁঠালিয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন হয়েছে। তবে যারা নিজ নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে তাদের ৬০% ভয়ে-আতঙ্কে তা করেছে। অন্যদের নির্যাতন ও হুমকির মুখে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে।

এসব সংগঠন বলেছে, বর্তমান সঙ্কটে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা অথবা এমপিরা সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। কেউ আন্তরিকতার সাথে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে না। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ ও নানামুখী প্রচার-প্রচারণায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের মতো মানবিক সঙ্কটের সমাধান না হয়ে জটিল আকার ধারণের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। সরকার চেষ্টা করলেও এলাকার জনসাধারণ যদি প্রতিরোধে এগিয়ে না আসে, পুলিশবাহিনী দ্বারা সংখ্যালঘুদের আস্থা ফেরানো সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক হৃদ্যতা বাড়ানোর জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ না নিলে এ প্রতিরোধ দানা বাঁধবে না।

মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চারদলীয় ঐক্যজোটের সন্ত্রাসীদের সহিংস আক্রমণ, অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এসব ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা ও সংখ্যালঘুদের হাহাকারের চিত্র দেখে একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের কথা মনে হয়। একাত্তরের মনোবল নিয়ে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আহ্বান জানিয়েছেন।

এছাড়া জাতীয় জনতা পার্টি, জাতীয় গণফ্রন্ট, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ(ক-আ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও বিবর্তন সংস্কৃতি কেন্দ্র বিভিন্ন কর্মসূচী ও বিবৃতির মাধ্যমে সংখ্যালঘু নির্যাতনে জড়িত দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার ও বিচার এবং নির্যাতিতদের পুনর্বাসন দাবি করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(৩০১)
সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদ ঃ ঢাবি শিক্ষকদের মৌন মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর দেশব্যাপী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্মম নির্যাতন, হামলা, লুটপাট, খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে দেশের জাগ্রত বিবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ মৌন মিছিল করেছে। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষকের মৌন মিছিলটি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

শহীদ মিনারে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক শরীফ উল্লাহ ভূইয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিকসহ নেতৃস্থানীয় শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, দেশটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি অতর্কিতে হামলা হচ্ছে। বিচার চেয়ে বার বার ব্যর্থ হতে হচ্ছে। তাহলে কি প্রতিবাদের পরিবর্তে প্রতিরোধ করতে নেমে যেতে হবে? তিনি বলেন, বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন, তাদের বাড়িঘর লুট, খুন, ধর্ষণ এসব কি মানবতার ওপর হামলা নয়? তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী আজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য যে আওয়াজ উঠেছে তার বিপরীতে বাংলাদেশে যা হচ্ছে তাতে এ দেশের বিবেকবান ও সংগ্রামী ঐতিহ্যচেতা মানুষ কি রুখে

দাঁড়াবে না? তিনি ধর্মীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা, ধর্ম-বর্ণের মানুষ নিয়ে সুসমন্বিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের জন্য সকল প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করে। যদি কারও উস্কানিতে এই সম্প্রীতি নষ্ট হয় জনগণ তার জবাব দিতে কালবিলম্ব করবে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(৩০২)
পূজাচলাকালীন বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত অজানা শঙ্কায় এবারের শারদীয় উৎসব অনেকাংশে ম্লান

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ নির্বাচনোত্তর দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানোর প্রতিবাদে হিন্দু সম্প্রদায় তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা এবার অনাড়ম্বরভাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে কারণে এবারের শারদীয় উৎসবটি অনেকাংশে ম্লান। অন্যবারের মত এই উৎসবকে ঘিরে কোথাও তেমন উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সর্বত্র শঙ্কা বিরাজ করছে।

বগুড়া অফিস জানায়, এবার বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় উৎসবটি অনেকাংশেই ম্লান। এক অজানা শঙ্কা পেয়ে বসেছে পুরো উৎসবটি ঘিরে। এর পরও তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। এবারের হেমন্ত যেভাবে কুয়াশায় ঢেকে দিয়েছে, কুয়াশা ভেদ করে আবছা ভাবে দেখতে হচ্ছে প্রকৃতি—শারদীয় উৎসবটিরও এবার এমনই অবস্থা।

উৎসবের শুরুটায় মার্কেটগুলোতে যেভাবে বেচাকেনা বেড়ে যায়, এবার কার্যত তা নেই। শারদীয়-উৎসব বাণিজ্যের এই মন্দাভাবে দোকানপাটগুলোও বন্ধ হচ্ছে সন্ধ্যা রাতেই। হিন্দু সম্প্রদায় কেনা কাটা সারছে যেটুকু নিহায়তই না হলে নয়, সেভাবে। এক নারিকেল দোকানি জানান, শারদীয় উৎসবে নারিকেল বেচাকেনা বেড়ে যায়। নারিকেলের নাড়ু এ উৎসবের বড় আইটেম। এবার এই নাড়ু বানানোও কমে গেছে। বগুড়া শহরের এক বড় টেইলার্স কর্তৃপক্ষ জানাল নতুন জামাকাপড় বানানোর হিড়িক এবার নেই। বিত্তবানরা রেডিমেট পোশাকই কিনছে; তাও সে বিক্রি সামান্য। অন্যান্য এলাকার চেয়ে বগুড়ার আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে সম্প্রীতির বন্ধনটি অটুট থাকে অন্ততপক্ষে শহর এলাকায়। তার পরও সম্প্রীতির বন্ধনে থাকা হিন্দু সম্প্রদায় যখন অন্যান্য এলাকা ও গ্রামাঞ্চল থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর ভয়ভীতি ও হুমকি-ধামকির খবর পাচ্ছে , তখন তারাও হয়ে পড়ছে শঙ্কিত। পথেঘাটে দেখা হলে একে অপরকে বলছে 'কি খবর!' শঙ্কা থেকে বলছে 'এ রকম হয়ে গেল কেন হঠাৎ করে!' মনে হয় যেন এতটাই অসহায় হয়ে পড়েছে যে, বছরের বড় শারদীয় উৎসবের রেশটুকুও তাদের মধ্যে নেই। এই সম্প্রদায়ের একজন বিনয়ের সঙ্গে বললেন, দলমত নির্বিশেষে সবার উর্দ্ধে তো তাঁরা এই দেশেরই মানুষ। এই দেশেরই নাগরিক। তারপরও তাদেরকে পেয়ে বসেছে শঙ্কা। তাদের যখন বলা হয়, সরকার তো নিরাপত্তা দেয়ার সব ব্যবস্থাই নিয়েছে এবং স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এদেশের সকল মানুষেরই রয়েছে সমান অধিকার, তারপরও আপনাদের এই শঙ্কা কিসের? তখন তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, ভয়ভীতির বিষয়গুলোর উল্লেখ করে বলেন এর পরও শঙ্কা থাকবে না—এ কথা বলা যায় কি করে!

এদিকে সম্প্রীতির বন্ধনে থাকা বগুড়ার পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলের লালমনিরহাট, নওগাঁ, রাজশাহী এলাকা থেকেও শারদীয় উৎসব ম্লান হয়ে যাওয়ার খবর মিলেছে। শহরের এই অবস্থার পাশে গ্রামের চিত্রগুলোও সুখকর নয় মোটেও। শহরে তবু একটা নিশ্চয়তা পাওয়া যায় প্রশাসনের চোখের সামনে থাকায়। কিন্তু গ্রাম এলাকায় যা ঘটে তার অনেক ঘটনাই শহর অবধি এসে পৌঁছে না। অনেক ঘটনাই অগোচরে থেকে যাচ্ছে। এর বড় একটা কারণ হলো গ্রামের এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী প্রভাবশালী রক্তচক্ষুর দাপটে অসহায় হয়ে পড়া মানুষ মুখ খুলতেই চায় না। নীরবেই তারা থেকে যেতে চায়। এই নীরবতা গ্রামীণ শারদীয় উৎসবটিকে আরও ম্লান করে দিয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায় এবারের শারদীয় উৎসবের যে ম্লান ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইতিপূর্বে তা কখনও দেখা যায়নি। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষও বলাবলি করছে সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখা না গেলে দেশ-বিদেশে আমাদের মর্যাদাও ক্ষুন্ন হবে। খুলনা অফিস জানায়, প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনসহ খুলনায় অনাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদযাপিত হবে। খুলনা জেলা ও মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের বর্ধিত সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পূজা উদযাপন পরিষদ সূত্রে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট, নারী নির্যাতন প্রভৃতি ঘটনার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদ অনাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদযাপনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, খুলনায় তা বহাল রাখা হয়েছে। তা ছাড়া অনাড়ম্বরে পূজা চলাকালীন প্রতিদিন খুলনা শহরে জেলা ও মহানগর পুজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হবে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সপ্তমী পূজার দিন জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ, মহা অষ্টমীর দিন নগরীর আর্য ধর্মসভা মন্দির প্রাঙ্গনে সকাল-সন্ধ্যা প্রতীক অনশন, মহা নবমীর দিন ধর্মসভা এলাকার রাস্তায় মানববন্ধন কর্মসূচী পালন এবং বিজয়া দশমীতে উৎসব উদযাপনের পরিবর্তে ধর্মসভা প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ কর্মসূচী পালিত হবে। খুলনা জেলা ও মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি শ্যামল হালদার ও সাধারণ সম্পাদক গোপী কৃষাণ মুন্দ্রা এক বিবৃতিতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তি এবং হামলায় ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানান। একই সঙ্গে নেতৃবৃন্দ বর্ধিত সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনাড়ম্বরে পূজা উদযাপন এবং পূজা চলাকালে সকল প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশগ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(৩০৩)
রাজশাহীর ৭ হাজার আদিবাসী সন্ত্রাসী হামলার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে

রাজশাহী ১৭ অক্টোবর, সংবাদদাতা ঃ রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার নবাইবটতলা ধাম এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় ৭ হাজার আদিবাসী সন্ত্রাসী হামলার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতির এবং আফগানিস্থানে মার্কিন ও ব্রিটিশ হামলার পর থেকে ওই এলাকার খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে রাজশাহীভিত্তিক বেসরকারী উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংগঠন 'এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)' মঙ্গলবার অনুসন্ধান চালিয়ে সত্যতা পেয়েছে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন সংস্থার গবেষণা কর্মকর্তা রাশেদ ইবনে ওবায়েদ। এদিকে কাকনহাট, সুসনিপাড়া মিশনের ফাদারকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। এসিডির অনুসন্ধান দল আত্মরক্ষার জন্য আদিবাসী যুবকদের তীর-ধনুক নিয়ে গ্রাম পাহারা দিতে দেখেছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে। এলাকাবাসী জানায়, স্থানীয় একটি প্রভাবশালী ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, যারা প্রধানত টেংরামারি ইউপির অধিবাসী, তাদের সঙ্গে ওই এলাকার আদিবাসীদের বিরোধের সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে। কয়েক বছর আগে এক আদিবাসী যুবতীকে ধর্ষণ করতে গিয়ে টেংরামারি এলাকার এক যুবক গণপিটুনিতে নিহত হয়েছিল। এরপর থেকে ওই যুবকের এলাকার লোকেরা আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(৩০৪)
বগুড়ার গ্রামে সংখ্যালঘু এক পোস্টমাস্টারকে সপরিবারে উচ্ছেদ ॥ লুটপাট ভাঙচুর

সমুদ্র হক/মাহমুদুল আলম নয়ন, বগুড়া থেকে ঃ সহায় সম্বলহীন এক গরিব পোস্টমাস্টার মুক্তিযোদ্ধা গৌর গোপাল গোস্বামীর পরিবারের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু কেড়ে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা। রাতের অন্ধকারে নির্যাতন, লুটপাট, জিনিষপত্র ভাংচুর করে জোর করে ট্রাকে তুলে দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের। অভিযোগ করা হয়েছে থানায়। থানা পুলিশের ঢিলেঢালা গা ছেড়ে দেয়া ভাবে প্রতিকার পাচ্ছে না এই পরিবারটি। এমন ঘটনা বগুড়া শহর থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দক্ষিণের মাদলা গ্রামের।

বগুড়া মাদলা এলাকাতেই গৌর গোপাল গোস্বামীর পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া কিছু জায়গার জমি ছিল এক সময়। সেগুলো শরিকরা বিক্রি করে দেয় অনেক আগে। সম্বলহীন গৌর গোপাল চাকরি পায় পোস্টমাস্টারের। তার কর্মস্থল সোনাতলা। স্ত্রী অর্চনা গোস্বামী ২ ছেলে ১ মেয়ে নিয়ে সংসার তার। মেয়ের বিয়ে হয়েছে বছর কয়েক আগে। এক ছেলে চাকরি করে পুলিশে। আরেক ছেলে সঙ্গেই থাকে। গৌর গোপাল গোস্বামী মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মাদলা ইউনিয়ন কমিটির কমান্ডার। তার নিজের কোন বাড়িঘর না থাকায় বছর দুয়েক আগে '৯৯ সালে মাদলা ইউনিয়নে সমবায় সমিতির কাছ থেকে তিন বছরের চুক্তি মূলে মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ছোট একটি বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। স্বাধীনতার আগে এই ইমারতটির পরিচিতি ছিল মাল্টিপারপাস সোসাইটি বিল্ডিং নামে। পরবর্তীতে সেখানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যক্রম চলে কিছুদিন। এরপর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকও ভাড়া নিয়ে থাকে কিছুটা সময়। পরে এক সময় ওই এলাকার একটি ক্লাব সেখানে সাইনবোর্ড ঝুলায়। এভাবে চলার পর মাদলা ইউনিয়নে সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণে একটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমিতির অধীনে বাড়িটি থাকে। '৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গৌর গোপাল গোস্বামীকে মাসিক ভাড়ায় তিন বছরের জন্য অর্থাৎ ২ হাজার ২ সাল মেয়াদ পর্যন্ত বসবাসের জন্য বাড়িটি দেয়া হয়।

গত শনিবার ১৩ অক্টোবর এলাকার প্রভাবশালী এক ব্যক্তির ছেলের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা বাড়িটি দখলের লক্ষ্যে হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা গৌর গোপাল গোস্বামীকে মারধর করে ও ঘরের জিনিষপত্র ভাংচুর করে। গৌর গোপাল ও অর্চনা জানান জিনিষপত্র ভাংচুরের সময় সন্ত্রাসীরা লুটপাটও করে। তাদের (গৌর গোপাল) অনেক মূল্যবান জিনিষ (সোনার গহনাসহ) লুট হয়ে যায়। রাত ৯টার দিকে সন্ত্রাসীরা গৌর গোপাল গোস্বামীর পরিবারকে ভাংচুর করা জিনিষপত্রসহ একটি ট্রাকে তুলে দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় গৌর গোপাল গোস্বামীর স্ত্রী অর্চনা গোস্বামী বাদী হয়ে বগুড়া সদর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করলে থানারও গড়িমসি শুরু হয়। ঘটনার দু'দিন পর অভিযোগটি এন্ট্রি হয় ঠিকই তবে পুলিশের গা ছেড়ে দেয়া ভাবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সন্ত্রাসী ও উচ্ছেদকারী কাউকে আটক করা যায়নি। ওই ঘটনায় ১৪ জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এ ব্যাপারে মাদলা ইউনিয়নের এক সূত্র জানায়, গৌর গোস্বামী ও অর্চনা গোস্বামী লিখিত দিয়ে স্বেচ্ছায় চলে গেছেন। এ বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে গৌর গোস্বামী ও অর্চনা গোস্বামী জানিয়েছেন ঘটনার দিন বিকেলে মালদা ইউনিয়নের ঘরে তাদের ডেকে নিয়ে জোর করে একটি কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়া হয়। ওই কাগজে কি লেখা ছিল তা তারা (গৌর-অর্চনা) জানেন না। অন্যদিকে গৌর গোপাল গোস্বামীর কাছে ভাড়া চুক্তির যে ডিড আছে তাতে ২০০২ পর্যন্ত বসবাসের মেয়াদ আছে।

এদিকে ঘটনাস্থল থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাতে ওই এলাকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি (যিনি ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি) গৌর গোপাল গোস্বামীর ভাড়া থাকা বাড়িটি দখলে নেয়ার চেষ্টা করছিল। ইতোপূর্বে সন্ত্রাসীরা সেখানে হামলা চালায়। এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে সে সময় তারা দখল নিতে পারেনি। তাছাড়া তিন বছরের চুক্তিতে গৌর গোস্বামী পরিবার পরিজন নিয়ে বাস করায় এলাকার লোকজনের সহানুভূতি তাদের ওপর থাকে। ইলেকশনের পর এলাকার ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি সমবায় সমিতির ওই ঘরটি দখলের পাঁয়তারা জোরেশোরে শুরু করে দেয়। গত শনিবার রাতে শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের দিয়ে দখল করেই নেয়। এক মুক্তিযোদ্ধার ঘর এভাবে দখলে যাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদও কোন উদ্যোগ নেয়নি। এ ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সূত্র বলেছে তারা বিষয়টি অবগত। এদিকে ব্লাষ্ট নামের একটি মানবাধিকার সংস্থা ভিকটিমদের আইনগত সহায়তা দিতে রাজি হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(৩০৫)
আশ্রিতদের আহাজারিতে রামশীলের আকাশ ভারি ! কিছু জিজ্ঞাসা করলেই মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে

ইলিয়াস খান, কোটালীপাড়া থেকে ফিরে ঃ কোটালীপাড়ার রামশীল এখন এক ক্রন্দনভূমি। আগৈলঝাড়া, গৌরনদী, উজিরপুর, নাজিরপুর থেকে আশ্রয় নেয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের কান্নায় এই জনপদের আকাশ ভারি। নির্বাচনের আগে ও পরে অত্যাচার নিপীড়নে জর্জরিত এসব মানুষ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতেই ভুলে গেছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

গৌরনদী থানার বাটাজোর ইউনিয়নের জৈশেরকাঠী গ্রামের গৃহবধূ দীপা সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য শিশুকন্যা,স্বামীকে নিয়ে রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। আগৈলঝাড়ার রাজিহার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শেফালী সরকারকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে নির্বাচনের পরদিনই। একই থানার বাকাল ইউনিয়নের কোদালধোয়া গ্রামের করুণা রানী পাণ্ডের উপার্জনের একমাত্র ভরসা মুদি দোকানটি ভেঙ্গে চুরে খালে ফেলে দিয়ে তাকে এলাকা ছাড়া করা হয়েছে। করুণার চতুর্থ শ্রেণীতে পড়া মেয়েটি বাড়িঘর দেখছে। আগৈলঝাড়ার গৈলা ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান গিয়াসউদ্দিন খানও প্রাণের ভয়ে এক কাপড়ে রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার রামশীল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শচীন্দ্রনাথ মধু জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে ও পরে ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে এই ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়িতে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডা. এস এ মালেকের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার রামশীলে পৌঁছালে নির্যাতিত মানুষ কেঁদে কেঁদে জানিয়েছে তাদের কষ্টের কথা। এই প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি কে এম সোবহান, অধ্যাপক সামছুল হুদা হারুন, রাজিয়া মতিন চৌধুরী, অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ ও অধ্যাপিকা সেলিনা আখতার জাহান।

রামশীল মূলত একটি বিল এলাকা। বিলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট ছোট বাড়ি। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম নৌকা। রাস্তায় আসতে হলেও নৌকার কোন বিকল্প নেই। কৃষিজীবী মানুষের অধিকাংশই গরিব। এই গরিব মানুষেরাই ত্রাতা হয়েছে নিকটবর্তী এলাকা থেকে আসা দুঃখী মানুষের। রামশীলের চারদিক ঘিরে আছে আগৈলঝাড়া, গৌরনদী, কালকিনী থানা। অনতিদূরেই উজিরপুর। নির্বাচনের আগ থেকেই

এসব এলাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর চারদলীয় জোটকর্মীদের অত্যাচার নিপীড়ন কয়েকগুন বেড়ে যায়। খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, চাঁদাবাজিসহ হেন নির্যাতন নেই যা সংখ্যালঘু নারী-পুরুষের ওপর চালানো হয়নি। জীবন রক্ষায়, সম্ভ্রম বাঁচাতে অসহায় নারী-পুরুষ পঙ্গপালের মতো ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে রামশীলে। এখানে অনেকের আত্মীয়স্বজন আছে। অনেককে মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়েছে এখানকার মানুষ।

আশ্রিত মানুষের দুঃখ-কষ্টের নানা কথা দীর্ঘক্ষন ধরে শুনেছেন ডা.এসএ মালেক। তিনি এসব বিপন্ন মানুষকে সান্তনা দিয়েছেন, তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন।

আগৈলঝাড়া থানার রাজিহার ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামের বিমল চন্দ্র মধু নির্বাচনের পর ৩/৪ দিন নৌকায় পালিয়ে এলাকায় ছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, জীবন বাঁচাতে তাঁকে রামশীল ইউনিয়নের জহরের কান্দি গ্রামে এসে ভগ্নিপতির বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। বিমল জানায়, নির্বাচনের দিন রাত ১২টার পরেই তাঁর বাড়ি ও দোকানে দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। তিনি নৌকায় করে পালিয়ে গিয়ে বিলে আশ্রয় নেন, কিন্তু তাঁকে না পেয়ে ছেলেমেয়েদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসেন। রাজেশ্বর ঘরামীর বাহাদুরপুর গ্রামে চারদিক থেকে বোমাবর্ষণ করতে করতে চারদলীয় জোটের কর্মীরা হামলা চালায় নির্বাচনের ঠিক পরের দিন। সুনীল ডাক্তার, অনীল মাস্টারের ঘরে হামলা চালিয়ে টেলিভিশন, টাকা পয়সা সব নিয়ে যায়।

রাজেশ্বর জানান, তাঁদের বাড়িঘরও লুটপাট করা হবে শুনে তিনি পালিয়ে এসেছেন। বাহাদুরপুর বাজারের সব দোকানে চাঁদাবাজি হয়েছে। এমনকি চাঁদার হাত থেকে পান দোকানিও রক্ষা পায়নি। এই চাঁদা নিয়ে দুর্বৃত্তরা পিকনিক করেছে।

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য শেফালী সরকার বলেন, 'নির্বাচনের রাতে স্থানীয় স্কুলে বসে আমরা টিভি দেখছিলাম। ভোর রাতে বাড়ি ফেরার সময় কাজলহাটে দুর্বৃত্তরা আমার ওপর হামলা চালায়। ২০/২৫ জনের কেউ কেউ বুকে পিস্তল ঠেকায়, কেউ কেউ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজসহ লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে দুর্বৃত্তরা এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। তাঁরা বলে, গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগের আমলে অনেক টাকা কামাই করেছিস। জীবন বাঁচাতে চাইলে চাঁদা দিতে হবে। আমি চার অক্টোবর কিছু টাকা দেয়ার অঙ্গীকার করি, কিন্তু পরদিনেই আমার বাড়িতে আবার হামলা করে। এ সময় জলের ভিতর দিয়ে সাঁতরিয়ে অন্য বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেই। শেষ পর্যন্ত গোপনে প্রাণ বাঁচাতে ছেলেমেয়ে নিয়ে রামশীলে চলে আসি'। শেফালী বলেন, তাঁর গ্রামে কমপক্ষে ১০/১২টি মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাণের ভয়ে মুখ ফুটে কেউ প্রকাশ করছে না।

এদিকে বিপন্ন মানুষদের আশ্রয়দাতারাও এখন আর পেরে উঠছেন না। মুশুরিয়া গ্রামের অমল চন্দ্র সরকার বলেন, আগৈলঝাড়ার মাগুড়া গ্রাম থেকে আমার শালা, শালী ও বাহাদুরপুর গ্রাম থেকে পিসতুতো ভাইবোনেরা পালিয়ে এসেছে। আমার মত মানুষের পক্ষে এদের খাবারদাবারের যোগান দেয়া খুবই কষ্টকর। রামশীলের অনেক মানুষের বক্তব্যই এরকম। রামশীল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শচীন্দ্রনাথ মধু জানান, অক্টোবরের ২,৩,৪,৫,৬ তারিখ পর্যন্ত আগৈলঝাড়া, গৌরনদী উপজেলার নির্যাতিত মানুষ এখানে এসেছেন। তাঁরা মুশুরিয়া, শৈলদহ, পাথরের বাড়ি, রামশীল,খাগবাড়ি, রাজাপুর, জহরেরকান্দি কাফুলাবাড়ি, কবরবাড়ি প্রভৃতি গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা যতটুকু পারি এসব অসহায় মানুষকে সহযোগিতা করছি। তবে সরকার তথা প্রশাসন থেকে এখনও কোন সাহায্য সহযোগিতা পাইনি, বরং প্রশাসনের লোকজন এখানে এসে হুমকি দিয়ে গেছে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য। বলা হয়েছে, নাহলে গ্রেফতার করা হবে। এই হুমকিতে মানুষ আরও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বয়োবৃদ্ধ এই

চেয়ারম্যান বলেন,'৪৮-এর পর থেকে এরকম নির্যাতন আর হয়নি। শুধু নৌকায় ভোট দেয়ার কারণেই এই অত্যাচার চালানো হচ্ছে।

রামশীলের পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন সাদুল্লাপুরের চেয়ারম্যান লালমোহন বিশ্বাস কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন, আমরা দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নই। আমাদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে তা'৭১কেও হার মানিয়েছে। তিনি বলেন,বহু নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু এরকম ভয়াবহ রূপ কোনদিন দেখিনি। আপনাদের কাছে এর প্রতিকার চাই।

রামশীল ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ডা. এস এ মালেক বলেন, দু'জন চিহ্নিত রাজাকারকে মন্ত্রী বানানো হয়েছে। মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সরকার গঠন করেছে। তিনি বলেন,আমরা পরাজিত হইনি, আমাদের বিজয় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। স্বাধীনতার ৩১ বছর পর আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে। ডা. মালেক এসব অপশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়াতে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(৩০৬)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতনের প্রতিবাদ

বিশাল বাংলা ডেস্ক ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার ও গতকাল বুধবার বিভিন্ন স্থানে নানা সংগঠন মৌন মিছিল, প্রতিবাদ সভা ও অনশন কর্মসূচি পালন করেছে। এসব কর্মসূচিতে হামলা বন্ধের পদক্ষেপ নিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর ঃ

রাজশাহী ঃ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গতকাল সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এক প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এ সময় একজন ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাংস্কৃতিক কর্মী ছাড়াও শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অনশনে গিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন।

এদিকে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে একই ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের বটতলা সংগঠনের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল বের হয়। ফোকলোর বিভাগের প্রভাষক সুস্মিতা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে ফোকলোর চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

দিনাজপুর ঃ উদীচী দিনাজপুর জেলা সংসদের শিল্পীকর্মীরা বিকেল সাড়ে ৪টায় একটি মৌন মিছিল শহরের বাসুনিয়াপট্টিস্থ কার্যালয় থেকে বের করে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় জেলা কার্যালয়ে এসে শেষ করেন।

এর আগে গত মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ছাত্র সংগঠন ছাত্রযুব ঐক্য পরিষদ, দিনাজপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সচেতন ছাত্রসমাজ ও সন্ধ্যায় ১১ দল শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে।

নোয়াখালী ঃ গতকাল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ শতাধিক ছাত্রছাত্রী জেলা শহরে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল করে। পরে তারা জেলা প্রশাসনের কার্যালয়সহ নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সম্মুখে মানব-বন্ধন রচনা করে। এরপর তারা নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

ফরিদপুর ঃ ফরিদপুর সচেতন ছাত্রসমাজ গত মঙ্গলবার সকালে ফরিদপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল ও মানববন্ধন করে । সকালে শহরের কবিরবাগ সাজেদা কবিরউদ্দিন পৌর বালিকা কলেজিয়েট স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে প্রতিবাদ র‍্যালিটি প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ

হয়। র‍্যালি শেষে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পরে সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুর পৌর সভার চেয়ারম্যান হাসিবুল হাসান লাবলু, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবুল ফয়েজ শাহনেওয়াজ, নাট্য সংগঠক মোহাম্মদ আলী রুমী, ছাত্রদের মধ্যে দেবাশীষ সরকার বাবু, সনাতন মালো, কৃষ্ণ সাহা, অজয় দাস প্রমুখ।

কুমিল্লা ঃ কুমিল্লা জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গতকাল বিকালে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবাদ মিছিলটি কুমিল্লা টাউন হল মাঠ থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে টাউন হল মাঠে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ বাসুদেব চ্যাটার্জী, সাধারণ সম্পাদক চন্দন কুমার দাশ, অ্যাডভোকেট অধীর রঞ্জন ঘোষ এবং অ্যাডভোকেট তপন বিহারী নাগ।

প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(৩০৭)
বকশিগঞ্জ নলডাঙ্গা রায়পুরা ঈশ্বরগঞ্জে প্রতিমা ভাংচুর
বিশাল বাংলা ডেস্ক

জামালপুরের বকশিগঞ্জ, নাটোরের নলডাঙ্গা ও নরসিংদীর রায়পুরায় গত রোববার ও সোমবার গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা প্রতিমা ভাংচুর করেছে। জামালপুর শহরের হরিজন পাড়ায় গত মঙ্গলবার তিন সন্ত্রাসী চাঁদা না পেয়ে সংখ্যালঘুদের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম করে।

জামালপুর প্রতিনিধি জানান, জামালপুরের বকশিগঞ্জ উপজেলার বাগরচর ইউনিয়নের দাসপাড়ার জেলেবাড়িতে গত সোমবার রাত দেড়টায় একদল সন্ত্রাসী দুর্গা পূজার দুটি প্রতিমা ভাংচুর করেছে। স্থানীয় ক্ষুদিরামের বাড়ির সামনে কালীমন্দির চত্বরে প্রতিমা দুটি তৈরি করা হয়েছিল। এদিকে গতকাল বেলা ৩টার দিকে জামালপুর শহরের হরিজনপাড়ায় সাগর, রাসেল ও সৈকত নামে তিন সশস্ত্র যুবক মনোহর নামের এক ব্যক্তির কাছে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে, অন্যথায় পূজা করতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে তারা মনোহরকে কুপিয়ে পালিয়ে যায়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নাটোর প্রতিনিধি পুলিশ সূত্রে জানান, সন্ত্রাসীরা গত সোমবার দিবাগত গভীর রাতে নলডাঙ্গার পূর্ব মাধবনগর গ্রামে নিবারণ চন্দ্রের বাড়িতে নির্মাণাধীন পূজামণ্ডপটি ভেঙে তছনছ করে দেয়। পূজামণ্ডপটি ভেঙে দেয়ার পর থেকে স্থানীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও আসন্ন দুর্গাপূজা উৎসব নিয়ে তাদের মধ্যে আশঙ্কা কাটছে না।

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি জানান, নরসিংদীর রায়পুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের পিরিচকান্দি বাজারে গত রোববার গভীর রাতে কে বা কারা দুর্গা পূজার প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। একই সময় মণ্ডপে নির্মাণাধীন স্বরস্বতী, কার্তিক, লক্ষী ও গণেশ মূর্তিরও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

ময়মনসিংহ অফিস জানায়, গত রোববার মধ্যরাতে একদল দুস্কৃতকারী ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভা এলাকার ধামদী গ্রামের শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরের নয়টি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায়নি। মন্দির কমিটির সভাপতি মিহির চন্দ এ ঘটনাকে দুঃখজনক বলে জানিয়ে ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন।

প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(৩০৮)
কালীগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা
'বাবারা নাম লিখছ, ছবি নিচ্ছো আমাদের অসুবিধা হবেনা তো?

যশোর অফিস ঃ নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার অনেক গ্রামেই হামলার কারণে যারা ঘরবাড়ি ছেড়েছিলেন তাদের অনেকে এখনো ফিরে আসেননি। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

গত মঙ্গলবার কালীগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকা সরেজমিনে ঘুরে জানা গেছে, যারা হামলার শিকার হয়েছেন তারা মুখ খুলতে কোন মতেই রাজি নন।

নির্বাচন পূর্ব মারামারির ঘটনায় বেথুলি গ্রামের অসিতের স'মিল ভেঙে দেওয়া হয়। ভাই অশোককে কুপিয়ে জখম করা হয়। নির্বাচনের পর থেকেই অসিত ও তার আরো দুই ভাই গ্রামছাড়া। এর মধ্যে অসিতকে বাধ্য করা হয়েছে মামলা তুলে নিতে। মঙ্গলবার দুপুরে বেথুলি গ্রামে অসিতদের বাড়িতে গেলে দেখা যায় ঘরগুলোতে বাইরে থেকে তালা লটকানো। এক ঘরে বৃদ্ধা শাশুড়ি নির্মলাসহ দুই পুত্রবধু। বাড়িতে আর কেউ নেই। অসিতের মা নির্মলা কেঁদে কেঁদে ছেলেদের উপর অত্যাচারের কাহিনী শোনালেন। বললেন, বাবারা তোমরা নাম লিখছ, ছবি তুলে নিচ্ছো, আমাদের আবার কোন অসুবিধা হবে নাতো ?

শিবনগর গ্রামের কার্তিকের কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। মল্লিকপুর গ্রামের এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে সন্ত্রাসীরা মঙ্গলবার সকালে একটি তাল গাছ কেটে নিয়ে গেছে। কাষ্টভাঙ্গা গ্রামের ঋষিপাড়ায় মা-মেয়ের সম্ভ্রম লুটে নেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে কালীগঞ্জের একটি এনজিও অনুসন্ধান করে তার সত্যতা খুঁজে পেয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রথম আলো, ১৮অক্টোবর ২০০১

(৩০৯)
ঝালকাঠিতে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন গ্রেপ্তার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ দৈনিক প্রথম আলোর উৎপাদন ইনচার্জ বাবুল দেউরী এবং দৈনিক আজকের কাগজের প্রধান হিসাবরক্ষক সুকুমার দেউরীর বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় জড়িত থাকায় পুলিশ আব্দুর রাজ্জাক নামে এক ইউপি সদস্যকে গত মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করেছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর জেলার পূর্ব ফুলহারে বাবুল ও সুকুমার দেউরীর বাড়িতে একদল বিএনপি সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এতে ঐ পরিবারের পক্ষ থেকে গত ১০ অক্টোবর স্থানীয় বিএনপি নেতা আব্দুর রহিম খানসহ ১৬জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(৩১০)
বিভিন্নস্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা মূর্তি ভাংচুর ॥ প্রতিবাদে বিক্ষোভ-মিছিল

কাগজ প্রতিবেদক ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-ভাংচুরের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। পাঁচবিবি ও ময়মনসিংহে দৃস্কৃতকারিরা ১৪টি মূর্তি ভাংচুর করেছে। ফেনীর তুলাতলা ও ছেউরিয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, ভাঙচুর ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন দলের নেতারা। নেতারা দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করেছেন।

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি জানান, গত রোববার রাত ২টায় ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা সদরের ধামদী রাধা গোবিন্দ মন্দিরে কতিপয় দুস্কৃতকারি হামলা চালিয়ে শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ যুগল মূর্তি সহ ৯টি মূর্তি ভাঙচুর করেছে। এগুলোর মধ্যে তিনটি মূর্তির মস্তক হামলাকারিরা নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মন্দির কমিটির সভাপতি মিহির চন্দ্র বিশ্ব শর্মা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। ঘটনার পর পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এই ঘটনায় স্থানীয় পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি প্রবোধ রঞ্জন সরকার, সাধারণ সম্পাদক চন্দন রঞ্জন সরকার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে একটি কুচক্রি মহল উক্ত ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন।

সেনবাগ থেকে খোরশেদ আলম জানান, নির্বচনের পর দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়নের প্রতিবাদে গতকাল বুধবার সকালে নোয়াখালী জেলা শহরে মানববন্ধন পালিত হয়েছে। সকাল সাড়ে ১০টার সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে শতাধিক ছাত্র/যুবক মুখে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন করে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধের দাবি জানান এবং সাম্প্রতিক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুব সংগঠন নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এরপর দুপুর সাড়ে ১১টার সময় অনুরূপভাবে নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে দীর্ঘ ১ ঘন্টা মানববন্ধন করে।

ফেনী প্রতিনিধি জানান, ফেনী জেলার সদর থানার তুলাতলা ও ছেউড়িয়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ফেনী জেলা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে মঙ্গলবার এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নিখিল দাস ও সুমন ভৌমিক। সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর সারাদেশে ধর্মীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী অব্যাহত হামলা চালিয়ে আসছে। অবিলম্বে হামলা বন্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা সম্পর্কে দু'মন্ত্রীর বক্তৃতার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, নির্বাচনোত্তর সময়ে সারাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর পরিচালিত নির্যাতনের যেসব খবরাখবর পত্রপত্রিকাসহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তাকে গত ১৬ অক্টোবর ২০০১ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আব্দুল মান্নন ভূঁইয়া এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী অতিরঞ্জিত ও ভিত্তিহীন অপপ্রচার বলে মন্তব্য করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ ধরনের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ বিস্মিত ও ক্ষুদ্ধ। বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধ এবং তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে।

পাঁচবিবি (জয়পুরাহাট) প্রতিনিধি জানান, পাঁচবিবি উপজেলার ধরাঞ্জি ইউনিয়নের সালুয়া গ্রামে সালুয়া বারোয়ারী পূজা মন্দিরে গত সোমবার মধ্যরাতে সন্ত্রাসীরা ৫টি মূর্তি ভাঙচুর করেছে। সালুয়া পূজা কমিটির সভাপতি কৈলাশ চন্দ্র জানান, ওই দিন মধ্যরাতে কে বা কারা মন্দিরে নির্মীয়মান অসূর ও দুর্গা প্রতিমার হাত ভাঙচুর করে। মূর্তি ভাঙচুরের ফলে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ জন সাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী কমিশনার, থানা পুলিশ কর্মকর্তা পরিদর্শন করেন। হামলার প্রতিবাদে গতকাল বুধবার পাঁচবিবি ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ আয়োজিত উপজেলা বারোয়ারী মন্দির প্রাঙ্গণে বিকাল ৫টায় সারাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত নগ্ন হামলা, সন্ত্রাস, হত্যা অবিলম্বে বন্ধ করার লক্ষে এক আলোচনা সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(৩১১)
৫ তরুণী-মহিলার সম্ভ্রমহানি, বাড়ীঘর ভাংচুর, লুটপাট ॥ প্রতিমন্ত্রীর চাচাতো ভাই পরিচয়ে ৪২টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর মধ্যরাতে বর্বর হামলা

আবুল মনসুর সেলিম ও শফিক চৌধুরী ঃ কেরানীগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেলনা গ্রামে সংখ্যালঘু ৪২টি পরিবারের ওপর ৮ই অক্টোবর মধ্যরাতে মধ্যযুগীয় কায়দায় হামলা হয়েছে। একজন প্রতিমন্ত্রীর চাচাতো ভাই পরিচয়ের জনৈক নজু'র নেতৃত্বে ৩৫/৪০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী হিন্দু অধ্যুষিত বেলনা গ্রামের ৫ জন তরুণী-মহিলার সম্ভ্রমহানি, বাড়ীঘর ভাঙচুর, মালামাল লুটপাট এবং পুরুষদের নির্দয়ভাবে প্রহার করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বেলনা গ্রামের কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের নির্যাতিত সদস্যদের সাথেও কথা বলেছেন। তবে যেসব পরিবারের সদস্যরা পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে— তাদের কেউ আর বেলনা গ্রামে নেই। ফের নির্যাতন-হামলার আতংকে তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীঢ়রে আশ্রয় নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, ১ অক্টোবর নির্বাচনে নৌকায় ভোট দেয়ার অভিযোগ তুলে ৮ অক্টোবর মধ্যরাতে বেলনা গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালানো হয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হামলাকারীদের নেতৃত্বে ছিল বিএনপির নজিমুদ্দিন নজু। সে নিজেকে একজন প্রতিমন্ত্রীর চাচাতো ভাই পরিচয় দেয়। হামলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জামায়াত ও জাপার (একাংশ) সদস্যরাও ছিল। পাশবিক নির্যাতনের শিকার ৫জনের মধ্যে ১৪ বছরের তরুণী থেকে শুরু করে ৪৮বছর বয়স্কা মহিলাও রয়েছে। বেলনা গ্রামের বিশ্বজিৎ-এর পরিবারটি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্যবসায়ী এ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ৩ জন পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয় এবং তাদের বাড়িঘর ভাংচুর করে মূল্যবান মালামাল লুট করা হয়। ৮ অক্টোবর মধ্যরাতে এ নির্মম ঘটনার পর বিশ্বজিৎ পরিবার পরিজন নিয়ে বাড়িঘর ফেলে গ্রাম থেকে চলে গেছে। বেলনা গ্রামের ৪২টি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের সদস্যদের অনেকেই স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ী, কেউ কৃষক কিছু দিন মজুরও রয়েছে।

৮ অক্টোবর রাত ১টা থেকে ৪ঘন্টা নির্মম নির্যাতন পরিচালিত হয় ৪২টি পরিবারের সদস্যদের ওপর। আশেপাশের গ্রামবাসীরা এ ঘটনা দেখেছে, শুনেছে কিন্তু এখন কেউ মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না। কারণ সেই প্রভাবশালী নজু ঘটনার পর থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়েছে। ৪২টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর বর্বর নির্যাতনের পর থানা পুলিশ কিংবা প্রশাসনের কাছে যাতে মুখ না খোলে সেজন্যও হুমকি দিয়ে আসা হয়েছে। একদিকে প্রাণনাশের হুমকি, অন্যদিকে মান-ইজ্জতের ভয়ে বেলনা গ্রামের সংখ্যালঘু নির্যাতিতরা এখন মুখ খুলছে না। কেউ কেউ সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশ্নের মুখে শুধু কেঁদেছে। অবশ্য কেরানীগঞ্জ থানার নির্বাহী অফিসার ৮ অক্টোবর মধ্যরাতের পুরো ঘটনা সর্ম্পকে অবহিত হয়েছেন। তবে ওইসব ঘটনার ব্যাপারে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতে অনেকেই এগিয়ে আসছে না। সন্ত্রাসীদের প্রাণনাশের হুমকি বেলনা গ্রামের সবারই মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

খবরের কোম্পানীগঞ্জ সংবাদদাতা শফিক চৌধুরী সহ কয়েকজন সাংবাদিক ইতিমধ্যে বেলনা গ্রাম পরিদর্শন করেছেন। মধ্যযুগীয় বর্বরতার নায়ক একজন প্রতিমন্ত্রীর ভাই হওয়ায় অনেকে সেই ভয়াল কাহিনী বর্ণনা করেও পরিচয় প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়েছে। এ ব্যাপারে গতকাল বুধবার পর্যন্ত কেরানীগঞ্জ থানায় কোন মামলা কিংবা অভিযোগ রেকর্ড হয়নি। তবে মঙ্গলবার থানার কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল

পরিদর্শন শেষে একটি সাধারণ ডায়রী করেছে। তাতে বেলনা গ্রামে ৮ অক্টোবর মধ্যারাতে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের তথ্য স্থান পায়। পাশবিক নির্যাতনের কোন তথ্য কিংবা কাহিনী রের্কডকৃত জিডিতে উল্লেখ করা হয়নি।

দৈনিক খবর, ১৮অক্টোবর ২০০১

(৩১২)
নির্বাচনোত্তর সহিংসতা
উখিয়ার বৌদ্ধ মন্দিরে সন্ত্রাসীদের হামলা

ইউএনবি (কক্সবাজার) ঃ সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসীদের দল এবার লোলুপ দৃষ্টি ফেলে বৌদ্ধ মন্দিরের জমির উপর। মন্দিরের বিশাল জমি দখল করার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা গত রোববার কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং হাঙ্গারঘোরা গ্রামের একটি মন্দিরে হামলা চালায়। তারা মন্দিরের ঘেরা বেড়া, চালা উপড়ে ঘন্টিটি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। মন্দিরের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুককে বেদম প্রহার করেছে।

সন্ত্রাসীরা এই বর্বর হামলার সময় চিৎকার করে বলেছে শালারা নৌকায় ভোট দিয়ে এখানে বসবাস করতে পারবি না। যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাবার জন্যও তারা নির্দেশ দিয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। স্থানীয় লম্বা ঘোনা এবং দরগাহবিল গ্রামের জাফর আলম, নূর আহমদ, মোহাম্মদ হোসেন, সমিউদ্দিন, নুরুদ্দিন ও জাহেদসহ ২০/২২ জনের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা বৌদ্ধ মন্দিরের পুরো জমি দখলের জন্য কয়েক ঘণ্টা ধরে সেখানে তাণ্ডব চালায়। এ সময় মন্দিরের নানা জাতের ফলজ গাছ তারা কেটে নিয়ে যায়।

সন্ত্রাসীর দল নির্বাচনের পর থেকেই বৌদ্ধ মন্দিরটি ভেঙ্গে মন্দিরের পুরো জমি দখল করে নেয়ার জন্য পাঁয়তারা চালিয়ে আসছিল। তারা সেখানে সশস্ত্র অবস্থায় পৌঁছে মহাশুদ্ধ বৌদ্ধ বিহার নামের এই মন্দিরের ভিক্ষু পাইঙ্গাপারাকে বেদম মারধর করে। এরপর তারা একে একে মন্দিরের বাউন্ডারি ঘেরা বেড়া এবং মন্দির ঘরের চালা উপড়ে ফেলে। এ ব্যাপারে মন্দিরের ভিক্ষু বাদী হয়ে উখিয়া থানায় রবিবার রাতে মামলা (নং-১৪ তাং ১৪,১০,২০০১) দায়ের করেছেন। উখিয়া সার্কেলের এসপি আর কে চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। উপরন্তু সন্ত্রাসীরা হুমকি দিচ্ছে।

আজাদী, ১৮ অক্টোবর ২০০১

(৩১৩)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা
ঘটনাগুলো অস্বীকার করার জন্য প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপ

প্রথম আলো ডেস্ক ঃ নির্বাচনের পর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর, শারীরক নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, প্রতিমা ভাঙচুরের মতো ঘটনাগুলো ধামাচাপা দেওয়ার জন্য একটা মহল সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, যারা নির্যাতিত হয়েছেন তাদের ওপর হুমকি-ধমকি ও আরো নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে বলতে বাধ্য করা যে, তাদের ওপর কোনো নির্যাতন হয়নি। আর কাগজে কলমে এসব সিদ্ধ করতে প্রশাসনের একশ্রেণীর কর্মকতাও বেশ তৎপর। রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার বুজরুক কোলা গ্রাম এবং ফরিদপুরের বিভিন্ন উপজেলায় হামলা ও নির্যাতন-পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করে সচেতন মহল এমনটিই মনে করছে।

রাজশাহী প্রতিনিধি ঃ জানান, সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনাগুলোর ব্যাপারে সর্বশেষ অনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকারিভাবে তদন্ত করার পর প্রতিটি ঘটনাকে 'মিথ্যা', 'সত্য নহে', 'আদৌ ঘটেনি' প্রভৃতি শব্দে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে প্রশাসনের এই তৎপরতাকে সর্বতোভাবে সহায়তা দিচ্ছে ক্ষমতাসীন বিএনপির স্থানীয় নেতারা।

বাঘা উপজেলার নারায়ণপুর বাজারের পালপাড়ায় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয় গত ২ আগস্ট। বাঘার মণিগ্রাম, বিনোদপুর, আড়ানীতে একই গোষ্ঠীর লোকজন হিন্দুদের মন্দিরে হামলা করে। এসব ঘটনায় বাঘা থানায় তিনটি মামলা হলেও পুলিশ একজন হামলাকারীকেও চিহ্নিত করতে পারেনি। পালপাড়ার ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ২৫টি পরিবারকে সরকারি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছিলেন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাওয়া জেলার ডিসি ও এসপি। আজ অবধি ক্ষতিগ্রস্তরা প্রতিশ্রুত সাহায্য পাননি। মামলাগুলোর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাঘা থানার এক দারোগা জানান, ওগুলো ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য চাপ আছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেছেন, মামলাগুলো কী অবস্থায় আছে, আমি জানি না।

ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, দিনের আলোতে একদল চিহ্নিত লোক পুলিশের বাধা ভেঙ্গে পালপাড়ায় ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। অথচ পুলিশ কিছুই করছে না।

নির্বাচনে পরদিন গোদাগাড়ীর বাসুদেবপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর চড়াও হয় স্থানীয় বিএনপির ও জামায়াতের একদল কর্মী। ওই দিনই সংখ্যালঘুদের পক্ষে গোদাগাড়ী থানায় সাধারণ ডায়েরী করা হয়। পরবর্তী সময়ে জেলার তানোরেও ঘটেছে একই ধরনের ঘটনা। গোদাগাড়ী বাংধারা গ্রামের ১৯টি আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদের অপচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে বলে গত ১২ অক্টোবর আতঙ্কগ্রস্ত আদিবাসীরা অভিযোগ করেন ইউএনও ও থানার ওসির কাছে। কিন্তু মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে গত ১৬ অক্টোবর বাংধারার আদিবাসীরাই লিখিত দেয় স্থানীয় প্রশাসনের কাছে যে, তাদের কেউ হুমকি দিচ্ছে না বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে না। মজার ব্যাপার হলো, একই পত্রে তারা বলছেন, স্থানীয় আওয়ামী লীগের লোকজন তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের জন্য হুমকি দিচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় গোদাগাড়ীতে একটি সংবাদ সম্মেলনও করানো হয় গত ১৬ অক্টোবর।

অন্যদিকে বাগমারার বুজরুক কোলা গ্রামের সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অজিত কুমার নিজে বাদী হয়ে বাগমারা থানায় একটি মামলা করেছেন।

অজিত এজাহারে ৪০ জনের নাম উল্লেখসহ দাবি করেছেন দুষ্কৃতকারীরা তাদের বাড়িঘরে হামলা ও পুকুরের মাছ লুট করে। ওই দিনই বাগমারা থানা বিএনপির এক নেতা রাজশাহীতে সাংবাদিকদের কাছে জনৈক প্রশান্ত কুমার স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতিপত্র বিতরণ করেন, যাতে অজিতের স্বাক্ষর ছিল। বিবৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুসহ অন্যান্যরা দাবি করেন, বুজরুক কোলা গ্রামে কোনো হামলা হয়নি, কেউ আহত হয়নি প্রভৃতি। এই আলোচিত বিবৃতিটির একটি কপি প্রথম আলোর ঢাকা অফিসে প্রেরণ করা হয়, রাজশাহীর পুলিশ সুপারের ফ্যাক্স নম্বর থেকে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে বাগমারার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর একাধিক সদস্য জানায়, সংবাদপত্রে খবর প্রকাশের পর সিভিল ও পুলিশ প্রশাসন চড়াও হয়। বিএনপির লোকজন তাদের কাছ থেকে সাদা কাগজে সই-স্বাক্ষর নেয়। ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, কী কারণে তাদের স্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছে, তা তাদেরকে বলা হয়নি। সংগৃহীত স্বাক্ষরের সঙ্গে মনগড়া বিবৃতি ও বর্ণনা তৈরি করে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঢাকায় স্বরাষ্ট্র ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেছেন।

রাজশাহীতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যতগুলো ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রেই প্রশাসন একই ধরনের কৌশল খাটিয়েছে। অবশ্য স্থানীয়ভাবে চাপ প্রয়োগ করে ঘটনার বিপরীতে বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে। প্রশাসন শুধুমাত্র ঘটনা

চাপাই দিচ্ছে না, বুজরুক কোলার ঘটনার অন্যতম হোতা মুকুল নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে পরের দিন তাকে ছেড়েও দিয়েছে। জানা গেছে, মুকুল অজিতের দায়ের করা মামলার এজহারভুক্ত আসামি।

মুকুলকে ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গে বাগমারা থানার ডিউটি অফিসার জানান যখন মুকুলকে ধরা হয় ওই সময় মামলাটি থানায় রেকর্ড হয়নি। জানা গেছে, অজিতের অভিযোগটি ঘটনার দিনই থানায় (১৩ অক্টোবর) জমা হয়েছিল।

ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের ওপর হামলার অভিযোগ করছে, পরক্ষণেই আবার পুলিশের কাছে কিছুই হয়নি বলে বিবৃতি দিচ্ছে, এটা কেমন করে হচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাবে একাধিক ঘটনার তদন্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এন সি শর্মা প্রথম আলোকে বলেন, তারা পুলিশকে লিখিতভাবে বলেছে, কোথাও কোনো হামলা বা হুমকির ঘটনা ঘটেনি। সাংবাদিকরাই বাড়িয়ে প্রকাশ করছে বলে তিনি দাবি করেন।

ফরিদপুর প্রতিনিধি জানান, জেলার বোয়ালমারী উপজেলার উত্তর হামাসদিয়া গ্রামের সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা লুটপাটের ঘটনার পর একটি প্রভাবশালী মহল গত ১১ অক্টোবর নির্যাতিত পরিবারগুলোর প্রধানদের কাছ থেকে মুচলেকা আদায় করে যে, 'তাদের ওপর কোনো নির্যাতন করা হয়নি।'

গত ৬ অক্টোবর রাতে ফরিদপুর বাসস্ট্যান্ডে পূজামণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙচুর হয়। ঘটনাটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় একটি প্রভাবশালী মহল গত ১২ অক্টোবর ফরিদপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা অস্বীকার করে। ওই সংবাদ সম্মেলনে এলাকার কয়েকজন সংখ্যালঘুকে নিয়ে এসে প্রতিমা ভাঙচুরের কথা অস্বীকার করানো হয়। এদের মধ্যে একজন পরে সাংবাদিকদের জানান, চাপে পড়ে সে সংবাদ সম্মেলনে আসতে বাধ্য হয়েছে।নগরকান্দা উপজেলার মানিকদী গ্রামের কলেজশিক্ষক রণজিত মণ্ডলের বাড়িতে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয় নয়জন। এছাড়া নগরকান্দার দক্ষিণ ফুলসুতি, ফুলবাড়িয়া, দফা, চৌমুখা, বাউতিপাড়াসহ বিভিন্ন গ্রামের সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট, মারধর ও চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে। অনেকে ভয়ে ফরিদপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী গোপালগঞ্জে আশ্রয় নেন। কিন্তু গত ১৩ অক্টোবর নগরকান্দা উপজেলা হিন্দু কল্যাণ সমিতির সভাপতি ননী গোপাল বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক বিপুল কুমার রায় এবং তালমা সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির সভাপতি তপন কুমার ত্রিবেদীকে দিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, নগরকান্দায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি নষ্ট হওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি।

গত ৬ অক্টোবর ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর গ্রামে এক সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা চালিয়ে দুর্বৃত্তরা মায়ের সামনেই মেয়ের শ্লীলতাহানি করে। এলাকার লোকজন বলছে, প্রভাবশালীদের চাপ এবং অবিবাহিত মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই তারা এখন ঘটনা অস্বীকার করছে।

প্রথম আলো, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩১৪)
সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে নগরী প্রতিবাদ মুখর ॥ মিছিল সমাবেশে ঘৃণা প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের বিভিন্নস্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে নগরী প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে। মিছিল সমাবেশে উচ্চারিত হচ্ছে তীব্র ঘৃনা ও নিন্দা। বিভিন্ন সংগঠন বক্তব্য-বিবৃতিতেও অবিলম্বে দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীদের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবি জানানো হচ্ছে।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, নির্যাতন ও সহিংসতা অবিলম্বে বন্ধ না হলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গড়ে ওঠা নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পকের অবনতি হবে এবং বিষয়টি অভ্যন্তরীণ না থেকে দ্বিপাক্ষিক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বাংলাদেশ দর্শন সমিতি মানুষ যাতে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টিবাদলকে উপেক্ষা করে কোতয়ালী-সূত্রাপুরের জনগণের এক বিরাট মৌন মিছিল প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নেয়। ইংরেজি ও বাংলা পোস্টার-ফেস্টুন নিয়ে মিছিলটির যাত্রা শুরু হয় সকাল এগারটায় তাঁতী বাজার সংলগ্ন শিবমন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। বেলা সাড়ে বারটার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। গঙ্গাচরণ মালাকারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গোবিন্দ ঘোষ, তারকনাথ পাল, দীনেশ পাল, মানিক দাস, সুব্রত ঘোষ কেনেডি, আব্দুল জব্বার প্রমুখ। বক্তারা সংখ্যালঘুদের নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সারা দেশের মুক্তবুদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।

বির্বতন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বৃহস্পতিবার বিকালে টিএসসি চত্বরে নির্বাচনপরবর্তী রাজনৈতিক সহিংসতা, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন যে, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের কারণেই সমাজে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার উন্মেষ হচ্ছে। শাসক দলগুলো নির্বাচনে নিজ দলের পক্ষে কাজ করার ও মতামত দেয়ার জন্য দেশের জাতিগত ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করে থাকে। বর্তমান নির্যাতন তারই বহিঃপ্রকাশ।

বৃহস্পতিবার ঢাকা আইনজীবি সমিতির এক বিশেষ সাধারণ সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত হামলা, নির্যাতন ও হত্যার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব এনায়েত হোসেন খানের সভাপতিত্বে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান আবুল আব্বাস, আবু সাঈদ সাগর, সৈয়দ রেজাউর রহমান, সাহারা খাতুন, হরিবন্ধু সরকার, মীর হাবিবুর রহমান, রমনী কান্ত ঘোষ প্রমুখ।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি পুরানা পল্টনে সমিতির কার্যালয়ে ডঃ মোজাহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বুধবার এক সভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন ও সহিংস ঘটনার তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং নির্যাতন বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক ফারুক, এস.এম.শফি, সহিদুল ইসলাম মিলন, মজিবুর রহমান ভূঁইয়াসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতা। বক্তারা পহেলা অক্টোবর জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে সারা দেশে সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন ও সহিংস ঘটনার তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ দর্শন-সমিতির সভাপতি ডঃ আমিনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ আনিসুজ্জামান বৃহস্পতিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে নির্বাচনপরবর্তী নানা ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের জানমালের ওপর আক্রমণের ঘটনাবলীর প্রতি নতুন সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর দৃষ্টি আর্কষণ করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শাস্তি দাবি করেছেন।

মানুষ যাতে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া বিবৃতি দেয় বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল, বাংলাদেশ হিন্দু যুব কল্যাণ সমিতি, জাতীয় হিন্দু পরিষদ, সোনার বাংলা পরিষদ ইত্যাদি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩১৫)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ করায়

ঝালকাঠি, ১৮ অক্টোবর সংবাদদাতা ঃ ঝালকাঠির রাজপুরে সংখ্যালঘু পরিবার দেউরী বাড়িতে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনার প্রতিবাদ করায় রাজাপুর থানা বিএনপির সহ-সভাপতি আজিজুল হক তার দলীয় সন্ত্রাসীদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। ঝালকাঠি প্রেসক্লাবে এসে তিনি সাংবাদিকদের জানান, এ ঘটনায় রাজপুর থানা মামলা গ্রহণ করেনি পরে তিনি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। তিনি জানান, নির্বাচনের পর দিন তাঁর গ্রামেরবাড়ি পূর্ব ফুলহারের প্রতিবেশী রাখাল চন্দ্র দেউড়ীর বাড়িতে এলাকার বিএনপির চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা হামলা ভাংচুর ও লুটপাট করে। তিনি এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন। এতে তার দলের সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে গত ১২ অক্টোবর বিকালে লেবুবুনিয়া বাজারে তাঁকে ধরে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং তার উপরে নির্যাতন চালায়। তার কাছে সন্ত্রাসীরা ২০ হাজার টাকা চাঁদাও দাবি করে। এদিকে গত ১৬ অক্টোবর রাজাপুর থানা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট আমিনুর রহমান স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে ১৬ অক্টোবর থেকে আজিজুল হককে দল থেকে চূড়ান্তভাবে বহিস্কার করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩১৬)
রামশীলে আশ্রয়গ্রহণকারী হাজার হাজার সংখ্যালঘুর বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ॥ সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি

মোজাম্মেল হোসেন মুন্না, রামশীল থেকে ফিরে ঃ কোটালীপাড়ার রামশীলে আশ্রয়গ্রহণকারী হাজার হাজার সংখ্যালঘু নর-নারী আগৈলঝাড়া ও গৌরনদীর সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার সংখ্যালঘুরা যাতে অনতিবিলম্বে তাদের নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে যেতে পারে তার পরিবেশ সৃষ্টির দাবি জানিয়েছে। আশ্রয়গ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার রামশীল বাজারে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বৃহস্পতিবার বিকালে রামশীলে আশ্রয়গ্রহণকারী সংখ্যালঘুদের সরেজমিনে দেখার জন্য আসেন এবং আশ্রিতদের কাছ থেকে তাদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতনের বর্ণনা শোনেন। পরে রামশীল ইউপি অফিস চত্বরে এক বিশাল শান্তিপূর্ণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে হাজার হাজার নারী-পুরুষ যোগ দেয়। রামশীল ইউপি চেয়ারম্যান সচীন্দ্রনাথ মধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি অজয় রায়, সহ-সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড.আনিসুজ্জামান, খুশী কবির, আনন্দ মার্গের সচিদানন্দ অবদূত, নির্যাতিতদের পক্ষে বিজয় বিশ্বাস, অধীর সরকার, গৈলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গিয়াস খান, রাজিহার ইউনিয়নের মহিলা মেম্বার শেফালী হালদার ও কৃষ্ণ কান্ত দে। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক ড. হায়াৎ মামুদ, ড. শওকত আরা হোসেন, ডা. অসিত বরণ রায়, বিপ্রদাস বড়ুয়া, আজিজুর রহমান লাবী ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা নুরুল ইসলাম। সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাম্প্রদায়িকতাকে অসাম্প্রদায়িকতা দিয়ে রুখতে হবে। আমরা চাই রামশীলের সংখ্যালঘু সমস্যার অবসান

হোক। যারা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে সেসব দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। নির্যাতিতদের পক্ষে গৈলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গিয়াস খান সভায় বলেন, সন্ত্রাসীরা আগৈলঝাড়ার বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, লুটপাট করেছে, মারধর করেছে অসংখ্য লোকজনকে। প্রশাসন সে ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তিনি বলেন, প্রশাসনের মাধ্যমে নয়, যাদের ছত্রছায়ায় বিভিন্ন সন্ত্রাস চলছে সেসব লোক যদি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে নিয়ে যায় তাহলে আমরা ফিরে যেতে পারি।

সমাবেশ শেষে রামশীল ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অজয় রায় বলেন, সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনানুযায়ী অত্যাচার চলছে। বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর অপচেষ্টা চলছে। পংকজ ভট্টাচার্য বলেন, ভোট প্রয়োগের অধিকার সকল সম্প্রদায়ের সমান, কোনও দল বিশেষকে ভোট দিলেই সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নেমে আসবে তা কাম্য হতে পারে না। রামশীলের ঘটনাবলী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশের বিষয়কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অতিরঞ্জিত আখ্যায়িত করায় তিনি তাঁর কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারের নিকট দাবি জানান। তিনি স্ব স্ব এলাকায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩১৭)
ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভা
সংখ্যালঘু নির্যাতনে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি

কোর্ট রিপোর্টার ঃ ঢাকা আইনজীবী সমিতি এক সভায় নির্বাচনোত্তর ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঢাকা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে মিলনায়তনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি এডভোকেট এনায়েত হোসেন খান। সভায় বক্তৃতা করেন সমিতির সাবেক সভাপতি আবু সাঈদ সাগর, সৈয়দ রেজাউর রহমান, দেওয়ান আবুল আব্বাস ও এডভোকেট সাহারা খাতুন। বক্তারা বলেন, নির্বাচনের পর এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী দুর্বৃত্ত পরিকল্পিতভাবে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে গৃহহারা করছে। দেশে বর্তমান যে সহিংস ও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে তা নির্বাচনপূর্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকেই শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে এই পাশবিক কার্যকলাপ আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩১৮)
বগুড়ায় প্রতিমা ভাংচুর, নেত্রকোনায় নাটমন্দিরে লুট, পঞ্চগড়ে এবার অনাড়ম্বর পূজার সিদ্ধান্ত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে পঞ্চগড় জেলায় এবার অনাড়ম্বরভাবে দুর্গাপূজা উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বগুড়ার কাহালু উপজেলার দুর্গাপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের জন্য তৈরি প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে ঐ এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়নের হোগলা গ্রামে বুধবার রাতে একদল সন্ত্রাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নাটমন্দিরে পূজার উপকরণসমূহ লুট করে নিয়ে যায়।

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বগুড়ার কাহালু উপজেলার দুর্গাপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের জন্য তৈরি প্রতিমা ভাংচুর হয়েছে। এ ঘটনায় ঐ এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার তারা উপজেলা সদর এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুরকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। দুর্গাপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন জানায়, নির্বাচনের পর থেকেই তাদের বিভিন্নভাবে হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছিল। তাদের অপরাধ ছিল নির্বাচনে তারা নৌকার পক্ষে কাজ করেছে। ঐ এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, সেখানে প্রায় দু'শ সংখ্যালঘু পরিবার রয়েছে। অপেক্ষাকৃত নিম্নআয়ের এসব মানুষ এবার নির্বাচনের পর নানা ঘটনায় শঙ্কিত হয়েছিল। এমনকি তারা দুর্গোৎসব পালন করবে কিনা তা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ছিল। কিন্তু গত কয়েকদিন পূর্বে উপজেলা প্রশাসন হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের ডেকে ভালভাবে পূজা উদযাপন করার কথা বলে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। এর পর উপজেলার অন্যান্য এলাকার সঙ্গে দুর্গাপুরেও সংখ্যালঘু দুর্গোৎসবের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে ও স্থানীয় বাজার সংলগ্ন একটি মাটির ঘরে প্রতিমা তৈরির কাজে হাত দেয়। ইতোমধ্যে প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ হলেও এখন শুধু প্রতিমার অলংকরণ বাকী। এ পর্যায়ে বুধবার রাতে সেখানে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাংচুর করা হয়।

পঞ্চগড় থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, গত বুধবার কেন্দ্রীয় দুর্গামন্দির চত্বরে পঞ্চগড় জেলা পূজা উদযাপন কমিটির এক জরুরী সভায় এবার অনাড়ম্বরভাবে পুজা উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বণিকের সভাপতিত্বে এক সভা অুনষ্ঠিত হয়। সভা শেষে তিনি জনকণ্ঠকে বলেছেন, নির্বাচনোত্তর সহিংস ঘটনার শিকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদানে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী অনাড়ম্বরভাবে দুর্গাপূজা উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জেলার বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা পরিদর্শনে জানা গেছে, সংখ্যালঘুরা সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছে। তাদের অনেকের মধ্যে দেখা গেছে এক অজানা আতঙ্কের ছাপ। কখন কি হয় এই ভয়ে তারা তাদের এই বৃহত্তম উৎসবের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবারে জেলায় পূজা মণ্ডপের সংখ্যা অর্ধেক নেমে এসেছে। স্থানীয় প্রশাসনের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত এলাকায় পুজা মণ্ডপ স্থাপিত হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক আফতাব হাসান ও পুলিশ সুপার আজগর আলী সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব উদযাপনের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেছেন, এ ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতা দেয়া হবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

নেত্রকোনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়নের হোগলা গ্রামে বুধবার রাতে একদল সন্ত্রাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নাটমন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমার ব্যাপক ভাংচুর করে ও মন্দিরের পূজার উপকরণ সমূহ লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর থেকে এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। অন্যদিকে নেত্রকোনা পৌর শহরের জয় নগরের গৌরাঙ্গ সাহার দোকানে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার পূর্বেই সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এছাড়া জেলা ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের নাম দিয়ে নেত্রকোনার বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছে মোটা অংকের চাঁদা চেয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে।

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বাগেরহাটে সংখ্যালঘুদের উপর অব্যাহত হামলা ও নির্যাতন বন্ধের দাবিতে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহবান জানিয়ে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ বৃহস্পতিবার বাগেরহাট শহরে মৌন মিছিল করেছে। সকালে কেন্দ্রীয় হরিসভা মন্দির থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে স্থানীয় স্বাধীনতা উদ্যানে এক প্রতিবাদ সভা করেছে। এখানে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অমিত রায়, সাধারণ সম্পাদক এডঃ মিলন ব্যানার্জিসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। মাগুরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, মাগুরা জেলা বিএনপি সভাপতি এবং মাগুরা-২ আসনের সংসদ সদস্য কাজী সালিমুল হক কামাল বলেছেন, জেলায় সুষ্ঠুভাবে আসন্ন দুর্গা পূজা অনুষ্ঠানের জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বুধবার রাতে মাগুরা সার্কিট হাউসে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, পূজার সময় কোন সমস্যা হবে না। গতবারের মতো সুষ্ঠুভাবেই পূজা হবে। তিনি বলেন, আমি কোনদিন সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেব না। পুলিশকে বলেছি সন্ত্রাসী যে দলের হোক তাকে গ্রেফতার করুন। বিএনপিসহ চারদলের জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ মতবিনিময় কালে উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩১৯)
নোয়াখালীর সর্বত্র চলছে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন

স্টাফ রিপোর্টার, নোয়াখালী ঃ জেলার সর্বত্র সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে নির্যাতন। রাতের আঁধারে, এমনকি দিনেও হামলা চালাচ্ছে বাড়িঘরে। কিশোরী, যুবতী থেকে শুরু করে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ স্কুল-কলেজ শিক্ষকরাও রেহাই পাচ্ছেন না। ধনী-গরিব সবাই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকেই এলাকার সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়েছে। নির্বাচনের পর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়েছে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নসহ আশেপাশের এলাকার প্রায় ৫শ' জেলে বামনী নদীতে মাছ ধরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিএনপির সন্ত্রাসীরা বামনী নদীতে সব মৎসজীবিকে মৎস শিকার বন্ধ করে উপোসে মারার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেছে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরপার্বতী, চর হাজারী, রংমালা, বামনী, পেশকারের হাট এবং সরকার দিঘীরপাড়সহ সংলগ্ন এলাকার সংখ্যালঘুদের ওপর অমানবিক নির্যাতন, মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি এবং মেয়েদের ইজ্জত হরণ এবং পুরুষদের অপহরণ করার হুমকি দেয়া হচ্ছে। দেশ ছাড়ারও হুমকি দেয়া হচ্ছে তাদের।

ইতোমধ্যে সন্ত্রাসীরা রংমালাতে কালী মন্দির ভাংচুর করেছে। ১৬ অক্টোবর বেগমগঞ্জ থানার বারগা ইউনিয়নের জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য এলাকার জনপ্রিয় ডাক্তার মানিক লালের উপর দ্বিতীয় দফা বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বেগমগঞ্জ পূর্বাঞ্চলের রসুলপুর কালী বাড়ির আংশিক জায়গা ইতোমধ্যে বেদখল হয়ে গেছে। সেবার হাট কালী মন্দিরে ইটপাটকেল ছোড়া হয়েছে। মীর কাশেমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক সর্বজন শ্রদ্ধেয় বাবু নির্মল করের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। সেবারহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়ার পর সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করা হয়। হাতিয়া দ্বীপ উপজেলার চরদিহ ও চরঈশ্বরের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছে। সম্প্রতি চরকিসু ইউনিয়নের সন্ত্রাসীদের হাতে ১২ জন আহত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক সংখ্যালঘু তাদের ঘরের স্বর্ণালংকার, টিভিসহ দামী সামগ্রী হারিয়েছে। কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না। পুলিশ এবং সাংবাদিকদের এসব ঘটনা জানালে আরো বিপদ হবে বলে হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা। নোয়াখালীর পশ্চিম চরবাটার, ওয়াপদা, বাঁধে আশ্রয় নেয়া সংখ্যালঘুদের খোঁজখবর নিতে গেলে সাংবাদিকদের সামনে সন্ত্রাসীরা লুটপাট চালায়।

বুধবার নোয়াখালী জেলা শহরে "জাগ্রত ছাত্র সমাজ"-এর ব্যানারে এক বিশাল মিছিল বের করা হয়। মিছিলকারী ছাত্ররা সকাল সাড়ে দশটার দিকে নোয়াখালী কোর্টের সামনে মানববন্ধন রচনা করে। এক পর্যায়ে তারা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে সারা দেশে বিশেষ করে নোয়াখালী জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সন্ত্রাসী নির্যাতন বন্ধের দাবি জানায়।

এ ব্যাপারে নোয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খোরশেদ আলী জনকণ্ঠকে জানান, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩২০)
জামালপুরে পূজার আয়োজনে উৎসাহ নেই বাড়িঘর মন্দিরে হামলা নীরবে চলছে চাঁদাবাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, জামালপুর থেকে নির্বাচনপরবর্তী সহিংসতায় জামালপুর জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। বাড়িঘরে হামলা, নির্যাতন, চাঁদা দাবি, সম্ভ্রমহানির হুমকি-ধমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মুখে সংখ্যালঘু পরিবারের নারী-পুরুষ ও শিশুরা পর্যন্ত ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যেই বহু পরিবার ঘরছাড়া হয়েছে। ভাংচুর ও তছনছ করা হয়েছে দুর্গা প্রতিমা। হরিজন ও ঋষি সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়েছে। এসব ঘটনায় জেলায় এবার শারদীয় দুর্গোৎসবের কোন আমেজ নেই, উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই। তেমন আড়ম্বরপূর্ণ কোন আয়োজনও নেই হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা উৎযাপনের। সর্বত্র যেন বিষন্নতার ছায়া নেমেছে।

দুর্গাপূজার আয়োজনের শেষ মুহূর্তে গত সোমবার রাতে জেলার সীমান্তবর্তী বকশীগঞ্জ উপজেলার বগারচর ইউনিয়নে সারমারা বাজার সংলগ্ন দাসপাড়ায় দুর্গা ও কালী প্রতিমা ভাংচুর ও তছনছ করা হয়েছে। রাত অনুমান দেড়টার সময় এক দল দুর্বৃত্ত দাসপাড়া গ্রামে ঢোকে। এ গ্রামের ক্ষুদিরামের বাড়ি সংলগ্ন কালী মন্দিরে তারা চড়াও হয়। এই মন্দিরের সামনেই এবার দুর্গা পূজা উদ্‌যাপনের মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল। দুর্বৃত্তরা হামলা-তাণ্ডব চালিয়ে দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। এ সময় তারা কালী মন্দিরে ঢুকেও তাণ্ডব চালায় এবং কালী প্রতিমা ভাংচুর করে। গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা চোখের সামনে এ তাণ্ডব দেখেও বাঁধা দিতে সাহসী হয়নি। নীরবে অশ্রু সংবরণ করে নির্বাক তাকিয়ে দেখেছে বর্বরোচিত এই হামলা-তাণ্ডবের দৃশ্য।

বকশীগঞ্জের সারমারা বাজার সংলগ্ন দাসপাড়া গ্রামে প্রায় দেড়'শ সংখ্যালঘু জেলে পরিবার বসবাস করে। এককালে গ্রামে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বসতি ছিল। তাদের দেশত্যাগের পরও উক্ত গ্রামে নীরিহ নিম্নবিত্ত জেলে পরিবারগুলো বসবাস করে আসছে। ঐতিহ্য রক্ষায় স্থানীয় সংখ্যালঘুরা প্রতিবছর সেখানে দুর্গা পূজার আয়োজন করে থাকে। দেশ স্বাধীনের পর এখানে কখনও এমন বর্বরোচিত ঘটনা ঘটেনি। এই প্রথম তাদের দুর্গোৎসবের আয়োজন ভণ্ডুল করে দেয়া হয়েছে। ম্লান হয়ে গেছে জেলেদের আসন্ন পূজার আনন্দ। দুর্বৃত্তরা হামলা-তাণ্ডবের সময় তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার হুমকি দিয়েছে। বলেছে, অন্যথায় তাদের মেরে ফেলা হবে। জানা গেছে, স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের সশস্ত্র কর্মীরা নির্বাচনের পর থেকেই সেখানে মহড়া দিতে শুরু করে। কয়েকদিন ধরে তারা সংখ্যালঘুদের এবার দুর্গোৎসব পালন না করার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি-ধমকি দিয়ে আসছিল।

এদিকে মঙ্গলবার জেলা শহরে পূজা উপলক্ষে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে সংখ্যালঘু হরিজনদের সঙ্গে বিএনপি ক্যাডারদের সংঘর্ষ হয়েছে। বেলা ৩টার দিকে বজরাপুরে মেথরপট্টিতে ঘটেছে এ ঘটনা। হরিজনরা জানায়, বিএনপি ক্যাডাররা তাদের কাছে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে তাদের পূজা মণ্ডপ ভেঙ্গে ফেলার হুমকি দেয়। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডাররা হরিজনদের উপর হামলা চালায়। এবং মনোহর বাঁশফোরকে কুপিয়ে আহত করে। এ ছাড়া তারা হরিজনদের ঘর-দরজা কুপিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এক পর্যায়ে প্রতিরোধের মুখে চাঁদাবাজ হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনার পর সন্ত্রাসীরা হরিজনদের উচ্ছেদের হুমকি দিচ্ছে। এর আগে সরিষাবাড়ী উপজেলার বাউসীতে ঋষি সম্প্রদায়ের উপর হামলা করে ১০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। পিংনায় উত্তম চৌধুরীর বাড়িতে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় জেলার সংখ্যালঘুরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এবার তাদের পূজা হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

গত বছর এ সময় জেলায় শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপনের ব্যাপক আয়োজন লক্ষ্য করা গেছে। পূজা উপলক্ষে কেনাকাটার ধুম পড়ত, দোকানিরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসত। জেলায় গত বছর শতাধিক পূজা মণ্ডপে দুর্গা পূজা হয়েছে। প্রতিটি পূজা মণ্ডপ ছিল সাড়ম্বরপূর্ণ। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে উৎসবের আমেজ বিরাজ করত। নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় এবার উৎসাহ-উদ্দীপনা ম্লান হয়ে গেছে। নীরবে চলছে চাঁদাবাজদের সন্ত্রাস, চাঁদা না দিলে হুমকি দেয়া হচ্ছে পুজা মণ্ডপ ভেঙ্গে ফেলার। ধর্মীয় উৎসব পালনে এমন বিড়ম্বনার মধ্যে এবার পূজা আয়োজন চলছে অনাড়ম্বরপূর্ণ। কিছু জায়গায় এক রকম চাপে পড়ে পূজার আয়োজন চলছে। পূজা না করলেও দেশছাড়া করার হুমকি দেয়া হচ্ছে। এমন অরাজক পরিস্থিতিতে আদৌ পূজা উদ্‌যাপন সম্ভব কিনা সন্দেহ রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩২১)
নীলফামারীতে সংখ্যালঘুদের ঃ ওপর হামলা ॥ আহত ১০

নিজস্ব সংবাদদাতা, নীলফামারী থেকে ঃ নীলফামারীর পল্লীতে সংখ্যালঘু পরিবারের হরিপদ রায় ঠাকুরের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলায় বাড়িঘর ভাংচুর এবং বৃদ্ধ মহিলাসহ বেধড়ক পিটিয়ে ১০ নারী-পুরুষকে আহত করা হয়। আহতদের মধ্যে তিনজনকে গুরুতর অবস্থায় নীলফামারী আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরা হলেন হরিপদ রায় ঠাকুরের পুত্র রবিমন্যু রায় (৪৫), পুত্রবধূ প্রমিলা (৩৫) এবং নাতি বৃন্দাবন (২০)। অন্য আহতরা হলো বীনা রানী (৬৫), বিন্দু বালা (৭০), পান বালা (২৮), স্বরাধ্বিনী (৩৫), রাজ বিহারী (৩৮), ধীরেন্দ্র (বাঁশি)(৪০), যশোদা (৩০)। এদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলায় থানায় মামলা করা যাচ্ছে না। একাধিক সূত্র জানায়, এই হামলার ঘটনার মূল নায়ক জেলা সদরের রামনগর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জাহিদুল (৪৫) ও তার দলবল স্পষ্টভাবেই বলে যায়, নৌকা মার্কায় ভোট দেবার মজা এবার বুঝিয়ে দেয়া হবে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে রামনগর ইউনিয়নের উত্তর রামনগর বাবুপাড়া গ্রামে। বুধবার সরেজমিন ওই গ্রামে গিয়ে জানা যায়, জাহিদুলসহ রশিদুল, সফিকুল, মকছুদুল, সাত্তার, সোলেমান ও ঝিলোসহ আরও অনেকে দা, কুড়াল, লাঠি নিয়ে হরিপদ রায় ঠাকুরের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা বাড়ির বেড়া, চাটাই ভেঙ্গে ফেলে এলোপাতাড়িভাবে নারী-পুরুষকে বেধড়ক পিটাতে থাকে। এতে রবিমন্যু রায় (৪৫) ও বৃন্দাবন (২০)-এর মাথা ফেটে যায়। এছাড়া প্রমিলার (৩৫) কোমরে লাথি ও বাঁশের লাঠি দিয়ে আঘাত করায় তার অবস্থা আসশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। তাদের আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্য ৭ আহত প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে। এদিকে হামলাকারীরা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে, এখন আর শেখ হাসিনার সরকার নেই। এসব হিন্দুকে এখন বাড়ি ভিটা থেকে বিতাড়িত করে ভারতে পাঠিয়ে

দেয়া হবে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের গালাগালি দেয়া হয়। অপরদিকে জাহিদুল মেম্বারের বাড়িতে গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। তার ভাতিজা নূরুজ্জামান (২৫) এক প্রকার ধমকের সুরে বলেন, এবার বেটাদের দেখে নেয়া হবে। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ও হুমকির কারণে এ জেলায় শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের ব্যাপারটি এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে বলে জানা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩২২)
প্রতিবাদে প্রতীক অনশন

রাজশাহী, ১৮ অক্টোবর, সংবাদদাতা ঃ দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বুধবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এক 'প্রতীক অনশন' পালন করে। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনশনে সাংস্কৃতিক জোটের শতাধিক নেতাকর্মী ছাড়াও শিক্ষক ও কয়েকটি প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেয়। অনশন চলাকালে ২জন ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এদিকে সকাল সাড়ে দশটায় একই ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের বটতলা সংগঠনের উদ্যোগে এক মৌন মিছিল বের হয়। ফোকলোর বিভাগের প্রভাষক সুস্মিতা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মিছিলটি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ শেষে ফোকলোর চত্বরে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩২৩)
চাঁদার দাবিতে নির্যাতন ॥ মামলা না করেও বাঁচতে পারলেন না চরফ্যাশনের ক্ষুদিরাম

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ঃ জীবননাশের ভয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতিত হলেও বিএনপি ক্যাডারের বিরুদ্ধে মামলা করেননি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ক্ষুদিরাম মিস্ত্রি। তারপরও তিনি বাঁচতে পারেননি। মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান। পুলিশ দাবি করেছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ক্ষুদিরাম মারা গেছে। তবে ডাক্তাররা বলেছেন হৃদরোগের কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটেনি। পুলিশ বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে।

ভোলা সংবাদদাতা জানান, নির্বাচনের পরের দিন ২ অক্টোবর ছাত্রদলের ক্যাডার রাসেল উপজেলার শরীফপাড়ায় সাইকেল পার্টসের ব্যবসায়ী ক্ষুদিরাম মিস্ত্রির কাছে বিশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। সেই সঙ্গে চাঁদা না দিয়ে দোকান না খোলার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ক্ষুদিরাম মিস্ত্রি চাঁদা না দিয়ে মঙ্গলবার দোকান খোলেন। এ সংবাদ জানতে পেরে রাসেল তার ১০/১২ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী নিয়ে হামলা করে ক্ষুদিরাম মিস্ত্রির ওপর। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় তারা তাকে বেড়ধক পিটিয়ে হাত পা ভেঙ্গে দেয়। তাঁকে চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। ছাত্রদল ক্যাডার রাসেল সেখানে গিয়ে তাঁকে জীবননাশের হুমকি দিয়ে কোন মামলা না করার জন্য বলে।

জীবনের ভয়ে ক্ষুদিরাম মামলা দায়ের করতে সাহস করেননি। কিন্তু মামলা না করেও তিনি বাঁচতে পারলেন না। মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান। বুধবার তাঁর লাশ ময়না তদন্তের জন্য ভোলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। চরফ্যাশন থানায় বুধবার দুপুরে যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার এসআই বারেক জানান, ক্ষুদিরাম মিস্ত্রি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু লাশের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার শাহ আলম জানান, আর যাই হোক তাঁর মৃত্যু হৃদরোগে হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩২৪)
চট্টগ্রামে পূজা হবে অনাড়ম্বর ॥ অনশন ও মানববন্ধন কর্মসূচী ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ চট্টগ্রামে অনাড়ম্বরভাবে পূজা উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার বিকালে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষদের পক্ষ হতে অনশন ও মানববন্ধন কর্মসূচীসহ বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচীতে রয়েছে— চট্টগ্রামের ১৪টি উপজেলার ১০০৯টি পূজামণ্ডপে আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বর্জন, মাইক ব্যবহার হতে বিরত থাকা, প্রতিটি মণ্ডপে দাবি সংবলিত কালো ব্যানার টানানো, প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি পেশ, অষ্টমী পূজার দিন সকাল সন্ধ্যা অনশন, নবমী পূজার দিন বেলা ১২টা হতে ১টা পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচী ও নীরবতা পালন, দশমী পূজার দিন প্রতিবাদ সভা। আগামী ২২ অক্টোবর হতে এ কর্মসূচী শুরু হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে পূজা পরিষদের নেতারা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু শ্রেণীর ওপর বিভিন্ন নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারসহ শাস্তি দাবি করেন। একই সাথে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এডভোকেট সুভাষ চন্দ্র লালা। অন্যান্যের মধ্যে এডভোকেট রানা দাসগুপ্ত, বিনোদ বিহারী চৌধুরী, শ্যামল পালিত উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩২৫)
রায়পুরায় পূজামণ্ডপে মূর্তি ভাঙচুর

নরসিংদী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৪ অক্টোবর গভীর রাতে রায়পুরা উপজেলার পিরিচকান্দি বাজারে দুর্গামণ্ডপে নির্মিতব্য সরস্বতী, লক্ষী ও কার্তিকের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছে।

অন্যদিকে একই গ্রামের মনোহর বিশ্বাসের বাড়িতে গভীর রাতে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা এক তরুণীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে মনোহর বিশ্বাস ও তার স্ত্রীর বুক ফাটা আর্তনাদের মুখে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দেওয়ার শর্তে মেয়েকে রেখে যাওয়ার ফয়সালা হয়। দুর্বৃত্তরা ঘরে থাকা অল্প কিছু টাকা নিয়ে যায়। বাদবাকি টাকা কাউকে না জানিয়ে নীরবে দেয়ার কথা বলে চলে যায় তারা। এসব কাউকে জানালে তাদের প্রাণনাশসহ গ্রাম ছাড়ার হুমকিও দিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

টেলিফোনে রায়পুরা থানার সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩২৬)
জীবন মান বাঁচাতে ঘরছাড়া সেইসব মানুষের কথা

বরিশাল থেকে মানবেন্দ্র বটব্যাল ঃ নির্বাচন-পূর্ব ও পরবর্তীকালে সন্ত্রাসীদের হামলা সহ্য করতে না পেরে এবং হামলা ও ধর্ষণের শিকার না হওয়ার জন্য বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ার উপদ্রুত হাজার হাজার মানুষ কেবল গোপালগঞ্জের রামশীলই নয়, মাদারীপুর ও

গোপালগঞ্জ জেলার অন্যান্য স্থানেও আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। আর তারা আশ্রয় নিচ্ছে আত্মীয়তার সূত্র ধরে বিভিন্ন বাড়িতে। আশ্রিতদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুল-কলেজের ছাত্রীসহ বিবাহিত-অবিবাহিত কিশোরী ও যুবতী।

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার দর্শনা গ্রামের 'দে' উপাধিভুক্ত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলার পতিহার, বাকাই, ইল্লা, খাঞ্জারপুরসহ অন্যান্য গ্রামের ৪০/৫০ জন আশ্রয় নিয়েছে। এদের অধিকাংশই স্কুল, কলেজের ছাত্রী। বাড়ির গৃহকর্তার কাছে ধান আছে কিন্তু বৃষ্টির জন্য ধান সেদ্ধ করা বা শুকানো যাচ্ছে না। তাই দেখা দিয়েছে খাদ্যাভাব। সবাইকে একবেলা আধপেটা খেয়ে থাকতে হচ্ছে। গোপালগঞ্জের পীরের বাড়ি এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে ৬০/৭০ টি পরিবারের প্রায় ৩শ লোক আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন যুবতী রয়েছে। এ আশ্রিতরা অধিকাংশই ২ অক্টোবর রাত থেকে শুরু করে এক কাপড়ে ভূত-ভবিষৎ চিন্তা না করেই নিজেদের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে শুধুমাত্র নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য।

গোপালগঞ্জের নয়াবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে ৬০/৭০ ব্যক্তি। এখানে আশ্রয় নিয়েছে বাকাই, খাঞ্জাপুরের অধিবাসীরা। বিএনপি সন্ত্রাসীরা কয়েকদিন আগে খাঞ্জাপুরের বাবুদত্তের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার বৃদ্ধ পিতা ও গ্রাম্য ডাক্তার পরেশ দত্তকে নির্দয়ভাবে মারধর করে। তার পরেও পরেশ দত্ত নিজের পৈতৃক বাড়ি আঁকড়ে ছিলেন; কিন্তু সন্ত্রাসীরা তার দুই পুত্রকে হস্তান্তর অন্যথায় টাকা দাবি করে সাদা স্ট্যাম্পে জোর করে সই নেয়ার চেষ্টা করে। সন্ত্রাসীদের চাপ সহ্য করতে না পেরে পরেশ দত্ত গত ১৪ অক্টোবর গোপালগঞ্জের নয়াবাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। গোপালগঞ্জের পীরেরবাড়ি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল ব্রাক্ষণ পরিবারের এক ধর্ষিত যুবতী। এলাকার লোকজন এ খবর জানতে পেরে ঔৎসুক্য নিয়ে সেখানে যাতায়াত শুরু করলে মেয়েটিকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে সাতঘর জলিরপাড় এলাকায়। আগৈলঝাড়া উপজেলার প্রসাদ কর্মকার বিএনপির সন্ত্রাসীদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আশ্রয় নিয়েছিলেন শশিঘরে; কিন্তু সেখানে গিয়েও বিএনপি সন্ত্রাসীরা হুমকি দেয়ায় তিনি ভারতে চলে গেছেন বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছে।

প্রশিকা ও ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুপারভাইজার পরেশ জানান, বাকাই গ্রামের প্রশিকার ২টি, ব্র্যাকের ১টি, মাগুরা গ্রামে প্রশিকা ও ব্র্যাকের ১টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচনের ২/৩ দিন আগে থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। এসব বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষয়িত্রী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে এসব শিক্ষয়িত্রী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। বেসরকারি সাহায্য সংস্থা পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টার নারী কর্মীরা আশ্রয় নিয়েছে পীরেরবাড়ি এলাকায়। জোৎস্না নামে একটি মেয়ে তার খালাতো ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে অন্যত্র; কিন্তু আশ্রয় দাতা খাবার দিতে না পারায় এরা এখন আশ্রয় নিয়েছে বৌদির পিত্রালয়ে। সরকারি প্রচারযন্ত্রে সাবেক প্রধান উপদেষ্টা, বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার বক্তব্য শুনে এসব আশ্রয় গ্রহণকারীদের মন্তব্য 'ওনারা এসে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন প্রকৃত অবস্থা কি?' আশ্রিতরা তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য পুলিশ ও হামলার শুরুতে উপস্থিত থাকা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ করেন। অন্যদিকে পুলিশ বাহিনী নিজেদের কৃতিত্ব দেখানোর জন্য বিভিন্ন ইউপি চেয়ারম্যানের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে তার ইউনিয়নে উপ-নির্বাচনের পূর্বে বা পরে কোন ঘটনা ঘটেনি লিখে দেবার জন্য। স্বরূপকাঠি উপজেলার আটঘর কুড়িয়ানা ইউপি চেয়ারম্যান হরিবর বিশ্বাসকে এ ধরনের সনদ লিখে দেবার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

সংবাদ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩২৭)

ভাঙ্গায় কলেজ ছাত্রী ধর্ষণ
প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়ন-এর আজিমনগর গ্রামে নির্যাতনের শিকার এক সংখ্যালঘু পরিবারের প্রতি নির্যাতনকারী মহল প্রাণনাশসহ নানা প্রকার হুমকি অব্যাহত রেখেছে। হুমকি দিয়ে ঐ পরিবারটির কন্যা কলেজ ছাত্রীকে উপর্যুপরি ধর্ষণের ঘটনাও অস্বীকার করতে বাধ্য করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে ভাঙ্গার বিভিন্ন মহল এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

৬ অক্টোবর সংখ্যালঘু পরিবারটির ওপর বর্বরতম নির্যাতন চালায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন এর ভাই হাবিব ও তার সহযোগী সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসীরা ঐ বাড়িতে ভাঙচুর লুটপাট চালিয়ে বাড়ির কলেজ পড়ুয়া কন্যাকে মায়ের সামনেই উপর্যুপরি ধর্ষণ করে।

ঘটনার পর থেকে নির্যাতনকারী মহল প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন-এর নেতৃত্বে ধর্ষণ ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে তৎপর। সোমবার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসী জানান, নির্যাতনকারীরা অত্যন্ত প্রভাবশালী। তারা নির্যাতিত পরিবারটিকে প্রাণনাশসহ নানা প্রকার হুমকি প্রদান করছে।

অন্যদিকে মেয়েটিকে বিয়ে দিতে হবে, লোকলজ্জা ও সামাজিক কারণেও তারা ধর্ষণ ঘটনাটি চেপে যেতে বাধ্য হচ্ছে। মেয়েটির বাবা-মা ঐদিন তাদের বাড়িতে হামলা ও নির্যাতনের কোন ঘটনাই ঘটেনি বলে জানালেও আত্মীয়-স্বজনসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ধর্ষণ বাদে হামলা, মারপিট, ভাঙচুর, লুটপাটের ঘটনা স্বীকার করেছেন। মেয়েটি গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার বাটিকামারি গ্রামের আত্মীয়দের আশ্রয় থেকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে আসেনি।

ভাঙ্গার বিভিন্ন মহল ঘটনাটির তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ভোরের কাগজ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩২৮)

পাথরঘাটায় নির্যাতনের শিকার ১০ হিন্দু পরিবার, এক কিশোরী ধর্ষিত

মনির হোসেন কামাল,বরগুনা থেকে ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর থেকে পাথরঘাটায় বিএনপি কর্মীদের হাতে ১০টি সংখ্যালঘু পরিবার নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে এক কিশোরী ধর্ষিত হয়েছে। পাথরঘাটার চরদোয়ানী, কাঁঠালতলী, নাচনাপাড়া, রায়হানপুর ও কাকচিড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নৌকা প্রার্থীকে সমর্থন করায় বিএনপির কর্মীরা এসব নির্যাতন চালায়।

তারা কাঁঠালতলী ইউনিয়নের পরীকাটা গ্রামের মনা মণ্ডলকে মারধর করে ও তার পুরুষাঙ্গ টেনে হিঁচড়ে জখম করেছে। রায়হানপুর গ্রামের গুনধর মিস্ত্রীর ছেলে গৌতম মিস্ত্রি, সূর্য মালাকারের ছেলে পঙ্কজ মালাকার, রসিক চক্রবর্তীর ছেলে রতন চক্রবর্তী, সুরেন হালদারের ছেলে সুশান্ত, সখানাথ বেপারির ছেলে রিপনকে মারধর করে। উত্তর কাকচিড়া গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য নরেশ হাওলাদারকে নির্যাতন করা হয়। কাঁঠালতলী ইউনিয়নের তালুকের চরদোয়ানী গ্রামের সুজন বেপারি, হোগলাপাশা গ্রামের নারায়ণ ঘরামীর ছেলে তমালকে মারধর করা হয়।

হোগলপাশা গ্রামের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয় গত ৬ অক্টোবর। ধর্ষিতা কিশোরী ও তার বোন অভিযোগ করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী গ্রহণের সময় তাদের উপর মানসিক চাপ

সৃষ্টি করা হয়। তারা যে জবানবন্দী দিয়েছে তা হুবহু রের্কড করা হয়নি বলে তারা সন্দেহ পোষণ করেছে। হোগলাপাশা গ্রামের আদর্শ পল্লীর গৃহবধূ বিভা রানী বলেন, তারা ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। ধর্ষিতার ভগ্নিপতি বলেন, ৬ অক্টোবর রাতে তিনি ও তার স্ত্রী দোকানে ঘুমিয়ে ছিলেন। তারা বাড়ি যাবে না নিশ্চিত হয়েই ধর্ষকরা বাড়ি গিয়ে শ্যালিকাকে গণধর্ষণ করে। পাথরঘাটা থানা পুলিশ ধর্ষিতার পরিধেয় সেলোয়ার-কামিজ জব্দ করলেও ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেনি। ১৫ অক্টোবর সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় নেতা জিয়াউদ্দিন তারেক আলী ধর্ষিতা কিশোরীকে আইনী সহায়তা দিতে ঢাকায় নিয়ে যান। পাথরঘাটার জনপ্রতিনিধি, আইনজীবী, সমাজকর্মী ও গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে নির্যাতনের সত্যতা পাওয়া গেছে।

এতোগুলো হামলা ও নির্যাতনের ঘটনার পর পাথরঘাটায় সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩২৯)
সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কুটনীতিকদের উদ্বেগ প্রকাশ

কুটনৈতিক রিপোর্টার ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ৭টি দেশের কূটনৈতিকগণ গতকাল বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশে নির্বাচন শেষে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, এধরনের ঘটনা অব্যাহত থাকলে নতুন সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে যা অর্জন করেছে সে সব ম্লান হয়ে যাবে। জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, দেশের দু-একটি স্থানে বিশেষ মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসব ঘটাচ্ছে। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের বিরূদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় সূত্রে একথা জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ব্রিটেন, জার্মানী, ইটালী, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও ইংল্যান্ডের কূটনৈতিকগণ গতকাল সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তার দফতরে দেখা করে প্রায় এক ঘন্টা আলোচনা করেন। এসময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ রহমান ও পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মহসীন আলী উপস্থিত ছিলেন।

কূটনীতিকগণ বলেন, নির্বাচন শেষ হওয়ার পরপর দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর সরকারী দলের সমর্থকদের হামলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি সাভারসহ কয়েকটি স্থানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর নির্যাতন হয়েছে। সরকার যদি এখনই এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে না পারে তবে নির্বাচনের মাধ্যমে যে ভাবমূর্তি অর্জন করেছে তা ম্লান হয়ে যাবে। কূটনীতিকগণ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে সরকারী দলের সমর্থকদের ক্রমবর্ধমান চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী ঘটনার কথাও তুলে ধরেন। এ সময় ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত অভিযোগ করেন যে, নোয়াখালীতে ডেনমার্কের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্পের কর্মকর্তাদেরকে চাঁদার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে। সন্ত্রাসীরা চাঁদা না পেলে প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে।

যুগান্তর, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩৩০)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ঃ চট্টগ্রামের দুশ' পঁচিশ আইনজীবীর ক্ষোভ

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রামের ২২৫ জন আইনজীবী এক বিবৃতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন শুরু এবং তা অদ্যাবধি অব্যাহত থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এক বিবৃতিতে তারা সংখ্যালঘুদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন ও মারধরের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি ও জন্মভূমি থেকে বিতাড়নের জন্য অব্যাহত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। তারা অবিলম্বে এসব অমানবিক কার্যকলাপ বন্ধ এবং দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবি জানান। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন; কামাল উদ্দিন আহমেদ, মৃদুল গুহ, মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, সুখময় চক্রবর্তী, জাফর আহমদ, মোস্তাফিজুর রহমান, জয়নাল আবেদীন চৌধুরী, মানিক চন্দ্র দে, মোহাম্মদ আবুল হাশেম প্রমুখ।

যুগান্তর, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩৩১)
কালিয়াকৈর উপজেলা
সংখ্যালঘু পরিবারগুলো এখনো বাড়িঘরে ফিরতে পারেনি

মির্জাপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কালিয়াকৈর উপজেলার অধিকাংশ সংখ্যালঘু পরিবার এখনও সন্ত্রাসীদের ভয়ে তাদের বাড়িঘরে যেতে পারছে না বলে সংখ্যালঘু পরিবারদের কাছ থেকে জানা গেছে। বিশেষ করে ২৩ অক্টোবর থেকে শারদীয় দুর্গাপূজা তারা করতে পারছে না। অধিকাংশ সংখ্যালঘুরা টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের বহুরিয়ার পালপাড়া, মাঝিপাড়া, বাওয়ার কুমারজানি, গোড়াই ও পাকুল্যাতে আশ্রয় নিয়েছে।

সংবাদ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩৩২)
নির্বাচনোত্তর সহিংসতা
বাগেরহাটে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত না হওয়ার আশংকা

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাগেরহাট জেলায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব সার্বজনীন দুর্গাপূজা উৎসব তেমন জাঁকজমকভাবে উদ্‌যাপিত না হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপি তথা ৪ দলীয় জোট ক্যাডাররা নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, বাড়িঘর লুট, চাঁদা দাবি, ভাঙচুর, মারপিট, হত্যা এমনকি যুবতীদের ওপর অত্যাচার করায় পূজার উৎসব আমেজে ভাটা পড়েছে। অনেক পরিবার নীরবে অত্যাচার হজম করছে। প্রাণের ভয়ে মুখ খুলছে না।

গত কয়েকদিন আক্রমণের মাত্রা কমলেও স্থানবিশেষে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের মাছের ঘের লুট করছে। দিন ও রাতে মেশিন বসিয়ে পানি তুলে লাখ লাখ টাকার মাছ ধরে হাটবাজারে বিক্রি অব্যাহত রেখেছে। বিক্রিকৃত টাকার ভাগ পৌঁছে যাচ্ছে কোন কোন নেতার কাছে।

বাগেরহাটের শহরতলির কোণ্ডলা, গোটাপাড়া, সুলতানপুরসহ, পার্শ্ববর্তী অধিকাংশ সংখ্যালঘুর মাছের ঘেরগুলোর দখল এবং নিয়ন্ত্রণ করছে বিএনপি ক্যাডাররা। লোকমুখে এসব ঘটনা প্রচার হলেও পুলিশ অজ্ঞাত এবং রহস্যজনক কারণে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বা ভুল করেও ওদিকে যাচ্ছে না। ফলে নিরাপদে সন্ত্রাসীরা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এসব অবস্থার মধ্য দিয়ে পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী সংবাদকে জানান, পূজা এলে তার দোকানে প্রচুর বিক্রি হতো। কিন্তু পূজার আর মাত্র ক'দিন বাকি। অথচ মাল বিক্রি হচ্ছে না।

অন্য ব্যবসায়ীদের বক্তব্য একই। তারা বলেন, বাইরে থেকে লোকজন আসছে না। সর্বদা হিন্দুরা ভয়ে ভয়ে ঘরেই থাকছে। মালামাল বিক্রি হবে কেমন করে? শহরে লোকজন কম আসছে গ্রাম থেকে।

এ অবস্থায় বাগেরহাট জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন জাঁকজমকভাবে হচ্ছে না।

সংবাদ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩৩৩)
কালীগঞ্জে ২ সংখ্যালঘুর কাছে ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি

যশোর অফিস ঃ ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার মালিয়াট ইউনিয়নের শশারপাড়া গ্রামে গত মঙ্গলবার রাতে একদল মুখোশধারী দুর্বৃত্ত নারায়ণ কর্মকার ও নারায়ণ বিশ্বাসকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তাদের কাছে ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে। আগামীকাল শনিবার গ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে ওই চাঁদা পৌঁছে দিতে বলা হয়।

এ ঘটনা জানাজানি এবং চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের প্রাণহানীর হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। পরের দিন মালিয়াট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শশারপাড়ায় গ্রামে এসে প্রহৃত দুজনের কাছ থেকে সবিস্তারে ঘটনা শুনেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে নির্যাতিত ওই দুব্যক্তির পক্ষ থেকে থানায় কোনো মামলা হয়নি।

প্রথম আলো, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩৩৪)
সরেজমিন-রাউজান-রাঙ্গুনিয়া-সন্দ্বীপ
নৌকা সমর্থকদের ওপর চলছে নারকীয় নির্যাতন

তপন চক্রবর্তী /শামসুল আলম ঃ চট্টগ্রামের বিভিন্নস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর নির্বাচন-পরবর্তী হামলা, লুটপাট, নিপীড়ন ও নির্যাতন মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে চট্টগ্রামের রাউজান, রাঙ্গুনিয়া ও সন্দ্বীপের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। কয়েকটি এলাকায় হামলা-নির্যাতনের ঘটনা ৭১ সালের বর্বরতাকেও হার মানায়।

জীবন বাঁচাতে অগণিত মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। পুরুষশূন্য গ্রামে সন্ত্রাসীরা নারী ও শিশুকে রেহাই দিচ্ছে না। নির্বাচন পরবর্তী রাঙ্গুনিয়ায় মোট ৪৫ জন লোক আহত হয়েছেন। অর্ধশতাধিক বাড়িঘরে ভাংচুর ও লুটপাট হয়েছে।

সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙ্গুনিয়ার ধামাইরহাট এলাকায় আস্তানা গেড়েছে। ধামাইরহাটের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে সন্ত্রাসীরা মোটা অংকের চাঁদা আদায় করেছে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে চলে অত্যাচার, নির্যাতন। চাঁদা না দেয়ায় ১২অক্টোবর ধামাইরহাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে স্বপন বড়ুয়া (২৫) নামে এক যুবকের উপর সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হামলা চালায়। গুরুতর আহত স্বপন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

রাঙ্গুনিয়ার শান্তিনিকেতন, ফুলবাগিচা, মধ্যপারুয়া, সাহাব্দীনগর-সহ কয়েকটি গ্রামে প্রতিনিয়ত নির্যাতন চলছে। ১৪ অক্টোবর রাতে শান্তিনিকেতন এলাকায় সন্ত্রাসীরা একটি দুর্গাপ্রতিমা ভেঙ্গে ফেলে। উত্তর রাঙ্গুনিয়ার দোকানদার মিলন বিশ্বাস, কেশব দে, বিশ্বজিৎ দাশ, ইউপি মেম্বার সুবিমল বিশ্বাস অভিযোগ করেন যে, ৩অক্টোবর থেকে এই এলাকায় বিভিন্ন দোকান থেকে সন্ত্রাসীরা জোর করে চাঁদা আদায় করেছে।

রাঙ্গুনিয়ার রানীরহাট, গাবতল, বগাবিল, সাদেক নগর ও মধ্যঘাঘড়া এলাকায় সন্ত্রাসীরা ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছে ও অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে।

অপরদিকে সন্দ্বীপের পশ্চিম সারিকইত, পশ্চিম মাইটভাঙ্গা, চৌধুরীপাড়া, মুসাপুরধাম, সেনেরহাট এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অমানুষিক নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। জেলেপাড়ায় সন্ত্রাসীরা মোটা অংকের চাঁদা আদায় করেছে। সন্দ্বীপের চেউরিয়া গ্রামের একটি মন্দিরও ভেঙে ফেলা হয়।

সন্দ্বীপে সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরের টিনের ছাউনি পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা খুলে নিয়েছে। এখানে ধর্ষণের নারকীয় ঘটনাও ঘটেছে। নৌকায় ভোট দেয়াই এদের অপরাধ, পুলিশ প্রশাসন একেবারে নীরব।

রাউজান প্রতিনিধি জানান, ১ সপ্তা ধরে বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা নির্বিচারে নির্যাতন চালাচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সাবেক এনডিপি ক্যাডার ফজল হকের বাহিনী নির্বিচারে অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। রাউজানের ২৫টি বাড়িঘরে ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়।

সন্ত্রাসীরা বাগোয়ান ইউনিয়নের সুনীল চৌকিদারের বাড়ি, উত্তর রাউজানের কেউটিয়া গ্রামে নির্বাচনের আগের দিন পুলক ভট্টাচার্যের বসতবাড়ি ও কমলপতি গ্রামের অরুণ সরকারের বাড়িতে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ডাবুয়া ইউনিয়নের রামনাথপাড়ায় হামলা ও ডাবুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাধন চক্রবর্তীকে বেদম মারধর করে। এসকল হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা হলেও পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে।

আজকের কাগজ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

(৩৩৫)
সংখ্যালঘু নির্যাতনকারীদের বিশেষ ব্যবস্থায় দ্রুত বিচার দাবি

মনোজ সাহা, গোপালগঞ্জ থেকে ঃ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ রামশীলে আশ্রয় গ্রহণকারী নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুদের অবিলম্বে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ এবং নির্যাতনকারীদের বিশেষ ব্যবস্থায় দ্রুত বিচার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

আশ্রিতদের দেখার জন্য রামশীল ঘুরে এসে শুক্রবার দুপুরে গোপালগঞ্জ প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ এ দাবি জানান। তারা বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা না হলে এর প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ হবে। কোন দল বিশেষকে ভোট দিলেই সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করা হবে এমনটি মেনে নেয়া যায় না। অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে "কিছু সত্য, কিছু অসত্য, কিছু অতি রঞ্জিত" ইত্যাদি মন্তব্য করায় নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যা যতটুকুই ঘটেছে সরকার সে বিষয়ে কোন শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অবিলম্বে নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তারা সরকারের কাছে আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি বোধিপাল মহাথেরো, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, সাংগঠনিক সম্পাদক দীপেন চ্যাটার্জি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এ সময় স্থানীয় ঐক্য পরিষদের নেতা এড. জগদীশ চন্দ্র বৈদ্য, রবীন্দ্র নাথ অধিকারী, তারক কুমার সরকার, কালাচাঁদ সাহা উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিএনপির প্রস্তাবিত সংখ্যালঘুদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষণ সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, পৃথক নির্বাচন বা রিজার্ভেশনের কথা বলে ধর্মীয়ভাবে জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতেই আমরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে চাই। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ সরকারের সংখ্যালঘুদের কাউকে পূর্ণমন্ত্রীর পদে নেয়া হয়নি। মির্জা আব্বাস, সাদেক হোসেন খোকার মতো গয়েশ্বর রায়ও একজন ত্যাগী ও যোগ্য নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাকে মন্ত্রী করা হয়নি।

এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঐক্যপরিষদের নেতৃবৃন্দ রামশীলে আসেন এবং আশ্রিতদের কাছ থেকে তাদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের কাহিনী শোনেন। পরে রামশীল ইউপি ভবন প্রাঙ্গণে এক বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রামশীল ইউপি চেয়ারম্যান শচীন্দ্রনাথ মধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা বিমল বিশ্বাস, কৃষ্ণ প্রসাদ মজুমদার, আওয়ামী লীগ নেতা লাল মোহন বিশ্বাস, কমল তালুকদার, মন্মথ নাথ পোদ্দার, দীপংকর ঘোষ, সুখেন্দু বৈদ্য, শেফালী সরকার, গিয়াস উদ্দিন প্রমুখ।

পরে ঐক্যপরিষদের পক্ষ থেকে রামশীলে আশ্রিতদের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা মূল্যের শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি এবং ২৫ হাজার টাকা মূল্যের খাদ্যসামগ্রীসহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৩৬)
নির্বাচন-পরবর্তী সন্ত্রাস

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সারাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা অব্যাহত রয়েছে। ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে আবারো নাটোরে এক সংখ্যালঘু নারী ধর্ষিত হয়েছে। মির্জাপুরে

পূজামণ্ডপ ভাংচুর করা হয়েছে। এছাড়া লালপুরে ২০টি সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে ২০ জন। ভোলায় এক সংখ্যালঘুর দোকানে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করা হয়েছে।

নাটোর সংবাদদাতা জানান, গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে বাগাতিপাড়া উপজেলার পাচুরিয়া গ্রামে স্টিফান মারান্ডির স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে ছাত্রদলের সদস্য ফরিদ ও অন্য একজন। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

মির্জাপুর সংবাদদাতা জানান, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত চামারী, ফতেপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে একদল সন্ত্রাসী সংখ্যালঘু গনেশ বসাকের বাড়িতে হামলা চালায় এবং পূজামণ্ডপ ভাংচুর করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, নির্বাচন সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় একদল সন্ত্রাসী গনেশের বাড়িতে ঢুকে পূজামণ্ডপ ভাংচুর করে। এ ব্যাপারে মির্জাপুর থানায় যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার জানায়, উক্ত গ্রামের একটি বাড়িতে পূজামণ্ডপ ভাংচুর হয়েছে বলে তারা শুনেছেন।

সংবাদ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৩৭)
চাটখিলে অপহরণের ৫ দিন পর সুধাংশুকে উদ্ধার

চাটখিল (নোয়াখালী) প্রতিনিধি ঃ চাটখিল উপজেলার রামনারায়ণপুর ইউনিয়নের ডা. সুধাংশু দেবনাথকে (৫৮) অপহরণের পাঁচদিন পর পুলিশ গতকাল শুক্রবার সকালে তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে। সুধাংশু জানান, অপহরণকারীরা গত বৃহস্পতিবার রাতে দুই চোখ বেঁধে তাকে তার বাড়ির কাছে রেখে যায়। পুলিশ এ ঘটনাকে সাজানো বললেও সুধাংশু জোর দিয়ে বলেন, তাকে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়েছিল। এ নিয়ে এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৩৮)
স্বরূপকাঠিতে দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা

স্বরূপকাঠি প্রতিনিধি ঃ স্বরূপকাঠির করফা গ্রামে এক মুদি দোকানিকে গত বৃহস্পতিবার দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে। নিহত দোকানদারের নাম অনিল মন্ডল (৫০)। তার বাড়ি করফা গ্রামের ঠাকুরবাড়ি।

যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৩৯)
দুর্গাপূজা উদযাপনে বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা ঃ সূত্রাপুরে উত্তেজনা

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ রাজধানীর পুরনো ঢাকায় একটি মন্দিরে গরুর হাড় ঝুলিয়ে রাখার ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। আসন্ন দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে এহেন কাজ পুরনো ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। তাদের ধারণা পূজা উৎসবে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ কাজ করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল সূত্রাপুরের নরেন্দ্র বসাক লেনে ভগবত মন্দিরের বাউন্ডারির ভেতরে বসে কয়েকজন যুবক নানরুটি ও গরুর মাংস খায়। খাওয়া-দাওয়া শেষে যুবকরা গরুর একটি বড় হাড় দড়ি দিয়ে মন্দিরের চালার সঙ্গে বেঁধে রেখে যায়। এদিকে এলাকাবাসী জানিয়েছে, শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ভগবত মন্দিরে এর আগে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেনি। অবিলম্বে তারা দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছেন। এ ঘটনায় সূত্রাপুর থানায় জিডি করা হয়েছে।

যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৪০)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন ------১১ দল

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ ১১ দল নেতৃবৃন্দ বলেছেন, নির্বাচনে বিজয়ী চার দলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেনীর সংখ্যালঘুদের ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা শুধু বাড়ি দখল, জমি দখল বা মাছের ঘের দখলই নয়, লুটপাট ও ধর্ষণ চালাচ্ছে গ্রাম-গ্রামান্ত রে; নেতৃবৃন্দ এসব ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে আখ্যায়িত করে বলেন, আজকের ঘটনার জন্য বিদায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারও প্রাথমিকভাবে দায়ী। ১১ দল অবিলম্বে প্রতি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানান।

গতকাল বিকালে ওয়ার্কার্স পার্টি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ১১ দল নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। ১১ দলের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার এলাকাগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতার আলোকে নেতৃবৃন্দ বলেন, রামশীল পরিদর্শনের নামে ঘটনাস্থলে না গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আকাশচারী হয়ে নিজের অযোগ্যতা ঢাকার জন্য সবাইকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, ঘটনার গুরুত্ব বুঝে মোল্লাহাটের থানা স্থানান্তর করা হয়েছে হিন্দু অধ্যুষিত নির্যাতিত এলাকায়। আগৈলঝাড়ার রাজিহা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রমেশ দাস, কান্দি ইউনিয়নের অনিল দেব, অধ্যক্ষ জগদীশ গাইন, ফকিরহাটের পাগলার সুভাষ দেবনাথ, মনোতোষ দেবনাথ, মন্টু দেবনাথ, নিখিল দেবনাথ ও মৃনাল দেবনাথসহ বহু লোক প্রাণের ভয়ে বাড়ি ছেড়েছে। তাদের বাড়িঘর লুট হয়েছে। ধানডোবার অপূর্ব তালুকদারের পা কেটে ফেলা হয়েছে। মোল্লাহাটের গাওলা গ্রামের পরিমল মিস্ত্রির স্ত্রী ও শাশুড়ি ধর্ষিত হয়েছে। তপন পোদ্দারের ঘেরের মাছ ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, নির্যাতিতদের আশ্রয়ের জন্য রামশীল স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে, শরণখোলায় হিন্দুদের বলা হচ্ছে পূজা না করলে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে, আগৈলঝাড়ার গ্রামে গ্রামে বলা হচ্ছে পূজা কর নইলে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাও।

১১ দল নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, ১১দল নেতা রাশেদ খান মেনন, বিমল বিশ্বাস, নির্মল সেন, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ও মঞ্জুরুল আহসান খান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আবদুল্লাহ সরকার, দীলিপ বড়ুয়া, ফজলে হোসেন বাদশা, নূর আলম লেনিন, আবদুল জব্বার, আবু আহমেদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৪১)
সাকা চৌধুরীর নির্দেশ!
রাউজানে হিন্দু বস্তিতে অগ্নিসংযোগ, ব্যবসায়ীকে হুমকি

চট্টগ্রাম অফিস ঃ প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর উপস্থিতিতে এক মহিলা ইউপি মেম্বারের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এক

ব্যবসায়ীকে হুমকি দেয়। গতকাল শুক্রবার সাকা চৌধুরীর লালিত সন্ত্রাসীরা তার নিজ বাড়ি গহিরার পশ্চিম গুজরা সরকার পাড়ায় রত্না ঘোষ ও অপর দুই জনের বাড়িতে আগুন দেয়।

এলাকাবাসী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রাউজান এলাকার সাংসদ সাকা চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা হওয়ার পর নিজ বাড়ি গহিরা গ্রামে আসেন। গ্রামে আসার পর পরই তার সন্ত্রাসী বাহিনী এলাকায় ব্যাপক ত্রাস সৃষ্টি করে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, গতকাল সাকা চৌধুরী বাড়িতে বসেই তার বাহিনীকে নির্দেশ দেয় মহিলা মেম্বার রত্না ঘোষের বাড়িতে আগুন দেওয়ার জন্য। সন্ত্রাসীরা সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় গিয়ে মহিলা মেম্বারের বাড়িতে আগুন দিলে পার্শ্ববর্তী আরও ৩টি বাড়িতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে বাড়িগুলো ভস্মীভূত হয়। অপর যে ৩জনের বাড়ি পুড়েছে তাদের নাম চন্দন ঘোষ, সনজিৎ ঘোষ ও অজিত ঘোষ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। সংখ্যালঘু জনমনে আতঙ্ক বেড়ে গেছে।

ভোরের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৪২)
মাধবপুরে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব মারপিট-লুটপাট, মেয়েরা অবরুদ্ধ, চাঁদা দাবি

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ জেলার মাধবপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম ও হাট বাজারে বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছে। মারপিট ও লুটপাট চলছে নির্বিচারে। হাট বাজারকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভদ্র কায়দায় ধনাঢ্য ও ব্যবসায়ী সংখ্যালঘুদের কাছে চাঁদা দাবি করা হচ্ছে।

নির্বাচনের দুদিন আগে থেকেই ঐ উপজেলার দাশপাড়া, জগদীশপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন নেমে আসে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নিরীহ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। একই উপজেলার বৈকুণ্ঠপুর, জগদীশপুর ও নোয়াপাড়া চা বাগানের সংখ্যালঘু চা শ্রমিকরা নির্যাতনের ভয়ে হাট-বাজার ছেড়ে দিয়েছে। বিবাহযোগ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছে। কয়েকটি গ্রামে স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেও লাভ হচ্ছে না। থানা পুলিশের নীরব দর্শকের ভূমিকা থাকায় সন্ত্রাসীরা বীরদর্পে এসব সন্ত্রাসমূলক কাজ করে যাচ্ছে বলে জানা যায়।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন মাধবপুর, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা মাধবপুর সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে প্রশাসনিক জোরালো পদক্ষেপ কামনা করেছে।

ভোরের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৪৩)
বরিশালের গৌরনদীতে সরজমিন অনুসন্ধান যে চিত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন করে না

বরিশাল ও গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় বরিশালের গৌরনদী উপজেলার উত্তর ধানডোবা, বাগিশেরপাড়, ইল্লা, খাঞ্জারপুর, বিল্বগ্রাম ও জঙ্গলপট্টিতে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন। এই ৬টি গ্রাম

সরজমিনে ঘুরে দেখা গেছে ত্রাস ও আতঙ্কে পরিবারের বয়োবৃদ্ধ ছাড়া অন্য সবাইকে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘরবাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট, চাঁদাবাজি,বোমা ও ধারালো অস্ত্রের আঘাত এবং শ্লীলতাহানী, নারী নির্যাতনের ঘটনা সেখানে পরিণত হয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায়।

গত শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ঐ সব এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, দুই শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবারের ঘরবাড়িতে কোন স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী এক কথায় উঠতি বয়সের কোন নারী-পুরুষকে প্রকাশ্যে এমনকি ঘরের আড়ালে আবডালেও দেখা যায়নি। যেসব বয়োবৃদ্ধ বদ্ধঘরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারাও বদ্ধদ্বারে কারো করাঘাত অথবা আঙিনায় কোনো অচেনা আগন্তুকের আগমনে কেঁপে ওঠেন অজানা আতঙ্কে। এসব অঞ্চলে কমপক্ষে ১৭টি সংখ্যালঘু পরিবারের লোকজন ঘরদুয়ারে তালা মেরে চলে গেছে এলাকা ছেড়ে। আশ্রয় নিয়েছে ভিন্ন গাঁয়ে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে।

নির্বাচনের পরেরদিন ১ অক্টোবর দুপুরে ৪ দলীয় জোটের বিজয় নিশ্চিত হতে না হতেই উত্তর ধানডোবায় প্রকাশ্যে মহড়া দিয়ে ঢুকে পড়ে বিএনপির সমর্থনে সশস্ত্র ক্যাডাররা। নিতাই, নিখিল, জীবন তালুকদার, রাখাল কর্মকার, যুধিষ্ঠির, হরিপদ, জয়ধর, বিশ্বনাথ, নগেন হালদারের বাড়ি আক্রান্ত হয় দিনদুপুরেই। চলে ব্যাপক ভাঙচুর। একই দিন সন্ধ্যায় সন্ত্রাসীরা নিতাই,নিখিল ও জীবন তালুকদার এবং রাখাল কর্মকারের ঘরবাড়ি লুট করে।

২ অক্টোবরেই ইল্লা গ্রামে হামলা চালায় শতাধিক বিএনপি ক্যাডার। যুবলীগ নেতা বাবু দত্তের বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট হয়। বাবু দত্তের পিতা পরেশ দত্তের ওষুধপথ্য নিয়ে যায় হামলাকারীরা। এ পরিবার এলাকায় কাপালী সম্প্রদায়ভুক্তদের মালামাল গচ্ছিত রাখত। সন্ত্রাসীরা মণকে মণ ওজনের পিতল-কাঁসার হাঁড়ি-পাতিল-ডেকচি-কড়াই, থালা-গামলা-জগ-গ্লাসসহ ৪ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায় হিংস্র উল্লাসে। তাদের বাড়িঘরের ঠাকুরের পূজার আসন থেকে বৈদ্যুতিক ও ক্রোকারিজ মালামাল পর্যন্ত সবকিছু লুটপাট, ভাঙচুর হয়। স্বচক্ষে না দেখলে এ তাণ্ডবের ভয়াবহতা বর্ণনায় তুলে ধরা সম্ভব নয়।

একই দিনে বাগিশেরপাড় গ্রামে ভাঙচুর লুটপাট হয় সুরেন তপাদার এবং এডভোকেট নিত্যানন্দ তপাদারের ঘরবাড়ি। ৩ অক্টোবরে খাঞ্জারপুর গ্রামের নন্দলাল দত্ত, অখিল দাস, মনোতোষ ও বিভুতিরঞ্জনের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর লুটপাট হয়। ৪ অক্টোবরে বাগিশেরপাড় গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি আবারো আক্রান্ত হয়। এবার ক্যাডাররা নৌকাযোগে এসে সুনিল তপাদার, নারায়ণ দাস, সত্য মাষ্টার, চিত্ত মজুমদার প্রমুখের ঘরবাড়িতে হামলা চালিয়ে লুট করে নিয়ে যায় বছরের খোরাকি ও বীজ তৈরির ধান, ৮ মণ পাট, টেলিভিশন,জামা-কাপড় এমনকি শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া লুঙ্গি-গামছা পর্যন্ত।

৫ অক্টোবর ধানডোবা গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে নিরঞ্জন বাড়ৈ ও বলরাম তালুকদারের ঘরবাড়ির রেডিও-টিভি, টাকা পয়সা, স্বর্ণালঙ্কার, কাপড়চোপড়, এমনকি ধান-পাট-টর্চ লাইট পর্যন্ত লুটে নিয়ে নৌকা ভর্তি করে চলে যায় সন্ত্রাসীরা। তালুকদার বাড়ির এক গৃহবধূকে জোর করে ঘরের বাইরে তুলে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন করে ফেলে রেখে যায়। হামলার সময় গ্রামটি ছিল সংখ্যালঘু পুরুষশূন্য। এ গ্রামের জীবন তালুকদার, নিখিল, কৃষ্ণ বাহার, জয়হরি, নিরঞ্জন বৈদ্য, রাখাল, যুধিষ্টির, পরিতোষ তালুকদার, জয়ধরের মতো লোককে সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ত্রাস ও আতঙ্কে স্ত্রী-ছেলেমেয়ে সহ পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। শিখা তালুকদার ও সীমা (্লাতক), উন্নতি (উচ্চ মাধ্যমিক), সুমতি, জয়ন্তি ও কোকা (মাধ্যমিক), অঞ্জনা ও হাসি হালদারের (৮ম শ্রেণী) মতো

স্কুল-কলেজ পড়ুয়া কিশোরী-তরুণী, রুপা ও মায়ার মতো তরুণীরা এই এলাকা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে আরেক গ্রামে।

৬ অক্টোবর ধানডোবার হিন্দু সম্প্রদায়ই নয় হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের ওপর হামলা চলে। এলাকার খ্রিস্টান যাজক বাংলাদেশ চার্চের তত্ত্বাবধায়ক জয়ন্ত মণ্ডলের কোয়ার্টারে হামলা চালিয়ে দিনে দুপুরে লুটপাট করে নিয়ে যায় নগদ টাকা পয়সা, স্বর্ণালঙ্কারসহ অন্য মালামাল।

১০ অক্টোবর গভীর রাতে খাঞ্জারপুরের এক ঘরে ঢুকে ৪ সন্তানের জননীকে ধর্ষণ করে দুই পাষণ্ড। স্বামীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এই পাশবিক নির্যাতন চালানোর সময় অজ্ঞান ও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে গৃহবধূটি। সকালে পাড়া প্রতিবেশীরা ঘটনাটি জানতে পেরে কেউ তামাশা, কেউ সহানুভূতির ছলে ভিড় জমায় ঐ বাড়িতে। থানায় গিয়ে ধর্ষিতা অভিযোগ করা সত্ত্বেও ধর্ষকদের কেনো চিনতে পারলোনা এই অজুহাতে ধর্ষণ মামলা না নিয়ে মেডিকেল পরীক্ষা ছাড়াই শুধু জিডি এন্ট্রি করে পুলিশ বাড়ি পাঠিয়ে দেয় ধর্ষিতাকে।

খাঞ্জারপুর গ্রামের পুরোহিত ঠাকুর কালু চক্রবর্তী, সুধীর মালো, মদন চক্রবর্তী, গোবিন্দ মালোর মতো সংখ্যালঘুরা ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ত্রাসীদের ভয়ে সপরিবারে চলে গেছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। বিলগ্রামের সূর্য কাপাসীর ঘর ও নাগের বাড়ির কোন ঘরেও বয়োবৃদ্ধ ছাড়া কোন উঠতি বয়সের নারী-পুরুষও নেই। গত ৫ অক্টোবর ঐ গ্রামে পরিমল নাগের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হামলা করে গভীর রাতে। এখানেও ধর্ষিত হয় একজন। একই দিনে স্থানীয় স্কুলের পাশে কেশব রায় (৮০), মধুসূদন (৩২), কিরণ দাস (৬২) সহ কয়েকজন সংখ্যালঘুকে নৌকায় ভোট দেওয়ার জন্য বেদম মারপিট করে ক্যাডাররা। সন্ধ্যায় হামলা চালায় অজয় কুমার গোস্বামীর বাড়িতে। ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট ছাড়াও অজয়ের স্ত্রী সাজুকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। এর পর পরিবারের লোকজনসহ অন্য সংখ্যালঘুরাও এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

গত ৪ অক্টোবর মঙ্গলপট্টি গ্রামে দুলাল সোম, কৃষ্ণ মিস্ত্রি, গোবিন্দ দে, বিমল নন্দী, প্রিয়লাল নন্দী, জয়দেব পাল, হরিদেব, প্রমুখের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট করে বিএনপি ক্যাডাররা। বিল্ব গ্রামের দুলাল দে, অজয় চক্রবর্তী, মঙ্গলপট্টি গ্রামের প্রদীপ চন্দ্রসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু পরিবার ত্রাসে এলাকা ছেড়েছে।

সরজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, পার্শ্ববর্তী মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার দর্শনা, শশিকর, নবগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে গৌরনদীর সংখ্যালঘু পরিবারের নারী-শিশুরা আশ্রয় নিয়েছে। অনেকে গেছে কোটালীপাড়ার নাইয়াকান্দি, পীড়েরবাড়িসহ বিভিন্ন গ্রামে। এসব এলাকায় প্রায় প্রতি ঘরেই গৌরনদীর সংখ্যালঘু পরিবারের কোনো না কোনো শরণার্থী রয়েছে। বিশেষ করে গৌরনদীর বাফাই, বিশ্বগ্রাম, চাঁদনী, ইল্লা, পতিহারের লোকজন বেশি আশ্রয় নিয়েছে। দর্শনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশেপাশের বাড়িতেও ২ শতাধিক সর্বস্বান্ত মানুষ রয়েছে।

নাইয়াবাড়ি এলাকায় দেখা হয়েছে গৌরনদীর বাকাই এলাকার সাবেক ইউপি সদস্য সুধীর বাবুর সঙ্গে। পীরের বাড়িতে গৌরনদীর বাকাই গ্রামের প্রভাতী মহিলা সমিতির কর্মী গীতা ও শিখা তালুকদার, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার রামশীল বাজারে গৌরনদীর বিল্ব গ্রামের মিথুন কর, রাজিহারের ইউপি সদস্য শেফালীর সঙ্গে দেখা ও কথা হয়েছে আমাদের। রামশীলে গৌরনদীর বিভিন্ন এলাকার ৫০/৬০ ঘর লোক রয়েছে আত্মগোপন করে। আবারো সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় প্রশাসন জোর করে ফেরত পাঠাতে পারে এই ভয়ে গৌরনদীর শত

শত সংখ্যালঘু পরিবার এসব এলাকায় আশ্রয় গ্রহণের পর আবারো সরে গেছে অজ্ঞাত স্থানে, আরো নিরাপত্তার সন্ধানে।

তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেলিকপ্টারে উড়ে গিয়ে 'খুঁজেও' তাদের দেখা পাননি। প্রশাসন বা বিএনপি সমর্থক সংখ্যালঘুদের বক্তব্য যে বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল মন্ত্রীর। স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করে জনসভায় ভাষণ আর ঢাকা ফিরে এসে প্রেস ব্রিফিং করে দায়িত্ব শেষ করায় এলাকায় কাঙ্খিত নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে তোলা যায়নি মোটেই।

ভোরের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৪৪)
খুলনা নাটোর লালপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চাঁদাবাজি লুটপাট মারপিট
সংখ্যালঘু নির্যাতন এখনও চলছেই

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ খুলনার গাজীরহাট ইউনিয়ন, নাটোরের লালপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন, বাড়ি দখল, লুটপাট ও চাঁদাবাজির ঘটনা এখনও অব্যাহত রয়েছে। খুলনা থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, খুলনার গাজিরহাট ইউনিয়নের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা চারদলীয় জোটের কর্মী পরিচয়দানকারী সন্ত্রাসীদের অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। চাঁদা দাবি, ভাংচুর ও মারপিট প্রভৃতি ঘটনা প্রতিদিনই কোন না কোন এলাকায় ঘটছে। ইউনিয়নের প্রায় সর্বত্রই সংখ্যালঘুরা নিজ নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ অবস্থায় আতঙ্কিত জীবনযাপন করছে। প্রাণভয়ে কেউ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করতেও সাহস পাচ্ছে না। চাঁদা দাবি ও হুমকির মুখে অনেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হবার পরপরই খুলনার দিঘলিয়া থানাধীন গাজিরহাট এলাকাতেও চারদলীয় জোটের কর্মী পরিচয়দানকারী সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম বেড়ে যায়। অন্যস্থানের মতো ভীতিকর পরিস্থিতি এখানে সৃষ্টি না হলেও নৌকার পক্ষে কাজ করা ও নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার অপরাধে সন্ত্রাসীরা একের পর এক হামলা চালাতে থাকে। বহু সংখ্যালঘুকে সন্ত্রাসীরা মারপিট করে। বাড়ি বাড়ি ও দোকানে গিয়ে চাঁদা দাবি করা হয়। চাঁদা না দিলে মারপিট করা হচ্ছে। এলাকা থেকে জোর করে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ ও কটূক্তি করা হচ্ছে। এলাকায় থাকতে গেলে তাদের কথা শুনতে হবে। তাদের চাঁদা দিতে হবে বলে শাসানো হচ্ছে। এ অবস্থায় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের চলাফেরা সীমিত হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছে না। পুলিশকেও অভিযোগ করতে পারছে না। সম্ভ্রমহানীর ভয়ে অনেকে কিশোরী ও যুবতী মেয়েকে আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভূক্তভোগী এলাকাবাসী এ অভিযোগ করেছেন।

অভিযোগে জানা যায়, গত ৪ অক্টোবর সন্ত্রাসীরা ২নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রমথ নাথ রায়ের পুত্রকে বেদম মারধর করেছে। সেনাকুড় গ্রামের বিশ্বনাথ সরকারের কাছে ২৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে না পেয়ে সন্ত্রাসীরা তাঁকে বেদম মারপিট করেছে। স্থানীয় ফাঁড়ির পুলিশ তাকে সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে উদ্ধার করলেও পুলিশ এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ঘটনার দিন রাতেই সন্ত্রাসীরা সেনাকুড় চৌরাস্তার মোড়ে অবস্থিত বিশ্বনাথ সরকারের দোকান থেকে মালামাল লুট করে দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে বিশ্বনাথের পরিবারের সদস্যরা আত্মগোপন করে আছে।

সন্ত্রাসীরা গাজিরহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি অরুণ কুমার বিশ্বাস ও ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বিপদ অধিকারীকে মারধর করেছে। বিপদ অধিকারীর একটি ঘেরের চিংড়ি লুট করে নিয়েছে। গাজীরহাটের উত্তর পাশের অমর দাসের বাড়ি থেকে একটি বকনা বাছুর ও পুকুরের মাছ জোর করে ধরে নিয়েছে। মাঝিরগাতিহাটের নিকটবর্তী অনন্ত বিশ্বাসের পরিবারের সদস্যরা সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মাঝিরগাতির গ্রামের নেপাল বিশ্বাসের ভাই কালুকে সন্ত্রাসীরা মেরেছে। গোপাল বিশ্বাসের কাছে চাঁদা চাওয়া হয়েছে। না দিলে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য শাসানো হয়েছে। এ ছাড়াও অনেককে পিটানো হয়েছে। বহু লোকের কাছে চাঁদা দাবি করা হয়েছে। চাঁদা আদায়ও করা হয়েছে অনেকের কাছ থেকে। নানাভাবে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েও ভূক্তভোগীরা মুখ খুলতে পারছে না। সন্ত্রাসীদের এলাকাবাসী যেমন চেনে, পুলিশের তালিকাতেও এদের অনেকের নাম রয়েছে। কিন্তু পুলিশ চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

নাটোর থেকে সংবাদদাতা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টানা আট ঘন্টা তাণ্ডবে লালপুরের কৃষ্ণরামপুর গ্রামের সংখ্যালঘুরা হারিয়েছে সর্বস্ব। এ সময় সন্ত্রাসীরা তাদেরকে গ্রামে অবরুদ্ধ করে রাখে। লুট পাট শেষ করে সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার পর তারা পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশ জানায়, মোমিনপুর গ্রামের সামাদ ও রেজাউলের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কৃষ্ণরামপুর গ্রামে ব্যাপক লুটপাট ও ভাংচুর করে। রাত ৮টার পর পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। সংখ্যালঘুদের মারপিট, বাড়িঘর ভাংচুর, রেডিও-টেলিভিশন, চাল, ডাল, গরু, বাছুর ও নগদ টাকা সন্ত্রাসীরা লুট করে নিয়ে গেছে। সন্ত্রাসীদের মারপিটে সন্তোষ, নগেন ও প্রভাত মণ্ডলসহ আহত হয়েছে প্রায় ১০জন। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন আছে। এব্যাপারে কৃষ্ণরামপুরের খগেন্দ্রনাথ বাদী হয়ে সামাদ ও রেজাউলসহ ১৩ জনকে আসামী করে একটি মামলা রুজু করেছেন।

নরসিংদী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বৃহস্পতিবার বিকালে বিএনপির ক্যাডাররা মনোহরদী উপজেলার কাচিকাটা গ্রামে গোপীনাথের পুত্র নরেন নাথের বাড়িতে হামলা চালিয়ে লুটপাট ও তার স্ত্রী পুত্রসহ পরিবারের সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তারা তার পর চারটি নারিকেল, ১২টি সুপারি ও ১৬টি কাঁঠাল গাছসহ অনেক ফলের গাছ কেটে ফেলে। জেলার ৬টি উপজেলার সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হামলাসহ সদর উপজেলার পাঁচদোনা, ভাটপাড়া, পলাশ উপজেলার ভাঙ্গা ও শিবপুর উপজেলার জয়নগর, যশোর ও নোয়াদিয়া; মনোহরদি উপজেলার দৌলতপুর, চালাকচর, খিদিরপুর, রামপুর, সাগরদী, বেলাব উপজেলার নারায়ণপুর, আমলাব, পোড়াদিয়া, ওয়ারী; রায়পুরা উপজেলার হাসনাবাদ, রহিমাবাদ, আদিয়াবাদ, মির্জাপুর, পিরিজকান্দি, নিলক্ষ্যা দক্ষিণ মির্জানগর এলাকায় হামলা, নির্যাতন ও চাঁদাবাজি অব্যাহত রয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, নবীনগর উপজেলার ভোলাচং গ্রামে একদল সন্ত্রাসী কয়েকদিন আগে ব্যবসায়ী বাদল পালের বাড়ি দখল করে নেয়। এর পর থেকে বাদল রায় বাড়ি ছাড়া।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৪৫)
সারা দেশে সংখ্যালঘু ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির ওপর অব্যাহত নির্যাতনের প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অব্যাহত অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন মহল। শুক্রবার পৃথক পৃথক বিবৃতিতে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপনকারী সংগঠনসমূহের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্যপরিষদ, গণসংস্কৃতি ফ্রন্ট,বাংলাদেশ যাত্রা শিল্প উন্নয়ন পরিষদ, বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ, মাইনোরিটিস রাইটস কমিশন বাংলাদেশ ও কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর।

গণসংস্কৃতি ফ্রন্টের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে আজ শনিবার রাজধানীতে বিক্ষোভ-সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। বিকাল ৪টায় নগরীর মুক্তাঙ্গনে এক সমাবেশ শেষে এই বিক্ষোভ শুরু হবে। বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ঘটনায় বাংলাদেশ যাত্রা শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, নবগঠিত একটি সরকারের সূচনালগ্নে এ ধরনের অস্থিতিশীল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি গণতন্ত্র বিকাশের ধারায় চরম নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ক্রমবর্ধমান এসব মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য কার্যকলাপ রোধে সরকারকে দৃঢ় ব্যবস্থা নিতে হবে। নেতৃবৃন্দ রামেন্দু মজুমদারের প্রাণনাশের চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

দেশব্যাপী ক্রমবর্ধমান হামলা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুটতরাজ, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ শুক্রবার রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশ করে। ইস্তেকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রুপা চক্রবর্তী, মুহাম্মদ সামাদ, আজহারুল হক আজাদ, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা অবিলম্বে দেশব্যাপী সন্ত্রাস, নির্যাতন বন্ধ এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ও সংখ্যালঘুদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানান। পরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে বের হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।

দেশে বিরাজমান সংঘাতময় পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার প্রতিবাদে শুক্রবার এই সংগঠনের পক্ষ থেকে এক শিশু শোভাযাত্রা বের করা হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে এটি শেষ হয় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে। এখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন সদ্যবিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চালানো হচ্ছে পাশবিক নির্যাতন। অত্যাচারের শিকার হয়ে তাদের অনেকেই এলাকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। এ পরিস্থিতির অবসানে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তারা সরকারের প্রতি আহবান জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৪৬)
পূজামণ্ডপে হামলা প্রতিমা ভাংচুর বন্ধ হয়নি অনাড়ম্বর দুর্গোৎসব পালনের সিদ্ধান্ত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ সাড়ম্বরে নয় বরং অনাড়ম্বরে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পূজা চলাকালীন সময় প্রতিবাদস্বরূপ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শ্যামনগর উপজেলার হরিতলা পূজা মণ্ডপে সন্ত্রাসীরা প্রতিমা ভাংচুর করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ডা. গিরীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে শ্যামনগরে পূজা চলাকালীন কালো ব্যানার টানানোসহ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবি সংবলিত ব্যানার টানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ছাড়া গত বুধবার শ্যামনগর সদর থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে জাওয়াখালী গ্রামের জনৈক অসীম কুমার গাইনের নবম শ্রেণীর কন্যাকে অপহরণ করার নিন্দা জানানোসহ অপহৃত কিশোরীকে অবিলম্বে উদ্ধারের জন্য শুক্রবার সকালে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশ থেকে

স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিমা ভাংচুর করা পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, দুর্গোৎসবকে ঘিরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিরাজ করছে ভয় আর আতঙ্ক। অন্যবছরের মতো জেলায় সরব প্রস্তুতি নেই। ভয়ে ভয়ে নীরবে সংখ্যালঘুরা তাদের সর্ববৃহৎ উৎসব উদযাপনের উদ্যোগ নিচ্ছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এবার পূজা উপলক্ষে বেচাকিনিও ভাল নয়। গ্রাম থেকে শহরে আসতে মানুষ ভয় পাচ্ছে।

কুড়িগ্রাম থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলার রাজারহাট উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নে পাঙ্গাবাজার মন্দিরে শারদীয় দুর্গা উৎসবের তৈরি প্রতিমা ভাংচুর হয়েছে। এ ঘটনায় জেলার বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুরকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। শুক্রবার দুপুরে জনকণ্ঠের এই প্রতিবেদক রাজারহাট উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নে পাঙ্গাবাজারের মন্দির এলাকায় যেয়ে দেখেন, সেখানে পড়ে আছে দুর্গা প্রতিমার ভাঙ্গা মূর্তি।

গ্রামবাসী জানায়, পাঙ্গা রাজবাড়ির পাশে যুগের পর যুগ হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশেই বাস করে আসছে। কখনই মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেনি। হয়নি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এইবারই প্রথম এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে তাদের মন্দিরে। পাঙ্গাবাজার পূজা কমিটির সভাপতি নরেশ চন্দ্র সরকার জানান, এমন ঘটনায় এ এলাকার লোকজন হতবিহ্বল, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তিনি আরও জানান, পুলিশ সুপার তাদের মন্দির পরিদর্শন করেছেন এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করার আশ্বাস দেন।

শরীয়তপুর থেকে সংবাদদাতা জানান, সারা দেশে অব্যাহত সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্ষণ, খুনসহ প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনার প্রতিবাদে শরীয়তপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ সদর পালং হরিসভায় শুক্রবার এক জরুরী সভার আয়োজন করে। সভায় দেশব্যাপী অব্যাহত সাম্প্রদায়িক নির্যাতনে গভীর উদ্বেগ, ক্ষোভ ও তীব্র নিন্দা জানিয়ে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদানে সরকারকে আন্তরিক হবার আহবান জানানো হয়। সভায় আসন্ন দুর্গাপূজা অনাড়ম্বরভাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি দীলিপ চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে জীতেন্দ্রনাথ রায়, শ্যামসুন্দর দেবনাথ, শংকর প্রসাদ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

এদিকে শুক্রবার ভেদরগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পূজা উদযাপন পরিষদের সভায় উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচনোত্তর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে সুবিধাবাদীদের দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের প্রতিবাদ করা হয়।

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, হুমকি-ধমকির কারণে এ জেলায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ শুক্রবার কালীবাড়িতে এক জরুরী বৈঠক করেছে। গোড়াচাঁদ বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে পূজা অনাড়ম্বরভাবে পালিত হবে। পূজার সময় রাতে কোন অনুষ্ঠান হবে না এবং সন্ধ্যার পর সংখ্যালঘু কোন মহিলা পূজা মণ্ডপে আসবে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৪৭)
নবীনগরে শতাধিক দুর্গামূর্তি অবিক্রীত ॥ কারিগররা বিপাকে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৯ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিভিন্নস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার কারণে অনেক স্থানে আসন্ন দুর্গাপূজা না হওয়ায় দুর্গামূর্তি অবিক্রীত হয়ে পড়ে রয়েছে নবীনগর উপজেলার ভোলাচং ও নারায়ণপুর গ্রামে। ফলে প্রতিমা শিল্পী কারিগররা পড়েছে চরম বিপাকে। দুর্গোৎসব উপলক্ষে এসব মূর্তি বানানো হয়। প্রতি বছরই তারা বিপুল

সংখ্যক মূর্তি তৈরি করে। উত্তরাঞ্চল থেকে শুরু করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নরসিংদী, রামচন্দ্রপুর ও কসবা এলাকায় তা সরবরাহ করা হয়। এবার ক্ষমতার পালাবদলের পর সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন ধর্ষণসহ নানা কারণে তৈরি মূর্তি বিক্রিতে ভাটা পড়েছে। ফলে শতাধিক মূর্তি অবিক্রীত রয়েছে। বিপাকে পড়েছে কারিগররা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৪৮)
এবার চোরাচালানের ঘাট দখল ॥ মোটা টাকার বিনিময়ে সংখ্যালঘুদের সীমান্ত পার করে দেয়া হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ উত্তর জনপদের স্থলবন্দর হিলি এখন একটি থমথমে জনপদ। নির্বাচনপরবর্তী সহিংসতায় ভীতসন্ত্রস্ত সংখ্যালঘুরা এ পথে দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন নীরবে। ক্ষমতার পালাবদলের পর বিএনপির ক্যাডাররা চোরাচালানের ঘাট সমূহের নতুন দখল নিয়েছে। নতুন দখলদারদের নানা ভূমিকায় সেখানে বিরাজ করছে সন্ত্রস্ত, থমথমে এক পরিস্থিতি। এসব চোরাইঘাট পথেই মোটা টাকার বিনিময়ে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে পার করে দেয়া হচ্ছে সীমান্তের ওপারে। হিলি স্থলবন্দরে এখন সেখানকার মানুষ চোখ-কান পাতলেই সীমান্তলাগোয়া গ্রামগুলোতে দেশ ত্যাগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে এসে জড়ো হওয়া ভীতসন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর উপস্থিতি টের পায়। এদের অনেকে পরিচয় গোপন করে অবস্থান করে বিভিন্ন গ্রামে। বয়স্ক হিন্দু-পুরুষরা নিত্য অভ্যাসের ধুতি পরে না সহজে। মেয়েরাও সিঁথিতে সিঁদুর এড়িয়ে চলতে চায়। পূজার উৎসব ওপারের স্বজনদের সঙ্গে মিলেমিশে উপভোগের জন্য নয়, তারা দেশ ছাড়ছে প্রাণ ভয়ে। এই ভয় তৈরি হয়েছে পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনের পর। রাত নামলেই এরা দালালের হাত ধরে পাড়ি দেয় জন্মভূমির সীমান্ত। হিলির সীমান্ত এলাকার সূত্রগুলো বলেছে, হাড়িপুকুর, আটাপাড়া, দক্ষিণপাড়া, হিলি স্টেশন, ফুটবল মাঠসহ বিভিন্ন চোরাচালান ঘাট পথে এসব নীরব দেশ ত্যাগের ঘটনা ঘটছে। জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার সীমান্ত লাগোয়া বিভিন্ন পথেও চলছে দেশ ত্যাগ। স্থানীয় সূত্রগুলোর কাছে এ ব্যাপারে পরিবার ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট তথ্য তেমন নেই। এভাবে যারা সীমান্ত অতিক্রম করে যায় তাদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্যও থাকে না। বিভিন্ন সূত্র বলেছে, আসছে-যাচ্ছে এটাই দেখছি। তবে হিলি স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে বিধিসম্মত পাসপোর্ট ভিসায় যারা গেছেন তাদের তথ্য-পরিসংখ্যান আছে। স্বল্প সময়ের ভিসায় প্রচুর পরিমাণে ব্যাগ-লাগেজসহ যারা গেছেন তারা কতদিনে দেশে ফিরবেন বা আদৌ ফিরবেন কিনা তা কেউ জানে না। স্থানীয় সূত্রগুলোর মতে, রাতে সীমান্ত পথে যারা চলে যাচ্ছেন তাদের বেশীরভাগ খুলনা-বাগেরহাট এবং বৃহত্তর কুষ্টিয়া এলাকা থেকে আসা লোক। গ্রামগুলোতে পৌঁছাবার পর তারা স্থানীয় লোকজনকে দেখা-সাক্ষাত দিচ্ছেন কম; কথা-বার্তাতো দূরের কথা। বাগেরহাটের বাটাজোর গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ (৫৪) পরিবার নিয়ে হাড়িপুকুর চোরাই সীমান্ত ঘাট দিয়ে দেশ ছেড়েছেন ৬ অক্টোবর রাতে। সীমান্তে এসব পাচারে সহযোগী দালালের স্থানীয় নাম 'ধুর'। সুরেন্দ্রনাথের পরিবারকে সীমান্ত ত্যাগে সহযোগিতা করেছে ধুর সিরাজ। স্ত্রী, দুই পুত্র-কন্যা সহ তারা গেছেন মোট ৪ জন। কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের বড়গাংদিয়া গ্রামের দিলীপ কুমারের পরিবারের ৭ সদস্য জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার চেঁচড়া গ্রামের চোরাই সীমান্ত পথে ভারতে চলে গেছেন অক্টোবরের ১১ তারিখ। এই পরিবারটি ওই সীমান্তবর্তী গ্রামে পৌঁছে অপেক্ষায় ছিল ওপারের আত্মীয়স্বজনের জন্য। তারাই রাতের বেলা গোপনে এসে

পরিবারটিকে নিয়ে গেছে নিজস্ব নিরাপদ ভুমিতে। মানিকগঞ্জের যতীন্দ্রনাথ সরকারের (৫৩) দেশত্যাগী পরিবারটিতে ছিল ৫সদস্য। কুষ্টিয়ার বড়গাংদিয়ার ব্যবসায়ী সুরঞ্জিতের (৫৮) পরিবারটির কথা বললেন দক্ষিণপাড়া গ্রামের মানুষ জন। ওই গ্রামের সীমান্ত পথেই পরিবারটি চলে গেছে রাতের আঁধারে। আবার গত ১৭ তারিখে সাভারের নরেশ চন্দ্র পালের (৬৫) পরিবারটি পাসপোর্ট ভিসায় বৈধ ভাবে ভারতে গেছে। হিলি স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশন বিভাগের একটি সূত্র বলেছে, ১ অক্টোবর থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত ওই সীমান্ত পথে বাংলাদেশ থেকে ৪৪৩ যাত্রী ভারতে গেছেন। ভারত থেকে এসেছেন ২৮৭ জন। এই সময়ে ১৮ জন ভারতীয় যাত্রী এসেছিল। তাদের ১৭ জন এর মাঝে ফিরে গেছেন ভারতে। সূত্রটি বলেছে, এই সময়ের মধ্যে যারা ভারতে গেছে তাদের ২৭৮ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাদের ভিসার মেয়াদ বেশী দিনের নয়। কিন্তু একেকটি পরিবার এতবেশী বাক্স-পোটলা সঙ্গে নিয়ে গেছেন যে- আসলে তারা কবে দেশে ফিরবেন বা আদৌ ফিরবেন কিনা তা নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ হয়েছে। সীমান্ত অতিক্রমের সময় তাদের কেউ কেউ দেশের দিকে চেয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৪৯)
মোল্লাহাটে সংখ্যালঘুরা সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না
সন্ত্রাসীদের নির্যাতন লুটপাট চলছে

মোজাম্মেল হোসেন মুন্না, মোল্লাহাট থেকে ফিরে ঃ মোল্লাহাট উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ২৬টি গ্রামের সংখ্যালঘুরা সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না। সন্ধ্যার পরেই ঐ এলাকায় সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের মালিকানাধীন মাছের ঘের থেকে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কলা গাছ থেকে কলা, নারিকেল গাছ থেকে নারিকেল নিয়ে যাচ্ছে। যেসব গ্রামে এসব ঘটনা বেশি ঘটেছে সেগুলো হলো কোদালিয়া ইউনিয়নের কোদালিয়া, আমবাড়ি, দত্তডাঙ্গা, বাসাবাড়ী, জয়ঢেকী, মনিজিলা, খরমপুর, আড়ুয়াঢেকী, গাংনি ইউনিয়নের গাংনি, নগরকান্দি, রাজনগর, বুড়িগাংনি, মাতারচর, গাওলা ইউনিয়নের গাওলা, মেজেরা গাওলা, বড়গাওলা, নাসুয়াখালী, চাঁদেরহাট, কুলাউড়া, মাদারতলী এবং কুলিয়া ইউনিয়নের কুলিয়া, রাজপাট, চরকুলিয়া, ঘাটবিল, টাকিয়ারকুল, বড়কুলিয়া প্রভৃতি গ্রাম। এসব গ্রামেই সংখ্যালঘুদের বসবাস বেশি। নির্বাচনোত্তর সহিংসতা শুরু হলে সন্ত্রাসী হামলা, নির্যাতন-নিপীড়ন, বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাটের শিকার হয়ে অসংখ্য সংখ্যালঘু নর-নারী প্রাণভয়ে নিজ বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আবার বাড়িতে ফিরে নতুন ধরনের সন্ত্রাসের শিকারও হয়েছে অনেকে। কুলিয়া গ্রামের রায়মোহন রায়ের ছেলে বরেন রায় (২৫) নির্বাচনের পর প্রাণের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। দীর্ঘদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকার পর ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে সে বৃহস্পতিবার বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু বাড়িতে আসতে না আসতেই তাঁর ওপর সন্ত্রাসীরা চড়াও হয়। শুক্রবার সকালে এক সন্ত্রাসী বরেনকে রাস্তার ওপর ফেলে বেদম মারপিট করে। তিনি এখন জীবনাপন্ন অবস্থায় মোল্লাহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও থানায় মামলা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে বরেন রায় কেন নৌকায় ভোট দিয়েছে এ অপরাধে জনৈক কামরুল মিয়া তাঁকে শাসায়। এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটির পর কামরুল তাকে বেদম মারপিট করে। তারা উভয়েই প্রতিবেশী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ এলাকার কয়েক অধিবাসী জানায়, ঐ সব গ্রামের সংখ্যালঘু মেয়েরা কোনক্রমেই সন্ধার পর ঘর থেকে বের হয় না। আবার অনেক মেয়ে নিজ বাড়িতে রাত যাপন করছে না। যেখানে একটু বেশি নিরাপদ মনে করছে সেখানেই রাত্রি যাপন করছে। তাঁরা আরও জানান, সন্ধ্যার পর অনেক এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৫০)
উল্লাপাড়ার গ্রামে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে মুখোশধারীদের গণডাকাতি লুট মহিলাদের ওপর নির্যাতন

সিরাজগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উল্লাপাড়ার গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারে বৃহস্পতিবার রাতে গণডাকাতি হয়েছে। মুখোশপরিহিত সশস্ত্র ডাকাত দল প্রায় ১০/১২টি বাড়িতে হানা দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকা এমনকি পূজা উদ্‌যাপন কমিটির গচ্ছিত অর্থও ডাকাতি করেছে। গৃহকর্তাসহ মহিলাদের উপরও নির্যাতন করা হয়েছে।

উল্লাপাড়া উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নের ঘোষপাড়া এবং আগমোহনপুর গ্রামে ডাকাত দল শ্যালো নৌকা নিয়ে সংখ্যালঘু পরিবারে একের পর এক ডাকাতি করে। গৃহকর্তা চিত্তরঞ্জন ঘোষ এবং গোপাল ঘোষ সাংবাদিকদের জানান, ডাকাতরা ছিল সবাই সশস্ত্র এবং মুখোশপরিহিত। তারা বাড়ির সামনে নৌকা ভিড়িয়ে ঘরে ঘরে ঢুকে নগদ টাকা, স্বর্ণাঙ্কার লুট করে। ভাংচুর করেছে ঘরের আসবাবপত্র। তারা থালাবাসন এমনকি মহিলাদের শরীরে হাত দিয়েও গহনা নিয়ে গেছে। যাবার সময় হুমকি দিয়েছে, থানায় যেন কোন মামলা না করা হয়। তারপরও চিত্তরঞ্জন ঘোষ ঘটনাটি পার্শ্ববর্তী মোহনপুর পুলিশ ক্যাম্পে জানিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করেছে বলে জানা গেছে। ঘোষপাড়ার চিত্তরঞ্জন ঘোষসহ আরও অনেকে এমনকি মহিলারাও সাংবাদিকদের বলেছেন, নির্বাচনের পর থেকেই শুরু হয়েছে নানাভাবে হয়রানি এবং নির্যাতন। এর পর ডাকাতি করা হলো। এখন তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। পূজা উদ্‌যাপনের জন্য সমিতির সঞ্চিত টাকাও তারা লুণ্ঠন করে নিয়েছে। প্রতিমা সাজানোর নতুন কাপড়ও নিয়ে গেছে ডাকাতরা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৫১)
কটিয়াদীতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা ৫ বাড়িতে হামলা চালিয়ে মালামাল লুট করেছে

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মনোহরদী উপজেলার ক্ষিদিরপুর ইউনিয়নের রামপুর বণিকপাড়ায় সম্প্রতি ১৫/২০ জন দুর্বৃত্তের একটি দল বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ৫ বাড়িতে হামলা চালায়। তারা বাড়ির লোকজনকে বিশেষ করে মহিলাদের মারধর করে ঘরের জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা লুটপাট করে নিয়ে যায়।

সন্ধার পর এ সশস্ত্র দুর্বৃত্তের দল হরিদাশ বণিকের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার স্ত্রীর কানের স্বর্ণের রিং ও হাতের চুড়ি নিয়ে যায় এবং বাড়ির লোকজনকে মারপিট করে। এ বাড়ি থেকে প্রায় ১০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে গেছে।

নিতাই পদ বণিকের বাড়ি থেকে তার স্ত্রীর কানের রিং দিতে দেরি হওয়ায় কান ছিড়ে রিং দুটি নিয়ে যায়। সেই সাথে নিয়ে যায় নগদ ১ লাখ ৫ হাজার টাকা এবং যাওয়ার সময় ড্রেসিং

টেবিলটি ভাংচুর করে তারা। ধীরেন্দ্র বণিকের বাড়িতে তার স্ত্রীকে মারধর করে কাপড়-চোপড় ও নগদ টাকা-পয়সা নিয়ে যায়। শীলবাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়িটি তছনছ করে এবং সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যায়। নিখিল দাসের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। তবে এ বাড়ি থেকে কোন কিছু নিতে পারেনি।

সংবাদ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৫২)
বরগুনা জুড়ে দুর্গোৎসব পালন করাতে প্রশাসন যতটা উৎসাহী, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে ততটা নয়, স্থানীয় বিএনপি বলছে, সবই অতিরঞ্জিত

বরগুনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এলাকায় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে সরকারি দল ও স্থানীয় প্রশাসন। তবে আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নে তেমন কোন পদক্ষেপ নেই। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতন চললেও এখনো পর্যন্ত দুষ্কৃতকারীরা ধরা না পড়ায় চলমান আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে হিন্দু সম্প্রদায় সাড়ম্বরে উৎসব উদ্‌যাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।

বরগুনা জেলা সদরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও গ্রামে ও অন্যান্য উপজেলায় নির্বাচন-পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থা এখনো খারাপ। নির্বাচনী প্রতিপক্ষশক্তি হিসেবে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছেন। ধর্ষণের মতো ঘটনার পরও আসামীরা গ্রেফতার না হওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। বরং প্রশাসনের কেউ কেউ বিষয়টি আমলে না নিয়ে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা সরকারি দলকে সহযোগিতা করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বরগুনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিগত পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে নির্বাচনের আগের দিন জেলা স্কুল সংলগ্ন সাহাবাড়ির অমল সাহাকে মারপিটের ঘটনার ভিতর দিয়ে। নির্বাচনের দিন আটক করা হয় জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ভুবন চন্দ্রকে। সংখ্যালঘুদের ভোট দানে বাধা দেয়ার ঘটনা নির্বাচন পরবর্তীকালে নির্যাতনের রূপ লাভ করে।

বরগুনা জেলায় সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি ছিল বরগুনা ২-আসনে। বিজয়ী প্রার্থী নির্বাচন চলাকালেই ঘোষণা দিয়েছিলেন সংখ্যালঘুদের ভোট তিনি চান না। তবে সংখ্যালঘুরা তাকে ভোট দিয়েও রেহাই পাচ্ছে না। শিকার হচ্ছে ধর্ষণেরও। নির্বাচনের পর পাথরঘাটায় বিজয়ী সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম মনির উম্মত্ত কর্মীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছে ১০ টি সংখ্যালঘু পরিবার। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৫ বছরের এক যুবতী। তাদের অপরাধ, তারা নির্বাচনে নৌকা মার্কাকে সমর্থন করেছিল। আহত সংখ্যালঘুদের মধ্যে কাঁঠালতলী ইউনিয়নের পরীকাটা গ্রামের মনা মণ্ডল, রায়হানপুর গ্রামের গুনধর মিস্ত্রির ছেলে গৌতম মিস্ত্রি, সূর্য মালাকারের ছেলে পঙ্কজ মালাকার, রসিক চক্রবর্তীর ছেলে রতন চক্রবর্তী, সুরেশ হালদারের ছেলে সুশান্ত, সখানাথ বেপারির ছেলে রিপনকে বিএনপি কর্মীরা মারধর করেছে। তাছাড়া কাঁঠলতলীর সুজন বেপারী ও চরদুয়ালীর নারায়ণ ঘরামির ছেলে অমলকেও মারধর করে।

গত ৬ অক্টোবর চরদুয়ানী ইউনিয়নের হোগলপাশা গ্রামে বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে ধর্ষিত হয় কাকচিড়ার চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তীর মেয়ে। আইনগত সহায়তার জন্য বর্তমানে তাকে ঢাকায় নিয়ে গেছেন সচেতন নাগরিক সমাজের পক্ষে পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও জিয়াউদ্দিন তারেক আলী। এ ঘটনার বাদি ধর্ষিতার বোন পাথরঘাটা কোর্টে মামলা করলে মামলাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট কৌশলে আসামিদের বাঁচানোর

চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে। এলাকার সাংসদ এ ঘটনা সাজানো এবং তার কর্মীদের নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করলে এলাকার পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে।

পাথরঘাটার কাকচিড়ার বশির উদ্দিন নামে নুরুল ইসলাম মনির একজন ক্যাডারের দাপটে এলাকাবাসী সন্ত্রস্ত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চরদুয়ানি ইউপি চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান ফিরোজ এ ঘটনার ন্যায় বিচার দাবি করেছেন। তিনি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বলে জানতে পেরেছেন। আতঙ্কে আছেন হোগলপাশা ইউনিয়নের আদর্শ পল্লীর বিভা রানী। তাকে ধর্ষণের হুমকি দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

বরগুনা ৩-আসনে বিএনপি কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আমতলী উপজেলার শারিকখালী, কচুপাত্রা ও চাউলপাড়া গ্রামে প্রায় ৩শ' সংখ্যালঘু পরিবার কুখ্যাত ভিপি মজিবরের তাণ্ডবে রীতিমতো জিম্মি জীবন যাপন করছে। খেপুপাড়া উপজেলার চাকামাইয়া ইউনিয়নের সন্ত্রাসী মজিবরকে পুলিশ গ্রেফতার করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। বিএনপি নেতা এই মজিবরের রয়েছে সশস্ত্র বাহিনী। গত ৮ অক্টোবর মজিবর বাহিনী চাউলপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘুদের বাড়ির পুকুর থেকে ২০ হাজার টাকা মূল্যের মাছ, ৩টি গরু ও ছাগল লুট করে নিয়ে যায়। পরের দিন এলাকার নৌকার সমর্থক শরীফকে অপহরণ করে নিয়ে মারপিট করে মজিবর বাহিনী।

এছাড়া বেতাগীর নোকামীয়া ইউনিয়নেও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও চাঁদাবাজির অভিযোগ পাওয়া গেছে। দেশব্যাপী নির্যাতন ধর্ষণের খবর পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়া ও সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় দুর্গাপূজা অত্যাসন্ন হওয়ায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে সরকারি দল ও স্থানীয় প্রশাসন। প্রেস কনফারেন্স ও বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে সংখ্যালঘুদের বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, নির্যাতন ধর্ষণের খবর অতিরঞ্জিত ও বানোয়াট। এর ফলে সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্ত্রাস আপাতত থামলেও শঙ্কা বেড়েই চলেছে।

ইতোমধ্যে সরকারিদল বিএনপি, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও জেলা প্রশাসন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে ঘন ঘন বৈঠক করছে ও পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করছেন। বৈঠক করছেন, অর্থ সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছেন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বলছেন; কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিজনিত অভিজ্ঞতা বুকে নিয়ে হাসিমুখে কিভাবে উৎসব করবে, এ প্রশ্ন তাদের মনে জ্বলজ্বলে এখনো পর্যন্ত।

সংবাদ, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৫৩)
ফলোআপ
নীলফামারীতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা তদন্ত করে অবশেষে মামলা গ্রহণ

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ নীলফামারী সদর উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের বাবুপাড়া গ্রামে গত মঙ্গলবার দুপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় অবশেষে গত বৃহস্পতিবার সদর থানায় মামলা হয়েছে। তবে এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ওই গ্রামের ৫নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও তার দলবল হরিপদ রায়ের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও বৃদ্ধ মহিলাসহ ১০ জন নারী-পুরুষকে বেধড়ক পিটিয়ে জখম করে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শেষে মামলা গ্রহণ করেছে।

এদিকে আসন্ন দুর্গা পূজা উপলক্ষে জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ গতকাল শুক্রবার কালীবাড়িতে এক জরুরি সভা করেছে।

গোরাচাঁদবাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে পূজা অনাড়ম্বরভাবে উদ্‌যাপন করা হবে। তবে পূজার সময় রাতে কোনো অনুষ্ঠান হবে না। জেলা পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রামেন্দ্র বর্ধন বাপ্পী প্রথম আলোকে জানান, এবারের পূজা অত্যন্ত সাধারণভাবে পালন করা হবে।

প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৫৪)
সরেজমিন
পালিয়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফিরতেও সংখ্যালঘুদের টাকা দিতে হচ্ছে

রাজীব নুর ও সুব্রত সাহা বাপী, কোটালীপাড়া থেকে ঃ ৭ অক্টোবর রাতের কথা বলতে গিয়ে বাহাদুরপুর গ্রামের উপেন্দ্রনাথ সরকারের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসছিল। ১৯৬২ সাল থেকে শিক্ষকতা করছেন বলে শত শত ছাত্রছাত্রীর শিক্ষক হিসাবে তার মনে যে অহঙ্কার ছিল সে রাতে মাত্র আধঘন্টার মধ্যে লুটেরা বাহিনী তা ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে গেছে।

১ অক্টোবর নির্বাচনের পর থেকেই হম্বিতম্বি, আতঙ্ক ছড়ানো ও টাকা আদায়ের চাপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন একের পর এক গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। উপেন্দ্রনাথ সরকার গ্রাম ছাড়েননি। তার স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা বাড়ি ছেড়ে যান এবং তাকেও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি ভেবেছিলেন, সমাজে যার বহু ছাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তার ক্ষতি করার সাহস কারো হবেনা।

সে বিশ্বাস এলাকার গুটি কয়েক সন্ত্রাসীর আক্রমণে ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। ৭ অক্টোবর রাত সাড়ে ৯টার পরে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে তারা প্রবীণ শিক্ষকের বাড়িতে হামলা করে। হামলাকারী লুটেরাদের দল বাড়ির টিনের বেড়া কাটতে উদ্যত হলে তিনি নিজেই ঘরের দরজা খুলে দেন। দরজার মত আলমারির পাল্লাজোড়াও খুলে দিতে বাধ্য হন তিনি। লুটেরা বাহিনী আলমারি থেকে ৩ হাজার টাকা ও বেশ কিছু স্বর্ণালংকার বের করে নিয়ে যায় এবং ৫০ হাজার টাকার চেক লিখে দিতে বাধ্য করে তাকে। তিনি সোনালী ব্যাংকের মেদাকুল শাখার অ্যাকাউন্টে ৫০ হাজার টাকার চেক লিখে দিলেও অবশ্য এ পর্যন্ত কেউ সে টাকা তুলতে যায়নি।

উপেন্দ্রনাথ সরকারের স্ত্রী ও পুত্রকন্যার মতো বাহাদুরপুর গ্রাম ছেড়ে যাওয়া সংখ্যালঘুদের আরো অনেকেই বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) পর্যন্ত ফিরে আসেনি। গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার রামশীল গ্রাম ও গৌরনদী উপজেলার চারটি গ্রামে ঘুরে দেখা গেছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকে বাড়ি ফিরে যায়নি। এই গ্রাম চারটি হলো বাহাদুরপুর, গোয়াইল, বাকাই ও ধানডোবা। তবে রামশীলে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, আগৈলঝাড়া ও গৌরনদী এলাকার সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ যারা রামশীলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তারা প্রশাসনের উপর্যুপরি চাপের কারণে সংলগ্ন এলাকার অন্যান্য গ্রামে ছড়িয়ে গেছে। রামশীলের অধিবাসীরা জানায়, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন 'শরণার্থীদের মধ্যে সন্ত্রাসীরা লুকিয়ে আছে' বলে এক ধরনের হুমকি দিতে থাকলে

ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তারা মসুরিয়া, সইলদহ, শশীকর, পীরারবাড়ি, জহরেরকালি, কারইল্লাবাড়ি, ভাঙ্গারহাট ও রাধাগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামে চলে গেছেন।

অবশ্য গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা অর্ধেন্দু শেখর রায় এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম এলাকাবাসীর দেওয়া এসব তথ্যকে 'অতিরঞ্জন' বলে অভিহিত করেছেন।

গত বুধবার সকালে রামশীল যাওয়ার পথে খেয়ানৌকার মাঝি পরিতোষ ও সহযাত্রী মনিকা রানী এই প্রতিনিধিদ্বয়কে জানান, গত কদিন ধরে রামশীলে মানুষের ভিড়ে হাঁটাচলা করাও সম্ভব ছিল না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী রামশীলে আসবেন ঘোষণা দিয়েও না আসায় এ এলাকার মানুষ হতাশ হয়েছে। তার এসেই দেখে যাওয়া উচিত ছিল আশ্রয়প্রার্থীরা এসেছিল কিনা এবং কতজন ফিরে গেছে।

রামশীল থেকে নৌকায় প্রায় ২ ঘন্টার পথ বাহাদুরপুর গ্রামের হাটে নেমে দেখা গেল অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ। এ বাজারের অধিকাংশ দোকানি হিন্দু সম্প্রদায়ের। নরেন পাণ্ডের দোকানের দরজা ভাঙ্গা ও বেড়া কেটে শতচ্ছিন্ন করা।

বাজার থেকে অল্প দুরেই বাহাদুরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ি। পাশেই অখিল সরকারের বাড়ি পুরোপুরি বিধ্বস্ত। গ্রামের মধ্যে তুলনামূলক অবস্থাপন্ন অখিল সরকারের বাড়ি থেকে ৭ অক্টোবর রাতে আক্রমণকারী লুটেরা বাহিনী নগদ ১৬ হাজার টাকা এবং টেলিভিশন ও বৈদ্যুতিক ফ্যানসহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে। এ সময় তারা আশেপাশে আরো কিছু বাড়িতে লুটের জন্য হামলা করে। পালিয়ে বাঁচতে গিয়ে সত্তরোর্ধ্ব বিধবা ব্রাহ্মণ নীরোদা গাঙ্গুলী হাত ভেঙ্গে ফেলেছেন।

৭ অক্টোবর রাতের কথা বলতে গিয়ে ছোট্ট মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী মলিনা হালদার শুধু কাঁদতেই থাকে। মলিনা জানায়, 'ওরা আমার মাকে টাকা না দিলে বোমা খাওয়ার জন্য রেডি থাকতে বলেছে।' গ্রামজুড়ে নীরোদা গাঙ্গুলীর মতো বৃদ্ধা আর মলিনার মতো ছোট্ট শিশুদের দেখা পাওয়া গেছে। তরুণ-তরুণীদের চোখেই পড়ল না।

বাহাদুরপুরের পাশের গ্রাম গোয়াইলের দুই ভাই জানান, পালিয়ে গিয়ে পরে গ্রামে ফেরার জন্য তারা ইতোমধ্যে ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন। তারা নিজেদের নাম ও কাকে টাকা দিয়েছেন তা ভয়ে জানাতে রাজি হলেন না। অন্য গ্রামগুলোতেও শোনা যায় যে, ফিরে আসতে দুর্বৃত্তদের টাকা দিতে হচ্ছে।

বাহাদুরপুরসংলগ্ন অন্য একটি গ্রাম বাকাই। এখানে টোলের শতবর্ষী পণ্ডিত নিরঞ্জন ভট্টাচার্যের এখন স্মৃতিভ্রম ঘটেছে। নির্বাচনের দিন সকাল বেলা এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় এ বৃদ্ধকে প্রহার করা হয়েছে। বাকাই গ্রামেও কোন তরুণ-তরুণীকে দেখা যায়নি।

ইতিপূর্বে রামশীলে আশ্রয় গ্রহণকারী একটি গ্রামের যে দুজন তরুণী (নাম অনুল্লেখ রাখা হলো) তাদের ধর্ষণ করা হয়েছে বলে প্রথম আলোর কাছে জানিয়েছিলেন (১০ অক্টোবর খবর প্রকাশিত) তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আশ্রয়দাতারা জানান, এরা দুজনই নিজ গ্রামে ফিরে গেছেন কিন্তু ওই গ্রামে (নাম অনুল্লেখ) গিয়ে তাদের বাড়ির কাউকে পাওয়া যায়নি। সংখ্যালঘুদের প্রায় বাড়িই খালি।

প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৫৫)
নাটোরের গ্রামে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, আহত ১০

নাটোর প্রতিনিধি ঃ নাটোরের লালপুর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের সামাদ ও রেজাউলের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একই উপজেলার কৃষ্ণরামপুর গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে লুটপাট ও ভাঙচুর করেছে। পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । এ সময় সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের মারপিট, বাড়িঘর ভাঙচুর, রেডিও-টেলিভিশন, চাল-ডাল, গরু-বাছুর ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

সন্ত্রাসীদের মারপিটে সন্তোষ, নগেন ও প্রভাত মন্ডলসহ আহত হয়েছে ১০ জন। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন।

প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৫৬)
বুজরুককোলার সংখ্যালঘুদের নিয়ে যা হচ্ছে....

রাজশাহী অফিস ঃ রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার বুজরুককোলায় সংখ্যালঘুদের নিয়ে রীতিমতো নাটক শুরু হয়েছে। এই গ্রামের কোন সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘরে হামলা হয়নি কিংবা কোনো সংখ্যালঘু ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি—এমন বক্তব্য সংবলিত একটি বিবৃতি সরবরাহ ও প্রচারের প্রতিবাদ করেছেন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসহ অন্যরা।

গত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বুজরুককোলার সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ঘটনার পরদিন স্থানীয় প্রশাসন থেকে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেওয়া হয়।

বিবৃতিতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেনি— এমন কোনো লিখিতপত্রে তারা স্বাক্ষর করেননি বলে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষে সংগৃহীত স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত অজিত সরকার, অমর সরকার, গুরুপদ সরকার, প্রশান্ত সরকারসহ ২৪ জন প্রশাসনের এই ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছেন।

প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৫৭)
অনাড়ম্বর পূজা উদযাপনের সিদ্ধান্ত
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ

প্রথম আলো ডেস্ক ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে অনাড়ম্বর দুর্গাপূজা উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজশাহীতে আদিবাসিদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

শরীয়তপুর প্রতিনিধি জানান, জেলা পূজা উদযাপন কমিটির এক জরুরি সভা গতকাল শুক্রবার পালং হরিসভায় অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি দিলীপ চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসন্ন দুর্গাপূজা অনাড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জিতেন্দ্র নাথ রায়, শ্যামসুন্দর দেবনাথ, শঙ্কর প্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ।

যশোর অফিস জানায়, সচেতন ছাত্র সমাজের উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমীতে জয়দেব গাইনের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ একই সঙ্গে আসন্ন দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে পালন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

লালমনিরহাট প্রতিনিধি জানান, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ স্থানীয় সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে গতকাল এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের যমুনা সেতু বিভাগের উপমন্ত্রী অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু। প্রতিমন্ত্রী উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পূজা উদযাপনের আহ্বান জানান।

পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেন, তারা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত মেনে অনাড়ম্বর পূজা উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি শৈলেন্দ্র নাথ রায়, সাধারণ সম্পাদক অনাথ চন্দ্র রায়, গৌর গোপাল প্রমুখ।

বোয়ালমারী (ফরিদপুর) সংবাদদাতা জানান, সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বোয়ালমারী পূজা উদযাপন কমিটি অনাড়ম্বর পূজা উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজশাহী অফিস জানায়, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের এক জরুরি সভা পরিষদের সভাপতি অনিল মারান্ডির সভাপতিত্বে গতকাল শুক্রবার রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাচন পরবর্তী আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ওপর বিশেষ মহলের হামলার ঘটনা পর্যালোচনা করে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, গোদাগাড়ীর বাংধারা গ্রামের সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করছে। লালপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও হুমকির ঘটনা বেড়েছে। এছাড়া দিনাজপুর ও নওগাঁতেও আদিবাসীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আদিবাসী নেতারা সভায় জানান, নওগাঁর ভীমপুরে নিহত আলফ্রেড সরেনের পরিবারকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য আসামিরা হুমকি দিচ্ছে।

প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৫৮)
হিজলায় সংখ্যালঘুর বাড়ী নিশ্চিহ্ন ॥ গৃহবধূ নির্যাতিত

বরিশাল অফিস ঃ শনিবার হিজলার মান্দ্রাতার কুশারিয়া গ্রামে জনৈক গণেশের স্ত্রীকে একদল সন্ত্রাসী শনিবার বেদম মারধর করে। সে উলানিয়া হাসপাতালে।

এদিকে চর কুশারিয়ার গনেশ দাসের বাড়িঘর সন্ত্রাসীরা ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে। গনেশ জানায়, সন্ত্রাসী ফরিদ বেপারী, মোস্তফা সিকদার, আলম শরীফ, ধলু মোল্লা তাহার স্ত্রীর উপর নির্যাতন করে। গনেশ ভয়ে এলাকা ছাড়া।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৪৫৯)
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য মানববন্ধন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার লক্ষ্যে গ্রাম থিয়েটারের আয়োজনে গতকাল (সোমবার) শাহবাগ মোড় হইতে টিএসসি পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। দেশের বিশিষ্ট নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ বিপুল সংখ্যক সংস্কৃতি কর্মী এই মানব বন্ধনে অংশ নেয়।

চট্টগ্রাম ঃ দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে গতকাল সোমবার বিকালে নগরীতে সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মৌন মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াইয়া বাঙালী সমাজকে বিভক্ত করিবার চেষ্টা চালানো হইতেছে। তাহারা অবিলম্বে প্রশাসনকে নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া বলেন, অন্যথায় দুর্বার আন্দোলন হইবে। চট্টগ্রাম থিয়েটার সমন্বয় পরিষদ, আবৃত্তি জোট ও সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক কর্মী আয়োজিত মৌন মিছিল প্রেসক্লাব চত্বর হইতে চেরাগী পাহাড় মোড়, আন্দরকিল্লা হইয়া শহীদ মিনারে এক সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গ্রুপ থিয়েটার সমন্বয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট সুচরিত দাশ খোকন। বক্তৃতা করেন আবৃত্তি জোটের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ হাসান ও সংস্কৃতি কর্মী সাইদুল আলম।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৬০)
নড়াইলে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও হিন্দুদের উপর হামলা বাড়ীঘর লুটপাট ও চাঁদাবাজি

নড়াইল সংবাদদাতা ঃ নির্বাচনের পর নড়াইল জেলার বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর একটি স্বার্থান্বেষী চক্র কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে শারীরিক-মানসিক অত্যাচার, বাড়ীঘর ভাংচুর, লুটপাট ও চাঁদা দাবীর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

জানা যায়, নড়াইল সদর থানার তারাসী গ্রামের নিতাই কর এবং কৃষ্ণপদ করকে এবং সিঙ্গা-হাড়িগড়া গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের ননী গোপাল ও বাবু বিশ্বাসের স্ত্রীকে কতিপয় সন্ত্রাসী কোপাইয়া জখম করে। নিতাইয়ের ঘরের টিনের চালা খুলিয়া ও কয়েক হাজার টাকার মাছ লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। বোড়ামারা হাইস্কুল ও বোদলা গ্রামের একটি হিন্দু বাড়ী হইতে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামাইয়া অবমাননা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মাগুরা গ্রামের সুধাংশু ও ফনিভূষণকে মারধর করা হইয়াছে।

এদিকে সন্ত্রাসীরা রামানন্দপুর গ্রামের অমর বিশ্বাসের গরু ও পুকুরের মাছ লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে।

এসব ঘটনা ব্যতীত জেলার নিভৃত পল্লীতে সংঘটিত অপ্রকাশিত ঘটনার সংখ্যা অনেক। ভয়ে অনেকে প্রকাশ করিতেছে না। জানমাল রক্ষার জন্য চাঁদা দিতে হইতেছে বহু সচ্ছল গৃহস্থকে। গত ১৮ অক্টোবর নড়াইল জেলা আইনজীবী সমিতির ১৯ জন হিন্দু এডভোকেট স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি জেলা প্রশাসনকে দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, সুপরিকল্পিতভাবে জেলার হিন্দু সম্পদায়ের উপর যে অত্যাচর-উৎপীড়ন চলিতেছে তাহা বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নিরীহ হিন্দু সম্পদায়কে রক্ষা করিবার অনুরোধ জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৬১)
বৃহত্তর নোয়াখালীতে দু'শ বাড়ী লুট ঃ আহত ৫০

নোয়াখালী থেকে আবুল কালাম ভূঁইয়া জানান, বৃহত্তর নোয়াখালীর পল্লীতে এমন কোন হিন্দু বাড়ী নেই যেখানে কমবেশী লুট, মারধর ও নির্যাতন হয়নি। চাঁদা দাবী করা হয়েছে হাজার হাজার টাকা। ১৫টি উপজেলার সর্বত্র অত্যাচার-নির্যাতন, নারীদের উপর হামলা করা হয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এ অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের উপর অমানবিক, অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে। কোম্পানীগঞ্জে কম করে ২৫ জনকে পিটিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে । নাট মন্দির, শিব মন্দির ভাংচুর এবং বিগ্রহ নিয়ে গিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ উপজেলায় ২২টি বাড়ী লুট করা হয়। একই অবস্থা ১৫টি উপজেলার সর্বত্র। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ সময় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের আদেশ নির্দেশের তেমন তোয়াক্কা না করায় হিন্দু বাড়ী লুট করে এ সময় এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করা হয় দেশব্যাপী। অনেকে প্রাণের ভয়ে নীরবে চাঁদাও দিয়েছে। এখানে হিন্দু সম্প্রদায় নির্যাতনের শিকার হয়েছে অধিক হারে। কয়েকজন বিএনপি নেতা বলেছেন, তত্ত্বধায়ক সরকারের আমলে তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এতে দায়-দায়িত্ব তাদের। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবারের অত্যাচারের প্রতিবাদ কিভাবে করবেন তার ভাষা খুঁজে পাননি। বিএনপির ক্যাডারদের মহড়ায় এখানে সংখ্যালঘুরা অসহায়ের মত বিনিদ্র রাত যাপন করে।

দৈনিক খবর, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৬২)
'ভোট'-এর সংবাদ সম্মেলনে তথ্য উপস্থাপন— সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ব্যাপকতা '৭১ সালকেও হার মানিয়েছে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ 'ভোট' আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করা হয়েছে, বর্তমানে সারা দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ব্যাপকতা ১৯৭১ সালকেও হার মানিয়েছে। এ জন্য 'ভোট' নেতৃবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বর্তমান সরকারের দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করেন।

খুলনার, বাগেরহাট, মংলা, সাতক্ষীরা ও যশোর, বরিশাল, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া, রামশীল, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, ভোলা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, সন্দীপ, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও পাবনাসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এসে ভোট অবজারভেশন এন্ড ট্রান্সপারেন্সি এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট (ভোট)-এর পরিদর্শক টিম এ প্রতিবেদন তৈরি করেন। প্রতিবেদনে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল বিকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রোকেয়া কবির, মাহফুজা খানম ও জিয়াউল আহসান।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর হুমকি ও নির্যাতন চলছিল। নির্বাচনের পর এ নির্যাতন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলে নারী ধর্ষণ, বাড়িঘর লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হাত-পা কেটে ফেলা, চাঁদাবাজি, দেশছাড়া করার হুমকি ইত্যাদির ফলে ব্যাপকসংখ্যক নাগরিক আজ দেশের ভেতরই উদ্বাস্তু। এমনকি দেশছাড়া হয়েছে অনেকেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনপূর্ব এবং নির্বাচনোত্তর এ সহিংসতা রোধ করতে শুধু ব্যর্থই হয়নি-এ সহিংসতা রোধে

তাদের কোনো উদ্যোগই ছিল না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তিই এর সাক্ষ্য দেবে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর রাজনৈতিক কারণে সাম্প্রদায়িক যে সহিংসতা চলছে তার প্রতিকারে কোনো সক্রিয় উদ্যোগ না নেওয়ায় এর ভয়াবহতা এখনো চলছে।

নেতৃবৃন্দ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য বিগত বিএনপি শাসনামলে ১৯৯৫ সালের ইয়াসমীন ধর্ষণ ও হত্যার পর ঐ সময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির দাবি করেন নেতৃবৃন্দ।

ভোরের কাগজ, ২১ অক্টোবর ২০০১

(৩৬৩)
পূর্ণিমার ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ পাশবিক নির্যাতনের শিকার সিরাজগঞ্জের পূর্ণিমা রানী শীলের ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পূর্ণিমার গ্রামের বাড়ি উল্লাপাড়ার পূর্ব দেলুয়া গ্রামে পূর্ণিমার প্রতিবেশীদের হুমকি দিচ্ছে সাময়িকভাবে বরখাস্ত উল্লাপাড়া থানার ওসি এবং বিএনপি কর্মীরা। ধর্ষকদের হুমকির মুখে পূর্ণিমা অন্য একটি স্থানে আত্মগোপন করে আছে। সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক পূর্ণিমার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া জবানবন্দির রেকর্ড ও মামলার কাগজপত্র নিজের হেফাজতে নিয়েছেন বলে একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

সিরাজগঞ্জ থেকে বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করার পর থেকেই পূর্ণিমার ঘটনা নিয়ে সিরাজগঞ্জের জনগণের মধ্যে আলোচনার ঝড় ওঠে এবং প্রশাসনের নড়াচড়া শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট ওসিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলেও পুলিশ সদর দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ণিমাকে ধর্ষণ করার ঘটনা অস্বীকার করে। বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনাকে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের হিসেবে উল্লেখ করে পূর্ণিমাকে শুধু টানাহেঁচড়া করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়।

গত ২২ অক্টোবর সিরাজগঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য আকবর আলী পুলিশ সদর দপ্তরের পাঠানো বিজ্ঞপ্তির পুনরাবৃত্তি করে ঘটনাটিকে নিছক জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ হিসাবে বর্ণনা করেন এবং ধর্ষণের ঘটনা অস্বীকার করেন।

অন্যদিকে উল্লাপাড়া থানার ওসি সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়ার পরপরই পূর্ব দেলুয়া গ্রামে যান এবং পূর্ণিমার প্রতিবেশীদের ঘটনার ব্যাপারে কাউকে কিছু না বলার নির্দেশ দেন। পরে বিএনপি কর্মীরাও গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের হুমকি দিয়ে আসে। এছাড়া জেলা প্রশাসক মামলার কাগজপত্র ও রেকর্ড করা পূর্ণিমার জবানবন্দি তার নিজের কাছে নিয়েছেন। একটি সূত্রে জানায়, মামলার কাগজপত্র নেয়া ডিসির এখতিয়ার বহির্ভূত এবং বিষয়টি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে পারে।

সূত্রটি জানায়, পুলিশ সদর দপ্তর ধর্ষণের ঘটনা অস্বীকার করলেও পূর্ণিমার ডাক্তারি পরীক্ষায় ধর্ষণের যাবতীয় চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে এবং কোথায় কি ধরনের আঘাত করা হয়েছে তাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে এ মেডিক্যাল রিপোর্ট ধামাচাপা দেয়ার জন্য একটি মহল তৎপরতা চালাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের আয়োজক একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, পূর্ণিমা কোর্টে মামলা করেছে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে

জবানবন্দি দিয়েছে এবং তার প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এখন মামলা দেখবে কোর্ট। কোর্ট স্বাধীনভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু পুলিশ সদর দপ্তরের বক্তব্য ও সিরাজগঞ্জে সংবাদ সম্মেলনে দেয়া স্থানীয় সংসদ সদস্যের দেয়া বক্তব্য আমাদের বিস্মিত করেছে। তিনি প্রশ্ন করেন, স্থানীয় সংসদ সদস্য ঘটনার সাথে জড়িতদের কেউ বিএনপির সাথে যুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন, অথচ তিনি আবার ঘটনাটিকে ভিন্নভাবে বর্ণনা করে ধর্ষকদের প্রশ্রয় দেয়ার চেষ্টা করছেন কেন? তিনি বলেন, স্থানীয় সংসদ সদস্যের উচিত ঘটনাটির যাতে সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার হয় তা নিশ্চিত করা।

এদিকে ধর্ষক ও তাদের সমর্থকরা এখন পূর্ণিমার গোপন আশ্রয়স্থল হণ্যে হয়ে খুঁজছে বলে জানা গেছে। একটি সূত্র জানায়, ঘটনাটি চাপা দেয়ার জন্য ধর্ষকরা পূর্ণিমা ও তার পরিবারের বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে।

সংবাদ, ২১ অক্টোবর ২০০১

(৩৬৪)
সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা
চট্টগ্রামে দুর্গা পূজার সময় প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন হবে

চট্টগ্রাম অফিস ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম মহানগরীর ১৬৩টি পূজা মণ্ডপে দুর্গাপূজার দিনগুলোতে আলোকসজ্জা ও সাজসজ্জাবিহীন প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করা হবে।

কর্মসূচিতে রয়েছে মহাঅষ্টমির দিন সকাল-সন্ধ্যা অনশন, প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান, মহানবমীর দিন এক ঘন্টার মানববন্ধন ও নীরবতা পালন। এ ছাড়া প্রতিটি পূজা মণ্ডপে প্রতিবাদ ও দাবি সম্বলিত কালো ব্যানার টাঙানো হবে। কোনো মণ্ডপে মাইক বাজবে না, ঢাকঢোল বাজানো, গেট নির্মাণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হবে।

চট্টগ্রাম মহানগরী পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে গতকাল শনিবার বিকেলে স্থানীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানানো হয়।

সম্মেলনে লিখিত বিবৃতি পাঠকালে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সীমান্ত তালুকদার জানান, এবার প্রতি পূজা মণ্ডপের বরাদ্দকৃত সরকারের আর্থিক অনুদানের আনুপাতিকহারে প্রতি পূজা মণ্ডপে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৪২ টাকা ২০ পয়সা। এই অপমানজনক অনুদান ও বরাদ্দকৃত অপ্রতুল অর্থ গ্রহণে মহানগরী পূজা উদযাপন পরিষদ অপারগতা প্রকাশ করেছেন বলে তিনি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে পরিষদের সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূজা করার জন্য নানাভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। পূজা না করলে অত্যাচার আরো বাড়বে এমন কথাও বলা হচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, লুটপাট, নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, প্রতিমা ভাংচুরসহ অত্যাচার বন্ধের দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।

প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১

(৩৬৫)
সরেজমিন বাগেরহাট
সংখ্যালঘুরা সন্ত্রস্ত এখনো ॥ তরুণরা ঘরে ফেরেনি, তরুণীরা গৃহবন্দি
ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়ে স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ঃ নির্বাচনের পর থেকে বাগেরহাটে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, চাঁদাবাজি, লুট, দখল, ভাঙচুর ও শ্লীলতাহানীর কারণে গোটা জেলা এক ভীতসন্ত্রস্ত জনপদে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু তরুণরা ভয়ে গৃহহীন আর তরুণীরা শ্লীলতাহানীর আশঙ্কায় গৃহবন্দী অথবা অন্যত্র আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে অবস্থান করছে। একই আশঙ্কায় ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েকদিন জেলার বিভিন্ন জনপদ ঘুরে এ দৃশ্য দেখা গেছে।

উল্লেখ্য, নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় এ পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে ৮ জন নিহত ও ৩শ'র বেশি আহত হয়েছে।

নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের শতাধিক ঘের লুট ও দখল হয়েছে। সন্ধ্যার পরই গ্রামগুলো মনে হয় ভূতুড়ে জনপদ। বাইরে থেকে গ্রামের ভেতরের অবস্থা বোঝা যায় না। ধর্ষণের বা শ্লীলতাহানির কোন অভিযোগ নিয়ে পুলিশের কাছে কেউ যাচ্ছে না। মুখ বুজে তারা এই নির্যাতন সহ্য করছে। পাশাপাশি এসব এলাকার সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে বিভিন্ন অংকের চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। চাঁদা না দিলে মারধর, মেয়েদের লাঞ্ছিত করা, গৃহস্থদের গরু-ছাগল নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের দোকানে দোকানে গিয়েও চাঁদাবাজরা হুমকি দিচ্ছে। নাম না প্রকাশ করার শর্তে কয়েকজন জানান, এই চাঁদার পরিমাণ গৃহস্থের অবস্থা অনুযায়ী ৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা। টাকা না দিতে পারলে তাদেরকে দেশ ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলোর অধিকাংশ বাড়িতে তালা ঝুলছে। জনশূন্য গ্রামগুলোর কিছু কিছু বাড়িতে বৃদ্ধরা ভিটে আগলে পড়ে আছেন।

সন্ত্রাসীদের হামলায় আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; রামপালের প্রসাদনগর, গৌরম্ভা, বারুইপাড়া, বাঁশতলী, নল তেলীখালী, কুমলাই পালপাড়া, আঙ্গারিয়া ও মংলার বুড়িরডাঙ্গা, বৈরাগীর খাল, সোনাইতলা, আমড়াতলা, বকুলতলা, জয়খা, চাপড়া, মিঠেখালী, খাসের ডাঙ্গা, সাতপুকুরি, চিলা, সুন্দরবন, সিন্দুরতলা, বৈদ্যমারী, কেয়াবুনিয়া, হেতালমারী, মোড়েলগঞ্জের হোগলাপাশা, রামচন্দ্রপুর, জিউধারা, দৈবজ্ঞহাটী, চিংড়িখালী, পাতিলাখালী, মোল্লাহাটের গাওলা, উদয়পুর, চাঁদেরহাট, গাংনী, কোদালিয়া, গিরিশনগর, চিতলমারীর বাঁশবাড়িয়া, চরবানিয়ার, সন্তোষপুর, খগম আলী, দুর্গাপুর, শ্যামপাড়া, খাসেরহাট, চরকুলিয়া, নাগারকূল প্রভৃতি এলাকা এবং সদর ও ফকিরহাটের কিছু এলাকা।

চিতলমারীর সন্তোষপুরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, নির্বাচনের পর তাদের ওপর ভয়ভীতি প্রদর্শন চলে আসছে। সন্ত্রাসীরা তার যুবক ছেলেকে মারধর করে আহত করেছে। গ্রামের অধিকাংশ হিন্দু যুবক পালিয়েছে ও তরুণীরা অন্যত্র রয়েছে।

এ এলাকারই অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষক জানান, রাস্তায় বের হলে তুলে নিয়ে যাবে এই হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে তার মেয়ে রাস্তায় বের হতে পারছে না। আরও কয়েকজন জানান, পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে চাঁদাবাজিসহ একই রকম ঘটনা ঘটছে। মধ্যবানিয়া চর গ্রামে সন্ত্রাসীরা মন্দির ভাঙচুর করেছে। প্রত্যন্ত গ্রামগুলোই চাঁদাবাজির সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার।

মোল্লাহাটে অস্ত্র উচিয়ে চাঁদাবাজি হচ্ছে। আতঙ্কিত মানুষরা প্রতিরোধ করতে পারছে না এবং কারো কাছে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে না। রামপালে বিএনপির ছত্রছায়ায় লালিত সন্ত্রাসীরা রাজনগর, বুড়িরডাঙ্গা, নলবুনিয়া,উজলপুর, প্রভৃতি গ্রামে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।

কচুয়ার গ্রামগুলোতে বিএনপি কর্মীরা দফায় দফায় হামলা চালায়। লুটে নিয়ে গেছে সম্পদ সম্ভ্রম। নারী-পুরুষ শিশুদের নির্বিচারে মারধর করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনের সহযোগিতায় সন্ত্রাসীরা এ তাণ্ডব চালায় বলে ক্ষতিগ্রস্ত অনেকে অভিযোগ করেছেন। সদরের কোড়ামারা গ্রামে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে গৃহবধূকে পাশবিক অত্যাচার ও ছেলেকে মারধর করে আহত করেছে। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া মোড়েলগঞ্জের জিউধারার সংখ্যালঘুরা ফিরে এলে তাদের মাঝে এখনো আতঙ্ক রয়েছে।

আজকের কাগজ, ২১ অক্টোবর ২০০১

(৩৬৬)
নগরকান্দায় মন্দিরে আগুন, দুর্গাপ্রতিমা ভাংচুর ৬ জন আটক

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ গত শুক্রবার গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার চৌমুখী গ্রামের একটি মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আরো দু'টি মন্দিরে ব্যাপক ভাংচুর চালিয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে আটক করেছে। প্রশাসন ও রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহল ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করছে। তারা ভাংচুরকৃত দুর্গামন্দিরেই পূজা করার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

শুক্রবার গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী চৌমুখী গ্রামের নমঃশুদ্র পাড়ায় সার্বজনীন দুর্গামন্দিরের নির্মিতব্য দুর্গা প্রতিমা ব্যাপক ভাংচুর করে মন্দিরটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দেখে লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা ৩টি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। এলাকাবাসী আগুন নিভিয়ে ফেলে ও পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে ৬জনকে আটক করে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ তাদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

অন্যদিকে শুক্রবার রাতে সন্ত্রাসীরা একই গ্রামের জেলেপাড়ায় অবস্থিত একটি সার্বজনীন গঙ্গামন্দিরের ভগিরথী মূর্তি ভাংচুর করে পার্শ্ববর্তী নদীতে ফেলে দেয়।

এদিকে দুর্গা মন্দিরের দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহল। তারা ঘটনাটিকে হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ঘটেছে বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ ভদ্রকে বাদি করে এই কোন্দলের কারণ উল্লেখ করে নগরকান্দা থানায় একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। এদিকে নারায়ণ ভদ্রকে মামলার বাদি বলা হলেও তিনি এ মামলার ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে জানান।

আজকের কাগজ, ২১ অক্টোবর ২০০১

(৩৬৭)
সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া
সংখ্যালঘুদের আস্থায় ফেরানো না গেলে দেশত্যাগ অনিবার্য

স্টাফ রিপোর্ট ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের চিত্র স্বচক্ষে দেখে এসে তার বর্ণনা দিলেন সচেতন নাগরিক সমাজের ক'জন প্রতিনিধি। রবিবার ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেদের সফরের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে তাঁরা বলেন, ব্যাপক সহিংসতা ও নারী নির্যাতনের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে যে ভয়, অপমানবোধ ও আত্মধিক্কার জন্মেছে, তা দূর করে নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের আস্থা ও বিশ্বাস ফেরানো সম্ভব না হলে ব্যাপকহারে দেশত্যাগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি শেষ পর্যন্ত এমনটি যদি ঘটে তবে তা আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা, সমাজ ব্যবস্থা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে মারাত্মক বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিশিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা তারেক আলী। এছাড়াও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ড. আনিসুজ্জামান, পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও অজয় রায়। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন,খুশী কবির, মেজবাহ কামাল, ড. মোশারফ হোসেন প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সচেতন নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে একাধিক প্রতিনিধি দল দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিন সফরের মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, এবারের নির্বাচনের পর থেকেই দেশজুড়ে পরাজিত রাজনৈতিক দলের লোকজন ও সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের ওপর মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

একটি বিশেষ দলকে ভোট দেয়ার অপরাধে নানা স্থানে হিন্দুদের ভিটামাটি ছাড়া করে তাদের সম্পত্তি গ্রাসের পাঁয়তারা চলছে। এছাড়া চলছে চাঁদাবাজি, লুটপাট, বাড়িঘর ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, সশস্ত্র হামলা, হত্যা এবং নারী নির্যাতন। ভোলায় এ অবস্থা শুরু হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর পর। দেশব্যাপী তা লাগামহীনভাবে ছড়িয়ে পড়ে নির্বাচনের পর থেকে। অত্যাচারিতরা মনে করেন যে, সাধারণ মুসলমানরা এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। এসব করছে রাজনৈতিক মদদপুষ্ট পূর্বকথিত সন্ত্রাসীরা। এ রকম সংকটমুহূর্তে কোন রাজনৈতিক দল এগিয়ে আসেনি এবং প্রতিবেশীরা অনেক সময় আক্রান্তদের আশ্রয় দিলেও সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধের সাহস পায়নি। প্রশাসনও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বরং আইনী ব্যবস্থা এসময় ছিল নিশ্চল। এসব ব্যাপারে নবগঠিত সরকারের পক্ষ থেকে বার বার আশ্বস্ত করা হলেও গ্রামঞ্চলে সন্ত্রাসীদের শাসনে রাখা যাচ্ছে না এবং পরিস্থিতির মোকাবেলায় নিম্ন পর্যায়ের প্রশাসন উদ্যোগী হচ্ছে না।

তাঁরা বলেন, সরকারের কোন কোন পর্যায় থেকে এসব ঘটনাকে 'অতিরঞ্জিত' বলা হলেও বাস্তবে তা নয়। হয় তাঁরা সব জেনেও না জানার ভান করছে, অথবা প্রকৃত সত্য তাঁদের জানতে দেয়া হচ্ছে না। তাঁরা বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার এমপির উচিত নির্যাতিতদের কাছে অবস্থান করা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোথাও নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের কাছাকাছি তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অবিলম্বে এসব ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের বিচার করা, নির্যাতিতদের তাদের বাসস্থানে বহাল করা এং তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ অক্টোবর ২০০১

(৩৬৮)
রাজশাহী জেলা জুড়ে আ'লীগ নেতা-কর্মী, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে নির্মম নির্যাতন

উত্তরের সীমান্তবর্তী বিভাগীয় জেলা শহর রাজশাহীর সর্বত্রই আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী, সমর্থক, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে নির্মম নির্যাতন। দিন দিন এই নির্মমতা বেড়েই চলেছে।

অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার লোকজন পুলিশ কিংবা জেলা ও উপঝেলা প্রশাসনের সহায়তা চেয়েও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে গোটা জেলা জুড়ে চরম আতংক ও ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন— পরবর্তী সময়ে অব্যাহত হামলার কারণে হাজার হাজার মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে আওয়ামী

কর্মী-সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। দাবি করা চাঁদা পরিশোধ করলে হামলা-নির্যাতন বন্ধ করে দেয়ারও খবর পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া অনেককে জোরজবরদস্তি করে বিএনপিতে যোগদানেও বাধ্য করা হচ্ছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে থানা পুলিশ করারও সাহস পাচ্ছে না কেউ। আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে বলেছে, বিএনপি ও জামাত-শিবিরের সমর্থকরা এসব হামলা-নির্যাতন ও চাঁদাবজি করছে। নির্বাচন-পরবর্তী অত্যাচার-নির্যাতন '৭১-এর বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে বলে আওয়ামী লীগ দাবি করেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, জেলার দুর্গাপুর, পুঠিয়া, তানোর, গোদাগাড়ি, বাগমারা উপজেলায় এই নিষ্ঠুরতা ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। অবস্থাদৃষ্ঠে মনে হচ্ছে অত্যাচার ও নির্যাতন বন্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেন কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তাদের রহস্যজনক নীরবতায় পরিস্থিতি দিন দিন মারাত্মক রূপ নিচ্ছে। সর্বশেষ গত ১৫ই অক্টোবর পুঠিয়ার নন্দনপুর, তেলিপাড়া ও চক দৌলতপুরে বিএনপি সমর্থকরা হামলা চালিয়ে ১৯টি দোকান, ৩টি বাড়ি ভাঙচুর ও একটি অফিস পুড়িয়ে দেয়।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনের পরদিন রাতে গোদাগাড়ি উপঝেলার আদিবাসী গ্রাম গোপালপুরে হামলা চালানো হয়। একইদিন থেকে পুঠিয়া ও দুর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে হামলা-নির্যাতন চলতে থাকে আওমী কর্মী-সমর্থকদের ওপর। দুর্গাপুরের ঝালুকা গ্রামের সংখ্যালঘুদের বাড়িতে গিয়ে হুমকিদান ও গরু লুট করা হয়। সুখানদি, হরিরামপুর, আনোলিয়া, ব্রাহ্মপুর গ্রামে হামলা চলছে। অনেকের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা নেয়া হচ্ছে। কারো কারো পুকুরের মাছ করা হচ্ছে লুট। কোন কোন এলাকায় পান বরজ ধ্বংস করারও খবর পাওয়া গেছে। সূত্র মতে, গত ১২ই অক্টোবর পুঠিয়া উপজেলার সাতবাড়িয়া বৈষ্ণবপাড়ার কালিমন্দিরটি ভেঙে ফেলে সন্ত্রাসীরা। ওই গ্রামের সংখ্যালঘু আওয়ামী লীগ কর্মিরা এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ৯৮ সালের মুক্তিযোদ্ধা তাছের হত্যা মামলার সাক্ষী ও বাদির ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। নওপাড়াতে ভোটের পরদিন থেকে লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বিড়ালদহে মারধর করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এখানকারও আওয়ামী কর্মী-সমর্থকরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গত ১২ই অক্টোবর পুঠিয়ার ঝলমলিয়াতে আওয়ামী লীগ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও রাজশাহী-৪ আসনে পরাজিত প্রার্থী তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুকের ওপর সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। তাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। আওয়ামী লীগ নেতা অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও গাড়িটি ভেঙে চুরমার ও চালক দুলালকে মারধর করা হয়। গাড়ি থেকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র লুট করে সন্ত্রাসীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, তানোর উপজেলার রাতুল গ্রামে গত ১২ই অক্টোবর হত্যা করা হয় আওয়ামী লীগ কর্মী নরেশ চন্দ্র দাসকে (৪৫) একই দিনে গোদাগড়িতে পোড়ানো হয় আওয়ামী লীগ অফিস। ১৩ই অক্টোবর বাগমারা উপজেলার বুজরুককোলা হিন্দুপাড়ায় অন্তত ৭টি বাড়িতে হামলা ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। মোহনপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফয়েজউদ্দিন কবিরাজের বাড়িতে হামলা করা হয়। বাঘা উপজেলার আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ছাত্র নেতা লায়েবউদ্দিন লাভলুর বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। গত ১১ই অক্টোবর রাতে নগরীর মতিহার থানার সামনে ২৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সদস্য আবদুস সত্তারকে হত্যার উদ্দেশ্যে নির্মমভাবে আঘাত করা হলে তিনি গুরুতর আহত হন। গোদাগাড়ি উপজেলার মোহনপুর বাংধারা গ্রামের ১৯টি আদিবাসী পরিবারকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের জন্য হুমকি দেয়া হচ্ছে। গত ৭ই অক্টোবর তানোরের হরিদেবপুরে একটি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। রাজশাহী বিআইটি, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা চলছেই। জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত শত্রুরতার কারণে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্ত বলেও প্রশাসন দাবি করেছে; কিন্তু জেলা ও মহানগর এবং বিভিন্ন উপজেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রশাসনের বক্তব্যকে হাস্যকর উল্লেখ করে বলা হয়েছে, প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বিএনপি ও জামাতের "সন্ত্রাসীরা" সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও আওয়ামী লীগ নেতা-সমর্থকদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে। তারা এসব নির্যাতন বন্ধের জন্য সরকারকে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানান।

অবশ্য বিএনপি ও জামাতের পক্ষ থেকেও হামলা-হুমকিদান ও নির্যাতনের অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করা হয়েছে।

সংবাদ, ২১ অক্টোবর ২০০১

(৩৬৯)
আমার মতো কেউ যেন অত্যাচারের শিকার না হয় ঃ পূর্ণিমা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ 'আমার মতো এমন অত্যাচার যেন আর কারো ওপর না হয়। দেশের সব মানুষ প্রধানমন্ত্রী, সরকার, সবার কাছে আমার একটাই অনুরোধ।' কথাগুলো পূর্ণিমা রাণী শীলের। নির্বাচনের পর দেশজুড়ে সংখ্যালঘুদের ওপর পাশবিক নির্যাতনের যে উল্লাস চলছে দুর্বৃত্তদের, তারই নির্মম শিকার পূর্ণিমা। গতকাল বিকেলে স্থানীয় একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে তার ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। ওর নিষ্পাপ সরল চোখের জল সংক্রমিত হয় উপস্থিত সবার মধ্যে। পূর্ণিমা এবং তার মা বাসনা রাণী শীল যখন নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরেন তখন হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সংবাদ সম্মেলন স্থলে। সাংবাদিকদের কলম থেমে যায়, ফটোগ্রাফার ক্যামেরা ক্লিক করার আগে পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে নেন।

গতকাল পূর্ণিমা রাণী শীলের বাবা, মা ও ভাইসহ এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির। উপস্থিত ছিলেন শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, রবিউল হুসাইন, আরোমা দত্ত প্রমুখ। নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে গতকাল বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেই সাথে পাশবিক নির্যাতনের শিকার পূর্ণিমা রাণী শীল ও তার পরিবারের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাদেরও হাজির করে।

লিখিত বক্তব্য এবং পূর্ণিমা ও তার মায়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, গত ৮ অক্টোবর রাতে ২৫/৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল হামলা চালায় সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার পূর্ব দেলুয়া গ্রামের অনিল কুমার শীলের বাড়িতে। সন্ত্রাসীরা বেধড়ক পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে অনিল কুমার শীলকে। বেদম প্রহার করে তার মেজ মেয়ে গীতা রাণীকে। এরপর তারা অপহরণ করে ছোট মেয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী পনের বছরের পূর্ণিমা রাণী শীলকে। অপহরণের সময় তার মা বাসনা রাণী শীল বাধা দিলে তাকেও নির্মমভাবে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে সন্ত্রাসীরা। এরপর পূর্ণিমাকে তুলে নিয়ে অন্যত্র যায়। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে দুর্বৃত্তরা পূর্ণিমাকে ধর্ষণ করার পর তাকে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনা যাতে প্রকাশ না হয় সেজন্য দুর্বৃত্তরা ৯ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত ওই পরিবারটিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। সন্ত্রাসীরা এবং তার অভিভাবকরা অনিল কুমারের ওপর চাপ দিতে থাকে ঘটনাটি মিটিয়ে ফেলার জন্য; কিন্তু ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় উল্লাপাড়া থানা পুলিশ মামলা করার উদ্যোগ নেয়; কিন্তু থানায় ধর্ষণের মামলা নেয়া হয়নি।

পরবর্তীতে সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী উদ্যোগী হয়ে পূর্ণিমাকে সিরাজগঞ্জ জেলা শহরে নিয়ে এসে সিভিল সার্জন অফিসে মেডিক্যাল চেকআপ করান। ডাক্তারি পরীক্ষায় ধর্ষণের চিহ্ন পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত আমিনুল ইসলামের সহযোগিতায় গত ১৪ অক্টোবর পূর্ণিমা বাদি হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি মামলা দায়ের করে। ১৬৪ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন এবং ১৫ জনকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পুলিশ এ পর্যন্ত আব্দুর রব নামে একজন আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

এদিকে মামলা করার পর থেকেই এই পরিবারটির ওপর সন্ত্রাসীদের চাপ আর হুমকি বেড়ে যায়। সর্বস্ব হারিয়ে তারা একবস্ত্রে গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। সন্ত্রাসীদের আক্রমণে প্রায় পঙ্গু পূর্ণিমার বাবা ও মা পরিবার নিয়ে এখন আশ্রয় নিয়েছে উল্লাপাড়া সদরে এক আত্মীয়ের বাসায়। এখানেও সন্ত্রাসীদের তৎপরতা থেমে নেই। থানা থেকে পুলিশ আসে, স্থানীয় বিএনপির এমপি আকবর আলী লোক পাঠান যেন মামলাটি মিটমাট করে নেয়। তারা হুমকি দিচ্ছে মামলা তুলে না নিলে পরিণতি খুব খারাপ হবে। সন্ত্রাসীরা এখন দফায় দফায় লোক পাঠাচ্ছে। পূর্ণিমা তার জবানবন্দিতে বলেছে, তার ওপর পাশবিক নির্যাতনকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে সে চিনেছে এবং এরা সবাই বিএনপির কর্মী। গত ১৯ অক্টোবর অনিল কুমার শীল ও তার পরিবারের নির্যাতিতদের জবানবন্দি ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে রেকর্ড করা হয়।

পূর্ণিমার পরিবারের ঘটনা ছাড়াও নির্মূল কমিটির প্রতিবেদনে সিরাজগঞ্জের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি তুলে বলা হয়, সিরাজগঞ্জে বিএনপির নেতা-কর্মীরা হিন্দু সম্প্রদায়কে হুমকি দিচ্ছে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা করার জন্য। অন্যথায় তাদের দেশছাড়া করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিএনপি কর্মীরা বলপূর্বক চাঁদা তুলছে এবং চাঁদা তোলার সময় তারা বলে, 'এটা নৌকায় ভোট দেয়ার মাসুল।' সিরাজগঞ্জের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদপত্রে খুবই কম তথ্য প্রকাশিত হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনে সিরাজগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে ঘোষপাড়ার চিত্তরঞ্জন ঘোষের বাড়িতে ১৮ অক্টোবর মুখোশধারী সন্ত্রাসীদের হামলার বিবরণ তুলে ধরে বলা হয়, চিত্তরঞ্জন ঘোষের বাড়িতে রক্ষিত গ্রামের হিন্দুদের পূজা উদযাপনের নগদ ৫০ হাজার টাকা, ৭/৮ ভরি স্বর্ণালংকারসহ ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র সন্ত্রাসীরা লুট করে এবং থানায় না জানানোর হুমকি দেয়। হুমকির মুখেও তারা থানায় মামলা করেছেন। নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নির্মূল কমিটির সদস্যদের জানান, 'কিভাবে পূজা করব, মায়ের কাপড় পর্যন্ত নিয়ে গেছে।'

সংবাদ সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দাবি করা হয়। এ প্রতিবেদনে যারা থানায় অভিযোগ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে— মামলা তুলে নেয়ার জন্য এবং পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানানোর জন্য উল্লেখ করে সমস্যাটির রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক দিকগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়।

গতকাল পূর্ণিমার পরিবারকে ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন এবং নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে দশ হাজার করে টাকা দেয়া হয়।

সংবাদ, ২১ অক্টোবর ২০০১

(৩৭০)
উপদ্রুত এলাকা ঘুরে সচেতন নাগরিকদের অভিমত
সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ সরকার বাস্তবকে আড়াল করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন সচেতন নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতনের ব্যাপারে সরকার যে ভাষায় কথা বলছে তা বাস্তবকে আড়াল করার ভাষা। এই ভাষা বন্ধ করে সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে সংখ্যালঘুদের ব্যাপকহারে দেশত্যাগ অনিবার্য।

বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে ঢাকায় ফিরে গতকাল রোববার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন জিয়াউদ্দিন তারেক আলী। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোশারফ হোসেন, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন, ড. আবদুল গফুর, খুশী কবির, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, অজয় রায় প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত মাস তিনেক যাবৎ সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতনের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। বাগেরহাট, ফরিদপুর, বরগুনা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে যেসব ঘটনার কথা জানা গেছে তাকে নিঃসন্দেহে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলা যায়।

এতে বলা হয়, সারা দেশে যেভাবে সহিংসতা ও নারী লাঞ্ছনা হয়েছে তাঁতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা, অপমান বোধ দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে তাদের আস্থা ফিরানো না গেলে তাদের ব্যাপকহারে দেশত্যাগ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সংখ্যালঘুদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির কাজে সরকার কিংবা বিরোধী দল কারোরাই উদ্যোগ নেই। তাঁরা অবিলম্বে নির্বাচিত সাংসদদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সংখ্যালঘু নির্যাতনের সর্বশেষ রূপ হচ্ছে- পূজা নিয়ে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের বলা হচ্ছে— পূজা করতেই হবে। সব ব্যবস্থা আমরা করব। কোথাও বলা হচ্ছে, মিছিল করে স্থানীয় এমপি অথবা ইউএনওর কাছে গিয়ে পূজার জন্য বরাদ্দ সরকারি অনুদান আনতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করেন, পূজার পরও এই সন্ত্রাস চলবে। তখন হয়তো বলা হবে— 'ব্যাটা পূজা করিসনি কেন, কিংবা পূজা করেছিস কেন?'

সংবাদ সম্মেলনে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন প্রতিরোধে সাধারণ নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানানো হয়।

প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর, ২০০১

(৩৭১)
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে রংপুরে মৌন মিছিল

সংবাদদাতা রংপুর ঃ সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে গতকাল সকালে রংপুরে মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতার পক্ষের বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ মৌন মিছিলের আয়োজন করেন। গণ সমাজতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি আফজালের নেতৃত্বে মৌন মিছিলটি রংপুরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে কালেক্টরেট ভবনের সামনে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর বিএনপির নেতাকর্মীদের দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর অব্যাহত নির্যাতনের প্রতিবাদ জানান।

অবজারভার, ২২ অক্টোবর ২০০১

(৩৭২)
সশস্ত্র ৩ যুবককে পুলিশে সোপর্দ, বাউফলে পূজা তোরণ
এবং প্রতিমা নির্মাতার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি ঃ একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী গত শনিবার মধ্যরাতে বাউফল কাগজিরপুল এলাকার একটি দুর্গাপূজা মণ্ডপের তোরণ আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলেছে। এসময় তোরণ সংলগ্ন প্রতিমা শিল্পী কালাচান পালের একটি ঘর ভস্মীভূত হয়। এ ঘটনায় গতকাল রোববার সকালে দেশীয় অস্ত্রসহ তিনজন সন্ত্রাসীকে ধরে জনতা পুলিশে সোপর্দ করেছে।

পুলিশ জানায় রাত ১টার দিকে দুর্বৃত্তরা দুর্গাপূজা মণ্ডপের তোরণ ও কালাচান পালের (মূর্তি নির্মাতা) ঘরে আগুন লাগায়। স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পাশের বাড়ির গোয়াল ঘরে আশ্রয় নেয়। এ সময় লোকজন গোয়ালঘর ঘেরাও করে দুটি ধারালো অস্ত্রসহ বাচ্চু মোল্লা (১৮), রিপন (২০) ও শহিদুলকে (২৩) পাকড়াও করে পুলিশে সোর্পদ করে এবং অপর সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

গোপালগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা জানান, শনিবার রাতে একদল দুর্বৃত্ত সদর উপজেলার রঘুনাথপুরের দক্ষিণপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের প্রতিমা ভেঙে দেয়। প্রতিবাদে মন্দির কমিটি পূজা বর্জনের ঘোষনা দিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২২ অক্টোবর ২০০১

(৩৭৩)
উজিরপুরের বিলাঞ্চলে সংখ্যালঘুরা বন্দী জীবন যাপন করছে
গ্রাম থেকে বের হলেই হুমকিধমকি

শওকত মিলটন, উজিরপুরের বিলাঞ্চল ঘুরে এসে ঃ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ছোঁয়া না লাগলেও আতংক ছড়িয়ে পড়েছে উজিরপুরের বিলাঞ্চলে। পাশের দুটি উপজেলার প্রায় হাজারখানেক লোক এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। খোলা হয়েছিল আশ্রয়কেন্দ্র। কিন্তু প্রশাসনের চাপে সে আশ্রয় কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ দুটি উপজেলার সংখ্যালঘুদের মতো তারাও যেন একই অবস্থার সম্মুখীন না হয় সেজন্য ব্যবস্থা নিয়েছে। জল্লা ইউপির কয়েকটি গ্রামের সংখ্যালঘুরা সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধ করতে গড়ে তুলেছে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তবে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এসব গ্রামের মানুষেরা একরকম বন্দী জীবন যাপন করছে। তারা গ্রাম থেকে বেরুলে নানা হুমকি ধমকির সম্মুখীন হয়। তাদের অভিযুক্ত করা হয় তারা আওয়ামী

লীগের লোক। সরেজমিন এসব গ্রাম ঘুরে এ তথ্য মিলেছে। বিভাগীয় সদর বরিশাল থেকে উজিরপুরের জল্লা ইউনিয়ন প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। যাতায়াত ব্যবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। ধামুরার পর কিছুদূর পর্যন্ত পীচ ঢালা পথ। তারপর কয়েক কিলোমিটার মাটির পথ বিলের মধ্য দিয়ে। এখানকার মানুষ অভাবী। প্রায় সারা বছর পানিতে ডুবে থাকে এখানকার বেশীরভাগ জমি। বছরে মাত্র একটি ধান হয়। আয়ের উৎসর একটি হচ্ছে বিলের জিয়ল মাছ। নৌকা ছাড়া এক বাড়ী থেকে আরেক বাড়ীতে যাওয়া অসম্ভব প্রায়। মুন্সীর তালুক, কুড়ালিয়া, জুনীরপাড়, কারফাসহ এ ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। এক সংখ্যালঘু ইউপি সদস্যর সাথে আমাদের দেখা হয় কারফা বাজারে। নীরিহ গোবেচারা টাইপের মানুষ। এতোই শঙ্কিত যে বাজারে বসেও কথা বলতে সাহস পান না। তার ভয় পত্রিকার লোকদের সাথে কথা বললে তাকে আরো বেশি হেনস্থা করা হবে। তিনি বারবার আমাদের অনুরোধ করেছেন তার নাম না ছাপতে। তিনি আমাদের কাছে অভিযোগ করলেন, নির্বাচনের পর থেকে এখানকার সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক অভির সন্ত্রাসীদের দাপটে বাড়ী উঠতে পারছেন না। জল্লা গ্রামের বাসিন্দা এই ইউপি সদস্যর অপরাধ নির্বাচনের দিন সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে বাধা দেয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি এখন এলাকাছাড়া। কারফা বাজার থেকে আরো ভেতরে যতো অজপাড়া পড়ে সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আধিক্য বেশি। কারফা বাজার ও গ্রামে প্রবেশের একটি মাত্র পথ। বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাদল কৃষ্ণ বিশ্বাস আমাদের জানালেন, নির্বাচনের পর থেকে এলাকায় যেন কোন সন্ত্রাসী বাহিনী ঢুকে অরাজকতা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। তারা একটি কমিটি করেছেন। প্রতি রাতে ১১/১২ জনের একটি টিম সারারাত পাহারা দেয়। তাদের এ পাহারা দেয়া শুরু হয়েছে নির্বাচনের পরের দিন থেকে। কারফা বাজার থেকে কয়েক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে জল্লার কুড়ালিয়া গ্রামে পৌছানো গেল। উজিরপুর, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া উপজেলার হাজারখানেক সংখ্যালঘু শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল কুলাউড়া ও এর আশেপাশের গ্রামে তাদের পরিচিত ও আত্মীয় পরিজনের বাড়ীতে। এখানে সম্প্রীতি নামের একটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা রয়েছে। সেখানে আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। এদের একটি বড় অংশ আশ্রয় কেন্দ্রে খাওয়া দাওয়া করতো। এখানে আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও যুবক। এখানে এ মানুষদের খাওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের শরফুদ্দিন সান্টু। এই আশ্রয়কেন্দ্রটি যোগাযোগ দুর্গমতার কারণে প্রচার মাধ্যম বা মানবাধিকার কর্মীদের নজরে আসেনি। অনেক দেরীতে এ আশ্রয়কেন্দ্রটির খবর আমাদের কাছে আসে। এ আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করতো জল্লা ইউপি সদস্য অনন্ত কুমার রায়। তিনি আমাদের জানান, প্রতিবেলায় এ আশয়কেন্দ্রে সাড়ে চারশ' পর্যন্ত খেয়েছে। এই আশ্রয়কেন্দ্রের নামে রটানো হয় এখানে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ রটনার সূত্র ধরে উজিরপুর থানার পুলিশ কর্মকর্তা মাওলা এখানে আসেন। তিনি এখানে আশ্রয় কেন্দ্রে বক্তৃতাও করেন। বিভিন্নমুখী চাপের কারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন আশ্রয়কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবীরা। ১৭ অক্টোবর এখানকার আশ্রয়কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হয়। আশ্রয়কেন্দ্র বন্ধ হলেও বহু পরিবার এখানে রয়ে গেছেন। অনেকে আতংকে বিলের আরো ভেতরের দিকে আশ্রয় নিয়েছেন। এখানকার সাধারণ মানুষও ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাতে পাহারা দিচ্ছে। বিলাঞ্চলের গ্রামগুলো এক রকম বন্দীদশার মধ্যে রয়েছে। তারা বাইরে বেরুতে সাহস করে না। কুড়ালিয়া গ্রামের অনেকেই অভিযোগ করলেন তারা হাটে বাজারে গেলে বিভিন্নভাবে কটুক্তি করে। মারধোর করার ঘটনাও কম নয়। কয়েকদিন আগে এক মাছ ব্যবসায়ীকে বাজার থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ অক্টোবর ২০০১

(৩৭৪)

মীরসরাই ও সীতাকুণ্ডে সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ প্রতিমা ভাংচুর, চাঁদাবাজি, লুটপাট চলছে, মহিলারা গ্রামছাড়া, পুরুষরা নির্ঘুম

সমরেশ বৈদ্য, মীরসরাই ও সীতাকুণ্ড ঘুরে ঃ 'আমাদের মন্দিরে আগুন দিয়েছে, প্রতিমা ভেঙেছে, হুমকি আসছে নানা ধরণের, মন্দির হয়তো আবার মেরামত করবো, প্রতিমাও আবার বানাতে পারবো, কিন্তু আমাদের মনের যে মন্দির ভেঙেছে তা কি কখনো নতুন করে বানিয়ে দিতে পারবে কেউ?' এরকম করুণ-খেদোক্তি ঝরে পড়লো চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার নাহেরপুর গ্রামের মিলন চন্দ্র ভৌমিকের মুখে। একই এলাকার মহেন্দ্র দফাদার জানান, সার্বজনীন কালীবাড়ির কালীমূর্তি ভাঙ্গার কারণে এই কার্তিক মাসে যে কালী পূজা হওয়ার কথা তা আর করবে না কেউ।

সবার একই কথা— বার বার আমাদের ওপর হামলা করা হবে, মারধর করা হবে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হবে, মন্দির ভাঙা হবে, আবার আড়ম্বর করে পূজা করতে বলা হবে, তা হতে পারে না। আর কতোদিন নির্যাতিত হব আমরা? নির্যাতনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করার প্রসঙ্গে এলাকার লোকজন বলেন, 'ওরা তো সবই জানে, দেখেও গেছে আগুন লাগার পর। তারা নিজেরা মামলা করতে পারে না, আমরা কেন মামলা করে আবার নতুন করে হামলার শিকার হবো?' সংখ্যালঘুরা অভিমানভরা কণ্ঠে বলেন, হয় সরকার তাদের পূর্ণনিরাপত্তা দিক, না হলে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিক। গত শুক্রবার চট্টগ্রামের মীরসরাই ও সীতাকুণ্ড থানা এলাকার বিভিন্ন নির্যাতিত সংখ্যালঘু জনসাধারণের সাথে কথা বলে শুধু দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি পাওয়া গেছে।

তবে সীতাকুণ্ডের চেয়ে মীরসরাইয়ের পরিস্থিতি বেশী খারাপ। নির্বাচনের আগে থেকেই শুরু হয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নানাভাবে, নির্যাতন, হুমকি, অত্যাচার, চাঁদাবাজি। নির্বাচনের পর তা আরো কয়েকগুন বেড়ে গেছে। কিন্তু কেউ মামলা তো দুরের কথা থানা-পুলিশ এমনকি সাংবাদিকসহ অন্য কাউকে জানাতে সাহস পাচ্ছে না।

মীরসরাই থানা থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ধুম ইউনিয়নের নাহেরপুর গ্রাম। এখানে কৃষ্ণ ভূঁইয়ার বাড়িতেই রয়েছে দীনদয়াল আশ্রম ও মন্দির। অন্য বারের মতো এবারো যথারীতি দুর্গাপূজার জন্য এই মন্দিরে প্রতিমা বানানো হচ্ছিল। সবার মনে আশা ছিল দুর্গাপূজা করবেন নিজেদের ও দেশ জাতির মঙ্গলের জন্য। কিন্তু নির্বাচনের মাত্র পাঁচদিনের মাথায় গত ৫ অক্টোবর রাতে আনুমানিক রাত ১টার দিকে কাঠ ও টিনের নির্মিত এই মন্দিরে দুর্বৃত্তরা কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় ও নির্মাণাধীন প্রতিমা ভাংচুর করে পালিয়ে যায়।

ধুমঘাট এলাকার বিসিক শিল্পনগরীতে কাজ করেন এবং এই বাড়ির বাসিন্দা মিলন চন্দ্র ভৌমিক বলেন, রাতে হঠাৎ করে ঘুম থেকে জেগে দেখি আগুন লেগেছে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে অন্যদেরকে চিৎকার করে ডাক দেই আগুন নেভানোর জন্য। যখন দেখলাম মন্দির আর বাঁচানো যাবে না তখন তাড়াতাড়ি প্রতিমা কোনভাবে বের করে আনি। পরে প্রতিমা বের করে দেখি বেশ কিছু প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা।

এ ঘটনার পর দিন থানার ওসি, টিএনও ও স্থানীয় বিএনপি নেতা মতিন চৌধুরী এসেছিলেন। তারা সান্তনা দিয়ে গেছেন শুধু। তবে স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি মতিন চৌধুরী পূজা করতে বলেছেন ধুমধাম করে। যে কোন মূল্যে যাতে পূজা হয়, সেজন্য চাপ

দিচ্ছে বিএনপি ও প্রশাসন। তবে পূজার্থীরা জানালেন, এবার দুর্গাপূজা করার কোন মন-মানসিকতা নেই তাদের। তারপরও হয়তো করার চেষ্টা করবেন তারা বিভিন্ন কারণে।

এই আশ্রম থেকে মাত্র ৫০০গজ দুরেই নাহেরপুর মহেন্দ্র দফাদারের সার্বজনীন কালী বাড়ি। প্রায় ৭০ বছরের বেশী পুরানো এই কালী মন্দির। প্রতি বছর কার্তিক মাসে এখানকার হিন্দু সম্প্রদায় ধুমধাম করে কালীপূজা করেন। এই পাড়ায় প্রায় ১৫০টি হিন্দু পরিবারের বাস। নির্বাচনের ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে কে বা কারা মন্দিরের বেড়া ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে কালীমূর্তি ও শিবের মূর্তি ভেঙে ফেলেছে। কালী ও মহাদেবের হাত-পা এখন মন্দিরের ভেতর গড়াগড়ি খাচ্ছে।

শুক্রবার বিকালে এই কালীমন্দিরের সামনে কথা হয় স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসীর সঙ্গে কিন্তু সবার মধ্যেই চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছিল। কে বা কারা মূর্তি ভাঙতে পারে তা তারা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারলেও মুখে কুলুপ এটে আছেন প্রাণভয়ে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান বা থানার পুলিশ কেউ আসেনি বলে জানা গেলো।

এদিকে গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে মীরসরাই উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের রমণীমোহন মালাকারের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, ঘরের চারদিকে কেরোসিন দিয়েই আগুন দেওয়া হয়েছে যাতে ঘর থেকে কেউ বের হতে বা আগুন নেভাতে না পারে। এ সময় বাড়ীতে শুধু মহিলা আর শিশুরা ছিল। পুরুষ লোকজন না থাকায় আগুন নেভাতেও তেমন কেউ সাহায্য করতে পারেনি।

মীরসরাইয়ের হিঙ্গুলি ইউনিয়নের আজমনগর গ্রামের বণিকপাড়ায় এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ছেলেকে (পলাশ বণিক) বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল। তারা দুই লাখ টাকা চাঁদাও দাবি করে তাদের কাছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে পলাশ বণিক প্রায় ১৫ দিন ধরে নিজ বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিল। ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের পাশে হিঙ্গুলি ইউনিয়ন কার্যলয়ের বিপরীতে বেশ কয়েকটি স্বর্ণের দোকান রয়েছে। রয়েছে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বেশ মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেছে সন্ত্রাসীরা। জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকাটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশেই। এখানে শ্যামল চন্দ্র দাশের বাড়ি। তাকে নির্বাচনের দিন রাতেই হুমকি দিয়েছে বিএনপির সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতে গিয়ে। তার বড় ভাই ও বৌদির কাছে সন্ত্রাসীরা এই বলে হুমকি দিয়েছে যে, শ্যামলের হাত-পা কেটে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়া হবে। তার অপরাধ সে নৌকার সমর্থক ও কর্মী ছিল। সেই থেকে অদ্যাবধি পলাতক রয়েছে শ্যামল।

পশ্চিম হিঙ্গুলি গ্রামের চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতেও নির্বাচনের পর ভাংচুর ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। বারতাকিয়া বাজারের উত্তম বণিকের কাছে সন্ত্রাসীরা ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে হুমকি দিয়েছে যে, না দিলে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। একই উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের চৌধুরীরহাট বাজার সংলগ্ন নির্মল সিংহের ঘরে লুটপাট করেছে সন্ত্রাসীরা। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ১৫০ গজ দুরে পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের বিষয়টি জানালেও তারা তাতে কোন কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ করেছেন মীরসরাই উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সভাপতি ও স্কুল শিক্ষক অরুণ পাল।

সীতাকুণ্ডের সৈয়দপুর ইউনিয়নের বাঁকখালী জেলেপাড়ায় প্রায় ১২৫টি হিন্দু পরিবারের বাস। গত ৬ অক্টোবর রাতে বীরেন্দ্র জলদাস, হরিধন জলদাস, কালিচরণ জলদাস, চাতকী জলদাস ও অরণ্য জলদাসের বাড়িতে ২০/২৫ জনের ডাকাতদল নির্যাতন চালিয়েছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। প্রায় ১০ লাখ টাকার মাল লুট করে নিয়ে গেছে তারা। এমনকি এসব ঘর থেকে বিছানা, কম্বল পর্যন্ত নিয়ে গেছে লুটেরার দল। স্থানীয় থানা পুলিশ ও ইউএনও

গিয়েছিলেন ঘটনাস্থলে। কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়নি। একই এলাকার ষাটোর্ধ্ব ননী গোপাল চক্রবর্তী আজীবন ধুতি পরে কাটিয়েছেন। কিন্তু এখন এই হুমকির কারণে তিনি ধুতি না পরে প্যান্ট পরতে বাধ্য হচ্ছেন। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি এ প্রতিবেদককে অশ্রুসজল চোখে জানালেন '৯০ এবং '৯২ সালেও এ ধরনের হামলার শিকার হইনি। কিন্তু এবার আর নিরাপদ নই আমরা।

এই এলাকার কোন বাড়িতেই গত ১৫ দিন ধরে তরুণী ও মহিলারা নেই। অন্য এলাকায় পালিয়ে গেছেন তারা মানসম্মান ও জীবন রক্ষার্থে। পুরুষ যারা আছেন তারা এখন প্রতি রাতেই পাহারা দিচ্ছেন এলাকা। মীরসরাই ও সীতাকুণ্ডের প্রতিটি হিন্দু এলাকাতে এখন আতঙ্ক আর শঙ্কা। আবার বুঝি হামলা হয়। সবার চোখে মুখে অজানা আতঙ্ক, বিষন্নতা আর দোদুল্যমানতা। বলেছেন যে হামলা হচ্ছে কিন্তু মুখ খুলতে রাজি নয় কেউ।

মীরসরাইয়ের চৈতন্যহাটের সুললিত বিশ্বাসের (স্কুল শিক্ষক) কাছে 'তালেবান বাহিনী' নামে ২ লাখ টাকা চাঁদা চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাতে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, 'তুমি ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার জন্য ৫০ হাজার টাকা দিয়েছো, এখন আমাদের বাহিনী গড়ার জন্য ২লাখ টাকা দিবে। না হলে তোমার জীবন শেষ হবে।'

ভোরের কাগজ, ২২ অক্টোবর ২০০১

(৩৭৫)
ভোলার একটি গ্রামে এক রাতের সন্ত্রাসের চিত্র

মামুন অর রশীদ, ভোলা থেকে ফিরে ঃ ভোলার দৌলতখান উপজেলার চরকুমারী গ্রামে ২ অক্টোবর মঙ্গলবার রাত ন'টা থেকে তিনটা পর্যন্ত কি ঘটেছিল সে কথা বলতে গিয়ে মধ্য বয়সী যুবক নেপাল রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় চরকুমারী তেলীবাড়িতে বসে তিনি শুধু বলেছেন, ধার্মিক মানুষ ফরিদ খলিফা পাড়ার সব বাড়ির হিন্দু কিশোরী, যুবতী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ৩০/৩৫ জন নারীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে। সেখানেই রাত ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত তিনটি সশস্ত্র ক্যাডার গ্রুপের ৫০/৬০ সদস্য পাশবিক উন্মত্ততায় মেতে উঠেছিল। ফরিদ খলিফা শত চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারীদের। ষোড়শী সাগরিকে রক্ষা করতে গিয়ে ফরিদ খলিফা এবং তার স্ত্রী আহত হয়েছেন। নেপাল রায় বলেছেন, '৭১-এর নির্যাতনকে হার মানিয়ে যুবতীর শরীর কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে নরপশুরা। ভোলা সদর হাসপাতাল এবং বরিশাল মেডিকেলে গিয়ে চিকিৎসা না পেয়ে চলে এসেছে ঢাকায়। দুর্বৃত্তরা গোটা চরকুমারী, লেজপাতা, তেজপাতা এলাকায় লাখ লাখ টাকা চাঁদা নিয়েছে। লুট করে সর্বস্ব নিয়ে গেছে। ঘরের পানির গ্লাস পরনের কাপড়টুকু পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এলাকার পূজা মণ্ডপগুলো খালি পড়ে আছে। যুবতী থেকে শুরু করে বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা পর্যন্ত বাড়ি ছাড়া। পুলিশ প্রশাসন সব জানে। কিন্তু কোন মামলা হয়নি। এই হিন্দুদের কাউকেই ভোট দিতে দেয়া হয়নি।

গত ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যা পৌনে ছ'টার দিকে চরকুমারী তেলীবাড়ির সামনে আমাদের মোটর সাইকেল থামতেই বাড়ির লোকজন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে। ওদের ভয় আতঙ্ক এখনও কাটেনি। স্থানীয় ভদ্রলোক যার মোটর সাইকেলে গেলাম, তিনি গাড়ি থেকে নেমে বললেন ভয় নেই, আমরা আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। বাড়ির ভিতরে গিয়ে কথা হয় নকুল চন্দ্র তেলীর সঙ্গে। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতেই তিনি জানান, ভগবান প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলতে থাকেন, তিন-চার দিন আগে থেকে বিএনপি নেতাকর্মীদের হুমকি দেয়ার কারণে একমাত্র কন্যা লিপিকে নিরাপত্তার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি ভোলা জেলা সদরে এক আত্মীয়ের বাসায়। নির্বাচনের পর দিন মঙ্গলবার বিকালে আঁচ করতে

পারি সন্ধ্যার পরে বাড়িতে হামলা হবে। অবস্থা দেখে কয়েকটি হিন্দু পরিবারের অবিভাবকরা ছুটে যান স্থানীয় বিএনপি নেতার বাড়িতে। বিশেষ ঐ ব্যক্তি কোন অসুবিধা হবে না বলে সবাইকে বাড়ি পাঠায়। কিন্তু রাত পৌনে ৮টায় তিনটি বাহিনী এলাকায় প্রবেশ করে শুরু করে তাণ্ডব। প্রথম আক্রমণ করে বিজয় মণ্ডলের বাড়ি এবং সূর্যবালার বাড়ি। এক এক করে তারা পাড়ার পাঁচ ছয়টি হিন্দু বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে চাল, ডাল, সুপারি, পানের বরজ থেকে পান, বাড়ির আসবাবপত্র, ঘটিবাটি, কাপড় চোপড়, সব ভ্যানগাড়ি ভর্তি করে লুটে নিয়েছে। মহিলারা ঘরছেড়ে সুপারির বাগানে পালাতে গেলে স্থানীয় ফরিদ খলিফা নিরাপত্তা দেয়ার জন্য ৩০/৩৫ জন মহিলাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন। দুর্বৃত্তরা রাত ১২টা পর্যন্ত মালামাল লুটে নেয়ার পর হামলা চালায় ফরিদ খলিফার বাড়িতে। সেখানে আশ্রয় নেয়া অসহায় শঙ্কিত নারীদের রাতভর গণনির্যাতন চালায়। সুধীর বাউলের বাড়িতে সুপারির বাগানে পলাতক মহিলাদেরও রেহাই দেয়নি তারা। হরিদাশ বাউল অন্ধ মানুষ, ভিক্ষা করে দু'কেজি চাল এনেছিল তাও নিয়ে গেছে। নমিতা রানীর ভাতের পাতিল থেকে ভাত মাটিতে ফেলে রেখে পাতিল নিয়ে গেছে। পুকুরের ঘাটে লুকিয়ে রাখা পিতলের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে গেছে। লাকড়ির ঘর উল্টে পাল্টে লাকড়ি ফেলে দিয়ে সুপারির বস্তা নিয়ে গেছে। এক মাসের বাচ্চা কোলে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে পানের বরজের ভিতরে পালিয়ে থেকেও রক্ষা পাননি এক মহিলা। বাচ্চা কেঁদে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্ত্রাসীরা। তার সম্ভ্রম লুটে নিয়ে তারা স্থান ত্যাগ করে।

আলীনগরের ধনাঢ্য পঙ্কজ চক্রবর্তী সর্বস্ব হারিয়ে এখন পাগল হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার বাড়ি থেকে ৩০ মণ সুপারি, ৯০ মণ চাল, ৮ বস্তা মুগ ডাল এবং সাত বস্তা খেসারি ডাল লুট করে নিয়েছে। মালামাল নিয়ে যাবার পর পঙ্কজ চক্রবর্তীকে বেঁধে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘরের ভিতর আটকে রেখে আগুনে পোড়ানোর হুমকি দিলে পঙ্কজ চক্রবর্তী প্রাণভিক্ষা চান। কাকুতি মিনতি করেন। পরে তাকে ঠাকুর ঘরে বেঁধে রেখে পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয়া হয় তার বসত ঘরটি। সেই থেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন পঙ্কজ চক্রবর্তী। এখন রাস্তায় প্রলাপ বকতে বকতে হাটছেন। তাঁকে ভোলা জেলা সদর হাসপাতালে তিন-চার দিন চিকিৎসা দেয়া হয়। কিন্তু তিনি প্রলাপ বকতে বকতে হাসপাতাল ছেড়ে চলে এসেছেন। ঘন্টা দেড়েক পরে তেলীবাড়ি ফিরে গেলে দেখা যায় নেপাল রায়ের জ্ঞান ফিরেছে। তিনি বলছেন, লিখে আমাদের একেবারে প্রাণে মারার ব্যবস্থা করবেন না। তবে এলাকার অরাজনৈতিক মুসলমান পরিবারগুলোর সহযোগিতার কথা তাঁরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে বলেছেন, তাঁদের কারণে এখনও প্রাণে বেঁচে আছি। তবে অনেক শান্ত নিরীহ মুসলমান পরিবারের লোকেরা রাজনৈতিক কর্মীদের ভয়ে কোন সহযোগিতা করছে না বলেও তারা জানিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ অক্টোবর ২০০১

(৩৭৬)
সরেজমিন রিপোর্ট-১
ঝিনাইদহের দাসপাড়ার সংখ্যালঘুদের রাতের ঘুম হারাম ॥ গণহারে চাঁদা ধরা হচ্ছে

ফখরে আলম, ঝিনাইদহ থেকে ফিরে ঃ ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার সাতগাছিয়া দাসপাড়ার সংখ্যালঘুদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। নির্বাচনের পর সন্ত্রাসীরা এ গ্রামে হামলা চালিয়ে গ্রামের সব মানুষের শখের টিভি ছাড়াও মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। গ্রামবাসীদের কাছে গণহারে চাঁদা ধরা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের হাতে গ্রামের ১ মহিলা ছাড়াও কয়েকজন লাঞ্চিত হয়েছে। এ ঘটনায় গ্রাম ছেড়ে ভিটামাটি ফেলে অনেকে প্রাণভয়ে পরিবারসহ পালিয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম লুটপাট ও সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে দাসপাড়ার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এক সময়ের কোলাহলপূর্ণ গ্রাম নীরব হয়ে গেছে।

কালীগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে প্রায় ২২ কিঃমিঃ দূর সাতগাছিয়া দাসপাড়া। দাসপাড়ায় আড়াইশ' সংখ্যালঘু বাস করে। বাঁশ দিয়ে কেউ ঝুড়ি, কুলো তৈরি করে। কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ কৃষিকাজ ও মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামের পাশের কুমারহাটি স্কুল কেন্দ্রে ১ অক্টোবর ধানের শীষ পেয়েছে ১ হাজার ৪শ' ৫১ ভোট আর নৌকা ভোট পেয়েছে ৫শ' ৬৯টি। ভোটের পর দিন সন্ধায় স্থানীয় বিএনপির ২০/৩০ জন সন্ত্রাসী দাসপাড়ায় হামলা চালায়। তারা সামনে যাকে পেয়েছে, তাকেই পিটিয়েছে। ১ জন মহিলাকেও ঐ সন্ত্রাসীরা লাঞ্ছিত করে। এর পর সন্ত্রাসীরা প্রেমচাঁদের ২টি টেপরেকর্ডার, ১টি টিভি, সুনীলের ১টি টিভি, সন্তোষের ১টি টিভি, ঠাকুর দাসের ১টি টিভি, মাটির ব্যাংক ভর্তি টাকা ছাড়াও গ্রামবাসীদের দা, খন্তা সব লুট করে নিয়ে যায়। এরপর গ্রামের দুই মাতব্বর ধীরেন ও মিলনকে বলে গ্রামবাসীদের সকলকে চাঁদা দিতে হবে। দুই মাতব্বরকে চাঁদা পরিশোধের দায়িত্ব দেয়া হয়। সন্ত্রাসীরা কাউকে কাউকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ কারণে ভক্ত দাস, গোবিন্দ দাস, ঠাকুর দাস, তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। গ্রামের অন্যরাও এরকম অবরুদ্ধ জীবন যাপন করছে। সরেজমিন গ্রাম ঘুরে দেখা যায়, ভক্ত দাসের দু'টি ঘর শূন্য পড়ে রয়েছে।

একটি ঘরের চালে কয়েকটি চালকুমড়া ধরে আছে। কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই। তারা কোথায় গেছে তা কেউ বলতে পারছে না। কথা হয় গ্রামের রাজমিস্ত্রি মন্টু কুমার দাস (৩০)-এর সঙ্গে। তিনি বলেন, হামলাকারীদের আমরা চিনি না। ভয়ে কেউ থানা পুলিশকে লুটপাটের ঘটনা জানায়নি। সুনীল দাস বলেন, আমরা ভয়ে ভয়ে আছি। ঐ ঘটনার পর গ্রামের কেউ আর কোন কাজ করতে পারছে না। সবাই হাত গুটিয়ে বসে আছে। গ্রামের বৃদ্ধ তরু বালা (৭০) বলেন, বাবা, আমাদের কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আমরা যাতে সবাই মিলেমিশে থাকতে পারি সেই ব্যবস্থা কর। গ্রামের কেউ কিছু না বললেও অনুসন্ধানে জানা যায়, তেতুলবাড়িয়ার আনিসুর, সাতগাছিয়ার কাদের, রবিউল, ফক্কার নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ অক্টোবর ২০০১

(৩৭৭)
দোরগোড়ায় শারদীয় দুর্গোৎসব
কি ভাবছেন মাগুরার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন

মাগুরা থেকে মিহির লাল কুরি ঃ বাতাসে দেবী দুর্গার আগমনী সুর। মহালয়া হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। পূজা শুরু হবে ২২ অক্টোবর থেকে, কিন্তু পূজাকে ঘিরে অন্যান্য বছরের মতো উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ছেনা। ফি বছর এ সময় শহর-গঞ্জের বাজারে উপচে পড়া ভিড় থাকে। বিশেষ করে তৈরি পোষাক, শাড়ি কাপড়, প্রসাধন সামগ্রী, আর দর্জির দোকানে এ সময় বাড়তি খরিদ্দারের চাপ সামাল দিতে অতিরিক্ত কর্মচারী-সেলসম্যান নিয়োগ করতে হয়। দর্জির দোকান গুলো পূজার বেশ আগে থেকেই অর্ডার নেয়া বন্ধ করে দেয়; কিন্তু এ বছর তেমন কেনাকাটার ভিড় দেখা যাচ্ছে না। অথচ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী এ জেলার অধিকাংশ হিন্দু পরিবারের ছেলেমেয়ে, গৃহবধূরা প্রতিবছর পূজার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। এ সময় প্রায় প্রতিটি পরিবারই সামর্থ অনুযায়ী সকলের জন্য নতুন কাপড় কেনে। শহরের কোন কোন মুসলিম পরিবারের শিশুর বায়না মেটাতে বাবা-মাকে কিনতে হয় নতুন পোষাক। কারণ ওই শিশুর হিন্দু বন্ধুরা পূজায় নতুন কাপড় পরবে, তাই তারাও নতুন পোষাক পরেই বন্ধুদের সাথে পূজা দেখবে।

দোকানিরা পূজা উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ আইটেম আমদানি করে বসে আছেন খরিদ্দারের আশায়; কিন্তু খরিদ্দারের দেখা নেই।

'বস টেইলার্স'-এর মালিক আমিরুল ইসলাম জানালেন, অন্যান্য বছর তারা অন্তত পূজার এক সপ্তাহ আগেই অর্ডার নেয়া বন্ধ করে দেন; কিন্তু এ বছর এখন পর্যন্ত তাদের অর্ডার মিলেছে সামান্যই।

একটি অভিজাত বস্ত্র বিপণির সেলসম্যান অলোক রায় 'সংবাদ'কে বলেন, অন্যান্য বছর এ সময় রাত ১১টা-১২টা পর্যন্ত বেচাকেনা চলে; কিন্তু এখন খরিদ্দারের অভাবে রাত ৯টার মধ্যে দোকান বন্ধ হয়ে যায়। সারাদিনের বিকিকিনির পরিমাণ স্বাভাবিক সময়ের মতো। বিভিন্ন গঞ্জের হাটের কাপড় বিক্রেতা বিধান সাহা জানালেন, নির্বাচনী ডামাডোলে গত কয়েক সপ্তাহ ব্যবসা একদম মন্দা গেছে। আশা করেছিলেন পূজার বাজারে ব্যবসা করে সে ক্ষতি পুষিয়ে নেবেন; কিন্তু গঞ্জের হাটেও পূজার বেচাকেনা লাগেনি।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, সারাদেশের অবস্থা যাই হোক মাগুরার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কখনো বিনষ্ট হয়নি। ইতোপূর্বে দেশে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হলেও তার বিষবাষ্প মাগুরার বাতাসকে কখনো কলুষিত করেনি। সম্প্রতি এ জেলায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতার কিছু ঘটনা ঘটলেও একটি ব্যতিক্রমি ঘটনা ছাড়া ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর গণনির্যাতন, প্রতিমা ভাঙচুর বা মন্দিরে হামলার মতো কোন সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা এখন পর্যন্ত ঘটেনি। তারপরও হিন্দুদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজাকে ঘিরে কোন উচ্ছ্বাস নেই কেন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে?

এ প্রসঙ্গে কলেজ শিক্ষক শংকর বিশ্বাস 'সংবাদ'কে বলেন, মাগুরায় সাম্পদায়িক সম্প্রীতি সবসময় ভাল। মাগুরায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতার কিছু ঘটনা ঘটলেও তা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ওপর নয়। সে অর্থে মাগুরার হিন্দুরা ভাল আছে; কিন্তু দেশের অন্যান্য স্থানে হিন্দুদের ওপর যে অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছে তার একটি অশুভ প্রভাব দেশের অন্যান্য স্থানের মতো মাগুরার হিন্দুদের ওপরও পড়েছে।

শহরের জামরুলতলা পূজা কমিটির কর্মকর্তা গণেশ শিকদার বলেন, হিন্দুদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা হলেও মাগুরার ক্ষেত্রে প্রতিবছরই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ জেলার কাত্যায়নী পূজা হিন্দুদের প্রধান উৎসবে পরিণত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান ছাড়াও প্রতিবেশী দেশ থেকেও মানুষ আসে মাগুরায় কাত্যায়নী পূজা ও একমাস ব্যাপী মেলায় অংশ নেয়ার জন্য। তবে দেশের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ হিন্দুদের মনে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

নতুন বাজার এলাকার ব্যবসায়ী বাবলু সাহা 'সংবাদ'কে বললেন, আমরা ভালো আছি। কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা আমাদের আত্মীয়স্বজনরা ভালো নেই। পূজার ওপর এর একটি প্রভাব তো পড়তেই পারে।

গত বছর জেলায় সার্বজনীন ও পারিবারিক মিলিয়ে মোট ৩শ' ৪৪টি মণ্ডপে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সকল মণ্ডপে এবারও পূজার প্রস্তুতি চলছে। কাজেই এ বছর মাগুরায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে অন্যান্য বছরের মতো, তবে উৎসব হবে না। উৎসবের জন্য প্রয়োজন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা, যা অন্তত এই মুহূর্তে এ দেশের হিন্দুদের মাঝে নেই—এ মন্তব্য পর্যবেক্ষক মহলের।

সংবাদ, ২২ অক্টোবর ২০০১

(৩৭৮)
রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, অনেকেই পালিয়েছেন

একরামুল হক বুলবুল, রাউজান ও রাঙ্গুনিয়া থেকে ফিরে ঃ রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার পর অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে শহরে কিংবা আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। আর যারা এলাকায় রয়েছেন তাদের চোখে-মুখে দেখা গেছে আতঙ্কের ছাপ। অনেক যুবক ও মধ্য বয়সী লোকজন পাড়ায় পাড়ায় পাহারা বসিয়ে সন্ত্রাসীদের মোকাবেলার ব্যবস্থা নিয়েছে।

রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ায় সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন প্রশাসনের সহানুভূতি ছাড়া কোন সাহায্য-সহায়তা পায়নি। যাদের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তারা এখন খোলা আকাশের নিচে কিংবা প্রতিবেশীদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। রাউজানের পূর্ব গুজরা এবং কোয়েপাড়ায় এরকম কয়েকটি বাড়ির ভিটেতে এখন ছাই ছাড়া আর কিছুই নেই। গত ২৮ সেপ্টেম্বর কোয়েপাড়ায় সংখ্যালঘু পল্লীতে চারজন সন্ত্রাসী আগুন লাগিয়ে দিলে পাঁচটি পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আর গত ১৮ অক্টোবর পূর্ব গুজরায় ভস্মীভূত হয় ইউপি মেম্বার রত্না ঘোষের বাড়ি।

স্থানীয় এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে, প্রধানমন্ত্রীর সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ক্যাডাররা এই বর্বর ঘটনার জন্য দায়ী। একই দিন সাকা চৌধুরীর নির্দেশে গহিরার গোল্ডেন ফার্নিচারের দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে দোকান মালিক। এই মালিকের অপরাধ হচ্ছে, ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরীর পরিবর্তে তাদেরই আপন চাচাতো ভাই ফজলে করিম চৌধুরীকে সমর্থন দেওয়া।

রাউজানের উরকিরচর, নোয়াপাড়া, ডাবুয়া, বাগুয়ানসহ আরো কয়েকটি এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন কিংবা ভয়ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীদের ভয়ভীতি অব্যাহত থাকায় কিশোরী ও যুবতী মেয়েরা নিজ বাড়ি ঘরে থাকতে পারছে না। আর পুরুষদের মধ্যে যারা নির্বাচন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন তারা নির্বাচনের পরের দিন থেকেই এলাকাছাড়া।

এদিকে নির্বাচনের দুদিন আগে রাউজানের কোয়েপাড়ায় এক সঙ্গে পাঁচ পরিবারের বসতবাড়ি ভস্মীভূত হওয়ায় সেখানে হিন্দুরা পাহারা বসিয়েছে। হাফপ্যান্ট পরিহিত চারজন সন্ত্রাসী রাতে এসব বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত এবং সাবেক শিক্ষক রঞ্জন দাশ(৬৭) জানান, সন্ত্রাসীদের দেওয়া আগুনে তাদের দশ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছে। আর গরীব ও দুস্থদের সাহায্যের জন্য একটি সমিতি গঠন করা হয়েছিল। আগুনে সমিতির ৫০ হাজার টাকার আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয় বলে তিনি জানান। কারা এই সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িত তিনি তা বলেননি। তবে স্থানীয় মেম্বার সমর সেন বলেন, ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ডিআইজি, ডিসি, এসপি ও ইউএনওকে জানানো হয়েছে। তারা সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যের আশ্বাস দিলেও কোনোটিই এখন পর্যন্ত পূরণ হয়নি।

রাঙ্গুনিয়ার শান্তিনিকেতন এলাকায় পূজামণ্ডপে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা ১৪ অক্টোবর প্রতিমা ভাংচুর করেছে। শারদীয় উৎসব উপলক্ষে এই মণ্ডপে প্রতিমা নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার আগেই সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। স্থানীয় ৬০০টি পরিবারের সদস্যরা শান্তিনিকেতন মণ্ডপে প্রতি বছর পূজা করে আসছে।

এ প্রসঙ্গে স্থানীয় মেম্বার দুলাল জানান, ১৯৯২ সালে দেশব্যাপী পূজামণ্ডপগুলো হামলার শিকার হলেও শান্তিনিকেতনে সন্ত্রাসীরা আসেনি। এবার প্রথম সেখানে হামলা হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে হামলার সঙ্গে কারা জড়িত তিনি তা বলেননি।

স্থানীয় এলাকাবাসী পূজামণ্ডপে হামলার জন্য সাকার ক্যাডারদের দায়ী করেছে। শুধু পূজামণ্ডপে হামলা নয় মোটা অঙ্কের চাঁদা দিতে সংখ্যালঘুদের চাপ দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাঙ্গুনিয়া কলেজের পিওন লালমোহন দাবি অনুযায়ী চাঁদা পরিশোধ করতে অক্ষম বিধায় নির্বাচনের পরের দিন আত্মগোপনে চলে যান। আর তার কলেজপড়ুয়া কন্যাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় একজন শিক্ষকের বাসায়।

প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০০১

(৩৭৯)
পূজামণ্ডপে হামলা

ইউএনবি, সিরাজগঞ্জ ঃ একদল দুস্কৃতকারী রায়গঞ্জ উপজেলার চান্দাইকোনা বাজারের একটি মন্দিরে হামলা চালিয়ে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর ও লুটপাট করেছে। পুলিশ জানায়, শনিবার রাতে একদল যুবক মণ্ডপে প্রবেশ করে প্রতিমা শিল্পীদের নাজেহাল করে। এ সময় শিল্পীরা প্রতিমার রং এবং সাজ-সজ্জা করছিল, এর পর তিনটার দিকে সন্ত্রাসীরা পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করে এবং প্রতিমা ভাংচুর করে। সন্ত্রাসীরা হামলা শেষে যাওয়ার সময় কিছু প্রতিমা নিয়ে যায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে হিন্দু সম্প্রদায় দু'দফা সকাল ৮টা থেকে ৯টা ও দুপুর ১২টা থেকে ১টা ঢাকা বগুড়া সড়ক অবরোধ করে রাখে। এরপর ঘটনার প্রতিবাদে গোপাল জিউর মন্দিরে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় পূজা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ অক্টোবর ২০০১

(৩৮০)
সরেজমিন রিপোর্ট-২
ভোলার লেজপাতা গ্রামে লুট হয়েছে সম্পদ ও ইজ্জত!

সরেজমিন মামুন অর রশীদ, ভোলা থেকে ফিরে ঃ ভোলার দৌলত খান উপজেলার লেজপাতা গ্রামের সরকার বাড়িতে ২ অক্টোবর রাতে নির্যাতনের কি বাকি ছিল সে প্রশ্ন খোদ এলাকাবাসীর। সরকার বাড়িতে ১৩ ঘর। কোন ঘরেই মেয়ে মানুষ নেই। পুরুষরা এক কাপড়ে গামছা চাঁদর পরে দিন কাটাচ্ছেন। নির্যাতনের বীভৎস রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন পরেশ চন্দ্র মিস্ত্রীর স্ত্রী প্রভারাণী। রাত ৯টায় ২০/২৫ জনের একটি গ্রুপ প্রবেশ করে বাড়ির উঠানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। বোমাতঙ্কে প্রভা রাণী ঘরের পিছনের পুকুরে লাফিয়ে পড়ে শুধু নাকটুকু উপরে রেখে পানির মধ্যে অবস্থান নিয়ে ইজ্জত বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষরূপী নরপশুরা লাইট মেরে প্রভা রাণীকে চুলধরে টেনে তোলে পুকুর পাড়েই সবর্স্ব লুটে নেয়। নাক থেকে খুলে নেয় সোনার ফুলটিও। এই বাড়ির চার যুবতি মেয়ে বীনা, পলি, মিলন ও শিপ্রারাণী দৌড়ে হোগলাপাতার বনে গিয়েও ইজ্জত বাঁচাতে পারেনি। রিঙ্কু নামের পাঁচ বছরের শিশু কন্যার নাঁক ছিঁড়ে নিয়ে গেছে স্বর্ণের নাককুলটি। পুরো এলাকায় চলছে নিঃশব্দ কান্না। মঙ্গলবারের ঘটনা শুনে বুধবার এই বাড়িতে ছুটে গেছেন জাতীয় পার্টির নাজিউর রহমান মঞ্জুর, বিএনপির হাফিজ ইব্রাহিম এবং মোশারফ হোসেন শাহজাহান। তাঁরা হিন্দুদের আশ্বাস দিয়ে এসেছেন আর কিছু হবে না। কিন্তু তাঁদের প্রশ্ন ছিল হওয়ার আর কিইবা বাকি আছে। অবশ্য নেতাদের আশ্বাসের পর আর কোন অঘটন ঘটেনি। তবে আতঙ্ক কাটেনি।

অক্টোবর বিকাল সোয়া পাঁচটায় সরকার বাড়িতে ঢুকতেই দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মনোরঞ্জন সরকার এবং বিধান সরকার। বিধান, সরকারের পরনে শীতের চাঁদর এবং মনোরঞ্জন সরকারের পরনে ছিল নীল রঙের একটি গামছা। দু'জনই জানিয়েছেন, তাদের ঘটিবাটি বিছানাপত্র এমনকি পরনের লুঙ্গি এবং ধুতি পর্যন্ত নিয়ে গেছে। দুর্বৃত্তরা ভ্যান ও রিক্সা নিয়ে এসেছিল। সব ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করে তারা বস্তা বোঝাই করে নিয়ে গেছে। সুন্নত আলীকে বেধড়ক পিটিয়েছে। যাবার সময় বলে গেছে, তোর বাবাগো কাছে কবি রাতে তোগো ছেওয়াইয়া যাব"। হামলা কারীদের চিনেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে বলেন, চিনলেও চিনি না, বললে জান থাকবে না। সরকার বাড়ির পাশে কর্মকার বাড়ির পুকুর লুট করে মাছ নিয়ে গেছে। সরকার বাড়ীর সুন্নত আলীর কন্যা বীনা, মুকুন্দ বেপারীর কন্যা পলি ও মনোরঞ্জন সরকারের কন্যা মিলন এবং বলরাম তেলীর কন্যা শিপ্রা রাণীর ওপর বাবা মায়ের সামনেই পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে দস্যুরা। এলাকার অরাজনৈতিক মুসলিম পরিবারগুলো হিন্দু মহিলাদের নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন। সরকার বাড়ির একটু সামনে বটতলা বাজারে এলে চায়ের দোকানে সমবেত মানুষ সমস্বরে বলে উঠেন, সত্য কথা লিখুন। ভাই এত ধর্ষণ ১৯৭১ সালেও দেখিনি। কয়েকজন নামাজী মানুষ মাথায় টুপি পরা, তারা এই প্রতিবেদককে প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, ইসলাম কি এই সব নির্যাতন সমর্থন করে? তারা বলেন, ঘুনপোকা আক্রান্ত বিবেক দগ্ধ হবে অচিরেই। পরিপূর্ণ বিবেক চাই।

বেলা চারটার দিকে চরপাড়া ইউনিয়নের অঞ্জুরাণী মেম্বরের বাড়িতে নিত্য হরি রায় জানান, নির্বাচনের আগের দিন মুখোশ পরে একদল যুবক ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য শাসিয়ে গেছে। প্রতিবাদ করেননি। প্রশ্নের জবাবে তার সাত-আট বছরের কিশোরপুত্র পরীক্ষিত বলেছে, প্রতিবাদ করলে বিপদ আছে। এলাকার নির্বাচিত মেম্বর অঞ্জু রাণীর ঘর থেকে ১৫ দিন আগেই লুট করে নেওয়া হয়েছে টেলিভিশন সহ সমস্ত আসবাবপত্র। নির্বাচনের ১৫ দিন আগে অঞ্জু রাণীকেও এলাকা ছাড়া করা হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর মেরে ফেলা হয়েছে অঞ্জু রাণীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সহকারী বশিরকে। অঞ্জু রাণীর অপরাধ ছিল, তিনি নৌকার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের পর মামলা হয়েছে। মৃত্যুর আগে বশির থানায় জিডিও করেছিল, কিন্তু আসামী ধরা পড়েনি। হাওলাদার বাড়ির পুষ্পাঞ্জলি হাওলাদার জানান, তাঁর চার ছেলে রেখে স্বামী মারা গেছে এক বছর আগে। '৯২ সালে বাবরী মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। দু'ছেলে ঢাকা থাকে। বাকি দুজন বাড়ি থাকে, তারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। এই বাড়ির সুপারির বাগান, ঘর সব কিছু লুট করে নিয়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন, গত পাঁচ বছর তাদের মধ্যে কোন ভয় ও আতঙ্ক ছিল না। এখানকার আওয়ামী লীগের নেতারা সব পালিয়ে গেছে। পুলিশ মাঝেমধ্যে এসে ঘুরে যান তবে গিয়ে রিপোর্ট দেন কোন সমস্যা নেই। পুষ্পাঞ্জলি হাওলাদার জানান, ভারতে কোন আত্মীয় স্বজন বা যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। দাঁয়ের তলে মাছ হিসেবে এখন তাঁরা যে কদিন বেঁচে থাকতে পারেন। চরদুয়ানীতে হিন্দু যুবতীদের ওপর একের পর এক নির্যাতন হয়েছে। বিতৃষ্ণ হয়ে এখন তারা দিন রাত ঘরের দরজা খুলে রেখে অবস্থান করছে এবং একটি বাড়ির গেটে লিখে রেখেছে, যা খুশি কর। পাগলী বেশে রাস্তায় হাঁটছেন নূরজাহান বেগম। মাগো কি অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলেন, তাঁর মালিক (তিনি যে বাড়িতে কাজ করেন হিন্দু বাড়ী) ১২ হাজার টাকা দিয়ে অত্যচার থেকে রেহাই পেয়েছে। তিনি বলেন এসব কথা লিখবেন না, তাহলে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে। বালা বাড়িতে প্রতি বছর ধুমধামের সঙ্গে পূজা হয়। এবার পূজা মণ্ডপ খালি শুনে সেখানে গিয়ে দেখি পূজামণ্ডপের সামনে ব্যথিত কুকুর কাঁদছে। বালা বাড়িতেও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এই বাড়িতে এসে

কান্নাকাটি করে গেছে। এই বাড়িতে দুটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। এলাকার কয়েক হাজার হিন্দু ভোটারের কাউকেই ভোট দিতে দেয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন হারান চন্দ্র বালা। ৫০ বছর বয়সী হারান চন্দ্র বালা জানান, তিনি এতদিন বাড়ি ছিলেন না, পালিয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করে বলেন, এভাবে আর কতদিন বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে থাকব? পুরো এলাকায় হিন্দুদের নিঃশব্দ নীরব কান্না যেন প্রকৃতির বাতাসও ভারি করে তুলেছে। তাঁদের আক্ষেপ, কার কাছে বিচার চাইবেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৮১)
উল্লাপাড়ায় পূর্ণিমার উপর নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করিলেন এমপি

ভ্রাম্যমান্য প্রতিনিধি ঃ উল্লাপাড়ার পূর্ব দেলুয়া গ্রামের অনিল চন্দ্র শীলের পরিবারের উপর নির্যাতন ও কন্যা স্কুল ছাত্রী পূর্ণিমার উপর নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করিয়াছেন সংসদ সদস্য এম আকবর আলী। এই ঘটনার সহিত বিএনপির কেহ জড়িত নয়। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় সিরাজগঞ্জ শহরের একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেন, পূর্ণিমার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দি ও মেডিক্যাল রিপোর্ট সঠিক নয়। মেডিক্যাল রিপোর্ট সাংবাদিকদের দেখাইয়া তিনি বলেন, ধর্ষণের উল্লেখ থাকিলেও তাহা মিথ্যা। সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন। সংবাদ সম্মেলনে উল্লা পাড়ায় পূর্ব দেলুয়া গ্রামের পূর্ণিমার উপর নির্যাতনের ঘটনা সঠিকভাবে রেকর্ড না করায় ওসি আবুল হোসেন মোড়লকে সাসপেন্ড করা হইয়াছে। ঘটনার পর মেডিক্যাল রিপোর্ট ও পূর্ণিমার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দির পর নারী ও শিশু নির্যাতনের বিশেষ বিধানে মামলা হয়। সার্কেল এএসপি ঘটনাস্থলে গিয়া প্রথম মামলা রেকর্ড করেন। পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ আর কাহাকেও গ্রেফতার করিতে পারে নাই।

এদিকে চলনবিল সংবাদদাতা জানান, উল্লাপাড়ার পূর্ব দেলুয়া গ্রামে পারিবারিক কোন্দলকে কেন্দ্র করিয়া মার-পিটের ঘটনার ডালপালা ও ঘটনার শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হইয়া রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছিয়া গণধর্ষণের পর্যায়ে রূপান্তরিত হওয়ায় পূর্ব দেলুয়ার মানুষ এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ জনগণ সরেজমিন বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়াছেন। এ ঘটনার বলীর শিকার হইতেছে দীর্ঘ ৪/৫ বৎসর স্থায়ী বিবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি এবং উল্লাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

পুলিশের বক্তব্য নির্মূল কমিটির প্রত্যাখ্যান

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার অনিল কুমার শীলের পরিবারের উপর সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের আক্রমণ এবং তাহার কিশোরী কন্যা পূর্ণিমা শীলের শ্লীলতাহানির ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ সদর দফতরের বক্তব্যকে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রকৃত সত্য আড়াল করার অপপ্রয়াস হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া প্রত্যাখান করিয়াছে। নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে পুলিশ সদর দফতরের বক্তব্য প্রত্যাখান করিয়া বলেন, ডাক্তারী পরীক্ষায় যখন পূর্ণিমার দেহে ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তখন পুলিশ সদর দফতর ধর্ষকদের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছে, প্রতিবেশী মান্নান ও লিটনসহ ১০/১৫ জন পূর্ণিমাকে কেবল টানা-হ্যাঁচড়া করে। পূর্ণিমা থানায় অভিযোগ জানাইতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে গিয়া ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি

দেওয়ার পরও পুলিশ উহা অস্বীকার করিয়াছে। তাহাদের এই অস্বীকৃতির কারণ হইতেছে সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৮২)
জৈন্তাপুরে দুর্গা প্রতিমার মস্তক ছিন্ন করে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা ঃ প্রতিবাদে ঘটপূজা

জৈন্তাপুর (সিলেট) প্রতিনিধি ঃ সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার পল্লীতে পূজা শুরুর আগের রাতে প্রহরীকে মারধর করে দুর্গা প্রতিমার মস্তক ছিন্ন করে নিয়ে গেছে দর্বৃত্তরা। তারা গোটা পূজাস্থল অপবিত্র করে রেখে যায়।

এদিকে ঐ ঘটনার পর গোটা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শোক ও তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তারা প্রতিমা পূজার পরিবর্তে ঘট পূজার মাধ্যমে পূজা উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। মামলা হয়েছে জৈন্তাপুর থানায়। গত রোববার রাত ১টায় উপজেলার কেন্দ্রীয় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় পূজা কমিটি ও লোকজন জানায়, একদল দুর্বৃত্ত দুর্গা দেবীর মূর্তি প্রহরায় থাকা গিরিন্দ্র নাথকে মুখ ও গলা চেপে ধরে ও মারধর করে এ ঘটনা ঘটায়। প্রথমে তারা দেবীর মস্তক ছিন্ন করে নিয়ে যায় এবং গরুর মাংস, নাড়িভুঁড়ি ছিটিয়ে দেয় মূর্তির ওপর। দুর্বৃত্তরা চলে গেলে প্রহরীর চিৎকারে পূজা মণ্ডপের পাশে কীর্তনে থাকা লোকজন ছুটে আসে। ঘটনার পরপরই পুলিশ সন্দেহজনক চারজনকে গ্রেফতার করে। তারা হচ্ছে—ননাই মিয়া, জয়দুল হোসেন, আবুল কালাম ও কামাল হোসেন। এ ব্যাপারে জৈন্তাপুর উপজেলায় পূজা উদযাপন পরিষদের পক্ষে মামলা করেছেন সুনীল দেবনাথ। এলাকার সাবেক এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতা ইমরান আহমদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। বিকালে নিজপাট ইউপির চেয়ারম্যান আবদুল মালেক, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের অ্যাডভোকেট প্রদীপ ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় ধর ভোলা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

যুগান্তর, ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৮৩)
ক্ষুদিরামের 'স্বাভাবিক মৃত্যু' ও প্রিয়বালার ক্ষেত্রে 'অপরাধজনিত নরহত্যা'

রাজীব নূর ও ফরিদ হোসেন বাবুল, চরফ্যাশন থেকে ফিরে ঃ প্রমত্তা মেঘনার ভাঙনে পৈতৃক ঘরবাড়ি হারিয়ে ক্ষুদিরামরা তিন ভাই ভোলা জেলার দৌলতখান থেকে চরফ্যাশন এলাকায় এসে ডেরা বেঁধেছিলেন। সেটা ১৯৮৫ সালে। ভাইদের মধ্যে ছোট হলেও ক্ষুদিরামকেই পরিবারের দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিলো। তিনি রিকশাভ্যান বানানো শিখে চরফ্যাশন বাজারে ছোট্ট একটা কারখানা গড়ে তোলেন। থাকতেন কাছেই প্রগতিপাড়ায়। গত ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের দুদিন পর রাসেল, গিয়াস ও সুলতান নামে তিনজন আরো কিছু লোক নিয়ে এসে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করলে ভীতসন্ত্রস্ত ক্ষুদিরাম কয়েকদিন কারখানা বন্ধ রাখেন। বাজার কমিটির আশ্বাসে ৯ অক্টোবর কারখানা খোলেন। ওইদিনই সন্ধ্যাবেলায় তাকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। চরফ্যাশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৭ অক্টোবর তিনি মারা যান। তার বয়স হয়েছিলো ৪৫ বছর।

প্রিয়বালার ছেলে সুধীর দাসকে নির্বাচনের আগে থেকেই হুমকি-ধামকি দেয়া হচ্ছিলো। তিনি চরফ্যাশনের দাসকান্দির পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে সে গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু সে সুযোগ তার হয় না। গত ৫ অক্টোবর রাতে কয়েক লুটেরা সুধীরকে খুঁজতে এসে তাকে না পেয়ে তার বৃদ্ধা মা প্রিয়বালার মুখে বিছানার চাদর গুঁজে দিয়ে বাড়িতে লুটপাট করে। এসব লুটেরা সুধীরের স্ত্রী আলো রানীর পরনের শাড়ি পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়। প্রিয়বালা সেই যে জ্ঞান হারান, আর জ্ঞান ফেরেনি তার। এ ঘটনার তিন দিন পরে তিনি মারা যান।

ঘটনা দুটির প্রথমটিতে জড়িত হিসেবে রাসেল, গিয়াস ও সুলতান নামে যে তিনজনের কথা জানা গেছে তাদের প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যক্ষভাবে বিএনপির রাজনীতির সাথে যুক্ত। চরফ্যাশন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল কুদ্দুস বলেন, ওরা দলের সাধারণ সমর্থক মাত্র। দলের সমর্থক হলেও বিএনপি চায় তারা যে অন্যায় করেছে তার বিচার হোক।

তবে বিএনপি নেতা এ কথা বললেও সরেজমিনে অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, বিএনপির নেতা-কর্মীরা ক্ষুদিরামের মৃত্যুকে 'স্বাভাবিক মৃত্যু' হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। আর প্রিয়বালার মৃত্যুতে চরফ্যাশন থানায় 'অপরাধজনিত নরহত্যা'র একটি মামলা দায়ের করা হলেও এ পর্যন্ত কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা পুলিশ জানতে পারেনি। প্রিয়বালার মুখে বিছানার চাদর গুঁজে দেয়া হয়েছিলো— এ তথ্যকে পুলিশ গুরুত্ব দিতে চাচ্ছে না।

গত শুক্রবার ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় এ প্রতিনিধিদ্বয়ের উপস্থিতিতে চরফ্যাশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান তার কক্ষে প্রিয়বালার ছেলে সুধীরকে বারবার বলছিলেন, তিনি তদন্ত করে জেনেছেন মুখে কাপড় গুঁজে দেয়ার ঘটনা সত্য নয়। ত্রিশোর্ধ্ব বয়সী সুধীর অবশ্য নিজের অবস্থান থেকে একটুও সরে যাননি। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ঘটনার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত না থাকলেও তার স্ত্রী ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জেনেছেন তার মায়ের মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে চোখ-মুখ বেঁধে রাখা হয়েছিলো। তবে হামলাকারীদের কাউকে তার স্ত্রী চিনতে পারেনি বলে তিনি জানান।

পরদিন সকালে দাসকান্দি গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সুধীরের স্ত্রী আলো রানী 'প্রথম আলো'কে জানান, ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর যখন তিনি রান্নাবান্নার যোগাড় করছিলেন, তখন তিনি কয়েকজন লোকের আওয়াজ পান। তার স্বামীর সঙ্গেই কেউ না কেউ এসেছে মনে করে উঠে গিয়ে তাকিয়ে উঠানে অচেনা অনেক লোক দেখে পালানোর জন্য দৌড় দিলে কয়েকজন তার দিকে দৌড়ে আসে এবং তিনি ধরা পড়েন। আক্রমণকারীরা তাকে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। তিনি তাদের শান্ত করার জন্য নিজের নাক থেকে স্বর্ণের নোলক এবং গীতার ভেতরে রাখা ৪০০ টাকা বের করে দেন। তারপরেও আক্রমণকারীরা আরো টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালঙ্কার কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে জানানোর জন্য জোর করতে থাকলে তিনি পালানোর চেষ্টা করলে ওরা তার শাড়ি খুলে নেয়।

এই ভয়াবহ ঘটনার পর আলো রানী যে বাড়িতে আশ্রয় নেন, সেই বাড়ির গৃহস্বামী দাসকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুর রহিম জানান, আলো রানী তাদের বাড়িতে এসে তার স্ত্রীকে ডাকলে তিনি দরজা খুলে বের হতে উদ্যত হন। এ সময় আলো রানী তাকে বের হতে নিষেধ করে তার স্ত্রীর কাছে একটা শাড়ি চান। পরে তারা আলো রানীর বাড়িতে গিয়ে প্রিবালাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পান।

প্রিয়বালার মৃত্যুর কারণ কী হতে পারে— এ সম্পর্কে চরফ্যাশন উপজেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আবদুর রশীদের মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলার উপায় নেই। যেহেতু ঘটনার পরপরই তার মৃত্যু হয়নি তাই শ্বাস বন্ধ হয়ে তিনি মারা গেছেন, এমন বলা যাবে না। তবে এ ঘটনায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ার কারণেই তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করা না হলেও ডা. রশীদ প্রিয়বালাকে দেখতে তাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডা. রশীদ প্রতিদিনই ক্ষুদিরামকে দেখেছেন। তিনি জানান, ক্ষুদিরাম সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। কাজেই আঘাতের সঙ্গে তার মৃত্যুকে যুক্ত করে ভাবা ঠিক হবে না। তিনি অবশ্য ক্ষুদিরামের হৃদরোগও ছিল না বলে জানান।

লোকমুখে হাসপাতালে ক্ষুদিরামকে বারবার হুমকি দেয়ার কথা জানা গেলেও ডা. রশীদ এবং হাসপাতালের অন্য ডাক্তার ও নার্সরা এ ঘটনা তদের জানা নেই বলে জানান। ক্ষুদিরামের স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যারাও বলেন, এমন অভিযোগ সম্পর্কে তারা অবগত নন। এসব কথা বলার সময় তাদের খুব ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিলো।

ক্ষুদিরাম এবং প্রিয়বালার মৃত্যুর কারণ যা-ই হোক, পুলিশ হামলা, লুট ও অত্যাচারের ঘটনায় অপরাধীদের কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। ক্ষুদিরামের দুই ছেলেমেয়ের বড় নবম শ্রেণীর ছাত্রী পলি রায় বলে, বাবাকে কারা মারছে আমরা দেখি নাই। তবে হাটের হাজার হাজার লোক দেখেছে। তাদের বিচার হবে কিনা, তা নিয়ে আমরা ভাবছি না। আমাদের ভাবনা কেমন করে বেঁচে থাকবো।

চরফ্যাশন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল কুদ্দুস বলেন, প্রিয়বালার মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং ক্ষুদিরামের ওপর যারা হামলা করেছে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়েছি। ক্ষুদিরামের কারখানাটি যেন দ্রুত খুলে দেয়া যায় সে চেষ্টা আমরা করবো এবং প্রশাসনের বাইরে থেকেও এ কাজটি আমরা করতে পারবো।

চরফ্যাশন থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, পুলিশ অভিযুক্তদের চিহ্নিতকরণ ও গ্রেপ্তারের জন্য জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম আলো, ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৮৪)
লালপুরের ৫০টি সংখ্যালঘু পরিবার পুলিশ প্রহরায়

মাহাবুবুল হক, দুদু, কৃষ্ণরামপুর থেকে ফিরে ঃ নাটোরের লালপুর উপজেলার কৃষ্ণরামপুর পূর্বপাড়া গ্রামের ৫০টি সংখ্যালঘু পরিবার গত পাঁচ দিন ধরে অবরুদ্ধ রয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। পুনরায় সন্ত্রাসী হামলা ও বাড়িঘর লুটতরাজের আশঙ্কায় এ গ্রামের সংখ্যালঘুরা তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজায় অংশ নিতেও ভয় পাচ্ছেন। পুলিশ ও গ্রামের লোকজন একত্রে সর্বক্ষণ গ্রামটি পাহারা দিচ্ছেন।

উপজেলা সদর থেকে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরের প্রত্যন্ত গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর গত ২ ও ১৮ অক্টোবর নানা নির্যাতন চালানো হয়। সন্ত্রাসীরা এখনো হুমকি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এ পরিবারগুলোর নিরাপত্তার জন্য পাঁচ দিন ধরে এখানে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে।

গ্রামবাসী জানান, নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে সন্ত্রাসীরা গত ২ অক্টোবর কৃষক প্রভাষচন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে তাকে মারধর করে। এ দিন তারা তার একটি ছাগল, পাঁচটি আমগাছের চারা নিয়ে যায়। এ সময় তারা হুমকি দিয়ে বলে গ্রামের মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হবে। এরপর তারা গত ১৮ অক্টোবর সেখানে আবারও হামলা চালায়। এ হামলায় সন্তোষ মণ্ডল (৪০), নগেন (৩২) ও প্রভাত মণ্ডলসহ ১০ জন আহত হন। এ সময় সন্ত্রাসীরা প্রায় ১০ বিঘা জমির আখের মাথা কেটে নিয়ে যায়।

এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, হামলা ও লুটপাটের সময় কেউ তাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি। এ ছাড়া ১৮ অক্টোবরের ঘটনায় মামলা হওয়ার পর থেকে বাজারে যাওয়া তাদের সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ পশ্চিমপাড়াতে সন্ত্রাসীদের অবস্থান।

লালপুর থানার ওসি জানান ঘটনাটি অস্বীকার করার কিছু নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুলিশ তুলে নেওয়া হবে।

প্রথম আলো, ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৮৫)
মনিরামপুরের ঋষিপাড়ায় ১৬টি বাড়িতে লুটপাট ঃ ৯ মেয়ে ধর্ষিত

যশোর প্রতিনিধি ঃ মনিরামপুর উপজেলার শ্যামকুড় গ্রামে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ১৬টি বাড়িতে লুটপাট করেছে। হামলার সময় মহিলাদের নির্বিচারে নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। খবর নিয়ে জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে ৩০/৩৫ জনের একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত শ্যামকুড় গ্রামে দরিদ্র ঋষিপাড়ায় চড়াও হয়। মুখোশধারী দুর্বৃত্তদল গ্রামের হাজারি লাল, কার্তিক,পঞ্চানন দাস, মঙ্গল কুমার, কাশিনাথ, গৌরপদ, সুনীল দাস, রাধাকান্ত, নবকুমার, মনতোষ, সুকুমার, ধীরেন ও মনোরঞ্জনসহ ১৬ জনের বাড়িতে একযোগে হামলা চালায়। এ সময় বাড়ির লোকজনকে বেধড়ক মারপিট ও ঘরের মালামাল লুটপাট করা হয়। প্রায় পৌনে দু'ঘন্টা এই তাণ্ডব চলাকালে অন্তত ৯ জন গৃহবধূ ও যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়। দুর্বৃত্তদল পালানোর সময় এ সব ঘটনা ফাঁস না করার জন্য বাড়ির লোকজনকে হত্যার হুমকি দিয়ে যায়। গতকাল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, গোটা ঋষিপাড়ায় শারদীয় উৎসবের আনন্দটাই ম্লান হয়ে গেছে। শিশু-কিশোর কারো মুখে হাসি নেই। এ ঘটনার পর অনেক মহিলাই ঋষিপাড়া ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। গোটা এলাকায় বিরাজ করছে শ্মশানের মতো নিস্তব্ধতা। কেউ ভয়ে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। অনেকে অকপটে এবং আকার ইঙ্গিতে মহিলাদের ধর্ষিত হওয়ার কথা স্বীকার করলেও প্রকাশ্যে কিছু বলছেন না। ঋষিপাড়ার এক যুবক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ঘটনার দিন সকাল ও সন্ধ্যায় এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী শরিফুল, রায়হান ও রাশেদুলসহ আরো কয়েকজনকে ঋষিপাড়ায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। আওয়ামী লীগের এক সাবেক সাংসদ এ ঘটনাকে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা বলে মনে করছেন। তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার তার কাছে মহিলাদের ধর্ষিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। কিন্তু লাজ-লজ্জার ভয়ে তারা মুখ খুলছে না। এ ব্যাপারে মনিরামপুর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ওসি ফিরোজ আহমেদ যুগান্তরকে জানান, ঋষিপাড়ার ঘটনায় লুটতরাজের মামলা হয়েছে। তবে ধর্ষণের ঘটনা অতিরঞ্জিত। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এক জনকে আটক করা হয়েছে।

যুগান্তর, ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৮৬)
চাটমোহরে দুর্গাপূজার প্রতিমা ভেঙ্গেছে দুর্বৃত্তরা

পাবনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শারদীয় দুর্গাপূজা শুরুর আগের রাতে দুর্বৃত্তরা পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর স্থায়ী মন্দিরের বেশ কয়েকটি প্রতিমা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় জেলার হিন্দু সম্প্রদায় মর্মাহত ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে জড়িতদের গ্রেফতার সহ পূজা চলাকালে তাদের জানমালের নিরাপত্তা দাবি করেছে।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার গভীর রাতে ১০/১২ জনের সশস্ত্র দুর্বৃত্তদল চাটমোহর উপজেলার হরিপুর স্থায়ী মন্দিরের তালা ভেঙ্গে ঢুকে দুর্গা, সরস্বতী, কালী, কার্তিক, গণেশ ও অসুরসহ প্রায় এক ডজন প্রতিমার হাত, পা, মাথা সহ বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে ফেলে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৮৭)
ভোলার নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের আজাহারি
প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন, আমরা ভোট দিইনি আগামীতেও দেবো না, শুধু এদেশে থাকতে চাই

কৈলাশ সরকার, ভোলা ও পটুয়াখালী থেকে ফিরে ঃ পত্রিকায় কিছু লেখার দরকার নেই। কাউকে বলতে চাই না, আমাদের জীবনে কি ঘটে গেছে। কোনো বিচার চাই না, ক্ষতিপুরণ চাই না। কেউ দিতেও পারবে না। আপনারা শুধু প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বলবেন, আমাদের কোনো উপায় নেই, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমরা এদেশেই থাকতে চাই। শুধু তিনি যেন আমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেন, আমরা একটু শান্তি চাই। তাকে বলবেন, মা-মেয়ে যেন নিরাপদে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি। আমাদের স্বামী, ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুবেলা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে চাই। আমরা রাজনীতি করি না, ভোট দিতে যাইনি। ভবিষ্যতেও কোনোদিন ভোট দেবো না। আপনাদের মাধ্যমে তাকে কথা দিলাম। তিনি যেন শুধু আমাদের দিকে একটু করুণা করেন। আমরা এদেশেরই মানুষ। আর কতোকাল নিজ দেশে পরবাসী থাকবো? এতো অত্যাচার, নির্যাতন আর সহ্য হয় না। এমন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। না পারি কাউকে বলতে, না পারি কাউকে দেখাতে। শুধু ঈশ্বর জানেন আমরা কেমন আছি। স্বামী, সন্তান, ছেলেমেয়ে কে কোথায় আছে জানি না। আর কতোকাল এভাবে থাকতে হবে? খালেদা জিয়াকে একটু বলবেন আমাদের কথা।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে নিচু গলায় নিচের দিকে তাকিয়ে শুধু এটুকু বলার পর আর কিছুই বলতে পারলেন না পরেশ চন্দ্র মিস্ত্রির স্ত্রী প্রভা রাণী (৪০)। ভোলা জেলার দৌলত খান উপজেলার লেজপাতা গ্রামের একজন প্রভা রাণীর কান্নার সুরে সুর মিলিয়েছে ওই এলাকার শত শত মা। প্রভা রাণীর কথা শেষ হলে স্বামী পরেশ চন্দ্র মিস্ত্রি কিছু বলতে চাইলেন। খালি গায়ে একটা চাদর পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন এতোক্ষণ। দৃষ্টি তার দূর আকাশের দিকে। চোখের জল লুকানোর জন্যই অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। পরেশ চন্দ্র বললেন, আমাদের অসহায়ত্ব কাপুরুশের চেয়েও নিচে নেমে গেছে। ঘরের জিনিসপত্র সব নিয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী, মেয়ে, পুত্রবধূকে নির্যাতন করলো আমারই সামনে। স্ত্রী বাড়ির পাশে পুকুরে লুকিয়ে ছিলো শুধু নাক উঁচু করে, সেখান থেকে তাকে ধরে এনেছে। পুত্রবধূ ছয় মাসের মেয়েকে কোলে নিয়ে বাড়ির পেছনে সুপারি বাগানে লুকিয়ে ছিলো, বাচ্চার কান্নার শব্দে পশুদের কান খাড়া হয়ে যায়, সেখানে ছুটে গিয়ে পুত্রবধূ আর কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে নির্যাতন করলো দলবেঁধে। কিছুই বলতে পারিনি। গলার ওপর রামদা ধরে রেখেছে। তা না করলেও কিছুই বলার ছিলো না, এখনো নেই, প্রতিবাদ করলে বাপ-দাদার মাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

পরেশ চন্দ্র বললেন, ঘটনার পরদিন ৩ অক্টোবর নাজিউর রহমান মঞ্জুর, নতুন এমপি, মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, কর্নেল ইব্রাহিম এসেছিলেন। তাদের কাছে বলেছি, তারা শুনে

চলে গেছেন। পরে আবার রাতে এসে গালাগাল করেছে যারা নির্যাতন করেছে। আমাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কাউকে পাচ্ছি না।

পরেশ চন্দ্র বললেন, নির্বাচনের আগের দিন বাড়িবাড়ি এসে কিছু লোক বলে গেছে আমরা যেনো ভোট দিতে না যাই। আমরা যাইনি। তারপরও কেনো এই নির্যাতন? নির্বাচনের পরের দিন ২ অক্টোবর রাতে নির্যাতনের চরমসীমা লঙ্ঘন করে পশুর দল। ওরা মানুষ নয়, কোনো দলের নয়, ওদের কোনো মা-বোন নেই, থাকতে পারে না। ওরা কোনো মায়ের গর্ভেও জন্ম নেয়নি। যদি তা হতো তাহলে নগদ টাকা চাঁদা আদায়, বাড়িঘর লুটের পর অসহায় মা-বোনদের ওপর এভাবে হামলে পড়তে পারে না।

পরেশ চন্দ্র বললেন, আমরা ওদের চিনি না, চিনলেও নাম বলবো না। বলে কোনো লাভ নেই। যাদের ক্ষমতা আছে ওদের শাস্তি দেয়ার তারাই চেনে ওদের। যদি কিছু করার ইচ্ছে থাকে তাহলে আমাদের মুখ দিয়ে নাম বলানোর কোনো দরকার নেই। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওই বাড়িরই মনোরঞ্জন সরকার বললেন, আমরা যা পরে আছি তাই আছে। আর কিছুই নেই, সব নিয়ে গেছে। ওরা রিকশা এবং ভ্যান নিয়ে এসেছিলো। বস্তায় করে আমাদের সব নিয়ে গেলো। স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূর ওপর নির্যাতন করলো। এখনো আমাদের রাস্তায় ওঠা নিষেধ। এ বাড়ির ১৩টি ঘরের সবকটি ঘরেই লুটপাট হয়েছে। যারা বাড়িতে ছিলো সবাইকে মেরেছে, নির্যাতন করেছে। সুরেশ চন্দ্র সরকার (৬০) বললেন, পাশের বাড়ির শামসুদ্দিন মওলানা এবং নুরানী হুজুরের আশ্রয়ে এখন আমরা আছি। রাত হলে মহিলারা ওই বাড়িতে থাকে। থালা-বাসন কিছুই নেই। তাদের দেয়া হাঁড়ি-বাসনে খাওয়া দাওয়া করি। আমাদের আশ্রয় দেয়ার কারণে তিনি এখন হুমকির মুখে। কারণ তার পাশে দাঁড়ানোর মানুষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে তিনি প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না। পশ্চিম লেজপাতা গ্রামের হারান চন্দ্র বালা (৬০) মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের যতো মানুষ আছে তারা সবাই মিলে এখানে প্রতিবছর পূজা করি। এবার নির্বাচনের আগে থেকেই চাঁদাবাজি শুরু হয়। পুরুষ মানুষ, তরুণী, গৃহবধূ তখন থেকেই এলাকাছাড়া। পূজা কমিটির লোকজনও এলাকাছাড়া। এ কারণে এবার পূজার আয়োজন হয়নি। এখন বিএনপি নেতারা পূজা করার জন্য চাপ দিচ্ছেন, কিন্তু পূজা করতে হলে প্রতিমা বানানো দরকার, উৎসব করার জন্য লোকজন দরকার, মানুষের মনে আনন্দ দরকার, আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি তারপরও পূজা করার কোনো পরিবেশ কি আছে?

ভোলা এবং পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে নারী-পুরুষের এ আর্তি শুনতে শুনতে কেটে গেছে চার দিন। বুকফাটা আর্তনাদ শুধু চাপা কান্নার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে তারা। তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া যতোসব ঘটনার কিছুই তারা বলতে পারছে না।

ভোলা জেলার দৌলতখান, লালমোহন, চরফ্যাশন, পটুয়াখালী জেলার বাউফল, দশমিনাসহ বিভিন্ন থানার প্রতিটি ইউনিয়ন, গ্রামে গিয়ে বিচিত্র নরক যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখা গেছে অসংখ্য মানুষকে। কেউ নির্বাক, কেউ উন্মাদ হয়ে গেছে নিজের সামনে মেয়ে-স্ত্রী-পুত্রবধূকে নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে দেখে। কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। আজও পারছে না। মামলা করার সাহস নেই কারও। এমনকি কাউকে বলতেও পারছে না। ধর্ষণ, লুটপাট, অত্যাচার, নির্যাতন দেখতে দেখতে উন্মাদ হয়ে গেছে সবাই। সর্বস্ব হারিয়ে নিথর নিস্তব্ধ শরীরে, নির্লিপ্ত নয়নে ঠাঁয় বসে আছে তরতাজা তরুণ। এতো অসহায় মানুষ এর আগে কখনো কেউ দেখেছে কিনা কে জানে।

সংবাদ, ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৮৮)
নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস ॥ চোখের সামনে বাবা মাকে মারধর করায় শিশুরাও আতঙ্কিত

ফখরে আলম, ঝিনাইদহ থেকে ফিরে ঃ সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনায় বেশ কিছু সংখ্যালঘু গ্রামের শিশুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এসব শিশুর সামনে বাবা মাকে মারধর আর লুটপাট চালানোর কারণে তারা ঘরের বাইরে বের হতে সাহস পাচ্ছে না। স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত থাকছে। পূজার আনন্দ, নতুন জামার কথা ভোটের পরবর্তী সন্ত্রাস শিশুদের মাঝ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সরেজমিন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার সাতগাছিয়া দাসপাড়া ঘুরে শিশুদের সাথে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ভোটের পরদিন দাস পাড়ায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। অনেকের বাড়ি থেকে সহায়-সম্পদ লুট হয়েছে। এ ঘটনার পর দাসপাড়া নিস্তব্দ হয়ে গেছে। অবিভাবকদের দুঃখ যন্ত্রনার প্রভাব শিশুদের ওপরও পড়েছে। এ কারণে কোমলমতি শিশুরও আনন্দ উবে গেছে। এমনকি কোন কোন শিশু গভীর রাতে আঁতকে উঠে। বিশ্বজিৎ-এর বয়স ৯ বছর। সে স্থানীয় একটি প্রাইমারী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ভোট, সন্ত্রাস সম্পর্কে তার কোন ধারনা নেই। বিশ্বজিৎ বলল, রাতে ঘুম আসে না। ওরা যদি আসে এই ভয়ে ঘুমাতে পারিনা। ওরা কারা? বিশ্বজিৎ তার জবাব দিতে পারেনি। অভিজিতের বয়স ১০ বছর। সে তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্র। সে এই প্রতিবেদকের প্রশ্নে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। মাটির দিকে মুখ করে বলে, স্কুলে যেতে ভালো লাগেনা শুধু ভয় লাগে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্র শিমুল, কবিতা, স্বপ্না সাতগাছিয়া দাস পাড়ায় উদোম শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খেলায় তাদের মন নেই। একমাত্র বিনোদন, মনোরঞ্জনের টেলিভিশন সন্ত্রাসীরা লুট করে নিয়ে গেছে। বাড়ি ঘরে হামলা চালিয়েছে। তাদের খেলার সাথী গ্রাম ছেড়ে বাড়িঘর শূন্য রেখে কোথায় যেন চলে গেছে। এই কষ্টের কথা শিশুরা ভুলতে পারেনা। কাউকে বলতে পারেনা। তারা শুধু মায়ের আঁচল ধরে কাঁদে। এই কান্নার দিন কবে শেষ হবে তা কেউ বলতে পারছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৮৯)
'অন্যের দুঃখে আমরা আনন্দে গা ভাসিয়ে দিতে পারি না' উৎসবের আমেজ নেই ॥ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ সত্ত্বেও উত্তরাঞ্চলে সাদামাটাভাবে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে

খালেকুজ্জামান মুকুল ঃ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ আমলে না নিয়ে উত্তরাঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা অনাড়ম্বরভাবে পালনের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। নির্বাচনোত্তর সারাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনা দুর্গোৎসবের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে। উৎসবমুখর পরিবেশের পরিবর্তে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় এক ধরনের বিষন্নতা। নির্যাতিতদের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা জানাতেই এবারে উত্তরাঞ্চলে দুর্গাপূজা হতে যাচ্ছে একেবারেই সাদামাটাভাবে। উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ঘুরে নিশ্চিত হওয়া গেল দুর্গোৎসবে ভাটার টান।

নির্বাচনের আগ থেকেই শুরু হয়েছিল সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি নির্যাতন। বির্তকিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জুলুম অত্যাচার সমানভাবে চলতে থাকে। সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের লোক দেখানো নির্দেশ নিশ্চিত করতে

পারেনি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা। এরই ধারাবাহিকতায় ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্নস্থানে সংখ্যালঘুদের হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের মতো অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটতে থাকে। উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলায় কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। প্রতিমা ভাংচুরও হয়েছে দু'এক জায়গায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের সচিত্র সংবাদ পড়ে দারুণ ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়েছে উত্তরাঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়। সহমর্মিতা সমবেদনা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও প্রকাশ পেয়েছে তাদের কথাবার্তায়। সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করেই বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তরাঞ্চলে অনাড়ম্বরভাবে পূজা পালনের প্রস্তুতি চলছে। দিনাজপুরের বিরল, রংপুরের বদরগঞ্জ, নীলফামারীর ডোমার এবং কুড়িগ্রামের রাজারহাট এলাকায় দুর্গাপূজার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিভিন্নজনের সাথে কথা হয় সংবাদ প্রতিনিধির। কিন্তু এরা নাম প্রকাশ করতে নারাজ।

বদরগঞ্জের একজন ব্যবসায়ী বললেন, পূজা হবে সাদামাটা। এখানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা হয়নি সত্য, তবে অন্যদের দুঃখে আমরা আনন্দে গা ভাসিয়ে দিতে পারি না। বিরলের একজন চাকুরিজীবী জানান, পূজা মণ্ডপ ও আশপাশ আলোকসজ্জিত করা হবে না। ডোমারের একজন ছাত্র জানায়, পূজার সময় কালো ব্যাজ ধারণ ও কালো ব্যানার টানানো হবে। ঢাকঢোলক বাজবে না। প্রতিমায় আরতি দেয়া হবে না। পার্বতীপুরেও মাইক বন্ধ থাকবে। দিনাজপুর শহরে নির্মল আনন্দ দেয় এমন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হবে না। দশমীতে মৌন মিছিল সহকারে প্রতিমা বিসর্জন দেয়া হবে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এদিকে জাঁকজমকভাবে পূজা করার জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ রয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং কোন কোন এলাকায় ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতারা সংখ্যালঘুদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে দুর্গোৎসব পালনের জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করছে। তবে পূজা কমিটির স্থানীয় নেতারা প্রায় সবাই একথা দৃঢ়তার সাথে বললেন, কেন্দ্রীয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সিদ্ধান্ত তারা মেনে চলবেন।

সংবাদ, ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৯০)
ভারতীয় সংবাদ সংস্থার খবর বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা ভারতে চলে যাচ্ছে

কাগজ ডেস্ক ঃ বাংলাদেশ থেকে কমপক্ষে ৪টি হিন্দু পরিবার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেছে। আরো ৪৫টি পরিবার ভারতে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। পিটিআই বলছে, নিরাপত্তাহীনতা থেকেই সংখ্যালঘুরা ভারতে চলে যাচ্ছে। গত নির্বাচনে মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে আপস করে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোট ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বেড়ে গেছে। উল্লেখ্য, নির্বাচনের সময় থেকেই হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলার কারণে গত কয়েক সপ্তা ধরে ১শ'রও বেশি হিন্দু পরিবার ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে গেছে বলে পিটিআই জানিয়েছে। ত্রিপুরার বেলোনিয়া এবং সবরামে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হিন্দুরা পিটিআইকে জানায়, তারা সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পরপরই বিএনপি ক্যাডাররা হিন্দুদের ওপর হামলা চালায়। আগরতলার ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য এবং ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র দেববর্মা পিটিআইকে বলেন, 'আমি এই বাংলাদেশীদের অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা একই কথা বলেছে তারা সবাই বিএনপি কর্মীদের নির্যাতনের শিকার।' এদের বেশির ভাগ আওয়ামী লীগ সমর্থক বলে তিনি উল্লেখ করে। তিনি জানান,'বিএনপি সমর্থক হিন্দুদের ওপর হামলা হয়নি বলে তারা আমাকে জানিয়েছে।'তিনি জানান, ফেনী এবং খাগড়াছড়িতে বিএনপি ক্যাডাররা পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠন বিক্ষোভ সমাবেশ করছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এর নিন্দা জানিয়েছে। গত রোববার ঢাকায় নারী নেত্রী এবং নারী প্রগতি সংঘের প্রধান রোকেয়া কবির বলেন, 'সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অকথ্য নির্যাতন করা হচ্ছে। নতুন সরকারের সমর্থকরা সংখ্যালঘু তরুণীদের 'গণধর্ষণ' করেছে।' পিটিআই ।

আজকের কাগজ ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৯১)
চট্টগ্রামে পূজামণ্ডপে বোমা বিস্ফোরণ, কেউ হতাহত হয়নি

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম শহরে গতকাল মঙ্গলবার বিকালে পূজামণ্ডপে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি। পুলিশ ওই মণ্ডপের পেছন থেকে আর একটি বোমা উদ্ধার করে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, নগরীর ঘাট ফরহাদ বেগের অফিসের গলির পূজামণ্ডপটি প্যান্ডেল দিয়ে ঘেরাও ছিল। মণ্ডপের পেছনে কে বা কারা দুটি বোমা নিক্ষেপ করলে একটি বোমা প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এ সময় লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পূজামণ্ডপ লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা কেন বোমা নিক্ষেপ করেছে পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে।

প্রথম আলো, ২৩ অক্টোবর ২০০১

(৩৯২)
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সংখ্যালঘু নির্যাতন পুলিশের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

মিলন রহমান/ এনামুল হক খোকন উল্লাপাড়া থেকে ঃ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় পূর্ব দেলুয়া গ্রামের স্কুলছাত্রী পূর্ণিমাকে পাশবিক নির্যাতন ও তার মা-বাবা-বোনকে বেদম মারধরের ঘটনায় পুলিশ যথাসময়ে মামলা নিলেও আসামী গ্রেপ্তারের বেলায় তাদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার কয়েকদিন পর আবারও হামলা হয়েছে ঘোষপাড়া বাল্লোপাড়া গ্রাম দুটির সংখ্যালঘুদের ওপর।

আগের ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ বলেছে, ব্যাপারটি জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে ঘটেছে। কিন্তু সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এর পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, আগের একটি মামলার ঘটনায় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে সন্ত্রাসীরা এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। অথবা গত নির্বাচনে ভোট দেওয়া-নেওয়ার রাজনীতির শিকার হতে পারে সংখ্যালঘু পরিবারটি। এদিকে বিএনপি সন্ত্রাসীদের প্রচণ্ড চাপ ও হুমকি এবং লোকলজ্জার ভয়ে পূর্ণিমার পিতা অনিল শীল উল্লাপাড়া থানায় যে ১৫ জনকে আসামী করে এজাহার দায়ের করেছেন তাতে তার মেয়েকে ধর্ষণের কথা উল্লেখ করেননি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু পূর্ণিমা নিজেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারায় যে জবানবন্দি দিয়েছে তাতে ধর্ষণের বিবরণ দিয়েছে।

এক্ষেত্রে পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুলিশ রাজনৈতিক কারণে অনেক কিছু গোপন করে যাচ্ছে।

এলাকার বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গ্রামের ৩০টি সংখ্যালঘু পরিবারের একটি পূর্ণিমাদের পরিবার। ১৯৯৮ সালে পূর্ণিমার বড় বোনকে কয়েকজন যুবক অপহরণের চেষ্টা করে বলে তার বাবা অনিল শীল একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। পরে অবশ্য বিষয়টি মীমাংসা হয়ে যায়। তবে উল্লাপাড়া থানা জানায়, ওই ঘটনাটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তার চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার পর এলাকার যুবকদের ক্ষোভ ছিল অনিল শীলের পরিবারের উপর।

আবার গ্রামের কয়েকজনের ধারণা, নির্বাচনের আগে থেকেই একশ্রেণীর সন্ত্রাসী সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে ভয়ভীতি দেখানো শুরু করে। নির্বাচনের পর তারাই সরকারি দলের জোর দেখিয়ে ওই পরিবারের ওপর এ রকম অত্যাচার চালাতে পারে। তবে সন্ত্রাসী যেহেতু গ্রেপ্তার হয়নি তাই নিশ্চিত করে মূল কারণটি বলা যায়নি।

এদিকে পূর্ণিমার ঘটনার কয়েকদিন পর গত ১৮ অক্টোবর আগমোহনপুর এলাকায় ঘোষপাড়া ও বাল্লোপাড়া গ্রামেও সন্ত্রাসীরা তাণ্ডব চালিয়েছে। একদল মুখোশধারী সন্ত্রাসী ঘোষপাড়ার চিত্তরঞ্জনের বাড়িসহ আশেপাশের বাড়িতে হামলা করে বেদম মারধর করে, মহিলাদের লাঞ্ছিত করে। পূজা উদযাপনের জন্য সঞ্চিত টাকা-পয়সাসহ মহিলাদের গয়নাগাটি তারা ছিনিয়ে নিয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে যায়, ঘটনাটি যেন থানায় না জানানো হয়।

বাল্লোপাড়া গ্রামের বৃদ্ধা নীহার রানী ঘোষ জানান, সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে বলেছে, নৌকায় ভোট দিয়েছিস, এখন দেশ থেকে পালা। থানায় মামলা করার পরও ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। স্কুলশিক্ষিকা রত্না রানী বলেন, পূজার টাকা, গয়নাগাটি নিয়ে গেছে মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা। এখন আমরা কিভাবে পূজা করব?

প্রথম আলো, ২৪ অক্টোবর ২০০১

(৩৯৩)
মনিরামপুরে সংখ্যালঘুদের ঘরে ঘরে ঢুকে লুটপাট কিশোরী ও তরুণী লাঞ্ছিত

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ মনিরামপুর উপজেলার শ্যামকুড় গ্রামের ঋষিপাড়ার মানুষ তাদের সব হারিয়ে এখন নির্বাক হয়ে গেছে। শনিবার গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত ঋষিপাড়ায় হানা দিয়ে ১৬টি পরিবারের মধ্যে ১৪টিতেই লুটপাট চালিয়েছে। দুর্বৃত্তদের হাতে কয়েকজন কিশোরী এবং তরুণী লাঞ্ছিত হয়েছে বলেও জানা গেছে।

গ্রামবাসী জানায়, শনিবার গভীর রাতে ৩০/৩৫ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ হানা দেয় পাড়ায়। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে হাজারী দাশ, কার্তিক, পঞ্চানন, মঙ্গল, কাশীনাথ, গৌরপদ, সুনীল, রাধাকান্ত, নবকুমার, বীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন, সুকুমার, মনোর বাড়ি। এরা একে একে প্রতিটি ঘরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকারসহ মূল্যবান মালামাল লুট করতে থাকে। প্রায় দু'ঘন্টা তারা মালামাল লুট করে। এসব বাড়ি থেকে নগদ ১০/১২ হাজার টাকা, ৪/৫ ভরি স্বর্ণালংকার, কাপড় চোপড় নিয়ে যায়। একমাত্র পরিধেয় কাপড় ছাড়া দুর্বৃত্তরা তাদের কিছুই রাখেনি। দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের সব হারিয়ে রীতিমত আহাজারি করছে। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে কয়েকটি পরিবার স্থানীয় সাবেক এমপি খান টিপু সুলতানকে জানিয়েছেন, ডাকাতিকালে দুর্বৃত্তরা কয়েকটি পরিবারের মেয়েদের ওপর পাশবিক

নির্যাতন চালিয়েছে। রবিবার সকালে খান টিপু সুলতান ওই গ্রামে গেলে তাকে দেখে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং শনিবার রাতে তাদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দেয়। সোমবার টিপু সুলতান সাংবাদিকদের জানান, এসব দরিদ্র সংখ্যালঘু মানুষের বাড়িতে দুর্বৃত্তদের ডাকাতি করা আসল উদ্দেশ্য নয়। নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে তাদের ওপর নির্যাতনের মাধ্যমে দেশ ত্যাগে বাধ্য করাই এদের উদ্দেশ্য।

প্রথম আলো, ২৪ অক্টোবর ২০০১

(৩৯৪)
সরেজমিন রিপোর্ট-৩
সন্ত্রাসী হামলার ভয়ে সংখ্যালঘু গ্রামের গৃহবধূরা সিঁথিতে সিঁদুর দিচ্ছে না

ফখরে আলম, ঝিনাইদহ থেকে ফিরে ঃ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় সংখ্যালঘু গ্রামের আতঙ্কিত গৃহবধূরা সিঁথিতে সিঁদুর দিচ্ছে না। তারা রাত জেগে থাকছে। পরিবারের পুরুষ সদস্য ছাড়াও নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে সব সময়ই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার সাতগাছিয়া, দাসপাড়া, তত্তিপুর, বাদুরগাছাসহ সংখ্যালঘু গ্রামে ঘুরে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

ঝিনাইদহ শহর থেকে ৪৫ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমের গ্রাম সাতগাছিয়া দাসপাড়া। দাসপাড়ায় দুই শতাধিক সংখ্যালঘু বাস করে। এরা নিম্ন বর্ণের ঋষি সম্প্রদায়ভূক্ত। ১ অক্টোবর নির্বাচনের পরদিন এ গ্রামে সন্ত্রাসীরা তাণ্ডব চালিয়েছে। লুটপাট করে নিয়ে গেছে ঋষিদের কষ্টার্জিত সহায়সম্পদ। স্ত্রীর সামনে স্বামীকে, মেয়ের সামনে বাবাকে পেটানো হয়েছে। মহিলারাও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এ ঘটনায় গ্রামের সব মহিলার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাদের নাওয়া-খাওয়া হারাম হয়ে গেছে। সম্প্রতি দাস পাড়া ঘুরে দেখা গেছে, মহিলাদের সিঁথির সিঁদুর নেই। অনেকে কয়েকদিন ধরে তেল-সাবান মাখেনি। কথা হয় গ্রামের গৃহবধূ পদ্মরানী (৩০)-এর সঙ্গে। তাঁর স্বামীর নাম ঠাকুর দাস। ২ ছেলেমেয়ের জননী পদ্মরানী। সন্ত্রাসীরা পদ্মরানীদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে টিভি লুট করে নিয়ে গেছে। পদ্মরানীর সিঁথিতে সিঁদুর নেই। তিনি বললেন, ভয়ে তেল-সিঁদুর মাখতে পারছি না। মানবেতর ভাবে তাদের দিন যাচ্ছে। ঠাকুরদাসী (৩৫)-এর হাতে শাঁখা দেখা গেলেও তাঁর সিঁথিতে সিদুঁরের রং দেখা যায়নি। ঠাকুরদাসীর ২ ছেলে। তিনি বলেন, ছেলে-স্বামীকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। সিঁদুর দেয়ার কথা ভুলে গেছি। গ্রামের সুনীলের স্ত্রী বীনা রানী (৩০)। তাঁর দুই ছেলে মেয়ে। বীনাও সিঁথিতে সিঁদুর দিচ্ছে না। বীনার ভাষ্য হচ্ছে, মনে অশান্তি। এ জন্য তেল-সিঁদুর না দিয়ে শুধু ভগবানকে ডাকছি। দাসপাড়ার এই দৃশ্য দুরের সংখ্যালঘু গ্রামেও দেখা গেছে। দেখা গেছে মহিলারা মানবেতরভাবে আতঙ্কিত জীবনযাপন করছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ অক্টোবর ২০০১

(৩৯৫)
সংখ্যালঘু ও নারী নির্যাতনের নৃশংস ও লোমহর্ষক চিত্র ফুটে উঠল মহিলা পরিষদের বর্ণনায়

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নির্বাচনোত্তর দেশে সংখ্যালঘু ও নারী নির্যাতনের ঘটনা স্বীকার করে জরুরী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কোটালীপাড়ার রামশীলে এবং বাগেরহাটের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনের পর আয়েজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা পরিষদ নেতৃবৃন্দ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরেন। বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এই সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত বক্তব্যে সরেজমিন পরিদর্শনকারী দলের চার সদস্য সংখ্যালঘু ও নারী নির্যাতনের নৃশংস, পাশবিক ও লোমহর্ষক চিত্র তুলে ধরেন। তারা জানান যে, গত ১৯ অক্টোবর কোটালীপাড়ার রামশীলে তারা কথা বলেছেন নির্যাতিত ১০ নারীর সঙ্গে, যাদের বয়স ১৩ থেকে ৪৫ বছর। এছাড়া বাগেরহাটের মোল্লারহাট, ফকিরহাট, পাগলা, বড় গাওলা, পোদ্দারবাড়ি প্রভৃতি এলাকার নির্যাতিত ১৫ নারীর সঙ্গে তারা কথা বলেন ২০ অক্টোবর। এসময় তারা গণধর্ষণের শিকার নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা বধূর বিধ্বস্ত ভাবলেশহীন মুখ দেখতে পান। এছাড়া তারা দেখেন ধর্ষিত মা ও মেয়ের ভীতসন্ত্রস্ত লজ্জিত দৃষ্টি, শোনেন পুত্রবধূ ও শাশুড়ির একই সঙ্গে সম্ভ্রম হারানোর করুণ কাহিনী, বাড়ির পুরুষ সদস্যকে না পেয়ে ঘরের স্ত্রী-কন্যাকে বেধড়ক পিটানোর কথা এবং কাপড় খুলে নেয়াসহ নানা যৌন হয়রানির মতো বর্বরতা। প্রতিনিধি দল আরও শুনেছেন গভীর অন্ধকার রাতে তরুণী মেয়ে বা বোনকে নিয়ে অভিভাবকের চষা জমির ওপর দিয়ে লাগামহীন দৌড়ের কাহিনী, সাঁতার দিয়ে বিল পার হবার কথা অথবা রাতের আঁধারে নৌকায় ভেসে বেড়ানোর কথা।

সাংবাদিক সম্মেলনে দুটি লোমহর্ষক ঘটনার কথা তুলে ধরা হয়। এর একটি হচ্ছে মধ্যবয়সী এক কর্মজীবী নারী সাক্ষাতকারে বলেন, ভোটের কয়েকদিন আগে এলাকার কয়েক যুবক তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কাকে ভোট দিবে। ভীতসন্ত্রস্ত এই নারী জানান, যুবকরা যাকে ভোট দিতে বলবে তাকেই দিবে। "ভোট যেমন দিবেন তেমন ফল পাবেন"-একথা বলে যুবকরা শাসিয়ে চলে যায়। নির্বাচনের পর নয় হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে যুবকরা তার ঘরে প্রবেশ করে। এরপর গলায় ছুরি ধরে একে একে মহিলাকে ধর্ষণ করে। এখনও এই মহিলা চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন। আরেকটি রোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে মহিলা পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, মা ও মেয়ে ঘুমিয়ে ছিল। ঘরের অন্য কেউ ছিল না। বেড়া কেটে দুই যুবক ঘরে ঢোকে। তারা মায়ের মুখে টর্চ ধরে এবং মেয়ের গলায় রামদা ঠেকিয়ে একই ঘরে পাশাপাশি মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করে। কাউকে এ ঘটনা জানালে হত্যার হুমকি দেয়া হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা ড. মালেকা বানু। উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সভানেত্রী হেনা দাস, বেলা নবী, চিত্রা ভট্টাচার্য, রাখী দাস পুরকায়স্থ, রেখা চৌধুরী, মাসুদা রহমান রোজি, এডলিন মালাকার, নাসিমুন হক আরা মিনু, বুলা ওসমান,দিল আফরোজ দিলু প্রমুখ।

সম্মেলনে বলা হয়, নির্যাতিত নারীদের পক্ষে আইনী পদক্ষেপ না নেয়া এবং ঘটনার বাস্তবতা স্বীকার না করা খুবই দুঃখজনক। প্রধানমন্ত্রী এখনও এসব ঘটনায় কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নারী ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাকে সাজানো নাটক, গুজব বা অতিরঞ্জিত বলেই চলেছেন। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ঘটনার যথার্থ বাস্তবতা স্বীকার করে অবিলম্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, দায়ী অপরাধী ও দুস্কৃতকারীদের চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত এবং নির্যাতিত সংখ্যালঘু পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ নিজের ভিটায় পূনর্বাসনের দাবি জানানো হয়। মহিলা পরিষদ যে কোন নির্যাতিত নারীকে আশ্রয়দান এবং আইনগত সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ অক্টোবর ২০০১

(৩৯৬)
উল্লাপাড়ার ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের বক্তব্যে প্রকৃত সত্য আড়াল করা হয়েছে ॥ নির্মূল কমিটি

সিরাজগঞ্জে উল্লাপাড়ার অনিল কুমার শীলের পরিবারের ওপর সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের আক্রমণ এবং তার কিশোরী কন্যা পূর্ণিমা শীলের শ্লীলতাহানির ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ সদর দফতর যে বক্তব্য প্রদান করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি তা 'প্রকৃত সত্য আড়াল করার অপপ্রয়াস' বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

গতকাল সোমবার নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল এক বিবৃতিতে বলেছেন, গত ২১ অক্টোবর সংবাদপত্রে নির্মূল কমিটির সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সিরাজগঞ্জের অনিল শীলের পরিবারের ওপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও তার কিশোরী কন্যা পূর্ণিমা শীলের শ্লীলতাহানি সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে পুলিশ সদর দফতর যে বক্তব্য দিয়েছে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার অপপ্রয়াস বিবেচনা করে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।

পুলিশ সদর দফতর অনিল শীলের পরিবারের ওপর দুঃসহ নির্যাতনের বিষয়টিকে জমিসংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে আখ্যায়িত করে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের পক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছে। পূর্ণিমা রানী নিজে এবং তার পরিবার যেখানে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ধর্ষণের কথা বলেছে, ডাক্তারি পরীক্ষায় যখন পূর্ণিমার দেহে ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া গেছে তখন পুলিশের সদর দফতর ধর্ষকদের পক্ষ সমর্থন করে বলছে প্রতিবেশী মান্নান ও লিটনসহ ১০-১৫ জন পূর্ণিমাকে শুধু টানাহেঁচড়া করে। যেখানে প্রকৃত ধর্ষণের ঘটনা ধর্ষিতার পরিবার সামাজিক বিড়ম্বনা ও সন্ত্রাসীদের ভয়ের কারণে স্বীকার করতে চায় না সেখানে পূর্ণিমা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে গিয়ে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয়ার পরও পুলিশ তা অস্বীকার করছে। তাদের এই অস্বীকৃতির কারণ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বলছেন, পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের যে সব ঘটনা ছাপা হচ্ছে তা অসত্য, গুজব ও বানোয়াট। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্য যে সঠিক নয় তা প্রমাণের জন্য এবং আক্রান্ত এই পরিবারের নিরাপত্তা প্রদান ও আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য অনিল শীলদের আমাদের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে বলেছিলাম।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ২৪ অক্টোবর ২০০১

(৩৯৭)
সংখ্যালঘুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ॥ দুর্গাপূজা বর্জন

পঞ্চগড় থেকে এস.এ মাহমুদ সেলিম ঃ পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার বড়শশী ইউপির বদেশ্বরী সরকার পাড়া গ্রামে ছিটমহলের কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও মড়েয়া ইউপি'র সাবেক চেয়ারম্যান সহ ট্রিপল মার্ডারের অন্যতম আসামি মহম্মদ আলী কর্তৃক একজন গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা সহ ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সংখ্যালঘু একটি পরিবারের ৩৪ জন সদস্য এবার দুর্গাপূজা উদযাপন করতে পারছে না। ফলে তারা দুর্গোৎসবের আনন্দ

থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বর্তমানে তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বর্জন করেছেন তারা দুর্গাপূজার উৎসব।

স্থানীয় সমাজপতিরা কুখ্যাত ওই সন্ত্রাসীকে বাঁচাতে ঘটনার ৭দিন পর আপোষরফা করে প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

গত ২১ অক্টোবর সরেজমিন ওই এলাকা পরিদর্শনকালে বড়শশী ইউনিয়নের বদেশ্বরী সরকার পাড়া গ্রামের খগেশ্বর রায় জানান, তার স্ত্রীকে পার্শ্ববর্তী ছিটমহলের কুখ্যাত সন্ত্রাসী মহম্মদ আলী গত ৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। এসময় তার চিৎকারে এলাকার লোকজন ছুটে আসলে মহম্মদ আলী পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তার স্ত্রীকে এই মর্মে হুঁশিয়ারী করে দিয়ে যায় যে, এই ঘটনার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে জানে খতম করে দেয়া হবে। এরপর এলাকার কয়েকজন লোক ঘটনাটি স্থানীয় বড়শশী ইউপি চেয়ারম্যানকে জানান। এদিকে ওই দিনেই বোদা থানার দারোগা নাজমুল হক সন্ত্রাসী মহম্মদ আলীকে তাৎক্ষনিকভাবে আটক করে থানায় না নিয়ে এসে বড়শশী চেয়ারম্যানের কাছে হস্তান্তর করে। পরে আপোস রফার ভিত্তিতে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

স্থানীয় কয়েকজন আদিবাসী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ঘটনার নায়ক মহম্মদ আলী একজন কুখ্যাত সন্ত্রাসী। শালবাড়ি ছিটমহলের চেয়ারম্যান সহ সে ট্রিপল মার্ডারের অন্যতম আসামি। ছিটমহলের ঐ হত্যাকাণ্ডের পর সে ১৯৯৩ সালে শালবাড়ি ছিটমহলের পার্শ্ববর্তী সরকার পাড়া গ্রামে জমি কিনে বসবাস করতে শুরু করে। এখানেও সে নারী নির্যাতন ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সহ নানা অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক হওয়ায় কেউ তার বিরুদ্ধে ভয়ে মুখ খুলছে না।

সংবাদ, ২৫ অক্টোবর ২০০১

(৩৯৮)
সুনামগঞ্জে আদিবাসী পল্লীতে হামলা ॥ পতাকা বৈঠক, স্কুলছাত্র আলম হত্যাকাণ্ড অন্যরকম আভাস দিচ্ছে!

উজ্জ্বল মেহেদী, তাহিরপুর থেকে ফিরে ঃ শোক আর ভয় মিলে আমূল বদলে গেছে কড়ইগড়া গ্রাম। সর্বত্র সুনসান নীরবতা। কেন এই নৃশংসতা বা কারা ঘটিয়েছে এ ঘটনা? এ জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মাঝে মৌন কথাবার্তা চললেও নির্দিষ্ট করে কোনো তথ্যই প্রকাশ পাচ্ছে না। পুলিশ গতকাল দিনব্যাপী সাক্ষ্যগ্রহণ করেছে। অপরদিকে বিডিআর-বিএসএফ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও হামলাকারীদের শনাক্তকরণ বিষয়টি এখনো ছাইচাপা পড়ে আছে। ইউএনবি জানায়, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বলেছে, তাহিরপুর সীমান্তে তিনজন বাংলাদেশী নিহত হওয়ার ঘটনায় তারা জড়িত নয়। তবে গতকালের এক পতাকা বৈঠকে তারা এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। এদিকে ঘটনার পর স্থানীয় থানায় দায়ের করা অভিযোগে এ ঘটনার জন্য ভারতীয় পুলিশকে দায়ী করা হয়েছে। শুক্রবার রাতের আঁধারে দুই আদিবাসীসহ স্কুলছাত্র হত্যা এবং আরো দুই আদিবাসী মহিলা গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর কড়ইগড়াসহ আদিবাসী গারো অধ্যুষিত মাঝিরটিলা, রাজাই, বুরুঙ্গাচড়া, চড়ার পাড়, বড় গোপ, পাহাড়তলী, লালঘাট গ্রামের মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। গ্রামগুলোতে রাতব্যাপী বিডিআর টহল সত্ত্বেও ফের হামলার ভয়ে অনেকে রাত জেগে কাটাচ্ছেন। কড়ইগড়া গ্রামে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের নৃশংসতায় নিহতদের স্মরণে গতকাল স্থানীয় গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা

হয়েছে। শোক প্রকাশার্থে কড়ইগড়া প্রাথমিক স্কুলে বিশেষ ছুটিও দেওয়া হয়। গত বছরের ২৫ আগস্ট অনুরূপ আরেকটি হামলার ঘটনা ঘটেছিল পার্শ্ববর্তী পাহাড়তলী গ্রামে। গতকাল রোববার ঘটনাস্থল কড়ইগড়া গ্রাম সরেজমিন ঘুরে আদিবাসী এবং বাংলাদেশী স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, গত শুক্রবার রাত প্রায় পৌনে ১টায় ১০/১২ জনের একটি বন্দুকধারী দল বাংলাদেশের সীমানা লঙ্ঘন করে গ্রামে ঢুকে প্রথমে মাইকেল সাংমার মাটির ঘরের সামনে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে ঘরের বেড়া এবং টিনের চালের অধিকাংশ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। মাইকেল সাংমা (৫০) ও তার স্ত্রী ততনী মারাক (৪০) জানান, গুলির শব্দ শুনে তারা মনে করেছেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তাৎক্ষণিক তারা খাটের নিচে শুয়ে পড়েন। গুলির শব্দ শোনার পর চানপুর বিডিআর ফাঁড়ির জওয়ানরা ঘটনাস্থলে আসে এবং গ্রামবাসীকে অবহিত করে যে তিনটি লাশ পড়ে রয়েছে। এ ছাড়া গুলিতে নিহত হ্যালেম সাংমার (৫০) স্ত্রী হিরা রাকসাম (৪০) ও তার এক প্রতিবেশী মহিলা প্রণয় রাকসাম (৪৫) পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। রাতেই এদের কড়ইগড়া গ্রামে জিবিসি পরিচালিত ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। গ্রামবাসী জানান, অচিন্ত্য এবং হ্যালেন সাংমার লাশ পাওয়া গেছে তাদের বসতঘরের সামনে এবং স্কুলছাত্র আলমের (১৬) লাশ পাওয়া গেছে গ্রামের মধ্যবর্তী ক্ষেতে। তিনজনের বুকেপিঠে গুলি লেগেছিল। তবে আলমের বুকে পিঠে গুলির চিহ্ন ছাড়াও ডান হাতে জখমের দাগ ছিল। জানা গেছে রাজাই গ্রামের আবদুস সালামের পুত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আলম গত ১৫ অক্টোবর সীমান্তের ওপারে ঘাস কাটতে গিয়ে নিঁখোজ হয়। পরে জানা যায়, সে মেঘালয় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। বিডিআরের পক্ষ থেকে তাকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু গতকালের হামলার পর তার লাশ পাওয়াটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি সূত্র জানায়, কড়ইগড়া গ্রামে অনুপ্রবেশকারীরা সশস্ত্র অবস্থায় উলফা বাহিনীর সদস্য খুঁজতে গিয়ে এই তাণ্ডব চালিয়েছে। প্রথমে তারা আলমকে কড়ইগড়া গ্রামে এনে হত্যা করে, পরে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের মুখে প্রাণ হারিয়েছেন দুই আদিবাসী। নিহত অচিন্ত্য সাংমা ও হ্যালেন সাংমা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। গুলির শব্দে তারা ঘরের বাইরে এসে এই নির্মম পরিস্থিতির শিকার হন।

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কড়ইগড়া গ্রামটি উত্তর বড়দল ইউনিয়নে অবস্থিত। আদিবাসী প্রায় ৭০টি পরিবারের বাস এখানে। বসবাসকারীদের সচেতনতায় একটি গির্জা, দুটি খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল এবং ক্লিনিক এলাকাকে উন্নত বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

এ ঘটনায় তাহিরপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে আনা হয়েছে। গতকাল দিনব্যাপী পুলিশি তদন্ত এবং সাক্ষ্য গ্রহণকালে সুনামগঞ্জের এডিশনাল এসপি এবং এএসপি (সার্কেল) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনার ব্যাপারে বিডিআর-বিএসএফ পতাকা বৈঠক গতকাল চানপুর নো-ম্যানস ল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উভয় দেশের সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত রাখতে কমান্ডিং অফিসার পর্যায়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। সূত্র জানায়, বিডিআরের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী দুষ্কৃতকারী সম্পর্কে বিএসএফ কর্মকর্তাদের অবহিত করলে তারা জানান, বিষয়টি তাদের সম্পূর্ণ অজানা। বিডিআর অবশ্য ঘটনার জন্য কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। আগামী সপ্তাহে একই স্থানে উচ্চ পর্যায়ের আরেকটি পতাকা বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে পুলিশ কর্মকর্তাদের ঘটনাস্থল তদন্ত এবং আলমত সংগ্রহ শেষে পুলিশ এই মর্মে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, আক্রমণকারীরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার এবং প্রায় চারটি বাড়ির সামনে গ্রেণেড চার্জ করে।

প্রথম আলো, ২৫ অক্টোবর ২০০১

(৩৯৯)
ময়মনসিংহে চাঁদা না পেয়ে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর

ময়মনসিংহ অফিস ঃ গত মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় চিহ্নিত কিছু ব্যক্তি ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানার বেলতলী গ্রামের জনৈক জগবন্ধুর বাড়ির মন্দিরে হামলা চালিয়ে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। জানা যায়, এলাকার চিহ্নিত ফখরুল, সুরুজসহ ১০-১৫ জন জগবন্ধুর বাড়ির মন্দিরে গিয়ে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। চাঁদা না দেওয়ায় এরা মঙ্গলবার রাতে হামলা চালায়। হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে পাঁচজন আহত হয়। ঘটনার পর উক্ত মন্দিরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এএসপি (সদর) সার্কেল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

প্রথম আলো, ২৫ অক্টোবর ২০০১

(৪০০)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সারা দেশে অনশন কর্মসূচি পালিত

জনপদ ডেস্ক ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের প্রতিবাদে গত বুধবার সারা দেশে পূজা মণ্ডপগুলোতে অনশন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন।

বান্দরবান ঃ বান্দরবান টাউন হলে আয়োজিত পূজামণ্ডপে প্রায় অর্ধশত প্রতিবাদী মানুষ অনশনে অংশ নেয়। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মৌন মিছিল করে। পরে বান্দরবান কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার নবমীর দিনে শহরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হবে। এদিকে জেলা প্রশাসন জানায়, বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলার ১৩টি পূজা মণ্ডপে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ময়মনসিংহ ঃ ময়মনসিংহ শহরের গাঙিনাপাড়া ট্রাফিক মোড়ে গত বুধবার সকাল-সন্ধ্যা প্রতীক অনশন কর্মসূচি পালন করেছে স্থানীয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ। এ বার ময়মনসিংহের ১২টি উপজেলার ৩২৪টি পূজামণ্ডপে অনাড়ম্বর দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

রাঙ্গামাটিঃ প্রেসক্লাবের সামনে গত বুধবার দুপুর ১২টা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল বয়সের প্রায় দু'শতাধিক নারী-পুরুষ অনশন কর্মসূচিতে অংশ নেয়। প্রখর রোদের মধ্যে অনশনকারীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন সাবেক সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান চিংকিউ রোয়াজা। এ ছাড়াও বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন রাঙ্গামাটি জেলার সাধারণ সম্পাদক অলক বড়ুয়া, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি রাঙ্গামাটির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দেব, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা সভাপতি এডভোকেট ফনিন্দ্র লাল দাশ ও রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ ড. আলোরাণী আইচ সহ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ও সনাতন যুব পরিষদ নেতৃবৃন্দ অনশন কর্মসূচিতে অংশ নেন।

পরে বিকাল ৪টায় রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাবের সভাপতি একেএম মকসুদ আহমেদ, বাংলাদেশ ইউপি চেয়ারম্যান সমিতি রাঙ্গামাটি জেলার সভাপতি মায়াধন চাকমা ও ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নেতা নির্মলেন্দু ত্রিপুরা শরবত পান করিয়ে অনশন ভাঙান।

বারাহাট্টা (নেত্রকোনা) ঃ বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বারাহাট্টার ১৭টি পূজামণ্ডপে সকাল-সন্ধ্যা অনশন পালিত হয়েছে। অনশনে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। বারাহাট্টা কালীবাড়ী পূজামণ্ডপে অনশনকারীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান আহমেদ নূরী। এ সময় তিনি অনশনকারীদের অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানান। অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম মজুমদার বকুল, বারাহাট্টা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি সুধেন্দু কুমার উকিল, সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার সাহা সেন্টু, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি প্রানেশ চন্দ্র পাল, সম্পাদক গণেশ কিশোর দাশ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা ঃ সাতক্ষীরার পূজামণ্ডপগুলোতে গিয়ে সম্পূর্ণ আনন্দহীন পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে। কোথাও মাইক বাজছে না। ঢাকঢোলের শব্দ আসছে না। অনাড়ম্বর পূজাঙ্গন। পসরা বসিয়ে থাকা দোকানিরা অলস সময় পার করছে। পূজাঙ্গনে লাইটিঙের ব্যবস্থা নেই। নারী ও শিশুদের তেমন কোনো পদচারণাই পরিলক্ষিত হয়নি। মণ্ডপগুলোতে ছিল দাবি সংবলিত কালো ব্যানার টাঙানো। গত বুধবার মহা অষ্টমীতে মণ্ডপ এলাকায় অনশন কর্মসূচি পালিত হয়। পূজামণ্ডপগুলোতে নিয়োজিত আনসার-পুলিশের সদস্যরাও কেবল বসে বসে অলস সময় পার করছে। পূজা কমিটির লোকজন তাদের সঙ্গেও প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলছেন না।

কুষ্টিয়া ঃ বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের গোপিনাথ জিউর মন্দিরে গত বুধবার সকাল-সন্ধ্যা প্রতীক অনশন পালিত হয়েছে। বিকাল সাড়ে ৫টায় কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি এম এ রাজ্জাক অনশনকারীদের মুখে শরবত তুলে দিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। বিভিন্ন মন্দিরের প্রায় ২০০ প্রতিনিধি অনশনে অংশ নেয়। কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষনা করে বক্তব্য রাখেন জেলা গণতন্ত্রী পার্টির নেতা আব্দুল হাই, আওয়ামী লীগ নেতা ড. আমিনুল হক রতন। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক আহসান নবাব। বিভিন্ন মন্দিরে ৭ দফা দাবি সংবলিত ব্যানার টাঙানো হয়।

সুনামগঞ্জ ঃ সুনামগঞ্জ জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ বুধবার সুনামগঞ্জ শহীদ মিনারে 'প্রতীক অনশন' কর্মসূচি পালন করেছে। সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চলে এই কর্মসূচি। কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করেন প্রবীন রাজনীতিবিদ সাবেক সাংসদ বরুণ রায়, সাবেক সাংসদ আওয়ামী লীগ নেতা দেওয়ান শামসুল আবেদীন, সুনামগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান মমিনুল মউজদীন, আওয়ামী লীগ নেতা আয়ুব বখত জগলুল, জাসদ নেতা আ.ত.ম সালেহ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সুনামগঞ্জ জেলা সংসদ, জেলা সাংস্কৃতিক ইউনিয়ন, প্রথম আলো বন্ধু সভার সদস্যরা। অনশনকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন সাবেক সাংসদ বরুণ রায়। জেলা কালেক্টরেট ভবন চত্বরে সংখ্যালঘুদের মানব বন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

জয়পুরহাট ঃ গত ২৪ অক্টোবর বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জয়পুরহাট জেলার ৫টি উপজেলার প্রায় ৩০টি মণ্ডপে প্রতীক অনশন পালিত হয়েছে। জয়পুরহাট শহরের বারোয়ায় মন্দির সংলগ্ন চত্বরে ও জেলার ৩০ টি পূজা মণ্ডপে প্রতীক অনশন পালিত হয়। এছাড়াও গত মঙ্গলবার বিভিন্ন পূজা উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এবং গতকাল মানববন্ধন পালিত হয়। আজ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ১০৫টি দুর্গাপূজা ও ২০টি স্থানে ঘটপূজা অনাড়ম্বরভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এদিকে, গত মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে জয়পুরহাট সদর উপজেলার দিওর গ্রামের বিধান সরকারের বাড়িতে কে বা কারা অগ্নিসংযোগ করলে তার একটি শয়নকক্ষ ও একটি গোয়ালঘর পুড়ে যায়। বিধান সরকার জানান, রাত ২টায় বাড়ির দরজার বাইরে থেকে শিকল লাগিয়ে দুর্বৃত্তরা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাড়ির লোকদের আর্তচিৎকারে প্রতিবেশীরা শিকল খুলে দিলে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

চাঁদপুর ঃ জেলা সদর সহ উপজেলাগুলোতে অনাড়ম্বরভাবেই এবার বিপুলসংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায় শারদীয় দুর্গাপূজা পালন করছে। গত বুধবার অষ্টমীতে বিভিন্ন পুজামণ্ডপে উপস্থিত ধর্মপ্রাণ হিন্দু সম্প্রদায় সকাল-সন্ধ্যা অনশন কর্মসূচি পালন করে। 'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অমানবিক নির্যাতনে আমরা বেদনা ভারাক্রান্ত, নির্যাতনকারী সন্ত্রাসীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে—' এমন স্লোগান সংবলিত ব্যানার প্রায় সবগুলো (১২৫টি) পূজা মণ্ডপে সাঁটানো ছিল। এবার পূজা মণ্ডপে পুলিশ, আনসার, ভিডিভি সদস্যদের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়ে মোতায়েন করা হলেও সেগুলোতে ভক্তদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য।

গোপালগঞ্জ ঃ জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় কেন্দ্রীয় সার্বজনীন কালীবাড়ীতে অনশন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। স্থানীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন অনশনে যোগদান করেন। জেলার অন্য চার উপজেলায় বিভিন্ন মণ্ডপে অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

নওয়াপাড়া ঃ রাজনীতিতে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে অভয়নগর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ কালীবাড়ী পূজামণ্ডপে অনশন কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় বক্তৃতা করেন অধ্যাপক হরিপদ বিশ্বাস, শিবু প্রসাদ সাহাসহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

ভোরের কাগজ, ২৬ অক্টোবর ২০০১

(৪০১)
যেখানে নির্যাতন চলছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়নি—যেভাবে দুর্গাপূজা দেখিয়ে আনা হলো কূটনীতিকদের

সবুজ ইউনুস ঃ 'মাগো তুমি ফিরে যাও। নির্যাতিত নিপীড়িত মা-বোনদের ঘরে রেখে তোমার আরাধনা সম্ভব নয়। 'এ লজ্জা রাখি কোথায়'— মা দুর্গার উদ্দেশ্যে এই বেদনাবোধ এবং আক্ষেপ জানিয়ে নির্বাচনোত্তর দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক হামলার কারণে এবার হিন্দু সম্প্রদায় এ রকম প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন করছে। নরসিংদী জেলা সদরের পশ্চিম কান্দাপাড়ায় স্থানীয় সংগঠন সেবাসংঘের উদ্যোগে পূজামণ্ডপ করা হয়েছে। মণ্ডপের পাশেই বিরাট একটি বোর্ড। সেখানে সারা দেশে নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন-ধর্ষণ-লুটপাটের ঘটনার প্রকাশিত বিভিন্ন ছবি ও সংবাদের কাটিং বুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই বোর্ডেই ছিল সে রকম একটি ব্যানার।

গতকাল বৃহস্পতিবার কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে দেশে প্রথমবারের মতো সরকার বিদেশী কূটনীতিকদের সারাদেশে বিভিন্ন পূজামণ্ডপে নিয়ে যান। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশে সাড়ম্বরে পূজা হচ্ছে এটা দেখানো। একই সঙ্গে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে খবর প্রকাশিত হচ্ছে তা ঠিক নয় এটা প্রমাণ করা।

সারা দেশে ঘটা করে এই পূজা দেখানোর জন্য কূটনীতিক ও সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদেরকে চারটি দলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দল চারটি করে জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে। এজন্য চারটি হেলিকপ্টার নেওয়া হয়। এই দলগুলোর নেতৃত্বে ছিলেন তিন প্রতিমন্ত্রী ও একজন বিভাগীয় কমিশনার। মন্ত্রীরা হলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ এবং ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার আমিনুর রহমান। চারটি দল শতাধিক পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

সরকারের নির্দেশে স্থানীয় প্রশাসন পূর্বেই স্ব-স্ব এলাকার পূজা মণ্ডপগুলো সাজিয়ে রাখে। ব্যাপক লোক সমাগমেরও চেষ্টা করে। কিন্তু অধিকাংশ পূজামণ্ডপেই গতকাল উল্লেখযোগ্য সমাগম লক্ষ্য করা যায়নি। যেসব পূজামণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হয় সেগুলো সবই ছিল জেলা সদরে। নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘুদের ওপর যে অকথ্য নির্যাতন চলছে তা অধিকাংশই গ্রামকেন্দ্রিক। সেসব স্থানে স্থানীয় প্রশাসন কূটনীতিক ও সাংবাদিকদের নিয়ে যায়নি। তারপরও শহরের এই মণ্ডপগুলোতে পূজা অর্চনাকারীদের মধ্যে অন্যান্যবারের মতো এবার উৎসাহ-স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়নি। পূজামণ্ডপের আশপাশে বহু স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে ব্যানার-পোস্টার দেখা গেছে। তবে কোথাও প্রকাশ্যে কোনো বিক্ষোভ চোখে পড়েনি। এলাকাবাসী জানান, এবার পূজামণ্ডপের সংখ্যা কয়েকগুণ কমে গেছে। অন্যান্যবার বিভিন্ন মহল্লার স্থায়ী মণ্ডপ ছাড়াও নতুন করে মণ্ডপ করা হতো। এবার ভয়ভীতি ও নানা কারণে তা আর করা হচ্ছে না।

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি এই প্রতিবেদক নরসিংদী, টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলার ৬টি পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার আমিনুর রহমান। প্রতিমন্ত্রী রেদোয়ান আহমেদ এ দলের নেতৃত্বে থাকার কথা থাকলেও তিনি আসতে পারেননি। প্রতি জেলার ডিসি, এসপি, প্রশাসনের শতাধিক কর্মকর্তা ৩৫/৪০টি গাড়ির বহর নিয়ে এক একটি পূজা মণ্ডপে যান। মণ্ডপে ভিড় না থাকলেও প্রশাসনের লোকজনের আগমনে মণ্ডপে বেশ ভিড় জমে যায়।

গোপালগঞ্জ সদরে মাত্র একটি পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করা হয়। এটি ছিল রঘুনাথপুর পূর্ব-দক্ষিণপাড়ায়। এখানে ঢাকঢোল পিটিয়ে পূজা করা হচ্ছিল। কূটনীতিকদেরকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন স্থানীয় বিএনপি নেতারা। রঘুনাথপুরের মৃণাল কান্তি বিশ্বাসসহ বেশ কয়েকজন জানালেন, পঞ্চমীর রাতে এই পূজামণ্ডপের সবগুলো মূর্তি সন্ত্রাসীরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। এরপর ডিসি সাহেব আবার টাকা দিয়ে এই মণ্ডপ সাজিয়ে দিয়েছেন। এখানে কমলা রাণী দাশ জানালেন, শহরে তাদের বাসায় কোন হামলা হয়নি। তবে তাদের গ্রামের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হামলা ও লুটপাট করে।

মানিকগঞ্জ জেলার সাঁটুরিয়া থানার পালপাড়া পূজামণ্ডপে গিয়ে দেখা যায় এখানে একটি বাড়ির উঠানে পূজামণ্ডপ করা হয়েছে। দোকানদার সতীশ পাল জানালেন, অন্যান্যবার অনেকগুলো পূজামণ্ডপ হতো। এবার তা হয়নি। ভয়ভীতির কারণে এবার খেলার মাঠে মণ্ডপ করা হয়নি বলে তিনি জানালেন।

ভোরের কাগজ ২৬ অক্টোবর ২০০১

(৪০২)
জাগো মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত 'জাগো মানুষ' শীর্ষক সম্প্রীতি সমাবেশে উপস্থিত জনতা সাম্প্রদায়িক পাশবিকতার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছে। দেশ বরণ্যে শিল্পী সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণে বৃহস্পতিবার বিকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ধ্বনিত হয়েছে 'বাংলার হিন্দু, বাংলার মুসলিম, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রীস্টান, আমরা সবাই বাঙ্গালী' শ্লোগান।

সম্প্রীতি সমাবেশে বক্তৃতা, গান, কবিতা ও নাটকের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়।

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সমাবেশে বলেন, হাজার বছরের বাঙালী ঐতিহ্য হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে থাকা। এই ঐতিহ্য আমাদের গর্ব। আমাদের এই গর্ব মাঝেমধ্যে ধুলিস্যাৎ হয়েছে। তবে এবারের মতো কখনই হয়নি।

কবীর চৌধুরী বলেন, আগেকার নির্যাতনের চেয়ে এবারের নির্যাতনের মাত্রা অনেক বেশী ও ভিন্নতর। আজ মন্ত্রীরা হেলিকপ্টারে করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু নির্যাতন দেখছেন না। একটা অকল্পনীয় অবস্থার মধ্যে আমরা বাস করছি।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কোটালীপাড়ার রামশীলে গিয়ে তাঁর সরেজমিন দেখে আসার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সহজে কেউ নিজের বাড়িঘর ছেড়ে অচেনা-অজানা জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয় না।

তিনি বলেন, এই অমানবিকতা প্রশ্রয় পেলে আমরা বিশ্বে মুখ দেখাতে পারব না। এ পর্যন্ত প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপ নিন্দনীয়। প্রশাসন স্বীকারই করছে না যে নির্যাতন হয়েছে এবং হচ্ছে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে তাদের পূনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান। সমাবেশে সূচনা বক্তৃতা করেন গোলাম কুদ্দুস।

কবিতা আবৃত্তি করেন মোহাম্মদ রফিক, মোহাম্মদ সামাদ, রামেন্দু মজুমদার, সঙ্গীত পরিবেশন করেন অজয় রায়, ফকির আলমগীর ও রথীন্দ্রনাথ রায়। দেশের বিভিন্নস্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দেন সাংবাদিক রাজিব নুর ও কৈলাস সরকার। সমাবেশে ঘোষণা পাঠ করেন সারা যাকের।

ঘোষণায় বলা হয়, ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত চিত্তে বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষ লক্ষ্য করছে, মুষ্টিমেয় কিছু সন্ত্রাসী ও বিপথগামী লোকের দ্বারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব, বিশেষ ধর্মগোষ্ঠির সদস্যদের ওপর ঢালাও হামলা, বলপূর্বক অর্থ আদায়, বেদখল, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, শারীরিক হামলা থেকে শুরু করে নারী ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ ব্যাপকভাবে সংঘটিত হচ্ছে। দেশের এক বিপুল সংখ্যক জীবন তছনছ হয়ে গেছে, উৎসব-আনন্দে নেমে এসেছে বিষাদের কালো ছায়া। কোন জাতির নৈতিক মান প্রকাশ পায় সে দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির প্রতি অনুসৃত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। সেই বিবেচনায় সাম্প্রতিক সহিংসতা জাতি হিসাবে, দেশ হিসাবে আমাদের কলঙ্কিত করেছে।

মানবতার এই অবমাননা দেশকে ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তাই আমরা তা নীরবে মেনে নিতে পারি না। সম্প্রীতির আদর্শকে পদদলিত করে পীড়ন ও সংঘাতের যে মনোভাব সাম্প্রদায়িকতা লালন করে তার ফলে কলুষিত হয় গোটা সমাজমানস। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতি ধিক্কার উচ্চারণ করে তা রুখে না দাঁড়ালে গোটা জাতির মানস বিকৃত হবে এবং পরিণামে তা সুস্থ-সুন্দর-স্বাভাবিক জীবন গঠনের প্রয়াস বিনষ্ট করবে। আধুনিক মানবতাবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের সকল প্রয়াস মুখথুবড়ে পড়বে যদি আমরা মানবতার শক্তিতে সাম্প্রদায়িক পাশবিকতা রুখে না দাঁড়াই।

হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি মিলনে-মিশ্রণে-বৈচিত্র্যে-বিপুলতায় সমৃদ্ধ হয়ে বহমান রয়েছে। সম্পীতি ও সৌহার্দ্যের চেতনায় পুষ্ট সংস্কৃতির এই মূল আদর্শকে আঘাত করে সাম্প্রদায়িকতা। তাই আমরা শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীরা দেশবাসীর সঙ্গে মিলে বিপন্ন মানবতা রক্ষার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি।

সাম্প্রদায়িক বর্বরতার বিরুদ্ধে জেগে ওঠা মানুষের দলমত, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে গড়ে তুলবে সম্মিলিত প্রতিরোধ, সম্প্রীতি ও মানবতার শক্তি জোরদার করে বিকশিত হবে সুস্থ সমাজ। আজকের দুর্গত পরিস্থিতিতে সেই প্রত্যয় আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি।

সম্প্রীতি সমাবেশের আয়োজনে সহযোগী উদ্যোক্তা সংগঠন হিসাবে ছিল বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ, জাতীয় কবিতা পরিষদ, বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদ ও বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ অক্টোবর ২০০১

(৪০৩)
নাটোরের কৃষ্ণরামপুরের ৪৫টি সংখ্যালঘু পরিবার বিএনপি সন্ত্রাসীদের বর্বর হামলা ও লুটপাটের শিকার ঃ 'একাত্তরেও এত যন্ত্রণা সহ্য করিনি'

ঈশ্বরদী থেকে কাজী রকিব উদ্দীন ঃ নাটোর জেলার লালপুর থানার কৃষ্ণরামপুরে ৪৫টি সংখ্যালঘু পরিবার বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলা ও লুটপাটের শিকার হয়েছে। এই গ্রামের প্রতিটি সংখ্যালঘু পরিবার এখন ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় অবরুদ্ধ জীবন যাপন করছে। গ্রামের কেউ হাটবাজরে যাচ্ছে না এবং গত ১ সপ্তাহ ধরে তাদের ছেলে মেয়েদেরও স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ রয়েছে। এবার তারা পূজারও কোন উৎসব করছেন না।

নাটোর জেলার লালপুর থানার ৪ নম্বর আরবার ইউনিয়নের কৃষ্ণরামপুর গ্রামের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পূর্বপাড়া এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর থেকেই এই এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলো বিভিন্নভাবে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হতে শুরু করে। গত ১৮ অক্টোবর তাদের ওপর বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা হয়। এদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা তাদের গ্রামে ভাঙচুর করে ও লুটতরাজ চালায়। জানা গেছে, একই গ্রামের পশ্চিমপাড়ার রেজাউল করিম ও ওবেদ আলীর নেতৃত্বে গ্রামের পশ্চিমপাড়া ও পার্শ্ববর্তী মমিনপুর গ্রামের ১৪/১৫ জনের সন্ত্রাসীদল কৃষ্ণরামপুরের সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ওপর এই হামলা চালায়। হামলার শিকার এলাকাবাসীরা জানান, সন্ত্রাসীরা বিএনপি সমর্থক।

১৮ তারিখ দুপুর ১২টায় সন্ত্রাসীরা এই গ্রামে হামলা করে। তারা প্রথমে যদুজোনার প্রামাণিকের ছেলে সন্তোষ কুমারকে (৩৫) বেদম মারপিট করে এবং তার কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সন্ত্রাসীরা তার ২টি দুধেল গাভী ধরে নিয়ে যায়। এ ঘটনার মুখে গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত সকল লোকজন প্রাণভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে জঙ্গলে অথবা অন্যত্র পালিয়ে যায়। হামলাকারীরা এ সময় ঐ পাড়ার সকল বাড়িতে কমবেশি ভাঙচুর ও লুটতরাজ চালায়। এরপর তারা পাড়ার শেষ প্রান্তে অবস্থিত খগেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়িতে চড়াও হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর এবং লুটতরাজ চালায়। খগেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ি থেকে সন্ত্রাসীরা থালা-বাসন, কাপড়-চোপড়, নগদ টাকা এবং টেলিভিশন লুট করে নিয়ে যায়। খগেন্দ্রনাথ সরকারের বৃদ্ধ বাবা নগেন্দ্রনাথ সরকার (৭০) জানান, ভোটের পর থেকেই তাদের চাঁদা চাওয়া এবং বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া শুরু হয়। তিনি বলেন, এসব যারা করছে, তাদের সবাই কৃষ্ণরামপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়া (বাঙালপাড়া) ও মমিনপুর গ্রামের। তাদের সবাই বিএনপির।

নগেন্দ্রনাথ সরকারের স্ত্রী শ্রীমতী বীনা রানী (৬০) বলেন, আমরা ৭১-এর যুদ্ধের সময়ও এত যন্ত্রণা সহ্য করিনি। তখন শত্রু চেনা গিয়েছিল; কিন্তু এখন নিজের গ্রামের মানুষই শত্রুতা করছে। ফলে হাজারো রকমের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে।

সন্ত্রাসীদের প্রহারে আহত সন্তোষ কুমার জানান, ভোটের পর থেকেই পশ্চিমপাড়ার রেজাউল তার দলবল নিয়ে তার কাছে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দেয়ায় এ মাসের ৬ তারিখে সন্ত্রাসীরা তার একটি বড় খাসি ধরে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তার একটি বাড়ন্ত আম বাগানের সব চারা কেটে ফেলেছে। ক্ষেতের আখ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে কাউকে কিছু বলতেও পারছে না।

একই পাড়ার বাসিন্দা প্রভাষ চন্দ্র জানালেন, গত এক সপ্তাহ যাবৎ তাদের পাড়ার কোন ছেলেমেয়েই স্কুল-কলেজে যাচ্ছে না। প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েদেরকেও স্কুলে পাঠানো হচ্ছে না কারণ ভয়। যদি দুর্বৃত্তরা তাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে পাড়ার কেউ হাটবাজারেও যাচ্ছেন না। চলতি মাসের বিশ তারিখে গ্রামের লোকজন পুলিশ প্রহরায় হাটে গিয়েছে এবং পুলিশের প্রহরাতেই বাড়ি ফিরেছে। ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসীরা জানালেন, তাদের প্রধান পেশা কৃষি এবং প্রধান ফসল আখ। সন্ত্রাসীরা তাদের প্রধান ফসল আখ ইচ্ছামত কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করছে না।

নাটোর জেলার লালপুর থানা সদর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরবার ইউনিয়নের এক প্রত্যন্ত গ্রাম কৃষ্ণরামপুর। লালপুর রাজশাহী রোড থেকে উত্তরে দুই আড়াই কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পার হয়ে যেতে হয় এই গ্রামে। সরেজমিনে গ্রামটি ঘুরে দেখা গেছে, গ্রামে আরো প্রত্যন্ত এলাকা পূর্বপাড়ার ৪৪/৪৫টি হিন্দু পরিবারের আড়াইশো মানুষ চরম আতঙ্কে অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করছেন। লালপুর থানার ৫ জন পুলিশ ২৪ ঘন্টা গ্রামটিতে টহল দিচ্ছে। তবুও এলাকার বাসিন্দাদের আতঙ্ক কাটছে না। কখন আবার হামলা হয় এই ভয়ে তারা সদা তটস্থ। ১৮ তারিখের হামলার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সেদিন রেজাউল ও ওবেদের নেতৃত্বে ১৪/১৫ জন সন্ত্রাসীর প্রত্যেকের হাতে ছিল রামদা, কিরিচ, ফালা ও চাপাতিসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা আরো জানান, এতবড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও এলাকার কোনো জনপ্রতিনিধি তাদের খোঁজখবর নিতে আসেননি। টহলরত পুলিশরা জানায়, তাদের উপস্থিতিতে কোন সন্ত্রাসী তৎপরতা দেখা যায়নি।

কৃষ্ণরামপুর পূর্বপাড়া এক কৃষি নির্ভর গ্রাম কিন্তু গ্রামের কৃষকরা তাদের ক্ষেতে যাচ্ছেন না। গরু-ছাগল মাঠে বের করছেন না। পাড়ার বাইরেও যাচ্ছেন না। পূজা শুরু হলেও এদের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। নেই কোনো উৎসব। লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নূর আহাম্মদ বলেন, গত ১৮ অক্টোবর কৃষ্ণরামপুর গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ওপর সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। তিনি জানান, এসব সন্ত্রাসী ধরার জোর তৎপরতা চলছে তবে কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তারা পালিয়ে গেছে। সন্তোষ কুমারের গাভী দুটো উদ্ধার করা সম্ভব হলেও অন্যান্য মালামাল এখনও উদ্ধার করা যায়নি।

কৃষ্ণরামপুর গ্রামের খগেন্দ্রনাথ সরকার নিজে বাদি হয়ে রেজাউল করিমকে প্রধান আসামি করে ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন ৩৪, ১৪৩,৩২৩,৩২৪ সহ মোট ৯টি ধারায়। মামলার নম্বর ২১।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরও বলেন, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে লালপুরে সহিংসতা বেড়ে গেছে।

সংবাদ, ২৬ অক্টোবর ২০০১

(৪০৪)
সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ সরকার সত্য স্বীকার করছে না
------অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও সংস্কৃতি অঙ্গনের সুধীজনেরা গত কাল বৃহস্পতিবার বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে জড়ো হয়ে সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি ঘরে হামলা, ধর্ষণ, খুন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা সরকারকে মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান এবং সত্য স্বীকার করে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ, পূনর্বাসন ও নিরাপত্তা প্রদান করার দাবি জানান। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ও সমমনা সংগঠনগুলোর উদ্যোগে এ সংহতি সমাবেশ আয়োজিত হয়।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তার দেখা ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা রামশীলের কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, সরকারের বক্তব্য শুনে মনে হয়, সাংবাদিকরা মিথ্যা কথা বলে, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মিথ্যা কথা বলে। শুধু সরকারের কিছু লোক চরম সত্য কথা বলে। তিনি বলেন, সরকার যদি মিথ্যাচার করে তবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

পেশাগত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করা সাংবাদিক রাজিব নুর ও কৈলাস সরকার সমাবেশে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সমাবেশের ঘোষনাপত্র পাঠ করেন গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের চেয়ারপারসন সারা যাকের। কবি শামসুর রহমানের কবিতা পড়ে শোনান রামেন্দু মজুমদার। কবি মোহাম্মদ রফিক পড়েন সাম্প্রতিক লেখা কবিতা 'সাড়ে তিন হাত জমি'। শিল্পী অজিত রায় শ্রোতাদের গেয়ে শোনান 'ও ভাইরে ভাই, বন্ধু চল যাইরে, রাম-রহিমের বাঁচা'। শিল্পী মিতা হক ও তার দল গাইলেন 'ও আমার দেশের মাটি'। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়াহিদুল হক, মফিদুল হক, ফেরদৌসী মজুমদার, কলিম শরাফী, জামাল উদ্দীন হোসেন, লিয়াকত আলী লাকী, গোলাম কুদ্দুছ, রথীন্দ্র নাথ রায় ও নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ অক্টোবর ২০০১

(৪০৫)
নওগাঁয় পূজামণ্ডপে আগুন ॥ কুলাউড়ায় প্রতিমা ভাংচুর

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ হিন্দু সম্পদায়ের বৃহত্তম উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা চলাকালীন দেশের বিভিন্ন স্থানে পূজামণ্ডপে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। নওগাঁর গ্রামে একটি পূজামণ্ডপ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রশাসন এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার না করে উল্টো পূজা কমিটির লোকজনদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। কুলাউড়া উপজেলার চা বাগানের পূজামণ্ডপে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে প্রতিমার ক্ষতিসাধন করে। নাটোরের সিংড়া উপজেলার এক মণ্ডপে মেয়েদের উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় সন্ত্রাসীরা পূজা মণ্ডপে চড়াও হয়। হামলায় ৯ জন আহত হয়। মুন্সীগঞ্জে সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘুকে বেদম মারপিট করেছে।

আমাদের সংবাদদাতারা এসব খবর জানিয়েছেন। নওগাঁ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার দক্ষিণ আখেড়া বারোয়ারীর পূজা মণ্ডপটি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। দুর্গাসহ কাঠামের প্রতিটি প্রতিমা পুড়ে ছাড়খার হয়েছে। শুক্রবার ওই মণ্ডপে ভক্তরা মহাদশমী পূজার পুষ্পার্ঘ্য দেবী দুর্গার চরণে দিতে পারেনি। কমিটির ২২ জন পুরুষ সদস্য মাথা মুণ্ডন করে (ন্যাড়া হয়ে), মহিলা ভক্তবৃন্দসহ একটানা তিন দিন জল স্পর্শ না করে তে-রাত্রি পালন করেছে। মা-বাবার মৃত্যুর পরে যেমন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে হয়, ঠিক সেভাবে তারা শোক পালন করছে।

এই শোক পালনেও বাঁধ সাধছে প্রশাসন। শুক্রবার পূজা মণ্ডপ পুড়িয়ে দেয়ার প্রতিবাদে ওই গ্রামের হিন্দুরা মৌন মিছিল করতে চাইলে পুলিশ তা করতে দেয়নি। পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতা বিশ্বনাথ ও পূজা কমিটির রবীন্দ্র নাথ ঘোষ জানান, ঘটনার পর পুলিশ দোষী ব্যক্তিদের সন্ধান না করে উল্টো পূজা কমিটির লোকজনদের নানাভাবে হুমকি ধমকি দিচ্ছে।

শুক্রবার বিকালে সরেজমিনে আখেড়া পূজামণ্ডপে উপস্থিত হয়ে চোখে পড়ে পূজামণ্ডপের এবং প্রতিমার ভস্মীভূত চেহারা। ভক্তরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। পাশেই বসা ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহাদেবপুরের ইউএনও, ওসিসহ পর্যাপ্ত পুলিশ। সাংবাদিক পরিচয় জেনে ওই গ্রামের হিন্দুরা বিবরণ দিতে থাকে মণ্ডপ পোড়ার সময় এবং পরবর্তীতে প্রশাসনের জুলুমের কথা। এডিএম এবং পুলিশ কর্মকর্তারা ওই মণ্ডপটি তড়িঘড়ি করে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। ডুবিয়ে দিতে বলা হয়েছে ভস্মীভূত প্রতিমাগুলো। গ্রামবাসী জানান, এই পোড়া প্রতিমা নিয়ে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হলে আখেড়া গ্রামের হিন্দুদের দেখে নেয়ার হুমকি দিয়েছে পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মৌলভীবাজার থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নের পাল্লাকান্দি চা বাগানের পূজামণ্ডপে কতিপয় সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের হামলায় প্রতিমার কয়েকটি আঙ্গুল ভেঙ্গে যায়। এ ব্যাপারে পূজামণ্ডপের সভাপতি বাদুরি লাল রবিদাশ বাদী হয়ে কুলাউড়া থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে খালেক (১২), জায়েদ (১৮), আবু মিয়াকে (১৩) গ্রেফতার করে। ঘটনার পর পুলিশ সুপার কুলাউড়ার ইউএনও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশ জানায়, একটি গরুর বাছুর মারা যাওয়ার জের ধরে পূজামণ্ডপে এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর হামলা চালায়। এতে প্রতিমার কয়েকটি আঙ্গুল ভেঙ্গে যায়। এ ছাড়া জেলার কোথাও গোলযোগ ছাড়াই শান্তি পূর্ণভাবে অনাড়ম্বর পরিবেশে হিন্দু সম্পদায়ের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শুক্রবার শেষ হয়েছে।

নাটোর থেকে সংবাদদাতা জানান, পূজামণ্ডপে দর্শনার্থী মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার জের ধরে নাটোরের সিংড়ায় সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত হয়েছে ৯ জন। এদের মধ্যে ২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে সিংড়া উপজেলার নওগাঁ পূজামণ্ডপে দর্শনার্থী মেয়েদের উক্ত্যক্ত করতে থাকে একদল যুবক। আয়োজকদের পক্ষ থেকে বাধা দেয়ায় তারা সংঘবদ্ধ হয়ে পূজামণ্ডপে চড়াও হয়।

মুন্সীগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলায় লিটন দাস (২৫) নামের এক সংখ্যালঘুকে বৃহস্পতিবার বিকালে সন্ত্রাসীরা বেদম প্রহার করেছে। তাকে মুমূর্ষ অবস্থায় সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া একই উপজেলার চর আব্দুল্লা গ্রামের কমপক্ষে ৩০টি বাড়ি ভাংচুর এবং লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জামালপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, নীরবে প্রতীমা বিসর্জনের মাধ্যমে জামালপুরের এবারের শারদীয় দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। জেলার কোথাও প্রতীমা বিসর্জনের উৎসব পালিত হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ অক্টোবর ২০০১

(৪০৬)

গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সভা
সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা ও নির্যাতন বৃদ্ধিতে উদ্বেগ

গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, সহিংসতা, হামলা, হয়রানি ও সর্বক্ষেত্রে জবরদখল বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, মারধর ও নির্যাতন বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। তা বন্ধে আশু কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয় এবং দেশী-বিদেশী অশুভ শক্তির সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় সকল পক্ষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

সোমবার বিকেল ৫টায় ৪০-ই, ইন্দিরা রোডস্থ পার্টি কার্যালয়ে গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর এক সভা পার্টি সভাপতি আহমদুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পার্টি সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম খান, সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য সাইফুল ইসলাম, গিয়াস উদ্দিন হায়দার, মাহমুদুর রহমান বাবু প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সংবাদ, ২৭ অক্টোবর ২০০১

(৪০৭)
নাটোরে সংখ্যালঘুদের ওপর মুখোশধারীদের হামলা

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ অক্টোবর সিংড়ার পূর্ব মাগুরা গ্রামে সুজিত, সন্তোষ, প্রভাত ও অসীম সরকারের বাড়িতে মানিকের নেতৃত্বে একদল মুখোশধারী হামলা করে। তারা অশ্বিনী সরকার হত্যা মামলার বাদি অশ্বিনীর ছেলে অসীমকে খোঁজ করে এবং মামলা তুলে নেয়ার হুমকি দেয়। না পেয়ে রাইকিশোরী (৬০), সৌভাগ্য (৪০) ও কিশোরীকে (৪৫) মারপিট করে অস্ত্রের মুখে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যায়। এর আগে গত ২০ অক্টোবর রাতে প্রভাতের বাড়ি থেকে বাছুরসহ ১জোড়া দুধেল গাভী দুর্বৃত্তরা নিয়ে যায়।

সংবাদ, ২৭ অক্টোবর ২০০১

(৪০৮)
কমিটির সভাপতি 'হিন্দু' হওয়ায় তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে স্কুলটিতে

সাইফুল্লা মুন্না, হরিণাকুণ্ডু (ঝিনাইদহ) থেকে ফিরে ঃ স্কুল কমিটির সভাপতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হওয়ায় এবং নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ায় বিএনপি সমর্থকরা স্কুলে তালা ঝুলিয়ে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটানো হয়েছে ফলে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার নিত্যানন্দপুর গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে চাপা ক্ষোভ আর অসন্তোষ।

গত ১৬ অক্টোবর ওই গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, বিএনপি নেতা লস্করের নেতৃত্বে একদল উচ্ছৃঙ্খল বিএনপি কর্মী গ্রামের নিত্যানন্দপুর রেজিস্টার্ড নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এতে করে সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কি কারণে এই

তালা? অনুসন্ধানে জানা গেল, ওই স্কুলের পরিচালনা কমিটির সভাপতি বিশ্বেশ্বর রায় সংখ্যালঘু হওয়ায় বিএনপি সমর্থকদের যত রাগ ক্ষোভ এসে পড়েছে এই স্কুলটির ওপর। এছাড়া বিএনপি কর্মীদের আরো অভিযোগ নির্বাচনের আগে স্কুল কমিটি স্কুলের ভেতর (মাঠে) বিএনপির নির্বাচনী জনসভা করতে দেয়নি, স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হবে এই অজুহাতে।

এছাড়া এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে গিয়ে জানা গেল স্থানীয় নেতার দুরভিসন্ধির কথা। জনৈক বিএনপি নেতা তোফাজ্জল লস্করের দুই ছেলেকে এই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য অনেক আগে থেকেই চাপ দেয়া হচ্ছিল। নির্বাচনের পর সেই চাপ চরম রূপ ধারণ করায় এবং খুব সঙ্গত কারণে ওই অযৌক্তিক দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় এই অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ ওই স্কুলের সকল শিক্ষক নিয়োগ করা হয় অনেক আগেই অর্থাৎ স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই। এলাকার শিক্ষিত যুবকরা এক লাখ টাকা করে চাঁদা দিয়ে গড়ে তুলেছেন এই নিত্যানন্দপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই গ্রাজুয়েটরা কোন বেতন ভাতা না নিয়েই নিরলসভাবে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করে গেছেন। তীব্র আর্থিক অনটনের মধ্যেও স্কুলকে সচল রেখেছেন তারা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে। স্কুল প্রতিষ্ঠায়, পাঠদান, শিক্ষা বিস্তারে এদের আন্তরিকতা ও মেধার কোন ঘাটতি ছিল না। মাসের পর মাস তারা তিল তিল করে এভাবেই গড়ে তুলেছেন গ্রামের আশার আলো এই বিদ্যাপীঠ। তাদের ছাঁটাই করা সম্ভব নয় সঙ্গত কারণেই। এরপর সম্প্রতি স্কুলটি যখন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পথে, শিক্ষকদেরকেও সরকার থেকে বেতন দেয়ার জন্য এমপিওভুক্ত করা হবে, ঠিক তখনই স্বার্থন্বেষী ওই চক্রটির লোলুপ দৃষ্টি পড়ে অনেকের হাড়ভাঙ্গা শ্রমে গড়া এই স্কুলটির ওপর। যার স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ১৬ অক্টোবর ওই গ্রামে গিয়ে। জানা গেল, সেখানে নানান অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা।

সংবাদ, ২৭ অক্টোবর ২০০১

(৪০৯)
অনাড়ম্বর দুর্গাপূজা উদযাপনের পাশাপাশি রয়েছে মূর্তি ভাংচুরের ঘটনা

কাগজ প্রতিবেদক ঃ সারাদেশে অনাড়ম্বর দুর্গাপূজা উদযাপনের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি প্রর্দশনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। আজকের কাগজের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন অনুসারে নরসিংদী শহরের পশ্চিম ব্রাহ্মন্দীর একটি কালী মন্দিরে মূর্তি ভাংচুর, শ্রীপুরের কাওরাইলে পূজামণ্ডপ বানানোয় বাধা দেয়ার ঘটনা জানা গেছে।

নরসিংদী থেকে বেনজির আহমেদ বেনু জানান, শুক্রবার দিবাগত রাতে নরসিংদী শহরের পশ্চিম ব্রাহ্মন্দীর শ্মশানের কালী বাড়ির মূর্তি ভাংচুর হয়েছে।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের পর হিন্দু ভক্তরা বিশেষ প্রার্থনা শেষে প্রতিদিনের মত ওই মন্দির তালাবদ্ধ করে বাড়ি চলে যায়। গভীর রাতে কে বা কারা মন্দিরের কলাপসিবল গেইট ভেঙে শ্রী শ্রী শীতলা দেবীর মূর্তি ভাংচুর করে এবং এর ভগ্নাংশগুলো পাশের গর্তে ফেলে রেখে চলে যায়।

এ ব্যাপারে মন্দিরের পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তা ডা: চিত্তরঞ্জন মালাকার বাদী হয়ে নরসিংদী সদর থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মূর্তির ভগ্নাংশগুলো উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতর চরম আতঙ্ক ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

শ্রীপুর সংবাদদাতা জানান, এই উপজেলার কাওরাইল ইউনিয়নে নির্বাচন-পূর্ব ও উত্তর রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে সংখ্যালঘুরা কোন পূজা মণ্ডপ বানাতে পারেনি। এখানে যে কোন রাজনৈতিক সহিংসতায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অন্যান্য বছর এই ইউনিয়নে প্রতি বছর ৪টি পূজামণ্ডপ হলেও এ বছর ১টি পূজামণ্ডপও হয়নি। শ্রীপুরে ৩২টি পূজামণ্ডপে আনসার ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ নিরাপত্তায় ২৬ তারিখ প্রতিমা বির্সজনের মধ্যদিয়ে পূজা উদযাপন শেষ হয়। অনাড়ম্বরভাবে উদযাপিত এ উৎসবে কোন ধরনের মাইক না বাজানো ও মানব বন্ধন ছিল পূজা উদযাপনের ব্যতিক্রম দিক।

আজকের কাগজ, ২৮ অক্টোবর ২০০১

(৪১০)
গাজীপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলায় ৮ জন আহত

গাজীপুর থেকে জেলা প্রতিনিধি ঃ জেলার সদর উপজেলার নাওজোড় এলাকায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার সকালে একটি হিন্দু পরিবারের ৮ জন সদস্যকে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। বিদ্যুতের সংযোগ শত্রুতামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন করায় যতিন্দ্র চন্দ্র দাশ প্রতিবেশী সিরাজ মুন্সীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। এক পর্যায়ে সিরাজ মুন্সীর এক ছেলেসহ ৮/১০জন লোক পিটিয়ে হিন্দু পরিবারের ৮জন সদস্যকে আহত করে। এদের মধ্যে ৪জন নারী এবং একজন শিশু। গুরুতর আহত ঝর্ণা রানী দাশ (২৩), রিনা রানী দাশ (১৫) এবং নিতাই চন্দ্র দাশ (১৮) কে গাজীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মামলার প্রস্তুতি চলছে।

দৈনিক রূপালী, ২৯ অক্টোবর ২০০১

(৪১১)
রাজশাহী বরিশাল ঈশ্বরদীতে বিএনপি ক্যাডারদের হামলা ভাংচুর অগ্নিসংযোগ সন্ত্রাসী তাণ্ডব ॥ সংখ্যালঘুসহ আহত ১০, নাটোরে কুপিয়ে দুই ব্যবসায়ীকে জখম

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী তাণ্ডব, সহিংসতা চাঁদাবাজি, মারধর ও প্রতিমা ভাংচুরের আরও ঘটনা ঘটেছে। মাগুরায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের হামলায় ৫ সংখ্যালঘুসহ ১০ জন আহত হয়েছে। নাটোরে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে দুই ব্যবসায়ীকে গুরুতর জখম করেছে। কুষ্টিয়ায় ভাংচুর করা হয়েছে লক্ষ্মী প্রতিমা। রাজশাহীর নতুন বিলসিমলার একটি বাড়িতে বিএনপি ও যুবদলের ক্যাডাররা তাণ্ডব চালিয়েছে। ঈশ্বরদীর সাহেবনগর চরে সন্ত্রাসীরা ৩টি বাড়িতে লুটপাট ও ২৭ বিঘা জমির ফসলে আগুন দিয়েছে।

মাগুরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সোমবার সকালে মহম্মদপুর উপজেলার খাদুনা গ্রামে একদল সন্ত্রাসীর হামলায় ৮ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে প্রভাস বিশ্বাস (৩৫), সুনীল বিশ্বাস (৪৫), রতন বিশ্বাস (২০), ছবি রানীকে (৪৬) গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবার একই উপজেলার নওভাঙ্গা গ্রামের বিশ্বজিৎ (৩৫), লিটন (২০), বিশ্বনাথকে (২২) একদল সন্ত্রাসী হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে। নির্বাচনের কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

নাটোর থেকে সংবাদদাতা ঃ পুলিশ ও আহতদের পারিবারিক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, নলডাঙ্গা থানার (পুলিশী থানা) মাধবনগর গ্রামের ব্যবসায়ী জিতেন্দ্রনাথ ৪লাখ টাকা দিতে অস্বীকার করায় সোমবার সকালে বিএনপি কর্মী বাহার, হযরত আলী দেওয়ান, ছাত্তার ও মজনুর নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একদল সন্ত্রাসী তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়। তারা তাঁকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে এনে হাতুড়ি, রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। এ সময় জিতেন্দ্র জ্ঞান হারালে সন্ত্রাসীরা তাকে মৃত ভেবে বীরদর্পে এলাকা ত্যাগ করে।

কুষ্টিয়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, কুষ্টিয়া শহরতলির একটি মন্দিরে লক্ষ্মী প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। রবিবার রাতে বারখাদা ইউনিয়নের জুগিয়া গ্রামের দাসপাড়া মন্দিরে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

রাজশাহী থেকে সংবাদদাতা জানান, রাজশাহী মহানগরীর নতুন বিলসিমলার একটি বাড়িতে বিএনপি ও যুবদলের সন্ত্রাসীরা তাণ্ডব চালিয়েছে। সোমবার ভোরে সরকারদলীয় ওই ক্যাডাররা বাড়িটিতে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট চালায় এবং মহিলাসহ পরিবারের সদস্যদের বেদম মারপিট করে গুরুতর আহত করে। এ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ থেকে রাজপাড়া থানায় দু'টি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ১৪ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আলালের নেতৃত্বে সাজ্জাদ, মুকুল, টুটুল ও রাজু পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হাসুয়া, লোহার রড, চার প্রভৃতি দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভোর সোয়া ৭টার দিকে বাড়িটিতে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের তাণ্ডব চালায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ অক্টোবর ২০০১

(৪১২)
সংখ্যালঘুদের বাপদাদার ভিটায় থাকতে হলে মাসোহারা দিতে হবে রাউজান রাঙ্গুনিয়ায় বিএনপি ক্যাডারদের ফরমান

অঞ্জন কুমার সেন, চট্টগ্রাম ব্যুরো রিপোর্ট ঃ চট্টগ্রামের রাউজান রাঙ্গুনিয়া উপজেলার অনেক গ্রামে এবার দুর্গাপূজায় হিন্দুরা ঘটপূজাও করতে পারেনি। ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর অনেকের বাড়িঘরে লুটপাট, হামলা, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সরকার অনুসারী চিহ্নিত সন্ত্রাসী, অনেকগুলো হত্যা, ধর্ষণ মামলার আসামী বিধান-ফজল বাহিনী শত শত সংখ্যালঘু বাড়িঘরে এই তাণ্ডব চালিয়েও ক্ষান্ত হয়নি, ঘটপূজা করতে হলেও চাঁদার ফরমান জারি করে। দুর্গপূজা শেষ। তারা গত শুক্রবার বিজয়া দশমীর দিনে নতুন ফরমান জারি করে বলেছে, দেশে থাকতে হলে অবশ্যই মাসোহারা দিয়ে থাকতে হবে। এমনকি মাসোহারা নির্ধারণ করে গৃহকর্তাদের চিরকুট ধরিয়ে দিয়েছে এই সন্ত্রাসী চক্রটি। পুলিশ প্রশাসনও এই সন্ত্রাসী চক্রের ব্যাপারে টু শব্দটি করতে পারছে না। গত শনিবার রাউজানের কলমপতি গ্রামের অধীর দে (৩০) বিএনপি ক্যাডারদের নতুন ফরমানের প্রতিবাদ করায় পুরো পরিবারটি ঘরছাড়া হয়ে এখন শহরে আশ্রয় নিয়েছে।

রাউজান-রাঙ্গুনিয়ার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে নির্বাচনের পূর্বাপর সময় শত শত সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নেমে আসা নির্যাতন-নিপীড়নের নানা মর্মস্পর্শী ঘটনার কথা জানা গেল। এই দুই উপজেলার হিন্দু-মুসলমান পরিবারের মহিলা ও তরুণীরা সম্ভ্রম বাঁচাতে বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে শহরের আত্মীয়-স্বজনদের বাসায়। রাউজানের কোয়েপাড়া, বাগোয়ান, গুজরা, নোয়াপাড়া, বিনাজুরী, ডাবুয়া, দেওয়ানপুর, রাঙ্গুনিয়ার কদমতলি, শিলক, পাদুয়া, সাবেক রাঙ্গুনিয়া, শান্তিনিকেতন এলাকার সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে বৃদ্ধ মহিলা ছাড়া পরিবারের আর কেউ নেই। মান-ইজ্জত ও বাপ-দাদার ভিটেমাটি খোয়ানোর ভয়ে বিএনপি ক্যাডারদের নতুন নতুন ফরমানের ব্যাপারে কেউ থানা পুলিশের দ্বারস্থ পর্যন্ত হচ্ছে না; নীরবে চাঁদাবাজদের দাবি মেটানোর পথ খুঁজছে অনেকে। নানা নির্যাতনের মুখেও বাপ-দাদার ভিটে আঁকড়ে আছে তারা।

কেউ কেউ নির্বাচনের পূর্বাপর তাণ্ডবের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেও প্রশাসন বা পুলিশের কোন সহযোগিতা না পেয়ে এখন সবকিছুকে 'অদৃষ্টের পরিহাস' হিসেবে মেনে নিচ্ছেন। কয়েকজন অভিযোগ করলেন, 'পুলিশ সন্ত্রাসী ও তাণ্ডবের নায়কদের গ্রেফতার করতে গিয়ে বিএনপির এক শীর্ষ নেতার রোষানলে পড়ে এখন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পুলিশেরই বা দোষ দিই কী করে? সাংবাদিকদের কাছে বলে লাভ কী? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো বলেছেন, সাংবাদিকরা অতিরঞ্জিত করে লিখছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্যের পর এখানে সন্ত্রাসীরা আরও বুক ফুলিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। গত শুক্রবার তারা নতুন ফরমানপত্র বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। এ ফরমানপত্রে তারা বলেছে, দেশে থাকতে হলে মাসিক হারে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা তাদের ফান্ডে চাঁদা দিতে হবে। জমিজমা, গাছপালা বা পুকুরের মাছ বিক্রি করতে চাইলে তাদের অনুমতি নিতে হবে। অন্তত শতাধিক পরিবারের হাতে পৌঁছেছে নতুন এ ফরমান।

রাউজানের নোয়াপাড়া, গুজরা, ডাবুয়া, গহিরা, কোয়েপাড়া, বিনাজুরি, চিকদাইর, বাগোয়ান এবং রাঙ্গুনিয়ার কদমতলি, শান্তিনিকেতন, শিলক, সাবেক রাঙ্গুনিয়া, পোমরা, পাদুয়া গ্রামে সংখ্যালঘু নির্যাতন শুরু হয় নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে থেকে। ২৩ সেপ্টেম্বর কোয়েপাড়ায় সুনীল চৌকিদারের দোকানে, দাশপাড়ার ৫টি বাড়িতে এক সঙ্গে আগুন দেয়া হয়। এর ২দিন পর নোয়েপাড়ায় সুবোধ দাশ, চয়ন দাশ, সুভাষ দাশ ও স্কুল শিক্ষিকা অনিতা দাশের বাড়িসহ কমপক্ষে ৪০টি বাড়িতে লুটতরাজ চালানো হয় এবং নির্বিচারে মারধর করা হয় নারী-পুরুষ-শিশুদের। নির্বাচনের আগের দিন রাঙ্গুনিয়ার কদমতলির পল্লী চিকিৎসক গোপাল চন্দ্র শীল, রাউজানের গুজরা ইউনিয়নের চন্দন ঘোষ, কোয়েপাড়ার মীরা দাশের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। নির্বাচনের পর রাউজান-রাঙ্গুনিয়ার অন্তত ৪০টি সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

১৪ অক্টোবর রাতে রাঙ্গুনিয়ার শান্তিনিকেতনের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নির্মাণাধীন দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে দেয়া হয়। সর্বশেষ গত শনিবার রাতে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় রাউজানের নোয়াপাড়ায় সলিল দে নামে এক ব্যবসায়ীকে বেধড়ক পেটানো এবং তার বাড়ি লুট করা হয়। একই রাতে ওই এলাকার বাসিন্দা মনতোষ দাশের পুত্র ধনতোষ দাশের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা চাঁদার ফরমান পৌঁছে দেয়। পুলিশের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসব ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে এ প্রতিবেদককে বলেছেন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির নায়ক কারা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক কারা তা আমাদের জানা; কিন্তু কিছুই করার নেই। দিনকয়েক আগে তাদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ তৎপর হলেও বিএনপির এক শীর্ষনেতার হস্তক্ষেপে সেই তৎপরতা বন্ধ করতে হয়।

সংবাদ, ৩০ অক্টোবর ২০০১

(৪১৩)
গৌরীপুরে কালী মূর্তি ভাংচুর

শ্যামগঞ্জ (নেত্রকোনা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ময়মনসিংহ জেলাধীন গৌরীপুর উপজেলার মনাটী গ্রামে গত ২৪ অক্টোবর গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দিরে রক্ষিত কালী মূর্তিসহ ৪টি মূর্তি ভাংচুর করে।

মন্দির কমিটির সভাপতি জগদীশ চন্দ্র পাল জানান, এ ঘটনার ২/৩ দিন পূর্বে কে বা কারা কালী মূর্তির জিহ্বা ভেঙে নিয়ে যায় এবং গত ২৪ অক্টোবর রাতে কালী মূর্তি সহ ৪টি মূর্তি ভাংচুর করে। পুরনো এ মন্দিরটিতে শতাধিক বছর ধরে পূজা অর্চনা চলে আসছে বলে এলাকাবাসী জানান। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে চরম ক্ষোভ, হতাশা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ রিপোর্ট পাঠানো পর্যন্ত এ ব্যাপারে মামলা হয়নি।

সংবাদ, ৩০ অক্টোবর ২০০১

(৪১৪)
পুঠিয়ায় প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় বিএনপি কর্মী গ্রেপ্তার

রাজশাহী অফিস ঃ গত রোববার রাতে জেলার পুঠিয়া উপজেলার কৃষ্ণপুর উত্তর পাড়ার কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে একটি শীতলা মূর্তি ভাংচুর করেছে সন্ত্রাসীরা। এ অভিযোগে পুলিশ রনি নামের এক বিএনপি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

রনি তার কয়েকজন সঙ্গীসহ উত্তরপাড়ার কালী মন্দিরের শীতলা প্রতিমাটি ভাংচুর করে। প্রতিমাটির কিছু অংশ মন্দিরে রেখে বাকিটা রনি ও তার সঙ্গীরা নিয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। থানায় এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ রনিকে গতকাল সোমবার গ্রেফতার করে।

প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০০১

(৪১৫)
দশরথ কবিরাজের মুখে বিএনপি ক্যাডারদের নির্যাতনের বর্ণনা

রাজশাহী থেকে জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ঃ নির্বাচন-পরবর্তীকালে দেশব্যাপী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর যে 'বিরামহীন নিষ্ঠুর নির্যাতন' চলছে তারই এক জলন্ত দৃষ্টান্ত রাজশাহীর দুর্গাপুরের আলোচিত ঝালুকা গ্রামের শত বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক দশরথ চন্দ্র কবিরাজ। তার চোখ-মুখে হতাশা আর আতঙ্কের ছাপ থাকলেও মনের জোরের এতটুকুও কমতি নেই। সন্ত্রাসীদের হুমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও রক্তচক্ষুর কোন তোয়াক্কা না করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বেডে শুয়ে তিনি গতকাল (মঙ্গলবার) দুপুরে এই প্রতিনিধির কাছে জানালেন তার ওপর বিএনপির সন্ত্রাসীদের বর্বর নির্যাতনের কাহিনী। নির্যাতন নিষ্ঠুরতার ভয়াবহতা শুনে সেখানে উপস্থিত শতাধিক লোকের চোখে জল দেখা যায়। তার ছেলে ও নাতিসহ সাতটি পরিবারের ৩১ জন সদস্য এখনও নিজ বাড়িতে যেতে পারেননি। তারা সকলেই বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছেন।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী দশরথ চন্দ্র কবিরাজ একটি চিরকুটে লিখে জানান, শুক্রবার রাতে বিএনপির লোকমানের বাড়িতে বিএনপি কর্মী-সমর্থকদের এক বৈঠক হয়। সেখানেই দশরথ চন্দ্রের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নেয় সন্ত্রাসীরা। এরপর রাত আনুমানিক দু'টার দিকে বিএনপির আয়েজউদ্দিনের ছেলে জেকের, মজিবর রহমান ও আইয়ুব, হারু মোহাম্মদের ছেলে তামিজউদ্দিন, জেকেরের ছেলে কামাল, রফিকুল ও নজরুল, মুনশেরের পুত্র হাবিবুর, কায়েমউদ্দিনের পুত্র মনির ও নজরুল সহ ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী দশরথের বাড়িতে এসে হানা দেয়। তারা প্রথমে দশরথের কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। সন্ত্রাসীদের কথা— এখানে থাকতে হলে তাদেরকে ২০ হাজার টাকা দিতে হবে। টাকা দিতে অস্বীকার করলে জেকের ও তমিজ অন্যদের নির্দেশ দেয় শালাকে (দশরথকে) শেষ কর। এই নির্দেশ পাওয়া মাত্র সন্ত্রাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে দশরথের ওপর। তারা এলোপাতাড়ি তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে কোপাতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সন্ত্রাসীদের ধারণা ছিল দশরথ আর বেঁচে নেই। এসময় তারা দশরথের স্ত্রী লক্ষী রানীকেও মারধর করে পালিয়ে যায়। পরে তাদেরই একজন গিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের খবর দেয়, দশরথকে শেষ করে দেয়া হয়েছে। তারাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাকে নিয়ে যায় ২৭ অক্টোবর ভোরে। তার অবস্থার অবনতি হতে থাকলে ঐদিন তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

চিকিৎসকরা জানান, দশরথ চন্দ্র কবিরাজের অবস্থা এখনও শঙ্কামুক্ত নয়। তার ফুসফুসে বড়রকমের আঘাত রয়েছে। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। গতকাল দশরথ হাউ-মাউ করে কাদঁতে-কাদঁতে বললেন, বাবা আমি কি বাঁচব, আমরা কি এদেশে থাকতে পারব? সরকারের কাছে কোন দাবি নেই। দাবি শুধু একটাই তা হলো— আমরা যাতে ঘর-বাড়ি সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করুক। ঝালুকাতেই থাকব তবে সেখানে নয়।

তিনি জানান, তিনশ বছর ধরে আমার বাপ-দাদারা এদেশে বাস করে আসছে।

কাজেই তাদের স্মৃতি বিজড়িত এই মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। কেন হামলা করলো সন্ত্রাসীরা প্রশ্ন করলে অকপট জানিয়ে দিলেন, আমরা আওয়ামী লীগ করি এবং নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছি বলে এই হামলা চালিয়েছে। সরকারের কাছে কি চান প্রশ্ন করলে ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, সরকারের কাছে কিছুই চাই না। কারণ যে সরকার আমাদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না, সে সরকারের কাছে কি চাইব। হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে আমরা খুশি।

দশরথের নাতি দীপক জানালেন, বিএনপি সমর্থকরা নির্বাচনের পর থেকেই তাদেরকে দেড় লাখ টাকার জন্য চাপ দিয়ে আসছিল। না দেয়ায় তারা হামলা চালালে সাতটি পরিবার বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফাঁকা বাড়িতে বিএনপির সন্ত্রাসীরা মনের সুখে লুটপাট চালায়। ধান-চাল, পাট, স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা, ডাব ও ওল লুট করে। প্রশাসন ও বিএনপির লোকজন নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে দশরথ ও তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে গ্রামে। এরপর তাদেরকে বিএনপির সমর্থকরা গৃহবন্দী করে রাখে একটানা কুঁড়ি দিন। এরই মধ্যে গত শুক্রবারের নিষ্ঠুর হামলা চালানো হয়। দশরথের পুত্র দীনেশ, যোগেশ, অজিত, সুকুমার, দীলিপ, নাতি দীপক ও দশরথের পরিবার এখন বাড়ি ছাড়া। লোক মারফত প্রতিদিনই হুমকি দেয়া হচ্ছে তাদেরকে আর ঝালুকাতে থাকতে দেয়া হবে না।

সংবাদ, ৩০ অক্টোবর ২০০১

(৪১৬)
নৌকার ভোটার আর সংখ্যালঘুদের জন্য কালিয়াকৈর জিম্মি জনপদ

ফজলুল বারী ঃ নৌকার ভোটার আর সংখ্যালঘুদের জন্য গোটা কালিয়াকৈরই এখন যেন জিম্মি এক জনপদ। সেখানকার কোথাও এখন এই দুই পরিচয়ের মানুষের নিরাপদ চলাচলের কোন সুযোগ নেই। কালিয়াকৈর প্রশাসনের লোকজনও জনকণ্ঠের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক

আলোচনায় বিষয়টি স্বীকার করেছেন। স্থানীয় বেশ কিছু শান্তিপ্রিয় মানুষ সেখানকার পরিস্থিতির বৃত্তান্ত জানিয়ে কয়েকদিন আগে একটি আবেদন লিখে পাঠিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর কাছে। ওই আবেদন পত্রের একটি অনুলিপি পাঠানো হয়েছিল জনকণ্ঠ অফিসেও। ঘটনাগুলো তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। কিন্তু সরেজমিন এলাকাটিতে গিয়ে দেখা গেছে পরিস্থিতি সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে সেই আবেদনে লেখা বিবরণের চাইতেও ভয়ঙ্কর।

বংশী নদীর তীরের জনপদ কালিয়াকৈর মূলত ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাজারের ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগ হিন্দু সম্প্রদায়ের। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে তাঁরা পড়েছেন বেশি সমস্যায়। অব্যাহত সন্ত্রাসী হামলা, চাঁদাবাজি ও হুমকির মুখে তাঁরা নিজেদের এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা শঙ্কায় ভূগছেন। উপজেলা শহরটির বেশির ভাগ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত হচ্ছে সেখানকার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে। প্রায় ৬শ চালক, হেলপার , শ্রমিকের রুটি রুজি এই বাসস্ট্যাণ্ডের মাধ্যমে পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত হয়। বিএনপির সন্ত্রাসীদের দাপটে চাঁপরাইসহ কয়েকটি এলাকার শতাধিক চালক, হেলপার, শ্রমিক এখন বাসস্ট্যান্ডে আসতে পারছেন না। 'হিন্দুরা ধানের শীষে ভোট দেয়নি ' এই অপরাধের কথা বলে তাদেরকে এখন সেখানে ভারতে বা শ্রীপুর চলে যাবার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে- এখানে তোদেরকে থাকতে দিতে পারি, তবে দিতে হবে...! এই দিতে হবে মানেই হচ্ছে চাঁদা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভুক্তভোগীদের একজন তাঁর হতাশার কথা জানিয়ে বললেন-হায়! আজ জন্মভুমিতেও আমাদের থাকতে দেবার সুযোগের নামে দাবি করা হচ্ছে মোটা অঙ্কের চাঁদা।' এসব নানা উৎপীড়ন, নির্যাতনে অতিষ্ঠ সংখ্যালঘুদের অনেকে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর, দেলদুয়ার, বাসাইল সহ বিভিন্ন এলাকায় চলে গেছেন। অনেকে নীরবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাবার জন্য। কেউ কেউ মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে বা দেয়ার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে চলছে। ভৃঙ্গরাজ এলাকায় একটি সূত্রের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ধানের শীষের ভোটার এক যুবক রিক্সাচালক চাঁপাইর, সূত্রাপুর এলাকার বৃত্তান্ত দিয়ে বলে, ওইখানকার হিন্দু মালাউন সব ভাগছে। ভোট ধানের শীষে দেয়নি। এখন যুবতি মেয়ে ছেলে নিয়ে সব ভাগছে। পরে ওই রিক্সাচালককে নিয়েই এলাকাটিতে গিয়ে প্রায় বিরান জনপদ দেখার সুযোগ হয়। এ ছাড়া কালিয়াকৈরের সাহাপাড়া, পালপাড়া ও বালিয়াদিসহ বিভিন্ন এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এরূপ নানা নির্যাতনের প্রত্যক্ষ শিকার। মেদী অশুলাইর জেলে সম্প্রদায় এখনও অবরুদ্ধ সন্ত্রাসীদের হাতে। সন্ত্রাসীরা তাদের আয়ের উৎস আলই বিলে মাছ ধরা বন্ধ করে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, অনেকের মাছ ধরার জাল, নৌকা কেড়ে নিয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি থানার এক কর্মকর্তাও নিজে দেখে এসেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এলাকা থেকে পাঠানো অভিযোগে বলা হয়েছে— হুমায়ুন কবির খান, হেলাল উদ্দিন, শফিকুল ইসলাম স্বপন, পারভেজ প্রমুখের নামে, তত্ত্বাবধানে চলছে সেখানকার সকল সন্ত্রাস। এরা সবাই কালিয়াকৈরের বিএনপি, যুবদল, ছাত্র দলের সঙ্গে জড়িত। নির্বাচনে বিএনপির এমপি পাস না করুক তাতে কি হয়েছে— এদের অনেকের দাপটে এখনই থরথর কাঁপে কালিয়াকৈরের মাটি।

রবিবার আমরা যখন প্রথম কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবে যাই তখন ভবনটি তালাবদ্ধ দেখি। পাশের প্রেসক্লাব পাঠাগার লেখা সাইনবোর্ডের একটি কক্ষে বসা ছিল কয়েকটি যুবক। কিন্তু কথিত সেই পাঠাগারে কোন বই নেই। এক পর্যায়ে যুবকরা মজা করে বলে, তারা সেখানকার পাহারাদার ছাড়া কেউ নয়। পাশের আরেকটি ঘর তালাবদ্ধ। কয়েকদিন আগে ছাত্রদলের ছেলেরা সেটি এসে দখল করে সাইনবোর্ড লাগিয়েছিল। খবর পেয়ে প্রশাসনের লোকজন

বিএনপির নেতাদের নিয়ে এসে সাইনবোর্ড নামালেও রুমের দখল কিন্তু এখনও দখলদারদের কর্তৃত্বেই রয়ে গেছে। সন্ত্রাসীরা সেখানে এখন প্রেসক্লাবের রুম দখল ছাড়াও ব্যবসায়ী মতিলাল সাহার দোকান থেকে ২০ হাজার টাকা লুট, পালপাড়া সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে ১৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে। কথিত প্রেসক্লাবের পাঠাগারে বসা এক যুবক আমাদের জানালেন ব্যবসায়ীদের জন্য তৈরি চাঁদার তালিকাটি তিনি নিজে দেখেছেন। তিনিও ব্যবসা করেন। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা থাকায় অবশ্য তার কোন সমস্যা হচ্ছে না। তবে চাঁদার ভয়ে অনেকে এখনও দোকান খুলতে পারছে না। চাঁপাইর ইউনিয়নের রশিদপুর, গোবিন্দপুর, কোটবাড়ি, ঠাকুরচালা ছাড়াও গোয়ালবাথান, বড়ইতলী, মেদী, গোসাত্রা এবং খোদ কালিয়াকৈর বাজার এখনও সন্ত্রস্ত থমথমে। বলা হচ্ছে, ওই পুরো এলাকাকে আগামীদিনে নৌকার ভোটশূন্য করার জন্য শুরু করা হয়েছে বিশেষ মিশন। যদিও ওই এলাকার অনেক ক্ষেত্রে গত নির্বাচনে নৌকার পক্ষে ভোট পড়েছে মাত্র ২% থেকে ৭% ভোট। এটাও যাতে আগামীতে না পড়তে পারে সে জন্য এলাকায় এলাকায় 'নৌকার ভোটার সন্দেহভাজনদের' তালিকা করা হয়েছে। কালিয়াকৈর আসার জলপথের ঘাটগুলোতে তারা বসিয়েছে মাস্তান প্রহরা। নৌকার সমর্থক সন্দেহভাজনদের পাওয়া গেলেই তাদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। তাদের হয়রানির ভয়ে অনেকে বাড়িঘর থেকে বেরুতে, কর্মস্থলে যাবার সাহস পাচ্ছে না।

সরেজমিন অনুসন্ধানে সোমবার পালপাড়ায় গেলে ভীতসন্ত্রস্ত এলাকাটির বাস্তবতা অনুধাবনের সুযোগ হয়। এলাকার বাসিন্দারা মূলত কুমার সম্প্রদায়ের। বাড়িতে বাড়িতে তৈরি নানান অবিক্রীত পাত্রের স্তূপ জমে আছে। যা সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সেই পাড়ার মানুষজনের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রমাণবাহী।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১ অক্টোবর ২০০১

(৪১৭)
ধুনটে লক্ষ্মী প্রতিমা ভাংচুর

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি ঃ বগুড়ার ধুনট উপজেলায় লক্ষ্মী প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার পেঁচিবাড়ি গ্রামে অমূল্য হালদারের বাড়িতে রাত ১২ টার দিকে কে বা কারা লক্ষ্মী প্রতিমা ভাংচুর করে। পুলিশ এ ঘটনা জানার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। থানায় এ ব্যাপারে মামলা দায়ের হলে পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে শনাক্ত বা গ্রেফতার করতে পারেনি।

আজ বুধবার লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হবে। পূজার আগেই প্রতিমা ভাংচুর হওয়ায় এলাকাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০০১

(৪১৮)
বাড়িঘর ছেড়ে স্কুলে আশ্রয়
খুলনা ও শেরপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, লুট

প্রথম আলো ডেস্ক ঃ চরমপন্থী দুটি গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে একদল সন্ত্রাসী গতকাল মঙ্গলবার খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার মঠবাড়ী গ্রামের মালোপাড়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালিয়েছে। হামলার এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা গুলিবর্ষণও করে। ভাংচুর ও লুটপাট করে তাদের বাড়িঘর। ঘটনার পরপরই ওই গ্রামের শ' দুয়েক সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ

পার্শ্ববর্তী কাঁঠালতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সন্ত্রাসীদের হামলার পর কাঁঠালতলা বাজারটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

এদিকে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার চেংগুরিয়া গ্রামে গত রোববার ও গতকাল মঙ্গলবার একদল সন্ত্রাসী সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও প্রতিমা ভাংচুর করে।

খুলনা অফিস জানায় এলাকাবাসী ও স্থানীয় সূত্র মতে, গত ২৮ অক্টোবর ডুমুরিয়ার চাকুন্দিয়া গ্রামে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির কথিত ক্যাডার রাঙা সাঈদ প্রতিপক্ষ গ্রুপ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির দুজন সদস্যকে বেধড়ক মারপিট করে। এর জের হিসেবে ওই দিন রাতেই বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডাররা সন্ত্রাসী রাঙ্গা সাঈদের দুই ভাই ও পার্টির নেতা আজমলের মা সহ অর্ধশত ব্যক্তিকে মারধর করে। এর জের হিসেবেই গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টায় রাঙ্গা সাঈদ তার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে কাঁঠালতলা বাজারের নিরীহ ব্যবসায়ী ও পথচারীদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। মুহূর্তের মধ্যে কাঁঠালতলা বাজার বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। পরে রাঙ্গা সাঈদের নেতৃত্বে ২৫/৩০ জনের অস্ত্রধারী গ্রুপটি মঠবাড়িয়া মালোপাড়ার দিকে রওনা হয়। পথিমধ্যে তারা বয়ারশিং, মাদারতলা, চিতামারী, গোলাপদাহ, চ্যাংমারীসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে লক্ষী পূজার সরঞ্জাম কিনতে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের ওপর চড়াও হয়। এসময় তারা সংখ্যালঘু নারী-পুরুষকে এলোপাতাড়ি মারপিট করে তাদের নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নেয়।

সন্ত্রাসী গ্রুপটি দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে মালোপাড়ায় ঢুকে মৎস্যজীবী নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন চালায়। তারা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরবাড়ি ভাংচুর করে তাদের সহায় সম্পদ লুট করে। সন্ত্রাসীরা সন্ধ্যার মধ্যে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে দেয়ারও হুমকি দেয়।

এ ঘটনার পর বেলা ২টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। পুলিশ গ্রাম ছেড়ে আসা মানুষকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার তৎপরতা চালায়। খুলনার পুলিশ সুপার মোশারফ হোসেন প্রথম আলোকে জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য গতকাল থেকে অভিযান শুরু করা হয়েছে।

এদিকে এলাকায় এই দুটি চরমপন্থী গ্রুপ বর্তমানে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। যেকোনো মূহূর্তে বিবদমান দুটি গ্রুপের মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষের আশংকা করছে এলাকাবাসী।

শেরপুর প্রতিনিধি জানান, গত রোববার দিবাগত রাত ১টার দিকে চেংগুরিয়া গ্রামের একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী প্রথম দফায় সংখ্যালঘু পল্লীতে হামলা চালিয়ে পাঁচটি পরিবারের বসত বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে দেয়। পরে সন্ত্রাসীরা ভোর রাত ৪টার দিকে আরেক দফা হামলা চালিয়ে স্থানীয় কৃপানাথ বর্মণের বাড়িতে লক্ষীপূজার জন্য তৈরি প্রতিমা ভাংচুর করে এবং রবিপালের মৃৎশিল্প কারখানাটি জ্বালিয়ে দেয়। তারা গাছপালা কেটেও ধ্বংস করে। গত সোমবার কৃপানাথ বর্মণ এ ব্যাপারে ঝিনাইগাতী থানায় একটি জিডি করেছেন। কিন্তু জিডি করার পর তারা এখন আরো বিপাকে পড়েছেন।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শেরপুরের পুলিশ সুপার অমূল্য ভূষণ বড়ুয়া প্রথম আলোকে জানান, চেংগুরিয়া গ্রামের ঘটনার ব্যাপারে কোন পক্ষ তার কাছে অভিযোগ নিয়ে আসেনি।

প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০০১

(৪১৯)
আজ প্রবারণা পূর্ণিমা
সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের প্রতিবাদে বৌদ্ধরা আজ ফানুস ওড়াবে না

কাগজ প্রতিবেদক ঃ আজ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা। দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও বিরাজমান আতঙ্কের কারণে এবার দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের এই উৎসবের অন্যতম একটি অংশ 'ফানুস ওড়ানো', পালন করছেন না। সংখ্যালঘু নির্যাতিতদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে নগরীর বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগঠনগুলো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের মহামানব গৌতম বুদ্ধ এই পূর্ণিমা তিথিতেই স্বর্গের ভূমিতে তার মাতৃদেবী রানী মহামায়াকে ধর্মের আদর্শ বাণী শোনান এবং তৎক্ষণাৎ মর্ত্যের সাংকাল্য নগরে নেমে আসেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং হিত ও মঙ্গলের জন্য নিজের মৈত্রী, করুণা ও অহিংসার বানী চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে নির্দেশ দেন। প্রবারণা পূর্ণিমার পরের দিন হতে মাসব্যাপী প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব উদযাপিত হবে। বিশ্বের অন্যান্য বৌদ্ধদের ন্যায় বাংলাদেশের বৌদ্ধরাও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন করছেন।

এ উপলক্ষে বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে উৎসবটি পালনের আবেদন করেছে। আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের প্রধান ভিক্ষু বুদ্ধানন্দ থেরো।

বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগঠনের অন্যান্য অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে সমবেত বুদ্ধোপাসনা, ভিক্ষু সংঘের প্রাতঃরাশ, বৌদ্ধপূজা ও শীল গ্রহন, ভিক্ষু সংঘকে পিণ্ড দান, সমবেত প্রার্থনা ইত্যাদি।

ভোরের কাগজ, ৩১ অক্টোবর ২০০১

(৪২০)
রাজশাহীতে চাঁদাবাজি ও সংখ্যালঘু নির্যাতনে জড়িত ৭ বিএনপি নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

রাজশাহী প্রতিনিধি ঃ রাজশাহীর দূর্গাপুর উপজেলার মারিয়া গ্রামে চাঁদাবাজি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশ বিএনপির ৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃতরা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা আদায় করতো। গতকাল হামলা ও চাঁদা আদায়ের প্রস্তুতির সময় পুলিশ গোপনে খবর পেয়ে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে গ্রেপ্তারকৃতরা পুলিশকে জানিয়েছে, তারা মসজিদ ও স্কুল কমিটির সভা করার সময় পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো মসজিদ কমিটির সভাপতি ডা. আব্দুল জব্বার, সাবদুল হক, আব্দুল গফুর, পিন্টু, সালাম, আজিম ও সাবদুল্লা।

ভোরের কাগজ ৩১ অক্টোবর ২০০১

(৪২১)
জয়পুরহাটে বিধান সরকারের বাড়িতে সন্ত্রাসীদের অগ্নিসংযোগ

সংবাদদাতা, জয়পুরহাট ঃ একদল সন্ত্রাসী শুক্রবার রাতে কোতয়ালী পুলিশ ফাঁড়ির অধীন দিওর গ্রামের বিধান সরকারের বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসীরা ঘরে আগুন লাগানোর আগে সব দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়। ঘর থেকে বের হওয়ার কোন পথ না পেয়ে নির্যাতিতরা চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অবরুদ্ধদের উদ্ধার করে। এ ঘটনায় অন্য দুটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

বাংলাদেশ অবজার্ভার, ৩১ অক্টোবর ২০০১

(৪২২)
গাজীপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে পৌর কমিশনারসহ গ্রেফতার ২

গাজীপুর প্রতিনিধি ঃ একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগে গাজীপুর পৌর কমিশনার কাজী সাহাবুদ্দিন বোদরসহ দুজনকে পুলিশ রোববার গভীর রাতে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের প্রতিবাদে এলাকাবাসী সোমবার শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলায় বিভিন্ন সংগঠন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

জানা যায়, গত সোমবার বিকালে গাজীপুর জেলা সদরের ভুরুলিয়া গ্রামের সন্তোষ চন্দ্র দে'র পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের জন্য কমিশনার বোদরের সন্ত্রাসী বাহিনী হামলা করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা শ্লীলতাহানীসহ কার্তিক ঠাকুরের মূর্তি ভাংচুর ও লক্ষী ঠাকুরের ছবি ভাঙ্গা সহ অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সন্তোষ চন্দ্র জয়দেবপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করলে পুলিশ গতকাল মঙ্গলবার ভোররাতে ১নং আসামী সাইফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে।

যুগান্তর, ৩১ অক্টোবর ২০০১

(৪২৩)
খুলনার ডুমুরিয়া গ্রাম এখন জনশূন্য ৫শ' সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী গ্রামে

খুলনা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ জেলার ডুমুরিয়া উপজেলাধীন মঠবাড়ি গ্রাম এখন কার্যত জনশূন্য। এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালালে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। সন্ত্রাসীরা বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে গ্রামে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। গ্রামের ভীত-সন্ত্রস্ত প্রায় ৫শ' নারী-পুরুষ পার্শ্ববর্তী কাঁঠালতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডারদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনার জের হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র বাহিনী কাঁঠালতলা বাজারে নিরীহ ব্যবসায়ী ও পথচারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। পরে তারা মঠবাড়ি মালোপাড়ায় যাওয়ার পথে বয়ারসিংহ, নাদায়তলা, চিত্রামারী, গোলাবাদাহ, চ্যাংমারী সহ বিভিন্ন এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষদের মারধর করে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। সংখ্যালঘু এসব নারী পুরুষ লক্ষ্মীপূজার সরঞ্জাম কিনতে কাঁঠালতলা বাজারে যাচ্ছিল। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সন্ত্রাসী গ্রুপ মালোপাড়ায় গিয়ে মৎসজীবী নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন চালায়। তারা সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও মালামাল লুট করে সন্ধ্যার মধ্যে এলাকা ত্যাগ করার হুমকি দিয়ে চলে যায়। এই এলাকার প্রায় ৫শ' নারী-পুরুষ প্রাণের ভয়ে পার্শ্ববর্তী কাঁঠালতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। পুলিশ গ্রামের লোকজনদের ফিরিয়ে নেয়ার তৎপরতা চালায়। পুলিশ সুপার জানান, ভিটেমাটি ছাড়া লোকজন এলাকায় ফিরে গেছে। সেখানে পুলিশের একটি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এদিকে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান অভিযোগ করেছেন বিএনপির ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন ও লুটপাট করেছে। অপর একটি সূত্র জানায়, চরমপন্থী দুটি গ্রুপ এখন মুখোমুখি, যেকোন সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ৩১ অক্টোবর ২০০১

(৪২৪)
নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে সন্ত্রাসী তাণ্ডবের জের ঃ রায়পুরায় ৬শ' সংখ্যালঘু পরিবার এবার দুর্গোৎসব করতে পারেনি

ভৈরব থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভৈরবের পার্শ্ববর্তী নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার দুটি ইউনিয়ন মহেশপুর ও রায়পুরায় প্রায় ৬'শ সংখ্যালঘু জেলে পরিবার এবার পূজা উৎসব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। গ্রামে বানানো হয়নি পূজা মণ্ডপ। উৎসবের আমেজের চেয়ে তাদের মনে আতঙ্কই বিরাজ করেছে বেশী। নৌকায় ভোট দেয়ায় তাদের ওপর নেমে আসে সন্ত্রাসীদের খড়গ। এলাকার এই সংখ্যালঘু জেলে পরিবারগুলো এখনও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে অনেকেই কথা বলতে নারাজ। কয়েকটি জেলে পরিবারের সদস্যের সঙ্গে এ প্রতিবেদকের কথা হয় উপজেলার আলগী বাজারে। মাছ বাজারের সংখ্যালঘু বাউল ধোপা জানান, নির্বাচনে নৌকায় ভোট দেয়ায় প্রতিদিন রাতে কে বা কারা তার বাড়িতে বড় বড় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। বাড়িতে থাকা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি জানান। কারা করছে এগুলো তারা জানে তবুও প্রাণের ভয়ে নাম বলছে না। এসব ঘটনা স্থানীয় গ্রাম প্রধান ও থানা প্রশাসনকে অবগত করা হলেও লাভ হয়নি। এখনও তাদের আতংকে দিন কাটাতে হচ্ছে।

মহেশপুর ইউনিয়নের সতীশ চন্দ্র দাস (৬৫) জানান, এবার পূজা হয়নি। হাতে টাকা পয়সা সবকিছুই ছিল কিন্তু নৌকায় ভোট দেয়ায় সন্ত্রাসীদের খড়গ আমাদের ঘাড়ে চাপে। ফলে পূজা মণ্ডপ বানানো বা পূজার আয়োজনই হয়নি। তিনি বলেন, পূজা করতে নিষেধ না থাকলেও কেউ সাহস পায়নি। বাখেরনগরের শচীন্দ্র দাস (৫৪) বলেন, নির্বাচনের ৫/৭ দিন পর কয়েকজন দুর্বৃত্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের মারধর সহ চাঁদাবাজি ও ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। এ ঘটনা কাউকে বলা যাবে না বলে শাসিয়ে দেয়। ফলে এই সংখ্যালঘু জেলে পরিবারগুলো গ্রাম ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করে। মহেশপুর গ্রামের শিরিষ দাস ও সুকুমার দাসের বাড়িতে প্রতিবছর পূজা হলেও এবার হয়নি। তারা পূজামণ্ডপ তৈরি না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানান, নির্বাচনের পর এলাকায় ঘটে যাওয়া বিছিন্ন ঘটনায় পরিবারগুলো আতংকে দিন কাটানোর ফলে পূজামণ্ডপের ব্যবস্থা করা হয়নি।

আলগী বাজারে কথা হয় বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু লায়েছের সঙ্গে, বাউল ধোপার বাড়িতে প্রতিদিন রাতে ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাটি সত্যি বলে স্বীকার করেন। তবে কে বা কারা এগুলো করে তা তিনি জানেন না। বিএনপির সমর্থক অলিউর রহমান নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, অত্র এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে অর্থকড়ি নেই, তাই তারা এবার পূজা করেননি।

এলাকার সংখ্যালঘু ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নামধারী ব্যক্তিরা হিন্দুদের ওপর নির্যাতন, হুমকি ও বেনামে চিঠির মাধ্যমে চাঁদাদাবি করছে। জেলা ও থানা সদর থেকে এই দুটি ইউনিয়ন দূরে থাকার কারণে প্রশাসনের লোকজন সচরাচর এলাকায় প্রবেশ করে না। ফলে এই গ্রামের ৬শ' সংখ্যালঘু জেলে পরিবার কোণঠাসা হয়ে জীবনযাপন করছে।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ৩১ অক্টোবর ২০০১

(৪২৫)
নারী নির্যাতন ঃ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার কালো দাগ

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশে যে সহিংসতা শুরু হয়েছে তা কতোটা পাশবিক ও মনুষ্যত্বহীন, বর্বরতম সেটা না দেখলে বোঝা যাবে না। মানুষ কতোটা বিপন্ন হলে বাড়িঘর ছাড়ে, কতোটা অসহায় হলে বয়স্থা মেয়েকে লুকিয়ে রাখে অন্যত্র সেটা এ সময়ে বোঝা গেছে। এই সহিংস সময়ে সংঘটিত ঘটনা বর্বরতার চরম সীমায় অবস্থান করেছে। আমরা এ বিষয়ের উপরে প্রতিবেদন করতে গিয়ে প্রথমে যেটা লক্ষ্য করেছি তা হচ্ছে সংঘটিত অঘটনকে মানুষ কিভাবে বিভৎসঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করছে। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি একটা অঞ্চলের সহিংসতায় নারীরা কতোটা নির্যাতিত হয়েছে তার উপরে নির্ধারিত হয়েছে অত্যাচারের মাত্রাটা আসলে কেমন ছিলো। এ হিসেবে আমরা দেখতে পাই বরিশালের গৌরনদী আগৈলঝাড়ার একাধিক গ্রামের চিত্র, দেখতে পাই ফরিদপুরের নগরকান্দা ভাঙ্গা উপজেলার মানুষের বিপন্ন জীবন-যাপনসহ দেশের অজস্র অঞ্চলের সংঘটিত বর্বরতার বিভৎস স্বাক্ষর দেখে, অন্যদিকে আঁতকে উঠি নির্যাতনের ভয়াবহতা দেখে। যে সমাজে মধ্যযুগীয় কায়দায় একজন নারীর উপর নির্যাতন চালানো হয় সেটা কোন সভ্য সমাজ?

নির্যাতিত শেফালী রানী সরকারের নির্যাতনের কাহিনী ঃ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামের শেফালী রানী সরকার ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্যা। তিনি তার বিধবা বৌদিকেসহ গ্রামের বাড়িতে থাকেন। গত ২ অক্টোবর রাতে একদল সন্ত্রাসী তার বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে ডাকে। সে দরজা খুলে দেয়। তারপর অশ্লীল সব গালিগালাজ করতে করতে বলতে থাকে নৌকায় ভোট দিলি ক্যা? তারা পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মর্ষকামী সৈন্যদের মতো শেফালী সরকারকে রামদায়ের পিঠ দিয়ে পেটাতে থাকে। এক পর্যায়ে সে অচেতন হয়ে গেলে সর্বস্ব নিয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু বলে যায় ৫০ হাজার টাকা না দিলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। শেফালী সরকার কাঁদে কোথায় যাবে সে? শেফালী সরকারের কান্নায় প্রকৃতিও সজাগ হয়ে উঠে। শুধু মানুষ সব দায় এড়িয়ে যায়।

রেনু বালার দীর্ঘশ্বাস; রেনুবালার বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে বেশ আগেই। বহু দুঃসময়কে অতিক্রম করেছে সে। স্বামী শহীদ নিতাই মণ্ডল ১৯৭১ সালে ফরিদপুরের নগরকান্দা থানার তালমা বাজারে বসেই শহীদ হয়েছেন। ও সময় তার বাড়িঘর লুটপাটও হয়েছিলো। রেনুবালা স্বামীর শোক বুকে ধারণ করে ছেলেদের মানুষ করেছেন খেয়ে না খেয়ে। তার বড়ো ছেলে কলেজ শিক্ষক রণজিৎ মণ্ডল এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি। সবাই মানিকদীর এই মণ্ডল পরিবারটিকে ভিন্ন চোখে দেখে। কিন্তু গত ৭ অক্টোবর সকাল ৮টায় মানিকদি গ্রামের দবিরদ্দীন মোল্লা, রাজ্জাক ভুঁইয়া, শামসু খলিফা ও পার্শ্ববর্তী শাকপালদিয়া গ্রামের চান মোল্লা, ইউসুফ মোল্লা এবং মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে ঢাল, সড়কি রামদায় সজ্জিত ৫০০ জনের একটি দল ওই বাড়িতে ঢুকে নির্বিচারে হামলা চালায়। রেনুবালার কথা হচ্ছে এইসব মানুষেরা আমাদের সবাই পরিচিত। অনেককে রান্না করে খাইয়েছি, সেদিন তারাও আমার ঘরের সব লুটে নিলো এমন কিভাবে হয়?

মানুষ কি তয় মানুষ নাই? সব ধান লইয়া গেছে কি খাইয়া বাচুম বাবা-বলে কাঁদতে থাকে রেনুবালা। আর কতো হারাবো?

মায়া রানী শুধু তাকিয়ে থাকে। মায়া রানী— নগরকান্দার বিভৎসতার এক বাস্তবদর্শী। তাদের উঠোন থেকে শ্যালো মেশিনের মোটর খুলে নিয়ে গেছে পরিচিত সব মানুষেরা। দু'টো বিশাল গরু ছিলো। সবার চোখে লাগতো গরু দু'টো। সে দু'টো জবাই দিয়ে খেয়ে ফেলেছে সন্ত্রাসীরা। ছোট্ট মেয়ে কৃষ্ণা (৮) তখন ভাত খাচ্ছিলো। তার থালা থেকে ভাত ফেলে থালাখানা নিয়ে গেছে লোপাটকারীরা। তাদের ঘরের চাল-ঢাল সব নিয়ে গেছে লুট করে। গ্রামের মানুষেরা এখন এই পরিবারটিকে খাওয়াচ্ছে। কিন্তু এরপর কি খেয়ে বাঁচবে? মায়া

রাণীর চোখে এখন শুধু বিষন্নতা লেগে থাকে অনড় পাথরের মতো। তার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা নৌকায় ভোট দিয়েছি বলে আমাদের নির্যাতন করা হলো। আপনেরা কন আমাগো প্রতিমাগুলোও কি নায় (নৌকায়) ভোট দিছে? তাদের কান্নার শব্দে বিষন্ন হয়ে ওঠে প্রকৃতিও। শুধু মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চুপ।

সিরাজগঞ্জের ধর্ষিতা বাসনা রাণী ও তার দশম শ্রেণী পড়ুয়া কন্যা সেদিন শুনিয়েছে তাদের সর্বনাশের গল্প। একদল বাঙালি বা বাংলাদেশী-তার পাশের বাড়ির লোক যারা উল্লাপাড়ার পূর্ব দেলুয়া গ্রামে গত ৮ অক্টোবর তাদের উপরে চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন। পালাক্রমে তারা ধর্ষণ করেছে ১৫ বছর বয়সের কিশোরীকে। তার অনাগত স্বপ্নময় দিনগুলোকে যারা অন্ধকারের কালিমায় লেপ্টে দিলো তাদের কি বিচার হবে না? বহু অঘটনের খবর ছাপা রয়ে গেছে। কেউ কেউ জানাজানি না করেই এলাকা ছেড়েছে রাতের আঁধারে। সদরপুরের ধর্ষিতা সেই কলেজ পড়ুয়া মেয়েটি যাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে আজিমনগর গ্রামের প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যানের ভাই হাবি'র নেতৃত্বে পলাশ স্কেন জামাল, কামাল, টেক্কা। মৃতপ্রায় সেই মেয়েটি কাকে জানাবে এ ঘটনা অথবা বরিশালের চরমোনাই ইউনিয়নের রাজ্যর চর গ্রামের যে বাড়িতে ঢুকে ৩ জনকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে ১০/১২ জনের একটি দল যাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি চল্লিশোর্ধ বয়সী এক বিধবাও। তারা জেলা মহিলা পরিষদের কাছে নালিশ জানিয়েছে। কিন্তু তারপরও কোন কাজ হয়নি। ধরা পড়েনি কেউ। আমরা খুঁজে পাইনি গৌরনদীর চাঁদশী গ্রামের সেই ধর্ষিতাকে। যার জীবনের পরতে পরতে এখন ছড়িয়ে থাকবে শুধু অন্ধকার অমানিশা। এমন অজস্র নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

আমরা যেসব ঘটনা শুনেছি কিংবা প্রত্যক্ষ করেছি অথচ লিখিনি তাদের অনুরোধে। সব প্রকাশ হলে পরে তারা দাঁড়াবে কোথায়। গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন গ্রাম যেখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ৭টি জেলার লোক। সেখানে শোনা গেছে অনেক কাহিনী। এইসব কাহিনী যারা ঘটিয়েছে তাদের কারও বিচার করা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। আমরা জেনেছি সেইসব কথা যা প্রমাণ করে মানুষ কখনো কখনো পশুর চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠে। আমরা খাণ্ডব দাহন দেখেছি ফরিদপুরের নগরকান্দা সদরপুরসহ বহুস্থানে। একথা কেউ স্বীকার করতে পারে না। ফলে অন্ধকারেই চাপা পড়ে থাকে তার জীবনে ঘটে যাওয়া অন্ধকার ঘটনাগুলো। যে নৌকায় ভোট দেবার জন্যে এতো কিছু হলো সেই নৌকার দলের লোকদের যেমন এখন খবর নেই আবার এইসব মানুষের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব যাদের তাদেরও কোন খবর নেই। শুধু শোনা যাচ্ছে ঘটনা অতিরঞ্জিত, তবে বিচার করা হবে। সরকারি প্রেসনোটের মারফতি আমরা বুঝি না। আমরা বহু দল ও এনজিওর মায়াকান্নার অর্থ দেখি না। এই মায়া দেখিয়ে কি লাভ? যদি তথাকথিত এইসব সংখ্যালঘু নিজেরা প্রতিবাদী না হয়। আবার পুলিশ-বিডিআর দিয়ে মণ্ডপ পাহারা দিয়ে লাভ হয় না যদি চিত্তে আনন্দ না থাকে? জানমালের নিরাপত্তা না থাকলে চিত্তে আনন্দ থাকে? সম্প্রতি সমাপ্ত হলো শারদীয় দুর্গোৎসব। নির্বাচন পরবর্তী এইসব সহিংস ঘটনার কারণে বহু পূজা এবারে হয়নি। একথা সরকার স্বীকার করবে না। তবুও এটাই সত্য। কিন্তু ধর্মমতে দেবীর আবির্ভাব হয়েছিলো অসুর বিনাশের জন্যে। সেই দেবীর পূজা করে মাত্র ১০/২০ জন মাস্তানের ভয়ে যদি বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে হয় তাহলে এ পূজার শিক্ষাটা কি? তাই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে মায়াকান্না না কেঁদে কিংবা পূজার মণ্ডপ রক্ষা করা যাবে না এই ভয়ে দুর্গাপূজা বন্ধ না করে এ চিন্তায় যারা দেশত্যাগ করছেন তাদের জেনে রাখা উচিত, অধিকার সচেতন না হলে শান্তি কোথাও গেলেই হবে না। এদেশে এখনো অসম্প্রদায়িক মানুষের সংখ্যা অনেক। আর লুটকারীরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য সুতরাং আমাদের ধারণা সব নির্যাতিত নারীরাই পারে এই অসুরদের রুখতে। এখন প্রয়োজন শুধু ঘুরে দাঁড়ানোর।

আজকের কাগজ ৩১, অক্টোবর ২০০১

নবেম্বর-২০০১

(৪২৬)

ঘটনাস্থল মিরসরাই, বাউফল, না'গঞ্জ, কালিয়াকৈর ও সৈয়দপুরের সোনাখুলি সবখানে সংখ্যালঘু ও আ'লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর চলছে চরম নির্যাতন ঃ চাঁদা দাবি, না হয় দেশ ছাড়ার হুমকি

ছালেক নাসিরউদ্দিন, মিরসরাই থেকে ঃ মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের পাশাপাশি সন্ত্রাসীরা মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উপজেলার মিঠানালা রাজপুর গ্রামে হিন্দু পরিবারগুলোর কাছ থেকে বিএনপির চিহ্নিত সন্ত্রাসী ট্রাক্টর করিম চাঁদা দাবি করেছে। এ এলাকার মোহন্ত বাড়ির বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের কাছে ইতিমধ্যে ৫ হাজার টাকা, চন্দ্রেরবাড়ির সমর চন্দ্রের কাছে ১০ হাজার টাকা ও রমেশ মহাজনের বাড়ির স্বপন মহাজনের কাছে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে সন্ত্রাসীরা চাপ প্রয়োগ করছে বলে তারা জানান। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সন্ত্রাসীরা পরিবারগুলোকে তাদের নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে।

ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া গ্রামের অশোক ধরের কাছে সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। তিনি চাঁদা দেবেন না বলে জানালে সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর করে এবং চাঁদা দেয়ার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেয়। মঘাদিয়া ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম থেকে বিএনপির সন্ত্রাসীরা প্রতি বাড়ি থেকে চাঁদা দাবি করছে বলে জানা যায়।

জোরারগঞ্জ সোনাপাহাড় গ্রামের সংখ্যালঘুরা সন্ত্রাসীদের চাঁদা না দেয়ায় অতিসম্প্রতি সন্ধ্যার পর তাদের বাড়িঘরে লুটপাট চালানো হয়েছে। গ্রামের পুরুষরা পালা করে নিজেদের এলাকা পাহারা দিচ্ছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেছেন, বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা এই চাঁদা দাবি করছে। এদের ভয়ে কেউ মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না।

দুর্গাপুর ইউনিয়নের কৃষ্ণপদ আচার্যের পরিবারকে ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত হুমকি প্রদান করা হচ্ছে বলে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল হাই বরাবর অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়, বিএনপির স্থানীয় সন্ত্রাসী আবুল কাশেম তার দলীয় ক্যাডার লেলিয়ে দিয়ে বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেমেয়েদের ওপর হামলা করা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে। যার ভয়ে ছেলে শ্রীকান্ত আচার্যকে ও মেয়ে লাভলী রানী আচার্যকে (১৯) তারা অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমানে পরিবারটি চরম আতঙ্কে অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করছে বলে জানা গেছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটুয়াখালী থেকে: বাউফল উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে একাধিক সন্ত্রাসী ও মাস্তান বাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রতিটি বাহিনীর নেতা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএনপির নেতা কিংবা কর্মী। এদের বিরামহীন অত্যাচারে সংখ্যালঘু পরিবারের অধিকাংশ মানুষ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে । অনেকে আতঙ্কের ভেতরে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ওপর পরিচালিত অত্যাচারের বর্ণনাকালে কেউ সন্ত্রাসীদের নাম প্রকাশ করতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। পত্রিকায় উঠলে থানা পুলিশ এসে কিছু হয়নি বলে লিখে নিচ্ছে। নির্যাতিতরা এখন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

বাউফল উপজেলার কনকদিয়া গালপাড়া, আয়লা, কুম্ভকাঠি, বীরপাশা, কাছিপাড়া ইউনিয়নের ছত্রকান্দা, চৌমুহনীবাজার ও এর আশেপাশের এলাকা; বাহেরচর, কালিশুরি ইউনিয়নের সিংহেরকাঠি, মধ্য সিংহেরকাঠি, ধলাপাড়া, মানখামন, রোম ভৈরম, ছিটকা, কেশবপুরের সমগ্র ইউনিয়ন, ধুলিয়া ইউনিয়নের বাজার, মমিনপুর, সিকদারের হাট, দাশপাড়া ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রাম এখন বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনীর দখলে।

এসব এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা কান্নাজড়িত কণ্ঠে সংবাদকে জানান, 'কি নির্বাচন দেশে এলো। আমরা অনেকেই বিএনপির প্রার্থী শহিদুল আলম তালুকদারকে ভোট দিয়েছি। কারণ তিনি দুবারের উপজেলা চেয়ারম্যান থাকাকালীন আমরা শান্তিতে ছিলাম। কিন্তু এবার কি হলো?'

অনেকে জানান, 'বিএনপি' ভোটে বিজয়ী হওয়ার পরেই কিছু নেতা-কর্মী হিন্দু মেয়েদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। হাটবাজারে তাদের উলঙ্গ করে হাঁটিয়েছে। মাথায় প্রস্রাব ঢেলে দিয়েছে। হালের ও দুধের গরু লুট করে নিয়ে গেছে। পুকুরের মাছ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। বাড়ির মূল্যবান গাছপালা কেটে নিয়ে গেছে। মোটা অঙ্কের চাঁদা ধরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করেছে। দখল করেছে বাজারের দোকানঘর। এসব এলাকার নির্যাতিত পরিবারের সদস্যরা এখন রীতিমতো দিশেহারা। সন্ত্রাসীরা কোন ঘটনা ঘটিয়ে পুলিশে খবর দিয়ে পুলিশের সঙ্গে এসে নির্যাতিতদের কাছ থেকে 'কোনো কিছু ঘটেনি' বলে মুচলেকা আদায় করে নিচ্ছে।

কাছিপাড়া চৌমুহনী বাজার এলাকায় একটি প্রভাবশালী মহল অনেকের কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেছে। অন্যথায় তাদের এলাকা ছাড়ার হুমকি দিয়েছে। বাহেরচর বন্দর এলাকায় সন্ত্রাসীরা কিছু ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবি করেছে। সিংহেরকাঠীর এলাকার কয়েকটি পরিবার তাদের সর্বস্ব বিক্রি করে চাঁদার টাকা পরিশোধ করে পুলিশের কাছে চাপের মুখে ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেছে। এখন তারা সর্বস্বান্ত। ধুলিয়া, মমিনপুর, কুম্ভকাঠী ও আয়লা এলাকার অনেকে এখনো গ্রামছাড়া। তারা গ্রামে আসতে সাহস পাচ্ছে না। কাছিপাড়া এবং কালিশুরী-এ দুটি ইউনিয়নের সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এ দুটি ইউনিয়নে একাধিক সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে।

এ দুটি ইউনিয়নের নির্যাতিতরা জানায়,'একমাত্র সংসদ সদস্য শহীদুল আলম তালুকদারই আমাদের রক্ষা করতে পারেন। পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে আমরা বাঁচতে চাই। এদেশে থাকতে চাই। আমাদের কথা লিখে জানাবেন।'

নিজস্ব সংবাদদাতা, মির্জাপুর থেকে ঃ সন্ত্রাসকবলিত এলাকা হিসেবে পরিচিত কালিয়াকৈর উপজেলার অধিকাংশ সংখ্যালঘু পরিবার বিএনপির সন্ত্রাসীদের ভয়ে নির্বাচনের প্রায় এক মাস পরেও তাদের নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতে পারছেনা বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে পাচাইর, বোয়ালি, শ্রীফলতলী, ঢালজোড় ও সূত্রাপুর ইউনিয়নের পাঁচজন চেয়ারম্যান গৃহবন্দী অবস্থায় রয়েছেন। হিন্দু সম্প্রদায় কালিয়াকৈর বাজারের অধিকাংশ দোকানপাট সন্ত্রাসীদের চাপের মুখে খুলতে পারছেনা বলেও ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন।

গত ২৯ অক্টোবর কালিয়াকৈর এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে এই প্রতিবেদক লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে লোমহর্ষক সব ঘটনার বিবরণ পেয়েছেন। গলোরা গ্রামের ১৮/১৯ বছরের এক যুবতীকে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে জোর করে ধরে নিয়ে গণধর্ষণ করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে ভিকটিম এবং তার পরিবারের সদস্যরা থানায় গিয়ে মামলা করতে সাহস পায়নি। গত ২৮ অক্টোবর বেলা ১১টায় ছাত্রদল ও শ্রমিকদলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা প্রধান সড়কের মেঘালাল সরকার ওরফে মেঘার দোকান দখল করে ছাত্রদল অফিস খুলে বসেছে। নিরীহ মেঘালাল ভয়ে থানার শরণাপন্ন হননি। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, গত এক মাসে তারা প্রায় এক কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে সন্ত্রাসীদের। তারপরও তারা এলাকায় থাকতে পারছে না বলে অভিযোগ করেছে। ২০ থেকে ২৫ টি গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য এখনো তাদের বাড়িছাড়া।

নীলফামারী থেকে সাইফুল্লা মুন্না ঃ সৈয়দপুরের বোতলাগাড়ি ইউনিয়নের উত্তর সোনাখুলি গ্রামের বিষ্ণু মন্দির পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনার তিন দিন পরও থানা পুলিশ মামলা নেয়নি। স্থানীয় সংসদ সদস্যও আতঙ্কগ্রস্থ সংখ্যালঘুদের আহ্বান সত্ত্বেও তার ঢাকা যাওয়ার কথা বলে ঘটনাস্থলে যাননি। তিনি সংবাদের কাছে বিষ্ণু মন্দির পোড়ানোর ঘটনাকে স্রেফ 'সাজানো নাটক' বলে অভিহিত করে বলেছেন, সেখানকার ভোটাররা তাকে ভোট দেয়নি। তিনি তাদের এমপি নন।

এছাড়া বোতলাগাড়ি ইউপি চেয়ারম্যান সাইদার রহমানও শঙ্কিত হিন্দুদের দেখার জন্য এখনো ঘটনাস্থলে যাননি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিনা শাহদাৎ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সৈয়দপুর থানার ওসি সরেজমিন তদন্ত করেন। এদিকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা ঘটনাস্থলে গিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সান্তনা দিয়েছেন।

উত্তর মোগদুলী গ্রামের তিনশ পরিবার এবার পূজা করেনি। গ্রামের সুভাষ চন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন রায়, রঞ্জন চন্দ্র রায়, রমেশ চন্দ্র, সন্তোষ রায়, প্রমথ রায়, প্রদীপ, টিপু, সন্তোষ সবাই জানালেন, গত ২৩ অক্টোবর গভীর রাতে গ্রামের চার গোয়ালা দুধ ফেরি করে ফেরার পথে আগুন দেখে চিৎকার দিলে গ্রামের সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে থাকেন। এর মধ্যে অনেক কষ্টে আগুন নিভিয়ে আবার ঘরে গিয়ে শোয়ার পরই তাদের বাড়িঘরের ওপর এলোপাতাড়ি ঢিল ছোঁড়া শুরু হয়। উষারানী, সুশীলা রানী, সুধীর, প্রফুল্ল, অমূল্য, ভাদু, অধীর, টেপু ও অতুলের বাড়িতে ঢিল ছোঁড়া হয়েছে। এর মধ্যে জগন্নাথ, চিত্তরঞ্জন ও পরিতোষের বাড়িতে চোরেরা হানা দেয়। সুবাস রায়ের সবজি ক্ষেত থেকে সমস্ত সবজি কেটে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। তারপর রাত ভর ঢিল ছোঁড়ায় লোকজন চরম আতঙ্কে রয়েছেন। এ আতঙ্কের মধ্যে গ্রামের যুবক ছেলেরা সারারাত জেগে পাহারা দিচ্ছে।

জেলা বার্তা পরিবেশক, লক্ষীপুর থেকেঃ লক্ষীপুর সদর উপজেলার পূর্ব অঞ্চলে চাঁদা ও অপহরণ আতঙ্ক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।

সংবাদ, ১ নবেম্বর ২০০১

(৪২৭)
'মাকে সন্তুষ্ট করতে নয়, বিএনপিকে সন্তুষ্ট করতে এই পূজা'

নিজস্ব সংবাদদাতা, পিরোজপুর থেকে ঃ পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার মধ্য বানিয়ারী গ্রামে গত ১৪ অক্টোবর পরপর দু'দফায় চার ঘন্টা ধরে ভয়াবহ তাণ্ডব লীলা চালিয়ে হিন্দু অধ্যুষিত ওই গ্রামে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়। এ সময় এলাকায় ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট,মারধর এবং অপহরণের ঘটনাও ঘটেছে। তাণ্ডবকালে সংখ্যালঘু পরিবারের লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সন্ত্রাসী মধ্যবানিয়ারির সার্বজনীন দুর্গামণ্ডপ এবং প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। ঘটনার দিন কোনো কারণ ছাড়াই পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ এসে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় হামলা শুরু করে। তারা প্রথমেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষাবলম্বন করায় ইউনিয়নের মেম্বার শাহাদাত হোসেনের ছেলে মনিরকে বেদম মারধর করে এবং একপর্যায়ে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ ঘটনা দেখে ফেলার অপরাধে সন্ত্রাসীরা ওই গ্রামের রবি দাসী নামের এক গৃহবধূকে পিটিয়ে মারাত্মক ভাবে জখম করে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় হিন্দুদের বলে যায়, পূজা করলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। তাই ওই গ্রামের লোকজন আর পূজা করতে সাহস না পেয়ে নাজিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ঘেরাও করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এর পরের দিন অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর থেকে ওই এলাকায় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

গ্রামের পল্লী চিকিৎসক চিত্তরঞ্জন ঢালী *সংবাদ*কে জানান, এক বিরাট সন্ত্রাসী বাহিনী ঘটনার দিন এসে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা এসেই বলে, 'নমকান্দায় একটা ধাক্কা দিয়া যাই'। অর্থাৎ হিন্দু এলাকায় কিছু হামলা করে আসি। একই কথা জানালেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. ইউসুফ আলী মজুমদার ও শিক্ষক মো. আলাউদ্দিন। প্রত্যেকেরই এক কথা, নির্বাচনে নৌকা প্রার্থীর পক্ষে কাজ করায় এবং ওই কেন্দ্রে নৌকা প্রতীক ভোট বেশি পাওয়াতেই তাদের ওপর এই হামলা চালানো হয়।

এদিকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মধ্যবানিয়ারি এলাকায় হামলার প্রতিবাদে সার্বজনীন দুর্গাপূজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এ খবর পেয়ে ১৮ অক্টোবর জেলা প্রশাসক মো. আজমল হোসেন এবং পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল আজাদ চৌধুরী ঘটনাস্থলে যান এবং পূজা করার জন্য তাদের অনুরোধ জানান। এ সময় এলাকাবাসী যে মন্দিরে প্রতিমা ভাঙ্গা হয়, সেটা তাদের দেখান এবং পূজা করার পরিবেশ নেই বলে জানান। জেলা প্রশাসক পূজা করার জন্য ৫ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে আসেন। যদিও কোনো পূজামণ্ডপেই এক হাজার টাকার অধিক অনুদান দেয়ার মতো সরকারি নির্দেশ ছিল না। জেলা প্রশাসক চলে যাওয়ার পর ওই রাতেই স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ এসে পূজা করার জন্য চাপ দেয়। না হলে পূজার পরপরই তাদের ভারতে চলে যাওয়ারও হুমকি দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে সংখ্যালঘুরা ভাঙা প্রতীমার সামনে ছোট প্রতীমা কিনে এনে তা স্থাপন করে পূজা অর্চনা করে। অষ্টমী পূজার দিনে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিএনপি নেতাকর্মীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং তাদের হুমকির কারণেই বাধ্য হয়েই করা হচ্ছে এই পূজা। তবে মণ্ডপে নেই কোনো দর্শনার্থী, পাশে একটি কালো ব্যানার। তাতে লেখা রয়েছে,' মাকে সন্তুষ্ট করতে নয়, বিএনপি সরকারকে সন্তুষ্ট করতেই এই পূজা'। যদিও এই প্রতিবেদকের সামনেই একদল লোক এসে ওই ব্যানারটি খুলে নিয়ে যায়। আর বলে যায়, এ ব্যাপারে লেখালেখি হলে খবর আছে। সমস্ত মণ্ডপের নিরাপত্তায় ছিলো একজন মাত্র পুলিশ। তিনি জানালেন,'ভাই, আমার হাতিয়ার পাহারা দিতেই আরো লোক ধার করতে হয়'।

সংবাদ, ৩ নবেম্বর ২০০১

(৪২৮)
সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে, ঘরে ফিরতে পারছে না

মোহাম্মদ লিটন, মুন্সীগঞ্জ থেকে ঃ মুন্সীগঞ্জে নির্বাচন-উত্তর সহিংসতা এখন অনেকটা থেমে গেছে। তবু সংখ্যালঘুরা ভুগছে এক আতঙ্কে, যদি কিছু ঘটে যায় এ আশঙ্কায়। এদিকে স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় পরিস্থিতি এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এছাড়া জেলার বিএনপি নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা বলেছে, গ্রাম ছাড়া সংখ্যালঘুদের কোন হুমকি বা ভয় দেখানো হয়নি।

অন্যদিকে একাধিক সূত্র জানায়, বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা জেলার বিভিন্ন স্থানে সার্বক্ষণিক নজরদারির ব্যবস্থা চালু করেছেন, যাতে বিতাড়িতরা গ্রামে ঢুকতে না পারে। শুক্রবার সরেজমিনে জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এই চিত্রই পাওয়া গেছে।

এদিকে গত ৯ অক্টোবর দুপুরে টঙ্গীবাড়ি উপজেলার পাঁচগাঁও এলাকায় রঞ্জিত দাশ (৩০) নামে এক সংখ্যালঘুকে গুলি করে মারাত্মক আহত করেছে সন্ত্রাসীরা। তার পরিবারটি এখনও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সিরাজদিখান উপজেলার রাজানগরের সৈয়দপুরের জেলেপাড়ায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। ফলে সংখ্যালঘু ২৫টি জেলে পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। গজারিয়া উপজেলার সংখ্যালঘুদেরও দেশ ছাড়ার আল্টিমেটাম দিয়েছে সন্ত্রাসীরা।তবে স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও সংখ্যালঘুরা ভরসা পাচ্ছে না। প্রতি মুহূর্তে তারা আতঙ্কে কাটাচ্ছে।

শ্রীনগর উপজেলায়ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয়েছে। পরে ওই আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর হস্ত ক্ষেপে পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। তারপরও যদি কিছু ঘটে যায় এ আশঙ্কা রয়েছে সংখ্যালঘুদের। ওদিকে ২৫ অক্টোবর হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা চলার সময় মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার রনছ পারুলপাড়া গ্রামে পূজা কমিটির হিসাবরক্ষক লিটন চন্দ্র দাশকে (৩২) সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে। এ ঘটনার রেশ না কাটতেই গত ১ নবেম্বর রাতে একই গ্রামের রনছ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিত চন্দ্র পালের (৫৫) বিএনপি নামধারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা বেদম প্রহার করে এবং ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক ভাবে ঐ শিক্ষক স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপির স্থানীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অবহিত করে সুষ্ঠ বিচার প্রার্থনা করেন। এরপর মুন্সীগঞ্জ শহর বিএনপির সভাপতি এডভোকেট মুজিবুর রহমান, শহর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক স্বপন কমিশনার সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে গত ২ নবেম্বর সকাল ১০টায় একটি সালিশি বৈঠকের মাধ্যমে ঐ সন্ত্রাসীদের অর্থদণ্ড দেন।

অন্যদিকে পৌরসভার রমজান বেগ এলাকায় (নমকান্দি) গিয়ে বেশ কিছু সংখ্যালঘু পরিবারের সঙ্গে আলাপকালে তারা জানান, নির্বাচনের পর সহিংস ঘটনা ঘটলেও এখন পরিস্থিতি শান্ত। তবে তাদের চোখে-মুখে আতঙ্ক লক্ষ্য করা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সংখ্যালঘু জানান, সহিংসতার ভয়ে চার ছেলে ও দু-মেয়েকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। বর্তমানে ছেলেরা বাড়ি ফিরে এলেও মেয়েরা বাড়িতে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

সংবাদ, ৪ নবেম্বর ২০০১

(৪২৯)
মাধবপুরে আতঙ্কজনক পরিবেশে দুর্গোৎসব পালন ঃ প্রতিমা ভাংচুর ও পূজামণ্ডপে পাটকেল ছোঁড়া হয়েছে

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপজেলার ৩৮টি পূজামণ্ডপে নিরানন্দ পরিবেশে ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচদিন ব্যাপী এ উৎসবের প্রথম দিনে বিভিন্ন স্থানে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর, পূজার বাজার লুটে নেয়া, পূজামণ্ডপে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও কোনো কোনো স্থানে নির্যাতনের খবর পাওয়া গেছে। উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে সরেজমিনে ঘুরে পুণ্যার্থীদের ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে নামসর্বস্বভাবে পূজা উদযাপন করতে দেখা গেছে। পুণ্যার্থীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি।

গতবছর দুর্গাপূজায় এ উপজেলায় ৮৪টি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গত ২২ অক্টোবর গভীর রাতে কিছু সন্ত্রাসী উপজেলার ইটাখোলা গ্রামের জামিন দেবের বাড়ির দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করে। এছাড়া একই দিন রাতে মাধবপুর পৌরসভাধীন নাথপাড়ার পত্রিকা ব্যবসায়ী সুখনাথ দেবলালের বাড়ির পূজামণ্ডপে পুলিশের উপস্থিতিতে ইটপাটকেল নিক্ষেপের খবরও পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে উপজেলার জগদীশপুরে চা শ্রমিক রাম প্রসাদ পূজার বাজার একটি দোকানে রেখে গেলে সেখান থেকে তার সমুদয় বাজার সন্ত্রাসীরা কৌশলে লুটে নিয়ে যায়। পরে রামপ্রসাদ বিএনপির জনপ্রিয় নেতা আরজু মেম্বারের কাছে বিচারপ্রার্থী হন বলে জানা গেছে। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে অঘোষিতভাবে চাঁদাবাজি ও লুটপাটসহ নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও সংখ্যালঘুরা পরবর্তী নির্যাতনের ভয়ে ঘটনা স্বীকার করছে না। তবে প্রায় প্রতিটি পূজামণ্ডপে পুলিশ-গ্রাম পুলিশ ও বিভিন্ন দলীয় স্বেচ্ছাসেবীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

সংবাদ, ৪ নবেম্বর ২০০১

(৪৩০)
বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, মির্জাপুর থেকে ঃ চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় একদল সন্ত্রাসী কমল চন্দ্র সরকারকে (৩০) পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে। তাকে কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কমলের পারিবারিক সূত্র জানায়, গত ২৮ অক্টোবর রাতে মির্জাপুর বাজারের বংশাই রোডে কমলের দোকানে এসে স্থানীয় একদল চাঁদাবাজ মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। কমল চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা তাকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল থেকে ঃ সন্ত্রাসীরা ২৯ অক্টোবর রাতে উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ও মাহিলারা ইউপি চেয়ারম্যান কালিয়া দমন গুহের বাড়িতে ব্যাপক বোমাবাজি করেছে। কালিয়া দমন আত্মরক্ষার্থে গৌরনদী বন্দরে আশ্রয় নিলে পুলিশ তাকে নির্বাচনের সময়ে মাহিলারা বাসস্ট্যান্ডের বিএনপির নির্বাচনী অফিসে হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। ৩০ অক্টোবর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তার জামিনের আবেদন করা হলে তা নামঞ্জুর করা হয়। তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুন্সীগঞ্জ থেকে ঃ মুন্সীগঞ্জ সদর থানার পারুলপাড়া গ্রামের পূজা কমিটির হিসাব রক্ষক লিটন চন্দ্র দাশ (৩২) সন্ত্রাসীদের চাপাতির কোপে গুরুতর আহত অবস্থায় মুন্সীগঞ্জ শহরের এক আত্মীয়ের বাসায় এসে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছেন। নিরাপত্তার অভাবের কথা চিন্তা করে তিনি কোন হাসপাতাল বা কোনো ক্লিনিকে ভর্তি হননি। ওই সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি হুমকির কারণে তার বৃদ্ধ পিতা সুধীর চন্দ্র দাশ ও ব্যবসায়ী বড় ভাই সুশীল চন্দ্র দাশ তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন।

এদিকে সন্ত্রাসীরা জানিয়েছে, লিটনের বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলে তার দোকান বন্ধ করে দেয়া হবে নতুবা ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এখানে এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও স্থানীয় প্রশাসন সবকিছু জেনেও না জানার ভান করে বসে আছে।

গত ২৮ অক্টোবর সকালে শহরের পঞ্চসার এলাকায় সন্ত্রাসীরা এক মৎস্য চাষীর পুকুর থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে মাছ লুট করে নিয়ে যায় এবং তাকে বেদম প্রহার করে। এ ব্যাপারে ওই মৎস্যচাষীর বড় ভাই প্রভাবশালী এক নেতার বড় ভাইয়ের কাছে বিচার চাইতে গেলে তার সামনেই ওই সন্ত্রাসীরা তাকে এলোপাতাড়ি মারপিট করে। তার মাথায় তারা ইট দিয়ে দিয়ে আঘাত করে মারাত্মকভাবে আহত করে। বর্তমানে তিনি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। শুধু তাই নয়, সন্ত্রাসীদের হুমকি ধামকির মুখে অন্যান্য মৎস্য চাষীরা মৎস্য চাষের পুকুর ও বাড়িঘর ছেড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

সংবাদ, ৪ নবেম্বর ২০০১

(৪৩১)
নরসিংদীতে সংখ্যালঘুদের ওপর সরকারদলীয় সন্ত্রাসীদের নির্যাতন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নরসিংদী থেকে ঃ রায়পুরা উপজেলার চর আড়ালিয়া ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামের শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবার বিএনপির সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে নরসিংদী শহরসংলগ্ন হাজীপুরের বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর দিনযাপন করছে।

জানা গেছে, স্থানীয় বিএনপি নেতা জহিরুল ইসলাম জাজুর নেতৃত্বে শতাধিক সন্ত্রাসী বাঘাইকান্দি ও রাজনগরের শতাধিক বাড়ি , দোকানপাট ভাংচুর ও লুটপাট করেছে। সন্ত্রাসীরা অন্তত ৫০ জন নারী, শিশু, বৃদ্ধকে পিটিয়ে আহত করেছে। জেলে সম্প্রদায়ের মাছের ঘের তছনছ করেছে। গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, ছাগল, আসবাব পত্র, স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকা-পয়সা লুট করেছে। সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হামলায় বাঘাইকান্দি ও রাজনগর দৃশ্যত জনশূন্য হয়ে পড়েছে। নরসিংদী শহরসংলগ্ন হাজীপুরের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নেয়া রাজনগন গ্রামের একজন এই প্রতিবেদককে জানান, চর আড়ালিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, বিএনপির স্থানীয় নেতা দফাদার খুনের মামলার প্রধান আসামী জহুরুল ইসলাম জাজুর নেতৃত্বে শতাধিক সন্ত্রাসী তাদের বাড়িতে গিয়ে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে না পারলে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়। চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাকে গলায় দা ধরে হত্যার হুমকি দেয়। একপর্যায়ে লাথি মেরে উঠানে ফেলে দেয়। একই গ্রামের আরেকজন জানায়, তার বাছুরসহ গরু নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। বৃদ্ধ এক জেলে জানায়, সন্ত্রাসীরা তার একটি গরু নিয়ে গেছে এবং মেঘনার কিনারায় মাছের ঘের নষ্ট করেছে।

এলাকাবাসী জানিয়েছে, ক্ষমতাসীনদের চাপে পুলিশ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করছে না। ফলে অব্যাহত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটছে।

ভৈরব থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, উপজেলার মহেশপুর ও রায়পুরা ইউনিয়নের প্রায় ছয়শ সংখ্যালঘু জেলে পরিবার নির্বাচনের পর থেকেই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সাড়ম্বরে পূজাও করতে পারেনি তারা। রবিবার এসব জেলে পরিবারের সঙ্গে কথা হয় উপজেলার আলগী বাজারে। মাছ বাজারের সংখ্যালঘু বাউল ধোপা জানান, নির্বাচনে নৌকায় ভোট দেয়ায় প্রতিদিন রাতে কে বা কারা তার বাড়িতে বড় বড় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। বাড়িতে থাকা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি জানান। কারা করছে এগুলো বাউল ধোপা জানেন তবু প্রাণের ভয়ে নাম বলছেন না। ঘটনাটি স্থানীয় গ্রাম্য প্রধান ও থানা প্রশাসককে অবগত করা হলেও কিছু লাভ হয়নি। এখনও তাকে আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে।

মহেশপুর ইউনিয়নের সতীশ চন্দ্র দাস (৬৫) জানান, এবার এখানে পূজা হয়নি। হাতে টাকা-পয়সা সব কিছুই ছিল কিন্তু নৌকায় ভোট দেয়ায় সন্ত্রাসীদের খড়গ আমাদের ঘাড়ে চাপে। ফলে পূজা মণ্ডপ বানানো বা পূজার আয়োজনই হয়নি। তিনি বলেন, পূজা করতে নিষেধ না থাকলেও কেউ সাহস পায়নি।

বাখেরনগরের শচীন্দ্র দাস (৫৪) বলেন, নির্বাচনের ৫/৭ দিন পর কয়েকজন দুর্বৃত্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর মারধরসহ চাঁদাবাজি ও ঘরবাড়ি ভাংচুরের ঘটনা ঘটায়। এ ঘটনা কাউকে বলা যাবে না বলে শাসিয়ে দেয়। ফলে এই সংখ্যালঘু জেলে পরিবারগুলো দেশ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

মহেশপুর গ্রামের শিরিষ দাস ও সুকুমার দাসের বাড়িতে প্রতিবছর পূজা হলেও এবার হয়নি। পূজা মণ্ডপ তৈরি না করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা জানান, নির্বাচনের পর এলাকায় ঘটে যাওয়া কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পরিবারগুলো আতঙ্কে দিন কাটানোর ফলে পুজা মণ্ডপের ব্যবস্থা করা হয়নি।

আলগী বাজারে কথা হয় বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু লায়েছের সঙ্গে। তিনি বাউল ধোপার বাড়িতে প্রতিদিন রাতে ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাটি সত্য বলে স্বীকার করেন। তবে কে বা কারা এগুলো করে তা তিনি জানেন না।

এলাকার সংখ্যালঘু ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নামধারী ব্যক্তিরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, হুমকি ও বেনামে চিঠির মাধ্যমে চাঁদা দাবি করছে। জেলা ও থানা সদর থেকে এই দু'টি ইউনিয়ন দূরে থাকার কারণে

প্রশাসনের লোকজন সচরাচর এলাকায় প্রবেশ করে না। ফলে এই গ্রামের ছয়শ সংখ্যালঘু জেলে পরিবার কোণঠাসা হয়ে জীবনযাপন করছে।

শুক্রবার রাতে সন্ত্রাসীরা রহিমাবাদ কালীমন্দিরের দরজা ভেঙ্গে মন্দিরে ঢুকে কালী প্রতিমাসহ অন্যান্য প্রতিমা ভাংচুর করে। যাওয়ার সময় মন্দিরের পূজা দেয়ার বাসনপত্রসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। মন্দির থেকে দু-তিনশ গজ দুরে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প থাকা অবস্থায় সন্ত্রাসীরা মন্দিরে হামলা চালায়। মন্দিরে হামলা চালিয়ে যাওয়ার সময় প্রীতি সাহার বাড়ির আঙ্গিনায় বোমা ফাটায়। এতে সংখ্যালঘুসহ গ্রামের নিরীহ মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত নির্বাচনোত্তর ৩ অক্টোবর রহিমাবাদ গ্রামে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ নবেম্বর ২০০১

(৪৩২)
নাটোর ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতন কমলেও ভয়ভীতি প্রদর্শন বন্ধ হয় নি

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ও স্বপন চন্দ্র দাস, নাটোরের লালপুর থেকে ফিরেঃ নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার সর্বত্রই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর শারীরিক নির্যাতন ও অত্যাচার, হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন বন্ধ হয়নি। নির্যাতনের শিকার অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে শান্তিতে বসবাস করার আশায় হামলাকারী বিএনপি সমর্থকদের সঙ্গে আপস করে ফেলেছেন। এ ব্যাপারে কেউ মুখ খুলছে না। কারণ পত্রিকায় রিপোর্ট বেরুলে প্রতিকারের চেয়ে নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। তাই ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুরা কিছু বলতে চায়নি। অব্যাহত হুমকি প্রদর্শনের কারণে এই উপজেলার ৮/১০টি গ্রামের সহস্রাধিক সংখ্যালঘু পরিবার চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

লালপুরের বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘুরা যে আতঙ্কের মধ্যে আছে তা গত শনিবার বিদিরপুর, কৃষ্ণরামপুর, হাশেমপুরসহ কয়েকটি গ্রাম ঘুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে। এই প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছিলেন নাটোর জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুশান্ত ঘোষ ও দৈনিক মাতৃভূমির নাটোর প্রতিনিধি বিপ্লব কুমার পাল। সংবাদপত্রের লোক সংশ্লিষ্ট এলাকায় গেলেই বিএনপি নেতাকর্মীরা এসে বলছে, কোথাও কিছু হয়নি। আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বিএনপির নামে সন্ত্রাস করছে। এই প্রতিনিধিদেরও বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আমজাদ হোসেন একই কথা বলেন; কিন্তু বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে পাওয়া গেছে ভিন্ন তথ্য। প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিএনপি সমর্থকরাই নির্বাচন-উত্তরকালে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। তারা হাসপাতাল ও থানার সামনে চেকপোস্ট বসিয়েছে যাতে সংখ্যালঘু কোনো ব্যক্তি থানায় মামলা করতে অথবা আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হতে না পারে।

জেলা শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে দুর্গম এলাকা বিদিরপুর গ্রামে বিনয় ভৌমিকের বাড়িতে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এই প্রতিনিধিরা যান। সেখানে পৌছার আগেই বিএনপি নেতা আমজাদ প্রায় অর্ধশত দলীয় কর্মী-সমর্থককে নিয়ে পৌছে যান। তাদের সামনে বিনয় 'আমরা ভাল আছি' বলেই বাড়ির ভেতরে চলে যান। আর ফিরে আসেননি।

জানা গেছে, এই গ্রামের ডা. জয়দেব ভৌমিক, কমলাপতি মজুমদার ওরফে খোকা বাবু এবং বিনয় ভৌমিক- এই তিনটি সংখ্যালঘু পরিবার বসবাস করে। ডাঃ জয়দেবকে গত ২৪ অক্টোবর বিএনপি সমর্থক কালুর ভাই অসুস্থ বলে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। ফিরে আসার পথে সামনের বাড়িতে নিয়ে আটকে রেখে কালু ও খালেক তার ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। বিনয়কে নির্বাচনের

পর থেকে বিএনপি সমর্থক খালেক চাঁদার জন্য চাপ দিচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই দলবল নিয়ে অর্থশালী বিনয়ের বাড়ির আশেপাশে মহড়া দিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে।

হাশেমপুর গ্রামে প্রায় ১২৫টি সংখ্যালঘু পরিবার রয়েছে। এই গ্রামের গৃহবধূ শংকরী রাণী মণ্ডল বললেন, কখন হামলা লুট হয় তার ভয়ে আছি আমরা। নির্বাচনের দিন বিএনপির সমর্থকরা আমাদের ওপর আক্রমণের কথা প্রচার করেছিলো। তখন থেকে আমাদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। রাজশাহী সরকারী কলেজে অনার্স পড়ে সুজলা। সে জানালো, গত শুক্রবারও সন্ত্রাসীরা দলবদ্ধভাবে এই পাড়ায় মহড়া দিয়ে গেছে। হাশেমপুরে ২৫/৩০টি সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিনিধিদের; কিন্তু ভয় ও আতঙ্কে কেউই কিছু জানাতে চায়নি। সবার মধ্যে একটা অজানা আতঙ্ক লক্ষ করা যায়।

দুপুরে আমরা গিয়ে পৌঁছি কৃষ্ণরামপুরে। এখানে প্রায় ৪৫টি হিন্দু পরিবার বসবাস করে। বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা কৃষ্ণরামপুরে গত ১৮ অক্টোবর দুপুরে প্রকাশ্যে হামলা চালায়। ধানের শীষে ভোট না দেয়ায় রেজাউল, খালেক, ওবেদ, জাহান, সামাদ, বাবু, সাবুর, সবেদ, মিল্লাত, হাকিমসহ ৩০/৪০ জন এই হামলা চালিয়েছে বলে খগেন্দ্রনাথ সরকার, বীণা রাণী ও পরিতা রাণী জানালেন। হামলাকারীরা সকলেই বিএনপি সমর্থক। সন্ত্রাসীরা বেড়া কেটে বাড়িতে ঢুকে সন্তোষ মণ্ডলকে মারধর করে। প্রভাষ মণ্ডলের দুটি বড় গাভী লুট করে নিয়ে যায়। পাঁচ বিঘা জমির আখ কেটে নষ্ট করে। এছাড়া আমের চারা, ছাতা ও কাপড়-চোপড় নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। অবশ্য গরু দুটি পরে ফেরত দেয়া হয়। প্রভাষ ও সন্তোষের বাড়ির সদর দরজায় এখন তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে প্রভাষ চরম আতঙ্কে আছেন বলে জানালেন। সন্ত্রাসীরা বীণাদের বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাট করে। তাদের একটি টিভি, নগদ ১০হাজার টাকা, পরিধেয় বস্ত্রসহ অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে যায়। একটি জাতীয় দৈনিকে টিভি ফেরত দেয়া হয়েছে বলে খবর বেরুলেও ক্ষতিগ্রস্তরা জানিয়েছেন, তারা টিভি ফেরত পাননি। হামলার পর কৃষ্ণরামপুরে পুলিশের পাহারা বসানো হলেও হামলাকারীদের পক্ষ থেকে মামলা তুলে নেয়া ও আপসের জন্য চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে।

আরবাব গ্রামের অনিল শীল, সদানন্দ ও রতন শীল জানালেন, গত ৬ অক্টোবর বিএনপির ফারুক, জালাল, শুকুরসহ অন্যরা তাদেরকে মারধর করে ও প্রায় ২০টি হিন্দু বাড়িতে ব্যাপক লুটপাট চালানো হয়। তারা আলাউদ্দিনের স্ত্রী ও নিমাইয়ের স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করে। কালিপদের দু'বিঘা জমির আখ কেটে নিয়ে গেছে। বোয়ালিয়াপাড়ার অমল বাড়িতে থাকতে পারছেন না সন্ত্রাসীদের ভয়ে।

বকর হত্যামামলার প্রধান আসামী হাবিবের নেতৃত্বে পুলিশের সহযোগিতায় এসব নির্যাতন চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

আওয়ামী লীগ নাটোর জেলা সহ-সভাপতি মমতাজ উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচনের পর থেকে নির্যাতন-লুট-হামলা ও ভাংচুরের ঘটনায় এ পর্যন্ত থানায় ৬২টি এজাহার দাখিল করা হলেও ৫৮টি এজাহারই রেকর্ড করা হয়নি। লালপুর থানার পাশে বিএনপির মিন্টু, পাপ্পু ও ওয়াহেদ চেকপোস্ট বসিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হতে দেয়া হচ্ছে না আহতদের।

সংবাদ, ৬ নবেম্বর ২০০১

(৪৩৩)
সামাজিক আন্দোলনের নেতারা কালিয়াকৈরে নির্যাতনে হাত-পা ভাঙ্গা হিন্দুরা এসে বিবরণ দিলেন

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ঃ গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এখনো হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চলছে। গত সোমবার সকালে কালিয়াকৈর উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের জনৈক বাচ্চু মেম্বার জরুলাল, প্রসাদ ও সুবলকে ডেকে এনে ৪০ হাজার টাকা দাবি করে। এ ঘটনার খবর পেয়ে

পঙ্কজ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের কয়েকজন নেতা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নির্যাতনের ঘটনা জানতে পেরে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের পঙ্কজ ভট্টাচার্য, আবুল বরকত দুলাল, ড. শিশির মজুমদার ও সমরজ্যোতি সাহা গতকাল সোমবার কালিয়াকৈরে যান। সকাল ৯টায় তারা কালিয়াকৈরে পৌঁছেই খবর পান যে, গাছবাড়ি গ্রামের তিনজন হিন্দুকে মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে বোয়ালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার নুরুল ইসলাম বাচ্চুর বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে।

তাই শুরুতেই তারা গাছবাড়িয়া গ্রামে যান। সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে গিয়ে নুরুল ইসলাম বাচ্চুর কাছে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জরুলাল, প্রসাদ ও সুবলের কাছে খামারের ভাড়া বাবদ তার ৪০ হাজার টাকা পাওনা আছে। পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য তাদের ডেকে আনা হয়েছে। ধরে এনে আটকে রাখার অভিযোগ সত্য নয়।

জরুলাল, প্রসাদ ও সুবল তিনজনই জানান, সকালবেলা মেম্বারের লোকজন তাদের মেম্বারের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেয় এবং হুমকি দিয়ে বলে, নয়তো পরে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা তিনজনই জানান, খামার চাষ নিয়ে যে পাওনা টাকার দাবি মেম্বার করেছেন, তা তারা আগেই মধ্যবর্তী চাষীর কাছে পরিশোধ করে দিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ তাদের ছেড়ে দিতে বলে পরে গ্রামের সবাইকে নিয়ে সালিশ বৈঠক করার পরামর্শ দেন।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এরপর একই ইউনিয়নের শ্রীপুর ও গলুয়া গ্রাম পরিদর্শন করে নির্বাচন-উত্তর সহিংসতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। শ্রীপুরের বাসিন্দাদের ৬০ শতাংশ হিন্দু হলেও তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন বলে জানান। উৎকণ্ঠার কারণেই তারা এবার দুর্গাপূজা করেননি। প্রতিবছর কার্তিক মাসে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তনের যে রেওয়াজ রয়েছে, এবার তাও হবে কি না তারা এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তারা জানান, এলাকার একটি মহল এখনো তাদের হুমকি-ধামকি দিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীপুরের তুলনায় গলুয়ার হিন্দুরা অনেক বেশী নির্যাতিত হয়েছেন। গত ৩ অক্টোবর বোয়ালিয়া ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গলুয়ায় দফায় দফায় আক্রমণ চালানো হয়। গলুয়া গ্রামের বাসিন্দা নরেন্দ্র নারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গণেশ রায়ের বাড়িতে আক্রমণের অনেক চিহ্ন এখনো রয়েছে। আক্রান্ত লোকজন জানান, ৩ অক্টোবর সকাল ১০টার দিকে হামলাকারীরা প্রথমে গণেশ রায়ের বাড়িতে হানা দেয়। এ সময় গ্রামের হিন্দুদের সঙ্গে অনেক মুসলমানও প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এরপর আবার দুপুর প্রায় ১২টায় হামলাকারীরা আরো লোকজন নিয়ে তিনদিক থেকে হামলা করে। হামলাকারীরা গণেশ রায়কে না পেয়ে তার স্ত্রী, কন্যা ও ভাইঝির ওপর নির্যাতন চালায়।

দ্বিতীয়বার হামলার সময় নরেন্দ্র নারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ক্ষিতিশ রায় আহত হন। হাত-পা ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় খুঁড়িয়ে হেঁটে এসে ক্ষিতিশ রায় ঘটনার বর্ণনা দেন। তিনি জানান, হামলাকারীরা লোহার রড ও হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে তার দুহাত ও দুপা ভেঙ্গে দেয়। তারা ক্ষিতিশ রায়ের ছোট ভাই প্রভাত রায়ের বাম পা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়।

গ্রামবাসী জানান, ৩ অক্টোবর হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় খগেন্দ্রনাথ রায়, লক্ষণ মণ্ডল, প্রদীপ মণ্ডল, নিরোদ মণ্ডল, পাগল মণ্ডল, প্রফুল্ল সরকার, প্রহ্লাদ সরকার, বরুণ চন্দ্র সরকার, যাদব রায়, সুবল রায়, রসিকচন্দ্র রায় শারীরিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের কেউই কোনো মামলা করেননি। বরং গাজীপুরের পুলিশসুপার সরেজমিন পরিদর্শন করে আসার পর সরকার বাদী হয়ে মামলা করতে পারে টের পেয়ে হামলাকারীরা ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে এ এলাকায় এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি মর্মে লিখিত আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে এলাকাবাসী জানান।

প্রথম আলো, ৬ নবেম্বর ২০০১

(৪৩৪)
মানিকগঞ্জে পরেশ হালদারকে হুমকি ঃ চাঁদা ২০ হাজার, নইলে মাথা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মানিকগঞ্জ থেকে ঃ ২০ হাজার টাকা অনাদায়ে পরেশ হালদারের মাথা ধার্য করে দিয়েছে চাঁদাবাজরা। এ কথা যে শুধু কথার কথা নয়, তাই বোঝাতে পরেশ হালদারের বিরাট খড়ের পালাটি পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। পথঘাটে, হাটবাজারে লোকজন দিয়ে বলানো হচ্ছে, টাকাটা দিয়ে দেয়াই ভালো। জীবনের চাইতে টাকা তো বড় হলো না।

ঘিওরের কুসুণ্ডা মাঝিপাড়ার পরেশ হালদার আর ছবি রানী হালদারের পরিবার এখন চাঁদাবাজদের তোপের মুখে। চাঁদাবাজরা নিজেদের পরিচয় দেয় বিএনপির লোক হিসেবে। এদের সঙ্গে যোগ হয়েছে শরীফ রাজাকার। এই শরীফ আবার এককাঠি সরেস। তার দৃষ্টি পড়েছে পরেশ হালদারের স্ত্রী ছবি রানী হালদারের ওপর। কুপ্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় সেও বলেছে আজ হোক কাল হোক ধরা দিতেই হবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এই রাজাকার বাড়িতে তেমন আসত না। গত দেড়-দু মাস ধরে এখন বাড়িতেই থাকছে।

কুসুণ্ডা মাঝিপাড়ার ৭/৮ ঘর হালদারদের মধ্যে পরেশই একমাত্র শিক্ষিত পরিবার। নিজে বিএ পাস। স্ত্রী ছবিও এসএসসি পাস। শিক্ষিত হলেও এরা নিজ পেশা ছাড়েনি। এখনও জাল ফেলে মাছ ধরে। সঙ্গে কৃষি কাজও করে। এসএসসি পাস ছবি রানী জমি বর্গা নিয়ে নিজেই জমি চাষ করে। চারটি গরু পালে। সে এনজিও 'আশা'র সদস্য। এছাড়াও টুকটাক ব্যবসা করে। পরিশ্রমী মহিলা হিসেবে গ্রামে ছবির সুনাম সবাই করে। যার ফলে মাঝিপাড়ার মধ্যে এদেরই অবস্থা সবচাইতে ভালো। আর এটাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের জন্য। ছবি রানীর সঙ্গে কথা হলো ঘিওরের 'আশা' অফিসে। পরেশের মতো অতটা অসহায় কিংবা ভীত মনে হলো না তাকে। সে বলল টাকা কি গাছের ফল। চাইলাম আর পাইড়া (পেড়ে) নিলাম। লেখাপড়া শিখে ও গায়ে খাইটা (খেটে) পোলাপান নিয়া বাইচা আছি। কষ্ট কইরা টাকা কামাই, জীবন থাকতে ওই টাকা চান্দা (চাঁদা) দিমু না। সে জানায়, গ্রামের শরীফ মিয়া তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। খারাপ ইঙ্গিত দেয়। আমি গ্রামের সবাইকে কইয়া (বলে) দিছি।

কুসুণ্ডা গ্রামের অনেকের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, শরিফ '৭১ সালে রাজাকার ছিল। তখন সে গ্রামের হিন্দু-মুসলমানদের বাড়িঘর লুটতরাজ করেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে এলেও থাকেনি। গত দুমাস ধরে নিয়মিত থাকছে। পরেশ হালদার জানায়, গত পনের-ষোল দিন আগে রবিবার রাতে সে বাড়ির অদূরে ধলেশ্বরী নদীতে জাল ফেলছিলো। হঠাৎ করে ১০/১২ জন ছেলে তার নৌকায় উঠে আসে। দু-চার কথা বলার পর বলে, দাদা দেশের পরিস্থিতি খুব খারাপ। আপনাদের ওপর লোকজন খুব খ্যাপা। ওদের ঠাণ্ডা করতে হবে। হাজার বিশেক টাকা দিবেন। হাউমাউ করে পরেশ একজনের পা চেপে ধরে। মন গলেনি চাঁদাবাজদের। যাওয়ার সময় ছেলেরা বলে যায়, টাকা দিলে ভালো। না হলে মুণ্ডু হারাতে হবে। শাসিয়ে যায় কাউকে বললে ভালো হবে না।

রাতেই পরেশ ছুটে যায় গ্রামের মাতবরদের কাছে। সব কথা খুলে বলে। কিন্তু মাতবররাও কোনো ব্যবস্থা নিতে সাহস পায় না। পরেশ শরণাপন্ন হয় স্থানীয় এক বিএনপি নেতার কাছে। বিচারে কলিম নামে এক যুবককে শাস্তি দেয়া হয়। তবে কলিম বলেছে, সে নাকি ঠাট্টা করে ওই কথা বলেছিল। কিন্তু তা যে ঠাট্টা ছিল না তা বোঝা গেল কয়েকদিন পরেই। বিভিন্ন লোক মারফত পরেশকে জানানো হয়, টাকা না দিলে দেশে টিকতে পারবে না। কেউ কেউ মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। বিশ হাজার টাকা না হোক কিছু কম দিয়ে হলেও মিটিয়ে ফেলা ভালো। সর্বশেষ গত রবিবার বলেছে, টাকা দিয়ে দাও না হলে দেশে থাকতে পারবে না। আরেকজন বলেছে, পিটুনি খেলেই টাকা বের হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ নবেম্বর ২০০১

(৪৩৫)
ঘটনাস্থল নীলফামারীর ডোমার
হিন্দু বিধবার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নেয়ার পাঁয়তারা

নীলফামারী থেকে সাইফুল্লাহ মুন্না ঃ জেলার ডোমার উপজেলা সদরের এক বিত্তশালী হিন্দু ব্যবসায়ীর বিধবা স্ত্রী তার কোটি টাকার সম্পদ দখলকারীদের ভয়ে এবং জীবননাশের আশঙ্কায় বিবাহযোগ্যা কন্যা ও নাবালক শিশুপুত্রকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ন্যায্যবিচার পাওয়ার আশায় তিনি ঘুরছেন দ্বার থেকে দ্বারে।

ডোমার বাজারস্থ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুশীল কুমার আগরওয়ালা ছিলেন এলাকার শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী। ধান, চাল পাট ছাড়াও বিভিন্ন ব্যবসায় ছিলেন প্রধান। ডোমারের একটি প্রভাবশালী মহলের প্ররোচনার শিকার হয়ে ড্রাগ আসক্ত হয়ে পড়েন তিনি। প্রভাবশালী মহল তাকে ড্রাগ আসক্ত করে স্বল্পমূল্যে তার মূল্যবান সম্পদ হাতিয়ে নেয়।

১৯৮৯ সালে স্থানীয় কিছু লোক তার একতলা বাসা, ২৮টি দোকানসহ ৫৬ শতাংশ জমি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে ২৮ দিন জেল হাজতে রেখে এবং পরে ঢাকা ও মাদ্রাজে বিভিন্নভাবে তার চিকিৎসা চালিয়ে ড্রাগ আসক্ত থেকে তাকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। ১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর একমাত্র শিশুপুত্র , কন্যা ও স্ত্রীর ভবিষৎ চিন্তা করে অবশিষ্ট ৫৬ শতাংশ জমি, দোতালা বাসা ও ২৮টি দোকান ৭০৯৭ নং রেজিস্টার দলিল মূল্যে দানপত্র করেন।

১৯৯৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুশীল আগরওয়ালা মারা যাওয়ায় স্ত্রী সন্তোষী দেবী আগরওয়ালা কন্যা ও নাবালক পুত্রকে নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষৎ দেখতে পান। সুশীল কুমারের মৃত্যর আগে (অসুস্থ অবস্থায়) ২৮ জন ভাড়াটে দোকানদার ভাড়া প্রদানে গড়িমসি শুরু করে। প্রতি মাসে যেখানে ৮৮০-৯০০ টাকা ভাড়া আসত সেখানে এক থেকে দেড়শ' টাকা ভাড়া প্রদান করে। মৃত্যুর পর তাও বন্ধ হয়ে যায় এবং দোকানের মালিকানা দাবি করে বসে অনেক প্রভাবশালী ও রাজনীতিক। সবাই প্রচার করে দোকান ও জায়গা ক্রয় করেছি। স্বামীর মৃত্যুতে শোকাতুর অসহায় সন্তোষী দেবী ভাড়াটিয়া দোকানদারদের কাছে শত ধরনা দিয়ে জীবন ধারণের মতো টাকা আদায়েও ব্যর্থ হন। জেলা প্রশাসন, পুলিশপ্রশাসন, সংসদসদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভাসহ সকল মহলে অনেক আবেদন-নিবেদন করেও কোনো ফলাফল হয়নি। একটি প্রভাবশালী মহল সমস্ত সম্পত্তি লাওয়ারিশ করনের উদ্যোগ নিলে পরে কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীর হস্তক্ষেপে রেহাই পায় সন্তোষী দেবী। কন্যা ও পুত্রের জীবননাশের হুমকি দেয়ায় বাধ্য হয়ে তিনি সৈয়দপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। প্রভাবশালী মহল একমাত্র উত্তরাধিকারী জনি আগরওয়ালাকে হত্যা করে মালিকানা দাবির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ৬ নবেম্বর ২০০১

(৪৩৬)
বাগেরহাটে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সন্ত্রাসী হামলা গ্রেপ্তার ২ জন

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাটে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে দুদফা সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে। আশ্রমের স্বামীজী পরমানন্দ মহারাজ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে বিষয়টি জানানোর পর গতকাল সোমবার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মনসুর ও রাজ্জাক নামে দুই যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামীজী ও একদল আশ্রমবাসী ছাত্র সোমবার স্থানীয় প্রেসক্লাবে এসে জানান, মোটরসাইকেল আরোহী একদল যুবক সকালে আশ্রমের প্রধান গেটে এসে আশ্রমের আবাসিক ছাত্র অমিতাভকে উলঙ্গ করে বুকে ছুরি ধরে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়। প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে ওই সন্ত্রাসী চক্রের একদল যুবক একইভাবে লক্ষ্মীন্দর ও লিটন হালদার নামের দুজন আবাসিক ছাত্রকে মারধর করে।

ভোরের কাগজ, ৬ নবেম্বর ২০০১

(৪৩৭)
গলাচিপার হরিপদ শীলকে দিগম্বর করে বাজারে ঘোরানো হয় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামির ছোট ভাইয়ের নির্দেশে

শওকত মিল্টন/শংকর লাল দাশ, গলাচিপা থেকে ফিরে ঃ হরিপদ শীল সেই লজ্জার কথা ভুলে যেতে চান। ভুলে যেতে চান তার গ্লানি। নৌকায় ভোট দেয়ার অভিযোগে মধ্যযুগীয় কায়দায় তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল। প্রথম দফায় তাকে ধরে এনে মারধর করা হয়। তারপর প্রকাশ্য দিনের বেলায় শত শত মানুষের সামনে হরিপদ শীলকে উলঙ্গ করে পুরো বাজার ঘোরানো হয়। নগ্ন অবস্থাতেই পুকুরে সাঁতার দিতে বাধ্য করা হয়। বাহেরচর বাজারেই তার পানের দোকান। আর এ বাজারেই চেনাজানা মানুষের সামনে ঘটে এ ঘটনা। হরিপদ শীল তার এ কষ্টের কথা কাউকে বলতে চান না। নির্বাচনের কয়েকদিন পরই এ ঘটনা ঘটে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি মেজর মহিউদ্দিনের ছোট ভাই ও স্থানীয় বিএনপি নেতা আব্দুল হাই তালুকদার হরিপদ শীলকে এমন সাজা দেয়।

এখানকার বেশিরভাগ ঘটনার নায়ক আব্দুল হাই তালুকদার ও মুনীর তালুকদার। নির্বাচনের পর থেকে গলাচিপায় নবগঠিত থানা রাঙ্গাবালীতে তারা মধ্যযুগীয় এসব ঘটনা ঘটিয়েছে। শহরের চেয়ে গ্রামগুলোতে নির্বাচনী সহিংসতার ভয়াবহতা আরো বেশি। তেমনই এক জনপদ গলাচিপার রাঙ্গাবালী থানার আওতাধীন পাঁচটি ইউনিয়ন। গলাচিপা সদর থেকে অন্তত আট ঘন্টা সময় লেগে যায় সেখানে পৌঁছাতে। গলাচিপা সদরের কেউ এখানে আসতে চান না। এমনকি নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও এখানে পা রাখেন সাধারণত নির্বাচনের সময়। চাঁদাবাজি, লুটপাট, ভাঙচুর হয়েছে, হচ্ছে। এখনো অনেকে এলাকায় উঠতে পারছে না। তাদের ওপর মোটা অংকের চাঁদা ধরা হয়েছে। চাঁদা না দিয়ে তারা এলাকায় আসতে পারবেন না বলে বিএনপি নেতারা ঘোষণা দিয়েছেন। এই দীপাঞ্চলের মানুষেরা নির্যাতনের শিকার হলেও মুখ খুলতে চান না। তাদের ধারণা, এসব বিষয় নিয়ে লেখালেখি হলে তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়বে বৈ কমবে না। আমাদের সঙ্গে যারা কথা বলেছেন, তাদের ভয়ার্ত দৃষ্টি আর কাকুতি-মিনতি ছিলো নাম প্রকাশ না করার জন্য।

হরিপদ শীলের ওপর এমন নির্যাতন হলেও তিনি পুলিশের এএসপির কাছে মুখ খোলেননি।

আবদুল হাই তালুকদারের অর্ধশত সন্ত্রাসী রাঙ্গাবালীর গঙ্গিপাড়া বস্তির একত্রিশটি ঘর দিনেদুপুরে হামলা করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। এই বস্তির লোকজন আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। এখন বেশিরভাগ ঘর ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। অনেকে প্রাণভয়ে এলাকা ছেড়েছেন। একই গ্রুপের সন্ত্রাসীরা দক্ষিণ কাজীর হাওলা গ্রামে মাছের খামার দখল করে।

এখানকার খ্যাতনামা দাসের বাড়ি দখলের জন্য বিএনপির জালাল ফরাজীর নেতৃত্বে মিছিল শুরু হলেও স্থানীয় চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর ও বিএনপির বাবলু বাধা দেয়ায় তা সফল হয়নি। এমনকি রাঙ্গাবালী আশ্রয়ণ প্রকল্পেও তারা হামলা করেছে। রাঙ্গাবালীর মানুষ এখনো আতঙ্কে আছেন। তাদের ধারণা, এখনো দুঃস্বপ্নের শেষ হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ নবেম্বর ২০০১

(৪৩৮)
মিরসরাইয়ে দাসপাড়ায় মধ্যরাতে বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলা সেবাইত খুন, আহত ৩০

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ মিরসরাইয়ে নির্বাচন-উত্তর বিএনপি সন্ত্রাসীদের সহিংসতা ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন এখনো অব্যাহত রয়েছে। আক্রমণ চালানো হচ্ছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পাড়াগুলোতে। এলাকা ছাড়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। বাড়িঘর লুট এবং আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। রেহাই পাচ্ছে না মহিলারা। চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দাসপাড়ায় সোমবার মধ্য রাতে হামলা হয়েছে। হামলায় নিহত হয়েছেন আশ্রমের সেবাইত সুনীল দাস ওরফে সাধু, আহত হয়েছে ৩০ জন। ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে ৫০টিরও বেশি বাড়িঘরে। নারী-শিশুরা হাতে পায়ে ধরেও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এছাড়া রংপুর পীরগাছার সুরেন চন্দ্রের বাড়িতে সোমবার হামলা চালিয়ে লুটপাট ও একটি ঘর জ্বালিয়ে দেয় পার্শ্ববর্তী বিএনপি সমর্থক জব্বার ও তার লোকজন। সন্ত্রাসীরা সুরেন চন্দ্রের বৌদি শান্তিবালাকে মারাত্মক আহত করেছে। সোমবার গভীর রাতে নাটোরের গুরুদাসপুরের হোমিও ডাক্তার নিত্যগোপাল সরকারকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে মারধর করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা তাকে গুরুদাসপুর ছাড়ার হুমকি দিয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, সোমবার মধ্যরাতে মিরসরাইয়ে মিঠানালার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দাসপাড়ায় ঘুমন্ত মানুষের ওপর বিএনপির সন্ত্রাসীদের প্রায় তিনঘন্টাব্যাপী বর্বরোচিত হামলায় একজন শিশু নিহত এবং আহত হয়েছে নারী, শিশু ও পুরুষসহ ৩০জন। এদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৮ জনকে স্থানীয় মাস্তাননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা অর্ধশতাধিক বাড়িঘরে এলোপাতাড়ি ভাংচুর চালিয়ে গণহারে লুটপাটও করেছে। পাঁচ শতাধিক জনবসতির এ দাসপাড়ায় চরম ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সাধারণ মহলে সৃষ্টি হয়েছে চরম ক্ষোভের। সন্ত্রাসীদের হামলা ভাংচুর ও লুটপাট চলছে অব্যাহতভাবে।

দাসপাড়ায় বর্বর এ হামলার ঘটনাটি ঘটে রাত ১২টার পর। তখন দাসপাড়ায় প্রায় সব লোক ছিল ঘুমে। এ সময় বিএনপি নেতা নুরুল আমিনের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল লাঠিসোটা, ধারালো দা, চাইনিজ কুড়ালসহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুমন্ত লোকজনের ওপর হামলে পড়ে। সন্ত্রাসীরা প্রথমে গুলিবর্ষণের মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করে এবং পরে শুরু করে এলোপাতাড়ি ভাংচুর। তাদের বেপরোয়া হামলায় লোকজন জেগে ওঠার পর শুরু হয় গণহারে মারধর। নারী-শিশু-পুরুষ কেউ বাদ যায়নি সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে। সে সঙ্গে সন্ত্রাসীরা অশ্রাব্য গালিগালাজ করে সংখ্যালঘু পরিবারের লোকজনকে। সন্ত্রাসীদের হুঙ্কার হচ্ছে— সংখ্যালঘুরা কেন নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়েছে এবং আওয়ামী লীগের সভা-সমাবেশে যায়। সন্ত্রাসীদের হামলায় পুরো দাসপাড়ায় এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নারী-শিশুর গগনবিদারী আহাজারিতে ভারি হয়ে ওঠে বাতাস। অসহায় নারী-শিশুরা এ সময় সন্ত্রাসীদের হাতপায়ে ধরেও রক্ষা পায়নি। বরং উল্টো জোরদার হয়েছে হামলা। প্রায় দুই ঘন্টারও বেশী সময় ধরে সন্ত্রাসীরা একে একে তাণ্ডব চালায় ৭টি বাড়িতে। ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে ছিন্নভিন্ন করা হয় সিংহভাগ ঘর। এ সময় ঘরের সমস্ত মালপত্র তছনছ করে ঘরের

বাইরে ফেলে দেয়। সন্ত্রাসীরা তাণ্ডব চালিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় অর্ধশতাধিক বসতঘর। সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি দায়ের কোপে ও লাঠির আঘাতে মারাত্মক জখম হয়ে সুনীল দাস ওরফে সাধু (২৮) ঘটনাস্থলেই মারা যায়। নিহত সাধু স্থানীয় সেবাশ্রমের সেবাইত। তার বাড়ি মধ্যম মিঠানালায়। এছাড়া সন্ত্রাসীদের আক্রমণে মারাত্মক জখম হয়েছে আরো অন্তত ৩০ জন। এদের মধ্যে সঞ্জিত দাস (১০), সবুজ দাস (১৫), বিনোদ দাস (৭০), অতুল মজুমদার (৬০), সুজিত দাস (২৫), ডালিম দাস (২০), সন্ধ্যারানী দাস (৩৩), সন্তোষ দাস (১৩), ডা. সুবোধ দাস (৬০), মিহির কান্তি দাস (৩৫), নিরোদ দাস (৭৫), টিঙ্কু দাস (১৪), উষা রানী দাস (২৫), ঝুটন দাস (১৮), রনজিত দাস (৩০), পিন্টু কুমার দাস (৩০) ও নিরঞ্জন দাসকে (৫৪) স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে আশঙ্কা জনক ৮জনকে মাস্ত াননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সন্ত্রাসীরা যাবার সময় ব্যাপক লুটপাট চালায়। রতি দাস নামের একজনকে হুমকি দিয়ে যায় একদিনের মধ্যে ১০ হাজার টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার দেয়ার জন্য। অন্যথায় তাকে হত্যা ও তার মেয়েকে অপহরণের হুমকি দেয়। রাতে এই নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ চললেও পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে মঙ্গলবার সকাল ১০টায়। তারা নিহত সুনীল দাসের লাশ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে থানায় একটি নিয়মিত মামলা হয়েছে। হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। রাখাল দাস নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, এর আগে এরকম নির্মম, বর্বর ঘটনা কখনও ঘটেনি। সন্ত্রাসীদের এ হামলা ৭১ সালের বর্বরতাকে হার মানিয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার বিকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এদিকে বর্বরোচিত এ হামলার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এম.এ.সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী, সম্পাদক নূরুল হুদা। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানান। তারা মিরসরাইয়ে অব্যাহত সন্ত্রাসী ঘটনায় প্রশাসনের নীরবতায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

রংপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সোমবার রংপুরের পীরগাছার আদম সরকার পাড়ার জব্বারের নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা সোমবার সুরেনের পরিবারে হামলা ও নির্যাতন চালায়। সুরেনের বৌদি শান্তিবালা গুরুতর আহত হন। এছাড়াও তারা সুরেনের দুটি ঘরে আগুন দিলে একটি ঘর পুড়ে যায়। ঘটনার পর পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ ব্যাপারে সোমবার রাতেই সুরেন চন্দ্র পীরগাছা থানায় একটি মামলা করেছেন। পুলিশ জানায়, একটি ছাপড়া ঘর পুড়েছে।

নাটোর থেকে সংবাদদাতা জানান, বিচ্ছিন্নভাবে এখনও জেলার সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চলছে। সোমবার রাত পৌনে ২টার দিকে কতিপয় দুর্বৃত্ত গুরুদাসপুর উপজেলার চাঁচকৈড় কাছারিপাড়ায় হোমিও ডাক্তার নিত্য গোপাল সরকারকে ওষুধ নেয়ার নামে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। ডাক্তার দরজা খুলে বাইরে আসা মাত্র লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটায়। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন। সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়েছে, এরপর ডাক্তার গুরুদাসপুর না ছাড়লে তাকে হত্যা ও ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে। সন্ত্রাসীরা নিত্যগোপালকে মামলা করতে বা পুলিশের কাছে তাদের নাম বলতে বারণ করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ,৭ নবেম্বর ২০০১

(৪৩৯)
সন্ত্রাসীদের ভয়ে নরসিংদীর রাজনগরে সংখ্যালঘুরা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে

বিশ্বজিৎ সাহা নরসিংদী থেকে ঃ বিএনপি সন্ত্রাসীদের অব্যাহত সন্ত্রাসের ফলে নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার চর আড়ালিয়া ইউনিয়নের বাঘাইকান্দি ও রাজনগরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন গ্রাম ছেড়ে নরসিংদী সদর উপজেলার হাজীপুর, করিমপুর, শ্রীনগর, ঘোড়াদিয়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় বিএনপি নেতা জহিরুল ইসলাম জাজুর নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা বাঘাইকান্দি, রাজনগর গ্রামে হামলা চালিয়ে লুটপাট করেছে। ১ নবেম্বর থেকে অব্যাহত সন্ত্রাসী হামলায় শতশত পরিবার গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছে। চর আড়ালিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ নূরুল ইসলাম সরকার, ইউপি সদস্য আবদুল বাতেন ও সাবেক সদস্য নাজিমুদ্দিন জানায়, বিএনপির স্থানীয় নেতা জহিরুল ইসলাম জাজুর নেতৃত্বে শতাধিক সন্ত্রাসী বাঘাইকান্দি ও রাজনগর এলাকায় আওয়ামী লীগ সমর্থিতদের বাড়িতে গিয়ে চাঁদা দাবী করে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা পবিত্র শবে বরাতের দিন সকাল থেকে বেপরোয়াভাবে গ্রাম দুটিতে হামলা চালিয়ে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, আসবাবপত্র, স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকা-পয়সা লুটপাট ও ভাংচুর করে। যেসব জিনিসপত্র তারা নিতে পারেনি সেগুলো ভাংচুরসহ দা দিয়ে কুপিয়ে নষ্ট করেছে এবং নারী-শিশু-বৃদ্ধসহ অন্তত ৫০ জনকে পিটিয়ে আহত করেছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে, জহিরুল ইসলাম জাজুর নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা এলাকায় অবাধে ঘোরাফেরা করলেও পুলিশ বিশেষ মহলের নির্দেশে এদের গ্রেপ্তার করছে না। ফলে এ জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

যুগান্তর, ৮ নবেম্বর, ২০০১

(৪৪০)
গলাচিপার হরিদেবপুর ঃ মহিউদ্দিন বাহিনীর হাত থেকে মেয়েদের সম্ভ্রম বাঁচাতে দুটি হিন্দু পরিবার এলাকাছাড়া

শওকত মিলটন/শঙ্কর লাল দাশ, গলাচিপা থেকে ফিরে ঃ তালুকদার পদবির এক ব্যাংকার। নির্বিরোধী মানুষ। বাড়ি হরিদেবপুর গ্রামে। উপজেলা সদরের নদীর ওপাড়েই এ গ্রাম। নির্বাচনের কয়েকদিন পরের ঘটনা। এ গ্রামের মহিউদ্দিন বাহিনী তার কলেজপড়ুয়া দুমেয়েকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে। এ ঘটনার পর দু'মেয়েকে নিয়ে তিনি এলাকা ছেড়েছেন। এখন থাকেন উপজেলা সদরে। সংখ্যালঘু পরিবারটি এখন শঙ্কিত। গাবুয়া গ্রামের ধর্মপ্রাণ এক ব্যক্তি আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাছে গিয়েও হরিলুটের বাতাসা খাওয়ার আবদারের মতো তার যুবতী কন্যাসন্তানটি দাবি করে একই বাহিনী। এই সাধু এখন তার মেয়ে নিয়ে এলাকা ছেড়েছেন। আরেকটি ঘটনা এক এনজিও কর্মীর। ওই এনজিও কর্মীর বাড়িও হরিদেবপুর গ্রামে। সন্ত্রাসীরা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করার অজুহাত তুলে তার স্ত্রীর সম্ভ্রমহানি করার চেষ্টা চালায়। এমন আরও অনেক ঘটনা শুনতে পাওয়া যায় গলাচিপার কারো সঙ্গে একান্তে আলাপ করলে। গলাচিপায় আবারো উৎপাত শুরু করেছে সর্বহারা নামধারী সন্ত্রাসীরা। শোনা যায়, সরকারী দলের এক প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে এদের যোগাযোগ রয়েছে। নির্বাচন-পরবর্তী সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে এখানে আবার এরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের পরপর গলাচিপা হয়ে ওঠে সন্ত্রাসের জনপদ। সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর হয়ে

ওঠে বিএনপির সন্ত্রাসীদের হামলার লক্ষ্যবস্তু। এদের তাণ্ডবে অনেকেই গ্রামের বাড়ি ছেড়ে এখন উপজেলা সদরে আশ্রয় নিয়েছে। চলছে চাঁদাবাজি অবাধে। নির্বাচন-পরবর্তী সন্ত্রাস এখনো অব্যাহত রয়েছে। গলাচিপায় পা দেয়ার পর থেকে শুরু করে ফেরার আগ পর্যন্ত আমাদের মধ্যযুগীয় ঘটনার নানা বর্ণনা শুনতে হয়েছে। এসব বর্ণনা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বাস্তবে আছি নাকি দুঃস্বপ্ন দেখছি। এবারের জাতীয় নির্বাচন এমন কুৎসিত অভিজ্ঞতার জন্ম দেবে তা কারো ধারণাতেই ছিল না।

নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি জানার জন্য কথা হয় গলাচিপার ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সঙ্গে। নির্বাচন শেষ হওয়ার পরপরই গলাচিপায় বিএনপি নামধারীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন বাহিনী গড়ে ওঠে। গোলখালী ইউনিয়নে গড়ে উঠে মহিউদ্দিন বাহিনী। হরিদেবপুর গ্রামের যাদব ডাক্তারের কাছে এ বাহিনী দশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। শঙ্কিত যাদব ডাক্তার এখন গ্রামের বাড়ি ছেড়ে গলাচিপা উপজেলা সদরে আশ্রয় নিয়েছেন। নির্বাচনের ছয়-সাত দিন পরে মহিউদ্দিন মুদি ব্যবসায়ী হরেন শীলকে বেধড়ক মারধর করে। হরেন শীল এখনো পুরো পরিবার নিয়ে এলাকাছাড়া। এ ইউনিয়নের প্রবীণ শিক্ষক ভবেশ রায়কে ৯ অক্টোবর রাতে তার বাড়ির সামনের রাস্তায় মুখে গামছা গুঁজে দিয়ে বেধড়ক পেটায়। ছেড়ে দেওয়ার সময়ে 'শালা মালাউনের বাচ্চা কাউকে বলবি তো শেষ করে দেবো' বলে শাসিয়ে যায়। এ ঘটনার পরপর ভবেশ রায় ভারতে চলে গেছে বলে অনেকে জানিয়েছে। তার স্ত্রী ঊষা রাণী এখনো আতঙ্কে দিন কাটায়। সুকুমার রায় গরিব কৃষক। তার হাত থেকে দিনেদুপুরে খুলে নেয়া হয়েছে স্বর্ণের আংটি, ঘর থেকে নিয়ে গেছে রেডিও। ওই ইউনিয়নের বিধবা বিড়লা রানী রায়কে তার বাড়িতে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রতিবেশীরা আগুন নিভানোর কারণে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। এসব ঘটনার নায়ক মহিউদ্দিনকে পুলিশ সুপার মাইনুর রহমান চৌধুরীর নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হয়। গত মঙ্গলবার সে ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পাওয়ার পর আবার সে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করছে।

সোনালী ব্যাংকের কর্মী রমেন বিশ্বাসের কাছে জেলে যাওয়ার আগে দশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছিলো মহিউদ্দিন। সেই চাঁদার টাকা পরিশোধের জন্য আবার রমেন বিশ্বাসকে চাপ দেয়া হয়েছে। রতনদী তালতলী ইউনিয়নে কাছারিকান্দা গ্রামের রঞ্জন মালাকারের বাড়ির পুকুরের মাছ বিএনপির মতলেব মিস্ত্রি জোর করে নিয়ে যায়। নির্বাচনের পরপর উপজেলা সদরে বাসুদেব দুয়ারী এবং গলাচিপা কলেজের সহকারী অধ্যাপক সন্তোষ কুমার দে'র বাড়িতে বিএনপি ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ নবেম্বর ২০০১

(৪৪১)
রাউজানের সরকারপাড়া ঃ সন্ত্রাসীরা ঘোষবাড়িটি পুড়িয়ে দিলেও সাহায্য নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি।

রাউজান থেকে ফিরে নাসিরউদ্দিন তোতা, চট্টগ্রাম ব্যুরো: রাউজানে গাঢ় সবুজের মাঝে শ্বেত সন্ত্রাস চলছে বছরের পর বছর। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক মাস পরও রাউজানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সা.কা চৌধুরীর বাহিনীর ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না। দেশব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ইউপি মেম্বার রত্না ঘোষের বাড়িতে আগুন দিয়ে পোড়ানো ঘরগুলো গৃহকর্তাদের আর গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তারা পোড়া বাড়িঘর ফেলে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে কেউ এক কানাকড়িও তাদের সাহায্য করেনি। তাদের পক্ষে আর ঘর তোলা সম্ভব হবে কিনা তা কেউ বলতে পারছে না।

গতকাল সরেজমিনে রাউজান পরিদর্শন কালে দেখা যায়, সর্বত্র লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। কেউ সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে কথা বলতে কিংবা কোন তথ্য দিতে রাজি নয়। গত সংসদ নির্বাচনে এখান থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ.বি.এম ফজলে করিম নির্বাচিত হওয়ায় পরাজিত শক্তি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বিশেষ করে গত নির্বাচনগুলোতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভোট প্রদান অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এবার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভোট দেয়ায় পরাজিত শক্তির সরাসরি টার্গেটে পরিণত হয়। সা.কা. বাহিনী তাই তাদের ওপর চালাচ্ছে নানামুখী জুলুম-নির্যাতন।

চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের ওপর ঐতিহ্যবাহী পথেরহাট বাজার। রাউজানের এ পথেরহাট থেকে তিন কিলোমিটার গ্রামীণ জনপদ পেরুলে হিন্দু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পশ্চিম গুজড়া গ্রামের সরকারপাড়া। এ পাড়ায় প্রায় আড়াই শতাধিক হিন্দু পরিবার বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছে। তাদের মূল পেশা কৃষি। সরকারপাড়ায় যেতে হাতের ডান পাশে পড়ে ইউপি মেম্বার রত্না ঘোষের বাড়ি। এ বাড়ির দক্ষিণ পাশে পথের ধারের ঘরটি বৃদ্ধা সাধনা ঘোষের। তার স্বামী মারা গেছেন ইতিমধ্যে। তার তিন ছেলে চন্দন, সুনীল ও অজিত ঘোষ থাকে এ ঘরে। এদের মধ্যে দুইজন বিবাহিত। সব মিলে পরিবারের নয়জন থাকে এ ঘরে।

অন্যদিনের মতো গত ১৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতেও সাধনা ঘোষের পরিবারের সবাই খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত আড়াইটার দিকে ঘরের দক্ষিণ পাশে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘুমের মধ্যে তারা চিৎকার করে এক কাপড়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান। বের হয়ে দেখতে থাকেন তিলে তিলে গড়ে তোলা সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তাদের চিৎকার শুনে পাড়া-প্রতিবেশী এগিয়ে আসেন। তার আগেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়।

গৃহকর্ত্রী সাধনা ঘোষ দীর্ঘদিন অসুস্থ। অতি সাদামাটা জীবনযাপন তার। তার স্বামীর আবাদি কোন জমি নেই। বসতভিটামাটিই একমাত্র সম্পদ। তার বড় ছেলে চন্দন ঘোষ বিদেশ ফেরত বেকার, মেজ ছেলে সন্দীপ টেইলারিং দোকানে এবং ছোট ছেলে ডেকোরেটর্সে কাজ করে। নিম্ন আয়ের এ অসচ্ছল পরিবারের বড় ছেলে ১৯ বছর বিদেশে থেকে কামাই করা সম্পদ পুড়ে গেছে—জানালেন চন্দন ঘোষের স্ত্রী সবিতা ঘোষ। তিনি জানান, ওই রাতে শুধু পরনের কাপড় নিয়ে বের হই। সবিতা ঘোষ ভয়ে তার নাম না ছাপাতে বলেন এবং ছাপালে অসুবিধা হবে বলে জানান।

তিনি এ প্রতিনিধিকে জানান, আমার পরিবারের কেউ নির্বাচনী কাজ করেনি। প্রতিহিংসাবশত তার বাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে। পাশে বসা সবিতার চাচি শাশুড়ি জানান, স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ও এ বাড়ি পোড়ানো হয়নি। তখন লুটপাট হয়েছিল। এবার সন্ত্রাসীরা বাড়িটিই জ্বালিয়ে দিলো।

বাড়ি পোড়ানোর পর থেকেই সাধনা ঘোষ সাত সদস্যের পরিবার নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন পাশের গ্রামের চিন্ময় ঘোষের বাড়িতে। ওই বাড়িতেই চলছে দৈনন্দিন জীবনযাপন। তার ঘরবাড়ি পুড়ে যাওয়ার খবর পত্রপত্রিকায় ছাপা হলেও কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। সরকারী-বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান থেকেই কানাকড়ি সাহায্য মেলেনি। উপরন্তু পরিবারটি হুমকির সম্মুখীন। হুমকিদাতাদের নাম-ঠিকানা জানতে চাইলে তারা বলেন, ঘর হারালেও ভিটেটি হারাইনি। অন্তত এ বাপ-দাদার ভিটেয় বসবাস করতে চাই। জলে বাস করে কুমিরকে ঘাঁটাতে চাই না। আমরা যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারি, তার ব্যবস্থা করতে বলুন দেশের সবাইকে।

সংবাদ, ৮ নবেম্বর ২০০১

(৪৪২)
কলাপাড়ায় এক সংখ্যালঘু বাড়িতে আগুন, ছেলেকে অপহরণ—দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি ঃ পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন একজন বিএনপি নেতা

পটুয়াখালী থেকে নিখিল চ্যাটার্জী ঃ কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের চাঁদপাড়া গ্রামের বিমল চন্দ্র ঘরামিকে(৬০) দেশছাড়া করার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। তার ক্ষেতের ধান কেটে নিয়েছে। তার ঘরে আগুনও দিয়েছে তারা। মারধর করে তার দোকানের কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিয়ে লুট করেছে মালামাল। শুধু তাই নয় ছেলেকেও করেছে অপহরণ।

কলাপাড়া নীলগঞ্জ ইউনিয়নের চাঁদপাড়া গ্রামের অধিবাসীরা জানান, বিমল ঘরামি পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত বাপ-দাদার ভিটায় যুগ যুগ করে বাস করে আসছেন। স্থানীয় বিএনপির এক প্রভাবশালী ব্যক্তি বিমল ঘরামির ৭ একর ৫২ শতাংশ ফসলি জমির জাল-কাগজ তৈরি করে তা দখল করে নেন। প্রতিবছর বিমল ঘরামি ওই জমি চাষ করলেও সংশ্লিষ্ট বিএনপি নেতা জমির ধান কেটে নিয়ে যান সন্ত্রাসীদের দিয়ে। বছরের পর বছর ধরে জমির ধান নিজের ঘরে তুলতে না পেরে উপায়ান্তর না দেখে সংসার চালানোর স্বার্থে ওই গ্রামের 'কালভার্টের' কাছে একটি মুদি মনোহারি দোকান খুলে বসেন বিমল ঘরামি।

এদিকে বিমলকে গ্রামছাড়া করার উদ্দেশ্যে প্রভাবশালী ওই বিএনপি নেতার নির্দেশে গত ৯ জুলাই দোকানে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় বিমলের একমাত্র ছেলে সঞ্জিত চন্দ্র ঘরামিকে(২৭) অপহরণ করে নিয়ে যায় একদল দুর্বৃত্ত। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিমল ঘরামি কলাপাড়া থানায় পরের দিনই 'জিডি' করে (জিডি নম্বর ৩৫৬)। জিডি করার পর ৪ মাস অতিবাহিত হলেও বিমল ঘরামি তার ছেলের কোন সন্ধান না পেয়ে দিশেহারা। থানায় 'জিডি' করায় প্রভাবশালী বিএনপি নেতা ক্ষিপ্ত হয়ে গত ১৬ জুলাই রাতে দোকানের দুই কর্মচারীকে বেঁধে সেখানে রাখা সমস্ত মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। বিমল ঘরামি বাদি হয়ে এ ব্যাপারে কলাপাড়া থানায় একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করেন। এতে বিএনপি নেতা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে গত ১ অক্টোবর নির্বাচনী ফলাফলের খবর বিএনপির পক্ষে আসছে শুনে রাতের বেলা দোকানঘরটি জ্বালিয়ে দেন। বিমলের অপরাধ সে নৌকার প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিল।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, 'আসামিরা থানার সামনে দিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে না। উল্টো আসামিরা ছেলেকে ফিরে পেতে হলে মামলা তুলে নিয়ে সর্বশান্ত বিমল ঘরামিকে দেশছাড়ার হুমকি দিচ্ছে।'

বিমল ঘরামি এই প্রতিনিধিকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান,'আমি আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চাই। পৈত্রিক ভিটেতে বসবাস করে এ দেশে থাকতে চাই। দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে এ বৃদ্ধ বয়সে কি করবো? না খেয়ে মরতে হবে। আমি বাঁচতে চাই। আমাকে আপনারা বাঁচান।'

সংবাদ, ৯ নবেম্বর ২০০১

(৪৪৩)
নির্বাচনের পর ভোলা-১ ঃ অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে এক বিভীষিকার রাত

গোলাম কিবরিয়া, ভোলা থেকে ফিরে ঃ 'সন্ত্রাসীরা লুট করে যে মালামাল নিয়ে গেছে তা নিয়ে আমাদের এতটুকু দুঃখ নেই। কিন্তু এই গ্রামের নারীদের ইজ্জতের ওপর যে হামলা হয়েছে সেই লজ্জা আর অপমান কিভাবে ভোলা সম্ভব!' ভোলার লাল মোহন উপজেলার লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নে চর অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের একজন হিন্দু নারী এবারের নির্বাচনের পর তাদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বলেন।

সম্প্রতি সরেজমিনে অন্নদাপ্রসাদ গ্রাম ঘুরে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় সম্ভ্রম আর সম্পদ লুটের গা শিউরে ওঠা কাহিনী। ঘটনার এতোদিন পরও তারা প্রতিটি মুহূর্তে আতঙ্কে কাটাচ্ছেন। প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় চিহ্নিত ধর্ষক সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়িয়ে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে অসহায় গ্রামবাসীদের।

নির্বাচনের এক মাস পরও বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছেন এই গ্রামের হিন্দু অধিবাসীরা। একই অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন মেঘনা তীরবর্তী এই ইউনিয়নের পিয়ারামোহন ও ফাতেমাবাদের অসহায় গ্রামবাসী। গ্রামের অসহায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যখন তাদের ওপর নির্মম অত্যাচারের কথা বর্ণনা করছিলেন, তখনই মাইকে এই এলাকার নির্বাচিত সংসদ সদস্য, পাট প্রতিমন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজের আগমণের কথা ঘোষণা করা হচ্ছিল। মাইকে ঘোষণা দিয়েই মন্ত্রীর সঙ্গে একটি মতবিনিময় সভায় স্থানীয় সংখ্যালঘুদের আহবান করা হচ্ছিল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভোলা জেলা প্রশাসনের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা নির্বাচন-পরবর্তী সন্ত্রাসী ঘটনা, লুটপাট ও নারী ধর্ষণের ঘটনা স্বীকার করে বলেন, স্থানীয় সন্ত্রাসীদের ভয়ে গ্রামবাসীদের কেউ লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করছে না। ফলে প্রশাসন কোনো ব্যবস্থাও নিতে পারছে না। একটি ধর্ষণের ঘটনার মামলা হওয়ার পর পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে বলে তিনি জানান।

গত ৩০ অক্টোবর ভোলা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই গ্রামটিতে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাইলে সন্ত্রাসীদের ভয়ে প্রথমে কেউ মুখ খুলতে রাজি হননি। পরে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তারা তুলে ধরেন এই বর্বরোচিত হামলার বিস্ত ারিত বিবরণ। নাম প্রকাশ করতে না চাওয়ার আরেকটি কারণ মান সম্মানের ভয়। ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে সমাজের কাছে তারা হয়ে পড়বেন অচ্ছুৎ।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ সময় তারা সংখ্যালঘুদের ওপর চালায় অকথ্য নির্যাতন আর চাঁদাবাজি। স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নির্বাচনে সহিংসতার প্রস্তুতি হিসাবে তারা আগেই বস্তায় ভরে অস্ত্র এনে জড়ো করতে শুরু করে। সন্ত্রাসীদের এই প্রস্তুতি গ্রামবাসীদের আতঙ্ক বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। পরে ১ অক্টোবর ভোটের দিন বিকেলে নির্বাচনের ফলাফলের আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই আতঙ্ক চরম আকার ধারণ করে।

অন্নদাপ্রসাদসহ আশেপাশের গ্রামের লোকেরা যেখানে আসেন সেই গুনমনি (জিএম) বাজার থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে চারপাশে ধানক্ষেত ও জলাভূমি পরিবেষ্টিত 'বেন্টরবাড়ি'কে গ্রামের অসহায় নারীরা তাদের বাঁচার অবলম্বন হিসাবে খুঁজে নেয়। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে নির্বাচনের আগে থেকেই এই বাড়িতে ছিলো তাদের আনাগোনা। সেটা সন্ত্রাসীদের নজর এড়ায়নি। এই বাড়িটিই ছিল তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য।

নির্বাচনের পর দিন ২ অক্টোবর রাতে সন্ত্রাসীরা বেন্টরবাড়িসহ গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে নারকীয় হামলা চালায়। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো সম্পদ লুট আর নারীদের সম্ভ্রমহানি। অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের প্রায় ৪০০ হিন্দু বাড়ির কোনোটিই রেহাই পায়নি তাদের হাত থেকে। রাতের বেলা ৮-১০টি দলে বিভক্ত হয়ে শত শত সন্ত্রাসী অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায় গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে। বেন্টরবাড়িতে আশ্রয় নেয়া অর্ধশতাধিক নারীর কেউই নিজেকে বাঁচাতে পারেনি সন্ত্রাসীদের হাত থেকে। এখানে ধর্ষণের নির্মম শিকার হয়েছে ১০ বছরের শিশু, লাঞ্ছিত হয়েছেন ৬৫ বছরের বৃদ্ধা।

বেন্টরবাড়িতে হামলার পর অনেকে সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েন আশেপাশের জলাশয়-ধানক্ষেতে। এমনকি এক হতভাগ্য রমণী

শরীরের বিভিন্ন স্থানে ৩৮টিরও বেশি জোঁকের কামড়ের দাগ দেখান। এতগুলো জোঁক বসায় কালশিটে পড়ে গেছে সারা দেহে। কিন্তু তারপরও নিজেকে তিনি রক্ষা করতে পারেননি। এ রকম অনেক নারী যারা অন্ধকারে ধানক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সন্ত্রাসীরা তাদের শিশুদের পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার হুমকি দিয়ে পানি থেকে তাদের উঠে আসতে বাধ্য করেছে।

সারা দিনে ঐ গ্রামের শত শত নারী-পুরুষের সঙ্গে আলাপকালে সবার মুখে উচ্চারিত হয়েছে চিহ্নিত কয়েকজন সন্ত্রাসীর নাম। এদের মধ্যে রয়েছে ইয়াছিন মাস্টার ও তার দুই পুত্র সেলিম ও বেলাল, সাহাবুদ্দিন মেম্বার, মিজানুর রহমান, ফরিদ আহমদ, আবু ভুট্টো, জাকির হোসেন, সাইফুল, ফয়েজউল্লাহ, মোশাররফ, খলিল, বাবুল, দুলাল, ফরিদ-২, সোহাগ, জাকির (রিকশাচালক), মালেক মাঝি, নজরুল, মোসলেম উদ্দিন(পান ব্যবসায়ী), সৈয়দ মোস্তফা, গেদু, কাশেম প্রমুখ।

অন্নদাপ্রসাদ গ্রাম লালমোহন থানা থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে বলে তৎক্ষণাৎ কোনো সাহায্য পায়নি অসহায় গ্রামবাসী। ঘটনার পর গত ৫ অক্টোবর ওই গ্রামে একটি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও স্বস্তি মেলেনি আক্রান্তদের। পুলিশ ফাঁড়ি উঠে গেলেই তাদের দেখে নেয়া হবে বলে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যেই গ্রামবাসীদের হুমকি দিচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে এসব অপরাধীর সখ্য রয়েছে বলেও গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন।

লালমোহন থানার ওসি তোফাজ্জল হোসেনের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপকালে তিনি অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে মাত্র একটি ধর্ষণের কথা স্বীকার করে বলেন, রীতা রানী দাস নামের আট বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয় এবং এ ব্যাপারে ইয়াছিন মাস্টারের পুত্র সেলিমকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

জিএম বাজারে পুলিশ ফাঁড়ির হাবিলদার ইউসুফ জানান, এই ধর্ষণের ঘটনায় সেলিম ছাড়া অপর ছয়জন আসামির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সেলিমের ভাই বেলাল। এছাড়া অন্য আসামীরা হচ্ছে দুলাল, সালাউদ্দিন, মিজান, সোহাগ ও সাইফুল। পুলিশের ভাষায়, অন্য আসামিদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ গ্রামবাসী যখন তাদের ওপর হামলার বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন সেখানে এই প্রতিবেদকের সামনেই প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছিলো ধর্ষণ মামলার পলাতক (?) আসামি বেলাল।

হাবিলদার ইউসুফের সঙ্গে আলাপকালে অপর একজন হাবিলদার স্বীকার করেন, এই গ্রামে অন্তত ১০০ নারী ধর্ষিত হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। কিন্তু তারপরও পুলিশ একজনকেও গ্রেফতার করেনি। পুলিশের বক্তব্য থানা থেকে নির্দেশ না পেলে কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয়।

ভোলার জেলা প্রশাসক কবির মো. আশরাফ আলমের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, লর্ড হার্ডিঞ্জে সন্ত্রাসী হামলার খবর পেয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ ভয়ে সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ বা থানায় কোনো মামলা দায়ের না করায় প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। আগেও এ ধরনের অনেক সন্ত্রাসী ঘটনার পর কোনো মামলা দায়ের না হওয়ার কারণে এবং কোনো সাক্ষী না পাওয়ায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি বলে তিনি জানান।

প্রথম আলো, ৯ নবেম্বর ২০০১

(৪৪৪)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে নির্মূল কমিটি

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিবিসি।

কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের চিত্র পুরোপুরি প্রকাশের ব্যাপারে দেশে বাধা রয়েছে। নির্মূল কমিটির অভিযোগ, ১ অক্টোবরের সাধারণ

নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্যাতন বন্ধের চেষ্টা করেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে এসব ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিটির নেতা শাহরিয়ার কবির অভিযোগ করেছেন, নির্বাচনের আগে সুপরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করা হয়েছে। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের সময়; কিন্তু এবারের নির্যাতন সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতনের প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হচ্ছে না বলেই নির্মূল কমিটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে চায়। তারা বলেছেন, নির্যাতনের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভরতে আশ্রয় নিয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের কাজে শাহরিয়ার কবির এখন কলকাতায়। সেখান থেকে তিনি বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেন, দেশের সংবাদপত্রগুলো রাজনৈতিক দলের দ্বারা সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত। তিনি উদাহরণ হিসেবে সিরাজগঞ্জের এক কিশোরীকে গণধর্ষণের ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, সেই কিশোরী ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন করার পরও দেশের শীর্ষস্থানীয় অনেক পত্রিকা খবরটি প্রকাশ করেনি।

সংবাদ, ১০ নবেম্বর ২০০১

(৪৪৫)
নির্বাচনের পরে ভোলা-২
ক্ষেতমজুর প্রাণকৃষ্ণও স্ত্রী-কন্যা নিয়ে ভারতে চলে যাবেন

গোলাম কিবরিয়া, ভোলা থেকে ফিরে ঃ কৃষি শ্রমিক প্রাণকৃষ্ণ (৪০) স্ত্রী ও দুই কন্যাকে নিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। এখন অপেক্ষা শুধু আমন ধান ওঠার। ক্ষেতের ধান উঠলেই তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে পাড়ি জমাবেন পার্শ্ববর্তী দেশে। ভূমিহীন ক্ষেতমজুর প্রাণকৃষ্ণের ভাষায়, 'আমাদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, তারপর এ দেশে আর কিভাবে থাকবো? এখানেও কাজ করে খেতে হবে, ভারতে গিয়েও কাজ করেই খাবো। সেখানে তো আর আমার বাড়ি ঘর লুটপাট হবে না।'

এবারে সংসদ নির্বাচনের পর সন্ত্রাসীরা দরিদ্র প্রাণকৃষ্ণের সহায়-সম্বল সব কেড়ে নিয়েছে। নির্বাচনের পরদিন ২ অক্টোবর ভোলা জেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার কয়েকশ হিন্দু পরিবারের মতো প্রাণকৃষ্ণও একজন।

ওই ঘটনার সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানে অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে গিয়ে গত ৩১ অক্টোবর সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপকালে প্রাণকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা যায় যতীন্দ্র দাস, নারায়ণ চন্দ্র দাস, মরণ শীল ও দুর্যোধনের কণ্ঠেও। ভুক্তভোগী এসব অসহায় গ্রামবাসী সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এই দরিদ্র মানুষগুলোকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে ফসল তোলা পর্যন্ত। কারণ ক্ষেতের ফসল না উঠলে তাদের নগদ অর্থের সংস্থান হবে না।

কিন্তু সন্ত্রাসীরা এ গ্রামে শুধু লুটপাট আর নারীদের সম্ভ্রমহানি করেই তাদের অপকর্মের ইতি টানেনি, এখন তারা গ্রামের অবস্থাপন্ন মানুষের পাশাপাশি অসহায় ক্ষেতমজুরদের কাছ থেকেও চাঁদা আদায় করছে।

ভোলা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে গত ৫ অক্টোবর এ গ্রামে একটি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হয়েছে। অথচ গত এক মাসেও কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা দিনে-দুপুরে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাসীদের। পুলিশের নাকের ডগাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামিরা। এ প্রতিবেদক যখন গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলছিল তখন একটি ধর্ষণ

মামলার পলাতক আসামি স্থানীয় প্রভাবশালী ও চিহ্নিত সন্ত্রাসী ইয়াছিন মাস্টারের পুত্র বেলাল প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাকে দেখে আতঙ্কে কথা বলা বন্ধ হয়ে যায় অসহায় মানুষগুলোর।

গ্রামবাসীরা জানান, অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে হিন্দুদের নীরব দেশত্যাগ চলছে বহু আগে থেকেই। প্রায় ছয় কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই হিন্দু প্রধান বর্ধিষ্ণু গ্রামটিতে সবচেয়ে বড় আঘাত আসে ১৯৯১ সালে ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনার পর। একদল সুযোগ সন্ধানী চিহ্নিত সন্ত্রাসী তখন জ্বালিয়ে দেয় শত শত ঘরবাড়ি। লুটপাট করে সর্বস্বান্ত করে দেয় কয়েকশ হিন্দু পরিবারকে। তখন গ্রামের অর্ধেক হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যায়।

১৯৯১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের হিন্দু ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ হাজার। ২০০১ সালে এই ভোটারের সংখ্যা কমে প্রায় দুই হাজার ২০০-তে এসে দাঁড়িয়েছে বলে গ্রামবাসীরা জানান। ভোটের সংখ্যার এই ক্রমহ্রাসমান ধারাই গ্রামের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগের সাক্ষ্য দেয়।

১৯৯১ সালের আগে অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে এধরনের কোনো হামলা হয়নি। কারণ স্থানীয় প্রভাবশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রিয়লাল প্রায় ১৭ বছর এই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রিয়লাল আগলে রেখেছিলেন গ্রামের সহস্রাধিক হিন্দু পরিবারকে। বৃদ্ধ প্রিয়লাল যখন চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েন, তখনই সন্ত্রাসীরা এই গ্রামের ওপর চরম আঘাত হানে।'৯১-এর হাঙ্গামার সময় তারা প্রিয়লাল বাবুকে তুলে ধরে এনে তার বাড়ির সামনে বসিয়ে চোখের সামনে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে জালিয়ে দেয় তার ঘর। চোখের সামনে বসতভিটা জ্বলতে দেখে আর সহ্য করতে পারেননি তিনি। এই ঘটনার অল্প কিছু দিনের মাথায় তার মৃত্যু হয়। সে সময় সাত দিন ধরে গ্রামে আগুন জ্বললেও নেভানোর লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। তখন গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক ভারতে চলে যায়। বর্তমানে এ গ্রামে প্রায় ৪০০ হিন্দু বাড়ি রয়েছে।

এবারের নির্বাচনের পর সন্ত্রাসীরা গ্রামজুড়ে যে তাণ্ডব চালিয়েছে এর ফলে অনেক পরিবার ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন খোকন দাস, নিত্যলাল, সুনীল, জগন্নাথসহ আরো অনেকে। এদের কারো পরিবারের কন্যা সম্ভ্রম হারিয়েছে, কেউবা সর্বস্ব খুইয়েছেন সন্ত্রাসীদের হাতে। ২ অক্টোবর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের নাম সম্পর্কে গ্রামবাসীরা বলেন, পুলিশসহ জেলা প্রশাসনের কাছে এদের নাম ভালোভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও কাউকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে ভোলা জেলা প্রশাসক কবির মো. আশরাফ আলমের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, লর্ড হার্ডিঞ্জে সন্ত্রাসী হামলার খবর পেয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসীর নামও তিনি জানেন। কিন্তু গ্রামবাসীর মধ্যে কেউ ভয়ে সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ বা থানায় কোনো মামলা দায়ের না করায় প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

প্রথম আলো, ১০ নবেম্বর ২০০১

(৪৪৬)
সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের কথা স্বীকার করলেন কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার

বাংলাদেশে গত সাধারণ নির্বাচনে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর 'নৃশংস ও হুমকির মুখে' কিছু হিন্দু পরিবার ভারতে পালিয়ে গেছে। তবে সরকার এসব হিন্দু পরিবারকে দেশে ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছুক। কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাঃ তৌহিদ হোসেন গত বৃহস্পতিবার সংবাদ সংস্থা এএফপির কাছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ভারতে পালিয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করতে গিয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। ডেপুটি হাই কমিশনার বলেন, 'আমরা স্বীকার করছি যে, নৃশংসতা ও হুমকির মুখে কিছু হিন্দু পরিবার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।' কিন্তু এটি ছিল আইন শৃঙ্খলা সমস্যা। সরকার পরিবর্তনের সময় কিছু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি এ পরিস্থির সৃষ্টি করে বলে তিনি জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে রাজনীতির লেবাসধারী কিছু দুর্বৃত্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অপচেষ্টা চালায়। তবে সরকার এদের অপ-তৎপরতা দমনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। ডেপুটি হাইকমিশনার বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর এই হামলা দুঃখজনক। তবে গত সপ্তাহ থেকে এ ধরনের আর একটি ঘটনাও ঘটেনি। এর আগে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হওয়ায় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একে স্রেফ প্রপাগান্ডা বলে নাকচ করে দেয়। দক্ষিণপন্থী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গত সপ্তাহে দাবি করে, গত মাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৪০ হাজার বাংলাদেশী হিন্দু ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। হিন্দুরা ভারতে বাংলাদেশ মিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র বিএনপির বিজয় লাভের পর বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ডেপুটি হাইকমিশনার তৌহিদ হোসেন আরো বলেন, হিন্দুরা দেশে ফিরে গেলে বাংলাদেশ তাদের স্বাগত জানাবে। এ ক্ষেত্রে ভারতে চলে যাওয়া বাংলাদেশীদের একটা তালিকা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তৌহিদ হোসেন বলেন, গণমাধ্যমেই কেবল দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমিয়েছে। তবে ভারত থেকে এ ব্যাপারে এখনো কিছুই জানানো হয়নি।

প্রথম আলো, ১০ নবেম্বর ২০০১

(৪৪৭)
নাটোরে ক্ষমতাসীনদের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি 'বিএনপিতে যোগ দিলে সমস্যা থাকবে না'

নাটোর থেকে স্বপন দাস ঃ জেলার বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাস, দখল, মারপিট, চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটছে প্রায় প্রতিদিন। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর অনেকেই ঘরছাড়া। বাড়ি ফিরতে সাহস পাচ্ছে না, কর্মস্থলে যেতে পারছে না। প্রশাসন নির্বিকার। প্রতিকার পাচ্ছে না মানুষ। উলটো নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে মামলা মোকদ্দমা করলে। যাও দু'একজন সাহস করে মামলা করছে, তা চাপের মুখে তুলে নিতে বাধ্য হচ্ছে। সরকারী দলের নেতারা বলছে, বিএনপিতে যোগ দিলে কোন সমস্যা থাকবে না। পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্তরা। সব দেখে-শুনে নীরবে মার খেয়ে হজম করছে। যাদের সামর্থ আছে শহরে বাড়ি ভাড়া করে থাকছে। লালপুর উপজেলার হাশিমপুর গ্রামের মৃত পঞ্চাননের পুত্র সুবল ও রাধাকান্তের পুত্র যুগল নির্বাচনের পর থেকে বাড়ি ছাড়া। বীরেন প্রামাণিকের পুত্র অভয় ১৬ অক্টোবরের পর থেকে নিঁখোজ।

বাগাতিপাড়া থানার পাঁচুরিয়া গ্রামের আদিবাসী স্টিফেন মারাণ্ডির স্ত্রী নীলমনিকে প্রতিবেশী ছাত্রদলের ক্যাডার ফরিদ ও তার অন্য এক সঙ্গী আসাদুল গত ১৯ অক্টোবর ধর্ষণের উদ্দেশ্যে মাঠের মধ্যে টানাহেঁচড়া করে। এ ব্যাপারে বাগাতিপাড়া থানায় নীলমনি নিজেই বাদি হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা রুজু করে। এর পর থেকে ওই গ্রামের ২২ঘর আদিবাসী খ্রিস্টান পরিবারের সদস্যরা অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। পুলিশ আসামীদের ধরছে না। আসামিরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। মাঠেঘাটে যেতে দিচ্ছে না আদিবাসীদের।

নাটোর সদর থানার পশ্চিম মাঠনগর গ্রামের জিতেন্দ্রনাথ সাহার কাছে প্রতিবেশী হযরত দলবলসহ ৪ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করলে সন্ত্রাসীরা

পুনরায় তাকে গত ৪ অক্টোবর মারপিট করে। বর্তমানে সে নাটোর আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জিতেন ও তার স্ত্রী জানায়, ওই দিন সকালে জিতেন সকালের খাবার খাচ্ছিল। তার স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র বাড়িতেই ছিল। ওই অবস্থায় একই সন্ত্রাসীরা ভাতের থালা লাথি মেরে ফেলে দিয়ে তাকে আক্রমণ করে। বলে চাঁদা না দিলে মেরে ফেলব। জিতেন বলে, সে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু যুবতী কন্যার কথা চিন্তা করে পড়ে পড়ে মার খেয়েছে। কারণ তাকে না পেয়ে হয়তো তার কন্যা ও পরিবারের অন্যদের ওপর নির্যাতন করত সন্ত্রাসীরা।

সংবাদ, ১১ নবেম্বর ২০০১

(৪৪৮)
পালিয়ে বেড়াচ্ছেন

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমের পাঁজাখোলা কেন্দ্রের সেবাইত নরেন মণ্ডল সন্ত্রাসীদের নির্যাতন এড়াতে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

অভিযোগে জানানো হয়, জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার জিউধরা ইউপি সাবেক সদস্য আব্দুল বারেক মৃধাসহ কয়েকজন গত ১২ অক্টোবর ওই সেবাইতকে ধরে নিয়ে বেদম মারপিট করে ৩০ হাজার টাকার দাবিতে সাদা স্টাম্পে সই দিতে বলে। অন্যথায় তার দুই ছেলের চোখ তুলে নেবে এবং তার হাত-পা ভেঙ্গে দেয়ার হুমকি দেয়। এর কিছু দিন পর তাকে ধরে নিয়ে সই আদায় করে। তিনি প্রাণ ভয়ে বাগেরহাট আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন। শুক্রবার রাতে বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত এক সভায় স্বামী পরদেবানন্দজী উপস্থিত সকলকে ওই অত্যাচারের বর্ণনা দেন।

সংবাদ, ১১ নবেম্বর ২০০১

(৪৪৯)
শেখ হাসিনাকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন নির্যাতিত মুক্তিযোদ্ধা মঙ্গল ঘরামী

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে ঃ বাবা হবার সংবাদ শুনে স্থির থাকতে পারেনি মঙ্গল ঘরামী। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে এসেছিল বাড়ীতে। ভেবেছিল স্ত্রী ও সন্তানকে দেখে ফিরে যাবে আবার অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু তার এই বাড়ী ফেরাই কাল হয়ে দাঁড়াল। প্রতিপক্ষ বিএনপির আশ্রিত সর্বহারা সন্ত্রাসীরা টের পেয়ে যায় তার অবস্থান। তাকে বেধড়ক পিটিয়ে তার হাত পা ভেঙ্গে দেয়। গৌরনদীর চন্দ্রহার গ্রামে মঙ্গল ঘরামীর বাড়ী। সে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা ও বাটাজোর ইউপির সাবেক সদস্য। গত ২৯ অক্টোবর দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। শনিবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে দেখতে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। শেখ হাসিনাকে দেখতে পেয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলে মঙ্গল ঘরামী। আবেগ সংবরণ করতে পারেননি শেখ হাসিনাও। তিনি তাকে সান্তনা দেন এবং তার চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। এসময় তার সাথে ছিলো সদর আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী এ্যাডঃ শওকত হোসেন হিরন, আফজালুল করিম ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ সভাপতি বলরাম পোদ্দার। মঙ্গল ঘরামী জানান, নির্বাচনের পর থেকে প্রতিপক্ষের হুমকি ধমকিতে তিনি এলাকাছাড়া। স্ত্রী ছিলেন সন্তান সম্ভবা। তার উপরে হামলার কয়েকদিন আগে মঙ্গল ঘরামীর স্ত্রীর কোল আলো করে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এ খবর জানার পর মঙ্গল ঘরামী আর স্থীর থাকতে পারেননি। স্ত্রী ও

সন্তানকে দেখার জন্য ছুটে আসেন বাড়ীতে। বাড়ীতে তার উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা হামলা করে। বেধড়ক পিটিয়ে হাত পা ভেঙ্গে দেয়। মুমূর্ষু মঙ্গল ঘরামীকে ভর্তি করা হয় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শেখ হাসিনা এছাড়াও বাবুগঞ্জের রাকুদিয়া আবুল কালাম কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আবু সুফিয়ান এবং হিজলার গিয়াস উদ্দিনকেও দেখতে যান। আবু সুফিয়ানের পায়ে প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে। তিনি তাদেরও খোঁজখবর নেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ নবেম্বর ২০০১

(৪৫০)
ভাংচুর, লুটপাট বন্ধ হলেও এখন চলছে তাদেরকে মারধর করার ঘটনা

পিরোজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় এখন চলছে গুপ্ত নির্যাতন। নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ভাংচুর ও লুটপাট আপাতত বন্ধ রয়েছে। তবে এখন চলছে পথেঘাটে সংখ্যালঘুদের মারধর করার ঘটনা।

সম্প্রতি সদর উপজেলার টোনা ইউনিয়নের চন্দবাড়ি বলে খ্যাত এক বাড়িতে সুনীল চন্দ'র কাছে গিয়ে দুর্বৃত্তরা ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। অন্যথায় ভারতে চলে যেতে হবে বলেও হুমকি দিয়ে যায়। টোনা, চলিশা এলাকায় সন্ত্রাসী জলিল খাঁ ও মিল্লাত গাজীর নেতৃত্বে এই হুমকি চলছে এখনও।

অপরদিকে নাজিরপুর উপজেলার কলারদোয়ানিয়া গ্রামের বলরাম মণ্ডলের (৬৫) ওপর একদল সন্ত্রাসী হামলা করেছে। তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। এ সময় এ এলাকার ছাত্রদল কর্মী এবং এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী সাব্বির তাকে ডেকে পাশের এক দোকানের সামনে নিয়ে যায়। সে কেন নৌকায় ভোট দিয়েছে এ কথা জানতে চায়। উত্তরে বলরাম তার এটা তার ব্যক্তিগত মত বলে জানায়। নৌকায় কেন ভোট দিয়েছে এই অপরাধে তাকে মারধর করা হয়। এ সময় তার তিন ছেলে বাসুদেব (১৮), সনাতন (৩০) ও রতন (৩২) পিতাকে উদ্ধারে এগিয়ে এলে তাদেরও বেদম পিটানো হয়। এক পর্যায়ে উক্ত ছাত্রদল কর্মী একথা কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলে জানিয়ে যায়। সরজমিনে এলাকায় গেলে বেরিয়ে আসে এসব তথ্য। যদিও বলরাম ভয়ে এ প্রতিবেদককে কোন তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সংবাদ, ১১ নবেম্বর ২০০১

(৪৫১)
দেশ ত্যাগ নয়, সন্ত্রাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংখ্যালঘুরা
রামপাল-মংলার নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ সভা

খুলনা থেকে মানিক সাহা ঃ নির্বাচনোত্তর সহিংসতার শিকার বাগেরহাট জেলার রামপাল-মংলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় দেশ ত্যাগ করার মতো পলায়নপর মনোভাব ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত শুক্রবার সকালে রামপাল উপজেলার ভ্যাকটমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রামপাল-মংলা উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের নির্যাতিত মানুষের এক প্রতিবাদ সভায় অশুভ শক্তিকে রুখে দাঁড়ানোর ওই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ওই এলাকায় সরজমিনে ঘুরে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, নির্বাচনের পর কালেখার বেড়, প্রসাদনগর, পিপুলবুনিয়া, শ্যাওলাবুনিয়া, গোনালবুনিয়া, কোকনাই, বেলাই, হুড়কা, ভ্যাকটমারী প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালানো হয়।

রামপাল-মংলা আসনে ৪ দলের পক্ষে প্রার্থী ছিলেন এক জামাত নেতা। আর আওয়ামী লীগের ছিলেন তালুকদার আবদুল খালেক। নির্বাচনের আগেই এলাকায় তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণা শুরু হয়। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ জয়লাভ করায় সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ে হিন্দু ভোটারদের ওপর। এ কারণে ওই অঞ্চলে অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী হয়।

সন্ত্রাসীরা নির্বাচনের পরে প্রথমে শুরু করে মারধর। এরপর ব্যাপকহারে চিংড়ি ঘের দখল ও লুট হতে থাকে। এরই পাশাপাশি চলতে থাকে চাঁদাবাজি। সন্ত্রাসীরা অনেকের মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন আর কেউ মোটরসাইকেল বের করতে সাহস পাচ্ছে না। মহিলাদের ওপরও অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়েছে এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নির্যাতিতদের পক্ষ থেকে থানায় গিয়েও কোন লাভ হয়নি। পুলিশ মামলা নেয় না। অন্যদিকে হিন্দুদের পাশে এখন না আছে সরকারি দল না আছে বিরোধীদল। তারা নিরাপত্তাহীনতার মাঝে কাটিয়েছে দিনের পর দিন।

এ অবস্থায় অনেকে দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়ার চিন্তা করেছিল। কেউ কেউ যুবতী মেয়ে ও কমবয়সী মহিলাদের পাশের দাকোপ-বটিয়াঘাটা উপজেলায় নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে রেখে এসেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন অভিযোগ করেন, সন্ত্রাসীরা পরিবারপিছু ১০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত চাঁদা দাবি করেছে এবং যে যতটা পারে তা দিয়ে জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়েছে। অন্য একজন জানান, তার কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছিল সন্ত্রাসীরা। তিনি অনেক অনুরোধ করে ৫ হাজার টাকা দিয়ে রক্ষা পান। একথা প্রকাশ হওয়ার পর তাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে বলানো হয়েছে যে, কাউকে চাঁদা দেয়নি।

একজন শিক্ষককে সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়। এরপর তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে যে, পড়ে গিয়ে মাথা ফেটেছে। কয়েকদিন আগে কৃষ্ণপদ নামে এক ব্যক্তির হাতের রগ কেটে দেওয়া হয়। এখন হুমকি দেয়া হচ্ছে সামনের পাকা ধান কেটে নেওয়ার। কৃষকরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে তাদের ভবিষ্যৎ ফসল নিয়ে।

এ অবস্থায় রামপাল-মংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইতোমধ্যে দুবার নিজেদের মধ্যে সভা করেছে। ওই সভায় অনেকেই মনের দুঃখে বলেছেন, এভাবে অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করা যায় না। সবাই মিলে একসঙ্গে দেশ ত্যাগের প্রস্তাবও দিয়েছিল অনেকে। কারণ তারা কোন জায়গা থেকে সাহায্য না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে।

গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন হরিপদ বিশ্বাস। এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিপিবির খুলনা জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. পূর্ণেন্দু গাইন।

সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, দেশের অসাম্প্রদায়িক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এখন থেকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

সংবাদ, **১১** *নবেম্বর ২০০১*

(৪৫২)
নির্বাচনের পর ভোলা-৩
পঙ্গু শেফালী রানীর 'নাকফুল কেড়ে নেওয়ার' কাহিনী

গোলাম কিবরিয়া, ভোলা থেকে ফিরে ঃ নির্যাতিত একজন অসহায় পঙ্গু নারী যখন তার 'নাকফুল কেড়ে নেওয়ার' ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, তখনো তার নাকে শোভা পাচ্ছিল নাকফুল! জানা গেল, এ অঞ্চলে গ্রামবাংলার বিবাহিত রমণীদের সম্ভ্রম ও সধব্যের প্রতীক নাকের অলঙ্কার কেড়ে নেয়ার কথার দ্বারা চূড়ান্ত সম্ভ্রমহানী বোঝায়। শেফালী রানী দাসের (৩৬) একটি পা না থাকলেও নরপিশাচরা ছাড়েনি তাকে।

১২ বছর আগে পুকুরে পানি আনতে গিয়ে সামান্য দুর্ঘটনায় পা পিছলে পড়ার পর অচিকিৎসায় পচন ধরলে দু সন্তানের জননী শেফালীর বাঁ পা শেষে হাঁটুর উপর থেকে কেটে ফেলতে হয়েছিল। এবার সংসদ নির্বাচনের পরের দিন গত ২ অক্টোবর রাতে সন্ত্রাসীদের আক্রমণের মুখে যখন গ্রামের অন্যান্য নারী জল-কাদা ভেঙে পালিয়েছে, তখন ক্রাচের ওপর ভর করে পেরুতে পারেননি কোমর পানি। একজন অসহায় পঙ্গু নারীর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার বদলে সন্ত্রাসীরা তাকে ধরে ফেলে। কেড়ে নেয় তার ইজ্জত। যেমন পালায়নপর বহু সক্ষম নারীও রেহাই পায়নি তাদের হাত থেকে।

সেদিন রাতের ঘটনা বর্ণনা করে শেফালী বলেন, ২ অক্টোবর রাতে যখন সন্ত্রাসীরা গ্রামে হামলা চালায়, তখন প্রতিবেশী অন্য নারীদের মতো তিনিও চারিদিকে জলাভূমি পরিবেষ্টিত জনৈক গঙ্গার বাড়িতে আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছিলেন। তার ভাষায় 'অন্যরা পানিতে নামলে আমিও নামতে যাই। কিন্তু পারি না। কাইক (পদক্ষেপ) একটা দিছি, কিন্তু লাঠি (ক্র্যাচ) পানিতে তল পায়না।'

পালাতে না পেরে তিনি পুকুরপাড়ে হলুদ ক্ষেতের আড়ালে আশ্রয় নেন। এ অবস্থায় দুই সন্ত্রাসী তাকে ধরে ফেলে। একদল সন্ত্রাসী তখন জনশূন্য হয়ে যাওয়া গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে অবাধে লুটপাট চালাচ্ছিল। সন্ত্রাসীরা শেফালীকে ধরে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে এলোমেলো অনেক লুটের মাল পড়ে ছিলো বলে মনে করতে পারেন। সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন।

চরফ্যাশন হাসপাতালে শেফালীর মেডিক্যাল ফাইল থেকে জানা যায়, হাসপাতালে ভর্তির সময় তার শরীরের অনেক জায়গায় মানুষের দাঁতের কামড়সহ বিভিন্ন ক্ষত ছিল। ঘটনার পর তিন চার দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন মোট নয় দিন।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে তিনি চরফ্যাশন উপজেলার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ঘটনার প্রায় এক মাস পরও পরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেননি। গত ১ নবেম্বরেই প্রতিবেদকের কাছে শেফালী এই বিভীষিকাময় রাতের কথা বর্ণনা করছিলেন, তখনো তিনি গুছিয়ে সবকিছু বলে উঠতে পারছিলেন না। মাঝে-মধ্যেই তার কথা অসংলগ্ন হয়ে পড়ছিলো।

ব্যাপক অনুসন্ধানের পর স্থানীয় এক ব্যক্তির সহায়তায় গত ১ নবেম্বর রাতে যখন চরফ্যাশনের দাসকান্দি গ্রামের শেফালীর খোঁজে এই প্রতিবেদক যান, তখন হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই গ্রামের যুবকরা জোটবদ্ধ হয়ে গ্রামটিকে পাহারা দিচ্ছিল। যুবকরা জানায়, নির্বাচনের পর থেকেই হামলার আশঙ্কায় প্রতি রাতে নিয়মিত পাহারা দিয়ে আসছে তারা।

চরফ্যাশন হাসপাতালে শেফালীর চিকিৎসক ডা. মো. শহীদুল ইসলামের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, শেফালী যখন হাসপাতালে ভর্তি হন তখন ছিলেন

সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তার দুই কাঁধে ধারালো অস্ত্রের আঘাতসহ সারা দেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল। এই আঘাতের ফলে তার ডান হাত প্রায় অচল হয়ে পড়েছিলো।

শেফালীর ওপর বলাৎকার পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে ডা. শহীদুল ইসলাম জানান, কোনো ধর্ষিতা নিজে বা তার অভিভাবক ধর্ষণের অভিযোগ না আনলে চিকিৎসক নিজে তা পরীক্ষা করতে পারেন না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানা অথবা আদালত থেকে চাহিদাপত্র না এলে এই পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। ফলে শেফালীকে ধর্ষণ করা হয়েছে কি না সে ব্যাপারে হাসপাতালের পক্ষ থেকে কোনো পরীক্ষা করা হয়নি।

শেফালীর মতো অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের আরো অনেক হতভাগ্য নারী সন্ত্রাসীদের দ্বারা ধর্ষিত ও বিভিন্নমাত্রায় লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও আইনের হাত এখনো অপরাধীদের স্পর্শ করেনি।

প্রথম আলো, ১১ নবেম্বর ২০০১

(৪৫৩)
স্কুল শিক্ষকের স্বপ্নের দোকান দখল করে নিয়েছে যুবদল

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ আশাশুনীর স্কুল শিক্ষক কুমুদরঞ্জন সেনের অবসর জীবনে ওষুধ ব্যবসার স্বপ্ন আর পূরণ হলো না। যুবদলের নেতাকর্মীরা নাকতাড়া কালিবাড়ি বাজারে স্কুল শিক্ষক কুমুদরঞ্জন সেনের মালিকানাধীন দোকানঘর দখল করে নিয়েছে। দখলকৃত ওই দোকনঘরে ৭নং শ্রীউলা যুবদল কার্যালয়ের সাইনবোর্ড টানানো হয়েছে। আশাশুনী উপজেলার নাকতাড়ার স্কুল শিক্ষক কুমুদরঞ্জন সেন সাংবাদিকদের জানান, গত ২ নবেম্বর রাতে যুবদলনেতা ওসমান ভূট্টো, মালেক, মুসা, আতিয়ার ও আব্দুল্লাহর নেতৃত্বাধীন কর্মী-সমর্থকরা তার মালিকানাধীন দোকানঘরটি দখল করে নেয়।

যুগান্তর, ১১ নবেম্বর ২০০১

(৪৫৪)
অভয়নগরে আবারো কালীমূর্তি ভাঙচুর

নওয়াপাড়া প্রতিনিধি ঃ অভয়নগরে আরো একটি কালীমূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে দুদিনে দুটি কালীমূর্তি ভাঙচুর হয়েছে।

জানা গেছে, উপজেলার রাজঘাট গ্রামের অর্জুন দাশের বাড়ির মন্দিরের কালীমূর্তি কে বা কারা গত বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে ভেঙে ফেলে। এ ঘটনায় অভয়নগরে সংখ্যালঘুদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আসন্ন কালীপূজা পালন করতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার রাতে উপজেলার বালশিয়া গ্রামে কালীমূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

ভোরের কাগজ, ১১ নবেম্বর ২০০১

(৪৫৫)
নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের ভারতে আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তোলপাড়

সুনীল ব্যানার্জী ঃ নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের ভারতে আশ্রয় নেয়া সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। শনিবার এই স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানোর জন্য কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনারের প্রতি আহবান জানান হয়েছে। পাশাপাশি সত্যিকার

নির্যাতনের শিকার হয়ে কে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের সম্পর্কে মনিটরিং করতে বলা হয়েছে। এর মাঝে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ভারতে আশ্রয় নেয়া সম্পর্কে একাধিক বৈঠক হয়। বৈঠকে নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেয়া লোকজন সম্পর্কে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত খবরাখবর নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার তৌহিদ হোসেনের বক্তব্য এবং তাঁর পাঠানো তথ্যাবলী আলোচনায় প্রাধান্য পায়। এসব কিছুর প্রেক্ষিতে অবিলম্বে আসল চিত্র তুলে ধরার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান হয়। ইতোমধ্যেই কট্টরপন্থী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দাবী করেছে যে, প্রায় ৪০ হাজার নির্যাতিত হিন্দু ভারতের বিভিন্নস্থানে আশ্রয় নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অবশ্য বলেছেন যে, সেখানে এ ধরনের আশ্রিতদের সংখ্যা অনেক কম। দু'দেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করা হবে। তবে তার আগে তিনি বিষয়টি নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছেন। এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করেছেন। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দাবি করা হয়েছে যে, অন্তত ১২ হাজার শরনার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি নির্যাতনের মর্মন্তুদ অসংখ্য চিত্র জেনেভাস্থ জাতিসংঘের সদর দফতর পর্যন্ত গড়িয়েছে। জাতিসংঘের একটি দল অচিরেই এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সফরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নির্যাতন সম্পর্কে উল্টাপাল্টা বক্তব্য দেয়ায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিষয়টা নিয়ে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ইতোমধ্যেই এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে আভ্যন্তরীন আসল তথ্য জানার জন্য প্রত্যেক জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে পৃথক পৃথক রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে বিশদ রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। এসব রিপোর্টসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে সচিব কমিটি বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকীকে প্রধান করে সচিব পর্যায়ে এব্যাপারে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশের কথা।

শনিবার রাতে ভারতে আশ্রয় নেয়া নির্যাতিত বাংলাদেশী সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব মুহসিন আলী খানের মতামত জানতে চাওয়া হয়। তিনি জানান, কলকাতায় নিযুক্ত ডেপুটি হাইকমিশনারকে বিষয়টি সম্পর্কে মনিটরিং করতে বলা হয়েছে। তিনি অবশ্য জানান, কারা কিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধতন কর্মকর্তা অবশ্য জানান, আসল তথ্য জানার জন্য ইতোমধ্যেই মাঠ পর্যায়ে নির্দেশ পাঠান হয়েছে। প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে। বলাবাহুল্য, ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লাখ সংখ্যালঘু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এ সংখ্যা বাংলাদেশের মোট সংখ্যালঘুর ২০ শতাংশ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ নবেম্বর ২০০১

(৪৫৬)
নোয়াপাড়া ও শাহজাদপুরে প্রতিমা ভাংচুর

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ নির্বাচনের পর থেকে শুরু হওয়া দেশব্যাপী বিএনপি সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। চলছে বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাট, বিভিন্ন জায়গায় চলছে মন্দির ও প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা।

যশোর থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, বৃহস্পতিবার রাতে অভয়নগর উপজেলার নোয়াপাড়া বাজারের অদূরে বালশিয়া গ্রামে দু'টি কালীমূর্তি ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। অজ্ঞাত ব্যক্তিরা গ্রামের মন্দিরের ভিতর কালীমূর্তি ভেঙ্গে পালিয়ে যায়। এ ঘটনার পরে রাজঘাট এলাকায় অর্জুন দাসের বাড়ির কালীমন্দিরের নতুন নির্মিত কালীমূর্তিটিও ভাংচুর করে সন্ত্রাসীরা। পুলিশ দুটি স্থানই পরিদর্শন করেছে।

শাহজাদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী উপজেলার পোতাজিয়া ইউনিয়নের পোতাজিয়া গ্রামের ঋষিপাড়ার শতাব্দী প্রাচীন কালী মন্দির ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করেছে। হামলার সময় কালীমন্দির কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী মন্টু দাস ও অনীল দাস বাধা দিতে গিয়ে মারাত্বক জখম হয়। সন্ত্রাসী এ ঘটনার পর ওই পাড়ার প্রায় ২৫টি ঋষি পরিবার প্রাণভয়ে শাহজাদপুর থানা সদরে স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ নবেম্বর ২০০১

(৪৫৭)
নির্বাচনের পরে ভোলা-৪ ঃ জয়ন্তীর সংগ্রামের কাহিনী

গোলাম কিবরিয়া, ভোলা থেকে ফিরে ঃ শিশুটির নাম সংগ্রাম। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এ দেশের অনেক মা-বাবাই সদ্যস্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে জন্ম নেয়া সন্তানদের নাম রেখেছিলেন দুর্জয়, মুক্তি, জয়, স্বাধীন বা সংগ্রাম। সে তো বহু বছর আগের কথা। এখন মাত্র এক মাস বয়সের যে সংগ্রামের কথা বলছি, মায়ের কোলে যাকে ঘুমন্ত দেখেছি, তার জন্মমুহূর্তের গা শিউরে ওঠা কাহিনী শুনে একাত্তরের সেই ভয়াল দিনের কথাই মনে পড়ে যায়।

এবার সংসদ নির্বাচনের পরের দিন গত ২ অক্টোবর অষ্টাদশী গ্রাম্য গৃহবধূ জয়ন্তী যখন তার প্রথম সন্তানের জন্মমুহূর্তে প্রসব বেদনায় অস্থির, ঠিক সেই সময়ে দিন দুপুরেই বেলা আনুমানিক তিনটায় একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায় তাদের কুঁড়ে ঘরে। ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার সাত নম্বর পশ্চিম চর উমেদ ইউনিয়নের জাহাজমারা গ্রামে সেদিন অর্ধ শতাধিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী দা, ছুরি, লাঠি ও বল্লমসহ হামলা চালায় বলে স্থানীয় অধিবাসীরা জানান। সন্ত্রাসীরা গ্রামে ঢুকে বিভিন্ন বাড়িতে হামলা চালালে গ্রামবাসী ভয়ে পালিয়ে যেতে থাকেন। গ্রামের বিভিন্ন ঘরে ঢুকে সন্ত্রাসীরা ব্যাপক লুটপাট ও হামলা চালায়।

জয়ন্তীর শাশুড়ি মুক্তিরানী সে সময়ের কথা বর্ণনা করে বলেন, তিনি এবং একজন স্থানীয় ধাত্রী জয়ন্তীর শিশু প্রসব করাচ্ছিলেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা দা ও ছুরি দিয়ে কোপ মারে তাদের ঘরের বেড়ায়। সন্ত্রাসীদের আতঙ্কে পালিয়ে যান ধাত্রী। ঘরে শুধু অসহায় জয়ন্তী ও শাশুড়ি। সন্ত্রাসীরা তখনো নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বেড়া ভেঙে ঢোকার। এসব ঘটনার মধ্যে জন্ম নেয় একটি পুত্রসন্তান।

হতবুদ্ধি মুক্তিরানী তখন কোনো উপায় না দেখে জয়ন্তীকে ভালভাবে জড়িয়ে ধরে নবজাতককে পরনের শাড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে ঘরের অপর কোণার বেড়া ভেঙে জয়ন্তীকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনেন। এরপর ওই অবস্থাতেই দৌড়ে পালান পাশের ধানক্ষেতের দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। সদ্য প্রসূতি মা জয়ন্তীর তখন দৌড়ে পালানোর মতো অবস্থা ছিলো না। কিন্তু মৃত্যুভয়ে ভীত মুক্তিরানী তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন পর্যন্ত সদ্যোজাত শিশুকে মায়ের নাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করারও সময় পাননি বলে মুক্তিরানী জানান।

সেই দুঃসময়ের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মুক্তিরানী বারবার শিউরে উঠছিলেন। তিনি বলেন, তাদের মতো আরো অনেকেই সেই ধানক্ষেতের মাঝে অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি জায়গায় নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় এসে জড়ো হয়েছিল। সেখানেই একজনের কাছ থেকে একটি ব্লেড সংগ্রহ করে নাড়ি কাটেন মুক্তিরানী। রাত নয়টা পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের ভয়ে একটি গাছের নিচে সদ্যভূমিষ্ট শিশুসহ বসে ছিলেন তারা। পরে গ্রামের একজন এসে জানান, সন্ত্রাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। তখন শিশুটিকে নিয়ে তারা ফিরে আসেন নিজের ঘরে।

জাহাজমারা গ্রামের প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবারই সন্ত্রাসীদের লুট ও হামলার নির্মম শিকার হয়েছে। সন্ত্রাসীরা লুট করে নিয়েছে তাদের সর্বস্ব।

ঘটনার ঠিক এক মাস পর গত ২ নবেম্বর যখন এই প্রতিবেদক জাহাজমারা গ্রামে যান, তখনো সেখানে হিন্দু বাড়িঘর ও ভাঙা মন্দির সাক্ষ্য দিচ্ছিলো ২ অক্টোবরের তাণ্ডবের। এ ঘটনার পরপরই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গ্রামের অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে যান। দীর্ঘ এক মাস ঘর ছাড়া থাকার পর ধীরে ধীরে তারা ফিরে আসছিলেন।

সন্ত্রাসীদের ভয়ে গ্রামের অধিবাসীরা তাদের নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, সেদিন গ্রাম জুড়ে লুটপাট করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, এখন তারা দাবি করছে চাঁদা। গ্রামবাসীরা এখন রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করে সন্ত্রাসীদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করছেন। সম্প্রতি এই কমিটি ৬০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে সন্ত্রাসীদের দিয়েছে বলে তারা জানান। ইলশাকান্দি গ্রামের জাহাঙ্গীর মাতবরের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা এই চাঁদা নিচ্ছে।

গ্রামের একজন সুপরিচিত ও প্রভাশালী ব্যক্তি ড. রামকৃষ্ণ মজুমদারের স্ত্রী আলো রানী জানালেন, ২ অক্টোবরের পর থেকেই তার স্বামী ও সন্তানরা এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। এই ঘটনার পর গত ২ নবেম্বর প্রথম তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। এসে দেখেন সন্ত্রাসীরা তার ঘরের মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে গেছে এবং ঘরের আসবাবপত্র সব ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। লুটের ভয়ে গজারিয়া বাজারে ডা. রামকৃষ্ণর ওষুধের দোকান থেকে বাড়িতে এনে রাখা এক লাখ টাকা মূল্যেরও বেশি দামের ওষুধ সন্ত্রাসীরা লুট করে নিয়ে গেছে বলে তিনি জানালেন।

বাজারে ডাক্তারের ওষুধের দোকানটিও 'দুর্জয় খেলাঘরের' সাইনবোর্ড টানিয়ে সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়েছে বলে গ্রামবাসীরা জানান। মামুন, শহীদ, কবির, জামাল, মোশাররফ, কুদ্দুস, জুয়েল ও সোহাগের নেতৃত্বে এই দোকান দখল করে নেয়া হয়েছে।

জাহাজমারা গ্রামের বিভিন্ন হিন্দু পরিবারের সঙ্গে আলাপকালে দেখা যায়, ঘটনার এতোদিন পরেও গ্রামের মানুষ সন্ত্রাসীদের ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন চরম আতঙ্কে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে জোরালো পদক্ষেপ না নেয়ায় এবং এখন পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার না করায় গ্রামবাসীরা আবারো হামলার শিকার হওয়ার আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না এক মুহূর্তের জন্যও।

প্রথম আলো, ১২ নবেম্বর, ২০০১

(৪৫৮)
রাউজানে সা. কা. বাহিনীর নির্যাতন ঃ ৭ ইউনিয়নের ৫ হাজার সংখ্যালঘু নাগরিক ঘরবাড়ি ছাড়া

রাউজান ঘুরে এসে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রামের রাউজান আতঙ্কের জনপদে পরিণত হয়েছে। গত বুধবার দিনে দুপুরে পশ্চিম নোয়াপাড়ার ৩৮টি সংখ্যালঘু বাড়িতে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ক্যাডার বাহিনী হানা দিয়ে লুটপাট ও পুকুরের মাছ তুলে নেয়ার পর এখন পুরো রাউজানের হাজার হাজার সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ প্রতিটি মুহূর্ত আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের প্রশ্ন—শেষ পর্যন্ত দেশে থাকা যাবে তো? শত নির্যাতন, চাঁদাবাজি, মৃত্যু হুমকি মাথায় নিয়েও প্রতিটি সংখ্যালঘু পরিবার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে বাপ-দাদার ভিটেমাটিটুকু রক্ষা করতে। সা. কা. পরিবারের নতুন হুমকির কারণে ক্যাডার বাহিনী

আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এখন সা. কা.র ক্যাডাররা পুলিশের নাকের ডগায় হামলা, নির্যাতন, অপহরণের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

রাউজানে ৭৫ হাজার হিন্দু নারী-পুরুষের বাস। এরই মধ্যে ৭টি ইউনিয়নের ৫ হাজার সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িছাড়া হয়েছে। গত ৭ নবেম্বর বিএনপির এক জনসভায় সা. কা.র ভাই গি. কা. চৌধুরী ঘোষণা দিয়েছেন, 'রাউজানে হিন্দুদের নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব নয়।' এ ঘোষণার পর বিধান বড়ুয়া, ফজল হকের নেতৃত্বাধীন ক্যাডার বাহিনী দ্বিগুন উৎসাহে দিনে-দুপুরে হিন্দু বাড়িঘরে লুটপাট শুরু করে। রোববার পশ্চিম নোয়াপাড়ার প্রায় প্রতিটি হিন্দু বাড়ির পুরুষরা যখন বাড়ি থেকে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন, ঠিক এ সময় বিধান-ফজল-তাহের বাহিনী হানা দেয় এই গ্রামটিতে। '৭১-এ পাক হানাদার বাহিনী যেভাবে সংখ্যালঘু বাড়িঘরে হানা দিয়েছিল, একই কায়দায় সন্ত্রাসীরা বন্দুক উঁচিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গ্রামটিতে ঢুকে পড়ে। তাদের আসার সংবাদ পেয়ে হিন্দু মহিলারা বাড়িঘর খোলা রেখেই প্রাণ-মান বাঁচানোর তাগিদে পাশের ঝোঁপঝাড়ে আশ্রয় নেয়। এই সুযোগে সন্ত্রাসীরা পরপর ৩৮টি বাড়িতে লুটতরাজ চালায়। তারা কালীবাড়ি পুকুরসহ দুটি পুকুরে জাল ফেলে মাছও তুলে নিয়ে যায়। পশ্চিম নোয়াপাড়ার প্রায় একশ হিন্দুবাড়ির প্রতিটিতে এখন অজানা আতঙ্ক, আবার কখন হায়েনারা হামলে পড়ে তাদের বাড়িঘরে। এই সন্ত্রাসী বাহিনীর দাপটের কাছে পুলিশও অসহায়। এদের গডফাদার বিএনপির এক শীর্ষনেতা পুলিশকে ইতিমধ্যে শাসিয়ে দিয়েছে : তার বাহিনীর কোনো সদস্যের ক্ষতি হলে রক্ষা নেই।

নির্বাচনের পর থেকে রাউজানে চলছে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, নিপীড়ন, চাঁদাবাজি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক পরিবারে লুটপাটের পাশাপাশি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে বহু ঘরবাড়ি।এখন চলছে হুমকি দিয়ে টাকা আদায়ের পালা।

রাউজানের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে জানা যায়, রাউজানের অবস্থাপন্ন সংখ্যালঘু হিন্দুরা চাঁদা দিয়েও হুমকির মুখে দিন কাটাচ্ছে। গত এক সপ্তাহে বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডার গ্রুপ একাধিক হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করেছে। জানা গেছে, রাউজানের সরকারপাড়ার মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী রতন দের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, বিশ্বনাথ মল্লিকের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা, শ্যামল দাসের কাছ থেকে ৩৫ হাজার, বিনাজুরি ইউনিয়নের ত্রিদিব দস্তিদারের কাছ থেকে ৫০ হাজার, কাগতিয়ার রবি চৌধুরীর কাছ থেকে ৫০ হাজার, দিলীপ ঘোষের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করেছে উল্লিখিত ক্যাডার গ্রুপ।

লোকজন এ প্রতিবেদককে জানান, চাঁদা দিতে না পারায় ঘরছাড়া হতে হয়েছে জালালনগর এলাকার ব্যবসায়ী পরিমল চৌধুরীকে। সন্ত্রাসীরা তার কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। দাবি মতো চাঁদা দিতে না পারায় পরিমল চৌধুরীকে এখন পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

রাউজানে সংখ্যালঘুদের মধ্যে সবচেয়ে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে গুজরার ও নোয়াপাড়ার হিন্দু সম্প্রদায়। পূর্ব গুজরার নতুন চৌধুরীর হাটে ৮৪টি দোকানের মধ্যে ৬৪টি দোকান সংখ্যালঘুদের। প্রতিটি দোকানের ওপর নির্বাচনের পরেরদিন থেকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে নির্দিষ্ট অংকের চাঁদার হার। ফলে অধিকাংশ দোকান বন্ধ রেখেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে ব্যবসায়ীরা। এ বাজারের দোকানদার সাধন বড়ুয়ার কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা চাঁদা নিয়েছে ৪২ হাজার টাকা। সূত্রমতে কুখ্যাত ক্যাডার বিধান-ফজলের নেতৃত্বে ইতিমধ্যে দখল হয়ে গেছে রাউজান-নোয়াপাড়া জিপ মালিক সমিতির অফিস। এ গ্রুপটিই পশ্চিম নোয়াপাড়ার একটি হিন্দু গ্রামে দিনে-দুপুরে গত শনিবার ৩৮টি বাড়িতে লুটতরাজ চালায় এবং পুকুরে জাল ফেলে মাছ লুট করে নির্বিঘ্নে চলে যায়।

জানা গেছে, মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী পাঁচ হাজার সংখ্যালঘু রাউজানে নিজের বসতভিটায় আসতে সাহস পাচ্ছে না। পরিবারের পক্ষ থেকে সার্বিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদের

এমনিতর ভয়াবহ অবস্থায় আপাতত বাড়ি না ফেরার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া নাম মাত্র মূল্যে জায়গাজমি বিক্রি করে অনেকে ইতিমধ্যে রাউজান ছেড়েছেন বা ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন।

সংবাদ, ১৩ নবেম্বর ২০০১

(৪৫৯)
সেই লোমহর্ষক ঘটনার কথা মনে হলে ডাক্তার দেবলালের সারা মুখ এখনও আতঙ্কে কুঁকড়ে ওঠে

ভ্রাম্যমান প্রতিনিদি, পিরোজপুর থেকে ফিরে ঃ বর্বরোচিত লোমহর্ষক সেই ঘটনার কথা মনে হলে ডাক্তার দেবলালের সারা মুখ এখনও কুঁকড়ে যায় ভয়ে। সন্ত্রস্ত চোখে তিনি তাকান চারপাশে। একা একা বিড়বিড় করে বলেন, আমি এখন কি করব, কে আমার প্রাণ রক্ষা করবে। ডাক্তার দেবলালের ভীতির কারণটি জানেন পিরোজপুর, নাজিরপুরের অনেক মানুষ। প্রশাসনের লোকজনও জানেন। নৌকায় ভোট দেবার অপরাধে দেবলালকে জোর করে ধরে মধ্যযুগীয় কায়দায় বিশেষ অঙ্গের অগ্রভাগ কেটে ধর্মান্তরিত করতে ব্লেড হাতে শাসিয়েছে জোটের নামধারী সন্ত্রাসীরা। কোন রকমে তাঁর তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষা হলেও এখনও চাঁদার দাবীতে গরিব এই পল্লী চিকিৎসককে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে হিংস্র হায়েনার দল। পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে তাঁর জীবনের মূল্য হিসাবে। যে দাবি মেটানোর সামর্থ তার নাই। জীবন নিরাপত্তা রক্ষায় তিনি প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। প্রশাসন তাঁকে অভয় দিয়ে শক্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছে। উল্লেখ্য, জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ওই এলাকার এমপি। সাঈদী এর আগে তাঁর এলাকায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করেছেন বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, নির্বাচনের পর থেকে সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় দিন কাটাচ্ছে ভীতসন্ত্রস্ত নিরাপত্তাহীন অবস্থায়। এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন সত্বেও তাঁদের আস্থা ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না।

এই নির্যাতনের শিকার পল্লী চিকিৎসকের পুরো নাম ডাক্তার দেবলাল ডাকুয়া। বয়স প্রায় ৫০। তাঁর অপরাধের জন্য একদল সন্ত্রাসী নির্বাচনের পর এক সন্ধ্যায় গ্রামের বাজারে প্রকাশ্যে দাঁড়া করিয়ে তাঁকে মুসলমান বানাতে চেয়েছিল। প্রাণভয়ে চিৎকার করতে করতে তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। পানি খেতে চাইলে বর্বরের দল তাঁর মুখের কাছে তুলে ধরেছে প্রস্রাবভরা পাত্র। ছেলে বয়সী মস্তান সন্ত্রাসীদের হাতে পায়ে ধরে প্রাণভিক্ষা চেয়েছেন দেবলাল। জবাবে পেয়েছেন শাসানি। তারা তাঁকে শাসিয়ে বলেছে 'যদি ৫০ হাজার টাকা দিস তাহলে শালার মালাউন তোকে ছাড়তে পারি।' এ দাবির আশ্বাসে একটা সাদা কাগজে সই রেখে তারা সেদিন ডাক্তারের প্রতি দয়া দেখিয়েছে। আর বলেছে, 'সময় মাত্র সাতদিন। এর মধ্যে টাকা না দিলে, কাউকে বললে শালা মালাউন তোকে প্রাণে মেরে ফেলব।' দেবলাল সাতদিনের মধ্যে টাকা দেবার কথাটি রাখতে পারেননি। সে সামর্থও তাঁর নেই। প্রাণের ভয়ে প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে তিনি মামলা করেছেন থানায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ নবেম্বর ২০০১

(৪৬০)
ঝিনাইদহের কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক চাঁদাবাজির অভিযোগ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ ঝিনাইদহের কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক চাঁদাবাজির অভিযোগ পাওয়া গেছে। চাঁদা না দিতে পারায় অনেককে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। চাঁদার

দাবিতে রাইস মিলে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অপহরণের পর মুক্তিপণ নিয়ে ছাড়া হয়েছে কয়েকজনকে। চাঁদা না দেয়ায় অনেককে মারধর করা হয়েছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, গত ১৩ অক্টোবর শৈলকূপার কবিরপুর বাজারের শৈলেন সাহার কাছে একদল সন্ত্রাসী দুই লাখ টাকার চাঁদা দাবি করে না পেয়ে তার রাইসমিলে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

একই উপজেলার কচুয়া গ্রামের অখিল কান্তি বিশ্বাসের (৮০) কাছে ১৮ অক্টোবর সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে 'ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে' বলে হুমকি দেয় তারা। কালীগঞ্জ উপজেলার তিল্লা গ্রামের দেবপ্রসাদের কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে।

কালিগঞ্জ উপজেলার বেজপাড়া গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র, প্রফুল্ল কুমার ও তরুণ বিশ্বাসের কাছে গত ৫ নবেম্বর দেড় লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে আট-নয়জন সন্ত্রাসী নারায়ণ চন্দ্রকে অপহরণ করে মাঠের মধ্যে নিয়ে বেদম মারপিট করে। পরে চাঁদার টাকা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ধরনের আরো অনেক চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে বলে এলাকাবাসী জানান।

পুলিশের এক কর্মকর্তা এসব চাঁদাবাজির ব্যাপারে বলেন, কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে। তবে পুলিশ যে অভিযোগগুলো পেয়েছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে।

প্রথম আলো, ১৪ নবেম্বর ২০০১

(৪৬১)
ধর্ষিত সংখ্যালঘু মহিলার সংখ্যা হাজার ছাড়াতে পারে

সুনীল ব্যানার্জী ঃ ধর্ষিত সংখ্যালঘু মহিলার সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। প্রাথমিক হিসাবে ইতিমধ্যেই সাত শতাধিক সংখ্যালঘু মহিলা ধর্ষিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যেই শতকরা ৯০ ভাগই হিন্দু সম্প্রদায়ের। বাকিরা আদিবাসী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সাত বছরের শিশু থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত নরপশুদের খপ্পর থেকে রেহাই পায়নি। যতো দিন যাচ্ছে ততোই এসব অসহায় ভাগ্যহীন মহিলার সংখ্যা বাড়ছে। সম্ভ্রম হারিয়ে অনেকে প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ ভয়, আতঙ্ক ও মানসম্মানের ভয়ে এতদিন মুখ খুলেনি। অনেকে প্রাণের ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। অষ্টম সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই মূলত এরা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষিতদের একটাই অপরাধ তারা সংখ্যালঘু। তারা নাকি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এদের সুপরিকল্পিতভাবে টার্গেট করা হয়। যেন জন্মই এদের আজন্ম পাপ। সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার ভোট প্রয়োগের ক্ষমতা তাদের নেই। তাই নির্বাচনের পর হায়েনার মত লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সংখ্যালঘু মা-বোন এমনকি নানি-দাদি বয়সীর ওপর। ভোলা, বরিশাল, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, চট্টগ্রাম, সাতক্ষীরা কোথাও বাদ যায়নি ধর্ষণের হাত থেকে সংখ্যালঘু মহিলারা। সবচেয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী, নাটোর, যশোর, রাজশাহী, দিনাজপুর, নেত্রকোনা ও টাঙ্গাইল সহ দেশের প্রায় সব এলাকার সংখ্যালঘু মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বাগেরহাট, ভোলা ও ঝিনাইদহ জেলার এমন কোন উপজেলা নেই যেখানে সংখ্যালঘু মহিলারা ধর্ষণের শিকার হয়নি। রাজশাহী, দিনাজপুর , নেত্রকোনা ও চট্টগ্রামে হিন্দুদের সঙ্গে আদিবাসীরাও নরপশুদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। একমাত্র ভোলা জেলায় দুই শতাধিক সংখ্যালঘু মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের একটি পুলিশ ফাঁড়ির একাধিক পুলিশ এ তথ্য স্বীকার করেছে। প্রিপ ট্রাষ্ট নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসহ বেশ কয়েকটি

সংস্থা প্রাথমিক তদন্তে এই লোমহর্ষক কাহিনী উদঘাটন করেছে। সংস্থাগুলোর নিবেদিত কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই মর্মান্তিক ঘটনার কেস হিস্ট্রি সংগ্রহ করেছে। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কর্মীরাও পৃথকভাবে প্রায় একই কাহিনী উদঘাটন করেছে। এদের সবার অভিমত, বর্বর খান সেনারাও এরকম সুপরিকল্পিতভাবে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ওপর হামলা করেনি।

প্রিপ ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক আরামো দত্ত কয়েকটি এলাকা ঘুরে এসে বলেছেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এধরনের বর্বরতা নজির বিহীন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবিরের মতে, ধর্ষিত অনেক সংখ্যালঘু মহিলা মুখ দেখানোর ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। কেউ কেউ হয়েছে দেশান্তরী। এতো ঘটনার পরও সরকারের বিশেষ গোষ্ঠী 'তেমন কিছুই ঘটেনি' বলে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। আর এ ধরনের উক্তির ফলে ধর্ষক বর্বর সন্ত্রাসীরা আস্কারা পাচ্ছে। তারা তাদের অপকর্ম অব্যাহত রেখেছে। এখনও অনেক স্থান থেকে ধর্ষণের খবর আসছে। কোথাও কোথাও ঘটনা যাতে জানাজানি না হয় সে জন্য ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, ভোলা, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাটসহ কয়েকটি স্থানে আইন শৃংখলায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা ধর্ষকদের ধরার পরিবর্তে তাদের শেল্টার দিয়েছে। কোথাও কোথাও অপরাধীদের করা হয়েছে অনুপ্রাণিত। ফলে ভয়ে, ক্ষোভে ও দুঃখে অসংখ্য সংখ্যালঘু তাদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটাবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ভারতে কয়েক হাজার নির্যাতিত আশ্রয় নিয়েছেন। যারা একটু অবস্থাসম্পন্ন তারা রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছেন। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক পর্যন্ত পাড়ি জমিয়েছেন মান সম্মানের ভয়ে। বিষয়টি এমনই মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, উল্লেখিত এলাকার এমন কোন সংখ্যালঘু পরিবার নেই যাদের কেউ না কেউ ধর্ষণের শিকার হয়নি। কিন্তু এই লজ্জাজনক কাহিনী কেউ মুখ ফুটে বলতে চাইছে না। লুটপাট, মারধর ইত্যাদি নির্যাতনের ঘটনা শিকার করলেও সম্ভ্রম হারানোর কাহিনী কেউ সহজে ব্যক্ত করতে চাইছে না। কিন্তু এত কিছুর পরও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছেন, তেমন কিছুই হয়নি। যদিও সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, নির্বাচনোত্তর সংখালঘুদের ওপর সহিংস ঘটনায় শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি ধর্ষণের ঘটনায় ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লুটতরাজ, হামলা ও ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের মামলা হয়েছে প্রায় অর্ধশত। কুটনৈতিক মহলেও বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার তৌহিদ আনোয়ার স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু সংখালঘু পরিবার ভারতে আশ্রয় নিয়েছে নির্যাতনের শিকার হয়ে। পররাষ্ট্র সচিব মোহসীন আলী খান বলেছেন, ইতিমধ্যেই কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনারকে বিষয়টি মনিটরিং করতে বলা হয়েছে। কতসংখ্যক সংখ্যালঘু সীমান্ত অতিক্রম করেছে তার বিস্তারিত হিসাব এখনও জানা যায়নি। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সংখালঘু মহিলাদের ধর্ষণসহ নির্যাতনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে। এ জন্য তিনি ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকীকে প্রধান করে এ সংক্রান্ত একটি কমিটি করে দিয়েছেন। কমিটিকে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এখন দেশবাসী কমিটি রিপোর্টে কি প্রকাশ করে তার জন্য অধীর আগ্রহে বসে রয়েছেন। বিশেষ করে দেশের প্রায় দুকোটি সংখ্যালঘু সরকারের দিকে চেয়ে আছে পরবর্তী অ্যাকশনের অপেক্ষায়। তা না হলে হয়ত অনেক সংখ্যালঘু পরিবার অচিরেই মানসম্মানের ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে।

'সভ্যতার আলো যেখানে নিভে গেছে' এই শিরোনামে প্রিপ ট্রাস্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসহ কয়েকটি সংস্থা শতাধিক সংখ্যালঘু মহিলার কেস হিস্ট্রি তৈরি করেছে। কেস হিস্ট্রিতে পাঁচ

মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলাও রেহাই পায়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হতভাগিনীর নাম সুজাতা দাস। সে ভোলার চর অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের বাসিন্দা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ নবেম্বর ২০০১

(৪৬২)
কিশোরগঞ্জে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা, লুটপাট, আহত ৭

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ চিহ্নিত একদল সন্ত্রাসী গত ১০ নবেম্বর মধ্যরাতে জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার কাদিম মাইজহাটি গ্রামের জনৈক বীরেন্দ্র চন্দ্র বর্মণের বাড়িতে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কারসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হাতে নারী-পুরুষসহ ৭ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের মধ্যে দেবব্রত বর্মণ, সুখেন্দ্র বর্মণ ও পরিমল বর্মণকে কিশোরগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এব্যাপারে মামলা হলেও পুলিশ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

যুগান্তর, ১৫ নবেম্বর ২০০১

(৪৬৩)
বান্দরবানের বরইছড়িতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত

বান্দরবান, ১৫ নবেম্বর, সংবাদদাতা ঃ নির্বাচন পরবর্তী বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির বরইছড়িতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। থানায় অভিযোগ নিচ্ছে না পুলিশ। জমির ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীরা।

নৌকা মার্কার প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেয়ার অপরাধে এলাকার সংখ্যালঘুরা বিএনপি সমর্থকদের তাণ্ডবের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। থানা অভিযোগ গ্রহণ করছে না। আস্তেধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে বলে প্রশাসন তাদের সান্তনা দিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ নবেম্বর ২০০১

(৪৬৪)
বেতবুনিয়া ঃ শুধু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী নয় পাহাড়িরাও নির্যাতনের শিকার

সমরেশ বৈদ্য, বেতবুনিয়া ঘুরে এসে ঃ চট্টগ্রাম জেলার সীমান্তবর্তী পাহাড়ি জনপদ রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া ইউনিয়ন। চারদিকে সবুজের সমারোহ। এতোদিন পাহাড়ি বাঙালি সবাই মিলেমিশে শান্তিতেই বসবাস করতো। ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু রাজনীতি সেই পরম শান্তি বিনষ্ট করে দিলো। রাজনৈতিক দখলদারিত্ব, আধিপত্য, আর কুটিল চক্রান্ত বেতবুনিয়াকে করে তুলেছে অশান্ত। ১ অক্টোবরের নির্বাচনে বিজয়ী দল বিএনপির নামধারী সন্ত্রাসীরা এলাকায় প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী-সমর্থকদের ওপর চালাচ্ছে অকথ্য নির্যাতন। রেহাই পাচ্ছে না পাহাড়ি উপজাতীয়রাও। ফলে পাহাড়ি-বাঙালি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিতেও ফাটল ধরেছে। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কারাগারে পুরে দেওয়া হয়েছে এলাকার জনপ্রিয় ইউপি চেয়ারম্যান অং সুই প্রু চৌধুরীকে। এলাকার প্রায় ৫ শতাধিক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন সন্ত্রাসীদের ভয়ে।

জনগণের ভোটে জিতে অং সুই প্রু তার এলাকায় ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। সদালাপী ও বিনয়ী হিসেবেও সুনাম রয়েছে তার। তবে দোষ (!) একটাই তিনি আওয়ামী লীগ করেন। তাই গত ১৬ অক্টোবর তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জেলে ঢোকানো হয়েছে আরো অনেককে। ফলে অসহায় বোধ করছেন উপজাতীয়রা। অং সুই প্রু চৌধুরী এবার চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার বড়ো ভাই স্কুল শিক্ষক উচা প্রু চৌধুরী খেদের সঙ্গে বললেন, তার ভাই কোনোদিন দাঙ্গা-হাঙ্গামার সঙ্গে ছিল না। সাধারণ জনগণের জন্য ছুটে গেছে। তাকে কিনা সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হলো?

বেতবুনিয়া ইউনিয়নে সরজমিনে ঘুরে দেখা গেলো, বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রাম রাঙামাটি সড়কের পাশে চাঞ্চড়ি এলাকা থেকে ২ কিলোমিটার দূরে দীর্ঘদিনের পুরোনো বঙ্গবন্ধু পরিষদ কার্যালয়টি অস্ত্রের মুখে দখল করে নিয়েছে। আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত দিগন্ত ক্লাবটি। সিনেমা হলের পাশে ছানাউল্লাহর দোকান লুটপাট করেছে। গজালিয়ায় লাথুআই মারমার বাড়িতে হামলা হয়েছে।

জানা গেছে, ১ অক্টোবর নির্বাচনে রাঙামাটি আসনে বিএনপি প্রার্থী জয়ী হওয়ার পর থেকেই বেতবুনিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ওপর বিএনপি সমর্থক ও সন্ত্রাসীরা নানাভাবে হামলা-নির্যাতন করে আসছে। গত ১৫ অক্টোবর সাতনালাপাড়া এলাকার গোলাফুর রহমান নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মীকে বেদম প্রহার করা হয় এলাকাতে। ঘটনার খবর শুনে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান অং সুই প্রু চৌধুরী ঘটনাস্থলে এসে মীমাংসা করতে চান। এ সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থক উভয় গ্রুপের লোকজনও ছিল। কিন্তু চেয়ারম্যানের মীমাংসার বিষয়টি না শুনেই বিএনপির কর্মী সমর্থকরা এলাকায় প্রচার করে দেয় যে, উপজাতীয়রা বাঙালিদের ওপর, বিশেষ করে বিএনপি কর্মীদের ওপর হামলা করছে। এতে করে আশপাশ থেকে আরো বিএনপি সমর্থক ও সন্ত্রাসীরা জড়ো হয় বাজারে। চেয়ারম্যান একটি ঘরে বসে সবার সঙ্গে আলাপ করে মিটমাট করার চেষ্টা চালান। কিন্তু ইতিমধ্যে বিএনপি সমর্থকরা স্থানীয় কাউখালী থানা ও সেনা ক্যাম্পে খবর পাঠায় যে, পাহাড়িরা হামলা চালিয়েছে বাঙালিদের ওপর।

ইত্যবসরে পুলিশ, সেনাবাহিনী এসে এলাকা ঘিরে ফেলে এবং চেয়ারম্যান অং সুই প্রু চৌধুরীসহ আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। দুপুরের পর পরই প্রায় ৬০/৭০ জন বিএনপি সন্ত্রাসী স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক আবু বক্কর সিদ্দিকের বাড়ির চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে তারা অভিযোগ করে যে, ঐ চিকিৎসকের বাড়িতে প্রচুর অস্ত্র ও সন্ত্রাসী রয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে কোনো কিছুই পায়নি। এর পরদিন সন্ধ্যার পর আবারো আবু বক্কর সিদ্দিকের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তা চেয়েও তা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

পরে অবশ্য স্থানীয় ইউএনও এবং থানার ওসি এসেছিলেন। চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তারের পর স্থানীয় মহিলা-পুরুষ সবাই প্রতিবাদ জানাতে বাজারে দিকে আসতে চাইলে তাদেরকেও তাড়িয়ে দেয় পুলিশ। বাজারের ব্যবসায়ীরাও প্রতিবাদ জানিয়ে দোকান বন্ধ রাখতে চায়। কিন্তু চাপের মুখে তারা তা করতে পারেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। চেলাপ্রু মারমার বাড়িতে হামলা চালিয়ে এরই মধ্যে ভাঙচুর করে সন্ত্রাসীরা। আদর্শ গ্রামের এক সাবেক মেম্বারের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা দু তরুণীকে ধর্ষণ করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। বেতবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বার হাসান বানু অভিযোগ করেন যে, তার কাছে এলাকার অনেকেই অভিযোগ করেছেন নানা বিষয়ে। তিনি নিজেও সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছেন। তবে তিনি ঘটনাগুলো বিচারের জন্য স্থানীয় থানা, ইউএনও এমনকি পুলিশ সুপারকে পর্যন্ত স্মারকলিপি দেন। কিন্তু এর কোনো প্রতিকার হয়নি। তার ছেলে এবং মেয়ের জামাতা আওয়ামী লীগ সমর্থক হওয়ায় তারা এলাকা ছেড়ে পলাতক।

বেশ কয়েকজন উপজাতীয় নাগরিকের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেলো যে, বেতবুনিয়া ইউনিয়নের প্রায় ৫০০ মারমা ও চাকমা পরিবারের বাস। নির্বাচনোত্তর হামলা, মামলার পর থেকে চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। উপজাতীয়দের প্রায় ১৫টি বাড়িতে হামলা করেছে সন্ত্রাসীরা। ফলে বেতবুনিয়া বাজারে প্রতি সপ্তাহে দুদিন যে হাট বসে তাতে আর উপজাতীয়রা আসতে সাহস পাচ্ছে না। স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা (কাউখালী থানা) আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক আচরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতারা হামলা-নির্যাতনের ব্যাপারে থানায় মামলা করতে গেলে তাদের সেই মামলাও নেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বিএনপি নেতা বদিউল আলমসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা এসব হামলার প্রত্যক্ষ উস্কানিদাতা বলে অভিযোগ রয়েছে। বেতবুনিয়া ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান থ্র জাই মারমা অভিযোগ করেছেন, তার ইউনিয়নেও বেশ কয়েকটি উপজাতীয় ও আওয়ামী লীগ সমর্থক বাঙালি পরিবার হামলার শিকার হয়েছেন। বেতবুনিয়া ইউনিয়নের দুজন মেম্বার সুমেধ বড়ুয়া এবং পাই চিং অং মারমা এখনো এলাকায় যেতে পারছেন না হামলার ভয়ে। পুরো এলাকায় এখন এক ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ১৬ নবেম্বর ২০০১

(৪৬৫)

চট্টগ্রামে নিজ বাসভবনে অধ্যক্ষ গোপাল মুহুরীকে গুলি করে হত্যা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জামায়াত- শিবির ক্যাডাররা জড়িত ঃ পুলিশ

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গতকাল শুক্রবার সকাল সোয়া ৭টায় নগরীর কেন্দ্রস্থল জামালখান রোডে নিজ বাড়িতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন হাটহাজারী উপজেলার নাজিরহাট ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরী (৫৮)। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তার বাসায় ঢুকে মাথায় রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করার পর বেবিট্যাক্সি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। কলেজের কর্তৃত্ব দখল নিয়ে বিরোধের জের ধরে জামায়াত শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা সুপরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে নিহতের আত্মীয়স্বজন ও পুলিশ জানিয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নগরীর জামালখান, মোমিন রোড এলাকায় গতকাল দিনরাত অঘোষিত হরতাল পালিত হয়। এলাকার সব সড়কে সারাদিন কোন যানবাহন চলাচল করেনি। রাস্তা জুড়ে ছিল অসংখ্য প্রতিবাদ মিছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আবদুল্লা আল নোমান নিহতের বাসায় লাশ দেখতে গিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার রোষানলে পড়েন। অধ্যক্ষ মুহুরীর লাশ ময়নাতদন্ত শেষে গতকাল তার নিজ গ্রাম ফটিকছড়ি উপজেলার রোসাংগিরি গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য। এর আগে তার মরদেহ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে নিয়ে গেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে সেখানে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শেষশ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সেখানে এক প্রতিবাদ সমাবেশ সিটি মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ থেকে সাত দিনের প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করে বলা হয়, এক সপ্তাহের মধ্যে ঘাতকদের গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে। এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যক্ষের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঘাতকদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান বলেছেন, স্থানীয় এমপি হিসেবে আমিও খুনিদের গ্রেফতারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব। আমি অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে খুব ভালো করে চিনি। তিনি অত্যন্ত নীতিবান ও সজ্জন লোক ছিলেন। তার ঘাতকরা রেহাই পাবে না। এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নিহতের স্ত্রী উমা মুহুরী বাদি হয়ে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। এতে তিনি নাজিরহাট

কলেজের গভর্নিং বডি নিয়ে মামলা মোকদ্দমার জের হিসেবে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন।

যেভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল

নগরীর ব্যস্ততম পত্রিকাপাড়া ও ডাক্তারপাড়া হিসেবে পরিচিত জামালখান এলাকা। দৈনিক যুগান্তর চট্টগ্রাম অফিসের গা ঘেঁষেই ছোট্ট একটি গলি জামালখান সড়ক থেকে পূর্বদিকে চলে গেছে। গলির শেষ প্রান্তে 'প্রান্তিকা' নামে একটি ভবন। মূল সড়ক থেকে ১০০ ফুট ব্যবধানে অবস্থিত ওই ভবনের ডান দিকে পুরাতন একটি বিল্ডিং নাম 'শাওন ভবন'। ওই ভবনের দ্বিতীয় তলায় ডান পাশে নিহত গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর বাসগৃহ। স্ত্রী উমা মুহুরীসহ পুত্র সৈকত মুহুরী এবং মেয়ে সুদীপা মুহুরীকে নিয়ে থাকতেন।

প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানান, সকাল ৬টায় একটি বেবিট্যাক্সি গলির মুখে এসে দাঁড়ানোর পর ৪ জন যুবক 'শাওন ভবন' এর সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। মূল গেইট বন্ধ থাকায় তারা সেখানে বেশকিছু সময় অপেক্ষা করতে থাকে। ওই চার যুবকের মধ্যে তিন জনের পরনে ছিল পাঞ্জাবি-পায়জামা, আরেকজনের পরনে শার্ট-প্যান্ট। সকাল ৭টায় শাওন ভবনের মূল গেইট খোলা পেয়ে ওই চার যুবক সিঁড়ি বেয়ে সোজা চলে যায় কলেজ অধ্যক্ষের বাসায়। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে উমা মুহুরী যুবকদের দরজা খুলে দিলে তারা নিজেদের ডিবি পুলিশ বলে পরিচয় দেয়। এ সময় তাদের হাতে ছিল চাইনিজ রাইফেল। তারা গৃহকর্ত্রীর কাছে অধ্যক্ষ কোথায় জানতে চায়। এক পর্যায়ে তারা দাবি করে ছাত্রলীগ ক্যাডার 'আবু তৈয়ব' তাদের ঘরে লুকিয়ে আছে। আমরা তাকে গ্রেফতার করতে এসেছি। অস্ত্রধারী যুবকদের সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর বাকবিতণ্ডা শুনে ঘুম ভাঙে অধ্যক্ষের। বিছানা থেকে উঠে এসে ড্রইংরুমের সোফাতে বসেন অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরী। এ সময় তার পরনে ছিল সাদা ফতুয়া ও লুঙ্গি। অধ্যক্ষ অস্ত্রধারী যুবকদের শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং তার ঘরে 'তৈয়ব নেই' বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। এ সময় এক অস্ত্রধারী যুবক অধ্যক্ষের মাথার বাম দিকে চায়নিজ রাইফেল ঠেকিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়লে তার মাথার ডান পার্শ্বের মগজ বেরিয়ে গেলে মুহূর্তের মধ্যে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ে তার পুরো শরীর। রুমের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে মাথার মগজ। পুরো ড্রইংরুম রক্তে লাল হয়ে পড়ে। ঘটনার পরপরই অধ্যক্ষের মেয়ে সুদীপা ডাকাত ডাকাত চিৎকার শুরু করলে অস্ত্রধারী যুবকরা কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করতে করতে রাস্তায় উঠে তাদের জন্য অপেক্ষমাণ ট্যাক্সিতে চড়ে জামালখান সড়ক দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যায়। গুলির শব্দে সকালে ঘুম ভাঙার পর আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে পুরো এলাকাবাসী। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে জনতা জমায়েত হয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে থাকে। এর মধ্যে সকাল সাড়ে সাতটায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চাইনিজ রাইফেলের দুটি খোসা।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্র ও শ্রমমন্ত্রী এবং সিটি মেয়র

হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘন্টা পরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল নোমান। এর আগে সকাল ৮টায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, ফটিকছড়ির সংসদ সদস্য রফিকুল আনোয়ার, পুলিশের আইজি মোদাব্বের হোসেন চৌধুরীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ।

স্বরাষ্ট্র ও শ্রমমন্ত্রী এ সময় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারা নিহতের পরিবারকে সান্ত্বনা দেন এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেন।

যে কারণে হত্যাকাণ্ড

নাজিরহাট ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরী ১৯৬৩ সালে হিসাব বিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন ওই কলেজে। এরপর কলেজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন

সার্বক্ষণিকভাবে। গত মার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নিলে কলেজ পরিচালনা পর্ষদ তাঁর চাকরির মেয়াদ দুই বছর বাড়ানোর প্রস্তাব করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তা অনুমোদন করে। ফলে তিনি কলেজ অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ চালিয়ে যান। এর মধ্যে কলেজটি দখল নিতে জামায়াত-শিবির চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের বেশ কয়েকজন শিক্ষকও ওই প্রতিষ্ঠানে চাকরী নেন। কলেজ শিক্ষক ও পরিচালনা পর্ষদ জানিয়েছে, নাজিরহাট কলেজের সহকারী শিক্ষক ইদ্রিছ চৌধুরী, মোঃ জহিরুল হক, তফজুল আহমদ কলেজের গভর্নিং বডির নির্বাচনের উদ্যোগ নেন। তার এ উদ্যোগের বিরোধিতা করে শিক্ষকরা হাটহাজারী সহকারী জজ আদালতে মামলা করেন। এর মধ্যে জামায়াত পন্থী শিক্ষক এমরান আলী বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। জামায়াত পন্থী শিক্ষকদের এ সময় মদদ দিতে থাকে চট্টগ্রাম কারাগারে আটক ৩৬ মামলার আসামি দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডার নাছিরের পিতা এলাহী বখশ। তিনিও কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা দায়ের করেন এবং বিভিন্নভাবে কলেজ ত্যাগ করতে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। এসব ঘটনার জের ধরে কলেজ অধ্যক্ষকে খুন করা হয়েছে বলে তার পরিবার দাবি করেছে। ওই কলেজের ৪৮ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১২জন শিক্ষক জামায়াত পন্থী।

পুলিশ যা বলছে

পুলিশ বলছে হত্যাকাণ্ডটি পূর্ব পরিকল্পিত। পরিকল্পনা অনুযায়ী শুক্রবার বন্ধের দিনকে বেছে নেয়া হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শিবির ক্যাডার 'হুমায়ুন-এয়াকুব' গ্রুপ জড়িত রয়েছে। নাজিরহাট কলেজে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার জন্য বেছে নেয়া হয়েছে পেশাদার ওই কিলার গ্রুপের সদস্যদের। তাছাড়া শিবির ক্যাডার হুমায়ুন হচ্ছে শিবির ক্যাডার নাছিরের আপন ভাগ্নে। হত্যাকাণ্ডের জন্য তাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে যা বলা হয়েছে

অবৈধ অস্ত্রধারীদের গুলিতে নিহত নাজিরহাট ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তার স্ত্রী রেলওয়ে অডিট অফিসার মিসেস উমা মুহুরী বাদি হয়ে কোতোয়ালি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। কোতোয়ালি থানা মামলা নং ৪২, তারিখ ১৬.১১.২০০১। মামলার এজাহারে তিনি বলেন, 'আমার স্বামী হাটহাজারি উপজেলার অধীন নাজিরহাট ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ ইদ্রিছ মিয়া চৌধুরী, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ জহিরুল হক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তফজুল আহমদ কলেজ পরিচালনা সংসদে দীর্ঘদিন অবৈধভাবে শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য পদ দখল করে রাখার পরিপ্রেক্ষিতে আমার স্বামী সব শিক্ষকের ইচ্ছানুযায়ী ওই পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এতে নতুন শিক্ষকরা প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন। এতে তারা সদস্য হতে না পেরে আমার স্বামীর ওপর আক্রোশ পোষণ করে পর পর দুটি মোকদ্দমা দায়ের করেন। এতে তারা সুবিধা করতে না পেরে মোঃ এমরান আলী গংকে দিয়ে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আরও একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন। এরপরও কলেজ পরিচালনা পর্ষদ তার চাকরির মেয়াদ আরও দুবছর বৃদ্ধি করেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের যোগসাজশে জনৈক এলাহী বখস গং বাদী হয়ে অপর একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। আমার ধারণা হচ্ছে যে, উল্লেখিত মামলার বাদিগণ এবং তাদের সহযোগীরা একে অপরের সঙ্গে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজেরা এবং পেশাদার খুনির সহযোগিতায় আমার স্বামীকে হত্যা করে।'

ঘটনার বিবরণে এজাহারে বাদী উল্লেখ করেন, 'অদ্য (শুক্রবার) সকাল আনুমানিক ৭টায় আমি ঘুম থেকে উঠে ঘরের দরজা জানালা খুলে প্রাত্যহিক গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত থাকাকালীন তিনজন অস্ত্রধারী এবং একজন নিরস্ত্র সন্ত্রাসী ঘরের পশ্চিমের কক্ষে প্রবেশ করে, আমার ঘরের পূর্বের শয়ন কক্ষ থেকে আমার স্বামীকে ড্রয়িংরুমে ডেকে নিয়ে যায় এবং তৎমধ্যে একজন সন্ত্রাসী আমার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে কথা বলার ছলে পূর্বপরিকল্পিতভাবে তার মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এর ফলে তার মাথার মগজ বের হয়ে যায়। তার শরীরের ডান অঙ্গসহ পরনে থাকা শার্ট, লুঙ্গি এবং সোফার গদি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। আমি গুলির শব্দ শুনে চিৎকার করে উঠি। গুলির শব্দ শুনে আশেপাশের লোকজন আসতে আসতে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র উঁচিয়ে পালিয়ে যায়।'

মামলার তদন্তভার ডিবি'র হাতে

চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের পর নিহত কলেজ অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর স্ত্রী উমা মুহুরী নিজে বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সুরতহাল সংগ্রহ করে লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, চাঞ্চল্যকর এই মামলা তদন্তের জন্যে ইতিমধ্যে গোয়েন্দা পুলিশও কাজ শুরু করে দিয়েছে। জানা গেছে, এ মামলার তদন্তভার ডিবি পুলিশকে দেয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রামে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে সভা এবং দামপাড়া পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে যোগ দিতে গতকাল শুক্রবার এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আসেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চট্টগ্রাম এসে মুখোমুখি হন নাজুক পরিস্থিতির। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে চট্টগ্রামে বিক্ষুব্ধ জনতার মুখোমুখি হন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর এই প্রথম তিনি জনতার প্রতিবাদের মুখে পড়লেন।

উত্তাল চট্টগ্রাম

অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর মৃত্যুর পরপরই বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কালো পতাকা উঁচিয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়কে বের হয় মিছিল। বিক্ষুব্ধ জনতার সব মিছিল এসে জামালখানে জড়ো হয়। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে জামালখান সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরিবর্তে প্রতিবাদ আর মিছিলের জনপদে পরিণত হয়। এ সময় জনতা গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর হত্যাকাণ্ডের বিচারের পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগসহ তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে।

বিকাল সাড়ে ৩টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতি চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী তাৎক্ষণিকভাবে আগামী ৭দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, আজ শনিবার ওয়ার্কার্স পার্টির উদ্যোগে চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে শোকসভা, রোববার সর্বদলীয় র‍্যালি, সোমবার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে জেএম সেন হলে সমাবেশ, মঙ্গলবার গোল পাহাড় শ্মশানঘাটে সমাবেশ, বুধবার প্রেসক্লাব চত্বরে নাগরিক কমিটির সমাবেশ, বৃহস্পতিবার শহীদ মিনারে সর্বদলীয় সমাবেশ এবং আগামি শুক্রবার বিকাল ৩টায় লালদিঘি মাঠে শোক ও বিক্ষোভ সমাবেশ। তাছাড়া সপ্তাহব্যাপী চট্টগ্রামের সব নাগরিকের কালো ব্যাজ ধারণ এবং সব শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বিনোদ বিহারী চৌধুরী, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক কানাই লাল দাস, শহর আওয়ামী লীগ (দ.) সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দিন নাসু ও সিপিবি'র শহর শাখার সভাপতি শাহ আলম।

শেখ হাসিনার দাবি

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করেছেন। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি এই দাবি জানান।

বিবৃতিতে তিনি অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনায় গভীর ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে বলেছেন, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই বিএনপি-জামায়াত-শিবিরের

সন্ত্রাসীচক্র সারাদেশে একের পর এক হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় সহস্রাধিক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। বিবৃতিতে তিনি প্রয়াত মুহুরীর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

যুগান্তর, ১৭ নবেম্বর,২০০১

(৪৬৬)
হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে জামাত শিবির!

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী কলেজ পরিচালনায় সাহসের সাথে সকল ধরনের অন্যায়, অনিয়ম ও অবৈধ চাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন বলেই স্বার্থান্বেষী একটি চিহ্নিত মহল পেশাদার খুনিদের ভাড়া করে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে। একটি মৌলবাদী সংগঠনের অনুসারী তিন শিক্ষক কলেজটিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা-মোকদ্দমা করে ব্যর্থ হয়ে এখন ভাড়াটিয়া দিয়ে এ হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছেন বলে পুলিশের একটি সূত্র দাবি করেছে। অন্যদিকে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ৯৪ বছর বয়স্ক মাওলানা আফজাল আহমদ চৌধুরীও এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে কলেজের জামাতে ইসলামী সমর্থক কতিপয় শিক্ষকের যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ আনেন।

১৯৬৪ সালে গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী নাজির হাট কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। ১৯৮৯ সালে তিনি ওই কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পান। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পাওয়ার পর ১৯৯০ সালে তিনি কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনের নামে যেকোন ধরনের তৎপরতা নিষিদ্ধ করেন। কলেজের বিশাল সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার জন্য একটি মহল তৎপর হয়ে উঠলে তিনি তাও রুখে দাঁড়ান। এরই মধ্যে জামাত অনুসারী তিন শিক্ষক অবৈধভাবে কলেজ পরিচালনা কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধির পদ জবরদখল করে রাখলে এক বছর আগে অধিকাংশ শিক্ষকের প্রত্যাশা অনুসারে তিনি এ তিনটি পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বর্তমান সরকারের সময় মৌলবাদী জামাত-শিবির অনুসারী কুখ্যাত শিবির ক্যাডার নাছিরের (বর্তমানে হাজতে) পিতা এলাহী বক্স বাদি হয়ে এ সংক্রান্ত আরও একটি মামলা আদালতে দায়ের করেন। এভাবে মামলা করে, হুমকি-ধামকি দিয়ে শিক্ষক চক্রটি গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে অধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দিতে উঠে-পড়ে লাগে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, নাজিরহাট কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের সাথে গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এসব শিক্ষক নানাভাবে কলেজ থেকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে না পারায় এ ঘৃণ্য ঘটনা সংঘটিত করে। সূত্রমতে, মৌলবাদী সংগঠনের অনুসারী শিক্ষক মো. ইদ্রিস মিয়া চৌধুরী, জহিরুল হক ও তফজুল আহমদ ঐতিহ্যবাহী নাজিরহাট কলেজ পরিচালনা পরিষদে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্যপদ দখল করে রাখলে অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর সাথে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে।

অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী সম্প্রতি আলোচ্য কলেজের অধিকাংশ শিক্ষকের সম্মতিতে কলেজের পরিচালনা পরিষদের নির্বাচনের উদ্যোগ নেন। এতে ওই তিন শিক্ষক আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং নানাভাবে তাকে চাপ দিতে থাকে। একাধিক কূটকৌশল ও নানা ভয়ভীতির পরও অধ্যক্ষকে আপোসে আনতে ব্যর্থ হওয়ার পর তারা আদালতে নির্বাচন বাতিলের জন্য দুটি মামলা রুজু করে। ইতোমধ্যে অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর বয়স ৬০ অতিক্রান্ত হলে কলেজ পরিষদ তার চাকরির মেয়াদ আরও দু'বছর বৃদ্ধি করে, যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়। এতে জামাতপন্থী শিক্ষকরা চরম ক্ষিপ্ত হয়। পরবর্তীতে ওই তিন শিক্ষকের প্ররোচনায় একটি ছাত্র সংগঠন একাধিক দফায় ক্যাম্পাস দখলের প্রচেষ্টা চালায়।

কিন্তু অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর কঠোর ও শক্তিশালী অবস্থানের কারণে সেই প্রয়াস ব্যর্থ হলে ওই সংগঠনের ক্যাডাররাও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে অধ্যক্ষ গোপাল মুহুরীর চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় গত ১০ এপ্রিল তাকে অধ্যক্ষ হিসেবে আরও দুবছরের জন্য দায়িত্ব পালন করে যেতে কলেজ পরিচালনা কমিটির প্রস্তাব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয় বলে জানা গেছে। জানা যায়, অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী ওয়ার্কার্স পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন।

সংবাদ, ১৭ নবেম্বর ২০০১

(৪৬৭)
নাটোরের কালীমূর্তির স্বর্ণালঙ্কার লুট

লালপুর (নাটোর) থেকে সংবাদদাতা ঃ গত বুধবার গভীর রাতে লালপুর উপজেলার সিরাজীপুর গ্রামের রাম কানু সরকারের কালী মন্দিরে ডাকাতি হয়েছে।

গ্রামবাসী জানায়, রাত ২টায় ৭/৮ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত মন্দিরে হানা দিয়ে বাদল নামে এক চৌকিদারকে মারধর করে এবং ঢাক ও পাঁঠাবলির খড়গ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিজেরা ঢাক বাজায়। তারা কালী প্রতিমার গলায় ও হাতে থাকা প্রায় ১৫ হাজার টাকার স্বর্ণলঙ্কার এবং রাম কানুর স্ত্রীর কানের স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে ডাকাতির কোন আলামত পাওয়া যায়নি।

সংবাদ, ১৭ নবেম্বর, ২০০১

(৪৬৮)
ফেনীতে ৮টি সংখ্যালঘু পরিবারে লুটপাট, কালীমূর্তি ভাংচুর

ফেনী থেকে সংবাদদাতা ঃ ফেনীর দাগনভুঞা উপজেলায় বৃহস্পতিবার রাতে ৮টি সংখ্যালঘু পরিবারে লুটপাট, একটি কালী মন্দিরে মূর্তি ভাংচুর ও একটি দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

এলাকাবাসী ও বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে দাগনভুঞা উপজেলার জায়লস্কর ইউনিয়নের ধর্মপুর গ্রামের ৮টি সংখ্যালঘু পরিবারে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ব্যাপক লুটপাট করে। সন্ত্রাসীরা ৫টি টেলিভিশনসহ বহু মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা বাড়ির লোকজনকে ঘটনাটি পুলিশকে না জানানোর নির্দেশ দিয়ে যায়।

অন্যদিকে একই উপজেলার দুধমালাতে বৃহস্পতিবার রাতে কে বা কারা একটি কালীমন্দিরে ঢুকে কালী মূর্তি ভেঙে ফেলে। সকালে কালী মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক মেঘনাথ সাহা মন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাঙা দেখতে পান। দাগনভুঞা থানাকে ঘটনাটি জানানো হয়েছে।

সংবাদ, ১৭ নবেম্বর ২০০১

(৪৬৯)
নান্দাইলে সংখ্যালঘু যুবক অপহৃত ঃ ২ দিনেও সন্ধান মেলেনি

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ঃ নান্দাইলের পল্লীতে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের এক যুবককে গত বুধবার রাতে একদল দুর্বৃত্ত অপহরণ করেছে। অপহৃত যুবক গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ছিল বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

থানা পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার খারুয়া ইউনিয়নের বেলতৈল গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জিতেন্দ্র সরকারের পুত্র রিপন কুমার দত্ত (২৮) কালী পূজা দেখে ফেরার পথে তার বাড়ির অঙিনায় পৌঁছলে পাঁচ-ছয়জনের একদল দুর্বৃত্ত অস্ত্রের মুখে তাকে তুলে নিয়ে যায়। এলাকার একটি সূত্র জানায়, নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের এজেন্ট থাকা নিয়ে এলাকার কতিপয় লোক রিপনকে নানা রকম হুমকি দিচ্ছিল। আওয়ামী লীগ দাবি করছে অপহরণের সঙ্গে এ ঘটনার যোগসূত্র রয়েছে। এদিকে পুলিশ রিপনকে উদ্ধারের তৎপরতা চালানোর কথা বললেও এখনও পর্যন্ত তারা রিপনের কোনো সন্ধান পায়নি। তবে পুলিশ সুপার বলছে এটি স্রেফ অপহরণ ঘটনা।

প্রথম আলো, ১৭ নবেম্বর, ২০০১

(৪৭০)
মাগুরায় হিন্দুবাড়িতে, কুমিল্লায় লোকনাথ আশ্রমে সন্ত্রাসী হামলা

কুমিল্লা অফিস, মাগুরা প্রতিনিধি ঃ কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার মোহাম্মদপুর পূর্বপাড়ার শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রক্ষ্মচারী আশ্রমে গত বুধবার একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে আশ্রম ভাঙচুর করেছে। হামলায় তিন ব্যক্তি আহত হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ খুরশিদ আলম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

হামলায় আহত খোকন চন্দ্র সরকার ও নির্মল চন্দ্র সরকার জানান, বুধবার দীপাবলির রাতে আশ্রমে কীর্তন চলছিল। রাত পৌনে আটটার দিকে জামাল নামের এক যুবক আশ্রমে এসে কীর্তন বন্ধ করার জন্য হুমকি দেয়। আশ্রমের লোকজন এ সময় মুরুব্বিদের খবর দিতে বের হলে ২০-২৫ জন যুবক হঠাৎ আশ্রমে হামলা করে এবং লোকনাথের প্রতিকৃতি ও পূজার সরঞ্জাম ভাঙচুর করে। আশ্রমে উপস্থিত নিপা রানী সরকার নামের এক মহিলার স্বর্ণের চেইন, হাতের বালা ও এক অতিথির নগদ ২০ হাজার টাকা এ সময় ছিনতাই হয়। থানায় এ ব্যাপারে কোনো মামলা হয়নি।

এদিকে যাত্রা গান চলাকালে মহিলাদের প্যান্ডেলে ঢুকে লাঞ্ছিত করার সময় বাধা দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা করে গৃহকর্তা এবং তার স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করেছে। মাগুরা সদর উপজেলার শৈলডুবী দুর্গাপুর গ্রামে গত বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী জানান, ওই গ্রামের হরি ঠাকুরের আশ্রমে গত মঙ্গলবার রাতে যাত্রা চলাকালে পার্শ্ববর্তী খদ্দ কুছুন্দি গ্রামের চিহ্নিত সন্ত্রাসী রাজু কাজী ও ফয়েজ মৃধার নেতৃত্বে ৮-১০ জনের একদল সন্ত্রাসী মহিলাদের প্যান্ডেলে ঢুকে অশোভন আচরণ করে। এ সময় যাত্রাস্থলে উপস্থিত লোকজনের চাপের মুখে সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়।

ঘটনার জের ধরে সন্ত্রাসীরা বেলা ২টার দিকে দুর্গাপুর গ্রামের দীলিপ মণ্ডলের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে ও তার স্ত্রীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এ সময় তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা আবারও এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর হুমকি দিয়ে চলে যায়। এ অবস্থায় এলাকার সংখ্যালঘুরা সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কায় আতঙ্কে রয়েছেন।

প্রথম আলো, ১৭ নবেম্বর, ২০০১

(৪৭১)
সীমান্ত অতিক্রমকালে ২২জন হিন্দু গ্রেফতার

ইউএনবি, ঠাকুরগাঁও ঃ বলাইগাছি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যাওয়ার প্রাক্কালে বিডিআর ২২জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের মধ্যে চারজন মহিলা রয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় পুলিশ এদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা পাসপোর্ট ছাড়াই দালালকে টাকা দিয়ে সালগাছি সীমান্ত অতিক্রম করছিল। এ ব্যাপারে চাটলগাছি থানায় মামলা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতরা কালিপূজা দেখতে ভারতে যাচ্ছিল। কিন্তু অন্য একটি সুত্র জানায়, তারা চিরকালের জন্য দেশ ত্যাগ করছিল।

ডেইলি স্টার, ১৭ নবেম্বর ২০০১

(৪৭২)
চিলমারীতে এক পুরোহিতকে জখম করে ৩ আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন করেছে ছাত্রদল ক্যাডাররা

তৈয়েবুর রহমান, চিলমারী (কুড়িগ্রাম) থেকে ফিরে ঃ জেলার চিলমারীতে গত বৃহস্পতিবার দিনেদুপুরে ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক হিন্দু পুরোহিতকে উপর্যুপরি কুপিয়ে তার দু হাতের ৩টি আঙ্গুল বিচ্ছিন্নসহ মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতবিক্ষত করেছে। আহত ঐ পুরোহিতকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে ঐদিনই রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। চিকিৎসকরা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন।

এ ঘটনায় চিলমারী সদরে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৫ জন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়েরের পর তাদেরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালানো হলে স্থানীয় বিএনপি নেতারা পুলিশকে পাল্টা হুমকি দিয়ে নিবৃত্ত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ অবস্থায় পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

চিলমারী উপজেলা সদরের সবুজপাড়া মোড় এলাকা দিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ঐ পুরোহিত স্বপন চন্দ্র বাজারে যাচ্ছিলেন। এ সময় ওৎ পেতে থাকা ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডার মিজু, বাবু, আনোয়ার, আনিসুল ও রেজাউলসহ ১০/১২জন তাকে ঘিরে ফেলে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। তাদের ধারালো অস্ত্রের কোপে স্বপনের মাথার মধ্যভাগ, ডান পা, পিঠ, ঘাড়সহ শরীরের অসংখ্য স্থানে মারাত্মক জখম হয়। এমনকি দুই হাতের ৩টি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়া স্বপনকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসার সাহস পায়নি। ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা তাকে অচেতন অবস্থায় সেখানে ফেলে রেখে উল্লাসের সঙ্গে মিছিল করে দলীয় স্লোগান দিয়ে ঐ এলাকা ত্যাগ করে।

এ ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে বাজারে ছড়িয়ে পড়লে ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয়। আহত স্বপনের মা নিরুপমা (৫৫) জানান, ঘটনার দিন সকাল ৭টার দিকে তিনি স্বপনকে বাজারে পাঠান। রিকশায় করে ডাক্তারের বাসায় যাওয়ার সময় তার ছেলের ওপর ঐ নৃশংস হামলা করা হয়। এসব সন্ত্রাসী প্রায় দেড় মাস ধরে তার ছেলেকে ও প্রতিবেশী গিরিশবাবুর ছেলে মধুকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিল। বিষয়টি পুরোহিত স্বপন দুর্গাপূজার আগেই স্থানীয় যুবদল নেতা হুমায়ুন মাসুদকে অবহিত করে। ঐ যুবদল নেতার আশ্বাসের ভিত্তিতেই স্বপন সবুজ পাড়ার দুর্গা মণ্ডপে নির্ভয়ে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন।

স্থানীয় তিন জন প্রতিবেশী জানান, বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টার দিকে সন্ত্রাসী মিজু, বাবু ও আনিসুল সবুজপাড়া মোড়ে প্রকাশ্যে রাম দা নিয়ে স্বপনকে যখন হত্যার হুমকি দিয়ে খুঁজছিল সে সময় তারা ঐ দিক দিয়ে এসে মিজুর বাবা রাজা মিয়াকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং তার ছেলেকে শাসন করার পরামর্শ দেন। প্রতিবেশীদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা মিয়া তার ছেলে

সন্ত্রাসী মিজুকে মারামারি না করার জন্য শাসন করেছেন। কিন্তু তাতেও ছাত্রদলের সন্ত্রাসী তাণ্ডব থেমে থাকেনি। বর্তমানে সেখানে ৫৪টি হিন্দু পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করছে।

যুবদল নেতা হুমায়ুন মাসুদ জানান, পরিকল্পিতভাবে এসব ছেলে পুরোহিত স্বপনের ওপর হামলা চালিয়েছে। এদের কারণে দলের ভাবমূর্তিও নষ্ট হচ্ছে। তারা নিজেরাও সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া তৎপরতায় আতঙ্কিত। তিনি আরো বলেন, এসব সন্ত্রাসীর হাত থেকে বাঁচার জন্য শিগগিরই আমরা এই পাড়ার সমস্ত লোকজনকে নিয়ে একটি সর্বদলীয় শান্তি বৈঠক করবো। চিলমারী থানার ওসি তোফাজ্জল হোসেন জানান, আসামিরা গা ঢাকা দিয়েছে। আমরা তাদেরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছি।

প্রথম আলো, ১৭ নবেম্বর, ২০০১

(৪৭৩)
জামায়াতে ইসলামীর প্রভাবশালীদের মদদ
গোদাগাড়ীতে এবার মন্দির দখল করে বানানো হচ্ছে মসজিদ

আনিসুজ্জামান, নারায়ণপুর (গোদাগাড়ী) ঘুরে এসে ঃ এবার রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামের আদিবাসী সাঁওতাল ও ওঁরাও সম্প্রদায়ের পূজামণ্ডপ ও মেলার স্থান দখল করে মসজিদ বানানো হচ্ছে। স্থানীয় জামায়াতে ইসলামী সমর্থক কয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রকাশ্য মদদে ঘটছে এই অপকর্ম। এ নিয়ে স্থানীয় আদিবাসী এবং তাদের প্রতিপক্ষর মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। শুক্রবার সকালে অকুস্থল সরেজমিন পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে। এলাকাবাসী জানায়, আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাঁওতাল এবং ওঁরাও গোত্রের শতাধিক পরিবার বংশ পরম্পরায় দীর্ঘদিন থেকে নারায়ণপুরে বসবাস করে আসছে। বসবাসের শুরু থেকেই সম্প্রতি বেদখল হওয়া পুজামণ্ডপ ও মেলা প্রাঙ্গণের প্রায় তিন একর জমিতে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে আসছিল। যার এসএ খতিয়ান জেএল নং ১০৬ (আই হাই মোজা)। ১৯৬২ সালের খতিয়ান অনুসারে আদিবাসীরা যেসব জমিতে বসবাস করে আসছে তাও সরকারী খাস তালিকাভূক্ত। গ্রামের সাগরাম মাঝিপাড়া ও ঝিকুরপাড়া মন্দির কমিটির সভাপতি সুশান্ত কুজুর(৪২) সাংবাদিকদের বলেন, সম্প্রতি বেদখল হওয়া স্থানটিতে তাঁর জন্মের পর থেকেই দুর্গাপূজা ও চার দিন ব্যাপী আদিবাসীদের মেলা অনুষ্ঠান হতে দেখে আসছেন। এবারও তা হয়েছে। স্থানীয় ১নং গোদাগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জালাল উদ্দিন সুশান্ত কুজুরের বক্তব্যর সমর্থন করে একই ধরনের বক্তব্য দিলেও বেদখল হওয়ার বিষয়ে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেন। স্থানীয় আদিবাসীদের বক্তব্য, প্রতিবারের ন্যায় এবারও স্থানটিতে যথারীতি মেলা ও দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী ৮/১০ টি গ্রামে বসবাসকারী আদিবাসীরা তাতে যোগ দিয়েছিল।

এলাকাবাসী জানায়, জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হিসেবে স্থানীয় নলত্রি গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আব্দুল মতিন তার ভাড়া করা ২০/২২ জন লোক নিয়ে গত ৭ নবেম্বর মন্দির ও মেলার স্থানটি দখল করে তাতে মাটি ভরাট করে। পরে চারদিকে বাঁশ দিয়ে বেষ্টনী তৈরি এবং একটি খড়ের ঘর তৈরি করে। এসব কাজে আদিবাসীরা কেউ বাধা দিতে সাহস পায়নি। কারণ মতিন নিজেকে বিএনপি সরকারের স্থানীয় এক সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর লোক পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। মন্ত্রীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্পর্কের কল্পকাহিনী এলাকায় প্রচার করছে। এছাড়া ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকে বিভিন্নমুখী হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে স্থানীয় আদিবাসীরা এমনিতেই ভীত সন্ত্রস্ত ও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। আদিবাসীরা বলেছে, দুর্গাপূজার সময় তারা দখল হওয়া স্থানে অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরি করে সেখানে পূজা করত। আব্দুল মতিন সাংবাদিকদের জানায়, মেলা স্থলের জমিটি সে প্রায় ২০ বছর আগে বিধূ সরকারের কাছ থেকে ক্রয় করেছে। মতিন আরও জানায়, শুক্রবারই ওই জমি থেকে একটি অংশ যে মসজিদ তৈরির জন্য দান করেছে। যার কারণে মসজিদ ঘর নির্মাণ শুরু করা হয়েছে। তবে ইউপি চেয়ারম্যান জালালউদ্দিন বলেন, মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। উল্লেখিত জমি নিয়ে ইতোপূর্বে দায়ের করার মামলার রায় আদিবাসীদের পক্ষে গেছে। সর্বশেষ দখলের পর আদিবাসীরা থানায় মামলা করতে গেলে থানা মামলা নেয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ নবেম্বর ২০০১

(৪৭৪)
খোকসায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত

খোকসা প্রতিনিধি ঃ কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার রতনপুর গ্রামে দাবিকৃত চাঁদা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সন্ত্রাসীরা আবারও সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩টি বাড়িতে হামলা, ভাংচুর, লুটপাটসহ সবজি ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। গতকাল সকালে বিএনপির একদল সন্ত্রাসী তাদের ওপর হামলা চালায়। তারা দুদিন আগেও পরিবারটির ওপর হামলা চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

গত বুধবার গভীর রাতে এই সন্ত্রাসী চক্র উক্ত গ্রামের নিত্যগোপাল বিশ্বাস, নির্মল বিশ্বাস ও শংকর বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা চালিয়ে শংকর বিশ্বাস ও অনিল চন্দ্র বিশ্বাসকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে ৪০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় অনিল চন্দ্র বিশ্বাসের ভাতিজা ষষ্ঠী বিশ্বাস বাদী হয়ে খোকসা থানায় মামলা করলে পুলিশ জুলফিকার আলী নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে। সন্ত্রাসীরা মামলা প্রত্যাহার ও দাবিকৃত চাঁদা প্রদানের জন্য হুমকি প্রদান করেছে। বাদী ষষ্ঠী বিশ্বাস তাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

আজকের কাগজ, ১৮ নবেম্বর, ২০০১

(৪৭৫)
সরজমিন হিজলা
সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ভাঙচুর-লুটপাটের পর এখন শুরু হয়েছে চাঁদাবাজি

বরিশাল থেকে মানবেন্দ্র বটব্যাল ঃ বরিশাল জেলার অন্যান্য স্থানের মত হিজলাতে এখনও চলছে সন্ত্রাস। বাড়ি ভাংচুর লুটপাটের তীব্রতা কমলেও এখন নতুন করে শুরু হয়েছে চাঁদাবাজি। উপজেলা প্রশাসন সব কিছু জেনেশুনেও চুপ। তারা এখন নিজেরাই অসহায়। কেউ সাহস করে থানায় মামলা করতে গেলে মামলা-পরবর্তী হামলা পুলিশ সামাল দিতে পারবেনা বলে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে নির্যাতিতরা সবই তাদের ভাগ্য বলে মনে করছে।

হিজলা উপজেলার মাউলতলা হাইস্কুলের শিক্ষক নির্মল কান্তি দাস (বিমু)। ১৯৭৭ সাল থেকে শিক্ষকতা করছেন। এখন তিনি তারই এককালীন ছাত্র এবং বর্তমানে বিএনপি সন্ত্রাসীদের ভয়ে এলাকা ছেড়ে বরিশাল শহরে এসে বসবাস করছেন। বাড়িতে তালা মেরে স্ত্রী চলে গেছেন প্রতিবেশী অশোক নন্দীর বাড়ি। সন্ত্রাসীরা প্রতিরাতে শিক্ষক বিমু ও তার স্ত্রীকে আশ্রয়দানকারী অশোক নন্দী এবং বিমুর শ্বশুর সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত ডা. কালীপদ দাসের বাড়িতে বোমাবাজি করছে। তারা বিমুর কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করছে। আর এ

খবর ২/১টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় এখন দেড় লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে। নির্বাচনের আগে পত্নীডাঙা গ্রামের ছাত্রশিবির কর্মী সাইফুল মল্লিক ও নির্বাচনের পর বিএনপি কর্মী শাহে আলমের স্ত্রী সুরাইয়া আলম তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। শিক্ষক বিমুর অপরাধ একে তো সংখ্যালঘু তার ওপর আওয়ামী লীগ নেতা। নির্বাচনের দিন বিমুর দায়িত্ব ছিল মাউলতলা স্কুল কেন্দ্রে স্থাপিত দলীয় নির্বাচনী ক্যাম্পে । এ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বেশী ভোট পেয়েছিলেন।

মাউলতলা গ্রামের বিএনপি ক্যাডারদের নির্যাতন থেকে বিজয় মণ্ডলের ছেলে প্রশান্ত ও প্রদীপকে পুলিশ উদ্ধার করলেও নির্যাতকদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়নি। একই গ্রামে বিএনপি কর্মীদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেছে ছাত্রলীগ কর্মী মণীন্দ্র নাথ দাস টিটো। হিজলার কাউরিয়া বন্দরের হোমিও চিকিৎসক ডা. অশোক চ্যাটার্জির কাছে যুবদল কর্মীরা চাঁদা হিসেবে দাবি করেছে দেড় লাখ টাকা মূল্যের ১১০ সিসি হোন্ডা সিডিআই।

নির্বাচনের পর বিএনপির উন্মত্ত ক্যাডাররা বাউসিয়া গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের এক যুবতীকে ধর্ষণ করেছে। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ধর্ষিতাকে দেখতে যান এবং তার অভিভাবকদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে আসেন। কিন্তু ধর্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এখানে ২০টি সংখ্যালঘু পরিবারকে পরিবার প্রতি ২০হাজার টাকা চাঁদা দিতে বলা হয়েছে। নতুবা দেশ ত্যাগ করার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে। এসব পরিবারের যুবতীরা এখন ঘুমহীন অবস্থায় রাত কাটায়। কাইসমা গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে তার হাত-পা ভেঙে দিয়েছে নৌকায় ভোট দেয়ার জন্য।

সংবাদ, ১৮ নবেম্বর, ২০০১

(৪৭৬)
সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা জাতিসংঘ প্রতিনিধিকে জানানো হয়েছে

বাংলাদেশে গত নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন চলছে সে বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার হাই কমিশনার মেরী রবিনসনকে অবহিত করা হয়েছে। গত ১১ ও ১২ নবেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় মানবাধিকার সম্মেলনে মেরী রবিনসন অতিথি হিসেবে যোগদান করেছিলেন। সেখানেই তার হাতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কিছু তথ্য-প্রমাণ তুলে দেয়া হয় এবং নির্যাতন বন্ধের জন্য তার উদ্যোগ কামনা করা হয় বলে সিটিজেনস ভয়েসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

মেরী রবিনসন বাংলাদেশের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন। পরিস্থিতি সরজমিনে পর্যবেক্ষনের জন্য জাতিসংঘ হাইকমিশনারের একজন প্রতিনিধি বাংলাদেশে পাঠানোরও আবেদন জানানো হয়েছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ইউরোপ ও ব্রিটেনে প্রবাসী কিছু বাংলাদেশের নাগরিক ও সংগঠনের পক্ষ থেকে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং ব্রিটিশ হাউজ অব্ কমন্সে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ওপর আলোচনার প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েকজন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মেম্বারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করা হয়েছে। তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যভিত্তিক কাগজপত্র দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আমেরিকা প্রবাসী কয়েকজন বাঙালীর পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশ ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন কংগ্রেসম্যান, সিনেটর এবং জনমত সংগঠনের নেতার সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

সংবাদ, ১৮ নবেম্বর ২০০১

(৪৭৭)
মামাবাড়ির আবদার !

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ বরিশালের হিজলা উপজেলায় কাউরিয়া বন্দরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার অশোক চ্যাটার্জির কাছে স্থানীয় ছাত্রদল ক্যাডারের দাবি ছিল ৭ দিনের মধ্যে ১১০ সিসি মোটর সাইকেল কিনে দিতে হবে। দেড় লাখ টাকা দামের মোটর সাইকেল কিনে দেয়ার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই বলে ডাক্তার অশোক কাউরিয়ায় পরিবারের সদস্যদের ফেলে এখন বরিশাল শহরে আশ্রয় নিয়েছেন। গত শুক্রবার তিনি সাংবাদিকদের জানান, পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি চিন্তিত।

প্রথম আলো, ১৮ নবেম্বর ২০০১

(৪৭৮)
নরসিংদীতে পূজা দেখতে গিয়ে নিখোঁজ পীযুষের লাশ উদ্ধার

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ নরসিংদীর হাজীপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে কালী পূজা দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া দশম শ্রেনীর ছাত্র পীযুষ দাসকে (১৬) মৃত অবস্থায় শনিবার ভোরে একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়। তার বাড়ি একই গ্রামে এবং পিতার নাম প্রেমানন্দ দাস। বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। দুদিন পর শনিবার ভোর ৫টায় হাজীপুর আনসার ভিডিপি ক্যাম্পের উত্তর পাশের একটি পুকুরে মাছ ধরার সময় চাঁদ মোহন দাসের জালে নিহত পীযুষের লাশ উঠে আসে। এ হত্যাকাণ্ডের কোন কারণ জানা যায়নি। পীযুষ হত্যার পর এই সংখ্যালঘু এলাকাটিতে ব্যাপক আতঙ্ক ও ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ায় নরসিংদী শহরের সংখ্যালঘুদের মধ্যেও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

যুগান্তর, ১৮ নবেম্বর ২০০১

(৪৭৯)
সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ নাটোরের চৌগ্রাম
মহিলাদের ধর্ষণের ভয় দেখিয়ে ৩ লাখ টাকার সম্পদ লুটপাট

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সিংড়া উপজেলার চৌগ্রামে হরিপদ কুণ্ডের বাড়িতে মহিলাদের জিম্মি করে গণধর্ষণের ভয় দেখিয়ে নগদ ২৮ হাজার টাকা, ১৪ ভরি স্বর্ণালংকার, মুদি দোকানের মালামালসহ প্রায় তিন লাখ টাকার সম্পদ লুটপাট করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা লুণ্ঠিত মালামাল বাড়ির সামনে রাখা ট্রাকে করে নিয়ে গেছে। দুর্বৃত্তরা গৃহকর্তা হরিপদ, তার স্ত্রী পারুল, তাদের পুত্র পরিতোষ, গৌর, নিতাই, পুত্রবধূ সঞ্চিতা, ষষ্ঠি রানী, শিল্পী ও নাতনী পপি রানীকে বেদম প্রহার করে। শুক্রবার রাত ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলেছে, ডাকাতি হয়েছে। নাটোরের পুলিশ সুপার ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ (বিদায়ী), সিংড়া থানার ওসিসহ কয়েকজন এসআই গতকাল রোববার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। থানা থেকে ঘটনাস্থলের দুরত্ব ৫ কিলোমিটার।

গৃহকর্তা হরিপদ জানান, বাড়ির পূর্বদিকের প্রাচীর টপকে ১৭/১৮ জনের একদল দুর্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্রসহ বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। এ সময় তিনি চিৎকার দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। দুর্বৃত্তরা দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে তাকে বেঁধে বেদম প্রহার করে। চিৎকারে পুত্র নিতাই দরজা খোলার সাথে সাথে তার তিন বছরের পুত্র সঞ্জিতের গলায় ডেগার ধরে এবং হত্যার ভয় দেখিয়ে মাতা সঞ্চিতা, পরিতোষের স্ত্রী ষষ্ঠি রানী, কলেজ পড়ুয়া কন্যা পপি রানী, গৌরের স্ত্রী শিল্পী রানীকে একত্র করে ধর্ষণের হুমকি দিয়ে প্রত্যেকের ঘর থেকে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা এনে দিতে বাধ্য করে। তারা মহিলাদের গায়ের সমস্ত গহনা খুলে নেয়। পরিতোষের ঘরের জানালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে তাকে খোঁজাখুঁজি করে। বাড়ির সাথে লাগা মুদি দোকানের সমস্ত মালামালও লুটপাট করে নেয়। প্রায় আড়াই ঘন্টা লুটপাট করে বাড়ির প্রধান গেটের তালা ভেঙ্গে রাস্তায় অপেক্ষমাণ ট্রাকে চড়ে তারা পলায়ন করে। যাওয়ার সময় শাসিয়ে যায় এ ঘটনা প্রকাশ করলে বা কারো নাম বললে পরদিন এসে সবাইকে জবাই করা হবে। কেউ রক্ষা করতে পারবে না। '৭১-এ পালিয়ে গিয়ে জানে বাঁচলেও এবার তাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না। তারা পার্শ্ববর্তী আরও ৩/৪টি বাড়ির লোকদের রেডি থাকতে বলেছে। গতকাল বিকেল ৪টার দিকে চট্টগ্রাম হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক তরুণ চক্রবর্তী ও অ্যাডভোকেট সুশান্ত ঘোষের সঙ্গে ওই বাড়িতে গেলে সেখানে আশেপাশের প্রায় ১শ ৫০জন নারী-পুরুষ দেখা যায়। কেউ মুখ খুলতে চায় না। বারান্দায় দুর্বৃত্তদের বেদম প্রহারে আহত সঞ্চিতা রানী শুয়ে আছে। দেখা গেল বাড়ির সবকটি ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো, টিভি, ভিসিআর নিয়ে গেছে, টেবিল-চেয়ার, কাপ-পিরিচ ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। তারা ৭২ বছর বয়সী বৃদ্ধ হরিপদকেও রেহাই দেয়নি। কাঁসার কোন থালা বাসন রাখেনি। পরিতোষ জানায়, সে অন্যের জামা ধার করে গায়ে দিয়ে থানায় খবর দিতে যায় দুপুর ১২টার দিকে। বিকাল ৪টার দিকে থানার মুহুরী জনৈক গোলামকে দিয়ে এজাহার লিখিয়ে সেখানে পরিতোষের সই নেয়।

এ ব্যাপারে সিংড়া থানায় কারও নাম উল্লেখ না করে ডাকাতি মামলা দায়ের হয়েছে সাংবাদিক এসেছে শুনে হিন্দু অধ্যুষিত ওই গ্রামের অনেকেই এসে আলাপ করে। তাদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। আবার রাতে কার বাড়িতে কি ঘটে! এদিকে গতকাল রোববার সকালে জনৈক আজাহার বাড়িতে এসে পরিতোষকে বলে তুমি নাকি বলেছ বিএনপির সন্ত্রাসীরা এ কাজ করেছে? জবাবে সে বলেছে ৫ বছর আগে বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন একবার তাদের বাড়ির মালামাল লুট হয়। আবার ২০০১ সালে বিএনপি যখন ক্ষমতায় আবারও এই ঘটনা ঘটল। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। চৌগ্রাম রাজবাড়ির অদূরে বাজার এলাকায় এ ধরনের ঘটনায় এলাকায় সংখ্যালঘুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

শনিবার রাতে লালপুর উপজেলার নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল সংলগ্ন লেবার কলোনি ও সুইপার কলোনিতে একদল যুবক এলোপাতাড়ি মারপিট ও লুটপাট করেছে। পুলিশ অবশ্য ঘটনা অস্বীকার করেছে। বিকালে লালপুর থানায় টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, সুগার মিলের নিরাপত্তা প্রহরীর মাধ্যমে তারা খবর পেয়েছে। ওসির নির্দেশে এস.আই জিল্লুর ঘটনাস্থলে গেছেন। এখনও ফিরেননি। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে আবারও যোগাযোগ করলে বলা হয়, জিল্লুর সাহেব এখনও ঘটনাস্থল থেকে ফেরেনি। তিনি ফিরলে যোগাযোগ করতে বলা হয়। তবে তারা শুনেছেন, পূর্ব শত্রুতাবশত সুইপার কলোনিতে মারপিট হয়েছে। আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে থানায় কেউ কোন যোগাযোগ করেননি।

বরগুনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পাথরঘাটায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে এবার গোয়ালঘরে আগুন দিয়ে ৩টি গরু পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে উপজেলার কেওড়াতলা গ্রামের সুখরঞ্জন বৈরাগির বাড়িতে শনিবার গভীর রাতে।

পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানি ইউনিয়নের কেওড়াতলা গ্রামের সুখরঞ্জন বৈরাগী জানান, গত ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর এলাকায় বিএনপির সাংসদ নুরুল ইসলাম মনির সমর্থকরা নানাভাবে তাদের হুমকি দিয়ে আসছিল। শনিবার সুখরঞ্জন বৈরাগী তার গোয়াল ঘরে ৮টি গরু যথারীতি বেঁধে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে কে বা কারা ওই গোয়ালঘরে আগুন দেয়। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে ৮টি গরুই অগ্নিদগ্ধ হয়। এর মধ্যে তিনটি মারা যায়, ২টি মারা যাওয়ার পথে। এ ব্যাপারে পাথরঘাটা থানায় সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে।

সংবাদ, ১৯ নবেম্বর ২০০১

(৪৮০)
দাগনভূঞায় চাঁদার টাকা পরিশোধ করতে না পারায় পরিবার নিয়ে পালিয়েছেন গুপিনাথ

দাগনভূঞা প্রতিনিধি ঃ ফেনীর দাগনভুঞা উপজেলায় গুপিনাথ সন্ত্রাসিদের চাঁদার বাকি টাকা পরিশোধ করতে না পারায় পরিবার নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, উপজেলার ২নং ইউনিয়নের গুপিনাথের কাছে সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে।

আজকের কাগজ, ১৯ নবেম্বর ২০০১

(৪৮১)
গৌরনদীতে যুবককে মারপিট, ব্যবসায়ীর ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই

গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ সস্তায় জমি বিক্রিতে রাজি না হওয়ায় গৌরনদীর বার্থীর তারাকুপি গ্রামে গত শনিবার সকালে সংখ্যালঘু যুবক সান্টু চাকী (৩১) কে মারপিট করা হয়েছে। তার পিতা নিতাই চাকী তার জমি বেশী দামে মান্নান ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করায় ক্ষুব্ধ হয়ে জনৈক মোসলেম ব্যাপারী এ হামলা চালায়।

আজকের কাগজ, ১৯ নবেম্বর ২০০১

(৪৮২)
বরিশাল খ্রিস্টান পাড়ায় ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলা ও লুটপাট

বরিশাল অফিস ঃ ছাত্রদলের ক্যাডার বাহিনী গতকাল সোমবার রাতে শহরের কাউনিয়া খ্রিস্টান পাড়ায় কবি ও এনজিও কর্মী হেনরি স্বপনের পৈতৃক বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। মারধর করেছে তার বৃদ্ধ মা-বাবা ও ভাইকে। এ ঘটনার পর খ্রিস্টান পাড়ার ৩৫টি খ্রিস্টান পরিবারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ছাত্রদলের ৯/১০ পরিচিত ক্যাডার খ্রিস্টানপাড়ায় হানা দিয়ে ঘোষণা করে তারা ছাত্রদল নেতা মশিউর আলম সেন্টুর লোক, কেউ যেন বাড়াবাড়ি না করে। এরপরই তারা তরুণ কবি ও এনজিও কর্মী হেনরি স্বপনের পৈতৃক বাড়িতে হামলা চালায়। তারা ওই ঘরে ব্যাপক ভাঙচুর করে টেলিভিশন ও ফ্যানসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নেয়। এ সময় বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে স্বপনের বৃদ্ধা মা লীলাবতি হালদার, বাবা জন হালদার ও ভাই ক্ষিতিশ হালদারকে মারধর করে। হামলাকারীদের অভিযোগ, কবি স্বপনের এক ভাই বিগত দিনে ছাত্রদলের সাবেক ক্যাডার নেতা বর্তমানে আত্মগোপনকারী কাউম হোসেন মিল্টনের

সহযোগী ছিল। এ হামলার খবর পেয়ে কতোয়ালি পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তবু ওই খ্রিস্টান পাড়ার ৩৫টি পরিবারের মধ্যেই আতঙ্ক বিরাজ করছে।

প্রথম আলো, ২০ নবেম্বর ২০০১

(৪৮৩)
সাভারে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসীদের হামলা গৃহকর্তা গুরুতর আহত

সাভার প্রতিনিধি ঃ জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গত রোববার সাভারের দক্ষিণ শ্যামপুর গ্রামের এক হিন্দু পরিবারের ওপর এলাকার একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এ সময় তারা পরিবারের গৃহকর্তাকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। তিনি স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত সোমবার এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। জানা গেছে, রোববার সকালে সাভারের দক্ষিণ শ্যামপুর গ্রামের দিলিপ চন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতে স্থানীয় হারেজ উদ্দিনের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এ সময় তারা রামদা ও কিরিচ দিয়ে গৃহকর্তা দিলিপ মণ্ডলকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এ সময় তার স্ত্রী শোভা রাণী এগিয়ে এলে তাকেও মারধর করে। হামলা শেষে সন্ত্রাসীরা জমি বিক্রি করা নগদ ৩ (তিন) লাখ ৫০ হাজার টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়।

প্রথম আলো ২১ নবেম্বর ২০০১

(৪৮৪)
লালমোহনে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি, ৬টি মামলা দায়ের ঃ গ্রেফতার ৭

ভোলা প্রতিনিধি ঃ নির্বাচনের পর ভোলার লালমোহন উপজেলার লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের তিনটি গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারগুলোর ওপর নির্যাতনের বিভিন্ন অভিযোগে গতকাল বুধবার পর্যন্ত মোট ছয়টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই এলাকায় গত এক সপ্তাহ ধরে পুলিশি তৎপরতা বেড়েছে। এ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে সাত জনকে। সরেজমিন লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের ফাতেমাবাদ, অন্নদাপ্রসাদ গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, লালমোহন থানা পুলিশ প্রথম আলোতে প্রকাশিত সিরিজ সংবাদের সূত্র ধরে নির্যাতিতদের খোঁজখবর করে তাদের দিয়ে মামলা দায়েরের চেষ্টা করেছে। পুলিশের এ উদ্যোগের ফলেই এই ছয়টি মামলা হয়েছে। ওইসব এলাকায় লক্ষণীয়ভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক ভীতি কেটে গেছে। পত্রপত্রিকায় ঘটনার একাধিক বিবরণ প্রকাশ পাওয়ার পর সম্প্রতি পুলিশ তৎপর হয়। গুণমনি বাজারে নয় বছরের শিশু রিতা রাণীকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত সেলিমকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করা হয়। তারপর হামলা ও নির্যাতনের বিষয়ে পুলিশি তৎপরতা বন্ধ ছিল। তবে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেছেন, এখনো কিছুটা আত্মগোপনে থেকে সন্ত্রাসী সাহাবুদ্দিন, জাকির এবং মিজান এলাকায় হুমকি দিচ্ছে। এরা প্রত্যেকেই এক একটি বাহিনীর নেতা। এদিকে গত রোববার ঢাকা থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং সামাজিক আন্দোলন সংস্থার দুটি পর্যবেক্ষক দল সরেজমিনে হামলা ও নির্যাতনের ঘটনার খোঁজ-খবর নিতে আসেন। পর্যবেক্ষক দলে রয়েছেন মহিলা পরিষদ নেত্রী মালেকা বানু, রাখী দাস পুরকায়স্থ এবং পংকজ ভট্টাচার্য। তারা ঘটনার ভয়াবহতা দেখে হতবাক হয়ে যান। ডাঃ ফরিদা বেগমের নেতৃত্বে একটি চিকিৎসক দল নির্যাতিতদের চিকিৎসা সহায়তা ও ঔষধ প্রদান করেন। তারা কয়েকজনকে ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করেন। সফরকারী দল এলাকায় কিছু আর্থিক সাহায্য দেন। মহিলা পরিষদের নেতৃবৃন্দ লালমোহন থানায় গিয়ে নির্যাতিত শেফালী

রাণীর পক্ষে মামলা না হওয়ার ব্যাপারে ওসির সঙ্গে কথা বলেন। থানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শেফালী রাজী না হওয়ায় মামলা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে গতকাল বুধবার রাতে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কর্তৃপক্ষ শেফালীর নারী নির্যাতন মামলাটি গ্রহণ করেছে। ভোলা সদর হাসপাতালে তার মেডিক্যাল পরীক্ষাও করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ১৬৪ ধারায় শেফালীর জবানবন্দি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। গত সোমবার ভোলার পুলিশ সুপার জানান, প্রথম আলোতে প্রকাশিত খবরের সূত্র ধরে অভিযুক্তদের খুঁজে বের করা হচ্ছে। নির্যাতিতদের অভয় দিয়ে মামলা নেয়ার পর কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই বাড়ির পুত্রবধূ এবং শাশুড়ি ধর্ষণের ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। আসামীরা দুটি ঘটনাতেই জড়িত বলে পৃথক মামলা হয়নি। পুলিশ সুপার জানান, লালমোহন থানা পুলিশের কাজে আরো গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে ওই থানার ওসি তোফাজ্জল কাসেমকে রোববারই প্রত্যাহার করে সেখানে জেলা ডিআই-১ ফজলুল করিমকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম আলো, ২২ নবেম্বর ২০০১

(৪৮৫)
মৌলভীবাজারের গ্রামে চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু শিক্ষকের ধান কেটে নিয়েছে

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি ঃ মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করে না পেয়ে একজন সংখ্যালঘু শিক্ষকের জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৪ নবেম্বর সকাল ৮টার দিকে কমলগঞ্জ উপজেলার মুন্সীবাজার ইউনিয়নের পালগাঁও (পাল জোয়ান) গ্রামের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই গ্রামের প্রভাবশালী মছকন মিয়ার নেতৃত্বে শতাধিক লোক দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শিক্ষক হরিপদ দেবনাথের জমির পাকা নাবিসাইল ধান কেটে নিয়ে যায়। স্কুল শিক্ষক অভিযোগ করেন প্রভাবশালী মছকন মিয়ার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী তার কাছে নগদ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। স্কুল শিক্ষক চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে তার জমির পাকা ধান কেটে নেওয়া হয়। স্কুল শিক্ষক হরিপদ দেবনাথ-এ ব্যাপারে মৌলভীবাজার প্রথম শ্রেণীর আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

প্রথম আলো, ২২ নবেম্বর ২০০১

(৪৮৬)
ভিটেমাটি বেঁচে পালাতে গিয়েও পথে পথে নির্যাতন, অপহরণ

তৌফিক মারুফ, বরিশাল ঃ নিরাপত্তার অভাবে বাপ-দাদার ভিটেমাটি বিক্রি করে এলাকা ছেড়ে পালাতে গিয়েও সন্ত্রাসীদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়নি ঝালকাঠির রাজাপুরের সুভাষ মিত্রের পরিবার। পথে পথে সন্ত্রাসীদের নির্যাতন ও লঞ্চ থেকে অপহরণের পর বরিশাল কোতোয়ালি পুলিশ ওই পরিবারের চারজন সদস্যকে উদ্ধার ও দুই সন্ত্রাসীকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটেছে এ ঘটনা। ঘটনার শিকার হতভাগ্য পরিবার ও পুলিশ সূত্র জানায়, ঝালকাঠি জেলার রাজাপুরের আদিনিবাসী প্রয়াত শ্যামাচরণ মিত্রের পৈতৃক মাত্র ৬ শতাংশ জমির ওপর একটি বসতঘর ও একটি দোকানঘর নিয়েই বসবাস করছিল তার পুত্ররা। চার পুত্রের মধ্যে সুভাষ ঢাকায় একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বাকিরা ওই বাড়িতেই থাকতেন। ১ অক্টোবর নির্বাচনের আগে থেকেই তাদের উপর স্থানীয় বিএনপি সমর্থক একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ নানাভাবে নিপীড়ন শুরু করে। নির্বাচনের ৩-৪ দিন পর ওই গ্রুপটি এই পরিবারটির অন্যতম আয়ের উৎস দোকান

ঘরটি দখল করে ক্লাব ঘর বানায়। একই সঙ্গে প্রতিনিয়ত পরিবারটিকে নানাভাবে হয়রানি ও হুমকি দিতে থাকে। চরম নিরাপত্তাহীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করা কঠিন ভেবে সদ্য সমাপ্ত কালি পূজা উপলক্ষে সুভাষ মিত্র ঢাকা থেকে গ্রামে এসে গোপনে স্থানীয় জনৈক জাহাঙ্গীর হোসেনের কাছে সমুদয় ভিটেমাটি সম্পত্তিসহ বিক্রি করে দেন প্রায় ৩ লাখ টাকায়। গত মঙ্গলবার ওই জমি বিক্রির টাকা হাতে পেয়ে সুভাষ মিত্র তার স্ত্রী শিপ্রা মিত্র, ১০ মাসের শিশু সন্তান ও ভাই সুধীর মিত্র গোপনে বিকেল ৪টায় রাজাপুর থেকে যাত্রীবাহী বাসে চড়ে ঝালকাঠি লঞ্চ ঘাটের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। ভুক্তভোগীরা জানান, পথে গাবখান ফেরিঘাটে আসতেই তারা টের পান এলাকার সেই সন্ত্রাসী গ্রুপ তাদের পিছু নিয়েছে। তারা দ্রুত বরিশালগামী একটি বাসে ওঠে বরিশাল রূপাতলী বাসস্ট্যান্ডে নেমে ঢাকার লঞ্চ ঘাটের উদ্দেশ্যে একটি টেম্পোতে উঠতেই সন্ত্রাসী পাখি ও কানন জোরপূর্বক একই টেম্পোতে লাফিয়ে উঠে তাদের নামিয়ে নেওয়ার জন্য টানা হেঁচড়া শুরু করে। টেম্পোচালক দ্রুত টেম্পো নিয়ে শহরের স্টিমারঘাট টেম্পো স্ট্যান্ডে এলে সেখানে আগে থেকেই ওত পেতে থাকা সন্ত্রাসী গ্রুপের আরো কয়েকজন এগিয়ে এসে সুভাষসহ চারজনকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় টেম্পোচালকের মাধ্যমে খবর পেয়ে পার্শ্ববর্তি নৌফাঁড়ির পুলিশ ছুটে এসে সন্ত্রাসী পাখি ও কাননকে গ্রেপ্তার করে এবং সুভাষ পরিবারকে পুলিশ হেফাজতে ঢাকামুখী পারাবত নামের একটি লঞ্চে তুলে দেয়। এদিকে পালিয়ে যাওয়া সদস্যদের মাধ্যমে ও কানন গ্রেপ্তারের খবর জানতে পেরে বরিশাল লঞ্চ ঘাটের জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের একদল নেতাকর্মী পারাবত লঞ্চে গিয়ে সুভাষ, সুধীর, শিপ্রাকে মারধর করে শিশুসন্তানসহ জোরপূর্বক ধরে শ্রমিক সংগঠনের একটি ঘরে নিয়ে আটকে রাখে। তারা পাখি ও কাননকে মুক্ত করে এনে দেওয়ার জন্য সুভাষকে চাপ দেয়। এ ঘটনা আবার পুলিশের কানে গেলে বরিশাল কোতোয়ালি থানা পুলিশের দুই কর্মকর্তার নেতৃত্বে এক অভিযানের মাধ্যমে অপহৃতদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

প্রথম আলো, ২২ নবেম্বর ২০০১

(৪৮৭)
'ন্যাড়া বাহিনী'

শরিয়তপুর জেলার গোসাইরহাট এলাকায় 'ন্যাড়া বাহিনী'র উপদ্রবে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত নির্বাচনের পর স্থানীয় মনির সর্দার, আজাহার দেওয়ান ও দেলোয়ার সিফারী গংদের নেতৃত্বে গঠিত এই বাহিনী গত একমাস যাবৎ গোসাইর হাট এলাকার সংখ্যালঘুদের উপর হামলা এবং জোর পূর্বক চাঁদা আদায় করছে। পুলিশকে বিষয়টি জানানোর পরও প্রশাসন থেকে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। স্থানীয় কৃষক লীগের উদ্যোগে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করা হয়।

প্রথম আলো, ২২ নবেম্বর ২০০১

(৪৮৮)
জিয়ায় শাহরিয়ার কবির আটক

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে কোলকাতা থেকে ঢাকায় ফেরার পর ইমিগ্রেশন তাকে আটক করে। পুলিশের আইজি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী রাতে বিবিসিকে

বলেন, শাহরিয়ার কবিরের কাছে কিছু কাগজপত্র ও ভিডিওক্যাস্টে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। রাতে বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন সূত্র জানায়, রাত ৭টা ১০ মিনিটে বিজি-০৯৬ বিমান যোগে কোলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন শাহরিয়ার কবির। এরপর তাকে কাস্টমস হল থেকে নিয়ে আসা হয় একটি গোয়েন্দা সংস্থার বিমানবন্দর অফিসে। রাতে ওই অফিসেই তাকে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ সময় তার কাছে থাকা পাসপোর্ট ও ক্যাসেট কেড়ে নেয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেফতার করার জন্য উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এ কারণে দীর্ঘ সময় তাকে আটক করে জেরা করা হয়। শাহরিয়ার কবিরের পারিবারিক সূত্র বলেছে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেয়া সংখ্যালঘুদের নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরির জন্য শাহরিয়ার কবির কোলকাতায় গিয়েছিলেন। ফিল্মের কাজ শেষে তিনি ফিরছিলেন ঢাকায়। তবে একাধিক সূত্র বলেছে, সংখ্যালঘুদের নিয়ে তার বিভিন্ন কাজ কর্মের কারণে সরকার তাকে আটক করেছে। রাতে তাকে এসবি অফিসে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ নবেম্বর ২০০১

(৪৮৯)
সন্ত্রাসীদের কবল থেকে দম্পতিকে উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সন্ত্রাসীদের হাত থেকে পুলিশ এক দম্পতিকে উদ্ধার করেছে। ঐ দম্পতি তাদের জমি বিক্রির টাকা নিয়ে ঝালকাঠি থেকে ঢাকায় ফিরছিল। সুভাষ ও তার স্ত্রী শিপ্রা জমি বিক্রির টাকা নিয়ে ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা তাদের কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজাপুর থানা বিএনপির চেয়ারম্যান পাংখা এবং তার সহযোগী কানন শীলকে গ্রেফতার করেছে।

সন্ত্রাসীরা ক্ষমতাসীন বিএনপির থানা শ্রমিক দলের সঙ্গে যুক্ত। টাকা ছিনতাইকালে সন্ত্রাসীরা মহিলাকে নির্যাতন করে।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে কোতয়ালী থানায় মামলা হয়েছে।

নিউ নেশন, ২৩ নবেম্বর ২০০১

(৪৯০)
ঘটনাস্থল আগৈলঝাড়া
সংখ্যালঘুদের একটি বাড়ি দখল ।পুলিশ নির্বিকার

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ আগৈলঝাড়ায় বিএনপির ক্যাডাররা সংখ্যালঘু পরিবারের একটি বাড়ি দখল করে নিয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি জেনেও নীরবতা পালন করছে।

আগৈলঝাড়া উপজেলার পতিহার গ্রামে শ্যামল বরণ নাগের বাড়িতে দুটি ঘর আছে। একটি ঘরে শ্যামল নাগ নিজে বাস করছেন। অন্যটিতে তার ছেলে সস্ত্রীক বসবাস করত। নির্বাচনোত্তর সহিংসতার সময় সম্ভ্রম বাঁচাতে শ্যামল নাগ তার অল্পবয়স্ক পুত্রবধূকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। শ্যামলের পুত্র ঘরে তালা দিয়ে তার পিতার সাথে থাকছে। আর এই সুযোগে এলাকার সন্ত্রাসী রেজাউল সরদার ও শাহজাহান দলবল নিয়ে তালাবদ্ধ ঘরটির তালা ভেঙ্গে দখল নিয়ে নেয়। সন্ত্রাসীরা ঘরের সামনে পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছে যে, ঘরটি তাদের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে। বিষয়টি অবহিত করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অবৈধ

দখলদারদের সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা নেয়নি। এখন শ্যামল নাগ সালিশের মাধ্যমে ঘরটি পুনর্দখল নেবার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে সন্ত্রাসীরা মোটা অঙ্কের চাঁদা ছাড়া ঘরের দখল ছাড়বে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৪ নবেম্বর ২০০১

(৪৯১)
বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার খবরে ভারতের পার্লামেন্টের উদ্বেগ প্রকাশ

কাগজ ডেস্ক ঃ বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার যেসব খবর পাওয়া গেছে সে ব্যাপারে ভারতের পার্লামেন্ট সদস্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তবে তারা দক্ষিণপন্থীদের সর্তক করে দিয়েছেন। তারা যেন পরিস্থিতি বিষিয়ে তোলার চেষ্টা না করেন। বিবিসি।

আজকের কাগজ, ২৪ নবেম্বর ২০০১

(৪৯২)
সরজমিন মানিকগঞ্জ
চাঁদা দিতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে ভক্তদাস

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ মানিকগঞ্জ পৌর এলাকার আন্ধারমানিকের ভক্তদাস মণ্ডল ৫০ হাজার টাকা চাঁদা না দিতে পেরে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তার একমাত্র কন্যা স্কুলে যেতে পারছে না। সন্ত্রাসীরা তাকে তুলে নেয়ার হুমকি দিচ্ছে। তার স্ত্রী ২ ছেলে এবং মেয়ে নিয়ে হুমকির মুখে বাড়িতে অবস্থান করছে। ভক্তদাস মণ্ডল জানে না তারা কেমন আছে। আর এ জন্য সে দায়ী করেছে স্থানীয় ছাত্রদল নেতা পারভেজ, কাঞ্চন, সিদ্দিক, রতন ও তার সহযোগীদের। এরা সবাই চিফ হুইপ ও সাংসদ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের অনুগত বলে তার দাবি। সে জানায়, সে পৌরসভা নির্বাচনে খন্দকার দেলোয়ারের হয়ে কাজ করেছিল। গত সংসদ নির্বাচনে সে ভোট দেয়নি। এখন দেলোয়ারের লোকজনের কারণেই তাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে। ভক্তদাসের আর্তি— 'আমি কার কাছে যাব, কোথায় যাব? আমি এ দেশ ছেড়ে যাব না। ভিক্ষে করে খাব। তবুও যেন আমাকে জানে মারা না হয়।' উল্লেখ্য, খন্দকার দেলোয়ার মানিকগঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট মিনিস্টার আর স্থানীয় এমপি হারুনুর রশীদ খান মুন্নু ২ জনই বিএনপির প্রভাবশালী নেতা।

পৌরসভার দক্ষিণ দিকে কালীগঙ্গা নদী পার হয়ে আন্ধারমানিক। এ আন্ধারমানিক খেয়া ঘাটের পাশেই ভক্তদাসের বাড়ি। ভক্তদাস এ খেয়াঘাটে রোজ ৮০ টাকা বেতনে টোল আদায়ের কাজ করে। এর আগে সে উকিলের মুহুরীর কাজ করত। টোলঘরের অদূরেই ১৯ শতাংশ জমির ওপর তার বাড়ি। এছাড়া ৩০ শতাংশ জমির ওপর তার কলার বাগান আছে। গত ১৪ নবেম্বর রাত ৮টার দিকে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজরা খেয়াঘাটে গিয়ে ভক্তদাসের হাতে একটি পিস্তল দিয়ে বলে—'নে রাখ, ভাল মাল। আর ৫০ হাজার টাকা দে।' ভক্তদাস ভড়কে গেলে সন্ত্রাসীরা ওই পিস্তল তার মাথায় ঠেকিয়ে বলে কালকের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা দিবি। নয়ত এখানে থাকতে পারবি না। তখন ভক্তদাস চিৎকার করতে চাইলে সন্ত্রাসীরা তার গলা টিপে ধরে এবং গোপন স্থানে লাথি মারে। এরপর তারা টাকা রেডি রাখতে বলে চলে যায়। পরদিন দুপুরে আবার ওই সন্ত্রাসীরা ভক্তদাসকে খেয়াঘাটে না পেয়ে তার বাড়ি যায়। ভক্তদাস তখন

তাদের আগমন টের পেয়ে ঘরের মধ্যে কাঁথামুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাকে। সন্ত্রাসীরা তখন ভক্তদাসের স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে এবং বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে ২ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে চলে যায়। এরপর সে প্রাণে বাঁচার জন্য সন্ত্রাসীদের কাছে ৪ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেয়; কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি— সন্ত্রাসীদের দাবিকৃত ৫০ হাজার টাকা দিতেই হবে। ৫০ হাজার টাকা দিতে না পেরে ভক্তদাস শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করে। এখনও সে আত্মগোপন অবস্থায় আছে। এসব কথা ভক্তদাস বলেছে তার এক বন্ধুর বাসায় আত্মগোপন অবস্থায়।

ভক্তদাসের সাথে কথা বলার পর অনেক পথ হেঁটে কালীগঙ্গা নদী পেরিয়ে গতকাল দুপুরে তার বাড়ি গেলে তার স্ত্রী, মেয়ে সুচিত্রা (১৫) ও এক ছেলে সুব্রত মণ্ডলকে (১০) বাড়িতে পাওয়া যায়। তারা প্রথমে এ প্রতিবেদকের সাথে কথাই বলতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত ভক্তদাসের স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ে। সে জানায় তার স্বামী কোথায় আছে জানে না। চাঁদা দিতে না পেরে পালিয়ে গেছে। সে দিনের বেলা তার এক মেয়ে ও ২ ছেলে নিয়ে বাড়িতে থাকে; কিন্তু রাতে সন্ত্রাসীদের ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে থাকে।

ভক্তদাস জানায়,তার একমাত্র মেয়ে সুচিত্রা মানিকগঞ্জ সরকারি এস,কে বালিকা বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী। এ ঘটনার পর থেকে তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। চাঁদা না পেলে তারা সুচিত্রাকেও তুলে নেয়ার হুমকি দিয়েছে। সে জানায়, একটি পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পর জেলা যুবদল নেতা বাদলও তাকে খুঁজছে। সে খবর পাঠিয়েছে মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবে গিয়ে বলতে হবে চাঁদাবাজির ঘটনা মিথ্যা। পত্রিকার খবর মিথ্যা। বাদল এ ব্যাপারে মুচলেকা আদায়ের জন্যও তাকে খুঁজছে। ভক্তদাস মণ্ডল এ সব বলার সময় একটি প্রশ্নই বারবার করেছে। সে এখন কি করবে, কার কাছে নালিশ করবে?

পুলিশকে কেন জানায়নি, থানায় কেন মামলা করেনি— জানতে চাইলে সে জানায়, ভয়ে। মামলা করলে তো আমাকে বাঁচতে দেবে না। পারভেজ ও তার সহযোগীরা চিফ হুইফের লোক; পুলিশ তাদের কি করবে? এ ব্যাপারে মানিকগঞ্জ সদর থানার ওসির কাছে জানতে চাইলে ওসি গোলাম মইনুদ্দিন বলেন, আন্ধারমানিক গিয়ে ঘটনার সত্যতা পুলিশ পেয়েছে; কিন্তু ভক্তদাস মণ্ডল মামলা করেনি। ফলে কোন ব্যবস্থা নেয়া যায়নি। পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ মতো নিজে বাদি হয়ে মামলা করছে না কেন—জানতে চাইলে ওসি বলেন, আইন পারমিট করে না। ছাত্রদল নেতা পারভেজ সন্ত্রাসী কিনা জানতে চাইলে ওসি বলেন, তার বিরুদ্ধে আগে মামলা ছিল, এখন নেই। গতকাল এ প্রতিবেদক মানিকগঞ্জ থেকে ফেরার পথে পারভেজকে প্রত্যক্ষ করেন। সে তখন একই ধরনের ৭টি মোটর সাইকেলযোগে তার সহযোগীদের নিয়ে মহড়া দিচ্ছিল।

আন্ধারমানিক এলাকার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন জানান, মূলত ভক্তদাসের বাড়ির ওপর নজর পড়েছে সন্ত্রাসীদের। এর আগেও আন্ধারমানিক এলাকায় এ রকম হিন্দু বাড়ি দখল করা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের চাঁদার নামে তার বাড়ি দখল করতে চায়, একটি মার্কেটের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ভক্তদাসের বাড়ির ১৯ শতাংশ জমি সন্ত্রাসীদের গডফাদারদের খুব প্রয়োজন। তাদের মতে, একবার যখন নজর পড়েছে ভক্তদাসকে ওই বাড়ি ছাড়তে হবে; কিন্তু ভক্তদাসের জবাব, 'আমি আমার এ দেশ, এ জন্মভূমি ছেড়ে কোথাও যাব না। আমাকে বাঁচান।'

এ ব্যাপারে খন্দকার দেলোয়ার হোসেন টেলিফোনে জানান, বাদল যুবদল নেতা এবং পারভেজ ছাত্রদল নেতা। এদের তিনি চেনেন, অন্যদের তিনি চেনেন না। তবে কেউ বললেই তারা তার লোক হয়ে যায় না। অভিযোগকারী ভক্তদাস মণ্ডল তার পরিচিত। সে তার ভাইয়ের মুহুরী ছিল। তিনি জানান, এ ধরনের চাঁদাবাজির খবর তার জানা নেই। ভক্তদাস তার কাছে অভিযোগ করতে পারত। তিনি বলেন, আজ শনিবার মানিকগঞ্জে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মিটিং

আছে। ডিস্ট্রিক্ট মিনিস্টার হিসেবে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন। এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি পুলিশকে বলবেন বলে জানান।

সংবাদ, ২৪ নবেম্বর, ২০০১

(৪৯৩)
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভা
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সংখ্যালঘু নিধন, নিপীড়ন এবং গণতান্ত্রিক ধারাকে বিপন্ন করার বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক গণতন্ত্রমনা সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে। পরিষদ বলেছে, চট্টগ্রামে অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে হত্যার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী হত্যার যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে গণপ্রতিরোধ ছাড়া সে ধারাকে পিছু হটানো যাবে না।

গতকাল শুক্রবার ঢাকেশ্বরী মন্দির মেলাঙ্গন মিলনায়তনে পরিষদের বর্ধিত সভায় দেশের ৪২টি জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা তাদের এলাকায় সংঘটিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের মর্মান্তিক ঘটনাবলি তুলে ধরেন।

সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নের ঘটনা সংবাদপত্রে এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মাধ্যমে জনসমক্ষে আসার কারণে বিভিন্ন স্থানে হয়রানি-নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে বলে সভায় বক্তারা উল্লেখ করেন। তারা বলেন, সংখ্যালঘুদের পক্ষে দাঁড়ানোর অপরাধে লেখক শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেপ্তার করে হয়রানি করা হচ্ছে। তাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আগামী ২৯ জানুয়ারী সারা দেশে 'দাবি দিবস' পালন এবং ১৬ ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে সারা দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের তথ্যাবলী প্রদর্শনী, র‍্যালী ও সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষনা করা হয়।

সভায় দেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়া সংখ্যালঘুদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাকে সরকার অতিরঞ্জিত বলে প্রচার করছে। যার মাধ্যমে দুষ্কৃতকারীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে মদদ দেওয়া হচ্ছে।

সভায় কুমিল্লা জেলা ঐক্য পরিষদের সভাপতি বাসুদেব চ্যাটার্জি বলেন, চান্দিনায় শতাধিক মা-বোনকে ধর্ষণ করা হয়েছে। হোমনা-কচুয়ায় ৬২টি পরিবার একই দিনে সর্বস্বান্ত হয়ে পালিয়ে গেছে। কচুয়া ও দাউদকান্দিতে যা ঘটেছে তা বর্ণনাতীত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কুমিল্লা গেলে ডিসি, এসপির সামনেই তাকে সব জানানো হয়েছে। তিনি সেদিনই ঘোষণা করেছেন, কোথাও কোন সহিংস ঘটনা নেই।

মৌলভীবাজারের পরিষদ নেতা ফণীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য বলেন, অনাড়ম্বর দুর্গোৎসব করার দায়ে স্থানীয় প্রশাসনও আমাদের হুমকি প্রদর্শন করেছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারিনি। সভায় বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা যেকোন নির্যাতনের বিরুদ্ধে পারিবারিকভাবেই প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্তের সভাপতিত্বে সভায় কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে অপর সভাপতিদ্বয় ভদন্ত বোধিপাল মহাথেরো, ড্যানিয়েল কুরাইয়া, সুধাংশুশেখর হালদার, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ, অধ্যাপক নিম চন্দ্র ভৌমিক, বাসুদেব ধর, চট্টগ্রামের রানা দাশ গুপ্ত, নির্মল চ্যাটার্জি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রথম আলো, ২৪ নবেম্বর ২০০১

(৪৯৪)
সরজমিন বাঘা উপজেলা
সংখ্যালঘু পাড়ায় পাইকারী ছিনতাই ও ডাকাতি

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী থেকে ঃ রাজশাহীতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের কৌশল পালটেছে। ছিনতাইকারী ও ডাকাতবেশে চলছে হামলা- নির্যাতন ও লুটতরাজ। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জেলার বাঘা উপজেলার আড়ানি ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ঘোষপাড়াতে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে। তবে একজন প্রতিনিধির তদারকিতে থানা পুলিশ মামলার এজাহারটি ডাকাতি হিসাবে রেকর্ড করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনার পর থেকে ওই পাড়ায় ১৭টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১২টা ৫ মিনিটের সময় মুখোশপরা ৪০/৫০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল আক্রমণ শুরু করে ঘোষপাড়ায়। 'শালা মালাউনের বাচ্চা তোরা নৌকায় ভোট দিবি আর তোদের নেতা আওয়ামী লীগের কুত্তারা এখন কোথায় গেল? ওরা তোদের রক্ষা করতে পারবে না। নৌকায় ভোট দেয়ার মাসুল নিতে এসেছি।' এই বলে হামলা ও লুটতরাজ শুরু করে এবং যাবার সময় বলে 'সাত দিন পর আমরা আবার আসবো। থানা পুলিশ কিংবা সাংবাদিকদের ঘটনা জানালে এবার এসে ডবল মাসুল নিয়ে যাবো। তাই ঘটনা কাউকে জানাবি না। এর অন্যথা হলে কেউ বাঁচবি না তোরা।' এই বলে প্রায় দুই ঘন্টা অপারেশন শেষ করে সন্ত্রাসীরা বীরদর্পে চলে যায়। গতকাল শনিবার দুপুরে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সাগর ঘোষ ও সুপদ ঘোষ এভাবেই সন্ত্রাসীদের হামলার ঘটনার বর্ণনা দিলেন।

সাগর ও সুপদ এই দু'ভাইয়ের দেয়া তথ্য মতে , দই ব্যবসায়ী সাগর চন্দ্র ঘোষের বাড়িতে প্রথম হামলা করা হয়। মুখোশপরা সন্ত্রাসীদের অধিকাংশ ছিল হাফ প্যান্ট পরা। সকলের হাতে ছিল ধারালো অস্ত্র। বাড়িঘর হামলা, ভাংচুর ও লুটতরাজের মাধ্যমে সেই গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা ঘোষপাড়ায় ব্যাপক ত্রাসের সৃষ্টি করে। নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার, কাপড়-চোপড় সব মিলিয়ে তারা দেড় লক্ষাধিক টাকা লুট করে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা ঘোষপাড়ায় মোট ১৭টি বাড়ির মধ্যে চারটি বাড়িতে হামলা করে। তবে প্রত্যেকটি বাড়ির দরজার সামনেই ৫/৭ জন করে পাহারা দিচ্ছিল এই অপারেশন চলাকালে। তারা কমপক্ষে ১৫ জন নারী-শিশু ও পুরুষের ওপর চালায় শারীরিক নির্যাতন। এদের মধ্যে গোপাল ঘোষ ও মিনা রানীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদেরকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানান, মিনা রানীর নাড়ী ভুড়ি সব বেরিয়ে গিয়েছিল। তার অপারেশন করা হয়েছে। কিন্তু মিনা এখনও শংকামুক্ত নয়। গোপালের ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। তার মাথায়ও আঘাত করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, সন্ত্রাসীরা সাগর ঘোষের বাড়ির দরজা ভেঙ্গে তার ঘরে ঢুকে সাগরকে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে। পাশাপাশি বলতে থাকে যে, এই পাড়ায় বড়লোক কে কে আছে তাদের নাম বল। সাগর জানেনা বললে নির্যাতনের মাত্রা আরোও বাড়তে থাকে। ঘরের টেবিলে রাখা প্রায় ৭০ পিচ দই নষ্ট করে। তাকে মারতে মারতে এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা প্রায় ৭৫ বছর বয়সী সাগরের বাবা নিরাপদ ঘোষের দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে। নিরাপদের স্ত্রী রেখা রানী (৫৫) এবং সাগরের মেয়ে রিংকি (১৩) ও ভাগ্নি পিংকির (১৪) কানের দুল ছিঁড়ে নেয়। শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয় নিরাপদ ঘোষকেও।

এভাবে এক এক করে সুদীপ, সুপদ, রণজিৎ, খোকন, শান্তনা, গোপাল, মিনারানী, মন্টু ও মেমিসহ অন্যদেরকে মারধর করার পাশাপাশি তাদের স্বর্ণালংকার, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় লুট করতে থাকে। সুজিতের ঘরের দরজা কেটে তার ঘরে ঢুকে নির্যাতন ও লুটপাট চালানো হয়। তাকে চাইনিজ কুড়াল, ডেগার ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে সন্ত্রাসীরা । সন্ত্রাসীরা সুজিতের দুটি চেইন, চারটি আংটি ও নগদ ৬৫ হাজার টাকা লুট করে। বিএ ক্লাসের ছাত্র সুদীপকে লাঠি দিয়ে মারে। সুজিতের শ্যালক রণজিতের এক হাজার টাকা ও আড়াই ভরি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়। সুদীপের ভাতিজা খোকনের ওয়াকম্যান, ঘড়ি, শার্ট-প্যান্ট, স্যান্ডেল ও চশমা নিয়ে গেছে। তারা গোপাল ঘোষের বাড়িতে গিয়ে গোপালকে(৩৫) উঠানে খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে নির্যাতন চালায়। তার স্ত্রী শান্তনাকে (২৮) মারধর করে তার কাছ থেকে নগদ কয়েক হাজার টাকা, স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। এ সময় কোলের শিশু সন্তান কিশোরকে (৪) মারতে উদ্যত হলে শান্তনা তার বাচ্চাকে না মারার জন্য কাকুতি-মিনতি করে বলতে থাকে, সব নিয়ে যান তবুও আমার ছেলেকে মারবেন না। পরে সন্ত্রাসীরা শিশু সন্তানটিকে আর মারেনি।

সন্ত্রাসীরা এরপর গোপালের ভাই মন্টু ঘোষের (৪২) বাড়িতে একইভাবে হামলা ও লুট করে। তার স্কুল পড়ুয়া মেয়ে মেমিকে(১৫) মারধর করে কানের রিং ছিনিয়ে নেয়। এসময় তারা রতন ঘোষের ওপরও নির্বিচারে নির্যাতন করে। হামলা শুরুর সময় সন্ত্রাসীরা সাগর ঘোষের স্ত্রী মিনা রানীকে(২৭) পেটে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করলে তার নাড়ি-ভুঁড়ি সব বের হয়ে যায়। এই হামলা ও লুটতরাজের ঘটনার ব্যাপারে শুক্রবার বিএনপি সমর্থক এক জনপ্রতিনিধির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাঘা থানার পুলিশ ডাকাতি মামলা হিসাবে একটি এজাহার গ্রহণ করে। এজাহারটিও ক্ষতিগ্রস্তদের কথা অনুযায়ী লেখা হয়নি বলে জানা গেছে। তবে থানার পুলিশ এ অভিযোগ সত্য নয় বলে জানিয়েছে। ডাকাতি না সন্ত্রাসী হামলা তা যাই হোক না কেন এখন পর্যন্ত কোন ডাকাত কিংবা সন্ত্রাসী কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। এ ব্যাপারে পুলিশের তেমন কোন তৎপরতা আছে বলেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

এদিকে গত ২২ নবেম্বর সকালে পুঠিয়া-তাহেরপুর সড়কে ব্যবসায়ী পুলক সাহার লক্ষাধিক টাকার কাপড় ছিনিয়ে নেয় সন্ত্রাসীরা । এই ঘটনায়ও পুলিশ এখনো কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি। থানা জিডি নিয়েছে ছিনতাই হিসাবে। পুলিশ বলেছে, ঘটনাটি ছিনতাইয়ের। তাই জিডি সেভাবে রেকর্ড করা হয়।

সংবাদ, ২৫ নবেম্বর ২০০১

(৪৯৫)
৩ লাখ টাকা চাঁদা দাও অথবা উচ্ছেদ হও
৩০টি হিন্দু পরিবারকে বিএনপি ক্যাডারদের হুমকি

আনোয়ার আলী, নাটোর ঃ ৩০টি হিন্দু পরিবারকে গৃহহারা করার হুমকি দিয়েছে বিএনপির ক্যাডাররা। নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার ঋষিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। গ্রামবাসী জানায়, বিএনপির ক্যাডাররা ঈদের আগে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এই চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে গৃহহারা করার হুমকি দিয়ে যায়।

এ ঘটনার পর ঋষিপাড়ার একটি হিন্দু পরিবারের প্রায় ২০০ সদস্য চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। কেননা এর আগে মেয়েরা এখানে সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। সংখ্যালঘু এই সমস্ত পরিবারের অধিকাংশ নিম্ন আয়ের বর্গাচাষী। নির্বাচনের ফল ঘোষনার পর থেকেই তারা হুমকির মধ্যে রয়েছে।

এ সকল গ্রামবাসী জানান, এর আগেও সন্ত্রাসীদের চাঁদা দেয়া হয়েছে। তবে তখন চাঁদার দাবি কম ছিল। সেই সময় যারা চাঁদা দিতে অস্বীকার করেছে তাদের প্রহার করেছে সন্ত্রাসীরা। কিন্তু ঈদ আসায় সন্ত্রাসীরা প্রতিটি পরিবারের কাছে মাথা পিছু ১০ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবি করেছে।

ঋষিপাড়ার ব্যবসায়ী লিটন ইতিমধ্যে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছেন। তিনি বলেন, পুলিশকে এসব ঘটনা জানানোর পর তাদের ওপর অত্যাচার আরও বেড়েছে।

উল্লেখ্য, এসব ঘটনার কারণে অনেক হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে তাদের মেয়েরা বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ডেইলি স্টার, ২৫ নবেম্বর ২০০১

(৪৯৬)
রাজাপুরে সংখ্যালঘু নির্যাতন
শ্রমিকদল নেতাসহ আসামী ১২ ঃ দু'জন রিমান্ডে

বরিশাল ব্যুরো ঃ রাজাপুরের সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর অত্যাচার, শ্লীলতাহানি, অপহরণ ও অর্থ লুট প্রচেষ্টার অন্যতম আসামী মাহমুদ রহমান পাখি ও কাননকে তিন দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় বরিশাল জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি বশির আহম্মেদসহ ১২জনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার রাতে মামলা করেছেন সুভাষ মিত্র। বৃহস্পতিবার সুভাষ মিত্র তার স্ত্রী শিপ্রা ও সুধীর মিত্র ১৬৪ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী দিয়েছেন। দীর্ঘ জবানবন্দীতে শিপ্রা মিত্র তাকে মারধর, শ্লীলতাহানি, লঞ্চ থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করার দুর্বিষহ ঘটনা বর্ণনা করেন। এ সময় তিনি বার বার কান্নায় ভেঙে পড়েন। বৃহস্পতিবার এ পরিবারটিকে পুলিশ পাহারায় রকেট স্টিমারে ঢাকায় পৌছে দেয়া হয়। মামলার আসামিরা হচ্ছে রাজাপুরের মাহমুদ রহমান পাখি, কানন শীল, মামুন মৃধা, বাচ্চু, জামাল, সোহাগ, নাসির, বরিশাল শ্রমিকদল সভাপতি বশির আহম্মেদ, স্টিমার ঘাটের খাজা হোটেলের মালিক আঃ কাদের, পারাবত লঞ্চের ঘাট সুপার ভাইজার সেলিম, ঘাট শ্রমিক ইকবাল ও জুয়েল। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত ৭ জন আসামি গাবখান থেকে তাদের পিছু নেয় ও রূপাতলী বাস টার্মিনালে এবং স্টীমার ঘাটে সুভাষ পরিবারকে অপহরণ ও অর্থ লুটের জন্য মারধর করে। রূপাতলী থেকে স্টীমার ঘাটে আসার পথে পাখি শিপ্রার শ্লীলতাহানি করে। শেষ পাঁচ আসামি পারাবত লঞ্চের কেবিন থেকে সুভাষ পরিবারকে মারধর করে নামিয়ে ঘাট শ্রমিকদলের অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে এ পাঁচ আসামি সুভাষকে তার অভিযোগ প্রত্যাহারের চাপ দেয় অন্যথায় জবাই করার হুমকি দেয়। গত মঙ্গলবার সুভাষ ও তার ভাই পরিবারসহ রাজাপুরের পৈত্রিক বাড়িঘর বিক্রি করে ঢাকা যাওয়ার পথে উল্লেখিত আসামিরা গাবখান ফেরীঘাট থেকে পিছু নেয় এবং রূপাতলী ও স্টীমার ঘাটে পরিবারটির ওপর দফায় দফায় নির্যাতন চালায়। গ্রেফতার হওয়া প্রধান আসামি মাহমুদ রহমান পাখি রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিনুর রহমান বাবুলের ভাই। রাজাপুরের আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য কোতয়ালী পুলিশ সেখানে বার্তা পাঠালেও পুলিশ কোন আসামি গ্রেফতার করেনি। জানা গেছে, আসামিরা সবাই বিএনপির সঙ্গে যুক্ত।

প্রথম আলো, ২৫ নবেম্বর ২০০১

(৪৯৭)
শাহরিয়ার কবিরের জামিন হয়নি, হাতকড়া পরিয়ে আদালতে আনা হয়
রিমান্ড দু'সপ্তাহের জন্য স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আদালত বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী শাহরিয়ার কবিরকে জামিন দেয়নি। গতকাল রবিবার দাগী কয়েদীদের সঙ্গে হাতকড়া পরিয়ে অমর্যাদাকর অবস্থায়

দেশের এই বিশিষ্ট নাগরিককে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। সরকারপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। পরে অবশ্য শাহরিয়ার কবিরের আইনজীবীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই রিমান্ড আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখা হয়েছে দুই সপ্তাহের জন্য। শাহরিয়ার কবিরের কাছ থেকে আটককৃত ক্যাসেটসহ সকল সামগ্রী আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে জমা দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২২ নবেম্বর কোলকাতা থেকে ঢাকায় ফেরার পর দেশের এই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিককে ৫৪ ধারায় বিমানবন্দরে আটক করা হয়। নির্বাচনোত্তর সহিংসতার শিকার দেশান্তরী সংখ্যালঘুদের সাক্ষাতকারভিত্তিক একটি ডকুমেন্টারি তৈরির জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছিলেন। মত প্রকাশের স্বাধীনতার যুগে একজন সাংবাদিককে হয়রানির ন্যক্কারজনক ঘটনাটির বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। রবিবার আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শাহরিয়ার কবির ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, আমার মনে হচ্ছে একাত্তরটাই ফিরে এসেছে দেশে। আমি যেন লড়ছি হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে। আমাকে যারা আজ রাষ্ট্রদ্রোহী বলছে, আসলে তারাই রাষ্ট্রদ্রোহী। এই দেশের জন্মের সঙ্গে আমার রক্তঘাম জড়িত। জীবন বাজি রেখে আমি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। এই দেশ খালেদা-নিজামীদের নয়। তারা এই দেশের কেউ নয়। গত তিন মাস ধরে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় আমি যা লিখেছি, আমার ক্যাসেটে তাই আছে। আমার ক্যাসেটে গোপন কিছু নেই।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের উপস্থিতিতেই রবিবার আদালতে শুনানি হয়। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিরাজ হোসেন জামিন ও রিমান্ডের আবেদনের শুনানি গ্রহণ করেন। এই শুনানি উপলক্ষে রবিবার সকাল সাড়ে ১০টায় শতাধিক আসামীর সঙ্গে প্রিজন ভ্যানে অমানবিক গাদাগাদি অবস্থায় শাহরিয়ার কবিরকে নিয়ে আসা হয় কোর্ট হাজতে। বেলা পৌনে ১২টায় তাঁকে সেখান থেকে আনা হয় আদালত কক্ষে। চাঞ্চল্যকর এই শুনানি উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিপুলসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি রবিবার আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ব্যারিস্টার শওকত আলী, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি আবু সাঈদ সাগর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল মান্নান, আবু আব্দুল্লা, সাবেক পিপি কামরুল ইসলাম, আইনজীবী সমিতির বর্তমান সহসভাপতি মিজানুর রহমান মোল্লা, জেয়াদ আল মালুমসহ শতাধিক আইনজীবী আদালতে শাহরিয়ার কবিরের পক্ষে দাঁড়ান। এ ছাড়া ছিলেন কবি বেলাল চৌধুরী, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, সেলিনা তর্কবাগীশ, কাজী মুকুল, শাহরিয়ার কবিরের সহধর্মিণী ফাতেমা কবির ডানা, তাঁর সন্তান এবং তরুণ সহকর্মীরা। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বেদনার সঙ্গে দেখেন- তাঁদের প্রিয় সহকর্মীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে হাতকড়া পরিহিত অবস্থায়।

আইনজীবীরা শুনানির শুরুতেই বলেন- ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে এই আদালতে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের হাজির করা হয়েছিল। তখনও তারা হাতকড়া পরানো ছিল না। অথচ আজ দেশের বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরকে আদালতে হাতকড়া পরিয়ে হাজির করা হয়েছে। এ লজ্জা গোটা জাতির। আজ রাজাকার আলবদররা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছে বলেই মুক্তিযোদ্ধাদের এভাবে অপমানিত করা হচ্ছে। আইনজীবীরা বলেন, একাত্তরের ১৪ ডিসেম্বর দেশকে ধ্বংস করার জন্য রাজাকার আলবদররা যেভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল সেই নীলনক্সায় আবারও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। শাহরিয়ার কবিরকে বিমানবন্দরে গুম করার চেষ্টা হয়েছিল। সেটা সম্ভব হয়নি বলেই আজ তাঁর বিরুদ্ধে নানা নির্যাতনের খড়্গ নেমে এসেছে। কারণ শাহরিয়ার কবিরের লেখনী রাজাকার আলবদরদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছিল। গোলাম আযমের নাগরিকত্ববিরোধী আন্দোলনে শাহরিয়ার কবির ছিলেন অগ্রনী সৈনিক। আজ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন রাজাকার আলবদররা তাদের প্রতিহিংসা

চরিতার্থ করতে শাহরিয়ার কবিরকে কারাগারে আটক করেছে। আইনজীবীরা বলেন, পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনের পর একাত্তরের কায়দায় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণসহ নানা হয়রানির খড়্গ নেমে আসে। নির্যাতিতদের অনেকেই পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। এসব বিষয়ের প্রকৃত চিত্র সংগ্রহ করে জাতির বিবেকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বলেই শাহরিয়ার কবিরের বিরুদ্ধে আজ রাজাকার আলবদররা চলতি নির্যাতনের আশ্রয় নিয়েছে। শাহরিয়ার কবির শাহরিয়ার কবির ছিলেন অগ্রনী সৈনিক। আজ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন রাজাকার আলবদররা তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে শাহরিয়ার কবিরকে কারাগারে আটক করেছে। আইনজীবীরা বলেন, পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনের পর একাত্তরের কায়দায় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণসহ নানা হয়রানির খক্ষ নেমে আসে। নির্যাতিতদের অনেকেআলিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। এসব বিষয়ের প্রকৃত চিত্র সংগ্রহ করে জাতির বিবিকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বলেই শাহরিয়ার কবিরের বিরুদ্ধে আজ রাজাকার আলবদররা চলতি নির্যাতনের আশ্রয় নিয়েছে। শাহরিয়ার কবির একাধারে সাংবাদিক, লেখক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা। আদালতের কাছে প্রশ্ন রেখে বলা হয়, সংখ্যালঘু নির্যাতনের ওপর তথ্য সংগ্রহকে সরকার কি নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে? এসব তথ্য সংগ্রহ করা কি অপরাধ? আইনজীবীরা বলেন, এই অন্যায় অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে আজ দেশে-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। হাইকোর্ট সম্প্রতি সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রশ্নে একটি রুলও জারি করেছে সরকারের ওপর। তাহলে শাহরিয়ার কবিরের অপরাধ কোথায় তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ বা মামলাও নেই। শাহরিয়ার কবির নিজেই স্বীকার করেছেন এই ক্যাসেটগুলো তাঁর। এসব তিনি কখনও লুকানোর চেষ্টাও করেননি। আইনজীবীরা তাঁর জামিন মঞ্জুরের আবেদন জানান। জনাকীর্ণ আদালত কক্ষে তখন 'জামিন জামিন' বলে রব ওঠে।

কিন্তু সরকারপক্ষ থেকে যথারীতি বিরোধিতা করা হয় তাঁর জামিনের। জামিনের বিরোধিতা, তিন দিনের রিমান্ড দাবি করে কোর্ট ইন্সপেক্টর আলফা জামান নকিব বলেন, শাহরিয়ার কবির একজন মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী-তা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু তিনি তাঁর এই যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের বাইরে নির্বাচনোত্তর কিছু সহিংস ঘটনার শিকার কতিপয় সংখ্যালঘুকে প্ররোচিত করে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হন। এ ব্যাপারে ৫টি ভিডিও ক্যাসেট, ১৩টি অডিও ক্যাসেট, ৩টি সিডিসহ বেশকিছু স্থিরচিত্র বিমানবন্দরে পুলিশ আটক করেছে। এর মাধ্যমে শাহরিয়ার কবির বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টসহ রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত রয়েছেন। ক্যাসেটে ধারণকৃত সহিংস ঘটনার বিবরণী প্রদর্শিত বা প্রকাশ হলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কোর্ট ইন্সপেক্টর এসব বলে তিন দিনের রিমান্ড প্রার্থনা করেন। আদালত জামিনের আবেদন নাকচ করে প্রথমে দু'দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। পরে আবার শাহরিয়ার কবিরের আইনজীবীরা বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে আবেদন করা হচ্ছে জানালে রিমান্ড আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করা হয় দু'সপ্তাহের জন্য। বিকাল সাড়ে ৫টায় আবার শাহরিয়ার কবিরকে নিয়ে কারাগারের উদ্দেশ্যে রওনা হয় প্রিজন ভ্যান। কোর্ট এলাকায় তখন শত শত মানুষ তাঁর মুক্তির দাবিতে শ্লোগান দিচ্ছিল। একটি সূত্র বলেছে, আদালতের রবিবারের আদেশে সরকার অসন্তুষ্ট হয়েছে। সরকারপক্ষ এই আদেশ পরিবর্তনের জন্য আবার আবেদন জানাতে পারে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১২ জন শিক্ষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন শিক্ষক, খুলনা আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আবুধাবী শাখাসহ বিভিন্ন সংগঠন শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেফতার হয়রানির নিন্দা, অবিলম্বে তাঁর মুক্তি দাবি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আরআই এম আমিনুর রশীদ, সাধারণ

সম্পাদক শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আবু ইউসুফ, ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, ড. মোঃ আসলাম ভূঁইয়া প্রমুখ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল খালেক, জুলফিকার মতিন, হাসান আজিজুল হক প্রমুখ, খুলনা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হারুনুর রশীদ, মহানগর সভাপতি মঞ্জুরুল ইমাম জেলা সম্পাদক এসএম মোস্তফা রশীদী সুজা, তালুকদার আব্দুল খালেক প্রমুখ বিবৃতি দিয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনার নিন্দা, প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ নবেম্বর ২০০১

(৪৯৮)
অপমৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা ঃ হয়রানির শিকার হিন্দুপরিবার

শাহজাদপুর প্রতিনিধি ঃ একটি অপমৃত্যুর ঘটনাকে পুলিশ হত্যা মামলায় রূপ দেওয়ায় বিক্ষোভের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা শাহজাদপুরে। পুলিশের হয়রানির শিকার হয়ে পথে বসতে চলেছে উপজেলার একটি হিন্দু পরিবার।

গত ২০ নবেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শাহজাদপুর পৌর এলাকার প্রাণনাথপুর গ্রামের রবীন্দ্রনাথ দেবের ছেলে নিরঞ্জন দেব (২৬) বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। নিরঞ্জনের স্ত্রী পাতা রানীর চিৎকারে বাড়ির লোকজন প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে দরজা ভেঙে নিরঞ্জনকে ফাঁসির রশি থেকে নামায়। শাহজাদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা. ভোলানাথ পোদ্দারের পরামর্শে নিরঞ্জনকে সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে নেওয়ার পথে পুলিশ নিরঞ্জনকে বহনকারী মাইক্রোবাসটি ধাওয়া করে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তখন আর নিরঞ্জন বেঁচে ছিল না বলে তার পারিবারিক সূত্রে জানা যায়। পুলিশের ধারণা, নিরঞ্জনকে হত্যা করে লাশ গুম করার উদ্দেশে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

শাহজাদপুর থানা পুলিশ বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। তারা মাইক্রোবাস চালক কাইয়ুম, নিরঞ্জনের বড় ভাই বাসুদেব, শাহজাদপুর রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সহসভাপতি রায়হানসহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে পাঠায়।

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার আলোচিত এই ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের সময় প্রাণনাথপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষ বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চান, শত শত গ্রামবাসীর সামনে লাশ গুমের ঘটনা কিভাবে সংঘটিত হয়? তাদের মতে, একটি পরিবারকে পরিকল্পিতভাবে পথে বসানোর জন্য পুলিশ অপমৃত্যুর ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে।

ভোরের কাগজ, ২৬ নবেম্বর ২০০১

(৪৯৯)
পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী শরণার্থী
শরণার্থী শিবির খুলতে বলেছেন বিজেপি সভাপতি

কাগজ ডেস্ক ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্ব ভারতীয় সভাপতি জনা কৃষ্ণমূর্তি বাংলাদেশ থেকে এসে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া সংখ্যালঘুদের জন্য শরণার্থী শিবিরের ব্যবস্থা করতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল কলকাতায় এক সংবাদ সম্মেলনে জনা কৃষ্ণমূর্তি বলেন, বাংলাদেশে নির্বাচনের পর দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন এখন অসহনীয় জীবন যাপন করছে। তাই মানবিক কারণে তাদের জন্য শরণার্থী শিবিরের ব্যবস্থা করতে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে অনুরোধ জানান। তিনি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হলে তাদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠনোর ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। গত রাতে বিবিসি এ খবর দিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৬ নবেম্বর ২০০১

(৫০০)
মেহেন্দীগঞ্জে সংখ্যালঘু পল্লী চিকিৎসকের ওপর হামলা, এলাকায় ক্ষোভ

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার চর এককরিয়া ইউনিয়নের লঙ্কায় হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বয়োবৃদ্ধ সর্বজন শ্রদ্ধেয় পল্লী চিকিৎসকের ওপর হামলা ও হত্যার চেষ্টা হয়েছে। বিলম্বে প্রাপ্ত স্থানীয় ও ভুক্তভোগী সূত্রের খবরে জানা গেছে, সোমবার রাতে এ নৃশংস ঘটনা ঘটে। এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় সত্তরোর্ধ পল্লী চিকিৎসক ডা. গৌরাঙ্গ দেবনাথ(৭৪) রোগী দেখে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে ওত পেতে থাকা আততায়ীদের অতর্কিত হামলার শিকার হন সোমবার রাত সাতটা নাগাদ। হামলাকারীরা টর্চের আলো চোখে ফেলে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়ে ও ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলে এবং সাইকেল থেকে ফেলে দিয়ে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। তিনি দৌড়ে পালানো ও নিকটবর্তী বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে অচেতন করে ফেলে। নিকটবর্তী মসজিদের মুসল্লীরা টের পেয়ে এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেহেন্দীগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ হামলায় এলাকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে টিএনও, ওসি, বিএনপি ও জোট নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে ডাক্তার গৌরাঙ্গকে দেখতে যান এবং দৃস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি এবং তার সুচিকিৎসার আশ্বাস দেন।

বরিশাল কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশন এ হামলার প্রতিবাদে সভা করেছে। তারা ৫০ বছরেরও বেশী সময় ধরে পল্লী মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডা. গৌরাঙ্গের ওপর হামলাকারী নরপশুদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছে।

ভোরের কাগজ, ২৬ নবেম্বর ২০০১

(৫০১)
বিবিসির প্রতিবেদন
ভারতে চলে যাওয়া হিন্দুরা সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাংলাদেশে ফিরতে চায় না

বাংলাদেশের নির্বাচনোত্তর সহিংসতার শিকার হয়ে যেসব হিন্দু পরিবার ভারতে চলে গেছে তাদের অনেকেই দেশে ফিরতে চাইছে না বলে বিবিসি সোমবার প্রচারিত এক প্রতিবেদনের উল্লেখ করেছে।

ভারতে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদনে দ্বিতীয় পর্ব এ দিন প্রচার করা হয়। পশ্চিম বঙ্গের বনগাঁর ঠাকুর নগরের বিধান রায় নামে এক ব্যক্তি বিবিসির সংবাদদাতাকে বলেন, প্রচুর বাংলাদেশীকে তিনি সীমান্ত পথে ভারতে ঢুকতে দেখেছেন। তার ভাষায়, কোন দলে আমি দেখেছি ৫০ থেকে ৬০ জন এসেছে এবং আমার বাড়িতেই ৮ জন আছে। প্রতিনিয়ত দেখা যায়, ১০ থেকে ১২ জন করে আসছে।

বিধান রায় আরও জানান, স্টেশনে কয়েকদিন আগে এক ব্যক্তি এসে কেঁদে বলেছেন, তার দুই মেয়েকেই বর্ডারে রেখে দিয়েছে। পাশাপাশি আরও দু'একজন এসে বললেন, তারা সবকিছু ছেড়ে এসেছেন। পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হলে দেশে গিয়ে জমিজমা বিক্রির ব্যবস্থা নেবেন।

তবে বনগাঁর মহকুমা প্রশাসক মিলন প্রামাণিক বলেছেন, এসব হিসেব অতিরঞ্জিত। স্বাভাবিক সময়ে যেমন হারে লোকজন আসে বাংলাদেশে নির্বাচনের পরে তেমন হারে লোকজন এসেছে বলে তাদের ধারণা।

প্রামাণিক বলেন, অবৈধভাবে কেউ ভারতে এলে তাদের গ্রেফতার করা হয়। আদালতে হাজির করার পর তাদেরকে সাবজেল বা উপ-সংশোধনাগারে রাখা হয়। তিনি জানান এ ধরনের ৮২ জন বাংলাদেশী বনগাঁর একটি কারাগারে আটক আছে।

বাগেরহাট থেকে পালিয়ে পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় নেয়া দিপালী রায় সংবাদদাতাকে বলেন, বাংলাদেশ সরকার নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেও তারা দেশে ফিরতে রাজি নন। সরকার নিরাপত্তার কথা বললেও সন্ত্রাসীদের অত্যাচার থামবে না। প্রশাসনকে নির্যাতনের বিষয় জানালে সন্ত্রাসীরা আরও চড়াও হবে। গরু-মহিষ সব নিয়ে যাবে। অন্যায় করলেও তা আমাদের মেনে নিতে হবে। সেভাবেই আমরা জীবন-যাপন করছিলাম।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ নবেম্বর ২০০১

(৫০২)
চাঁদা না পেয়ে বোমা হামলা শিশু আহত

মেডিক্যাল প্রতিবেদন ঃ দাবিমতো চাঁদা না পেয়ে পুরান ঢাকার সূত্রাপুর এলাকার একটি বাড়িতে গতকাল মঙ্গলবার সকালে বোমা হামলা চালানো হয়। এতে তনুজা রাণী বর্মণ নামের ছয় বছরের একটি শিশু মারাত্মক আহত হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্র জানায় সূত্রাপুর থানার ৬২ নম্বর এসকে দাস রোডের জেলে পাড়ার বাসিন্দা তারক বর্মণের মেয়ে তনুজা বাড়ির আঙিনায় অপর শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিল। এ সময় স্থানীয় কয়েক সন্ত্রাসী ওই বাড়ির আঙিনায় কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। এতে তনুজা মারাত্মক আহত হয়। বোমায় তার দুই হাত-পা ও পেটে গুরুতর জখম হয়েছে। পারিবারিক সূত্র জানায়, দাবিমতো চাঁদা না দেয়ায় স্থানীয় সন্ত্রাসী জাহাঙ্গীর লাল ও এনামুল এ বোমা হামলা চালায়। এর আগে ওই সন্ত্রাসীরা চাঁদা না পেয়ে তারক বর্মণকে মারধর করে এবং জেলেপাড়ায় থাকতে হলে তাদের নিয়মিত চাঁদা দিতে হবে বলে শাসিয়ে যায়। বোমাবাজির বিকট শব্দ শুনে তনুজার মা শিপ্রারাণী রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে তনুজাকে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির উঠানে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় অন্য কেউ আহত হয়নি। তনুজার পিতা তারক বর্মণ পেশায় মাছ বিক্রেতা। সে স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী বলে জানা যায়। গতকাল এ রিপোর্ট লেখাপর্যন্ত থানায় কোন মামলা হয়নি।

প্রথম আলো, ২৮ নবেম্বর ২০০১

(৫০৩)
চিলমারীতে ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে আহত পুরোহিতের অবস্থা অপরিবর্তিত

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ঃ চিলমারীর হিন্দু সম্প্রদায়ের আহত পুরোহিত স্বপন চক্রবর্তী রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। চিকিৎসকরা বলেছেন, স্বপন জীবিতাবস্থায় বাড়িতে ফিরে গেলেও তার দুটি হাতই পঙ্গু হয়ে যাবে।

উল্লেখ, গত ১৫ নবেম্বর চিলমারী উপজেলা সদরে ছাত্রদলের কতিপয় সশস্ত্র ক্যাডার প্রকাশ্য দিবালোকে পুরোহিত স্বপন চক্রবর্তীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তার দুই হাতের তিনটি আঙ্গুল ও মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে মারাত্মক জখম করে। ঐদিনই তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে তার পরিবারের পক্ষ থেকে ৪ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের হলে স্থানীয় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ আইনুল নামে ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজন ছাত্রদল কর্মীকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করলেও পুলিশ অন্য তিনজন আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ফলে সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ভোরের কাগজ, ২৮ নবেম্বর ২০০১

(৫০৪)
বান্দরবানে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা? মাগুরায় প্রতিবন্ধী যুবতী ধর্ষণের শিকার

বান্দরবান ও মাগুরা প্রতিনিধি ঃ বান্দরবানে দুই কিশোরীকে ধর্ষণ এবং এদের একজনকে হত্যার ঘটনা পুলিশ ও চিকিৎসকরা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে নারী পক্ষের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন। গত সোমবার তারা এ অভিযোগ উত্থাপন করে জেলা প্রশাসনের বরাবর স্মারকলিপি পেশ করলে বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রশাসন গতকাল মঙ্গলবার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। জানা যায় গত ১৮ সেপ্টেম্বর নাইখ্যাংছড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সালেহ আহম্মদের বাসার কাজের মেয়ে কাজলী বড়ুয়াকে (১৪) গলায় ফাঁস দেওয়া মৃত অবস্থায় অধ্যক্ষের কক্ষে পাওয়া যায়। এছাড়া গত ১৩ অক্টোবর বান্দরবান সদর তংক্রুপাড়ায় ১৫ বছরের এক কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হয়। এ দুটি পৃথক ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে নারীপক্ষ স্মারকলিপিতে অভিযোগ করেছে। নারীপক্ষ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভানেত্রী ডনাইপ্রু নেলীসহ বিভিন্ন নারী সংগঠনের ৪৫ জনের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে বলা হয়, তাদের তদন্তে দুটি ঘটনায় ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজলী বড়ুয়াকে যৌন নিপীড়নের পর হত্যা করার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ধর্ষক-খুনিদের সঙ্গে পুলিশও চিকিৎসকদের গোপন আঁতাতের কারণে ধর্ষণের এবং হত্যার আলামত পাওয়া যায়নি। তারা এদুটি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন। জেলা প্রশাসন স্মারকলিপি প্রদানের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য জেলা প্রশাসক নির্দেশ দিয়েছেন বলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (নেজারত) জানিয়েছেন। এদিকে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার বরালদাহ গ্রামে গত রোববার রাতে এক প্রতিবন্ধী যুবতীকে ধর্ষণ করেছে পাঁচ নরপশু। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে ধর্ষকদের নাম প্রকাশ করছে না। গোপালগঞ্জ জেলার মানসিক প্রতিবন্ধী ওই যুবতী পথ হারিয়ে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার বরালদহ গ্রামে চলে এসেছিল। ধর্ষিতাকে ডাক্তারী পরীক্ষা শেষে পুলিশ নিরাপত্তা হেফাজতে রেখেছে। এ ব্যাপারে কেউ গ্রেফতার হয়নি।

প্রথম আলো, ২৮ নবেম্বর ২০০১

(৫০৫)
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসী হামলা, লুটপাট

চট্টগ্রাম অফিস ঃ বোয়ালখালী উপজেলার হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত পূর্ব কানুনগোপাড়ায় একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী গত শনিবার পরেশ দের বাড়িতে হামলা চালিয়ে নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় আড়াই লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে । সন্ত্রাসীদের হামলায় ৩জন আহত হয়েছে ।

শনিবার গভীর রাতে ৮/১০ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী পরেশ দের ঘরের দরজা ভেঙ্গে অস্ত্রের মুখে পুরুষদের বেঁধে ফেলে । আলমারি থেকে নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কারসহ অন্যান্য মালামাল নিয়ে যায় । এ সময় গৃহকর্তা পরেশের স্ত্রী আলমারির চাবি দিতে দেরি করায় সন্ত্রাসীরা তাকে বেদম মারধর করে । সন্ত্রাসীরা এই বলে শাসিয়ে গেছে যে, তারা আবারও আসবে এবং এর মধ্যে যেন দুই লাখ টাকা রাখা হয় । থানা পুলিশসহ অন্যদের জানানো হলে এবং মামলা করা হলে পরিবারের সবাইকে হত্যার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসী দল ।

ভোরের কাগজ, ২৮ নবেম্বর ২০০১

(৫০৬)
বান্দরবানে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা মাগুরায় প্রতিবন্ধী যুবতী ধর্ষণের শিকার

বান্দরবান ও মাগুরা প্রতিনিধি ঃ বান্দরবানে দুই কিশোরীকে ধর্ষণ এবং এদের একজনকে হত্যার ঘটনা পুলিশ ও চিকিৎসকরা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে নারীপক্ষের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন । গত সোমবার রাতে এ অভিযোগ উত্থাপন করে জেলা প্রশাসনের বরাবর স্মারকলিপি পেশ করলে বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রশাসন গতকাল মঙ্গলবার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ।

জানা যায়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর নাইখ্যংছড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সালেহ আহম্মদের বাসার কাজের মেয়ে কাজলী বড়ুয়াকে(১৪) গলায় ফাঁস দেওয়া মৃত অবস্থায় অধ্যক্ষের কক্ষে পাওয়া যায় । এছাড়া গত ১৩ অক্টোবর বান্দরবান তংগ্রু পাড়ায় ১৫ বছরের এক কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হয় । এ দুটি পৃথক ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে নারীপক্ষ স্মারকলিপিতে অভিযোগ করেছে ।

নারীপক্ষ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভানেত্রী ডনাইপ্রু নেলীসহ বিভিন্ন নারী সংগঠনের ৪৫ জনের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে বলা হয়, তাদের তদন্তে দুটি ঘটনায় ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া গেছে । কাজলী বড়ুয়াকে যৌন নিপীড়নের পর হত্যা করার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে । কিন্তু ধর্ষক-খুনিদের সঙ্গে পুলিশ ও চিকিৎসকদের গোপন আঁতাতের কারণে ধর্ষণের ও হত্যা করার আলামত পাওয়া যায়নি । তারা এ দুটি ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার দাবী করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন ।

জেলা প্রশাসন স্মারকলিপি প্রদানের বিষয়টি স্বীকার করেছেন । বিষয়টি তদন্তের জন্য জেলা প্রশাসক নির্দেশ দিয়েছেন বলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(নেজারত) জানিয়েছেন ।

এদিকে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার বরালদহ গ্রামে গত রোববার রাতে এক প্রতিবন্ধী যুবতীকে ধর্ষণ করেছে পাঁচ নরপশু । পুলিশ তদন্তের স্বার্থে ধর্ষকদের নাম প্রকাশ করছে না । গোপালগঞ্জ জেলার মানসিক প্রতিবন্ধী ওই যুবতী পথ হারিয়ে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার বরলদহ গ্রামে চলে এসেছিল । ধর্ষিতাকে ডাক্তারী পরীক্ষা শেষে পুলিশ নিরাপত্তা হেপাজতে রেখেছে । এ ব্যাপারে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি ।

প্রথম আলো, ২৮ নবেম্বর ২০০১

(৫০৭)
কালিয়াকৈরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আকুতি ভোটার তালিকা থেকে আমাদের নাম কেটে দিন, আমরা এ দেশেই থাকতে চাই

সোহরাব হাসান ঃ কালিয়াকৈর বাজার থেকে এক কিলোমিটার পুবে চাপাইর গ্রামে মাইক্রোবাস দু'টি থামলে আগ বাড়িয়ে কেউ দেখতে আসেননি । গাঁয়ের কিশোররাও ভিড় জমায়নি । নতুন গাড়ির চকচকে রং ও যান্ত্রিক শব্দও তাদের মনে কোন আশার সঞ্চার করেনি । পাশাপাশি তিনটি হিন্দুপ্রধান পাড়া— চাপাইর, সীমারপাড় ও পালপাড়া । তিনটি এলাকায় হাজারখানেক সংখ্যালঘু মানুষের বাস ।

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও ১ অক্টোবরের আগের ও পরের অবস্থা ভিন্ন । নির্বাচনের আগে হিন্দু-মুসলমান, বিএনপি-আওয়ামী লীগ সবাই মিলে প্রচারণা চালিয়েছে । যে যার পছন্দসই দলের পক্ষে কাজ করেছে । কিন্তু বিপত্তি দেখা গেল নির্বাচনের ফলাফল হওয়ার পরপরই । চাপাইর স্কুলের ভোটকেন্দ্রে ধানের শীষে আশাব্যঞ্জক ভোট না পড়ায় স্থানীয় বিএনপি নেতারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে টার্গেট করে । মাস্তানরা বাড়িতে গিয়ে ভয়ভীতি দেখায়, যুবকদের মারপিট করে । বাজারে গিয়ে দোকানে হামলা চালায় । ফলে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই অধিকাংশ সংখ্যালঘু পরিবার ঘরছাড়া, গ্রামছাড়া । যেসব পরিবারে সোমত্ত মেয়েরা আছে তাদের পাঠিয়ে দেয়া হয় দূরে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে । কেউ বা ঢাকায় বাসা ভাড়া নিয়েও থাকছে ।

এভাবে মাসখানেক পলাতক জীবনশেষে আবার তারা ঘরে ফিরে আসে । এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনও তাদের সহায়তা করেছে । থানা-পুলিশ এসে ক্ষতিগ্রস্ত ও আহতদের বাড়িঘর ঘুরে দেখেছে । দু'একটি স্থানে মাস্তানদেরও পাকড়াও করা হয়েছে । তদুপরি সংখ্যালঘুরা ভরসা পান না— কখন আবার মাস্তানরা এসে চড়াও হয়!

বেলা সাড়ে ১১টায় আমরা যখন রাস্তার পাশে একটি বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, এখন আপনারা কেমন আছেন? উত্তরে তরুণ বয়সী একজন ব্যবসায়ী জানালেন, এখন খুব একটা সমস্যা নেই । তবে ব্যবসা বাণিজ্য কমে গেছে । মাসখানেক পর দোকান খুললাম ।

বাজারে ব্যবসা করতে গেলে চাঁদা দিতে হয়? এ প্রশ্নের জবাবে কেউ মুখ খুললেন না । আভাস-ইঙ্গিতে জানালেন, হ্যাঁ, চাঁদা দিতে হয় ।

পাশে দাঁড়ানো মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বললেন, কালিয়াকৈরে নীরব চাঁদাবাজি চলছে । অর্থাৎ কেউ জোর করছে না । তবে ব্যবসা করলে চাঁদা দিতে হবে, এটাই নিয়ম ।

নির্বাচনের পর আপনাদের ঘরবাড়িতে যে হামলা হলো এর প্রতিকারে কোন রাজনৈতিক দল কি এগিয়ে এসেছে?

পাড়ায় গণ্যমান্য বলে পরিচিত এক ভদ্রলোক জবাব দিলেন, না আসেনি । পাশ থেকে আরেকজন বললেন, কিভাবে আসবে? নির্বাচনের পর থেকে পরাজিত আওয়ামী লীগ এর নেতা-কর্মীরাও পলাতক । সাহস করে কেউ এলাকায় আসছে না ।

বিএনপি আপনাদের টার্গেট করল কেন? সারাদেশে তো তারা জয়ী হয়েছে!

এ প্রশ্নের জবাবে আরেকজন বললেন, সেটাই তো রাগের কারণ । আমাদের কেন্দ্র ধানের শীষে ভোট কম পড়েছে বলে তারা ক্ষুব্ধ ।

এলাকাবাসী আরও জানালেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সবাই নৌকায় ভোট দেয়নি । পালপাড়ায় এক পৌঢ় ভদ্রলোক নিজেকে বিএনপির সমর্থক বলে দাবি করে বললেন, আমি ও

আমার পরিবারের সদস্যরা ধানের শীষে ভোট দিয়েছি। নির্বাচনের আগে ধানের শীষের সমর্থনে ধুতি পরে মিছিল করেছি। তার পরেও শেষ রক্ষা হয়নি। তিনিও বেশ কয়েকদিন ধরে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন।

কালিয়াকৈরের বিএনপি প্রার্থী চৌধুরী তানভির আহমদ সিদ্দিকী এলাকায় আসেননি জয়ী হতে পারেননি বলে। আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোহাম্মদ রহমত আলী, যিনি তিন তিনবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন, তিনিও এলাকায় আসেননি বিএনপির ভয়ে। কালিয়াকৈরে সাংগঠনিকভাবে বিএনপি শক্তিশালী। ভোট বেশি আওয়ামী লীগের ।

তারপরেও স্থানীয় এমপি রহমত আলী এলাকায় না আসার বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারছেন না কেউ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন অভিযোগের সুরে বললেন, যে নৌকার জন্য আমরা অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হলাম সেই নৌকার দলের নেতারা বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়াননি। ইউনিয়নের নেতারা পলাতক। থানার নেতারা পলাতক। এমনকি এমপি সাহেবও আমাদের খোঁজ খবর নেননি।

আরেকজন বললেন, নির্বাচনের পর সরকারি দল সবকিছু দখল করে নিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিস তাদের দখলে। আওয়ামী লীগ অফিস তাদের দখলে। এ ছাড়া আক্কেল আলী বিদ্যালয়ের জনপ্রিয় প্রধান শিক্ষক আবদুর রাজ্জাককেও সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি আওয়ামী লীগ করতেন না, করতেন ক্ষেতমজুর সমিতি।

আমাদের মধ্যে একজন জানতে চাইলেন, এ মুহূর্তে আপনাদের কি দরকার ?

তাদের মধ্যে একজন দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমরা কারো কাছে কিছু চাই না। শুধু জানমালের নিরাপত্তা চাই। প্রতিবার ভোটের সময় আমাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন হয়। সেজন্য আপনাদের কাছে মিনতি জানাই, ভোটার তালিকা থেকে যেন আমাদের নাম বাদ দেয়া হয়। ভোটার তালিকায় নাম থাকলে ভোট দিতে হবে। আর ঘরে বসে মার খেতে হবে। এ কারণেই আগামিতে আমরা কাউকে ভোট দিতে চাইনা। ছেলে মেয়ে নিয়ে এ দেশেই থাকতে চাই।

এসব কথায় তাদের ক্ষোভ, বেদনা ও অভিমানের সুর বেজে উঠল। একটি স্বাধীন দেশে ভোট দেয়ার জন্য সম্প্রদায়বিশেষের ওপর এ আক্রমণ শুধু গণতন্ত্র বিরোধীই নয়, সভ্যতা ও মানবতাবিরোধীও।

গতকাল মঙ্গলবার নাগরিক অধিকার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে আমরা গিয়েছিলাম কালিয়াকৈরের কয়েকটি এলাকা পরিদর্শনে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় কালিয়াকৈরের সংখ্যালঘু নির্যাতন-হয়রানির খবর ছাপা হয়েছে। সেই খবরের সূত্র ধরে আমরা যে তিনটি পাড়ায় গিয়েছি সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করি। কেউই স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাননি। যখন আমরা অভয় দিলাম, এ খবর পত্রিকায় ছাপা হবে না। আমরা শুধু প্রশাসনকে পরিস্থিতি জানাতে চাই, যাতে তারা প্রতিকারমূলক কিছু করতে পারেন। তখন তারা একে একে সব ঘটনা খুলে বললেন। কিন্তু নাম-পরিচয় গোপন রাখার জন্য অনুরোধ করলেন।

১৭ সদস্যের প্রতিনিধিদলে ছিলেন, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন, অধ্যাপক অজয় রায়, আলী যাকের, মফিদুল হক, হাসনা বেগম, কাজী সুফিয়া আখতার, ড. মুহাম্মদ সামাদ, আবু সাঈদ খান, গোলাম কুদ্দুস, হাসান আরিফ, শাহাদত হোসেন নিপু, আবির আহাদ, হামিদ কায়সার, সমরেন্দ্র সাহা, শওকত জামিল ও সোহরাব হাসান।

স্মারকলিপি পেশ

ফিরতি পথে গাজীপুর জেলা প্রশাসক আজাহারুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি দিতে গেলে তিনি সাগ্রহে সংখ্যালঘু সমস্যার কথা শুনলেন। কিছু কিছু ঘটনার কথা স্বীকার করে বললেন, আমরা যখনই খবর পেয়েছি, ঘটনাস্থলে ম্যাজিস্ট্রেট- ফোর্স পাঠিয়েছি, প্রতিকারের

ব্যবস্থা নিয়েছি। আগের চেয়ে পরিস্থিতি ভালো। আশা করি শিগগিরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

গাজীপুর জেলা প্রশাসককে দেয়া স্মারকলিপিতে বলা হয়, আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আপনাদের জেলার কালিয়াকৈর ও অন্যান্য স্থানে এ ধরনের ঘটনার সংবাদও পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। দেশের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে এমন সংবাদে আমরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না। জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নাগরিকজনের নিরাপত্তা বিধানে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হিসেবে আপনি এমন প্রবণতা রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন এবং দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন সেটা আমরা আশা করি।

আমাদের প্রত্যাশা, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের আর কোন ঘটনা আপনার এলাকায় ঘটবে না এবং এ ধরনের বর্বর ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের গ্রেফতার ও শাস্তির বিধান করে সকলের আস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন।

সংবাদ, ২৮ নবেম্বর ২০০১

(৫০৮)
রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মোর্শেদ খান দেশের কোথাও কোথাও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান বলেছেন, দেশের কোথাও কোথাও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের পর দেশ ত্যাগী সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে তিনি বলেন, সরকার এ ব্যাপারে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। তিনি আরো বলেন, যেখানেই এ ধরনের নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সেখানেই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংগঠনের ওয়েবসাইট উদ্বোধন করতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে গতকাল মঙ্গলবার তিনি এ কথা বলেছেন। ওয়েবসাইট উদ্বোধনকালে সংগঠনের সভাপতি আনোয়ারুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন মাসুদও বক্তব্য দেন।

ভোরের কাগজ, ২৮ নবেম্বর ২০০১

(৫০৯)
যেখানে গণহারে সংখ্যালঘু মহিলাদের সম্ভ্রম লুট করা হয়েছে, সেই ভয়ঙ্কর জনপদের নাম ভোলার লর্ড হার্ডিঞ্জ

ভোলা থেকে মোবাশ্বির উল্লাহ চৌধুরী ঃ ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ভোলার মানুষ ছিল নিশ্চিত। তাদের সাধারণভাবে ধারণা ছিল কোথাও কোন রকম সহিংস ঘটনা ঘটবে না। কারণ বিএনপি জিতে গেছে। বিএনপির কর্মী ও সমর্থকদের দ্বারা কেবল ঐসব ব্যক্তিরই লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা, যারা নির্বাচনের আগে ক্ষমতার জোরে এলাকায় অন্যায়-অবিচার ও জোর-জুলুম করেছেন। সাধারণত হাঙ্গামা ও সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে যুক্ত হয় পরাজিত দলের লোকজন। পরাজয়জনিত হতাশা থেকেই তারা এমন করে থাকে; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক

হলেও সত্য এই যে, নির্বাচনে জেতার পরও বিএনপির অনেক নেতা ও কর্মী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে তাদের হাতে এই অঞ্চলের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় নির্যাতিত হতে শুরু করেন অকল্পনীয়ভাবে। এখনো সেই দৈহিক অত্যাচার-নিপীড়ন অব্যাহত।

ভোলার অনেক জায়গায় তারা পৈশাচিক মানসিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর। মালামাল লুটপাটের পাশাপাশি তারা হিন্দু মহিলাদের সম্ভ্রমও লুটে নেয় গণহারে। সম্ভ্রম লুটের ব্যাপক ঘটনা ঘটে লালমোহন থানার লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নে। গণধর্ষণের শিকার হয় এ এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের শিশু, কিশোরী, যুবতী, এমন কি বৃদ্ধাসহ সর্বস্তরের শত শত নারী। দশ বছরের শিশু থেকে ৫০ বছরের বৃদ্ধাও ধর্ষিত হয়েছে নরপশুদের হাতে। এমনকি পঙ্গু শেফালিও রক্ষা পায়নি তাদের হাত থেকে। নরপশুদের মায়ের বয়সী বিষ্ণুপ্রিয়া, সরুবালা, মাধুরী ও শংকরীর মত ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সী মহিলারাও নরপশু লম্পটদের লালসার শিকার হয়েছেন। এমনকি ধর্ষণের শিকার হয়েছে দশ বছরের শিশু রীতা রানী। ধর্ষিতাদের অনেকেই ধর্ষণের শিকার হয়েছে একাধিকবার।

এতদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেবল রীতা রানীর ধর্ষণের কথাই স্বীকার করা হয়েছে এবং ধর্ষণের সাথে জড়িত সেলিমকে (পিতা ইয়াসিন মাষ্টার) তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতারও করা হয়েছে। বাদবাকি সব ধর্ষণের কাহিনীই পুলিশ বা প্রশাসন না জানার ভান করে এড়িয়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ পুলিশের কাছে ধর্ষণের অভিযোগ করেও কোন ফল পায়নি।

গত ১৮ নবেম্বর মহিলা পরিষদ ও সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কয়েকজন লর্ড হার্ডিঞ্জে এসে এই অভিযোগ পান। এ অভিযোগ পেয়েছেন সাংবাদিকরাও। কিন্তু পুলিশ বলছে ধর্ষিতা বা লাঞ্ছিতারা লোক লজ্জার ভয়ে সব গোপন করে যাচ্ছে। গত ১৮ নবেম্বর বিকেলে সামাজিক আন্দোলন, মহিলা পরিষদ নেতৃবৃন্দ ও কতিপয় সাংবাদিক লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে এসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ গত ২০ নবেম্বর লর্ডহার্ডিঞ্জ থেকে ধর্ষিতা শেফালিকে উদ্ধার করে এনে পুনরায় তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন এবং ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ভোলা সদর হাসপাতালে পাঠান। হাসাপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডাঃ করুণা কান্তি দে বলেন, দেড় মাস পর কোন বিবাহিত মহিলা যে দাম্পত্য জীবন চালিয়ে আসছে, তার কাছে ধর্ষণের কোন আলামত পাওয়া যাবে না, যদি মারাত্মক কোন ইনজুরি না থাকে।

পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে লালমোহন থানার পুলিশ লর্ড হার্ডিঞ্জ থেকে উদ্ধার করেন ধর্ষণের শিকার বিষ্ণুপ্রিয়া (৪০) ও তারই পুত্রবধূ সুজাতা (২০) কে। তাদেরও জবানবন্দী নেয়া হয়েছে বলে লালমোহন থানা পুলিশ জানায়। পুলিশ আরো জানায়, লর্ড হার্ডিঞ্জে লুটপাট ও ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত এমন ৭ জনকে পুলিশ ইতোমধ্যে গ্রেফতার করেছে। তারা হচ্ছে রিয়াজ উদ্দিন ভুট্টো, মোঃ আলী বাবুল, আবু মিয়া, মোঃ হারুন, সেলিম মাতাব্বর, মোঃ মোস্তফা ও এখলাস উদ্দিন জাহাঙ্গীর। তবে এলাকার লোকদের বক্তব্য, ধৃত জাহাঙ্গীর নির্দোষ। তার দু'লম্পট সহোদর ভুট্টো ও বাবুলকে গ্রেফতার করতে গিয়ে পুলিশ জাহাঙ্গীরকেও গ্রেফতার করে। এদের সবাই এখন কারাগারে।

লর্ড হার্ডিঞ্জে লম্পট ও সন্ত্রাসীদের তালিকা খুব দীর্ঘ নয়। সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হতে পারে। তবে এরা সংঘবদ্ধ এবং অস্ত্রধারী ও বোমাবাজ। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর ২ অক্টোবর রাতে এরা লর্ড হার্ডিঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট ও ধর্ষণের মহোৎসব করে। কোন কোন বাড়িতে ৪/৫ বারও আক্রমণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ভেণ্ডারবাড়ি উল্লেখযোগ্য। এ বাড়িতে আশেপাশের দরিদ্র হিন্দু পরিবারের শতাধিক মহিলা আশ্রয় নিয়েছিল। সন্ত্রাসী ও লম্পটরা টের পেয়ে ২ অক্টোবর রাত ৯ টায় প্রথমেই এ বাড়িতে আক্রমণ চালায়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে অনেক মহিলা বাড়ি সংলগ্ন ধানক্ষেত ও পুকুরে নেমে আত্মরক্ষার

চেষ্টা করে। কিন্তু লম্পটরা তাদেরকে সেখান থেকে ধরে এনে তাদের লালসা চরিতার্থ করে। ঐ সময় এদের ভয়ে মহিলাদের আর্তচিৎকার বহুদূর থেকে শোনা গেছে বলে এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানা গেছে। অস্ত্রধারী এই সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। রাতের মধ্যে ৪/৫ বার আক্রমণ হয়েছে এ বাড়িতে। একই মহিলা একাধিকবার ধর্ষণের শিকার হন। দেড় মাস পরেও ঐ কালো রাতের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে ভুক্তভোগীরা এখনো হাউমাউ করে কাঁদেন।গত ১৮ নবেম্বর মহিলা পরিষদ ও সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে ঐ এলাকায় গিয়ে অনেক করুন কাহিনী শোনা গেছে। মায়ারানী (২০) নামের এক গৃহবধূ মহিলা পরিষদ নেতৃবৃন্দের কাছে তার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, লম্পটরা ২য় বারের মত ৩ অক্টোবর সকালে যখন তার বাড়িতে আসে, তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ে বাড়ির পুকুরে ঝাঁপ দেন। কিন্তু তখন লম্পটরা ঘর থেকে তার কোলের শিশুটিকে এনে পানিতে নিক্ষেপ করার ভয় দেখালে তিনি কোলের শিশুর জীবন রক্ষায় পুকুর থেকে উঠে আসতে বাধ্য হন। এসব লম্পট এখনো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এলাকার হিন্দু পরিবারগুলো এখনো নিজেদের নিরাপদ মনে করছে না। আবারও আক্রমণ হয় কিনা এ ভয়ে অধিকাংশ পরিবারের বয়স্কা মেয়েদের তারা শহর এলাকায় আত্মীয়-স্বজনদের কাছে অথবা বাসাভাড়া করে সরিয়ে রেখেছেন। এলাকার ললিত মোহন দাস জানান, তার মেয়ে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী। সামনে তার পরীক্ষা। তারপরও নিরাপত্তার জন্য তাকে সরিয়ে ফেলতে হয়েছে।

পঙ্গু শেফালি রানী (৩৫) জানায়, তিনি (শেফালী) ভেবেছিলেন লম্পটরা তাকে পঙ্গু হিসাবে ক্ষমা করবে। কিন্তু তারা তাকেও ক্ষমা করেনি। শেফালী বলেন, আমিও তাদের ক্ষমা করবো না। লম্পটদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে এক সময় শেফালী রাখী দাস পুরকায়স্থকে জড়িয়ে ধরে বুকফাটা চিৎকার করে ওঠেন। পুরো পরিবেশ তখন ভারি হয়ে ওঠে। সকলের চোখ দিয়েই তখন পানি ঝরতে দেখা যায়।

লর্ড হার্ডিঞ্জের অন্নদা প্রসাদ গ্রামের ১০৮ বছরের বৃদ্ধ রাজকুমার দাশ বলেন, বৃটিশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কোন আমলেই এই এলাকায় এত পাশবিক ঘটনা ঘটেনি। '৯২ সালে বাবরী মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ এলাকায় হিন্দুদের বাড়িঘর পোড়ানো হলেও এমন লুটপাটের ঘটনা তখনও ঘটেনি। রাজকুমার দাশ বলেন, সন্ত্রাসীরা এবার তাকে বেদম মারধর করেছে। তার পিঠের উপর নির্যাতনের চিহ্ন তিনি দেখালেন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে।

রাজকুমার দাস পঙ্কজ ভট্টাচার্যকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, আপনারা মাঝেমধ্যে আমাদের খোঁজ-খবর নেবেন। আপনারা আসলে আমরা সাহস পাই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু ব্যক্তি অভিযোগ করেন, সন্ত্রাসীরা এখনও হিন্দু পরিবারগুলোকে জীবননাশের ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করছে। তারা বলেন, সন্ত্রাসীরা চাচ্ছে হিন্দুরা বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাক। তখন তারা (সন্ত্রাসীরা) হিন্দুদের বাড়িঘর দখল করে নেবে। তারা বলেন, লর্ড হার্ডিঞ্জে সন্ত্রাসের নেতৃত্ব দিচ্ছে সাহাবুদ্দিন, ইয়াসিন মাস্টার, আঃ কাশেম, ফরিদ উদ্দিন ও ফয়েজউল্লাহ। এদের ও এদের সহযোগিদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করা না হলে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। এরা গ্রেফতার না হলে এ এলাকার হিন্দুদের দেশ ছাড়তে হবে।

তবে সম্প্রতি কিছু সন্ত্রাসী ধরা পড়ায় তারা কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন। লুটপাট বন্ধ হলেও সন্ত্রাসীরা চাচ্ছে হিন্দুরা বাড়িঘর বিক্রি করে এলাকা ছাড়ুক। কোন কোন হিন্দু পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তারা আর বাংলাদেশে থাকবেন না। সামাজিক আন্দোলনের নেতা পঙ্কজ

ভট্টাচার্য, খোরশেদ আলম, মহিলা পরিষদ নেত্রী রাখী দাশ পুরকায়স্থ, ডাঃ মালেকা বেগম ও ডাঃ ফরিদা বেগম নির্যাতিতদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে তাদের যাওয়া চলবে না।

নিজস্ব বসতভিটাতে থাকতে পারার মধ্যে গৌরব রয়েছে। তারা বলেন, সন্ত্রাসীরা সংখ্যায় বেশি নয়। হিন্দু-মুসলমান মিলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সন্ত্রাসীদের সাথে আপস নয়। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে। এক সময় সন্ত্রাসীরা অবশ্যই পরাস্ত হবে।

সংবাদ, ২৯ নবেম্বর ২০০১

(৫১০)
সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে ১১ দল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ১১ দলের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সভায় দেশব্যাপী ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলা, সন্ত্রাস, জুলুম, ধর্ষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। বুধবার সিপিবি কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্জুরুল আহসান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আলহাজ আব্দুস সামাদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, বিমল বিশ্বাস, অজয় রায়, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, দিলীপ বড়ুয়া, বজলুর রশিদ ফিরোজ, তোফাজ্জল হোসেন, মাহমুদুর রহমান বাবু, আবু হামেদ শাহাবউদ্দিন, শরাফত আলী হীরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১১ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আগামী ৮ ও ৯ ডিসেম্বর কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে সংখ্যালঘু মানুষের ওপর হামলা-অত্যাচার হয়েছে এ ধরনের বেশ কয়েকটি জেলা সফর, ১১ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় ঢাকায় মনি সিংহ ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্ট ভবনের শহীদ তাজুল মিলনায়তনে সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস বিষয়ক এক আলোচনাসভা করবেন।

গণফোরামের প্রতিবাদ সমাবেশ

দেশব্যাপী আদিবাসীসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারী ও শিশুকন্যা ধর্ষণ, হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ, চাঁদাবাজিসহ প্রায় দু'মাসব্যাপী সংঘটিত নৃশংস বর্বর ঘটনার প্রতিবাদে মহানগরী গণফোরাম মঙ্গলবার বিকালে মুক্তাঙ্গনে এক সমাবেশ করে। সভায় বক্তৃতা করেন সাইফুউদ্দিন আহমেদ মানিক, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সগীর আনোয়ার, সাইদুর রহমান সাইদ, জাহানারা বেগম, সালেহ আহমেদ, আব্দুস সাত্তার পাঠান, হারুন রশিদ তালুকদার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ। সাইফুউদ্দিন মানিক বলেন, 'বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী সরকারের সন্ত্রাসের কথা বলে ক্ষমতাসীন হয়ে দেশব্যাপী ধর্মীয় সংখ্যালঘু নরনারী শিশু নির্যাতন, শিক্ষাঙ্গন, পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য-টেন্ডার দখল, ও চাঁদাবাজির যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তাতে জ্বলন্ত চুলার রাজত্ব থেকে জ্বলন্ত আগুনের রাজত্বে জনগনের নিরাপত্তা, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি আজ বিপন্ন। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ নবেম্বর, ২০০১

(৫১১)
সরকারকে হাইকোর্ট
সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়ার নির্দেশ

সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টার ঃ সম্প্রতি দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নির্যাতন-হয়রানির বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং প্রচার মাধ্যমে যেসব ঘটনা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে তদন্ত করে আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন হাইকোর্ট।

গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মো. আব্দুল মতিন এবং বিচারপতি মারযিউল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এ আবেদন প্রদান করেন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র নামক বেসরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে সুলতানা কামাল আবেদনকারী হয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্যাতনের বিষয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন পেশ করেন। আবেদনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সচিব ও পুলিশের মহাপরিদর্শককে বিবাদি করা হয়।

আবেদনটি গত শনিবার প্রাথমিক শুনানি শেষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সন্ত্রাসীদের নির্যাতন বন্ধ করতে সরকারকে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না এর কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের প্রতি রুলনিশি জারি করা হয়। একই সাথে সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করার বিষয়ে প্রার্থনার শুনানির দিন গতকাল ধার্য করা হয়েছিল।

গতকাল আবেদনকারী আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষে প্রখ্যাত আইনবিদ ড. কামাল হোসেন বিজ্ঞ আদালতে যুক্তি-তর্ক পেশ করেন। তিনি বলেন,দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ও পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-অত্যাচার হয়েছে। এসব অত্যাচারের কিছু কিছু ঘটনা সংবাপত্রসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত যাবতীয় ঘটনা তদন্ত করে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া অতীব জরুরী। আইনের আশ্রয় পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমাল রক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

শুনানি শেষে বিজ্ঞ আদালত সরকারকে ওই আদেশ প্রদান করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ,এফ হাসান আরিফ। আবেদনকারীর পক্ষে ড. কামাল হোসেনকে সহায়তা করেন ড. এম জহির ও এডভোকেট তবারক হোসেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ নবেম্বর ২০০১

(৫১২)
'হুজুর, আমাদের জেলে ভরুন ঃ বাংলাদেশে আর ফিরব না'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা থেকে ঃ বসিরহাটে সাব ডিভিশনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামল গুপ্তের আদালতে বুধবার তোলা হয়েছিল ৭৩ জন বাংলাদেশী শরণার্থীকে। ম্যাজিস্ট্রেট এজলাসে এসে দাঁড়াতেই হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁরা। তাঁদের কাতর আবেদনে আদালতের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। সমস্বরে তাঁরা বলে ওঠেন, হুজুর আমাদের কৃপা করুন, দয়া করে জেলে ভরুন, কিন্তু বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবেন না। জেলেই আমরা নিরাপদে থাকব, দু'মুঠো খেতেও পাব। আমাদের যে কেউ নেই, কিছু নেই।

তাঁদের আবেদন শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর হয়েছে, কিন্তু ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন জেল কর্তৃপক্ষ। তাঁরা বলছেন, কদ্দিন এদের বসিয়ে খাওয়ানো যাবে, এসব বাজেটের বাইরে।

বন্দী শরণার্থীরা এসেছেন ভোলা, পটুয়াখালী, পাইকগাছা, চট্টগ্রাম, নবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা থেকে। শরণার্থী শঙ্কর দে, মিলন সরকার, রঞ্জন মল্লিক, রূপসী দে, সঞ্চিতা রানীকে কিছু প্রশ্ন করার আগেই সমবেত কণ্ঠে জনকণ্ঠকে জানালেন, দুষ্কৃতকারীরা আমাদের সর্বস্ব লুট করেছে। প্রাণটুকু নিয়ে আমরা কোনক্রমে পালিয়ে এসেছি। আমরা আওয়ামী লীগ সমর্থক। তাই আমাদের ওপর এই নির্যাতন। কোন উপায় না দেখে ভাসতে ভাসতেই আমরা পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছেছি।

বিডিআর বিএসএফ শরণার্থী দেখলেই আগে জানতে চাইছে মুসলমান না হিন্দু। সেই পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করেই তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে। সীমান্তে শুধু বাংলাদেশী পরিচয়টা এখন যথেষ্ট নয়। এখন মানুষের একটা পরিচয় মুসলিম না হিন্দু।

স্বরূপনগরে এক নম্বর গেটে মাঝেমাঝেই বিডিআর-বিএসএফ ফ্লাগ মিটিং হচ্ছে। তাতে কোন মীমাংসা নেই। স্বরূপনগরে গুনরাজপুর ক্যাম্পে চাঁদা তুলে গ্রামবাসীরা শরণার্থীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু আর কতদিন? শরণার্থীরা একবার পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়লে বিডিআর হাত ধুয়ে ফেলছে। ফেরত নেয়ার কথা উঠলে বলে, ওরা বাংলাদেশী নন, ওরা হিন্দু, ওদের আমরা নেব না। বিএসএফ বলছে, শরণার্থীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের নয়। তাঁদের দেখলেই আমরা আদালতে তুলছি। আদালত তাদের জেলে ভরছে। কিন্তু জেল তো কারও স্থায়ী ঠিকানা হতে পারে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ নবেম্বর ২০০১

(৫১৩)
সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় সরকার বিপাকে ॥ শাহরিয়ার কবিরকে ধরে অবস্থা লেজে গোবরে

সুনীল ব্যানার্জী ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় সরকার বেশি বিপাকে পড়েছে। সমস্যার গুরুত্ব না বুঝে উল্টাপাল্টা বক্তৃতা বিবৃতি দেয়াতে এই অবস্থা ক্রমান্বয়ে প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক সাংবাদিক একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতা শাহরিয়ার কবিরকে হুট করে গ্রেফতার করাতে সরকারের এখন লেজে গোবরে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর উপর সংখ্যালঘুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার তাদের কয়েকজনকে হেনস্থা করতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রধানসহ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের নির্যাতন নিপীড়নের পরিসংখ্যানসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্ব আটক করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ এবং নির্যাতিতদের পুনর্বাসন না করে সরকারের এ ধরনের কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যেই নির্যাতিতদের সংখ্যা কয়েক লাখ ছাড়িয়ে গেছে। কোন কোন সংগঠনের মতে, নির্যাতিত সংখ্যালঘুর সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ, যা মূল সংখ্যালঘু জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। শত শত হিন্দু মহিলা ধর্ষিত হয়েছে। নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা ভয়ে আতঙ্কে গৃহহীন হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েও নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন মনে করতে পারেনি। বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়ার জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে। সীমান্ত পার হতে গিয়েও সীমান্ত রক্ষীদের গুলিতে কয়েকজনকে আত্মাহুতি পর্যন্ত দিতে হয়েছে। এর পরও ভারতে আশ্রিতরা এখন মহাফাঁপরে পড়েছে। তারা দেশে ফিরতে পারছে না। আবার আশ্রয় নেয়া দেশে নিরাপদ মনে করছে না। আত্মীয়স্বজনরাও অনেকে তাদের শেল্টার দিচ্ছে না। এই মানবেতর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের অনেকে। দেশত্যাগী নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের অবস্থা এত অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছে যে, তাদেরকে পুশব্যাক করলে বাংলাদেশ গ্রহণ করবে না। আবার ভারতও তাদেরকে সে দেশে রাখতে চাইছে না। সীমান্ত শহর সাতক্ষীরা ও বেনাপোলের অপর পারে এ ধরনের প্রায় দু'শ' নির্যাতিত পরিবার বর্তমানে অপেক্ষমাণ রয়েছে।

ইতোমধ্যে কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনার অফিস থেকে একাধিক রিপোর্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এ মাসের প্রথম দিকে প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, দেড় হাজারেরও বেশি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। পরের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এ সংখ্যা প্রায় দশ সহস্রাধিক। তবে এর মধ্যে বেশ কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। রিপোর্টে মোটামুটি একটি তালিকাও পাঠানো হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তালিকার কথা স্বীকার করে জানিয়েছে যে, বিষয়টা নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। অবশ্য কি ধরনের আলোচনা হচ্ছে এবং প্রেরিত রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ কিনা তা কর্তৃপক্ষ জানাতে অসম্মতি জানায়। তবে সরকারের অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে যে ভারতে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে বাংলাদেশে তাদের ভিটাবাড়িতে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজস্ব উদ্যোগে এ ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা নেয়ার ফলে সমস্ত বিষয়টা জখাখিচুড়ি হয়ে গেছে। পুলিশ গ্রামে গেলে অনেকে ভয়ে আতঙ্কে কিছুই বলছে না। আবার বললেও সত্যি কথা, বিশেষ করে নির্যাতনকারীদের নাম-ঠিকানা জানাচ্ছে না ঠিকমতো। এর ওপর পুলিশ সরাসরি ঘটনাস্থলে না গিয়ে নিজেরা মনগড়া রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। অবশ্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বলা হয়েছে যে, এ যাবত সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা প্রমাণ পেলেই মামলা নেয়া হচ্ছে। অপরাধী সে যেই হোক তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। পুলিশের দাবি অনুযায়ী এ ধরনের ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ৪০ জন আহত হয়েছে। ৫১টি প্রতিমা ভাংচুর, ১১টি বাড়িঘর ভাংচুর ও সম্পদ লুট এবং ৩৪টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ৪ জন সংখ্যালঘু মহিলা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে হতভাগ্য বরিশালের মালতি রানী, সিরাজগঞ্জের পূর্ণিমা ও কুড়িগ্রামের মিনা রানীও রয়েছে। পুলিশ এসব ঘটনায় ৬৬টি মামলা ও ২১টি ডায়েরি নিয়েছে। ৮৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ধর্ষণের অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার যখন ঢাকঢোল পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের তেমন ঘটনা ঘটেনি ঠিক তখনই পুলিশের উক্ত রিপোর্ট পরস্পরবিরোধী নয় কি? এতেই প্রমাণিত হয়েছে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের স্টিম রোলার অব্যাহত হয়েছে।

সরকারের নীতি নির্ধারকদের উল্টাপাল্টা বক্তৃতা বিবৃতি দেয়াতে পুলিশ তৎপরতা চালাতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে। কোথাও কোথাও আবার পুলিশের ছত্রছায়ায় অপরাধীরা তৎপরতা চালিয়েছে। আবার কোন কোন স্থানে পুলিশের কাজে গাফিলতি ছিল। পুলিশ হেডকোয়ার্টার অবশ্য ইতোমধ্যে কর্তব্যে গাফিলতির জন্য ভোলার পুলিশ সুপার শাহজাহান রাজকে উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে ঢাকায় তলব করেছে। কর্তব্যে গাফিলতির জন্য উল্লাপাড়া থানার ওসি আবুল হোসেন মোড়ল ও লালমোহন থানার ওসি তোফাজ্জেল হোসেনকে সাসপেন্ড করেছে। এসব সরকারী তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এর পরও বিষয়টি সরকার সরাসরি স্বীকার না করে ধান ভানতে শিব গাইছে। কখনও বলছে তেমন কিছুই না। আবার কখনও বলা হচ্ছে নির্বাচনের পর প্রায় সব দেশেই এমন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান নাকি তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এসব ভুল তথ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে না। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রে এ নিয়ে অসংখ্য প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ ডেস্কসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এসব তথ্য জানাজানি হয়ে গেছে। জানাজানি হয়েছে শুধু ভোটার হবার কারণে এ দেশের

সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করা হয়েছে অমানবিকভাবে। বিবিসির ওয়ার্ল্ড নিউজ ছাড়াও বাংলা সংবাদে প্রায় প্রতিদিন এসব খবর প্রচারিত হচ্ছে ফলাওভাবে।

বিবিসির সংবাদদাতা মোয়াজ্জেম হোসেন ভারত ঘুরে আসার পর এ নিয়ে পাঁচ কিস্তিতে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের খবর প্রচার হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ফর মাইনোরিটি ইন বাংলাদেশ শীর্ষক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী বিশ্বব্যাপী প্রচার করেছে। অথচ সাংবাদিক লেখক শাহরিয়ার কবির নির্যাতিত দেশত্যাগী সংখ্যালঘুদের ছবি তোলাকে বড় অপরাধ করে ফেলেছে বলে দেখানো হচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার সত্যকে আড়াল করার কিভাবে অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। প্রবীণ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর আনিসুজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেন, লেখক সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেফতারের ঘটনাকে নাগরিক অধিকার লজ্ঘনের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনার জন্য তদন্ত কমিশনের দাবি জানান। ডক্টর আনিসুজ্জামান নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক। এই কমিটি দেশব্যাপী কাজ করছে এবং অচিরেই তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ নবেম্বর ২০০৫

(৫১৪)
পাট ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৯৫ হাজার টাকা ডাকাতি

ইউএনবি ঃ সোমবার যশোর-মাগুরা রোডে এক পাট ব্যবসায়ীর ৯৫ হাজার টাকা ডাকাতি হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ৬ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী মোটর সাইকেলে এসে ব্যবসায়ী অরূপ কুমার সাহার পথ রোধ করে এবং তার কাছে থাকা ৯৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। অরূপ সাহা এ সময় সীমাখালী শহরে পাট কিনতে যাচ্ছিলেন। পুনরায় হামলার আশঙ্কায় অরূপ কোন মামলা করেননি।

বাংলাদেশ অবজারভার, ৩০ নবেম্বর ২০০১

ডিসেম্বর-২০০১

(৫১৫)
বাগেরহাটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৬ জন গণধর্ষণের শিকার

স্টাফ রিপোর্টার খুলনা ঃ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ১ জন বালিকাসহ ৫ জন মহিলা সন্ত্রাসীদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। গত ১৬ নবেম্বর বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার গোপালপুর গ্রামে এ গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বলে নির্যাতিতরা জানিয়েছেন।

নির্যাতিতরা প্রতিবেদকের কাছে জানান যে, তারা এ ঘটনা ভয়ে প্রকাশ করেননি। কারণ সন্ত্রাসীরা তাদের হুমকি দিয়ে গেছে, যদি এই ঘটনা ফাঁস হয় অথবা পুলিশকে জানানো হয় তবে তাদের হত্যা করা হবে। তারা জানান, মধ্যরাতে সন্ত্রাসীরা ৫টি ঘরে প্রবেশ করে এবং ১১ বছরের একজন বালিকাসহ ৫ জন মহিলাকে গণধর্ষণ করে স্বর্ণের অলংকার ও মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। কিন্তু নির্যাতিতরা কেউই সন্ত্রাসীদের চিনতে পারেনি।

সন্ত্রাসীদের এই গণধর্ষণের হাত থেকে গর্ভবতী মহিলাও রক্ষা পায়নি। নির্যাতিতার স্বামী বলেন, আমার গর্ভবতী স্ত্রীকে ধর্ষণ না করার জন্য ওদের আমি ৬ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলাম। তারা জানান, সন্ত্রাসীরা তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে।

কচুয়া থানা পুলিশ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, কোন নির্যাতিতা এ ব্যাপারে অভিযোগ দাখিল করেনি, তবে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, অবশ্যই এ ব্যাপারে আমি তদন্ত করব।

ডেইলি স্টার, ১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫১৬)
চট্টগ্রামে প্রকাশ্যে একে-৪৭ দিয়ে ছাত্র ও যুবলীগ নেতাকে গুলি করে পলায়ন

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম মহানগরীতে আবারো দিনদুপুরে সন্ত্রাসীরা অত্যাধুনিক একে-৪৭ রাইফেল দিয়ে এক ছাত্রলীগ নেতা ও এক যুবলীগ কর্মীকে গুলি করে নির্বিঘ্নে চলে গেছে। গতকাল শুক্রবার সোয়া ৩টার দিকে নগরীর সিডিএ এভিনিউর নাছিরাবাদ সিএন্ডবি কলোনিতে এই ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহতরা হলো—ওমর গনি এমইএস কলেজ ছাত্রলীগ নেতা ও স্নাতক ১ম বর্ষের ছাত্র মানস কান্তি চৌধুরী (২১) এবং যুবলীগ কর্মী গোপাল দাস (২৮)। তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। ছাত্রলীগ এ ঘটনার জন্য ছাত্র শিবির ও ছাত্রদলের ক্যাডারদের দায়ী করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানিয়েছে, নাছিরাবাদ সিএন্ডবি কলোনির ভেতরে একটি দোকানের সামনে বসা ছিল মানস। আনুমানিক বেলা সোয়া তিনটার দিকে দুটি ট্যাক্সিতে করে ৬জন যুবক কলোনির গেটে আসে। ৪ যুবক নেমে এসে ছাত্রলীগ নেতা আলমকে খোঁজে। তারা মানসের কাছে আলম কোথায় জানতে চায়। এভাবে কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের একজন একে-৪৭ রাইফেল দিয়ে মানসকে গুলি করে। তার পশ্চাদদেশে ও হাতে ৩টি গুলি লাগলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে যুবলীগ কর্মী ও দোকানদার গোপাল দাস দোকান থেকে বের হয়ে পালাতে চাইলে সন্ত্রাসীরা তাকেও পায়ে গুলি করে।

এর পরপরই সন্ত্রাসীরা অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে করে চলে যায়। তবে পুলিশ জানিয়েছে, ৪ সন্ত্রাসী সিএন্ডবি কলোনির ভেতর দিয়ে হেঁটে পেছন দিয়ে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট অথবা তুলাতলীর দিকে চলে যায়। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

ঘটনার পরপরই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে সিডিএ এভিনিউতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং কমপক্ষে ৫টি গাড়ি ভাংচুর করে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সন্ধ্যার পরও ছাত্রলীগ এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

পুলিশ এখন পর্যন্ত খোকন নামে ছাত্রদলের এক ক্যাডারের পরিচয় জানতে পেরেছে এবং সে হামলাকারীদের সঙ্গে ছিল। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রেই এ তথ্য জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার পরপরই এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছে, কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তবে রাতেও পুলিশ পলিটেকনিক, নাছিরাবাদ ও শেরশাহ কলোনিসহ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন এক পুলিশ কর্মকর্তা। ঘটনাটি সম্ভবত এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ছাত্রদল ও শিবিরের জুনিয়র ক্যাডার গ্রুপই এই হামলা চালিয়েছে বলে সূত্র গুলো দাবি করেছে।

ভোরের কাগজ, ১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫১৭)
বেড়া ও সাঁথিয়ায় নির্বাচনের দুই মাস পরও আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হয়নি এখনো হামলার শিকার হচ্ছে সংখ্যালঘুরা

বেড়া (পাবনা) প্রতিনিধি ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দু'মাস পার হয়ে গেলেও বেড়া ও সাঁথিয়া উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। উপজেলাদ্বয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত থাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

নির্বাচনের পর থেকেই বেড়া উপজেলার পৌর শহরসহ হাটুরিয়া, জগন্নাথপুর, পেচাকোলা, মালদহপাড়া, নাকালিয়া, নাটিয়াবাড়ী, টাংবাড়ী, কাশিনাথপুর, নয়াবাড়ী, আমিনপুর, ঘাস আমিনপুর, বাঁধের হাট, কাজীর হাট এবং সাঁথিয়া উপজেলার করমজা ইউনিয়নের পুণ্ডুরিয়া, সেতুপাড়া ইউনিয়নের পাগলা হালদারপাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সহিংসতার শিকার হয়েছে এবং এখনো অনেক স্থানে সন্ত্রাসী হামলা অব্যাহত রয়েছে। আর এ সকল সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় অনেকে আইনের আশ্রয় নিতে গিয়েও পড়েছে চরম বিপাকে। মামলা তুলে নেয়ার জন্য বাদীকে প্রাণনাশের হুমকি-ধামকি দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। ফলে অনেকেই সন্ত্রাসী হামলার শিকার হলেও ভয়ে মুখ খুলছে না এবং আইনের আশ্রয় নিতে সাহস পাচ্ছে না।

নির্বাচনের পর ৭ অক্টোবর হাটুরিয়া জগন্নাথপুর গ্রামে একাধিক বাড়িতে লুটপাট-ভাংচুর ও মারপিটের ঘটনা ঘটে। জগন্নাথপুর গ্রামের অশ্বিনী কুমার সূত্রধর তার বাড়িতে লুটপাটের ঘটনায় বেড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও তাকে থানা থেকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ৯ অক্টোবর উপজেলার টাংবাড়ী গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করা হয়। একইদিন সাঁথিয়া উপজেলার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়নের পাগলা হালদারপাড়া গ্রামে ২০জন সংখ্যালঘু লোককে গরুর মাংস দিয়ে খিচুরি রান্না করে খাওয়ানো হয় বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।

২৩ নবেম্বর সাঁথিয়া উপজেলার হুণ্ডুরিয়া গ্রামের সাধন বিশ্বাস ও টাবল বিশ্বাসের পুকুরের মাছ এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা জোর করে ধরে নিয়ে যায়। এ সময় পুকুরের মালিকদ্বয় বাধা দিতে গেলে তাদেরকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় এবং কাউকে না বলার জন্য শাসিয়ে দিয়ে বলে যে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে কিংবা আইনের আশ্রয় নেওয়া হলে তাদেরকে

দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। একই দিন সাঁথিয়া উপজেলার নাগ ডেমরা ইউনিয়নের হারিয়া গ্রামের অখিল চন্দ্র সরকার এ প্রতিনিধির কাছে বলেন, একই গ্রামের মফিজ মোল্লা গং বাহিনী তার ৭ বিঘা জমিতে জোর করে মাসকালাই ছিটিয়ে জবর দখল করেছে এবং উক্ত জমিতে তাদেরকে যাওয়া ও চাষাবাদ না করার জন্য হুমকি দিয়েছে। এ ব্যাপারে অখিল চন্দ্র সাঁথিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে অবহিত করেন।

ভোরের কাগজ, ১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫১৮)
সংখ্যালঘুরা এখনো আতঙ্কে ঝালকাঠীতে তারকব্রহ্ম নাম কীর্তন অনুষ্ঠান এবার জমছে না

ঝালকাঠী প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠীতে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে শুরু হওয়া ৭দিন ব্যাপী অখণ্ড 'তারকব্রহ্ম' নাম কীর্তন এবার জমছে না। ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিবছর এই অনুষ্ঠানে হাজার হাজার নারী-পুরুষ উপস্থিত থাকলেও এ বছর মানুষ ঘর থেকে বের হওয়া নিরাপদ মনে করছে না।

গত ২৮ নবেম্বর সন্ধ্যার পর ঝালকাঠী শহরের আড়তদারপট্টিস্থ রাধা গোবিন্দের আঙ্গিনায় সংকীর্তন অনুষ্ঠানে গিয়ে এই দৃশ্য চোখে পড়ে। একজন আয়োজক জানান, বিগত নির্বাচনের পর থেকে গ্রাম এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন ভয়ভীতির মধ্যে রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫১৯)
শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবি করেছে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি

কাগজ ডেস্ক ঃ শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি, দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধসহ বর্বরোচিত অত্যাচার ও মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত ও বিচার দাবি করেছে ওয়ার ক্রাইমস ফাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি। গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনের আহ্বায়ক ডা. এম এ হাসান জানান, সংখ্যালঘুদের ওপর এইসব নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী ও দুর্বলদের প্রতি সন্ত্রাসী আচরণ আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় বিচারযোগ্য গুরুতর অপরাধ।

তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে বর্তমান সরকারের আমলে দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অমানবিক নির্যাতন, সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের সর্বশেষ নিদর্শন হচ্ছে বাগেরহাটের কচুয়া উপলজেলার উত্তর গোপালপুর গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাঁচটি বাড়িতে মা-মেয়েসহ ৬ জনকে গণধর্ষণ। এ ধরনের ঘটনা রাষ্ট্রের নির্দেশে বা প্রশ্রয়ে না হলেও ৭১-এর যুদ্ধাপরাধী মৌলবাদীরা এর জন্য দায়ী।

আজকের কাগজ, ২ ডিসেম্বর ২০০১

(৫২০)
ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ ঃ নির্দলীয় তদন্ত দাবি

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সারাদেশে সংখ্যালঘু মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদ করে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি এ নির্যাতন বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ দল নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে যথাযথ তদন্তের আহবান জানিয়েছে। কমিটি মানবতাবিরোধী দুষ্টচক্রকে দল থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

গতকাল শনিবার ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির আহবায়ক ডা. এম এ হাসান সাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার উত্তর গোপালপুর গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাঁচটি বাড়িতে মা-মেয়েসহ ছয় মহিলাকে গণধর্ষণ এবং তাদের পরিবারকে জোরপূর্বক উৎখাতের প্রচেষ্টা আমাদেরকে স্তম্ভিত করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকে হিন্দু এবং সাধারণ জনগণের ওপর যে অমানবিক নির্যাতন, সন্ত্রাস, হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণসহ মানবতাবিরোধী অপরাধগুলো ঘটে আসছিল এটি তার শেষ নিদর্শন। বিভিন্ন দৈনিকে এ সংক্রান্ত যে সমস্ত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছিল তার সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে আমরা হত্যা, নির্যাতন অপরাধের ব্যাপকতা দেখে বিমূঢ় হয়েছি। এ প্রেক্ষাপটে আমরা বিশ্বাস করতে চাই এ সব ঘটনা রাষ্ট্রের নির্দেশে বা প্রশ্রয়ে হচ্ছে না। তবে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী ভাবাদর্শে উজ্জীবিত মৌলবাদী চিন্তার ধারক-বাহক এবং হিন্দু-বিদ্বেষী চক্রগুলো রাজনৈতিক পোলারাইজেশনের কারণে ক্ষমতাসীনদের আশ্রয় পাওয়ায় বা তাদের সাথে একত্রিত হওয়ায় এসব ঘটনা ঘটেছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিও এর জন্য দায়ী।

সংখ্যালঘুদের ওপর এসব নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, জোরপূর্বক উৎখাত এবং নারী ও দুর্বলের প্রতি সন্ত্রাসী আচরণের প্রত্যেকটিই আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় বিচারযোগ্য গুরুতর অপরাধ। সরকার শত শত হিন্দু নারীর শ্লীলতাহানি এবং সাধারণের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার ও মানবতাবিরোধী অপরাধের যথাযথ তদন্ত এবং বিচারকার্যে ব্যর্থ হলে স্বাভাবিকভাবেই এগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচিত হবে। কিছু লোকের অপরাধের জন্য সমগ্র জাতি আজ লজ্জিত ও অবনমিত। মনে রাখা প্রয়োজন, এসব অপরাধের বিচার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টেও হতে পারে। ভুক্তভোগীদের যে কেউ প্রমাণসহ আন্তর্জাতিক আদালতে দাঁড়ালে সে কেবল তার জন্য সুবিচারই নিশ্চিত করতে পারবে না সে সাথে এসব অপরাধের পেছনের অপশক্তিকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। তবে দুঃখের বিষয় হলো, এসব কর্মাকাণ্ডের কারণে মানবতাবাদী সাধু ব্যক্তিসহ এ দেশের সবাইকে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে আমরা এসব ঘৃণ্য ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং অবিলম্বে এ নির্যাতন বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ দলনিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে যথাযথ তদন্তের আবেদন জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, এসব বিষয় নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদেরকে শত্রু জ্ঞান করে হয়রানি না করে শাহরিয়ার কবিরের মতো সাহসী সাংবাদিকদের সরকার মুক্তি দেবেন বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এতটা নাজুক যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ পত্রপত্রিকায় ও মিডিয়াতে বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ শক্ত মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসছে। সরকারের মনে রাখা উচিত, টেরোরিজম ও মানবাধিকারের বিষয়টি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছ বর্তমানে এক নম্বর বিবেচ্য বিষয়। নির্যাতিত, লাঞ্ছিত নরনারীর নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষায় সরকার এবং দেশবাসী সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে অসহিষ্ণুতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়ার আহবান জানাচ্ছি এবং মানবতাবিরোধী দুষ্টচক্রকে দল থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সংবাদ, ২ ডিসেম্বর ২০০১

(৫২১)
তুচ্ছ ঘটনায়

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠি শহরের পুরনো কলেজ এলাকায় গত শুক্রবার কলাপাতা কাটাকে কেন্দ্র করে বচসার জের ধরে একই পরিবারের ৩ মহিলাসহ ৪ জন আহত হয়েছে। এ

ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুরোনো কলেজ রোড এলাকার নিতাইচন্দ্র দাসের কন্যা বকুল রাণীর (২০) সঙ্গে প্রতিবেশী মনিরের কলাপাতা কাটা নিয়ে বচসা হয়। এক পর্যায়ে মনির বটি এনে বকুলরাণী, তার বোন মুকুল রাণী (১৫), আত্মীয় নেপাল শীল (৪০) ও কাজল রাণীকে (৩৫) কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করেছে।

ভোরের কাগজ, ২ ডিসেম্বর ২০০১

(৫২২)
ফলোআপ ঃ জাতীয় নির্বাচনে আ' লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করাই অপরাধ চিলমারীতে পুরোহিতকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়েছে॥ ৪০টি সংখ্যালঘু পরিবারের কাছে বিএনপি সন্ত্রাসীদের চাঁদা দাবি

রংপুর থেকে লিয়াকত আলী বাদল ঃ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অপরাধে বিএনপি ও ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের হাতে গুরুতর আহত মন্দিরের পুরোহিত স্বপন কুমারের (৩৫) দুই হাতই চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছে। সন্ত্রাসীদের চাপাতির আঘাতে তার দুই হাতে তিনটি করে আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মাথাসহ তার শরীর সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে ক্ষতবিক্ষত করায় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পুরোহিত স্বপনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৫ নবেম্বর কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার সবুজপাড়া গ্রামে। ১২দিন অতিবাহিত হলেও পুলিশ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে পারেনি।

সংবাদ-এ এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হলে স্বরাস্ট্রমন্ত্রণালয়ের নির্দেশে স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ আইনুল নামে ছাত্রদলের এক ক্যাডারকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মূলত ওপর মহলের চাপেই স্থানীয় পুলিশ ও বিএনপি নেতাদের মধ্যে গোপন সমঝোতার পর আইনুল পুলিশের কাছে ধরা দেয়; কিন্তু মূল আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করছে না বলে পুরোহিত স্বপন কুমারের পরিবার ও স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়েছেন। বরং বিএনপি ও ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা আওয়ামী লীগের দুর্গ বলে পরিচিত সবুজপাড়া গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবারগুলোকে মামলা প্রত্যাহার করা না হলে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে বলে হুমকি প্রদান করছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন সদস্য পালিয়ে রংপুরে তাদের স্বজনদের বাসায় আশ্রয় নিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন সংবাদকে গত মঙ্গলবার জানান, বিএনপি ও ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডার মিজু, রেজাউল, বাবু, আমিনুলসহ কয়েকজন সংখ্যালঘুদের বাসায় গভীর রাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে, তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়েছে থাকতে হলে পরিবার পিছু ১০ হাজার টাকা করে চাঁদা দিতে হবে।

সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকির কারণে ৪০টি সংখ্যালঘু পরিবার চরম আতঙ্কের মধ্যে অবস্থান করছে। পুলিশকে বলে কোন কাজ হয় না। কারণ চিলমারী থানার ওসি তোফাজ্জল হোসেন প্রকাশ্যে বলেন, তিনি নাকি নিজেই বিএনপির কট্টর সমর্থক। তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জে, পুরো পরিবারসহ আত্মীয়স্বজনরা বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তিনি উলটো বলেন, ম্যানেজ করে চলতে। এ অভিযোগ বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবার এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের।

এদিকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ঠাকুরবাড়ির কেন্দ্রীয় মন্দিরের পুরোহিত স্বপন কুমার গতকাল মঙ্গলবার সংবাদকে জানান, ১২দিন হতে চলেছে এখন পর্যন্ত প্রকৃত সন্ত্রাসী মিজু, রেজাউল, বাবু ও আমিনুল, যারা তাকে হত্যা করার

উদ্দেশ্যে কুপিয়েছিল তাদের একজনকেও পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীরা মনে করছিল আমি মারা গেছি। সে কারণে তারা স্থান ত্যাগ করেছিল। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে স্বপন জানালেন আমার দুই হাত পঙ্গু হয়ে গেছে, এ জীবনে বেঁচে থেকে কি লাভ? চিকিৎসকরা জানালেন, দুই হাতের ৩টি করে আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, জোড়া লাগানো সম্ভব হয়নি। তবে দুই হাতই চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে গতকাল মঙ্গলবার টেলিফোনে রংপুর থেকে চিলমারী থানায় বিকেল সাড়ে চারটায় যোগাযোগ করা হলে কর্তব্যরত দারোগা আবদুল হাই এ প্রতিনিধিকে জানান ঘটনার পরপরই পুরোহিত স্বপন কুমারের বোন অনিমা রায় বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। আসামিদের গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা তাদের খুঁজে পাচ্ছি না। গা ঢাকা দিয়েছে বোধহয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হুমকির বিষয় জানাতে চাইলে বলেন, পুরোহিত চরিত্রহীন লোক তাকে আহত করার ঘটনা নাকি রাজনৈতিক নয়, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব। তিনি বলেন, এখনো হিন্দুরা নেংটা হয়ে নাচলেও নাকি কোন অসুবিধা নেই। মামলার আসামিরা থানাতে মাঝে-মধ্যেই আসে জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সংবাদ, ২ ডিসেম্বর ২০০১

(৫২৩)
ঐক্য পরিষদের সমাবেশ
সরকার ঘটনা অস্বীকার করায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ভয়াবহতা অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা আরো উৎসাহ নিয়ে তাদের অপকর্ম চালাচ্ছে। সরকার যদি দোষীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের ব্যবস্থা করত তাহলে সংখ্যালঘুরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়ে আশ্রয় নিত না।

রাজধানীর বাহাদুর শাহ পার্কে গতকাল শনিবার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখা আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তারা এ কথা বলেন। রূপচাঁদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পরিমল দে, বাবুল দাস, নির্মল চ্যাটার্জি, শঙ্কর ধর, হিমাংশু দাশ অরুণ, রবিন বসু, বিপুল ঘোষ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনার ধারাবাহিকতা হিসেবে গেন্ডারিয়ার জেলেপাড়ায় এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা গত ২৭ নবেম্বর তারক বর্মনের বাড়িতে বোমা হামলা চালায়। এতে ছয় বছর বয়সের শিশু তনুজ বর্মণ গুরুতর আহত হয়। শুধু তাই নয়, ওই সন্ত্রাসীরা এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে চাঁদার জন্য হুমকি দিচ্ছে।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল পুরান ঢাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে তারা সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পুলিশ কমিশনারের কাছে পৃথক স্মারকলিপি পেশ করেন।

প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০১

(৫২৪)
মৌলভীবাজারের গ্রামে চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু শিক্ষকের ধান কেটে নিয়েছে

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা ঃ মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবী করে না পেয়ে একজন সংখ্যালঘু শিক্ষকের জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৪ নবেম্বর সকাল ৮টার দিকে কমলগঞ্জ উপজেলার মুন্সীবাজার ইউনিয়নের পালগাঁও (পাল জোয়ান) গ্রামের।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঐ গ্রামের প্রভাবশালী মছকন মিয়ার নেতৃত্বে শতাধিক লোক দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শিক্ষক হরিপদ দেবনাথের জমির পাকা নাবিসাইল ধান কেটে নিয়ে যায়।"

স্কুল শিক্ষক অভিযোগ করেন, প্রভাবশালী মছকন মিয়ার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী তার কাছে নগদ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। স্কুল শিক্ষক চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে তার জমির পাকা ধান কেটে নেওয়া হয়। স্কুল শিক্ষক হরিপদ দেবনাথ এ ব্যাপারে মৌলভীবাজার প্রথম শ্রেনীর আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

দৈনিক খবর, ৩ ডিসেম্বর ২০০১

(৫২৫)
বিএনপি নেতা পরিচয় দিয়ে নরসিংদীতে হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদ করে বাড়ি দখল

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ বিএনপির নেতা পরিচয়দানকারী চিহ্নিত সন্ত্রাসী ফারুক আহমেদ গতকাল রোববার সকালে নরসিংদী সদর উপজেলার হাজীপুর গ্রামের মদন দাসের কন্যা মনি রানী দাস (২০) কে অপহরণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে পরিবার-পরিজনসহ তাদেরকে পৈত্রিক বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে উঠানে পুকুর কেটে পুরো বাড়িটিই দখল করে নিয়েছে।

গতকাল সকালে সন্ত্রাসী ফারুক তার দলবল নিয়ে মদন দাসের বাড়িতে গিয়ে তার কন্যাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এ সময় মদন দাস ও তার স্ত্রী আর্তচিৎকার শুরু করলে সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে তাদেরকে বেদম প্রহার করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এর মধ্যে মনি রানী দাস পালিয়ে গিয়ে হাজীপুর ইউনিয়নের মেম্বার কৃষ্ণপদ দাসের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সন্ত্রাসীরা পরে কৃষ্ণপদ দাসকেও গিয়ে শাসিয়ে আসে। অন্যদিকে ফারুক সহ সন্ত্রাসীরা বাড়ির উঠানে পুকুর কেটে মাটি উঠিয়ে একটি ভিটা তুলে ঘর উঠিয়ে তাদের দখলে নেয়।

মদন দাস এখন তার স্ত্রী,পুত্র, কন্যাকে নিয়ে স্থানীয় গণ্যমান্যদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিচার প্রার্থনা করে বেড়াচ্ছে।

সাংবাদিকরা সরজমিন এ সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেলে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ইউসুফ খান পিন্টু ও ইউপি সদস্য কৃষ্ণপদ দাস ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তারা জানান, সন্ত্রাসী ফারুক ও তার দল দীর্ঘ দিন যাবৎ হাজীপুরের বিভিন্ন মহল্লায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও জায়গা-জমি জবরদখল করে আসছে। তারা এতই দুর্ধর্ষ যে, তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না।

এদিকে গত শনিবার রাতে নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী পৌর এলাকার বিরামপুর মহল্লার হিন্দু সম্প্রদায়ের ৯টি বাড়িতে হামলা চালিয়ে মারধর, ভাংচুর, লুটপাট করেছে এলাকার চিহ্নিত ডাকাত আতাউল্লাহ ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী। এদিন রাত ১১টায় ডাকাত আতাউল্লাহর নেতৃত্বে ৮/১০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী বিরাম পুরের সূত্রধর পাড়ায় সন্তোষ সূত্রধর, প্রভু সূত্রধর, সুবোধ সূত্রধর, রবি সূত্রধর, কাজল সূত্রধরের বাড়িতে হামলা চালিয়ে অস্ত্রের মুখে ভাংচুর ও মারধর করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ ৪ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে সানু সূত্রধরের মা অবলা সূত্রধরের (৭০) পা ভেঙ্গে দিয়েছে এবং কন্যা জনি রানী সূত্রধরকে অপহরণের চেষ্টা করে। খবর পেয়ে মাধবদী ফাঁড়ির পুলিশ রাত ১২টায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে চলে যাবার পর পুনরায় সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। এ ব্যাপারে নরসিংদী সদর থানায় মামলা করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর ২০০১

(৫২৬)
কালিয়ার সংখ্যালঘুরা এখনো আতঙ্কে

তারেক আলম, কালিয়া (নড়াইল) ঘুরে এসে ঃ নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বর্তমানে কমলেও নড়াইলের কালিয়ার বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক অবস্থা এখনো কাটেনি। এলাকার সংখ্যালঘু প্রধান কয়েকটি গ্রামের ছাত্রীরা স্কুল-কলেজে যাচ্ছে না। কেউ কেউ স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ জোট সরকার সমর্থকদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ তুললেও বিএনপি বলেছে, অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। পুলিশ বলেছে, নির্বাচনের পর কিছু ঘটনা ঘটলেও এখন তা নেই।

সরজমিন নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, কালিয়া শহরে রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে তবে গ্রামাঞ্চলে অবস্থা উন্নতির দিকে। স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্রুত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি অনেকটা সামাল দেওয়া গেলেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন আস্থা সৃষ্টি হয়নি। কালিয়ার চালনা, হরিশপুর, কাশীপুর, লক্ষীপুর প্রভৃতি এলাকার সংখ্যালঘুরা এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

নড়াইল থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে চালনা গ্রামের অবস্থান। ভুক্তভোগীরা জানান, অনেকের জমি থেকে ধান কেটে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা, অন্যান্য ফসলও কেটে নিয়েছে তারা। ৩টি চিংড়ি মাছের ঘের লুট হয়েছে। দুজনকে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে। নৌকা সমর্থক সংখ্যালঘুর ওপর চাঁদা ধার্য হয়েছে, যা পরিশোধ করে তারা গ্রামে থাকার সুযোগ পেয়েছে। এ গ্রামে রয়েছে ৯০০ ভোটার। সত্তর বছর বয়সী জ্ঞানেন্দ্র চিন্তাপাত্র জানান, নির্বাচনের পর এমন ঘটনা জীবনে কখনো দেখিনি। কালিয়া কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র দুর্জয় বিশ্বাস জানান, সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে তিনি কলেজ যেতে সাহস পাচ্ছেন না। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এসব কর্মকাণ্ডের হোতা এলাকার বিএনপির সন্ত্রাসী জিল্লুর রহমান।

চালনা গ্রামের ২০/২৫ জন ছাত্রী স্কুলে যেতে পারছে না। যাদের মধ্যে রয়েছে, দুলালী (৮ম শ্রেণী), দীপালি (৯ম শ্রেণী), চম্পা (৯ম শ্রেণী), শম্পা, সবিতা, সীমা মজুমদার, লিপিকা প্রমুখ। কালিয়া গালর্স স্কুলের দশম শ্রেনীর ছাত্রী রত্না জানায়, স্কুলে যেতে না পারায় এবার টেস্ট পরীক্ষা দিতে পারেনি। সে নিশ্চিত নয়, এ বছরে এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ সে পাবে কিনা। নিরাপত্তাজনিত কারণে এই গ্রাম থেকে ৮/১০টি মেয়েকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে বলে খোঁজ পাওয়া গেছে।

কি কারণে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে জানতে চাইলে এই গ্রামের উপানান্দ চিন্তাপাত্র বলেন, আমরা গ্রামের প্রায় ১৬ আনা ভোটারই শেখ হাসিনাকে ভোট দিয়েছি। তাই আমাদের তাড়ানোর জন্য তারা এসব করছে। এভাবে চললে দেশে থাকা সম্ভব নয়। আমরা নিরাপত্তা চাই। নইলে ভিটে মাটি বিক্রি করে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এ ব্যাপারে কালিয়া শহরের বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জন কুমার ঘোষ জানান, নির্বাচনের পর চালনায় ৩টি ঘটনা ঘটেছে। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় এলাকায় 'সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয়েছে। তিনি জানান, সংখ্যালঘুরা সবসময় চাপের মুখে থাকেন। নির্বাচনের বিষয়টি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কালিয়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা অভিজিত চৌধূরী বলেন, নির্বাচনোত্তর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে অবনতি না ঘটে সেজন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন এলাকা সফর করেছি। কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিয়াকত হোসেন বলেন, যে কোন ঘটনা জানার পরই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলেও তিনি দাবি করেন।

ভোরের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর ২০০১

(৫২৭)
মাদারীপুরে কালীমন্দিরে ব্যাপক ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ

মাদারীপুর প্রতিনিধি ঃ মাদারীপুর পৌর এলাকার ঐতিহ্যবাহী ও প্রধান শ্মশান কালী মন্দিরে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী শনিবার গভীররাতে ব্যাপক ভাংচুর, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ করেছে। গভীররাতে সন্ত্রাসীরা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে নির্মাণাধীন আরসিসি পিলারসহ মন্দিরের কংক্রিট অবকাঠামো ভেঙ্গে ফেলে। তারা মন্দিরের ভেতরে ভাংচুর করে। সন্ত্রাসীরা মন্দিরের নির্মাণ কাজের জন্য রক্ষিত নির্মাণ সামগ্রী ও ৩৫ বস্তা সিমেন্ট নিয়ে যায়।

মন্দিরে হামলার ঘটনায় গোটা মাদারীপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। ভয়ে সন্ত্রাসীদের পরিচয় সম্পর্কে কেউ কিছু বলছে না।

এদিকে জাসদ, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, সিপিবি, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ, জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠন এই হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তারা অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি করেছে।

ভোরের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর ২০০১

(৫২৮)
গৌরনদীতে অবাধে চলছে চাঁদাবাজি ॥ মৎস্যজীবীকে পিটিয়ে দেশ ছাড়ার হুমকি দিচ্ছে বিএনপি ক্যাডাররা

গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ বিএনপি ক্যাডারদের দাবিকৃত চাঁদা না দেওয়ায় রণজিৎ সরকার নামে এক মৎস্যজীবীর ওপর ৪ দফা হামলা হয়েছে। তার জাল কেটে নষ্ট এবং শ্যালক শ্যামলকে আহত করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাড়িঘর ও দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ ব্যাপারে বিএনপি নেতৃবৃন্দের কাছে নালিশ ও তাদের পরামর্শ অনুযায়ী মামলা করায় রণজিতের স্ত্রী ও শাশুড়ীকে মারধর করা হয়েছে। রণজিতকেও পিটিয়ে আহত করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে বিএনপি ক্যাডাররা। (আরো আছে)

ভোরের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর ২০০১

(৫২৯)
সংখ্যালঘুদের ওপর পৈশাচিক হামলার সরজমিন প্রতিবেদন ॥ নির্যাতনের ঘটনার দশ ভাগের একভাগও প্রকাশিত হয়নি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ "এই সব নরপশুদের বিচার চাই" ৮ বছরের শিশু রীতা রাণীর ক্ষুব্ধ আর অসহায় দাবি। তার এই দাবির কথা তুলে ধরলেন সরজমিন ঘুরে আসা সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের একটি প্রতিনিধি দল। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বাচন পরবর্তী হামলার তথ্য জানতে জেলায় জেলায় ঘুরেছেন এই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। তাদের উপলব্ধি পৈশাচিক ওইসব হামলা নির্যাতনের ঘটনার দশভাগের একভাগও প্রকাশিত হয়নি। নির্যাতন এখনও চলছে। আতঙ্ক এখনো সর্বত্র। অগ্রহায়ণ মাস ধান কাটার মৌসুম। কিন্তু সংখ্যালঘুদের মনে ভয়, নির্যাতকরা ক্ষেতের ধান কাটতে দেবে তো?

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের দলটি বিভন্ন স্থানে তাদের দেখে আসা নির্যাতন চিত্র বর্ণনা করে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই নির্যাতন শুরু হয়েছে। আর নির্বাচনের পরপর অবস্থা চরমে উঠেছে। ভোলার অন্নপ্রসাদ গ্রামের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এই গ্রামের বিষ্ণুপ্রিয়া সারত বালা, মাধুরী শংকরী এবং এক পা বিহীন

শেফালী সহ যে শ'খানেক নারী স্থানীয় বিএনপি ও জামাত কর্মীদের কাছে সম্ভ্রম হারিয়েছেন ৮ বছরের রীতা রাণী তাদের অন্যতম।

ভোলা ছাড়াও বাগেরহাট মিরেরসরাই, রাউজান, পাথরঘাটা, রামগড় আগৈলঝারা গৌরনদী, রামশীল, নাটোর, রাজশাহী যশোর সব জায়গায় প্রায় একই চিত্র। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুরুষরা হয়েছেন শারীরিক নির্যাতনের শিকার আর মহিলারা ধর্ষিত। উপদ্রুত এলাকায় সংখ্যালঘু নাগরিকরা সম্ভ্রম ও সম্পদ হারিয়ে কোন রকমে টিকে আছে। অনেকে দিন কাটাচ্ছেন এক কাপড়ে। শীতে পরার মত শীতবস্ত্রও নেই। তারা চিন্তায় আছে অগ্রহায়ণ মাসে ধান ঘরে তুলতে পারবেন কিনা। নিপীড়ন করেই ক্ষান্ত হয়নি নির্যাতকরা। সকল নির্যাতনের ঘটনা স্রেফ অস্বীকার করার জন্য দেওয়া হচ্ছে নিরন্তর চাপ। প্রশাসন ও স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দও রয়েছেন চাপ প্রদানকারীদের মধ্যে।

নির্যাতনের শিকার হয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন যে মানুষগুলো তাদের ওপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো নেমে এসেছে। ঋণদানকারী বিভিন্ন এনজিও নির্যাতিতদের কাছে কিস্তির টাকা চেয়ে নোটিশ দিয়েছে। পুলিশ নির্যাতনকারীদের গ্রেফতার না করে, এসব নোটিশ নিয়ে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের প্রতিনিধিদল গত ১৮ নবেম্বর ভোলা, ২৩ নবেম্বর মিরেরসরাই, ২৪ নবেম্বর রাউজান এবং ২৬ নবেম্বর বাগেরহাটের বিভিন্ন স্থান সফর করেছেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, চৌধুরী খোরশেদ আলম, এ্যাডঃ আবু তাহের, নুরুল ইসলাম, বিপ্রদাস বড়ুয়া, অধ্যাপক হায়াত মাহমুদ, ফজলুল কবির কাওসার প্রমুখ।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানান, ভোলার অন্নদা প্রসাদ গ্রামে ২ অক্টোবর রাত থেকে ৩ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ী ২/৩ বার এমনকি ৪/৫ বার আক্রান্ত হয়েছে। মোট ৫০-৬০ জন সন্ত্রাসী বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে হামলা চালিয়েছে। ১০৮ বছরের বৃদ্ধ রাজকুমার দাসকেও তারা লোহার রড দিয়ে পিটিয়েছে। ৮ বছরের শিশু থেকে ৫০ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত কেউই ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। অনেকে পুত্রের বয়সী সন্ত্রাসীদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছেন। মায়ারাণী রাতে ধর্ষণের শিকার হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। সকালে পুনরায় সন্ত্রাসীরা তাদের বাড়িতে আসে। তিনি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করতে গেলে সন্ত্রাসীরা তার কোলের শিশুটিকে পানিতে ছুড়ে ফেলার হুমকি দিলে তিনি উঠে আসেন এবং গণধর্ষণের শিকার হন দ্বিতীয়বারের মত। প্রশাসন সেখানে ৮ বছরের রিতা রাণীর ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে। অথচ ধর্ষক শাহাবুদ্দিন, ইয়াসীন মাস্টার, আবুল কাসেম, ফরিদ উদ্দিন, ফয়েজ উল্লাহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মীরের সরাইয়ের মিঠানালার দাশ পাড়া গ্রামে গত ৫ নবেম্বর গভীর রাতে হামলা চালায় বিএনপি-জামাত কর্মীরা। হামলায় ৬৫টি সংখ্যালঘু পরিবারের মধ্যে ৫১টি পরিবার আক্রান্ত হয়।

পূজারী সুনীল সাধুকে ইট দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়। আহত হয় অর্ধশতাধিক। ফিরোজ খান, আজিজ খান, আরিফ, মাঈন উদ্দীন, কাজী টিপু রহমানসহ ২৫ থেকে ৩০ জন হামলায় অংশ নেয়। সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর লুটপাট করা হয়। তাদের হুমকি দেয়া হয় ১০ নবেম্বরের মধ্যে সবাইকে মুসলমান হতে হবে। নইলে আবার আক্রমণ। রাউজানে বিভিন্ন গ্রামে গত ২৮ অক্টোবর হামলা হয়। হামলাকারীরা বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুরা এখন এর ওর বাড়িতে কোন রকমে মাথা গুঁজে আছেন। এখানে হামলার নেতৃত্ব দেয় দক্ষিণ রাউজানের ফজলুল হক, বিধান বড়ুয়া, তাহের, উত্তর রাউজানের আজিজ বাহিনীর প্রধান আজিজুল হক, নাসিম, হারুন চেয়ারম্যান প্রমুখ। বাগেরহাটের বিষ্ণুপুর গ্রামে ১০ ও ২০ নবেম্বর মুজিবুর, হাসেম, ইলিয়াস ও কাদের বাহিনী হামলা চালায়। তারা এক

ব্রাহ্মণ বাড়িতে গণধর্ষণ চালায়। সম্পদ লুটপাট করে দেশ ত্যাগের হুমকি দেয়। কচুয়া থানার গোপালপুর গ্রামেও গণধর্ষণ চালায় সন্ত্রাসীরা। সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় বাবুল শেখ, রুস্তম শিকদার, স্বপন মোল্লা, আজাদ মোল্লা, হেমায়েত শিকদার, সাইফুল শেখ প্রমুখ হামলা লুটপাট-ধর্ষণে অংশ নেয়। এ গ্রামে শিকদার বাড়িতে তিন জনকে করা হয় ধর্ষণ। হাওলাদার বাড়িতে শাশুড়ি, পুত্রবধূ ও নাতনী গণ ধর্ষণের শিকার হয়। বাগেরহাটের বিভিন্ন গ্রাম থেকে শতাধিক পরিবার ভারতে অথবা দেশের অন্যত্র পালিয়ে গেছে। সায়েস্তা গ্রামে ধর্ষণের শিকার হয়েছে, ৩ জন, ৪৫টি পরিবার দেশত্যাগ করে ভারত চলে গেছে। গা ঢাকা দিয়েছে ১৭টি পরিবার। রামপালের তালবুনে গ্রাম থেকে ভারতে পালিয়ে গেছে ১০টি পরিবার। গা ঢাকা দিয়েছে ৩৬টি পরিবার। গতকাল মনিসিংহ ফরহাদ ট্রাস্ট ভবনের শহীদ মুনীর আজাদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন চৌধুরী খোরশেদ আলম। উপস্থিত ছিলেন অজয় রায়, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, ডঃ হায়াত মাহমুদ, জিয়াউদ্দিন, তারেক আলী প্রমুখ।

ভোরের কাগজ, ৫ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৩০)
কারারুদ্ধ বিবেক শাহরিয়ার কবিরকে মুক্তি দিন সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করুন ॥ এ্যামনেস্টি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিশিষ্ট সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে 'কারারুদ্ধ বিবেক' (ঢ়ৎরংড়হবৎ ড়ভ পড়হংপরবহপব) হিসাবে উল্লেখ করে অবিলম্বে নিঃশর্তে তাঁকে মুক্তি দেয়া, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলার ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করা, হামলাকারী দুর্বৃত্তদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক মত ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বিএনপি জোটভুক্ত সন্ত্রাসীদের সাম্প্রতিক নৃশংস হামলা ও শাহরিয়ার কবিরের গ্রেফতারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বুধবার প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ আহ্বান জানায়। উল্লেখ্য, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইতোপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা ও পাকিস্তানের খান আবদুল গাফফার খানকেওচৎরংড়হবৎ ড়ভ ঈড়হংপরবহপব্ব হিসাবে উল্লেখ করেছিল। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মনে করে, শাহরিয়ার কবিরকে এ কারণেই আটকাদেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি সাম্প্রতিককালে তাঁর লেখা, সাক্ষাতকার এবং ভিডিওচিত্র ধারণের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছিলেন। এ কাজ হতে নিবৃত্ত করার জন্য তাঁকে আটক করার মাধ্যমে তাঁর মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্ত ক্ষেপ করা হয়েছে। ওইসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি সন্ত্রাস উস্কে দেয়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা এবং দেশদ্রোহমুলক কিছু করেছেন বলে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মনে করে না। এসব কারণেই অন্তরীণ শাহরিয়ার কবির 'কারারুদ্ধ বিবেক'। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে সরকারের প্রতি যে আট দফা আহ্বান জানানো হয়েছে, তা হলো ঃ অবিলম্বে ও নিঃশর্তে শাহরিয়ার কবিরকে মুক্তি দেয়া, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলার ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করা, হামলাকারী দুর্বৃত্তদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা, এ ধরনের হামলার ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপন, রাজনৈতিক মত ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, হামলার শিকার প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়া, হিন্দুসহ সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য

বৈষম্যমূলক সকল আইন বাতিল করা, হিন্দুসহ সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশের কেউ ব্যর্থ হলে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে বলা হয়েছে, দৃশ্যত সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেয়ায় এসব হামলা হয়েছে। শতাধিক হিন্দু নারী ধর্ষণ ছাড়াও যৌন নির্যাতনের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে। খুন হয়েছে অনেকে। অনেকের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। লুট হয়েছে অনেক বাড়ি। নির্মম হামলা ও হুমকির মুখে বিভিন্ন জেলা হতে শত শত হিন্দুকে পৈতৃক বসতভিটা ছেড়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। সীমান্ত পেরুনোর সময়ও অনেককে ঘুষ দিতে হয়েছে। ভয়ে অনেকে বেছে নিয়েছে জনবিরল সীমান্ত। নিজ ভিটায় আছে, এমন অনেকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করেছে দুর্বৃত্তরা। সীমান্ত পাড়ি দেয়া মানুষগুলো দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের বলেছে, নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগকে সমর্থন করায় তাদের এ হামলার শিকার হতে হয়েছে।

একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটতে থাকলে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক আর্জির প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট গত ২৬ নবেম্বর সরকারকে কারণ দর্শাতে বলেছে, কেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রক্ষায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। সরকারকে এ জন্য এক মাস সময় দেয়া হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশের হিন্দুরা ঐতিহ্যগতভাবেই আওয়ামী লীগসহ প্রগতিশীল দলগুলোকে সমর্থন ও ভোট দিয়ে থাকে বলে ধারণা করা হয়। এ কারণে বিভিন্ন সময় তাঁদেরকে আওয়ামীলীগবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থকদের আক্রোশের সহজ শিকারে পরিণত হতে হয়েছে। তাদের ওপর বিভিন্ন সময় হামলার ঘটনা ঘটলেও স্বাধীনতাপরবর্তী কোন সরকারই হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য কোন দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়নি। বছরের পর বছর ধরে সরকারের এ ধরনের নিস্পৃহতা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে নিরন্তর নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমান সরকারও এর ব্যতিক্রম নয়। এবার হামলা শুরু হয় নির্বাচনের আগে হতেই, যাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের পছন্দের দল ও প্রার্থীকে ভোট দিতে না পারে। এবারের নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের বিপুল বিজয়ের সুযোগে জোটের দুর্বৃত্তরা আবারও দফায় দফায় হামলা চালায় বরিশাল, ভোলা, পিরোজপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট, যশোর, কুমিল্লা ও নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে।

রিপোর্টে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে। যেমন, চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার মিঠানালা ইউনিয়নের দাশপাড়া গ্রামে প্রায় ২৫ জন দুর্বৃত্তের একটি দল গত ৫ নবেম্বর মধ্যরাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরে ঘরে হামলা চালায়। হামলায় ২৮ বছরের যুবক সুনীল দাশ সাধু খুন হয়। ঘর হতে টেনে টেনে বের করে পেটানো হয়। তাদের একটাই অপরাধ, তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বি। এ ঘটনায় আহত হয় ১৬ নারী-পুরুষ। তাদের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুট করা হয়। পুলিশ ১২ জনকে আটক করেছে বলে উল্লেখ করলেও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

শুধু বাড়ি-ঘরেই নয়, গত ২২ অক্টোবর সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলাধীন চান্দাইকোনা বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মন্দিরেও হামলা হয়েছে। হামলাকারী যুবকরা দেবী মূর্তি ভাংচুর এবং মন্দিরের জায়গা দখল করেছে।

গত ৬ অক্টোবর রাত ৯টায় ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগরে এক কলেজছাত্রী তার মায়ের সামনেই দুর্বৃত্তদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। বাড়ি ভাংচুর, মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট তো হয়েছেই।

গত ৮ অক্টোবর সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার দেউলা গ্রামে দুর্বৃত্তরা এক বাড়িতে প্রবেশ করে পরিবারের অন্য সদ্যসদের সামনে থেকেই এক কিশোরী স্কুল বালিকাকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায় এবং গণধর্ষণ করে।

গত ১১ অক্টোবর বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার খাঞ্জাপুর গ্রামে দুর্বৃত্তরা সেদিন রাতে এক হিন্দু বাড়িতে এসে বলে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে বলে তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। এর পর দুই হিন্দু নারীকে তাদের স্বামীর সামনেই ধর্ষণ করা হয়।

গত ৬ অক্টোবর ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার বাঁশকান্দি গ্রামে একই সাথে মা ও মেয়ে দুর্বৃত্তদের ধর্ষণের শিকার হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৩১)
পালং-এর এক বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি

সংবাদদাতা শরীয়তপুর ঃ গত ১ ডিসেম্বর সদর উপজেলার পালং বাজারের নিকটে উত্তম কুমার দাসের বাড়িতে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে।

স্থানীয় জনগণ জানান, ঘটনার দিন ১০/১২ জনের এক সশস্ত্র দল ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে এবং অস্ত্রের মুখে নগদ ৫০ হাজার টাকাসহ মাল লুট করে নিয়ে যায়। এসময় সন্ত্রাসীরা কয়েকটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৩২)
৫ জেলার প্রায় ৩০ হাজার সংখ্যালঘু ভারতে আশ্রয় নিয়েছে

সংবাদদাতা পাবনা ঃ ৫টি জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ২৯ হাজার ৯০০সদস্য ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। জেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে কুমিল্লা, নাটোর, চট্টগ্রাম, ঝিনাইদহ, বগুড়া এবং পাবনা। সংবাদপত্রের রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি এনজিওর তদন্ত পরিসংখ্যানে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কুমিল্লা থেকে ১০ হাজার, নাটোর থেকে ১২ হাজার, চট্টগ্রাম থেকে ৫ হাজার, ঝিনাইদহ থেকে ৫'শ, বগুড়া থেকে ৫'শ ৫০ এবং পাবনা থেকে ৪'শ সংখ্যালঘু ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া নয়টি জেলায় প্রায় ৩৩টি মন্দির ভাংচুর করা হয়েছে। এর মধ্যে খুলনায় ৪টি, জামালপুরে ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, বগুড়ায় ২টি, পাবনায় ৩টি, কুমিল্লায় ৩টি, এবং বরিশালে ৪টি মন্দির। নির্বাচনের পর ৫ জেলায় প্রায় ২১৮ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

সংবাদপত্রের বরাতে, সন্ত্রাসীদের হাতে ৮ থেকে ১২ বছরের বালিকাও রেহাই পায়নি। অন্যদিকে সামাজিক সমস্যা এবং পুনরায় নির্যাতনের ভয়ে অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়নি। ধর্ষণের অধিকাংশ ঘটনাই ঘটেছে ভোলা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, আগৈলঝাড়া এবং সিরাজগঞ্জ, পাবনা এবং বরিশালের গৌরনদীতে। স্থায়ী রিপোর্টে বলা হয়, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে ধর্ষণের প্রভৃত সংখ্যা নিরূপন করা সম্ভব হয়নি। গত ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর ৬টি জাতীয় দৈনিকের সংবাদের ভিত্তিতে এনজিওটি এ রিপোর্ট তৈরি করে।

বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৩৩)
নির্যাতনের মুখে ভারতে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের পুশ-ইন চেষ্টা বিএসএফএর-

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে ঃ নির্বাচন পরবর্তী নির্যাতনের মুখে বিনা পাসপোর্টে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর সেখানে গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশী হিন্দুদের বিএসএফ জওয়ানরা

বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর (পুশইন) চেষ্টা করছে। এসব হিন্দুদের শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করা না করা নিয়ে ভারতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাদের জোরপূর্বক ঠেলে পাঠানোকেই শ্রেয় মনে করছে। সীমান্তে মোতায়েন বিডিআরের অলক্ষেই বিএসএফ এ কাজ করছে বলে জানা যায়। বিডিআর অবশ্য বলছে এ ধরনের কোন খবর তাদের জানা নেই। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, সীমান্তের বিভিন্ন সুবিধাজনক পয়েন্ট দিয়ে এ ধরনের কয়েকশ হিন্দু নর-নারী ও শিশুকে মানুষ পাচারকারী দালালদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বহিরাগত মানুষ হিসেবে বিএসএফ-এর রক্তচক্ষুর মুখে অসহায় এসব সংখ্যালঘু শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ঢুকে পড়তে বাধ্য হলেও পরিবার ও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বদেশে এসেও এরকম পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনের পর নানামুখী নির্যাতনের মুখে বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, খুলনা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, নড়াইলসহ বেশ কয়েকটি জেলার কয়েক হাজার সংখ্যালঘু হিন্দু নারী, পুরুষও শিশু বিনা পাসপোর্টে ভারতে পালিয়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা সাতক্ষীরা সীমান্তকে সুবিধাজনক করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে। এদের অনেকেই ভারতে নানাভাবে লুকিয়ে থাকতে সক্ষম হলেও কেউ কেউ ধরা পড়ে বিএসএফ অথবা ভারতীয় পুলিশের হাতে। ভারত সরকার তাদের আশ্রয় দিতে আগ্রহী না হয়ে তাদেরকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বিএসএফকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু বিডিআর তাদেরকে গ্রহণ করতে অসম্মত হওয়ায় গ্রেফতারকৃতদের নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু হয়। গত ২১ নবেম্বর ভারতের পশ্চিম বঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গণরাজপুরে বিএসএফ বাংলাদেশত্যাগী ৭৩ জন নারী পুরুষের একটি দলকে আটক করে। প্রথম দফায় বিএসএফ বিডিআর-এর অগোচরে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরে বিএসএফ-এর আহ্বানে ২৪ নবেম্বর সাতক্ষীরা সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ-এর এক ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। বিএসএফ ওই ৭৩ বাংলাদেশীর নাম-ঠিকানা দিয়ে তাদের ফেরত নেওয়ার আহবান জানালেও বিডিআরের ১২ ব্যাটেলিয়ান কর্মকর্তারা তদন্ত করে "তারা বাংলাদেশী" এই প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করা যাবে না বলে জানিয়ে দেয়। এর প্রায় দু'সপ্তাহ পর বিএসএফ ওই ৭৩ জনকে খণ্ড খণ্ড গ্রুপে ভাগ করে জোর করে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে। এ ব্যাপারে বিডিআরের বক্তব্য হচ্ছে, যদি ঠেলে পাঠানো হয়ে থাকে, তবে তা রাতের অন্ধকারে তাদের অজ্ঞাতসারেই। বাংলাদেশে ফিরে ওইসব হিন্দুরা তাদের নিজ ভিটা বাড়িতে যেতে সাহস পাচ্ছে না। অনেকেই তাদের সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করেছেন অথবা সন্ত্রাসের মুখে ফেলে পালিয়েছেন। এসব সহায়-সম্পত্তি পুনরুদ্ধার দূরে থাকুক সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ভয়ে তারা নিজ গ্রামেও যেতে সাহস করছেন না। ফলে স্বদেশেই তারা পলাতক অবস্থায় মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন।

ভোরের কাগজ, ৭ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৩৪)
সদরপুরে সংখ্যালঘু লোকজনকে মারধর, দেশত্যাগের হুমকি

অশোকেশ রায়, ফরিদপুর থেকে ঃ "এখন আর তোদের বাজানরা নেই কেউ বাঁচাতে পারবে না। নম (হিন্দু)দের থাকতে দেওয়া হবে না। গাঁটরি বোঁচকা বেঁধে ওপার চলে যা।" এসব কথা বলে মারধর, বাড়িঘরে হামলা আর হুমকি দেওয়া হচ্ছে ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার ভাসানচর ইউনিয়নের চর চাঁদপুর গ্রামের সংখ্যালঘু ৭/৮ পরিবারের নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। এদেরকে জমিজমা-বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ ও দখল করার ষড়যন্ত্রে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার ঘটনায় চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কে বসবাস করছে ওরা। সরজমিন এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে জানা গেছে, গ্রামের আফেলুদ্দিন ব্যাপারীর লোকজন শীল ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ঐ পরিবারগুলোর ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। গত ২৪ নবেম্বর জলাশয়ে মাছ চাষের ব্যাপারে কথা কাটাকাটি শুরু করে আদেল ব্যাপারির পুত্র গোলাম ব্যাপারী মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় এলাকার কাশিনাথ বাড়ৈ-এর শিশু পুত্র জগদীশ বাড়ৈর (১৪)। পার্শ্ববর্তী বৈরাগবাড়ির বিল নামক যৌথ খামারি বিল লিজ নিয়ে মৎস চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে দরিদ্র ঐ পরিবারগুলো। আদেল ব্যাপারীর লোকজন এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে জগদীশকে মারধর করে বলে তার বাবাসহ আত্মীয়স্বজনরা অভিযোগ করেছে। এ ঘটনা মীমাংসার ব্যাপারে স্থানীয় ইউপি মেম্বার কবিরখান সালিসের দায়িত্ব নিয়ে ২৬ নবেম্বর সকাল ৮টায় সময় দেন। কিন্তু ২৬ নবেম্বর ভোর ৭টায়ই প্রতিবেশী আদেল ব্যাপারী তার পুত্র গোলাম ব্যাপারী, ভাই মানা ব্যাপারী, আজগর প্রামাণিক, অখিল প্রামাণিক, রব ব্যাপারী, আক্কাস ব্যাপারীর নেতৃত্বে ২৫/৩০ জন লোক নিয়ে এই সন্ত্রাসীরা হামলে পড়ে বৃদ্ধ রমেশ চন্দ্র শীল (৭৩), তার বৃদ্ধ স্ত্রী হাসি শীল (৬০) ও পুত্র সুকুমার শীল পুত্র বধূ সবিতা, সুরেন্দ্রনাথ বাড়ৈ, তার স্ত্রী চারুবালা বাড়ৈ, কাশিনাথ বাড়ৈ, তার স্ত্রী শোভারাণী বাড়ৈ, নিতাই চন্দ্র বাড়ৈ, অনীল চন্দ্র বাড়ৈ, কার্তিক চন্দ্র শীল, রমেশ চন্দ্র শীলসহ ৫০/৬০ জনকে নির্বিচারে মারধর করে। এদের হাত থেকে মহিলা ও শিশুরাও রক্ষা পায়নি। প্রাণভয়ে পাশের বাড়িতে পালালেও টেনে হিঁচড়ে মারধর ও মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়। নির্যাতনের শিকার লোকজন জানায়, সন্ত্রাসীরা বাড়িঘর ভাঙচুরসহ কিছু মালামালও লুটপাট করে।

এ ব্যাপারে সদরপুর থানায় মামলা হয়েছে। নির্যাতনের হাত থেকে সংখ্যালঘুদের বাঁচতে এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধকালীন কমাণ্ডার রাজ্জাক মুন্সী, কামাল ইউনুসসহ অনেক মুসলমান প্রতিবেশী এগিয়ে এলেও হুমকি ও মারধরের কারণে তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হন। রাজ্জাক মুন্সী জানান, আদেল ব্যাপারীগং আসলে এদেরকে অত্যাচারের মুখে দেশত্যাগে বাধ্য করে জমি-জমা-বাড়িঘর দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর নৌকায় ভোটদানের অপরাধে সংখ্যালঘু ও আ,লীগ সমর্থক মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। বিএনপি নেতা ও এ আসনের বিদ্রোহী প্রার্থী চৌধুরী আকমাল ইউসুফ, ইউপি মেম্বার কবির খাঁনকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ইস্যু কেন্দ্রিক নির্যাতনের মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা চলছে গত দুই মাস ধরে।

ভোরের কাগজ, ৭ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৩৫)
সন্দীপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশ ত্যাগের নির্দেশ

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ সন্দীপে প্রায় শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবার তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ যে, সরকারী দলের সন্ত্রাসীরা নির্যাতন চালাচ্ছে বিধায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘরবাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, ১ নির্বাচনের পর নির্যাতন অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন একদিন যায়নি যেদিন সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও দোকানে হামলা হয়নি। সন্ত্রাসীরা তাদের বাড়িঘর ও দোকানে হামলা চালিয়ে লুটপাট করেছে। স্থানীয় জনগণ জানান, গত ৫ ডিসেম্বরে সরকারী দলের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীরা ৮টি মাছ ধরার জাল লুট করে। এ জালগুলোর মালিক এক হিন্দু জেলে।

বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৩৬)
মুক্তিপণের দাবীতে যুবক অহৃত

চট্টগ্রাম বুর‍্যো ঃ মুক্তিপণের দাবিতে সন্ত্রাসীরা মিঠু বড়ুয়া নামে এক ছাত্রকে অপহরণ করেছে। সোমবার রাতে বোয়ালখালী উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, রাত ১১টার দিকে ফকিরহাট বাজার থেকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা মিঠুকে অপহরণ করে। ব্যবসায়ী মহাদেব বড়ুয়ার ছেলে মিঠু গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। সন্ত্রাসীরা মিঠুর পরিবারের নিকট থেকে মুক্তিপণ হিসাবে ১ লাখ টাকা দাবি করেছে। পুলিশ বলেছে তারা মিঠুকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে বোয়ালখালী থানায় জিডি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৩৭)
কচুয়ায় ৬ সংখ্যালঘু যুবতীকে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তোলপড়াড় পুলিশ ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত

বাগেরহাট থেকে মোঃ মুজিবুর রহমান ঃ বাগেরহাটের কচুয়ার উত্তর গোপালপুর গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৬ জন ধর্ষিতা শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের পর পুলিশ বিভাগের ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। সংবাদ প্রকাশের পর কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টটা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগীরা পুলিশ কর্মকতাদের কাছে ঘটনার বর্ণনা দিলেও পুলিশ ধর্ষণ বা নারীর সম্ভ্রমহানির বিষয়টি বেমালুম চেপে যাচ্ছে।

নাম প্রকামে অনিচ্ছুক ভুক্তভোগীদের একটি সূত্র 'সংবাদ'কে জানান, তারা স্থানীয় চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে কচুয়া থানায় মামলা করতে গেলে কচুয়া থানার ওসি আসামিদের নাম না থাকায় মামলা নিতে অস্বীকার করেন। পরে ২৩শে নবেম্বর কেবল দস্যুতার মামলা নেয়া হয় (মামলা নং ৭)। তবে মামলা পুলিশের কথা মতো লেখা হয় বলে সূত্রটি জানায়।

এদিকে বাগেরহাট ২ আসনের সংসদ সদস্য এম এ এইচ সেলিমের অর্থানুকূল্যে শহরের স্টেডিয়াম সংলগ্ন স্থান থেকে এমপি সাহেবের ভায়রার সম্পাদনায় প্রকাশিত দৈনিক 'দক্ষিণ কণ্ঠ' কচুয়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৬ যুবতীর গণধর্ষণের কোন সত্যতা মেলেনি শিরোনামে একটি প্রতিবেদন গত ১ ডিসেম্বর প্রকাশ করে।

অন্যদিকে বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার উত্তর গোপালপুর গ্রামে ৬ যুবতীর শ্লীলতাহানি সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের পর বাগেরহাটের পুলিশ সুপার মোঃ আবদুর সালাম (১/১২/০১) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যায় বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তারা কৃষ্ণ শিকদার, রণজিত শিকদার, রতন শিকদার ও চিত্তরঞ্জন হালদারের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং জিজ্ঞাসাবাদে শ্লীলতহানির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কোন সম্ভ্রমহানির ঘটনাও ঘটেনি। তবে দা লাঠি নিয়ে গত ১৫ নবেম্বর রাতে অটলকৃষ্ণ শিকদারের বাড়িতে ভাঙা জানালা দিয়ে বেড়া কেটে দুষ্কৃতকারীরা ভেতরে ঢুকে-মালামাল নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কচুয়া থানায় একটি দস্যুতার মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। লুট করা মালামাল উদ্ধার ও আসামি গ্রেফতারের জোর প্রচেষ্টা চলছে বলে ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদ, ৮ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৩৮)
চেয়ারম্যান ও পুলিশের সহযোগিতায় জামাত নেতার কাণ্ড সাতক্ষীরায় এক হিন্দু পরিবারকে ভারতে পাচার করে বিপুল সম্পত্তি জবরদখল

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে ঃ জোর-জবরদস্তি করে জমি রেজিস্ট্রি করার পর পরিবারসুদ্ধ এক হিন্দু গৃহকর্তাকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে ভারতে পাচারের ঘটনা ঘটেছে জেলার শ্যামনগর উপজেলার কুলতলি গ্রামে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, গ্রামের জামাত নেতা আবদুস সাত্তারের চার ছেলে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও পুলিশের সহযোগিতায় প্রতিবেশী অমূল্য মিস্ত্রির পুরো পরিবারকে ভারতে পাচার করে তার বিপুল সম্পত্তি দখল করে নেয়।

সরজমিন গিয়ে সীমান্তবর্তী ওই গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়, কুলতলির অমূল্য ও অজিত মিস্ত্রির পৈতৃক জমির পরিমাণ ২৮ বিঘা। দুরমুজখালি মৌজার ৩৪ নম্বর খতিয়ানের ১১, ১৪, ১২৪ ও ১২৫ দাগে তাদের এই জমি। একই গ্রামের আবদুস সাত্তারের চার পুত্র রশিদ, রউফ, রাজ্জাক ও গফফারের নজর পড়ে ওই জমির ওপর। এক পর্যায়ে অমূল্যর হাতে কয়েক হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলা হয় কখনো বিক্রি করলে এই জমি তাদেরকেই দিতে হবে। গত নির্বাচনের পর তারা বারবার জমি হস্তান্তরের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

গত ২৮ নবেম্বর জামাতি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সাত্তারের চার পুত্র অমূল্যকে মিথ্যা কথা বলে শ্যামনগর ডেকে নিয়ে যায়। এরপর ভয়ভীতি দেখিয়ে মাত্র দেড়বিঘা জমি রেজিস্ট্রির জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। এরই মধ্যে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম আলমগীর ও ২/৩ জন পুলিশকে তার সামনে এনে চাপ দিয়ে বলা হয় রেজিস্ট্রি না করলে হাজতে ঢোকানো হবে। চাপের মুখে অমূল্য রেজিস্ট্রি দলিলে স্বাক্ষর করেন। বাড়ি ফেরার পথে সোহালিয়া গ্রামে এলে জমির কথিত গ্রহীতারা তার পথ অবরোধ করে জানায়—'পুলিশের বড়ো অফিসার জানতে পেরেছেন যে তুমি ঘরবাড়ি বিক্রি করে ভারতে চলে যাচ্ছো। ওই পুলিশ কর্মকর্তা এখনই আসছেন এবং আমরাই তোমাকে বাঁচাতে পারি'। একথা বলে নৌকায় উঠিয়ে ভারতে পার করে দেয়। এদিকে অমূল্য বাড়ি না ফেরায় তার উদ্বিগ্ন পরিবারকে জমি গ্রহীতারা জানায় সে আত্মীয় বাড়ি গেছে বলে খবর দিয়ে গেছে। পরদিন ২৯ নবেম্বর রাতে অমূল্যর পরিবারের লোকজন যখন ভাত খাচ্ছিল ঠিক তখনই রশিদ, রউফ, রাজ্জাক ও গফফার ওই বাড়িতে হন্ত দন্ত হয়ে এসে জানায়—'গ্রামে পুলিশ এসেছে, তোমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করবে। কারণ অমূল্য বিনা পাসপোর্টে জমি বিক্রি করে ভারতে চলে গেছে।' অমূল্যর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধা মা এ সময় চিৎকার করতে থাকলে তারা তাদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে বাড়ি থেকে অগোছালো অবস্থায় সরিয়ে নিয়ে যায়। ওই রাতেই তাদেরকেও কালিন্দি নদী পার করিয়ে ভারতে সরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার রাত থেকে গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত রশিদ, রাজ্জাক, রউফ ও গফফার তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে অমূল্যর বাড়িতে রয়েছে। তারা প্রচার করছে, তিন বছর আগে অমূল্য ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা জমি বিক্রির নাম করে গ্রহণ করেছিল। সে সেচ্ছায় ১৪ বিঘা জমিসহ ঘরবাড়ি রেজিস্ট্রি করে দিয়ে গেছে। কট্টর জামাতি হিসেবে পরিচিত ওই চার ব্যক্তির কথা গ্রামের কোনো ব্যক্তি বিশ্বাস করছে না। তারা জানিয়েছে, সাত্তার পরিবার গ্রামের জনৈক লতিফার রহমানের পুত্র শামসুর রহমান ও আমজাদ মোল্লাকে মোটা অংকের টাকা দিয়ে দলিল সম্পাদনকালে শনাক্তকারী সাক্ষী সাজিয়েছিল। নূরনগর ইউপি চেয়ারম্যান বিএনপি

নেতা গোলাম হায়দার ও কয়েকজন পুলিশ সদস্যকেও অর্থ দিয়ে বশ করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন।

এদিকে সাবরেজিস্ট্রি অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে,১ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্য দেখিয়ে ৪ একর ৪৩ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রি হয়েছে ৫৮৮২ নম্বর দলিলে। অপরদিকে সাড়ে ১২ হাজার টাকা মূল্যে ৪০ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রি হয়েছে ৫৮৮১নম্বর দলিল মূলে। অমূল্যর জমি-বাড়ি দখলের পর জামাতপন্থী ওই গ্রুপটি তার ভাই অজিতের জমিজমাও দখলে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে বলে জানা গেছে। অমূল্যর চিংড়ি ঘেরে পুকুরের মাছ ধরছে দখলকারীরা। ৪০টি গাছের নারকেল পাড়ছে নির্দ্বিধায়। গ্রামবাসী এ ব্যাপারে সরাসরি প্রতিবাদ করার সাহস না পেয়ে ইতিমধ্যেই একটি গনআবেদন স্বাক্ষর শুরু করেছে।

ভোরের কাগজ, ৮ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৩৯)
শাহরিয়ার কবির গ্রেফতার ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে সিডনিতে প্রবাসীদের বিক্ষোভ

বিরূপাক্ষ পাল, সিডনি থেকে ঃ শাহরিয়ার কবিরের গ্রেফতারের প্রতিবাদে শনিবার অস্ট্রেলিয়ায় বিক্ষোভ হয়েছে। সকালে সিডনির ম্যাট্রাভিল পাবলিক স্কুল অডিটরিয়ামে অস্ট্রেলিয়াবাসী মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের বাঙালীরা এ বিক্ষোভে শরিক হন। তাঁরা মানবাধিকার লঙ্ঘন, রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সন্ত্রাস, সংখ্যালঘু নির্যাতন ও শাহরিয়ার কবিরের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানান। অস্ট্রেলিয়ায় বাংলা সংবাদপত্র "সোনার বাংলা" এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। দেশে সাম্প্রতিক নৈরাজ্য এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ওপর বর্তমান সরকারের সুপরিকল্পিত নির্যাতন-নিপীড়ন মোকাবিলার জন্য একটি অভিন্ন কৌশল গ্রহণ এবং ঐক্য জোরদারে সঙ্কল্পবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সকল শক্তি, সাংবাদিক, লেখক ও স্থানীয় গণ্যমান্যদের এক কাতারে শামিল করতে আয়োজন করা হয়েছে এ সমাবেশের।"সোনার বাংলা"র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শেখ শামীম। এর পর মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত। তিনি শাহরিয়ার কবিরকে স্বাধিনতা ও অসাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতীক হিসাবে অভিহিত করেন। প্রদ্যুত সিং চুন্নুর উপস্থাপনায় এতে সভাপতিত্ব করেন ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আবদুর রাজ্জাক। বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন শীর্ষক মূল্যবান বিশ্লেষণ তুলে ধরেন আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ ও ম্যাকয়ারি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৪০)
স্বামীবাগ আশ্রমে প্রার্থনা সঙ্গীতকালে বোমা পড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রাজধানীর স্বামীবাগ আশ্রমে প্রার্থনা সঙ্গীত চলাকালে বোমা পড়েছে। বিকট শব্দে বোমাটি বিস্ফোরিত হলেও এতে কেউ আহত হয়নি। এ নিয়ে আশ্রমে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আশ্রমের সেবাইত জানান, প্রতিদিনের মতো শনিবার সন্ধ্যায় স্বামীবাগ আশ্রমে কীর্তন চলছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে একটি বোমা এসে পড়ে আশ্রমের ভিতরে। বিকট শব্দে বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। এতে কেউ হতাহত হয়নি। তবে বোমা বিস্ফোরণের কারণে কীর্তন বন্ধ হয়ে যায়। আশ্রমের লোকজন বলেছে, অল্পের জন্য সেখানে দায়িত্বরত কর্মচারীরা রক্ষা

পায়। কারা এই বোমা ফেলেছে তা কেউ বলতে পারেনি। ঘটনার পর পুলিশ এসে সব দেখে চলে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৪১)
গলাচিপায় অবাধে চলছে ছিনতাই রাহাজানি

গলাচিপা, ৮ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গলাচিপায় ছিনতাই-রাহাজানি বেড়েই চলছে। ঈদকে সামনে রেখে সন্ত্রাসীরা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাই ও রাহাজানি অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। এতে করে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সন্ত্রাসীরা ব্যবসায়ী সুধীর কুণ্ডুকে কুপিয়ে তার কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। সুধীর কুণ্ডু এ সময়ে পটুয়াখালী যাওয়ার জন্য লঞ্চে ওঠার উদ্দেশ্যে গজালিয়া ব্রিজ পার হচ্ছিলেন। সুধীর কুণ্ডুকে পটুয়াখালী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় ছিনতাইকারীদের ব্যবহৃত ট্রলারটি আটক করেছে। এর আগে সন্ত্রাসীরা হোগলবুনিয়া গ্রামের সুদেব ভুঁইয়ার (৪৫) কাছ থেকে ধান বিক্রির আড়াই হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৪২)
চাঁদাবাজরা মাখন লালের মেয়ে দাবি করেছে, স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেনি বিষ্ণু জেলে
বাগেরহাটের চিতলমারীতে লাদেনের ছবিঅলা প্যাডে চলছে চাঁদাবাজি!

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাটের উত্তরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জনপদ চিতলমারীর গ্রামে গ্রামে জোটসন্ত্রাসীরা ওসামা বিন লাদেন ও লাশের ছবি সম্বলিত প্যাডে চিঠি পাঠিয়ে নতুন করে চাঁদাবাজি শুরু করেছে। এতে গ্রামের নিরীহ মানুষের মধ্যে ফের ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। বিএনপির কথিত আঞ্চলিক কমিটির নামে চাঁদাবাজরা চালাচ্ছে নানা নির্যাতন। ক্ষুব্ধ হলেও চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছেন খোদ বিএনপিরই অনেক নেতা। পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায় সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলে তারা মনে করেন।

সারাদিন চিতলমারীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নানা পেশার মানুষের সাথে কথা বলে জানা গেছে, চাঁদা আদায়ের জন্য সন্ত্রাসীরা নয়া নয়া কৌশল প্রয়োগ করছে। বিন লাদেন ও এক মৃত মানুষের ছবি সংবলিত প্যাডে চিঠি দিয়ে এলাকার শিক্ষক-ব্যবসায়ী গৃহস্থদের কাছে বিভিন্ন অংকের চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। বোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাখন লালের নিকট চিঠি দিয়ে দু'লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। বিকল্প হিসাবে দাবি করেছে তার মেয়েকে। এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থিনী মেয়েকে তিনি অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। চিঠিসহ থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। প্রায় এক সপ্তাহ পরেও পুলিশ এ বিষয়ে কোন কিনারা করেনি। শতাধিক লোকের কাছে এরূপ চিঠি পৌছেছে। কিন্তু প্রাণ ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চান না।

এ উপজেলার বাখেরগঞ্জ বাজারে বিএনপির নামে কথিত আঞ্চলিক কমিটির অফিস খরচ বাবদ চাঁদা দাবিতে চালানো হচ্ছে নানা অত্যাচার। নির্ধারিত অংকের চাঁদার দাবি মেটাতে না পারায় চৌদ্দহাজারী গ্রামের রমেশ রাজবংশীর স্যালো মেশিনটি নিয়ে গেছে। ঐ গ্রামের ৩০টি জেলে পরিবারের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে নানা অংকের চাঁদা। তালপাতা ও খড়কুটোর

ছাউনি দেওয়া জরাজীর্ণ একটি ঘর থেকে বিষ্ণু জেলে বেরিয়ে এসে বলেন, "আমি দেড় শ' টাহা দিছি, তারপরও লাখফার আমার বউটার গা'র লজ্জার জাগায় (স্তন) হাত দেছে।" এ সময় বারান্দায় দাঁড়ানো বিষ্ণুর স্ত্রী ভাগ্যীর (২৫) দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছিল। বিষ্ণুর বৃদ্ধা মা পারুল তখন গলা খেঁকিয়ে বলে ওঠেন, "... এ কৈয়ে আর কি হবে? তুই ঘরে আয়। উন্‌রা কোয়ানে কি আবার কবেয়ানে শেষে আরাক বিপদ।" নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এ গ্রামের অনেকেই জানান, জনৈক লাখফার তালুকদার নাকি প্রায়ই একটি দা উঁচিয়ে বলে, "রক্তপাত কার কি করব? আমাগো নেতা হলো সেলিম ভাই। ভাই ১৮ খান দা দেছে—তার একখান পড়িছে আমার ভাগে। এইডের তো সদ্ব্যবহার করতি হবে...।"

সুড়িগাতী গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা রাখাল মেম্বার সন্ত্রাসীর ভয়ে বউ-ছেলে মেয়ে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে গেছেন। গত বিজয় দিবস '৯৭ সালে সন্তোষপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দক্ষিণাঞ্চলের রাজাকার কমান্ডার রজ্জব আলী ফকিরের ভূমিকায় অভিনয় করার অপরাধে যাত্রাশিল্পী ডা. জগবন্ধু হালদারকে হত্যার হুমকি দিয়েছে জোট সন্ত্রাসীরা। তিনি আজ অব্দি নিরুদ্দেশ। বাখেরগঞ্জ বাজারে তার দোকান ও স'মিল দখল করার জন্য সন্ত্রাসীরা মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে স্থানীয় কয়েকজন জানালেন। এই এলাকার সমরেশ, মৃণাল,বিবেকসহ অনেককেই সন্ত্রাসীরা হত্যার হুমকি দিয়ে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করেছে। সুড়িগাতী, রায়গ্রাম, খিলিগাতী, ডুমুরিয়া ইত্যাদি এলাকার জেলেদের জাল আটকে আদায় করা হয় নানা অংকের চাঁদা। দেব, অতুল ও সুধীরসহ অনেক জেলে জানায়, টাকা দেয়ার পর এখন মাছ ধরতে পারছে।

চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের কারণে দলের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে স্বীকার করে চিতলমারীর কয়েকজন বিএনপি নেতা তাদের অসহায়ত্বের কথা জানান। তারা পুলিশের রহস্যজনক নীরবতায়ও ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৪৩)
বড়লেখায় এক সংখ্যালঘুর দোকান ভাঙচুর ও লুট করেছে জামাত নেতা

কাগজ প্রতিবেদক ঃ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার হাজীগঞ্জ বাজারের গোপাল দত্তের দোকানপাট পুলিশের মদদে জামাতের স্থানীয় আমীর আব্দুল মালিক তিন দফায় প্রকাশ্যে ভাঙচুরের পর লুট করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঐ দোকানের জায়গা জমি নিয়ে গোপাল দত্তের সঙ্গে জামাত নেতা আবদুল মালিক গংদের মামলা চলছিল। জমিটির দখলের উদ্দেশ্যে প্রথম দফা আবদুল মালিকের সন্ত্রাসীরা ২৮ অক্টোবর, দ্বিতীয় দফায় ৭ নবেম্বর ও তৃতীয় দফায় ১০ নবেম্বর দোকান পাট ভাঙচুর ও লুটতরাজ করে। তারা দোকান ঘর, মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে সেখানে মাটি ভরাটের কাজ শুরু করেছে। নির্যাতিত গোপাল দত্ত এর বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নিলে আদালত ঐ জমির ওপর স্থিতাবস্থা জারি করে। কিন্তু সন্ত্রাসীরা আদালতের আদেশও মানছে না। এর আগে কয়েক দফায় ঐ লুটপাটের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মকর্তাদের অবহিত করা হলেও তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। বরং তারা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকেই সমর্থন ও আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এ ছাড়া সাবেক সাংসদ সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সালিসি বৈঠক হলেও জামাতনেতা আবদুল মালিক আপোষরফা মানেনি বলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অভিযোগ।

ভোরের কাগজ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৪৪)
ইটনার উন্মুক্ত জলাশয়ে লাঠিয়াল বাহিনীর দাপট অব্যাহত সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে বাতাস ভারি করা হাহাকার

কিশোরগঞ্জের ইটনা থেকে এ. জেড আসলাম ইকবাল (তুহিন) ঃ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কিশোরগঞ্জ জেলার একটি প্রত্যন্ত হাওর জনপদের নাম ইটনা উপজেলা। মৎস সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার হিসাবে খ্যাত এ উপজেলাটিতে 'জাল যার জলা তার' নীতির আওতায় একসময় বিপুল সংখ্যক মৎসজীবি জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ একশ্রেণীর প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার প্রভাবে আর অর্থের জোরে প্রচলিত নীতির ফাঁক-ফোকর গলিয়ে জমিদারি চালিয়ে যাচ্ছে উন্মুক্ত নদীগুলোতে। ফলে নদীর তীরবর্তী বিস্তির্ণ জনপদেও শত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী হাজার হাজার হিন্দু মৎসজীবি জেলে সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই আজ বিলুপ্ত প্রায়। বর্তমানে ইটনা উপজেলার উন্মুক্ত জলাশয়ে চলছে দোর্দণ্ড প্রতাপশালীদের একচ্ছত্র দাপট। তাদের লালিত লাঠিয়াল বাহিনীর দৌরাত্ম্যে প্রকৃত জেলেরা এখন পেশাহারা। বন্ধ হয়ে গেছে তাদের জীবন জীবিকার পথ। আয়-রোজগারের অভাবে মাত্মক দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে কাটছে তাদের নিদারুণ মানবেতর জীবন। নিরন্ন জেলেরা অকাতরে শিকার হচ্ছে অকাল মৃত্যুর। দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত স্থানীয় মৎসজীবিদের ঘরে ঘরে বিরাজ করছে মৃত্যু বিভীষিকা। ভাগ্যবিড়ম্বিত এসব জেলের মধ্যে সিংহভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক।

এলাকায় ব্যাপক ভাবে উত্থাপিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইটনা সদর ইউনিয়নের কয়েকটি জেলেপাড়া সরেজমিনে পরিদর্শন ও ব্যাপক অনুসন্ধানে এর সুস্পষ্ট সত্যতা পাওয়া যায়। এ সময় ইটনা উপজেলার ধনু নদী জেলে নৌকার সমাগমে মুখর থাকলেও এখন আর সে অবস্থা নেই। লাঠিয়াল বাহিনীর উন্মুক্ত সন্ত্রাসে বেশীরভাগ হিন্দু জেলে সম্প্রদায় দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিয়েছে। ইটনা সদরে এখন আর সেই ঐতিহ্যবাহী বিশাল বিশাল জেলে পল্লী নেই। এক থেকে দেড়শ সংখ্যালঘু জেলে পরিবার সদরের আনাচে-কানাচে কোনরকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক দৈন্যদশা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ১ বছর শুধু ইটনা উপজেলা সদরেই ১৪ জন সংখ্যালঘু জেলে পরিবারের সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তিরা হচ্ছেন পশ্চিম গ্রামের পিয়ারী বর্মণ, নরেন্দ্র বর্মণ, কৃষ্ণবাসি বর্মণ, কাচু বর্মণ, তুফানী বর্মণ ও কান্তি বর্মণ; মধ্য গ্রামের কালা বর্মণ, বৈকণ্ঠ বর্মণ ও রামা বর্মণ, সিধী বর্মণ; পূর্ব গ্রামের অমর বর্মণ, বানী রানী বর্মণ ও মনিন্দ্র বর্মণ। এদের প্রায় সবাই অর্ধাহারে-অনাহারে এবং বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে অকাল মৃত্যুর শিকার হয়েছেন বলে অনুসন্ধানে জানা যায়। প্রভাবশালীদের পোষ্য লাঠিয়াল বাহিনীর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলেরা এ প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করে বলেন, আমরা পেটের দায়ে একটা কনি জাল নিয়ে নদীর কিনারে গেলেও পাহারাদার নামধারী লাঠিয়ালরা আমাদের মারধর করে জাল কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে অথবা দীর্ঘদিনের জন্য জাল আটকে রেখে রোজগারের পথও বন্ধ করে দেয়। জেলেরা দূর-দূরান্ত থেকে কিছু গুড়া (ছোট) মাছ ধরে নিয়ে এলেও উপজেলা সদরের ধনু নদীর তীরে এলেই তাদেরকে মারপিট করে সমুদয় মাছ রেখে দেয়া হয় বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কথিত প্রভাবশালীকে মোটা অঙ্কের খাজনার টাকা পরিশোধ না করে উন্মুক্ত নদীতে জাল ফেলানোর সাজা আরো ভয়ঙ্কর।

এক্ষেত্রে কথিত প্রভাবশালীর লোকজনেরা শীতের রাত্রিতে নদীতে বাঁশ কুপে জেলেদের পিঠমোড়া করে ঘন্টার পর ঘন্টা পানিতে বেঁধে রাখে। এ ধরণের বর্বরোচিত নির্যাতনের ঘটনা ও ক্ষুধার জ্বালা মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। বিকল্প পথ খুঁজলেই প্রশাসনিক

হয়রানির নিশ্চিত খড়গ নেমে আসে তাদের ওপর, এ ধারণাই পাওয়া যায় জেলেদের সাথে কথা বলে। এছাড়া উপজেলার পাঁচহাটের উন্মুক্ত জলাশয়, এলংজুড়ির উন্মুক্ত নদী ও বাদলা থানেশ্বরের উন্মুক্ত নদীতেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ভাঙ্গিয়ে প্রভাবশালীদের উন্মত্ততা চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এমন সংকটাপন্ন অবস্থায় ভূমিমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রভাবশালীদের অবিলম্বে উচ্ছেদপূর্বক উন্মুক্ত জলমহাল নীতির সঠিক বাস্তবায়ন ঘটলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সংবাদ, ১০ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৪৫)
গৌরনদীতে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা

ইত্তেফাক ডেস্ক ঃ গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ায় সন্ত্রাসীরা ৩টি সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা চালাইয়া লুটপাট করিয়াছে। বাগেরহাটে অনাড়ম্বরভাবে জগদ্বাত্রী পূজা পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

আগৈলঝাড়ায় লুটপাট

গৌরনদী ঃ গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ায় গত ২দিনে সন্ত্রাসীরা ৩টি সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করিয়া নগদ অর্থসহ মালামাল লুট করে। সন্ত্রাসীদের হামলায় কমপক্ষে ১০জন আহত হয়।

বাগেরহাটে অনাড়ম্বর পূজা

বাগেরহাট ঃ নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের কারণে এইবার বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমে জগদ্বাত্রী পূজা অনাড়ম্বরভাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৪৬)
রূপসায় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতে হামলা

খুলনা ব্যুরো ঃ একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী খুলনা জেলা শাখা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক শ্যামল দাসের বাড়িতে হামলা করেছে। জেলার রূপসা উপজেলার সামন্ত সেনা গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সন্ত্রাসীরা শ্যামলের বাড়িতে ঢুকে তাকে খুঁজতে থাকে এবং তার ঘরের সম্পদ ভাংচুর করে। শ্যামলের অনুপস্থিতিতে সন্ত্রাসীরা তার চাচাকে নির্যাতন করে।

পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ এবং সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৪৭)
খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিএনপি এবং যুবদলের সন্ত্রাসী কর্তৃক নাটোরের বনপাড়া মিশন এলাকায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, অপহরণ, নির্যাতন ও হুমকি প্রদানের নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি ড্যানিয়েল কোরাইয়া ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ নেবেল রোজারিও। নেতৃবৃন্দ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জনগনের জান-মাল বিশেষ করে নাটোরের বনপাড়াকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন। বিএনপি ও যুবদল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং বনপাড়ার খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিও আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৪৮)
রায়েরবাজারের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পুলপাড় এখনো আতঙ্কিত জনপদ নির্বাচনের আড়াই মাস পরও চাঁদাবাজি, হত্যার হুমকি, নির্যাতন চলছে

শামীমা বিনতে রহমান ঃ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার 'অপরাধে' ঢাকা রায়ের বাজারে হিন্দু অধ্যুষিত পুলপাড়, কাটাসুর, মধুবাজার এলাকা নির্বাচনের আড়াই মাস পরও আতঙ্কিত এক জনপদ। চাঁদাবাজি এবং হত্যা-নির্যাতনের হুমকি এমনভাবে দেয়া হচ্ছে যে, থানায় গিয়েও মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না কেউ।

এই তিনটি এলাকা ঘুরে জানা গেছে, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরের দিন অর্থাৎ ২ অক্টোবর থেকে এলাকার ৩৫টি স্থানীয় ব্যবসায়ী হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবারের ওপর চলতে থাকে মোটা অঙ্কের চাঁদাবাজী, শারীরিক নির্যাতন এবং টেলিফোনে ক্রমাগত হত্যার হুমকি।

এলাকাবাসী জানান, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর চলছে নানারকম নির্যাতন। এলাকা থেকে বের করে দেওয়া, ধরে নিয়ে গিয়ে আঙ্গুল কর্তন, দোকানে ঢুকে সিগারেটের সেঁকা দেওয়া, রড দিয়ে পেটানো ইত্যাদি নানা ধরণের নির্যাতন চলছে ওই এলাকাগুলোর হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর।

রায়ের বাজারে বাজার কমিটির ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ জানান, নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে তাদেরকে টার্গেট করে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চাঁদা দাবি করা হচ্ছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, ইতিমধ্যে কমপক্ষে ১০ জনের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে ফেলেছে সন্ত্রাসীরা কিন্তু কেউই থানায় গিয়ে একটা মামলা করতে পারেনি ভয়ে। কারণ, থানায় মামলা করা হলে হত্যা করা হবে—সন্ত্রাসীরা নিয়মিত এই হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ব্যবসায়ী জানান, গত সপ্তাহেও একজন মুরগি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা দাবি করার পর ১০ হাজার টাকা পেয়ে বাকী টাকার জন্য সন্ত্রাসীরা তাকে বাজার থেকে ধরে নিয়ে রড দিয়ে পেটায়।

পুলপাড়, কাটাসুর এলাকার রিয়েল এস্টেট, স্বর্ণ, টেইলারিং ব্যবসায় নিয়োজিত হিন্দু ব্যবসায়ীরা জানান, নির্বাচনের পর থেকে এখন পর্যন্ত রাতে টেলিফোনে প্রাণনাশের হুমকি, দিনে দুপুরে প্রতিষ্ঠানে ত্রাস, অস্ত্র ঠেকিয়ে চাঁদার জন্য চাপ প্রয়োগ এখন নৈমিত্তিক ঘটনা।

তারা জানান, এ পর্যন্ত ৮ জন হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কয়েক দফায় দেড় থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা নিয়েছে বিএনপির সন্ত্রাসীরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন হিন্দু ব্যবসায়ী জানান, গত সপ্তাহেই ১ লাখ টাকা দাবি করে নির্ধারিত সময়ে না পাওয়ায় সন্ত্রাসীরা দোকানে ঢুকে প্রথমেই হাতে সিগারেটের সেঁকা দেয়। এর পর বাইরে নিয়ে এসে পায়ের কাছ ঘেঁষে 'মিস ফায়ার' করে ভয় দেখিয়ে যায়।

পুলপাড় এলাকার আরেকজন হিন্দু স্বর্ণ ব্যবসায়ী বলেন, স্বাধীনতার পর অনেকবার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে আমাদের। কিন্তু এবার যে রকম মাসের পর মাস শারীরিক, মানসিক নির্যাতন চলছে—কিভাবে এই দেশে টিকে থাকব বলেন? প্রতিদিনই ভয় হয় আজ যদি আমাকে মেরে ফেলে!

পুরো এলাকা জুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতরে এতো আতঙ্ক যে, তারা সন্ত্রাসীর নাম জানে, চেহারা চেনে অথচ কেউই নাম উচ্চারণ করার সাহস পাচ্ছে না।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, পুরো এলাকা বিএনপির স্থানীয় সাংসদ খন্দকার মাহবুব এবং লালবাগের সাংসদ সাবেক ছাত্রদল নেতা নাসির উদ্দিন পিন্টুর প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ট টিটন-টুটুল এবং সাত্তার-নান্টু গ্রুপ চাঁদাবাজিসহ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে মোহাম্মদপুর থানার ওসি নুর আহমেদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এখানে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি মাত্র ১৫ দিন। এর মধ্যে এরকম কোনো অভিযোগ থানায় আসেনি। মোহাম্মদপুর থানার ওসি ভোরের কাগজকে বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চাঁদাবাজির বিষয়টি যাচাই করে দেখা হবে। থানায় অভিযোগ করলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।

ভোরের কাগজ, ১১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৪৯)
সন্ত্রাসী কর্তৃক খ্রিস্টান পরিবারের সদস্য অপহরণের অভিযোগ

সংবাদদাতা, নাটোর ঃ বিএনপির সন্ত্রাসী কর্তৃক খ্রিস্টান পরিবারের ৩ জন সদস্যকে অপহরণের পর বড়াইগ্রাম উপজেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে। অপহৃতরা হচ্ছেন, ছাতিয়ান গাছি এলাকার রবি কোরাইয়া (৩০), শ্যামল কোরাইয়া (২৮) এবং তাদের পিতা জিমি কোরাইয়া। পারিবারিক সূত্রে জানায়, এর আগে সন্ত্রাসীরা তাদের এসএসসি পরীক্ষার্থী কন্যা সুফলা কোরাইয়াকে অপহরণের চেষ্টা চালায়।

এর আগে শনিবার রাতে সন্ত্রাসীরা বনপাড়ার খ্রিস্টানপাড়ায় হামলা চালায় এবং মদ কেনার টাকা না দেওয়ায় প্রভাত রোজারিও (৫০) কে মারধর করে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর থেকে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ছাতিয়ানগাছি এলাকায় বসবাসকারী ৫০টি খ্রিস্টান পরিবারকে ক্রমাগতভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে আসছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়, সন্ত্রাসীরা এই সমস্ত পরিবারের অনেকের ক্ষেতের আমন ধান জোর করে কেটে নিয়ে গেছে।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে গ্রামবাসী জানায়, সন্ত্রাসীরা বনপাড়া বাজারে তাদের তথাকথিত সালিসকে "টর্চার সেল" বানিয়েছে। যারা তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের এখানে এনে মারধর করা হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা গ্রামবাসীকে তাদের দাবি সমূহ লিখে চিঠি দিয়েছে এবং তাদের সাথে দেখা করতে বলেছে।

সারোয়ার যোশেফ গোমেজ অনুরূপ একটি চিঠি পান। চিঠিতে সানাউল্লাহ নূর বাবুর বরাত দিয়ে যোশেফকে ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে তার অফিসে দেখা করতে বলা হয়। দেখা না করলে রোববার সকালে বাবুর ক্যাডাররা তাকে তার বাড়ি থেকে অপহরণ করে বনপাড়া বাজারের ঐ অফিসে নিয়ে যায়। দুপুরে ছাড়া পাওয়ার আগ পর্যন্ত চাঁদা দিতে অস্বীকৃতির জন্য তাকে বেদম মারধর করা হয়।

বনপাড়া পুলিশ এ ব্যাপারে ডেইলি স্টারকে জানায় যে, এ ধরণের কোন অভিযোগ তারা পায়নি। এদিকে বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে এসব ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন এবং সুষ্ঠু তদন্ত করে সন্ত্রাসীদের শাস্তি দেয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

ডেইলি স্টার, ১১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৫০)
লালমনিরহাটে সন্ত্রাসীদের হামলায় পাঁচ সংখ্যালঘু যুবক আহত

লালমনিরহাট, ১০ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ৫ সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক গুরুতর আহত হয়েছে। এদের মধ্যে রংপুর হাসপাতালে ৪ জন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আহতরা হলেন, ভজেন্দ্রনাথ রায় (২৬), হরিপদ নাথ রায় (২৩), হেমন্ত কুমার (২০), তপন রায় (২২) ও তপন চন্দ্র (১৬)। জানা গেছে রবিবার রাত ১১টার সময় জেলা শহরে স্বর্ণ শ্রমিকের কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ঠাকুরের মাল্লি (আমলক্ষীর পাড়) নামক স্থানে ৮/১০ জন যুবক দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে হরিপদ নাথ রায় জনকণ্ঠকে জানান, ঠিক কি কারণে আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে বুঝতে পারছি না। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ভজেন্দ্র নাথ রায়, হেমন্ত কুমার, তপন রায়, তপন চন্দ্রকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ ঘটনায় হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৫১)
কারমাইকেলে সংখ্যালঘু শিক্ষককে পিটিয়েছে শিবির ক্যাডার

রংপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কারমাইকেল কলেজে ইংরেজি সাব সিডিয়ারী বাধ্যতামূলক পরীক্ষায় নকল করতে না দেয়ায় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অমিত পালকে মঙ্গলবার শিবির কর্মীরা বেধড়ক পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছে। ঐ শিক্ষককে মারপিট করার সময় তার সহকর্মীরা এগিয়ে এলে তাদেরকেও লাঞ্ছিত করা হয়। পরে পুলিশ এসে গুরুতর আহত শিক্ষক অমিত পালকে বাথরুম থেকে উদ্ধার করে। বর্তমানে তিনি একটি স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৫২)
সংখ্যালঘু নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে খুলনায় মানববন্ধন পালিত

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ সহ নানাবিধ অমানবিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার নগরীতে মানববন্ধন পালিত হয়। সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নাগরিক সমাজ এই কর্মসূচি আহবান করে। বেলা ১১টার এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। ঘন্টাখানেক স্থায়ী এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের নিন্দাসূচক নানা প্ল্যাকার্ড বহন করেন। কর্মসূচির শুরুতে ও পরে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা

কামরুজ্জামান টুকু বক্তৃতা করেন। তিনি বাঙ্গালী জাতীর এই ক্রান্তি লগ্নে সকল শুভ বুদ্ধির মানুষকে এক সঙ্গে লড়াই করার আহবান জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৫৩)
গরু চুরি

পূর্বাঞ্চল প্রতিনিধি ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় এক রাতে ৪টি পরিবারের **১৮টি** গরু চুরি হয়ে গেছে। জানা গেছে, সোমবার দিবাগত গভীর রাতে নাসিরনগর সদরের কাজল দত্ত, শৈলেশ সিং, প্রদিপ সূত্রধর, সুমন সূত্রধরের বাড়ি থেকে **১৮টি** গরু চুরি হয়ে যায়। এ ব্যাপারে নাসিরনগর থানায় ২টি মামলা করা হয়েছে। গরু চুরি রোধ করতে এখন এলাকাবাসী ঘুম হারাম করে রাত জেগে বসে থাকে।

ভোরের কাগজ, ১২ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৫৪)
রংপুরে কালীমন্দিরে সন্ত্রাসী হামলা প্রতিমা ভাঙচুর

উত্তরাঞ্চল প্রতিনিধি ঃ রংপুর বদরগঞ্জ পৌর এলাকার সাহাপুরে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী বারোয়ারী কালী মন্দিরে ঢুকে বেশ কয়েকটি প্রতিমা ভাঙচুর ও মন্দিরে ক্ষতি সাধন করে। সকালে এ খবর জানজানি হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে বদরগঞ্জ থানায় এজাহার করা হয়। গতকাল বুধবার রংপুরের ডিসি ও এসপি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন্ এলাকাবাসী জানায়, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতকারী বদরগঞ্জ পৌর এলাকার সাহাপুরে বারোয়ারী কালী মন্দিরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে। সেখানে তারা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কালী, শীতলা দেবীসহ ৪টি প্রতিমা ভাঙচুর করে। এরপর তারা নির্বিঘ্নে সরে পড়ে। এ ঘটনা পরদিন অর্থাৎ গতকাল সকালে এলাকায় জানাজানি হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় সচেতন মহল একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করার উদ্যোগ নিলে বিএনপি নেতৃবৃন্দ তাদের বিনৃত্ত করে। বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের গতকাল সন্ধ্যার মধ্যে খুঁজে বের করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তারা আর মিছিল করেনি। এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বারোয়ারী কালী মন্দিরের সভাপতি নীলকান্ত পাইকর বদরগঞ্জ থানায় এজাহার করে। রংপুরের জেলা প্রশাসক মনিরুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার আকবর আলী গতকাল এলাকা পরিদর্শন করেছেন। অন্যদিকে মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে একটি মহলের অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সাবেক মন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা আনিছুল হক চৌধুরী। তিনি বিবৃতিতে অবিলম্বে দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৫৫)
বাগেরহাটে সংখ্যালঘু ৯টি বাড়িতে ডাকাতি

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত মঙ্গলবার গভীর রাতে বাগেরহাট সদর উপজেলায় কার্তিকদিয়া গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৯টি বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। ২০/৩০ জনের সশস্ত্র ডাকাত দল পালপাড়ার ৯টি বাড়িতে চড়াও হয়ে স্বর্ণালংকার, নগদ টাকাসহ মূল্যবান মালামাল নিয়ে যায়।

বাগেরহাট থানা পুলিশ জানায়, নারায়ণ পাল, সন্তোষ পাল এবং হরেন্দ্রনাথ পালের বাড়িসহ ৯টি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। মঙ্গলবার বাগেরহাট সদর এএসপি (সার্কেল) কাইমুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এদিকে পুলিশ এ ঘটনায় বাগেরহাট থানায় একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করেছে।

সংবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৫৬)
মাগুরার শ্রীপুরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে চলছে মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদাবাজির ঘটনা

মাগুরা থেকে সংবাদদাতা ঃ মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। এখানে অবাধে চলছে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, গণচাঁদাবাজি, ধর্ষণ, অস্ত্র ছিনতাই, মোটর সাইকেল ছিনতাইয়ের মতো ভয়াবহ অপরাধের ঘটনা। এ উপজেলা এখন নিয়ন্ত্রণ করছে চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীদের এ সব তাণ্ডবের শিকার সংখ্যালঘুরা।

ইতোপূর্বে একটি প্রতিবেদনে সংবাদ উল্লেখ করেছিল যে, 'সন্ত্রাসীরা অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের কয়েকটি ঘটনা 'টেস্ট কেস' হিসেবে ঘটিয়ে প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর রাখছে'। তখন চলছিল নীরব চাঁদাবাজি। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে অভিজ্ঞ মহল ধারণা করছেন 'টেস্ট কেসে' সাফল্যের কারণেই সন্ত্রাসীরা এখন হয়ে উঠেছে আরও বেপরোয়া। এখন চাঁদাবাজি চলছে প্রকাশ্যেই।

৪ ডিসেম্বর শ্রীপুর উপজেলা সদরের পাশে চিলাগাড়ী পঞ্চপল্লী থেকে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করা হয়েছে রবীন বাইনকে (২৫)। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩০ ডিসেম্বর উপজেলা সদর লাগোয়া কাগজীপাড়া গ্রামের নকুল বিশ্বাস, রমেশ বিশ্বাস, সুধীর বিশ্বাস, কৃষ্ণ বিশ্বাস ও তুলসী বিশ্বাসের বাড়িতে এসে একদল সন্ত্রাসী প্রত্যেকের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে পৃথক চিঠি দিয়ে গেছে।

৭ ডিসেম্বর দুপুরে উভয় গ্রাম সরজমিন পরিদর্শনকালে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চোখে-মুখে লক্ষ্য করা গেছে অজানা আতঙ্ক। ভয়ে সিঁটিয়ে আছে সবাই। নাম জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পাওয়া যায়নি। অপহৃত নবীন বাইনের বাড়িতে উনুন জ্বলেনি এক দিন।

৩০ অক্টোবর শ্রীকোল গ্রামের কুণ্ডুপাড়ার বাড়ি থেকে অপহৃত হয় স্কুলছাত্র অমল শিকদার। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসীদের মুক্তিপণের দাবি মিটিয়েই মুক্ত করতে হয়েছে অপহৃতদের।

এছাড়া, ৯ অক্টোবর রাতে নহাটা গ্রামের পালপাড়া থেকে তিন হিন্দু তরুণীকে তুলে নিয়ে রাতভর নির্যাতন করা হয়।

উপজেলার গ্রামাঞ্চলের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় চলছে গণচাঁদাবাজি। শ্রীপুর উপজেলায় একের পর এক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেও ভয়ে মামলা দায়ের হচ্ছে না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। শুধুমাত্র পালপাড়ায় তরুণী নির্যাতনের ঘটনায় দু'আসামি ছাড়া এ সকল অপরাধে কেউ গ্রেফতার হয়েছে বলে জানা যায়নি।

সংবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৫৭)
চাঁদা না দেয়ায় রাঙ্গুনিয়ায় সোনার দোকান লুট করেছে বিএনপির সন্ত্রাসীরা রংপুরে কালী মন্দির ভাংচুর

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ দাবি অনুযায়ী চাঁদা না দেয়ায় রাঙ্গুনিয়ায় সোনার দোকান এবং সিদ্ধিরগঞ্জের শ্রমিক কলোনিতে লুট ও ভাংচুর করেছে বিএনপির সন্ত্রাসীরা। রংপুরে একটি কালীমন্দির এবং এর ৪টি মূর্তি ভাংচুর করেছে সন্ত্রাসীরা। পিরোজপুরে সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়েছেন সাবেক সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর এপিএস।

চট্টগ্রাম থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানান, চাঁদা দাবি করে না পেয়ে বিএনপি সন্ত্রাসীরা রাঙ্গুনিয়ার দোভাষীবাজারে মঙ্গলবার রাতে একটি সোনার দোকানে লুটপাট চালিয়েছে। সন্ত্রাসীরা দোকানে ঢুকে প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা পয়সা নিয়ে যায়। এ সময় তাদের বাধা দেয়ায় সন্ত্রাসীরা মারধর করে দোকানের মালিক কার্তিক দে ও কর্মচারী দুলালকে।

জানা গেছে, সন্ত্রাসী বাচাইয়া ও তাহেরের নেতৃত্বে বিএনপির একদল সন্ত্রাসী এর আগে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে কার্তিক দের কাছে। কিন্তু তা না পেয়ে তারা মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে হানা দিয়ে লুটপাট চালায়। তারা যাবার সময় চাঁদার জন্য পুনরায় শাসিয়ে যায়। একই ভাবে বাজারের কয়েকটি দোকানেও চাঁদার দাবি জানিয়ে যায়। এর আগে এই বাজারে এক চিকিৎসককে চাঁদার জন্য পিটায় বিএনপির সন্ত্রাসীরা।

রংপুর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান,মঙ্গলবার গভীররাতে রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার সাহাপর বারোয়ারী কালীমন্দির এবং তার ৪টি মূর্তি কে বা কারা ভাংচুর করে। এ ঘটনায় সেখানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মন্দির কমিটি এবং পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে ৮/১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল মন্দিরে প্রবেশ করে লাইট নিভিয়ে দিয়ে কালীমন্দির এবং কালী, শীতলাদেবী, মহাদেব এবং ডাকিনী-যোগিনীর মূর্তি ভাংচুর করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৫৮)
বাগেরহাটে হিন্দু বাড়িতে গণডাকাতি লুটপাট, হুমকি

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাটের কার্তিকদিয়া গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ৯টি বাড়িতে গণডাকাতির ১ দিন পর গত বুধবার সদর থানায় ডাকাতির মামলা দায়ের হয়েছে। জেলা সদর থেকে ৭ কিঃ মিঃ দূরে যাত্রাপুর ইউনিয়নের কার্তিকদিয়া গ্রামের পাল পাড়ায় গত সোমবার গভীর রাতে ২৫-৩০ সদস্যের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ৯টি বাড়িতে রাত ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত দুর্ধর্ষ এই ডাকাতির ঘটনা ঘটায়। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা ১০-১২ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, নগদ লক্ষাধিক টাকাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোরপূর্বক নিয়ে যায়। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা মালামাল লুটপাট করে ছিনিয়ে নেয়ার সময় ৯টি বাড়িতে উপস্থিত সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। নারায়ণ কুমার পাল, সন্তোষ কুমার পাল ও হরেন্দ্র নাথ পালের বাড়িতে গত সোমবার রাতে ঐ দুস্যুতার ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য, গত ৫ ডিসেম্বর সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ আউয়াল হত্যাকাণ্ডের কারণে শোকের ছায়া কাটতে না কাটতেই যাত্রাপুর সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। বুধবার সদর থানার এসপি সার্কেল কাইমুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ভোরের কাগজ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৫৯)
আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করায় মাগুরায় এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে জখম

মাগুরা, ১৪ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মাগুরা সদর উপজেলার আলমখালী বাজারের সংখ্যালঘু লন্ড্রি ব্যবসায়ী বিকাশকে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করার অপরাধে কয়েক ব্যক্তি পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৬০)
সরজমিন রাজশাহীর ঝালুকা গ্রাম
'ছবি তুলে কি হবে, শালা মালাউনের বাচ্চাদের এদেশে থাকতে দেয়া হবে না?'

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহীর আলোচিত গ্রাম ঝালুকা থেকে ফিরে ঃ রাজশাহীর সেই বহুল আলোচিত শতবছর বয়সী দশরথ চন্দ্র কবিরাজের পরিবারের কোন সদস্য কখনও কোন সন্ত্রাস কিংবা অপকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন না। গ্রামবাসীর কাছে অত্যন্ত নিরীহ-শান্ত, ভদ্র এই পরিবারটি বিভিন্ন সময়ে লুটতরাজ ও সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। দশরথ কবিরাজ গ্রামের প্রায় সকলেরই শিক্ষাগুরু ছিলেন। সবাই তাঁকে শিক্ষক হিসেবেই চেনে এবং সম্মান করেন। নির্বাচন-পরবর্তীকালে সরকার সমর্থকদের হামলা-নির্যাতন ও লুটতরাজের কারণে তিনি বর্তমানে ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সংখ্যালঘু বাড়িঘরে এখন শিয়াল, সাপ এবং পোকা-মাকড় বাসা বেঁধেছে। দেশে কিভাবে শান্তিতে থাকবেন এবং কে দেবে তাঁদের নিরাপত্তা? দশরথ বাবুর এই প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই।

রাজশাহী মহানগরী হতে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত ঝালুকা গ্রাম। দুর্গাপুর উপজেলার এই গ্রামটি নির্বাচন-পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। মুসলমান অধ্যুষিত এই গ্রামে মাত্র ৮টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবার বসবাস করত। এই পরিবারগুলোর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক হলেন শতবছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক দশরথ চন্দ্র কবিরাজ। গত ১লা অক্টোবরের নির্বাচনের পরের দিন হতে বিএনপি সমর্থকরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করতে থাকে। ৪ঠা অক্টোবর সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা চালায়। সেদিন দশরথ বাবুর গলা টিপে ধরেছিল কয়েকজন সন্ত্রাসী। এই ঘটনার পর বাড়ি-ঘর ছেড়ে আটটি সংখ্যালঘু পরিবার পালিয়ে যায়। এনিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হলে 'কিছু হবে না' এই আশ্বাস দিয়ে প্রশাসন আটটি পরিবারের মধ্যে শুধুমাত্র দশরথ চন্দ্র কবিরাজ ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী রাণীকে বাড়িতে তুলে দেয়। এরপর বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীরা এই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে গৃহবন্দি করে রাখে দীর্ঘ কুড়িদিন। এ সময় তারা স্বামী-স্ত্রী নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করেন।

এভাবে চলতে চলতে অক্টোবর গভীর রাতে জেকের, সাত্তার, তমিজ, গোলাপ, সোবহান, হাচেন, সিরাজ, কাশেম, খোরশেদ, ইসরাইল, আইয়ুব, মজিবর, কালাম, আলী, মনিরুল, কাজেম আলী, রফিকুল, নজরুলসহ ৩০/৪০ জন বাড়ি ঘেরাও করে দশরথ বাবুকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। সেদিন তারা লক্ষ্মী রাণীকেও মারধর করে। এরপর আর কেইউ সেই বাড়িতে ছিলেন না। এই সুযোগে সন্ত্রাসীরা বাড়ির সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে।

গতকাল দুপুরে (আনুমানিক দুপুর সাড়ে বারোটা) মোটর বাইকযোগে যখন ঝালুকা গ্রামের সংখ্যালঘু বাড়িগুলোতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন একটি ঘর থেকে বড় বড় দু'টি শিয়াল

দৌড়ে পালালো। বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই একটি বিষধর সাপ ফণা তুলে দাঁড়ালো। ঘরগুলোর ওপর টিনের চালা আর মাটির দেয়াল ছাড়া কিছুই নেই। সব লুট করে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা বাড়ির ভেতরে-বাইরে বন-জঙ্গল গজিয়েছে। বিশাল এলাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আটটি পরিবারের বিভিন্ন ঘরে ঢুকে দেখা গেল, সাপের অসংখ্য খোলস। পোকা-মাকড়ে ভরে আছে। কোন কোন ঘরের দেয়ালও ধসে পড়েছে। সেখানকার ছবি তোলার সময় বেশ ক'জন যুবক এসে বললো, "ছবি তুলে কি করবেন? শালা 'মালাউনে'র বাচ্চাদের এখানে থাকতে দেয়া হবে না।" কেন জিজ্ঞেস করতেই তারা রেগে গেল। পরে গ্রামের লোকদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঐ যুবকরা বিএনপি সমর্থক।

ঝালুকা গ্রামের যুবক নওশাদ রাজশাহী সরকারি কলেজে এমএসসির ছাত্র। তিনি জানালেন, দশরথ স্যার আমার এবং আমার বাবা জোনাবল আলীরও শিক্ষক। দশরথ স্যারের পরিবারটি একটি সম্পূর্ণ আইডিয়াল ফ্যামিলি। এই পরিবারের কেউ কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তা কখনও শুনিনি। ঝালুকার অধিবাসি আবদুর রাজ্জাক, শাহ জামাল ও শরিফুল ইসলামসহ আরও কয়েকজন ছাত্র জানালেন একই কথা। দশরথ বাবুর বাড়ির উত্তরের বাড়িটিই তাছেরউদ্দিন মণ্ডলের (৪৬)। তিনি বলেন, দুনিয়ার কোন মানুষ বলতে পারবে না যে, এই পরিবারটি কোন সন্ত্রাস কিংবা অন্যায় কাজের সঙ্গে জড়িত। কৃষক নূর মোহাম্মদের বয়স প্রায় ৬২ বছর। তার বাড়ির ওপর দিয়ে দশরথের বাড়ি যেতে হয়। তিনি বললেন, দশরথ বাবু আমার শিক্ষক। খুব ভালো মানুষ। কখনও কোন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করার মানুষ নন দশরথ স্যার। আবদুল জব্বার (৬৮)। তিনি জানালেন, '৪৭ সাল হতে দেখছি দশরথ বাবু অতি ভালো লোক।

ঝালুকা ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার এমরান আলী মোল্লাহ (৪৩) বলেন, আমার বাবারও শিক্ষক ছিলেন দশরথ স্যার। অত্যন্ত ভালো ও ভদ্র মানুষ হিসেবেই আমি তাঁকে চিনি। বর্তমান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোজাহার হোসেন জানান, দশরথ বাবু কিংবা তার পরিবারের লোকদের নামে এলাকায় কোন বদনাম নেই। তাদের মত লোকই হয় না? ঝালুকার বেশ কিছু বিএনপি সমর্থক নাম প্রকাশ না করার শর্তে একই কথা বলেছেন দশরথ বাবুদের পরিবার সম্পর্কে।

ঝালুকা গ্রাম থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ৮টি পরিবারের সদস্যরা হলেন— দশরথ চন্দ্র কবিরাজ (৯৮), লক্ষ্মী রাণী (৮৩), দিপক কুমার (২৮), উমা বালা (৪৮), দিনেশ চন্দ্র কবিরাজ (৫২), সুনিতা রাণী (৪৪), বিকাশ কুমার (২৪), বিধান (২২), কণিকা (১৯), বেবী রাণী (২০), বিপ্লব (১), অজিত কুমার (৪৮), মিনতি (৪১), প্রকাশ (১৬), অমিত (১২), নিপা (১০), রণজিৎ কুমার কবিরাজ (৪০), রেবা রাণী (৩৫), রথিন্দ্রনাথ (১৬), কল্লোল (১৩), দেবাশিস (৮), যোগেশ চন্দ্র কবিরাজ (৩৭), সাগরি রাণী (৩২), পলি (১৪), পলাশ (৮), দিলীপ কুমার কবিরাজ (৩৫), ডলি রাণী (৩০), তপন (১০), তন্দ্রা (৭), সুকুমার কবিরাজ (৩৩), সাধনা রাণী (২৭), সজিব (৭) ও সুর্মিলা (৪)। এরা ঘরবাড়ি ছেড়ে কে কোথায় আছেন তা কেউ জানেন না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর দশরথ চন্দ্রের অবস্থান জানা গেল। তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের (নিরাপত্তার কারণে অবস্থানের ঠিকানা প্রকাশ করা হলো না) বাসায় স্ত্রী লক্ষ্মী রাণীকে নিয়ে আছেন। তিনি জানালেন, ছেলেরা বিভিন্ন জায়গায় পরিবার-পরিজন নিয়ে অবস্থান করছে। সকলের দারুণ কষ্ট হচ্ছে এই শীতে। পেটে যেখানে ছুরি মেরেছে সেখানে এখনও ব্যথা করে বলে তিনি জানালেন। তিনি খুব আক্ষেপ করে বললেন, দুই মাস হয়ে গেল। আমরা কি এ অবস্থায়ই থাকবো, বাড়িঘরে কি যেতে পারবো না, কে দেবে আমাদের নিরাপত্তা?

প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা দিজেন্দ্রনাথ কবিরাজের বিধবা স্ত্রী উমা বালা রয়েছেন অন্য আরেক জায়গায়। তিনি বললেন তিনদিন আগে ঝালুকা কলেজের শরীর চর্চা শিক্ষক আবদুস সালামের সাথে দিলীপ গিয়েছিলেন ঝালুকায় তাদের বাড়িঘরের অবস্থা দেখতে। তখন বিএনপির ক্যাডার একাধিক মামলার আসামি জেকের ও গোলাপ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। তারা সালামকে উদ্দেশ্য করে বলে, মালাউনের বাচ্চাদের সঙ্গে করে আনলে তোর ঠ্যাং (পা) কেটে দেয়া হবে। এ সময় তেলেঙ্গা বিল হয়ে কোনমতে পালিয়ে আসেন দিলীপ।

সংবাদ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৬১)
তারা ভারতে যাচ্ছিল
শ্যামনগরে ২৮ জন সংখ্যালঘু সদস্য গ্রেফতার

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা থেকে নারী ও শিশুসহ ২৮ জন সংখ্যালঘু সদস্যকে বিডিআর আটক করেছে।

গত ১২ ডিসেম্বর শ্যামনগর উপজেলার কৈখালি এলাকা থেকে ১ রাইফেলস ব্যাটালিয়ানের বিডিআর জোয়ানরা ৪ শিশু, ৫ মহিলা ও ১৯ পুরুষকে আটক করে। আটককৃতদের বাড়ি বরিশাল জেলায়। এদের মধ্যে একজনের বাড়ি শ্যামনগরে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওই আটককৃতরা জানায়, নির্যাতন ও হামলার ভয়ে নিরাপত্তার কারণে তারা দেশ ছেড়ে ভারতে যাচ্ছিল। কলারোয়া ও সাতক্ষীরা সদর উপজেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে পার হতে না পেরে তারা শ্যামনগর উপজেলার কৈখালী সীমান্ত দিয়ে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

সংবাদ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৬২)
কুমিল্লার পল্লীতে ইউপি চেয়ারম্যান বাড়িসহ তিন বাড়িতে ডাকাতি
চেয়ারম্যানকে হুমকি

কুমিল্লা প্রতিনিধি ঃ কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার কোরবানপুর গ্রামের পূর্বধের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বেনু ভূষণ সিংহের বাড়িসহ তিনটি বাড়িতে ডাকাতি শেষে চেয়ারম্যানকে খুনের হুমকি দিয়েছে ডাকাতরা। গত ১২ ডিসেম্বর গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানায়, গভীর রাতে হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরিহিত প্রায় ২৫ জন সশস্ত্র ডাকাত প্রথমে চেয়ারম্যানের বড়ো ভাই বানু ভূষণ সিংহের ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে বানু ভূষণ সিংহের হাত পা বেঁধে তার ঘরের মালামাল লুট করে। এরপর বিল্ডিংয়ের দরজা ভেঙ্গে তার বৃদ্ধ মা ফেলানী রাণী দেবীকে মারধর করে তার কান ছিড়ে কানের রিং নেয়। পরে পাশের শচীন্দ্র মোহন সিংহের ঘরের দরজা ভেঙ্গে মহিলাদের মারধর করে মালামাল লুট করে। ডাকাতরা এই তিনটি বাড়ি থেকে স্বর্ণালংকার, টিভি, স্ট্যান্ড ক্যান, নগদ টাকাসহ প্রায় ৩ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতরা চলে যাওয়ার সময় চেয়ারম্যান বেনুভূষণকে বাড়িতে না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে চলে যায়। ডাকাতরা চেয়ারম্যানকে প্রাণে বাঁচতে চাইলে গ্রামের হিন্দু বাড়ি নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করার জন্য হুমকি দেয়। ডাকাত দল ৪৫ মিনিটে ডাকাতি শেষে ফেরার সময় ফাকা গুলি ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এটি এম তারেক ও মুরাদনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ব্যাপারে মুরাদনগর থানায় মামলা হয়েছে। চেয়ারম্যান বেনু ভূষণ সিংহ ভয়ে বাড়ি ফিরতে পারছেন না।

ভোরের কাগজ, ২০ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৬৩)
সাতক্ষীরার মৌখালিতে হিন্দু পাড়ায় লুট, ভাঙচুর, আগুন আহত ৩০ জন

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে ঃ পারিবারিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী গৃহবধূর হিল্লা বিয়েতে অসম্মতি এবং একই সঙ্গে তাদের জমাজমি দখলে নিতে গিয়ে সৃষ্ট বাদানুবাদের জের ধরে চারটি গ্রামের উগ্র লোকজন হামলা চালিয়ে মৌখালির হিন্দুপাড়ায় অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ভাঙচুর ও বেপরোয়া মারপিট করেছে। এতে কমপক্ষে ৩০ জন নারী-পুরুষ-শিশু এবং বৃদ্ধ আহত হয়েছে। আহত ১০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনার পর ঐ এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হলেও হিন্দু পরিবারগুলো অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ আসামী হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের বাড়ি থেকে বের হওয়া এমনকি বাজারঘাটে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। এলাকায় এ নিয়ে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর সকালে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার ধলবাড়িয়া ইউনিয়নের মৌখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গতকাল বুধবার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

স্থানীয় সূত্র এবং পুলিশ সূত্র জানায়, গত ২১ অক্টোবর মৌখালির ভুপেন মণ্ডলের পুত্র নিখিল (৩০) ও তার স্ত্রী কবিতা রাণী (২৪) এক পুত্র ও এক কন্যাসহ ৪ জন বসন্তপুর গ্রামের মাওলানা আবদুস সামাদের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্মান্তরীত হওয়ার পর তাদের নাম হয় যথাক্রমে, আবু সুফিয়ান, খাদিজাতুল কোবরা, আবদুর রহমান ও ফাতেমাতুজ জোহরা। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার ঘটনায় হিন্দুপাড়ার লোকজন সদরকাঠি গ্রামের জিয়াদ আলির পুত্র আমজিয়ারকে দোষারোপ করে। আমজিয়ার নিখিলের প্রাপ্য জমিজমা দখলের লক্ষ্যে এ ঘটনা ঘটায়। এ নিয়ে পাড়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে তারা আমজিয়ারকে গ্রামে আসতে বারণ করে। প্রাপ্ত খবরে আরো জানা যায়, ইসলাম গ্রহণের পর এড. শেখ শওকত হোসেনের মাধ্যমে এফিডেভিট করানো হয়। ইসলামী বিধান মতে, স্বামী সুফিয়ান ও খাদিজাতুলের আবারো বিয়ে দেওয়া হয়। এটাই যথেষ্ট নয় মন্তব্য করে আমজিয়ার ওপর লোকজন এই মর্মে ফতোয়া দেয় যে খাদিজাতুলের হিল্লা বিয়ে দিতে হবে। এতে খাদিজা চরম আপত্তি জানায় এবং এরই জের হিসেবে আমজিয়ার নিখিলের কাকা নিতাই মণ্ডলকে তাদের গ্রামে এসে গালিগালাজ করে। নিখিলের পৈতৃক জমি ও বাড়িঘর সে দখল করবে বলেও হুমকি দেয়। এতে বাধা দিলে হিন্দু মালাউনদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে শাসায়। এসময় আমজিয়ারের সঙ্গে হাতাহাতি হয়। গ্রাম থেকে তারা তাকে তাড়িয়ে দিয়ে জানায়, আমাদের হিন্দু পাড়ায় তোমার আসা নিষেধ। ১৬ ডিসেম্বর এই ঘটনার পরপরই আমজিয়ার তার এলাকায় গিয়ে রাষ্ট্র করে দেয় যে, হিন্দুরা মুসলমানদের তাদের পাড়ায় আসতে বারণ করেছে এবং তার দাড়ি ছিড়ে ফেলার হুমকি দিয়েছে।

এই প্রচারের পরপরই বেলা ১১টার দিকে চার গ্রামের উগ্রবাদী লোকজন হল্লা দিয়ে মৌখালির হিন্দুপাড়ায় লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা করে। তারা সুমঙ্গলের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। উগ্রবাদী ৫০-৬০ জন লোক নিখিলের কাকা নিতাই ও খগেনের বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করে। শালা মালাউনের বাচ্চাদের দূর করে দে বলে তারা হুংকার দিতে থাকে। তাদের বেপরোয়া মারধরের শিকার হয় ৮০ বছরের বৃদ্ধ কোলের শিশু, নারী ও পুরুষরা। কোন প্রকার প্রতিরোধের সাহস না করে তারা মার খেয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকে। গ্রামের কিছু অসাম্প্রদায়িক লোকজন এতে বাধা দিতে এসেও মারপিটের শিকার হয়। ঘটনার ৫-৬ ঘণ্টা পর কালীগঞ্জ থানা পুলিশ আহত কয়েকজনকে এনে কালীগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। আহত যে সব লোকের নাম পাওয়া গেছে তারা হচ্ছে যমুনা, নমিতা, তাপস,

হরেন্দ্র, গৌরী, অরবিন্দ, গিতা উষা, বিনয়, পূর্ণিমা, হাজারি, সন্তোষ, চিত্তামণি, সুভাষ, নিশিকান্ত, অচিন্ত্য, নিরাপদ, সুমঙ্গল, শান্তনা। এদের মধ্যে ১০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে হিন্দু পাড়ায় এই তাণ্ডব চালানোর পরপরই আমজিয়ার থানায় গিয়ে পুলিশকে প্রভাবিত করে। তার পক্ষে সদরকাঠি গ্রামের আতিয়ার রহমান থানায় একটি মামলা করে আগেভাগে। এতে হিন্দু পাড়ার নির্যাতিত নরেন্দ্র, নিতাই, হরেন্দ্র, অমল ও অনিমেষসহ ৫ জনের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ করা হয় যে, তারাসহ নাম না জানা অনেকেই তাকে মারপিট করেছে (মামলা নম্বর ৭, তারিখ ১৭-১২-০১)।

অন্যদিকে নির্যাতিতদের পক্ষ্যে নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল আগেই একটি অভিযোগ থানায় দিলেও তা রেকর্ড করা হয় অনেক পরে। (মামলা নং ৮, তারিখ ১৭-১২-০১) এ মামলায় আমজিয়ার, আশরাফ আসগর, জলিল, আতিয়ার, আজিজ, সামাদ ও গোলাম সহ ৩৫ জনকে আসামী করা হয়। পুলিশ প্রথম রেকর্ডকৃত মামলার ৫ হিন্দু আসামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অপরদিকে হামলাকারীরা এবং মামলাভুক্ত দ্বিতীয় মামলার আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরছে তো বটেই, এমনিক রাজনৈতিক জোরের কথা উল্লেখ করে হুমকি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এদিকে হিন্দুপাড়ার লোকজন জানিয়েছে আতিয়ারের দায়ের করা মামলার আসামী ধরা নিয়ে পুলিশ তোলপাড় করছে। তাদের নিরাপত্তার নাম করে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হলেও উগ্রবাদীরা হিন্দুদের বাড়ীর বাইরে না আসার হুমকি দিয়ে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। তারা মাঠেঘাটে এমনকি দোকানে বাজারে যেতে পারছে না। উগ্রবাদীরা আবু সুফিয়ানকে (নিখিল) সঙ্গে নিয়ে এসে তার বাবা ভুপেন্দ্র ও কাকা নিতাইসহ অন্যদের কাছে তার অংশের জমি দাবি করছে। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর এই উত্তরাধিকার সূত্রের সুযোগ আর থাকে না একথা জানানোর পর উগ্রবাদীরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা ইতিমধ্যেই নিখিলের পৈতৃক জমি দখলদারি শুরু করেছে। ফলে এলাকায় উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে কালীগঞ্জের ইউএনও উত্তম কুমার মণ্ডল কোন কিছু জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে রিপোর্ট করুন। তিনি ঘটনাস্থলে যায়নি বলে উল্লেখ করেন। এএসপি সার্কেল আব্দুল ওহাব জানান, হিল্লা বিয়ের ঘটনাটি তার অজানা। তবে নিখিলের পৈতৃক জমি আমজিয়ারসহ অন্যরা দখল করতে গেলে এঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, এখন পরিস্থিতি শান্ত। সাতক্ষীরার ডিসি ও এসপি গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

ভোরের কাগজ, ২০ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৬৪)
কালীগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ঃ আহত ৩০

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার মৌখালি গ্রামে গত ১৬ ডিসেম্বর ১০টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করেছে। এতে শিশু নারীসহ ৩০ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় পরস্পরবিরোধী দুটি মামলা হয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকাবাসী জানান, গত রোববার সকাল সাড়ে ৮ টায় গোলাম আমজিয়া, জালাল, মোর্শেদ মেম্বার, রেজাউল, হান্নান ও আজিজ সরদারের নেতৃত্বে ৮০-৯০ জন সন্ত্রাসী লাঠিসোটা ও অস্ত্র নিয়ে মৌখালি গ্রামে চড়াও হয়। হামলাকারীরা সুমঙ্গলের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। খগেন্দ্র মণ্ডল এবং নিতাই মণ্ডলের বাড়ি ভাংচুর ও মালামাল লুট করে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় নমিতা (৩৫), অনিমেশ (২৫), হরেন (৩৫), যমুনা (৫৫), তাপস (২৫), গৌরি (৩০), গীতা (৪০), উষা মণ্ডল (২৫), বিনয় (৩৪) পরমিলা (১২) হাজারী (৫০) ও চিন্তামণিসহ (৩৫) ৩০ জন আহত হয়েছে। এদের পাঁচ

জনকে কালীগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলা ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গ্রামের নরেন্দ্র বাদী হয়ে ৩৫ জনের নামে এবং হামলাকারীদের পক্ষে আতিয়ার রহমান বাদী হয়ে পাঁচ জনের নামে কালীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেছেন। এ ব্যাপারে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই এনায়েত জানান, বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জানা গেছে, সংখ্যালঘু একটি পরিবারের ধর্মান্তরিত হওয়ার জের ধরে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো, ২০ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৬৫)
শাহরিয়ার কবিরের আটকাদেশের মেয়াদ আরও ৯০ দিন বৃদ্ধি জামিনের আবেদন তৃতীয় বার নাকচ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী শাহরিয়ার কবিরের আটকাদেশের মেয়াদ সরকার আরও ৯০ দিন বৃদ্ধি করেছে। এদিকে আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন তৃতীয়বারের মতো নাকচ হয়। বৃহস্পতিবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মেরাজ হোসেনের আদালতে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের জামিনের আবেদনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এতে শাহরিয়ার কবিরের পক্ষে বিশিষ্ট আইনজীবী সাহারা খাতুন, বার কাউন্সিলের সদস্য অ্যাডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান, সাবেক পিপি কামরুল ইসলাম, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সহসভাপতি মিজানুর রহমান মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক মোমতাজউদ্দিন মেহেদী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল মান্নান, অ্যাডভোকেট জেয়াদ আল মালুম, সুধীর কুমার হাজরাসহ প্রায় শতাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। অপরপক্ষে জামিনের বিরোধিতা করেন পিপি আব্দুল্লাহ মাহমুদ হাসান, অতিরিক্ত পিপি খোরশেদ আলম ও কোর্ট ইন্সপেক্টর আলফা জামান নকীব। উভয়পক্ষই প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী শুনানিতে অংশ নেয়। বেলা ১টায় কড়া পুলিশ পাহারায় হাতকড়া পরা অবস্থায় আদালতে আসামীদের কাঠগড়ায় শাহরিয়ার কবিরকে হাজির করা হয়। আদালতে উপস্থিত শাহরিয়ার কবিরের স্ত্রী ফাতেমা কবির, পুত্র অপর্ণ কবির, কন্যা অর্পিতা কবির, ভাই কালান্দিয়ার কবিরসহ পরিবারের অনেক সদস্যকে শাহরিয়ার কবিরকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতে দেখা যায়। এই সময় শাহরিয়ার কবির কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, অনেক দাগী খুনী, চোর, ডাকাতের পরিবারের সদস্যরা কারাগারে এসে দেখা-সাক্ষাত করছে। অথচ প্রায় এক মাস গত হলো আমার পরিবারের কোন সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাত করতে দেয়নি। হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম ও অ্যাডভোকেট জেয়াদ আল মালুমকে সাক্ষাত করতে দেয়া হয়নি। শাহরিয়ার কবির আরও বলেন, কারাগার থেকে খুনী, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারীর সঙ্গে একই প্রিজন ভ্যানে করে তাকে আদালতে নিয়ে আসা হয়। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমার পুত্র-কন্যা এই অবস্থা দেখে অবাক ও আশ্চর্য হয়ে বলে, এ দেশের জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে কি লাভ হলো! এর বিনিময়ে এই পুরস্কার! তখন আমি তাদের কোন উত্তর দিতে পারিনি। এ কথা বলে শাহরিয়ার কবির আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেন- এটা নির্মম নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার।

জামিনের শুনানিকালে আদালতে আইনজীবীরা বলেন, শাহরিয়ার কবিরকে আটক করার সময় কিছু আলামত পুলিশ জব্দ করে। তার মধ্যে ভিডিও ক্যাসেট, সিডি ইতোমধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে এগুলোতে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কোন আলামত না থাকায় সরকারের ইচ্ছামতো এগুলোর পরিবর্তন করা হয়। শাহরিয়ার কবির ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যে জবানবন্দী দিয়েছেন তাতে তাঁর দেশপ্রেমই প্রকাশ পেয়েছে। শাহরিয়ার কবির মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাঁর পক্ষে রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হওয়া মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। শাহরিয়ার কবির গত ৩০ বছর এ দেশের মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। তিনি ৭০টি গ্রন্থের রচয়িতা। তার মধ্যে ৩০টি বই রয়েছে মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য "বাংলাদেশের মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা" দক্ষিণ এশিয়ার মৌলবাদ ও বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিবুর রহমান।

আইনজীবীরা বলেন, বিএনপি ও জামায়াত জোট সরকার বর্তমানে ক্ষমতায়। ক্ষমতাসীন সরকারের মন্ত্রী নিজামী ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। এই ঘৃণা প্রকাশ করে তাঁদেরকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তি প্রদান ঘোষণা করেন। বর্তমানে তাঁরা সরকারের অংশীদার হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যেই শাহরিয়ার কবিরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে হয়রানি করছেন। আইনজীবীরা আরও বলেন, ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর চারদলীয় জোটের সমর্থকরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের শারীরিক-পাশবিক নির্যাতন, মালামাল লুটপাট ও চাঁদাবাজিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে-তা দিবালোকের মতো সত্য। তার প্রমাণ হিসাবে আইনজীবী উল্লেখ করেন সাম্প্রদায়িক নির্যাতন অত্যাচার বন্ধের জন্য দেশ-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করে। হাইকোর্ট সরকারকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়। অপরদিকে সরকার সংখ্যালঘু অত্যাচার-নির্যাতনের ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য শাহরিয়ার কবিরের বিরুদ্ধে এই ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করেছে। আদালতে আরও জানানো হয়, শাহরিয়ার কবির এক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উন্নততর চিকিৎসার জন্য যে কোন শর্তে তাঁর জামিনের জন্য আদালতে আবেদন জানানো হয়। এই আবেদনের বিরোধিতা করে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, শাহরিয়ার কবির গত ৬ নবেম্বর কলকাতায় থেকে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় অঞ্চল সফর করেন। তিনি তথাকথিত বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের নাম করে বাংলাদেশী সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর কথিত নির্যাতনের বিষয়ে প্ররোচিত করেন। গত ৮ নবেম্বর বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে শাহরিয়ার কবির বলেছেন যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের চরমপন্থীরা সংখ্যালঘু হিন্দুদের চরম নির্যাতন করছে। তিনি এ বিষয়ে সংগৃহীত তথ্যাদি শ্বেতপত্রের আকারে প্রকাশ করবেন। শাহরিয়ার কবির বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপজ্জনক এমন কিছু জনসাধারণকে প্রভাবিত করে তাদের সমাবেশে সীমারেখা মানছি না, মানব না ইত্যাদি স্লোগান দ্বারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব বা বিলোপে সমর্থন করেন। তাঁর কৃতকর্মে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের তথা রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বৈরিতা সৃষ্টি করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি এ মুহূর্তে জামিনে মুক্তি পেলে মামলার তদন্ত কাজে ব্যাঘাত ঘটবে বলে সরকারী কৌঁসুলিগণ শাহরিয়ার কবিরের জামিনের আবেদন নাকচ করার জন্য আবেদন জানান। আদালত উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে আদেশ দেয়। শাহরিয়ার কবির আদালতে জানান, গত বুধবার সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এক পত্রে তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁর আটকাদেশের মেয়াদ আরও ৯০ দিনের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৬৬)
সাঁথিয়ায় শ্মশান ঘাট দখলের চেষ্টা ব্যর্থ

পাবনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সাঁথিয়া উপজেলা সদরের শ্মশানঘাট দখলের অপচেষ্টা জনগণের প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

জামাত-শিবিরের কর্মী ও সমর্থকরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের ওপর দিয়ে এবং শ্মশান ঘাটের জমির ওপর রাতারাতি ঘর উঠিয়ে খুঁটি পুঁতে রাখে। সাধারণ জনগণ এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় এর প্রতিবাদ করে। পুলিশ গতকাল শেষ রাতে ঘরগুলো ভেঙে দেয়। যারা ঘর উঠিয়েছিল তাদের বাড়ি সাঁথিয়ার ফকিরপাড়া ও মহিমগাছা মহল্লায়।

আওয়ামী লীগের সাঁথিয়া উপজেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মতিউর রহমান দুলাল সাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাঁথিয়া-বোয়াইলমারী শ্মশানের জমিসহ বাঁধের ওপর ঘর উঠানোর ফলে জনমনে যে ঘৃণা এবং তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা ধামাচাপা দেয়ার জন্য একটি সংবাদ সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সংবাদপত্রে মিথ্যা খবর প্রকাশিত হয়।

সংবাদ, ২১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৬৭)
মূর্তি চুরি

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ নবীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের মুরাদপুর গ্রামের মদনমোহন জিউর আখড়ার ২০ কেজি ওজনের একটি কষ্টিপাথরের ও তিনটি পিতলের মূর্তি চুরি হয়েছে। মূর্তিগুলোর মূল্য ৫ লাখ ১৭ হাজার টাকা হবে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে আখড়া কমিটির সভাপতি নবীগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করলে এসআই সুনিল কুমার দেবের নেতৃত্বে একদল পুলিশ চুরির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আবিদ মিয়া, তাহিদ মিয়া ও মিন্টু মিয়া নামে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। চুরির ঘটনাটি ঘটেছে গত ১২ ডিসেম্বর রাতে।

ভোরের কাগজ, ২১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৬৮)
গোপালগঞ্জে ৬টি সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কে রয়েছে

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসী হামলার শিকার সদর উপজেলার বিজয় পাশা গ্রামের ডা. অসিত সরকারের পরিবারসহ ৬টি সংখ্যালঘু পরিবার এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। জানা গেছে, ঈদের দু'দিন আগে গত ১৫ ডিসেম্বর সকাল ১০টার দিকে ওই গ্রামের নাছুর নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ডা. অসিত সরকার, রবিন সরকার, নকুল সরকার, দিলীপ সরকার ও বিপুল সরকারের ঘরবাড়িতে হামলা চালায় এবং বাড়ির লোকজনকে মারধর করে মহিলাসহ ৫জনকে আহত করে। মারাত্মক আহত বিপুল সরকারের স্ত্রী বীনা সরকার (২৮) ও জটু সরকারের স্ত্রী বোবা শেফালী সরকারকে (৫০) চিকিৎসার জন্য গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বীনা সরকারের কানে ও শেফালী সরকারের বুকের আঘাত গুরুতর।

হাসপাতালে ভর্তি বীনা সরকারের সঙ্গে গতকাল শুক্রবার সকালে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, বিড়ালে মাছ ও মুরগি খাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী ইউনুস মোল্লার বাড়ির লোকজনের সাথে তাদের বাড়ির লোকজনের ঝগড়া হলে ওই দিন নাছুর নেতৃত্বে একদল লোক হামলা চালায় এবং ডা. অসিত সরকারকে মারধর করতে চায়। এ সময় অসিতের মা ও বীনা সরকার ও অন্যরা তাদের বাধা দিতে গেলে হামলাকারীরা তাদের ওপর চড়াও হয়। ফলে অসিতের মা ও শেফালীসহ ৫ জন আহত হন। এ ঘটনার পর থেকে ওই গ্রামের সংখ্যালঘু মাত্র ৬টি পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে পাইককান্দি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সিকদার নুর মোঃ দুলু বলেন, এ ঘটনা সামাজিকভাবে সমাধানের চেষ্টা চলছে। অচিরেই এর শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে বলে তিনি আশা করেন।

যুগান্তর, ২২ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৬৯)
দেড় লাখ টাকা লুট ঃ রাজশাহীতে ডাকাতি

সংবাদদাতা, রাজশাহী, ২৩ নবেম্বর ঃ জেলার বাঘা উপজেলার আড়ানী ঋষিপাড়া গ্রামে এক বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। এ সময় ডাকাতের হাতে দুজন আহত হয়। আহতরা হলেন, গোপাল ঘোষ (৩৬) ও তার স্ত্রী মিনা রানী (২৯)।

পুলিশ সূত্র জানায়, একটি ডাকাত দল ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়িতে প্রবেশের সময় বাড়ির সদস্যরা প্রতিহত করার চেষ্টা করলে ডাকাতদল ছুরিকাঘাতে তাদের আহত করে। এর পর ডাকাত দল নগদ অর্থ সহ প্রায় দেড় লাখ টাকা মূল্যের সোনা ও মালামাল নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে বাঘা থানায় একটি মামলা হয়েছে।

বাংলাদেশ অবজারভার, ২৪ নবেম্বর ২০০১

(৫৭০)
মাগুরায় পোস্টার টাঙ্গিয়ে সংখ্যালঘুদের প্রতি হুমকি

মাগুরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মাগুরার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে গাছে পোস্টার টাঙ্গিয়ে ৫ বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিকে হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। মাগুরা সদর উপজেলার নতুন গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। পোস্টারে লেখা আছে ভাল করে খেয়ে নাও। ফলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। থানায় মামলা হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৭১)
চাঁদা না দিলে সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়েকে অপহরণের হুমকি ॥ সন্ত্রাসী গ্রেফতার

নারায়ণগঞ্জ, ২৪ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৫ হাজার টাকা চাঁদা না দিলে সংখ্যালঘু পরিবারের বিবাহযোগ্য মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রস্ত গৃহকর্তী ১হাজার টাকা ধার করে সন্ত্রাসীদের দিয়ে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। বাকী টাকা আনতে গেলে এলাকাবাসী হাতেনাতে এক সন্ত্রাসীকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। ঘটনাটি ঘটেছে শহরের নিতাইগঞ্জ এলাকায় রবিবার রাতে। এদিকে পুলিশ বন্দর থানার আলীনগর থেকে রিভলবার সহ ৩ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে। অন্যদিকে ফতুল্লায় ব্যবসায়ী অপহরণের হোতা বাদলকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সন্ত্রাসীরা ২৬৫ বঙ্গবন্ধু রোড, নিতাইগঞ্জের বাসিন্দা সঞ্জীবন সাহার বাসায় গিয়ে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। অন্যথায় তার বিবাহযোগ্য কন্যাকে অপহরণের হুমকি দেয়। এ সময় গৃহকর্তা বাসায় ছিলেন না। সন্ত্রস্ত গৃহকর্তী প্রতিবেশীর কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার নিয়ে সন্ত্রাসীদের দেয়। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। রবিবার রাতে সন্ত্রাসীরা বাকি ৪ হাজার টাকা আনতে ঐ বাসায় যায়। এলাকাবাসী সন্ত্রাসী নূর হোসেনকে (২৮) হাতেনাতে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। গ্রেফতারকৃত নূর হোসেন শহরের ১২৪ পাইকপাড়ার বাসিন্দা শামসুল হকের ছেলে। নারায়ণগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৭২)
৫ শতাধিক ধর্ষণ ঃ সরকারের চোখ এখনো বন্ধ!

শামীমা বিনতে রহমান ঃ নির্বাচনের পর সারা দেশে ৫ শতাধিক সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত কোনো ধর্ষণের ঘটনার কথা সরাসরি স্বীকার করেনি। পুলিশ সদর দপ্তর মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্ষণের ঘটনায় মামলার দলিলপত্র থেকে এ সংখ্যা ৪টি বলে উল্লেখ করে। তবে ধর্ষণপীড়িত এলাকাগুলো সরজমিন পরিদর্শনকারী সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, মহিলা পরিষদ এবং সিটিজেন ভয়েজ সূত্রগুলো ৫০০ থেকে ১ হাজার বলে দাবি করে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে মন্ত্রী পুরো বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে, ভোরের কাগজকে বলেন, 'আপনি কি নিজের চোখে ধর্ষিত হতে দেখেছেন? আমি তো দেখিনি। যদি নিজের চোখে দেখে থাকেন তাহলে সেটা উল্লেখ করেন।

কয়েকজন মানবাধিকার কর্মী কর্তৃক ঢাকায় নিয়ে আসা ধর্ষণের শিকার তিন নারীর সঙ্গে কথা বলে, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ৫টি গ্রাম ঘুরে ঘুরে এবং সরজমিন পরিদর্শনকারী দলগুলোর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ধর্ষণের ঘটনা স্বাধীনতা উত্তর বিগত যে কোন সময়ের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি।

সরজমিন সূত্র জানায়, কেবল মাত্র ভোলার অন্নদা প্রসাদ গ্রামেই অক্টোবরের ২ তারিখ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে ১০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সূত্রগুলো জানায়, ভোলার লালমোহন থানার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নে, বরিশালের আগৈলঝাড়া, রামশীল, গৌরনদী, বাগেরহাটের রামপাল, ফকিরহাট, মোল্লার হাট, বরগুনার বামনা, পাথরঘাটা, পাবনার সিরাজগঞ্জ, যশোরের কেশবপুর, রাজশাহীর নাটোর গাজীপুরের কালিয়াকৈর চাঁদপুরের কচুয়া, সদর থানা, চট্টগ্রামের রাউজান এলাকায় সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সূত্রগুলো জানায়, এখন পর্যন্ত এসব জনপদ ধর্ষণসহ সব ধরনের যৌন সন্ত্রাসে আতঙ্কিত। সরজমিন পরিদর্শনকারী সামাজিক আন্দোলনের নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, ৮ বছরের শিশু থেকে ৫৫ বছরের পৌঢ় পর্যন্ত কেউই যৌন হয়রানি থেকে রক্ষা পায়নি। সরজমিন পরিদর্শনকারী মহিলা পরিষদ নেত্রী আয়শা খানম বলেন, ৭২-এ ধর্ষিতা পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। কিন্তু এবার যে সব নারকীয় ঘটনা ঘটানো হয়েছে তা তখনও দেখিনি। ভোলার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের অন্নদা প্রসাদ গ্রামের ধর্ষণের শিকার এক নারী (৩২) জানান, শুধু এলাকার নয়, দুই দিন দুদফায় এসে তাকে কয়েকজন মিলে ধর্ষণ করে। প্রথমবার দিনের বেলায় এবং দ্বিতীয় বার রাতের বেলায়। বাড়ির একমাত্র পুরুষ তার স্বামীকে বেঁধে রেখে তার চোখের সামনেই তাকে ধর্ষণ করা হয়। বরিশালের আগৈলঝাড়ার ধর্ষণের শিকার কর্মকারের মেয়ে (২২) জানান, নির্বাচনের আগেই আমাদের ওপর (হিন্দু সম্প্রদায়) নির্যাতন হবে শুনেছিলাম। কিন্তু এ রকম বেইজ্জতি করবে তারা, কখনই বুঝি নাই। তিনি বলেন, ওরা আমাদের এলাকারই, কিন্তু আমার বাবা বা ভাই কারো পক্ষেই সহজ হবে না তাদের বিরুদ্ধে বিচার চাওয়া। বাগেরহাটের ফকিরহাটের স্কুল পড়ুয়া (১৪) ছাত্রী জানান তার গণধর্ষণের শিকার হওয়ার ঘটনা। স্কুলছাত্রীটি জানান, হিন্দু এবং চক্রবর্তী পরিবারের মেয়ে হওয়ার কারণে তার ওপর আক্রোশটা অনেক বেশি ছিল। তিনি জানান, তাকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে ধর্ষণ করে সন্ত্রাসীরা। তিনি বলেন, কতটা নিরাপত্তাহীন হলে বাগেরহাট ছেড়ে ঢাকায় নিরাপত্তার জন্য থাকতে হচ্ছে বোঝেন।

'এ বিষয়ে সম্প্রতি সংখ্যালঘু নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের বিরুদ্ধে রিট পিটিশনকারী আইন ও শালিস কেন্দ্রের এ্যাডঃ সুলতানা কামালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ধর্ষণসহ হত্যা, চাঁদাবাজি শারীরিক নির্যাতন সব ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য চেয়ে হাইকোর্টে আমরা রিট করেছি। ১৫ জানুয়ারি হচ্ছে সরকারের বক্তব্য প্রদানের শেষ দিন, সে পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারের জবাব শোনার কথা বলে বললেন, সরকার অস্বীকার করল, অথচ পত্রিকায় তো প্রায় প্রতিদিনই এ ঘটনাগুলো ঘটার কথা উল্লেখ হচ্ছে, তাহলে সরকার সেটুকু যাচাই করুক। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদকে পরিস্থিতির বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি ভোরের কাগজকে বলেন, আমিওতো খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ১টা হোক আর পাঁচটা হোক সরকারের উচিৎ এটা স্বীকার করা। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। এ বিষয়ে আইনের তেমন কিছুই করার নেই, যতোক্ষণ পর্যন্ত না আইন নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতাধররা কিছু করেন। মহিলা পরিষদ নেত্রী আয়শা খানম বলেন, সরজমিন অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্যই বলবো এটা কোন সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ফল নয়। এটা পুরোপুরিই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ঘটনা। কারণ অনেক মুসলিম পরিবারকে দেখা গেছে নির্যাতিতদের আশ্রয় দিতে। নারী নেত্রী ফরিদ আক্তার বলেন, ইয়াসমিনের ধর্ষণের ঘটনাকে অস্বীকার করে যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পার পেতে পারেননি, এবারো এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পার পেতে দেওয়া যাবে না। তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, নির্বাচনের পর হিন্দু নারীরা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ধর্ষিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম নেত্রী শামসুন্নাহার জোৎস্না বলেন, সম্মিলিত নারী সমাজ জানুয়ারিতেই এই ইস্যুতে কঠিন কর্মসূচি দেবে। সরকারের স্বীকার করে নেওয়া এবং ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনে আইন পরিবর্তন করতেও সরকারকে চাপ দেওয়া হবে।

ভোরের কাগজ, ২৫ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৭৩)
স্বরূপকাঠীতে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে

পিরোজপুর, ২৪ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পিরোজপুরের স্বরূপকাঠী উপজেলায় সংখ্যালঘুদের ধান সন্ত্রাসীরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করলে উল্টা মামলা দায়ের করে পুলিশী হয়রানির চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি পূর্ব সারেঙ্গকাঠী গ্রামের সুরেন সুতারের ১বিঘা জমির আমন ধান কেটে নিয়েছে একই গ্রামের সন্ত্রাসী মতিউর রহমানের বাহিনী। মতিউর ধান কেটে নেবার পর তার বাহিনীর বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে জেনে সুরেন সুতার সহ ১০ জনকে আসামী করে উল্টা ঘরবাড়ি লুটের মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখানে সংখ্যালঘুদের কাছে বিভিন্ন অংকের চাঁদাও দাবি করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ডিসেম্বর ২০০১

(৫৭৪)
চাটমোহরে চাঁদাবাজদের হুমকির মুখে চরম নিরাপত্তাহীনতায় এক সংখ্যালঘু শিক্ষক

চাটমোহর প্রতিনিধি ঃ চাটমোহর উপজেলার বোয়াইলমারী গ্রামের শিক্ষক কালিপদ সরকার চাঁদাবাজদের ৩০ হাজার টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় হুমকির মুখে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। কালীপদ সরকার জানান, গত ২ ডিসেম্বর তিনি বাড়ির পাশের চৌরাস্তার মোড়ে আয়াজউদ্দিনের চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন, এ সময় এলাকার ইসমাইল মতিন, সাজু, মিঠু আজম, ইস্রাফিল তালেব, ইকবাল, আলমাস শাহীনসহ আরো কয়েকজন তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। অন্যথায় হত্যার হুমকি দেয়। কালিপদ বিষয়টি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জানালে তারা সালিশ বৈঠকের আয়োজন করে।

কিন্তু চাঁদাবাজরা ঐ বৈঠকে হাজির না হয়ে হুমকি অব্যাহত রাখে। এ অবস্থায় সালিস বৈঠকে আগতরা কালিপদকে থানা পুলিশকে বিষয়টি জানাতে বলে। কালিপদ জানান, থানায় জিডি করতে গেলে পুলিশ তা নেয়নি উপরন্তু ধমক দিয়ে থানা থেকে বের করে দেয়। পরে এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি অবগত হয়ে ওসিকে ঘটনা তদন্ত করতে বলেন। পুলিশ ১৮ ডিসেম্বর জিডি গ্রহণ করে। এরপরও চাঁদাবাজরা কালিপদকে হুমকি দিচ্ছে। পুলিশও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এ অবস্থায় তিনি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

ভোরের কাগজ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৭৫)
ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে কিশোরগঞ্জে হিন্দু বিধবার স্তন কর্তন

কিশোরগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার নয়াকান্দি জেলে পল্লীতে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে হিন্দু বিধবার স্তন কেটে দিয়েছে' এক নরপশু। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, মৃত সুরেশ বর্মণের বিধবা মেয়ে রেনু বালা (৩০) রবিবার বাড়ির উঠানে ঝাড় দেওয়ার সময় পশ্চিম নয়াকান্দি গ্রামের বখাটে যুবক হিরু তাকে কুপ্রস্তাব দেয়। এতে সাড়া না দেয়ায় হিরু রেনু বালাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ধর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে রেনুবালার স্তন কেটে দেয়। রেনুবালার চিৎকারে লোকজন এগিয়ে এলে নরপশু হিরু পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা এবং জখমী রেনু বালাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৭৬)
জোট সন্ত্রাসে মানুষ দিশাহারা ॥ যশোরে সংখ্যালঘু ২৭ বাড়িতে ডাকাতি, বরিশালে দুই ছাত্র ও এক যুবদল নেতা গ্রেফতার

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ বিএনপি ও জোট সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে সাধারণ মানুষ এখন দিশাহারা। সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর হয়রানির মাত্রাও কমছে না। বাগেরহাটে শুরু হয়েছে ঘের দখল ও জোর করে ধান কেটে নেয়ার মহোৎসব। নোয়াখালীতে কালী মন্দিরসহ সংখ্যালঘুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন দেয়া হয়েছে। জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ। যশোরের কেশবপুর উপজেলার সাতবাড়ীয়া গ্রামে ২৭টি সংখ্যালঘু পরিবারে গণডাকাতি হয়েছে। নাটোরের লালপুর উপজেলার দিলালপুর গ্রামে দেড় শ' পরিবার জিম্মি হয়ে আছে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনপুষ্ট কথিত ভাষান বাহিনীর হাতে।

বরিশাল থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, গৌরনদী পুলিশ বুধবার সংখ্যালঘু দু'ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবি ও দোকান ভাংচুরের কারণে সেখানকার উপজেলা ও কলেজ শাখা ছাত্রদলের দু'সভাপতি ও এক যুবদল নেতাকে গ্রেফতার করেছে। অন্যদিকে এক অধ্যাপকের ভাইয়ের বৌ ও ভাইজিকে কুপ্রস্তাব ও যৌন হয়রানি করায় কোতয়ালি পুলিশ এক ছাত্রদল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। এ তথ্য পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রের।

যশোর অফিস থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, বুধবার গভীর রাতে কেশবপুর উপজেলার সাতবাড়ীয়া গ্রামের ২৭টি সংখ্যালঘু পরিবারে গণডাকাতি হয়েছে। ২০/২৫ জনের সশস্ত্র গ্রুপ রাতে ঐ গ্রামে হানা দেয় এবং সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে ডাকাতি করে। ডাকাত দল প্রায় আড়াই লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কেশবপুর থানায় যোগাযোগ করা হলে এসআই শামসুল আলম বলেন, লোকমুখে এ রকম কথা শুনেছি। তবে এটা ডাকাতি নয়, চাঁদাবাজি। গ্রামবাসী জানান, চলে যাবার সময় ডাকাত দল বলে গেছে, এক মাস পরে তারা আবার আসবে।

নোয়াখালী থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, মঙ্গলবার গভীর রাতে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী সেনবাগের বীজবাগ ইউনিয়নের সেবা খোলা নামক স্থানে একটি কালী মন্দির, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ ও কয়েকটি দোকানঘরে আগুন দিয়েছে। এতে কয়েক লাখ টাকার সম্পদ পুড়ে যায়। যাদের দোকানঘর পুড়েছে তার মধ্যে রয়েছে অজিত চন্দ্র ভৌমিকের মুদি দোকান ও রাখাল দত্তের ফার্মেসি। থানায় মামলা হয়েছে।

বাগেরহাট থেকে সংবাদদাতা জানান, জেলার চিংড়িসমৃদ্ধ রামপাল উপজেলায় এখন ঘের দখল আর জোর করে ধান কেটে নেয়ার মহোৎসব শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বাগেরহাট প্রেসক্লাবে রামপাল এলাকায় বেশ কয়েক ভুক্তভোগী ও আতঙ্কিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের কাছে জোট সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবের বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৭৭)
বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের তদন্ত হাওয়া উচিত ঃ অ্যামনেস্টি মহাসচিব

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ড. আইরিন জোবায়দা খান বলেছেন বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে হিন্দুদের ওপর যে সমস্ত হামলা হয়েছে তার যথাযথ তদন্ত এবং বিচার হওয়া উচিত। কারণ এখানে নির্বাচনে মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে। এই পরিবর্তন শুধু শাসন ক্ষমতায় রাজনৈতিক শক্তির পরিবর্তনের পক্ষে ছিল না। মানবাধিকার প্রশ্নেও তারা শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চেয়েছে। তাঁকে জানানো ভোলার তেরো বছর বয়সী একটি হিন্দু মেয়ে গণধর্ষণের শিকার হবার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া উচিত। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব আইরিন জেড খান বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। বাংলাদেশ ফ্রিডম ফোরামের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ফোরাম অন ওম্যান ইনসিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত 'বাংলাদেশ ওম্যান ইন ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি' শীর্ষক ওয়ার্কশপের সমাপনী উপলক্ষে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল। আইরিন বলেন, এ অঞ্চলে পাকিস্তানে ধর্মীয় গ্রুপগুলোর সংঘাত, ভারতে খ্রীস্টানদের ওপর উগ্র হিন্দু গোষ্ঠীসমূহের হামলা এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনাগুলো খুবই উদ্বেগজনক। যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সেদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার হরণের কমপক্ষে ১শ'টি ঘটনা তাঁরা তদন্তের জন্য গ্রহণ করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৭৮)
হাতিয়ায় স্বামীকে পিটিয়ে জখম ঃ স্ত্রীর শ্লীলতাহানি

চৌমুহনী সংবাদদাতা ঃ নোয়াখালী জেলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার চর আমানউল্যাপুর গ্রামের ডাকবিভাগের রানার দুলাল চন্দ্র দাসের বাড়ীতে গত মঙ্গলবার ৭/৮ জনের একদল সন্ত্রাসী হানা দিয়ে দুলাল দাসকে প্রহারের সময় স্ত্রী বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে

সন্ত্রাসীরা তার শ্লীলতাহানি করে। গুরুতর আহতাবস্থায় দুলালকে হাসপাতালে নেয়ার পথে সন্ত্রাসীরা পথরোধ করে। স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে দুলালকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর সন্ত্রাসীরা মামলা না করার জন্য হুমকি অব্যাহত রেখেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৭৯)
পুঠিয়ায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি
ক্ষমতাসীনদের নির্যাতন ছাড়াও বেড়ে গেছে চুরি ডাকাতি ধর্ষণ

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী থেকে ঃ রাজশাহীর নির্বাচনী এলাকা-৪-এর অধীন পুঠিয়া উপজেলার সর্বত্রই নির্বাচন পরবর্তীকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। পরিস্থিতি এতই উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌঁছেছে, সাধারণ মানুষ ঘরের বাইরে যেতেও ভয় করছেন।

অভিযোগ রয়েছে, পুঠিয়াতে প্রতিপক্ষের ওপর বিএনপি সমর্থকদের লাগামহীন নির্যাতন-সন্ত্রাস, লুটপাট ছাড়াও খুন, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, অপহরণ এখন মামুলি ব্যাপার। পুলিশ প্রশাসন নির্যাতিত-বিপন্ন মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে উলটো তাদেরকেই শায়েস্তা করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। মামলা করা হচ্ছে নির্যাতিতদেরই বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষের আস্থা হারিয়ে গেছে 'জনগণের বন্ধু' বলে কথিত পুলিশ প্রশাসনের ওপর থেকে। নৌকা মার্কার সমর্থকরা বাড়ি-ঘরে থাকতে পারছেন না ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার-চাঁদাবাজির কারণে। মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতরের দিনেও নিজ বাড়িতে আসতে পারেননি কয়েক হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থক। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুক এই তথ্য জানিয়েছেন।

প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যে জানা গেছে, গত ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ঝলমলিয়া বাজারে আওয়ামী লীগ কর্মী হাজী সিরাজুল হকের দোকানে হামলা চালানো হয়। বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীরা সোয়া লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। তারা মনজুরুল হক মিল্লাতকে পিস্তল ঠেকিয়ে গলার স্বর্ণের চেইন, হাত ঘড়ি ছিনিয়ে নেয় এবং মারধর করে রড-লাঠি দিয়ে। মিল্লাত পুঠিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক মাসুদের ভাই। পুলিশ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করলেও একটি 'মিথ্যা' মামলায় ছাত্রলীগ নেতা মাসুদকে গ্রেফতার করে। গত ১২ই অক্টোবর সাতবাড়িয়ার বৈস্যপাড়ায় কালীমন্দির ভাঙচুর করা হয়। একই দিনে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুকের ওপর হামলা চালায় বিএনপি সমর্থকরা। সন্ত্রাসীরা তার পিজ গাড়িটির ব্যাপক ভাঙচুর ও ডায়রিসহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র লুট এবং চালক দুলালকে মারাত্মক জখম করে। সূত্র জানায়, ১৬ নবেম্বর সন্ধ্যায় মাহেন্দ্রায় নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয় আতাবুলকে (৪০) ২৯ অক্টোবর সরগাছি গ্রামের ফজলুর রহমানকে হত্যা করা হয়। ২৬ নবেম্বর সাতবাড়িয়া জগপাড়াতে আখ ক্ষেত থেকে এক ব্যক্তির কঙ্কাল উদ্ধার করে পুলিশ। ২২ নবেম্বর শিবপুরহাটের ১৫ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে দুর্বৃত্তরা। ১৩ অক্টোবর হাতিনাদা গ্রামে ঘটে আরেকটি ধর্ষণ। ২২ নবেম্বর পুঠিয়া-তাহেরপুর সড়কের বাসুপাড়া নামক স্থানে পুলক সাহার লক্ষাধিক টাকার কাপড় ছিনতাই হয়। তিনি একজন বড় কাপড় ব্যবসায়ী। ২৯ অক্টোবর পার্বতী রানীর গলার স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। ২২ অক্টোবর রাজশাহী-নাটোর সড়কের গোপালহাটি নামক স্থানে এক মাছ ব্যবসায়ির টাকা ছিনতাই হয়েছে।

সূত্র মতে, গত ২০ অক্টোবর ছোটসেনবাগ গ্রামের সাজেদা বেগমের স্বামীকে অপহরণ করা হয়। অপহরণকারীরা সাজেদা বেগমের কাছে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। ১৫ অক্টোবর নন্দনপুর বাজারে আওয়ামী সমর্থক ২০টি দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। ২২ নবেম্বর বিড়ালদহ মাইপাড়া বাজারে রবি ঠাকুরের দোকান লুট করে দুর্বৃত্তরা। ৩০ নবেম্বর পুঠিয়া সদরে বিবি হাওয়ার বাড়িতে ডাকাতবেশে হামলা চালায় একদল সন্ত্রাসী। এই হামলায় অন্তত পাঁচজন আহত হয়। এছাড়া লুট করা হয় অর্ধ লক্ষাধিক টাকা।

সর্বশেষ গত ২১ ডিসেম্বর ভোরে বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগ নেতা আরমানের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে গোটা বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সর্বমোট প্রায় দু'লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, নির্বাচনের পর নন্দনপুরের বিএনপি কর্মী ইদু, হাবু, ফজলু ও সিরাজুল ছাত্রলীগ নেতা আরমানের কাছে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে আরমানকে মারধর করা হয়। এছাড়া সন্ত্রাসীরা আরমানের বাড়ি থেকে একটি গরু লুট করে নিয়ে যায়। স্থানীয় বিএনপি নেতারা গরুটি ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এই গরুটি আরমানের বাবা আওয়ামী লীগ সমর্থক গোলাম মোস্তফা মাত্র ৭ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। এতে বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে আরমানের নামে 'হয়রানিমূলক' একটি মামলা দায়ের করলে সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা আরমানের বাবার কাছ থেকে গরু বিক্রির পুরো টাকা নেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। টাকা না দিলে ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। এক পর্যায়ে গত ২১ ডিসেম্বর সত্যি সত্যিই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। ইউনিয়ন পর্যায়ের ছাত্রলীগ নেতা আরমানের কলেজে পড়ার বইপত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সংবাদ, ২৯ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৮০)
বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যেতে চেয়েছিলেন ॥ চাঁদা না পেয়ে ফেনীতে বিএনপি সন্ত্রাসীরা প্রবীণকে পিটিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে

ফেনী প্রতিনিধি ঃ জেলার সোনাগাজীতে বিএনপির কতিপয় সন্ত্রাসী চাঁদা না পেয়ে ললিত মোহন দাসকে (৫০) বেধড়ক পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে সোনাগাজী উপজেলার চরদরবেশ ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চরসাহা ভিকারী গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, চরসাহা ভিকারী গ্রামের বসন্ত কুমার দাসের পুত্র ললিত মোহন দাস সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের ভয়ে কিছুদিন আগে থেকেই বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ললিত তার বসতবাড়িটি এক প্রতিবেশীর কাছে ২ লাখ টাকায় বিক্রি করে দেন। বাড়ি বিক্রির খবর পেয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭ টার দিকে স্থানীয় বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসী আজাদ, আবু, তাহের ও বেলালের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ললিতের বাড়িতে আক্রমণ করে তাকে বেধড়ক পিটিয়ে ও কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে ঘরের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা আহত ললিতকে হাসপাতালে ভর্তি না করার জন্য এবং এ ঘটনা যেন স্থানীয় প্রশাসন বা রাজনৈতিক নেতাদেরকে জানানো না হয় তার জন্য পরিবারের সদস্যদের হুমকি দিয়ে যায়। গতকাল শুক্রবার দুপুর ১টায় শেষ পর্যন্ত বিনা চিকিৎসায় ললিত মোহন তার বাড়িতেই মারা যায়। এ ঘটনার পরপরই চরসাহা ভিকারী গ্রামের দাসপাড়া এলাকা সন্ত্রাসীদের পরবর্তী সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সোনাগাজী থানা পুলিশ ললিত মোহনের লাশ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে

থানায় মামলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, চরদরবেশ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ ইলিয়াছ গত সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই বিএনপির স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হামলার ভয়ে এলাকা ছেড়ে ফেনী চলে আসেন। এর আগেও বিএনপি সন্ত্রাসীরা চরসাহা ভিকারী গ্রামের বেশ কিছু সংখ্যালঘু পরিবারের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করেছে। আবার অনেকে চাঁদা দিতে না পারায় এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে।

ভোরের কাগজ, ২৯ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৮১)
কেশবপুরের পল্লীতে ২৮ বাড়ি থেকে চাঁদা আদায় করেছে দুষ্কৃতকারীরা

যশোর প্রতিনিধি ঃ বুধবার রাতে কেশবপুর থানার সাতবাড়িয়া গ্রামের ঘোষপাড়ায় ২৮টি বাড়ি থেকে দুষ্কৃতকারীরা গণচাঁদা আদায় করেছে। এ সময় তারা বাড়ির মহিলাদের নাজেহাল করে। এলাকাবাসী বলেছেন, বুধবার দিবাগত গভীর রাতে ৩০/৪০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রামে ঢুকে ঘোষপাড়ার গৌর ঘোষ, সূর্য ঘোষ, ঠাকুর ঘোষ, গোপাল ঘোষ ও পরিতোষ ঘোষসহ ২৮টি হিন্দু পরিবারের লোকজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রায় আড়াই লাখ টাকা আদায় করে। কেউ টাকা দিতে গড়িমসি করলে সন্ত্রাসীরা তাদের শিশু সন্তানকে অপহরণ এবং স্ত্রীদের শ্লীলতাহানি করার ভয় দেখায়। এ সময় দুর্বৃত্তরা মহিলাদের ধরে টানা হেচড়াও করে। অগত্যা অসহায় লোকজন তাদের কাছে থাকা নগদ টাকা পয়সা তাদের হাতে তুলে দেয়। দুর্বৃত্তরা যাওয়ার সময় গ্রামবাসীকে আরো ৫ লাখ টাকা সংগ্রহ করে রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছে। যা তারা ১ মাস পরে এসে নিয়ে যাবে। টাকা যারা দিতে পারবে না তাদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। এ ঘটনার পর ঘোষপাড়ার লোকজন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এদিকে ঘটনার কথা জানতে পেরে জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা আবু বকর সিদ্দিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। ওয়ার্কার্স পার্টি এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ শনিবার বিকালে কেশবপুর ত্রিমোহিনী মোড়ে এক সমাবেশ আহ্বান করেছে।

ভোরের কাগজ, ২৯ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৮২)
সেনবাগে মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় শিবির ক্যাডার গ্রেফতার

সেনবাগ (নোয়াখালী) থেকে সংবাদদাতা ঃ নোয়াখালীর সেনবাগের বীজবাগ ইউপির শ্যামেরগাঁও এলাকার সেবাখোলা নামক স্থানে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে কালী মন্দির, ২টি দোকান ঘর ও স্থানীয় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদে অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ গত বুধবার গভীর রাতে হারুনুর রশীদ (২৩) নামে এক শিবির ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে। সে এ এলাকার দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডার বলে পুলিশ জানায়। এদিকে থানায় দায়ের করা অজিত চন্দ্র ভৌমিকের লিখিত অভিযোগটি পুলিশ বুধবার রাতে নিয়মিত মামলা হিসেবে রুজু করেছে। পুলিশকে ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং জড়িতদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৮৩)
সিঙ্গাইরে সংখ্যালঘুর ওপর নির্যাতন ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

সিঙ্গাইর (মানিকগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ সিঙ্গাইরের রাজেন্দ্রপুর গ্রামের সংখ্যালঘু মরণ চন্দ্র রায়ের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে চাঁদাবাজরা। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় চাঁদাবাজরা প্রকাশ্য দিবালোকে রোববার তালেবপুর বাজারে মরণ চন্দ্র রায়কে মারধর করে। এ ব্যাপারে মরণ চন্দ্র সৈয়দ, জব্বার, শফিকুল, জাহিদ ও জামালকে আসামী করে থানায় মামলা করে। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করলেও কোর্ট থেকে জামিনে বের হয়ে তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে মরণ রায়কে। মরণ চন্দ্র রায় বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। চাঁদাবাজরা হুমকি দিচ্ছে মামলা তুলে নেবার জন্য। মরণ চন্দ্র জানমালের নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর ২০০১

(৫৮৪)
সোনাগাজীতে এক ব্যক্তি খুন

সোনাগাজী ফেনী থেকে সংবাদদাতা ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় গত শুক্রবার একজন নিহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম লোহিত মোহন দাস (৬০)। গ্রামবাসী ও পুলিশ সূত্র জানায়, একই গ্রামে আমিনুল হকের পুত্র আবু তাহের সহ ৮/১০জন গত বুধবার রাতে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে বেদম পিটিয়ে বাড়ির পাশে রেখে যায়। ঐ রাতে সোনাগাজী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। শুক্রবার সকালে তিনি মারা যান। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর ২০০১

সংখ্যালঘু নির্যাতনের নির্বাচিত সংবাদ

১ জানুয়ারি - ৩১ ডিসেম্বর
২০০২

জানুয়ারি-২০০২

(৫৮৫)
সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় তোলপাড়

মাহমদুর রহমান খোকন ঃ ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক নির্যাতন হয়েছে। এ নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেকেই বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছে। কেউ আবার দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এসব নির্যাতনের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার পূর্বক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসন নীরব। প্রশাসনের এ নীরবতাকে দেশের সচেতন মহল রহস্যজনক বলে মনে করছে। তাদের মতে প্রশাসনের এ নীরব ভূমিকা সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসীদের উৎসাহিত করছে। ফলে ২০০২ সালেও দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের সংগৃহীত তথ্য এবং পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী বাংলাদেশে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২০০১ সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনা সর্বকালের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। বিশেষ করে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা '৭১-এ পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। ২০০১ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে হামলা হয়েছে তাতে শত শত মানুষ হতাহত হয়েছে। হামলাকারীরা নির্বিচারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িঘর ও মূল্যবান সম্পদ লুট করার পাশাপাশি অনেক মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে। কোথাও কোথাও মা ও মেয়েকে একসাথে ধর্ষণ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও একই মহিলা একাধিকবার ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ মধ্যযুগীয় বর্বর ঘটনার শিকার হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানের হাজার সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। অনেকে প্রাণ ভয়ে দেশ ত্যাগ করে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী হামলাকারীদের বেশির ভাগ ক্ষমতাসীন চার দলীয় ঐক্যজোটের কর্মী। তাদের মধ্যে জোটের নিয়ামক শক্তি বিএনপি এবং স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত-শিবির মৌলবাদী শক্তি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পরিচালিত এ বর্বর হামলার নেতৃত্ব দেয়। ফলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসন এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সবচেয়ে বেশি নির্যাতন হয়েছে বরিশাল, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, পটুয়াখালী, নাটোর, ভোলা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, ফেনী ও ঝিনাইদহ। বিশেষ করে গত ২ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ভোলায় ১০০, পটুয়াখালী ৪০ ও বরিশালে ৪০, বাগেরহাটে ২০, সিরাজগঞ্জে ১৭ এবং যশোরে ১৪টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময়ে নির্যাতনের শিকার হয়ে কুমিল্লার ১০ হাজার, নাটোরে ১২ হাজার, চট্টগ্রামে ৫ হাজার, ঝিনাইদহ ৫শ', বগুড়ায় সাড়ে ৫শ' এবং পাবনায় ৪শ' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়েছে। এ সময়ে খুলনা ৩, নীলফামারী ২, ময়মনসিংহ ৯, জামালপুর ৩, চট্টগ্রাম ২, বগুড়া ২ ও কুমিল্লায় ২টি দুর্গা মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন হয়েছে তার তদন্ত করে। তাদের মতে, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫শ' থেকে ১ হাজার মহিলা ধর্ষিত হয়েছে। পুলিশ সদর দফতরের হিসাব অনুযায়ী গত ১১ অক্টোবর

থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে নির্বাচনোত্তর ৭৪টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এ সময়ে সিরাজগঞ্জ, বরিশালে, কুড়িগ্রাম ও ফেনীতে ৪টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ভোলা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহীতে ৪ জন নিহত হয়। এ সময়ে সারা দেশে ৪২টি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় মোট ৫৩টি মামলা হয়। পুলিশ ৫৯ জনকে গ্রেফতার করে। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত ন্যক্কারজনক ঘটনা অস্বীকার করে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী এ বিষয়ে সাংবাদিকদের তথ্য প্রদান না করে বাঁধা কথা বলেছেন। যা এসব ন্যক্কারজনক ঘটনাকে সমর্থন করারই নামান্তর।

এদিকে এসব ন্যক্কারজনক ঘটনায় দেশের সচেতন মহলে মারাত্মক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠন এসব বর্বর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে। অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন এসব ঘটনা সরেজমিনে তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো যারা এসব ঘটনায় প্রতিবাদ করেছে, নিন্দা জানিয়েছে, তাদেরকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার এবং সাম্প্রদায়িক ধুয়া তুলে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার অভিযোগে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারই শিকার হয়েছেন সাংবাদিক ও লেখক শাহরিয়ার কবির। তিনি দেশব্যাপী এ মধ্যযুগীয় বর্বর ঘটনার প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার জন্য ভারতে যান। সেখান থেকে দেশে ফেরার পথে গত ২২ নবেম্বর তাকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটক করা হয়। প্রথমে তাকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়। পরে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হয়ে এবারের মহান বিজয় দিবস ও ইদুল ফিতর তাকে কারাগারে কাটাতে হয়। অথচ তিনি কোন অপরাধ করেননি। একজন সাংবাদিক হিসাবে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ও বর্বর ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ এবং তা জনসম্মুখে প্রকাশ ও এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা কোন রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ড নয়। বিষয়টিকে সরকার নেতিবাচক দিক থেকে বিবেচনা করে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় জড়িয়েছে বলে সচেতন মহলের ধারণা।

সচেতন মহলের মতে, শাহরিয়ার কবির দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের যে প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করেছেন তা টেলিভিশনে প্রচার করা হলে আসল সত্য বেরিয়ে আসবে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হতে পারে। কারণ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান জাতিধর্ম নির্বিশেষে আমরা সকলে এ দেশের নাগরিক। নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের পছন্দমত প্রার্থীকে ভোট দিবে- এটা তার সাংবিধানিক অধিকার। অথচ একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয়ার অভিযোগে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন নেমে এসেছে, তা কেবল সংবিধানের উপর আঘাত নয়, গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী।

দৈনিক রূপালী, ১ জানুয়ারি ২০০২

(৫৮৬)
সেনবাগে কালী মন্দির ও বঙ্গবন্ধুর ছবিতে অগ্নিসংযোগ ॥ শিবির ক্যাডার গ্রেফতার

সেনবাগ প্রতিনিধি ঃ নোয়াখালীর সেনবাগের বীজবাগ ইউপির শ্যামেরগাঁও গ্রামে গত ২৬ ডিসেম্বর গভীর রাতে অজ্ঞাত সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা কালি মন্দির, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ ও দু'টি

দোকানে অগ্নিসংযোগ করে। এতে প্রায় ৩ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ হারুনুর রশিদ (২৩) নামে এক শিবির ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, ওইদিন গভীর রাতে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী শ্যামেরগাঁও এলাকায় অবস্থিত শ্রীশ্রী দক্ষিণেশ্বরী কালি মন্দির, অজিত চন্দ্র ভৌমিকের মুদি দোকান, ডা. রাখাল দত্তের ওষুধের দোকান ও স্থানীয় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদে অগ্নিসংযোগ করে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ১ জানুয়ারি ২০০২

(৫৮৭)
দেশব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড
অপ্রতিরোধ্যভাবে সংঘর্ষ, লুটপাট ও ছিনতাই চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাতক্ষীরা ঃ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা জানায়, তালা থানার পুলিশ বুধবার উপজেলার বালুচর এলাকার একটি আমবাগান থেকে পঞ্চানন মল্লিক নামে একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃত পঞ্চানন মল্লিকের (৫০) বাড়ী উপজেলার কাটাখালী গ্রামে।

পুলিশ সূত্র জানায়, একদল সন্ত্রাসী পঞ্চানন মল্লিককে তার বাড়ির পাশের মাঠ থেকে অপহরণ করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে তার মৃতদেহ বালুচর এলাকার একটি আমবাগানের মধ্যে ফেলে যায়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশের সন্দেহ পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি এ কাজ করতে পারে। তার হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে পুলিশ অবগত নয়। এ ব্যাপারে তালা থানায় মামলা হয়েছে।

মাগুরা: বৃহস্পতিবার মাগুরা জেলার সদর উপজেলায় এক মাছ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকার মাছ লুট হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সন্ত্রাসী লাল্টুর নেতৃত্বে কতিপয় দুর্বৃত্ত ভরত বিশ্বাসের ওপর চড়াও হয়ে তার মাছ লুট করে নিয়ে যায়। ভরত বিশ্বাস এ সময় মাছ বিক্রির জন্য রিক্সায় করে নিয়ে যাচ্ছিল। মাছ লুট করার পর সন্ত্রাসীরা থানায় অভিযোগ না করার জন্য ভরত বিশ্বাসকে হুমকি দিয়ে যায়।

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা জানান, শহরের চাকলাপাড়ার সন্যাসী অধিকারীর বাড়ি থেকে প্রায় ৪০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। জানা যায়, ৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সন্যাসী অধিকারীর বাড়িতে প্রবেশ করে টেলিভিশন, রেডিও স্বর্ণসহ প্রায় ৪০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এদিকে সন্ত্রাসীরা পঞ্চরাম পোদ্দার নামক একজনের বাড়ি থেকেও গরু ও মালামালসহ প্রায় ৭০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

জয়পুরহাট থেকে সংবাদদাতা জানান, গত ২১ ডিসেম্বর একদল সন্ত্রাসী একজন কাপড় ব্যবসায়ীর ৩ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। ঘটনার দিন মনোরঞ্জন মা রোয়াড়ী এবং নারায়ণ চন্দ্র মোটর সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় ৪/৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রাত ৮টার দিকে পাঁচবিবি সরকারী গোরস্থানের নিকট তাদের আক্রমণ করে। এ সময় মনোরঞ্জন মাটিতে পড়ে গেলে সন্ত্রাসীরা তাদের টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে পাঁচবিবি থানায় মামলা হয়েছে।

অবজারভার, ১ জানুয়ারি ২০০২

(৫৮৮)
নগদ অর্থ ও সোনা লুট

সংবাদদাতা যশোর, ৩১ শে ডিসেম্বরর ঃ শহরের নিকটবর্তী পুলেরহাট বাজারের একটি স্বর্ণের দোকান থেকে ডাকাতদল স্বর্ণসহ প্রায় নগদ ১ লাখ টাকা ডাকাতি করে নিয়ে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ৮/১০ জনের একটি ডাকাত দল দরজা ভেঙে দোকানে প্রবেশ করে এবং কর্মচারীদের বেঁধে রেখে প্রায় ১ লাখ টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে রয়েছে নগদ ২০ হাজার টাকা ও ৮০ হাজার টাকার স্বর্ণ। দোকানের মালিক স্বপন কুমার এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করেছে।

ইনডিপেনডেন্ট, ১ জানুয়ারি ২০০২

(৫৮৯)
সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু পরিবারের দোকান ও বাড়িতে হামলা

সাতক্ষীরা, ২ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার রাতে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার সোনাখালী গ্রামের সংখ্যালঘু রামপদ ঘোষালের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করেছে। একই সময়ে সাতক্ষীরা পৌরসভার পলাশপোলের সংখ্যালঘু স্কুল শিক্ষক মঙ্গল কুমার পালের দোকান, ঘর ও জমি সন্ত্রাসীরা দখল করে নেয়। সন্ত্রাসীদের হামলায় রামপদ ঘোষাল ও তার স্ত্রী গোকুল রানী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, মঙ্গলবার রাতে শ্যামনগরের রামপদ ঘোষালের বাড়িতে জনৈক ইউসুফ মেম্বারের নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জনের সন্ত্রাসী দল হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা বাড়ি ভাংচুরসহ আসবাবপত্র লুট করে। হামলায় দু'জন আহত হয় অপরদিকে সাতক্ষীরা শহরের পলাশপোলের স্কুল শিক্ষক মঙ্গল কুমার পালের দোকান ও জমি সন্ত্রাসীরা দখল করে নেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ জানুয়ারি ২০০২

(৫৯০)
বাগেরহাটে সন্ত্রাসীদের হাতে ৫ সংখ্যালঘু নারী লাঞ্ছিত উচ্ছেদের পাঁয়তারা

বাগেরহাট, ২ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চিতলমারীর পল্লীতে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীরা নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মা-মেয়ে, কাকীসহ ৫ হিন্দু নারী সন্ত্রাসীদের হাতে শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। জানা গেছে চিতলমারীর খাগড়াবুনিয়া গ্রামে মঙ্গলবার বিকালে সন্ত্রাসী ওমর আলীর নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি দল প্রফুল্ল বিশ্বাসের বাড়িতে চড়াও হয়। তারা এলোপাতাড়ি কলা গাছ কাটতে শুরু করে। এ সময় বাড়িতে কোন পুরুষ ছিল না। তখন বাড়ির মহিলারা বাধা দিতে গেলে সন্ত্রাসীরা কলেজ পড়ুয়া জুয়েলী, স্কুল ছাত্রী কিশোরী সাধনা, কামনা এবং তাদের মা সুরুচীসহ কাকী অনিমা বিশ্বাসের ওপর পৈশাচিক আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এ ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় অনিমা ও সুরুচী বিশ্বাসকে খুলনা মেডিক্যালে রেফার করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে চিতলমারী থানা কিছুই জানে না বলে জানিয়েছে। এদিকে ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসীরা নাকি হুমকি দিয়ে বলেছে, কোথাও অভিযোগ জানালে জানে শেষ করে দেয়া হবে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, দীর্ঘ দিন ধরে ঐ সন্ত্রাসীরা জায়গা জমি দখলের লক্ষ্যে ঐ পরিবারকে উচ্ছেদের জন্য বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে আসছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ জানুয়ারি ২০০২

(৫৯১)
প্রথম আলোকে সাক্ষাৎকারে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব আইরিন খান
সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ঃ নির্বাচনে জনগণ ভোট দিয়েছে পরিবর্তনের জন্য

সানাউল্লাহ/সুমন মাহমুদ ঃ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব আইরিন জুবাইদা খান বলেছেন, সরকারকে অবশ্যই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা প্রসঙ্গে আইরিন খান বলেন, তিনি বলেছেন নির্বাচনে মানুষ ভোট দিয়েছে পরিবর্তনের জন্য। এখন সরকারকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

গতকাল বুধবার প্রথম আলোকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। সকালে পুরানা পল্টন লেনে তার পৈত্রিক বাসভবনে এই সাক্ষাতকার নেওয়া হয়। এ সময় তিনি দেশের মানবাধিকার সমস্যা, সংখ্যালঘু নির্যাতন, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির গ্রেফতারের ঘটনা, রাজনৈতিক সহিংসতা, নারী নির্যাতন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ১১ সেপ্টেম্বরের পর বদলে যাওয়া বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন। আন্তর্জাতিক কোনো মানবাধিকার সংগঠনে আইরিন খানই প্রথম বাংলাদেশী যিনি এতটা শীর্ষে উঠেছেন।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সাধারণ নির্বাচনের পর দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আইরিন খান এই প্রতিবেদনের কপি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারকে দিয়েছেন বলে জানান।

সাংবাদিক ও লেখক শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি কামনা করে অ্যামনেস্টি মহাসচিব বলেন, বিষয়টি তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলেছেন। শাহরিয়ার কবিরকে তিনি 'বিবেকবন্দি' আখ্যায়িত করে বলেন, এ মামলার প্রতিটি স্তরে অ্যামনেস্টি পর্যবেক্ষণ করবে।

বাংলাদেশে নারীর ওপর শারীরিক নির্যাতন রুখে দাঁড়ানোর কাজকে এই মুহূর্তে তিনি প্রধান কাজ মনে করেন।

বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করে আইরিন খান বলেন, প্রতিটি সরকার সহিংসতাকে তাদের একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। অবস্থা এমন যে, এর কোন প্রতিকার নেই। মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তিনি সকলকে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার কথা বলেন।

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ দিয়ে আইরিন খান বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, মানবাধিকার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে এদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করলে অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০০২

(৫৯২)
আড়াইহাজার ও ফতুল্লায় ডাকাতি, আহত ১০

নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ গত শুক্রবার রাতে জেলার আড়াইহাজার ও ফতুল্লায় পৃথক চারটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতদের হামলায় ১০ জন আহত হয়েছে।

জানা গেছে, আড়াইহাজার উপজেলার ঝাউগড়ায় রাত দেড়টায় ডাকাতি হয়। ডাকাতরা কুমুদ (৫০), কানু (৪৫) ও পরিমল বিশ্বাসের (৭২) বাড়িতে হানা দিয়ে ১৮ হাজার নগদ টাকা এবং দেড় লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতদের হামলায় সীমা (২১), প্রবীর (১৮), জগন্নাথ (৩০), মনিকা (৩৫), পঙ্কজ (৩৭), বিকাশ (২৫), পিন্টু (১৫) ও রিংকু আহত হয়।

অপরদিকে একই রাতে ২টায় ফতুল্লার পাগলার নয়ামাটি এলাকায় মুখোশধারী ডাকাতরা নীহাররঞ্জন সরকারের বাড়িতে হানা দিয়ে অস্ত্রের মুখে নগদ ৫১ হাজার টাকা, ২১ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, টিভি, ভিসিপি লুট করে নিয়ে যায়। ফতুল্লার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

খবর, ৪ জানুয়ারি ২০০২

(৫৯৩)
শেরপুরে ছাত্রদল ক্যাডারদের চাঁদাদাবি ॥ বাড়িঘরে হামলা
২ ছাত্রদল কর্মী গ্রেফতার

ইউএনবি (শেরপুর) ঃ ছাত্রদল ক্যাডারদের চাঁদার দাবি পূরণ না করায় শেরপুরের নকলা উপজেলায় এক সংখ্যালঘু হাই স্কুল শিক্ষককে মারধর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতে হামলা চালিয়ে জিনিসপত্র ভাংচুর করে ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের হামলায় ওই হিন্দু শিক্ষকের পরিবারের মহিলারাও রেহাই পায়নি। ২৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঐ ঘটনাটি ঘটে। নকলা থানার পুলিশ স্কুল শিক্ষকের কাছে চাঁদাবাজি এবং তাকে মারপিট ও অপহরণ চেষ্টার অভিযোগে উপজেলা ছাত্রদলের দুই কর্মী দেলোয়ার ও ফারুককে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে একমাসের ডিটেনশন প্রদান করা হয়েছে।

পুলিশ ও অন্যান্য সূত্র জানায়, নকলা উপজেলার আড়িয়াকান্দা গ্রামের স্কুল শিক্ষক সুশীল সাহার কাছে ছাত্রদল কর্মী দেলোয়ার ও ফারুক কয়েকদিন পূর্বে ২০ হাজার টাকা দাবি করে। নিরুপায় হয়ে ওই স্কুল শিক্ষক তাদের ২ হাজার টাকা প্রদান করেন। ২৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে স্কুল শিক্ষক সুশীল সাহা নকলা বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওই চাঁদাবাজরা মধ্যবাজার এলাকায় তাকে আটক করে চাঁদার বাকি টাকা দাবি করে। এ সময় তিনি চাঁদাবাজির আবদার পূরণে অপারগতা প্রকাশ করলে তারা তাকে প্রচণ্ড মারধর করে অপহরণের চেষ্টা চালায়। স্কুল শিক্ষকের আর্তচিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে চাঁদাবাজদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে। এতে চাঁদাবাজরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে স্কুল শিক্ষক সুশীল সাহার আড়িয়াকান্দা গ্রামের বাড়িতে সে রাতেই সশস্ত্র হামলা চালিয়ে শিক্ষকের ভাই সুনীলের বিছানার নীচ থেকে ১৮ হাজার টাকা, স্ত্রী মায়া রানীর কানের দুল. মা রাজুবালা সাহার থেকে স্বর্ণের চেইন টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে নেয় ও ঘরবাড়ি ভাংচুর করে। ঘটনাটি সুশীল সাহা নকলা থানাকে অবহিত করলে নকলা থানার এসআই (ভারপ্রাপ্ত ওসি) আঃকরিম নিজে বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন এবং গত বৃহস্পতিবার রাতেই ছাত্রদলের ক্যাডার দেলোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করেন। শুক্রবার সকালে স্থানীয় ছাত্রদলের কতিপয় নেতাকর্মী তার মুক্তির দাবিতে শহরে মিছিল বের করলে ওই মিছিল থেকে পুলিশ চাঁদাবাজ ফারুককেও গ্রেফতার করে। পরে তাদেরকে কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। তাদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে এক মাসের ডিটেনশন প্রদান করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

খবর, ৪ জানুয়ারি ২০০২

(৫৯৪)
শেরপুরের ঝিনাইগাতীর খ্রিস্টান পল্লীবাসী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

ঝিনাইগাতী প্রতিনিধি ঃ শেরপুরের সীমান্তবর্তী ঝিনাইগাতী উপজেলার খ্রিস্টান পল্লীবাসী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় এসব সন্ত্রাসীরা মাঝে মধ্যেই আদিবাসী খ্রিস্টান পল্লীতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসলেও ভয়ে কেউ মুখ পর্যন্ত খুলতে সাহস পাচ্ছে না। এদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসসহ বহু অসামাজিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। থানা পুলিশও ভয় পায় এসব সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

এলাকাবাসী সূত্রে প্রকাশ, গত ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে আদিবাসী উপজাতি খ্রিস্টান পল্লীতে বিভিন্ন কর্মসূচী চলাকালে স্থানীয় উপজেলা ছাত্রদল সভাপতির ছোট ভাই এবং কয়েকজন সন্ত্রাসীর নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের সশস্ত্র একটি সন্ত্রাসীগ্রুপ মাইক্রোবাস এবং কয়েকটি মটরসাইকেল যোগে ফিল্মী কায়দায় তাণ্ডবলীলা চালিয়ে অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেয় এবং এক কিশোরী উপজাতি মেয়েকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এ সময় গ্রাম পুলিশ ও এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে তা ব্যর্থ হয়।

সন্ত্রাসীরা এ ঘটনার বিষয়ে কোনও প্রকার অভিযোগ করা হলে আদিবাসী উপজাতি মেয়েদের অপহরণ ও অভিভাবকদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। বর্তমানে আদিবাসী উপজাতি পল্লীর লোকজন সন্ত্রাসীদের ভয়ভীতি ও হুমকিতে জিম্মি হয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকে আবার তাদের মেয়েকে এসব সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষার জন্যে পড়ালেখা বন্ধ করে দিয়ে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে বলে জানান। এ ব্যাপারে এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

আজকের কাগজ, ৪ জানুয়ারি ২০০২

(৫৯৫)
কলমাকান্দায় সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘুর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, মূর্তি ভাংচুর

নেত্রকোনা প্রতিনিধি ঃ কলমাকান্দা উপজেলার দিলোরা গ্রামের সুনীল চন্দ্র বিশ্বাসের চাষাবাদের জমি দখল করার পর সন্ত্রাসীরা বৃহস্পতিবার রাতে তার বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে এবং মন্দিরের মূর্তি ভেঙে ফেলেছে। পুলিশ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত আবদুর রশীদ ও অমর আলী নামে দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গত ৩১ ডিসেম্বর দুপুরে দিলোরা গ্রামের আবদুর রশীদ ও অমর আলী বিএনপির নাম ভাঙিয়ে সুনীল চন্দ্র বিশ্বাসের চাষাবাদের জমি দখল করে চাষাবাদ শুরু করে। এ খবর পেয়ে সুনীল বিশ্বাস ও তার আত্মীয় স্বজন বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়। এতে সুনীল, নির্মল, অনিল মারাত্মক আহত হয়। বৃহস্পতিবার রাতে সন্ত্রাসীরা তাদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং মন্দিরের মূর্তি ভেঙে ফেলে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

যুগান্তর, ৫ জানুয়ারি ২০০২

(৫৯৬)
ক্ষিদিরপুর গ্রামে এখনো সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছে

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মনোহরদী উপজেলার ক্ষিদিরপুর গ্রামে এখনো সংখ্যালঘুদের ওপর নানা কায়দায় নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

ক্ষিদিরপুর গ্রামের মিহির কুমার চন্দ মন্টু এবার ২১ বিঘা জমিতে আমন ধান রোপন করেছেন। এখন ধান পেকেছে। পাকা ধান ঘরে তুলতে পারছেন না। ধান কাটতে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জাকির হোসেন ও তার দলবল বাধা দিচ্ছে। ফলে জমির ধান চোখের সামনে জমিতে পড়েই নষ্ট হচ্ছে। এই পরিবারটি এখন দারুণ অসহায় ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। জমির ধান ঘরে তুলতে না পারলে তাদের এখন না খেয়ে মরতে হবে। এ ব্যাপারে কয়েকবার সালিশ দরবার হয়েছে কিন্তু কোন চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি।

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় এই পরিবারটি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুকুরের প্রায় ৫০/৬০ হাজার টাকার মাছ লুট করে সন্ত্রাসীরা নিয়ে যায়। পরে ৬টি খড়ের গাদাও লুট করে নিয়ে যায়।

গত ২৩ ডিসেম্বর রাতে এ গ্রামের পরিমল রায়ের বাড়ির সামনের খড়ের গাদায় দুস্কৃতকারীরা আগুন ধরিয়ে দিলে দু'হাজার টাকার খড় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনের উত্তাপের ফলে ফল-মূলের গাছগুলোর ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। এ ঘটনায় এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আরো দরুণ আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ, ৫ জানুয়ারি ২০০২

(৫৯৭)
নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা বাড়িঘরে ফিরে নতুন সমস্যার মুখে পড়ছেন চালচুলোর কিছুই নেই!

ফজলুল বারী ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা-নির্যাতনের সর্বশেষ কি হালচাল! আজকাল পত্রপত্রিকায় এসব খবর কম আসছে। তবে কি নির্বাচনের পর থেকে দেশ জুড়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হামলা-হয়রানির যে ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডটি শুরু হয়েছিল, সেটি নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করেছে! কমে আসছে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী অশুভ শক্তির দাপট! এ ব্যাপারে আলাপ-অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে উভয় ধরনের মতই পাওয়া গেছে। কেউ বলেন নির্যাতন কমে এসেছে, কেউ বলেছেন কমেনি—এখন চলছে বিভিন্নভাবে হয়রানি পর্ব। গত নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর তুলনামূলক বেশি নির্যাতন যে সব এলাকায় ঘটেছে তেমন একটি এলাকা ভোলা। সেখানকার একটি সূত্র বলেছে, নির্যাতিতরা যাঁরা বাড়িঘরে ফিরতে শুরু করেছেন তাঁরা পড়েছেন নতুন এক মানবিক সমম্যায়। অনেকেই ফিরে দেখেন, বাড়িঘরে কোনকিছুই নেই। চাল আছে তো চুলা নেই। দখল হয়ে আছে অনেকের বাড়িঘরও। এখন নিজের ঘর দুয়ারে উঠতেও দাবী করা হচ্ছে চাঁদা এ ব্যাপারে দুর্ভোগের শিকার এক ব্যক্তি জনকণ্ঠকে বলেছেন, তাঁকে বলা হয়েছে তোমরা এভাবে চলে যাওয়ায় আমাদের বদনাম হয়েছে। কাজেই 'বদনাম চার্জ' হিসাবে হলেও এখন কিছু একটা টাকা দিতেই হবে।

পত্রপত্রিকায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের সর্বশেষ কিছু খবর এসেছে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, নেত্রকোনা এবং টাঙ্গাইল থেকে। বাগেরহাটের চিতলমারীর খাগড়াবুনিয়া গ্রামে প্রফুল্ল দাস, নেত্রকোনার কলমাকান্দার দিলোরা গ্রামের সুনীল চন্দ্র বিশ্বাস, সাতক্ষীরা শ্যামনগরের সোনাখালী গ্রামের রামপদ ঘোষাল—এইসব সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলার ঘটনাগুলোর মূল টার্গেট ছিল জমি-সম্পত্তি দখল। কলমাকান্দার ঘটনায় পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতারও করেছে। মির্জাপুর গ্রামে কালীমূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে মামলা হয়েছে থানায়। এই কয়েকটি

ঘটনার উল্লেখ করে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব) সিআর দত্ত বীরউত্তম শনিবার জনকণ্ঠকে বললেন, সরকারী মহল এদের আস্কারা দিয়েছিল বলে আজও এ ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। মি. দত্ত বলেন, সরকারী নেতারা বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব) আলতাফ হোসেন চৌধুরী যদি শুরু থেকে 'অতিরঞ্জন', 'অপপ্রচার' এসব শাক দিয়ে মাছ ঢাকার শব্দ না খুঁজে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নিতেন তাহলে হয়ত পরিস্থিতি এতদূর গড়াতে পারত না। কিন্তু সন্ত্রাসী দমনের মূল দায়িত্ব যাঁর হাতে সেই মন্ত্রীই যখন এসব বিষয়কে স্বীকার করতে চাননি— উল্টো নানা ঠাট্টা-মস্করা করেছেন, তখন সন্ত্রাসীরা দ্বিগুণ আস্কারা পেয়েছে। দেশের অসংখ্য সংখ্যালঘু পরিবার তাদের ইজ্জত-সম্পদ সবকিছু খুইয়েছে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এসব দায়িত্বহীন বক্তব্য-ভূমিকার কারণে। সিআর দত্ত শনিবার জনকণ্ঠকে আরও বলেছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-হয়রানির মাত্রা এখনও কমেনি। নির্যাতন-হয়রানির প্যাটার্ন বদল হয়েছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ গত অক্টোবর-নবেম্বর-ডিসেম্বর এই তিন মাসে দেশ জুড়ে সংঘটিত হামলা-নির্যাতনের ওপর বিশেষ একটি বুলেটিন সম্প্রতি প্রকাশ করেছে ইংরেজীতে। 'কম্যুনাল অ্যাটাক এন্ড রিপ্রেশন/সাম ফ্যাক্টস/ ভলিয়্যুম-সিক্স' শিরোনামে কালো প্রচ্ছদে ছাপা বুলেটিনে দেশ জুড়ে সংঘটিত নির্যাতন-হয়রানির বেশ কিছু বীভৎস ঘটনার বৃত্তান্ত ও আছে। দেশের তিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ফোরাম সংগঠনটি স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরে এসেও এসব অবাঞ্ছিত ঘটনা-পরিস্থিতির প্রতিকারের সন্ধানে আগামী ৩১ জানুয়ারি একটি জাতীয় সমাবেশের কর্মসূচীও নিয়েছে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক জনকণ্ঠকে বলেন, সরকারী নেতৃবৃন্দ শুরু থেকে ঘটনাগুলো স্বীকার না করায় নির্যাতিতরা আইনের আশ্রয়ও নিতে পারেনি। ওই পরিস্থিতিতে ভয়ে তারা মামলাও করতে পারেনি থানায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করছেন না দেখে তখন পুলিশও মামলা নেয়নি। নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, সারা দেশের গ্রামগঞ্জের সব মানুষ জানে এসব ঘটনা কারা ঘটিয়েছে। এরা সবাই যে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী তা আমরা বলব না। এদের মূল পরিচয় এরা সংখ্যালঘুর সম্পত্তিলোভী সন্ত্রাসী। রাজনৈতিক দলের পরিচয়, ছত্রছায়া ব্যবহার করে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়েছে। সরকারী দল, প্রশাসন বিষয়টি স্বীকার না করায় তাদের ছত্রছায়া পাওয়া সন্ত্রাসীরা আরও বেপরোয়া হয়েছে, তাদের লোলুপ শিকার হয়েছে অনেক সংখ্যালঘু মা-বোন। জীবনরক্ষায় অনেক পরিবার দেশান্তরীও হয়েছে। নিমচন্দ্র ভৌমিক চরম ওই পরিস্থিতিতে দেশের সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমের সাহসী, প্রতিবাদী ভূমিকার প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, শুধু মাত্র এসব প্রতিবাদের কারণেই আজ সরকারী নেতারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন 'কিছু কিছু ঘটনা ঘটা'র কথা। কিন্তু সরকারী মহলের স্বীকারোক্তির এই 'কিছু কিছু' ঘটনার বাস্তব অবস্থাটা যে কী ভয়াবহ, সেটা ঘটনাসমগ্র মনিটরসহ প্রতিকার চেষ্টার সঙ্গে আমরা যারা জড়িত তারাই শুধু আঁচ করতে পারি। ড. ভৌমিক বলেন, এসব দেশের মানুষকে জানাতে, প্রতিকার চাইতে, আর যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে জনমত সংগঠনের আশা নিয়েই তাঁরা ঢাকায় জাতীয় সমাবেশের কর্মসূচীটি নিয়েছেন। বরিশালের একটি সূত্র জনকণ্ঠকে শনিবার বলেছে, বৃহত্তর জেলার দেশান্তরী পরিবারগুলো এখনও এলাকায় ফিরে আসেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ জানুয়ারি ২০০২

(৫৯৮)
একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী-পুত্রের আর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ একটি কুচক্রী মহলের হয়রানির শিকারে পরিণত হয়েছেন কুমিল্লার রাজগঞ্জের দেশওয়ালীপট্টির শহীদ মুক্তিযোদ্ধা শচীন্দ্র সাহার পরিবার। স্বার্থান্বেষী মহলটি

যেনতেনভাবে শহীদ পরিবারের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য নানা ফন্দিফিকির আঁটছে। তারা এই পরিবারটিকে উৎখাত করতে চেয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্পদলোভীদের ষড়যন্ত্রে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা শচীন্দ্র সাহার স্ত্রী স্নেহবালা সাহা এবং তাদের একমাত্র পুত্র প্রদীপ সাহা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ষড়যন্ত্রকারীরা মাতা-পুত্রকে সম্পত্তি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছে। তাদের বলা হচ্ছে, সম্পত্তি ছেড়ে না দিলে মা-পুত্রকে জীবনে মেরে ফেলা হবে। শুধু তাই নয়, সম্পত্তি থেকে তাদের উচ্ছেদের জন্য নানা মামলা করে হয়রানি করা হচ্ছে এবং আর্থিক অবস্থা করুণ থাকায় মামলা চালাতে তারা হিমশিম খাচ্ছে। বিধবা পরিবারটি প্রতিবারই মামলা জিতলেও পরবর্তী সময়ে আবার মামলা করছে হয়রানি করার জন্য। একের পর এক মামলায় জড়িয়ে পড়ে বিধবা স্নেহবালা এখন দিশেহারা। কপর্দকহীন ্হেবালা নানা মহলের কাছে সুবিচার চেয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন। সবাই তাকে আশার বাণী শুনালেও কার্যক্ষেত্রে কোনও সুবিচার পাচ্ছেন না। হয়রানি থেকে রক্ষা পেতে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

দৈনিক মাতৃভূমি, ৬ জানুয়ারি ২০০২

(৫৯৯)
কক্সবাজারে ছাত্রলীগ কর্মী খুন, বরিশালে আরেক ক্যাডার জখম

প্রথম আলো ডেস্ক ঃ কক্সবাজারে ছাত্রলীগ কর্মী সুজন বড়ুয়াকে (২৮) স্ত্রাসীরা অপহরণ করে হাত-পায়ের রগ কেটে খুন করেছে। এদিকে বরিশালে ছাত্রদলের ক্যাডাররা ছাত্রলীগ ক্যাডার হেলালকে গলি করে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে। দুটি ঘটনাই ঘটেছে গতকাল রোববার সন্ধ্যায়।

কক্সবাজার প্রতিনিধি জানান, কয়েকজন সশস্ত্র সন্ত্রাসী সন্ধ্যা ৭টার দিকে ছাত্রলীগ কর্মী সুজন বড়ুয়াকে শহরের উল্লাপাড়া থেকে অপহরণ করে ২ কিলোমিটার দূরে বৈদ ঘোনার পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে সন্ত্রাসীরা তাকে বেদম মারধর করলে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তারা তার হাত পায়ের রগ কেটে দেয় এবং মারা গেছে মনে করে পালিয়ে যায়। রাত ৮টায় স্থানীয় কয়েকজন লোক সুজনকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। সুজন ছিল শহর ছাত্রলীগের কর্মী। স্থানীয় সূত্র ও পুলিশের বরাত দিয়ে বরিশাল অফিস জানায়, ছাত্রলীগ ক্যাডার হেলাল উদ্দিন দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর দুতিন দিন আগে বরিশাল আসে। গতকাল সন্ধ্যায় সে সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের আলমগীর ছাত্রবাসের সামনে গেলে কারমকুঠির এলাকার চার পাঁচ জন ছাত্রদল ক্যাডার অতর্কিতে তার ওপর হামলা করে। তারা হেলালকে ধরে ছাত্রবাসের কম্পাউন্ডে নিয়ে যায় এবং উপর্যুপরি কুপিয়ে ও পেটে গুলি করে ফেলে রেখে যায়।

প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি ২০০২

(৬০০)
কক্সবাজারে ছাত্রলীগ কর্মীকে অপহরণের পর নির্যাতন করে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ কক্সবাজার শহরে রবিবার সন্ধ্যায় একদল সংঘবদ্ধ চিহ্নিত সন্ত্রাসী এক ছাত্রলীগ কর্মীকে অপহরণের পর পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। নিহত ছাত্রলীগ কর্মীর নাম সুজন বড়ুয়া (২০)। তাকে প্রকাশ্যে অপহরণ করার পর নিহত ছাত্রলীগ কর্মীর বড় ভাই স্থানীয় থানায় গিয়ে অপহৃত ভাইকে উদ্ধারের জন্য সাহায্য চাইলে থানার

সেকেন্ড অফিসার উল্টো তাকে শাসায় বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শী, হাসপাতাল ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শহরের বইল্যাপাড়ার বাসিন্দা সহজ-সরল যুবক সুজন বড়ুয়া ক্রিকেট খেলার জন্য বৈদ্যেরঘোনা নামক স্থানে যায় রবিবার বিকালে। তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে ওই এলাকার ৭/৮ সন্ত্রাসী তাকে অপহরণ করে স্থানীয় পাহাড়ে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা সুজনের পা ও হাতের রগ কেটে ফেলে। এর পর তার হাতের ৫টি আঙ্গুল কেটে ফেলা হয়। পরবর্তীতে হাত ও পায়ের আঙ্গুলের নখ তুলে বুকে ও পিঠে ছুরিকাঘাত করে তারা। তার মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সন্ত্রাসীরা পাহাড় থেকে ফেলে দেয় তাকে। স্থানীয় লোকজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুজনকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করার পর রাত সাড়ে ৮টার দিকে তার মৃত্যু হয়। সে হাসপাতালে সন্ত্রাসীদের নাম-ধাম বলে গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। নিহত সুজনের বড় ভাই ছাত্রলীগ নেতা। এ দিকে পারিবারিক সূত্রে অভিযোগ করা হয়েছে যে, অপহরণের পর পরই তার বড় ভাই থানায় গিয়ে পুলিশের সাহায্য চাইলে থানার সেকেন্ড অফিসার দারোগা শাহজাহান তাকে শাসিয়ে বলে, পরের বেলা অন্য রকম এবার নিজের বেলা মজা বোঝ। এ ব্যাপারে সোমবার উক্ত দারোগার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি স্বীকার করে বলেন, ঘটনা এ রকম ভয়াবহ, তা বিশ্বাস না করেই বলেছেন। এদিকে ছাত্রলীগ সোমবার বিকালে শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কে এক প্রতিবাদসভায় হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও থানার বিতর্কিত দারোগার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে মামলা হয়েছে। তবে কেউ গ্রেফতার হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬০১)
রূপসায় এসিডে ঝলসে গেছে স্বামী-স্ত্রীর মুখমণ্ডল

খুলনা প্রতিনিধি ঃ জেলার রূপসা থানার তালিমপুর গ্রামে গত রোববার রাতে মুখোশধারী দুর্বৃত্তের নিক্ষিপ্ত এসিডে স্বামী-স্ত্রীর মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন স্থান ঝলসে গেছে। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ দু বোতল এসিড ও একটি খালি বোতল উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রূপসা দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর শ্রমিক মন্টু কুমার দত্ত (২৭) রাত সাড়ে ১১টায় বাড়ি ফিরে দরজায় করাঘাত করার পর তার স্ত্রী জোছনা রানী দত্ত (২২) দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মুখোশধারী ৩ সন্ত্রাসী তাদের প্রতি এসিড নিক্ষেপ করলে স্বামী-স্ত্রীর মুখ ঝলসে যায়। তাদের চিৎকারে আশে পাশের লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা এসিড ভরতি দুটি বোতল ও একটি খালী এসিডের বোতল ফেলে দ্রুত পালিয়ে যায়। মারাত্মকভাবে এসিডদগ্ধ স্বামী-স্ত্রীকে রাতেই খুলনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ এসিডের বোতলগুলো উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

ভোরের কাগজ, ৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬০২)
প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায়
শাঁখারি বাজারে মন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভেঙেছে এক দুর্বৃত্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ পুরনো ঢাকার শাঁখারি বাজারে গতকাল মঙ্গলবার কামাল মোহাম্মদ হানিফ নামে এক দুর্বৃত্ত লাথি মেরে শনিদেবের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে। স্থানীয় লোকজন কামালকে আটক করেছে। তবে তাকে তারা পুলিশে সোপর্দ করেনি। তাদের দাবি ঘটনাস্থলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা ভারতীয় হাইকমিশনার না এলে তারা কামালকে হস্তান্তর করবে না।

এ ঘটনায় পুরনো ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। তারা শাঁখারি বাজার শনিদেব মন্দিরের সামনে জড়ো হয়ে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

স্থানীয় লোকজন জানান, বিকেল ৫টায় হানিফ পূজারিবেশে মন্দিরে প্রবেশ করে। এক পর্যায়ে সে লাথি মেরে শনিদেবের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে এবং চিৎকার করে বলতে থাকে 'বাংলাদেশে আল্লাহর আইন চলবে, এখানে কোন মূর্তি থাকবে না'।

তাৎক্ষনিকভাবে মন্দিরে থাকা লোকজন কামালকে আটক করে। পরে তাকে পার্শ্ববর্তী একটি চার তলা ভবনে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে কামালের সঙ্গে কথা বললে সে জানায়, তার বাড়ি নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার আমতলি গ্রামে। সে জগন্নাথ কলেজ থেকে এম.এ ডিগ্রি নিয়েছে। সে জানায়, কেউ তাকে এখানে পাঠায়নি। তবে সে জানায়, সে এক সময় জামাতে ইসলামীর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়। ঢাকায় সে ৬৪ পাতলাখান লেনে বসবাস করে।

ওদিকে ঘটনার পরপরই মৎস্য ও পশুপালনমন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকা ঘটনাস্থলে গেলে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ঘটনার প্রতিবাদ জানায় ও খোকাকে ফিরে যেতে বলে। জনাব খোকা মাইকে তাদের নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হন। তিনি সেখানে ৭/৮ মিনিট থেকে চলে আসেন। তিনি বলেন, আইনের মাধ্যমেই মন্দিরে হামলার বিচার হবে।

ঘটনাস্থলে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কামালকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

এ ব্যাপারে মন্দির কমিটির সাধারাণ সম্পাদক দেবদাস রায় বুড্ডা জানান, শনিদেব মন্দিরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক পূজা দিতে আসে। গতকাল যে যুবক এসেছে তাকে আমরা আর কখনও দেখিনি। আমরা এখন শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। কারণ যুবকটি বলেছে সে কোন মূর্তি রাখবে না। এতে সন্দেহ হচ্ছে তার পেছনে আরও লোক থাকতে পারে।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারাণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক এবং বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অনিল নাথ ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব ধর পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শাঁখারি বাজারে মন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

তারা অবিলম্বে ওই ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দাবি করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সংবাদ, ৯ জানুয়ারি ২০০২

(৬০৩)
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন
১৪ জানুয়ারি জাতিসংঘের সামনে গণঅনশন

নিউইয়র্ক থেকে এনা ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদ, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবিতে আগামী ১৪ জানুয়ারি জাতিসংঘের সামনে গণঅনশন অনুষ্ঠিত হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে ইতোমধ্যেই কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া গেছে বলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের মুখপাত্র শিতাংশু গুহ আমেরিকা নিউজ এজেন্সিকে জানিয়েছেন।

গণঅনশনের কর্মসূচির সমর্থনে আমেরিকান মিডিয়াতেও ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জানা যায়, বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন সরকারের ছত্রছায়ায় হিন্দুদের দেশ ত্যাগে বাধ্য

করা হচ্ছে, ক্ষমতাসীন সরকারের মন্ত্রীসভায় তালেবানদের অংশগ্রহণ রয়েছে, ১ অক্টোবরের নির্বাচনে পরাজিত আ'লীগের সমর্থকদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে এসব অভিযোগের সমর্থনে বেশ কিছু ডকুমেন্ট স্টেট ডিপার্টমেন্টে গত সপ্তাহে প্রদান করা হয়েছে। এর আগে সে সব ডকুমেন্টের কপি রাষ্ট্রপতি বুশ, প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি, জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান, বিশ্বব্যাংক এবং অন্য দাতাসংস্থার কাছেও প্রদান করা হয়েছে। এদিকে ১৭ জানুয়ারি নিউইয়র্কের দৈনিক নিউজ ডে পত্রিকাও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ওপর বড় একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কন্সুলেটের কন্সাল জেনারেল রফিক আহমেদ খানের বক্তব্যও উপস্থাপিত হয়েছে। রাষ্ট্রদূত রফিক খান বলেছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের প্রতি বাংলাদেশ অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন।

এ থেকেই প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশে তালেবানের অস্তিত্ব নেই। সেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। জনাব খান আরও বলেছেন, প্রত্যন্ত গ্রামঞ্চলে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচ্ছিন্ন দুয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন ওসব ঘটনার সাথে জড়িতরা যদি বিএনপির লোকও হয় তবে তারাও যেন রেহাই না পায়। উল্লেখ্য, কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাসের চেয়ারম্যান যোসেফ ক্রাউলিকেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। জনাব ক্রাউলি ঢাকার পথে এখন ভারতে রয়েছেন। ১১ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় যাবেন। ১৪ জানুয়ারি সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে তার বৈঠকে এ বিষয়টি উত্থাপিত হবে বলে জনাব ক্রাউলি ইতোপূর্বে আমেরিকা নিউজ এজেন্সিকে জানিয়েছেন। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, ১৪ জানুয়ারি সংখ্যালঘুদের অনশন কর্মসূচিতে মোট ১৭টি সংগঠন সমর্থন দিয়েছে।

সংবাদ, ৯ জানুয়ারি ২০০২

(৬০৪)
লক্ষীপুরে বাড়ীতে সন্ত্রাসীদের হামলা

লক্ষীপুর সংবাদদাতা ঃ গত মঙ্গলবার একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী উপজেলার দক্ষিণ মান্দারী পাল বাড়ীতে হামলা চালায়। এ সময় বাড়ীর লোকজনের চিৎকারে চারদিক থেকে লোকজন আসতে শুরু করলে সন্ত্রাসীরা ৭/৮ রাউন্ড ফাঁকা গুলীও, বোমা ফাটিয়ে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করে। বিকেলে মান্দারী পূর্ব বাজারের নিকট আলমগীর নামক একজনকে স্থানীয় লোকজন ঐ ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে আটক করলে তার সঙ্গীরা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারি ২০০২

(৬০৫)
গোয়ালন্দে মূর্তি ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতকারীরা

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি ঃ গোয়ালন্দ উপজেলার জুড়ান মোল্যার পাড়া গ্রামে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে হরিপদ কর্মকারের বাড়ির মন্দির থেকে একদল দুষ্কৃতকারী রাধাকৃষ্ণ, বৈদ্যনাথ ও সরস্বতী প্রতিমা পাশের রাস্তায় নিয়ে ভাঙচুর করে।

খবর শুনে গতকাল বুধবার সকালে গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গৌতম আইচ সরকার ও থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। ঘটনাস্থলে বর্তমানে দুজন আনসার নিয়োগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গোয়ালন্দঘাট থানায় একটি মামলা হয়েছে।

প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০০২

(৬০৬)
নবীগঞ্জে স্টুডিওতে ডাকাতি

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ গত ১ জানুয়ারি নবীগঞ্জ উপজেলা সদরের একটি ফটো স্টুডিওতে ডাকাতি হয়েছে। সশস্ত্র ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে স্টুডিওর মালিককে জিম্মি করে তিনটি ক্যামেরাসহ নগদ ৩১ হাজার টাকা নিয়ে যায়।

ঐদিন রাত প্রায় ৩টার সময় ওসমানী রোডস্থ স্টুডিও সবুজ এন্ড আর্টে ৪/৫ জনের একদল ডাকাত প্রবেশ করে স্টুডিওর মালিক বিদ্যুৎ কান্তি দাসকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে উল্লিখিত মালামাল ও টাকা নিয়ে যায়। ডাকাতদের প্রহারে আহত স্টুডিও মালিককে নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারি ২০০২

(৬০৭)
প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় নরসিংদীতে কিশোরী এসিডদগ্ধ

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কিশোরী পূর্ণিমা রানী সাহা (১৪) এসিডদগ্ধ হয়ে এখন নরসিংদী সদর হাসপাতালে। বুধবার রাতে আনুমানিক ১২টায় নরসিংদী পৌরসভার শিববাগ মহল্লার চুনী লাল সাহার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, চুনী লাল সাহার দ্বিতীয় কন্যা পূর্ণিমা রানী সাহাকে পার্শ্ববর্তী হারুন মিয়ার ভাড়াটিয়া মাদ্রাসা ছাত্র শওকত (২০) দীর্ঘ দিন ধরে প্রেম নিবেদন ও উত্যক্ত করে আসছে। কিন্তু পূর্ণিমা প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। ঘটনার দিন রাতে পূর্ণিমা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হওয়ার পর ওঁত পেতে থাকা মাদ্রাসার ছাত্র শওকত পূর্ণিমার ওপর এসিড নিক্ষেপ করে। এতে তার মুখমণ্ডল, গলা, বুক ও হাত ঝলসে যায়।

যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০০২

(৬০৮)
নাটোরে আদিবাসী পরিবারের জমি ও মহাশ্মশান দখল

নাটোর প্রতিনিধি ঃ নাটোর সদর থানার শংকরভাগ গ্রামে এক আদিবাসী পরিবারের ৪ বিঘা আবাদি জমিসহ একটি মহাশ্মশান দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে শংকরভাগ গ্রামের মাহতাব (২৬), কালাম শেখ (৩২), রুস্তম আলী (৩৫), আবদুল (৩৭) ও টেটন (২৭) লাঠিসোটা ও পাওয়ার টিলার নিয়ে পার্শ্ববর্তী মামুদপাড়া মৌজার সত্যনারায়ণ তিলির ৪ বিঘা আবাদি জমি জোরপূর্বক দখল করে।

যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০০২

(৬০৯)
নেত্রকোনার পূর্বধলায় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব, লুটপাট ॥ আহত ৬

পূর্বধলা প্রতিনিধি ঃ নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় সম্প্রতি সাতটি গ্রামের প্রদীপ কুমার চক্রবর্তীর বসত বাড়ি দখল করে নেয়ার জন্য স্থানীয় সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে নগদ টাকাসহ প্রায় অর্ধলক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। এ সময় সন্ত্রাসীরা ২ মহিলার শ্লীলতাহানিসহ ৬ জনকে আহত করেছে। আহতরা হলো— সত্য জীবন চক্রবর্তী, বিল্লাল হোসেন, তপন চক্রবর্তী, মালেকা, রতন ও উষারানী।

এ ব্যাপারে প্রদীপ কুমার বাদী হয়ে উপজেলার বেড়াইল গ্রামের রোশন আলীর ছেলে শহিদুল ইসলামসহ ৯জনকে আসামী করে পুর্বধলা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলা করায় সন্ত্রাসীরা বাদীকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। ভয়ে প্রদীপ কুমার এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, গত ৪ ডিসেম্বর উপজেলার সাতটি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়ি দখলের চেষ্টা করে।

বাড়ির মালিক সত্য জীবন ও তার পরিবারের লোকজন এ সময় বাধা দেয়। এতে সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ওপর হামলা চালায় এবং লুটপাট করে নগদ টাকাসহ স্বর্ণালঙ্কার ও একটি কষ্টি পাথরের মূর্তি নিয়ে যায়। যার দাম প্রায় অর্ধলক্ষাধিক টাকারও বেশী। এ সময় সন্ত্রাসীরা বাড়ির ২ মহিলার শ্লীলতাহানী করে। মামলার বাদী প্রদীপ কুমার জানান, প্রাণের ভয়ে তিনি বাড়িতে প্রবেশ করতে পারছেন না। সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পুলিশ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করছে না।

আজকের কাগজ, ১১ জানুয়ারি ২০০২

(৬১০)
চৌমুহননীতে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পুজামণ্ডপের ঘাট দখল স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম ক্ষোভ, নিন্দা ও উত্তেজনা

হাতিয়া প্রতিনিধি ঃ বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী কলেজ রোডে ঐতিহ্যবাহী বেগম গঞ্জের জমিদার-এর খোদবাড়ির সামনে পূজা মণ্ডপের ঘাট দখলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম ক্ষোভ, নিন্দা ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা গেছে, গত ২৯ ডিসেম্বর গভীর রাতে এক দল সন্ত্রাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের মহগুরু লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পূজা মণ্ডপের নৌকা ঘাট ও প্রতিমা বিসর্জন স্থানটি জবর দখল করে। অভিযোগে জানা গেছে, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী জমিদার চৌমুহনী বাণিজ্য কেন্দ্রের মহেশগঞ্জ বাজারের মালিক, চৌমুহনী এসএ কলেজ মদন মোহন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও গণিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মদন মোহন সাহা, প্রসন্ন রায় চৌধুরী, কুনীরাম সাহা ১৯৪০ সালে প্রায় ১'শ একর ভূমি প্রতিষ্ঠান গুলোর জন্য দানপত্র করেন।

বর্তমানে দাতাদের বংশধরদের মধ্যেও প্রায় আড়াই শতাধিক লোকের বসবাস খোদ বাড়িতে। বাড়ির সামনে রয়েছে পূজা উৎসবের জন্য বড় একটি মাঠ। আর সেই মাঠের পাশেই স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম (উপসনালয়)। প্রতি বছরই এখানে ৮/১০ হাজার লোকের সমাগম ঘটে। আর সেই ভক্তরা বাড়ির সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া চৌমুহনী-ছাতারপাইয়া খালের নৌকা ঘাট দিয়ে উঠে আসে এবং হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে ওই বাড়ির সামনের জলাশয়ে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসবে হাজার হাজার নারী-পুরুষের প্রতিমা বিসর্জন ও নৌকা যোগে আসা-যাওয়ার একমাত্র ঘাট ক্রমাগত জবরদখলে চলে যাচ্ছে।

একশ্রেনীর সরকারী কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সরকারী ভূমি, সড়ক ও জনপদ বিভাগের ভূমি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমি, রেলওয়ের ভুমিগুলো দিনের পর দিন গ্রাস করে নিচ্ছে সন্ত্রাসীরা। এই গুরুত্বপূর্ণ নৌকা ঘাটটিও গ্রাস করতে করতে এক পর্যায়ে বাকিটুকুও গত ২৯ ডিসেম্বর গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা পাকা খুঁটি দিয়ে দখলে নিয়ে নেয়। দখলকারীরা উক্ত নৌকা ঘাটটি লীজ নিয়েছে বলে জানায়।

এ নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে বেগমগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে অভিযোগের পর ওই সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে বলে জানা গেছে। যে কোনও মুহূর্তে আইনশৃংখলার চরম অবনতির আশংকা রয়েছে। এ ব্যাপারে সংখ্যালঘুরা প্রধানমন্ত্রীর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

আজকের কাগজ, ১১ জানুয়ারি ২০০২

(৬১১)
শনিদেবের মন্দিরে ভাংচুর কামাল আবার রিমান্ডে ॥ ২ সহযোগীকে খুঁজছে পুলিশ

কাগজ প্রতিবেদক ঃ পুরাতন ঢাকার শনিদেব মন্দিরে কালী মূর্তি ভাংচুরের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত কামালকে গতকাল আবার ৫ দিনের পুলিশরিমান্ডে আনা হয়েছে। এটা তার দ্বিতীয় দফা রিমান্ড। তবে গতকাল পর্যন্ত পুলিশ তার কাছ থেকে তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদায় করতে পারেনি।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে কামাল বলেছে, মাটির তৈরি মূর্তির বিরুদ্ধে সে জেহাদ ঘোষণা করেছে। গায়েবী আওয়াজে সে এই জেহাদে উদ্বুদ্ধ হয়। পুলিশ তার কথাবার্তাকে অসংলগ্ন বলে মনে করেছে।

বুধবার রাতে ডিসি দক্ষিণ শহীদুল ইসলাম ও গতকাল সকালে এডিসি (দক্ষিণ) আব্দুল মান্নান জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাকে মূর্তি ভাংচুর করার জন্য কেউ নির্দেশ দিয়েছে কি না তাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। পুলিশ রিমান্ডে কামাল নিজেই মন্দিরে ঢুকে কালী মূর্তি ভাংচুরের কথা স্বীকার করে। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছে, কামালসহ আরও ২ যুবক মন্দিরে এসেছিল। কিন্তু ওই যুবক কামালকে মন্দিরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে সটকে পড়ে। পুলিশ ওই ২ যুবককেও খুঁজছে।

কোতয়ালী থানা পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে কামাল মোঃ হানিফকে মানসিক রোগী হিসাবে মনে করে। তার পরিবারের পক্ষ থেকেও সেরকম দাবি করা হয়। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত তার পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ কোন ডাক্তারি চিকিৎসাপত্র দেখাতে পারেনি।

১৯৮৬ সালে কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে মাস্টার্স পাশ করে প্রকাশনা ব্যবসা শুরু করে। এর আগেও সে তাঁতি বাজার ও নেত্রকোনায় মন্দিরে হামলা করেছে বলে পুলিশকে জানিয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আব্দুর রউফ আজকের কাগজকে জানান, মন্দিরের মূর্তি ভাংচুরের পেছনে গোপন কোনও সংগঠনের হাত থাকতে পারে। এ জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুনরায় ৫ দিনের রিমান্ডে আনা হয়েছে।

এদিকে মন্দিরে মূর্তি ভাংচুরের ঘটনায় বুধবার পুরাতন ঢাকার কোতয়ালী থানায় ২৪ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। গতকালও সারাদিন ওই এলাকার হিন্দু সম্পদায়ের লোকজন কালো ব্যাচ ধারণ এবং বাসা-বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কালো পতাকা উত্তোলন করেন। মন্দির কমিটির নেতা অজয় কুমার নন্দী আজকের কাগজকে জানান, মূর্তি ভাংচুরে হিন্দু সম্প্রদায় শোক পালন করেছে। মন্দিরে ভাংচুরের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, গ্রেফতারকৃত কামাল মানসিক রোগী নয়। সে পুলিশের কাছে পাগলের অভিনয় করছে।

গত মঙ্গলবার রাতে শনিদেব মন্দিরের মূর্তি ভাংচুরের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন। সংগঠনগুলো হচ্ছে- ১১দল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, অনির্বাণ

সংসদ, সিটিজেন ভয়েস, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনসহ ৭টি সংগঠন।

মন্দিরের মূর্তি ভাংচুরের প্রতিবাদে শ্রী শ্রী শনিদেব মন্দির কমিটি আজ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল ও আগামীকাল সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কোতয়ালী থানা এলাকায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আজকের কাগজ, ১১ জানুয়ারি ২০০২

(৬১২)
যশোরে চরমপন্থী দলের পরিচয়ে সংখ্যালঘু বাড়িতে ব্যাপক ডাকাতি
পুলিশ বলছে দস্যুতা

সাজেদ রহমান, যশোর অফিস ঃ কেশবপুর উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলোর মানুষ ডাকাত আতঙ্কে ভুগছে। গত বুধবার রাতেও উপজেলার কুড়িয়াখালী এবং কোমরপোল গ্রামে সংখ্যালঘুদের ৬টি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। এ নিয়ে দু'সপ্তাহে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘুদের ৪৪টি বাড়িতে ডাকাতি হলো। পুলিশ এসব ঘটনায় একজনকেও আটক করতে পারেনি। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তবে পুলিশ এসব ঘটনাকে ডাকাতি বলতে রাজি নয়, বলেছে দস্যুতা।

নির্বাচনের পরপরই কেশবপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম এবং বাজারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দোকান এবং বাড়িতে হামলা হয়েছে। পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপে তা বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ এসব ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটকও করে। ফলে কিছুদিন সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আবার বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ডাকাতি শুরু হয়েছে। একটি চরমপন্থী দলের পরিচয় দিয়ে গত ২৬ ডিসেম্বর রাতে উপজেলার সাতবাড়িয়া গ্রামে ৩৮টি সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ২০/২৫ জনের ডাকাত দল একটি চরমপন্থী দলের পরিচয় দিয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে একে একে গ্রামের রামপদ ঘোষ, পরিতোষ, গোপাল, প্রদ্যুত, পরিমল, সূর্য, অশোক, সুকুমার, বিশ্বজিৎ, রাজকুমার, স্বদেশ, নিরাপদ, শান্ত, শিনু, দুর্গা, রবিন, চিত্ত, দুলাল, মনি, সন্তোষ, সুভাষ, কালিপদ, দিলীপ, অনিল, গৌর, ঠাকুর ঘোষ ও বিকন ঘোষের বাড়ী সহ ৩৮ বাড়িতে ডাকাতি করে। সর্বশেষ গত বুধবার রাতে উপজেলার কুড়িয়াখালী এবং কোমরপোল গ্রামের মনোরঞ্জন দাস, পরিতোষ, চৈতন্য দাস, নিত্যরঞ্জন, দুলাল চন্দ্র, গোবিন্দ দাসের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ১২ থেকে ১৪ জনের ডাকাতদল প্রত্যেক বাড়ির মানুষকে জিম্মি করে ১৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৩৭ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়নি। তবে যাদের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে তারা বলেছে, পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। গত ২৬ ডিসেম্বর সাতবাড়িয়ার ঘটনায় পুলিশ দস্যুতা মামলা নিয়েছিল থানায়। ঘটনাস্থলও পুলিশ পরিদর্শন করেছিল। তবে সাতবাড়িয়াতে ডাকাতি করে চলে যাবার সময় ডাকাতরা বলে গিয়েছিল, একমাস পর আবার আসবে। গত বুধবারের ঘটনার পর সাতবাড়িয়ার মানুষ আবার ডাকাত আতঙ্কে ভুগছে। এসব ডাকাতির ঘটনা ছাড়াও সাতক্ষীরার তালা এবং খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা সংলগ্ন কেশবপুরের বিভিন্ন গ্রামে একটি চরমপন্থী দলের ক্যাডাররা সংখ্যালঘুদের বাড়িতে গিয়ে রাতে চাঁদা দাবি করছে বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী। এলাকাবাসী বিষয়টি পুলিশে জানাতে ভয় পাচ্ছে। তবে তাদের অভিযোগ, কয়েকটি এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প থাকলেও তারা নিষ্ক্রিয়।

কেশবপুর পুলিশ এসব ডাকাতির ঘটনা অস্বীকার করে বলেছে, এটা ডাকাতি নয়, দস্যুতা। এসব ঘটনার পর অনেক এলাকায় পুলিশী টহল জোরদার করা হয়েছে বলেও পুলিশ দাবি করেছে। তবে দেখে দেখে সংখ্যালঘু বাড়িতে দস্যুতার ঘটনা কেন ঘটছে, এ প্রশ্নের কোন জবাব পুলিশ দিতে পারেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ জানুয়ারি ২০০২

(৬১৩)
অ্যাসিড নিক্ষেপ
দাউদকান্দিতে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ৪ জন আহত

মেডিক্যাল রিপোর্টার ঃ আবারো অ্যাসিড হামলার শিকার হয়েছে কুমিল্লার একটি পরিবার। স্থানীয় সন্ত্রাসীরা গতকাল শুক্রবার একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ৪ সদস্যকে অ্যাসিডে পুড়িয়ে দিয়েছে। গতকাল তাদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, ভোর ৫টার দিকে কুমিল্লার দাউদকান্দি এলাকার উত্তর নগর গ্রামে জবা (১৫), পূর্ণিমা (২২), লক্ষীরানী সরকার (২৬) ও তার শিশুপুত্র সোহাগের (৪) ওপর অ্যাসিড হামলা হয়েছে।

জবা জানায়, সে মালিগাঁও আদর্শ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী। স্কুলে যাওয়ার পথে তাদের পাশের বাড়ির বাবুল নামে এক যুবক প্রায়ই তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিত। বাবুলের প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তাকে প্রায়ই উত্যক্ত করা হত। ঘটনার দিন তারা তিন বোন ও বোনের ছেলে একই ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। ভোরে ঘরের জানালা দিয়ে ইনজেকশনের সিরিঞ্জের সাহায্যে ঘুমন্ত ৪ জনের উপরেই অ্যাসিড হামলা হয়। অ্যাসিডের যন্ত্রণায় তারা চিৎকার করে উঠলে বাবুল দৌড়ে পালিয়ে যায়। তাদের মুখে, গলায়, বুকে, পেটে ও হাতে পায়ে অ্যাসিডের ছিটা লাগে। তাদেরকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অ্যাসিডদগ্ধ লক্ষীরানী সরকার জানান, পাশের বাড়ির বাবুলদের সঙ্গে জমিজমার বিরোধের জের ধরে তাদের উপর অ্যাসিড হামলা হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরো বলেন, তার বাবা চন্দন সরকার ও দুর্বৃত্ত বাবুলের বাবা ফজলু মাষ্টার দু'জনেই মালিগাঁও উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ছিল। সেই জের ধরেও এই ঘটনা ঘটতে পারে।

অ্যাসিডদগ্ধ পূর্ণিমা বি কমের ছাত্রী। বর্তমানে তার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। ঢাকা মেডিক্যাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে সে গ্রামে ফিরে গেছে।

সংবাদ, ১২ জানুয়ারি ২০০২

(৬১৪)
তাড়াশের মানুষ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

নিজস্ব সংবাদদাতা সিরাজগঞ্জ ঃ সন্ত্রাসীদের হাতে তাড়াশের মানুষ জিম্মি। নীরব, চাঁদাবাজি, খুন, ডাকাতি, ছিনতাই এবং অপহরণ আতঙ্কে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটায় সন্ধ্যার পর তাড়াশের অনেক এলাকায় মানুষ এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক পরিবার নির্ঘুম রাত কাটায়। তাড়াশের সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চায় না। প্রতিবাদ করার সাহস কারও নেই। নির্বাচন পরবর্তী তিন মাসের বেশী সময়ে তাড়াশ উপজেলা সদর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রায় ২০টি সংখ্যালঘু পরিবার দেশ ত্যাগ করেছে।

জেলার শস্যভাণ্ডার তাড়াশে সংখ্যালঘু, আদিবাসীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ বাস করে। গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর ক্ষমতার রদবদলে তাড়াশ হয়ে ওঠে সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য।

এখানে এখনও খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ চলছে। চলছে নীরব চাঁদাবাজি। তবে চাঁদার অঙ্কের পরিমাণ আগের তুলনায় কমেছে। বৃহস্পতিবার তাড়াশে সরজমিন ঘুরে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক এবং এনজিও কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই চিত্র পাওয়া গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এনজিও কর্মকর্তা জানান, সন্ধ্যা হলেই তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন ডাকাতির ভয়ে। হাসপাতালের এক ডাক্তার জানান, আতঙ্কের মধ্যে রাত কাটাতে হয়। তাড়াশ সদর ইউনিয়নের একজন প্রতিনিধি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, নীরব চাঁদাবাজির কথা। অপর এক জনপ্রতিনিধিও নীরব চাঁদাবাজির কথা স্বীকার করে বললেন, নির্বাচনের পর পারিবারিক মান-মর্যাদা রক্ষা এবং নির্যাতন-নিপীড়নের ভয়ে প্রায় ২০টি সংখ্যালঘু পরিবার দেশত্যাগ করেছে। আদিবাসী ও সংখ্যালঘু পরিবারের মহিলাদের সম্ভ্রমহানীর মামলাও থানায় রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ জানুয়ারি ২০০২

(৬১৫)
কাশিয়ানির সংখ্যালঘু নেতা মনোরঞ্জনের লাশ প্রায় দু'মাস পর উদ্ধার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ জেলার কাশিয়ানির সোনাডাঙ্গা গ্রামের সংখ্যালঘু নেতা মনোরঞ্জন বিশ্বাসের (৪৫) পঁচা-গলা লাশ পুলিশ দীর্ঘ ১ মাস ২৫ দিন পর তার বাড়ির পাশের ডোবা পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে। গত ১০ জানুয়ারি রামদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ এই লাশ উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ মর্গে প্রেরণ করে।

গত ৫ নবেম্বর রাতে মনোরঞ্জন বিশ্বাসকে কতিপয় লোক রাতের বেলা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভোরের কাগজ, ১৩ জানুয়ারি ২০০২

(৬১৬)
বগুড়ার শেরপুরে যুবক খুন

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বগুড়ার শেরপুরে দুর্গা বসাক (২৪) নামে এক যুবক খুন হয়েছে। শনিবার রাতে উপজেলা সদরের বকুলতলায় দুর্বৃত্তরা তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। উপজেলার বসাকপাড়া এলাকার তিনকড়ি বসাকের ছেলে দুর্গা বসাক শনিবার রাতে সমিতির টাকা তুলে ফেরার পথে দুর্বৃত্তদের কবলে পড়ে। দুর্বৃত্তরা তার কাছ থেকে সমিতির টাকা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলে দুর্গা বসাক এতে বাধা দেয়। সন্ত্রাসীরা এক পর্যায়ে তার শরীরে ছুরিকাঘাত করে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। এলাকাবাসী তাকে মুমূর্ষ অবস্থায় শেরপুর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে জানায়।

সংবাদ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২

(৬১৭)
মধুখালীতে সংখ্যালঘুদের ১০টি দোকান ভাঙচুর

মধুখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে বিএনপি নামধারী একদল সন্ত্রাসী দাদপুর ইউনিয়নের চিতার বাজারে সংখ্যালঘু মালিকদের ১০টি দোকানের শার্টার ও ঝাঁপ ভাঙচুর করেছে। জনতার প্রতিরোধের মুখে ফিরে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা ওই দোকানদারদের ৩ দিনের মধ্যে দোকান ছেড়ে যাওয়ার আলটিমেটাম দিয়েছে। ওই ঘটনায় সংখ্যালঘু দোকানদাররা মারাত্মক উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছে।

জানা গেছে, দাদপুর ইউনিয়নের বাজিতপুর মৌজার ৩৫ নম্বর দাগের ২৫ শতাংশ জমির খরিদ সূত্রে মালিক মোবারকদিয়া গ্রামের নকুল বণিকের পুত্র ধীমান বণিক। ওই জমির ওপর তার মোট ১০টি দোকান রয়েছে। গত শনিবার দুপুরবেলা প্রকাশ্য দিবালোকে দাদপুর গ্রামের জব্বার মোল্লার নেতৃত্বে বিএনপি নামধারী কতিপয় সন্ত্রাসী দোকান ঘরগুলো দখল করতে যায়। এক পর্যায়ে তারা দোকানগুলোর শার্টার ও দরজা ভেঙে সেগুলো খুলে নিয়ে যায়। এ সময় স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার আগে দোকানদারদের ৩দিনের মধ্যে ঘর ছেড়ে চলে যেতে সময়সীমা বেঁধে দেয়। তারা আরো হুমকি দিয়ে যায়, ওই সময়ের মধ্যে দোকান ছেড়ে চলে না গেলে তাদের উচ্ছেদ করা হবে।

সংবাদ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২

(৬১৮)
নরসিংদীতে বিএনপি সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব মামলা করে সংখ্যালঘুরা বেকায়দায়

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ বিএনপি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলা ও চাঁদাবাজির অভিযোগ করে পাল্টা চাঁদাবাজি মামলার আসামি হয়েছেন নরসিংদী সদর উপজেলার হাজীপুর দাসপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০ জন। এদের মধ্যে দুজন ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে বর্তমানে জেল হাজতে রয়েছেন। এ ঘটনার জন্য সংখ্যালঘুরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

জানা যায়, ১ অক্টোবরের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে চারদলীয় ঐক্যজোট সরকার গঠন করার পর থেকে স্থানীয় বিএনপি নেতা সন্ত্রাসী ফারুক আহমেদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা হাজীপুরের বিভিন্ন মহল্লায় চাঁদাবাজি ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর দখল সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। গত ২ ডিসেম্বর ভোর রাতে ফারুক তার দলবলসহ মদন দাসের বাড়িতে গিয়ে তার তরুণী কন্যা মনি দাস (২০)কে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় মদন দাস ও তার স্ত্রী চিৎকার করলে সন্ত্রাসীরা তাদের প্রহার করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বাড়িটি দখল করে নেয়। এ ঘটনা দৈনিক ভোরের কাগজসহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ফারুক আহমেদ ক্ষিপ্ত হয়ে মদন দাস ও তার কন্যাকে খুঁজতে থাকে।

মদন দাস নরসিংদী সদর থানায় বিষয়টি জানাতে গেলে দারোগা ধমক দিয়ে তাকে থানা থেকে বের করে দেয়। ৩ ডিসেম্বর নরসিংদী ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মদন দাস কন্যাকে দিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত মামলা এজাহার হিসেবে গণ্য করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য থানাকে নির্দেশ দেন। কিন্তু থানা আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। মামলার খবর জানতে পেরে ফারুক সাক্ষীগণকেও ভয়-ভীতি দেখায়।

গত ৫ ডিসেম্বর সন্ত্রাসী ফারুক বাহিনী উক্ত ইউনিয়নের সদস্য কৃষ্ণপদ দাসের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে জানানোর পরও কোনো প্রতিকার হয়নি। এরই জের ধরে ফারুক আহমেদ নিজে বাদি হয়ে ইউপি সদস্য কৃষ্ণপদ দাস, তার দুই ছেলে কাজল দাস ও সজল দাস, মদন দাসের এক ছেলে সৌরভ রঞ্জন দাস, সত্যেন্দ্র দাস, অজিত দাস, কমল দাস, ক্ষিতিশ দাস, ও লবিব এই ১০ জনের বিরুদ্ধে গত ১০ জানুয়ারি নরসিংদী সদর থানায় চাঁদাবাজি মামালা দায়ের করে। এরপর সত্যেন্দ্র দাস ও অজিত দাসকে ফারুক বাহিনী মারধর করে। তারা হাসপাতালে ভর্তি হলে সেখান থেকে তাদের গ্রেপ্তার করানো হয়। বর্তমানে এ দুজন জেলহাজতে রয়েছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে এলাকার লোকজন মুখ খুলতে চায় না। শুধু বলে, 'স্যার আর কোনো কথা

কইয়েন না, আপনাগো লগে কথা কইছি জানলে ফারুক আমাগো নামেও মামলা দিয়া জেলে পাডাইবো।'

ভোরের কাগজ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২

(৬১৯)
পাইকগাছায় অপহৃত কৃষ্ণপদকে ৩ দিনেও উদ্ধার করা যায়নি

খুলনা প্রতিনিধি ঃ জেলার পাইকগাছা থানার লেবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণপদ হালদারকে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অপহরণ করার ৩ দিন পর গত শনিবার পর্যন্ত পুলিশ তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। পুলিশ জানিয়েছে, ধান কাটাকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার কৃষ্ণকে অপহরণ করা হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে কিশোর নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভোরের কাগজ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২

(৬২০)
চিঠিতে গভীর উদ্বেগ
প্রধানমন্ত্রীর কাছে হিন্দু নির্যাতনের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান

কাগজ ডেস্ক ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের নির্যাতনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন কংগ্রেসের মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সাব-কমিটির চেয়ারম্যান বেঞ্জামিন এ গিলম্যান। গত শনিবার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে গিলম্যান এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

চিঠিতে গিলম্যান প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের সাম্প্রতিক কিছু রিপোর্টের বিষয়ে উদ্বেগ জানাতে আমি আপনাকে লিখছি। 'বাংলাদেশী হিন্দুস অফ আমেরিকার' আহ্বায়ক মি. বিদ্যুৎ কে সরকার অক্টোবরের প্রথম দিকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের কিছু মারাত্মক রিপোর্ট সম্পর্কে আমার কার্যালয়কে অবহিত করেন। ঐ সব রিপোর্টে বলা হয়েছে ৪০ জন হিন্দুকে হত্যা, শত শত হিন্দু নারীকে ধর্ষণ, সহস্রাধিককে আহত, হাজার হাজার বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট এবং আনুমানিক এক লাখ হিন্দুকে গৃহচ্যুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রায় ২ কোটি সংখ্যালঘু মানুষকে আক্ষরিক অর্থেই জিম্মি করে রাখা হয়।

গিলম্যান এ জাতীয় মারাত্মক অভিযোগের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে খালেদার উদ্দেশে বলেন, '... আমি মি. সরকার ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টগুলো আপনার পর্যালোচনার জন্য সংযুক্ত করে দিচ্ছি। আপনি বিষয়টি দেখলে খুশি হবো এবং আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে জবাব আশা করছি।

ভোরের কাগজ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২

(৬২১)
সরেজমিন ঃ ভোলা-২
সংখ্যালঘুদের মধ্যে এখনও নীরব আতংক- দেখার কেউ নেই গোপনে দেশ ছাড়ছেন অনেকেই

শওকত মিলটন/ লিটন বাশার, ভোলা থেকে ঃ নির্বাচনোত্তর তাণ্ডব দূর হলেও ভোলার সংখ্যালঘুদের মধ্যে এখনও আতংক কাটেনি। প্রতিদিনই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে গোপনে মানুষ ভারতে চলে যাচ্ছে। জমির দাম কমছে হু হু করে। অনেকেই জমি বিক্রি করতে গিয়ে উভয় সংকটে পড়েছেন। একদিকে বিশ্বস্ত ক্রেতার অভাব অন্যদিকে জমির দাম হ্রাস পাওয়ায় অনেকেই সীমান্ত পাড়ি দেবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। বিশেষ করে লালমোহন উপজেলা থেকে ভারত চলে যাবার প্রবণতা বেশি। কেউ কেউ আবার এলাকা ছেড়ে জেলা বা উপজেলা সদরের ভাড়া বাড়ীতে উঠেছেন। গত এক সপ্তাহ ধরে ভোলার বিভিন্ন এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণকালে আমরা এমন তথ্য জানতে পারি। নির্বাচন পরবর্তী নির্যাতন পরিস্থিতির অবসান ঘটলেও নিপীড়িত এলাকাগুলোর পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। প্রয়োজনে তারা হাটে বাজারে যাচ্ছে। কিন্তু নানা হুমকি ধমকি ও টীকা টিপ্পনীর কারণে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত। অনেকেই তাদের সর্বস্ব হারিয়ে পাথর হয়ে গেছে। এমনকি তীব্র শীতের হাত থেকে রেহাই পেতে এখন খড়ের উপর বিছানা বিছিয়ে শুতে হচ্ছে। নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ না করার ফলে এক নীরব আতংকজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে নিপীড়িত এলাকাগুলোতে। কোথাও কোথাও সন্ত্রাসীরা আগামীতে ভারতে বাবরী মসজিদ নিয়ে ফের গণ্ডগোল হলেই বা ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে তাদেরকে চিরতরের জন্য শেষ করে দেয়ার আগাম হুমকি দিচ্ছে। চরাঞ্চলের অজপাড়া গায়ের এসব নিরক্ষর মানুষেরা ভারত পরিস্থিতি জানে না। তাদের কাছে এমন হুমকি আবারো কালরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অজানা আতংক থেকে রক্ষা পেতে তাই দলে দলে দেশ ছাড়ছে সংখ্যালঘু পরিবারগুলি। রাতের অন্ধকারে নিজ মাতৃভূমি পেছনে ফেলে নিরাপত্তার প্রত্যাশায় এক অজ্ঞাত দেশে তারা চলে যাচ্ছেন। যারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছেন, যিনি তার নিজ উপজেলা সদর ছাড়া ভোলা জেলা সদরেও পা রাখেননি কোনদিন। আবার অনেকে এলাকা ছেড়ে জেলা বা উপজেলা সদরে ভাড়া বাসায় উঠছেন। পল্লী চিকিৎসক যোগেষ চন্দ্র দাস তাদের একজন। নিজ বাড়ী ছেড়ে এখন চরফ্যাশন উপজেলা সদরে ভাড়া বাসায় উঠেছেন। ভোলা জেলা সদরেও এমন কয়েকশ' পরিবার রয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার আমরা লালমোহন উপজেলার নিপীড়িত এলাকাগুলোতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে যাই। এক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীর নামে রাখা চর এলাকা লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন। সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের শিকার এলাকাগুলোর একটি। এখানকার নির্যাতিত মানুষেরা তাদের বাড়ীর উঠোনে নতুন মুখ দেখলেই আতঁকে ওঠে। এই বুঝি আবার এসেছে হামলা করতে। এই ইউনিয়নে ঘটনার নায়কদের এখনো দোর্দণ্ড প্রতাপ। তারা এখনও ফোঁস করে উঠছে। স্থানীয়রা জানিয়েছে, একের পর এক বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ দল এবং সাংবাদিকদের আসা যাওয়ার কারণে এখানকার সন্ত্রাসীরা অনেকটা চাপের মধ্যে রয়েছে। তারা সংখ্যালঘুদের এই বলে হুমকি দিচ্ছে সাংবাদিক ও পুলিশ তাদের কতদিন রক্ষা করবে? এসব কারণে অনেকে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। ফাতেমাবাদ গ্রামের জীবন কৃষ্ণ দাস লর্ড হার্ডিঞ্জ হাইস্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র। নির্বাচনের পর থেকে তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ। মনোরঞ্জন দাসের মেয়ে আলফু বালা দাস জিএম স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্রী ছিলো। দোসরা অক্টোবরের পর তারও স্কুলে যাওয়া বন্ধ। সম্প্রতি তাকে তার বাবা মা ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছে। বনমালী আওয়ামী লীগ করতেন। একারণে নির্বাচনের আগে প্রতিপক্ষের হামলার কারণে এলাকায় আসতে সাহস করেননি। তিনি তার স্ত্রী-সন্তান ও ধর্ষিত শ্যালিকা বকুলী বালা দাসকে নিয়ে ভারতে পাড়ি জমিয়েছেন। চিরু দাসের স্ত্রীও দোসরা অক্টোবরে জাতীয়তাবাদী তাণ্ডবের সময়ে তার দু'ন্তানের সামনে ধর্ষণের শিকার হয়। চিরু দাস তার স্ত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় দারুনভাবে মুষড়ে পড়ে। আর একারণে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে চলে গেছেন সীমান্তের ওপারে। ভারতে যাওয়া প্রসঙ্গে এলাকার প্রবীন ব্যক্তি চুয়াত্তর বছরের বিজয় কুমার দাস

বললেন, 'আমাদের মা বোন স্ত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এখানে থেকে কি হবে? আমাদের মা বোন মেয়েদের দিকে সবাই আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে ঐ মহিলা ধর্ষিত হয়েছে। আমরা সমাজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো না। তার চেয়ে অচেনা জায়গায় চলে যাওয়াই ভালো।' পাছে তার মতো অবস্থার শিকার হয় তাই চর অন্নদাপ্রসাদের ধর্ষিত শেফালী তার মেয়েকেও ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ফাতেমাবাদের আলী মাঝিও স্বীকার করেছেন এখানকার পরিস্থিতি ভাল নয়। তিনি বললেন, 'আমরা কার কাছে বিচার চাইবো? আল্লা এদের বিচার করবে।' লর্ড হার্ডিঞ্জে জমির দাম কমে যাচ্ছে হু হু করে। এখানে জমির বাজার দাম ছিলো এক কানি (আড়াই একর) ৮০ হাজর টাকা। এখন দাম ২০/২৫ হাজার টাকা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ জমি এখন বিক্রির অপেক্ষায়। তারা বিশ্বস্ত ক্রেতা পাচ্ছে না। অনেকেই জমি কিনতে চায় কিন্তু বিক্রির টাকা পাওয়া যাবে কিনা এই সংশয়ের কারণে বিক্রি করছেনা। তারপরেও অনেকে জমি জমা বিক্রি করছেন। আমরা জানতে পেরেছি আমরা যেদিন লর্ড হার্ডিঞ্জে যাই তার আগের রাতে ফাতেমাবাদ থেকে হরলাল দাস ও তার স্ত্রী-কন্যা, কামিনী ধোপীর ছেলে লিটন ভারতে চলে গেছেন। কামিনী ধোপীর বড় ছেলে বিমল ও তার স্ত্রী এর আগেই চলে গেছেন। সত্যবতী দাস ও তার দু'মেয়ে নিয়ে চলে গেছেন। তার স্বামী মাসখানেক আগেই ভারতে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করার পর বাকীরা গেছেন। চলে গেছেন সন্তোষ দাসও তার পরিবারসহ। স্থানীয় এক দালালের মাধ্যমে বুধবার রাতে ৩০/৩৫ জনের একটি দলের ভারত চলে যাবার খবর এখানকার প্রায় সকল সংখ্যালঘু পরিবারের জানা। এর আগে আমরা বোরহানুদ্দিন উপজেলায় যাই। সেখানকার সংসদ সদস্য হাফিজ ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠ একজন আমাদের বলেছেন, এখানে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন কোন বিএনপি কর্মী করেনা। তবে তিনি দাবী করেছেন সামাজিক অনাচার চলছে তাদের প্রতি। সংখ্যালঘুরাও বুক বেধে দাঁড়াতে সাহস করছে না। তিনি আমাদের আরো জানান, ঘুঙ্গের হাটের কাছের এক সংখ্যালঘু পরিবার তাদের স্কুল ছাত্রী দু মেয়েকে ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা বোরহানুদ্দিন উপজেলার কুতুবা ইউনিয়নে ঘুরে জানতে পেরেছি, প্রতিদিনই সেখান থেকে সংখ্যালঘুরা এলাকা ছাড়ছে। এখানকার ছাগলা গ্রামের নির্মল ও পরিমল দু ভাই গত রবিবার দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গেছে। দত্তবাড়ির বৈষ্ণব, বালাবাড়ীর দুর্লভ, রূপক বালা দ্বীপ দেশত্যাগ করেছে। দক্ষিণ কুতুবার হাওলাতদার বাড়ীর কাজল, একই গ্রামের শংকর, হিমাংশু মেম্বারের বাড়ীর শংকরও দেশ ছেড়েছে। এখন প্রতিদিনই ভোলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ভারতে চলে যাচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনেরা। দেশ ত্যাগী এসব মানুষেরা খুঁজতে গেছে এক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২

(৬২২)

সরেজমিন ঃ ভোলা-৩

নির্যাতনের নতুন কৌশল পাল্টা মামলা দায়ের ॥ রেহাই পেতে বিএনপি নেতাদের চাঁদা প্রদান

শওকত মিলটন/লিটন বাশার, ভোলা থেকে ফিরে ঃ ভোলায় সংখ্যালঘুদের হয়রানির নতুন কৌশল মামলা দায়ের। নির্বাচনের আগে পরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনায় একদেড়মাস পর মামলা দায়ের করে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সাথে এদের আসামী করা হচ্ছে। সেইসাথে নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের ঘটনার পর সংখ্যালঘুরা মামলা দায়ের করলে তাদের শায়েস্তা করতে পাল্টা মামলা দায়ের করার এ কৌশল নেয়া হয়েছে। মামলা থেকে

রেহাই পেতে কেউ কেউ বিএনপি নেতাদের চাঁদা দিচ্ছে। কেউ কেউ চাপের মুখে নিজের বাড়ী লুটের মামলা প্রত্যাহার করে সমঝোতায় যেতে চাইছে। অনেকে আবার হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেতে পাড়ি জমাচ্ছে ভারতে। নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের সময় ভোলার বিভিন্ন এলাকায় এমন ঘটনা আমরা জানতে পারি। ভোলায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটার পর অনেকেই বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার ব্যাপকতা এবং এখানকার কয়েকজন সংবাদকর্মীর তৎপরতার কারণে ধামাচাপা দেয়া সম্ভব হয়নি। বেশ কয়েকটি ঘটনায় শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে পুলিশ মামলা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নির্যাতনের এখানেই শেষ হয়নি। শারীরিক নির্যাতন লুটপাটের পর এখন শুরু হয়েছে মামলা— পাল্টা মামলা করে নির্যাতন। আমরা লর্ড হার্ডিঞ্জের ফাতেমাবাদ, চর অন্নদাপ্রসাদে গিয়ে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মামলা সাজানোর গল্প শুনেছি।

এক মুসলিম মেয়ের উপর এক সংখ্যালঘু যুবক নির্যাতন করেছে এমন একটি মামলা সাজিয়েছে বলে সেখানকার মানুষ আমাদের কাছে অভিযোগ করলো। অভিযোগে জানা গেল, কয়েকদিন আগের এক সন্ধ্যার ঘটনা। ফাতেমাবাদেরই ছেলে জামাল তার প্রেমিকাকে নিয়ে রিক্সায় করে চরফ্যাশন থেকে ফিরে আসছিলো। তাদের সাথে জামালের বন্ধু লিটনও ছিল। সে রিক্সার সাথে সাথে সাইকেল চালিয়ে আসছিল। সুলতান মিঞার হাটে বিএনপির সমর্থকদের একটি অফিস রয়েছে। স্থানীয়ভাবে এটি ক্লাব নামে পরিচিত। বিএনপির যুবকরা তিনজনকেই আটক করে। তারা জামালকে মারধর করে ছেড়ে দেয়। মেয়েটির চাচার কাছে রাতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে বিএনপির কর্মীরা চাপ দিয়ে একটি মামলা দায়ের করায়। পরদিন সকালে প্রদীপ নামে স্থানীয় এক সংখ্যালঘু যুবক ক্ষেতে যাচ্ছিল। তাকে বিএনপির কর্মী মিজান ধরে নিয়ে মারধর করে এই মামলার আসামী করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। এ মামলায় সংখ্যালঘু তিন যুবককে আসামী করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখানকার সংখ্যালঘু যুবকদের নৈতিক সাহস ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ এ ঘটনাটি যে মিথ্যা তা পুলিশের লোকজনও জানেন। এ বিষয়ে আমরা পরে ফেরার পথে লালমোহন থানায় যাই। থানার ওসি ফজলুল হক প্রশিক্ষণে গেছেন বলে সেন্ট্রি জানালো। বলা হলো, এক দারোগা নাম সাবের, তিনি দায়িত্বে। তিনি আবার থানায় নেই। বাসায় রেস্টে ছিলেন। পুরো পরিস্থিতি জানার জন্য তাকে খবর দেয়া হলো। আধঘন্টা বসে থাকার পরও তার চেহারার দেখা পেলাম না আমরা। সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রথম যে মামলাটি দায়ের করা হয় লালমোহন থানায়, সেটি হচ্ছে রীতা ধর্ষণ মামলা। এ মামলাটি দায়েরের ঠিক একমাসের মাথায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩৬ জনসহ ৮৬ জনের বিরুদ্ধে একটি পাল্টা মামলা দায়ের করা হয়। আবুল কাশেম নামে জনৈক বিএনপি কর্মী এ মামলার বাদী। এই মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ২৫ আগস্ট '০১ লর্ড হার্ডিঞ্জ বাজারে এই ৮৬ জন আসামী বিএনপি অফিস ভাংচুর করে। এ মামলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এমন সব ব্যক্তিকে জড়ানো হয়েছে যারা আওয়ামী লীগতো দূরে থাক রাজনীতিরই কাছাকাছি ছিল না। পুলিশ এ মামলাটি গ্রহণ করেছে। কিন্তু এমন ঘটনার আড়াই মাস পর কি কারণে এ মামলা সাজানো হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশ ভালই বুঝতে পেরেছে।

এই এলাকার সংসদ সদস্য বর্তমান মন্ত্রী পরিষদ সদস্য মেজর (অব) হাফিজউদ্দিন আহমেদ। বিগত সংসদেও তিনি এখানকার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বিএনপি অফিস ভাংচুরের পর মামলা দায়ের করার চেষ্টা হয়নি কেন— সেটাই প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয়। পুলিশ মামলা গ্রহণ না করলে তৎকালীন সংসদ সদস্য ইচ্ছে করলে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। পুলিশ যথারীতি এ মামলার আসামীদের গ্রেফতারের জন্য হানা দিচ্ছে। ঐ মামলা দায়েরের আগেরদিন ৪ঠা নবেম্বর '০১ লালমোহন থানায় ৩২ জন সংখ্যালঘু ব্যক্তিসহ ১১১ জনের

বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা দায়ের হয়। বিএনপির কর্মী আবু সুফিয়ান এ মামলার বাদী। এ মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, পহেলা অক্টোবর কুঞ্জের হাওলা দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে এসব আসামীরা তাকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে। নির্বাচনের পর বিএনপি ক্ষমতায় এলো। অথচ বিএনপি কর্মীর উপর হামলার এ ঘটনায় মামলা করতে সময় লাগলো এক মাস পাঁচদিন! কেন এ মামলাটি করা হয়েছে তা কারো বুঝতে অসুবিধা না হলেও কেউ বুঝতে পারছে না মামলার বক্তব্য। সবাই আশ্চর্য হয় শুনে কিভাবে একজনকে ১১১ জনে কুপিয়ে পিটিয়ে জখম করতে পারে? এই দুটি মামলাতেই লর্ড হার্ডিঞ্জের একটি নামী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও তার ছেলেকে আসামী করা হয়েছে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এ শিক্ষক কখনো ভাবতে পারেন নি তার বিরুদ্ধে এমন একটি মামলায় আসামী করা হতে পারে। এ ঘটনার পর ঐ শিক্ষক এখন মুষড়ে পড়েছেন। অন্যদিকে এই স্কুল শিক্ষকের ছেলে মামলার হাত থেকে রেহাই পেতে পাড়ি দিয়েছে ভারতে।

লালমোহন থানায় আরো একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ১৫ জন সংখ্যালঘু ব্যক্তিকে আসামী করে। এদের মধ্যে কুঞ্জের হাটের স্টুডিও ব্যবসায়ী দু'ভাইও রয়েছে। তারা বেশ কিছুদিন পলাতক ছিলো। তারা এলাকায় ওঠার জন্য লালমোহনের সৎ(!) বিএনপি নেতা হিসেবে পরিচিত এক ব্যক্তিকে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য হয়। এখন তাদের পুলিশ আর বিরক্ত করে না। ঐ সৎ (!) বিএনপি নেতার বক্তব্য আহত বিএনপি কর্মীর চিকিৎসার জন্য এই টাকা নেয়া হয়েছে। এ মামলায় আসামী করা হয়েছে কিন্তু ঘটনার সাথে জড়িত নন এমন এক সংখ্যালঘু ব্যক্তি আমাদের জানিয়েছেন, এ মামলায় মোট আসামীর সংখ্যা ৬৫ জন। এক বিএনপি কর্মীর নাক ফাটানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে ৬৫ জন কিভাবে একজনের নাক ফাটিয়ে দিল! আর নাক ফাটানো সারাতে যদি প্রত্যেকের কাছ থেকে ঐ সৎ বিএনপি নেতা পাঁচ হাজার টাকা করে চাঁদা আদায় করেন তাহলে ব্যাপারটা কি দাড়ায়। এ মামলার মতো বিভিন্ন মামলার ফাঁদে ফেলে সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে বিভিন্ন অংকের চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। পুলিশী হয়রানীর ভয়ে এবং ক্ষমতাসীন দলের কেউ যেন কোন কারণে ক্ষুব্ধ না হয় সে কারণে চাওয়া মাত্রই বিএনপির নেতা কর্মীদের হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দিচ্ছে কষ্টার্জিত টাকা পয়সা। এছাড়া মামলায় ঢুকানোর ভয় দেখিয়ে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে চাঁদাবাজী করা হচ্ছে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীদের উপরে। লালমোহন, কুঞ্জের হাট, বোরহানুদ্দিনে এই চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ নাম প্রকাশ করতে চায় না। এ প্রসঙ্গে লালমোহনের এক ব্যবসায়ী বলেছেন, 'চাঁদা দিয়েছি এটা সত্যি। কিন্তু চাঁদা কারা নিয়েছে তা বললে এলাকাই ছেড়ে দিতে হবে।' নতুন পন্থায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের এই হাতিয়ার ব্যবহার হচ্ছে ভোলাজুড়ে। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এবং কোন সামাজিক-মানবাধিকার সংগঠনের তৎপরতা না থাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এই নতুন নির্যাতনী কৌশলের প্রতিবাদ হচ্ছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ জানুয়ারি ২০০২

(৬২৩)
ঝিনাইগাতীতে সংখ্যালঘু আদিবাসীরা সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি ভূয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে জমিজিরেত হাতিয়ে নিচ্ছে

ঝিনাইগাতী থেকে ফিরে হাকিম বাবুল ঃ শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী একটি থানা ঝিনাইগাতী। এখানে গারো পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে গারো, কোচ, ঢালু, হাজংসহ প্রায় ১০টি আদিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ১০ হাজার লোক। ঝিনাইগাতী উপজেলার সীমান্ত গ্রামগুলোতে এসব আদিবাসীদের জমি জিরাত ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে কতিপয় দুষ্কৃতকারী হাতিয়ে নিচ্ছে। এদের দেবোত্তর সম্পত্তিসহ ধর্মীয় উপাসনালয়ের ভূমি জবরদখল করে ধর্মীয় উপাসনা বন্ধ করে দিচ্ছে। আর্থিক অচ্ছলতা ও শিক্ষার অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতকারীরা এসব আদিবাসী সংখ্যালঘুদের নানা প্রতারণার ফাঁদে ফেলে সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে। প্রায় প্রতিনিয়তই এদেরকে মারধর, অত্যাচার অপহরণসহ হুমকি-ধমকি প্রদান করায় এদের হাতে তারা জিম্মি হয়ে পড়েছে। এরা এলাকার প্রভাবশালী লোক। তাদের সাথে থানা-পুলিশ প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সখ্যতা থাকায় আদিবাসী সংখ্যালঘুরা অসহায় হয়ে পড়েছে। যে কারণে এদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দেশত্যাগের আশংকা ও আতংক। গত ৪ জানুয়ারি শুক্রবার সরেজমিনে ঝিনাইগাতী উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত গ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে লোকজনের সাথে আলাপ করে এসব তথ্য জানা যায়।

ঝিনাইগাতী উপজেলার নিভৃত পল্লী কাংশা ইউনিয়নের পশ্চিম বাঁকাকুড়া গ্রামে গেলে ঐ এলাকার স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ করে বলেন, পশ্চিম বাঁকাকুড়া গ্রামের দেবোত্তর সম্পত্তিতে মন্দির ঘর উঠিয়ে যুগ যুগ ধরে কোচ সম্প্রদায়ের লোকজন প্রতি বাংলা বছরের মাঘমাসে 'বাস্তু কামাক্ষ্যার' পূজা অর্চনা করে আসছিলেন। কিন্তু গত ৯ ডিসেম্বর অতর্কিতভাবে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঐ গ্রামের ভিডিপি কমান্ডার মো. আবু বক্কর সিদ্দিক ওরফে রাজভক্ত এবং তার কতিপয় সহযোগী ঐ দেবোত্তর মন্দির ঘরটি ভেঙে, ঘরের ভিটেসহ প্রায় ০.৪১ শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং সেখানে বাঁশের ঘের দিয়ে রেখেছে। ফলে তাদের ধর্মীয় পূজা অর্চনা বন্ধ হয়ে গেছে এবং আসন্ন মাঘ মাসে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক "বাস্তু কামাক্ষ্যার" পূজা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে এ গ্রামের ২০টি কোচ পরিবার রাজভক্ত বাহিনীর বিভিন্ন প্রকার ভয়ভীতি ও জমি দখল করে নেয়ার ঘটনায় চরম আতঙ্কে দিনাতিপাত করছে। অনেকেই তার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য দেশত্যাগের চিন্তা-ভাবনা করছেন। এ প্রসঙ্গে এলাকার সত্তরোর্ধ মাজেন্দ্র কোচ সাংবাদিকদের বলেন, ১৯৬৪ সালের দিকে রাজভক্ত ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে বাঁকাকুড়া গ্রামে এসে বসত গাড়ে। সে এলাকার অত্যন্ত প্রভাবশালী বলে ভূয়া কাগজপত্র তৈরি করে কোচদের জমিসহ দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে। তার অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে প্রায় ৬/৭ বছর আগে সুধামোহন কোচ ও তার পরিবার ভারত চলে গেছে। ৮০ বছরের বৃদ্ধ বহর হোসেন বলেন, রাজভক্তরা এ এলাকার কোচদের জমিজিরাত জোরপূর্বক দখল করে দিচ্ছে। তারা সংখ্যালঘু বলে এ অত্যাচার চালাচ্ছে। মিসকিন আলী (৪০) নামে এক কৃষক জানান, কোচ সম্প্রদায়ের লোকজন "বাস্তু কামাক্ষ্যার" মন্দিরে দীর্ঘদিন যাবৎ পূজা অর্চনাসহ মোষ-পাঠা বলি দিয়ে আসছিল। কিন্তু সম্প্রতি রাজভক্ত তার লোকজন নিয়ে তা দখল করে বাঁশের ঘেরা দিয়ে রেখেছে।

এ ব্যাপারে কোচদের জমির অবৈধ দখল সম্পর্কে ভিডিপির গ্রাম কমান্ডার আবু বক্কর সিদ্দিক ওরফে রাজভক্তের (৫০) কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ১৯৬৪ সালে ভারতের আসাম প্রদেশের শিয়ালমারী থেকে রিফিউজি হিসেবে এদেশে আসলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাকে প্রায় ৪ একর জমি এলটমেন্ট দেয়। তিনি ১৯৬৭ সালে এসব জমির দখল নেন বলে দাবি করেন। তবে এসব জমি নিয়ে উচ্চতর আদালতে মামলা চলছে বলে তিনি স্বীকার করেন। অপরদিকে কোচদের উপর কোন অত্যাচার করছেন না বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে ধর্মীয় পূজার স্থানের দেবোত্তর জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের আবেদন জানিয়ে স্থানীয় কোচ সম্প্রদায় শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) এলাকার সরকারদলীয় সংসদ সদস্য মাহমুদুল হক রুবেলের নিকট আবেদন করেছেন। ঘটনাটির সত্যতা রয়েছে বলে কাংশা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম জানান। সরেজমিনেও ঘটনাটির সত্যতা পাওয়া যায়। তবে ঝিনাইগাতী থানার ওসি তপন কিরণ মিত্রের নিকট এ ব্যাপারে জানতে

চাইলে ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি অবগত নন বলে জানান। সেই সাথে পত্রিকায় প্রকাশিত এসব ঘটনা 'ভেজাল' বলে মন্তব্য করেন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, আবু বক্কর সিদ্দিক ভিডিপির গ্রাম কমান্ডার হবার সুবাদে তার সাথে থানা পুলিশের দহরম-মহরম রয়েছে এবং এভাবেই পুলিশের লোকজনই তাকে 'রাজভক্ত' সম্বোধনটি উপহার দেয়।

অপরদিকে ঝিনাইগাতী উপজেলার সীমান্তবর্তী নওকুচি গ্রামের ধীরেন্দ্র কোচ জানান, আদিকাল থেকে সামান্য জমিজমা চাষাবাদ করে অতিকষ্টে তিনি দিনাতিপাত করে আসছেন। কিন্তু সংখ্যালঘু এবং নিরীহ লোক হবার সুযোগ নিয়ে একই গ্রামের মৃত ইসলাম মণ্ডলের ছেলে মফিজ উদ্দিন ভূয়া কাগজপত্র তৈরি করে তার ০.৮৫ শতাংশ জমি বেআইনিভাবে দখলের পাঁয়তারা করছে। ইতোপূর্বে মফিজউদ্দিন তার ০.৭০ শতাংশ জমি জবরদখল করে নিয়েছে বলে তিনি জানান। ধীরেন্দ্র কোচ কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাংবাদিকদের বলেন, মফিজউদ্দিন যদি তার শেষ সম্বল এই জমিটুকুও জবর দখল করে নেয় তবে তাকে পরিবার পরিজন নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে অথবা দেশত্যাগ করা ব্যতীত কোন উপায় থাকবে না। এ ব্যাপারে ধীরেন্দ্র কোচ আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রশাসনের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে ঝিনাইগাতির স্থানীয় সাংবাদিকরা জানান, মফিজ উদ্দিনের একটি সংঘবদ্ধ বাহিনী রয়েছে। যার মাধ্যমে সে আদিবাসী সংখ্যালঘুদের উপর দীর্ঘদিন ধরেই অত্যাচার নির্যাতন চালানোসহ জায়গাজমি জবরদখল করে নিচ্ছে। প্রভাবশালী হবার কারণে কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পায় না।

এদিকে গত ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে আদিবাসী খ্রিস্টান পল্লী ডেফলাই গ্রামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলাকালে স্থানীয় উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আবদুল মান্নানের ছোট ভাই ফরহাদ এর নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল মাইক্রোবাস ও মোটর সাইকেলসহ ফিল্মী কায়দায় তাণ্ডবলীলা চালিয়ে তাদের অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেয়। তারা প্রতীশ মারাক নামে জনৈক আদিবাসীর কিশোরী মেয়েকে অহরণের চেষ্টা চালায়। এ সময় স্থানীয় গ্রাম পুলিশ ও এলাকাবাসীদের প্রতিরোধের মুখে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তবে এ ঘটনার বিষয়ে কোথাও কোন অভিযোগ করলে আদিবাসী মেয়েদের অপহরণ ও অভিভাবকদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। বর্তমানে ডেফলাই গ্রামের আদিবাসী পল্লীর লোকজন সরকারিদলের এসব সন্ত্রাসীর ভয়ভীতি ও হুমকিতে জিম্মি অবস্থায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন আদিবাসী খ্রিস্টান জানান, এসব সন্ত্রাসীদের হাত থেকে তাদের মেয়েদের রক্ষার জন্য লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে দূরের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

এছাড়া গত ৮ ডিসেম্বর ডেফলাই গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষ্ণচন্দ্র নামের এক ব্যক্তিকে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে গুরুতরভাবে আহত করলে তিনি ঝিনাইগাতী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেন।

ঝিনাইগাতী উপজেলার আদিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এ ধরনের নির্যাতন ও অত্যাচারের ঘটনায় তাদের মধ্যে বর্তমানে চরম আতংক দেখা দিয়েছে এবং অনেকেই বাধ্য হয়ে দেশত্যাগের চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ঝিনাইগাতী উপজেলায় সাম্প্রতিককালে সংঘটিত এসব ঘটনাবলীর বিষয়ে শেরপুরের নবাগত পুলিশ সুপার সিদ্দিকুর রহমানের দৃষ্টিআকর্ষণ করলে তিনি জানান, এসব ঘটনাবলীর বিষয়ে তিনি কিছু কিছু অবগত আছেন এবং তদন্ত করে যথাশিগ্‌গির আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন।

সংবাদ, ১৫ জানুয়ারি ২০০২

(৬২৪)
ঝিনাইদহে হোটেল ব্যবসায়ী অধ্যাপকের কাছ থেকে টাকা আদায় ২ দারোগার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

শেখ সেলিম, ঝিনাইদহ থেকে ঃ ঝিনাইদহ সদর থানার দুজন দারোগা একজন সংখ্যালঘু অধ্যাপককে মধ্যরাতে ঘুম থেকে তুলে থানায় আটকিয়ে লাঞ্ছিত করে ভয়ভীতি দেখিয়ে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে। আবাসিক হোটেল থেকে ধৃত একজন মহিলাকে ধর্ষণসহ অন্য বোর্ডারদের কাছ থেকেও টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিত্যানন্দ সাহা নিতু নারিকেল বাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক। তিনি ঝিনাইদহের একজন স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ। ঝিনাইদহ সদর থানার সামনে তার একটি ফার্মেসি ও উপর তলায় একটি আবাসিক হোটেল আছে।

নিত্যানন্দ সাহা নিতু জানান, গত ৯ জানুয়ারি রাত ১০টার দিকে সদর থানার এসআই বাদশা শীতের মধ্যে বসে না থেকে তাকে বাসায় চলে যেতে বলে। নিতু স্বাভাবিক নিয়মে বাসায় চলে যান। রাত সাড়ে ১২টার দিকে সদর থানার পুলিশ তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে টেনেহেঁচড়ে থানায় নিয়ে যায়। থানায় নিয়ে গিয়ে এসআই বাদশা, এসআই আজাহার ও কনস্টেবল নুরু (থানার কথিত ক্যাশিয়ার) অধ্যাপক নিতুকে অকথ্য ভাষায় গালাগালিসহ লাঞ্ছিত করে। ১২টার দিকে তার 'সাহা রেস্টহাউস'-এর একটি রুম থেকে ১ জন মহিলা বোর্ডার, অন্য রুম থেকে ২ জন পুরুষ বোর্ডার ও হোটেলবয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে তাকে জানানো হয়। এসআই বাদশা, এএসআই আজাহার তার রেস্টহাউসে অসামাজিক কার্যাকলাপের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ কোর্টে চালান দেওয়ার হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে এসব ঝামেলা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ৩০ হাজার টাকা (ঘুষ) দাবি করা হয়। নিতু এই টাকা দিতে অস্বীকার করেন। তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য ধৃত মহিলা ও বয়কে তার সামনে বেদম মারপিট করা হয়। এক পর্যায়ে ১৫ হাজার টাকা দিলে নিতুকে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অধ্যাপক নিতুর ছোট ভাই বাড়ি এসে তার বৌদির সোনার গহনা নিয়ে বন্ধক রেখে ১০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে থানায় দেওয়ার পর রাত সাড়ে ৩টার দিকে নিতুকে একটি সাদা কাগজে সই নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। হোটেলের বয়কে ছাড়ার জন্য আরো দেড় হাজার টাকা দাবি করা হয়। পরের দিন সকালে ধৃত অন্য বোর্ডারদের ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশের একটি সূত্র আরো জানায়, ঐ রাতে হোটেল থেকে ধরে আনা যশোর জেলার মঙ্গলগাতী গ্রামের মেয়েটিকে থানার হাজতখানার পাশের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে উল্লেখিত দুই দারোগা পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

অধ্যাপক নিতু সাহা ১০ জানুয়ারি ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এসে জাতীয় দৈনিকের কয়েকজন সাংবাদিকের কাছে সমস্ত ঘটনা জানান। তিনি আরো জানান, এই দারোগারা ইতিপূর্বে তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল যে হোটেলে কোনো মহিলা থাকলে তাদের গোপনে জানাতে। তারা তাদের ধরে টাকা আদায় করে ভাগ দেবে। নিতু সাহা তাতে রাজি না হওয়ায় দারোগারা এভাবে তাকে হেনস্তা করেছে।

ঘটনাটি জানার পর সাংবাদিকরা ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মোঃ মঞ্জুর কাদের খানকে জানান। তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এর কিছুক্ষণ পর এসআই বাদশা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে প্রেসক্লাবে আসেন। অধ্যাপক নিতু সাহার মুখোমুখি করা হলে এসআই বাদশা ধর্ষণের ঘটনা অস্বীকার করলেও অন্য সকল ঘটনা স্বীকার করেন। তবে এই কাজে এএসআই আজাহার ও কনস্টেবল নুরু অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বলে জানান। সাহা

রেস্টহাউস থেকে ধৃত মহিলাসহ অন্যদের কোনো প্রকার অসামাজিক কাজ করা অবস্থায় ধরা হয়েছিল কিনা জানতে চাওয়া হলে বাদশা জানান, 'না মহিলা একটি কক্ষে একাই ছিল।' তাহলে তাদের কেন গ্রেপ্তারসহ এই বেআইনি কাজ করা হলো— এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর এসআই বাদশা দিতে পারেনি। এরপর বাদশা নিতু সাহার কাছ থেকে নেওয়া টাকা ফেরত দিতে চান। তবে টাকা অন্য অফিসারদের ভাগ দিয়েছেন বিধায় পুরো টাকা তার কাছে না থাকায় এক দিন সময় চান।

এই ঘটনার পর ঝিনাইদহ থানার কয়েকজন অফিসার সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের বাসায় বাসায় ধর্না দিয়ে 'ম্যানেজ' করার চেষ্টা করেন। পুলিশের দালালরাও তাদের সহযোগিতায় নেমে পড়ে। কোনো ফল না হওয়ায় ১২ জানুয়ারি রাত সাড়ে ৮টার দিকে এসআই বাদশা ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সামনে নিতু সাহার হাতে সাড়ে ৮ হাজার টাকা ফেরত দেন। বাকি টাকা সত্বর দেওয়ার ওয়াদা করেন।

এদিকে পুলিশ সুপার এই ঘটনা তদন্তে এএসপির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। তবে এই রিপোর্ট পাঠানোর মুহূর্ত পর্যন্ত তদন্ত কাজের কোনো অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি।

ভোরের কাগজ, ১৫ জানুয়ারি ২০০২

(৬২৫)
সফররত দুই কংগ্রেস সদস্যের কাছে স্মারকলিপি
সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ, মৌলবাদী তৎপরতা নিষিদ্ধ ও শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি দাবিতে জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ অনশন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশে নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বিষয়টি অতঃপর গড়াল জাতিসংঘ ভবন পর্যন্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন -হয়রানি বন্ধ, ক্ষমতাসীন জোট সরকারের শরিক তালেবান সমর্থক মৌলবাদী গোষ্ঠীর তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং কারাবন্দী বিবেক শাহরিয়ার কবিরের মুক্তির দাবিতে সোমবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে পালন করা হয়েছে এক প্রতিবাদী বিক্ষোভ সমাবেশ, অনশন কর্মসূচী।

এসব নির্যাতন বন্ধে বাংলাদেশ সরকারকে বাধ্য করতে জরুরী হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়ে সোমবারই একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে জাতিসংঘ মহাসচিব কোফি আনানকে। অনশন পরবর্তী বক্তব্যে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং বিশ্ববাসীর উদ্যোগী ভূমিকা কামনা, শরণার্থী শিবির খুলে বাংলাদেশী দেশত্যাগী শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। সমাবেশে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সঙ্গে তালেবান কানেকশন সম্পর্কে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক অভিযোগের উল্লেখ করে বলা হয়, জামায়াত নেতা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যই এর তাৎক্ষণিক প্রমাণ তুলে ধরেছে। এসব মৌলবাদী ঔদ্ধত্যের কারণে নির্বাচনের তিন মাস পেরিয়ে গেলেও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-হয়রানি কমছে না। সর্বশেষ শাখারী বাজারের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়, বাংলাদেশ যেন আরেকটি মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য কাউন্সিল এই অনশন এবং প্রতিবাদ-বিক্ষোভ কর্মসূচীর আয়োজন করে। এই প্রতিবাদ কর্মসূচীর বিস্তারিত খবর মঙ্গলবার ঢাকার মিডিয়ার কাছে এসে পৌঁছেছে। এদিকে সংখ্যালঘু নির্যাতন পরিস্থিতি সম্পর্কে পৃথক একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে সর্বশেষ বাংলাদেশ সফরকারী দুই কংগ্রেস সদস্যকে। কংগ্রেস সদস্য যোশেফ ক্রাউলি ও জেমস ম্যাকডারমটকে নানা ঘটনার তথ্যপঞ্জিকাসহ এই স্মারকলিপি দিয়েছে হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনরিটিস

(এইচআরসিবিএম) নামের এই সংগঠন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই সংগঠনটিও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধের দাবিতে সেখানে জনমত সংগঠনের কাজ করে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য কাউন্সিলের পক্ষে সিতাংশু গুহ মঙ্গলবার তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচীর বৃত্তান্ত জনকণ্ঠকে জানাতে গিয়ে বলেছেন, সেখানকার আরও ১৪টি সংগঠনও অনশনে শরিক হয়েছিল। কর্মসূচীতে প্রবাসী উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশী মুসলিম সদস্যও যোগ দেন। হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস সদস্যের কাছে দেয়া এক স্মারকলিপিতেও সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে তাদের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে। এই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন মৌলবাদী গ্রুপ সমর্থিত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার তিন মাসে বাংলাদেশ জুড়ে কমপক্ষে ৪০ লাখ সংখ্যালঘু নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত, কমপক্ষে ২ হাজার সংখ্যালঘু নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ঠাণ্ডা মাথায় চট্টগ্রামে অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যাকাণ্ড, সাংবাদিক-লেখক শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেফতার, মানবাধিকার কর্মী রবীন্দ্র ঘোষকে প্রাণনাশের হুমকি, চট্টগ্রামের রাউজানসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে থাকতে দেবার নামে নিয়মিত ভাড়া-চাঁদা ধার্যসহ নানা উদাহরণ উল্লেখ করে বলা হয়, এসবের কোন কোন ঘটনা এতটাই বীভৎস যে তা আফগানিস্তানের তালেবান মৌলবাদী সন্ত্রাসীদেরও হার মানিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ জানুয়ারি ২০০২

(৬২৬)
পাংশায় প্রভাবশালীদের দখলে এক সংখ্যালঘুর বসতবাড়ি

রাজবাড়ী প্রতিনিধি ঃ আদালতের স্থিতাবস্থা থাকা সত্ত্বেও একটি প্রভাবশালী মহল এক সংখ্যালঘুর বসতবাড়ি, দোতলা ঘর ও পুকুর দখল করে নিয়েছে। পৈতৃক ভিটা থেকে উচ্ছেদকৃত অরুণ কুমার মজুমদার থানা এবং জেলা প্রশাসনের সহায়তা চেয়েও পাননি। রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার ধুলিয়াট গ্রামে গত ২৭ ডিসেম্বর ওই দখলের ঘটনা ঘটে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, গত ২৭ ডিসেম্বর দুপুর ২টার দিকে প্রভাবশালী মোকারম হোসেন মণ্ডল, আয়ুব আলী মণ্ডল ও শাজাহান মণ্ডলের নেতৃত্বে বেশকিছু সন্ত্রাসী অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে পাংশা উপজেলার মৌরাট ইউনিয়নের ধুলিয়াট গ্রামের অরুণ কুমার মজুমদারের পৈতৃক দোতলা ভবন, বাড়ি, ও পুকুর দখল করে নেয়। ৮৬ শতাংশ জায়গার ওপর ওই ভবন ও পুকুর ছিল। বসতভিটা হারিয়ে তিনি এখন প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

অরুণ ওই দিনই পাংশা থানায় উপস্থিত হয়ে এ ঘটনার বিবরণ সংবলিত একটি আবেদন করেন। থানা কর্তৃপক্ষ তার আবেদনপত্র গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। পরের দিন তিনি রাজবাড়ী জেলা পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসকের কাছে পরিবার-পরিজন নিয়ে এ ঘটনা জানান এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেন। জেলা প্রশাসক সরেজমিন পরিদর্শনে যাবেন বলে তাদের আশ্বাস দিলেও গত ১৯ দিনেও ঘটনাস্থলে যাননি এবং এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেননি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে গ্রামের একজন প্রবীণ ব্যক্তি জানান, বেশ কয়েক বছর আগে অরুণ কুমার মজুমদার অর্থের প্রয়োজনে মোঃ আক্কাছ আলী বিশ্বাসের কাছে একটি পুকুর ফেরত দেওয়ার শর্তে দলিল করে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নেন। এক সময় অরুণ টাকা ফেরত দিয়ে তার পুকুরের জমি বুঝে নিতে চাইলে আক্কাছ গড়িমসি শুরু করে। এ পর্যায়ে সে অরুণকে না জানিয়ে মোকারম হোসেন গংয়ের কাছে ওই জমি বিক্রি করে দেয়। এরপর এই জমি ও বাড়ির স্বত্ব নিয়ে আদালতে উভয় পক্ষের মধ্যে মামলা হয়।

গত ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতারা ওই জমি নিয়ে একটি সালিস করেন। মণ্ডলসহ প্রভাবিত ওই সালিসে নেতৃবৃন্দ বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য অরুণকে নির্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অরুণ গত ১ ডিসেম্বর রাজবাড়ী ২নং আমলি আদালতে ১৪৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন।

আদালত গত ২ ডিসেম্বর পাংশা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ওপর আদেশ দেন মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই জমি ও বসতবাড়ির স্থিতি বজায় রাখা ও শান্তি রক্ষা করতে। থানা কর্তৃপক্ষ গত ৩ ডিসেম্বর আদালতের আদেশ অনুযায়ী বিবাদী পক্ষের ওপর নিষেধাজ্ঞার নোটিশ জারি করে।

অপর দিকে বাড়ি দখল করে নেওয়ার পর গত ৫ জানুয়ারি আয়ুব আলী বাদী হয়ে অরুণসহ ছয়জনকে আসামি করে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছে।

এ ব্যাপারে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি তিনি জানেন। তবে উভয় পক্ষের মধ্যে ওই জমি নিয়ে মামলা চলছে। তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে জানান।

প্রথম আলো, ১৬ জানুয়ারি ২০০২

(৬২৭)

বাগেরহাটে নতুন আতঙ্ক ঃ ডাকাতির পর নারী নির্যাতন মোড়েলগঞ্জ ও কচুয়ায় ৯ বাড়িতে ডাকাতি ॥ মা মেয়েসহ ৪ মহিলার শ্লীলতাহানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাগেরহাট থেকে ঃ বাগেরহাটে নতুন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ডাকাতির পর নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। জেলার কচুয়া ও মোড়েলগঞ্জে পরপর তিন রাতে সংখ্যালঘুসহ ৯ বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা মালামাল লুট করেই ক্ষান্ত হয়নি, চার মহিলার শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছে। ঘটনাগুলো ঘটেছে শুক্র, শনি ও রবিবার রাতে। এর আগে কচুয়ায় ৫ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি এবং ৬ প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারীর ওপর পৈশাচিক নির্যাতনের রেশ কাটতে না কাটতেই এ ঘটনাগুলো ঘটল।

জানা গেছে, গত শুক্রবার রাতে কচুয়া উপজেলার ভাণ্ডারখোলা গ্রামে ২ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি এবং শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। বর্বরতার শিকার ৪ মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার গৃহবধূর স্বামী জানান, পুলিশ এবং স্থানীয় রাঢ়ীপাড়া ইউপির বর্তমান চেয়ারম্যান ঐ ঘটনার পর একাধিকবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

তিনি আরও জানান, ঐ রাতে উক্ত এলাকায় একটি দোকান ও ২টি বাড়িতে হামলা চালিয়ে সশস্ত্র ডাকাত দল প্রায় অর্ধ লাখ টাকার মালামাল লুটে নেয়। এ সময় ডাকাতদের শ্লীলতাহানির শিকার গৃহবধূ (নিরাপত্তার স্বার্থে তার নাম প্রকাশ করা হলো না) সাংবাদিকদের জানান, ৬ জনের একদল ডাকাত মধ্যরাতের দিকে চড়াও হয়ে অস্ত্রের মুখে তাদের দরজা খুলতে বাধ্য করে। ঘরে ঢুকে ডাকাতরা গৃহবধূর শাড়ি খুলে কেটে দ্বিখণ্ডিত করে তাকে ও তার স্বামীকে বেঁধে ফেলে। এর পর মালামালসহ ৫ ডাকাত তার স্বামীকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এ সময় এক ডাকাত হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তার শ্লীলতাহানি ঘটায়। তার স্বামী জানান, ডাকাতরা তাকে বেঁধে নিয়ে যায় পাশের অনীল মণ্ডলের দোকানে। তারা ঐ দোকানের টাকা-পয়সা নিয়ে পরে দোকানির বসতবাড়িতে চড়াও হয়ে সেখান থেকেও মালামালসহ অর্থকড়ি লুটে নিরাপদে চলে যায়। কচুয়া থানা পুলিশ ডাকাতি ও শ্লীলতাহানির ঘটনা অস্বীকার করেছে। তবে রবিবার রাতে পুলিশ একটি দস্যুতার মামলা নিয়েছে।

জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কচুয়ার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও দোষীদের শাস্তির দাবি করেছেন। ঘটনার শিকার ঐ পরিবারের সাথে কথা বলার সময় তারা কেঁদে ফেলে। তাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের ভাব লক্ষ্য করা গেছে। এদিকে ঐ ঘটনার পর এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে।

অপরদিকে শনি ও রবিবার রাতে জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ ৭ বাড়িতে ডাকাতি ও শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। নির্যাতনের পর ডাকাত দল প্রায় সাত লাখ টাকার মালামাল লুটে নিরাপদে চলে যায়। সোমবার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

শনিবার রাতে একই উপজেলার হরিণধরা গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক বাড়িতে ৫/৬ জনের সশস্ত্র ডাকাত দল চড়াও হয়ে নগদ টাকাসহ মালামাল লুটে নেয়। ঐ বাড়ির স্বামী পরিত্যক্ত এক মেয়েকে হাত-পা বেঁধে তুলে নিয়ে পাশের বাগানে রাতভর নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাণভয়ে তারা চিকিৎসা নিতেও যেতে পারছে না। কোথাও অভিযোগ দেয়নি। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী এ ঘটনাকে পৈশাচিক বলে জানিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ জানুয়ারি ২০০২

(৬২৮)

সরেজমিন ॥ ভোলা-৪

লর্ড হার্ডিঞ্জে হিন্দু বাড়ি দখল করেছে নব্য প্রভাবশালীরা সাংবাদিকদের হাত-পা ভেঙ্গে দেয়ার হুমকি

শওকত লিটন / লিটন বাশার ঃ ইয়াসিন মাস্টার লর্ড হার্ডিঞ্জের এক প্রভাবশালীর প্রতীক। লর্ড হার্ডিঞ্জে এমন প্রভাবশালীদেরই দাপট বেশি। এক সময়ের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই ইউনিয়নটি এখন নানা কারণে নব্য প্রভাবশালীদের করায়ত্তে। ক্রমশ সংখ্যালঘুশূন্য হয়ে পড়ছে লর্ড হার্ডিঞ্জ। ইয়াসিন মাস্টারের দুই ছেলেই নির্বাচনপরবর্তী সংখ্যালঘু নির্যাতনের অন্যতম নায়ক। ইয়াসিন মাস্টারের এজন্য কোন অনুতাপ নেই। বরং তিনি এসব সংবাদ প্রকাশের কারণে সাংবাদিকদের হাত-পা ভেঙ্গে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জে সরেজমিন পরিদর্শনকালে আমরা এসব তথ্য জানতে পারি।

ভোলা জেলা সদর থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন। উপজেলার নাম লালমোহন। তবে লালমোহনের চেয়ে এখানকার মানুষের চরফ্যাশনের সাথে যোগাযোগ বেশি। আবার লর্ড হার্ডিঞ্জের ফাতেমাবাদের পিছনেই মেঘনা। তার ওপারেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ উপজেলা মনপুরা। লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নে এক সময়ে সংখ্যালঘুরাই ছিল সংখ্যাগুরু। এক সময় এখানকার ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বারও ছিলেন এই সম্প্রদায়ের লোকেরা। প্রিয়লাল নামে একজন চেয়ারম্যান ছিলেন সতেরো বছর। তাঁর পরে চেয়ারম্যান ছিলেন দশরথ বাবু। স্থানীয়রা আমাদের জানিয়েছেন, '৯২'র দাঙ্গার আগেও এখানে ২৫/৩০ হাজার সংখ্যালঘু ভোটার ছিল। এখন ১০ হাজার ভোটারও নেই। সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল এবং নানা সামাজিক অনাচারের কারণে এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। এক সময়ের লর্ড হার্ডিঞ্জের এই চিত্র এখন বিলুপ্তপ্রায়। এখন চিত্র তার উল্টো। প্রতিটি সাম্প্রদায়িক দুঃসময়ে এখানকার সংখ্যালঘু জনসংখ্যা কমেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা ধান্ধার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে এখানে। রাহু, রাজনীতি আর কূটকাচালের কারণে করায়ত্ত করে নিয়েছে এখানকার মানুষের প্রায় সবকিছু। ইয়াসিন মাস্টার তাদেরই একজন। বাড়ি ছিল

চাঁদপুরে। এখানে আসত মাছের ব্যবসা করতে। ইয়াসিন মাস্টার মাত্র চার/পাঁচ বছর আগে এই লর্ড হার্ডিঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এলাকায় কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতে হয় তা ভালকরেই জানেন তিনি। তাই খুব অল্পসময়ের মধ্যেই বিএনপির রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট এই চরিত্রটি হয়ে ওঠেন প্রভাবশালী। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের মাধ্যমে তার প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। তার দু'ছেলে সেলিম আর বেলাল। এই গুণধর দু'পুত্রই সংখ্যালঘু নির্যাতনের অন্যতম নায়ক। শিশু রীতা ধর্ষণ মামলায় সেলিমকে গ্রেফতার করা হয়। অপর ছেলে বেলালের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ থাকলেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে বাড়ি লুটের মামলায়। এ প্রসঙ্গে পুলিশের বক্তব্য, দু'ভাই তো আর ধর্ষণ করতে পারে না; তাই এক ভাইকে বাড়ি লুটের মামলায় চালান দিয়েছি। কিছুদিন পরে সে জামিনে বের হয়ে সংখ্যালঘুদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। ইয়াসিন মাস্টারের এখন মূল কাজ হচ্ছে জিএম বাজারে বসে থাকা। সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবরাখবর নিতে আসা কিংবা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আসা টিমগুলোর সঙ্গে খারাপ আচরণ করা, হুমকি দেয়া। সেইসাথে এটা প্রমাণ করা যে, এখানে কোন কিছু ঘটেনি। তার ভাষায়, দু'একটি 'মালাউন' বাড়িতে 'পোলাপানে ইটা মারছে'। সম্প্রতি পংকজ ভট্টাচার্য ও অজয় রায়ের নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষণ টিম সেখানে গেলে পুলিশের সামনেই ইয়াসিন মাস্টার হুমকি দেয়। তাঁর ভাষায় সাংবাদিকরা উল্টোপাল্টা লিখছে। তিনি সেদিন স্থানীয় কয়েক সাংবাদিককে এই বলে হুমকি দিয়েছিলেন, 'আগে বুঝিনাই জয়নাল হাজারীই ঠিক করেছিল। এখন উচিত দু'চারটা সাংবাদিকের হাত-পা ভেঙ্গে দেয়া।' এ কথাগুলো পুলিশের সামনেই বলা হলেও পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ইয়াসিন মাস্টার ও তাঁর ছেলেরা লর্ড হার্ডিঞ্জের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। এমন আরও অনেক আতঙ্কিত নাম রয়েছে লর্ড হার্ডিঞ্জে। আলমগীর ও নান্নু তাদের মধ্যে অন্যতম। ফাতেমাবাদ স্লুইসের কাছে বেতুয়ার খালে বেদে সম্প্রদায়ের নৌকা ছিল। সুজাতা বিষ্ণুবালা ধর্ষণ মামলার আসামী আলমগীর ও তার বন্ধু নান্নু গত ৫ জানুয়ারি আরেক বেদে নারীর সর্বনাশ করে। ঐ বেদে নারী গ্রামে যায় তার কাজের জন্য। নান্নুর শ্বশুর তাজেল ব্যাপারীর বাড়িতে ঐ বেদে নারীকে ডেকে নেয়। তারপর জোর করে ঐ নারীর সর্বস্ব হরণ করে। গ্রামবাসীরা ঐ নারীকে নগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ জানুয়ারি ২০০২

(৬২৯)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে জাতিসঙ্ঘের সামনে সমাবেশ

গত সোমবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে সংখ্যালঘুদের ওপর সাম্প্রতিক নিপীড়নের প্রতিবাদে এক প্রতিবাদ সভা ও অনশন ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করা হয়। হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ছাড়াও কতিপয় প্রগতিশীল মুসলমানও র‍্যালীতে অংশ নেয়। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ এবং অন্য ১৪টি সংগঠন এ কর্মসূচীর আয়োজন করে।

বিক্ষোভকারীরা ফেস্টুন ও প্লাকার্ড বহন করে। তাতে লেখা ছিল ঃ ঈশ্বর আমেরিকার কল্যাণ করুন, আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন করি; সন্ত্রাসবাদীরা নিপাত যাক, বাংলাদেশী তালেবানরা ধ্বংস হোক, বাংলাদেশে হিন্দু বিতাড়ন বন্ধ হোক, ভারত থেকে শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনো, ধর্ষণকারীদের দণ্ডবিধান কর, আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদীদের বিচার কর, শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি দাও। র‍্যালী থেকে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের সমীপে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ জানুয়ারি ২০০২

(৬৩০)
চরফ্যাশনে নির্বাচনের পর ১৭ মহিলার শ্লীলতাহানি

বরিশাল অফিস ঃ ভোলার চরফ্যাশনে নারী নির্যাতনের সাথে জড়িতরা বহাল তবিয়তেই রয়েছে। একটা রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে থাকায় পুলিশ তাদের ধরার সাহস পাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্বাচনের পর এ পর্যন্ত ঐ থানায় ১৭ জন মহিলার ইজ্জত হরণ করা হয়েছে। মনপুরায় নির্যাতিত হয়েছে ১ জন। চরফ্যাশনে নির্যাতিতদের মধ্যে ২ মহিলা মারা গেছে। থানায় মামলা হয়েছে মাত্র ৪টি। অন্য নির্যাতিতরা মামলা করার সাহস পায়নি। যারা মামলা করেছে তারা রয়েছে চাপের মুখে। মামলা প্রত্যাহারের জন্য তাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যারা মামলা প্রত্যাহারে রাজী নয় তাদের পরিবারের সদস্যদের ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিভিন্ন মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের বাড়িতে বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা হামলা করে নারী নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে চাঁদার দাবীতে চরফ্যাশন বাজারে খুন হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ক্ষুদিরাম। বড় ধরনের এ সকল অপরাধের আসামীরা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করায় কেউ পুলিশের দ্বারস্থ হতে সাহস পাচ্ছে না।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ জানুয়ারি ২০০২

(৬৩১)
ধনবাড়ীতে চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি

গোপালপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা ঃ ধনবাড়ি থানায় চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সংখ্যালঘুসহ ব্যবসায়ীরা হয়রানির শিকার হচ্ছে। চাঁদা না দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা যদুনাথপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক অধীর তালুকদারের বাড়িতে চড়াও হয়ে গত ২২ ডিসেম্বর ১১ মণ ধান লুট এবং ছাপড়া ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। থানায় মামলা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ জানুয়ারি ২০০২

(৬৩২)
ভোটকেন্দ্রে যেতে মানা!
বরগুনার সংখ্যালঘু গ্রামে সন্ত্রাসীদের হানা

বরগুনা প্রতিনিধি ঃ বরগুনা-৩ আসনে আজ বৃহস্পতিবার উপনির্বাচনে স্থানীয় প্রশাসন, সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সমন্বয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলেও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামে বিএনপি সমর্থিত সন্ত্রাসীরা গত মঙ্গলবার এবং গতকাল বুধবার বোমা হামলা, ভীতি প্রদর্শন এবং একটি মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে বিএনপি প্রার্থীর সমর্থক ও আমতলী ডিগ্রি কলেজের সাবেক ভিপি জহিরুল হক মামুন এবং জালাল ফকিরের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী মোটরসাইকেল নিয়ে স্থানীয় হিন্দু অধ্যুষিত বেহালা গ্রামে প্রবেশ করে বোমাবাজি করে এলাকায় ভীতি সৃষ্টি করে। এরপর গ্রামের ২২টি সংখ্যালঘু বাড়িতে গিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে তাদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেয়। পরে তারা স্থানীয় এক শিক্ষকের বাড়িতে প্রবেশ করে তার মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ করা হয়। এতে তার মেয়ে সুমী আহত হয়। পরে তারা বড়ইতলা এলাকায় গিয়ে একই স্টাইলে ভীতি সৃষ্টি করে বলে জানা যায়।

গতকাল বুধবার সকালে চাওড়া ইউনিয়নের পাতাকাটা গ্রামে ১ ঘণ্টাব্যাপী বোমা হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভীতির সৃষ্টি করা হয়।

বরগুনা-১ আসনের স্বতন্ত্র সাংসদ ও বহিষ্কৃত আ. লীগ নেতা মোঃ দেলোয়ার হোসেন গতকাল বুধবার বিকেলে আমতলীতে অবস্থানকালে প্রথম আলোকে জানান, সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে জনমনে ব্যাপক সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ এবং জনগণ ভোট দিতে পারবে কিনা তা নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন।

প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০০২

(৬৩৩)
রাজশাহীর দুর্গাপুরে বিএনপি সমর্থকদের নির্যাতন চলছেই

রাজশাহী থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বিএনপি সমর্থকদের হামলা-নির্যাতন এবং চাঁদাবাজি চলছেই। পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন-নিবেদন কিংবা অভিযোগ করেও কোন ফল পাচ্ছেন না নির্যাতিত-বিপন্ন লোকজন।

জানা যায়, গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর দুর্গাপুরের সর্বত্রই বিএনপি সমর্থকদের নির্যাতন শুরু হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বিচার হামলা চলতে থাকে। নির্যাতন-হামলা-লুটতরাজের পাশাপাশি চাঁদাবাজি করতে থাকে বিএনপি সমর্থকরা। এখনও ঝালুকার সেই আলোচিত আটটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবার নিজ বাড়ি ঘরে ফিরে আসতে পারেন নি। পরিবারগুলো আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

সংবাদ, ১৭ জানুয়ারি ২০০২

(৬৩৪)
সরেজমিন ॥ ভোলা-৫
অনেক ঘটনাই রয়েছে অন্তরালে ॥ উজালার মৃত্যু অনেক প্রশ্ন রেখে গেছে ॥ দুই উপজেলায় নির্যাতনের কোন উত্তর নেই

শওকত মিলটন/লিটন বাশার ঃ নাম ছিল তার উজালা। আর দশটি মেয়ের মতোই অবাক করা চোখে শৈশবের সবকিছু দেখতে দেখতে বেড়ে উঠছিল সে। বাবা স্বর্ণকারের কাজ করেন। নাম দুলাল কর্মকার। মোটা ভাত-কাপড়ে তাদের সংসার চলে যায়। দুলাল কর্মকার মেয়েকে নিয়ে অনেক স্বপ্নের জাল বুনেছিলেন। আর সব বাবা যেমন ভাবে। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন কাঁচের দেয়ালের মতো ভেঙ্গে দেয় এবারের নির্বাচন। নির্বাচনের পর ১৩ অক্টোবর উজালা 'জাতীয়তাবাদী ফুর্তি'র শিকার হয়। ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় দুলাল কর্মকারের স্বপ্নসাধ। ধর্ষণের শিকার হবার কয়েকদিন পর উজালা অসুস্থ হয়ে মারা যায়। উজালার এই নিভে যাবার খবর পত্রিকার পাতায় আসেনি। কোন সাংবাদিক লেখেননি কি কারণে উজালা মারা গেল। হয়নি কোন মামলা। উজালার পরিবার উপরওয়ালার কাছে বিচার চায়। উপজেলার নাম চরফ্যাশন। এই উপজেলার নূরাবাদ ইউনিয়নের চর তোফাজ্জল গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। এখন যেখানে বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদছে।

এ ঘটনায় মামলা করার মতো সাহস দুলাল কর্মকারের ছিল না। কন্যাশোকের পাথর বুকে চাপা দিয়ে বেঁচে আছেন। পুলিশও তাঁদের মামলা দায়ের করতে উৎসাহী হয়নি । ফলে সাহস পাননি দুলাল কর্মকার। চরফ্যাশনে আমরা যখন এ সংবাদ পাই, তখন অনেকেই বলেছেন এ সংবাদ প্রকাশ হলে এমনও হতে পারে — দুলাল কর্মকার নিজেই চাপের মুখে বলতে পারে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। এই উপজেলায় সংখ্যালঘু নিপীড়ন অপেক্ষাকৃত কম হলেও তা একদম চোখের আড়ালে যাবার মতো ছিল না। কিন্তু অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে সংবাদকর্মীরা দুর্গম এলাকাগুলোর সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে নি। হয়নি কোন মামলা-মোকদ্দমা, গ্রেফতার হয়নি 'জাতীয়তাবাদী ফুর্তিবাজ'রা।

একই ইউনিয়নের নবদ্বীপের স্ত্রী ও মেয়ে একইভাবে শিকার হয় পাশাবিক নির্যাতনের। এ ঘটনারও কোন মামলা হয়নি। নীলকমল ইউনিয়নের চর যমুনার আরেকটি ঘটনা আমরা স্থানীয়দের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। এখানকার এক সংখ্যালঘু তরুণীকে জাতীয়তাবাদী ক্যাডাররা তুলে নিয়ে যায়। কয়েকদিন রাখার পর তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে। শোনা যায়, লজ্জায়-ঘৃণায় ঐ তরুণী এসিড পান করে আত্মহত্যা করে। তার লাশ স্থানীয় এক প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে শেষকৃত্য করা হয়। এ ঘটনা কারও কাছে না বলার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ দেয়া হয়েছে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে। এ ঘটনারও কোন তদন্ত হয়নি। পুলিশেরও কেউ কেউ বিষয়টি জানে। এখানকার ওসি নতুন। কিন্তু অন্য কর্মকর্তাদের অনেকের কাছেই এ বিষয়ে খবর আছে বলে পুলিশের মধ্যে জোর গুজব রয়েছে। আসলামপুর ইউনিয়নের আলীগাঁও গ্রামে কাকলী রানী নামে আরেকজন একইভাবে সন্ত্রাসীদের ধর্ষণের শিকার হয়েছে। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করেনি কেন কাকলীকে এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হলো। কাকলীও তো আর দশটি মেয়ের মতো। সেও তো এ দেশেরই নাগরিক। একই আলো হাওয়ায় বেড়ে উঠেও শুধু এই ঘটনার কারণে তাকে পাশের বাড়ির দশ বছরের ছেলেটিও বলবে 'নষ্ট মেয়েমানুষ'!

মনপুরা উপজেলাতেও সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনাগুলো চোখের আড়ালে থেকে গেছে। আসলে যেসব এলাকার খবর পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে পুলিশ সেসব এলাকায় কমবেশি বাধ্য হয়ে তৎপর হয়েছে। তা ছাড়া সরকারী দলের লোকজন এসব অপকর্মের সাথে জড়িত থাকায় এই দুই উপজেলাতেও পুলিশ চায় না তারা ডিস্টার্বড হোক। মনপুরা বিচ্ছিন্ন সাগর উপকূলের উপজেলা। এখানকার হাজীরহাটের এক মেম্বারের বাড়িতেও মধ্যযুগীয় ঘটনার অবতারণা ঘটায় বিএনপির ক্যাডাররা। নির্বাচন এই পরিবারের জন্যও আসমানী বালা হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই মেম্বার তার স্ত্রী ও কন্যাকে সন্ত্রাসীদের সম্ভ্রমহানির চেষ্টা থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অটলের বাড়িতেও হামলা করেছিল। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা শিকার হয়েছে শ্লীলতাহানির। সাকুচিয়ার স্বপন কর্মকারের কাছে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁর স্ত্রীকে মারধর করা হয়। স্বপন কর্মকার বহুদিন চাঁদাবাজদের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন।

এসব ঘটনা স্থানীয় এলাকাবাসী জানে। জানে না শুধু পুলিশ আর সরকারী দলের লোকজন। চরফ্যাশনের বিএনপির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা আমাদের বলেছেন, 'তেমন কিছু ঘটেনি। শুধু আপনারা (সাংবাদিকরা) নির্যাতনের খবর বানিয়ে লিখে ভোলার সম্মান নষ্ট করছেন। আর যা ঘটেছে গত পাঁচ বছর তা তো লিখলেন না।' এমন এক পরিস্থিতি এই দুই উপজেলায়। পুলিশ জানে না। নেই কোন তদন্ত কমিটি। সরকারী দলের মাথাব্যথা নেই। যে দলের জন্য আজ তাঁরা নির্যাতিত সেই দলের নেতারাও এগিয়ে আসছেন না। এমন এক অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ জানুয়ারি ২০০২

(৬৩৫)
সংখ্যালঘু নির্যাতন দমনে সরকার ব্যর্থ ॥ আলোচনাসভা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মুক্ত ফোরাম উত্তর আমেরিকা আয়োজিত 'সাম্প্রাদায়িকতা, সন্ত্রাস এবং আমাদের প্রতিক্রিয়ার বুদ্ধিবৃত্তি' শীর্ষক সেমিনারে বলা হয়েছে, বিএনপি সরকার এবার ক্ষমতায়

আসার দিন থেকেই দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার এবং হামলার অশুভ সূচনা হয়েছে। তা যতই রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত হোক না কেন, বিএনপি এই সমস্যাকে কঠোর হাতে দমন করতে এখনও ব্যর্থতার পরিচয়ই দিচ্ছে। বিএনপি সরকারের গত কয়েক মাসের কিছু কিছু কার্যকলাপ ইতোমধ্যে দেশের সাধারণ মানুষের মনে হতাশার ছাপ ফেলেছে। বৃহস্পতিবার বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন, ড. আহমেদ কামাল, অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, মাহমুদুর রহমান মান্না ও ড. দলিলুর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মুক্ত ফোরামের উদ্যোক্তা মাহমুদ রেজা চৌধুরী। সেমিনারে দেশে বিদ্যমান নানা সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার অঙ্গ ছাত্র সংগঠন ব্যাপকভাবে গ্রামের চর দখলের মতো হল দখল শুরু করে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়ও তার অঙ্গ ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা একই রকম ছিল। তবে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সম্প্রতি ছাত্রদলের কার্যকলাপ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়ায় তিনি সাধুবাদ প্রাপ্য।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, তর্কাতর্কির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য হবে না। সবাইকে মিলেমিশে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, বাঙালীর বড় সমস্যা মেরুদণ্ডহীনতার সমস্যা। এটা এসেছে দীর্ঘদিন পরাধীন থাকার কারণে। এসব অতিক্রম করে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। অধ্যাপক আহমেদ কামাল বলেন, রাষ্ট্র সংখ্যালঘু ও দুর্বলদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, স্বাধীনতার পরে এবং '৯৬ সালে নির্বাচিত হয়ে সন্ত্রাস করেছে এই অভিযোগ তুললে বর্তমানের সন্ত্রাস জায়েজ হয়ে যাবে না।

অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, নির্বাচনের পর সন্ত্রাস নতুন কিছু নয়। তবে এবারে টার্গেট হয়েছে সংখ্যালঘুরা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬৩৬)
সরেজমিন ॥ ভোলা-৬
সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনার পর বিচার না পাওয়া মানুষ এখন দিশাহারা ফায়দা লুটেছে বিভিন্ন মহল

শওকত মিলটন / লিটন বাশার ঃ ভোলায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের নানা ঘটনার পর বিচার না পাওয়া মানুষরা এখন দিশাহারা। এই দিশাহারা মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি কোন রাজনৈতিক দল। দেয়নি তাদের মনোবল ফিরে পাবার সাহস। বিভিন্ন মহল নানা ফায়দা লুটেছে তাদের নিয়ে। অনেকের কাছে তারা এখন হয়ে উঠেছে ভাগ্য পরিবর্তনের পণ্য। সংখ্যালঘুদের বেঁচে থাকার জন্য এখন প্রয়োজন সাহস আর সহায়তা। কিন্তু এসব যাঁরা করবেন তাঁরা এক অদ্ভুত বিতর্কে মেতে আছেন। আর এই বিতর্কের ফাঁক গলে ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে মানবতা, সাহস সঞ্চয় করছে সন্ত্রাসীরা। সংখ্যালঘু নির্যাতন কবলিত ভোলার বিভিন্ন এলাকায় আমরা যখন গিয়েছি, কথা বলেছি, তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতাই বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে।

সেই সাথে লক্ষ্য করেছি সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্য আস্ফালন। ভোলায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আমরা পাইনি যারা এই নিপীড়িত মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াবে। এমনকি ভোলার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেউ এসব ঘটনা মনিটরিং করছেন এমনটি আমরা দেখিনি। সংখ্যালঘুরা যাদের ক্যাশ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে নির্যাতনের শিকার হলো সেই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পর্যন্ত তাদের পক্ষে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। ভোলায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী বা শুভানুধ্যায়ীরা এ নিয়ে কোন প্রতিবাদ, আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন এমন কোন নমুনাও আমরা দেখতে পাইনি। যারা ক্ষমতাসীন এবং যাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ উঠেছে সেই বিএনপির সবাই এ ঘটনাকে মেনে নিয়েছেন তাও মেনে নেয়া যায় না। বিএনপির মধ্যে যাঁরা শুভবুদ্ধির বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেন তাঁরাও কেন যেন এ বিষয়ে কোন কথা বলেননি। বিএনপির অনেকে বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা। তিনি যেহেতু অস্বীকার করে বলেছেন সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা তাই এ বিষয়ে আর কেউ কোন কথা বলেননি। ভোলার বিএনপির শুভবুদ্ধির মানুষরা কি পারতেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে বলতে? ভোলা বিএনপির একমাত্র ব্যক্তি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাহজাহান যিনি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। এমনকি হয়ত নিজের মধ্যে জেগে ওঠা বিবেকের আহ্বানে কেঁদেও ফেলেছেন। তাঁর ঐ সরল স্বীকারোক্তিতে বিএনপির অনেকেই নাখোশ হলেও সংখ্যালঘুদের মধ্যে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগের কোন ডাকসাইটে নেতাই নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের সাহস যোগাননি। বাড়িঘর লুট করে নিয়ে গেছে। অনেকের বাড়িতে ভাতের হাড়ি কিংবা শীতের কাপড় পর্যন্ত নেই। লুটের শিকার হয়েছে যারা তাদের দেয়া হয়নি কোন মানবিক সাহায্য, পৌঁছানো হয়নি চাল, ডাল কিংবা শীতের কাপড়। অথচ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সাহস দিয়ে, মানবিক সাহায্য দিয়ে তাদের কাছের মানুষ হতে পারত। অন্যদিকে ভোলায় বিভিন্ন সামাজিক ও বেসরকারী সাহায্য সংস্থার ব্যানারে একশ্রেণীর ধান্ধাবাজ মানুষ নিজেদের ভাগ্য গড়ার কাজে ব্যবহার করছে এই নিপীড়িত মানুষগুলোকে। একমাত্র মহিলা পরিষদ কিংবা দু'একটা সংগঠন ছাড়া অন্য আর কেউই কোন মানবিক উদ্যোগ নেয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬৩৭)
ধামরাইয়ে গৃহকর্তাসহ সকলকে বেঁধে ডাকাতি

ধামরাই প্রতিনিধি ঃ গত ১৬ জানুয়ারি ধামরাই থানা সদরের প্রাণকেন্দ্র চৌদানী পাড়ায় মুদি ব্যবসায়ী জহর সূত্রধরের বাড়িতে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। অস্ত্রের মুখে ২০/২২ জনের এক দল ডাকাত জহর সূত্রধরের বাড়িতে ঢুকে সবাইকে হাত-মুখ বেঁধে রেখে নগদ ৭০ হাজার টাকা, ৬ ভরি স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

গৃহকর্তা মুদি ব্যাবসায়ী জহর সূত্রধর জানায়, থানা পুলিশকে জানিয়ে লাভ নেই, তাই মামলা করিনি।

ভোরের কাগজ, ১৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬৩৮)
সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রসঙ্গে বক্তব্য চেয়ে আদালতের নির্দেশ মানলো না সরকার

শামীমা বিনেত রহমান ঃ গত ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নারীদের ওপর ব্যাপক ধর্ষণসহ দেশজুড়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন-হয়রানির যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করেছে সরকার। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে গত ১৫ জানুয়ারি ছিল সরকারের বক্তব্য দেওয়ার শেষ

সময়সীমা। এ ঘটনাকে দেশের বিশিষ্ট আইনজীবী ও নেতৃস্থানীয়গণ 'আইন অমান্য' ও 'উদাসীনতা' বললেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়।

প্রসঙ্গত গত ১৫ ডিসেম্বর আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষে এডভোকেট সুলতানা কামাল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের মাত্রা, ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য ও হিসাব জানতে চেয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থে মামলা দায়ের করেন। এ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ঐ আদেশ দেন।

নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোটের বিজয় এবং সরকার গঠনের পর সারা দেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীদের ধর্ষণ, পুরুষের ওপর শারীরিক নির্যাতন, ক্রমাগত ভীতি প্রদর্শন— এসব কারণে দেশ ছাড়ার মতো ঘটনা ঘটলেও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী এ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য দিতে থাকেন। ফলে পরিস্থিতি সম্পর্কে ঘোলাটে অবস্থা তৈরি হয়।

সূত্র জানায়, এ কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো সরজমিন পরিদর্শনকারীদের তথ্য বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে ধর্ষণের সংখ্যা, নির্যাতনের ধরণ, নির্যাতিতের সংখ্যা মামলায় তুলে ধরা হয়েছে, যাতে করে সরকার যাচাই করে তার বক্তব্য দিতে পারে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব আইরিন জেড খান গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি জানালেও এখন পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সরকারের বক্তব্য না দেওয়া এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের উদ্যোগ না নেওয়াকে দেশের বিশিষ্টজনেরা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে সরকারের 'জেগে থেকে ঘুমানো' নীতি বলে অভিহিত করেছেন।

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক এবং মামলাকারী এডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, নির্ধারিত সময়েও সরকার উত্তর দেবে না— এতোটা আমরা ধারণা করিনি। এখন বিষয়টি কোর্টেই নির্ধারিত হবে। প্রয়োজনে আমরা আবার পিটিশন করবো।

ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম বলেন, এটা সুস্পষ্টভাবে কোর্টের আদেশ লঙ্ঘন। কোর্টের আদেশ সরকার অমান্য করবে এটা চিন্তাই করা যায় না। সরকারের এরকম উদাসীনতা প্রদর্শন করার অর্থই হলো সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়া।

ড. কামাল হোসেন বলেন, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে এ সম্পর্কিত সকল তথ্য অনুসন্ধানপূর্বক সংগ্রহ করে সেগুলো মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারের সেগুলো নিজে যাচাই করে বক্তব্য দেওয়ার কথা। কিন্তু সময় পার হয়ে গেলেও সরকার তা করেনি। এটাতো জনস্বার্থে মামলা; এ রকম মামলার বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

ভোরের কাগজ, ১৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬৩৯)
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে জাতিসংঘের সামনে প্রতীক গণঅনশন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে সোমবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে ৪ ঘণ্টাব্যাপী প্রতীক গণঅনশন কর্মসূচি পালিত হয়। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহ্বানে এবং ১৫টি সংগঠনের সমর্থনে এই অনশনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশী অংশগ্রহণ করেন। লেখক ডা. মিনা ফারাহ ফলের রস এবং সন্দেশ খাইয়ে অনশন কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটান। এ সময় ডা. মিনা ফারাহ বলেন, আমি দু'দিন আগে বাংলাদেশ থেকে এলাম। সরকারি দলের ছত্রছায়ায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বর্বরোচিত আচরণের অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমার বাড়ি শেরপুর জেলা শহরেও এ ঘটনা ঘটেছে। শেরপুরের এমপি (আ. লীগ) আতিকুর রহমানও প্রতিবাদের সাহস পাচ্ছেন না সন্ত্রাসীদের ভয়ে। একাত্তরের মতোই হায়েনার দল আবার সক্রিয় হয়েছে মানবাধিকার হরণে, হত্যাযজ্ঞে।

অনশন পালনকারীরা জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বরাবর একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ১৯ নবেম্বরে এই একই স্থানে একই দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ সমাবেশ থেকেও কফি আনানকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। অনশনে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুক্তরাষ্ট্র শাখা, বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির ইনক, বাংলাদেশ সর্বজনীন মন্দির ইনক, বাংলাদেশ পূজা সমিতি, বাংলাদেশী মাইনোরিটি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, কমিটি ফর দ্য প্রটেকশন অব মাইনোরিটি রাইটস ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ নিউইয়র্ক, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কনসাস হিন্দুজ, বাংলাদেশী আমেরিকান হিন্দুজ এন্ড ফ্রেণ্ডস, শ্রী শ্রী গৌর নিতাই সংঘ, শ্রীমৎ ভগবত গীতা সংঘ, শ্রী কৃষ্ণ ভক্তসংঘ, শ্রী চৈতন্য সম্প্রদায়, বিবেকানন্দ স্ট্যাডি এন্ড ফিলনথ্রপিক সেন্টার, বঙ্গবন্ধু প্রচার কেন্দ্র ও সমাজকল্যাণ পরিষদ।

অনশন শেষে ঐক্য পরিষদের মুখপাত্র শীতাংশু গুহ বলেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা স্থায়ীভাবে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবেই। আমরা প্রেসিডেন্ট বুশের কাছেও ম্যাসেজ দিয়েছি তালেবানের কবল থেকে নিরীহ সংখ্যালঘুদের রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন এই জাতিসংঘের সামনে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে বিরাট এক সমাবেশের কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। এনা।

ভোরের কাগজ, ১৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬৪০)
ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজকে হত্যার হুমকি

ফরিদপুর সংবাদদাতা ঃ ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ পরিমুক্তানন্দকে হত্যার হুমকি এবং মিশনকর্মী রবিচন্দ্র রায়কে মারধর করেছে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় মিশনের অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে এলাকার কিছু সন্ত্রাসী যুবক মিশনের ভেতরে মাদকদ্রব্য সেবন এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি করে আসছে। গত শনিবার দুপুরে পিয়ার, জুয়েল, মতিন ও হেলাল মিশনের ভেতরে ঢুকে কলার কাঁদি চুরি করার সময় মিশনের কর্মী রবি বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর করে এবং মহারাজকে হত্যার হুমকী দেয়।

দৈনিক খবর, ১৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬৪১)
ঠাকুরগাঁয়ে ন্যাপ নেতার বাড়িতে হামলা ঃ স্ত্রী ও পুত্র গুরুতর আহত

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ঃ বুধবার রাতে হেলমেট পরিহিত একদল সশস্ত্র ক্যাডার ঠাকুরগাঁও শহরের হলপাড়াস্থ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নেতা বিশ্ববন্ধু সরকারের (সোনা সরকার) বাড়িতে প্রবেশ করে তার ছেলে বিএ পরীক্ষার্থী সুব্রত সরকার বুচুকে (২০) উপর্যুপরি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে থাকে। তার চিৎকারে মা শুক্লা সরকার ছেলেকে রক্ষা করতে গেলে অস্ত্রধারীরা তার বুকে-পিঠে ছুরিকাঘাত করে। সুব্রত নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে

সন্ত্রাসীরা বিনাবাধায় চলে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুব্রত ও তার মাকে ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুব্রতর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে গভীর রাতে তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দেন। এদিকে এ হামলার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, বাসদ, গণতান্ত্রিক পার্টি ও ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাব।

যুগান্তর, ১৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬৪২)
কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘুদের বাড়ি দখল ঃ সাতটি পরিবার ঘরছাড়া

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সন্ত্রাসীরা গতকাল কেরানীগঞ্জের কাঁচা রুহিতপুর গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বাড়ি দখল করে নিয়েছে। সাতটি পরিবারের বসতঘরে ঝুলিয়ে দিয়েছে তালা। সন্ত্রাসীদের ভয়ে ওই সাতটি পরিবার এখন ঘরছাড়া। জানা গেছে, ইস্পাহানি কলেজের সাবেক ভিপি সেলিম আহমেদ ও সাবেক জিএস ফারুকের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী গোপাল চন্দ্রের বাড়ির ৫৪ শতাংশ জমি দখল করে সাতটি বসতঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। বাড়ির মালিক গোপাল চন্দ্র সরকার জানান, এই সম্পত্তির ব্যাপারে আপত্তিপূর্ব স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য আদালতের নির্দেশ রয়েছে। সেলিম ও ফারুক জাল দলিল করে বাড়ি দখল করেছে। অন্যদিকে সেলিম ও ফারুকের পক্ষে বলা হচ্ছে, তারা আদালতের পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিয়ে বাড়িটি দখল করেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, গোপাল চন্দ্রের পক্ষে থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি। কিন্তু পুলিশ বলেছে গোপালচন্দ্র থানায় লিখিত কোন অভিযোগ দায়ের করেনি।

গোপাল চন্দ্র সরকারের পৈত্রিক ভিটা এই বাড়ি। আড়াইশ' বছর ধরে তাদের পরিবার এখানে বাস করে আসছে। গতকাল সকাল ১০টার দিকে এলাকার জালিয়াত চক্রের নেতা হিসাবে পরিচিত সেলিম-ফারুকের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা বাড়িটি দখল করে নেয়। তারা বাড়ির অনেক গাছ কেটে ফেলে এবং বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে চারদিকে বেড়া দেয়। সেলিমের লোকজন বাড়ির সাতটি পরিবারের লোকজনকে গালিগালাজ করে এবং ধানের গোডাউন ও দর্জি কারখানা দখল করে তালা লাগিয়ে দেয়। ঢাকার চতুর্থ সাবজজ আদালত ৫ মে ১৯৯৮ সালে গোপাল চন্দ্র সরকারের বাড়ির জায়গার ওপর ১৪৪ ধারা জারি করেন। আদালত এই সম্পত্তি দখলজনিত প্রশ্নে লিখিত আপত্তিপূর্বস্থিতি অবস্থা বজায় রাখার জন্য উভয় পক্ষের প্রতি আদেশ দিয়ে উভয় পক্ষকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দেন।

সাবেক চেয়ারম্যানদের বক্তব্য

রুহিতপুরের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুর রহিম ও আবদুল জলিল মাস্টার জানান, সেলিম ও ফারুক আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নিরীহ গোপাল চন্দ্রের বাড়ি দখল করেছে। আমরা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে তাদের আদালতের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার আহ্বান জানাই। তারা আমাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে জোরপূর্বক গোপাল চন্দ্রের বাড়ি দখল করে।

ফারুক ও সেলিমের পক্ষে বক্তব্য

সেলিম ও ফারুকের একজন সহযোগী বলে, তারা আদালতের পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিয়ে জমি দখল করেছে। অপরদিকে গোপাল চন্দ্র বলেন, সেলিম জাল দলিল করে তাদের সম্পত্তি দখল করেছে।

গোপাল চন্দ্রের ছেলে থানা বিএনপি সভাপতি হাজী নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যান-মেম্বারদের নিয়ে সমাধান করে দেবেন বলে আশ্বাস দেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রুহিতপুর গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। এদিকে কেরানীগঞ্জ থানায় যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার এসআই আলী আহম্মেদ জানান, গোপাল চন্দ্র সরকার মামলা দায়েরের জন্য থানায় এলেও শেষ পর্যন্ত মামলা দায়ের করেননি। পরে আসার কথা বলে তিনি চলে যান। মামলা করতে চাইলে পুলিশ যে কোন সময় তার মামলা গ্রহণ করবে। ডিউটি অফিসার জানান সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে আদালতে মামলা রয়েছে বলে তিনি গোপাল চন্দ্র সরকারের কাছে শুনেছেন। ওসি মোবারক আলী খান জানান, তিনি দখল-বেদখল, হামলা, লুটপাটের কোন অভিযোগ পাননি। গোপাল চন্দ্রের মৌখিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এসআই শহীদের নেতৃত্বে একটি টিম ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০০২

(৬৪৩)
সন্দ্বীপের এক সহায়হীন সংখ্যালঘু পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে যুবদল ক্যাডারের চাঁদাবাজির দৌরাত্ম্য

নিরুপম দাশগুপ্ত, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ক্যাডারদের হাতে মোটা অংকের চাঁদা দিতে না পারায় দ্বীপাঞ্চল সন্দ্বীপের এক সংখ্যালঘু পরিবার বর্তমানে গৃহছাড়া। ওই পরিবারের কেউ হাতিয়া, কেউ চট্টগ্রাম শহরে এখন বেঁচে থাকার ঠিকানা খুঁজছে। সহায়-সম্বলহীন এই পরিবার জানে না শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে কি আছে। কর্মযোগী মানুষ— তারপরও বিধাতাই তাদের শেষ ভরসা। প্রশাসনের ওপর বিশ্বাস কমে গেছে তাদের।

সন্দ্বীপ উপজেলার কালাপানিয়া গ্রামের মৃত উমেশ চন্দ্র বণিকের পুত্র মন্টু কুমার বণিক। স্ত্রী, এক কন্যা ও দুই পুত্র নিয়ে পরিবার। দীর্ঘদিন পশ্চিম জার্মানে থেকে '৯৪ সালের দিকে দেশে ফিরে গ্রামে একটি ঘড়ির দোকান দেন এবং স্থায়ীভাবে দেশে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জানান, '৯৬ সালের ২৩ মার্চ দুপুর আড়াইটা। দোকান থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। কালাপানিয়ার খুন্ন্যারবাড়ি এলাকায় পৌঁছলে ছাত্রদল নামধারী একদল সন্ত্রাসী তাকে ঘিরে ধরে বেদম পেটাতে থাকে এবং ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। সন্ত্রাসীরা এ সময় তার নিচের চোয়ালের দুটি দাঁত উপড়ে ফেলে। এ ঘটনার পর তিনি সন্দ্বীপ থানায় ২৩ জনকে আসামি করে একটি মামলা (নং ৩(৫)৯৬) দায়ের করেন। এই ২৩ আসামি ছাত্রদল ও যুবদলের সঙ্গে জড়িত ছিল। এরপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসী গা ঢাকা দেয়।

মন্টু বণিক জানান, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ওইসব আসামি প্রকাশ্যে চলাফেরা শুরু করে এবং তাকে মামলা প্রত্যাহার করে নিতে নানাভাবে হুমকি-ধামকি দিতে থাকে। এভাবে চলার পর একদিন হঠাৎ যুবদলের চিহ্নিত ক্যাডার মো. হায়াত (মামলার প্রধান আসামি), মাকসুদুর রহমান, জামশেদ, মাঈনুউদ্দিন ও মো. হোসেনসহ প্রায় ১৫/১৬ জন সন্ত্রাসী তার দোকানে যায়। সন্ত্রাসীরা আবারও দেড় লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে এবং সত্বর আগের মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়ার হুকুম দেয়। মন্টু বণিকের কাছ থেকে এ সময় কোন উত্তর না পেয়ে কয়েজন সন্ত্রাসী তাকে কিলঘুসি মারে এবং ১৫ দিনের মধ্যে দাবিকৃত টাকা পরিশোধ করার ফরমান জারি করে চলে যায়।

এ ঘটনাটি তিনি তাৎক্ষণিক থানা প্রশাসন ও এলাকার গণ্যমান্য সকলকে অবহিত করেন। এরপর সময়মতো তিনি দাবিকৃত টাকা পরিশোধ না করলে সন্ত্রাসীরা পুনরায় শাসিয়ে

যায় এবং হুমকি দেয় যে, '৯৬ সালে তাদের বিরুদ্ধে করা মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়া না হলে পরিণাম শুভ হবে না।

এরপরের ঘটনা আরও ভয়াবহ। সংসদ নির্বাচনের একদিন পর ২ অক্টোবর রাত ১১টা। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সন্ত্রাসীরা মন্টু বণিকের বাড়িতে হাজির হয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। দরজা খুলে মন্টু বণিক ঘর থেকে বের হলে সন্ত্রাসীরা ধারালো কিরিচ দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। একপর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর সন্ত্রাসীরা ঘরে ঢুকে একটি রঙিন টেলিভিশন, একটি ভিসিআর, ১টি টু ইন ওয়ান, ৫টি মূল্যবান ঘড়ি, ৩ ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ ২৫ হাজার টাকা, ৩টি লাগেজে ভর্তি পোশাক পরিচ্ছদ, ১টি সাইকেল ও হাড়ি-পাতিল লুট করে নিয়ে যায়। বীরদর্পে সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার পর প্রতিবেশীরা রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় গাছুয়া হাসপাতালে মন্টু বণিককে ভর্তি করায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়লে পরদিন চট্টগ্রাম শহরে এনে ইউএসটিসি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ একমাস চিকিৎসাশেষে তিনি কিছুটা সুস্থ। তবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত চিহ্ন স্পষ্ট।

নির্ঘাত মৃত্যুর পথ থেকে ফিরে এসে মন্টু কুমার বণিক অনেকটা নির্বাক, চোখে-মুখে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তার ছাপ। চোখের জলই তার একমাত্র সান্ত্বনা। থানা প্রশাসনে আস্থা খুঁজে পান না তিনি। কারণ তার মতে, অভিযোগের পর অভিযোগ দিয়েও সন্দ্বীপ থানা পুলিশ এমন আচরণ করে, 'আমিই যেন অপরাধী।' সন্ত্রাসীদের ভয়ে তিনি নতুন করে মামলা করার সাহসও পাচ্ছেন না। তবে এ ব্যাপারে চট্টগ্রামের ডিআইজি, এডিএম, পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে অবহিত করলেও সন্ত্রাসীরা বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে তিনি জানান। এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসী তার আপন ভাই কিরণ বণিককেও কৌশলে জিম্মি করে রেখেছে বলে তার ধারণা। কারণ ভাইয়ের সঙ্গেও তার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

মন্টু বণিক বর্তমানে নগরীর একটি হোটেলে দিনযাপন করছেন। আর স্ত্রী ও সন্তানরা শ্বশুরবাড়ি হাতিয়া উপজেলায়। মেয়ে এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। নিরাপত্তার অভাবে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে পারেনি। ফাইনাল পরীক্ষাও আর দেয়া হবে না। সব মিলে ঘোর অন্ধকার এই পরিবারের সদস্যদের সামনে— যেন দেখার কেউ নেই।

সংবাদ, ১৯ জানুয়ারি ২০০২

(৬৪৪)
কেরানীগঞ্জে চাঁদার দাবীতে সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা

কেরানীগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ গতকাল শুক্রবার রুহিতপুর কাঁচা এলাকায় ফারুক ও সেলিমের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাম প্রসাদ সরকারের বাড়িতে চাঁদার দাবীতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে। রাম প্রসাদের ছেলে গোপাল সরকার জানায়, সকালে সন্ত্রাসীরা বাড়িতে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করে। গাছপালা কেটে নিয়ে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ জানুয়ারি ২০০২

(৬৪৫)
পুলিশ পাহারায় নাটোরের আড়াই শ' পরিবার

নাটোর, ১৯ জানুয়ারি, সংবাদদাতা ঃ লালপুরের আড়াই শ' পরিবার প্রায় দেড় মাস ধরে পুলিশ পাহারায় রয়েছে। চাঁদার দাবিতে হামলা, বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট ও মারপিটের শিকার হওয়ার পর এসব পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে সার্বক্ষণিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। গ্রামগুলো হচ্ছে দিলালপুর, গোবরবাড়ী, ইসলামপুর ও নর্থবেঙ্গল সুগার মিল চত্তরের সুইপার কলোনি।

দিলালপুরের দেড় শ' পরিবার, গোবরবাড়ী ইসলামপুরের ৬৫০ পরিবার ও সুইপার কলোনিতে ৪০ পরিবারকে সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে রক্ষা পেতে পুলিশ পাহারায় থাকতে হচ্ছে।

এর আগে বড়াই গ্রামের হারোয়া ও ছাতিয়ানগাছার ৬৫টি খ্রীস্টান পরিবার এবং গুরুদাসপুরের যোগেন্দ্রনগরে ৪২টি হিন্দু পরিবারও মাসাধিককাল পুলিশ পাহারায় থেকেছে। পরে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসায় এসব এলাকা হতে পুলিশ প্রত্যাহার করা হয়। তবে পুলিশ প্রত্যাহারের পর ৬৫ খ্রীস্টান ও ৪২ হিন্দু পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। জানা গেছে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হলেও সন্ত্রাসীদের বেশির ভাগই এখন পর্যন্ত আটক হয়নি। তারা বাইরে থেকে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা তুলে নেয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ জানুয়ারি ২০০২

(৬৪৬)
মুক্তি পাওয়ার পর সাক্ষাৎকারে শাহরিয়ার কবির ঃ ছবিটি শেষ করবোই

কাগজ প্রতিবেদক ঃ শাহরিয়ার কবির কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর বলেছেন, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিয়ে যে ছবি তিনি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেটা শেষ করবেন। এটা থেকে কেউ তাকে নিরস্ত করতে পারবে না। তিনি বলেন, তারা একবার ফুটেজ নিয়েছে। এরকম হাজার ফিট ফুটেজ বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া যাবে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিয়ে ছবি বানানো তার দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা।

১ অক্টোবর নির্বাচনের পর সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কারণে দেশত্যাগী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার ফলে তার নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয়। এ মামলায় জামিনে মুক্তি পেয়ে গতকাল আড়াই মাস পর তিনি নিজ বাড়িতে ফেরেন। তার নাতি-নাতনিরা কাঁচা হাতে বাড়ির দরজায় লিখে রেখেছে, 'ওয়েল কাম ব্যাক হোম'। নাতি-নাতনিরা বলছে ঈদের দিন নানু (শাহরিয়ার কবির) বাসায় ছিল না। ঈদও ঠিক মতো পালন করতে পারেনি। আজ (গতকাল) তাদের ঈদ। বাড়িতে ফিরে পরিবার -পরিজন সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি আগত শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গেও তিনি কথা বলছিলেন। এরই ফাঁকে তিনি ভোরের কাগজকে সাক্ষাৎকার দেন।

তিনি বলেন, জামিনের আদেশ পাওয়ায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সকলেরই মত প্রকাশের অধিকার আছে। তিনি বলেন, কেউ যদি তার ওপর কোনো ধরনের নির্যাতন হয়েছে এটা বর্ণনা করে আর অন্য কেউ তা ধারণ করলে এর মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কি থাকতে পারে এটা বোধগম্য নয়। তার ধারণ করা ক্যাসেটগুলোতে (বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে) ৩০ জন দেশত্যাগী হিন্দুর সাক্ষাৎকার রয়েছে বলে তিনি জানান। নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে তিনি বলেন, নজিরবিহীন নির্যাতন হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর। দেশত্যাগী হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তিনি বলেন, '৭১-এ যারা দেশত্যাগ করেছিল, তারা অপেক্ষায় ছিল দেশ স্বাধীন হলে আবার দেশে ফিরে আসবে। কিন্তু এ সময়ে তাদের সামনে সে আশাও আর নেই। আশি বছরের এক বৃদ্ধা মন্তব্য করেছেন, 'ভিক্ষা করে খাবো, তবু দেশে আর ফিরে যাবো না।' তিনি বলেন, কোন অবস্থায় মানুষ দেশ ছেড়ে যায় তা নিয়ে আমরা একটুও ভাববো না? বার বার বানোয়াট, সাজানো, অতিরঞ্জিত বলে পাশ কাটাতে চাইবো?'

কারাগারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু তিনি জানাতে চাননি। তিনি বলেন, তারা নানাভাবে 'ইন্টারোগেশান' করেছে। কখনো কখনো জয়েন্ট ইন্টারোগেশান করেছে। কিন্তু তারপরও মাথানত করিনি। তাদের ইচ্ছামতো বক্তব্য দেইনি। কারাগারে তার ওপর মানসিক

নির্যাতন করা হয়েছে। সাংবাদিক, লেখক হিসেবে তাকে কাগজ-কলমও দেওয়া হয়নি বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, এছাড়া বন্দীরা সকলে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। অনেকেই কারাগার থেকে বেরিয়ে নির্মূল কমিটি করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এমনকি বিএনপির ছেলেরাও সরকারের এ আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

তার প্রতি সরকারের আচরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিমানবন্দরে পুলিশ ও কর্মকর্তারা যে আচরণ করেছে এটা ছিল পাকিস্তানি আচরণ। তারা যেভাবে ব্যাগ খুলে তল্লাশি করছিল তাতে মনে হচ্ছিল '৭১-এ আছি। এমনকি জামিন পাওয়ার পরও সন্দিহান ছিলাম বাড়ি ফিরতে পারবো কিনা। তিনি তার পরবর্তী কর্মসূচি সম্পর্কে বলেন, আঘাত এসেছে বাঙালিত্বের ওপর। এ আঘাতের মোকাবিলা করতে হবে। যেন হিন্দু-মুসলিম সকলে মিলেমিশে এদেশে বাস করতে পারি তার জন্য লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি আগের মতো আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন বলে জানান।

এছাড়া তিনি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইস্যুতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়া তার মুক্তির ব্যাপারে আইনজীবী ও সাংবাদিকদের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞতা জানান।

ভোরের কাগজ, ২১ জানুয়ারি ২০০২

(৬৪৭)
খোদ কেরানীগঞ্জেই সংখ্যালঘু পরিবার আক্রান্ত অবরুদ্ধ!

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকার উপকণ্ঠে কেরানীগঞ্জের একটি সংখ্যালঘু পরিবার সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছে যে, কেরানীগঞ্জের রোহিতপুর গ্রামে তাদের বসতবাড়ি বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং সন্ত্রাসীরা ওই বাড়ি অবৈধ দখলের জন্য পরিবারের সকল সদস্যকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এ বিষয়ে কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা করতে গেলে থানা মামলা গ্রহণ করেনি। ফলে তারা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট (আমলী) আদালত 'খ' অঞ্চল ঢাকায় মামলা করেছেন।

রবিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আহূত এই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য দেন বাড়ির মালিক গোপাল চন্দ্র সরকার। এ সময় তার বড় ছেলে বলরাম সরকার এবং অন্য আত্মীয়স্বজন হরিগোপাল সরকার ও স্বপন কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা তার পিতৃপুরুষের বসতবাড়ির মালিকানা দাবি করে সেখানে অবৈধ সাইনবোর্ড স্থাপন করেছে এবং বাড়ির সবাইকে প্রায় অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এ অবস্থায় তার গোটা পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তিনি জানান, সন্ত্রাসীরা অবৈধভাবে তার বাড়ি দখলের পর বিভিন্ন ধরনের ১০৫টি গাছ কেটে ফেলে এবং দর্জি কারখানার দুটি ফ্যান, বেশ কিছু কাপড় এবং বেড়া দেয়া বাড়ির সীমানার টিন, সিমেন্টের খাম লুট করে নিয়ে যায় এবং কয়েকটি ঘরে তালা লাগিয়ে দেয়।

গোপাল চন্দ্র সরকার জানান, কেরানীগঞ্জ থানা তার ডায়েরি গ্রহণ না করায় তিনি ঢাকা জেলা 'খ' অঞ্চলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট (আমলী) আদালতে মামলা করেছেন। মামলায় ১৩ জনকে আসামী করা হয়েছে। মামলার সাক্ষী রয়েছেন ১৪ জন। মামলায় বলা হয় গত ১৮ জানুয়ারি সন্ত্রাসীরা অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে এবং সাক্ষীদের এলোপাতাড়ি কিল, ঘুষি, লাথি মারে এবং মহিলাদের গায়ে হাত দিয়ে অশোভন আচরণ করে ও লাঠি দিয়ে পিটাতে থাকে। আসামী সেলিম ও ফারুকের নির্দেশে অন্যান্য আসামীরা এই অত্যাচার চালায়। এক প্রশ্নের জবাবে গোপাল চন্দ্র সরকার জানান, স্থানীয় সংসদ সদস্য আমানউল্লাহ আমানকে বিষয়টি জানানো হয়নি। এ ব্যাপারে স্থানীয় বিএনপি সভাপতি নাজিমউদ্দিনকে জানালে তিনি বলেন, বিষয়টি তিনিই মীমাংসা করে দেবেন। এই ছোট বিষয় সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রীকে জানানোর প্রয়োজন নেই। গোপাল চন্দ্র সরকার তার বাড়িতে হামলাকারীরা স্থানীয় ছাত্রদলের নেতা-কর্মী বলে জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ জানুয়ারি ২০০২

(৬৪৮)
পাইকগাছায় সংখ্যালঘুদের তিনটি চিংড়ি ঘের দখল

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ পাইকগাছার পল্লীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তিনটি চিংড়ি ঘের দখল করে নিয়েছে জোট সরকারের সমর্থক সন্ত্রাসীরা। বৃহস্পতিবার সকালে লস্কর ইউনিয়নের ঘড়িয়া ঢেমসাখালি গ্রামে মুরারী মোহন সরদারের ৫০ বিঘা ও ৮৭ বিঘার দু'টি এবং সন্তোষ কুমার সরদারের ৩০ বিঘার একটি ঘের অস্ত্রধারীরা দখল করে নেয়। এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়েরের পরও থানা প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, পাইকগাছা থানাধীন আমতলা গ্রামের মহম্মদ আলী সানা, মোফেজুল সানা, হারুন অর রশিদ, জব্বার মোল্লা ও হালিম সানার নেতৃত্বে ৪০ থেকে ৫০ জন লোক বৃহস্পতিবার সকালে লাঠিসোটা ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুরারী মোহন সরদারের দু'টি এবং সন্তোষ কুমার সরদারের একটি ঘের দখল করে নিয়েছে। তিন বছর পূর্বে তারা এই ঘের তিনটি করে। চুক্তি অনুযায়ী আরও দু'বছর ওই ঘেরের মালিক মুরারী ও সন্তোষ। জোট সরকারের ছত্রছায়ায় থাকা সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে জীবননাশের হুমকি দিয়ে ঘের মালিকের লোকদের হটিয়ে দিয়ে সেখানে দখল নিয়েছে। এ ঘটনার পর প্রতিকার চেয়ে মুরারী মোহন সরদার পাইকগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত আবেদন করেছে। ইউএনও জরুরীভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য থানা প্রশাসনকে লিখেছেন। কিন্তু থানা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বরং থানা-পুলিশ বিবাদী পক্ষের সঙ্গে দেন দরবার করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘের দখলের এ ঘটনায় সংখ্যালঘু ঘের মালিকদের মধ্যে নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ জানুয়ারি ২০০২

(৬৪৯)
সংখ্যালঘু নির্যাতন
চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় গাইবান্ধায় ১ দম্পতিকে দেশ ছাড়ার হুমকি

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় জনতা ব্যাংক কর্মচারী কাকলী স্যানাল হয়রানির শিকার হয়েছেন। বিএনপির ক্যাডাররা তার স্বামী সুব্রত চক্রবর্তীকেও সপরিবারে দেশ ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। ঘটনা ঘটেছে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বামনডাঙ্গায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বামনডাঙ্গা এলাকার স্থায়ী অধিবাসী সুব্রত চক্রবর্তী একজন হোমিও চিকিৎসক। তার স্ত্রী কাকলী স্যানাল জনতা ব্যাংক বামনডাঙ্গা শাখায় কর্মরত একজন টাইপিস্ট কাম সুপারভাইজার। একই ব্যাংকে কর্মরত কৃষি ক্লার্ক আজগর আলী নিজেকে বিএনপির ক্যাডার বলে পরিচয় দিয়ে কাকলীর স্বামীর কাছে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে; কিন্তু এই চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় কাকলী স্যানালকে ১৫ দিনের ব্যবধানে দু'বার বদলির

আদেশ এবং তার স্বামীকেও দেশ ছেড়ে যাওয়ার হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে। কাকলী এখন জনতা ব্যাংক গাইবান্ধা প্রধান শাখায় কর্মরত।

এ ব্যাপারে কাকলীর স্বামী জনতা ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে সুবিচার চেয়ে একাধিক অভিযোগ পেশ করেও কোন প্রতিকার পাননি বলে অভিযোগ করেন।

সংবাদ, ২১ জানুয়ারি ২০০২

(৯৫০)
দাউদকান্দিতে দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

কুমিল্লা থেকে মাহবুব আলম বাবু ঃ জেলার দাউদকান্দি উপজেলার দক্ষিণ আকালিয়ায় দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের অভিযোগে গত ১৯ জানুয়ারি কুমিল্লার দ্বিতীয় কগনিজেন্স আদালতে ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই সম্পত্তির সেবায়েত জয়দেব চন্দ্র এই মামলা দায়ের করেন। অভিযোগে জানা গেছে, দাউদকান্দির বড় গাজীপুর গ্রামের আবদুল হাকিমের ছেলে আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে তাদের কেনা সম্পত্তি বলে দাবি করে দক্ষিণ আকালিয়া মৌজার বাতাকান্দির এক একর ৩২ শতক দেবোত্তর সম্পত্তি দীর্ঘদিন থেকে দখলের পাঁয়তারা করে আসছে। ওই জমিতে গত ১৮ জানুয়ারি জোর করে প্রাচীর নির্মাণের চেষ্টা করলে সেবায়েতরা তাতে বাধা দেন। এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

মামলার বাদি জয়দেব জানান গত ভূমি জরিপের সময় নিজেদের নাম জারি করতে ব্যর্থ হয়ে জাল দলিলের মাধ্যমে আবুল কালাম আজাদ দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের জন্য সেবায়েতদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। কখনো পুলিশের সহযোগিতাতেও তাদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বাতাকান্দি বাজারসহ দক্ষিণ আকালিয়া মৌজায় কয়েকটি জায়গা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় আবুল কালাম আজাদ ছাড়াও তার ভাই শফিউল আজম পলু, নাহিদুল হক, নাদিরা বেগম ও আজাদের মা প্রাথমিক স্কুল শিক্ষিকা খাদিজা আকতারের বিরুদ্ধে একই আদালতে আরো ৩টি মামলা রয়েছে। মামলাগুলো দাউদকান্দি থানায় তদন্তাধীন বলে জানা গেছে।

এদিকে আজাদ ও তার ভাই পলুর অত্যাচারে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

সংবাদ, ২১ জানুয়ারি ২০০২

(৬৫১)
লক্ষীপুরে চাঁদার দাবিতে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা লুটপাট

সেনবাগ প্রতিনিধি ঃ লক্ষীপুরের এক পল্লীতে ৫০ হাজার টাকা চাঁদার দাবিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২টি বাড়িতে সন্ত্রাসীদের বার বার হামলা চালানোর খবর পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসীরা মূল্যবান গাছ, বাড়ির আসবাবপত্র ও নগদ টাকাসহ প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটপাট করেছে বলে জানা গেছে। ঘটনাটি লক্ষীপুর সদর উপজেলার ১২ নং হাজিরপাড়া ইউপির মিরপুরের পার্শ্ববর্তী আলাদাদপুর ধোয়া ও কোঁয়ার বাড়িতে ঘটেছে। এলাকায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত রোববার ধোয়া এবং কোঁয়ার বাড়িতে ছাত্রদল নামধারী কতিপয় ক্যাডার সুরেশ চন্দ্র সাহা, তরণী কুমার ও পরিমলের কাছে পৃথকভাবে ৫০, ২০ ও ১০ হাজার টাকা চাঁদার দাবি করে। এতে তরণী কুমার সন্ত্রাসীদের ভয়ে ধার্যকৃত চাঁদার অংক পরিশোধ করলেও বাকিরা আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সন্ত্রাসীরা তাদের নির্ধারিত চাঁদার হার

অনুসারে ওই দিনই হামলা চালিয়ে ধোয়া বাড়িতে বসবাসরত বেশ কটি পরিবারের মূল্যবান গাছ, আসবাবপত্র লুটপাট, তছনছ ও নগদ টাকাসহ প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকা ক্ষতিসাধন করে।

যুগান্তর, ২১ জানুয়ারি ২০০২

(৬৫২)
শাঁখারীবাজারে মূর্তি ভাঙচুরের প্রতিবাদ মিছিলে হামলা, আহত ২০

কাগজ প্রতিবেদক ঃ পুরান ঢাকার শাঁখারী বাজারে শনিদেব মন্দিরে হামলা ও মূর্তি ভাংচুরের প্রতিবাদে গতকাল সন্ধ্যায় হিন্দু সম্প্রদায় একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করলে মিছিলে হামলা চালানো হয়। অজ্ঞাতদের হামলা ও পুলিশের লাঠিচার্জে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। ইট-পাটকেলের আঘাতে মাথা ফেটেছে ৪ জনের। মিছিলকারীরা অভিযোগ করেছে, সন্ত্রাসীরা তাদের মিছিলে ইট-পাটকেল নিক্ষেপের পাশাপাশি গুলিও বর্ষণ করে। তবে কোতোয়ালি থানার পুলিশ বলেছে, মিছিলকারীরা সিটি করপোরেশনের একটি গাড়ি ভাংচুর করেছে।

জানা গেছে, মন্দিরে হামলা এবং কালিমূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে সন্ধ্যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নারী-পুরুষ একটি মিছিল বের করে। এটি ছিল তাদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ। মিছিলটি শাঁখারীবাজার থেকে বেরিয়ে তাঁতীবাজার ঘুরে ইসলামপুর এলাকায় প্রবেশ করলে একটি ৬ তলা ভবনের ওপর থেকে ইট পাটকেল ও গরম পানি নিক্ষেপ করা হয়। এতে মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি শুরু করে। এ সময় পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। অভিযোগ রয়েছে, মিছিলে সন্ত্রাসীরা গুলিও চালিয়েছে। এ সময় কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে শান্তি রঞ্জন দে, তারক বড়াল ও সুকুমারের অবস্থা গুরুতর। তাদের মাথা ফেটে গেছে।

হামলার পর মিছিলকারীরা শাঁখারীবাজারে ফিরে এসে মন্দিরের সামনে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।ওই সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট ভোলানাথ দত্ত, প্রদীপ ধর, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, বাসুদেব ধর, প্রেম রঞ্জন দেব, বাবুল দাস, এডভোকেট শ্যামল রায় প্রমুখ। প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন অজয় কুমার নন্দী।

মূর্তি ভাংচুর এবং প্রতিবাদ মিছিলে হামলার প্রতিবাদে আজ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শাঁখারীবাজরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালনের কর্মসূচি রয়েছে। এই কর্মসূচিতে মেজর জেনারেল (অবঃ) সি. আর দত্তসহ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

এদিকে, গতরাতে এ ব্যাপারে মেজর জেনারেল (অবঃ) সি. আর দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা করে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। আমরা তো কোনও সহিংসতা করিনি। তিনি বলেন, আমাদের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির নিরাপত্তা দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। হামলার পর পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।

আজকের কাগজ, ২১ জানুয়ারি ২০০২

(৬৫৩)
নাটোরের উদীশা গ্রামে চাঁদাবাজি অব্যাহত
সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে পুলিশি পাহারা ॥ সর্বহারাদের হুমকিমুলক চিঠি 'তোর মৃত্যু অনিবার্য'

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার সিংড়া থানার উদীশা গ্রামে সংখ্যালঘুদের চাঁদাবাজির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলার খোদ

কর্মকর্তা বলেছেন, "দাদা চাইলে ২৪ ঘণ্টা পুলিশ থাকবে। তবে পত্রিকায় দেবেন না। দিলে চাঁদাবাজরা পালিয়ে যাবে।"

গত ১৭ জানুয়ারি দুপুর ১২ টার দিকে জেলা পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম, সিংড়া থানার ওসি এ. বি. এম সুলতান মাহমুদ, ইউপি চেয়ারম্যান মলয় সরকার ও কালীগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ কর্মকর্তাসহ অ্যামনেস্টি ইন্টান্যাশনাল বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের পরিচালক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (অ্যাডভোকেট) উদীশা গ্রাম পরিদর্শন করে ভিকটিমদের কাছ থেকে নির্যাতনের বিবরণ শোনেন। ১৭ জানুয়ারি বিকেল ৩টায় এই প্রতিনিধি যখন ওই গ্রামে পৌঁছেন, তখনও চারজন পুলিশ সেখানে মোতায়েন করা ছিল। তারা জানান, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে তারা ডিউটি দিচ্ছেন। গ্রামের অনেকেই জানালেন, গত ৩০ ডিসেম্বর রাত ৯টায় পরপর দু'বার নির্বাচিত ইউপি মেম্বার নিতাই তালুকদারের বাড়ি লুট হয়। দুর্বৃত্তরা ১ লাখ টাকা চাঁদা চায়। ওই টাকা তারা ১৭ জানুয়ারির মধ্যে গোয়ালবাড়িয়া ব্রিজের কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা বলে। পরদিন সকালে স্ত্রী বিউটিকে নিয়ে বাড়ি থেকে নিতাই তার অন্য ভাই ঢাকায় অবস্থানরত মৃদুল কান্তি তালুকদার তুফানের কাছে যান। সেখান থেকে ফিরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নাটোর জেলার সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট সুশান্ত ঘোষকে জানান। ইতোমধ্যে জেলা পুলিশ সুপারকেও ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। এর মধ্যে একই সন্ত্রাসীরা প্রতিবেশী শ্রীরাম কানাইয়ের কাছে ৬০ হাজার টাকা দাবি করে বলে, সর্বহারা দলের সদস্য হিসেবে পুলিশের খাতায় নাম পড়েছে। কেটে দিতে এই টাকা দিতে হবে। এরপর নিতাই তার সহপাঠী নাটোর-৪ আসনের এমপি বিএনপি নেতা মোজাম্মেল হককে জানান। তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেন। সিংড়া থানা বুথকে চৌগ্রাম রাজবাড়ি পেরিয়ে চলনবিলের পেটের মধ্যে দু'পাশে ইরি ক্ষেত পেরিয়ে ৯ মাইল দূরত্বে দুর্গম এলাকায় প্রায় একশত হিন্দু পরিবার অধ্যুষিত উদীশা গ্রামে এই প্রতিনিধি পৌঁছুলে সবাই অনুরোধ করেন, পত্রিকায় রিপোর্ট না করার জন্য। কারণ কর্মকর্তারা বলেছেন, পত্রিকায় দিলে অপরাধীরা পালিয়ে যাবে, ধরা যাবে না। তাদের আরো বিপদ হবে। তারা গ্রামে বসবাস করতে পারবে না। এরমধ্যে মাঝবয়সী এক মহিলা জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশকে জানানো হয়েছে। এ পর্যন্ত মামলা হয়নি কেউ গ্রেফতার হয়নি। তবে গত ১৭ জানুয়ারি পুলিশ এজাহার নিয়ে গেছে। ৩ দিনে আসামি ধরার আশ্বাসও দিয়ে গেছেন তারা।

এদিকে ১৬ জানুয়ারি ডাকযোগে নিতাইয়ের নামে চিঠি এসেছে। এই বলে তাতে হুমকি দেয়া হয়েছে— "তুই যেখানে থাকিস মৃত্যু অনিবার্য।" এই রকম মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে ওই গ্রামের হিন্দু অবস্থাশালী অনেক পরিবারের ওপর। কেউ প্রকাশ করতে চায় না। সন্ধ্যায় পথ দেখিয়ে এগিয়ে দেয়। তাদের চোখেমুখে ছিল সন্ধ্যায় নেমে আসা অন্ধকারের ছায়া। বিদায়ের আগে তাদের কথা ছিল, "সাবধানে থাকবেন।"

সংবাদ, ২১ জানুয়ারি ২০০২

(৬৫৪)
ঝালকাঠিতে সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপির হামলা, আহত ১০

ঝালকাঠি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চাঁদা না দেয়ায় ঝালকাঠির সদর উপজেলার গুয়াটন গ্রামে বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা ৫টি হিন্দু পরিবারের উপর হামলা ও ভাঙচুর করেছে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হাতে তিন মহিলাসহ আহত হয়েছে ১০ জন। গুরুতর আহত ৩ জনকে

ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত সোমবার এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে গতকাল বুধবার ঝালকাঠি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

হামলায় আহতদের একজন জানান পৈতৃক ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ ও দেশত্যাগে বাধ্য করার জন্য ওই এলাকার বিএনপি নামধারী কতিপয় সন্ত্রাসী নির্বাচনের পর থেকেই তাদের ওপর মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে আসছে। চাঁদা দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ঘটনার দিন বেলা ১১টার দিকে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায় ও লুটপাট করে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলায় পুষ্পরানী (৪০), কার্তিক চন্দ্র (৬০), ক্ষিতিশ রায় (৭০), বিউটি (২৫), দুলাল (২৮), বিমল (৩২), আহ্লাদি (৫০), আশীষ রায় (২৫) ও সুকুমার (৩৫) আহত হয়। শেষোক্ত তিনজনকে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ২৪ জানুয়ারি ২০০২

(৬৫৫)
মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করেছে ডাকাতদল

সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ ঃ রায়গঞ্জ উপজেলার পানগাছি গ্রামের একটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ডাকাতদল নগদ অর্থসহ প্রায় ২৫ লাখ টাকা মূল্যের মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেছে, এই সময় ডাকাতদের হামলায় ১৯ জন আহত হয়।

পুলিশ জানায়, ঘটনার দিন ২৫/৩০ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাতদল গ্রামের ক্ষ্যাপা কর্মকারের বাড়িতে হানা দেয়। এ সময় বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। বর পক্ষও সে সময় উপস্থিত ছিল। ডাকাতদল হামলা চালিয়ে বাড়ির লোকজনকে মারধর করে এবং নগদ অর্থসহ অন্যান্য সামগ্রী লুট করে।

পুলিশ দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এ ব্যাপারে একটি মামলা হয়েছে।

দি নিউ নেশন, ২৫ জানুয়ারি ২০০২

(৬৫৬)
ঝালকাঠিতে হিন্দুপাড়ায় হামলা ঃ ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ হিন্দু পাড়ায় সন্ত্রাসী হামলা, লুটপাট ও ভাংচুরের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ঝালকাঠি সদর উপজেলার শেখেরহাট ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি বাচ্চু গাজীকে (২৫) বুধবার রাতে গ্রেফতার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করার পর তার জামিনের প্রার্থনা নামঞ্জুর হলে তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

শেখেরহাট ইউনিয়নের কার্তিক রায় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় বাদী হয়ে বাচ্চু গাজী ও তার দলের অপর ৭ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করলে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

যুগান্তর, ২৫ জানুয়ারি ২০০২

(৬৫৭)
বেড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ঃ মাতা পুত্র আহত

বেড়া (পাবনা) প্রতিনিধি ঃ উপজেলায় বুধবার সন্ত্রাসী হামলায় সংখ্যালঘু এক পরিবারের মা ও তার দুই পুত্র মারাত্মক আহত হয়েছেন। জানা যায়, বুধবার উপজেলার নাকালিয়া বাজারের মুদি ব্যবসায়ী নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডুর পুত্র দুলাল চন্দ্র কুণ্ডু (৩৭) ও গৌতম কুণ্ডু (২৫) কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির কাছে পৌঁছানো মাত্র ওঁৎ পেতে থাকা ৪/৫ জনের সন্ত্রাসী দল দু'ভাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। চিৎকার শুনে বাড়ির দরজা খুলে তাদের মা ফুলেশ্বরী কুণ্ডু (৫৫) ছুটে আসেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা তাকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত করে। মা-পুত্রের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত মা ও দুই পুত্রকে বেড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

যুগান্তর, ২৫ জানুয়ারি ২০০২

(৬৫৮)
বগুড়ায় কালী মূর্তি ভাংচুর ঃ উত্তেজনা

উত্তরাঞ্চল ব্যুরো ঃ বগুড়া সদরের চাঁদমুহা হরিপুর উত্তর হিন্দুপাড়ায় একদল দুর্বৃত্ত কালীমূর্তি ভাংচুর করেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সংঘটিত এ ঘটনার পর স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় ওই মন্দিরের পুরোহিত অবিনাশ চন্দ্র পালিত বাদী হয়ে শুক্রবার সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

স্থানীয় একটি সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে, দু'বছর আগে দুর্বৃত্তরা ওই মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর করেছিল। সে সময় মূর্তি ভাংচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলা তুলে নিতে একটি প্রভাবশালী মহল বারবার মন্দির কমিটির লোকজনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আসছিল। ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে ওই মহল আবারও মামলা তুলে নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। সূত্রটি দাবি করেছে, মামলা তুলে না নেয়ার কারণেই দুর্বৃত্তরা বৃহস্পতিবার রাতে আবারও ওই মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর করেছে।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, ওইদিন রাতে দুর্বৃত্তরা স্থানীয় বারোয়ারী কালী মন্দিরের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং দু'টি কালীমূর্তি বাইরে এনে তা ভাংচুর করে। সদর থানা পুলিশ মূর্তি ভাংচুরের ঘটনা স্বীকার করেছে।

যুগান্তর, ২৬ জানুয়ারি ২০০২

(৬৫৯)
ইরি ব্লক থেকে শ্যালো মেশিন ও পার্টস চুরি—৫০ বিঘা জমি সেচবঞ্চিত
মোল্লাহাটে সংখ্যালঘুদের এক কোটি টাকার মাছ চুরি

মোজাম্মেল হোসেন মুন্না, মোল্লাহাট থেকে ফিরে ঃ সন্ত্রাসের জনপদ বাগেরহাটের মোল্লাহাটে গত চার মাসে অন্তত ৫শ' বিঘা জমির ২শ' ঘেরের মাছ চুরি হয়ে গেছে। চুরি হয়ে যাওয়া মাছের মূল্য কমপক্ষে এক কোটি টাকা। এসব ঘের মালিক সবাই সংখ্যালঘু যারা ঘটনার পর থানায় যেতে সাহস পায়নি।

পয়লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর দিন থেকেই মোল্লাহাটের বিভিন্ন গ্রামে শুরু হয় জোট কর্মীদের হামলা, নির্যাতন। এসব হামলা নির্যাতনের শিকার হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন। নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে যায় অন্য এলাকায়। কেউ কেউ দেশ ছেড়ে চলে যায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। অনেকেই এখনও নিজ বাড়িতে ফিরে আসেনি বলে এলাকাবাসী দাবি করেছে। ঐ এলাকার লোকজনের প্রধান আয়ের উৎস হলো মাছের ঘের ব্যবসা। প্রথম দিকে সন্ত্রাসীরা দিনের বেলায় জাল দিয়ে জোর করে মাছ ধরে নিয়ে যেত। পরবর্তীতে শুরু হয় রাতের আঁধারে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরে নেয়া। এভাবে ঘের থেকে মাছ নিয়ে যাওয়ার ফলে সর্বস্বান্ত হচ্ছে ঘের মালিকরা। মাছ চোরেরা বেছে বেছে শুধু সংখ্যালঘুদের ঘের থেকেই মাছ নিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি সন্ত্রাসীরা কয়েকজন সংখ্যালঘু ঘের পাহারাদারকে ধরে নিয়ে যায় এবং পরে দূরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে চলে যায়। এ ঘটনার পর থেকে কেউ ঘের পাড়ে পাহারা দিতেও সাহস পাচ্ছে না।

এদিকে মোল্লাহাট উপজেলার গাওলা, তেঁতুলবাড়ী গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে। রাতের বেলা বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের ইরি ব্লক থেকে শ্যালো মেশিন নিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ১১টি শ্যালো মেশিন ইরি ব্লক থেকে উধাও হয়ে গেছে। এ ছাড়াও অনেক কৃষকের শ্যালো মেশিনের বিভিন্ন পার্টস উধাও হয়ে যাচ্ছে। ফলে ঐ এলাকার অন্তত ৫০০ বিঘা জমি সেচ থেকে বঞ্চিত হবে। ইরি ব্লকের মালিকরা এ নিয়ে এখন চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

অন্য দিকে, আমবাড়ি, উত্তর আমবাড়ি ও পদ্মডাঙ্গা গ্রামে গভীর রাতে নতুন এক বাহিনীর জন্ম হওয়ায় ঐ সব গ্রামের লোকজন নতুন করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সংখ্যালঘু হিন্দু অধ্যুষিত এসব এলাকায় গভীর রাতে কালো মুখোশে ঢাকা লোকজন আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দলে এরা ১০/১২ জন হবে। স্থানীয় কিছু ভ্যানচালক রাতের বেলায় এসব মুখোশধারীকে দেখেছে বলে তারা জানায়। ঐ উপজেলার বেশ কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যানও রয়েছেন তোপের মুখে। অনেককেই ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেয়া হয়েছে। এলাকায় ডাকাতি, ছিনতাইয়ের ঘটনাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। সব মিলিয়ে মোল্লাহাট উপজেলার নিরীহ সংখ্যালঘুদের দিন কাটে অজানা শঙ্কার মধ্য দিয়ে।

জনকণ্ঠ, ২৬ জানুয়ারি ২০০২

(৬৬০)
খুলনায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, গ্রামবাসীর প্রতিরোধ
নিজামীর গাড়ি আটকে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার দাবি

খুলনা প্রতিনিধি ঃ জেলার ফুলতলা থানার দক্ষিণডিহি গ্রামে চাঁদার জন্য একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রত্যন্ত ঐ গ্রামটিতে গত দুদিন ধরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী লাঠি মিছিল করে সড়ক অবরোধ করে। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী সন্ত্রাসীদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে এবং ৫ জনকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। গ্রামবাসীরা অবরোধ চলাকালে কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামির গাড়ি আটকে তার কাছে সরকারদলীয় সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় দীর্ঘদিন থেকে চাঁদাবাজি করে আসছে। ফুলতলা থানার দক্ষিণডিহি গ্রামে তাদের অত্যাচার বেশি। গ্রামটির সিংহভাগ পরিবারই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কয়েকদিন পূর্বে পান ব্যবসায়ী দীপক

কুমারের কাছে সন্ত্রাসীরা ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় দীপকের বাড়িতে হামলা চালায় ও ৭-৮টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। বোমার আঘাতে দীপকের স্ত্রী সুন্দরী রানী (৪০), কন্যা পলি রানী (১৫) ও প্রতিবেশী বিধান দাস (২০) আহত হয়। আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা তাৎক্ষণিকভাবে দক্ষিণডিহি থেকে লাঠি মিছিল সহকারে খুলনা-যশোর মহাসড়ক অবরোধ করে। তখন কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর খুলনাগামী গাড়ির বহর আটকা পড়ে। গ্রামবাসী মন্ত্রীর কাছে চাঁদাবাজদের শাস্তি দাবি করে।

কৃষিমন্ত্রী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে নির্দেশ দেন। দক্ষিণডিহি গ্রামের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে গতকাল শুক্রবার বিকালে স্থানীয় স্কুল মাঠে গত বৃহস্পতিবার রাতে দীপক কুমারের বাড়িতে বোমা হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে বিক্ষুব্ধ জনতা স্থানীয় সন্ত্রাসী আকরাম, নাসিরসহ ৫ জনের বাড়ি ভাঙচুর করে। গ্রামবাসী বেলাল গাজী, মইনুল ইসলাম, নজরুল গাজী, জাহাঙ্গীর ও শাহজাদাকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। দক্ষিণডিহি গ্রামে এখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ২৬ জানুয়ারি ২০০২

(৬৬১)
ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ
ঠাকুরগাঁওয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ৪ মহিলার শ্লীলতাহানি, আহত ১০

ঠাকুরগাঁও থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামে মুকমেল বর্মণ, টুকমেল বর্মণ ও অশোক বর্মণের বাড়িতে শুক্রবার সন্ত্রাসীরা দু'দফা হামলা ও লুটপাট করেছে এবং বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে। সন্ত্রাসীরা ৪ মহিলার শ্লীলতাহানি করে এবং তাদের হাতে আহত হয় ১০ জন।

জানা গেছে, কুখ্যাত কালাই ডাকাতের ছেলে সন্ত্রাসী আবুল ও মমতাজসহ একদল সশস্ত্র ব্যক্তি এই হামলা চালায়। তারা নারী-পুরষ যাকে পেয়েছে তাকেই মারধর করেছে। সন্ত্রাসীরা ঘরবাড়ি ভাঙচুর এবং টাকা পয়সা ও ১১টি ছাগলসহ অন্য সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তদেরকে বাধা দেয়ায় বাড়ির ৪ মহিলার শ্লীলতাহানি হয় এবং তাদের হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলা হয়। এ সময় ১০ জন আহত হয়। শৈক বালা (৪৭) নামে এক মহিলাকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ওই হামলা চালানো হয় এবং তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তা দখল করে নেয়। শনিবার সকালে গ্রামবাসীরা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে বলে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান খেলাফত হোসেন জানান।

এ ঘটনাটি জেলা প্রশাসককে জানালে তিনি সেখানে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা এবং সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে গ্রামে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঠাকুরগাঁও সদর থানায় এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ, ২৭ জানুয়ারি ২০০২

(৬৬২)
বগুড়ার হরিপুর মন্দিরের দরজা-জানালা ও মূর্তি ভাঙচুর

বগুড়া প্রতিনিধিঃ বগুড়া সদর উপজেলার চাঁদমুহা হরিপুর গ্রামে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মন্দিরের দরজা-জানালা ও কালীমূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। এদিকে এ মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনার পর এলাকায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীতি দেখা দিয়েছে।

পুলিশ জানায়, ওই রাতে কে বা কারা প্রথমে মন্দিরের দরজা-জানালা ভাঙচুর করে। এরপর তারা কালীমূর্তি বের করে ১০০ গজ দূরে নিয়ে ভেঙে রাস্তায় ফেলে রাখে। এ ব্যাপারে গতকাল শুক্রবার বগুড়া সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রামবাসী জানান, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এই গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর এর আগে আরেক দফা হামলা চালানো হয়।

প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০০২

(৬৬৩)
শ্রীপুরের পল্লীতে ডাকাতি

শ্রীপুর প্রতিনিধি ঃ গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে শ্রীপুরের কাওরাইদ স্টেশন সংলগ্ন সুনীল দেবনাথের বাড়িতে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতরা প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটে নিয়েছে।

জানা গেছে, রাত সোয়া ২টায় ৭/৮ জনের সশস্ত্র ডাকাতদল গাছের ডোম দিয়ে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। তারা পরিবারের সদস্যদের রামদা ও আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নগদ ২০ হাজার ৩০০ টাকা, প্রায় ১৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, টিভি ও অন্যান্য মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

এদিকে স্থানীয় বিএনপি নেতারা ওই পরিবারকে আপাতত মামলা না করার জন্য অনুরোধ জানান বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ২৭ জানুয়ারি ২০০২

(৬৬৪)
চৌগাছার হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে বিএনপি সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব, পুলিশের গুলিবর্ষণ ঃ গুলিবিদ্ধ ৬সহ আহত ৪০ জন

মামুন রহমান, যশোর থেকেঃ চৌগাছা উপজেলার মালিগাতি গ্রামে গতকাল শনিবার সকালে পুলিশের গুলি এবং বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীদের গণপিটুনিতে কমপক্ষে ৪০ জনের মতো আহত হয়েছে। গুলিবিদ্ধ ও আহতদের সবাই আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। গুলিবিদ্ধ ৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অনেকেই ভয়ে গোপনে চিকিৎসা নিচ্ছে। গোটা এলাকায় বর্তমানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এলাকাবাসী জানায়, বিএনপি জামাতের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সলুয়া গ্রামের বিএনপি কর্মী আবু বকর হঠাৎ করেই মালিগাতি গ্রামের শান্তিরাম মণ্ডলের ২ বিঘা জমি তাদের বলে দাবি করে। এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে কলহ চলছিল। এই অবস্থায় আবু বকর

লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে গতকাল সকালে ঐ জমি দখলে নিয়ে রোপণ শুরু করে। বিষয়টি জানতে পেরে শান্তিরামের ছেলে শ্যামল মণ্ডল বাধা দেয়। এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে এক পর্যায়ে মারামারি বেধে গেলে আবু বকর আহত হয়। তার সঙ্গী রফিকুলকে শ্যামলের লোকজন বেঁধে রাখে। গ্রামবাসী পরিস্থিতি সামাল দিতে পার্শ্ববর্তী সলুয়া ফাঁড়িতে খবর দেয়।

কিন্তু পুলিশ এসে কোনো বাছবিছার না করেই এলোপাতাড়ি মারপিট শুরু করে। এ সময় ভয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের পুরুষ সদস্যরা আত্মগোপন করলে পুলিশ সদস্যরা মহিলাদের মারপিট শুরু করে। এক পর্যায়ে মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়ে এএসআই অহেদুল, নায়েক মোজাম্মেল, হাসমত আলী ও সিপাহি জামাল ও আতিককে ধরে আটকে রাখে। মহিলারা তাদের ওপর হামলার কারণ জানতে চায়। এদিকে ৪ পুলিশকে আটকে রাখার খবর সলুয়া ফাঁড়িতে পৌঁছলে ফাঁড়ি থেকে আরো পুলিশ যায় ঐ গ্রামে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় বিএনপি সমর্থক ২৫/২৬ জন সন্ত্রাসী। তারা গিয়েই হিন্দু অধ্যুষিত মালিগাতি গ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রহার শুরু করে। অন্যদিকে পুলিশ ৬/৭ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে।

এ সময় বাসুদেব (৩৫), সুভদ্রা (৩৫), অশোক (২৮), রাধা রানী (৪০), সুলতা (১০), উজ্জ্বল (২২), সারথী (৩৫), পুষ্প (১৮) ও সুকেশীসহ অন্তত ১৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়। এদের মধ্যে ৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ ও বিএনপি সমর্থকদের প্রহারে আহত হয়েছে একই গ্রামের সন্ধ্যা রানী (২০), গোছারানী (১৫), চন্দ্রা (৩৫), অপূর্বা রানী (১২), আনন্দ রায় (৭০), গণেশ বৈদ্য (৬০), রেণুকা বালা (৫০) ও অনিলসহ আরো অনেকে। নির্বিচারে হামলার প্রতিবাদে গ্রামবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে সুলয়া ক্যাম্পের ইনচার্জ পুনরায় গ্রামবাসীর ওপর হামলা চালায়। গ্রামবাসীর কোদালের আঘাতে তিনিও আহত হয়েছেন। এ ঘটনার পর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ঐ গ্রামটিতে বর্তমানে শ্মশানের নীরবতা বিরাজ করছে। নতুন করে হামলার ভয়ে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

ভোরের কাগজ, ২৭ জানুয়ারি ২০০২

(৬৬৫)
মৃত্যু ভয়ে ভীত নই ॥ শাহরিয়ার কবির

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ সদ্য কারামুক্ত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকার শাহরিয়ার কবির বলেছেন, জোট সরকার কিংবা তাদের সমর্থক মৌলবাদী কোন ঘাতকের দল আমাকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু আমার লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারবে না। আমার মৃত্যুভয় নেই। এক শাহরিয়ার কবিরের মৃত্যু লক্ষ শাহরিয়ার কবিরের জন্ম দেবে এবং একদিন অবশ্যই আমরা জয়ী হব।

যারা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের জন্যে দায়ী তাদের কারাগারে আটক না করে, যারা নির্যাতনের প্রতিবাদ করছে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলছে, তাদের কারগারে আটক করা ফ্যাসিবাদেরই নামান্তর। হিটলারের নাৎসি জার্মানী এভাবেই এগিয়ে গিয়েছিল চূড়ান্ত স্বৈরাচার, মহাযুদ্ধ ও ধ্বংসের দিকে। ইহুদি নিধনের নামে নাৎসি জামার্নীতে আমরা যে ধরনের 'এথনিক ক্লিনসিং' দেখেছি, বাংলাদেশে গত দু'মাসে যে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও হিন্দু বিতাড়ন চলছে তা একই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলে বিএনপি-জামায়াত জোটের সরকারকেই দাঁড়াতে হবে। গতকাল রোববার অপরাহ্নে জাতীয় প্রেসক্লাবে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সদ্য কারামুক্ত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকার শাহরিয়ার কবির একথা বলেন। 'আমি কেন রাষ্ট্রদ্রোহী' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে শাহরিয়ার কবির আরো বলেন, আমি ও আমার সহযোগী সাংবাদিক ও সিভিল সমাজের প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশের হৃত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছি।

আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, মুক্তিযুদ্ধে স্বজন হারিয়েছি। তিরিশ লক্ষ বাঙালীর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম মর্যাদা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে হলেও রক্ষা করব।

সংবাদ সম্মেলনে শাহ্রিয়ার কবির বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে আমার অপরাধ হচ্ছেঃ (১) আমি ভারতে গিয়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার কিছু হিন্দু শরণার্থী পরিবারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি যেখানে তারা বলেছে কোন্ পরিস্থিতিতে তারা মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। (২) আমার সংগৃহীত ভিডিও ফুটেজের একটি অংশে শরণার্থীদের একটি মিছিলের দৃশ্য আছে সেখানে প্লাকার্ডে লেখা ছিলঃ "সীমারেখা মানি না", দেশ ভাগ মহাপাপ" ইত্যাদি এবং (৩) আমি বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কথা বলেছি।

শাহ্রিয়ার কবির বলেন, গত আট বছর ধরে আমি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করছি; কিন্তু কখনও বিমান-বন্দরে আমার স্যুটিংকৃত কিংবা সংগৃহীত ফুটেজ জব্দ করা হয়নি এবং এর জন্য দেশদ্রোহিতার অভিযোগও আনা হয়নি। এবার ব্যতিক্রম ঘটেছে; কারণ বিগত সংসদ নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছি যা বিএনপি -জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ক্রমাগত অস্বীকার করছে।

শাহরিয়ার কবির বলেন, জামিনে মুক্তি লাভের পরদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমার সম্পর্কে 'ইনকিলাব'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে যে জঘন্য মিথ্যা প্রেসনোট দিয়েছে তাতে আমার আশঙ্কা হচ্ছে মৌলবাদী ঘাতকরা যে কোন সময়ে আমাকে হত্যা করতে পারে। আমার প্রতি ক্ষমতাসীন চার দলীয় জোট সরকারের শরিক জামাতে ইসলামী ও দৈনিক ইনকিলাব এর আক্রোশের প্রধান কারণ হচ্ছে, আমার 'ক্রাইম ফর জাস্টিস' ছবিতে মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা মান্নান ও দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। আমার প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আক্রোশের কারণ হচ্ছে, আমার নির্মিতব্য " ক্রাই ফর এমিটি" -মুক্তি পেলে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মিথ্যাচার ও ব্যর্থতা প্রমাণিত হবে।

শাহরিয়ার কবির বলেন, কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে আমার মনে হচ্ছে বড় কারাগারে এসেছি। মুক্তি পাওয়ার পর দিন থেকে বিভিন্ন সংস্থার গোয়েন্দারা আমাকে অনুসরণ করছে। আমার টেলিফোনে, ই-মেইলে সর্বক্ষণের জন্যে আড়িপাতা হয়েছে। চিঠিপত্র সেন্সর করা হচ্ছে। কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে আমার সকল গতিবিধি। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কলামিস্ট ওয়াহিদুল হক, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬৬৬)
আমতলীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতন

বরগুনা প্রতিনিধিঃ আমতলীর উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে সমর্থন করায় গত বুধবার বিকালে আমতলী উপজেলার পচাকোড়ালিয়া ইউনিয়নের গাবতলী গ্রামের এক সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়েছে। একই গ্রামের হাতেম হাওলাদার ও দুলাল হাওলাদারের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী এ নির্যাতন চালায়। নির্যাতনে

মনোহর মিস্ত্রী (৭০), বিপুল মিস্ত্রী (২৬), বিমল মিস্ত্রী (৭০) ও ভবরঞ্জন মিস্ত্রী (২০) আহত হয়েছে। মনোহর মিস্ত্রী ও বিপুল মিস্ত্রীকে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ২৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬৬৭)
বেড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের মারধর লুট

বেড়া (পাবনা) প্রতিনিধি ঃ বেড়া উপজেলার বড়শিলা গ্রামে এক সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে গভীর রাতে হামলা চালিয়ে পরিবারের সদস্যদের মারপিট এবং বাড়ির সর্বস্ব লুট করে নিয়েছে বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় ওই গ্রামসহ আশপাশের গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। লুটের সঙ্গে জড়িত একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

বেড়া থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ জানুয়ারি রাতে পৌর এলাকাধীন বড়শিলা গ্রামের ক্ষুদিরাম হালদারের বাড়িতে একই গ্রামের আফতাব মুহুরীর নেতৃত্বে তার বাহিনী ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা চালিয়ে পরিবারের সবাইকে বেদম মারপিট করে বাড়ির ধান, চাল, বাই-সাইকেল, আসবাবপত্রসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে।

এ ব্যাপারে ক্ষুদিরাম হালদার ২৫ জানুয়ারি বেড়া থানায় আফতাব মুহুরীকে প্রধান আসামি করে ৩২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। বেড়া পুলিশ ঘটনার নায়ক আফতাব মুহুরীর ছেলে রফিককে গ্রেফতার করলেও আর কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এ ছাড়াও লুট করা মালামালের ১৫ মণ ধানসহ ১টি বাই-সাইকেল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে তারা।

যুগান্তর, ২৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬৬৮)
যশোরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগে বিএনপি নেতা গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, যশোর অফিসঃ চৌগাছার পল্লীতে সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বর হামলার ঘটনায় পুলিশ বিএনপি নেতা আবুবকর ও দাঙ্গাবাজ রফিকুলকে গ্রেফতার করেছে।

গত শনিবার আবুবকরের নেতৃত্বে একদল লোক মালিগাতির শান্তিরামের জমি দখল করতে গিয়ে পুলিশের সহায়তায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্বিচারে হামলা করে। এতে ৩০ জন আহত হয়।

সংবাদ, ২৮ জানুয়ারি ২০০২

(৬৬৯)
বাউফলে বিএনপি চাঁদাবাজদের হিন্দু বাড়িতে হামলা মা ও দুই মেয়ের শ্লীলতাহানি

বাউফল, ২৮ জানুয়ারি, সংবাদদাতাঃ চাঁদা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বিএনপির ক্যাডাররা এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করেছে। শ্লীলতাহানি করা হয়েছে এক মহিলা ও দুই যুবতীকে। এ সময় ৭ জন আহত হয়। শনিবার রাতে দুর্গম জনপদ কালিশুরী ইউপির কালিশুরী গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, কালিশুরী ইউপির বিএনপির এক প্রভাবশালী নেতার ভাতিজা হাসান একই এলাকার ব্রজরঞ্জন দাসের কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা চেয়ে না পেয়ে ঘটনার দিন রাতে ৮/১০ বিএনপির ক্যাডার নিয়ে ব্রজরঞ্জনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও মালামাল লুটপাট করে। মারধর করে আহত করে ৭ জনকে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত মনোরঞ্জন দাসকে (২৮) বাউফল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রায় অর্ধঘন্টাব্যাপী তাণ্ডবের সময় বিএনপির ক্যাডাররা মনোরঞ্জনের মা মনমোহনী (৪৫) এর পরনের কাপড় খুলে নেয় এবং ব্রজরঞ্জন দাসের ষোড়শী ও অষ্টাদশী দুই কন্যাকে শ্লীলতাহানি করে। এ ঘটনার পর ওই এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

একই দিন পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক বিএনপি নেতার ভাতিজা জামাল কেষ্ট ধোপা (৫০) নামের এক ব্যক্তির কাছে চাঁদা দাবি করে না পেয়ে ৪/৫ সন্ত্রাসী নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে হামলা করে এবং তাকে বেধড়ক মারধর করে গরু বিক্রির ১১ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনার পর সে থানায় মামলা করতে আসার পথে সন্ত্রাসীরা তাকে আবার মারধর করে এবং মামলা করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ জানুয়ারি ২০০২

(৬৭০)
নওগাঁয় সংখ্যালঘু পরিবারকে হুমকি ৫০ হাজার টাকা দিবি, না হয় দেশ ছেড়ে চলে যাবি

ফরিদুল করিম, নওগাঁ থেকেঃ নওগাঁয় এক সংখ্যালঘু পরিবার চরম আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। একদল চাঁদাবাজ ঐ পরিবারের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে। না দিতে পারলে ভারতে চলে যেতে বলেছে। এমনকি তারা পরিবারটির কলেজ পড়ুয়া মেয়ের শ্লীলতাহানিরও হুমকি দিচ্ছে।

জানা যায়, জেলার মান্দা উপজেলার রামনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রনজিৎ কুমার প্রামাণিককে তার রামনগর গ্রামের বাড়িতে গত ২০ জানুয়ারি রাত ১১টায় একদল অজ্ঞাত মোটরসাইকেল আরোহী সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ জানালা দিয়ে ডেকে 'তিনদিনের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা দিবি, না হলে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাবি'—এই কথা বলে চলে যায়।

পুনরায় ২১ জানুয়ারি একই কায়দায় ঐ বাড়িতে আসে সন্ত্রাসীরা। সেদিনও তারা টাকা দাবি করে এবং রনজিৎ কুমারের কলেজ পড়ুয়া মেয়ে পূর্ণিমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানির হুমকি প্রদান করে এবং এ বিষয় অন্যদের জানাতে নিষেধ করে।

এখনো প্রতিদিন রাতে অজ্ঞাত ঐ সন্ত্রাসীরা মোটরসাইকেলে করে এসে স্কুল শিক্ষক রনজিৎ কুমারের বাড়ির আশপাশে মহড়া দিচ্ছে। ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে শিক্ষক পরিবারের সদস্যরা। তারা বর্তমানে একরকম গৃহবন্দী জীবনযাপন করছে। মেয়ে পূর্ণিমা কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

দিশেহারা শিক্ষক রনজিৎ কুমার গত ২৪ জানুয়ারি মান্দা থানায় একটি জিডি করেছেন তারপরও পরিবারটিকে হুমকি দেওয়া অব্যাহত রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৯ জানুয়ারি ২০০২

(৬৭১)
মহেশখালীতে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে

কক্সবাজার থেকে জেলা বার্তা পরিবেশকঃ মহেশখালী পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষকালেরও বেশি সময় বাকি থাকতেই প্রায় সাড়ে চার হাজার সংখ্যালঘু ভোটার ও তাদের পরিবার পরিজন নির্যাতন নিপীড়ন ও হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। জোট সরকারের প্রার্থীর সমর্থকদের নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুরা আইনের সাহায্যও পাচ্ছে না। থানা পুলিশ মামলা নিচ্ছে না। গত ২৬ জানুয়ারি মহেশখালীর সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে কক্সবাজারের এক হোটেলে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে শিপক দে এক লিখিত বক্তব্যে ও প্রশ্নোত্তরে বলেন, মহেশখালী তুলনামূলকভাবে একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা। তার মধ্যে পৌরসভা তথা গোরকঘাটায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সংখ্যালঘুর বাস। অর্থাৎ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ওই পৌরসভা নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার। এর মধ্যে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার। তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়েছে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন। জোট সরকারের প্রার্থীর সমর্থকরা পরিকল্পিতভাবে নানা জুলুম নির্যাতন ও হয়রানি করছে এবং প্রতিনিয়ত হুমকি দিয়ে চলেছে। অনুষ্ঠিতব্য পৌর নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। সন্ত্রাসীরা গত ২৪ জানুয়ারি গোপাল কৃষ্ণ দে ও নেহেরু দে কে দিনে দুপুরে ধরে নিয়ে নির্যাতন চালায়। এর প্রতিবাদে উপজেলা পরিষদ ও থানা ঘেরাও এবং নির্বাহী কর্মকর্তাকে স্মারকলিপি দেয়া হয়। থানায় অভিযোগ করা হয়, তবে পুলিশ মামলা নেয়নি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও কোন ব্যবস্থা নেননি। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ পক্ষপাতিত্ব করছে। তাদের কাছ থেকে প্রতিকার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। উভয় কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করছে। এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে বিশেষ প্রার্থী ও গোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত নির্বাচন করার এবং স্বাধীনভাবে সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

এ সময় গত ২৪ জানুয়ারি নির্যাতিত গোপাল ও নেহেরু সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে তাদের ওপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সোনারাম দে, ধনরাম দে, সঞ্জিত পাল, পরিতোষ পাল প্রমুখ।

সংবাদ, ২৯ জানুয়ারি ২০০২

(৬৭২)
ঠাকুরগাঁয়ে ৪০টি পরিবার ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে

ঠাকুরগাঁ সংবাদদাতা ঃ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় প্রায় ৪০টি পরিবার ঘর-বাড়ী ছেড়ে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে আশ্রয় নিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২৫ জানুয়ারি উপজেলার রহিমপুর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর সোলপাড়া গ্রামের আবুল হোসেন একই গ্রামের বিধবা শিখা বেওয়ার কাছে চাঁদা দাবী করে। শিখা অর্থ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করলে আবুল হোসেন বিধবার ১২টি ছাগল নিয়ে চলে যায়। এ ঘটনার পর আবুল হোসেন সুকমেল বর্মণ ও টুকমেল বর্মণের কাছে চাঁদা দাবী করে। তারা চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে আবুল হোসেন তাদের প্রহার করতে শুরু করে। নির্যাতিতদের আর্তচিৎকারে অন্য গ্রামবাসীরা তাদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা

গণহারে গ্রামবাসীদের পেটাতে থাকে। সন্ত্রাসীদের আঘাতে শিখা বেওয়া ও মাইনি বেওয়া গুরুতর আহত হলে তাদের ঠাকুরগাঁও আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কৃষি প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফকরুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে।

বাংলাদেশ অবজারভার, ২৯ জানুয়ারি ২০০২

(৬৭৩)
সাতকানিয়ায় সংখ্যালঘু নেতার বাড়িতে হামলা-লুটপাট

চট্টগ্রাম অফিসঃ সাতকানিয়ার এক সংখ্যালঘু নেতার বাড়িতে একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী হামলা ও লুটপাট চালিয়েছে। গত রোববার রাতে চরতি বৈদ্যবাটিতে এই হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অঙ্গ সংগঠন ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও দক্ষিণ জেলা শাখার সদস্য সচিব অধ্যাপক প্রদীপ চৌধুরীর বাড়িতে রোববার রাত ৮টায় শতাধিক মুখোশধারী সন্ত্রাসী হানা দিয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। সন্ত্রাসীরা অধ্যাপক প্রদীপ চৌধুরীকে না পেয়ে তার বৃদ্ধ মা নীলিমা চৌধুরী ও বাড়ির কেয়ারটেকার সুনীল মল্লিককে ব্যাপক মারধর করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা আলমারির তালা ভেঙে ১০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, নগদ ১০ হাজার টাকা ও ১টি ১৭´´ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন দলিলপত্র মিলিয়ে ৮০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা প্রদীপ চৌধুরী ও তার ছোটো ভাই পার্থ সারথীকে এক সপ্তাহের মধ্যে হাজির করার জন্য নির্দেশ দেয়। সন্ত্রাসীদের পরনে ছিল কালো শার্ট ও হাফ প্যান্ট।

এদিকে, এ ঘটনার আগে ঐদিন বিকেলে প্রদীপ চৌধুরীর ছোট ভাই পার্থ সারথী চরতি দিঘিরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় যোগদানকালে এলাকার কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসী তাকে এলাকা ছেড়ে যেতে বলে। সন্ত্রাসীরা তাকে ঐ স্কুলের পরিচালনা কমিটি থেকে সরে যেতে এবং তার বড়ো ভাই প্রদীপ চৌধুরীকে চরতি দুরদুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির পদ থেকেও সরে যেতে বলার জন্য নির্দেশ দেয়। এ সময় তারা হুমকি দিয়ে বলে, এলাকায় কোনো হিন্দু নেতৃত্ব চলবে না।

এ ব্যাপারে সাতকানিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম ইয়াহিয়ার নির্দেশে এসআই শওকতের নেতৃত্বে একদল পুলিশ পরদিন রাত ১২ টায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও কাউকে গ্রেপ্তার এবং থানায় কোনো মামলা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য প্রকৌশলী পরিমল চৌধুরী, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ইন্দুনন্দন দত্ত, যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, চট্টগ্রাম মহানগরী কমিটির সভাপতি বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত, উত্তর জেলা সভপতি অধ্যাপক রণজিত কুমার দে, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট অজিত নারায়ণ অধিকারী, দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি রণজিত কুমার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, সাতকানিয়া থানা শাখার আহবায়ক মাস্টার বীরেন্দ্র চন্দ্র দাশ প্রমুখ এক যুক্ত বিবৃতিতে এ ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ৩০ জানুয়ারি ২০০২

(৬৭৪)
লক্ষ্মীপুরে কালীমন্দির ভাংচুর

লক্ষ্মীপুর সংবাদদাতাঃ গতকাল মঙ্গলবার রাতে একদল দুষ্কৃতকারী শহরের জমশেরাবাদে দক্ষিণা কালী বাড়ীর মন্দিরের দেওয়াল ও কষ্টি পাথরের মূর্তি ভাংচুর করে। জেলা প্রশাসক ও ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারে লক্ষ্মীপুর সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ জানুয়ারি ২০০২

(৬৭৫)
ঝালকাঠিতে সন্ত্রাসীদের লুটপাট

ইউএনবি (ঝালকাঠি)ঃ ঝালকাঠির গুয়াটনে দিনের বেলায় সন্ত্রাসীরা তাণ্ডব চালিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫টি বাড়িঘরে লুটপাট চালিয়ে ভাংচুর করেছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলায় তিন মহিলাসহ ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশংকাজনক। আহতদের ঝালকাঠি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকায় আদালতে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

আহতরা হচ্ছে, পুষ্প (৪০), আহ্লাদি (৫০), অসীম রায় (২৫), সকুমার রায় (৩৫) কার্তিক চন্দ্র রায় (৬০), ক্ষিতিশ চন্দ্র রায় (৭০), বিউটি (২৫), দুলাল (২৮) ও বিমল কুমার রায় (৩২)।

হামলায় আহতদের মধ্যে কয়েক জন জানান, তাদেরকে পৈত্রিক ভিটা থেকে উচ্ছেদ এবং দেশ থেকে উৎখাতের জন্য বিএনপি নামধারী এ সন্ত্রাসীরা বেশ কিছুদিন ধরে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করে আসছিল। কিন্তু চাঁদা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের ওপর এ হামলা চালানো হয়।

খবর, ৩১ জানুয়ারি ২০০২

(৬৭৬)
নবাবগঞ্জে মন্দিরে হামলা ৬টি প্রতিমা ভাঙচুর

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধিঃ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার শিকারীপাড়ার বক্তারনগর গ্রামে গত মঙ্গলবার অনিল বর্মণের বাড়িসংলগ্ন পঞ্চায়েতের মন্দিরে হামলা চালিয়ে ছয়টি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে।

জানা যায়, এলাকার একদল দুষ্কৃতকারী গভীর রাতে হামলা চালিয়ে মন্দিরের ছয়টি প্রতিমা ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দু পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে শিকারীপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান থানায় মামলা না করার শর্তে বিষয়টি মীমাংসার দায়িত্ব নিয়েছেন।

প্রথম আলো, ৩১ জানুয়ারি ২০০২

(৬৭৭)
হাসপাতালে আহত প্রাণতোষকে বোমা মেরে হত্যার হুমকি

মেডিক্যাল রিপোর্টারঃ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীকে গতকাল বুধবার বোমা মেরে হত্যার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, সকাল ৮টার দিকে দু'জন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক শুভাকাঙ্খীর পরিচয় দিয়ে হাসপাতালের ৩য় তলার কেবিন নং ১৩-এ রোগী প্রাণতোষ কুমার পালের কাছে যায়। সেখানে ওই যুবকদ্বয় প্রাণতোষ কুমার পালকে একটি মামলা তুলে নেয়ার জন্য ২৪ ঘন্টা সময় দেয় এবং কালো টেপ দিয়ে মোড়ানো একটি টিনের কৌটা দেখিয়ে বলে— মামলা উঠিয়ে না নিলে এরপর ঢাকা এসে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে প্রাণতোষ কুমার পাল রমনা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

প্রাণতোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, গত ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের মধ্যপাড়া এলাকায় দোকান বন্ধ করে বাসায় যাচ্ছিলেন। পাশের মধ্যপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে একদল সন্ত্রাসী তার দুই পায়ে ২টি গুলি করে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে এবং পরে ওই দিন রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর গত ২৯ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানায় মামলা হয়। প্রাণতোষ মধ্যপাড়া বাজারের তেল ব্যবসায়ী। তার বাবার নাম মৃত কৃষ্ণধন পাল, গ্রাম মধ্যপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর।

সংবাদ, ৩১ জানুয়ারি ২০০২

ফেব্রুয়ারি-২০০২

(৬৭৮)
সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জাতীয় সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জাতীয় সমাবেশে বক্তারা মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বক্তারা গত কয়েক মাস ধরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চলমান নির্যাতন প্রসঙ্গে বলেন, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে অপশক্তি এত নির্যাতন করতে পারত না। বক্তারা বলেন, আর যদি কোন রকম নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়, আমরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৈরি থাকব।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বানে বৃহস্পতিবার বিকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঐক্য পরিষদের সদস্যরা যোগ দেন। সমাবেশের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি (এরশাদ)সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেন। মেজর জেনারেল (অব) সি আর দত্তের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন বিচারপতি কেএম সোবহান, জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক এমপি, প্রমোদ মানকিন এমপি, পঞ্চানন বিশ্বাস এমপি, জাতীয় পার্টির জিএম কাদের এমপি, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, জাসদের হাসানুল হক ইনু, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের নির্মল সেন, লেখক শাহরিয়ার কবির, শিরিন আকতার। আয়েশা খান, মুকুল বোস, জীতেন চাকমা, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, ধনন্ত সুমঙ্গল মহাথেরো, বিরোধীদলীয় চীপ হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ, এডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার, ললিত মোহন নাথ, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, নির্মল চ্যাটার্জী প্রমুখ। অধ্যাপক কবির চৌধুরী বলেন, সাম্প্রদায়িকতা আজ ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। '৭১-এর মতো প্রবলভাবে একে প্রতিরোধ করতে হবে। অধ্যাপক চৌধুরী বর্তমান সরকারকে অত্যাচারী, ধর্মান্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, এ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, একে হটানোর কোন বিকল্প নেই। জয় আমাদের অবধারিত।

বিচারপতি কেএম সোবহান বলেন, পূর্ণিমাকে ধর্ষণ করে বাংলাদেশকে ধর্ষণ করা হয়েছে। কমলকে ধর্ষণ করে আমাদের সংবিধানকে ধর্ষণ করা হয়েছে। জাতিকে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। বিচারপতি সোবহান বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

আমির হোসেন আমু বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। '৭১-এ যেমন বাঙালীর ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল পাকি হানাদাররা আজ তাদের দোসররা সেই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। নির্যাতিত মানুষের অপরাধ নৌকায় ভোট দেয়া।

আবদুর রাজ্জাক এমপি বলেন, স্বাধীনতার ৩১ বছর পরে আজ মা-বোন ধর্ষিত হচ্ছে। শ্বেত সন্ত্রাস চলছে দেশজুড়ে। এ লজ্জা কোথায় রাখি। এ আমাদের জাতীয় লজ্জা। এর জন্য দায়ী বর্তমান সরকার। রাজাকার, আলবদর ও পাকিস্তানের আইএসআই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ সরকার দেশ থেকে সংখ্যালঘুদের তাড়িয়ে দিতে চায়। আমাদের একবিন্দু রক্ত থাকতে তা হতে দেব না। বিরোধীদলীয় চীফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ বলেন, সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর দেশব্যাপী যে নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাচ্ছে এটিই আসলে তাদের ১০০ দিনের কর্মসূচী।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৭৯)
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমাবেশ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকলে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ হবে না

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জাতীয় সমাবেশে বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা নির্যাতন বন্ধ হবে না। বক্তারা বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বর্তমানে যে হামলা-নির্যাতন চলছে তা একাত্তর সালের নির্যাতনকে হার মানিয়েছে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গতকাল বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এক সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন।

সি আর দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, বিচারপতি কে এম সোবহান, ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক, সুধাংশু শেখর হালদার, সংসদে বিরোধী দলীয় চিফ হুইফ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ, জাতীয় পার্টির সাংসদ জি এম কাদের, সাংসদ প্রমোদ মানকিন, সাংসদ পঞ্চানন বিশ্বাস, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদ সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, বোধিপাল মহাথেরো, এডভোকেট শিরীন শিকদার, অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, আয়েশা খানম প্রমুখ।

সমাবেশে আমীর হোসেন আমু বলেন, বর্তমান সরকার পাকিস্তানের গোয়েন্দা আইএসআই, জামাতে ইসলামী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যুগোস্লাভিয়ার মতো দেশ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

আবদুর রাজ্জাক বলেন, স্বাধীনতার ৩০ বছর পরে আজ বর্তমান সরকারের লোকরা সংখ্যালঘু মা-বোনদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন-ধর্ষণ শুরু করেছে। তাদের অপরাধ তারা নৌকায় ভোট দিয়েছিল। আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

সাংসদ প্রমোদ মানকিন বলেন, সাংসদ হওয়ার পরও আমি হামলা থেকে নিস্তার পাইনি। আমার তিন একর জমির ধান কেটে নিয়ে গিয়েছে সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা।

শাহরিয়ার কবির বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সরকারের হামলা নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে আমাকে যদি দেশদ্রোহী হতে হয় তাতে আমি রাজি আছি। রাজাকার, স্বাধীনতাবিরোধীরাই আমাকে এ অপবাদ দিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০২

(৬৮০)
ভৈরবে মন্দিরের সেবায়েত প্রহৃত

ভৈরব প্রতিনিধি ঃ ভৈরব শহরে অবস্থিত কালী মন্দিরের সেবায়েত গোপাল চক্রবর্তীকে (৪৫) ভৈরব পৌর চেয়ারম্যানের নির্দেশে কতিপয় কমিশনার মন্দির থেকে টেনেহিঁচড়ে পৌর প্রাঙ্গণে এনে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক পিটিয়েছে। এ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় স্থানীয় শত শত মানুষের সামনে এ ঘটনা ঘটে। রাস্তা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৬০ বছরের পুরনো কালী মন্দিরটি আংশিক ভাঙার প্রয়োজন দেখা দিলে সেবায়েত গোপাল চক্রবর্তী মন্দির রক্ষার জন্য ভৈরব প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং মামলার আশ্রয় নেন। গতকাল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম (রাজস্ব) মামলার তদন্ত করে যাওয়ার পরপরই পৌরসভার মাসিক সভা চলাকালীন চেয়ারম্যান ফকরুল আলম আক্কাছের নির্দেশে কতিপয় কমিশনার গোপাল চক্রবর্তীকে বীরদর্পে ধরে এনে এ ঘটনা ঘটায়।

যুগান্তর, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৮১)
নবাবগঞ্জে প্রতিমা ভাঙচুর

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি ঃ গত মঙ্গলবার নবাবগঞ্জ উপজেলার শিকারীপাড়া ইউনিয়নের বক্তারনগর গ্রামে জমিদার সৈয়দ উমেদ মিয়ার বাড়ি সংলগ্ন পঞ্চায়েতের মন্দিরে দুস্কৃতকারীরা হামলা চালিয়ে ছয়টি প্রতিমা ভাঙচুর করে।

জানা যায়, এলাকার একদল দুষ্কৃতকারী গভীর রাতে হামলা চালিয়ে মন্দিরের ছয়টি প্রতিমা ভাংচুর করে। এ ঘটনায় হিন্দু পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে শিকারীপাড়ার চেয়ারম্যানসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মীমাংসার দায়িত্ব নেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মীমাংসা ও থানায় মামলা করা হয়নি।

যুগান্তর, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৮২)
সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সমাবেশে বক্তারা মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তিকে এক মঞ্চে আনুন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জাতীয় সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, আমরা আর অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করব না, আর কোন হামলা ও নির্যাতন হলে প্রতিশোধ নেয়া হবে। তারা আরো বলেন, আজ শুধু সংখ্যালঘু লোকদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন হচ্ছে তা নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেও ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অতএব, সময় এসেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে এক মঞ্চে এসে ঐক্যবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার।

গতকাল বৃহস্পতিবার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এই জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর (অবঃ) সি. আর দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ জাতীয় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি কে. এম সোবহান, জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক এমপি, বিরোধীদলের চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ এম.এ শহীদ, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, রাশেদ খান মেনন, নির্মল সেন, হাসনুল হক ইনু, ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম, সুধাংশু শেখর হালদার, জি.এস কাদের এমপি, প্রমোদ মানকিন এমপি, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক নিম চন্দ্র ভৌমিক, পঞ্চানন বিশ্বাস এমপি, মুকুল বোস, বোধিপাল মহাথেরো, নারী নেত্রী আয়শা খানম, জিতেন চাকমা প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে সি.আর দত্ত বলেন, আমাদের ওপর গত কয়েক মাসে যে অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়েছে তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না, এবার আক্রমণ হলে প্রতিশোধ নিতে হবে। এ জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হবে। তিনি বলেন, এ দেশকে তালেবানি কায়দায় গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাই তারা সংখ্যালঘুদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায়।

কে. এম সোবহান বলেন, পূর্ণিমাকে ধর্ষণ করার অর্থই হচ্ছে দেশ এবং দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করা। তিনি বলেন, বর্তমানে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও আইনের শাসনকে দূরে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তাই সংখ্যালঘুসহ দেশের বিবেকবান মানুষকে চিহ্নিত করে আক্রমণ করা হচ্ছে। অতএব, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

কবীর চৌধুরী বলেন, সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে ক্যান্সারের মতো, এটা সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে। তাই সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করতে না পারলে দেশে মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এছাড়া যারা সুপরিকল্পিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে মুছে ফেলতে চায় তাদের সাহসিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে এ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। কারণ তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করে না।

আমির হোসেন আমু বলেন, রাজাকার পরিবেষ্টিত সরকারের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে এটা আশা করা যায় না। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে আসুন আগামী ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি যে কনভেনশন হচ্ছে তার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আমরা সকলে একত্রিত হই।

আবদুর রাজ্জাক বলেন, বর্তমান সরকার রাজাকার ও পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই এ সরকার সংখ্যালঘুদের ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায়। অতএব, এখনই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

রাশেদ খান মেনন বলেন, ধর্মীয় বিবাদের কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণেই সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে; কিন্তু আমরা রাজনৈতিক নেতারা আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি। আমরা রুখে দাঁড়াতে পারিনি। আমরা যে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনা লালন করতাম, ক্ষমতার লোভে আজ তা বিসর্জন দিয়েছি।

হাসানুল হক ইনু বলেন, দ্বিজাতিতত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, আমাদের ব্যর্থতা ও ভুলের কারণে আজ তা ভেসে যেতে বসেছে। স্বাধীনতাবিরোধী আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকারকে সাম্প্রদায়িক জোট সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, এরা মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধানের বিরুদ্ধে।

নির্মল সেন বলেন, রাজনীতি বিবর্জিতভাবে সংখ্যালঘুরা বেঁচে থাকতে পারে না। পৃথিবীর কোথাও কোন সংখ্যালঘু রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে নেই। অতএব, আমাদের দেশেও সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে হবে।

সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনকে মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম বলেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে এ অপরাধের বিচার করা সম্ভব।

শাহরিয়ার কবির বলেন, সাম্প্রদায়িকতা আজ ফ্যাসিবাদের রূপ ধারণ করেছে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের মাধ্যমে যারা এদেশকে পাকিস্তান বানাতে চায় তাদের প্রতি হুঁশিয়ার উচ্চারণ করে তিনি বলেন, এদের জায়গা পাকিস্তান, বাংলাদেশ নয়। আর এ নির্যাতন তুলে ধরার জন্য যদি আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহীও হতে হয়, তাহলে আমি রাষ্ট্রদ্রোহী হতে রাজি।

সংবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৮৩)
নাটোরের এক মুক্তিযোদ্ধার পরিবার আছে চরম নিরপত্তাহীনতায়

নাটোর প্রতিনিধি ঃ বড়াইগ্রাম এলাকার জোনাইলে ভূমিহীন এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। জোনাইলের মুক্তিযোদ্ধা রমেন্দ্রনাথ দেবনাথের ছেলে ভবেশ চন্দ্র দেবনাথ একজন ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান হওয়ায় ১৯৭৫ সালে নাটোর জেলার বড়াইগ্রামে হাট চান্দিনার সামান্য খাস জমি বরাদ্দ পান। বরাদ্দ পাওয়ার পর থেকে ভবেশ চন্দ্র তার একমাত্র বোবা ছেলেকে নিয়ে ওই খাস জমিতে আধাপাকা ঘর তৈরি করে বসবাস করে আসছেন। সম্প্রতি স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ী আবদুল জলিল ভবেশ চন্দ্রকে তার দীর্ঘদিনের বসতবাড়িটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দিয়ে আসছে। এমনকি সে তার দলবল নিয়ে ভবেশ চন্দ্রের বাড়িতে চড়াও হয়ে ১৫ দিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেয়ার জন্য সময় বেঁধে দিয়ে যায়। ভবেশ চন্দ্র এ ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে জানিয়েও কোন সুফল না পাওয়ায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

যুগান্তর, ২ ফেব্রুয়ারী ২০০২

(৬৮৪)
মিঠাপুকুরে চাঁদাবাজির শিকার হিন্দু ব্যবসায়ীরা, 'হিন্দুস্তান' পাঠানোর হুমকি

পরিমল মজুমদার, রংপুর থেকে ঃ জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় ব্যবসা প্রসিদ্ধ শঠিবাড়িতে হিন্দু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করছে ছাত্রদল সংশ্লিষ্ট এলাকার চিহ্নিত কতিপয় সন্ত্রাসী। এ ছাড়াও ব্যবসায়িক সূত্রে পাওনা টাকা চাওয়া হলে 'হিন্দুদের পাওনা টাকা দিতে হয় না, বরং এখন থেকে হিন্দুদেরকেই টাকা দিতে হবে নইলে 'হিন্দুস্তান' পাঠিয়ে দেওয়া হবে' বলে লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে হিন্দু ব্যবসায়ীরা থানায় লিখিত অভিযোগ করলেও থানার 'বড়ো বাবু' নির্বিকার রয়েছেন। উল্টো থানায় অভিযোগের খবর আগাম চাঁদাবাজদের জানিয়ে দিয়ে তাদের নামেই পাল্টা মামলা রুজু করে ব্যবসায়ীদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এলাকাবাসী জানায়, শঠিবাড়ি বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বৈদ্যনাথ ঘোষ একই এলাকার ব্যবসায়ী শহীদুল ইসলামের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসছিলেন। ব্যবসায়িক লেনদেন চলাকালীন শহীদুলের কাছে তার পাওনা দাঁড়ায় ১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৯০ টাকা। এই পরিমাণ টাকা দেনা থাকা সত্ত্বেও শহীদুল গত রোববার বৈদ্যনাথ ঘোষের দোকানে এসে আবারো কিছু মালামাল বাকিতে কিনতে চান। কিন্তু বৈদ্যনাথ তা দিতে অস্বীকার করলে শহীদুল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে বৈদ্যনাথকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি কি খবরের কাগজ পড়েন না? জানেন না এখন থেকে হিন্দুদের পাওনা টাকা আর দিতে হবে না। বরং এখন থেকে হিন্দুদেরই টাকা দিতে হবে।' এভাবে কথা কাটাকাটি শেষ হওয়ার পর বৈদ্যনাথ মিঠাপুকুর থানায় একটি এজাহার দাখিল করেন। কিন্তু ওসি তা এজাহার হিসেবে না নিয়ে সাধারণ ডায়েরি হিসেবে গ্রহণ করেন। এদিকে শহীদুল থানায় পাল্টা মামলা দায়ের করে অভিযোগ করেন যে, ঐদিন বৈদ্যনাথ ও তার ছেলে সুকুমার তাকে দোকানে আটক রেখে তার কাছ থেকে ২৮ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনা তদন্ত করে পুলিশ সত্যতা না পেলেও তা মামলা হিসেবে গণ্য করে এবং উল্টো বৈদ্যনাথকে নানা ধরনের হয়রানি করা শুরু করে।

অপর এক ব্যবসায়ী সুভাষ ঘোষ অভিযোগ করেন, তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় ছাত্রদলের দিদার ও ডিবি পুলিশের সোর্স হিসেবে পরিচিত দুলাল ওরফে দুলু উপস্থিত হয়ে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে। তারা বলে, 'অনেক টাকা কামাচ্ছেন, আমাদেরকে এখনই ৭০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হবে।' চাঁদাবাজদের দাবি অনুযায়ী সুভাষ ঘোষের ছেলে লাল্টু টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাকে দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালানো হয় এবং বাড়াবাড়ি করলে 'হিন্দুস্তান' পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে তারা হুমকি দেয়।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, এ ব্যাপারে সুভাষ ঘোষের ছেলে লাল্টু থানায় জিডি করতে গেলে ওসি বলেন, 'জিডি কেন, মামলা করুন এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি'। এ সময় লাল্টু থানা থেকে বের হলেই ওসি চাঁদাবাজদের কাছে এ খবর পৌঁছে দেয় যে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। এরপর থেকে ঐ চাঁদাবাজরা সুভাষ ঘোষ ও তার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে মামলা না করার জন্য।

থানার ওসি এ ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করলেও এ বিষয়ে পত্রিকায় খবর প্রকাশ না করার জন্য খোলাখুলি অনুরোধ করেন। বর্তমানে ঐ এলাকার হিন্দু ব্যবসায়ীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন।

ভোরের কাগজ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৮৫)
সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৩টি সংখ্যালঘু পরিবার ঘরছাড়া

পীযূষকান্তি আচার্য, পূর্বাঞ্চল প্রতিনিধি ঃ স্থানীয় একদল সন্ত্রাসীর অত্যাচারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার শ্রীপুর গ্রামের তিনটি সংখ্যালঘু পরিবার ঘরছাড়া হয়ে যাযাবর জীবনযাপন করছে। গত বুধবার বিকালে পরিবারগুলোর পক্ষে সাধু শীল ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে অত্যাচারের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সাধুশীল কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, স্থানীয় চেয়ারম্যানের ভাই, ভাতিজা ও পালিত সন্ত্রাসীরা প্রায় এক বছর ধরে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে। গত বছরের ২৪ জুন মধ্যরাতে শিবপুর গ্রামের কুখ্যাত সন্ত্রাসী জাকির হোসেন, রফিক মিয়া, সামছু মিয়া, স্থানীয় চেয়ারম্যানের ভাই মঞ্জুর আলীসহ কিছু সশস্ত্র সন্ত্রাসী বিজয় শীলের ঘরে প্রবেশ করে তাকে ও তার স্ত্রীকে বেধড়ক মারপিট করে। এক পর্যায়ে তারা বিজয় শীলের স্ত্রীকে ধর্ষণেরও চেষ্টা করে। ধর্ষণ করতে না পেরে সন্ত্রাসীরা তার শরীরের নিম্নাংশে কিরিচ দিয়ে আঘাত করে গুরুতর জখম করে। স্বামী-স্ত্রী দুজনই ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে একমাস চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ ব্যাপারে নবীনগর থানায় জননিরাপত্তা আইনে মামলা হলে পুলিশ আটজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে।

মামলা দায়েরের পর চেয়ারম্যানের আশীর্বাদ পুষ্ট সন্ত্রাসীরা তিনটি সংখ্যালঘু পরিবারকে গ্রাম ছাড়া করে। এ ব্যাপারে নবীনগর থানায় গত ১৭ জুলাই একটি জিডি করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ঘরছাড়া থাকার পর গত ১৭ জানুয়ারি বিজয় শীল তার স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গেলে সন্ত্রাসীরা আবারো তাদের ওপর হামলা করে এবং বাংলাদেশে থাকতে পারবে না বলে হুমকি দেয়। ফলে বিজয় শীল সস্ত্রীক আবারো গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কলেজের এক মহিলা প্রভাষককে অপহরণ করার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে চেয়ারম্যানের এক ভাতিজা আওয়াল জেল খাটছে। হিন্দুদের পূজা পার্বণে বাঁধা দিচ্ছে চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মনসুরের সাঙ্গপাঙ্গরা। এ ব্যাপারে থানায় অবহিত করা হলেও থানা পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাছাড়া সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করতে গেলেই নেমে আসে নির্যাতন এবং দেশ ছাড়া করার হুমকি।

ভোরের কাগজ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৮৬)
আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষিত
ধামইরহাটের রিফুজিপাড়া থেকে সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা কেটে নিয়ে গেছে মন্দিরের বিশাল সব গাছ ॥ এলাকা ছাড়া বহু সংখ্যালঘু

নওগাঁ থেকে সংবাদদাতা ঃ আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার আড়ানগর গ্রামের রিফুজিপাড়া থেকে সরকারি দলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা মন্দিরের সম্পত্তির শত বছরের প্রাচীন বিশাল বিশাল গাছ কেটে নিয়ে গেছে। যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকা। সরকারি দলের অব্যাহত সন্ত্রাসে কোণঠাসা সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ইতোমধ্যে এলাকা ছাড়তে শুরু করেছে। অবাধে গাছ কাটা অব্যাহত থাকলেও থানা পুলিশ রহস্যজনক ভূমিকা পালন করছে। এ ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন পরিবার পরিজন নিয়ে চরম আতংক আর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন যাপন করছে।

সরেজমিনে এলাকা ঘুরে জানা গেছে, ধামইরহাট উপজেলার আড়ানগর গ্রামের রিফুজিপাড়ায় ৮/১০ ঘর হিন্দু পরিবার বাস করে। পেশায় তারা মৃৎ শিল্পী। প্রায় ৫৭ শতক দেবত্তোর সম্পত্তির ওপর নির্মিত একটি মন্দিরে এই হিন্দু পরিবারের লোকজন বংশানুক্রমভাবে পূজা অর্চনা করে আসছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মন্দিরটি বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে লোকজন বিশাল আকৃতির বট, আম, জামসহ প্রভৃতি গাছের নিচে পূজা করে আসছিল। সম্প্রতি হাল খতিয়ানে দেবোত্তর হিন্দু সম্পত্তি ভুলবশত ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত হয়। তৎকালীন সময়ে ১৯৯৯ সালে জনৈক বিপুল মালী বাদী হয়ে আদালতে বিজ্ঞাপনী মামলা দায়ের করে রেকর্ড সংশোধনীর জন্য। এদিকে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনৈক আবুল কালাম বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে আর এস খতিয়ানমূলে ভূমি অফিসের সাথে যোগসাজশ করে ওই ৫৭ শতাংশ সম্পত্তি মাত্র ৫ হাজার টাকায় পত্তন নেয় এবং গত ১৪ জানুয়ারি সশস্ত্র অবস্থায় তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে শত বছরের প্রাচীন গাছগুলো কাটতে যায়। এ সময় বিপুল মালিসহ অনান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আদালতে এসে গাছ কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন। গত ১৭ তারিখ আদালত গাছ কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। গত ১৮ জানুয়ারি এই নিষেধাজ্ঞার কপি নিয়ে ওই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন থানায় যায় বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে। কিন্তু তার পরও ধামইরহাট থানা পুলিশ কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় গত ২১ জানুয়ারির মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবত্তোর সম্পত্তির শত বছরের পুরাতন প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকার গাছ সন্ত্রাসীরা কেটে নিয়ে যায় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে প্রকাশ্যে উচ্ছেদ করার হুমকি দিয়ে যায়। প্রতিবাদ করার ফলে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের রোষানলে পড়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। প্রাণভয়ে ইতোমধ্যে ২/১ জন স্ব-পরিবারে এলাকা ছেড়েছে। অন্যরা চরম আতংক আর উৎকণ্ঠার মধ্যে ওই গ্রামে বসবাস করছে।

সংবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৮৭)
জোট সরকারের ১শ' দিন ॥ রাউজান ছিল আতঙ্কের নগরী
২ খুন, ১৫টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ৮০টি বাড়িঘর ভাঙচুর

রাউজান প্রতিনিধি ঃ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় চারদলীয় জোটের ঘোষিত কর্মসূচির একশ' দিনে বিভিন্ন এলাকায় ১৩টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি আগুন লাগিয়ে দিয়ে চারদলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা পুড়িয়ে দেয়। এছাড়া সন্ত্রাসীরা অপহরণ, চাঁদাবাজির ঘটনায় রাউজানের জনজীবনকে অতিষ্ট করে তোলে। সন্ত্রাসীদের নির্মম নির্যাতনে আহত হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২৫ জন। খুন হয়েছে ৭ ডিসেম্বর রাতে পূর্বগুজরা হোয়ারাপাড়া এলাকায় দকলপুর জয়নগর গ্রামের ছাত্রলীগ নেতা সঞ্জিত বড়ুয়া।

নির্বাচনের পর পশ্চিম গুজরা ইউনিয়নের চন্দন কুমার ঘোষের বাড়ি, সঞ্জিত কুমার ঘোষের বাড়ি, অজিত কুমার ঘোষের বাড়ি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সন্ত্রাসীরা পশ্চিম গুজরার অংশু বড়ুয়ার বাড়িঘর, অজিত দে'র বাড়িঘর, দিলীপ মহাজনের ঘরবাড়ি লুট করে।

পূর্ব গুজরা ইউনিয়নের বিশ্বজিৎ দে'র ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করে, প্রসন্ন বিশ্বাসের বাড়ির পুকুরের মাছ লুট করে, পূর্বগুজরা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অরুণ ভট্টচার্যের বাড়িঘর লুটপাট করে, বসতভিটা থেকে মূল্যবান বৃক্ষ কেটে নিয়ে যায়। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে আহত হয়েছেন শতদল বৈদ্য, মাস্টার সাধন কৃষ্ণ চক্রবর্তী, কলমপতি গ্রামের অধীর দে, কালু সওদাগর।

সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করেছে ডাবুয়ার নলীনী মাস্টার, অশোক ধর, সুলতানপুরের অমর পালিত পল্টুসহ অর্ধশতাধিক মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী/ব্যবসায়ির কাছ থেকে। রাউজানের বিভিন্ন এলাকায় দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ফজল হক, আজিজুল হক, রমজান, বাচাইয়া, আবু তাহেরের নেতৃত্বে গত তিনমাস ধরে, চাঁদাবাজি, অপহরণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, খুন, নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রাউজান থানা পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারছে না। সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে রাজউানের সাধারণ জনগণ প্রতিনিয়ত আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছে।

আজকের কাগজ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৮৮)
জমি নিয়ে বিরোধ ঃ সাতক্ষীরায় দুই সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা ভাংচুর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সাতক্ষীরা জেলায় দুই সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে। হামলাকারীরা একজনের জমি দখল করে নিয়েছে। সাতক্ষীরা সদর ও শ্যামনগর উপজেলায় গত মঙ্গলবার পৃথক এ ঘটনা দু'টি ঘটে।

জানা যায়, শ্যামনগর উপজেলার সোনাখালী রমজান নগর গ্রামের রামপদ ঘোষালের বাড়িতে গত মঙ্গলবার রাতে আক্রমণ করা হয়। স্থানীয় একজন ইউপি মেম্বারের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী এ হামলা চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত রামপদ ঘোষাল ও তার স্ত্রী গোকুল রানী ঘোষালকে শ্যামনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অপর ঘটনাটি ঘটে সাতক্ষীরা শহরের পলাশপোল এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে পলাশপোলে বিএনপি সমর্থিত শ্রমিক নেতা খবির উদ্দিনের নেতৃত্বে হামলাকারীরা স্কুল শিক্ষক মঙ্গল পালের মালিকানাধীন অমিত ট্রেডার্সের তালা ভেঙে আসবাবপত্র ভাংচুর ও মালামাল লুটপাট করে। তারা দোচালা দিয়ে জমির একটি অংশ দখল করে নেয়। পুলিশের এসআই মুনসুর আলী চার ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চালান। থানায় লিখিত অভিযোগ দিলেও মামলা না নিয়ে জিডি করা হয়।

যুগান্তর ৩, ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৮৯)
খুলনায় সংখ্যালঘুর বাড়িতে ভাংচুর লুটপাট

খুলনা ব্যুরো ঃ শুক্রবার রাতে একদল সন্ত্রাসী খালিশপুরের একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে মারধর, মালামাল ভাংচুর ও লুটপাট করেছে।

রাত সাড়ে ৯টায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১২/১৪ জনের একদল সন্ত্রাসী খালিশপুর চরেরহাট দত্তপাড়ার সুবল দত্তের বাড়িতে চড়াও হয়। তারা হকিস্টিক, রড ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে সুবল দত্ত, তার স্ত্রী ভারতী রানী দত্ত, ছেলে সুকর্ণ দত্ত ও ভাড়াটিয়া দিলীপ সিংহকে গুরুতর আহত করে। সন্ত্রাসীরা সুবল দত্তের ডাইনিং টেবিল, চেয়ার, সিলিং ফ্যান, কাঠের তৈজসপত্র ভাংচুর করে একটি স্বর্ণের চেইন নিয়ে চলে যায়। খালিশপুর থানায় মামলা হয়েছে।

যুগান্তর, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৯০)
সংখ্যালঘু পরিস্থিতি ঃ খোঁজখবর নিচ্ছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট

কূটনৈতিক রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা জানতে চেয়ে ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার শেখ রাজ্জাক আলীকে চিঠি দিয়েছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ব্যারোনেস সারাহ লুডফোর্ড। হাইকমিশন গতকাল শনিবার এই চিঠি পাঠিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির যুক্তরাজ্য শাখার আহ্বায়ক আনসার আহমেদ উল্লাহ গত ডিসেম্বরে সারাহ লুডফোর্ডের কাছে একটি চিঠি লেখেন। এতে বলা হয়, গত জাতীয় নির্বাচনে চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর প্রচণ্ড দমন-নিপীড়ন চলছে। চিঠিতে বাংলাদেশের এই 'মানবাধিকার লঙ্ঘনের' ঘটনা বন্ধে সারাহ লুডফোর্ডের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত সর্বশেষ সরকারি ভাষ্য ব্রিটেনে পাঠানো হচ্ছে।

যুগান্তর, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৯১)
পটুয়াখালীর কালিশুরী গ্রাম
সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলা ঃ আহত ৮ জন

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কালিশুরী গ্রাম বিএনপির চাঁদাবাজি, হামলা ও মারধরের কারণে আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে বাড়িতে চাঁদা ধার্য করে আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম তালুকদার বলার পরেও পুলিশ মামলা নিচ্ছে না।

প্রকাশ, কালিশুরী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রহম আলীর সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত হাসান ও লিটনের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী কালিশুরী গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে চাঁদা ধার্য করে। গত ২৬ জানুয়ারি ওই গ্রামের মনোরঞ্জনের বাড়ি পূর্ব নির্ধারিত তারিখ মোতাবেক দাবিকৃত ৫০ হাজার টাকা না পেয়ে সশস্ত্র হামলা চালায় এবং ঘরের বিভিন্ন মালামাল লুট ও ৫ মহিলাসহ ৮ জনকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। গুরুতর আহতদের মধ্যে মনোরঞ্জন (৩০) ও মনমোহিনী রানীকে (৫০) বাউফল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অন্য আহতরা এ ব্যাপারে স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে গেলে তিনি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে মামলা নিতে বলেন। কিন্তু বাউফল থানা পুলিশ আহতদের কাছ থেকে মামলা না নিয়ে একটি সাদা কাগজে সকলের সই রেখে ছেড়ে দেয়। উল্লেখ্য, কালিশুরীর ওই সন্ত্রাসীরা পটুয়াখালী জেলা বিএনপির এক শীর্ষস্থানীয় নেতার পরিচালনাধীনে এ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৯২)
বসন্তপুর গ্রামের ৭০টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবার এখন অবরুদ্ধ

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ও স্বপন চন্দ্র দাস, নাটোর থেকে ঃ নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার বসন্তপুর গ্রামের ৭০টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবার বিএনপি সমর্থকদের হাতে দীর্ঘ প্রায় চার মাস ধরে অবরুদ্ধ জীবন-যাপন করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হামলা-হুমকি ও চাঁদাবাজির কারণে অনেক পরিবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। এখানকার ভীত-সন্ত্রস্ত তিন শতাধিক মানুষ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছেন।

গ্রামের কৃষি নির্ভর পরিবারগুলো তাদের ক্ষেতে (জমিতে) কোন কাজ করতে পারছে না। এবারের বোরো মৌসুমে ধান চাষ করতে না পারলে গ্রামে খাদ্যাভাব দেখা দেবে। থানা-পুলিশ কিংবা রাজনৈতিক কোন সাহায্য-সহযোগিতা না পেয়ে অবশেষে সন্ত্রাসী হামলার ভয় ও আতঙ্কের মধ্যেও সংখ্যালঘুরা গ্রামে পালাক্রমে পাহারা বসিয়ে নিজ মাতৃভূমিতে বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নাটোর জেলা শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বসন্তপুর গ্রাম। এই গ্রামে ৭০টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবার শত-শত বছর ধরে বসবাস করছে। নির্বাচনের পর থেকে বসন্ত পুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নেমে এসেছে নির্যাতন-জুলুম। অভিযোগে জানা গেছে, ক্ষমতাসীন বিএনপি সমর্থকরা এখানকার অধিবাসীদের নানাভাবে হয়রানি করছে। অবরুদ্ধ করে রেখেছে পুরো গ্রামের মানুষকে। চাঁদার দাবিতে বিরামহীনভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দেয়া হচ্ছে। আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে খড়ের পালা ও কৃষিসেচের কাজে ব্যবহৃত অতি প্রয়োজনীয় শ্যালো মেশিন। ফলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিএনপি সমর্থকরা প্রতিদিনই দল বেঁধে গ্রামে আসে। তারা মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে গ্রামে থাকতে পারবে না বলে সংখ্যালঘুদের হুমকি দিয়ে যায়। সুকুমার সরকার (৫৫) কৃষি কাজ করেন। তার অনেক জমিজমাও রয়েছে। বাড়িতে রয়েছে একাধিক খড়ের পালা। গত ১৯ জানুয়ারি সিংড়া থানায় সুকুমারের দায়ের করা সাধারণ ডায়েরিতে বলা হয়েছে, গত ৯ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ১১ টার দিকে বিশাল খড়ের (পোয়াল) পালায় আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। এরপর গত ১৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সুকুমারের আরেকটি খড়ের পালা জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে।

পাকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রভাত কুমার সরকারের (৪০) কৃষি সেচ কাজে ব্যবহৃত একটি শ্যালো মেশিন ও ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। চলতি (জানুয়ারি) মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ ঘটনা ঘটে। পরে ভয় ও হুমকির মুখে তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছেন নিরাপদ স্থানে। এ ঘটনার পর থেকে গ্রামে ভয়ে কেউ শ্যালো মেশিন বের করেননি। ফলে চলতি বোরো মৌসুমে কৃষক এখনও ঘরে বসে আছেন। জানা গেছে, বিএনপি সমর্থকরা সংখ্যালঘুদের হুমকি দিয়ে বলেছে মেশিন বের করলে চাঁদা দিতে হবে। কৃষকরা জানিয়েছেন, বোরোর সময় চলে যাচ্ছে। অথচ সন্ত্রাসীদের ভয়ে বোরো চাষ বন্ধ। শেষ পর্যন্ত বোরো চাষ করতে না পারলে গ্রামে চরম খাদ্যাভাব দেখা দেবে। এদিকে, গ্রামের মানুষ হামলা-আক্রমণ ঠেকাতে পালাক্রমে গণপাহারার ব্যবস্থা করেছেন। বসন্তপুরে প্রতি রাতেই এখন পাহারা বসে। রাত ১০ টার পর থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পাহারা বসানো হয়। বসন্তপুর গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। ফলে সন্ধ্যা নামলেই গ্রামের লোকজনের মধ্যে হামলা লুটতরাজের আশঙ্কা বাড়তে থাকে। এলাকাবাসী জানান, ১২ নম্বর রামানন্দ খাজুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তপন কুমার সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে তিনি চাপের মধ্যে রয়েছেন। তাকেও ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

বসন্তপুরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কলেজ শিক্ষক 'সংবাদ'কে জানান, আমরা বাঁচতে চাই। শুধু মুখের কথা নয়, সত্যি সত্যিই সরকার আমাদের নিরাপত্তা দিক। নইলে আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই। নিরাপত্তা দিতে না পারলে সরকারই আমাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করুক।

সংবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৯৩)
সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর প্রকাশে বাউফলের ওসি নাখোশ সাংবাদিকদের গালাগালি, হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, চাঁদাবাজি ও শ্লীলতাহানির সংবাদ প্রকাশ করায় বাউফল থানার ওসি সেখানকার সাংবাদিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মিথ্যা মামলায় হয়রানির হুমকি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঘটনা মিথ্যা প্রমাণে তিনি আসামীদের সাথে হাত মিলিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সেখানকার সাংবাদিকরা এক সভায় ওসির প্রত্যাহার দাবি করেছেন। অন্যদিকে বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটি ওসির অপসারণ ও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ তথ্য স্থানীয় সাংবাদিকদের সূত্রের। সূত্র জানিয়েছে, মঙ্গলবার দৈনিক জনকণ্ঠসহ পাঁচটি জাতীয় দৈনিকে বাউফলের সংখ্যালঘু নির্যাতনসংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদটি প্রকাশের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে পটুয়াখালী পুলিশের উর্ধতন কমকর্তা নিয়ামত আলী ঐ দিন বিকালেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। কিন্তু তার আগেই ওসি নূর আলম বিএনপির কিছু লোকজন সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে যায়। তারা ভিক্টিমদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে নিজেদের তৈরি করা একটি বিবৃতিতে তাদের স্বাক্ষর করিয়ে আনে। সেই বিবৃতিতে ঘটনার সাথে বিএনপির ক্যাডারের সংশ্লিষ্টতা ও চাঁদাবাজি মিথ্যা প্রমাণের জন্য সাংবাদিকদের কাছে বিতরণ করে। ওসি কেন ঘটনা অন্য খাতে প্রবাহের চেষ্টা করছে এবং বিএনপি ক্যাডারদের রক্ষা করতে চাচ্ছে তা রহস্যজনক। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় জনকণ্ঠের প্রতিনিধি কামরুজ্জামান বাচ্চু ও যুগান্তর প্রতিনিধি জীতেন্দ্রনাথ রায়কে ওসি থানায় ডেকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তাদের বাবা-মা তুলে গালি দিয়ে সাংবাদিকতা শিখিয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়। সেই সাথে নারী নির্যাতনসহ মিথ্যা মামলায় চালান দেবার হুমকি দেয়। এ সময় সেখানে উপস্থিত সংসদ সদস্য শহীদুল আলম তালুকদারের ভগ্নিপতি ও ধুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান শরীফ ওসিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এদিকে বিএনপির উপজেলা সভাপতি আবদুল হক এক সংবাদ সম্মেলনে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সত্য নয় দাবি করে বলেন, হাসান বিএনপির কর্মী নয়। এদিকে বাউফল প্রেসক্লাব এক জরুরী সভায় সাংবাদিকদের সঙ্গে ওসির ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে তাঁর অপসারণ দাবি করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৯৪)
পুঠিয়ায় সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর ওপর হামলার উদ্দেশ্য সম্পত্তি দখল

রাজশাহী ব্যুরো ঃ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটানো এবং আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে বিতাড়িত করে বাড়িঘর, জমিজমা ও দোকানপাট দখল করার উদ্দেশ্যেই পুঠিয়া উপজেলার ধনাঢ্য সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী কার্তিক চন্দ্র দে'র (২৮) ওপর হামলা চালানো হয়। গতকাল রোববার সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন, ভিকটিমের পরিবার, পুলিশ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কার্তিক একা তার কাণ্ডার দোকান থেকে এক কিলোমিটার দূরের পুঠিয়া সদরে যাওয়ার পথে রাব্বি ভূঁইয়া, শামসুল ইসলাম সামু, তাজুল মণ্ডল ও আজাদ নামে চার সন্ত্রাসী হত্যার উদ্দেশ্যে তার ওপর হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তার নাকের নিচ থেকে চোয়াল পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত এবং বাঁ হাতের তিনটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এছাড়া তার মাথা, ডান হাত, তলপেট ও পায়ে জখম হয়েছে। ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন তাকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। পরে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জানা গেছে, বর্ধিষ্ণু গ্রাম কাণ্ডার (কৃষ্ণপুর) কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের মধ্যে কার্তিকের পরিবার ধনাঢ্য। বাড়ির কাছেই তার পাইকারি মুদি দোকান রয়েছে। গত ১ অক্টোবরের পর থেকে রাব্বিসহ অন্য সন্ত্রাসীরা কার্তিককে হুমকি ও বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখিয়েছে। কার্তিকের পারিবারিক সূত্র জানায়, তাদের সাড়ে ৪ বিঘা জমি ও ঘরবাড়ি দখল করার জন্য একটি মহল দীর্ঘদিন ধরে তৎপর। ১০ কাঠা জমি নিয়ে হামলাকারী আজাদের বাবা মোয়াজ্জেম হোসেন ও কার্তিকের বাবার মধ্যে প্রায় ৩০ বছর মামলা চলেছে। ১৯৯২ সালে কার্তিকের বাবার পক্ষে মামলার রায় হয়। কার্তিক প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি না করলেও 'আওয়ামী লীগে ভোট দেন' বলে হামলাকারীরা ক্ষুব্ধ ছিল। সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত হামলাকারীরা বিএনপি আশ্রিত বলে জানা গেছে। কার্তিকের বড় ভাই দিলীপ কুমার দে (৩৭) জানান, নিরাপত্তার কারণে তিনি রাজশাহীতে থেকে ব্যবসা করছেন। কাণ্ডার বাড়িতে কার্তিক, তার স্ত্রী ও বৃদ্ধা মা থাকেন। তবে শনিবারের ঘটনার পর তারা গ্রামে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। ওই ঘটনায় কার্তিকের বড় বোন রত্না ভট্টাচার্য বাদী হয়ে ৪ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করেছেন। পুলিশ শনিবার রাতেই প্রধান হামলাকারী রাব্বির বাবা তাইজুল ভূঁইয়া, আজাদের বাবা মোয়াজ্জেম হোসেন ও আকরাম নামের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। হাসপাতালে কার্তিককে দেখতে আসা রাজশাহী-৪ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনের সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুক বলেছেন, নির্বাচনের পর থেকে তার এলাকার সংখ্যালঘুর ওপর অব্যাহতভাবে হামলা চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় কার্তিকের ওপর হামলা হয়েছে। পুঠিয়া থানার ওসি নূরুল ইসলাম জানান, কী কারণে হামলা হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এর বেশি এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।

যুগান্তর, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৯৫)
সংখ্যালঘু নির্যাতন
রংপুরে লুটপাট, মানিকগঞ্জে মূর্তি ভাঙচুর, বাগেরহাটে স্কুলছাত্রী ধর্ষিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় শনিবার রংপুরে এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর গদিঘর ও বাসায় হামলা ও লুটপাট হয়েছে। মানিকগঞ্জে মন্দিরের কালীমূর্তি ভাঙচুর হয়েছে এবং বাগেরহাটে ধর্ষিত হয়েছে এক স্কুলছাত্রী।

রংপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু এক পরিবারের গদিঘরসহ বাড়িতে হামলা ও লুটপাট চালানোর পর আবার ৫০ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করেছে। জানা গেছে, পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাদের ম্যানেজ করার পরামর্শ দিয়েছে সংখ্যালঘু পরিবারটিকে। ঘটনাটি ঘটেছে বদরগঞ্জ উপজেলা সদরে গত শনিবার।

এলাকাবাসী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বদরগঞ্জ উপজেলা সদরের কথাকলি সিনেমা হলের কাছে মানিক বসুর গদিঘর ও বাসা। গত শুক্রবার রাতে বদরগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের

সাধারণ সম্পাদক কমল লোহানী ও যুগ্ম সম্পাদক রেজওয়ানের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ওই গদিঘর ও বাসা দখল করে নেয়। তারা বাসার কেয়ারটেকার গৌরাঙ্গকে মারধর করে বাসা থেকে বের করে দেয় এবং টেলিভিশনসহ অন্য মালামাল লুট করে।

এ ঘটনা বদরগঞ্জ থানায় ওসি এ. কে. এম শামসুদ্দিনকে জানালে তিনি কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাদের ম্যানেজ করার পরামর্শ দেন বলে জানা গেছে। সারা রাত সন্ত্রাসীরা ওই বাসায় অবস্থান করে। তারা ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। পরে পৌর কমিশনার বাবুল মোহন্ত মধ্যস্থতা করে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দিলে সন্ত্রাসীরা শনিবার সকালে বাসা ত্যাগ করে চলে যায়। বদরগঞ্জ উপজেলা সদরে ছাত্রদল নামধারী সন্ত্রাসীদের বাসা দখল ও মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মানিকগঞ্জ থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ঘিওর থানার পশ্চিম জাবরা গ্রামে একটি মন্দিরের কালীমূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। শুক্রবার গভীররাতে কে বা কারা ওই মূর্তি ভেঙেছে সঠিকভাবে কেউ বলতে পারছে না।

পশ্চিম জাবরা গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের লোকজন শত বছরের পুরোনো মন্দিরে কালীপূজা করে আসছে।

মন্দিরের সামনে রোববার সরজমিনে গেলে স্থানীয় লোকজনের কথা বলার সময় একজন বলেই ফেললো 'ভূতে ভাঙছে' মূর্তি।

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার মোল্লাহাট উপজেলার লামার গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে (১৪) ধর্ষণ করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, স্কুল ছাত্রীটি রোববার সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে বাড়ির পাশে পুকুরে গোসল করতে গেলে একই গ্রামের আনোয়ার মোল্লার পুত্র মিলন মোল্লা তাকে ধর্ষণ করে। অস্ত্রের মুখে পুকুরের পাশে জঙ্গলে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।

এ ব্যাপারে মোল্লারহাট থানায় একটি মামলা হয়েছে।

সংবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৯৬)
দৃষ্টিপাত-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাংলাদেশে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের সাহায্যে নিউইয়র্কে অর্থ সংগ্রহ

মাহফুজুর রহমান, নিউইয়র্ক থেকে ঃ বাংলাদেশে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে এবং নির্যাতিত সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে সাহায্য করতে তরুণ প্রজন্মের সংগঠন 'দৃষ্টিপাত' নিউইয়র্কে ২ ফেব্রুয়ারি শনিবার ফান্ড রেইজিং ডিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী এতে উপস্থিত হয়ে দেশে সংঘঠিত মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সাথে তাঁদের একাত্মতা ঘোষণা করেন।

নিইউয়র্কের দুই জনপ্রিয় বাউল শিল্পী তাজুল ইমাম ও দুলাল ভৌমিক মানবতাবাদী মরমী সঙ্গীত পরিবেশন করে সঙ্গীতের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান। স্বপ্না কাউসারও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত ১ হাজার ডলার সাম্প্রদায়িক নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত নির্বাচিত ২০টি পরিবারের পুনর্বাসনে ব্যয় করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ তারুণ্যের সংগঠন দৃষ্টিপাতের এই মহতী উদ্যোগে প্রগতিশীল স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তির সমর্থন ছিল। অন্যদিকে নিউইয়র্কের এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও মুখোশধারী সামাজিক নেতৃবৃন্দ এই উদ্যোগের বিরোধিতা করে আসছিলেন। তারা এই অনুষ্ঠান বানচালের জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ড. নুরুন্নবী, বেলাল বেগ, হাসান ফেরদৌস ও পূরবী বসু।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৯৭)
ভোলায় হিন্দু বাড়িতে হামলা লুটপাট শ্লীলতাহানি

ভোলা প্রতিনিধি ঃ সশস্ত্র এক দল মুখোশধারী সন্ত্রাসী ভোলা সদর উপজেলার উত্তর দীঘলদী ইউনিয়নের চরকুমারিয়া গ্রামের এক হিন্দুবাড়িতে নগদ টাকা ও মালামাল লুটপাটের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের ওপর বেপরোয়া হামলা চালিয়েছে। শ্লীলতাহানি করেছে ওই পরিবারের এক ছেলের স্ত্রীকে। পরে সন্ত্রাসীরা ওই গৃহবধূকে কুপিয়ে সমস্বরে উল্লাসধ্বনি দিতে দিতে চলে যায়। নৃশংস এই ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার রাতে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, ঘটনার দিন সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় ১৫/১৬ জনের এক দল চিহ্নিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী চরকুমারিয়ার এক বাড়িতে যায়। তারা ডাকাডাকি করে ঘরের দরজা খোলাতে না পেরে লাথি দিয়ে তা ভেঙে ফেলে। গৃহকর্তা জানান, মুখোশধারীরা ঘরে ঢুকে তাকে ফেলে রড দিয়ে বেদম পেটায়। এরপর ঘরের মূল্যবান মালামাল লুট করে এবং তার কাছ থেকে জমি লগ্নির ৯ হাজার ২০০ টাকা চাপ প্রয়োগ করে বের করে নেয়। শ্বশুরকে প্রহার করা হচ্ছে দেখে বড় গৃহবধূ লাঠি নিয়ে রুখে দাঁড়ান। আধঘন্টা পর তিনি আহত হয়ে পড়ে যান।

সন্ত্রাসীরা এরপরই ঘর থেকে খুঁজে অপর এক ছেলের স্ত্রীকে টেনেহিঁচড়ে পেছনের বাগানে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়। পরে মাথায় ও হাতে ধারালো চাকু দিয়ে কুপিয়ে আহত করে।

ঘটনার পরদিন শুক্রবার ওই পরিবারের পক্ষ থেকে বড় ছেলে ভোলা থানায় মামলা করেন। মামলায় কোনো আসামির নাম উল্লেখ করা হয়নি।

স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ ঘটনা ঘটিয়েছে ওই গ্রামের এক দল চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তাদের মধ্যে রফিক, সফিক ও নাছির বহুল আলোচিত। তারা খুনিবাড়ির খুনিয়া বাহিনীর সদস্য বলে একাধিক সূত্র জানিয়েছে। রফিক ও সফিক একাধিক মামলায় জেল খেটে সম্প্রতি জামিনে ছাড়া পায়।

ক্ষতিগ্রস্ত গৃহকর্তা প্রথম আলোকে জানান, ঘটনার পর তিনি ছাড়া বাড়ির সবাই নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র চলে গেছেন। তার মুমূর্ষ পুত্রবধূকে বাগান থেকে উদ্ধার করে ভোলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। সেখানেও ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য বরিশালেই অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রথম আলো, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৯৮)
সিরাজদিখানে মন্দিরের জমি দখলের চেষ্টা, মূর্তি ভাংচুর, হামলা

নাসিরউদ্দীন উজ্জ্বল, শেখরনগর থেকে ফিরে ঃ সোমবার দুপুরে সিরাজদিখান উপজেলার শেখরনগর বাজারে সন্ত্রাসী হামলায় কালীমন্দিরের মূর্তি ভাংচুর এবং মহিলাসহ অন্তত ৩৫ সংখ্যালঘু আহত হয়েছে। জেলা শহর থেকে প্রায় ৫০ কি. মি. দূরের এই বাজারটির মন্দিরের পাশের জায়গা দখল করতে গেলে জেলে সম্প্রদায়ের লোকজন বাধা দিলে এই ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পার্শ্ববর্তী গোপালপুর থেকে আফতাব গাজী ও মমিন মোল্লার নেতৃত্বে ৩টি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় ৫০/৬০ জন লোক আসে। দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এসব লোক মন্দিরের পাশের খালি জায়গায় দ্রুত ঘর ওঠানোর কাজ শুরু করে। এই সময় জেলে সম্প্রদায়ের মহাদেব বর্মণ মন্দিরের জায়গায় ঘর উঠাতে 'না' করতেই তাকে মারধর শুরু করে। তার চিৎকারে সংখ্যালঘু লোকজন ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা সাবল, টেটা, লাঠি, খুনতিসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি হামলা চালায়। সংখ্যালঘুরা আত্মরক্ষায় দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করেও রক্ষা পায়নি। মহিলাদেরকেও এলোপাতাড়ি পিটিয়েছে। এই সময় হামলাকারীরা মন্দিরের কালীমূর্তি ভাংচুর করে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। খবর পেয়ে পার্শ্ববর্তী শেখরনগর ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এর আগেই হামলাকারীরা উক্ত জায়গায় ১০টি খুঁটি পুঁতে ফেলে। দখল করতে আসা এই দলটি ঘর তৈরির সরঞ্জামাদি ফেলেই সটকে পড়ে। বিকালে সিরাজদিখান থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ফেলে যাওয়া সরঞ্জামাদি জব্দ করে।

জেলে সম্প্রদায়ের মহাদেব বর্মণ জানান, এই জায়গাটি দীর্ঘদিন থেকে মন্দিরের জায়গা হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। হঠাৎ করে একটি মহল এই জায়গাটি দখল করতে পাঁয়তারা চালায়। বৃদ্ধা বেলবতী রানী বর্মণ (৭০) জানান, 'আমাগো ঠাকুর ভাঙছে যারা তাগো বিচার চাই, আর আমাগো নিরাপত্তা চাই।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক এলাকাবাসী জানান, যারা এখানে ঘর তুলতে এসেছিল তারা বিএনপির লোক। স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় পর্যায়ক্রমে সংখ্যালঘুদের সবকিছু দখল করতে চাচ্ছে।

এদিকে দখলকারীরা নাকি বলেছে, সিরাজদিখান উপজেলা ভূমি অফিস থেকে এই জায়গা লিজ নিয়েই তারা ঘর তুলতে এসেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন নিশ্চিত কিছু জানাতে পারেনি।

হামলায় আহতদের মধ্যে রয়েছে, নাতু বর্মণ (৪০), মাঘু বর্মণ (৩৫), গুঞ্জন বর্মণ (৬০), মিনা রানী বর্মণ (৩২), সাধনা বর্মণ (৩৪) ও মহাদেব বর্মণ (৪০)।

আহতরা স্থানীয় বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

মুন্সীগঞ্জের পুলিশ সুপার লোকমান হাকিম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জনকণ্ঠকে বলেছেন, জমিজমা নিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। এটি কোন রাজনৈতিক ঘটনা নয়। এই ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। ফের হামলার আশঙ্কাও করছে কেউ কেউ।

এদিকে পুলিশ শেখরনগর এলাকা থেকে সোমবার রাতে আফতাব কাজী ও মমিন মোল্লা নামের দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। জেলে সম্প্রদায়ের পক্ষে মহাদেব বর্মণ বাদী হয়ে সিরাজদিখান থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং ১(২)২০০২। এই মামলায় গ্রেফতারকৃত দু'জন ছাড়াও অজ্ঞাতনামা ৩০/৪০ জনকে আসামী করা হয়েছে বলে সিরাজদিখান থানার ডিউটি অফিসার এএসআই ফরমান আলী জানিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৬৯৯)
ডাকাত কর্তৃক মূল্যবান সামগ্রী লুট

ফরিদপুর ৩ ফেব্রুয়ারি, ইউ.এন.বি ঃ শুক্রবার রাতে একদল ডাকাত বোয়ালমারী উপজেলার দুইটি গ্রামের তিনটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। পুলিশ জানায়, একদল ডাকাত মধ্যরাতে বহিরাবাগ গ্রামের সুশীল সিকদারের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং অস্ত্রের মুখে ৫ তোলা সোনাসহ নগদ অর্থ নিয়ে যায়। একই দল মিরপুর গ্রামের নীহার বানুর ঘরে প্রবেশ করে ১১ তোলা সোনাসহ নগদ অর্থ লুটে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে পৃথক মামলা হয়েছে।

বাংলাদেশ অবজারভার, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭০০)
হোসেনপুরে সংখ্যালঘুর বাড়ি ভাংচুর ॥ শিক্ষকসহ গ্রেফতার ২

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ও হোসেনপুর থেকে সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার দুপুরে ৩০/৪০ জন সশস্ত্র লোক হোসেনপুর উপজেলা সদরে ঢেকিয়া গ্রামের বিধবা চম্পা রানী বর্মণের বাড়িতে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ঘর-বাড়ি ও ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করেছে। জানা যায়, হোসেনপুর পাইলট বয়েজ হাইস্কুলের শিক্ষক আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ভাড়াটে গুণ্ডারা এই হামলা চালায়। পুলিশ আমিনুল ইসলাম ও জামালউদ্দিনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত শিক্ষক দীর্ঘদিন যাবৎ চম্পা রানীর জমি দখলের পাঁয়তারা করছে বলে পরিবারের লোকজন অভিযোগ করে। থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ জানুয়ারি ২০০২

(৭০১)
সাতক্ষীরার গ্রামে মন্দির এলাকায় মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা ॥ সংখ্যালঘু পরিবারকে হুমকি

সাতক্ষীরা, ৫ ফেব্রুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার তালা উপজেলার সুজন শাহ বাজারে জনৈক শঙ্কর কুমার দত্তের ডিসিআর নেয়া জমিতে জোর করে মসজিদ ঘর নির্মাণ করার ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। জেলা প্রশাসকের নির্দেশ অমান্য করে জনৈক মোজাম্মেল হক গত ১৫ জানুয়ারি থেকে এই মসজিদ ঘর নির্মাণ শুরু করে। '৭৩-৭৪ সাল থেকে ডিসিআর নিয়ে ভোগদখলকারী শঙ্কর কুমার দত্ত এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী, সুজন শাহ গ্রামের প্রায় ১শ' বছরের পুরনো মন্দিরের মাত্র ২৫ গজ দূরে গ্রাম্য ডাক্তার মোজাম্মেল হক জোর করে মসজিদ নির্মাণ শুরু করে। এই গ্রামে মসজিদ নির্মাণের জন্য গ্রামের জনৈক ধর্মপ্রাণ মোহাম্মদ আলী জমি দিতে রাজি হলেও সেখানে মসজিদ নির্মাণ না করে মন্দির এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে জোরপূর্বক সরকারী জমি দখল করে। শঙ্কর দত্তের লিখিত অভিযোগ, তার দখলীয় ডিসিআর নেয়া জমিতে মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করায় তাকে হত্যাসহ দেশ ছেড়ে ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭০২)
পিরোজপুর ও পটুয়াখালীতে হিন্দু পরিবারে সন্ত্রাসীদের হামলা

পিরোজপুর প্রতিনিধি ঃ নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু পরিবারের বসতঘর মেরামতে বাধা দিয়ে ঘরের চালা ও বেড়া খুলে নিয়ে গেছে। এ সময় সন্ত্রাসীরা ওই পরিবারের একমাত্র আয়ের পথ একটি চায়ের দোকান বন্ধ করে দিয়েছে এবং বসতবাড়ির মূল্যবান গাছও কেটে নিয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৭ জানুয়ারি নাজিরপুর উপজেলার দীঘিরজান বাজারে।

সরেজমিন দীঘিরজান এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বাজারের এককোণে নিজস্ব জমিতে ঘর তুলে বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত মজুমদার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। আয়-রোজগারের জন্য ঘরের এককোণে একটি চায়ের দোকান বসিয়েছেন। কৃষ্ণকান্তর পুত্র সুকুমার চায়ের দোকানটি চালায়। ঘটনার দিন আলতাফ ও মুনসুরের নেতৃত্বে কয়েকজন সন্ত্রাসী লাঠিসোটা নিয়ে ওই বাড়িতে চড়াও হয়। 'তোরা হিন্দু, তোরা নৌকায় ভোট দিয়েছিস। তোদের আর এ দেশে থাকার দরকার নেই। ভারতে অনেক মুসলমানকে তালেবান সন্দেহে মারধর ও আটক করা হয়েছে, তোরা ভারতে চলে যা।'—সন্ত্রাসীরা এই বলে সুকুমারদের ঘর মেরামতে বাধা দেয় এবং মিস্ত্রিকে মারধর করে তাড়িয়ে দিয়ে ঘরের চালা ও বেড়া খুলে নেয় এবং মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে সুকুমার বাদী হয়ে ১০ জনকে আসামি করে নাজিরপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে।

মামলার বাদী সুকুমার জানান, মামলা দিয়ে আরো বিপাকে পড়েছি। একদিকে আসামিদের হুমকি-ধমকি অপরদিকে আয়ের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছি। থানা বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম জানান, বিএনপিতে সন্ত্রাসীদের কোনো স্থান নেই। দীঘিরজানের ঘটনায় কোনো বিএনপি কর্মী জড়িত নয়।

পটুয়াখালী প্রতিনিধি জানান, বাউফল উপজেলার চাঁদকাঠি গ্রামের একটি হিন্দু বাড়িতে এলাকার সন্ত্রাসীরা ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে হামলা চালিয়েছে। সন্ত্রাসীরা টাকা ছিনিয়ে নেওয়াসহ জোরপূর্বক গাছ কেটে নিয়েছে। অসহায় ওই পরিবারের যশোদা জীবন দাস প্রতিকার চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবরে লিখিত আবেদন জানান।

জানা গেছে, বাউফল উপজেলার কালিশুরী ইউনিয়নের চাঁদকাঠি গ্রামের যশোদা জীবন দাসের পরিবারের ওপর দীর্ঘদিন ধরে এলাকার আবদুর রশিদের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে আসছে। গত ২৬ জানুয়ারি বিকেলে যশোদা জীবন দাস বাজার থেকে ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা তার পথরোধ করে ৪ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং গলার ওপর দা ধরে ৩ লাখ টাকা দাবি করে। না হলে জবাই করা হবে বলে হুমকি দেয়।

এ ঘটনার পরদিন রাতে রশিদ ও তার দুই ভাই যশোদা জীবন দাসের বাড়িতে এসে হাজির হয় এবং ওই ৩ লাখ টাকা দাবি করে বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়ির লোকদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায় এবং ২৮ জানুয়ারি সকালে পুনরায় দলবলসহ এসে বাগানের মূল্যবান দুটি গাছ কেটে নেয়।

প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭০৩)
বাগেরহাটে হিন্দু পরিবারের জমি দখল করে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাইনবোর্ড

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ জেলার চিতলমারী উপজেলায় ৫০-৬০ জনের সশস্ত্র একদল ব্যক্তি একটি হিন্দু সম্পত্তি দখল করে সরকারি দলের অঙ্গসংগঠনের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে স্বেচ্ছাসেবক দল, যুবদলের পরিচয়ে ৫০-৬০ জন ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র, লাঠিসোটা নিয়ে চিতলমারীর চর কুড়োলতলা গ্রামের শিবনাথ কীর্তনিয়ার (৭০) বাড়ির সামনের একটি ফাঁকা জায়গা দখল করে সেখানে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়। তাদের বাধা দিতে গিয়ে শিবনাথ, তার স্ত্রী চারুবালা কীর্তনিয়া, কন্যা বনলতা কীর্তনিয়া, পুত্র নিপুণ কীর্তনিয়াসহ ছয় ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের চিতলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হয়েছে।

চিতলমারী উপজেলা বিএনপি আহ্বায়ক অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এ ব্যাপারে প্রথম আলোকে জানান, জমিসংক্রান্ত এ ধরনের একটি ঘটনার কথা তিনি শুনেছেন। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার জন্য সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু বক্কর সিদ্দিকীকে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে মহিলাদলের সাইনবোর্ড টাঙ্গানো নিয়ে তিনি কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

চিতলমারী উপজেলা টিঅ্যান্ডটি এক্সচেঞ্জ বিকল থাকায় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭০৪)
সাম্প্রদায়িক হামলা রুখতেই হবে ॥ শাহরিয়ার কবির

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রামে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের সহিংসতা ও বোমা হামলার প্রতিবাদে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লেখক, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির বলেছেন, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী অপশক্তি আমাকে ও আমার সহযোদ্ধাদের হত্যা করতে পারে, কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকব অন্যায়, নিপীড়ন ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করব। তিনি বলেন, যে কোন মূল্যে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। নির্যাতন যেখানেই হবে আমরা সেখানেই যাব। বুধবার বিকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, আবেদ খান, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, শামীম আখতার, শহীদ জায়া সালমা হক, নির্মূল কমিটির নেতা কাজী মুকুল, ফজলুর রহমান প্রমুখ।

শাহরিয়ার কবির সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদানকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে মৌলবাদীদের তাণ্ডবের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন গত ৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ কর্তৃক আমার সংবর্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনা ঘটেছে তাতে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। আমার কারামুক্তির পর চট্টগ্রামে যাঁরা আমাকে সংবর্ধনা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তারা শুধু চট্টগ্রামের নয় গোটা বাংলাদেশের সিভিল সমাজের প্রতিনিধি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর প্রথমে জাসাস, তারপর অদ্ভুত সব নামের সংগঠন একের পর এক গজিয়েছে, যারা আমাকে চট্টগ্রামে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে যে কোন মূল্যে চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই প্রক্রিয়া প্রতিহত করার উপর্যুপরি হুমকি দিয়েছে। পত্রিকায় দেখেছি মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির দ্বারা গঠিত এসব ভুইঁফোড় সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছে চট্টগ্রামের জামায়াত নেতা মওলানা শামসুদ্দীনের পুত্র 'চট্টগ্রাম ইনকিলাব' পাঠক সমিতির সভাপতি আবু জাফর মোহাম্মদ আনাস। এদের হুমকি এবং এদের প্রতি সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থনের কারণে চট্টগ্রামে আমাদের সমাবেশের পূর্বনির্ধারিত স্থান শহীদ মিনারে পুলিশ কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়নি। সমাবেশের উদ্যোক্তারা সংঘর্ষ পরিহারের জন্য আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাবেশ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে স্থানান্তরিত করেন। জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা উদ্যোক্তাদের এই সিদ্ধান্ত জানতে পেরে

একই স্থানে পাল্টা সমাবেশের ঘোষণা দেয়, যা স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্বেগের কারণ হয়। গত কয়েকদিন ধরে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা টেলিফোনে আমাকে হুমকি দিয়েছে চট্টগ্রামে না যাওয়ার জন্য। চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীরা অনুষ্ঠানের আগের দিন ১৪/১৫ জনের মশাল মিছিল বের করে এবং বিভিন্ন স্থানে ককটেল নিক্ষেপ করে। দৈনিক 'ইনকিলাব' যথারীতি এসব সংবাদ ফলাও করে ছেপেছে, যা পড়ে মনে হয়েছে আমার চট্টগ্রামে যাওয়া মাত্র সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে।

শাহরিয়ার কবির বলেন, অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখে সকালে বিমানযোগে অগ্রজপ্রতিম সাংবাদিক আবেদ খানের সঙ্গে আমি চট্টগ্রামে যাই। বিমানবন্দরে নেমেই আমরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হই। বিমানবন্দরে পুলিশের কয়েক কর্মকর্তা আমাদের বহির্গমন লাউঞ্জে এনে বসিয়ে রাখেন। এ সময় বিমানবন্দরের লাউঞ্জের বাইরে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য যাঁরা অপেক্ষায় ছিলেন তারা এবং ভিতরে আমরা এ নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। তখন পর্যন্ত নিশ্চিত ছিলাম না আমরা আদৌ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারব কিনা। বিমানবন্দরে প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করার পর পুলিশ আমাদের যেতে দেয়। আমরা হোটেলে গিয়ে জানতে পারি সন্ত্রাসীরা আমাদের অনুষ্ঠানে হামলার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। উদ্যোক্তারা বার বার আমাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাহায্য চেয়েছেন এবং হুমকি প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ দায়সারাভাবে আমাদের নিরাপত্তার জন্য কয়েকজন পুলিশ দিলেও যারা প্রেসক্লাবের আশপাশে বোমা ও ককটেল ছুড়ে অনুষ্ঠান পণ্ড করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বিকাল পৌনে তিনটায় প্রেসক্লাবে যাওয়ার পথে আমাদের উদ্যোক্তাদের একজনের গাড়ি লক্ষ্য করে মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা মাইক্রোবাস থেকে বোমা নিক্ষেপ করে যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একজন রিক্সাচালককে মারাত্মকভাবে আহত করে, সন্ধ্যায় হাসপাতালে যার মৃত্যু ঘটে। শাহরিয়ার কবির বলেন, আমি একজন নগণ্য মানবাধিকারকর্মী, শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য যুদ্ধাপরাধী, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী অপশক্তির মুখপাত্র দৈনিক 'ইনকিলাব' ও তাদের পৃষ্ঠপোষক ক্ষমতাসীন সরকার যেভাবে আমার ওপর উপর্যুপরি হামলা চালাচ্ছে, আমাকে উপলক্ষ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ঐক্য প্রক্রিয়ার ওপর হামলা চালাচ্ছে, যেভাবে তারা শিক্ষা দিতে চাইছে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক সুশীল সমাজকে তা আমাদের শুধু ক্ষুব্ধই করেনি, আমাদের মারতে গিয়ে চট্টগ্রামের 'ইনকিলাব' ওয়ালারা বোমা মেরে যেভাবে একজন নিরীহ রিক্সাচালককে নৃশংভাবে হত্যা করেছে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের ভাষা আমাদের জানা নেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২

(৭০৫)
মোরেলগঞ্জে তিন দিনে দশ বাড়িতে ডাকাতি ॥ শ্লীলতাহানির অভিযোগ

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার পল্লীতে অব্যাহত ডাকাতি এবং মহিলাদের ওপর নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় গোটা জনপদে নেমে এসেছে চরম আতঙ্ক। ডাকাতের ভয়ে সূর্যডোবার আগেই অনেক বাড়ির গৃহবধূ এবং যুবতী কন্যাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হচ্ছে। এ অবস্থা চলছে প্রতিটি অবস্থাপন্ন পরিবারের ক্ষেত্রে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে থানা পুলিশ ডাকাতি মামলাকে চুরি মামলা বলে থানায় রুজু করেছে। অধিকন্তু ডাকাতদের হুমকিতে অনেকেই থানায় মামলা করতে সাহস পায় না। বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গত ১১ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ১০টি বাড়ি ও দোকানে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা এ সময় মারপিটসহ মহিলাদের শ্লীলতাহানি এবং নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

গত ১১ জানুয়ারি রাতে মোরেলগঞ্জের হরিণঘাটা গ্রামের নিতাই বৈরাগীর দোকান ও বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা নগদ টাকা, স্বর্ণালংকারসহ মালামাল লুট করে। ডাকাতরা গৃহকর্তা নিতাই বৈরাগীর স্ত্রীকে মারপিটসহ তার শ্লীলতাহানি করে।

সংবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭০৬)
সন্ত্রাসের জনপদ পদ্মপুকুর ॥ সংখ্যালঘুদের দিন কাটে চরম আতঙ্কে

মিজানুর রহমান, সাতক্ষীরা থেকে ঃ সন্ত্রাসের জনপদ পদ্মপুকুর। সাতক্ষীরা থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপের মানুষদের দিন কাটে আতঙ্কের মধ্যে। ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যের বিনিদ্র রাত কাটে। পুরুষ সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে থাকে অন্যত্র। গত ১৫ দিন ধরে সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকি ও চাঁদা দাবির মুখে জিম্মি হয়ে আছে ইউনিয়নবাসী। গত ৩১ জানুয়ারি প্রকাশ্যে এক সংখ্যালঘু দিনমজুরের ১ কেজি চাল ছিনতাই করেছে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীরা এতই প্রভাবশালী যে, হিন্দু মুসলমান সকলেই সন্ত্রাসীদের নাম বলতে ভয় পায়। বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচতে সেখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি দাবি করেছে।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার নদীবেষ্টিত বিচ্ছিন্ন একটি ইউনিয়ন পদ্মপুকুর। গত ১৫ দিন ধরেই সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অত্যাচার শুরু করেছে এখানে। এদের অনেকেই বহিরাগত। আবার অনেকে স্থানীয়। গত ৪ ফেব্রুয়ারি সাতক্ষীরা থেকে সরেজমিন এই দ্বীপে গিয়ে দেখা গেছে, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচতে অভিযোগ জানাতে সমবেত হয়েছে পাখিমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে। সাতক্ষীরা থেকে যাওয়া পুলিশ সুপার ও জেলা বিএনপির সেক্রেটারির সামনেই আতঙ্কিত মানুষরা তাদের অসহায় অবস্থা বর্ণনা দেয়। তবে সন্ত্রাসের ঘটনা বর্ণনা কালেও সন্ত্রাসীদের নাম কেউ মুখে আনার সাহস দেখায়নি।

সন্ত্রাসীদের ভয়ে গত ১৫ দিন ধরে বাড়িছাড়া পাখিমারা গ্রামের বৃদ্ধ হরেন সরদার। সন্ত্রাসীরা রাতে তার বাড়িতে হানা দিয়েছে। বাজারে ছেলে উদ্ধব-এর মাথায় পিস্তল ধরে টাকা দাবি করেছে। আতঙ্কিত হরেন এখন চৌকিদারের বাড়িতে রাত কাটায়। সোনাখালী গ্রামের গোবিন্দ স্বর্ণকারের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হানা দেয়। দিঘালারাইট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, তাঁর স্কুলের ৮ শিক্ষকই সংখ্যালঘু। জানুয়ারির শেষের দিকে শিক্ষক অমিয় বাবুর বাড়িতে গিয়ে সন্ত্রাসীরা চাঁদা নিয়ে এসেছে। একই স্কুলের শিক্ষক চুঁইবাড়ি গ্রামের বিকাশ চন্দ্রের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হানা দেয়। এছাড়া সোনাখালী, চাকলা, খুঁটিকাটা, পাখিমারা গ্রামের অবস্থাপন্ন সংখ্যালঘুদের প্রতিটি বাড়িতেই সন্ত্রাসীদের আনাগোনা। এই সন্ত্রাসীরা সকলেই অস্ত্রধারী। এদের ভয়ে আতঙ্কিত খোদ সরকারী দলের ইউনিয়ন সভাপতি নূর মোহাম্মদ ও ইউপি সদস্য শফিউল আযম। এদের অভিযোগ সোনাখালী গ্রামের সংখ্যালঘুরা প্রতিরাতেই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র রাত কাটাচ্ছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এ সকল সন্ত্রাসীর বেশিরভাগ সদস্যই উঠতি বয়সের। এদের কোন রাজনৈতিক পরিচয় না থাকলেও এলাকায় এরা কয়রা থেকে আসা কালু বাহিনী, সাতক্ষীরা থেকে যাওয়া শফি বাহিনী ও স্থানীয় শওকত বাহিনী বলে পরিচিত। এদের অবস্থান দু'টি ইউনিয়নের সংযোগস্থল পাখিমারা গ্রামে। নদী পার হতে এবং বাজারে যেতে এদের

মুখোমুখি হতে হয় প্রতিনিয়ত। এদের দাবির টাকা না দিলে হতে হয় নিগৃহীত। অপহরণ করা হয় সদস্যদের। হত্যার হুমকিও দেয়া হয় প্রতিনিয়ত।

পাখিমারা প্রাইমারী স্কুল মাঠে সমবেত ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা সকলেই তাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ সুপারের কাছে একটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের দাবি করেছে। দু'টি উপজেলা খুলনার কয়রা ও সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার সংযোগে অবস্থিত শ্যামনগরের নদীবেষ্টিত বিচ্ছিন্ন এই পদ্মপুকুর ইউনিয়নে সন্ত্রাসীদের অবাধ যাতায়াত ও আত্মগোপনের নিরাপদ স্থান সুন্দরবন। পুলিশ সুপার, বিএনপির জেলা সেক্রেটারি ও সাংবাদিকদের সামনেও আতঙ্কিত-অসহায় মানুষগুলো তাদের অসহায়ত্বের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭০৭)
হিন্দু পরিবারের বাড়ি দখলকে কেন্দ্র করে শরণখোলার গ্রামে উত্তেজনা

শরণখোলা সংবাদদাতা ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বাড়ি দখল করাকে কেন্দ্র করে শরণখোলা উপজেলার লাকুরতলা গ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সন্ত্রাসীচক্র দখল করা ঐ বাড়িতে ঘর তৈরি অব্যাহত রেখেছে।

এলাকাবাসী জানায়, নারায়ণ চন্দ্র তাফালী ও পুলিন চন্দ্র তাফালী দীর্ঘদিন ধরে ঐ বাড়িতে বসবাস এবং বাড়ির এক একর জমি বাগানবাড়ি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। গত ২২ জানুয়ারি বিএনপি কর্মী হিসেবে পরিচিত উত্তর তাফালবাড়ী গ্রামের শাহ আলম ১০-১২ জন ভাড়া করা লোক নিয়ে বাগানবাড়িটি দখল করে নিয়ে সেখানে একটি পুকুর কাটে ও একটি ঘর তোলা শুরু করে। বিষয়টি থানা পুলিশকে জানালে এসআই মাহবুব আলম ঘটনাস্থলে গিয়ে দখলদারদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে বলেন এবং পুনরায় ঘর তুলতে নিষেধ করেন।

কিন্তু শাহ আলম পরদিন ২৩ জানুয়ারি বাঁশ-খুঁটি নিয়ে পুনরায় সেখানে ঘর তুলতে যায়। বাঁধা দিতে সাহস পায়নি বাড়ির লোকজন। দখল করা জায়গায় নির্মাণাধীন ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে নারায়ণ চন্দ্রের মা বলেন, '৭১ সালে লুট হয়েছে ঘরের মালামাল। এখন দেখছি বাড়ি-জমি, সবই দখল হচ্ছে। ভগবান কি নেই?'

লাকুরতলা গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য সুভাষ চন্দ্র (৫০) এ প্রতিবেদকের কাছে বলেন, আমার বুঝজ্ঞান হওয়ার বয়স থেকেই দেখে আসছি তাফালী পরিবারের লোকজনই এই বাড়ি-জমি ভোগ দখল করে আসছেন। অন্যদিকে শাহ আলমের বোন খাদিজা বেগম জানালেন, তার বাবা জীবিত থাকাকালে ঐ জমি প্রমথ অধিকারী ও মন্মথ অধিকারীর কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। তবে অন্য একটি সূত্র জানায়, উক্ত জমি নিয়ে ইতিপূর্বে দায়ের করা দেওয়ানি মামলার (নং ২২/৯২) রায় হয়েছে ১৯৯৬ সালের ২৯ জুন এবং তা নারায়ণ চন্দ্র ও পুলিন চন্দ্রদের পক্ষে গেছে।

শরণখোলা থানার এস আই মাহবুব আলমের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি জানান, বিষয়টি শুনে আমি নিজেই ঘটনাস্থলে যাই এবং দুপক্ষকেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেই।

বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে স্থানীয় সংখ্যালঘুরা এমনিতেই ভীতসন্ত্রস্ত। তার পর চলছে এভাবে জবর দখল। ফলে গ্রামে বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা।

ভোরের কাগজ, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭০৮)
সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে এক হিন্দু বাড়িতে সশস্ত্র হামলা ॥ আহত ১০

সিলেট অফিস ঃ সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার মনোয়ারপুর গ্রামে একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ করে বাড়ি দখলের লক্ষ্যে গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ৩০/৪০ জনের সশস্ত্র একটি সন্ত্রাসী দল হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাংচুর করেছে। এ ঘটনায় ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ধীরেন্দ্র নন্দী (২৫) কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত অন্যরা হচ্ছে মনীন্দ্র নন্দী (২৭), ফুলমতি বেগম (৪৫), মায়ারানী নন্দী (৪৫) ছায়ারানী নন্দী (৩৫)।

আমাদের দিরাই প্রতিনিধি শেখ কবির আহমদ ঘটনাস্থল থেকে ফিরে এসে জানান, নরেন্দ্র বিশ্বাসের কাছ থেকে কিনে মনীন্দ্র নন্দীর পরিবার ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই বাড়িতে বসবাস করে আসছিলেন। এদিকে সাকিতপুরের আব্দুল জলিল সরকার ও তার ভগ্নিপতি মধুপুরের লাল মিয়া বেশ কিছুদিন ধরে ভুয়া দলিল দেখিয়ে বাড়িটির দখল ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুমকি-ধামকি দিয়ে আসছিল।

গতকাল এই দু'জনের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জনের সশস্ত্র দল মনীন্দ্র নন্দীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে বসতঘরে ব্যাপক ভাঙচুর করে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে ১০ জন আহত হয়। দিরাই থানা পুলিশ জলিল ও কাজল নামের দু'ব্যক্তিকে আটক করেছে।

আজকের কাগজ, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭০৯)
কেরানীগঞ্জে যুবদল ক্যাডারদের সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল

কেরানীগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা ঃ বুধবার কেরানীগঞ্জ থানার মান্দাইল জেলেপাড়ায় এক সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল করে নিয়েছে যুবদল ক্যাডাররা।

তিত্যাবাসি বর্মণের স্ত্রী আশালতা বর্মণ জানায়, যুবদল কর্মীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে তাদের জোর করে বের করে দেয়। এ ব্যাপারে কেরানীগঞ্জ থানায় পুলিশের সহযোগিতা চাইলেও পুলিশ আসেনি। ক্যাডাররা হুমকি দিয়ে বলেছে, এ ব্যাপারে মুখ খুললে পরিণতি ভয়াবহ হবে।

সংবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭১০)
সংখ্যালঘু এক বাড়িতে দ্বিতীয়বার ডাকাতি

ভোলা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভোলা শহর থেকে ৬ কি. মি. দূরে উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নের চরকুমারী গ্রামের সরকার বাড়িতে দ্বিতীয়বারের মতো আবার ডাকাতি হল গত ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যায়। ডাকাতের দায়ের কোপে আহত হয়েছে সূর্যকুমার সরকারের পুত্রবধূ সীমা রানী সরকার (১৯)। ডাকাত সীমার মাথায় ধারালো দা বা চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কোপ দেয়। সীমার স্বামী সঞ্জীব তখন ঘরে ছিল না। সীমার শ্বশুর অসুস্থ সূর্যকুমার সরকার ঘরে ছিলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ২০/২৫ বছর বয়সের একদল ডাকাত ঘরে প্রবেশ করে ঘরের লোকজনদের এলোপাতারি মারধর করে এবং সীমার কপালে কোপ দিয়ে প্রথমে ত্রাস সৃষ্টি করে এবং 'টাকা কোথায় তাড়াতাড়ি বের কর না হয় জবাই করে দেব' বলে হুমকি দেয়। ভয়ে অসুস্থ সূর্যকুমার তার কাছে থাকা ১০ হাজার টাকা ডাকাতদের দিয়ে দেয়। ডাকাতরা ওই পরিবারের রেখা রানী ও শেফালী রানীর গলার স্বর্ণের চেইনও ছিনিয়ে নেয়।

ডাকাতদের এলোপাতাড়ি মারধরে সীমা রানী ছাড়াও গৃহকর্তা বৃদ্ধ সূর্য কুমার সরকার, তার স্ত্রী প্রভারানী (৬০), পরিবারের সদস্য রেখারানী ও শেফালী রানীও আহত হন।

নিরাপত্তার অভাবে সূর্যকুমার সরকারের পুত্রবধূ ও কন্যারা এখন এলাকা ছেড়ে ভোলা শহরে আশ্রয় নিয়েছে।

সংবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭১১)
চুমুর নামে চাঁদা আদায় করছে ছাত্রদলের ক্যাডাররা সীতাকুণ্ডের পরেশবাবু পালিয়ে বেড়াচ্ছেন

চট্টগ্রাম অফিস ঃ এবার ছাত্রদল সন্ত্রাসীরা পিতার কাছ থেকে ছেলে কর্তৃক একটি মেয়ের দু'গালে চুমু দেওয়ার অভিযোগে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে। দাবির ২০ হাজার টাকা দিয়েও সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন পরেশ বাবু। ঘটনাটি ঘটেছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার বাড়বকুণ্ড বাজারে।

গত শুক্রবার রাত ৯টার সময় সীতাকুণ্ডের বাড়বকুণ্ড বাজারের ইসমাইল ডাক্তারের ভাড়া ঘরে ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের নির্দিষ্ট টর্চার সেলে আটকে রেখে পরেশ বাবুর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা আদায় করে। ছাত্রদল সন্ত্রাসী চাকমা সেলিম, কালা মানিক, লম্বা বদরুল, পেটু বশর ও হাত কাটা ভুট্টো পরেশের ছেলে কর্তৃক একটি মেয়ের দু'গালে চুমু দেয়ার অভিযোগে ৬০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। তারা এর মধ্য থেকে গতকাল সন্ধ্যায় ২০ হাজার টাকা আদায় করে বাকি ৪০ হাজার ফকিরহাটে ভাগিনা নামের এক বিএনপি নেতার কাছে বুঝিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার স্বরূপ ১৫০ টাকার স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেয়। এদিকে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় সন্ত্রাসীদের দাবিকৃত বাকি চাঁদা দিতে না পাড়ায় পরেশ বাবু এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। স্থানীয়রা বলেছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ এনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছে।

আজকের কাগজ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭১২)
সিলেটে শ্রীকৃষ্ণের সোনার বাঁশি মুকুট ছাতা চুরি

সিলেট ব্যুরো ঃ সিলেট শহরের মেন্দিবাগ নয়াবাজার মণিপুরী পাড়ার জগন্নাথ মন্দির থেকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে থাকা স্বর্ণের বাঁশি, রূপার ২টি মুকুট ও একটি ছাতাসহ কষ্টিপাথরের একটি মূর্তি চুরি হয়েছে।

শুক্রবার রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে মন্দিরের সেবায়েত প্রণয় শর্মা কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেছেন। তবে কাউকে গ্রেফতার ও চুরি করা মালামাল উদ্ধার করা যায়নি।

যুগান্তর, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭১৩)
বিচারপতি বিবি রায় চৌধুরীর হাজীগঞ্জের বাড়িতে মূর্তি ভাঙচুর

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ২নং রাজারগাঁও দক্ষিণ ইউনিয়নের সন্না গ্রামে দুটি সরস্বতী মূর্তি ভাংচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী হাজীগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করে বলেছেন, ৭ ফেব্রুয়ারি রাতে তার চাচাতো ভাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা বিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরীর (বিবি রায় চৌধুরী) বাড়িতে দুর্বৃত্তরা মূর্তি দুটি ভেঙে ফেলে। ওই বাড়িতে প্রতি বছর দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতী পূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয়। প্রায় ১০০ বছর ধরে এই পুজার রেওয়াজ চলে আসছে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সেখানে জড়ো হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজার প্রস্তুতি হিসাবে ৯টি সরস্বতী মূর্তি নির্মাণ করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা দুটি মূর্তি ভাংচুর করে। এতে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিশ্বেশ্বর রায় এ ঘটনার সঠিক তদন্ত দাবি করে স্থানীয় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি অবহিত করেছেন।

যুগান্তর, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭১৪)
হামলাকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরছে, পুলিশ ধরছে না খুলনায় আহত ব্যবসায়ী নেতা হাসপাতালেও নিরাপত্তাহীন

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ জেলার বাজুয়া বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ মণ্ডলের ওপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের একজনকেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি। সন্ত্রাসীরা বাজুয়া ও খুলনা শহরে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং খুলনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দেবাশীষকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ দেবাশীষ মণ্ডল হাসপাতালে থেকেও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

পুলিশ জানায়, গত ৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে দাকোপ উপজেলার বাজুয়া বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ মণ্ডলের উপর একদল সন্ত্রাসী বন্দুক, লোহার রড, হাতুড়ি, চাকু, চাইনিজ কুড়াল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। হামলাকারীদের আঘাতে তার মাথা, পিঠ, হাঁটু, পাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক জখম হয়। দেবাশীষের কয়েকটি হাড় ভেঙে যায়। মাথার জখমও গুরুতর।

গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে দাকোপ উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে খুলনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দেবাশীষের ওপর হামলার পর দলমত নির্বিশেষে বাজুয়ার শত শত মানুষ প্রতিবাদ মিছিল এবং বাজারে হরতাল আহ্বান করে। পুলিশের

আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে হরতাল প্রত্যাহার করা হলেও এখন পর্যন্ত কোন আসামি গ্রেফতার না হওয়ায় ব্যবসায়ীরা পুনরায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। কারণ মামলার আসামিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পুলিশ জানায়, যে সন্ত্রাসী গ্রুপ এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের অনেকের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এরা চাঁদাবাজি, জমি দখল, ধান লুট, মাদক ব্যবসাসহ নানাবিধ অপরাধের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আসামিদের গ্রেফতার করার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সংবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭১৫)
চৌগাছার মালিগাতিতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন সন্ত্রাসীরা বহাল তবিয়তে, পুলিশ উল্টো নির্যাতিতদের বিরুদ্ধেই মামলা করেছে

মামুন রহমান, যশোর থেকে ঃ ১৫ দিন পার হয়ে গেলেও চৌগাছা উপজেলার মালিগাতি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর পুলিশ এবং সন্ত্রাসীদের চালানো বর্বরতার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্টো পুলিশ বাদী হয়ে নির্যাতিতদের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করেছে। এ ঘটনার পর গোটা মালিগাতি গ্রামের মানুষের মাঝে নতুন করে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। মুখ ফুটে কেউ স্বীকার না করলেও পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেকেই জমিভিটা বিক্রি করে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা-ভাবনা করছে। আর এমনটিই নাকি চাচ্ছেন ঐ এলাকার ক্ষমতাসীন দলের নামধারী কতিপয় সন্ত্রাসী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।

জমিজমা সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরে গত ২৬ জানুয়ারি পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিএনপি কর্মী আবু বকর তার দলবল নিয়ে মালিগাতি গ্রামের শান্তিরাম মণ্ডলের জমি দখল করে নেয়। বিষয়টি জানতে পেরে শান্তিরামের ছেলেরা বাধা দেয়। এ সময় দুপক্ষের মধ্যে মারামারি বেধে গেলে গ্রামবাসী পার্শ্ববর্তী সলুয়া পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়। কিন্তু পুলিশ এসে কোনো বাছবিচার না করেই জমি দখলকারীদের পক্ষাবলম্বন করে এবং গ্রামবাসীর ওপর চড়াও হয়।

এক পর্যায়ে ভয়ে পুরুষেরা আত্মগোপন করলে পুলিশ বাড়ির মহিলাদেরও প্রহার করে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, শেষ পর্যন্ত মহিলারা ৪ পুলিশকে ধরে একটি ঘরে আটকিয়ে রাখে। তারা কৈফিয়ত চায় কোনো কারণ ছাড়াই তাদের ওপর হামলা করা হলো কেন? এদিকে ৪ পুলিশকে আটকে রাখার খবর পেয়ে ফাঁড়ি থেকে অতিরিক্ত পুলিশ আসে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় সন্ত্রাসীরা। যারা সরকারি দল করে বলেই এলাকার লোকজন জানে। পুলিশ ও সন্ত্রাসীরা একযোগে গ্রামে প্রবেশ করে নির্বিচারে প্রহার ও গুলিবর্ষণ করে। এতে অন্তত ৫০ জন আহত হয়। নারী-পুরুষ-শিশু কেউ সন্ত্রাসী ও পুলিশের নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়নি।

এ ঘটনার পর থেকেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ঐ গ্রামটিতে সন্ত্রাসী ও পুলিশ আতঙ্ক বিরাজ করছে। সন্ত্রাসী ও পুলিশি বর্বরতার পর গ্রামবাসী থানায় মামলা করতে গেলেও পুলিশ তা নেয়নি। বরং পুলিশ উল্টো তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। যে কারণে গ্রামের সাধারণ ঐ সমস্ত মানুষ ভয়ে বাড়ি থাকতে পারছে না। আবার তারা সন্ত্রাসীদের ভয়ে বউ-ঝি ফেলে আত্মগোপনও করতে পারছে না। এ অবস্থায় এক প্রকার উভয় সংকটের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে তারা।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে একটি মহল চাচ্ছে গ্রামটিতে বসবাসরত হিন্দুরা এলাকা ছেড়ে চলে যাক। সে লক্ষ্যেই তারা বিভিন্নভাবে তাদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। কারো কারো জমিও তারা লিখে নিয়েছে। নির্যাতন সহ্য করেও তারা ভয়ে এ সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করতে পারছে না। যে কারণে অনেকে আবাসভূমি বিক্রি করে চলে যাওয়ারও চিন্তা-ভাবনা করছে। ঐ সমস্ত হিন্দু চলে গেলে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি হয় জবর দখল অথবা নামমাত্র মূল্যে কিনে নেবে।

এ সমস্ত অভিযোগের ব্যাপারে মালিগাতি গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললে তারা ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চায়নি। তবে তারা যে পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের ভয়ে আতঙ্কিত তা স্বীকার করেন। তারা এ ব্যাপারে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপও কামনা করেন।

ভোরের কাগজ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭১৬)
ভোলার গ্রামে গৃহবধূ ধর্ষণ ॥ মালামাল লুট

ভোলা সংবাদদাতা ঃ জেলার চর কুমারিয়া গ্রামে সশস্ত্র মুখোশধারীরা এক হিন্দু বাড়িতে হামলা করে ধর্ষণ করে এক গৃহবধূকে। গত ৩১ জানুয়ারি ৮/১০ জনের এক সংঘবদ্ধ মুখোশধারী গ্রুপ সন্ধ্যায় উক্ত বাড়িতে হানা দিয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে গৃহস্বামীকে বেধড়ক পিটুনী শেষে লুটপাট শুরু করে। পরে গৃহকর্তার ছোট ছেলের নববিবাহিতা স্ত্রীকে ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতন করে। নির্যাতন থেকে তার অন্য এক জাও রেহাই পায়নি। ভিকটিমকে চিকিৎসার্থে বরিশাল পাঠানো হয়েছে। গৃহকর্তার বড় ছেলে ভোলা থানায় কোন আসামীর নাম উল্লেখ না করে একটি মামলা দায়ের করে। কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭১৭)
রামগতিতে সংখ্যালঘু পরিবারের এক সদস্য অপহৃত ॥ পরে উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রামগতিতে সংখ্যালঘু পরিবারের এক সদস্যকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করেছে। তার নাম অভিরাম দাশ (৩৫)। পরে পুলিশ গুরুতর অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে রামগতি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠিয়েছে। শুক্রবার সকালে রামগতি উপজেলার চর ডাক্তার গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭১৮)
সিমি ইন্দ্রানীর পর এবার কাঞ্চন

মোয়াজ্জেমুল হক, চট্টগ্রাম অফিস ঃ সংখ্যালঘু এক যুবকের করুণ পরিণতির কথা শুনে এবার চট্টগ্রামের মানুষ স্তম্ভিত, ব্যথিত। ঢাকায় সিমি, বাগেরহাটে ইন্দ্রানীর আত্মাহুতির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বর্তমান সময়কে প্রশ্নবিদ্ধ করল আরেকটি আত্মহত্যার ঘটনা। জীবনযুদ্ধে পরাজিত এই যুবকের নাম কাঞ্চন বড়ুয়া। আত্মহত্যার আগে সে লিখে গেছে ডায়েরি। তাতে ফুটে উঠেছে নির্মম ও বেদনাময় এক চিত্র। সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য। ডায়েরিতে বিবাহিত

এই যুবক রেখে গেছে কিছু প্রশ্ন, এই সমাজের কাছে। অভিযোগ করেছে ক্ষমতাসীন দলের লোকদের হাতে বর্বরোচিত নির্যাতনের।

সোমবার রাতে চট্টগ্রামের একটি হোটেল কক্ষ ভাড়া নিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। আত্মহত্যার আগে হোটেল কক্ষে বসে শিক্ষিত এ যুবক একটি ডায়েরিতে বিএনপি সন্ত্রাসীদের হাতে কিভাবে সে প্রহৃত হয়েছে, পুলিশ কি ভূমিকা নিয়েছে, তার স্ত্রীর কাছে সংসার জীবনে সে কীভাবে নিগৃহীত হয়েছে এবং সর্বোপরি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হওয়াতে এ নির্যাতন কি-না এমন প্রশ্ন রেখে তার জীবন কাহিনী অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করে মৃত্যুর হিমশীতল পরশকে আলিঙ্গন করেছে। তার মৃত্যুর পর হোটেল কক্ষ থেকে উদ্ধার করা এ ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ কাহিনী যারাই পড়েছে, তারা হয়েছেন নিদারুণ ব্যথিত। এ যুবক তার ডায়েরিতে কিছু প্রশ্নও করে গেছে। লিখেছে- "আমার অপরাধ কি? আর যদি অপরাধ করেই থাকি, তার জন্য কি আইন-বিচার দেশে নেই? আমার বাচ্চাদের এখন ভরণ-পোষণ কে দেবে? আমি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলাম কেন? এ দেশে আমার মত কেউ যেন আর নির্যাতিত না হয়। হে প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দিও।' তার লেখার একেবারে শেষে সে লিখেছে 'চোখের জলের জন্য লিখতে পারছি না। আরও অনেক ক্ষোভের কথা ছিল। সব লিখতে পারছি না। এ মুহূর্তে আবার ছেলেদের মুখ বারবার ভেসে উঠছে এখন রাত ১০টা ২০ মিনিট। বুক ফেটে যাচ্ছে।

আনুমানিক ৩৭ বছরের হতভাগ্য যুবকের নাম কাঞ্চন বড়ুয়া। পিতা- মৃত হেমেন্দ্র লাল বড়ুয়া। গ্রাম-জামুয়াইন, পোঃ বিনাজুরি, থানা-রাউজান, চট্টগ্রাম। শহরে তার বাসস্থান-জানে আলম ভবন প্রথম তলা, দক্ষিণ হালিশহর, লোহারপুল, ইশান মিস্ত্রিরহাট, সল্টগোলা ক্রসিংয়ের উত্তর দিকে। এ ঠিকানা সে ডায়েরিতেই লিখে গেছে।

ডায়েরিতে ৪০ পৃষ্ঠা জুড়ে কাঞ্চন বড়ুয়া তার শিশুকালে মায়ের মৃত্যু, শিক্ষাজীবন, বিয়ে, চাকরি, চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়ার আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে লিখে গেছে। ১৯৮৩ সালে ডিপ্লোমা ইন কমার্স পাস করে। এর পরে চাকরি করে '৯৩ সালে বিকম পাস করে। এর পর এক বছর বেকার। পরে জমানো প্রাইবজবণ্ড, টাকা এবং মায়ের দেয়া টাকা দিয়ে নগরীর বন্দরটিলায় ফোন-ফ্যাক্সের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ডায়েরিতে সে লিখেছে "গত এক বছর ধরে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জমিদার ইলিয়াছ, ইউসুফ, জাহাঙ্গীর গং আমাকে দোকান থেকে উচ্ছেদ করার বিভিন্ন ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা বহুবার আমার ফোনের লাইন, বিদ্যুত লাইন কেটে দিয়েছে। এ ব্যাপারে বন্দর থানায় অভিযোগও করেছি। গত নির্বাচনের পর তারা আরও প্রচণ্ডভাবে আমার পিছনে লাগে, আমার নিকট বড় অঙ্কের চাঁদা চায় তারা। যেহেতু আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, তারা আমার স্ত্রীকে বিভিন্ন কু-মন্ত্রণা দিয়ে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। গত ৯/২/০২ রাত সাড়ে ৯টায় আমার স্ত্রী আমার অফিসে গিয়ে হাজির হয়। সাথে ছিল আমার এক ছেলে। সে সময় আমার এক মহিলা গ্রাহক ফোনে কথা বলছিলেন। আমার স্ত্রীর সাথে বাদানুবাদ চলতে থাকার প্রেক্ষাপটে জমিদার ইলিয়াছ, জাহাঙ্গীর, ইউসুফ এবং আরও ৫/৬ জন দোকানে প্রবেশ করে আমাকে মারধর শুরু করে। ক্যাশবাক্স ভেঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে যায়। মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলে যে, আমার কাছ থেকে স্ট্যাম্পে সই করিয়ে নিতে। তারা জোরপূর্বক ভয়ভীতি দেখিয়ে আমার এবং ঐ মেয়ের (গ্রাহক) কাছ থেকে স্প্যাম্পে সই নেয় (স্ট্রাম্প নং জ ১০৮৮৭১০, ১০০ টাকা মূল্যের)। তারপর তারা আমাকে দোকান বন্ধ করতে বলে। আমি দোকান বন্ধ করি। এর পর সে লিখে গেছে, "ইত্যবসরে এলাকার বিএনপি কর্মী জাবেদ আনসারী তার দলবল নিয়ে দোকানের সামনে আসে। তারা আমার মাসুম দুই বাচ্চার সামনে কোমর থেকে বেল্ট খুলে নিয়ে আমাকে মারধর শুরু করে। মারের যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে আমি জাবেদকে বললাম, তুমি আমাকে মারছ কেন? সে বলে 'শালার ব্যাটা আবার দোকান খোল'। দোকান খোলার পর সে বন্দর থানার ওসির কাছে ফোন করে। ওসি বলে যে, 'আমার স্ত্রীকে থানায় পাঠানোর জন্য।' এর পর আবার দোকান বন্ধ করি এবং আমার জমিদার গং আমার থেকে দোকানের চাবি কেড়ে নেয়ার অনেক চেষ্টা করে। আমি কোন রকমে পালিয়ে একটা ট্যাক্সি করে এলাকা ত্যাগ করি। আমার স্ত্রীকে বন্দরটিলার বিএনপির ছেলেরা জাবেদ আনসারীসহ গোপন স্থানে নিয়ে যায়। সাথে ঐ গ্রাহক মহিলাসহ। এরপরে সে লিখেছে আমার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী ঃ ১। আমার স্ত্রী লাকী বড়ুয়া, ২। জাহাঙ্গীর, ৩। ইলিয়াছ, ৪। ইউসুফ ৫। জাবেদ আনসারী বিএনপি কর্মী ৬। শাহজাহান বিএনপি কর্মী। এরপর সে লিখেছে- কি নির্মম এ অত্যাচার-নির্যাতন তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। আমার ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছে আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। একজন্য কি অত্যাচার-নির্যাতন?" সে আরও লিখেছে "একটু সুখ-শান্তির আশায় আমি অনেক নির্যাতন সহ্য করেছি। কিন্তু পেলাম কি? আমি হোটেলের বইতে ভুল নাম ঠিকানা দিয়েছি। কারণ গত রাত (৯/২/০২) সাড়ে ১১টায় বন্দর থানার একজন এসআই আমাকে ফোনে জানিয়েছে, আমার স্ত্রী থানায় মামলা করতে আসছে। তিনি মামলা নেবেন কি-না? আমি বললাম উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ যদি ঠিক থাকে অবশ্যই মামলা নেবেন। এসআই আমাকে বললেন, তথ্য প্রমাণ ঠিকই আছে, থানায় এনে পাছায় লাথি মারলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হায়রে অভাগা এদেশ। অভাগা দেশের প্রশাসন।" সে আরও লিখেছে— "একশ্রেণীর লোক আইনকে তার নিজের গতিতে চলতে দিচ্ছে না। আর ইদানীং আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা স্বাধীন দেশের কোন নাগরিকের কাম্য নয়। যারা আমার ওপর হামলা করেছে আমি তাদের বারবার অনুরোধ করেছি, কেউ আমার কথা শোনেনি।

সে আরও লিখেছে, "আমার দোকানে জমিদার গং আমার স্ত্রীকে আমার বিরুদ্ধে ট্রাম্পকার্ড হিসাবে ব্যবহার করেছে। কারণ আমার স্ত্রী অশিক্ষিত ও বাচাল স্বভাবের। আমার দোকানের জমিদারের ছোট ভাই একজন অবৈধ আদম ব্যবসায়ী। ফেনসিডিল ব্যবসায়ীও। দুবাই পাঠাবে বলে অনেকের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে মেরে দিয়েছে। বন্দর থানায় তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ লিপিবদ্ধ আছে। মার্কেটের নিচে সিঁড়ির সামনের দোকানে চলে তার ফেনসিডিল ব্যবসা। রাত ৯টার পর থেকে চলে ফেনসিডিল সেবন সেই দোকানে। ইলিয়াছ আমার দোকানে সেই ব্যবসা করতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি বলে সে আমার ওপর ক্ষিপ্ত।"

রবিবার রাত অনুমানিক সাড়ে ১০টায় অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ এ যুবক বিষপানে কাঞ্চন হোটেল কক্ষে আত্মহত্যা করে। হোটেল মিডটাউনের ম্যানেজার জনকণ্ঠকে জানান, ৯ ফেব্রুয়ারি রাত ১টায় কাঞ্চন 'রিমন চৌধুরী ১৭/এ লালবাগ ঢাকা (মিথ্যা নাম ও ঠিকানা) দিয়ে ৪৮০ নম্বর কক্ষ ভাড়া নেয়। রাত কাটানোর পরদিন কাঞ্চন বড়ুয়া লাগেজ এনে রুমে ঢুকে। সকাল থেকে সে দু'বার বাইরে যায়। রাত ৯টা নাগাদ সে বাইরে থেকে এসে রুমে ঢোকে। পরে কাউন্টারে এসে কোথাও ফোন করে। এর পরই রাত ১১টা নাগাদ পুলিশ এসে রুমের লক খোলে। তখন কাঞ্চন বিষের যন্ত্রণায় কাতর। দ্রুত তাকে চমেক হাসপাতালে নেয়ার পথে সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। সোমবার দুপুরে কোতোয়ালি পুলিশ লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করে।

থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ কাঞ্চনের লেখা ডায়েরিটি উদ্ধার করেছে। পুলিশের কাছ থেকে তার স্ত্রী লাশ গ্রহণ করেছে।

এদিকে যে এলাকায় এ ঘটনা সেই বন্দর থানা-পুলিশ বলেছে, কাঞ্চন বড়ুয়া তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ করেনি। তবে ডিসি (বন্দর) নাঈম আহমদ জানিয়েছেন, নিহত কাঞ্চন বড়ুয়ার লেখা তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে কারও প্ররোচনা বা নির্যাতনে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭১৯)
কুড়িগ্রামে কালীমূর্তি ভেঙে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

রংপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সন্ত্রাসীরা সার্বজনীন কালী মন্দিরের লোহার গ্রিল ভেঙে কালীমূর্তি ভেঙে ফেলেছে। গত রোববার ভোরে ঘটনাটি ঘটে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার বাবুপাড়া সার্বজনীন পূজা মন্দিরে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক আতংক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ ও মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত পূজা অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে শুক্রবার থেকে মন্দির ও মূর্তির পরিচর্যা শুরু করে মন্দির কর্তৃপক্ষ। গত রোববার ভোরে সন্ত্রাসীরা মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তি গুঁড়িয়ে দেয়। তারা কালীমূর্তির দু'পাশে থাকা ডাকিনী-যোগিনীর মূর্তিও গুঁড়িয়ে দেয়। এ ঘটনা জানাজানি হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শত শত লোক মন্দিরের অবস্থা দেখে কাঁদতে থাকে। খবর পেয়ে ফুলবাড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ ব্যাপারে রংপুর থেকে গতকাল সোমবার রাতে টেলিফোনে ফুলবাড়ি থানায় যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ ব্যাপারে মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক চন্দ্র সরকার বাদি হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। এ ব্যাপারে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

সংবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭২০)
নওগাঁয় ধর্ষিত ববিতা রানী নরপশুদের বিচার দাবি করেছে

নওগাঁ, ১২ ফেব্রুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উল্লাপাড়ার পূর্ণিমার ওপর নির্যাতনের কাহিনীর রেশ কাটতে না কাটতেই এবার নওগাঁর নিয়ামতপুরের পল্লীতে আরেক পূর্ণিমার সন্ধান মিলেছে। সেখানে চিহ্নিত নরপশুদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে স্কুল ছাত্রী ববিতা রানী সরকার। সন্ত্রাসীরা গভীর রাতে বাড়ির দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে মা এবং ভাইদের মারপিটের পর ধারালো অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ববিতাকে মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে যায় মাঠের মধ্যে। সেখানে তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে ছেড়ে দেয় তাকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। ঘটনার কথা কাউকে বললে তাকে সপরিবারে হত্যার হুমকিও দেয়া হয়।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত দেড়টায় নিয়ামতপুর উপজেলার বাহাদুর গ্রামে ৭ জনের একদল শ্বাপদ হায়নার হিংস্র থাবায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী ববিতা সেদিন তার মামারবাড়ি মান্দার ভেবড়া গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিন জীবনের ভয়ে সে কুঁকড়ে গিয়েছিল। বাড়িতে তার মা সেতু রানী, অসুস্থ পিতা গজেন্দ্র নাথ সরকার, ভাই বিমান সরকারও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। মানসম্মানের ভয় দেখিয়ে প্রতিবেশীরাও তাদের আইনের আশ্রয় নিতে নিরুৎসাহিত করে। এ ঘটনার পর বাহাদুরপুর গ্রামে ৮/১০ ঘর সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যুবতী মেয়েদের তারা সরিয়ে রেখেছে অন্যত্র আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে। সারাদিন কোনভাবে কাটলেও রাত যেন তাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর বিভীষকা।

এই ভয়ের মাঝেও ববিতার অসুস্থ পিতা গত ৯ ফেব্রুয়ারি মেয়ের জবানবন্দী অনুসারে নিজেই বাদী হয়ে নরপশু শরিফুলসহ (২৯) অজ্ঞাত ৭ জনের বিরুদ্ধে নিয়ামতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। যদিও এ মামলায় ববিতাকে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে অপহরণের কথা উল্লেখ রয়েছে। ববিতা শরিফুলকে চিনতে পেরেছে। পুলিশ ইতোমধ্যেই শরিফুল ও তার সহযোগী অহিদুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে। ববিতা তার সম্ভ্রম হারিয়ে ভয়কে শক্তিতে পরিণত করে রুখে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার সে তার মা ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এসে তার সম্ভ্রম কেড়ে নেয়ার ঘটনা বিস্তারিত জানিয়েছে এসপিকে। নরপশুদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। গ্রামবাসীদের আতঙ্ক এখনও কাটেনি। সোমবার এসপি মুস্তাফিজুর রহমান ওই গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদেরকে সাহস দিলেও অনেকে এখনও বাড়িতে ফেরেনি। গ্রামবাসীরা জানায়, গত কার্তিক মাসে (ভোটের পর) ববিতার চাচাতো বোনকেও দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে ধর্ষণ করেছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭২১)
'পূজার জন্য অর্থ দেয়া হবে না' ॥ ই.বি. ভিসির ঘোষণা

ই.বি সংবাদদাতা কুষ্টিয়া ঃ সরস্বতী পূজা উদযাপনের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। উপাচার্যের এ ঘোষণা শুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারীরা বিস্মিত হয়েছেন।

সোমবার পূজা উদযাপন কমিটির এক সভায় উপাচার্য অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান প্রক্টরকে জানান যে, ১৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য সরস্বতী পূজার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কোন সহায়তা করবে না। তিনি বলেন, পূজার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ, পরিবহন সুবিধা ও নিরাপত্তা কোনটাই দিতে পারবে না। প্রায় ৪০ হিন্দু শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারী ১৯৯১ সাল থেকে সরস্বতী পূজা উদযাপন করে আসছে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ, পরিবহণ সুবিধা ও নিরাপত্তা দিয়ে আসছিল।

উপাচার্য পূজা উদযাপন কমিটিকে কুষ্টিয়া অথবা ঝিনাইদহ মন্দিরে পূজা করার নির্দেশ দেন, এদিকে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন উপাচার্যের এ সিদ্ধান্তকে নিন্দা জানিয়েছে।

ডেইলি স্টার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭২২)
হাতিয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ॥ অনেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন

নোয়াখালী প্রতিনিধি/হাতিয়া প্রতিনিধি ঃ নোয়াখালীর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হাতিয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপির ক্যাডাররা নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে সন্ত্রাসীদের ভয়ে এখন অনেকেই ঘর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। জানা গেছে, উপজেলার চরঈশ্বর ইউনিয়নের বাংলাবাজার এলাকায় বিএনপির সন্ত্রাসী সাখাওয়াত হোসেন, মোস্তফা ও তার লোকজন সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের সদস্যদের নানা ভাবে হয়রানি, নির্যাতন করছে।

বিশেষ করে জেলে সম্প্রদায়ের কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তাদের জাল, মাছ, টাকা পয়সাসহ অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নেয়া হচ্ছে।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সাংবাদিকরা সরেজমিন এলাকা পরিদর্শনকালে নির্যাতিত লোকজন তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতনের বর্ণনা দেয়। তারা জানায়, বর্তমানে সন্ত্রাসী মোস্তফা, আলাউদ্দিন ও তাদের দলের ক্যাডারদের অত্যাচারে এলাকায় টিকে থাকা দায় হয়ে পড়েছে। অত্যাচারের শিকার হয়ে অনেক হিন্দু পরিবার ভারতে পালিয়ে গেছে বলে জানায় এলাকার লোকজন।

আজকের কাগজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭২৩)
সাতক্ষীরার একটি গ্রামে ডাকাতি

ইউ.এন.বি. সাতক্ষীরা ঃ বৃহস্পতিবার রাতে জেলার আশাশুনি উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের তিনটি হিন্দু বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ১৫/২০ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাতদল ঘটনার দিন মধ্যরাতে গ্রামের কালুদাস, নরেন দাস ও ভাদু দাসের বাড়িতে হামলা করে। ডাকাতদল বলপূর্বক ঘরে প্রবেশ করে এবং অস্ত্রের মুখে তিনটি বাড়ি থেকে নগদ অর্থ, সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীসহ প্রায় ১ লাখ টাকা মূল্যের জিনিসপত্র নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয়নি।

বাংলাদেশ অবজারভার, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭২৪)
দেওয়ানগঞ্জে সরস্বতী প্রতিমা ভাংচুর

দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি ঃ দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার কেন্দ্রীয় সার্বজনীন কালীমন্দিরে আসন্ন সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নির্মিত নয়টি প্রতিমা গতকাল বুধবার ভোরে দুর্বৃত্তরা ভেঙে ফেলেছে। মন্দিরের পুরোহিত সকালে মন্দিরের দরজা খুললে প্রতিমাগুলো ভাঙা দেখতে পান। দেওয়ানগঞ্জ থানায় এ ব্যাপারে একটি মামলা হয়েছে। পুলিশ মন্দির পরিদর্শন করেছে।

যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭২৫)
সরজমিন চান্দিনা ॥ লুটপাট ভাঙচুর চাঁদাবাজি চলছে

কুমিল্লা থেকে মাহবুব আলম বাবু ঃ জেলার চান্দিনা উপজেলার বারেরা ও এতবারপুর ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এসব সন্ত্রাসী ঘটনায় রাজনৈতিক পরিচয় বহনকারী মিলন, সেলিম, আরমান ও কাকুলসহ একদল ক্যাডার নেতৃত্ব দিচ্ছে। পুলিশের কাছে নালিশ করেও কোন লাভ হচ্ছে না। তারা নিষ্ক্রিয়।

সরজমিন ইউনিয়ন দু'টি ঘুরে জানা গেছে, এতবারপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুভাষ মাস্টারকে স্কুলে যেতে হয় সন্ত্রাসীদের নিয়মিত বখরা দিয়ে। ইতোমধ্যে চিলোড়া গ্রামের জগবন্ধু, সঞ্চিত ও রঞ্জিতের বাড়ি লুট করা হয়েছে। নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকারসহ ঘরের মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীদের ভয়ে ঘরের যুবতী মেয়েদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রামমোহন বাজারে নিমাইয়ের দোকান থেকে পর্যায়ক্রমে সন্ত্রাসীরা থানকাপড়, লুঙ্গিসহ নগদ অর্থ লুট করে নিয়ে গেছে।

চিলোড়া গ্রামের একটি পঙ্গু মেয়েকে জোর করে ১০/১২ দিন আটকে রেখে পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে বাড়িতে ফেরত পাঠানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতবারপুর গ্রামে ডাকাতি হওয়ার পর নিরপরাধ ব্যক্তিদের জড়িয়ে মামলা দেয়া হয়েছে। ফলে নির্যাতিতরা প্রতিকার পাওয়ার বদলে এখন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

জানা গেছে, এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বদানকারী মিজানুর রহমান মিলন ডাকাতি মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি। সেলিম ৭টি মামলার আসামি আরমান ৪টি ডাকাতি মামলার আসামি, কাউসার আহমেদ কাকুল ২টি মামলার আসামি। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় দিনদিন এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়েই চলেছে। বারেরা ও এতবারপুর ইউনিয়নবাসী সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলেও মুখ বুজে সব সহ্য করে যাচ্ছে।

সংবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭২৬)
নেত্রকোণায় সংখ্যালঘুর জমি দখলের পর বাড়ি থেকে উচ্ছেদের হুমকি

নেত্রকোণা সংবাদদাতা ঃ পূর্বধলা উপজেলার সাহাবাজপুর গ্রামের প্রফুল্ল চন্দ্র দেবনাথ এবং বিজয় দেবনাথের চাষের আড়াই একর জমি দখলের পর সন্ত্রাসীরা এখন তাদের বাড়ি ঘর থেকে উচ্ছেদের জন্য প্রতিনিয়ত নানান হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। জানা গেছে, গত জানুয়ারি মাসে এলাকার মোহাম্মদ আলী, ওয়াজেদ আলী, মকছেদ আলী, সিরাজুলসহ ৬/৭ ব্যক্তি প্রফুল্ল দেবনাথদের প্রায় ১০ লাখ টাকা মূল্যের আড়াই একর চাষের জমি দখল করে বোরো আবাদ করে। চাষে বাধা দিতে গেলে তাদের হত্যার হুমকি প্রদান করা হয়। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকে জানিয়েও কোন প্রতিকার হয়নি। সন্ত্রাসীরা বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য তাদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও থানায় দরখাস্ত দিয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭২৭)
মহাকালের কালো কুঠুরি থেকে একাত্তরের দুঃখিনী বাংলা কি উঠে এলো দু'হাজার দুই সালে?

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ চিরকাল এ জমিনের মানুষ অত্যাচার নির্যাতনকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখতে সগর্বে উঠে দাঁড়ায়। এক অপশক্তিকে আবার রুখে দাঁড়াতে যাচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ। এবারের রুখে দাঁড়ানো প্রতিক্রিয়া ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধেই শুধু নয়, যারা সংবিধান ও সর্বজনীন মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করছে তাদের বিরুদ্ধেও। ক্ষমতাসীনদের চালানো অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেতনাই বৃহস্পতিবার অনুরণিত হয়েছে। "মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ" জাতীয় কনভেনশনের মঞ্চে। দলমত

নির্বিশেষে উচ্চারিত হয়েছে ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্র, সংবিধান ও মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখার তাগিদ।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে প্রথম দিনের কনভেনশনের মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিলেন গত নির্বাচনের আগে ও পরে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক নির্যাতনে বিভিন্নভাবে পঙ্গু প্রায় শ'খানেক নারী-পুরুষ। মিলনায়তনের বাইরেও ছিলেন শতাধিক নির্যাতিত ব্যক্তি। তাঁদের উপস্থিতিতে যেন বাংলাদেশে চলমান বর্বরতার একটি প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়েছিল। নির্যাতিতরা ছিলেন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লাঞ্ছিত, ধর্ষিত, অ্যাসিডদগ্ধ। ছিলেন চোখ তুলে ফেলার ফলে অন্ধ, হাত কাটা পা কাটা তরুণ। ঘরবাড়ি পোড়ানো সর্বস্ব হারানো কিষাণি। তাঁদের কয়েকজন শোনালেন তাঁদের ওপর নির্যাতনের নানা করুণ কাহিনী— বিএনপি-জামায়াতী সন্ত্রাসীরা কিভাবে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, দোকানপাট, ঘরবাড়ি, ব্যবসাবাণিজ্য লুটপাট-দখল করেছে, ভাংচুর করেছে। কিভাবে গোয়ালের গাভী নিয়ে জবাই করে খেয়ে পাশবিক উল্লাস করেছে। কিভাবে মিঠাপুকুরের ৯ বছরের মল্লিকা, গফরগাঁওয়ের ১৪ বছরের জোহরা, সিরাজগঞ্জের ১৪ বছরের পূর্ণিমা ধর্ষিত হয়েছে। মীরেরসরাইয়ের ৮ বছরের শিশু জানাল, কিভাবে ওর বাবাকে টুকরো টুকরো করে কেটেছে। সপরিবারে অ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার নড়াইলের ষোড়শী চম্পার জীবনে কি ঘটেছিল তার বর্ণনা দিল সে। মুন্সীগঞ্জের পাঞ্জাবি টুপি পরিহিত শ্মশ্রুমণ্ডিত জয়নাল আবেদিন জানান, কিভাবে নির্যাতিত হয়েছে তাদের পরিবার, লুণ্ঠিত হয়েছে তাদের বাড়ি ও সম্পদ। নগরকান্দার হায়দার দিল করুণ বিবরণ, কিভাবে বিএনপির সন্ত্রাসীরা তুলে নিয়েছিল তার দু'চোখ। শেফালী রানী দাশ শোনালেন, নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে ভোলায় তার পরিবারে নেমে আসা আজাবের কাহিনী। গফরগাঁওয়ের কামরুজ্জামান অঙ্গুলিহীন দু'হাত দেখিয়ে বর্ণনা দিলেন কিভাবে সন্ত্রাসীরা তাঁকে পঙ্গু করে দিয়েছে। লক্ষ্মীপুরের হারুনুর রশিদ জানালেন, কিভাবে তাঁর একটি পা হারালেন। স্ট্রেচারে শায়িত কালীগঞ্জের মাহবুবুর রহমান জানালেন, সন্ত্রাসীরা কিভাবে "জন্মের মতো মাগরিবের নামাজ পড়াব" বলে তাঁকে আজীবনের জন্য পঙ্গু করে দিয়েছে। জানা গেল, আজও সরকারবিরোধী হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী ঘরছাড়া।

শুনতে শুনতে চমকে উঠলাম। মহাকালের কালো কুঠুরি হতে কি একাত্তরের দুঃখিনী বাংলা উঠে এলো দু'হাজার দু'সালে? উঠে এলো কি নির্যাতিত মানবতা? এ প্রশ্ন ছিল সকল শ্রোতা-দর্শকের।

এর আগে ২৫ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র "রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ" প্রদর্শিত হয়। এতে নির্বাচন-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সন্ত্রাস, নির্যাতন, নিপীড়নের শিকারদের করুণ কাহিনী দেখে অনেক দর্শক কেঁদে ফেলেন।

নির্যাতন ও নিপীড়নের ছবি দেখে ও নির্যাতিতদের বর্ণনা শুনে কবি শামসুর রহমান বললেন, মানবতার বিরুদ্ধে অবিচার অন্যায়ের যে প্রতিচ্ছবি মঞ্চে দেখেছি, তার চেয়ে ঘটেছে অনেক বেশি।

তিনি জানান, এখন যে নীরব অত্যাচার চলছে, অত্যাচারিতের বিচার চাওয়ার শক্তি নেই, তাঁরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

সময়ের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শাহরিয়ার কবিরও ছিলেন বক্তাদের একজন। তিনি যখন বললেন, 'এখানে আছে আমার কন্যা পূর্ণিমা। সিরাজগঞ্জ থেকে ও এসেছিল ওর প্রতিবাদের কথা বলতে।' শাহরিয়ার ডাকতেই সঙ্কোচ জড়ানো পায়ে উঠে এলো চতুর্দশী শ্যামল কিশোরী পূর্ণিমা, যে হারিয়েছে তার সম্ভ্রম সাম্প্রদায়িক নরপশুদের হাতে।

শাহরিয়ার বললেন, আমার কন্যার বয়সীই পূর্ণিমা। ও যখন সাহসের সঙ্গে ওর সম্ভ্রম হারানোর ঘটনা বলল, তখন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল ঘটনাটি সাজানো নাটক!

তিনি বললেন, আমি আওয়ামী লীগ করি না, করিনি, করবও না। কিন্তু বলতে চাই পূর্ণিমার মা বাসনা রানী ধানের শীষে ভোট দিয়েও রেহাই পায়নি।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার ভেবেছে, পলিথিনের মতো তারা আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের নির্মূল করবে। আর বাংলা থেকে মুক্তিযুদ্ধের নাম নিশানা মুছে ফেলবে।

তাঁকে দু'বার রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা সম্পর্কে তিনি বলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বারবার রাষ্ট্রদ্রোহী হতে চাই। সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে ভিড় করে কনভেনশনস্থলে। হলের বাইরে মিনি পর্দায় সরাসরি অনুষ্ঠানের প্রচার করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭২৮)
জাতীয় কনভেনশনে আলোচনা
সংখ্যালঘুর ওপর হামলা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করুন ॥ রেহমান সোবহান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. রেহমান সোবহান সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করতে সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, নয়ত এ ধরনের ঘটনা আরও ব্যাপকভাবে ঘটতে থাকবে এবং একদিন দেখা যাবে আমরা সবাই আমাদের মানবাধিকার হারিয়েছি। তিনি আরও বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অব্যাহত সংঘাত শুধু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোরই ক্ষতি করছে না, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা ঘটাতে উৎসাহ দিচ্ছে।

ঢাকায় অনুষ্ঠানরত 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক জাতীয় কনভেনশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বৃহস্পতিবার তিনি এ কথা বলেন। এ অধিবেশনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক নির্যাতন' এবং বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা' শিরোনামের দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের দ্বিতীয় দিনে আজ বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ দু'টির ওপর আরও আলোচনা হবার কথা।

সভাপতির ভাষণে ড. সোবহান আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতন নিপীড়নের বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারে সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের যে দায়িত্ব ছিল তা পালিত হতে দেখা যায়নি। বরং এগুলো অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের ঘটনা চাপা দিয়ে রাখা যায় না, কারণ জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশে লোক পাঠিয়ে এসব ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে থাকে। আওয়ামী লীগের আমলে সংখ্যালঘুদের অধিকার অনেকটা সংরক্ষিত ছিল এ কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি তিনি বলেন, সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার সময় এলাকা ছেড়ে পালানোর পরিবর্তে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উচিত ছিল নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানো। তিনি দেশের সকল নাগরিককে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ ধরনের হামলা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ ক্ষেত্রে এই কনভেনশন যেন শেষ নয়, শুরু হয়। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে বলেন, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত সময়কালে শুধু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৭ টিতেই কমবেশি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে বরিশাল শীর্ষে রয়েছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময়ও সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয়েছে কিন্তু এবার তার মাত্রা ছিল অনেক বেশি যা বাংলাদেশের ভিত্তিকে গুড়িয়ে দিয়েছে। এর

পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে জন্য তিনি তাঁর ভাষায় 'ঘুম থেকে জেগে উঠে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার' আহ্বান জানান।

ব্যারিস্টার আমীর তাঁর প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং সেই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশনের আলোকে বাংলাদেশে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা এবং '৭৫-এ সপরিবারে বঙ্গবন্ধু ও জেলখানায় ৪ জাতীয় নেতাকে খুন করার মতো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার হয়নি বলেই এ ধরনের ঘটনা এখনও ঘটছে। তিনি বলেন, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘঠনকারীদের বিচার নিশ্চিত করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও তা করার জন্য তিনি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নিতে সুশীল সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রবন্ধ দু'টির ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিচারপতি কেএম সোবহান বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এক নয়। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হয় সংঘবদ্ধভাবে, যার বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘুদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭২৯)
বাউফলের একটি সংখ্যালঘু পরিবার ৪ মাস ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে

বাউফল সংবাদদাতা ঃ এখানকার কালিশুরী ইউনিয়নের আড়াইনাও গ্রামের ডাঃ রমেণ মণ্ডল সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে দীর্ঘ ৮ মাস পর্যন্ত স্ত্রী, ২ মেয়ে ও ১ ছেলেসহ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অজ্ঞাত স্থান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাবরে প্রেরিত আবেদনের প্রেক্ষিতেও প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। আবেদনে সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ রয়েছে। নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে সন্ত্রাসীরা তার কাছে দাবীকৃত ১ লাখ টাকা না পেয়ে ৩ অক্টোবর তার স্ত্রী নিকাশা রাণীকে বেধড়ক মারধর করে। জাতীয় দৈনিকে এই পরিবারের উপর নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হতে থাকলে পুলিশ সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকার লুট করা মালের কিছু জব্দ করলেও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করেনি। এমনকি থানায় মামলাও নেয়নি। বাউফল থানার নির্বাহী অফিসার জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ডাঃ রমেনের আবেদনের কপি তিনি ১৫ দিন পূর্বে পেয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানার ওসি'র কাছে পাঠিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৩০)
দেওয়ানগঞ্জে সরস্বতী প্রতিমা ভাংচুরের পর পূজা অনিশ্চিত

জামালপুর ও দেওয়ানগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ গত মঙ্গলবার দেওয়ানগঞ্জ সার্বজনীন কালী মন্দিরের ৯টি সরস্বতী প্রতিমা ভাংচুরের পর আগামী রোববার অনুষ্ঠেয় স্বরস্বতী পূজা উদযাপন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় গত বুধবার দেওয়ানগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে। মামলা দায়েরের পর দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানা কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তারপরেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতংক কাটেনি।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৩১)
সর্বস্ব হারানো মানুষের আহাজারিতে ভারি হয়ে উঠেছিল কনভেনশন মঞ্চ

মামুন-অর-রশীদ ঃ 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক কনভেনশনে প্রদর্শিত নির্যাতন চিত্র গোটা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের বাতাস ভারি করে তুলেছিল। নিঃশব্দ কান্না যেন উথলে উঠেছিল। অভূতপূর্ব শৃঙ্খলার মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম দিনে মিনি পর্দার সামনে বসা দর্শকদের অনেকেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন। নিঃশব্দ নীরবতায় নির্যাতিত নারী-পুরুষের কণ্ঠে অমানবিক নির্যাতনের কাহিনী শ্রোতা-দর্শকদের মধ্যে আকুল-পাগলপারা অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল। কনভেনশনের দর্শন ধারণ করে আগত সবাই স্মৃতির মানসপটে 'মনুষত্ব বোধ'কে সুতীক্ষ্ণ করে ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে মানবতাকে যেন সমুজ্জ্বল করেছিল স্বীয় মুখচ্ছবিতে। এই পাশবিক নির্যাতনচিত্র সরকার আর রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি যে নিদারুণ ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল সকলের মুখেই সে কথা ঘুরছিল। সকালের অধিবেশন শেষে বিকালের অধিবেশনের আগে মধ্যাহ্ন বিরতিতে দীর্ঘদিন পর সুধীজনরা বন্ধুজনকে পেয়ে অনেকেই ফিরে গেছেন '৭১-র স্মৃতিকথায় বলেছেন প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্কটের কথা। সমালোচনা করেছেন আওয়ামী রাজনীতির স্থবিরতারও। কনভেনশনের মূল আকর্ষণ দেশব্যাপী অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর পাশবিক নির্যাতনচিত্র ধারণ করে নির্মিত শর্ট ফিল্ম। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনের বাইরে বিশাল প্যাণ্ডেলে মিনি পর্দায় এই শর্ট ফিল্ম প্রদর্শনের ব্যবস্থা পুরো আয়োজনকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি দিয়েছে যথার্থ বেগ। সারা দেশ থেকে আগত নির্যাতনের শিকার নারী-পুরুষরা কেউই যেন স্বাভাবিক-সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করতে পারেননি ভয়ানক আক্রমণের কথা-কাহিনী। কেউ কথা বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন, আর কেউবা হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেন। নির্যাতিত মানুষের হৃদয়ের ভিতর থেকে উত্থিত এই কান্না যেন পাষণ্ডেরও হৃদয় কেড়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলা, থানা এবং গ্রামপর্যায় থেকে আগত নির্যাতিত মানুষের অবস্থানের জন্য তৈরি করা হয়েছিল আলাদা প্যান্ডেল। এই প্যাণ্ডেলের সামনে লাগাতার ভিড় জমে ছিল। নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে (!) কেউ হয়েছে ধর্ষিত, কারও হাত কেটে নেয়া হয়েছে, কারও পা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, কেউবা পরিবার-পরিজন নিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে এখন উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে। এদের দীর্ঘশ্বাসে ভারি হয়ে উঠেছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন।

নির্যাতনচিত্রে দেশের সকল জেলার বর্ণনাতীত অমানুষিক ঘটনার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে তবে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভোলা, বরিশালের কথা। প্যান্ডেলের বাউন্ডারি মোড়ানো কাপড়ে নির্যাতিত হিন্দু মহিলাদের সম্ভ্রম হারিয়ে বেঁচে থাকার সকরুণ আর্তনাদের ছবি যেন ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতি ঘৃণা আর ধিক্কারের ঝড় তুলেছিল প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের গেটে পাঁচ শতাধিক ছবি টানিয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছিল নির্যাতনচিত্র প্রদর্শনীর। ব্যাপক দর্শক সমাগমে এই চিত্র প্রদর্শনীও ক্ষণে ক্ষণে আবেগমথিত করেছিল। প্রবেশপথে গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর মাথায় আঘাতের পর খুলি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মগজ বেরিয়ে আসছে দেখে পথচারীরা পর্যন্ত আঁতকে উঠেছেন। সবার হৃদয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে হায়রে মানবতা!

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৩২)
ডাকাতি সংঘটিত

সংবাদদাতা, পটুয়াখালী ঃ গলাচিপা উপজেলার হাগুলবাড়িয়া গ্রামের একটি বাড়িতে গত ১০ ফেব্রুয়ারি এক ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৩ জনের একটি ডাকাতদল দরজা ভেঙ্গে শচীন দাসের ঘরে প্রবেশ করে প্রায় ১ ঘণ্টা ঘরের বাসিন্দাদের ওপর অত্যাচার চালায়। তারা এ সময় সজল দাসকে ছুরিকাঘাত করে। সাহায্যের জন্য শচীন দাস চিৎকার করলে ডাকাতদল তাকেও মারধর করে। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এলে ডাকাতদল নগদ ৩০ হাজার টাকাসহ স্বর্ণের অলংকার নিয়ে পালিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে গলাচিপা থানায় মামলা হয়েছে।

ইন্ডিপেনডেন্ট, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৩৩)
কলাপাড়ায় দিবালোকে সংখ্যালঘু চিকিৎসককে মারধর ও ছিনতাই

কলাপাড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উপজেলার লতাচাপলী ইউনিয়নের চাপলী বাজারের সংখ্যালঘু পল্লী চিকিৎসক ডা. অমল চন্দ্র হাওলাদারকে (৮০) বেধড়ক মারধর করে সন্ত্রাসীরা সোনার চেইনসহ নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে।

গত বুধবার সকালে ডা. অমল চন্দ্র রোগী দেখে ফেরার পথে এলাকার ত্রাস সগির (২৭) তাকে ধরে বেধড়ক মারধর করে সর্বস্ব লুটে নেয়। পুলিশ সগিরকে গ্রেফতার করেছে। ডা. অমল চন্দ্রকে কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৩৪)
কনভেনশনে উইলিয়াম স্লোন ঃ
শাহরিয়ার কবির যে কাজটি করতে চেয়েছিলেন, আমি সেই কাজটিই করবো

কাগজ প্রতিবেদকঃ আমেরিকান জ্যুরিস্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি উইলিয়াম স্লোন বলেছেন, শাহরিয়ার কবির যে কাজটি করতে চেয়েছিলেন, সে কাজটি তিনি করবেন। তিনি বহির্বিশ্বের কাছে জোট সরকারের সকল অপকর্ম তুলে ধরে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করবেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আমি ক্ষুণ্ন করবো না। তবে বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতায় আসার পর এই দেশে যে ঘটনা ঘটছে, তাতে সরকারের অপকর্ম তুলে ধরা কর্তব্য বলে মনে করি।

'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' কনভেনশনের সমাপনী অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে গতকাল শুক্রবার তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, এদেশের বিশেষ কিছু শ্রেণীর মানুষের ওপর বিএনপি-জামায়াত অত্যাচার, নির্যাতন চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শক্তি এ সকল খবর ঠিকমতো জানে না। এ সুযোগে তারা নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে বহির্বিশ্ব যতো অজ্ঞ থাকবে তাদের শক্তি ততোই বাড়বে। কিন্তু তাদের অত্যাচারের খবর বহির্বিশ্ব জ্ঞাত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হলে তা তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি কনভেনশনের ঘোষণার সঙ্গেও সংহতি প্রকাশ করেন। এছাড়া কনভেনশনে আগত অপর তিন বিদেশী বেলজিয়ামের সাবেক মন্ত্রী রেজিনাল মোরেলস, নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বানিরা গিরি এবং নেপাল পার্লামেন্টের সাবেক স্পিকার ড. দমননাথ দুঙ্গানাও ঘোষণার সঙ্গে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।

ভোরের কাগজ, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০২

(৭৩৫)
রাউজানে গিকার সশস্ত্র বাহিনীর ত্রাসের রাজত্ব
সংখ্যালঘুরা এখনো আতঙ্কে

এম এ কোরেশী শেলু, রাউজান ঘুরে এসে ঃ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার হাজার হাজার মানুষ সন্ত্রাসীদের হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের ক্ষমতা লাভের পর থেকে বিএনপি-জামাতের সশস্ত্র ক্যাডাররা প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে যাকে যেভাবে পাচ্ছে বেপরোয়া মারধর করছে, হুমকি দিচ্ছে ভিটা বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার। অনেকে নীরবে সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করছে।

রাউজানের অসংখ্য সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই বিএনপি-জামাত শিবির চক্রের সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। চাঁদাবাজি, হামলা, নির্যাতনসহ সম্পত্তি দখল এখানে নিয়মে পরিণত হয়েছে। এলাকার অনেক কিশোরীকে তাদের পরিবার অন্যত্র সরিয়ে রেখেছে। এলাকাবাসীর মতে, রাউজানের প্রশাসন যেন ক্যাডাররাই নিয়ন্ত্রণ করছে। পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে সশস্ত্র ক্যাডারদের বেপরোয়া তামাশা দেখছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় একজন সাংবাদিক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, আমাদের জানমাল নিয়ে টানাটানির ফলে সত্য কথাটাও আমরা লিখতে পারছিনা।

রাউজানের নোয়াপাড়া, গশ্চি নোয়াহাট, রমজানের হাট, গহিরা, ব্রাহ্মণহাট, রামবাজার, কদলপুর, রঘুননন্দ চৌধুরী হাট, শেষ সীমান্ত পাহাড়তলীর চৌমুহনী তাপবিদ্যুৎ, পাহাড়তলী সুলতানপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় সরজমিন ঘুরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে অধুনালুপ্ত এনডিপির দুর্ধর্ষ ক্যাডার এবং বিএনপি ও জামাত-শিবির চক্রের আশ্রয়ে এক বিরাট সশস্ত্র বাহিনী এসব এলাকার হাজার হাজার মানুষকে কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে। জানা যায়, সাকা চৌধুরীর সহোদর বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর নিয়ন্ত্রণাধীন দুর্ধর্ষ ক্যাডার ফজল হক ওরফে ফজলইক্যার নির্দেশে স্থানীয় সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তছনছ করা হয়েছে।

গি. কা. চৌধুরীর ক্যাডারদের অত্যাচারে এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে। তার সশস্ত্র ক্যাডারদের অত্যাচারে ও চাঁদাবাজির ভয়ে এলাকার প্রায় ২০০ দোকান ব্যবসায়ীরা বন্ধ করে দিয়েছে। সংখ্যালঘুদের মালিকানার প্রায় ৭০টি দোকান এখন এসব সশস্ত্র ক্যাডাররা দখল করে নিয়েছে।

অপরদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বর্তমান সরকারদলীয় ক্যাডাররা এলাকার সাসমাহালদার পাড়া, গরিবুল্লাহ পাড়া, মামুনের বাড়ি সন্ত্রাসী ফজল হক-এর বাড়ি, সরকার পাড়া, বদমুন্সি পাড়ার মতো স্থানগুলো ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। সূত্র জানায়, এসব ঘাঁটি থেকে রাউজানে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিআইটি দখল করার জন্য ছাত্রশিবিরকে সন্ত্রাসী ফজলইক্যা শেল্টার দিয়ে বিআইটি প্রাঙ্গণে সশস্ত্র মিটিং-মিছিল অব্যাহত রেখেছে। সশস্ত্র ক্যাডারদের মিছিলের দৃশ্য দেখে বিআইটির ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। যে কোনো সময় ছাত্রশিবিরের নেতৃত্বে বিআইটি দখল হওয়ার আশঙ্কা করছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা।

রাউজানের এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতির ব্যাপারে স্থানীয় থানার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা জানালেন, ঘটনা সত্যি। এ বিষয়টি তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৩৬)
প্রতিরাতে বিষ প্রয়োগে মাছ লুট ॥ প্রশাসন নির্বিকার বাগেরহাটের চিংড়ি চাষীরা সর্বস্বান্ত হতে চলেছে

বাবুল সরদার, বাগেরহাট থেকে ঃ বাগেরহাটের চিতলমারী-ফকিরহাট-মোল্লাহাটের গলদা চিংড়ি চাষীরা এখন সর্বস্বান্ত হতে চলেছে। নির্বাচনোত্তর অত্যাচার-নির্যাতনের নতুন মাত্রা হিসাবে এখানে ঘের লুটের ঘটনা ঘটছে। প্রতিরাতে ভারতীয় 'শিম্বুক' বিষ প্রয়োগ করে কৃষকের ঘেরের সব মাছ সন্ত্রাসীরা লুট করছে। আতঙ্কিত কৃষকরা কোথাও অভিযোগ জানাতে পারছে না। চাষীদের মাঝে এখন হাহাকার উঠেছে।

নির্বাচনোত্তরকালে নানা নির্যাতন, অত্যাচারের পাশাপাশি সন্ত্রাসীরা এখন এখানে দেদার ঘের লুট শুরু করেছে। চিতলমারীর শ্যামপাড়া, দুর্গাপুর, কালশিরা, বারাশিয়া, খড়িয়া, তুমুরিয়া; ফকিরহাটের ফলতিতা, কেন্দুয়া বিলাঞ্চল; মোল্লাহাটের গাওলা, মান্দারতলী, নাওয়াখালী, চরকুলিয়াসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঘেরগুলোর মাছ লুট হচ্ছে। চিংড়ি চাষীরা জানান, ভারতীয় "শিম্বুক" বিষ প্রয়োগ করে ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী-লুটেরারা তাদের ঘেরের মাছ উজাড় করে নিচ্ছে। এ বিষ ঘেরের একপাশে পানিতে ছেড়ে দিলে বিষক্রিয়ায় চিংড়ি মাছগুলো অপর পাড়ে লাফিয়ে ওঠে। সহসাই সন্ত্রাসীরা মাছ ধরে নেয়। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় প্রকাশ্যে এসব তাণ্ডব চলছে। দিনে-দুপুরে জাল ফেলে লুটে নিচ্ছে মাছ। অমলেন্দু, কুমোদ মল্লিক, নির্মল বিশ্বাস ও তার ছেলেকে হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দিয়ে তাদের ঘের লুটে নিয়েছে। এদের বাড়ি মোল্লাহাট উপজেলার গাওলা গ্রামে। এসব অঞ্চলের আতঙ্কিত মানুষ প্রাণভয়ে রাতে আর তাদের ঘের পাহারা দিতে সাহস পাচ্ছে না। মোল্লাহাটের গাওলা গ্রামে প্রায় ১শ' ৫০টি হিন্দু পরিবারের ঘের রয়েছে। ইতোমধ্যেই এ সম্প্রদায়ের ১শ' ৩৪টি পরিবারের ঘের লুটে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা। গাওলার মতো একই চিত্র এ তিন উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত প্রায় প্রতিটি গ্রামের। তাদের শ্যালো মেশিনগুলো পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা লুটে নিচ্ছে। শ্যামপাড়ার সনাতন বৈরাগী ও প্রফুল্ল মণ্ডল, গাওলার অমূল্য ও রামপদ পোদ্দার, চৌদ্দহাজারীর রমেশ রাজবংশীসহ এ অঞ্চলের প্রায় অর্ধশত সংখ্যালঘুর শ্যালো মেশিন সন্ত্রাসীরা লুটে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মধু মণ্ডলের ঘেরটি পর্যন্ত দখল করেছে সন্ত্রাসীরা। ঐ চক্র শ্যামপাড়ার সুধাংশু মণ্ডল ও দুর্গাপুরের রণজিৎ সরকারের ঘেরের বেড়িবাঁধ কেটে দিয়েছে। এতসব কিছুর পরেও সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ জানায়, তারা কোন অভিযোগ পায়নি। ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক না কেন ব্যবস্থা গ্রহণে তারা অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন। থানা কর্মকর্তাদের ভাষায়, মাঝে মধ্যে তারা দু'একটি 'চুরি'র কথা শুনেছেন। এদিকে গাওলা গ্রামের চিংড়ি চাষী তারাপদ পোদ্দার থানায় অভিযোগ জানিয়েও অদ্যাবধি কোন ফল পাননি। এ অভিযোগটির কথা পুলিশ স্বীকার করেছে। ঐ অঞ্চলের আতঙ্কিত-ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা জানান, থানা পুলিশে জানালে প্রতিকার তো পাওয়া যায়ই না, উপরন্তু অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রার নতুন নতুন উপসর্গ যোগ হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৩৭)
রাজশাহীতে কলেজছাত্রী কৃষ্ণারানীর মুখ আগুনে ঝলসে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ রাজশাহীতে দুর্বৃত্তরা কলেজ ছাত্রী কৃষ্ণারানীর মুখ আগুনে ঝলসে দিয়েছে। দেওয়ানগঞ্জে সরস্বতী প্রতিমা ভাংচুরের পর স্থানীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

রাজশাহী থেকে সংবাদদাতা জানান, অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীদের দেয়া আগুনে ঝলসে গেছে সম্ভাবনাময় কলেজছাত্রী কৃষ্ণারানীর মুখমণ্ডল। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে তানোর উপজেলায়। সদরের তালন্দ ললিত মোহন কলেজ মহিলা হোস্টেলে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। হোস্টেলের ২ গার্ডকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় অনেক অভিভাবক উক্ত কলেজ হোস্টেল থেকে মেয়েদের নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে গেছেন।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, সুন্দরী কৃষ্ণা চলতি ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছিল। পরীক্ষা শেষে তাকে পারিবারিকভাবে বিয়ে দেওয়ারও কথা ছিল। প্রেম প্রত্যাখাত কয়েক যুবক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দেওয়ানগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক

জামালপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, দেওয়ানগঞ্জে আসন্ন সরস্বতী পূজার প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। পুলিশ দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করতে পারেনি। এ ঘটনায় বুধবার দেওয়ানগঞ্জ বাজার সর্বজনীন কালীমন্দির পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শ্রী অরূপ কৃষ্ণ সাহা বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৩৮)
মুক্তাগাছায় আদিবাসী যুবককে অপহরণের পর হত্যা

ময়মনসিংহ ঃ একদল দুষ্কৃতকারী মুক্তাগাছা উপজেলার তালকী গ্রাম থেকে এক আদিবাসী যুবককে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। নিহতের নাম সেন্টু সাংমা (২১)

পুলিশ জানায়, দুষ্কৃতকারীরা শনিবার সেন্টুকে গ্রাম থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করে। শুক্রবার একটি ক্রিকেট ম্যাচের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটতে পারে।

নিহতের লাশ শনিবার সন্ধ্যায় কালিবাড়ী ব্র্যাক অফিসের সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশ অবজারভার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৩৯)
রাজশাহীতে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন বেড়েই চলেছে সন্ত্রাসীদের কেউই ধরা পড়ছে না

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজাশাহী ঃ রাজশাহীতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন বেড়েই চলেছে। হামলার ঘটনার সাথে জড়িত সরকার সমর্থক সন্ত্রাসীরা কেউই ধরা

পড়ছে না। একের পর এক হামলার ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। প্রবল রাজনৈতিক চাপের কারণে সন্ত্রাসী হামলা ও লুটতরাজের ঘটনায় দায়ের করা মামলাগুলোর তদন্তেও কোন অগ্রগতি নেই বলে জানা গেছে। বরং সংখ্যালঘুদের ওপর মামলা তুলে নেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের হুমকি ও চাপ অব্যাহত রয়েছে।

পুঠিয়ার জনপ্রিয় ব্যবসায়ী কার্তিক চন্দ্র দেবের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় কান্দ্রা বাজারের জৌলুস নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়িভিটা ও জমি দখলের জন্য বিএনপি নামধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গত ২ ফেব্রুয়ারি রাতে কার্তিক চন্দ্র দেবকে এলোপাতাড়ি কোপায়। তার শরীরের এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে সন্ত্রাসীরা কোপায়নি। গোটা শরীরে তার ১শ ৫৪টি সেলাই দিতে হয়েছে। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কেবিনে এখনও তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদ প্রতিনিধি পুঠিয়া উপজেলা সদরের কান্দ্রা বাজারে যান। সেখানকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কার্তিক একজন অত্যন্ত সৎ ও জনপ্রিয় ব্যবসায়ী। প্রকাশ্যে কারো সাথে কোন শত্রুতাও ছিল না। কান্দ্রা বাজারের সঙ্গে লাগোয়া কার্তিকের বিশাল বাড়ি। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িভিটাসহ সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যেই বিএনপি সমর্থক একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী কার্তিকের ওপর আক্রমণ চালায়। সন্ত্রাসীরা তার কাছ থেকে ৩০ হাজার ৪৮ টাকা কেড়ে নেয়।

কান্দ্রা বাজারে কার্তিকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশে সারের দোকানদার সোহরাব হোসেন, পুঠিয়া সদর ইউনিয়নের সদস্য সফিকুর রহমানসহ আবুল হায়াত, শামসুল হক, আমিনুল ইসলাম বকুল জানালেন, কার্তিক খুবই ভালো মানুষ। কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। হামলার ঘটনার পর থেকে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ রয়েছে। একটি মাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে গোটা কান্দ্রা বাজারের জৌলুসটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর কার্তিকের মা ও পত্নী কান্দ্রার বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ফলে বিশাল বাড়িটি এখন শূন্য পড়ে রয়েছে। মূল সন্ত্রাসীদের কেউই এখনো ধরা পড়েনি। আসামিরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কার্তিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় তার বড় বোন রত্না দে বাদি হয়ে পুঠিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন ৯ জনের নামে (মামলা নম্বর-৩ তারিখ ০৩/০২/২০০২)। থানার ওসি নূরুল ইসলাম 'সংবাদ'-কে জানান, পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই কার্তিকের ওপর হামলা চালিয়ে টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়া হয়। কার্তিকের ব্যবসায়িক সুনাম রয়েছে।

এদিকে জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বহুল আলোচিত ঝালুকা গ্রামের শত বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দশরথচন্দ্র কবিরাজের ওপর বিএনপি সন্ত্রাসীরা হামলা চালায় গত বছরের ২৬ অক্টোবর রাতে। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলাটিরও কোন অগ্রগতি নেই। মামলার আসামিরা বাদি ও দশরথ কবিরাজের আত্মীয়-স্বজনকে হুমকি দিচ্ছে বলে জানা গেছে। ঝালুকা গ্রামের বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ৮টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবার এখনও নিজ বাড়িতে ফিরে আসতে পারেনি।

সংবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৪০)
মুক্তাগাছায় ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ময়মনসিংহ, ইউ.এনবি ঃ অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসীদের হাতে মুক্তাগাছা উপজেলায় এক ব্যবসায়ী যুবক খুন হয়েছে। নিহত যুবকের নাম তাপস চন্দ্র দাস তপু (২২)।

স্থানীয় জনগণ জানায়, রিক্সা করে উপজেলা সদরে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা পিলখানা এলাকায় তপুর ওপর আক্রমণ করে এবং এলোপাতাড়ি তাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত অবস্থায় তপুকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর সে মৃত্যুবরণ করে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় মামলা হয়েছে।

বাংলাদেশ অবজারভার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৪১)
ফতুল্লায় মন্দিরের সেবায়েতকে মারধর

নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ মন্দিরের দোকানঘর দখলকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীরা রোববার দুপুরে মন্দিরের সেবায়েতকে বেদম প্রহার করেছে। ফতুল্লা থানার পাগলা বাজারের পাগলনাথ মন্দিরের সেবায়েত শিবু মোহন্ত জানান, মরজুল হক নামে এ সন্ত্রাসী মন্দিরের দোকানঘর দখল করে। সেবায়েত মরজুলকে ঘর ছাড়তে বললে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। পরে সন্ত্রাসী মরজুল মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে সেবায়েত শিবু মোহন্তকে মারধর করে। ফতুল্লা থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৪২)
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবি

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি অজয় রায় এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে তারা বলেন, 'ছেলের সামনে মাকে ধর্ষণ' শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি খবরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে সারাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর যে নির্যাতন নিপীড়ন চলছে, তা আজ শুধু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সারাদেশের অধিকাংশ নাগরিক আজ এর শিকার। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তির বিধান না করায় এবং পুরো ব্যাপারটি সরকারের পক্ষ থেকে খাটো করে দেখানোর প্রচেষ্টার দরুণ দুষ্কৃতকারীরা আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

সংবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৪৩)
সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা মিথ্যা প্রমাণে মাঠে নেমেছে সরকার

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে ঃ জোট সরকার এখন সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা মিথ্যা প্রমাণে মাঠে নেমেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ কাজে তাদের পছন্দের লোক, পুলিশ ও বিএনপির

মস্তান বাহিনী নামিয়েছে। তারা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে সংখ্যালঘু এলাকাগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনদের ক্যামেরার সামনে বলতে বাধ্য করছে তারা কোনভাবেই নির্যাতিত হয়নি। এই তৎপরতার অংশ হিসাবে বরিশালে গত চারদিন ধরে কাজ চলছে। এ ঘটনায় নতুন করে শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে। এ তথ্য নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্রের।

সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচনপরবর্তী সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা মিথ্যা প্রমাণে মাঠে নেমে পড়েছে জোট সরকার। সরকারের বক্তৃতা-বিবৃতিতে সাধারণ মানুষ, দাতা সংস্থা ও বিদেশী অন্য মাধ্যমগুলোতে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তারা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য এবার ভিন্ন পথ ধরেছে। লিখিত বিষয়ের চেয়ে সংখ্যালঘুদের মুখ দিয়ে বলা 'নির্যাতন হয়নি' বা 'আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা নির্যাতন করেছে' ভিডিও চিত্র অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হবে আর তাই এখন ভিডিও চিত্র তৈরিতে নেমেছে। আর এ কাজে নামিয়েছে তাদের পছন্দের কিছু লোককে। পুলিশের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বরিশালের পুলিশ বিভাগকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল মন্ত্রণালয়ের পক্ষে একজন বরিশালে যাবেন ডকুমেন্টারি তৈরি করতে। তাকে যেন সকল সহায়তা দেয়া হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার দৈনিক ইনকিলাবের সাবেক প্রতিবেদক মেহেদী হাসান পলাশ ও যুবদল কর্মী এবং ফটোগ্রাফার লিটন বরিশালে আসেন। তারা এসেই দেখা করেন বরিশালের এসপি মহঃ মহসিন হোসেনের সঙ্গে। তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় জেলা স্কুলের কাছে গণপূর্ত বিভাগের রেস্ট হাউসে। কোতোয়ালি থানার এসআই আজমলকে তাঁদের সাথে সর্বক্ষণিক ডিউটিতে রাখা হয়। পুলিশ শহীদ মিনারের সামনের রেন্ট-এ কারের স্ট্যান্ড থেকে একটি মাইক্রোবাস রিকুইজিশন করে। রোমান্স ভিডিও থেকে যোগাড় করা হয় ভিডিও ক্যামেরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মেহেদী হাসান পলাশ এসপির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করে। তাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল রাজার চরে। সেখানে একটি বিতর্কিত ধর্ষণের ঘটনাকে তারা প্রথমে ক্যামেরাবন্দী করে। পরে তারা এ মামলার তদন্তকারী কর্মকতা নুর মোহাম্মদের সাক্ষাতকার নেয় গণপূর্ত বিভাগের রেস্ট হাউসে। সাক্ষাতকার নেয়া হয় যুবদল নেতা শামীম মোল্লার। তাদের পরবর্তী মিশন ছিল ব্রজমোহন কলেজের ডা. বনমালী গাঙ্গুলী ছাত্রীনিবাসে। এই মিশনে পুলিশের এসআই নুরুল ইসলাম ও আতাউর, ছাত্রদল নেতা মশিউল আলম সেন্টুও ছিল। রাত সাড়ে আটটার দিকে তাঁরা সেখানে যায়। হোস্টেলের ছাত্রদলের নেত্রীদের খবর দিয়ে বলা হয়, সংখ্যালঘু ছাত্রীদের ভিডিও ইন্টারভিউ দেবার জন্য প্রস্তুত করে দিতে। সংখ্যালঘু ছাত্রীদের সরস্বতী পূজার বৈঠকের কথা বলে ডেকে আনা হয়। তার পর বলা হয়, তারা যে ভাল আছে এ বিষয়টি বিটিভির এবং ইনকিলাবের সাংবাদিকদের বলতে হবে। ছাত্রীরা যা বোঝার বুঝে যায়। তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় তারা কি রকম আছে? নির্বাচনের পরে কোন সমস্যা হয়েছিল কি না? পূজার সময়ে কোন সমস্যা হয়েছে কিনা? কোন্ সরকারের সময়ে তারা সবচেয়ে ভাল ছিল? সংখ্যালঘুদের দেশে আদৌ কোন সমস্যা আছে কিনা? ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন করা হয়। ছাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরলে তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ছাত্রদল নেত্রীরা। তাদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া হয়। পরদিনই যারা প্রকৃত পরিস্থিতি ক্যামেরার সামনে বলেছিল তারা হোস্টেল ছেড়েছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু ছাত্রীদের মধ্যে শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে এই সাক্ষাতকার গ্রহণকালে মাইক্রোবাস চলে গেলে ক্ষুব্ধ হয় মেহেদী হাসান পলাশ। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে এসপিকে ফোনে জানানো হয়। তিন ট্রাফিক সার্জেন্ট ঝালকাঠির একটি মাইক্রোবাস সদর রোড থেকে রিকুইজিশন করে নিয়ে যায়। শুক্রবার ও শনিবার এই টিম যায় গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া। তারা বাকাল, রাজিহারসহ বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি সমর্থিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের দিয়ে এসব এলাকায় কোন নির্যাতন হয়নি এমন বক্তব্য নেয়। নেয়া হয় আওয়ামী নির্যাতনের কাহিনী। সাক্ষাতকার নেয়া হয় জহিরউদ্দিন স্বপন এমপির। শুক্রবারই এই টিম ভোলা যায়। বরিশালে প্রায় তিন ঘণ্টার ভিডিও ফুটেজ ধারণ করা হয়। এই ভিডিও গ্রহণের বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। এ বিষয়ে কেউ মুখ খুলতে রাজি হয়নি। এমনকি এখানকার গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পর্যন্ত এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল নয়। এ বিষয়ে এসপির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মেহেদী হাসান পলাশ এ কাজ করেছে। এর বেশি তিনি আর কিছু জানেন না। পলাশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মী কিনা তাও তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। শুধু জানাতে পেরেছেন, আগে সে দৈনিক ইনকিলাবে কাজ করত।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৪৪)
দাগনভুঞাঁয় নারকীয় তাণ্ডব
সংখ্যালঘু দুই গৃহবধূকে ধর্ষণ ॥ সর্বস্ব হারিয়ে ৫০টি পরিবার গ্রাম ছাড়া

যতন মজুমদার, দাগনভূঞা থেকে ফিরে ঃ পঙ্গু স্বামী ও স্কুলপড়ুয়া পুত্রকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে বিএনপি সন্ত্রাসী ক্যাডাররা। ৪ ঘণ্টাব্যাপী নারকীয় সন্ত্রাসী কার্যকলাপে প্রায় ৫০টি পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে পুরো গ্রাম। বার বার নিরাপত্তা চেয়ে না পেয়ে এখন তারা থানায় মামলা করতেও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার মধ্যরাতে দাগনভূঞা উপজেলার মহেশপুর গ্রামে। সুষ্ঠু বিচারের আশায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল করা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের না পেয়ে পুলিশ এক সন্ত্রাসীর পিতাকে আটক করেছে।

পুলিশ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টার দিকে মাতুভূঞা ইউনিয়নের উত্তর চানপুর গ্রামের আবুল হোসেনের পুত্র বহু অভিযোগের আসামী সন্ত্রাসী হারুনের নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল মহেশপুর গ্রামে সংখ্যালঘু দাসপাড়াতে ধর্ষণ, হামলা ও লুটপাট চালায়। ভোর ৪টা পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের নারকীয় তাণ্ডবে জয়বিহারী দাসের বাড়ি, ডাক্তারবাড়িসহ বিভিন্ন বাড়ির লোকজন দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। এ সময় সন্ত্রাসীদের একটি গ্রুপ তিন সন্তানের জননী পুতুল রানী দাসকে (৩২) তাঁর স্বামী-পুত্রের সামনে ঘরের দরজা বন্ধ করে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পুতুল বলেন, আমি আমার ইজ্জত রক্ষার জন্য সন্ত্রাসী হারুনের হাতে এক হাজার টাকা দিয়েও সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারিনি। অশ্রুসজল চোখে পুতুল বলেন, সন্ত্রাসীরা তাঁর পঙ্গু স্বামী ও স্কুলপড়ুয়া ছেলের সামনে তাঁকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৪৫)
পুকুরের মাছ, ধান-চাল, গরু ও হাঁস-মুরগি লুট
মিরসরাইয়ে সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে একটি সংখ্যালঘু পরিবার

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি ঃ মিরসরাই উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের একটি সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সন্ত্রাসীরা ওই পরিবারের পুকুরের মাছ, ঘরের ধান, চাল, গরু, হাঁস-মুরগি লুট করে নিয়েছে। এসব বিষয়ে থানায় মামলা করায় সন্ত্রাসীরা ওই পরিবারের সদস্যদের প্রাণ বাঁচাতে হলে ভারতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। থানা পুলিশ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে।

এলাকাবাসী ও ওই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, উক্ত ইউনিয়নের চরশরত গ্রামের নারায়ণচন্দ্র দাসের সঙ্গে মিঠানালা ইউনিয়নের জেবল হকের সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছে। বর্তমানে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন। এ অবস্থায় গত ২৫ জানুয়ারি জেবল হক, মোঃ ইসমাইল. মোঃ আবছার, কেপায়েত উল্যাহ সন্ত্রাসী দল নিয়ে নারায়ণচন্দ্র দাসের পুকুরের ৪০ হাজার টাকার মাছ ধরে নিয়ে যায়। তারা ২৬ জানুয়ারি নারায়ণচন্দ্রের ঘরে প্রবেশ করে আসবাবপত্র ভাঙচুর, ধান-চাল লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা ঘরের চালা ভেঙে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। সংবাদ পেয়ে গ্রামবাসী সংঘবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

সন্ত্রাসীরা এলাকার গণ্যমান্য লোকদের কথা না শোনায় নারায়ণের স্ত্রী দেবীবালা দাস বাদী হয়ে গত ২ ফেব্রুয়ারি থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলা করার আগে নারায়ণচন্দ্র দাসের পরিবারের সদস্যরা নিজ বাড়িতে থাকলেও মামলার পরে তারা সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে কেউ বাড়িতে থাকছেন না।

নারায়ণচন্দ্র দাসের ছেলে সঞ্জিত দাস জানান, সন্ত্রাসীদের ভয়ে চার একর চাষের জমি চাষ করা যাচ্ছে না। এছাড়া প্রতিবছর শীত মৌসুমে তাদের খেঁজুর গাছের রস, গুড় বিক্রি করে (৭০টা গাছের) প্রায় ২০ হাজার টাকা আয় হতো। এবার ওইসব খেজুর গাছ সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়েছে। এ পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা সঞ্জিতদের ১২টি গরু ও মহিষ জোর করে নিয়ে গেছে। পরে এলাকাবাসী ও প্রশাসনের চাপে ১১ ফেব্রুয়ারি তিনটি মহিষ ফেরত দেয়।

এ প্রসঙ্গে ওই এলাকার সাবেক গ্রামসরকার প্রধান মাহমুদুল হক জানান, নারায়ণচন্দ্র দাসের পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের সব ঘটনা সত্য।

এ প্রসঙ্গে এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই হোসেন বলেন, সন্ত্রাসীরা নারায়ণচন্দ্র দাসের পরিবারের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে এটা সত্য। সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। খুব দ্রুত মামলার চার্জশিট দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

প্রথম আলো, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৪৬)
নীলফামারীতে জামায়াত কর্মীরা এক সংখ্যালঘুর বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ পাওনা টাকা চাওয়ায় জামায়াত কর্মীরা এক সংখ্যালঘু পরিবারের মহিলা সদস্যদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। জেলার জলঢাকা উপজেলার গোলনা ইউনিয়নের পূর্ব কালিগঞ্জ গ্রামে গত শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

সূত্র জানায়, শনিবার সন্ধ্যায় ওই গ্রামের রতনেশ্বরের পুত্র কাঞ্চন একই এলাকার জামায়াত কর্মী আইনুল হক লাল মিয়ার কাছে তার পাওনা ৭০ টাকা দাবি করে। কিন্তু লাল মিয়া হুমকি দিয়ে বলে যে, 'হিন্দু বেটারা নৌকায় ভোট দিয়ে এখনো এ দেশে আছে এটাই বড়, আবার টাকা চায়। তোমাদের ভারত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' এরপর ওইদিন রাত ৮টায় লাল মিয়ার লোকজন ও পুত্ররা লাঠি নিয়ে রতনেশ্বরের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং রতনেশ্বরের পুত্র কাঞ্চনকে খুঁজতে থাকে। এ সময় বাধা প্রদান করলে জামায়াত কর্মীরা রতনেশ্বরের স্ত্রী কর্ণরানী ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সদ্যরানী এবং স্কুলপড়ুয়া মেয়ে রাধারানী (১৩) কে বেধড়ক মারধর করে বিবস্ত্র করে। এরপর রতনেশ্বরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করলে দুটি খড়ের ঘর, আসবাবপত্র ও নগদ ২১ হাজার টাকা পুড়ে যায়। শনিবার রাতেই রতনেশ্বর বাদী হয়ে জলঢাকা থানায় মামলা দায়ের করে। মামলার আসামি জামায়াত কর্মী লাল মিয়া, ভুট্টো, মফিয়ার, জব্বার, জলিল ও মানিক পলাতক রয়েছে।

প্রথম আলো, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৪৭)
সন্ত্রাসী হামলায় যুবক আহত

সংবাদদাতা বরিশাল ঃ গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাসীদের হামলায় এক দোকান মালিক মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কোতয়ালী পুলিশ ফাঁড়ির কাছে সদর রোডে। আহত দোকান মালিকের নাম প্রদীপ ঘোষ (১৯)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, প্রদীপ যখন তার নিজ দোকানে মালামাল বিক্রয়ে ব্যস্ত ছিল সে সময় সন্ত্রাসীরা তার ওপর আক্রমণ করে এবং কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলার কারণ জানা যায়নি।

ইনডিপেনডেন্ট, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৪৮)
আখাউড়ায় সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার রাধানগর গ্রামে সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর করে কে বা কারা তার ওপর মুসলমানদের 'হাদিস গ্রন্থ' রেখে যায়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে এবং আখাউড়া থানা পুলিশ গতকাল সোমবার সকালে ভাঙা প্রতিমা, রেখে যাওয়া ওই গ্রন্থ ও অন্যান্য মালামাল জব্দ করেছে। এদিকে বরগুনা জেলায়ও সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, অন্য বছরের মতো এবারও রাধানগর গ্রামের ঘোষপাড়ায় ভাইবন্ধু সংঘের পূজামণ্ডপে সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়। রোববার সন্ধ্যা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত ঢাকঢোল সহযোগে পূজা অর্চনা চলে। এরপর পূজারিরা মণ্ডপের সামনের গেট আটকে বাড়ি চলে যান। ভোরে লোকজন প্রণাম করতে এসে দেখেন মণ্ডপঘর তছনছ হয়ে আছে, ভাঙা প্রতিমার গায়ে সাদা কাপড়ে মোড়ানো একটি বই।

এ ঘটনায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে, কে বা কারা প্রতিমার ওপর কোরআন শরীফ রেখেছে। ফলে এলাকাবাসী ঘোষপাড়া ছুটে আসেন। তবে আখাউড়া টেকনিক্যাল ইসলামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা জামিলুল হক খান মণ্ডপে এসে বইটি দেখে জানান, এটি কোরআন শরীফ নয়, হাদিস গ্রন্থ। খবর পেয়ে আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে আসেন। তারা উত্তেজিত জনতাকে আশ্বস্ত করে বলেন, দায়ী ব্যক্তিদের বিচার করা হবে।

উপজেলা কেন্দ্রীয় মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি শংকর চন্দ্র সাহা, সাধারণ সম্পাদক কামাখ্যা রঞ্জন ঘোষ, মহাশ্মশান কমিটির সভাপতি মধুসূদন পাল, সাধারণ সম্পাদক কালীপদ সাহাসহ এলাকার হিন্দু নেতৃবৃন্দ, পৌরসভার প্রতিনিধিগণ, স্থানীয় রাজনৈতিক

নেতারা এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রাধানগর গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ কালো ব্যাজ পরে মৌন মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। নবনির্বাচিত পৌর চেয়ারম্যান নূরুল হক ভূঁইয়া ঢাকা থেকে টেলিফোনে বলেছেন, এ ঘটনা প্রতিহিংসামূলক।

বরগুনায় প্রতিমা ভাঙচুর

বরগুনা প্রতিনিধি জানান, বেতাগী উপজেলার পুটিয়াখালী গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সরস্বতী পূজার আয়োজন করে। রোববার ভোরে পূজারিরা এসে দেখেন, প্রতিমা ও পূজামণ্ডপ লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন এলাকাবাসী বলেন, বিএনপি সমর্থক আলতাফ ও তার লোকজন এটি করে থাকতে পারে। বেতাগী থানার এসআই মোস্ত াফিজুর রহমান গতকাল সোমবার প্রথম আলোকে বলেন, কেউই অভিযোগ করেনি তবে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৪৯)
হাতিয়ায় সংখ্যালঘু জেলেদের ওপর সন্ত্রাসীদের নির্যাতন

নোয়াখালী প্রতিনিধি ঃ চাঁদা না পেয়ে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু জেলে সম্প্রদায়ের ওপর সন্ত্রাসীরা অব্যাহত নির্যাতন শুরু করেছে। সম্প্রতি সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে অনেক জেলে পরিবার হাতিয়া ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে অনেকেই এসব ঘটনা সম্পর্কে থানা পুলিশকেও অবহিত করছে না।

অভিযোগ রয়েছে, হাতিয়া উপজেলার চরঈশ্বর ইউনিয়নের বাংলাবাজার এলাকার বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসী সাবেক ইউপি মেম্বার সাখাওয়াত হোসেন ওরফে মোস্তফা মেম্বার তার দলীয় সন্ত্রাসীদের নিয়ে সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের কাছে মিথ্যে পাওনা টাকা ও চাঁদা দাবি করছে। যারা দাবি অনুযায়ী চাঁদা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে তাদের ওপর চলছে নানা নির্যাতন।

স্থানীয় জেলে হরিচরণ জলদাস এ প্রতিনিধিকে জানান, সন্ত্রাসী মোস্তফা ও আলাউদ্দিন গত জানুয়ারি মাসে ব্রজগোপাল জলদাসের কাছে ২০ হাজার টাকা দাবি করলে তিনি গোপনে সম্পত্তি বিক্রি করে ভারতে চলে গেছেন। কুমুদবন্ধু জলদাস জানান, তার নৌকা ও জাল জোর করে মোস্তফা ও তার সন্ত্রাসীরা নিয়ে গেছে। একইভাবে সারদা জলদাসের একটি জালও নিয়ে গেছে ওই সন্ত্রাসীরা। বড়দাকান্ত জলদাস জানান, তার জাল নিয়ে যাওয়ার জন্য সন্ত্রাসীরা নদীতে কয়েকবার তাকে মারধর করেছে।

সন্ত্রাসীরা চাঁদা ছাড়াও গাছের ফল ঘরের চাল পর্যন্ত নিয়ে গেছে। গত ১৫ জানুয়ারি সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদ করতে গেলে মোস্তফার সন্ত্রাসীরা কৃষ্ণ হরিদাসের কান কেটে দিয়েছে। এসব ঘটনা তারা স্থানীয় সাংসদ ও ইউপি চেয়ারম্যানকে অবহিত করার পরও সন্ত্রাস বন্ধ না হওয়ায় অনেকে ভিটেমাটি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন আজাদ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, বিএনপি নামধারী কতিপয় সন্ত্রাসী সংখ্যালঘুদের বাড়িতে পানির কল বসাতেও চাঁদা নিচ্ছে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি হাতিয়া উপজেলা মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় চেয়ারম্যান আজাদ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা জেলা প্রশাসককে অবহিত করেছেন। এ ব্যাপারে ওই এলাকার দফাদার মোস্তাসের বিল্লাহ নিজে বাদী হয়ে পুলিশ সুপার বরাবর নির্যাতন বন্ধের জন্য আবেদন জানালেও কোনো লাভ হয়নি।

এদিকে এসব ঘটনা স্থানীয় সাংবাদিকদের অবহিত করায় জেলেরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল মান্নান জানান, এ ধরনের ঘটনা তিনিও শুনেছেন তবে কেউ লিখিত কোনো অভিযোগ না করায় ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। লিখিত অভিযোগ পেলে তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

হাতিয়ার সাংসদ মোহাম্মদ আলী বলেন, তিনিও এ ঘটনা শুনেছেন এবং পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৫০)
পঞ্চগড়ে দুই সন্তানসহ মা এসিডদগ্ধ

পঞ্চগড়, বিএসএস ফেব্রুয়ারি ১৯ ঃ সন্ত্রাসীদের ছোঁড়া এসিডে দগ্ধ হয়েছে মা সহ তার দুই শিশু সন্তান। ঘটনাটি ঘটেছে রোববার রাতে দেবিগঞ্জ উপজেলায় একটি গ্রামে। মা অনিতাবালা (২০) অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে রাজী না হওয়ায় সন্ত্রাসীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে পুলিশ জানায় এসিডদগ্ধদের আশংকাজনক অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় মা ছাড়াও তার দুই শিশু সন্তান শ্যামলী (৫) ও শ্যামল (২) মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছে।

সূত্র মতে, ঘটনার দিন রাতে সন্ত্রাসীরা অনিতাবালার ঘরের বেড়া কেটে ভিতরে ঢুকে ঘুমন্ত অনিতাবালা ও তার দুই সন্তানের ওপর এসিড নিক্ষেপ করে। ঘটনার পর সহকারী পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং দোষীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বাংলাদেশ অবজারভার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৫১)
বেপারীকে গুলী করে গরু ও টাকা লুট

চট্টগ্রাম অফিস ও সীতাকুণ্ড থেকে সংবাদদাতা ঃ সীতাকুণ্ড উপজেলার ছোট কুমিরা এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টায় একদল দুষ্কৃতকারী ১ জন উপজাতীয় গরু বিক্রেতাকে গুলী করে ৩টি গরু লুট করেছে এবং তার কাছ থেকে গরু বিক্রির ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই করেছে। দুষ্কৃতকারীদের গুলীতে গুরুতর আহত বেপারী কিরণধন চাকমাকে (৪৫) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৫২)
দাগনভূঁইয়ায় সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ॥ ধর্ষণ মামলা দায়ের ॥ সন্ত্রাসী আটক

দাগনভূঁইয়া (ফেনী) সংবাদদাতা ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর ধর্ষণ ও হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে পৌর চেয়ারম্যান আকবর হোসেন ৪ সন্ত্রাসীকে অস্ত্রসহ সোমবার পুলিশে সোপর্দ করেছেন। পুলিশ জানায়, থানায় ধর্ষণ মামলা দায়েরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সদর উদ্দিনকে (২৩) একটি এলজিসহ ২ রাউণ্ড গুলী, সুবজ (২২), মোস্তফা (২৫) হারিছ (২৪) এদেরকে আটক

করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। অপর দিকে উক্ত ঘটনায় মামুনকে (২৭) পুলিশ রোববার গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৫৩)
ফেনীর দাগনভূঁইয়া, ছাগলনাইয়া ও সোনাগাজী সংখ্যালঘুদের ওপর নানা নির্যাতন অব্যাহত, জানমাল ও ইজ্জত রক্ষার দাবিতে কর্তৃপক্ষ বরাবর ২৫টি পরিবারের স্মারকলিপি

ফেনী থেকে সংবাদদাতা ঃ ফেনীতে সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের অত্যাচার-নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি দাগনভূঁইয়া উপজেলার মহেশপুর গ্রামের ২৫টি হিন্দু পরিবার তাদের জানমাল ও ইজ্জত রক্ষার দাবিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেছে। এদিকে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে জেলার সোনাগাজীর সেনেরখিল গ্রামের হরিনাথ ও ক্ষিতিশ নাথের কাছে দাবি করা চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা রান্নাঘরে অগ্নিসংযোগ করে। শুধু তাই নয়, ছাগলনাইয়া থানা সদরে সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজিতে বাধা দেয়ায় তারা ষাটোর্ধ্ব এক সাবেক ইউপি সদস্যসহ ২ জনকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে দাগনভূঁইয়া উপজেলার মহেশপুর গ্রামের ২৫টি হিন্দু পরিবার তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেছে।

দাগনভূঁইয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে ৫০/৬০ জন নারীপুরুষ উপস্থিত হয়ে ফেনী জেলা প্রশাসক বরাবর এই স্মারকলিপি পেশ করে।

স্মারকলিপিতে তারা উল্লেখ করে, বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসী হারুন, পিতা-আবুল হোসেন, সাহাব উদ্দিন, পিতা-মৃত তনু মিয়া, ফারুক, পিতা-ফজল হক, শাহ জালাল, পিতা-শাহ আলম ও ইউসুফ, পিতা-মৃত শেখ আহাম্মদ দীর্ঘদিন থেকে তাদের পরিবারের ওপর জোর করে চাঁদা আদায় করে আসছে। চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় অনেকেই ইতোমধ্যে নির্যাতিত হয়েছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে এরকম একটি পরিবার চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় ওই পরিবারের বিবাহযোগ্য মেয়েকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়। বাধা দিতে গেলে তাদের কয়েকজনকে দুর্বৃত্তরা আহত করে।

এদিকে সন্ত্রাসীদের দাবি করা চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে সোনাগাজীর সেনেরখিল গ্রামের হরিনাথ ও ক্ষিতিশ নাথের রান্নাঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং ছাগলনাইয়া থানা সদরে সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজিতে বাধা দেয়ায় সন্ত্রাসীরা ষাটোর্ধ্ব এক সাবেক ইউপি সদস্যসহ ২ জনকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে।

এলাকাবাসী জানায়, একটি চিহ্নিত সন্ত্রাসীচক্র সেনেরখিল গ্রামের হরিনাথ ও ক্ষিতিশ নাথের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় গত শনিবার রাতে সন্ত্রাসীরা তাদের রান্নাঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজরা ওই এলাকার বিমল নাথের কাছে এক লাখ টাকা দাঁদা দাবি করে।

ইতোপূর্বে একই সন্ত্রাসী চক্র পশ্চিম ছাগলনাইয়া গ্রামে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় বিদেশ ফেরত স্বপনকে পিটিয়ে আহত করে।

গত শুক্রবার রাতে অন্য একটি সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ চক্র দাগনভূঁইয়া উপজেলার মহেষপুর গ্রামের ডা. জয় বিহারের বাড়িতে ৪/৫টি পরিবারকে মারধর ও মহিলাদের নির্যাতন করে চাঁদা দিতে বাধ্য করে। বিষয়টি পরদিন থানা পুলিশকে অবহিত করা হয়।

এদিকে লেমুয়া ইউনিয়নের কেরনিয়া গ্রামের চিত্তরঞ্জন ঘোষের কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। একই গ্রামের হরি প্রসন্ন চৌধুরী সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিয়ে আরো চাঁদা দেয়ার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। সন্ত্রাসীরা সমীর মজুমদার ও মানিক নাথকে মোটা অংকের চাঁদার জন্য চাপ অব্যাহত রেখেছে বলে গ্রামবাসী জানায়।

সংবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৫৪)
চাঁদা না দেয়ায় বগুড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ভাংচুর লুট

উত্তরাঞ্চল ব্যুরো ঃ পুরান বগুড়া হিন্দুপাড়া এলাকায় একদল সন্ত্রাসী তাদের দাবি অনুযায়ী চাঁদা এবং দই ফ্রি না দেয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের মারপিট করে গহনাসহ ১০ হাজার টাকার মাল লুটপাট এবং ঘরবাড়ি ভাংচুর করেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুরে সংঘটিত এ লুটপাট ও ভাংচুরের ঘটনায় পরেশ চন্দ্র ঘোষ বাদী হয়ে প্রতিবেশী চান মিয়ার ছেলে মুকুল এবং জনাব আলীর ছেলে রোকনসহ চারজনের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। এজাহারে ঘরবাড়ি ভাংচুরের ঘটনায় ২০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। সোমবার সন্ধ্যায় এ খবর পাঠানো পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের কেউ গ্রেফতার হয়নি।

পরেশ চন্দ্র অভিযোগ করেছেন, রোকন ও মুকুল ওইদিন বেলা ১১টার দিকে তার বাড়িতে এসে দই নেয়। টাকা চাইলে তারা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে; অন্যথায় তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে উচ্ছেদ করা হবে বলেও হুমকি দিয়ে যায়। পরে বেলা ১টার দিকে দলবলসহ সন্ত্রাসীরা পিস্তল, রামদা, ছোরা হাতে পরেশের বাড়িতে আসে এবং তাকে খুঁজতে থাকে। এ সময় তার ছেলে পলাশ ঘর থেকে বের হলে রোকন ও মুকুল তার কাছে ওই ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। পলাশ টাকা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা তার মা জয়ন্তী রানী, ভাই বিশ্ব ও চাচী উমা রানীকে মারপিট করে। এরপর তারা ঘর এবং বেশ কয়েক হাঁড়ি দই ভেঙে ফেলে এবং ঘর থেকে নগদ ৫ হাজার টাকা, এক ভরি ওজনের সোনার চেইন, দুটি হাতঘড়ি নেয়। এ ঘটনার পর প্রতিবেশীরা রোকনের বাবার কাছে নালিশ করতে গেলে সন্ত্রাসীরা এক ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে।

যুগান্তর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৫৫)
পাইকগাছায় দুই সংখ্যালঘু বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতি

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ খুলনার পাইকগাছা উপজেলার হরিঢালী ইউনিয়নের দক্ষিণ সলুয়া গ্রামে দুই সংখ্যালঘু বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতি হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ১০/১২ জনের অস্ত্রধারী ডাকাত দল প্রভাষ শিকদার ও উদয় শিকদারের বাড়িতে চড়াও হয়ে ঘরের লোকদের মারপিট করে এবং অস্ত্রের মুখে সবাইকে জিম্মি করে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কারসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে পাইকগাছা থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৫৬)
চাটমোহরে খ্রিস্টান পল্লীতে বিএনপির সন্ত্রাসীদের হামলা, ১০টি বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট, আহত ২৫

পাবনা প্রতিনিধি ঃ পাবনার চাটমোহরের ফৈলজানা খ্রিস্টান পল্লীতে বিএনপির সন্ত্রাসীরা গত মঙ্গলবার ও গতকাল বুধবার দুই দফা হামলা চালিয়ে ১০টি বাড়িঘর ভাঙচুর ও ২৫ জনকে আহত করেছে।

পাবনা জেলা পুলিশ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতরা জানান, ফৈলজানা ইউনিয়ন বিএনপির একদল সন্ত্রাসী গত মঙ্গলবার রাত ৯টায় গোলাপ বাবুর বাড়িতে হামলা চালায়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে গতকাল বুধবার সকালে বিএনপির ওই সন্ত্রাসীরা খ্রিস্টান পল্লীতে আবার হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা সুবল মণ্ডল, গোলাপ বাবু, গগন রোজারিওসহ ১০ জনের বাড়িঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। সন্ত্রাসীদের হামলায় সুবল মণ্ডল (৫৫), পৈল বৈদ্য (৭০), আশা প্যারারা (২৮), শিল্পী প্যারারা (৩৫), এলি প্যারারা (৪২), চন্দনসহ (১৭) ২৫ জন কমবেশি জখম হয়। আহতদের মধ্যে মারাত্মক জখম অবস্থায় সুবল মণ্ডলকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে এবং অন্যদের চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

সুবল মণ্ডল প্রথম আলোকে জানান, এই পল্লীতে ৫০০ খ্রিস্টান দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা নানাভাবে নির্যাতন করছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাদের পাওয়া যায়নি।

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সাইদুল হক চুন্নু ও সাধারণ সম্পাদক রেজাউর রহিম লাল সন্ত্রাসীদের হামলার নিন্দা ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন।

প্রথম আলো, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৫৭)
চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে দোকানদারকে মারধর ॥ ভাংচুর

রাঙ্গুনিয়া সংবাদদাতা ঃ শনিবার বিকালে কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী কোদালা বাজারে একটি দোকানে ভাংচুর ও দোকানদারকে মারধর করে। সন্ত্রাসীরা ঐ বাজারের ওষুধ ব্যবসায়ী সাধন ঘোষের নিকট হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বিকালে তারা দোকানে হামলা চালিয়ে অর্ধ লক্ষ টাকার ওষুধ ও আসবাবপত্রের ক্ষতিসাধন করে। দোকানদার সাধন ঘোষকেও আহত করে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৫৮)
রংপুরে মন্দিরে হামলা প্রতিমা ভাংচুর লুট

রংপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সোমবার রাতে রংপুরের সদর থানার তামপাটে একদল দুর্বৃত্ত একটি বারোয়ারি মন্দিরের প্রতিমা ও আসবাবপত্র ভাংচুর এবং লুটপাটের ঘটনা ঘটিয়েছে। মন্দির কমিটির লোকজন ৩ দুর্বৃত্তকে হাতেনাতে ধরে ফেললেও পরে গ্রামের কতিপয় ব্যক্তির নির্দেশে ছেড়ে দেয়। এ ছাড়া ঘটনাটিকে ভিন্নভাবে প্রকাশের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, তামপাট ইউনিয়নের আজিজুল্লাহ বকচি গ্রামের বারোয়ারি পূজামণ্ডপে সোমবার রাত ৯টায় এলাকার রাজু, মানিক, আনোয়ার ও অজ্ঞাত আরও ক'জন আচমকা হামলা করে কালী ও লক্ষ্মী প্রতিমা এবং আসবাবপত্র ভাংচুর করে। তারা লক্ষ্মী প্রতিমা লুট করে নিয়ে যাবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে। পরে কতিপয় ব্যক্তির নির্দেশে তাদের ছেড়ে দিতে হয়। মঙ্গলবার পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জনৈক ভবেশ চন্দ্র বর্মনকে দিয়ে একটি মামলা রেকর্ড করান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৫৯)
পঞ্চগড়ের ব্রাহ্মণপাড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা সন্ত্রাসীরা সারা শরীর ঝলসে দিয়েছে ১ গৃহবধূর ॥ মামলা তুলে নেয়ার প্রকাশ্য হুমকি

রংপুর থেকে লিয়াকত আলী বাদল ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সহায়-সম্বলহীন ভ্যান চালকের সুন্দরী গৃহবধূ অনিতা বালাকে দফায় দফায় কু-প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর সন্ত্রাসীরা জোর করে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার হুমকি দিয়েছিল। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীর কাছে বিচার দাবি করেও বিচার পায়নি পরিবারটি। অবশেষে ঘরের বেড়া কেটে সন্ত্রাসীরা ঘরে ঢুকে অ্যাসিড নিক্ষেপ করে অনিতা বালা (২৫), তার দুই শিশু পুত্র ও কন্যাকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। অনিতা বালার মুখমণ্ডলসহ সারা শরীর ঝলসে গেছে। ঝলসে গেছে তার দুই স্তনসহ পুরো শরীর ও দুই হাত। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এই বর্বোরোচিত ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার সোনারহাট ইউনিয়নের ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মধ্য রাতে। ২৫ ফেব্রুয়ারি তাদেরকে নিয়ে আসা হয় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৮ নম্বর সার্জিকাল ওয়ার্ডে। চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে অ্যাসিড বার্ন কোনো ইউনিট নেই। চিকিৎসা নেই। তারা এই মর্মে আশংকা করেন যে, জরুরিভিত্তিতে অনিতা বালাকে ঢাকায় স্থানান্তর করা না হলে তার একটি চোখ চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

২৬ ফেব্রুয়ারি সরেজমিনে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে অ্যাসিডদগ্ধ অনিতা বালা ও তার স্বামীসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য। অবশ্য ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ব্র্যাকের সহায়তায় অনিতা বালা, তার শিশু সন্তান ও কন্যাকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে দেবীগঞ্জ থানায় দায়ের করা হয়েছে মামলা। বাদি হয়েছেন তার শাশুড়ী চিরন বালা।

এদিকে, মামলা দায়ের করার পর সন্ত্রাসীরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারা মামলা তুলে নেবার জন্য নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় একজন বিএনপি নেতা এ ব্যাপারে নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়ছেন বলে কথা উঠেছে। এ ঘটনার পর পুরো ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারগুলো চরম আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ গ্রামের কয়েজন সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য সংবাদকে জানান, পুরো বিষয়টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকায় যাবার প্রারম্ভে সংবাদকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে অ্যাসিডদগ্ধ অনিতা বালা জানান, একই গ্রামের রবি, মিন্টু এবং তাদের কয়েকজন সহযোগী, যাদের নাম জানা যায়নি, তার স্বামী সদুল চন্দ্র বাসায় না থাকলেই তার কাছে এসে তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করতো। বিভিন্ন কুপ্রস্তাব দিত। তাদের প্রস্তাবে রাজি না হওয়াতেই তারা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। প্রকাশ্যেই হুমকি দিতে থাকে, তাকে তারা দেখে নেবে বলে।

২৪ ফেব্রুয়ারি তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমুতে যাওয়ার সময় ২ শিশু পুত্র ও কন্যা শ্যামল (২) এবং শ্যামলী (৫)কেও তাদের সঙ্গে নেন। তার স্বামী সদুল চন্দ্র তার রোজগারের একমাত্র অবলম্বন রিকশা-ভ্যান পাহারা দিয়ে রাখার জন্য সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। এই

অবস্থায় রাত ২/৩টার দিকে ঘরের বেড়া কেটে ভেতরে তাদের লক্ষ্য করে অ্যাসিড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার শুরু করে তারা। তার শাশুড়ি চিরন বালা, স্বামী সদুল চন্দ্রসহ আশপাশের লোকজন দৌড়ে ঘটনাস্থলে আসেন ততক্ষণে অনিতা বালার শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে গেছে চিকিৎসকরা জানান, অনিতাবালার মুখমণ্ডলের একাংশ, চোখ ও কোমর পর্যন্ত এবং দু'হাত ঝলসে গেছে। দুই শিশু ও কন্যার শরীরেরও বিভিন্ন অংশ ঝলসে গেলেও তাদের অবস্থা তেমন গুরুতর নয়।

অনিতা বালার স্বামী সদুল চন্দ্র জানান, সন্ত্রাসীরা তার রোজগারের একমাত্র অবলম্বন রিকশা-ভ্যানটি ছিনিয়ে নেবে নতুবা চুরি করে নিয়ে যাবে— এ ধরনের হুমকি দেয়ায় বাধ্য হয়ে তিনি ভ্যানের মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকতেন। শাশুড়ি চিরন বালা জানান, আমরা গরিব ও সংখ্যালঘু বলে আমাদের তারা হুমকি দেবার পরেও বিচার চেয়ে বিচার পাইনি। হাসপাতাল থেকে তাদের ঢাকা নিয়ে যাবার সময় হাসপাতাল জুড়ে তাদের গগনবিদারি কান্নায় বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

সেখানে সকাল থেকে অবস্থানরত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দারোগা আবদুস সালাম জানান, আমরা সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

সংবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(৭৬০)
জানুয়ারি মাসে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ৬৩টি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ এ বছরের জানুয়ারি মাসে সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর কমপক্ষে ৬৩টি হামলা-নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া নারীর ওপর সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে অন্তত পক্ষে ৩৮টি। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্যাতনের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে রয়েছে হত্যা, নারী ও পুরুষদের মারধর ও লাঞ্ছিত করা, জমি ও সম্পদ দখল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পণ্ড করা, দেশত্যাগের হুমকি ও ধর্মান্তরিত করার হুমকি দেওয়া, এসিড নিক্ষেপ প্রভৃতি।

নারী নির্যাতনের ধরনের মধ্যে রয়েছে পিটিয়ে হত্যা, ধর্ষণ, মারধর, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, অঙ্গহানি প্রভৃতি।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী গত ১৩ জানুয়ারি গোপালগঞ্জে হত্যা করা হয় মনোরঞ্জন বিশ্বাসকে। এ ছাড়া ৩টি পৃথক ঘটনায় সংখ্যালঘু নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১ জন।

বিএনপি ও জামাত কর্মীদের দ্বারা মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে ১২টি। তাছাড়া সারা দেশেই সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী ও কৃষকদের জমির ধান, পুকুরের মাছ লুটের ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের দেওয়া তথ্যে উল্লেখ রয়েছে। এসব ঘটনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মারধর ও এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে শতাধিক। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত যেমন হিন্দু রমণীদের হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হামলা, লাশ দাহ করতে বাধা দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাও ঘটেছে। এ ছাড়া সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে সংখ্যালঘুদের 'চাঁদা দাও নইলে মেয়ে দাও' এসব স্লোগান দেওয়া এবং 'মুসলমান হও অথবা দেশত্যাগ করো' প্রভৃতি হুমকি দিচ্ছে বলেও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

মার্চ ২০০২

(৭৬১)
নান্দাইলে সংখ্যালঘু পরিবারকে দেশ ছাড়ার হুমকি

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) থেকে ঃ নান্দাইল উপজেলার এক পল্লীতে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা, নির্যাতন ও লুটপাট করে স্বর্বস্ব নিয়ে যাওয়ার পর মামলা দায়ের করায় আসামীরা তাদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে দেশ ছাড়ার আল্টিমেটাম দিয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযোগে প্রকাশ, উপজেলার সিংরাইল ইউনিয়নের কচুরী গ্রামের জীবন চন্দ্র সিংহের আলু ক্ষেতের ফসল ছাগলে নষ্ট করার অভিযোগে ছাগলটি ধরে গত ২৭ ডিসেম্বর তার বাড়িতে বেঁধে রাখে। এ ঘটনায় ছাগলের মালিক পক্ষের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে আবুল হাসেম, খোকন মিয়া, ফারুক, রোকন মিয়া, সুজন ও লালু মিয়ার নেতৃত্বে ঘটনার দিন রাতে জীবন চন্দ্র সিংহের বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্রসহ আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর, লুটপাট ও মারধর করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। আক্রান্তের পরিবারের পক্ষ থেকে নান্দাইল থানায় একটি মামলা দায়েরের পর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শীদের কথামত জড়িতদের ৪ জনকে গ্রেফতার করে জেলা হাজতে প্রেরণ করে। জামিনে মুক্তি পেয়ে আসামীরা গত ২৬ ডিসেম্বর জীবন চন্দ্রের ছাগল ধরে নিয়ে জবাই করে খেয়ে ফেলে উপরন্তু বাদী পক্ষকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য চাপ দেয়। নতুবা এই পরিবারকে চরম মূল্য দিতে হবে বলে শাসিয়ে যায়। আসামীরা চাঁদা দাবী করে যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়াসহ দেশ ছাড়ার হুমকি দিয়েছে। অসহায় পরিবারটি থানা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করলে গত ২৯ জানুয়ারি নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করলেও কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় এই শংকাগ্রস্ত পরিবারটি পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ১ মার্চ ২০০২

(৭৬২)
পুঠিয়া-দুর্গাপুরের ২০টি গ্রামে এখনও চলছে অত্যাচার নির্যাতন ৫ শ' সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া

রাজশাহী ব্যুরো ঃ নির্বাচন-উত্তর পরিস্থিতিতে রাজশাহীর পুঠিয়া ও দুর্গাপুর উপজেলার ২০টি গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর বিবিধ নির্যাতন, জুলুম, নিগ্রহ, চাঁদাবাজি ও হয়রানির ঘটনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। 'জুনিয়র গ্রুপ' ও 'শান্তি কমিটি'সহ বিবিধ পরিচয়ে বিএনপি, জামায়াত এবং অঙ্গ সংগঠন আশ্রিত চিহ্নিত সন্ত্রাসী-ক্যাডাররা অনেকটা বিনা বাধায় এসব অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। নেপথ্যে রয়েছে শক্তিশালী গডফাদার। স্থানীয় প্রশাসন সব জেনেও যেন নির্বিকার।

সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরেজমিন অনুসন্ধান ও বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনের সাবেক এমপি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুক দাবি করেছেন, নির্যাতনের শিকার হয়ে ও নিরাপত্তার অভাবে সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক অন্তত ৫শ' পরিবার এখনও এলাকাছাড়া। তারা পুঠিয়ার কাঁঠালবাড়িয়া, কান্দ্রা বিরালদহ, নয়াপাড়া ও মাইপাড়া এবং দুর্গাপুর উপজেলার ঝালুকা, ব্রহ্মপুর, আনুলিয়া, সুখানদীঘি প্রভৃতি গ্রামের।

জানা গেছে, পুঠিয়া সদরের কান্দ্রা এলাকার ধনাঢ্য ব্যবসায়ী কার্তিক চন্দ্র দে (২৮) গত ২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় উপজেলা সদরে আসার পথে সশস্ত্র হামলার শিকার হন। রাব্বেল মণ্ডলের নেতৃত্বে যুবদল আশ্রিত চার সন্ত্রাসী ওই হামলা চালায়। ঘটনার পর থেকে কার্তিকের পরিবার এলাকাছাড়া। গ্রামের সংখ্যালঘু অন্য ৬/৭টি পরিবারের লোকজনও শহরে আশ্রয় নিচ্ছে।

বিগত নির্বাচনের এক সপ্তাহের মধ্যেই স্থানীয় সন্ত্রাসীরা দুর্গাপুর উপজেলার ঝালুকা গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক (প্রাথমিক বিদ্যালয়) দশরথ কবিরাজের (৯৭) বাড়িতে হামলা চালিয়ে ওই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে গুরুতর জখম করে। ওই ঘটনার পর দশরথ ও তার ৭ ছেলে এলাকাছাড়া। বাড়ির ভিটা শূন্য। জানা গেছে, দশরথ পরিবারের ৭০/৭৫ বিঘা ও কার্তিকের ৫ বিঘা জমি এবং ঘরবাড়ি আত্মসাতের লক্ষ্যেই ওই হামলা হয়েছে। এতে মামলা হলেও আসামি গ্রেফতারসহ সামগ্রিক কোন অগ্রগতি নেই।

জানা গেছে, মাইপাড়া বাজারের আলিম নামে এক বিএনপি ক্যাডারের পৃষ্ঠপোষকতায় কথিত জুনিয়র গ্রুপের নামে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা মাইপাড়া ও বিরালদহসহ রাজশাহী নাটোর সড়ক সংলগ্ন বাজার এবং গ্রামে ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের ওপর চাঁদাবাজি নির্যাতন শুরু করে। এসব সন্ত্রাসীর কাছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রও রয়েছে বলে জানা গেছে।

পুঠিয়া থানার ওসি নূরুল ইসলাম বলেছেন, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ না পাওয়ায় তারা পদক্ষেপ নিতে পারেন না। তবে ভুক্তভোগীরা বলেছে, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে পুলিশের গড়িমসি এবং ক্ষেত্র বিশেষে নির্লিপ্ত ভূমিকাই এসব অপকর্মকে উৎসাহিত করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে পুলিশ তথা প্রশাসন নির্লিপ্ত থাকতে বাধ্য হয় বলে জানা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ মার্চ ২০০২

(৭৬৩)
মাগুরায় স্কুল ছাত্রী অপহৃত

ইউ.এন.বি মাগুরা ঃ অস্ত্রের মুখে এক স্কুল ছাত্রীকে তার বাসা থেকে অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে সদর উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে।

পুলিশ জানায়, একই গ্রামের সন্ত্রাসী জিহাদ ও সজল রাত ১১টার দিকে অরুন কুমার বিশ্বাসের বাড়ীতে ঢুকে অস্ত্রের মুখে তার চৌদ্দ বছর বয়সী স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে।

দি ডেইলি স্টার, ১ মার্চ ২০০২

(৭৬৪)
শাহরাস্তির দুটি গ্রামে জোট সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব
ঝিনাইদহে গ্রামছাড়া ৫০ সংখ্যালঘু ॥ খুলনায় সহস্রাধিক পরিবার জিম্মি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ঠিকডাঙা গ্রামে ৫০টি সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। গ্রামের যুবতী মেয়ে এবং পুরুষরাও গ্রামছাড়া। দু'একজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ঘরবাড়ি পাহারা দিচ্ছে। এ ছাড়া খুলনার পাইকগাছা উপজেলার কুমখালী এলাকার সহস্রাধিক সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে আছে। সন্ত্রাসীরা জোর করে সংখ্যালঘুদের জমিতে লবণ পানি তুলে চিংড়ি চাষের চেষ্টা করে। বাধা দেয়ায় এলাকাছাড়া করার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। শুধু তাই নয়, নিরীহ সংখ্যালঘু গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধেই উল্টে মামলা দায়ের করে হয়রানি করছে। সন্ত্রাসীরা দিনের বেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে

হুমকি দিচ্ছে। কখনও রাতেও হানা দিচ্ছে। গ্রামবাসীরা একদিকে সন্ত্রাসী অপরদিকে পুলিশের চাপে দিশাহারা।

একই অবস্থা চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার শোরসাক ও রাগৈ গ্রামের। পুলিশ আর বিএনপি সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবলীলায় এখন বিপন্ন দুটি গ্রাম। হামলা ও মারধরের হাত থেকে রেহাই পায়নি কেউ।

যশোর থেকে স্টাফ রিপোর্টার ও ঝিনাইদহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ঝিনাইদহ শহর থেকে ৩০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমের গ্রাম ঠিকডাঙা। এ গ্রামের দাসপাড়ায় শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবার বসবাস করে। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর পর এই গ্রামে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীরা তাণ্ডব চালানো শুরু করে। সর্বশেষ সন্ত্রাসীরা ঈদের আগে দাসপাড়ায় পরিবার প্রতি ২ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। কয়েকটি পরিবার চাঁদার টাকা পরিশোধ করে দেয়।

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে অনেকে চাঁদা দিতে ব্যর্থ হয়। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ঈদের আগের দিন রাতে চাঁদাবাজরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাসপাড়ায় চড়াও হয়। তারা গ্রামবাসীদের মারধর করে। এমনকি এদের হাত থেকে মহিলারাও রক্ষা পায়নি। সন্ত্রাসীরা চাঁদা না পেয়ে গ্রামবাসীদের ছাগল-গরু ধরে নিয়ে যায়। কয়েক ঘন্টাব্যাপী তাণ্ডব চালিয়ে সন্ত্রাসীরা চাঁদা না দিলে হত্যা করা হবে এই হুমকি দিয়ে উল্লাস করতে করতে দাসপাড়া ত্যাগ করে। এ ঘটনায় গ্রামের আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ পরদিন সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার ঐক্যজোটের আহবায়ক জামায়াত নেতা আবু তালেবের বাড়ি ছুটে যায়। আবু তালেব গ্রামবাসীদের প্রতিশ্রুতি দেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তার পরও দাসপাড়ার মানুষদের নিরাপত্তার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে ৫০টি পরিবার গ্রাম ছেড়ে অজানার উদ্দেশে পালিয়ে যায়।

খুলনা থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, পাইকগাছা উপজেলা সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে গড়ইখালি ইউনিয়ন পরিষদ। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমিতে নোনা পানি তুলে চিংড়ি চাষ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসীরা।

এখানকার ৪০ বিঘা জমির মালিকদের কথিত সম্মতি নিয়ে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জের মোঃ রিয়াজুল ইসলাম লাভলু চিংড়ি ঘের করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, অস্ত্রের মুখে লাভলু গং ১৪/১৫ জন মালিকের কাছ থেকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। এর ভিত্তিতে তারা সাড়ে চার শ' বিঘা জমিতে চিংড়ি চাষের ঘের করতে উদ্যোগ নেয়। এলাকাবাসী এই অন্যায় উদ্যোগের বিরোধিতা করলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করে। হুমকি ধমকি, বিচ্ছিন্নভাবে মারপিট এবং মামলা করে শায়েস্তা করার পথ বেছে নেয়। ৩ ফেব্রুয়ারি লাভলু বাদী হয়ে পাইকগাছা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এতে কুমখালির ২৯ জনকে আসামী করা হয়। বলা হয়, আসামীরা তার চিংড়ি ঘেরে অনধিকার প্রবেশ করেছে। ঘটনাস্থলে কোন চিংড়ি ঘের না থাকলেও সরকার সমর্থকদের এ মামলায় পুলিশ ৩ তারিখ রাতেই ৪ জনকে গ্রেফতার করে। ১০ ফেব্রুয়ারি লাভলু গং একই ধরনের আরও একটি মামলা দায়ের করে। এতে ১৮ জনকে আসামী করা হয়।

১১ তারিখে লাভলু গংয়ের নেতৃত্বে এক বাহিনী আবারও ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে বাঁধ দেয়ার কাজ শুরু করে। এলাকার কয়েকশ'নারী এই অবৈধ তৎপরতায় বাধা দেয়। প্রাথমিকভাবে জবরদখলকারীরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে। দখলদারদের অনুচরদের উত্তেজিত নারীরা ঝাঁটাপেটা করে। লাভলু ও তার সঙ্গীরা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে সাত নারী আহত হয়। এরা হচ্ছে কালিদাসী, গীতারানী, সত্যবতী, স্বর্ণলতা, নমিতা, রেনুকা এবং রেখারানী। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে ২টি বন্দুকসহ লাভলু, লিও, শরীফ ও বঙ্কু নামে চারজনকে উদ্ধার করে। কিন্তু গুলিবর্ষণের ঘটনায়

পুলিশ তাদের গ্রেফতার তো করেইনি; উপরন্তু জবরদখলের চেষ্টাকারীদের পক্ষ নিয়ে এলাকাবাসীকে ধমক দেয়। পরদিন ১২ ফেব্রুয়ারী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল ওহাব, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এসি (ল্যান্ড) এবং বিএনপি নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। বিস্ময়করভাবে লাভলু ১২ ফেব্রুয়ারী পাইকগাছা থানায় ২৭ জন গ্রামবাসীর নামে তার কর্মচারী অপহরণ করা হয়েছে মর্মে একটি মামলা দায়ের করে।

চাঁদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলাধীন শোরসাক ও রাগৈ গ্রাম পুলিশ আর বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবলীলায় এখন লণ্ডভণ্ড, অবরুদ্ধ, বিপন্ন ও আতঙ্কের জনপদ। বিএনপি জোট ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় দেড়'শ দিনের মাথায় স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের হামলা, দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মারাত্মক রক্তাক্ত জখম, পিটিয়ে আধমরাসহ এ পর্যন্ত শতাধিক আহত হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ মার্চ ২০০২

(৭৬৫)
ধর্মপাশার ইউপি সদস্যার শ্লীলতাহানির চেষ্টা

মোহনগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধর্মপাশা থানার জয়শ্রী ইউনিয়নের ইউপি সদস্যা গৌরী রানী তাং-এর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করার অভিযোগে কতিপয় যুবকের নামে এক মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৮ ফেব্রুয়ারী সেখানকার বাঘাউছা গ্রামে।

বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ধর্মপাশা থানায় দায়ের করা এজাহারে বাদিনী গৌরী রানী তাং উল্লেখ করেছেন যে, ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে তিনি যখন তার ঘরে ঘুমিয়েছিলেন তখন এখলাস উদ্দিন, উজ্জ্বল গং তার ঘরে প্রবেশ করে বুকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে মুখে কাপড় বেঁধে তাকে বাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত খাদ্যগুদামে নিয়ে যায়। এরপর তার মেয়ে কোথায় জানতে চাইলে বাদিনী মেয়ে বাড়িতে নেই বলে জানায়। তখন যুবকরা তাকে বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করার সময় মধ্যবয়সী এই মহিলা "আমি তোমাদের মায়ের সমতুল্য" বলে কাকুতি-মিনতি করায় অবশেষে যুবকরা তাকে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মেরে ছেড়ে দেয়।

ওই ঘটনা ইউপি চেয়ারম্যানসহ এলাকার সব গণ্যমান্য ব্যক্তিকে জানিয়ে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ৯ জনকে আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

সংবাদ, ২ মার্চ ২০০২

(৭৬৬)
বোয়ালমারীতে রক্ষাচণ্ডীর মূর্তি ভাঙচুর

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ জেলার বোয়ালমারী উপজেলার শেখর ইউনিয়নের নিধিপুর গ্রামে এডভোকেট কল্যাণ কুমার ধরের পারিবারিক মন্দিরে গত বুধবার শ্রী শ্রী রক্ষাচণ্ডী প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে।

পরিবারের লোকজন জানান, ঐদিন রাত নয়টার দিকে পূজা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রতিমাটি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। গ্রামের ইউনুস (২০), সিরাজ (১৮), উমর আলী (২০) ও মিরাজ (১৪) প্রতিমাটি ভাঙচুর করে মন্দিরের বাইরে ফেলে দেয়। আগের দিনও একই গ্রামের আরো একটি মন্দিরের মূর্তিও একইভাবে ভেঙে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়।

এডভোকেট কল্যাণ কুমার ধরের পরিবারের লোকজন ঘটনার রাত থেকেই গ্রামের প্রভাবশালীরা তাদেরকে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। এ মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা কাউকে জানানো হলে ভবিষ্যতে তাদের ক্ষতি হবে বলেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ভোরের কাগজ, ২ মার্চ ২০০২

(৭৬৭)
বরিশালে ২ গৃহবধূ ও ১ কিশোরী ধর্ষিত জেলার সংখ্যালঘুদের মাঝে ফের আতঙ্ক

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ জেলার মুলাদী ও উজিরপুর উপজেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে তিন পরিবারের ২ গৃহবধূ ও এক কিশোরী ধর্ষণের ঘটনায় জেলার সংখ্যালঘুদের মধ্যে আবারো নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার লোকজন এবং স্থানীয় সাংবাদিকরা ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও কোনো মামলা না হওয়ার অজুহাতে পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করছে।

স্থানীয় সাংবাদিকদের অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত ১৮ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার গভীর রাতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা মুলাদী উপজেলার সদর ইউনিয়নের তেরচর গ্রামে দুই সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে অতর্কিতে হানা দেয়। তারা ঐ দুই বাড়ির দুই ভাইয়ের যুবতী স্ত্রীদের ধরে পার্শ্ববর্তী পানের বরজে নিয়ে পালাক্রমে গণধর্ষণ করে রেখে যায়। যাওয়ার সময় ধর্ষকরা নগদ ৫ হাজার টাকাসহ স্বর্ণালঙ্কার লুটপাট করে এবং এসব অপরাধ সম্পূর্ণ গোপন রাখার জন্য হুমকি দিয়ে যায়। ধর্ষকরা স্থানীয় বিএনপি নেতা আলতাফ মাস্টারের লোক বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে। নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে ও লোকলজ্জার ভয়ে এ ব্যাপারে মামলা মোকদ্দমা না করে দেশত্যাগের চিন্তাভাবনা করছে। তবে তারা এবং এলাকার লোকজন স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

অন্য এক ঘটনায় উজিরপুর উপজেলার রাউধর গ্রামে ২৩ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে এক সংখ্যালঘু ষোড়শী কন্যা রাতভর গণধর্ষণের শিকার হয়েছে দুর্বৃত্তদের হাতে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হওয়ার পর ওঁৎ পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা তাকে অপহরণ করে পার্শ্ববর্তী একটি মেহগনি গাছের নিচে নিয়ে অস্ত্রের মুখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। পরদিন সকালে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় পর্যায়ে চিকিৎসা করার পর অবস্থার অবনতি হলে বরিশাল মেডিকেলে ভর্তি করা হয়।

এ ব্যাপারে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উজিরপুর থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা না নেওয়ায় ২৭ ফেব্রুয়ারী বরিশাল উপজেলা আদালতে নালিশি দরখাস্ত রুজু করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২ মার্চ ২০০২

(৭৬৮)
দাগনভূঞার ৩২টি সংখ্যালঘু পরিবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে

দাগনভূঞা প্রতিনিধি ঃ ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার মহেশপুর গ্রামে সন্ত্রাসীদের চাঁদা দাবি ও যুবতী মেয়েদের উপর নির্যাতনের কারণে ৩২টি সংখ্যালঘু পরিবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

এলাকাবাসী জানিয়েছে, চাঁদপুরের সন্ত্রাসী হারুন তার ৮/১০ জন সহযোগীকে নিয়ে মহেশপুরের ডাক্তার জয় বিহারের বাড়ি ও দেবেন্দ্র মাস্টারের বাড়িসহ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর, পুকুরের মাছ লুট ও যুবতী মেয়েদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি

পুতুল রানীকে গণধর্ষণ করার প্রতিবাদে মহেশপুরের সকল সংখ্যালঘুরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সমবেত হয়ে বিচার দাবি করে। এ সময় ধর্ষণ মামলার ৪ আসামীকে স্থানীয় পৌরসভার চেয়ারম্যান কৌশলে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।

চাঁদা, ভাঙচুর, নির্যাতনের ভয়ে বিপীন দাস, সুনিল দাস, মাস্টার মতি লাল দাস, জগদীশ দাস, অনিল দাস, অনুকুল দাস, সুদন দাস, রাখাল মাস্টার, ভুপাল দাস, প্রিয়তোষ দাস, মনতোষ কান্তি লাল, উপেন্দ্র মাধবলাল, সহদেব, হরিলাল, জীবন দাস, নিখিল দাস, উত্তম লাল, কানু লাল দাস, নেপাল দাস, জয়দেব দাসসহ ৩২টি পরিবার এখন বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

উল্লেখ্য, স্থানীয় সন্ত্রাসী হারুন ও ফখরুলের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত দাগনভূঞার উত্তরাঞ্চল সিলোনিয়ার পশ্চিমাঞ্চল, বেরাগীর হাট, আমুভূঞার হাট পর্যন্ত বিস্তীর্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘুসহ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এসব সন্ত্রাসীরা সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থেকে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে বলে স্থানীয়রা জানায়।

আজকের কাগজ, ২ মার্চ ২০০২

(৭৬৯)
অপহরণের ৪ দিন পর ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার

আব্দুর রহিম রানা, যশোর থেকে ঃ অপহরণের চারদিন পর মনিরামপুর থানা পুলিশ শুক্রবার ভাড়ায় চালিত মোটর সাইকেল চালক স্বপনের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানায়, গত ২৫ ফেব্রুয়ারী রাতে মনিরামপুর থানার মোহনপুর গ্রামের বিপিন শীলের পুত্র স্বপন (৪০) কে একই থানার মাছনা গ্রামের নজরুল ডাকাতের পুত্র তৌহিদুল ও মোহনপুরের সরু মিয়ার পুত্র হাফিজুর অপহরণ করে এবং একটি নতুন ৮০ সিসি জিয়ালিং মোটর সাইকেল ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করে । এ ঘটনায় মনিরামপুর থানায় তার ভাই সেনাবাহিনীর কর্নেল ডাক্তার অনীল কুমার শীল বাদী হয়ে মামলা করেন। নং ৯। তাং ২৭/২/২০০২। এ ঘটনায় পুলিশ বৃহস্পতিবার মনির নামে এক মোটর মিস্ত্রীকে আটক করে। এরপর শুক্রবার সকালে থানা পুলিশ মাছনা খানপুর গ্রামের ঋষিবাড়ি সংলগ্ন আয়না সরদারের ডোবা থেকে স্বপন শীলের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে। তবে ঘাতকদের পুলিশ আটক করতে পারেনি।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ২ মার্চ ২০০২

(৭৭০)
সোনাগাজীতে ১০ সংখ্যালঘু পরিবারের সর্বস্ব লুট

সোনাগাজী (ফেনী) থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলায় বিএনপির সন্ত্রাসীদের অব্যাহত চাঁদাবাজি, হুমকি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীরা বৃহস্পতিবার রাতে সোনাগাজীর সফরপুর গ্রামের মনোরঞ্জন মাস্টারসহ দশটি পরিবারের সর্বস্ব লুট করে। একই দিন দুপুরে সন্ত্রাসীরা চাঁদার দাবীতে ঐ গ্রামের তেজেন্দ্রনাথকে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে। চরকৃষ্ণজয় গ্রামের বেলাল-জামালের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা গত কয়েকদিনে একজন স্কুল ছাত্রসহ দুই ব্যক্তিকে অপহরণ করে। এছাড়া হাজীপুর, সফরপুর, গোয়ালিয়া, ভোরবাজার, নবাবপুর, আহম্মদপুর ও চরকৃষ্ণজয় গ্রামে সন্ত্রাসীরা চাঁদার দাবীতে কমপক্ষে পনেরটি সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা চালায়। পিটিয়ে জখম করেছে অন্তত সাতজনকে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে ঐসব গ্রামের কয়েকটি পরিবার ফেনী শহরসহ অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২ মার্চ ২০০২

(৭৭১)
ঠাকুরগাঁয়ে ৩ সন্তানের জননী অপহরণ

ইউএনবি (ঠাকুরগাঁও) ঃ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার কুচবাড়ী গ্রামে সারতিবালা নামক ৩ সন্তানের এক জননীকে অপহরণ ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে সম্প্রতি ঠাকুরগাঁও জেলা হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলে কচুবাড়ী গ্রামের প্রায় একশ সংখ্যালঘু সদস্য অংশ নেয়। পরে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইন্দ্রনাথ রায় স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সারতী বালার স্বামী ভ্যানচালক মুকুন্দ বর্মণ ঠাকুরগাঁও সদর থানায় এই মর্মে মামলা দায়ের করে যে, কচুবাড়ী গ্রামের মোস্তফা ও তার সঙ্গীরা তার স্ত্রীকে প্রথমে ধর্ষণের চেষ্টা করে। তার স্ত্রী নিজে এ ব্যাপারে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছে। এরপর অভিযুক্তরা তার স্ত্রীকে প্রায়ই উত্যক্ত করত বলে মুকুন্দ বর্মণ তার সাধারণ ডায়েরীতে জানায়।

থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর মোস্তফার নেতৃত্বে আবুল, দুলাল, আলম, বাবুল, জয়নাল ও মজিবর মুকুন্দকে মারধর করে তার স্ত্রীকে অপহরণ করে। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় তোলপাড় হলে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ আসামীদের গ্রেফতার ও সারতি বালাকে উদ্ধারের জন্য দাবি জানায়।

খবর, ২ মার্চ ২০০২

(৭৭২)
মঠবাড়িয়ায় অসহায় ১৮টি পরিবার সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি

মঠবাড়িয়া সংবাদদাতা ঃ পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার ২নং ধানীসাফা ইউনিয়নের আমুরবুনিয়া গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর দিনের পর দিন অত্যাচার ও নির্যাতন বেড়ে চলেছে। ওই গ্রামের ১৮টি হিন্দু পরিবার প্রভাবশালী মহলের কাছে জিম্মি। বর্তমানে তাদের বসত বাড়ি ও গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার জন্য হামলা ও হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে পরিবারগুলোর ওপর অত্যাচার শুরু হয়।

জানা যায়, গ্রামের শ্রীনারায়ণ শীল ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে ছেলেমেয়ে গরু-বাছুর নিয়ে রাস্তার পাশে এবং গৌরাঙ্গ শীল পরিবারসহ এক মুসলিম প্রতিবেশীর বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে।

এলাকার সংখ্যালঘুদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, নৌকায় ভোট দেয়ায় আজ প্রায় চার মাস তারা তাদের বাড়িঘরে ঢুকতে পারে না। প্রভাবশালী মহলের লোকজনরা সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরের চারপাশে তার কাঁটা দিয়ে ঘেরাও দিয়েছে। দারুণ হতাশার মুখে নিরাপত্তাহীনতায় তারা বসবাস করছে।

দৈনিক মাতৃভূমি, ৩ মার্চ ২০০২

(৭৭৩)
হাতিয়ায় সহস্রাধিক সংখ্যালঘু নর-নারীর মিছিল নির্যাতনকারীকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার প্রতিবাদ

হাতিয়া প্রতিনিধি ঃ সংখ্যালঘুদের নির্যাতনকারী মোস্তফা মেম্বারকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার প্রতিবাদে ও বিচারের দাবিতে গত ১ মার্চ সকালে সহস্রাধিক সংখ্যালঘু নর-নারী উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল করে থানার সামনে অবস্থান নেয়। এ সময় পুলিশ সুপার মেজবাহুল নবী

বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তারা যেন কোনও সন্ত্রাসীকে চাঁদা না দেয়। পরে পুলিশ সুপার হয়রানীর শিকার সংখ্যালঘুদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

হাতিয়ায় বর্তমানে আইনশৃঙ্খলার অবনতির বিষয়ে পুলিশ সুপার বিভিন্ন ইউপি চেয়ারম্যান, বিভিন্ন পেশার লোকদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ডাকাতি, চুরিসহ বিভিন্ন মামলার আসামী মোস্তফা গ্রেফতার, থানা ভাঙচুর ও জামিনে মুক্তির ঘটনায় সম্প্রতি হাতিয়ার আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। পুলিশ শুক্রবার থানা ভাঙচুর মামলায় বিএনপি সমর্থক ১শ' ৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

আজকের কাগজ, ৩ মার্চ ২০০২

(৭৭৪)
বোয়ালমারীতে ২টি মন্দিরে হামলা ॥ ১০ পরিবার নিরাপত্তাহীন

বোয়ালমারী (ফরিদপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলার নিধিপুর গ্রামে দুষ্কৃতকারীরা ২টি মন্দিরে হামলা করে রক্ষাচণ্ডীর মূর্তি ভংচুর করেছে। ভাংচুরকৃত মন্দিরের একটি সার্বজনীন এবং অন্যটি এডভোকেট কল্যাণ ধরের পারিবারিক। গত ২৫, ২৬ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী ৩ দফা ভাংচুরের পর খবর পেয়ে ওসি ঘটনাস্থলে যান। কিন্তু হিন্দুরা মামলা দিতে রাজি হয়নি। গত শুক্রবার আপোষ-মীমাংসা হয়। এ ব্যাপারে ওসি আমজাদ হোসেন জানান, উভয়পক্ষ আপোষনামা দিয়েছে। এডভোকেট কল্যাণ ধর বলেছেন, আপোষ হলেও ঐ গ্রামের ১০টি হিন্দু পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাদের হুমকি দেয়া হচ্ছে। হামলাকারীরা ক্ষমা চাওয়ায় মামলা করেননি। বিএনপি'র জেলা কমিটির সদস্য পরিচয় দিয়ে পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করে কল্যাণ ধর বলেন, পুলিশতো সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দিতে পারবে না। আপোষ করেই চলতে হবে। তিনি হামলাকারীদের নাম বলতে অনীহা প্রকাশ করেন। হিন্দু পরিবারগুলোর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা ও চাপা ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ মার্চ ২০০২

(৭৭৫)
সুজানগরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়নি

পাবনা প্রতিনিধি ঃ পাবনা সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বিএনপি কর্মীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-এর ওপর নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। নির্বাচনের পর থেকেই বিএনপি সন্ত্রাসী বাহিনীর অত্যাচারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজ গ্রামে থাকতে পারছে না। সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে মহিলা ও শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। তার বাড়ি-ঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করছে। এ ব্যাপারে পুলিশ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। গত বৃহস্পতিবার পাবনা প্রেসক্লাবে এই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এই উপজেলার সাতবাড়ীয়া, মানিকহাট, হাটাখালি, রানীনগর, নাজিরগঞ্জ ও সাগরকান্দি ইউনিয়নের প্রায় ১০ হাজার মানুষ নিজ বাড়ি থেকে শহরে ও অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। তারা নিরাপত্তার অভাবে আজ পর্যন্ত গ্রামে ফিরতে পারেনি। তারা আরো জানান, বিএনপি সন্ত্রাসীদের দাপটে এলাকার শত শত বিঘা জমি এবার আবাদ করা যায়নি। সন্ত্রাসীরা ক্ষেতের পেঁয়াজ, রসুন ও সরিষা জমি থেকে কেটে নিয়ে গেছে। মাঠে সেচ কাজের জন্য ৬টি শ্যালো মেশিন উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এই সকল বিষয়ে থানা পুলিশকে অবগত করেও কোন কাজ হচ্ছে না বরং অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনও অভিযোগ আছে

সন্ত্রাসীরা এলাকার অনেক গ্রামে নারী ধর্ষণও করেছে। এই ধর্ষণের ঘটনায় লজ্জার কারণে ধর্ষিতারা মুখ খুলছে না। তবে বিষয়টি অভিযোগ আকারে চিঠির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে বলে জানা যায়, যার অনুলিপি পাবনা প্রেসক্লাবে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, সন্ত্রাসীদের ভয়ে অনেকে তাদের জমি চাষ করেনি। আবার অনেকে জমিতে লাগানো ফসল ঘরে তুলতে পারেনি। এই সকল ঘটনা স্থানীয় সংসদ সদস্য সেলিম রেজা হাবীবের ভাইয়ের নেতৃত্বে হয়েছে। অপরদিকে এই সকল বিষয়ে সুজানগর থানা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জন সাধারণের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। পুলিশ সব জেনেও কোন কিছু করছে না বলে এলাকার লোকেরা অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে সুজানগর থানা পুলিশ কোন মন্তব্য করেনি, তবে পাবনা পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন বলেছেন, ঘটনা ঘটে থাকলে জড়িতদের কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের থানায় মামলা করার পরামর্শ দেন।

ভোরের কাগজ, ৪ মার্চ ২০০২

(৭৭৬)
চাটমোহর খ্রীস্টানপাড়ায় মানুষের ঢল ॥ সন্ত্রস্ত পরিবারে যেন প্রাণসঞ্চার

আখতারুজ্জামান আখতার, ফৈলজানা, চাটমোহর থেকে ফিরে ঃ চাটমোহরের গ্রামে সংখ্যালঘু খ্রীস্টানপাড়ায় হামলার বিষয়টি এখন সকল মহলের চৈতন্যকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে। প্রতিদিনের মতো রবিবারও ফৈলজানা গ্রামের খ্রীস্টানপাড়ায় রাজনীতিক, মানবাধিকার ও এনজিও কর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। ঢাকা থেকে সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবিরসহ অন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ ফৈলজানা পরিদর্শনে আসেন। ফৈলজানায় আগত সকলেই খ্রীস্টানপাড়ায় বিএনপির ক্যাডারদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষোভ, নিন্দা প্রকাশ ও খ্রীস্টান পরিবারগুলোর নিরাপত্তাসহ দোষীদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য মত প্রকাশ করেন।

হামলার পর রবিবার খ্রীস্টানপাড়ায় সর্বাধিকসংখ্যক মানুষের সমাগম হয়। পুনরায় হামলার আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত পরিবারগুলো এদিন নতুন করে যেন প্রাণ ফিরে পায়। আশায় বুক বাঁধে বিচার পাবে বলে। শাহরিয়ার কবির ও অন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ রবিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন। নেতৃবৃন্দ ঘুরে ঘুরে সুবলের বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত কক্ষ ও ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন দেখেন। আহত সুবল মণ্ডলের স্ত্রী পরী মণ্ডল, শাশুড়ি আমদিনী বৈদ্য শাহরিয়ার কবিরসহ উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে হামলার বর্ণনা দেন। এ সময় তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লে এক শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরী মণ্ডল ও আমদিনী বৈদ্যসহ নির্যাতিত সকলেই জানান, গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে তারা প্রকাশ্যে কাজ করেছেন। এ জন্য নির্বাচনের পর থেকেই তাদের ওপর অত্যাচারের খড়গ নেমে আসে। সুবল স্থানীয় আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। তার ভায়রা ভাই সুশান্ত ও গগনের বাড়িতে হামলা হয়েছে ৪ বার। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা শাহজাহান আলী নিজে হাতুড়ি ও লাঠি তুলে দিয়েছেন সন্ত্রাসীদের হাতে— সাংবাদিকদের কাছে এ তথ্য দেন সুবলের স্ত্রী পরী মণ্ডল। সন্ত্রাসীরা সুবলের ৩টি ঘরের আসবাবপত্রসহ অন্যান্য জিনিসপত্র ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। তারা সোনাদানা নগদ টাকাসহ ৫ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের হাতে সুবল মণ্ডলসহ তার স্ত্রী পরী মণ্ডল, বৃদ্ধ শ্বশুর পেটল বৈদ্যসহ ২৫ জন আহত হন। পরী মণ্ডল জানান, সন্ত্রাসীরা মারধর করার সময় এই বলে শাসায় যে, তোদের আওয়ামী লীগ করার শিক্ষা দিচ্ছি। শাহরিয়ার কবির ও নেতৃবৃন্দ পরে সুবলের বাড়ির উঠানে উপস্থিত সাংবাদিক ও জনতার

উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। শাহরিয়ার কবির বলেন, সরকার অপরাধীদের দমন না করে তাদের আড়াল করার কারণে অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে। তিনি বলেন, গত ৭ মাস ধরে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে তা থামছে না—বিশ্বে এটা নজিরবিহীন। এদিকে রবিবার আরও এক আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪মার্চ ২০০২

(৭৭৭)
জলঢাকায় সংখ্যালঘুদের খতমের হুমকি দিচ্ছে জামায়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, সৈয়দপুর ও নীলফামারী থেকে ঃ শনিবার নীলফামারীর জলঢাকার কালীগঞ্জ পূর্বপাড়া গ্রামে সংখ্যালঘু নির্যাতন মামলায় গ্রেফতারকৃত আসামীকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া ও পুলিশের প্রতি আক্রমণ করে আহত করার ঘটনায় জলঢাকা থানায় পৃথক দু'টি মামলা হয়েছে। দু'টি মামলায় আসামী করা হয়েছে দু'শ জন করে। ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে বাকিদের অজ্ঞাতনামা বলে উল্লেখ করা হয়। শনিবার রাতে গ্রেফতার হয়েছে মহিলাসহ ছয়জন। গ্রামে বসানো হয়েছে পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প। পুরো গ্রাম এখন পুরুষশূন্য। গ্রামজুড়ে বিরাজ করছে গ্রেফতারভীতি। রাতে গ্রেফতার হওয়া অর্ধেকই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় এমন মানুষ। মৌলবাদী জামায়াত ক্যাডারদের ঘটানো এ ঘটনায় জড়িত না হলেও সাধারণ অনেক মানুষই হয়রানির ভয়ে স্বাভাবিক কাজকর্মে বের হতে পারছে না। আবাদী ইরি বোরো ক্ষেত সেচের অভাবে পুড়ে যাচ্ছে। তবু কেউ সেচ দিতে ক্ষেতে যাবার সাহস পাচ্ছে না। মোটরসাইকেলের শব্দ শুনলেই নারী শিশুরা পর্যন্ত ভয়ে ঘরে জড়সড় হয়ে পড়ছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বহু অনুনয় বিনয় করে আশ্বাস দিয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে ঝুপড়ির মধ্যেই ঢুকে কথা বলতে হয়েছে। জলঢাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রফিকুল ইসলামও গ্রেফতারভীতির কথা স্বীকার করে বলেছেন গ্রামে এখন কোন পুরুষ নেই। এমনকি অনেক বাড়িতে মহিলাদের পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তিনি এই ঘটনার জন্য পুলিশের অদূরদর্শীতাকে দায়ী করে বলেছেন, সেখানে আসামী ধরতে যাওয়ার জন্য পুলিশের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এদিকে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হওয়া অনেকেই গ্রেফতারের ভয়ে হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে গোপনে চিকিৎসা নিচ্ছে। অপরদিকে পুলিশও স্বীকার করেছে গ্রামে এখন মহিলা পর্যন্ত নেই। বাড়ি বাড়ি তল্লাসি করে পুরুষ ছাড়া মহিলাদেরও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশের বক্তব্য, ঘটনায় অংশ নেয়া প্রায় অর্ধ সহস্রাধিক মানুষের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল বাইরে থেকে জড়ো হওয়া মৌলবাদী। তারা হিন্দুদের পিটানোর জন্য ওই গ্রামে জড়ো হয়েছিল। পুলিশ শনিবার রাতেই গ্রেফতার করেছে এফাজ উদ্দিন ডারিকা (৫০), সিরাজুল ইসলাম বাবু, (১৯), নূর আলম (২০) ও লুনা বেগমকে (২২)। রবিবার ভোরে গ্রেফতার করে হাকিম উদ্দিন (৫০) ও তার ছেলে মাজেদুলকে (২০) এদের মধ্যে প্রথম তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় চায়ের দোকান থেকে। আসামী ছিনতাই ঘটনার নায়িকা লুনা বেগমকে গ্রেফতারে পুলিশকে দীর্ঘ এক ঘন্টা ঘাম ঝরাতে হয়েছে। পুলিশ কাস্টডিতে আটক জামায়াত ক্যাডার আলতাফ হোসেনের পুত্র নূর আলম জানায়, ওই ঘটনায় আমার বাবা দোষী, কিন্তু বিনা অপরাধে পুলিশ আমাকে আটক করেছে। আটককৃত সিরাজুল ও এফাজ উদ্দিন জানায়, ঘটনার সময়, তারা এলাকাতেই ছিল না। গ্রেফতারকৃত লুনা জানায়, মৌলবাদীদের প্ররোচনায় সে পুলিশকে ধরতে যায়। এদিকে পুলিশ সুপার ঘটনার প্রায় ২৪ ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে গেছেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুধীর চন্দ্র (৩০), দূর্গাচরণ, গৌরাঙ্গ, কিশোরী রায় জানায়, মৌলবাদীরা যখন তাদের মেরে ফেলার জন্য "হিন্দু মালউনদের খতম কর" বলে হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে আসছিল তখন হিন্দু পরিবারের লোকজন পুলিশের পা ধরে

গড়াগড়ি করে প্রাণভিক্ষা চাইছিল। পুলিশ না থাকলে শতাধিক হিন্দু কেউ প্রাণে বাঁচত না বলে তারা জানান। প্রত্যক্ষদর্শী রফিকুল, রঞ্জু ও জামানের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গ্রামে দেখা হলে তারা জানায়, মহিলারাই প্রথম পুলিশের কাছ থেকে আসামী ছিনিয়ে নেয়। এরপর দু'তিন শ' মানুষ মিলে পুলিশকে বেধড়ক পিটায়। এই ঘটনায় চার পুলিশ আহত হয়। আক্রমণকারীরা পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। তারপরেও তারা পুলিশের টুপি, কোমরের বেল্ট, লাঠি ছিনিয়ে নেয়। ঘটনার পর এএসপি সার্কেল হারুন অর রশিদ হাজারীর নেতৃত্বে এক প্লাটুন পুলিশ সারা রাত হিন্দুদের বাড়িঘর পাহারা দেয়।

এ প্রতিবেদকদ্বয় রবিবার ঘটনাস্থলে সরেজমিনে গেলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শনিবার বিকালে ঘটনার সূত্রপাত হয় পুলিশ পূর্বে দায়েরকৃত সংখ্যালঘু নির্যাতন মামলার তদন্ত ও আসামী গ্রেফতারের জন্য ঘটনাস্থলে যেয়ে মূল আসামী লাল মিয়ার বাড়ির দিকে অগ্রসর হলে আসামী লাল মিয়া পালিয়ে ফজলুল হক মাস্টারের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পুলিশও আসামীর পিছু ধাওয়া করে ঐ বাড়ি ঘিরে ফেলে। এ সময় জামায়াত ক্যাডার আলতাফ পুলিশকে বাড়িতে ঢুকে আসামী ধরতে বাধা দেয়। বাড়ির মালিক ফজলু মাস্টারও বেরিয়ে আসে। তারা পুলিশকে বাইরে বসিয়ে রেখে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে জামায়াত নেতা নূর হোসেন মেম্বারের নেতৃত্বে মৌলবাদীদের সংগঠিত করে। আধ ঘন্টা পর তারা ফিরে এসে লাল মিয়াকে বের করে দিলে পুলিশ আসামীকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার সময় বাইরে অপেক্ষমাণ শত শত নারী-পুরুষ পুলিশের প্রতি আক্রমণ চালায়। মহিলারা পুলিশকে জাপটে ধরে আসামী ছিনিয়ে নেয়। এরপর "হিন্দু মালাউনদের খতম কর, জ্বালিয়ে দাও' স্লোগান দিয়ে মৌলবাদীরা মিছিল নিয়ে অগ্রসর হলে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে হিন্দুদের বাসাবাড়ির একদম কাছে চলে এলে পুলিশ দাঁড়িয়ে মিছিলকারীদের বাধা প্রদান করে। এ সময় মিছিলকারীরা পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধ্য হয়ে এক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে। পরে জেলা সদর ও অন্য থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য গিয়ে ঘটনাটি নিয়ন্ত্রনে আনে।

প্রসঙ্গত জলঢাকা উপজেলার গোলনা ইউনিয়নের পূর্ব কালীগঞ্জ গ্রামে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী জামায়াতকর্মী লাল মিয়ার নেতৃত্বে জামায়াতী এমপির সমর্থকরা রত্নেশ্বরের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার ছেলে কাঞ্চনকে না পেয়ে বৃদ্ধ রত্নেশ্বরকে বেদম মারপিট করে। বাড়ির হিন্দু মহিলাদের প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করে উল্লাস করে যাওয়ার সময় বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। এ ব্যাপারে পরদিন জলঢাকা থানায় একটি মামলা হলে পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা পান। আসামী ধরার ব্যাপারে নির্দেশ পাবার পর জলঢাকা থানা পুলিশ আসামী ধরতে গেলে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। এ ব্যাপারে পুলিশ বাদী হয়ে দায়ের করা দু'টি মামলা (নং ২ ও ৩ তাং ২-৩-২০০২ ইং) এ ১৫ জন আসামীর নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা দু'শতাধিক ব্যক্তিকে আসামী করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৪ মার্চ ২০০২

(৭৭৮)
সেই সংখ্যালঘু কিশোরীকে ৫০ দিনেও উদ্ধার করা যায়নি

মাগুরা থেকে সংবাদদাতা ঃ মাগুরার গ্রাম থেকে অপহৃত সংখ্যালঘু কিশোরীকে ৫০ দিনেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ জানায়, সদর উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের অরুণ বিশ্বাসের কিশোরী কন্যা লিপিকাকে (১৪) গত ২৪ জানুয়ারি রাতে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায় একই গ্রামের সন্ত্রাসী যুবক জেহাদ ও সজল। লিপিকার বাবা মেয়েকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়ে ২৬ জানুয়ারি মাগুরা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

অপহরণের পর ৫০ দিন অতিবাহিত হলেও এ খবর লেখা পর্যন্ত লিপিকাকে উদ্ধার এবং আসামিদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

সংবাদ, ৪ মার্চ ২০০২

(৭৭৯)
ধর্ষিতার জরিমানা

রাজশাহী থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ রাজশাহীর মিয়াপুর খ্রিস্টানপল্লীতে এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ঘটনাটি গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঘটে। স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার) এ ঘটনা ঘটায় বলে জানা গেছে। এ নিয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্ষণের ঘটনায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন গত রোববার এক সালিশ বৈঠকে বসে। তাতে ধর্ষিতার দেড় হাজার টাকা জরিমানা ও ২৫টি বেত্রাঘাত প্রদান করা হয়। এটা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের রীতি বলে জানা গেছে। এ ধরনের শাস্তির মাধ্যমে ধর্ষিতা শুদ্ধ হয় বলেও তাদের রেওয়াজ আছে। ঘটনার বিচার চেয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। অভিযোগে ইউপি মেম্বার মোস্তাফিজুর রহমান বাবুলকে অভিযুক্ত করা হয়।

সংবাদ, ৫ মার্চ ২০০২

(৭৮০)
রাঙ্গামাটিতে এক পরিবারের ৩ জন খুন

রাঙ্গামাটি, ৪ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার জুরাইছড়ি উপজেলার ছড় হাটছড়া গ্রামে এক পরিবারের ৩ ব্যক্তি খুন হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় সোমবার তিন জনের লাশ উদ্ধার করে জুরাইছড়ি নিয়ে আসে। নিহতরা হলো ধনময় চাকমা (২৫), তার স্ত্রী প্রবীণা চাকমা (২০) ও তাদের সাত মাসের শিশুসন্তান ব্রজেন্দ্র চাকমা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধনময় চাকমা তার পরিবার নিয়ে ২ মার্চ শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যায়। কিন্তু গত দুই দিনে সেখানে না পৌঁছার কারণে গ্রামবাসীরা তাদেরকে খোঁজাখুঁজি করলে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে তিনজনের লাশ সোমবার গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে গ্রামবাসী পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশের ধারণা পারিবারিক শত্রুতা অথবা রাজনৈতিক কারণে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। এ ব্যাপারে পুলিশ মামলা করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ মার্চ ২০০২

(৭৮১)
নাটোর মহাশ্মশানে হামলা

নাটোর প্রতিনিধি ঃ নাটোরের কাশিমপুর মহাশ্মশানে হামলা হয়েছে। গত রাতে কে বা কারা হামলা চালিয়ে শ্মশান মন্দিরের থান ও গ্রিল ভাংচুর করে এবং একদিকে পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। হামলাকারীরা মহাশ্মশানের প্রায় সবকটি বৈদ্যুতিক বাতি ভেঙে দিয়েছে। নাটোরের পৌর চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম এবং পুলিশ সুপার মোঃ নজরুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারে নাটোর থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।

যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০০২

(৭৮২)
ফুলপুরে সন্ত্রাসী কর্তৃক শ্যালো মেশিন ভাঙচুর জ্যোতিষ দেবনাথের চাষাবাদ ব্যাহত

ময়মনসিংহ অফিস ঃ সন্ত্রাসী কর্তৃক জমির সেচ কার্যে ব্যবহৃত স্যালো মেশিন ভেঙে ফেলায় ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার তারাকান্দা থানার জ্যোতিষ চন্দ্র দেবনাথের (৬০) চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নেওয়ায় সন্ত্রাসীরা জ্যোতিষ ও তার পরিবারের সদস্যদের হুমকি দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে জ্যোতিষ দেবনাথ এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, একই ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের জ্যোতিষ দেবনাথের সঙ্গে একই গ্রামের মোতালেবের জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছে। বর্তমানে মামলাটি বিচারাধীন আছে। এ অবস্থায় গত ২ ফেব্রুয়ারি চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা জ্যোতিষ দেবনাথের স্যালো মেশিনটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

জানা গেছে, ঘটনার পর স্থানীয় এলাকাবাসী এ ঘটনাটির মীমাংসার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্যার তেমন কোনো সমাধান না হওয়ায় জ্যোতিষ দেবনাথ তারাকান্দা থানায় গত ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি অভিযোগ পেশ করেন। অভিযোগে তিনি স্যালো মেশিন ভাঙচুরের জন্য মোতালেব গংকে দায়ী করেন।

আলোচিত এ অভিযোগের তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মাহবুব বলেন, আদালতের অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগের তদন্ত শুরু হবে। অভিযোগ সত্য হলে দোষীদের গ্রেপ্তার করা হবে।

প্রথম আলো, ৬ মার্চ ২০০২

(৭৮৩)
হাটহাজারীতে সমাজসেবা কর্মকর্তা বকুল রানী নৃশংসভাবে খুন এলাকায় শোকের ছায়া

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে সরকারের সমাজসেবা অধিদফতরের এক মহিলা কর্মকর্তাকে। তার নাম বকুল রানী দে। বয়স অনুমান ৫০ বছর। তিনি এলাকার ফরহাদাবাদ সরকারী শিশু পরিবার নামে একটি অনাথ শিশু কেন্দ্রের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন। রাউজানের বিনাজুরী গ্রামের মুক্তিযুদ্ধে এক শহীদের স্ত্রী, কর্মজীবনে সৎ ও নিষ্ঠাবান হিসাবে পরিচিত বকুল রানীর এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে শিশুকেন্দ্রসহ পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশের ধারণা অনুযায়ী, খুনীরা তাকে কোদাল দিয়ে মাথায় কোপ মেরে হত্যা করেছে। কোদালের কোপে বকুল রানীর ডান হাতের দু'টি আঙ্গুলও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সোমবার রাতে এ অনাথ কেন্দ্রের কাঁচাপাকা কোয়ার্টারে এ ঘটনা ঘটে। প্রায় ২শ' শিশু নিয়ে পরিচালিত এই কেন্দ্রের ডাইনিং রুমে সোমবার রাত সাড়ে ৮টায় তদারকি শেষে বকুল রানী তার কোয়ার্টারে ফিরে যান। মঙ্গলবার সকাল ৮টার পরও তিনি অফিসে না আসায় কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক প্রিয়তম কুমার চৌধুরী দারোয়ানকে খোঁজ নিতে বলেন। দারোয়ান কোয়ার্টারে গিয়ে দেখে সামনের দরজা বন্ধ। তখন সে ঘরের পিছনে গিয়ে দেখে দরজা খোলা। উঁকি দিতেই দেখা গেল বকুল রানীর রক্তাক্ত লাশ মেঝেতে পড়ে আছে। দারোয়ান চিৎকার করে দৌড়ে খবরটি তত্ত্বাবধায়কের কাছে পৌঁছায়। কেন্দ্রের অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারী

দ্রুত কোয়ার্টারে হাজির হয়ে খুনের নৃশংস দৃশ্য দেখে নির্বাক হয়ে পড়েন। ঘটনার খবর পেয়ে হাটহাজারী পুলিশ ও জেলার এসপি শহীদুল হক দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেন এবং লাশ মর্গে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।

এসপি সাংবাদিকদের বলেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে হত্যাকাণ্ডের কোন ক্লু পাওয়া যায়নি। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত কোদালটি লাশের পাশেই রয়েছে। লাশের কপালে, মুখে কোদালের আঘাতের চিহ্ন ও দু'টি আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন রয়েছে এ থেকে প্রতীয়মান হয় খুনীরা কোদাল দিয়ে তাকে কুপিয়েছে। এসপির ধারণা পরিচিতরাই এ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ মার্চ ২০০২

(৭৮৪)
পাংশায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ॥ মালামাল লুট

পাংশা থেকে ফিরে শামীম বিন সাত্তার ঃ গত ২৮ ফেব্রুয়ারী রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার বাবুপাড়া ইউনিয়নের দয়ারাম গ্রামের পিন্টু কুমার দাস, সিবু, সুবাস ও সুধির নামে ৪ সংখ্যালঘুর ওপর হামলা চালিয়ে মারধরসহ ৫০ হাজার টাকার মালামাল লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলে পুলিশ আসামী ধরতে গিয়ে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এ পর্যন্ত থানা পুলিশ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দয়ারাম গ্রামের মৃদুল কান্তি ভূষণের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মৃদুলের বাড়ীর লোকজন বাড়ীতে রাতে এক ধর্মীয় গানের আয়োজন করলে এ সময় একই গ্রামের শাজাহান আলী তার লোকজন নিয়ে অতর্কিতভাবে হামলা চালিয়ে গানের অনুষ্ঠানটি পন্ড করে দেয় এবং গানের সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ছিনিয়ে নেয়। এমনকি গানের অনুষ্ঠানের লোকজন যারা বাড়ীতে খেতে বসেছিল তাদের ভাতের থালা ফেলে দেয়। বাড়ীর লোকজনকে বেদম মারধর করে বাড়ী থেকে টিভি, ক্যাসেট, রেডিও, ফ্যান, স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরা সুবাসের বাড়ী গিয়ে তার ছোট ভাইকে মাঠের মধ্যে ডেকে নিয়ে বেদম প্রহার করে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী সুধীর কুমারের বাড়ী গিয়ে টিভি, ক্যাসেট, স্বর্ণালংকার, কাপড়, টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সেই সাথে বাড়ীর লোকজনকেও বেদম প্রহার করে। সিবু কুমারের বাড়ী গিয়ে একই রকম ঘটনা ঘটায়। মারপিটে আহতদের পাংশা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের দেখার উদ্দেশ্যে বাবু, সিবু যাচ্ছিল এমন সময় পিন্টু, মিন্টু, কালাম তাদের মারধর করে এবং জীবননাশের হুমকি দেখায় ও ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে। এ ব্যাপারে পিন্টু কুমার দাস বাদী হয়ে গত ১ মার্চ পাংশা থানায় ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে থানা পুলিশ হালিম (১৫), ফরিদ (২৬), টুকু (৩০), ওবায়দুল (২০) কে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রেজাউর আলী খান প্রধান আসামী শাজাহানের বাড়ীতে গ্রেফতার করতে গেলে তাকে দা দিয়ে কোপাতে গেলে তা প্রতিহত করে প্রধান আসামী শাজাহানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

খবর, ৬ মার্চ ২০০২

(৭৮৫)
চট্টগ্রামে চাঁদা না পেয়ে বিয়ের আসর পণ্ড করেছে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা মামলা করলে হত্যার হুমকি দিয়ে বিয়ের উপহারসামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয়েছে

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চাঁদা না দেওয়ার অপরাধে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা মঙ্গলবার রাতে হামলা চালিয়ে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়েছে।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রেলওয়ে যান্ত্রিক বিভাগের কর্মচারী গোপাল চন্দ্র দাসের ছেলে স্বপন কুমার দাসের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। এ সময় ছাত্রদলের সন্ত্রাসী, বিভিন্ন মামলার আসামি পিন্টু তার দলবল নিয়ে অস্ত্রসহ বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। প্রথমেই তারা তাদের দাওয়াত না দেওয়ায় অশালীন ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং তাদেরকে এই মুহূর্তে খাবার পরিবেশন করার জন্য চাপ দেয়। সন্ত্রাসীদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গোপালের পরিবার খাবার পরিবেশনের জন্য সময় চেয়ে নেয়, কিন্তু পিন্টু বাহিনীর লোকজন খাবারের পরিবর্তে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এতো বড়ো অঙ্কের টাকা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে অনুষ্ঠানের অতিথিদের তাড়িয়ে দেয় এবং খাদ্য সামগ্রীর হাড়িতে মাটি ও ছাই ঢেলে দেয়। পরে তারা বোমা ফাটিয়ে বিয়ের আসর ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং বিয়ের উপহার সামগ্রী নিয়ে চলে যায়। যাওয়ার আগে থানায় মামলা করলে তাদের ব্রাশফায়ার করে মেরে ফেলার হুমকি দেয় এবং ১৫ দিনের মধ্যে ভারত চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

খবর পেয়ে খুলশী থানা পুলিশ সেখানে পৌঁছায়। তাদের উপস্থিতিতে অতিথিবিহীন বিয়ের আসরে কোনোরকমে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। খুলশীর আমবাগান রেল কলোনির ৮নং বিল্ডিং বাসিন্দা গোপালচন্দ্র দাস এ ব্যাপারে থানায় মামলা করতে ভয় পাচ্ছেন।

ভোরের কাগজ, ৭ মার্চ ২০০২

(৭৮৬)
দৌলতপুরে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবি হত্যার হুমকি

কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার আল্লার দরগা বাজারের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছে সন্ত্রাসীরা মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেছে। চাঁদা দেওয়া না হলে তাকে হত্যা করা হবে বলে তারা হুমকি দিয়েছে। ব্যবসায়ী পরেশ সরকার এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে গত মঙ্গলবার দৌলতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

প্রথম আলো, ৭ মার্চ ২০০২

(৭৮৭)
হাতিয়ার জেলেপাড়ায় মোস্তফা মেম্বর বাহিনীর অকথ্য নির্যাতন প্রায় ২০ সহস্রাধিক সংখ্যালঘু জিম্মি ॥ মুক্তি পেতে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

নোয়াখালী থেকে সংবাদদাতা ঃ নোয়াখালীর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হাতিয়ার চর ঈশ্বরের প্রায় ২০ সহস্রাধিক জেলে সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন সন্ত্রাসী মোস্তফা মেম্বর বাহিনীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, সন্ত্রাসী মোস্তফা মেম্বর স্থানীয় কিছু যুবককে একত্রিত করে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, চাঁদাবাজি, অন্যের জায়গাজমি দখল করা ও সংখ্যালঘুদের নির্যাতনসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসী মোস্তফাসহ ৭/৮ জনের একটি সন্ত্রাসী দল জেলেপাড়ার বিভিন্ন হাটবাজারে মদ, গাঁজা ও ফেনসিডিল পাইকারিভাবে বিক্রি করে চলেছে। এছাড়া তারা গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গার আনাচে-কানাচে তাস ও জুয়ার আসর বসিয়ে যুব সমাজকে বিপথগামী করছে। এসব সন্ত্রাসী, বিশেষ করে মোস্তফা বাহিনীর প্রধান মোস্ত ফা মেম্বরের ভয়ে এলাকায় কেউ মুখ খোলার সাহস পায় না।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মোস্তফা মেম্বরের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী জেলেপাড়ায় হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু নিরঞ্জন জলদাসের বাড়ি লুটপাট করে এবং তার কাছ থেকে ১শ' ৫০ টাকা দামের একটি শাদা স্ট্যাম্পে জোর করে সই আদায় করে নেয়। পরে সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার

সময় নিরঞ্জনের নগদ টাকা ও ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্রসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় নিরঞ্জন বাদি হয়ে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে মোস্তফা মেম্বরকে গ্রেফতার করে। মোস্তফা মেম্বরকে থানাহাজতে রাখা অবস্থায় তার সমর্থক বিএনপি সন্ত্রাসীরা হাতিয়া থানা ঘেরাও করে রাখে। এক পর্যায়ে উত্তেজিত উচ্ছৃঙ্খল ওই সন্ত্রাসীরা থানার অভ্যন্তরে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। পরে মোস্তফা মেম্বরকে থানা হাজত থেকে কোর্টে নেয়ার পথে বিএনপির কয়েকশ' নেতা-কর্মী তাকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায়। এ সময় পুলিশ হামলাকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে ৫ জন আহত হয়। পরে সন্ত্রাসী মোস্তফা মেম্বার আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে এসে মামলার বাদি নিরঞ্জনকে মামলা উঠিয়ে নেয়াসহ তার প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। বর্তমানে সংখ্যালঘু নিরঞ্জন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। নিরঞ্জন জানান, মোস্তফা মেম্বরের লোকজন মামলা উঠিয়ে নেয়ার জন্য আমাকে চাপ দিচ্ছে। না হলে আমাকে জেলে পাড়ায় থাকতে দেবে না বলেও হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে অসহায় নিরঞ্জন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সংবাদ, ৭ মার্চ ২০০২

(৭৮৮)
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধ করুন
পঙ্গু হাসপাতালে নির্যাতিতদের পাশে ডেনমার্ক ও জার্মান রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনসহ সব ধরনের সন্ত্রাসী হামলা বন্ধে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানের রাষ্ট্রদূত ডিয়েট্রিচ আন্দ্রেজ ও ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত নেইলস সেভারিন মংক। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কৌল বৈদ্য (৭৫) ও সুবল মণ্ডলের (৫২) শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে তারা এ আহবান জানান।

উল্লেখ্য, গত ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি পাবনার চাটমোহরে খ্রিস্টানপল্লীতে বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলায় ২৫ জন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী আহত হয়। এদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় কৌল বৈদ্য ও সুবল মণ্ডল গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পঙ্গু হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য আসেন। জার্মান ও ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত আহতদের ফুলের তোড়া উপহার দেন।

প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০০২

(৭৮৯)
বগুড়ায় মুক্তিপণ না পেয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রকে হত্যা

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বগুড়ার কাহালুতে অপহরণকারীরা মুক্তিপণের ২ লাখ টাকা না পেয়ে পীযূষ চন্দ্র বর্মণ নামে এক কিশোরকে পা কেটে ও ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি ওই উপজেলার খাজলাল গ্রামের হরিবাসর থেকে সে অপহৃত হয় এবং ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই এলাকার একটি ডোবা থেকে পুলিশ তার ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, ওইদিন রাত ১০টার দিকে উল্লিখিত গ্রামের পুলিন চন্দ্র বর্মণের ছেলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র পীযূষ (১৩) বাড়ির কাছে হরিবাসরে মেলা দেখতে যায়। ওই মেলা থেকে

দুর্বৃত্তরা তাকে অপহরণ করে। রাতেই তাদের বাড়ির দরজায় "বাবা আমাকে বাঁচাও, আমি অন্ধকারে আছি", ও "দুই লাখ টাকা মুক্তিপণ না দিলে তাকে হত্যা করা হবে" লেখা দু'টি চিরকুট পাওয়া যায়।

পীযূষ অপহরণের পর থেকে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৭ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। অন্যদিকে কাহালু হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সহপাঠী সপ্তম শ্রেণীর পীযূষকে উদ্ধারের আলটিমেটাম দেয়। তারা ৮ মার্চের মধ্যে তাকে উদ্ধারে ব্যর্থ হলে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা দেয়ার হুমকি দিয়েছিল। তারা এ ঘটনায় প্রতিবাদ মিছিল এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে স্মারকলিপি দেয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন স্থানে সোর্স নিয়োগ করে পীযূষকে উদ্ধারে। কিন্তু পুলিশ তাকে জীবিত উদ্ধারে ব্যর্থ হয়। ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এলাকাবাসী তাদের বাড়ির কাছে নগরবাড়ি ভিটার একটি ডোবা থেকে পীযূষের বাম পা বিচ্ছিন্ন ও ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে। পুলিশের ধারণা, তাকে নির্যাতনের পর পা কেটে এবং ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু লোকদের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

সংবাদ, ৮ মার্চ ২০০২

(৭৯০)
চাঁদার দাবিতে বড়াইগ্রামে খ্রিস্টান পল্লীতে সন্ত্রাসীদের হামলা, আহত ৫

নাটোর প্রতিনিধিঃ চাঁদার দাবিতে নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার ভবানীপুর খ্রিস্টানপল্লীতে হামলা চালিয়ে পাঁচজনকে আহত করেছে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। পুলিশ এ ঘটনায় অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গত বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে।

বড়াইগ্রাম থানা পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে বড়াইগ্রাম উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের সন্ত্রাসী সাইফুলের নেতৃত্বে নজরুল, সাঈদ, মাহমুদ, নওশাদ, সুমন, বিশাসহ একদল মাস্তান খ্রিস্টানপল্লীর সভাপতি অশোক কোড়াইয়ার কাছে ২৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। অশোক তা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা তাকে টেনেহিঁচড়ে বাড়ির বাইরে এনে মারপিট করে। তখন হেরাত কোড়াইয়া ও সেন্টু কোড়াইয়া বাধা দিতে এলে সন্ত্রাসীরা তাদেরও মারধর করে। এ সময় মোট পাঁচজন আহত হয়। আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে বড়াইগ্রাম থানায় মামলা দায়ের করলে রহমান ও নজরুলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। নাটোরের পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম জানান, ঘটনার পরপরই ওই গ্রামে সার্বক্ষণিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে ঘটনায় জড়িতদের পক্ষে স্থানীয় বিএনপি নেতারা থানায় তদবির করছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। তারা বিষয়টি আপস মীমাংসার জন্য অশোক কোড়াইয়ার ওপর চাপ দিচ্ছে।

প্রথম আলো, ৯ মার্চ ২০০২

(৭৯১)
নোয়াখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও লুট

নোয়াখালী থেকে সংবাদদাতা ঃ জেলার বেগমগঞ্জের চৌমুহনীতে ৫টি সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা চালিয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কারসহ মালামাল লুট করে।

অভিযোগে জানা যায়, গত সোমবার রাতে জেলার বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র চৌমুহনীর পোড়াবাড়ি এলাকার নাজির মিয়ার বাড়িতে ভাড়াটে ৫টি সংখ্যালঘু পরিবারের ঘরে ঢুকে সুমন, মুন্না, তানিয়াসহ ৬/৭ জন চিহ্নিত সন্ত্রাসী পাওনা টাকা আদায়ের অজুহাতে অস্ত্রের মুখে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নির্বিঘ্নে এলাকা ত্যাগ করে।

এ ঘটনায় শঙ্কিত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জানালেও লুট করে নিয়ে যাওয়া কোন মালামাল আজ পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি।

সংবাদ, ৯ মার্চ ২০০২

(৭৯২)
মানিকগঞ্জে সংখ্যালঘু ডাক্তারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

মানিকগঞ্জ থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলা সদর সংলগ্ন এক সংখ্যালঘু গ্রাম্য ডাক্তারের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা রাতের আঁধারে অগ্নিসংযোগ করে। আগুনে ডা. সুশীল কুমার রায়ের বাড়ি সংলগ্ন ওষুধের দোকানের ৩/৪ লাখ টাকার ওষুধ ও খড়ের পালা পুড়ে গেছে।

বুধবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা ওই বাড়ির ঘরের চারপাশে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন জ্বলে উঠলে বাড়ির লোকজনের চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে।

সংবাদ, ৯ মার্চ ২০০২

(৭৯৩)
সিলেটে আদিবাসীর জমি আত্মসাত ॥ শেষ সম্বলটুকু নামমাত্র মূল্যে বিক্রির চাপ

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিসঃ শহরের বালুচর এলাকার আদিবাসী সম্বরা উরাং প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রভাবশালী সন্ত্রাসী চক্র বলপূর্বক সাদা কাগজে তার স্বাক্ষর আদায় করে নিয়েছে। জমি আত্মসাতের জন্য সন্ত্রাসীরা তাকে প্রাণে মেরে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানা যায় প্রভাবশালী চক্র ইতোপূর্বে জালিয়াতির মাধ্যমে সম্বরা উরাং-এর প্রচুর ভূমি আত্মসাত করে। বর্তমানে শেষ সম্বলটুকু নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সম্বরা উরাং এতে সম্মত হয়নি। এক পর্যায়ে রবিবার বিকালে সন্ত্রাসীরা সম্বরা উরাংকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। কাগজে তার স্বাক্ষর রেখে মারধর করে কাউকে না বলার জন্য শাসিয়ে দেয়। সম্বরা উরাংয়ের পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। প্রাণভয়ে ৭ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করা হলেও সম্বরা উরাংয়ের পরিবারের লোকজন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ মার্চ ২০০২

(৭৯৪)
নবাবগঞ্জের গ্রামে চাঁদার দাবিতে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা ও গুলি

নবাবগঞ্জ প্রতিনিধিঃ বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার নয়নশ্রী গ্রামের মতিপালের বাড়িতে গদু বাহিনীর নেতৃত্বে ১৫/২০ জন সন্ত্রাসী হামলা চালায় এবং ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা ২/৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। খবর পেয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

আজকের কাগজ, ৯ মার্চ ২০০২

(৭৯৫)
চাঁদাবাজি ঃ নাটোর ও নবাবগঞ্জে সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলাঃ বরিশালে কুপিয়ে ২ জনকে জখম

যুগান্তর ডেস্ক ঃ চাঁদার দাবিতে সন্ত্রাসীরা ঢাকার নবাবগঞ্জের নয়নশ্রী গ্রামে এক সংখ্যালঘুর বাড়িতে এবং নাটোরে খ্রিস্টান পল্লীতে হামলা চালিয়ে কমপক্ষে পাঁচজনকে আহত করেছে। একই দাবিতে বেপরোয়া চাঁদাবাজরা বরিশালে আগৈলঝাড়ায় এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম করেছে ও দুটি বাড়ি ভাংচুর করেছে। একই জেলায় পিতার কাছে চাঁদা চেয়ে না পেয়ে পুত্রকে কুপিয়ে জখম করেছে সন্ত্রাসীরা। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে চাঁদাবাজ ক্যাডাররা জামিনে ছাড়া পেয়েই হামলা চালিয়েছে বাদীর ওপর। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

যুগান্তর ৯ মার্চ ২০০২

(৭৯৬)
সাভারে হিন্দু ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা ভাঙচুর

সাভার প্রতিনিধি ঃ চাঁদার দাবিতে সন্ত্রাসীরা গত বুধবার দুপুরে সাভারের বিশিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রদীপ সাহার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে।

সাভার বাজার স্বর্ণ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি প্রদীপ সাহা সে সময় বাড়িতে ছিলেন না। সন্ত্রাসীরা প্রদীপ সাহার দক্ষিণপাড়াস্থ বাসভবনের গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে তাকে না পেয়ে ভাঙচুর চালায়। এ সময় বাড়ির ভেতরে অবস্থানরত প্রদীপ সাহার বৃদ্ধ পিতা সুধীর চন্দ্র সাহা এবং পরিবারের মহিলা সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচান। দুপুর সোয়া ১টায় সংঘটিত এ হামলার ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

প্রদীপ সাহার ৭৮ বছর বয়সী বৃদ্ধ পিতা বলেন, এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী শহীদুল এ হামলা চালায়।

থানায় যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, অভিযোগ পেয়ে থানা থেকে দারোগা এএসআই মজিবর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আসেন। তবে লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় মামলা হয়নি।

ভোরের কাগজ, ৯ মার্চ ২০০২

(৭৯৭)
বাজিতপুরের আয়নারকান্দি গ্রামে সন্ত্রাস মরদেহ জিম্মি করেও চাঁদাবাজি, ২০ হিন্দু পরিবার গ্রামছাড়া

নাসরুল আনোয়ার, আয়নারকান্দি (বাজিতপুর) থেকে ফিরে ঃ কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের আয়নারকান্দি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫ শতাধিক লোক সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে। গত ক'মাস ধরে নীরব চাঁদাবাজি চালালেও সম্প্রতি এই সন্ত্রাসী চক্রটি এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, চাঁদা আদায়ের জন্য তারা মৃতদেহও জিম্মি করেছে। বিপুল পরিমাণ চাঁদা দিতে ব্যর্থ কোনো কোনো পরিবারের কাছে তারা মেয়ে দাবি করছে। এই বিভীষিকাময় অবস্থায় আতঙ্কিত লোকজন কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছে। সন্ত্রাসীদের অন্যায় আবদার পুরণ করতে না পেরে গত ১৫ দিনে গ্রামের কমপক্ষে ২০টি

পরিবার এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। গতকাল শনিবার সরেজমিন আয়নারকান্দি গিয়ে এসব তথ্য জানা গেছে।

সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রেহাই পেতে এবং নিরাপত্তা চেয়ে গ্রামবাসীর পক্ষে সম্প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায়সহ প্রধানমন্ত্রীর পুত্র তারেক রহমান বরাবর আবেদন জানানো হয়েছে। ওই পত্রে থানা পুলিশ থেকে কোন সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। গতকালও এই প্রতিবেদককে দেখে গ্রামের অশীতিপর পঞ্চায়েত প্রধান গৌরাঙ্গ ঋষিদাস বলেন, আমাদের বাঁচাইন, আমরা আর থাকতে পারছি না।'

হিন্দু ধর্মাবলম্বী দরিদ্র চর্মকার সম্প্রদায় অধ্যুষিত হাওরপাড়ের ঘোড়াউত্রা নদী তীরবর্তী আয়নারকান্দি গ্রামে প্রায় ৬০টি সংখ্যালঘু পরিবারের বাস। গ্রামের শতাধিক পুরুষ জুতা সেলাই ও পালিশের কাজে ঢাকায় থাকে। বর্তমানে গ্রামে অবস্থানকারীদের অধিকাংশই বৃদ্ধ নারী-পুরুষ ও শিশু। গ্রামবাসী জানান, সন্ত্রাসের স্বীকার হয়ে গত এক মাসে ২০টি পরিবারের শতাধিক নারী-পুরুষ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গেছে। সরেজমিন গিয়ে পালিয়ে যাওয়া এসব পরিবারের বাড়িঘর তালাবদ্ধ দেখা গেছে। গ্রামবাসী অভিযোগ করেছে, এলাকার আলী, জিয়া, এরশাদসহ ১৫/২০ জন চিহ্নিত সন্ত্রাসী গত প্রায় এক মাস ধরে এই গ্রামে চাঁদাবাজি করছে। এখন প্রায় প্রতি রাতেই সন্ত্রাসীরা গ্রামে হানা দিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীকে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

নাম প্রকাশে ভীত কয়েকজন গ্রামবাসী এ প্রতিনিধিকে জানান, গত বৃহস্পতিবার (৬ মার্চ) বিকেলে হরেকৃষ্ণ ঋষিদাস (৬০) ও শুভরঞ্জর ঋষিদাস (৩৮) বলিয়াদী ইউপি সদর হাটে যাওয়ার পথে কয়েকজন সন্ত্রাসী মুসলমানদের জমি কেনার 'অপরাধে' তাদের বেদম প্রহার করে।

এ ঘটনার আগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি গ্রামের মোহনলালের বাড়িতে গিয়ে সন্ত্রাসীরা তার স্ত্রী আশা রানীর (৩৬) কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। ঢাকা প্রবাসী মোহনলাল গ্রামের বাড়িতে সম্প্রতি একটি নতুন ঘর তোলে। চাঁদাবাজদের হুমকির মুখে ওইদিনই আশা রানী ঘরে তালা দিয়ে পাঁচ ছেলেমেয়েসহ গ্রাম ছেড়ে পালায়।

প্রথম আলো, ১০ মার্চ ২০০২

(৭৯৮)
পূজা মণ্ডপে মানব বিষ্ঠা নিক্ষেপ ॥ যুবক গ্রেফতার

বগুড়া প্রতিনিধি ঃ গতকাল বগুড়া শহরের মালতীনগর এলাকায় হিন্দুমন্দির ও পূজামণ্ডপে মানববিষ্ঠা নিক্ষেপ ও প্রশ্রাব করার অপরাধে পুলিশ আরিফ হায়াত মুন্নাফ (২৪) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করে কারা হাজতে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানায়, শনিবার ভোরে শহরের মালতীনগর সার্বজনীন দূর্গামণ্ডপে ও পরে কালীমন্দিরে আরিফ হায়াত মুন্নাফ ওরফে সৌরভ নামের আটক যুবক প্রথমে প্রশ্রাব ও পরে মানববিষ্ঠা নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনা জানাজানিতে স্থানীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এ বিষয়ে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আরিফ হায়াত নামের ঐ যুবককে তার বাড়ি থেকে বিকেলে গ্রেফতার করে কারাহাজতে পাঠিয়ে দেয়।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ১০ মার্চ ২০০২

(৭৯৯)
সন্ত্রাসীরা নোয়াখালীতে মন্দিরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে

মোঃ নূরুল আমিন, নোয়াখালী থেকে ঃ সদর উপজেলার বাকইয়া ইউনিয়নের রামদিয়া গ্রামে গত বৃহস্পতিবার রাধাকৃষ্ণ মন্দির সন্ত্রাসীরা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে মন্দিরের বিগ্রহ, তৈজসপত্র, বাদ্যযন্ত্র, আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী ভস্মীভূত হয়। এ ব্যাপারে মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাদী হয়ে গত শনিবার সুধারাম থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ১০ মার্চ ২০০২

(৮০০)
মিরসরাইয়ে জেলে সর্দার খুন

মিরসরাই প্রতিনিধি ঃ গতকাল রোববার ভোররাতে মিরসরাই উপজেলার বানাতলী গ্রামের জেলেপাড়ায় রেবতী মোহন জলদাস (৭০) নামে এক জেলে সর্দারকে হত্যা করা হয়েছে। পুলিস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রাখাল (৩০) ও গোবিন্দ (২৮) নামে দুই জেলেকে গ্রেফতার করেছে। আলাউদ্দিন ও সরওয়ার গ্রুপের যে কোন একটি গ্রুপ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে পুলিস ধারণা করছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রভাবশালী একটি মহলের চাপের মুখে মামলা দায়ের করা যায়নি বলে নিহতের পুত্র সতীশ চন্দ্র জলদাস সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছেন। পুলিস ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল ভোর ৫টায় রাখাল ও গোবিন্দ এসে কৌশলে জেলে সর্দারকে ডেকে নিয়ে যায়। সকালে বাড়ির দুশ' গজ দূরে রাস্তার পাশে জেলে সর্দার রেবতী মোহনের লাশ পড়ে থাকতে দেখে লোকজন থানায় খবর দিলে পুলিস তার রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে। তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হাত-পায়ের রগ কেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ এক বিবৃতিতে সন্ত্রাসীদের দায়ী করে অবিলম্বে খুনিদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে। বিবৃতিদাতারা হলেন—উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি, সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এমএ সালাম, যুগ্ম সম্পাদক নূরুল ইসলাম ভুইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব গিয়াসউদ্দিন।

যুগান্তর, ১১ মার্চ ২০০২

(৮০১)
সাটুরিয়ায় প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার রাধানগর শ্মশানঘাটে গত শনিবার রাতে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা দুটি প্রতিমা ভাঙচুর করে পুড়িয়ে দিয়েছে।

জানা গেছে, ঘটনার দিন গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা শ্মশানঘাটে গিয়ে একটি কালী ও একটি মহাদেবের মূর্তি মন্দির থেকে বের করে ভাঙচুর করে। এরপর সে দুটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০০২

(৮০২)
মাদারীপুরে সংখ্যালঘুর দোকানে হামলা, চাটখিলে ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে ফল লুট

প্রথম আলো ডেস্ক ঃ মাদারীপুর শহরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে নগদ টাকা ও মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। এদিকে চাটখিলে

একজন ফল ব্যবসায়ীকে মারধর করে গর্তে ফেলে রেখে দোকানের সমুদয় ফল ও ক্যাশবাক্স থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে একদল সন্ত্রাসী। গত শনিবার রাতে এ দুটি ঘটনা ঘটে।

মাদারীপুর প্রতিনিধি জানান, শনিবার সন্ধ্যায় একদল সন্ত্রাসী মাদারীপুর শহরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চারটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে নগদ অর্থ ও কিছু মালামাল ছিনিয়ে নিয়েছে। এ সময় সন্ত্রাসী চাঁদাবাজরা শহরের পুরান বাজারের ব্যবসায়ী বিজয় ঘোষ, কালিপদ কর্মকার ও চন্দন নন্দীর দোকানে হামলা চালিয়ে ক্যাশবাক্স থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে।

মাদারীপুর বণিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আবুল কালাম বেপারি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০০২

(৮০৩)
বাজিতপুরে চাঁদাবাজ ছিনতাইকারীদের তৎপরতা পালিয়ে বেড়াচ্ছে একটি হিন্দু পরিবার

হাওরাঞ্চল (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ বাজিতপুর পৌর এলাকায় চাঁদাবাজ ও ছিনতাইকারীরা আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। গত ১ সপ্তাহে সংঘটিত বেশ কটি ছিনতাই ও চাঁদাবাজির ঘটনায় পৌরবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এদিকে চাঁদাবাজদের হুমকির মুখে পালপাড়া এলাকার একটি হিন্দু পরিবারের লোকজন গত পাঁচ দিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। অপর এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে চাঁদাবাজরা ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে।

গতকাল রোববার বাজিতপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মিজবাহ উদ্দিন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এসব ঘটনার ব্যাপারে অভিযোগ করা হলে অভিযোগ পেয়েছেন বলে এ প্রতিনিধিকে জানান। প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে এ ধরনের অপরাধ বাড়ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত শনিবার রাতে একদল চাঁদাবাজ বাজিতপুর বাজারের ঘড়ি ব্যবসায়ী ধীমান দত্তের (৩২) দোকানে হানা দিয়ে অশালীন ভাষায় গালাগাল করে তাকে পরিবারবর্গসহ ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। সন্ত্রাসীরা ধীমানকে তার ভাইয়ের কাছে 'পাওনা' ১০ হাজার টাকা আদায় করে দিতে বলে।

সূত্র মতে, গত ৪ মার্চ একদল চাঁদাবাজ ব্যবসায়ী ধীমানের ছোট ভাই মনা ও পালপাড়ার দরিদ্র ফল ব্যবসায়ী মিলন দেবনাথের ছেলে হরিগোপালের কাছে চাঁদা দাবি করে। এ সময় স্থানীয় জনতা মাসুদ (২৪) নামে এক চাঁদাবাজকে ধরে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মাসুদকে ধরিয়ে দেওয়ার পেছনে মনার ভূমিকা রয়েছে এ অজুহাতে মনার ভাই ও তার পরিবারের ওপর চাঁদাবাজরা চাপ সৃষ্টি করছে বলে ধীমানের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়। এ ঘটনার পর থেকে মনা পলাতক রয়েছে।

জানা যায়, চাঁদাবাজরা পালপাড়ার মিলন দেবনাথের (৫৫) ছেলে হরিগোপালের কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে হরিগোপাল আত্মগোপন করলে সন্ত্রাসীরা হরিগোপালের বাড়িতে চাঁদার জন্য হানা দেয়। চাঁদাবাজরা হরিগোপালের পিতা মিলনকে টাকা না দিলে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দেয়। যে কারণে গত পাঁচ দিন ধরে মিলন দেবনাথ তার পরিবার-পরিজনসহ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বলে মহল্লাবাসী জানান।

এদিকে ছিনতাইকারীরা গত শুক্রবার দুপুরে বাজিতপুর বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী রাধেশ্যাম চৌধুরীর দোকান থেকে একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়। রাধেশ্যাম চৌধুরী জানান, ছিনতাইকারীরা ক্রেতা সেজে চেইনটি ছিনিয়ে নেয়।

এছাড়া গত ৪ মার্চ সন্ধ্যায় বাজিতপুর বাজার সংলগ্ন দড়িঘাগটিয়া এলাকার চাকরিজীবী অধীরচন্দ্র সাহার বাড়িতে তার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে বেড়াতে আসা এক মহিলার গলা থেকে ছিনতাইকারীরা একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়।

গতকাল রোববার বাজিতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হকের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, চাঁদাবাজি বা ছিনতাইয়ের ঘটনার ব্যাপারে তিনি অবগত নন। এসব ব্যাপারে অভিযোগ পেলে তিনি আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন।

প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০০২

(৮০৪)
নোয়াখালীর রামদি গ্রামে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ

নোয়াখালী প্রতিনিধি ঃ নোয়াখালী সদর উপজেলার বাটাইয়া ইউনিয়নের রামদি গ্রামে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেছে। এতে মন্দিরের বিগ্রহসহ অন্যান্য আসবাবপত্র পুড়ে যায়। গত শনিবার মন্দির কমিটির সম্পাদক সুজিত পাল সুধারাম থানায় মামলা করেছেন।

মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক জানান, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কে বা কারা এই মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেছে তা বলতে না পারলেও এটি যে নাশকতামূলক কাজ এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০০২

(৮০৫)
পুঠিয়ায় সন্ত্রাসীদের হাতে লাঞ্ছিত আরেক সংখ্যালঘু

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী থেকে ঃ রাজশাহীর পুঠিয়াতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কার্তিক চন্দ্র দেবের পর এবার ধর্মীয় সংখ্যালঘু গ্রাম্য চিকিৎসক সুভাষ চন্দ্রের ওপর মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে টাকা-পয়সাসহ মোটর সাইকেল ছিনিয়ে নিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৭ই মার্চ রাতে পুঠিয়া উপজেলার বেলতলি নামক স্থানে। সুভাষকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

জানা যায়, ডাঃ সুভাষ রোগী দেখে পুঠিয়ার মোল্লাপাড়া-সাধনপুর সড়ক দিয়ে নিজ বাড়িতে আসছিলেন রাত আনুমানিক ৮ টার দিকে। এ সময় নন্দপাড়া বেলতলি নামক স্থানে একদল মুখোশধারী সন্ত্রাসী গাছের সাথে দড়ি টেনে ব্যারিকেড দিয়ে রাখে। সুভাষ চন্দ্র সেখানে পৌঁছামাত্র তারা দড়ি টান দেয়। এতে তিনি মোটর সাইকেলসহ সড়কের ধারে ছিটকে পড়েন। সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে এলোপাড়ি কুপিয়ে মোটর সাইকেল, হাত-ঘড়ি, চশমা, টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি রাতে একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসীর হামলায় গুরুতর আহত ব্যবসায়ী কার্তিক চন্দ্র দেবের পরিবারটি এখন চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে।

হামলাকারী মূল সন্ত্রাসীরা কেউই ধরা পড়েনি। পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকায় প্রকট আর্থিক সঙ্কটও চলছে। সন্ত্রাসীদের লাগাতার হুমকি ও ভয়ে কার্তিকের মা, স্ত্রী, ভাই ও বোন নিজ বাড়িতে যেতে পারছেন না। ফলে কার্তিকের পরিবারটি চরম মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এমনই পরিস্থিতিতে তারা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সহযোগিতা চেয়েছেন।

গত ২ ফেব্রুয়ারি কার্তিকের ওপর নির্মম হামলা চালানো হয়। তার শরীরে ৯টি গুরুতর আঘাত করা হয়েছে। এছাড়া শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আঘাত করা হয়নি। কার্তিকের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সন্ত্রাসী আজাদ, তাজুল, সামু, রাব্বী ও কিবরিয়া- এ ৫ জনকে গ্রেফতার করা না হলে তারা কেউই নিরাপদ নয়। সন্ত্রাসীরা কান্দ্রা গ্রামে কার্তিকের শূন্য বাড়ির আশপাশে প্রতিদিনই পাহারা দিচ্ছে। কার্তিকের ভাই দিলীপ, মা বুলু রাণী দে, স্ত্রী লিপি ও বোন রেনু ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সন্ত্রাসীরা লোক মাধ্যম খবর পাঠিয়ে বলছে, বাড়িতে গেলেই আবার হামলা চালানো হবে।

জানা গেছে, হামলাকারীদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সকলেই বিএনপি সমর্থক। কার্তিকের ওপর নির্মম সন্ত্রাসী হামলা ও টাকা ছিনিয়ে নেয়ার মামলার আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাজুল, আজাদ, সামু ও রাব্বী কান্দ্রা বাজার,পুঠিয়া ও রাজশাহী মহানগরীতে কার্তিকের ভাই দিলীপকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে জানা যায়। ফলে কার্তিকের পরিবারের সদস্যরা সকলেই চরম আতঙ্কে রয়েছেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, কার্তিকের ওপর হামলাকারী সন্ত্রাসীরা পুঠিয়া ও রাজশাহী মহানগরীতে কতিপয় রাজনৈতিক নেতার বাসায় আশ্রয় নিয়েছে।

এদিকে চিকিৎসকরা জানান, কার্তিকের অবস্থা ভালো নয়। তার সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো অত্যন্ত জরুরি। কার্তিকের হাতের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সারা জীবনের জন্য হাতটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে চিকিৎসকদের আশঙ্কা। কার্তিকের বন্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শূন্য বাড়িতে ১০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল রয়েছে। যেগুলো লুট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে তার পরিবারের সদস্যরা।

কার্তিকের বড় বোন রত্না দে 'সংবাদ' কে বলেন, 'আমরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছি। আমার ভাই তো কারও কোন ক্ষতি করেনি। তারপরও তার ওপর কেন নির্মম হামলা চালানো হলো? সন্ত্রাসীদের বিচার চাই। পাশাপাশি আমরা সুখে-শান্তিতে এদেশে থাকতে চাই। সরকারের কাছে আমরা নিরাপত্তা চাই।' এলাকাবাসী সম্প্রতি সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা নুরুল আলমকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু পুলিস তাকে থানায় নিয়ে এসেও ছেড়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অবশ্য পুঠিয়া থানার পুলিশ এ অভিযোগ সত্য নয় বলে জানিয়েছে।

সংবাদ, ১১ মার্চ ২০০২

(৮০৬)
কুড়িগ্রামের পল্লীতে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ৩টি হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট লোকজনদের মারধোর, চোখে আগুন দিয়ে অন্ধ করা হয়েছে একজনকে

পরিমল মজুমদার, কুড়িগ্রাম থেকে ঃ জেলার রাজারহাট থানার প্রত্যন্ত এলাকা পুঁটিকাটা (মাঝিপাড়া) গ্রামে ৩টি হিন্দু পরিবারের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, পরিবারের নারী-পুরুষকে নির্বিচারে বেদম প্রহার ও এক ব্যক্তির চোখে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ২ ব্যক্তি কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

রয়েছে। কুড়িগ্রাম পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। থানায় মামলা দায়েরের পর পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সরজমিন ঘটনাস্থলে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানায়, প্রতিবেশী প্রভাবশালী মোঃ দুলাল দীর্ঘদিন ধরে তাদের বসতভিটা দখল করার জন্য নানাভাবে হয়রানি করে ও হুমকি দিয়ে আসছিল। গত ৬ মার্চ বুধবার সকাল ৯টার দিকে মোঃ দুলালের নেতৃত্বে হাচু, আশরাফুল, ইজু, নিরাশা, রেজাউল, রফিকুল, রাহেনাসহ ২০/২৫ জন সশস্ত্র ব্যক্তি অতর্কিতে ৩টি পরিবারের মানুষজনের ওপর হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারীরা নারী-পুরুষদের নির্বিচারে বেদম লাঠিপেটা করে এবং ঘরের ভেতরে থাকা জিনিসপত্র ও ঘরের টিন লুটপাট করে খুলে নিয়ে যায়। এছাড়াও এক পর্যায়ে নরেশ নামের এক ব্যক্তি লুটপাটে বাধা দিতে গেলে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়াশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়ে চোখ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে নরেশের একটি চোখ এখন অন্ধ হয়ে গেছে। হামলায় গুরুতর আহত ২ ব্যক্তিকে কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরা হলো নরেশ ও মানিক। হামলাকারীরা যাওয়ার সময় ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে সবকটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ঘটনাস্থলে, গিয়ে দেখা যায়, হামলাকারীদের বর্বরতার চিহ্ন মৎস্যজীবী এ ৩টি পরিবারের শেষ সম্বল ৩টি ঘরসহ সমুদয় মালামাল ভস্মীভূত হয়ে এক বিরান বাড়িতে পরিণত হয়েছে। পরিবারের লোকজন এক কাপড়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন পাড়ি দিচ্ছে। মাছ ধরার জন্য লোনে কেনা ২৫ হাজার টাকা মূল্যের জালও পুড়ে যাওয়ায় এসব পরিবারের ৩০ জন মানুষ এখন সম্পূর্ণ বেকার ও অসহায়।

এ পরিবারগুলোর কর্তা আমভোলা জানায়, হামলাকারী দুলাল তার ঘরে ঢুকে গ্রামীণ ব্যাংকের লোন শোধ করার জন্য রাখা ১০ হাজার টাকাও লুট করে। এছাড়া সমস্ত ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলে, 'শালা মালাউনের বাচ্চারা আজ রাতের মধ্যে হিন্দুস্থান চলে যাবি। তা না হলে বৌ-মেয়েদের ধর্ষণ করা হবে।'

ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এছাড়া গত বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলামও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ এ ঘটনায় জব্বার আলী ও ইজু নামের ২ হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা গত রোববার কুড়িগ্রাম এসে সাংবাদিকদের জানায়, দু'জন গ্রেপ্তার হলেও অন্য হামলাকারীরা প্রতিরাতে তাদের বাড়িতে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করছে এবং মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। তারা আরো জানায়, এ ঘটনায় তারা এখনো কোনো সাহায্য পাননি। পোড়া টিন দিয়ে কোনোরকমে ঝুপড়ি তুলে দিন কাটাচ্ছেন।

ভোরের কাগজ, ১২ মার্চ ২০০২

(৮০৭)
চাঁদাবাজি ঃ রায়পুরায় সন্ত্রাসীরা পুড়িয়ে দিয়েছে সংখ্যালঘু মাছ ব্যবসায়ীর বাড়ি

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ জেলার রায়পুরায় অপহৃত সংখ্যালঘু মাছ ব্যবসায়ী দাবিকৃত চাঁদা না দেয়ায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে তার বাড়িঘর। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত সাড়ে ১০টায় জেলার দুর্গম চরাঞ্চল রায়পুরার চর আড়ালিয়া ইউনিয়নের রাজনগর বরদাগান্ধী গ্রামে। গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী নিতাই দাসকে (৩০) একই গ্রামের বিএনপি সন্ত্রাসীরা ১৫ দিন আগে অপহরণ করে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দেয়ার শর্ত

পূরণ সাপেক্ষে পরদিন ছেড়ে দেয়া হয়। শর্ত অনুযায়ী টাকা না দেয়ার কারণে গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টায় সন্ত্রাসীরা নিতাই দাসসহ বিনোদ দাস ও সুভাষ দাসের পাঁচটি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে তিনটি ঘর পুড়ে ভস্মীভূত হয়। এতে বিভিন্ন মালসহ প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাড়িঘর ও সহায়-সম্পদ ফেলে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

যুগান্তর ১৩ মার্চ ২০০২

(৮০৮)
সাতক্ষীরায় ধর্ষকদের পক্ষে বিএনপি নেতার সংবাদ সম্মেলন

হাবিবুর রহমান ঃ বহুল আলোচিত গণধর্ষণের শিকার তারামনিকে দুশ্চরিত্র আখ্যা দিয়ে ধর্ষকের পক্ষে মঙ্গলবার সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে এক বিএনপি নেতা ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন খাজরা ইউপি সদস্য সুনীল মণ্ডল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আশাশুনি থানা বিএনপি নেতা মনিরুল ইসলাম, খাজরা ইউপি চেয়ারম্যান মোবারক আলী, সদস্য বিভারানী ঘোষ, আব্দুস সাত্তার, সকলা রানী রায়, ইন্দ্রজিত দাশ, শিবপদ সরকার, রজব আলী সানা, দেবব্রত সরকার ও মিথুন কান্তি মণ্ডল।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতা মনিরুল ইসলাম ও চেয়ারম্যান মোবারক আলী গণধর্ষণের শিকার তারামনি গাইনকে খারাপ মেয়ে আখ্যা দিয়ে লম্পট ধর্ষকের পক্ষ নিয়ে তাদের মামলা থেকে অব্যাহত দেওয়ার আবেদন জানায়। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে উপস্থিত ইউপি সদস্যা বিভারানী স্বীকার করেন বিএনপি নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যানের চাপের মুখেই তারা ধর্ষকদের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করতে এসেছেন। প্রসঙ্গত ১৭ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে আশাশুনি উপজেলার খাজরা ইউপির খালিয়া গ্রামের তারামনি গাইন (৩৫) নিজ পুত্রের সম্মুখে গণধর্ষণের শিকার হলে পত্রিকায় প্রকাশ পায় এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধর্ষকদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন।

আজকের কাগজ, ১৩ মার্চ ২০০২

(৮০৯)
বরিশালে তরুণী স্কুলশিক্ষিকা ধর্ষণের শিকার

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ শহরতলিতে স্কুল ছুটি শেষে বাড়ি ফেরার পথে প্রকাশ্য দিবালোকে স্কুলশিক্ষিকা এক হিন্দু তরুণী ধর্ষিত হয়েছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এই ধর্ষণের ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি এবং বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এলাকাবাসী জানায়, গত সোমবার দুপুর ২টার দিকে শহরতলির টুঙ্গীবাড়িয়া ইউনিয়নের বিশারোধ গ্রামে এই নারকীয় ঘটনা ঘটিয়েছে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, জুয়াড়ি নান্টু শিকদার। স্থানীয় বি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ঐ তরুণীটি (২৬) স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে সন্ত্রাসী নান্টু শিকদার ও তার সহযোগীদের হাতে অস্ত্রের মুখে অপহৃত হন। তাকে নিকটবর্তী

রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে নান্টু শিকদার ধর্ষণ করে। বিকালে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে এসে সন্ত্রাসীদের ভয়ে এবং লোকলজ্জায় ঐ শিক্ষিকা আত্মগোপন করেন।

কোতোয়ালি থানা ঘটনাটি শোনার কথা স্বীকার করলেও কোনো মামলা হয়নি বলে জানিয়েছে। এদিকে ধর্ষক নান্টু শিকদার নিজের কুকীর্তি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ এবং আপোসরফা করার জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে তদবির শুরু করেছে। এ ঘটনায় স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকদের মধ্যেও ত্রাস এবং ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৩ মার্চ ২০০২

(৮১০)
নরসিংদীর চরাঞ্চলে সন্ত্রাসীদের আগুনে সংখ্যালঘুদের ৩টি ঘর ভস্মীভূত

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি/নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ গত সোমবার রাতের আঁধারে সন্ত্রাসীদের দেওয়া আগুনে নরসিংদীর দুর্গম চরাঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তিনটি ঘর ভস্মীভূত হয়েছে। এ সময় মোট পাঁচটি ঘরে আগুন দেওয়া হলে স্থানীয় জনগণ দুটি ঘরের আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। বিএনপি সমর্থিত সন্ত্রাসীরা এই আগুন দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে জেলার রায়পুরা উপজেলার মেঘনা তীরবর্তী চরআড়ালিয়া ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামে। পুড়ে যাওয়া ঘরগুলোর মালিক মৎস্য ব্যবসায়ী নিতাই দাস, বিনোদ দাস ও সুভাষ দাস। রাতে ঘটনাটি ঘটলেও রায়পুরা থানা, নরসিংদীর পুলিস সুপার এবং সাংবাদিকদের কাছে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ খবর পৌঁছে। খবর পাওয়ার পর স্থানীয় থানা পুলিস এবং নরসিংদীর এএসপি (সার্কেল) নজরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে যান।

এ ব্যাপারে রাতে পুলিশ সুপার মোখলেছুর রহমান প্রথম আলোকে জানান, ঘটনাটি খুবই স্পর্শকাতর। খবর পাওয়ার পরপরই এএসপিকে (সার্কেল) সেখানে পাঠানো হয়েছে। দুর্গম চরাঞ্চল থেকে ফিরে না এলে বিস্তারিত কিছু জানানো যাবে না।

এদিকে ঘটনার পর গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নরসিংদী প্রেসক্লাবে এসে মৎস্য ব্যবসায়ী নিতাই দাস সাংবাদিকদের জানান, বিএনপি নেতা ও চরআড়ালিয়ার সাবেক চেয়ারম্যান জহিরুল ইসলাম জাজুর নিয়োগ করা বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসী বাহিনীই তাদের ঘরে আগুন দিয়েছে। গত প্রায় ১৫ দিন আগে এই সন্ত্রাসীরাই বাড়ি থেকে জোরপূর্বক তাকে তুলে নিয়ে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন। কিন্তু চাঁদা না দিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে আসায় সন্ত্রাসীরা তার পরিবারকে নানা হুমকি দিচ্ছিল। তার অভিযোগ, এই হুমকির সঙ্গে আগুনের সূত্রপাত রয়েছে। আগুনে তিনটি ঘরের সব আসবাবপত্রই ভস্মীভূত হয়েছে। এতে প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তার দাবি।

গতকাল সন্ধ্যায় ঘটনাটি পুলিশকে জানান চরআড়ালিয়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা হাজি নূরুল ইসলাম। তার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অগ্নিকাণ্ড এলাকা তিনি পরিদর্শন করে এসেছেন। কারা ঘরে আগুন দিয়েছে তার প্রত্যক্ষদর্শী নেই। তবে এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ী সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন সময়ই চাঁদা নেয় বলে তিনিও অভিযোগ পেয়েছেন। তিনি জানান, সংসদ নির্বাচনের পরপরও সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বেশ কয়েকটি বাড়িতে বিএনপি সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে।

প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০০২

(৮১১)
মহাদেবপুরে সংখ্যালঘুর বাড়িতে দুর্বৃত্তদের অগ্নিসংযোগ

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার দোহলি গ্রামে প্রহল্লাদ চন্দ্র হাজরা নামে এক সংখ্যালঘুর বসতবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত রোববার গভীর রাতে ৮-১০ জন দুর্বৃত্তের দেওয়া আগুনে প্রহল্লাদ হাজরার ব্যক্তিগত একটি প্রাইভেট কার (রাজ মেট্রো খ-১১-০০২০) সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে।

দুর্বৃত্তরা এ সময় ওই বাড়ির দোতলা ঘরে আগুন দিতে উদ্যত হলে প্রতিবেশীদের প্রতিরোধের মুখে তারা পলিয়ে যায়। তবে যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তরা প্রহল্লাদ হাজরাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ায় নিরাপত্তাজনিত কারণে তিনি এখনো আইনের আশ্রয় নিতে সাহস পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে গত রাত ৮টার দিকে মহাদেবপুর থানাসহ পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বিষয়টি তাদের জানা নেই বলে জানান।

প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০০২

(৮১২)
ঝালকাঠিতে সংখ্যালঘু পারিবারের ঘর দখলের চেষ্টা, মা-মেয়ে আহত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠি শহরের স্টেশন রোডে গত সোমবার বেলা ১২টায় জোরপূর্বক ঘর দখলের ঘটনায় সংখ্যালঘু একটি পরিবারের মা অঞ্জলী রানী সরকার (৪০) ও মেয়ে এসএসপি পরীক্ষার্থী পুতুল রানী সরকার আহত হয়ে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুলাল (৪০) ও আনোয়ার (৩৭) নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং একটি বেয়নেট উদ্ধার করেছে।

পুলিশ ও আহতদের সূত্রে জানা যায়, লাবলু তালুকদার তার ভাই দুলালসহ বেশকিছু লোক নিয়ে সুনিল কুমার সরকারের পরিবারকে উচ্ছেদ করে ঘর দখলের জন্য এই হামলা ও ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং পুলিশ লাইন থেকে অতিরিক্ত ফোর্স নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

লাভলু তালুকদার দাবি করেছে এরা তাদের পুরোনো ভাড়াটিয়া এবং সুনিল কুমার সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে তারা ১৯৬৫ সাল থেকে এই ঘরে বসবাস করছে। তাদের কাছে জায়গার বায়নাপত্র রয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাদের দায়ের করা মামলা খারিজ হয় ও বর্তমানে আপিল মামলা রয়েছে। এ ঘটনার পর পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

এছাড়া গত রোববার বেলা ২টার সময় ঝালকাঠি শহরের পালবাড়ি এলাকায় একদল সন্ত্রাসী গরিব দিনমজুর উপেন হাওলাদারের ঘর ভাঙচুর করেছে এবং উপেন হাওলাদারকে ভাত খাওয়া অবস্থায় টেনেহিঁচড়ে এনে মারধর করে।

ভোরের কাগজ, ১৪ মার্চ ২০০২

(৮১৩)
রাজশাহীর বাঘায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে লুটতরাজ

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ঃ রাজশাহীর বাঘাতে আবারও ডাকাতির নামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাড়িতে ব্যাপক লুটতরাজ ও নির্যাতন চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। রোববার দিবাগত গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে বাঘা থানায় মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

লুটপাটকালে সন্ত্রাসীদের হামলায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজনকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং ৪ জনকে ভর্তি করা হয়েছে বাঘা থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ডাকাত বেশে লাগামহীনভাবে হামলা-লুটতরাজের ঘটনায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মাঝে চরম আতঙ্ক অবস্থা বিরাজ করছে।

জানা যায়, বাঘা উপজেলার তেঁতুলিয়া কর্মকারপাড়ার আনন্দ'র বাড়িতে এ হামলা-লুটতরাজ চালানো হয়। সন্ত্রাসীরা স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা, কাপড়-চোপড়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব মিলিয়ে দু'লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। লুটপাটের পাশাপাশি সন্ত্রাসীরা আনন্দ (৪২), মালতি রাণী (২৬), বন্দনা (২১) এবং প্রতিবেশি বাদশা ও শাহবাজকে গুরুতর জখম করে। আশংকাজনক অবস্থায় বন্দনাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংবাদ, ১৪ মার্চ ২০০২

(৮১৪)
বৃদ্ধ দশরথ বললেন, বাড়িতে কিভাবে যাব, আমার নিরাপত্তা কোথায়?

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ঃ রাজশাহীতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে সরকার সমর্থকরা এবার নতুন নাটক শুরু করেছে। বিএনপি দলীয় পত্রিকায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ব্যাপারে চালানো হচ্ছে নগ্ন মিথ্যাচার। রাজশাহীর আলোচিত ঝালুকা গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও বিএনপি সমর্থকরা নির্যাতন চালিয়েছে।

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ঝালুকা গ্রামের শত বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দশরথ চন্দ্র কবিরাজের বিশাল পরিবারটি বারবার বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। গত ১লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর সর্বজনশ্রদ্ধেয় দশরথ কবিরাজের ওপর চালানো হয় পৈশাচিক-বর্বর নির্যাতন। অথচ দলীয় ওই পত্রিকা সম্প্রতি প্রকাশিত তিন কিস্তির ধারাবাহিক প্রতিবেদনে ক্ষমতাসীনদের বর্বর নির্যাতনের ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে দশরথ বাবুর পরিবারটিকে ঝালুকা গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দশরথ চন্দ্র কবিরাজের পরিবারের কোন সদস্য কখনও কোন সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শিক্ষিত-ভদ্র ও ধণাঢ্য এ পরিবারটি গোটা গ্রামের লোকের কাছে একটি আদর্শ পরিবার হিসেবে পরিচিত।

পুলিশের নথি ও বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, সরকারি জলাশয়ের মাছ বিক্রি টাকার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বিরোধের জের ধরে বিএনপি সমর্থকরা গত ২০০০ সালের ৪ঠা অক্টোবর ঝালুকা গ্রামে পরিকল্পিতভাবে হামলা-লুটতরাজ চালায়। সেদিন বেছে-বেছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ৮টি পরিবারসহ আওয়ামী লীগ সমর্থক ৪০টি পরিবারের বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর-লুটপাট করা হয়েছিল। দশরথ চন্দ্র কবিরাজ ও তার ছয় ছেলে এবং এক নাতির বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সর্বস্ব হারিয়ে সংখ্যালঘু পরিবারগুলো ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। এ ঘটনার প্রায় এক বছর পর দশরথ কবিরাজ তাদের নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।

সূত্র জানায়, ১৯৮১ সালে বিএনপি সমর্থক জেকের, গোলাপ, আইয়ুব ও তাদের দলবল দশরথ কবিরাজের বড় ছেলে দ্বিজেনকে (বর্তমানে মৃত) হত্যার উদ্দেশ্যে গুরুতরভাবে জখম

করে। '৯৯ সালে দশরথের আরেক ছেলে দিলীপের শালো মেশিনে ইরি ধান করে খরচ না দিয়ে দিলীপ, সুকুমার ও যোগেশের ওপর হামলা চালায়। একই সন্ত্রাসীরা ২০০০ সালের ৪ঠা অক্টোবরে ব্যাপক হামলা-লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়। গত জাতীয় নির্বাচনের পরপরই বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীরা দশরথ কবিরাজ পরিবারের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন-হামলা চালাতে থাকে। দিলীপের ২০ হাজার টাকা মূল্যের এক জোড়া গরু নিয়ে যায়।

সূত্রমতে, বিএনপি সমর্থকরা গত ৪ঠা অক্টোবর থেকে ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত দশরথ চন্দ্র কবিরাজ ও তার স্ত্রী লক্ষ্মী রানীকে গৃহবন্দি করে রাখে। দশরথ কবিরাজের কাছে সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় গত ২৬ অক্টোবর গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা দশরথ কবিরাজ ও তার স্ত্রীর ওপর হামলা চালায়। তারা দশরথকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে এক পর্যায়ে তিনি (দশরথ) বেঁচে নেই ভেবে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। দশরথ কবিরাজের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করে বলা হয়, গত ৪ঠা অক্টোবর বিএনপির সন্ত্রাসী জেকের, গোলাপ, তামেজের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দুর্গাপুর থানার ওসি এবং দুর্গাপুরের নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ধরণা দিয়েও কোন লাভ হয়নি।

বিএনপি দলীয় ওই পত্রিকার রিপোর্টে যাদের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে গোটা ঝালুকা গ্রাম ঘুরে তাদের অনেকেরই সন্ধান পাওয়া যায়নি। খোঁজ করে জানা গেছে, ওই নামে কোন ব্যক্তির অস্তি ত্ব নেই ঝালুকা গ্রামে। সংশ্লিষ্ট পত্রিকার প্রথম রিপোর্টে (৬ই মার্চ) জিহির আলী নামে এক কৃষকের নাম ব্যবহার করে বলা হয়েছে দশরথের বাড়ির পাশের বাড়িটিই তার। মজার ব্যাপার হলো— দশরথ বাবুর বাড়ির পাশে তো নয়, পুরো ঝালুকা গ্রামে এ নামে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। জেহের বলে এক ছেলে দশরথদের প্রতিবেশী ছিল ঠিকই। কিন্তু সে ৫/৬ বছর আগে মারা গেছে। প্রতিবেশী নূর মোহাম্মদকে উদ্ধৃত করে যে কথা বলা হয়েছে তাও তিনি (নূর মোহাম্মদ) বলেননি বলে জানা গেছে। গত ১০ মার্চ দশরথ বাবুর বাড়িতে বসেই নূর মোহাম্মদ 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে বলেন, আমি কাউকে দশরথ কবিরাজের সম্পর্কে কিছু জানাইনি। তিনি জানান, দশরথ বাবু ও তার ছেলেদের মতো মানুষই হয় না। তারা সকলেই খুব ভাল মানুষ।

দশরথ চন্দ্র কবিরাজ তাকে নিয়ে বিএনপি দলীয় পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় (গত ১০ মার্চ) নিজেকে এবং তার পরিবারকে রক্ষার জন্য সাংবাদিকদেরকে সত্য ও তথ্যসমৃদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানিয়ে তাদের সম্পর্কে প্রকাশিত বিএনপি দলীয় পত্রিকার রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে পত্রিকাটি উল্টোপাল্টা কথা লিখে দেশ ও জাতির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পরিকল্পিতভাবে বোকা বানাচ্ছে। আমার যখন সব শেষ হয়ে গেছে তখন ঘটনার ৫ মাস পর গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি হঠাৎ করে আমার বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসানো দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে নিয়ে 'মাছের মায়ের পুত্র শোক' নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। আমার মনে হয় গত ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ শীর্ষক কনভেনশনে বিদেশী কূটনীতিকদের অংশগ্রহণের পর আন্তর্জাতিক চাপ, অতি সম্প্রতি পুঠিয়ার কাঁঠালবাড়িয়ার মহিমা ধর্ষণ ও আত্মহনন আলোড়নের চাপ আর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির কারণে জনজীবন বিপন্ন হওয়ায় এ নাটক হঠাৎ করে মঞ্চস্থ হলো।

দশরথ কবিরাজ তার লিখিত বক্তব্যে আরও জানান, পত্রিকায় আমার ছেলে রণজিৎকে বড় ছেলে হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সে আমার চতুর্থ পুত্র। বড় সন্তান নয়। রণজিৎ কখনই যুবলীগের সঙ্গে জড়িত ছিল না। সে ছাত্রলীগ, কৃষক লীগ ও মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের দায়িত্বে ছিল। রণজিৎ সন্ত্রাসীও নয়, দিনমজুরদেরকে পারিশ্রমিক না দিয়ে তাদের নির্যাতন করার বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাকে নজরবন্দি করে রাখার বিষয়টিও হাস্যকর।

আমি রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসাশেষে আশ্রয়হীন হয়ে স্বেচ্ছায় রণজিতের আমগাছির বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। রণজিতকে হত্যা (গুম কেস) মামলার আসামি করা হয়েছে বিএনপির সন্ত্রাসীদের দ্বারা ঝালুকা লুটপাট-অগ্নিসংযোগের মামলা হতে রেহাই পাওয়ার জন্য। ২ বছর আগে আমার অনুমতি নিয়েই গাজী নামে জনৈক ব্যক্তিকে পুকুর লিজ দেয়া হয়। ছাত্রলীগের কোন ক্যাডার বা রণজিতের প্রতিপক্ষ কোন আওয়ামী লীগ কর্মী ভাগও চাননি। ছাত্রলীগের কোন কর্মী আমাকে ছুরিকাঘাত করেনি। কোন ছাত্রলীগ ক্যাডার ছুরিকাঘাত করলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার সেই ছাত্রলীগ ক্যাডারের নামও লিখেননি। সম্পত্তি নিয়ে কোন বিরোধ কিংবা মামলা-মোকদ্দমার কারণেও আমাকে আক্রমণ করা হয়নি। আবু তাহের নামে যে ছেলের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সে বিএনপির সন্ত্রাসী জেকের ও গোলাপের ভাইপো।

দিনের বেলায় বাড়িতে থাকি আর রাতের বেলায় থাকি না বিএনপি দলীয় পত্রিকার এমন উক্তির ব্যাপারে তিনি জানান, এমন কোন কথা আমি বলিনি। ২৬ অক্টোবরের হামলার পর কখনও বাড়িতে যাইনি। বরং পুলিশ আমাকে গত ১ মার্চ বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। অথচ পত্রিকায় লেখা হয়েছে ২ মার্চ আমার সঙ্গে ওই সাংবাদিক কথা বলেছেন। ডিসি সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে এমন কথাও আমি বলিনি। আমার বাড়িতে কখনও কোন কেয়ারটেকার ছিল না। কিন্তু হযরত আলী নামে এক কেয়ারটেকারের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে রিপোর্টে। বাড়ির ভিটা আর ঘরের ছাউনি ছাড়া যেখানে কিছুই নেই সেখানে কেয়ারটেকার রাখবো কেন? রিপোর্টে মওকিত নামে একজনের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এ নামে গ্রামে কেউ নেই। তবে বিএনপির কুখ্যাত ক্যাডার তামেজের ছেলের নাম মুকিদ। তামেজ আমার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ-লুটপাট-চাঁদাবাজি ও গরু ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত।

দশরথ কবিরাজ 'সংবাদ'কে জানান, এমপি নাদিম মোস্তফা আমাকে দুর্গাপুর থানায় ডেকে নিয়ে বাড়িতে ওঠার কথা বলেছেন। আমি তাকে বলেছি, বাড়িতে কিভাবে যাবো, আমার নিরাপত্তা কোথায়? বাড়িঘরের তো কিছুই নেই। তিনি (এমপি) এক সপ্তাহের মধ্যে ঘরের দরজা-জানালা-আসবাবপত্র এবং ২ টন গম দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু এখনও (১০ মার্চ) পাইনি।

এদিকে দশরথ কবিরাজসহ কেউই এখনও নিজ বাড়িতে আসতে পারেন নি। দশরথ বাবু আশ্রয় নিয়েছেন আমগাছিতে ছেলে রণজিতের বাড়িতে। যোগেশ থাকেন চারঘাটের সাহাপুরে। সুকুমারের পরিবার থাকেন দুর্গাপুর সদরে। দীনেশ পরিবার-পরিজন নিয়ে নিখোঁজ। অজিত আশ্রয় নিয়েছেন ইব্রাহিমের পরিত্যক্ত বাড়িতে। দিলীপ পুঠিয়ার ধোপাপাড়াতে এবং দশরথ কবিরাজের নাতি দীপক থাকছেন দুর্গাপুরে বোনের বাড়িতে।

সংবাদ, ১৪ মার্চ ২০০২

(৮১৫)
সর্দার রেবতী মোহনকে পশুর মতো জবাই করে হত্যার পর মীরসরাইয়ের বানাতলী জেলেপাড়ার মানুষগুলো 'জীবন নিয়ে কোনরকম বেঁচে আছে'

মহসীন কাজী/নুরুল আলম, মীরসরাই থেকে ফিরে ঃ চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার মিঠানালা ইউনিয়নের মধ্যম মুরাদপুর বানাতলী জেলে পাড়ার বৃদ্ধ সর্দার রেবতী মোহন জলদাশ (৭০)কে পশুর মতো জবাই করে হত্যা করেও ক্ষান্ত হয়নি স্থানীয় এমপির প্রশ্রয়পুষ্ট বিএনপি সন্ত্রাসীরা। গত ৯ মার্চ শনিবার গভীর রাতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ওই গ্রামে তিন শতাধিক জেলে পরিবারের দেড় সহস্রাধিক মানুষ আতংক নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যাদের ঘরে যুবতী কন্যা ও বধূ আছে তারা প্রথম ধাক্কায় গ্রাম ছেড়েছে। সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া সন্ত্রাস

থেকে রক্ষা পায়নি গরিবের চেয়েও গবির মানুষগুলোর উপাসনা কেন্দ্র কালী মন্দিরটিও। লুটপাট হয়েছে স্থানীয় মলিয়াইশ উচ্চ বিদ্যালয়।

গ্রামে থাকা লোকজন দিনে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে বেলা কাটালেও সন্ধ্যা হতেই অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে আতংক। তারা জীবন নিয়ে কোনরকম বেঁচে আছে। রাতের বেলা বিএনপি সন্ত্রাসীরা গ্রাম ঘিরে চারদিক থেকে থেমে থেমে গুলিবর্ষণ করে। আর ঘরে ঘরে গিয়ে গ্রাম ছাড়ার জন্য হুমকি ও মাসিক হারে চাঁদা দিতে হবে এবং তাদের কথামতোই মানুষের পুকুরের মাছ শিকারে যেতে হবে বলে শাসিয়ে যায়।

বানাতলী জেলে পাড়ার সর্দার রেবতী মোহন খুনের পর গ্রামবাসীর মধ্যে শোকের ওপর নেমে আসা আতংক ক্রমশ বাড়ছেই। অন্যদিকে জেলেরা বেকার হয়ে পড়ায় সিংহভাগ মানুষের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নও জুটছে না।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বিগত সংসদ নির্বাচনের পূর্বেও মিঠানালার এই বানাতলী গ্রামের জেলেরা ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ও বিএনপি এমপি লালিত সন্ত্রাসী সরওয়ার সদলবলে এলাকায় ত্রাস ছড়াবার কাজে নেমে পড়ে। তখন তাদের সন্ত্রাসের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে না গেলেও দল ক্ষমতা গ্রহণের পর বীরদর্পে অর্ধশতাধিক সদস্য নিয়ে সরওয়ার সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থিতদের টার্গেট করে সন্ত্রাসে নামে। স্থানীয়দের মৎস্য প্রকল্পে জাল দিয়ে জোরপূর্বক মাছ ধরিয়ে বাজারে বিক্রি করার ঘটনাও তারা ঘটিয়ে চলেছে।

গত ৯ মার্চ শনিবার বিকেলে বিএনপি সন্ত্রাসীরা ওই গ্রামের হরিশচন্দ্র সর্দার জলদাশ পাড়ায় গিয়ে তারা পার্শ্ববর্তী মৎস্য প্রকল্প থেকে মাছ লুটের জন্য রাখাল নামের এক জেলেকে দলবল নিয়ে যেতে বলে। রাখাল তার কাছে জাল নেই জানিয়ে তার ভাই বিজনের কাছে জাল আছে বলে দেখিয়ে দেয়। বিজনের কাছে গেলে সেও সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জানায় এরপর দু'ভাইয়ের মধ্যে এনিয়ে লেগে যায় তুমুল ঝগড়া-পাড়ার সর্দার রেবতী মোহন জলদাশ তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দেন।

অন্যদিকে সরওয়ারের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী ফিরোজ, কাশেম, কাইয়ুম, ফারুক, সামসুদ্দিন, আবদুল্লাহ, সায়েম ও সাইফুল এসে রেবতী মোহন জলদাশকে রাতে তাদের সঙ্গে মাছ শিকারে যেতে বলে। এতে তিনি অসম্মতি জানালে সন্ত্রাসীরা তাকে দেখে নেবে বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়। রেবতী মোহন জলদাশ বিষয়টি নিয়ে রাত ১১টায় পাড়ার অন্যান্য জেলের সঙ্গে বৈঠক করে সন্ত্রাসীদের মাছ লুটে সহায়তা না করার জন্য বলে দেন।

রাত ২টার সময় তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গেলে সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যায় বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বের নুরুল হুদার ঘরের কাছে। সেখানে নিয়ে শস্য ক্ষেতে রেবতী মোহন জলদাশকে জবাই করে। তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর সন্ত্রাসীরা নুরুল হুদাকে ডাক দেয়। কিন্তু তিনি ঘর থেকে বের হননি। সকালে ঘরের পার্শ্বের জমিতে লাশ দেখতে পেয়ে নুরুল হুদা গ্রামের লোকজনকে খবর দেয়।

হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে রেবতী মোহন জলদাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশ চন্দ্র জলদাশ বাদি হয়ে মীরসরাই থানায় মামলা করেছে। পুলিশ ঘটনার দিন জলদাশ পাড়ার গোবিন্দ ও রাখালকে গ্রেফতার করেছে। গত সোমবার গ্রেফতার করে সন্ত্রাসী মোমিন ও হানিফকে।

স্থানীয়রা জানায়, সন্ত্রাসীরা রেবতী মোহন জলদাশকে হত্যার পর যাওয়ার পথে বাড়ির কালী মন্দিরের বেড়া ভেঙ্গে দেয় এবং মালিয়াইশ উচ্চ বিদ্যালয়ের দরজা ভেঙে ঘড়ি, ফ্যান লুট করে ও মূল্যবান কাগজপত্র তছনছ করে। এছাড়া স্কুল সংলগ্ন জাফর, নূর হোসেন, এবাদুল্লাহ ও সামসুদ্দিনের দোকান লুট করে। হত্যাকাণ্ডের পরদিন রেবতী মোহন জলদাশের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান চলাকালে সন্ত্রাসীরা পুলিশের উপস্থিতিতে থেমে থেমে ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিএনপি সন্ত্রাসীরা রেবতী মোহন জলদাশের ওপর পূর্ব থেকে ক্ষেপে ছিল। কারণ সর্দারের বাধার কারণে সন্ত্রাসীরা ডাকতে গেলেও কেউই তাদের সঙ্গে মাছ লুটে অংশ নিত না।

অপরদিকে হত্যাকাণ্ডের পরদিন সরওয়ার বাহিনীর সন্ত্রাসীরা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে রেবতী হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে কাউকে কোনও তথ্য না জানানোর জন্য হুমকি দিয়ে আসে এবং বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা রাখতে বলে। এ ঘোষণার পর হরিশ চন্দ্র জলদাশ পাড়া, শরৎ পাড়ার অধিকাংশ লোকজন অন্যত্র পালিয়ে যেতে শুরু করে। বিশেষ করে যাদের ঘরের যুবতী কন্যা ও বধূ আছে। বর্তমানে বেশির ভাগ ঘর খালি, লোকজন যা আছে তাও নগণ্য। যারা আছে তারাও মহা আতংকে। দিন শেষ হলেই তাদের জন্য নেমে আসে ভয়ার্ত রজনী। নাম প্রকাশ না করার শর্তে গ্রামবাসী জানান, রেবতী হত্যাকাণ্ডের পর উপার্জনক্ষম পুরুষরা বেকার হয়ে আছে। এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়ানোর কারণে কেউই কাজে যেতে পারছে না। ফলে অনেকের ঘরের চুলোয় হাড়ি উঠছে না। এখন অনাহারে, অর্ধাহারে কাটছে তাদের জীবন। শিশুরাও এই অবস্থায় বাড়িতে থাকতে চাচ্ছে না। গাড়ি দেখলে মাকে বলে ওঠে, চল মা আমরা চলে যাই। জেলে পাড়া গ্রামবাসী তাদের নিরাপত্তা চেয়ে সেখানে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের দাবি জানিয়ে গত সোমবার ইউএনও কার্যালয় ঘেরাও করে। ইউএনও আব্দুল হাই ওইদিন গ্রাম পরিদর্শন করে ক্যাম্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিলে তাও কার্যকর হয়নি। অভিযোগে প্রকাশ, সন্ত্রাসীদের মতো পুলিশও গ্রামবাসীদের ওপর অব্যাহত নির্যাতনের কথা কাউকে না জানাতে শাসিয়ে গেছে। জানা গেছে, জেলেপাড়ার পার্শ্ববর্তী অটল চন্দ্র মহাজন ৭০ হাজার টাকা সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে না পেরে গ্রাম ছেড়েছে। শরৎ দাশ পাড়ায় গোপাল মাঝির কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকার দাবিতে গত সপ্তায় তাকে আটকে রাখে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। সূত্র জানায়, মীরসরাইয়ের সরওয়ার বাহিনী উপকূলীয় এলাকা ঝুলন পুলে আস্তানা গেড়েছে। সেখান থেকে চাঁদাবাজিসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ বাহিনী এলাকায় বহুমুখী অপরাধ সৃষ্টি করে গেলেও স্থানীয় এমপির কাছের লোক হওয়ায় পুলিশ প্রধানসহ অন্যান্যদের গ্রেফতার করছে না। ফলে তারা দিন দিন বেপরোয়া হচ্ছে। গ্রামবাসীর দাবি অনুযায়ী ওই এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বসানো না হলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হওয়ার আশংকা রয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।

আজকের কাগজ, ১৪ মার্চ ২০০২

(৮১৬)
গোপালগঞ্জে প্রতিমা ভাংচুর

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গোপালগঞ্জে একটি মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সদর উপজেলার গোবরা গ্রামে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে। জানা গেছে, গোবরা মালোপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের একটি বিগ্রহ রাতের অন্ধকারে কে বা কারা বাইরে এনে ভাংচুর করে ফেলে রেখে যায়। স্থানীয় লোকজন সকালে ভাঙা মূর্তি দেখে থানায় খবর দেয়। ঘটনায় ওই এলাকার হিন্দুদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছিল।

যুগান্তর, ১৫ মার্চ ২০০২

(৮১৭)
জলঢাকায় সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে মারধর

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জলঢাকায় আবারো সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হয়েছে। এক সংখ্যালঘু ব্যক্তির বাড়ি থেকে টেলিভিশন ছিনতাইয়ের পর তার আত্মীয় ওই টিভি ফেরত চাইলে বিএনপির কিছু সন্ত্রাসী ফেরত চাওয়ার অপরাধে চাঁদা দাবি করে সংখ্যালঘু ঘড়ি ব্যবসায়ীকে মারধর ও তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালায়।

এ ব্যাপারে পুলিশ প্রথমে মামলা নিতে গড়িমসি করলে গত মঙ্গলবার ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে উপজেলা ঘেরাও করে ইউএনও'র কাছে স্মারকলিপি দেয়। পরে পুলিশ মামলা নিয়েছে বলে জানা গেছে।

অভিযোগে জানা গেছে, জলঢাকার কলেজপাড়া এলাকার বঙ্কিম চন্দ্রের বাড়ি থেকে গত শনিবার বেলাল ও বিপুল নামে দুই যুবক জোর করে একটি টেলিভিশন নিয়ে আসে। বঙ্কিমের জামাতা ঘড়ি ব্যবসায়ী কুলো রায় সোমবার রাতে জলঢাকা বাজারে শ্বশুরের টিভি ওই যুবকদের কাছে ফেরত চাইলে এই ফেরত চাওয়ার অপরাধে কুলো রায়ের কাছে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়।

সংবাদ, ১৬ মার্চ ২০০২

(৮১৮)
চাঁদা না দেয়ায় ইটনায় এক ব্রাহ্মণের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা আতঙ্কিত পরিবার-পরিজন

ইটনা (কিশোরগঞ্জ) থেকে এ. জেড আসলাম ইকবাল (তুহিন) ঃ সন্ত্রাসীরা চাঁদা না দেয়ায় ইটনায় ব্রাহ্মণ ভজন চক্রবর্তীর ওপর হামলা চালিয়ে তাকে গুরুতর আহত করেছে। গত ১১ মার্চ ইটনা উপজেলা সদরের বেতগা গ্রামের শালুয়াকান্দায় এ ঘটনা ঘটে। ভজনকে আহত অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

ইটনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে ১২ মার্চ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকালে ভজন চক্রবর্তী বেতাগার শালুয়াকান্দা হাওরে যাওয়ার পথে মোক্তার হোসেনের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী তাকে ব্যারিকেড দিয়ে বেদম প্রহার করে অচেতন অবস্থায় ফেলে চলে যায়। ভজনের বাবা বৃদ্ধ কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী অশ্রুপাত করে 'সংবাদ'কে বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে সন্ত্রাসীরা বেতাগা বাজারে তার মুদি দোকানে গিয়ে ২ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল। ১০/১২ দিন আগে ওই চাঁদার টাকা পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করলে ভজনের ছোট ভাই বিজয় চক্রবর্তীকে সন্ত্রাসী মোক্তার দোকানের ভেতরেই মারপিট করে। এ সময় অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীকেও লাঞ্ছিত করা হয়।

ভজনের ওপর নির্মম সন্ত্রাসী হামলায় অভিযুক্ত মোক্তার হোসেন, বাবর আলী, আব্বাস মিয়া, সওদাগর, নবী মিয়া ও ছবি সংখ্যালঘু এ পরিবারটিকে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে চলেছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, হামলাকারী সন্ত্রাসীরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসে আহত ভজনকে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। ফলে ভজনের পরিবারের সব সদস্যই চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তারা সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত বিচার চেয়ে সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

সংবাদ, ১৬ মার্চ ২০০২

(৮১৯)

নাটোরে সংখ্যালঘু এলাকায় ফের সন্ত্রাসী হামলা পিতাপুত্র গুরুতর আহত

নাটোর, ১৫ মার্চ, সংবাদদাতা ঃ নাটোরের নিভৃত পল্লীতে আবারও সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে সংখ্যালঘু পরিবারের পিতাপুত্র। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বৃহস্পতিবার তাদের নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নলডাঙ্গা থানার কুমুদবাটি গ্রামে রয়েছে ৬০ ঘর হিন্দু পরিবার। সন্ত্রাসীরা এবার তাদের ওপর চড়াও হয়। বুধবার গভীর রাতে ১০/১২ জনের এক দল সন্ত্রাসী হামলা করে সংখ্যালঘু পাড়ায়। তাদের হামলার শিকার হয়েছে গোপালচন্দ্র ঘোষ (৫৫) ও তার ছেলে গণেশ চন্দ্র ঘোষ (৩০)। পিতাপুত্রকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গুলি করে সন্ত্রাসীরা বীরদর্পে এলাকা ত্যাগ করে। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে হবিগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, হবিগঞ্জ শহরের ঘাটিয়ায় সন্ত্রাসী হামলার দু'দিন পর সংখ্যালঘু এলাকাটিতে এখন পুলিশী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বুধবারের ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা ও নিজ অপরাধ আড়াল করার লক্ষ্যে হামলার মূল নায়ক ছাত্রদল নেতা হাবিবুর রহমান শামীম তিন দিনের মাথায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাবেক যুগ্ম সচিব জিতেন্দ্রলাল দাস ওরফে জিএল দাসসহ হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৯ যুবক-বৃদ্ধকে আসামী করে হবিগঞ্জ সদর থানায় একটি পাল্টা মামলা করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ মার্চ ২০০২

(৮২০)
মোল্লাহাটের সংখ্যালঘুরা চাঁদাবাজি ও দখল আতঙ্কে

প্রসূন মণ্ডল, মোল্লাহাট থেকে ফিরে ঃ বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার সংখ্যালঘুদের মধ্যে চাঁদাবাজি ও দখল আতঙ্ক বিরাজ করছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নাম ভাঙিয়ে সন্ত্রাসীরা নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করছে। আবার ভাড়াটে হয়ে সংখ্যালঘুদের জমি দখল করিয়ে দিচ্ছে বলেও জানা গেছে।

উপজেলার কামার গ্রামের নিরঞ্জন রায়ের বসতবাড়ি দখল করতে এসে সন্ত্রাসীরা তার স্ত্রী জয়মালা রায় (৬৫) কে বেদম মারপিট করে মারাত্মক আহত করেছে। মোল্লাহাট থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন জয়মালা রায় ভোরের কাগজকে জানান প্রতিবেশী মোমরেজ মোল্লা কতিপয় সন্ত্রাসীকে নিয়ে তাদের জায়গা দখল করতে এলে তিনি তাদের বাধা দেন। সন্ত্রাসীরা এ সময় তাকে মারপিট করে। এ ব্যাপারে মোল্লাহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানা অভিযোগ গ্রহণ করেনি।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি গাওলা গ্রামের ব্যবসায়ী তপন পোদ্দার (২৮) কে একদল সন্ত্রাসী মারপিট করে। তিনি জানান, জায়গা দখল করে রাস্তা নির্মাণ করতে গেলে তিনি তাদেরকে বাধা দেন। এ ঘটনার জের ধরে তাকে মারপিট করা হয়। সন্ত্রাসীরা তাকে হাসপাতালে ও থানায় না যাওয়ার জন্যও হুমকি দিয়েছে।

কামার গ্রামের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক বঙ্কিম চন্দ্র হালদারের কাছে একই এলাকার মিন্টু শেখের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র চাঁদাবাজ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ১ লাখ টাকা দাবি করে। টাকা দিতে অস্বীকার করলে তারা তাকে মারপিট করে। ঘরে থাকা ৬ হাজার টাকা দিয়ে তিনি তখন প্রাণে রক্ষা পান। ঐ শিক্ষক এ প্রতিবেদককে জানান, পেনশনের এককালীন টাকা পাওয়ামাত্র বাকি ৯৪ হাজার টাকা তাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে আর তা না হলে তাকে

দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে তারা হুমকি দিয়েছে। বিষয়টি লিখিতভাবে পুলিশ সুপারকে জানালে তিনি মোল্লাহাট থানাকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

মোল্লাহাটের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মধুমতি নদীতে বড় নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ থামিয়ে একদল সন্ত্রাসী তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছে। ফলে ঐ নদী দিয়ে যানবাহন চলাচল কমে গেছে। এতে করে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এলাকার ব্যবসায়ীরা।

এ দিকে ল্যান্ড-স্কোপ ও গ্যাংলিডার বাহিনী নামে দুটি নতুন সন্ত্রাসী গ্রুপের আবির্ভাব ঘটেছে মোল্লাহাটে। এদের পোশাক কালো জিন্সের প্যান্ট-শার্ট। বাহিনী দুটি আগে চিঠি দিয়ে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করছে। পরে গিয়ে তারিখ মতো টাকা নিয়ে আসবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করছে। জয়ডিহি গ্রামের যুগল মাস্টার ও ব্যবসায়ী রঞ্জিত রায়ের কাছে এ ধরনের দুটি চিঠি পৌঁছেছে।

গত ৪ মার্চ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় মোল্লাহাটের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ভোরের কাগজ, ১৬ মার্চ ২০০২

(৮২১)
নবাবপুরে মরণচাঁদে সন্ত্রাসীদের হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট গ্রেফতার ১

কাগজ প্রতিবেদক ঃ রাজধানীর নবাবপুর রোডের মরণচাঁদ গ্রাণ্ড সুইটস এ গতকাল দুপুরে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। পুলিশ ওই ঘটনায় আসাদ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, গতকাল দুপুর ২টার দিকে একদল সন্ত্রাসী ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। একমাস আগে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা ওই দোকানে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। এ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সূত্রাপুর থানায় মামলা দায়ের হলে পুলিশ ওই ঘটনায় সন্ত্রাসীদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। এ ঘটনার পর সন্ত্রাসীরা টেলিফোনে নানাভাবে হুমকি দিয়ে আসছিল। সূত্রাপুর থানা দোকানের সামনে সার্বক্ষণিক পুলিশ মোতায়েন রেখেছিল বলে জানিয়েছে। এদিকে, গত ২/৩ দিন আগে হঠাৎ করে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করা হয়। এ ব্যাপারে গতরাতে টেলিফোনে সূত্রাপুর থানায় যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে, তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত বিস্তারিত বলা যাচ্ছে না। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (রাত ১০টা) মামলা হয়নি।

আজকের কাগজ, ১৬ মার্চ ২০০২

(৮২২)
আলীকদমে পাহাড়ি কিশোরী অপহরণ ॥ এলাকায় উত্তেজনা

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ঃ চকরিয়া সংলগ্ন বান্দরবানের আলীকদম এলাকায় দুর্বৃত্তরা একজন কিশোরী এসএসসি পরীক্ষার্থীকে গত বুধবার রাতে অপহরণ করেছে। অপহরণের সংবাদটি জানাজানি হলে আলীকদম এলাকায় পাহাড়িদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ বিএনপি সমর্থক এক যুবককে গ্রেপ্তার করে।

সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অপহৃত কিশোরী পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নিজ বাড়ি থেকে আলীকদম উপজেলা সদরে আসে বুধবার। ওইদিন গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা তার বোনের বাসায় হানা দিয়ে তাকে অপহরণ করে। উপজেলা সদর থেকে ৪ কিমি দূরে দুর্গম রোয়ান ক্রু এলাকায় ওই কিশোরীর বাড়ি।

এ ব্যাপারে কিশোরীর দুলাভাই বাদী হয়ে মামলা করলে পুলিশ সন্দেহভাজন যুবক হেদায়েতকে গ্রেপ্তার করে। হেদায়েত বিএনপির সমর্থক এবং একটি টোব্যাকো কোম্পানির কর্মচারী।

প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০০২

(৮২৩)
১১ দিনে নিহত ৬ ॥ সমানে চলছে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার

চুয়াডাঙ্গা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার পল্লীতে আবারও খুনের ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে গত ১১ দিনে এ এলাকায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৬-এ। গত ১০ মার্চ রাতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের দাসপাড়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়িতে গণডাকাতির ঘটনা ঘটে। এদিন গভীর রাতে ২০/২৫ জনের একটি ডাকাতদল অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রথমে অরুণ দাসের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার বাড়ির সাথে একটি মুদি দোকান থেকে ৫ হাজার টাকার মালামাল ও নগদ টাকা লুট করে নেয়। এরপর তারা অরুণ দাসের বাড়িতে ঢুকে বাড়ির সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ২ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। জয়রামপুর দাসপাড়ায় ডাকাতরা মদন দাস, অনিল দাস ও রণজিৎ দাসের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাদের কাছে টাকা না পেয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও তাদের বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর করে। ডাকাতরা এক সন্ন্যাসীর বাড়িতেও হানা দেয়। পরে সেখানেও কিছু না পেয়ে নিমাই নামে এক যুবককে মাঠের ভেতর নিয়ে যায় এবং তার পকেটে থাকা ৩শ' টাকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। গত ১২ মার্চ দামুড়হুদা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বলে জানা গেছে।

এই ঘটনার মুখে চুয়াডাঙ্গাবাসী আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে প্রায় প্রতি রাতেই খুনের ঘটনা ছাড়াও ডাকাতি-চুরির ঘটনা ঘটছে।

সংবাদ, ১৭ মার্চ ২০০২

(৮২৪)
বরিশালের আস্তাকাঠি গ্রাম
সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসীদের নিয়মিত হামলা ॥ পুলিশ চুপচাপ

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ বরিশালের শহরতলি আস্তাকাঠি গ্রামে একদল সন্ত্রাসী নিয়মিত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতন চালাচ্ছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ করেও নির্যাতিতরা সুফল পাচ্ছে না।

আস্তাকাঠি গ্রামে বেশকিছু সংখ্যালঘু পরিবার বাস করছে। গত সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই এলাকার কিছুসংখ্যক সন্ত্রাসী সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে নানারকম ভয়ভীতি দেখিয়ে আসছে। নানা অজুহাতে চাঁদাবাজি করছে। গত ৪ মার্চ স্থানীয় বিএনপি ক্যাডার সেলিম দলবল নিয়ে মনতোষ হালদারের বাড়িতে হানা দিয়ে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। মনতোষ চাঁদা

দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর করে। এ সময় মনতোষ চিৎকার দিলে এলাকার জনসাধারণ ও টহল পুলিশ সন্ত্রাসীদলের সদস্য আবু বকর সিদ্দিককে গ্রেফতার করে। মনতোষ হালদার পরদিনই সেলিম, জাহাঙ্গীর, জাকির (১), জাকির (২) মাহমুদ, আজম, মিজান ও আবু বকর সিদ্দিকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন কিন্তু পুলিশ মামলার অন্য আসামিদের গ্রেফতারে কোন উদ্যোগ নেয়নি। এরপরই গত সোমবার রাতে একদল সন্ত্রাসী আস্তাকাঠি বিশ্বাসবাড়িস্থ সার্বজনীন কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে। তারপরও পুলিশ নির্বিকার রয়েছে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা দায়ের

এক হাইস্কুল শিক্ষিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে জাতীয় পার্টি নেতার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বরিশাল সদর উপজেলার টুঙ্গিবাড়িয়াস্থ বি কে হাইস্কুলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষিকা স্কুলশেষে রাজারচর গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবার পথে স্থানীয় জাপা নেতা নান্টু সিকদার তার গতিরোধ এবং হাত ধরে টানাটানি শুরু করে। ঘটনার মুখে মহিলা চিৎকার দিয়ে উঠলে নান্টু সিকদার পালিয়ে যায়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে শিক্ষকা ধর্ষিতা হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হলে কোতোয়ালি থানার ওসি মোজাম্মেল হক থানার অন্যান্য অফিসারকে নিয়ে ১৩ মার্চ ঘটনাস্থলে গেলে লিখিতভাবে তার অভিযোগ জানান এবং নান্টু সিকদারের বিরুদ্ধে নারী শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক রয়েছে। উল্লেখ্য, অভিযুক্ত নান্টু সিদকার বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতের বিশেষ পিপির আপন মামাত ভাই।

সংবাদ, ১৭ মার্চ ২০০২

(৮২৫)
নওগাঁয় সন্ত্রাসীদের হামলায় এক সংখ্যালঘু খুন

রাজশাহী, ১৬ মার্চ, সংবাদদাতা ঃ নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার কালামপুর গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতদের হামলায় নয়ন সরকার (২৫) নামের এক সংখ্যালঘু খুন এবং তার পরিবারের অন্য ৫ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে। নয়নের পিতার নাম ভোলানাথ সরকার। আহতদের মধ্যে সীতেন (২৭), নিরঞ্জন (৩০) ও বিনয় (২০) নামের ৩ জনকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে নিয়ামতপুর থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ সন্দেহভাজন হিসাবে মহির উদ্দিন নামের ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ মার্চ ২০০২

(৮২৬)
হবিগঞ্জে পৌর কমিশনারসহ ১১ হিন্দু বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা, মালামাল লুট

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ হবিগঞ্জ পৌর শহরের খাটিয়া এলাকায় পৌর কমিশনারসহ ১১টি হিন্দু বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা বাড়ির মালামাল লুটসহ ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ ব্যাপারে ছাত্রদলের কয়েকজন নেতাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।

মামলা সূত্রে প্রকাশ, গত ১৩ মার্চ সকালে প্রায় ১৫ জনের একদল সন্ত্রাসী সদর উপজেলার খাটিয়া এলাকার ৩নং ওয়ার্ডের কমিশনার দিলীপ দাশ, যুগ্ম সচিব (অব.) জিএল দাশ, এডভোকেট মনোরঞ্জন দাশ, অনিল দাশ, মন মোহন দাশ, নিলু দাশ, ধীরেন্দ্র সরকার, রঘুনাথ দাশ ও পিয়ারী মোহন শুক্লবৈদ্যের বাসভবনসহ বেশ কটি বাসভবনে হামলা চালায়। এরা এসব পরিবারের লোকদের মারধর ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে নগদ ১০ হাজার টাকা ও ১৭ ভরি স্বর্ণালংকারসহ বিভিন্ন মালামাল লুটে নিয়ে যায়। হামলা, ভাঙচুরের সময় ক্ষতি হয়েছে আরো প্রায় দেড় লাখ টাকার মালামাল।

এদিকে সরজমিন তদন্তকালে প্রত্যক্ষদর্শীরা ভোরের কাগজকে জানায়, গত ১২ মার্চ রাত প্রায় ১০টায় হবিগঞ্জ পৌর ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম কতিপয় যুবক নিয়ে খাটিয়া এলাকায় যায়। এ সময় শামীম দিলিপ দাশের স্ত্রীকে জানায়, গত সংসদ নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রে বিএনপি সমর্থকদের ভোট প্রদানে বাধা দেওয়ার জন্য তার স্বামী দিলিপের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে আসবে। এ সময় শামীম ঐ এলাকার যুবক অলক দাশের কাছে এক হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এতে সে অপারগতা জানালে শামীম ও তার সঙ্গীরা অলককে মারধর করতে থাকে। এ সময় কাটিয়া এলাকার যুবকরা দলবেঁধে শামীমের ওপর চড়াও হয়ে তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে দিলিপ কমিশনারের কাছে নিয়ে যায়। পরে কমিশনার দিলিপ দাশের মাধ্যমে আপোস নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্তে শামীমকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরদিন ১৩ মার্চ সকাল সাড়ে ১০টায় নিষ্পত্তির সময় নির্ধারণ করা হলেও এর আগেই একদল সন্ত্রাসী সশস্ত্র অবস্থায় উল্লেখিত ব্যক্তিদের বাসায় হামলা চালিয়ে লুটপাট ও মূর্তি ভাঙচুরসহ ব্যাপক পরিমাণ মালামাল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

অপর দিকে শামীমের পিতা ফরিদ মিয়া ও তার স্ত্রী ভোরের কাগজকে জানান দিলিপ দাসের মেয়ের সঙ্গে প্রেমঘটিত কারণেই ১২ মার্চ দিলিপ দাসের ইঙ্গিতে তার ছেলে শামীমকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে মারধর করেছে। তবে পরবর্তীতে এ হামলার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ঘটনার পর পরই পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, পৌর চেয়ারম্যান শহীদ উদ্দীন চৌধুরী, কমিশনার জাহির উদ্দিন ও মুকুল আচার্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ সুপারের নিকট দাবি জানান। পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল হামলায় আক্রান্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানান এবং দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

উক্ত হামলার প্রেক্ষিতে গত ১৪ মার্চ জেলা প্রশাসকের কাছে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এ সময় একটি মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। স্মারকলিপিতে উক্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করে তাদের আতঙ্কিত অবস্থা নিরসনে আসামীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবি জানান।

আরো জানা যায়, উক্ত এলাকায় হামলার প্রেক্ষিতে হবিগঞ্জ পৌর পরিষদের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌর চেয়ারম্যান শহীদ উদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ হামলার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানানো হয়। এছাড়াও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট চৌধুরী আবুবকর সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট আবু জাহির, পৌর আ. লীগের সভাপতি মোঃ শরীফ উল্লাহ, সম্পাদক মুকুল আচার্য ও কমিশনার মোঃ জাহির উদ্দিন অনুরূপ পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান করেন।

ভোরের কাগজ, ১৮ মার্চ ২০০২

(৮২৭)

রাজনগরে নিজ বাড়িতে গাড়ি ঢুকাতে বিএনপি নেতার কাণ্ড
সংখ্যালঘুর বাড়ি ও জমি দখল করে রাস্তা প্রশস্ত করার অভিযোগ

নিজামুল হক বিপুল, রাজনগর (মৌলভীবাজার) ঃ নিজ বাড়িতে গাড়ি ঢুকানোর জন্য একটি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ি ও ক্ষেতের জমি জোরপূর্বক দখল করে প্রশাসনের সহযোগিতায় সরকারি রাস্তা নিজ খরচে বড় করেছেন রাজনগর উপজেলার মুন্সিবাজার ইউনিয়নের করিমপুর গ্রামের বিএনপি সমর্থক এক ব্যক্তি। ইতিমধ্যে তারা সংখ্যালঘু পরিবারটির বেশ কিছু বাঁশ ও গাছ কেটে নিয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, দুর্বৃত্তরা ওই পরিবারটির পূজার ঘরও জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং পরিবারটিকে এলাকাছাড়া করাই মূল উদ্দেশ্য। এদিকে সংখ্যালঘু পরিবারটির পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ জানালে নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে গতকাল রোববার রাস্তাটির জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।

সরেজমিন করিমপুর এলাকায় গিয়ে জানা যায়, সার্ভেয়ার দিয়ে গত ৩ মার্চ করিমপুর গ্রামের বিএনপি সমর্থক শাহ মাহমুদ আলী (দালাল মোল্লা) গ্রামের সরকারি রাস্তা জরিপ করিয়ে খুঁটি পোঁতেন। পুরো রাস্তার জরিপ না করে রহস্যজনকভাবে শুধু সংখ্যালঘু অঞ্জু মল্লিক ও রণজিৎ মল্লিকের বাড়িসংলগ্ন এলাকা জরিপ করা হয়। গত ১২ মার্চ জরিপকৃত এলাকায় মাহমুদ আলী লোকজন দিয়ে মাটি ভরাট করে রাস্তা প্রশস্ত করেন।

রণজিৎ মল্লিক অভিযোগ করেছেন, গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকে মাহমুদ আলী ও তার লোকজন তাদের নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছে। এমনকি তাদের গ্রামছাড়া করার হুমকিও দিয়ে আসছে।

অন্যদিকে মাহমুদ আলী প্রথম আলোর কাছে জোরপূর্বক রাস্তা বড় করা ও জমি দখলের কথা অস্বীকার করে বলেন, রাস্তার জায়গা দীর্ঘদিন ধরে বেদখল হয়ে আছে। এলাকার পঞ্চায়েতের অনুরোধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জমি উদ্ধারের আবেদন জানালে তিনি গত ৩ মার্চ সার্ভেয়ার পাঠিয়ে রাস্তা জরিপ করান। অনেকে বলেন, গত নির্বাচনের পর থেকে সংখ্যালঘু এই পরিবারটিকে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছেন মাহমুদ আলী ও তার লোকজন। তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং প্রভাব খাটিয়ে মাহমুদ আলী রাস্তাটি বড় করার নামে ওই পরিবারটির জায়গা-জমি দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

রাজনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাবিবুল কবির চৌধুরী বলেন, তিনি সংখ্যালঘু পরিবারটির পক্ষ থেকে অভিযোগ পেয়েছেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

প্রথম আলো, ১৮ মার্চ ২০০২

(৮২৮)
রংপুরে সংখ্যালঘু মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে হামলা, লুটপাট, জখম
চাঁদা না পেয়ে ছাত্রদল ক্যাডারদের কাণ্ড ॥ গৃহকর্তাকে কুপিয়ে জখম

পরিমল মজুমদার, রংপুর থেকে ঃ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা না দেওয়ায় রংপুর শহরের তাঁতিপাড়ায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হিন্দু পরিবারে গতকাল সোমবার সকালে ছাত্রদলের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ব্যাপক হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে। হামলাকারীরা গৃহকর্ত্রীকে লাঞ্ছিত ও মুক্তিযোদ্ধা দিলীপ সরকারকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে ওই পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে বলে জানা গেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ মার্চ ছাত্রদল জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোজাহিদুর রহমান বিপ্লব, রশীদ ও নজরুল রাত আনুমানিক ১১টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে মুক্তিযোদ্ধা দিলীপ সরকারের তাঁতি পাড়াস্থ বাড়িতে আসে। প্রথমে তারা বাড়ির গেটে অনবরত লাথি মারতে থাকে ও গালিগালাজ করতে থাকে। এক পর্যায়ে দিলীপ গেট খুলে দিলে সন্ত্রাসীরা বাড়ির ভেতরে ঢুকে বলে 'জায়গা বিক্রি করেছো এজন্য আগামীকাল সকাল ১০টার মধ্যে ৫০ হাজার রেডি করে রাখবে। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় টাকা দাবি করে শাসিয়ে যায়।' পরদিন ১৭ মার্চ বেলা ১১ টার দিকে ওই সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বে ১০/১৫ জন যুবক দিলীপ বাবুর বাসায় আসে এবং টাকা দাবি করে। তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা টাকার অংক কমিয়ে ২০ হাজার নির্ধারণ করে। এতেও টাকা দিতে রাজি না হলে তারা দিলীপ বাবুর শার্টের কলার চেপে ধরে চড়থাপ্পর ও লাথি মেরে বলে কালকের মধ্যে টাকা না দিলে হিন্দুস্থান পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর গতকাল সোমবার জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বিপ্লব, বিএনপির ১১নং ওয়ার্ড শাখার নেতা খালেকুজ্জামান ৯নং ওয়ার্ড শাখার রশীদের নেতৃত্বে ২৫/৩০ জনের সশস্ত্র একটি দল দুই দিক থেকে দিলীপের বাড়িতে হামলা চালায়। প্রথমে তারা বাড়ির উঠোনে ককটেল ফাটিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সন্ত্রাসীরা পরে বাড়ির প্রাচীর নির্মাণে নিয়োজিত রাজমিস্ত্রি ও শ্রমিকদের বেদম পেটাতে থাকে। সেখানে রাখা দুই সহস্রাধিক ইট, ৩ মণ রড, দুইটি পানির পাম্প ও একটি টিউবওয়েল ঠেলা গাড়িও রিকশাযোগে লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় দিলীপ ও তার স্ত্রী বাধা দিতে গেলে তারা প্রথমে স্ত্রী তাপসিকে লাঞ্ছিত করে। এক পর্যায়ে তারা দৌড়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলে সন্ত্রাসীরা দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং দিলীপকে রামদা দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে কোপাতে থাকে। এ ছাড়াও ঘরে রাখা কম্পিউটার ভাঙচুর, মূল্যবান যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়ার সময় পুনরায় হুমকি দিয়ে যায় যে, টাকা না দিলে এর চেয়েও ভয়ঙ্কর পরিণতি ভোগ করতে হবে। গুরুতর আহত অবস্থায় দিলীপকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে পরিবারটির পক্ষ থেকে দিলীপের ছেলে রংপুর কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি তাপস সরকার অভিযোগ করে বলেন, তারা থানায় মামলা করতে গেলে ওসি মেডিকেল সার্টিফিকেট ছাড়া মামলা নেওয়া যাবে না বলে ফিরিয়ে দেয়। এলাকাবাসী জানান, দিলীপের বাবা কুমুদ রঞ্জন সরকার মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। দিলীপ সরকার ছিলেন একাত্তরের রণাঙ্গনের সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারটির ওপর এ সন্ত্রাসী হামলাকে তারা পরিকল্পিত বলে আখ্যায়িত করেন। অন্যদিকে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও ছাত্রদলের নেতারা এ ঘটনায় জড়িত বলে পুলিশ মামলা নিতে গড়িমশি করছে।

ভোরের কাগজ, ১৯ মার্চ ২০০২

(৮২৯)
লক্ষ্মীপুরে মন্দির দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ

কাগজ ডেস্ক ঃ লক্ষ্মীপুরের পৌর এলাকায় সন্ত্রাসীরা একটি মন্দির দখল করে রোববার রাতে সেখানে বাড়ি তুলেছে। ২শ' বছরের পুরনো ভাটনগর শ্রী শ্রী কালীতলা মন্দির কমিটির পক্ষে জনৈক আসুলিয়া কুমার দেবনাথ ডিসি, এসপি এবং সদর থানার ওসির কাছে এ ব্যাপারে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ইউএনবি।

আজকের কাগজ, ১৯ মার্চ ২০০২

(৮৩০)
আগৈলঝাড়ায় জমি দখল

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি ঃ আগৈলঝাড়ার রত্নপুর গ্রামের একটি হিন্দু পরিবারের এক একর ২৯ শতাংশ জমি রাতের আঁধারে দখল করে নিয়েছে প্রভাবশালীরা। এছাড়া পানের বরজে অগ্নিসংযোগ করে তিন লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি করা হয়েছে। আগৈলঝাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দায়ের করার পরও কোনও পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

অভিযোগে প্রকাশ, অগৈলঝাড়ার রত্নপুর গ্রামের কমলেন্দু শর্মার এক একর উনত্রিশ শতাংশ জমিতে বর্গা চাষী হিসেবে পানের বরজ তৈরি করে দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করত ওই গ্রামের জীবন দাশ, সন্তু দাশ ও রনজিৎ দাশ। কমলেন্দু থাকত বরিশাল শহরে। গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই গ্রামের কাদের হাওলাদার ওরফে কাদের সুট তার দলবল নিয়ে ৩২৫টি পানের বরজ ভেঙে চুরমার করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে রাতের মধ্যেই ঘরতুলে জমি দখল করে নেয়। এ সময় বর্গাচাষীরা বাধা দিতে এলে সন্ত্রাসীরা বোমা ফাটিয়ে তাদের এলাকা ত্যাগে বাধ্য করে।

দৈনিক মাতৃভূমি, ২০ মার্চ ২০০২

(৮৩১)
নবাবগঞ্জে সন্ত্রাসী হামলায় বৌদ্ধ পরিবারের পাঁচ জনকে কুপিয়ে জখম

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি ঃ উপজেলার কৈলাইল পূর্বপাড়ায় একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী গতকাল মঙ্গলবার একটি বৌদ্ধ বাড়িতে হামলা চালিয়ে পাঁচ ব্যক্তিকে গুরুতর জখম করেছে।

ভোরের কাগজ, ২০ মার্চ ২০০২

(৮৩২)
ভালুকা ও নবাবগঞ্জে হামলা ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ
টাঙ্গাইলে হিন্দু ব্যবসায়ীর গুদামঘর দখল করে নিয়েছে বিএনপি নেতা

বিশাল বাংলা ডেস্ক ঃ টাঙ্গাইল শহরে এক হিন্দু ব্যবসায়ীর কাপড়ের গুদাম দখল করে নিয়েছে জেলা বিএনপির এক নেতা। এ ব্যাপারে সুবিচার চেয়ে ওই ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করা হয়েছে। এছাড়া ময়মনসিংহের ভালুকা এবং ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জে পৃথক দুটি হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি জানান, টাঙ্গাইল শহরের সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ী নারায়ণ চন্দ্র পালের মসজিদ রোডের কাপড়ের গুদাম দখল করে নিয়েছে জেলা বিএনপি নেতা ছানোয়ার হোসেন। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করায় ঐ দখলদার নেতার লোকজন ওই ব্যবসায়ীর ওপর হামলা চালিয়েছে। থানায় মামলা করলেও পুলিশ দখলদারদের উচ্ছেদ করেনি। জানা গেছে, এ ব্যাপারে ওই ব্যবসায়ী পরিবার সুবিচারের আশায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন।

টাঙ্গাইল শহরের মসজিদ রোডে প্রায় ২৫ বছর ধরে কাপড়ের ব্যবসা করে আসছেন সন্তোষের পালপাড়ার নারায়ণ চন্দ্র পাল। '৯১ সালে তিনি মসজিদ রোডে প্রায় এক শতাংশ জমিসহ একটি বিল্ডিং ক্রয় করেন। জনৈক মহাদেব বসাক ঐ দলিলের বিরুদ্ধে প্রিয়েনশন মামলা করে হেরে যান। মামলা চলাকালে জেলা বিএনপির স্বনির্ভরবিষয়ক সম্পাদক ছানোয়ার

হোসেন মহাদেব বসাকের দশমিক ৮৩১ শতাংশ জমি ক্রয় করেন। জমি কেনার পর থেকেই তিনি নারায়ণ চন্দ্র পালকে নানা ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ছানোয়ার হোসেন তার সহযোগীদের নিয়ে ঐ ব্যবসায়ীর কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরবর্তী সময়ে নারায়ণ চন্দ্র পাল ১৩ ফেব্রুয়ারি জায়গার ব্যাপারে আদালতে ইংজাংশন মামলা করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি রাতে ছানোয়ার হোসেন নারায়ণ পালের দোকানের পেছনের গুদাম ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে দখল করে নেয়।

১৬ ফেব্রুয়ারি বিষয়টি টাঙ্গাইল সদর থানার ওসিকে জানানো হলেও তিনি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। পরদিন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনুরোধে পুলিশ সাধারণ ডায়েরি (নম্বর-৯৩৯) রেকর্ড করেন। এ ছাড়াও ২০ ফেব্রুয়ারি নিজের জানমালের নিরাপত্তা চেয়ে নারায়ণ চন্দ্র পাল থানায় আরো একটি ডায়রি করেন।

এ ব্যাপারে বিএনপি নেতা ছানোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমি অবৈধভাবে কোনো জায়গা দখল করিনি। কাউকে কোনো হুমকিও দেইনি।

ময়মনসিংহ অফিস জানায়, জেলার ভালুকা উপজেলার ভাণ্ডার গ্রামে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর লাগাতার হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১৭ মার্চ আদালতে অভিযোগ দায়ের হলে আদালত এ ব্যাপারে তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানাকে নির্দেশ দিয়েছে।

মামলার বাদী ও ভালুকা থানা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ নেতা জানান, বেশ কিছুদিন আগে থেকেই স্থানীয় হামিদ কারি, ইসরাইল, হাবিবুর রহমান, আঃ রহমান, রউফ মিয়া প্রমুখের নির্দেশ ও উপস্থিতিতে তার বাড়িঘরে লাগাতার হামলা হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা তার বাড়ির খড়ের স্তূপে আগুন দিয়েছে। ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করেছে, বিদ্যুতের তার কেটে দিয়েছে।

এ ব্যাপারে মোবাইল টেলিফোনে প্রধান অভিযুক্ত হামিদ কারির সঙ্গে কথা বললে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন।

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি জানান, গত ১৮ মার্চ উপজেলার কৈলাইল গ্রামের রমেশ সিংহের বাড়িতে এলাকার একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে এবং একই পরিবারের চারজনকে ছুরিকাঘাত করে আহত করে।

জানা যায়, সকাল ৯টায় পাঁচ-ছয়জনের সন্ত্রাসী দল রমেশের বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। সন্ত্রাসীরা রমেশ (৬০), ঊষা রানী (৫০), সুমিলা (৯), সুলক্ষণকে (৪০) উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতবিক্ষত করে। তাদের চিৎকারে গ্রামের লোকজন ছুটে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা আহতের পরিবারকে মামলা না করার জন্য হুমকি দিয়েছে। আহতদের নবাবগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রথম আলো, ২০ মার্চ ২০০২

(৮৩৩)
ঘটনাস্থল বাঘার বাউসা ইউনিয়নের দিঘা গ্রাম
অনিল কুমার সরকারের নামে এবার মৃত্যুর পরোয়ানা দিয়ে চিঠি
সংখ্যালঘুদের মধ্যে নতুন করে ভীতি

বাউসা (বাঘা) থেকে ফিরে জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ঃ সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাঘা উপজেলার বাউসা ইউনিয়নের দিঘা গ্রামের সেই পরিবারটি ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ব্যাপক

লুটতরাজের পর অনিল কুমার সরকারের (৫৮) নামে এবার চিঠি দিয়ে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। চিঠি পেয়ে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অনিল কুমার সপরিবারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে। ফলে গোটা বাঘা উপজেলা জুড়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, গত ২৬ জানুয়ারি রাতে 'ডাকাতি'র নামে একদল সন্ত্রাসী অনিল সরকারের বাড়িতে ঢুকে কাজের ছেলেকে জিম্মি করে ব্যাপক লুটপাট চালায়। এরপর গত ১০ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাসীরা ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে অনিল সরকারকে চিঠি পাঠায়। পরদিন ১১ ফেব্রুয়ারি অনিল সরকার তার পত্নী মায়া রানী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় মেয়ে জামাই অমিত কুমার রায়ের বাসায় আশ্রয় নেন। অনিল কুমার বিশাল ফাঁকা বাড়িতে প্রতিবেশী দুলালউদ্দিন ও বিজয় পাহারায় থাকেন। গ্রামের মানুষ সন্ধ্যা নামলেই বাড়ি-বাড়ি পাহারার ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু যারা পাহারায় থাকছেন, তাদেরকেও কাফনের কাপড় রাখার জন্য সন্ত্রাসীরা হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অনিল সরকারকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, তোর মৃত্যুর চিঠি দিলাম। শ্রী অনিল সরকার তোর বাসায় আমার গ্রুপ নিয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম অনেক কিছু পাবো। কিন্তু সামান্য কিছু পেলাম। কিন্তু এবার আসছি, তুই নতুন করে এক লাখ নগদ টাকা রাখবি, নইলে বুঝতেই পারছিস। তুই অনেক মিথ্যা রটিয়েছিস। ভাবছিস, পুলিশ তোকে বাঁচাবে? না মাস্টার তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। সব জায়গায় আমার লোক থাকবে। বেশি কিছু লিখলাম না। লোক জানিয়ে লাভ হবে না। টাকা রেডি কর, আমরা আসছি। হিটলার গ্রুপ। চিঠিতে দুটি রিভলবারের ছবিও আঁকা ছিল।

দিঘার মায়া বালা সরকার (৬৫) জানান, এখানকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। এভাবে আর কতদিন চলবে? আমরা হিন্দু, তাই আমাদের বিপদ অনেক বেশি। দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। নইলে গলায় রশি দিয়ে মরা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না। অনিল সরকারের ভাইপো রনজিৎ কুমার সরকার কমল বললেন, বাঘা থানার ওসি জানিয়েছেন, কিছু হবে না। চিঠি দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে মাত্র। সন্ধ্যা নামলেই এলাকার হিন্দু-মুসলমান সকলেই হামলা লুটতরাজের আতঙ্কে থাকেন।

সংবাদ, ২১ মার্চ ২০০২

(৮৩৪)
কুড়িগ্রামে মূর্তি ভাঙচুর

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ঃ কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী পৌর এলাকার পূর্ব সুখেতিপাড়া সার্বজনীন কালীমন্দিরে গত মঙ্গলবার রাতে দুষ্কৃতকারীরা দুটি কালীমূর্তি ভাঙচুর করেছে। নাগেশ্বরী থানা জানায়, রাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন পূজা করে চলে যাওয়ার পর দুষ্কৃতকারীরা মূর্তির হাত ও মুকুট ভাঙচুর করে। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। জেলার পুলিস কর্মকর্তারা গতকাল বুধবার মন্দির পরিদর্শন করেছেন।

প্রথম আলো, ২১ মার্চ ২০০২

(৮৩৫)
গুরুদাসপুরে হিন্দু আ. লীগ কর্মীকে পিটিয়েছে সন্ত্রাসীরা

গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি ঃ গুরুদাসপুরে সন্ত্রাসীরা এক হিন্দু আওয়ামী লীগ কর্মীকে লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছে।

গত রোববারের এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করলেও সন্ত্রাসীরা মামলা প্রত্যাহারে চাপ সৃষ্টি করছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্র জানায়, গত রোববার গুরুদাসপুর থানার সামনের একটি চায়ের দোকানে বসে আওয়ামী লীগ কর্মী মিঠু সরকার (৩৫) চা খাচ্ছিল। এ সময় চিহ্নিত সন্ত্রাসী তোতা (২৬) গং তাকে ডেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে নিয়ে লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়ে বেদম পেটায়। পরে অজ্ঞান মিঠুকে এলাকাবাসী উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। নিরাপত্তার অভাবে তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনা হয়।

ঘটনা জানতে পেরে পুলিশ বাদী হয়ে গত সোমবার তোতা (২৬), হাবীব (২৫) ও ফারুকের (২৭) বিরুদ্ধে একটি মামলা করে। এরপর সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু মিঠুর পরিবারকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য নানারকম হুমকি দিচ্ছে। বর্তমানে পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে।

প্রথম আলো, ২১ মার্চ ২০০২

(৮৩৬)
ইটনায় সংখ্যালঘু পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলা ঃ আহত ২

বাজিতপুর প্রতিনিধি ঃ চাঁদা না দেওয়ায় একদল সন্ত্রাসী সম্প্রতি কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার মগুনাথপুর গ্রামের সংখ্যালঘু নিকুঞ্জ দেবনাথের বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা ব্যাপক ভাঙচুর করে। সন্ত্রাসীদের হামলায় নিকুঞ্জ দেবনাথ (৩৮) ও মঞ্জু রাণী দেবনাথ (২৬) গুরুতর আহত হন।

আজকের কাগজ, ২৩ মার্চ ২০০২

(৮৩৭)
অসামাজিক কাজে বাধা দেওয়ায় দ্বিতীয় দফা হামলা
বরিশাল খ্রিস্টান পল্লীতে ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলা, গ্রেপ্তার ২

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ বরিশাল শহরতলির ইছাকাঠীর খ্রিস্টানপল্লীতে অসামাজিক কাজে বাধা দেয়ায় ক্ষিপ্ত ছাত্রদল ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে গতকাল শুক্রবার সকালে ৩ জনকে আহত করেছে। এদের মধ্যে একজন হাসপাতালে। এ সময় ২ রাউন্ড গুলিও বর্ষিত হয়। পুলিশ এর সঙ্গে জড়িত দুই ছাত্রদল ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ১৯ মার্চেও একই কারণে ঐ পল্লীতে হামলা চলিয়ে ২ যুবককে আহত করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শহরতলির ইছাকাঠী খ্রিস্টানপল্লীতে এলাকার সরকারদলীয় সন্ত্রাসী ছাত্রদল ক্যাডাররা মাদক সেবন, মেয়েদের উত্যক্ত করাসহ বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল। এ ব্যাপারে বারবার নিষেধ এবং দলীয় নেতাদের কাছে অভিযোগ করেও সুফল পাওয়া যায়নি। তাই পল্লীর খ্রিস্টান যুবকরা এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে এগিয়ে আসলে গত ১৯ মার্চ ছাত্রদল ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে পল্লীর ২ যুবক সজল ও সবুজকে আহত করে।

এতেও প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ না কমায় গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ সশস্ত্র ছাত্রদল ক্যাডাররা খ্রিস্টান পল্লীতে আবারো হামলা চালায়। তারা ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে ত্রাস

সৃষ্টি এবং পল্লীর বাসিন্দা বাদল বৈদ্যের বাড়িঘর ভাঙচুর করে। এ হামলায় পল্লীর ৩ বাসিন্দা আহত হয়। এদের মধ্যে গুরুতর আহত সেন্ট লিটন হালদারকে (১৭) বরিশাল মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে আধঘণ্টা পর পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত জলিল ও সুজন নামে দুই ছাত্রদল ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে।

বরিশাল বিভাগীয় সচিবালয় এই ইছাকাঠীতে অবস্থিত। তা সত্ত্বেও এলাকাটি সরকারদলীয় সন্ত্রাসী ও মাদকাসক্তদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। পর পর ২ বার হামলার শিকার হওয়া খ্রিস্টানপল্লীতে এ জন্য আতঙ্ক এবং সন্নিহিত অঞ্চলে উত্তেজনা বিরাজ করছে। কাছাকাছি পুলিশ ফাঁড়ি বা টেলিফোন না থাকায় যে কোনো সময় সেখানে ব্যাপক অঘটনের আশঙ্কা রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৩ মার্চ ২০০২, শনিবার

(৮৩৮)
নওগাঁয় সংখ্যালঘু কিশোরী ধর্ষণ যুবক খুন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার নিভৃতপল্লী বাহাদুর পুরে বৃহস্পতিবার রাতে ডাকাতবেশী সন্ত্রাসীদের দ্বারা সংখ্যালঘু পরিবারের এক স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ ও গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ওই ঘটনায় ডাকাতদের প্রতিরোধ ও তাদের হাত থেকে মহিলাদের সম্ভ্রম বাঁচাতে এগিয়ে আসা প্রতিবাদী যুবক নয়ন কুমার সরকারকে (২৪) সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে খুন করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ মার্চ ২০০২

(৮৩৯)
কক্সবাজারে জমি দখলের জন্য বৌদ্ধমন্দির পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

কক্সবাজার প্রতিনিধি ঃ একদল সন্ত্রাসী জমি দখলের জন্য একটি বৌদ্ধমন্দির আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের শীরের ছড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ হায়দার আলী ও আলী আকবর নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন জানান, মন্দিরের জমি দখলের জন্য স্থানীয় প্রভাবশালীরা সন্ত্রাসীদের দিয়ে আগুনে মন্দিরটি জ্বালিয়ে দেয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হলে প্রাণনাশ করা হবে বলে তারা হুমকি দিয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শংকর প্রসাদ দেব ও থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু তাহের গত শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজনের জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার আশ্বাস দেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শংকর প্রসাদ দেব সাংবাদিকদের বলেন, জ্বালিয়ে দেওয়া মন্দিরটি সরকারি বনভূমির ওপর নির্মিত। ওই স্থানে কিছু লোক স্কুলের জমি আছে বলে দাবি করে আসছে। জায়গাটির দখল নিয়ে দু বছর আগেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন এই তথ্য অস্বীকার করে বলেন, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ মন্দির। যেখানে ভিক্ষু রয়েছে এবং নিয়মিত ধর্মীয় উপাসনা চলে।

রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কর্মকর্তারা এ ঘটনায় উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার দাবি জানিয়েছেন।

প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০০২

(৮৪০)
কেবল ফেব্রুয়ারি মাসে সংখ্যালঘু মানুষের ওপর ১৩১টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ সারাদেশে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষের ওপর ১৩১টি নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় দৈনিকগুলোতে কেবল ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

তথ্য অনুযায়ী, এসব ঘটনার মধ্যে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২৪টি। সবগুলো ঘটনার অভিযুক্তরা ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের বলে খবরে প্রকাশ। এসব ঘটনায় বিচার না পেয়ে ৫ জন নারী বিষপান ও গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষের ওপর এই ১শ' ৩১ ঘটনার মধ্যে সন্দ্বীপ, নাটোর, নরসিংদী, মীরসরাই এ প্রায় ১৫ হাজার মানুষ নিরাপত্তাহীনতার কারণে গৃহছাড়া রয়েছে। অন্যদিকে মহেশখালীতে পৌর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রায় ৫ হাজার সংখ্যালঘু মানুষ হুমকির মুখে প্রায় অবরুদ্ধ জীবন-যাপন করছে। চারদলীয় জোট প্রার্থীর সমর্থকরা তাদেরকে ভোট কেন্দ্রে যেতে না দেওয়ার জন্য নানা ধরনের নির্যাতন ও হুমকি প্রদর্শন করছে বলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সূত্রে জানানো হয়েছে, দেশে সাম্প্রদায়িক হামলা, নির্যাতন ও নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতন চালিয়ে বাড়ি-ভিটা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জায়গা দখল করা হচ্ছে। লুটপাট চালানো হচ্ছে। নারকীয় ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বহু নারী। গত এক মাসে সংবাদপত্রে প্রকাশিত নির্যাতনের পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে নির্যাতনের ব্যাপকতা কত ভয়াবহ। তবে এর বাইরেও আরও ঘটনা ঘটেছে যা সংবাদপত্রে বিভিন্ন কারণে প্রকাশ পায়নি।

আজকের কাগজ, ২৫ মার্চ ২০০২

(৮৪১)
গলাচিপায় ফের ধর্ষণকালে অঙ্গ হারাল ইউপি মেম্বার

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ গলাচিপায় সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূ দ্বিতীয়বার ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রভাবশালী এক ইউপি মেম্বারের পুরুষাঙ্গ কর্তন করেছে।

গলাচিপা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, দ্বিতীয়বার ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে সংখালঘু পরিবারের সুন্দরী গৃহবধূ লক্ষ্মীরানী মজুমদার প্রভাবশালী লম্পট ইউপি মেম্বার মোসলেম গাজীর পুরুষাঙ্গ কর্তন করেছে। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ধর্ষকের ক্যাডার বাহিনী গৃহবধূকে বেধড়ক পিটিয়েছে। তার বাড়িঘর ভাংচুর ও মালামাল লুট করেছে। কর্তিত পুরুষাঙ্গ নিয়ে মোসলেম গাজী অজ্ঞাত স্থানে রয়েছে। গলাচিপার চরবিশ্বাস ইউনিয়নের চরআগস্তি গ্রামে রবিবার রাত ১০ টায় এ ঘটনাটি ঘটেছে।

ঘটনার সময়ে লক্ষ্মীরাণী মজুমদারের (৪০) স্বামী সুধীর মজুমদার পটুয়াখালী শহরে ছিল। ঘরের দরজা খোলা থাকার সুযোগে এক ফাঁকে লম্পট মোসলেম গাজী (৪৫) ঘরে ঢুকে পড়ে এবং বিছানায় ফেলে ধর্ষণের চেষ্টা করে। লক্ষ্মী রাণী মজুমদার ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে মোসলেম গাজীর পুরুষাঙ্গে ব্লেড দিয়ে দু'টি পোচ দেয়। মুহূর্তে পুরো বিছানা রক্তে ভেসে যায়। মোসলেম গাজী তার জামা, জুতা ও টর্চলাইট ঘটনাস্থলে ফেলে ঘরের বাইরে এসে চিৎকার শুরু করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার ক্যাডার বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং লক্ষ্মীরানীর বাড়িঘর ভাঙচুর করে। নগদ টাকাসহ ঘরের মালামাল লুট করে। ক্যাডাররা তার দু'টি অবুঝ সন্তানসহ বাড়ির অন্যদের বেদম মারধর করে।

লক্ষ্মীরানী প্রায় আধামাইল দৌড়ে একটি বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। ক্যাডাররা সেখানে এসেও লক্ষ্মীরানীর চুলের মুঠি ধরে মাটিতে শুইয়ে দেয়। তাকে বেধড়ক পেটানো ছাড়াও ৭/৮ ক্যাডার পা দিয়ে ইচ্ছামতো তাঁকে মাড়ায়। মুমূর্ষু লক্ষ্মীরানী বর্তমানে গলাচিপা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ দিকে এ ঘটনার নেপথ্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। লক্ষ্মীরানী মজুমদারকে দীর্ঘদিন থেকে ইউপি মেম্বার মোসলেম গাজী জ্বালাতন করে আসছে। লম্পট হিসাবে পরিচিত এবং বার বার দলবদলকারী মোসলেম গাজীর এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপিত্তি রয়েছে। গত বছরের পহেলা জানুয়ারি রাতে লক্ষ্মীরানী মজুমদারকে মেম্বার মোসলেম গাজী ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় আদালতে মামলা হয়। এলাকার আরেক প্রভাবশালী ও ইউপি চেয়ারম্যান এ ঘটনায় মোসলেম গাজীর পক্ষ নেয়। লক্ষ্মীরানী মজুমদার অভিযোগ করেছে, পুলিশ তার মামলায় আদৌ কোন তদন্ত করেনি। সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেয়নি। পুলিশ তার কাছে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ না পেয়ে তাকে মামলার নিষ্পত্তির জন্য চাপ দেয়। এক পর্যায়ে পুলিশ মামলার ফাইনাল রিপোর্ট দেয়।

সোমবার বিকাল ৩টা পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে, লক্ষ্মীরানীকে আসামী করে পলাতক মোসলেম গাজীর পক্ষ থেকে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। লক্ষ্মীরানীর পক্ষেও থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ রেকর্ড করেনি। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে লক্ষ্মীরানীর পুরো পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ মার্চ ২০০২

(৮৪২)
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার কলাপাতা গ্রাম
২ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি ॥ নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে সবাইকে

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরা তালা উপজেলার গ্রামে দুই বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত ২০ মার্চ রাত দেড়টার দিকে তালা উপজেলার কলাপোতা গ্রামে লক্ষণ চক্রবর্তী ও তার কাকা পরিতোষ চক্রবর্তীর বাড়িতে ১৭/১৮ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দেয়। ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে লক্ষণ চক্রবর্তী, পরিতোষ চক্রবর্তী ও বিপুল চক্রবর্তীর হাত-পা-মুখ বেঁধে এবং বাড়ির মহিলাদের জিম্মি করে নগদ ৩২ হাজার টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ দুই লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতরা পরণের কাপড় ছাড়া কিছুই রেখে যায়নি। এ ব্যাপারে তালা থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। উল্লেখ্য, সাতক্ষীরায় সম্প্রতি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে গেছে।

সংবাদ, ২৮ মার্চ ২০০২

(৮৪৩)
বানিয়ানগরে খোদ ওয়ার্ড কমিশনার দখল করেছে হিন্দু বাড়ি

সূত্রাপুর সংবাদাতা ঃ এবার খোদ ওয়ার্ড কমিশনারের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র যুবক সূত্রাপুরের একটি হিন্দু বাড়ি দখল করে নিয়েছে। বাউন্ডারি দেয়া বাড়ির ভিতরে তারা প্রস্তাবিত বানিয়ানগর ছোট জামে মসজিদ নামে একটি সাইনবোর্ডও লাগিয়ে দিয়েছে। গত সপ্তাহে তারা এই জমির ভিতরে এক ট্রাক মাটি ফেলেছে। বুধবারও তারা ট্রাক নিয়ে মাটি ফেলতে গিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল নয় দেখে তারা ট্রাকটি ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বাড়িটির হোল্ডিং নম্বর ১৫ নম্বর কাঠেরপুল।

সাড়ে ৪ কাঠার এই সম্পত্তির মালিক মঙ্গলা চক্রবর্তী জানান যে, ওয়ার্ড কমিশনার এমএ সাঈদের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী গত ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম সাইনবোর্ডটি লাগিয়ে দেয়। ওই তারিখেই থানায় জিডি করার পর পুলিশ সাইনবোর্ডটি তুলে নিয়ে যায়। গত সপ্তাহে তারা আবার সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয় ও জোর করে মাটি ফেলে। এবারও মঙ্গলা চক্রবর্তী থানায় জিডি করেন। কিন্তু পুলিশ এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি।

মঙ্গলা চক্রবর্তী জানান, সন্ত্রাসীরা তাঁর জমিতে ঢুকে আড্ডা দিচ্ছে এবং বাড়ির দলিল দেখাতে বলছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, ওয়ার্ড কমিশনার ক্ষমতাসীন দলের লোক বলে কেউ এ ব্যাপারে এগিয়ে আসছেনা, পুলিশও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বাড়াবাড়ি করলে হত্যা করা হবে বলেও সন্ত্রাসীরা তাঁকে হুমকি দিচ্ছে।

স্থানীয় এলাকাবাসী জানায়, এখানে বড় একটা মসজিদ রয়েছে। ওয়ার্ড কমিশনার বাড়িটি নিজের দখলে নেয়ার জন্যই এই ফন্দি এঁটেছে। কারণ মসজিদ নির্মাণের কথা বললে কেউ তেমন কিছু বলবে না।

মঙ্গলা চক্রবর্তী এখন তাঁর সন্তানদের নিয়ে জমির একাংশে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ মার্চ ২০০২

(৮৪৪)
ধামরাইয়ে বিএনপি নেতার ফার্মে আওয়ামী লীগ কর্মীকে পুড়িয়ে হত্যা

সাভার, ২৭ মার্চ নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার রাতে ধামরাইয়ে আওয়ামী লীগের এক কর্মীকে বিএনপির এক প্রভাবশালী নেতার মালিকানাধীন পোল্ট্রি ফার্মে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। লাশ মাটিচাপা দিয়ে হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হলেও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার সন্ধ্যায় ধামরাই পুলিস লাশটি উদ্ধার করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সাভার উপজেলার বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতা হাজী কালামের মালিকানাধীন ফোর্ড নগরের চরবরদাইল গ্রামে একটি পোল্ট্রি ফার্মে প্রফুল্ল মণ্ডল (৩৮) নামে আওয়ামী লীগের এক কর্মীকে মঙ্গলবার রাতে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাকে বেধড়ক মারপিট শেষে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। নিহতের আত্মীয়স্বজন এমনকি প্রতিবেশীদেরও বুধবার সারা দিন ফার্মের ত্রি-সীমানায় যেতে দেয়নি। পরে পুলিস লাশটি উদ্ধার করলেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ মার্চ ২০০২

(৮৪৫)
বিয়ানীবাজারে 'শ্মশান ভূমি' আত্মসাতের অভিযোগ

সিলেট অফিস ঃ বিয়ানীবাজার উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের চন্দ্রগ্রাম মৌজায় ভিপি তালিকাভুক্ত একটি শ্মশান ভূমি বেআইনী দলিলাদি সৃষ্টি করে আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আত্মসাৎকারী দু'সহোদর ইতোমধ্যে সেখানে পাকা স্থাপনা নির্মাণ শুরু করেছে এবং শ্মশানের শিবমন্দিরের একাংশও ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লাশ সৎকারেও বাধা দেয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন মুষড়ে পড়েছেন। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকেও অবহিত করা হয়েছে।

জানা যায়, চন্দ্রগ্রাম মৌজায় (জেএল নং-৮) স্থিত ৭৫১ নং খতিয়ানের ৭০৩ দাগের ০.৫ একর জমির মালিক কৃষ্ণ চরণ নাথ গং বহু আগে বাংলাদেশ ত্যাগ করার পর তা ভিপি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তখন থেকেই সেটা 'শ্মশান' হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রীর দফতরে প্রেরিত অভিযোগনামায় বলা হয়, একই মৌজার হাজী ঈমান আলীর পুত্র মোঃ আকছার উদ্দিন ও মোঃ কমর উদ্দিন সম্প্রতি বেআইনী দলিল সৃষ্টি করে বিধিবহির্ভূতভাবে উক্ত ভূমি নিজেদের নামে নামজারি করিয়ে নেয় (নামজারি কেইস নং ১৪৫/৯৩-৯৮)। বর্তমানে তারা ভূমির দখলে গিয়ে সেখানে পাকা স্থাপনা নির্মাণ করছে। এমন কি, সেখানকার শিবমন্দিরের একাংশও ভেঙ্গে ফেলেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দারুণ মর্মাহত হয়েছেন। তারা তদন্তপূর্বক বেআইনী দলিল সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ২৯ মার্চ ২০০২

(৮৪৬)
ঠাকুরগাঁওয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ঃ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার চণ্ডিপুর গ্রামের কয়েকটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা-নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং অপহৃত তিন ব্যক্তিকে উদ্ধারের দাবিতে গত ২৭ মার্চ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ডাকে শহরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভকারীরা মিছিল শেষে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে পৃথক পৃথক স্মারকলিপি প্রদান করেছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চণ্ডিপুর গ্রামের সন্ত্রাসী জনৈক বাচ্চু মিয়া গত ২২ মার্চ রাতে অশ্বিনী বর্মণ, দীন মোহন বর্মণ ও দেবেন্দ্র বর্মণকে পাওনা টাকা দেয়ার ছলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত এদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর বাচ্চু মিয়া দালাল নিয়ে অপহৃত ব্যক্তিদের বাড়ি-ঘর ভাংচুর করে।

যুগান্তর, ৩০ মার্চ ২০০২

(৮৪৭)
বৃন্দাবন দাসের লাশ দাহ করতে দেয়া হয়নি

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) থেকে সংবাদদাতা ঃ প্রভাবশালী মহল দর্শনার সংখ্যালঘু দাস পাড়ার শ্মশানটি দখল করায় গত বৃহস্পতিবার শ্রী বৃন্দাবন দাসের (৬০) মৃতদেহ দাহ করা যায়নি। দুইদিন পর রাস্তার পাশে মাটিচাপা দেয়া হয়। দর্শনা পৌর চেয়ারম্যান ও নিহতের আত্মীয়সূত্রে জানা যায়, দর্শনা কালিদাসপুর শ্মশানটি বৃটিশ আমল হতে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় ব্যবহার করে আসছিল। স্থানীয় প্রভাবশালী জনৈক ব্যক্তি শ্মশানসহ ওই এলাকার যাবতীয় খাস জমি তার লিজ নেয়া বলে হিন্দু ও এলাকাবাসীদের জানায়। গত বুধবার শ্রী বৃন্দাবন দাস মারা গেলে তার শব দাহ করার জন্য নেয়া হলে ফেরত দেয়া হয়। সংখ্যালঘুরা লাশ মহসড়কে রেখে পৌর চেয়ারম্যানকে জানালে তিনি জেলা প্রশাসককে জানান। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর ফলে সংখ্যালঘুরা হুমকির মধ্যে রয়েছে বলে জানায়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ মার্চ ২০০২

(৮৪৮)
মাগুরায় পরীক্ষার হল সুপারসহ দু'জনের হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

মাগুরা সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার রাতে মাগুরা সদর উপজেলার কুচিয়ামোড়া গ্রামে ফটকি নদীর উপর ব্রিজে বাইসাইকেলযোগে বাড়ি ফেরার পথে ৪০/৪২ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল চলতি এসএসসি পরীক্ষার হল সুপার বিষ্ণুপদ রায় ও তার সঙ্গী সুধাংশু চৌধুরীর উপর হামলা করে তাদের হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে। উভয়েই মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি। বিষ্ণুপদ এসএসসি পরীক্ষার খাতা যশোর বোর্ডে জমা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন।

তিনি বুনাগাতি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের হল সুপার এবং রামানন্দকাঠি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি জানান, সন্ত্রাসীরা তার কাছে চাঁদা চেয়ে ব্যর্থ হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ মার্চ ২০০২

(৮৪৯)
বিএনপি সমর্থকদের নির্যাতনের শিকার ঝালকাঠীর দুই সংখ্যালঘু পরিবার

ঝালকাঠী প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠীর রাজাপুর উপজেলার সাংগর গ্রামের সংখ্যালঘু কালাচান মালাকার ও তার ভাই বিজয় মালাকারের পরিবারের প্রধান ব্যক্তি এখনো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নির্বাচনের পর এদের বাড়িঘরে হামলা লুটপাট হয়েছে। বিজয় মালাকারসহ দুই পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয়েছে। এদের ক্ষেতের ধান কেটে নেওয়া হয়েছে। গাছ কাটা হয়েছে। গোয়াল থেকে গরু নিয়ে জবাই করে খাওয়া হয়েছে। খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

এ সব ব্যাপারে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর বিজয় মালাকারের বসতঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সর্বশেষ গত ২৩ মার্চ দিবাগত রাতে ২০-২৫টি মুরগি চুরি করে নেওয়া হয়েছে। নির্যাতন ও প্রাণনাশের ভয়ে কৃষক কালাচান ও বিজয় মালাকার এলাকায়

ফিরতে পারছে না। বাড়িতে কেবল শিশু ও অশীতিপর বৃদ্ধারা রয়েছে। বিজয় মালাকার পরিবার নিয়ে এলাকা ছাড়া। এই দুই কৃষক পরিবারকে দেশছাড়া করে তাদের ৬-৭ বিঘা সম্পত্তি দখল করাই হামলাকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য। কালাচান মালাকার এ ব্যাপারে একাধিকবার পুলিশের কাছে গিয়েও কোনো প্রতিকার পায়নি।

এলাকার কতিপয় বিএনপি সমর্থক ভূমিগ্রাসী ব্যক্তি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। কালাচান মালাকার হতাশাগ্রস্ত হয়ে মানবাধিকার সংগঠনের সাহায্য চেয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৩১ *মার্চ* ২০০২

এপ্রিল ২০০২

(৮৫০)
চট্টগ্রামে ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ মোটা অঙ্কের চাঁদা না দেয়ায় ছাত্রদল ক্যাডারা চট্টগ্রামের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণের পর গুলিতে তার শরীর ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। হতভাগ্য স্বর্ণকার প্রদীপ চক্রবর্তী নান্টু (৪০) হাসপাতালে ১২ ঘন্টা চিকিৎসাধীন থাকার পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, নগরীর হাজারী লেনের মিয়া শপিং কমপ্লেক্সের সাত নম্বর দোকানের মালিক স্বর্ণকার প্রদীপ চক্রবর্তী নান্টুকে ছাত্রদলের পরিচয়ে ৫ ক্যাডার এক সপ্তাহ আগে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে একটি ফরমান দিয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে নান্টু তাদের দাবি অনুযায়ী চাঁদা পরিশোধ না করায় শনিবার বিকেল ৩টায় তাকে হাজারী লেন এলাকা থেকে অপহরণ করা হয়। রাত পৌনে ৮টায় তাকে অর্ধমৃত অবস্থায় চাঁদাবাজরা মেহেদীবাগের একটি কমিউনিটি সেন্টারের পাশে ফেলে রেখে যায়। পায়ুপথসহ সারা শরীরে গুলিবিদ্ধ নান্টুকে টহল পুলিশদল মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে ১২ ঘন্টা পর গতকাল সকাল পৌনে ৮টায় তার মৃত্যু ঘটে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা হয়েছে।

সংবাদ, ১ এপ্রিল ২০০২

(৮৫১)
ডোমারে কালীমন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত শুক্রবার রাতে দুষ্কৃতকারীরা নীলফামারীর ডোমার উপজেলার নওদাবস গ্রামের কালীমন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। এর প্রতিবাদে ও বিচারের দাবিতে শনিবার ডোমার সদরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার লোক বিক্ষোভ মিছিল করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ তা না নিয়ে মীমাংসার পরামর্শ দেয় বলে মন্দির কমিটি অভিযোগ করেছে।

সংবাদ, ১ এপ্রিল ২০০২

(৮৫২)
শাহজাদপুর কালীমন্দিরে বোমা হামলা

শাহজাদপুর প্রতিনিধি ঃ সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর পৌর এলাকার দ্বারিয়াপুরের শতাধিক বছরের প্রাচীন চড়কখোলা কালীমন্দিরে গত শনিবার রাতে একদল সন্ত্রাসী শক্তিশালী বোমা মেরে মন্দিরের ক্ষতিসাধন করেছে।

গতকাল রোববার শতাব্দী প্রাচীন এই কালীমন্দিরের সভাপতি ঠাণ্ডা মোদক ও সাধারণ সম্পাদক ভজন কুমার মোদক জানান, প্রতি শনিবার রাতে উক্ত মন্দিরে কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাপ্তাহিক কীর্তন অনুষ্ঠানে শতাধিক মহিলা ও পুরুষভক্ত উপস্থিত থাকেন। ঘটনার দিন কীর্তন শুরু হওয়ার আধঘন্টা আগে রাত সাড়ে ৮ টায় মন্দিরের ভেতরে ৪/৫ জন ভক্ত কীর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজনে যখন ব্যস্ত ঠিক তখনই মন্দিরের বারান্দায় প্রচণ্ড শব্দে শক্তিশালী বোমাটি

বিস্ফোরিত হয়। অল্পের জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরে ৪/৫ জন ভক্ত প্রাণে বেঁচে গেলেও মন্দিরের দেয়াল ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, পণ্ড হয়ে যায় কীর্তন অনুষ্ঠান।

ভোরের কাগজ, ১ এপ্রিল ২০০২

(৮৫৩)
চাঁদা না দেয়ায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম

বুলবুল আহামেদ ময়মনসিংহ থেকে ঃ গতকাল রোববার সকালে চাঁদা না দেয়ায় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেছে ঘাটাইল উপজেলার সাগরদীঘি বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আশীষ কুমার সাহাকে (৪০) তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত আশীষ ও তার পরিবারের সদস্যরা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গতকাল রোববার বাংলাবাজার পত্রিকাকে বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা তার কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে আসছিল অন্যথায় মৃত্যুর হুমকি দিচ্ছিল। প্রাণ রক্ষায় তিনি বেশ কিছু দিন এলাকা ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে আসছিলেন। গতকাল রোববার সকাল ৮টায় সাগরদীঘি বাজারে তার নিজ দোকান খুলে বসার পর হঠাৎ সোয়া ৮টায় ছাত্রদলের সন্ত্রাসী ছিদ্দিক দলবল নিয়ে তার উপর দা, লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায়। হামলাকারীরা এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে চলে গেলে স্থানীয় জনতা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ১ এপ্রিল ২০০২

(৮৫৪)
দেবীগঞ্জে সংখ্যালঘু গৃহবধূ ধর্ষিত ॥ অবশেষে ৫ দিন পর ধর্ষণ চেষ্টা মামলা

পঞ্চগড়, ৩১ মার্চ, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অবশেষে দেবীগঞ্জের পল্লীতে নববধূ ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ ৫ দিন পর একটি মামলা রেকর্ড করেছে। তবে ধর্ষণ নয়, ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ এনে ওই মামলাটি হয়েছে।

জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার টেপিগঞ্জ দিঘাপাড়া বলরামপুর গ্রামের সংখ্যালঘু দিনমজুরের স্ত্রীর ধর্ষণের ঘটনাটি ২৪ মার্চ বিকালে ঘটলেও ধর্ষক আনিসুল হক রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারটি ভয়ে থানায় মামলা করতে যেতে পারেনি। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারও ঘটনাটি আপোস-মীমাংসার নামে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে পঞ্চগড় পুলিশ সুপার আজগর আলীর নির্দেশে এএসপি সার্কেল মোজাম্মেল হক শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। থানায় মামলা হওয়ায় ধর্ষক আনিসুল হক গ্রেফতার এড়াতে গা ঢাকা দিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ এপ্রিল ২০০২

(৮৫৫)
সত্য পালের পরিবারকে হুমকি ঃ উদ্দেশ্য জমি দখল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ নরসিংদীর পলাশ থানার পাইকসা গ্রামে জমিসংক্রান্ত বিরোধের কারণে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু সত্যরঞ্জন পাল ও তার পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে পলাশ থানায় একটি জিডি (২২) করা হয়েছে। তবে পলাশ থানা পুলিশ সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

পলাশ থানার ডিউটি অফিসার ফোনে জানান, পাইকসা গ্রামের হোসেন উদ্দিন, জয়নাল আবেদিন, মাসুম, মিন্টু ও রাসেলসহ ৬/৭ জন অভিযুক্ত অপরাধী সত্যরঞ্জন ও তার পরিবারবর্গকে দীর্ঘদিন ধরে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে। প্রতিবাদ করলে তারা বিভিন্ন ধরনের ভয় ও হুমকি প্রদর্শন করছে।

একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে অভিযুক্তরা জোর করে সত্যরঞ্জনের জমি চাষ করতে গেলে তারা বাধা দেয়। তখন সত্যরঞ্জন ও তার মাকে মারপিট করা হয়। অভিযুক্ত অপরাধীরা যেকোন সময় সত্যরঞ্জনের পরিবারের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে জিডিতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

সংবাদ, ২ এপ্রিল ২০০২

(৮৫৬)
মাগুরায় ঐক্য পরিষদ নেতা সন্ত্রাসী হামলার শিকার

মাগুরা থেকে সংবাদদাতা ঃ মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব কুণ্ডু সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছেন। গত ২৩ মার্চ শহরের পশু হাসপাতাল সড়ক দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে চিহ্নিত সন্ত্রাসী রিয়াজ তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে। তাকে মাগুরা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত বাসুদেব কুণ্ডু 'সংবাদকে'কে বলেন, রিয়াজ নামে ওই সন্ত্রাসী ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে কিছুদিন আগে তার বাড়িতে চিঠি দেয়। পরে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এসে চাঁদা দাবি করে। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তাকে শাসিয়ে যায়। রিয়াজের অভিভাবক মহলকে বিষয়টি অবহিত করলে এ নিয়ে আর কিছু হবে না বলে তাকে তারা আশ্বস্ত করেন। এ ব্যাপারে সন্ত্রাসী রিয়াজের নামে মাগুরা থানায় সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়েছে। রিয়াজের বিরুদ্ধে আরও বেশ কয়েকটি চাঁদাবাজির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংবাদ, ২ এপ্রিল ২০০২

(৮৫৭)
চাটমোহরে ধান ক্ষেত থেকে আদিবাসী যুবকের লাশ উদ্ধার

চলনবিল প্রতিনিধি ঃ পাবনার চাটমোহর উপজেলার হাণ্ডিয়াল ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের পাশে বোরো ধানের ক্ষেত থেকে পুলিশ গত শনিবার বিকেল ৪টায় শাহীন (২২) নামের এক আদিবাসী যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, এই গ্রামের ভুলু প্রাংয়ের পুত্র শাহীন শুক্রবার দুপুরে গোসল করার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। পরদিন অনেক খোঁজাখুঁজির পর ধান ক্ষেতের ভেতর তার লাশ পাওয়া যায়। তার হাত-পা বাঁধা ছিল। নিহতের শরীরে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ

ধারণা করছে। এ ব্যাপারে নিহতের পিতা বাদী হয়ে চারজনকে আসামি করে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০০২

(৮৫৮)
গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ায় সংখ্যালঘুরা এখনো আতঙ্কে

সমরেশ বৈদ্য, আগৈলঝাড়া থেকে ফিরে ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দীর্ঘ ৬ মাস পার হয়ে গেলেও বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার জনসাধারণের ওপর এখনো বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের অত্যাচার নিপীড়ন, চাঁদাবাজি চলছে। সংখ্যালঘুরা নির্বাচনের পর বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়ে সেই যে ঘরবাড়ি ছেড়েছেন, এখনো ফিরতে পারছেন না। যাও অল্প কয়েকজন ফিরেছেন তারাও মোটা অংকের টাকা দিয়ে তারপর ফিরতে পেরেছেন। এর ওপর অতিসম্প্রতি আগৈলঝাড়া উপজেলার জমি জরিপ ও রেকর্ডের কাজ নিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাধারণ জনগণ। জায়গাজমি সংক্রান্ত রেকর্ডের ক্ষেত্রে বিএনপি নামধারী একদল গ্রামীণ টাউট হাতিয়ে নিচ্ছে হাজার হাজার টাকা।

সম্প্রতি ঐ দুটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাধারণ জনগণের মধ্যে এক ধরনের চাপা আতঙ্ক লক্ষ্য করা গেছে। কেউই সহজে মুখ খুলতে চান না। গৌরনদী উপজেলার টরকী বন্দরের প্রায় শতাধিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী কোনোভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। প্রতি ব্যবসায়ীকে নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে ব্যবসা করতে হচ্ছে। স্থানীয় বিএনপি ও ছাত্রদলের নামে এক শ্রেণীর উঠতি মাস্তান এসব মাসোহারা সংগ্রহ করছে। কেউ টাকা দিতে না চাইলে তার ওপর নেমে আসে নির্যাতন। তাছাড়া থানা পুলিশের সাহায্যে এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয়ও দেখানো হচ্ছে।

জানা গেছে, গত অক্টোবরে সংসদ নির্বাচনের পর বরিশালের এ দুটি উপজেলার ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় যেসব হামলা, নির্যাতন ও নারীদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মামলা করেনি কেউ। কারণ নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে প্রায় ৩ মাস এরা অনেকটা অবরুদ্ধ ছিল। যারা প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল তারাও ফিরেছে অনেকদিন পর। আবার অনেকে এখনো পালিয়েই আছে। সাধারণ নির্যাতিত জনগণের সঙ্গে আলাপকালে একটা বিষয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তারা মনে করে বর্তমান জামাত-বিএনপি জোট সরকারের আমলে আর সুখে থাকতে পারবে না। অনেকে এটাও বলেছে যে, তারা দেশ ছেড়ে ভারতে বা অন্যত্র চলে যাবে।

গৌরনদী উপজেলার এক যুবক (নাম প্রকাশ না করে) জানায়, নির্বাচনের সময় সে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করেছিল। কিন্তু নির্বাচনের পর বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়ে পালিয়ে ভারতে চলে যায়। কিন্তু সেখানেও বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছে তাকে। বিএসএফ গ্রেপ্তার করলে তাকেসহ অনেককে জেল খাটতে হয়েছে ৮৮ দিন তারপর সরকারি পর্যায়ে দু'দেশের যোগাযোগের পর দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছে সেই যুবক। কিন্তু এলাকায় গিয়ে প্রথমে নিজের বাড়ি যেতে পারেনি সে। স্থানীয় বিএনপি সন্ত্রাসীদের ১০ হাজার টাকা দেওয়ার পর আপাতত বাড়িতে উঠেছে। কিন্তু সারাক্ষণ হুমকি-ধামকির মধ্যে থাকতে হচ্ছে তাকে।

গৌরনদী উপজেলার সেদাকুল, ঘোষের হাট ও ভালুকশী এলাকা দিয়ে সন্ধ্যার পর পর সাধারণ ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ চলাফেরা করতে ভয় পান। কারণ যেই চলাচল করুক না কেন এসব এলাকা দিয়ে তাদের টাকা-পয়সা, মালামাল সবই অস্ত্রের মুখে কেড়ে রেখে দেওয়া

হয়। যারা এসব সন্ত্রাসী কাজের সঙ্গে জড়িত তাদের সবাই বিএনপির আশ্রয়ে রয়েছে। গ্রামের লোকজন এসব সন্ত্রাসীকে চেনে। কিন্তু নাম-ঠিকানা প্রকাশ করে নতুন করে কোনো বিপদে পড়তে চান না। গ্রামের মধ্যে আগে যেসব হাট বিকালে শুরু হয়ে রাত প্রায় ৯টা/১০টা পর্যন্ত থাকতো তা এখন সন্ধ্যার পর ৭টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। ছোট ব্যবসায়ীরা আগে অনেক দূর থেকে এসব হাটে এসে অনেক রাত পর্যন্ত তাদের সওদা করতেন। কিন্তু এখন আর তারা সেই সাহস পান না।

আগৈলঝাড়া উপজেলার বাহাদুর গ্রামে সপ্তাহে দুটি হাট বসে। কিন্তু হাটবারের দিন এসব ছোট ব্যবসায়ী কিভাবে তাড়াতাড়ি ফিরবেন সেই তাড়াহুড়োয় থাকেন। হাটগুলোতে যেসব স্থায়ী দোকানদার রয়েছেন তারাও সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে দোকান বন্ধ করে চলে যান। এমনকি ওষুধের দোকানগুলোতেও একই অবস্থা। ৪/৫ দিন আগে বাহাদুর গ্রামের মজুমদার বাড়িতে গভীর রাতে একদল যুবক কয়েকটি গাছের ডাব পেড়ে নিয়ে গেছে। গাছের মালিক জেগে উঠে বাড়িতে কারা প্রবেশ করেছে জানতে চাইলে তার গলায় দা ধরে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে গেছে। অনেকের পুকুরের মাছও ধরে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাসীর আশঙ্কা আগামী মৌসুমে তারা ঠিকভাবে তাদের জমির ধান গোলায় তুলতে পারবে কিনা।

এদিকে আগৈলঝাড়া উপজেলার জায়গা জমির মাপ ও রেকর্ড নিয়ে শুরু হয়েছে দুর্নীতি। সঠিক দলিল ও কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি জমির মালিককে আমিন ও স্থানীয় বিএনপি নামধারী গ্রাম্য টাউটদের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে। একজনের জমি অন্যজনের নামে দখলস্বত্ব ও রেকর্ড করিয়ে নানা ধরনের হয়রানি করছে এরা। এসব সার্ভেয়ার (আমিন) সরাসরি নিজে টাকা না নিয়ে এসব টাউটের মাধ্যমে টাকা নিচ্ছে প্রকাশ্যে। এ টাউটরা আবার অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ বুঝে নিজেদের নামেও অন্যের জমি রেকর্ড করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে যারা চাকরি-ব্যবসা বা অন্য কারণে গ্রামের বাইরে শহরে থাকে তাদেরকে আরো বেশি ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এসব টাউট নিজেদের বিএনপির নেতা হিসেবে পরিচয় দিয়ে সাধারণ জনসাধারণের উপকার করছে বলে দাবি করছে।

ভোরের কাগজ, ২ এপ্রিল ২০০২

(৮৫৯)
উল্লাপাড়ায় অপহৃত কলেজ ছাত্রী ১৬ দিন পরও উদ্ধার হয়নি

ফেরদৌস আলম বাবলু, উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) থেকে ঃ উল্লাপাড়ায় ১ জন কলেজ ছাত্রী অপহরণের ১৬ দিন পরও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি এবং অপহরণ মামলার আসামী কাউকেও পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। গত ১৭ মার্চ উল্লাপাড়া উপজেলার মণ্ডলজানি গ্রামের অনিল কুমার সরকারের কন্যা ২য় বর্ষের ছাত্রী অপহৃত হয়। একই এলাকার বজরাপুর গ্রামের আবু সমার পুত্র রতন মিয়াসহ ৭/৮ জন মিলে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় তাকে অপহরণ করে। এ ঘটনায় অপহৃতার মাতা গত ২১ মার্চ সিরাজগঞ্জ ফৌজদারী আদালত 'গ' অঞ্চলে একটি মামলা দায়ের করেন। আদালতের বিজ্ঞ বিচারকও এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে উল্লাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। কিন্তু গত ১৫ দিনেও পুলিশ অপহৃতাকে উদ্ধার এবং এ ঘটনায় জড়িতদের কাউকে অজ্ঞাত কারণে গ্রেফতার করেনি।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ২ এপ্রিল ২০০২

(৮৬০)
ঘাটাইলে প্রতিমা ভাঙচুর, সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে

ময়মনসিংহ থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার ধলাপাড়া ইউনিয়নের সাগরদিঘির গুপ্তবৃন্দাবন এলাকায় গত রোববার গভীর রাতে শ্যামরাই মদন মোহন মন্দিরের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে দুর্বৃত্তরা প্রায় ৫শ' বছরের পুরনো ২টি প্রতিমা ভাঙচুর করে। এই ঘটনার পর ওই এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এলাকাবাসী জানায়, সোমবার সকালে তারা মন্দিরের বাইরে ভাঙচুর করা প্রতিমা পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তারা মন্দিরের ভেতরেও প্রতিমা ভাঙচুর অবস্থায় দেখতে পান। মন্দিরের সেবাইত রসিক চন্দ্র বৈষ্ণব জানান, রোববার সন্ধ্যায় পূজাশেষে তিনি মন্দিরে তালা মেরে রাখেন এবং সোমবার সকালে প্রতিমা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। মন্দিরের ভেতর নিমকাঠের তৈরি মদন মোহন ও রাধাকৃষ্ণের ২টি প্রতিমা ছিল। রোববার গভীর রাতে কে বা কারা মন্দিরের তালা ভেঙে প্রতিমা ২টি ভাঙচুর করে মন্দিরের ভেতরে ও বাইরে ফেলে রেখে যায়। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় বসবাসকারী বৈষ্ণব ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ওই এলাকার একজন স্কুল শিক্ষক জানান, বহু বছর যাবৎ আমরা মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছি; কিন্তু এমন কোন ঘটনা কখনো ঘটেনি। ওই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে এলাকাবাসী দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

এদিকে ওই এলাকায় ৯ এপ্রিল পূর্ব ঘাটাইল রাধা গোবিন্দ সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত ১৯তম বার্ষিকী সার্বজনীন শ্রী শ্রী তারকব্রহ্ম মহানামযজ্ঞানুষ্ঠান ও কালী প্রতিমার পূজার্চনা অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। এ নিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, রাধা গোবিন্দ সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাপতি, সাগরদিঘি বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আশীষ কুমার সাহার কাছে ছাত্রদলের কর্মীরা কিছুদিন পূর্বে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দেয়ার কারণে গত রোববার সিদ্দিকের নেতৃত্বে ছাত্রদল ক্যাডাররা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাকে মারাত্মক আহত করে। বর্তমানে তিনি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০০২

(৮৬১)
ইটনায় বিধবাকে ধর্ষণ ॥ ধর্ষক গ্রেফতার

কিশোরগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ মার্চ গভীর রাতে ঘরে ঢুকে জেলার ইটনা উপজেলার উত্তরারাজি গ্রামের দু'সন্তানের জননী মৃত নগরবাসী বর্মণের স্ত্রী রানী বর্মণকে (৩০) পাশের পূর্বরাজি গ্রামের ওয়াহেদ আলীর ছেলে হাবু মিয়া ধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে ইটনা থানায় গত ২০ মার্চ মামলা রুজু করা হলে পুলিশ ধর্ষক হাবু মিয়াকে ২১ মার্চ গ্রেফতার করে কোর্টে সোপর্দ করছে।

সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০০২

(৮৬২)
মৌলভীবাজারের পল্লীতে সংখ্যালঘু গৃহবধূকে ধর্ষণের পর জ্বালিয়ে দিয়েছে তার ঘর

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি ঃ মঙ্গলবার মৌলভীবাজারের এক পল্লীতে একজন সংখ্যালঘু গৃহবধূকে ধর্ষণের পর তার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। জানা যায়, গত ২ এপ্রিল গভীররাতে আসতৈল ইউনিয়নের যাত হালিগ্রামে উক্ত সংখ্যালঘু গৃহবধূ তার ৩/4 মাসের শিশু সন্তান ও শাশুড়ি নিয়ে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় এলাকার টুটুল, রহিম নামের কয়েকজন সন্ত্রাসী বেড়া ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে তাকে ধর্ষণ করে। সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় ধর্ষিতার রান্নাঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তার শাশুড়িকে মারপিট করে।

আজকের কাগজ, ৪ এপ্রিল ২০০২

(৮৬৩)
গোপালপুরে এখনো চলছে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব
ইউপি সদস্য কল্পনা রানীর পরিবার ৬ মাস ধরে বাড়ি ছাড়া ॥
কলেজছাত্রী সোমা ও স্কুলছাত্র শুভর লেখাপড়া বন্ধ

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ গোপালপুর উপজেলায় বিএনপি সন্ত্রাসীদের জুলুম-নির্যাতন এখনো অব্যাহত রয়েছে। চলছে লুটপাট, ভাঙচুর ও চাঁদাবাজি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতিনিয়তই হচ্ছেন সন্ত্রাসের শিকার। নির্বাচনের পর থেকে দীর্ঘ ৬ মাস যাবৎ ঝাওয়াইল ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য কল্পনা রানী দেব (৪২) ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন স্বামী সন্তান নিয়ে। সন্ত্রাসী রশীদ-হাকিম-জাহাঙ্গীর বাহিনী তাদের জীবননাশের ভয় দেখিয়ে দেশ ছাড়ার হুমকি দিয়েছে। চালাচ্ছে দেব পরিবারের ঘরবাড়ি জায়গা জমি জবরদখলের ষড়যন্ত্র। দেব পরিবার ছাড়াও আরো অনেক সংখ্যালঘু ৪ দলীয় জোট সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গোপালপুরের ঝাওয়াইল ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম ঘুরে এ খবর পাওয়া গেছে।

গত মঙ্গলবার দুপুরে 'সংবাদ' প্রতিনিধি ঝাওয়াইল ইউনিয়নের দড়িমরা গ্রামে গেলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গ্রামবাসী এলাকার ইউপি সদস্য কল্পনা রানী দেবের পরিবারের ওপর বিএনপি সন্ত্রাসী রশিদ-হাকিম-জাহাঙ্গীর বাহিনীর নির্মম জুলুম-নির্যাতনের বর্ণনা দেন। তারা জানান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকেই এই নিরীহ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর চলছে অত্যাচার ও নির্যাতন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে সন্ত্রাসী রশিদ ও হাকিমের নেতৃত্বে ১৯/২০ জনের একদল দুর্বৃত্ত কল্পনার বাড়িতে হামলা চালায় এবং তাকে বেধড়ক মারপিট করে ও নগদ টাকা-স্বর্ণালঙ্কারসহ বিপুল মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে গোপালপুর থানায় মামলা হলেও পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে নীরব থাকে। ১ অক্টোবর নির্বাচনের দিন রাতে একই সন্ত্রাসী বাহিনী দ্বিতীয় দফা হামলা চালায় কল্পনা রানীর বাড়িতে। এইদিন স্বামী-সন্তানসহ পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে কল্পনা রানী আত্মরক্ষা করেন এবং পরদিন থেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। এই ঘটনার পর থেকে দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ কল্পনার স্বামী হারান দেব, মেয়ে কলেজছাত্রী সোমা এবং ছেলে স্কুলছাত্র শুভ আর বাড়ি ফিরতে পারেনি। কল্পনা মাঝেমধ্যে বাড়ির খবর নিতে এলে রশিদ-হাকিম বাহিনী তাকে জীবননাশের ভয় দেখিয়ে দেশ ত্যাগের হুমকি দিয়েছে। এ ব্যাপারে গোপালপুর থানায় একাধিক জিডি করা সত্ত্বেও পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। উপরন্তু সন্ত্রাসী জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাদের ভয়ে পালিয়ে থাকা কল্পনার স্বামী হারান দেবের খোঁজ পেয়ে একটি সাদা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সই নিয়েছে অস্ত্রের মুখে। এই সই নিয়ে সন্ত্রাসীরা হারান দেবের ঘর-বাড়ি জায়গা-জমি জবরদখল করার পাঁয়তারা করছে। গ্রামবাসীরা

জানান, বিএনপি ক্যাডার রশিদ ও রাজাকার হাকিম গং কল্পনা রানীকে মামলা ও জিডি তুলে নেয়ার এবং মোটা অংকের চাঁদা দেয়ার দাবি করেছে। এ দাবি মানা না হলে কল্পনার পরিবারের জায়গা-জমি দখল করে দেশছাড়া করা হবে বলে হুমকিও দেয়া হয়েছে। গ্রামবাসী জানান, এর আগেও বিএনপি সরকারের আমলে কল্পনার স্বামী হারান দেবের শরিক গুপি দেবকে একই কায়দায় গ্রামছাড়া করা হয়েছে। হাকিম গুপির বোন কৃষ্ণা দেবকে জোর করে অপহরণ করে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেছে। এরপর গুপি আলাউদ্দিন নামক এক বিএনপি সমর্থকের কাছে জায়গাজমি হস্তান্তর করে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। এখন একই কায়দায় চলছে কল্পনার পরিবারকে গ্রামছাড়া করার ষড়যন্ত্র।

গত বুধবার দুপুরে মধুপুর উপজেলার পশ্চিমা গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণকারী কল্পনার স্বামী হারান দেবের সঙ্গে আলাপ হয় এই প্রতিনিধির। হার্টের রোগী হারান দেব কান্না জড়িত কণ্ঠে জানান, নিজের ঘর বাড়ি পেলে রিফিউজির মতো ঘুরতে আর ভাল লাগে না। কি দোষ করেছি আমি ও আমার পরিবার? তবে কেন এই জুলুম-নির্যাতন? তিনি সরকারের কাছে তার পরিবারের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়ার এবং নিজের বাড়ি-ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করার দাবি জানান। এ সময় কল্পনা রানীর মেয়ে কলেজছাত্রী সোমা দেব ও ছেলে স্কুলছাত্র শুভ জানায়, ৬ মাস যাবৎ তাদের পড়ালেখা বন্ধ। তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে নিরাপদে ফিরতে চায়। যারা তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করছে তাদের বিচার চায়।

সংবাদ, ৫ এপ্রিল ২০০২

(৮৬৪)
চট্টগ্রামে ঐক্যপরিষদের সম্মেলন, পুলিশের হামলায় নাটক মঞ্চস্থ হতে পারেনি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গতকাল রাতে চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে দুই প্লাটুন পুলিশ হানা দিয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের সম্মেলন স্থলে নাট্যানুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়েছে। ঐক্যপরিষদের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন শেষে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাহিনীসংবলিত নাটক 'তমসা' মঞ্চায়নের সময় পুলিশ হল ঘেরাও করে নাট্যকর্মীদের সকল সরঞ্জাম ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। পুলিশ রাতে ঐক্যপরিষদ কর্মীদের মুসলিম হল ত্যাগে বাধ্য করে।

প্রবীণ বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই সমাবেশের শুরুতে সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা মুসলিম হলের অনুষ্ঠান পণ্ড করার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। সম্মেলনে ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক, সুব্রত চৌধুরী, ভদন্ত বোধি পাল মহাথেরো, সিরিল সিকদার প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতা বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ, ৫ এপ্রিল ২০০২

(৮৬৫)
পালিয়ে বেড়ানো এক সংখ্যালঘু পরিবার

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ঃ বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ঘর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসা একটি ব্রাহ্মণ পরিবার এখন চরম আতংকে রয়েছেন। বৃদ্ধা মা ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলের ওই পরিবারটিকে ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে দীর্ঘ চার মাস ধরে পরিবারটি নিজ বাড়িতে ফিরতে পারেনি। নাটোরের গোপালপুর হতে রাজশাহী শহরে এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে মা-ছেলেকে থাকতে হচ্ছে। গ্রাম থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বিএনপি সমর্থকরা মামলা না করার জন্য হুমকি দিয়ে গেছে।

জানা যায়, রাজশাহী বারের আইনজীবী সন্তোষ চক্রবর্তী '৯২ সালে মারা যান। প্রয়াত সন্তোষের ৩ কন্যা এবং পুত্র সন্তান একজন। পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা সন্তোষ চক্রবর্তী ১৯৯৪ সালে নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার গোপালপুরের বাহাদিপুর গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকতেন সন্তোষের পত্নী মায়া চক্রবর্তী (৫৩) ও একমাত্র পুত্র সন্তান রাজশাহী বিশ্বাবিদ্যালয় লোক প্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ছাত্র সৌমিত্র চক্রবর্তী।

গত বছরের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় বৃদ্ধা মায়া চক্রবর্তী ছিলেন চট্টগ্রামে মেয়ে কেকার বাসায়। নির্বাচনের পর ৪ অক্টোবর রাতে মুখোশপরা একদল সন্ত্রাসী সৌমিত্রদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে। সঙ্গীত ও পূজার সরঞ্জামাদি ছাড়াও ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর ও লুট করে নিয়ে যায়। একই সময়ে সন্ত্রাসীরা গোপালপুরের প্রায় ৪০টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা করে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়।

হামলার পর সৌমিত্ররা বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসেন রাজশাহীতে। এরপর ঈদের দু'দিন পরে সৌমিত্র গোপালপুরে যান বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের খোঁজ খবর নিতে। কিন্তু গোপালপুর রেলগেটে সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা করে। তার বাম হাত ভেঙে দেয়। মাথা ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করা হয়। এর পর সৌমিত্র সুস্থ হয়ে উঠলে ছাত্রদল ক্যাডার সাইফুল ও ফারুক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে হুমকি দিয়ে যায়। হুমকিদাতারা সেদিন বলেছিল, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। মামলা-মোকদ্দমা করে কি হবে? আমরা (হুমকিদাতারা) চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে দেবো। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি। বাহাদিপুরে সৌমিত্রদের বাড়ি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সম্পদ পড়ে রয়েছে।

'সংবাদ'-এর পক্ষ থেকে সৌমিত্রের সাথে কথা বলা হয়। কিন্তু ক্ষুব্ধ সৌমিত্র প্রশ্ন করে বলেন, পত্রিকায় লিখে কিংবা মামলা করে কি লাভ? সৌমিত্র এর বাইরে কোন মন্তব্য বা কথা বলেননি।

সংবাদ, ৫ এপ্রিল ২০০২

(৮৬৬)
গোপালগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ঘের থেকে চিংড়ি চুরির হিড়িক

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গোপালগঞ্জের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১ হাজার চিংড়ি ঘের থেকে কোটি কোটি টাকার চিংড়ি মাছ চুরি হয়েছে। প্রতি রাতেই চিংড়ি চুরির ঘটনা ঘটছে। এ কারণে চিংড়িঘের মালিকেরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। তারা বিকল্প কর্মসংস্থানের সন্ধান করছেন।

এ অঞ্চলের প্রায় ৪ হাজার গলদা চিংড়িঘের স্থাপন করে চাষীরা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

১ অক্টোবর নির্বাচনের পর থেকে গোপালগঞ্জে একের পর এক ঘের চুরির ঘটনা ঘটায় চিংড়ি চাষীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। সদর উপজেলার রঘুনাথপুর, ছিলনা, গুয়াধানা, বোড়াশি, তেঘরিয়া, কাজুলিয়া, বাজুনিয়া, কাঠিমাঝিগাতী, শিবপুর; টুঙ্গিপাড়া উপজেলার জোয়ারিয়া, পাথরঘাটা, ডুমুরিয়া বর্ণি, বাসুরিয়া, কুশলী, দিঘারকুল, বালাডাঙ্গা, পাটগাতী গওহরডাঙ্গা, বালাগাতি; কোটালীপাড়া উপজেলার কেডি গোপালপুর, মাঝবাড়ি, তারাশি, চিতশী, রাধাগঞ্জ,

পিঞ্জুরী, ধারাবসাইল, কান্দি, রামশীল, কুরপালা এছাড়া কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ঘের থেকে চিংড়ি মাছ চুরির হিড়িক পড়েছে।

রঘুনাথপুরের নিরঞ্জন বিশ্বাস, সুখেন বিশ্বাস, জীবন বিশ্বাস, সত্যবণিক, চিত্তবাইন, নিখিল বিশ্বাস, শ্রীবাস বিশ্বাস, নিরোদ বিশ্বাস, নির্মল বণিকসহ ৫শ' সংখ্যালঘুর ঘের থেকে চিংড়ি ইতোমধ্যে চুরি হয়ে গেছে।

যুগান্তর, ৬ এপ্রিল ২০০২

(৮৬৭)
গোপালপুরের ইউএনও নিজেই এলাকা ছাড়তে বলেছেন কল্পনা রানীকে

টাঙ্গাইল, ৫ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'জোট সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে ৬ মাস ধরে সপরিবারে এলাকাছাড়া টাঙ্গাইলের ইউপি সদস্য কল্পনা রানী' শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠে খবর প্রকাশের পর গোপালপুরের ইউএনও ক্ষেপে গেছেন। ইউএনও নিজেও জোট সন্ত্রাসীদের মতই কল্পনা রানীকে বলেছেন, এলাকা ছেড়ে চলে যেতে। যে সন্ত্রাসীরা কল্পনা রানীর জমি দখল এবং বাড়ি ঘর লুটপাট করেছে এমন কয়েকজন সন্ত্রাসীও ইউএনওর সঙ্গে রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসী রশিদ, কালাম, জহুরুল, জাহাঙ্গীর, হারুন, খসরু, বাবুল এবং স্বপন পত্রিকায় খবর প্রকাশের পর আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারা কল্পনা রানীর গোটা পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এমন ঘোষণাও এলাকায় জারি করেছে। বৃহস্পতিবার গোপালপুর থানার ওসি কল্পনা রানীর সঙ্গে দেখা করেছেন বলে খবর মিলেছে। তবে কল্পনা রানীর দায়ের করা পর পর কয়েকটি মামলা এবং ৪টি জিডির পরও কোন আসামীকে পুলিশ গ্রেফতার করার সাহস পায়নি। বিএনপির কুখ্যাত এসব সন্ত্রাসী পুলিশের ওপরও খবরদারি করে চলেছে বলে একাধিক অভিযোগ শোনা গেছে।

গত ৩ এপ্রিল দৈনিক জনকণ্ঠে বিএনপির সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত ইউপি সদস্য কল্পনা রানীর ওপর একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। এরপর ইউএনও কল্পনা রানীর বাড়ি ঝাওয়াইল ইউনিয়নের দড়িসয়া গ্রামে যান। বাড়িতে কল্পনাকে না পেয়ে লোকজনকে হুকুম দেন তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য। অন্যত্র পালিয়ে থাকা কল্পনাকে খুঁজে বের করে ইউএনও তাকে বলেছেন পত্রিকায় এসব কি ছাপা হচ্ছে। এ সময় ইউএনও'র সঙ্গে ছিল সন্ত্রাসী বাবুল এবং স্বপন। এরাই কল্পনার বাড়ি ঘরে লুটপাট করেছে। থানায় এদের নামে মামলাও আছে। উক্ত কথাগুলো কল্পনা রানী শুক্রবার জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে জানার জন্য গোপালপুরের ইউএনও এবং ওসিকে বার বার টেলিফোন করেও পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে সন্ত্রাসী রশিদের ছেলে সন্ত্রাসী জাহাঙ্গীর এবং অপর সন্ত্রাসী হারুন কল্পনা রানীর স্বামী হারান চন্দ্র দেবের কাছ থেকে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়েছে। সেই স্ট্যাম্প কাজে লাগিয়ে ১০/১২ বিঘা ইরির জমি লিখে নেয়ার জন্য পাঁয়াতারা করছে বলে কল্পনা রানী অভিযোগ করেছেন। এদিকে, গোপালপুরের আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট কেএম আব্দুস সালাম ইউএনওর কথার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন, ইউএনও কল্পনাকে রক্ষার কথা না বলে সন্ত্রাসীদের মতই কথা বলেছেন। এতে জোট সন্ত্রাসীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। এমনিতেই গোপালপুরে জোট সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে সংখ্যালঘুরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তার ওপর ইউএনও'র এমন বক্তব্য সন্ত্রাসীদের আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ এপ্রিল ২০০২

(৮৬৮)

চাঁদা না পেয়ে সাতক্ষীরায় এলজিইডি প্রকৌশলীকে পিটিয়েছে ছাত্রদল সভাপতি
রাস্তা মেরামতের কাজও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে

হাবিবুর রহমান ঃ চাঁদার টাকা না পেয়ে তালা থানার ছাত্রদল সভাপতি এলজিইডি'র একজন সহকারী প্রকৌশলীকে পিটিয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল তালা থানার পাটকেলঘাটা বাজারে সকাল ৯টায়।

জানা গেছে, জেলার তালা উপজেলার পাটকেলঘাটা বাজার থেকে দলুয়া পর্যন্ত এলজিইডি'র কার্পেটিং-এর কাজ চলছে। তালা উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী বীরেন্দ্রনাথ সকাল ৯টায় রাস্তার কাজ পরিদর্শনের জন্য পাটকেলঘাটা বাজারে আসেন। এ সময় তালা থানা ছাত্রদলের সভাপতি বদরুজ্জামান সহকারী প্রকৌশলীর কাছে নির্মাণাধীন রাস্তার সিডিউল চায়। সিডিউল দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় জামার কলার ধরে প্রকৌশলী বীরেন্দ্রনাথকে বেদম মারধর করে বদরুজ্জামান। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার কাজও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বদরুজ্জামান সম্প্রতি ওই রাস্তা নির্মাণকারী ঠিকাদার-এর কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে। এর আগেও তিন দফায় এ রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। চাঁদার টাকা পরিশোধ না করে রাস্তার কাজ না করার জন্য ঠিকাদার ও প্রকৌশলী বীরেন্দ্রনাথকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল বদরুজ্জামান।

এ ব্যাপারে এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। প্রসঙ্গত তালা উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি বদরুজ্জমান একজন চিহ্নিত চাঁদাবাজ।

আজকের কাগজ, ৬ এপ্রিল ২০০২

(৮৬৯)
সান্তাহারে কলেজছাত্রীকে অপহরণের পর উদ্ধার আবার অপহরণ

সান্তাহার (বগুড়া) প্রতিনিধি ঃ একজন কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ এবং উদ্ধারের পর হেফাজতকারীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে পুনরায় অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ অপহরণকারীর মাসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার এবং নিরাপত্তার জন্য অপহৃতার গ্রামে পুলিশি টহলের ব্যবস্থা করেছে।

পুলিশ ও গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে, সান্তাহার শহরের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের প্রফুল্ল সূত্রধরের কন্যাকে একই গ্রামের আনছার আলীর পুত্র স্বর্ণকার মিন্টু (২০) বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। গত বুধবার ভোরে মেয়েটি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাড়ির বাইরে গেলে মিন্টু দলবল নিয়ে তাকে অপহরণ করে। পরে অপহৃতার পরিবার গ্রামের লোকজনের সহায়তায় পুতুলকে নওগাঁ জেলার দুর্গাপুর গ্রাম থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় ইউপি সদস্য মফিজ উদ্দীনের হেফাজতে রাখেন। ওই দিন রাতেই মিন্টু তার দলবল নিয়ে আবারো ওই ইউপি সদস্যের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে ও মেয়েটিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে আদমদীঘি থানা পুলিশ রাতেই ওই গ্রামে যায় এবং অপহরণকারী মিন্টুর মা মনোয়ারা বেগমসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে। এদিকে অপহৃতার পরিবারের নিরাপত্তার জন্য গ্রামটিতে পুলিশি টহল জোরদার হয়েছে।

প্রথম আলো, ৬ এপ্রিল ২০০২

(৮৭০)
ঘাটাইলে প্রাচীন কৃষ্ণমূর্তি ভাঙচুর
এলাকার বর্মণ সম্প্রদায়ের মাঝে ক্ষোভ, হতাশা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি ঃ গুপ্তবৃন্দাবনে শ্যামরাই মদন মোহন আঙ্গিনার মন্দিরে মূর্তি ভাঙার ঘটনায় ওই অঞ্চলে বসবাসরত হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে আদিবাসী বর্মণ সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে ধর্মপ্রাণ নারী-পুরুষ এসে ভাঙা বিগ্রহ (মূর্তি) দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। গত বৃহস্পতিবার সরেজমিন ওই আঙ্গিনায় গিয়ে দেখা যায়, অশীতিপর এক বৃদ্ধা বিলাপ করে মন্দিরের দেবতার উদ্দেশে বলেছেন— 'তোমাকে যারা আঘাত করেছে, তুমি তাদের বিচার করো প্রভু।'

গত ৩১ মার্চ রোববার দিবাগত রাতে টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তবর্তী ঘাটাইল উপজেলাধীন পাহাড়ি গ্রাম গুপ্তবৃন্দাবনের এই প্রাচীন তীর্থস্থানের কাঠের তৈরি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দুর্বৃত্তরা ভেঙে ফেলে। পরদিন সকালে মন্দিরের সেবায়েত ও স্থানীয় লোকজন ভাঙা প্রতিমাকে মন্দিরের বাইরে পড়ে থাকতে দেখে। এ ব্যাপারে মন্দির পরিচালনা কমিটির নেতা রাজীবচন্দ্র বর্মণ বাদী হয়ে ঘাটাইল থানায় মামলা দায়ের করলেও পুলিশ আজ পর্যন্ত দোষীদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

সরজমিনে জানা যায়, গুপ্তবৃন্দাবনসহ এর আশপাশের গ্রামগুলোতে প্রায় ১২ হাজার আদিবাসী বর্মণ সম্প্রদায়ের বসবাস। এই মন্দিরকে ঘিরেই তাদের যাবতীয় ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। প্রতি বছর চৈত্র মাসে মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে এখানে বাৎসরিক কীর্তনযজ্ঞ হয়। পাশে সাগরদীঘিতে হয় বারুনীস্নান ও মেলা। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার ভক্ত এ উৎসবে যোগ দেন। আগামী ৯ এপ্রিল ছিল সেই বাৎসরিক উৎসবের তিথি। সেজন্য বর্মণ সম্প্রদায়ের মাঝে বিরাজ করছিল উৎসবের আমেজ। গত ১ এপ্রিল সকালে হঠাৎ করে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা তাদের সেই আমেজকে ম্লান করে দিয়েছে।

এলাকার মাধবচন্দ্র বর্মণ বলেন, আ. লীগ ঘটনার জন্য সরকারকে দায়ী করছে, সরকার বলছে, আ. লীগ অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির জন্য এ কাজ করেছে। আবার কোনো কোনো মহল বলছে, আমরাই নাকি ভেঙে অন্যদের ফাঁসাতে চাইছি। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য কেউই আন্তরিক নয়।

প্রথম আলো, ৬ এপ্রিল ২০০২

(৮৭১)
মুক্তাগাছায় সংখ্যালঘুদের দোকানপাট ভাঙচুর

মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা ঃ গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মুক্তাগাছা শহরের দরিচার আনিবাজারে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দোকানপাট ভাঙচুর করেছে। এ সময় টিটন কুণ্ডু নামের এক সংখ্যালঘু যুবক আহত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকরা হামলাকারীদের ছাত্রদলের সন্ত্রাসী বলে দাবি করেছে।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে টিটন কুণ্ডুর সঙ্গে ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের বাকবিতণ্ডা হয়। এ ঘটনার রেশ ধরে গতকাল সন্ধ্যায় ৮-১০ জনের ছাত্রদল সন্ত্রাসী গ্রুপ তার ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা এরপর ওই বাজারের ব্যবসায়ী নরোত্তম সাহার কেরোসিনের দোকান, দীপক কুণ্ডুর কৃষ্ণা স্টোর ও সুবল কুণ্ডুর দোকান ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ৬ এপ্রিল ২০০২

(৮৭২)
বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের ত্রাসের রাজত্ব
রাজাপুরে স্বামীর সামনেই স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে সন্ত্রাসীরা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা স্বামীর সামনেই ধর্ষণ করেছে এক হিন্দু পরিবারের গৃহবধূকে। নির্যাতিতা প্রভাবশালী ধর্ষকদের ভয়ে থানায় মামলা করা তো দূরের কথা চিকিৎসাও নিতে পারেনি ঠিকমতো। ঘটনাটি ঘটেছে ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার শেখেরহাট ইউনিয়নের শ্রমন্তকাঠি গ্রামে গত ২৮ মার্চ।

শ্রমন্তকাঠি বালিকা বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে জুয়া খেলে ফেরার পথে বিএনপি নামধারী একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায় ঐ গ্রামের এক হতদরিদ্র হিন্দু বাড়িতে। সন্ত্রাসীরা গভীর রাতে ঐ বাড়ির গৃহকর্তার কাছে এনজিও থেকে তোলা লোনের টাকা দাবি করে। গৃহকর্তা টাকা এখনো পাওয়া যায়নি বলে জানালে সন্ত্রাসীরা তার স্ত্রীকে জাপটে ধরে। এ পর্যায়ে অন্যরা স্বামীকে ধরে রাখে এবং তার সামনেই সন্ত্রাসী জাহাঙ্গীর গৃহবধূকে ধর্ষণ করে। পরে অন্যরা ধর্ষণে উদ্যত হলে নির্যাতিতা দৌড়ে পালায়। সন্ত্রাসীরাও তার পিছু নিলে গৃহস্বামী চিৎকার করলে লোকজন জড়ো হয়। এদিকে ধর্ষিতা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লে সেখান থেকে তাকে লোকজন উদ্ধার করে। সন্ত্রাসীরা চলে গেলে গ্রাম্য চিকিৎসক দিয়েই ধর্ষিতার চিকিৎসা করানো হয়।

এদিকে ঘটনার পর ঐ সন্ত্রাসীদের হুমকি-ধামকিতে ঐ পরিবারটি থানায় মামলা এমনকি ধর্ষিতার চিকিৎসাও করাতে পারেনি। ঘটনার খবর পেয়ে একদল সাংবাদিক ঐ গ্রামে গেলে ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চায়নি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন জানায়, রাজাপুরের সাংগর ও কেওতা গ্রামের ঐ সন্ত্রাসীরা গোটা এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।

উল্লেখ্য, ঐ গৃহবধূর দশম, নবম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া তিন কন্যা ঘটনার রাতে জনৈক শরৎ রায়ের বাড়িতে কীর্তন শুনতে গিয়েছিল। ঘটনার পর থেকে তারাও চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ভোরের কাগজ, ৬ এপ্রিল ২০০২

(৮৭৩)
কেরানীগঞ্জ
বাড়ি দখলের পর অস্ত্র মামলায় জড়ানোর হুমকি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ কেরানীগঞ্জের বিএনপি নামধারী দু'সন্ত্রাসী সেলিম আহমেদ ও ফারুকের হুমকির মুখে ঘরে থাকতে পারছেন না গোপাল চন্দ্র সরকার ও তার পরিবারের সদস্যরা।

উল্লেখ্য, ১৮ জানুয়ারি সেলিম ও ফারুকের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী গোপাল চন্দ্র সরকারের বাড়ির ৫৪ শতাংশ জায়গা জোর করে দখল করে নিজেদের নামে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়। এখানেই তারা ক্ষান্ত না হয়ে গোপাল চন্দ্র সরকার ও তার পরিবারকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করার জন্য ঘর পোড়ানোর অভিযোগ এনে থানায় মিথ্যা মামলা দায়ের করে। কয়েকদিন আগে উচ্চ আদালত গোপাল চন্দ্র সরকারসহ অন্যদের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যা দিয়েছে। উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েও গোপাল চন্দ্র সরকার বাড়ি ফিরতে পারছেন না। সেলিম ও ফারুক দু'সন্ত্রাসী আবার নতুন করে অস্ত্র মামলা দায়ের করবে বলে হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে

কেরানীগঞ্জ থানায় সাহায্য চেয়েও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না বলে গোপাল চন্দ্র সরকার অভিযোগ করছেন।

সংবাদ, ৭ এপ্রিল ২০০২

(৮৭৪)
৩টি পরিবারের ২৬ জন দেশছাড়া হয়েছে
যশোরের একটি সংখ্যালঘু গ্রামে সন্ত্রাসীদের অব্যাহত নির্যাতন

নিজস্ব সংবাদদাতা, যশোর অফিস ঃ বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের অত্যাচার নির্যাতনে চৌগাছার একটি গ্রাম থেকে সংখ্যালঘু ৩টি পরিবার দেশ ছেড়েছে। আর যদি কোন পরিবার দেশ ছাড়ে তবে বাকিদের 'দুনিয়াছাড়া' করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

যশোর শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে চৌগাছা উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রাম। এ গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় প্রায় ৫০টি সংখ্যালঘু পরিবার রয়েছে। গত সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই তাদের ওপর চলে আসছে চাঁদাবাজি, জুলুম-নির্যাতন। এতে টিকতে না পেরে ১ এপ্রিল ৩টি পরিবারের ২৬ জন সদস্য দেশ ছেড়েছে। এরা হলো ঃ সতীশ ও তার চার ছেলে নীলকমল, নির্মল, তাপস ও পরু; সুভাষ ও তার ছেলে নারায়ণ এবং বটুকৃষ্ণ ও তার দু'ছেলে মুকুল ও গোকুল। এর মধ্যে রয়েছে সতীশ পরিবারেরই ১২ জন ও অন্য দু'টি পরিবারের ৭ জন করে সদস্য। এরা চলে গিয়েও যেন রক্ষা পায়নি, সন্ত্রাসীরা রাতের আঁধারে এসে তাদের ঘরের টিন ও দরজা-জানালা নিয়ে গেছে।

ওই তিনটি পরিবার চলে যাওয়ার খবর সংগ্রহে গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে এক ভয়াবহ চিত্র। যেন কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। তাদের সাফ কথা—তারা কিছু জানে না। অবশেষে কিছু কথা বললেও তারা অনুরোধ করেছে তাদের এ ভয়াবহ নির্যাতনের কথা যেন না লেখা হয়। লিখলে তারা টিকতে পারবে না। প্রায় প্রতিদিনই সন্ত্রাসীরা গ্রামে আসে রাতের আঁধারে মুখ বেঁধে। আর হুমকি দিয়ে যায় আর কোন পরিবার দেশ ছাড়লে বাকিদের দুনিয়াছাড়া করা হবে। তাছাড়া চাঁদা দিতে না পারায় অশোক ও অমলের বাড়ি থেকে দু'টি টিভি নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। ফলে সবাই আতঙ্কে আছে।

সংখ্যালঘু ওই পল্লীতে সন্ত্রাসীরা একচ্ছত্র-আধিপত্য বিস্তার করে নির্যাতন চালালেও চৌগাছা থানা পুলিশ কিছুই জানে না।

সংবাদ, ৭ এপ্রিল ২০০২

(৮৭৫)
আড়াইহাজারে দেবোত্তর সম্পত্তি জবরদখল চেষ্টার প্রতিবাদ

নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানাধীন দুপতারা পশ্চিমপাড়া ঠাকুর বাড়ির লক্ষ্মী গোবিন্দ জিউর মন্দিরের শত বছরের পুরাতন দেবোত্তর সম্পত্তি স্থানীয় খালেক মোল্লা, ওমর আলী ও মোতালেব মোল্লা এবং সহযোগীদের দ্বারা জবরদখল চেষ্টার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ মন্দির মিশন পরিষদের সভাপতি বিধুভূষণ গোস্বামী এবং বাংলাদেশ তফসিল জাতি ফেডারেশনের সভাপতি সুধীর চন্দ্র সরকার।

শনিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা বলেন, এ ধরনের সন্ত্রাসী ও সমাজবিরোধী চক্র দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর ভুসম্পত্তি ও দেবোত্তর সম্পত্তি জবরদখলের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের সরকারিদলের কর্মী বলে পরিচয় দিচ্ছে। আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মদদে ওই কুচক্রীমহল তাদের তৎপরতা চালাচ্ছে বলে নেতারা উল্লেখ করেন। অবিলম্বে ওই কুচক্রীমহল ও আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দাবি জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সংবাদ, ৭ এপ্রিল ২০০২

(৮৭৬)
বাগেরহাটে বেপরোয়া ঘের দখল
পার্বতীপুরে সুইপার কলোনির জমি দখল করেছে সরকারী দল সমর্থকরা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ সরকারী দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা দেশের বিভিন্ন স্থানে জায়গাজমি দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। সরকারী দলের সমর্থক একদল যুবক সম্প্রতি পার্বতীপুর পৌর এলাকার রেলওয়ে সুইপার কলোনির প্রায় ১ একরের মতো জায়গা দখল করে নিয়েছে। বাগেরহাটে সন্ত্রাসীদের ঘের দখল অব্যাহত রয়েছে এবং গত এক পক্ষকালের মধ্যে কমপক্ষে দুই হাজার বিঘা চিংড়ি ঘের সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়েছে।

পার্বতীপুর থেকে সংবাদদাতা জানান, গত ১ এপ্রিল রাতে ঐ যুবকরা কলোনিতে বসবাসরত সুইপারদের বাধা উপেক্ষা করে বাঁশের শক্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে জায়গাটি দখল করে নেয়। ফলে রাজকুমার (৪০), কনিল (৪৫), রঙ্গলাল (৩০), জিতুয়াসহ (৪২) বেশ কিছু সুইপার পরিবারের বাসাবাড়িতে প্রবেশ ও স্বাভাবিক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়াও এই জায়গায় ছিল কয়েকটি শুয়োর পালার খোঁয়াড়। এ ঘটনায় কলোনির নেতৃস্থানীয়রা কমিশনারের কাছে অভিযোগ করে। ঐ ওয়ার্ডের কমিশনার মঞ্জুরুল হক ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার আবু বক্কর সিদ্দিক দখলকারী যুবকদের বেড়া তুলে নিতে অনুরোধ জানালে তারা বেড়া খুলে নিয়ে যায়। এর পরপরই আবার তারা এলাকাটি ঘিরে নেয়। ৬ এপ্রিল সরেজমিনে গেলে সুইপাররা জানায়, স্থানীয় প্রতিনিধিদের বিষয়টি অভিযোগ করায় দখলকারীরা হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। যার ফলে তারা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী টি-স্টলের মালিক আব্দুল আজিজ (৩৮) জানায়, গত সোমবার রাত ১০টার পর সরকারী দলের সমর্থক এলাকার একদল যুবক এ ঘটনা ঘটায়। এদিকে বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, এখানে বেপরোয়া ঘের দখল নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ ও ক্ষমতাশীন দলের শীর্ষ নেতারা হিমশিম খাচ্ছেন। শাসক দলের নামে এখানে ৫টি উপজেলায় গত এক পক্ষকালের মধ্যে কমপক্ষে দুই হাজার বিঘা চিংড়ি ঘের সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়েছে। এ সময় অন্তত ৬টি সহিংস ঘটনায় প্রায় এক শ' রাউন্ড গুলি বর্ষণের খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছে প্রায় ২৫ ব্যক্তি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ এপ্রিল ২০০২

(৮৭৭)
রূপসায় সংখ্যালঘু পরিবারের খাবারে বিষ গৃহকর্তার মৃত্যু, ৩ জন গুরুতর অসুস্থ ॥ বাড়ির মালামাল লুট

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ জেলার রূপসা উপজেলায় আবারও খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাতের এই ঘটনায় সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের এক বয়স্ক

সদস্যের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। বিষক্রিয়ায় পরিবারটির বাকি তিনজন সদস্য হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। বিষক্রিয়ায় অচেতন হওয়ার সুযোগ নিয়ে বাড়ির সকল মালামাল লুটে নেয়া হয়েছে।

সংসদ নির্বাচনোত্তরকালে অক্টোবর-নবেম্বর মাসে রূপসা উপজেলায় একাদিক্রমে ১০টির মতো বিষ খাইয়ে অচেতন ও পরবর্তীতে লুটপাটের ঘটনা ঘটে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটেছিল। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবারও এ একই ঘটনা ঘটল। শুক্রবার রাতে উপজেলার দেবীপুর গ্রামে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিতাই চক্রবর্তীর বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। প্রতিবেশী ও পুলিশ সূত্র জানায়, রাতে খাবার খাওয়ার পরই সকলেই অচেতন হয়ে পড়ে। বিষক্রিয়ায় আক্রান্তদের গোঙ্গানির শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসে। এমন সময় তারা লুটেরাদের হামলার শিকার হন। পরিবারের সদস্যরা অচেতন হয়ে পড়লে দুষ্কৃতকারীরা বাড়ির সকল মালামাল লুটে নেয়। পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ থাকায় কি পরিমাণ মালামাল খোয়া গেছে তা জানা যায়নি। লুটেরারা যাওয়ার পর প্রতিবেশীরা পরিবারটির বিষক্রিয়াগ্রস্ত চার সদস্যকেই থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। সেখান থেকে গুরুতর দু'জনকে খুলনা আধুনিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে গৃহকর্তা নিতাই চক্রবর্তীর (৭০) মৃত্যু ঘটে। এই হাসপাতালেই মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর ছেলে প্রভাত চক্রবর্তী রয়েছে। এছাড়াও প্রভাত চক্রবর্তীর মা এবং স্ত্রী যথাক্রমে সীমা রানী চক্রবর্তী এবং সরস্বতী চক্রবর্তী কাজদিয়াস্থ রূপসা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আবারও বিষক্রিয়ার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ এপ্রিল ২০০২

(৮৭৮)
চাটখিলে রাষ্ট্রপতির আত্মীয় পরিচয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উচ্ছেদের পরিকল্পনা

চাটখিল (নোয়াখালী) প্রতিনিধি ঃ চাটখিলের ছয়ানী টবগা গ্রামের ডাঃ আব্দুল আজিজের ছেলে সামছুল আলম ওরফে বাচ্চু লন্ডনী রাষ্ট্রপতির আত্মীয় পরিচয় দিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে প্রভাবিত করে একই গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাচ্চু লন্ডনীর পাশের বাড়িতে দীর্ঘদিন যাবত ২১১ নং টবগা মৌজার ২৫৩ নং খতিয়ানের ২৫৯৯ দাগের অভ্যন্তরে ৩০ ডিং ওয়ারিশী সম্পত্তি ভোগ দখল করে বসবাস করে আসছে অর্জুন, অরুণ, রবীন্দ্র, নির্মলা, মায়া, লক্ষ্মীরানী ও রঞ্জিত বালা। এদের পূর্বপুরুষগণও এখানে বসবাস করতো। বর্তমানে বসবাস করছে এদের পরিবার-পরিজন। বাচ্চু লন্ডনী এ সম্পত্তি দখল করার জন্যে দীর্ঘদিন যাবত পরিকল্পনা করে আসছেন। আদালতের মামলা এবং স্থানীয় পৌরসভার চেয়ারম্যানসহ সালিশী বৈঠকে হেরে যাওয়ার পর সে আশ্রয় নেয় থানা পুলিশের। পর পর ১০টিরও বেশি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে হয়রানি করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরই সে হঠাৎ করে রাষ্ট্রপতির আত্মীয় সেজে এদের উৎখাতের পরিকল্পনা শুরু করে। থানা পুলিশও তার স্বার্থ রক্ষায় আদালতের নির্দেশ ছাড়াই কোন কাগজ-পত্রের বৈধতা না দেখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অবৈধভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সম্পত্তি ছেড়ে দেয়ার হুমকি দেয় এবং বাচ্চু লন্ডনীকে জমি দখলে সহযোগিতা করে। থানা পুলিশের নিকট সংখ্যালঘুরা দেশ ত্যাগ না করা পর্যন্ত থানার সামনে একটু জায়গা চেয়েছে, যাতে করে তারা তাবু টানিয়ে দেশ ত্যাগ না করা পর্যন্ত বসবাস করতে পারে। বাচ্চু লন্ডনীকে প্রায় সময় থানায় এবং প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে দেখতে পাওয়া যায়।

বাচ্চু লন্ডনীর কর্মকাণ্ডে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরাও নাখোশ। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তিনি বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর কঠোর বিরোধীতা করেছিলেন। তিনি কাজ করেছিলেন একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে। বাচ্চু লন্ডনী রাষ্ট্রপতির আত্মীয় পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন অপকর্ম করায় তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট স্থানীয়ভাবে অভিযোগ করার পর বিষয়টি তদন্তের জন্যে সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জানা যায়, বাচ্চু লন্ডনীর ছোট ভাই হেলাল রাষ্ট্রপতির জামাতা। তিনি ব্যবসার কাজে বেশীরভাগ সময় ঢাকায় এবং বাংলাদেশের বাইরে থাকেন। তিনি এ সব ব্যাপারে কিছুই জানেন না। থানা পুলিশের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে পুলিশ বিষয়টি এড়িয়ে যায় এবং কোন রকম মন্তব্য করতে অপরাগতা প্রকাশ করে।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ৮ এপ্রিল ২০০২

(৮৭৯)
রায়পুরায় সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা লুটপাট

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার প্রত্যন্ত চরাঞ্চল রাজনগর গ্রামে বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের ১৫/২০টি বাড়িতে দু'দফা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং তাদের ভিটামাটি ছাড়া করেও ক্ষান্ত হয়নি। সন্ত্রাসীরা এখন আশ্রয়স্থলে গিয়েও জীবননাশ ও তাদের সন্তানদের অপহরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। সন্ত্রাসীরা একের পর এক তাণ্ডব চালালেও প্রশাসন নির্বিকার।

প্রশাসনের কাছে বারবার ধরনা দিয়ে কোন প্রতিকার না পেয়ে রোববার বিকালে নরসিংদী প্রেসক্লাবে জেলে সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষরা সাংবাদিকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তারা জানান, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসী জাজুমিয়া ও তার ভাইয়ের নেতৃত্বে হত্যা এবং ডাকাতি মামলার ২০/২৫ আসামি প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাদের কাছে চাঁদা দাবি করে।

যুগান্তর, ৮ এপ্রিল ২০০২

(৮৮০)
জীবিত তারেক জিয়ার নামে স্মৃতি সংঘ! সংখ্যালঘুদের কাছে চাঁদা দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বড় ছেলে তারেক রহমান জীবদ্দশাতেই স্মৃতি হয়ে গেলেন জাতীয়তাবাদী যুবদল আর ছাত্রদলের কল্যাণে। তারা 'তারেক জিয়া স্মৃতি সংঘ' নামে একটি সংগঠন খুলেছে। চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর এ ঘটনাটি ঘটেছে পাবনা জেলার বেড়া পৌরসভায়। রোববার 'সংবাদ'-এর পাবনা (বেড়া) সংবাদদাতা জানিয়েছেন, জাতীয়তাবাদী যুবদল ও ছাত্রদলের কিছু যুবক 'তারেক জিয়া স্মৃতি সংঘ' নামে একটি সংগঠন খুলে বসেছে। তারা সংগঠনটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য নেমেছে চাঁদাবাজিতে। শনিবার সন্ধ্যায় তারা বেড়া পৌরসভার ব্যবসায়ী গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডারের মালিক সুশান্ত দত্তের কাছে চাঁদা দাবি করে। তিনি চাঁদা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে 'তারেক জিয়া স্মৃতি সংঘ'-এর নেতা-কর্মীরা তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। যাওয়ার সময় তারা সুশান্ত দত্তকে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়ে যায়। বেড়া থানা পুলিশ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। তবে লিখিত অভিযোগ না থাকায় পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

সংবাদ, ৮ এপ্রিল ২০০২

(৮৮১)
ভোলায় সংখ্যালঘু গৃহবধূকে ধর্ষণ ও কুপিয়ে মালামাল লুট ॥ সিরাজগঞ্জে অপহৃত হিন্দু কিশোরকে খাৎনা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ ভোলা, সিরাজগঞ্জ ও পটুয়াখালী জেলায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। ভোলার তজুমদ্দিনের সোনাপুর গ্রামে সন্ত্রাসীরা চাঁদা না পেয়ে মায়ের বয়সী এক সংখ্যালঘু গৃহবধূকে ধর্ষণ শেষে কুপিয়ে ও পিটিয়ে তাঁর ঘরের মালামাল লুট করেছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এই নির্যাতিত গৃহবধূ সন্ত্রাসীদের ভয়ে থানায় কোন মামলা পর্যন্ত করেননি। পুলিশ উদ্যোগ নিয়ে থানায় একটি জিডি করেছে। সিরাজগঞ্জে অপহৃত সংখ্যালঘু কিশোরকে খাৎনা করানোর অভিযোগে পুলিশ শহরের এক গ্রামডাক্তারকে গ্রেফতার করেছে। তবে পুলিশ নবম শ্রেণীর ছাত্র রিপন শীলকে অপহরণকারীদের এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। গত ৩১ মার্চ সিরাজগঞ্জের বারাকান্দি গ্রাম থেকে রিপন শীল অপহৃত হয়। অপরদিকে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার বহরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের আদমপুরা গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান সন্ত্রাসীদের হামলায় ভণ্ডুল হয়ে গেছে। পাঁচ দিনব্যাপী নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রথম দিন শনিবার মধ্যরাতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়।

ভোলা থেকে সংবাদদাতা জানান, তজুমদ্দিন থানার সোনাপুর গ্রামে সন্ত্রাসীরা চাঁদা না পেয়ে মায়ের বয়সী এক সংখ্যালঘু গৃহবধূকে ধর্ষণ শেষে তাঁকে কুপিয়ে এবং পিটিয়ে ঘরের মালামাল লুট করেছে। গত ৪ এপ্রিল এ ঘটনার পর থেকে নির্যাতিত গৃহবধূ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে তিনি বা তাঁর পরিবার সন্ত্রাসীদের ভয়ে থানায় কোন প্রকার মামলা করেননি। পুলিশ উদ্যোগ নিয়ে থানায় একটি জিডি করেছে।

নির্যাতিত গৃহবধূ জানান, নির্বাচনের পর পরই তাঁদের পরিবারের কাছে ২৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে সন্ত্রাসীরা। চাঁদার টাকা পরিশোধ না করে তাঁরা উপজেলা সদরে খাদ্যগুদামের পাশে এসে নতুন বাড়ি তৈরি করেন। সেখানেই তাঁর তিন ছেলে, ২ মেয়েসহ বসবাস শুরু করেন। জমিজমা এবং ফসলের জন্য গৃহবধূ প্রায়ই সোনাপুর গ্রামে যেতেন। গত ৩ এপ্রিল তিনি তাঁর ২০ বছরের কন্যাকে নিয়ে বাড়ি যান। রাতে মুখোশ পরে আসে ৪/৫ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত। তারা ২০ বছরের তরুণীকে মায়ের কাছ থেকে টেনেহিঁচড়ে জোর করে নিয়ে যেতে চায়। তরুণীর মায়ের আকুতি এবং প্রাণপণ বাধায় পাষণ্ডরা ক্ষুব্ধ হয়ে তার মাকেই ধর্ষণ করে। দুই নরপশুর পৈশাচিক লালসা মিটানোর পূর্বেই নির্যাতিত গৃহবধূ জ্ঞান হারান। নিজ মায়ের ওপর এ বর্বরতম নির্যাতনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে ২০ বছরের তরুণী। যদিও অবিবাহিত সেই তরুণী বলেছে, সে অক্ষত। তার মাকে নির্দয়ভাবে কুপিয়ে সন্ত্রাসীরা মালামাল নিয়ে এলাকা ছাড়ে। পরদিন তিনি তজুমদ্দিন হাসপাতালে ভর্তি হন। গত ৫ এপ্রিল তিনি পাশবিক নির্যাতনের কথা বলেছেন ডাক্তারদের কাছে। তবে ডাক্তাররা বিষয়টি আমলে নেননি বলে ধর্ষিতা জানালেন সাংবাদিকদের।

তজুমদ্দিন থানার ওসি ইউসুফ আলী বলেছেন, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। নির্যাতিত মহিলার পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় দুই সন্ত্রাসীর বিরোধ রয়েছে। ঘটনার দিন বিকালে তাদের সঙ্গে সালিশ ব্যবস্থা হয়। বিকালে মহিলার ঘর থেকে ১১ কেজি চাল উধাও হয়ে যায়। এ নিয়ে মহিলা গালমন্দ করলে সন্ত্রাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। যারা ঘটিয়েছে তাদের পুলিশ চিহ্নিত করেছে। গ্রেফতার অভিযান চলছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই লুৎফর রহমান জানান, সন্ত্রাসীরা প্রায়ই ওই সংখ্যালঘু পরিবারের গাছের ডাবসহ বিভিন্ন ফসল নিজের মনে করে নিয়ে যায়। এ নিয়ে বিরোধ রয়েছে।

সিরাজগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, অপহৃত সংখ্যালঘু পরিবারের রিপন শীলকে (১৪) খাৎনা করানোর অভিযোগে সোমবার সকালে সিরাজগঞ্জ থানা পুলিশ শহরের জুবলী রোড এলাকা থেকে আব্দুস সালাম নামের এক গ্রামডাক্তারকে গ্রেফতার করেছে। তবে পুলিশ এখনও নবম শ্রেণীর ছাত্র রিপন শীলের অপহরণকারীদের গ্রেফতার করতে পারেনি। এ ঘটনা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

গত ৩১ মার্চ সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বারাকান্দি গ্রাম থেকে রিপন শীলকে তার ২ বন্ধু মকবুল এবং জাহিদুল অপহরণ করে। এ ঘটনায় গত ১ এপ্রিল রিপন শীলের পিতা ডা. ননী গোপাল শীল সিরাজগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। পরের দিন ২ এপ্রিল পুলিশ মামলায় অভিযুক্ত মকবুলের পিতা জুড়ান আলী এবং তার ভাই আলতাব হোসেনকে গ্রেফতার করে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, অপহণকারী ২ বন্ধু রিপন শীলকে সঙ্গে নিয়ে সিরাজগঞ্জ শহরের জুবলী রোডস্থ গ্রামডাক্তার আব্দুস সালামের কাছে এসে তার খাৎনা করায়। এর পর থেকে তারা পলাতক রয়েছে। এদিকে সংখ্যালঘু পরিবারের সন্তান রিপন শীলকে অপহরণ করে খাৎনা করানোর ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বাউফল থেকে সংবাদদাতা জানান, সন্ত্রাসী হামলায় দশমিনা উপজেলার বহরমপুর ইউপির একটি গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ওই ইউপির আদমপুরা গ্রামে সারদা ডাক্তারের বাড়িতে ৫ দিনব্যাপী নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রথম দিন শনিবার মধ্যরাতে জোট সরকারের সমর্থক একটি সন্ত্রাসী বাহিনী অতর্কিতভাবে হামলা করলে আহত ৪/৫শ' ভক্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা ওই বাড়ির একটি কুঁড়েঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে প্রাণভয়ে এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। সন্ত্রাসীরা ঘটনার আগের দিন ওই বাড়িতে গিয়ে সারদা ডাক্তারকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান না করার জন্য শাসিয়ে যায়। তিনি সন্ত্রাসীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পরের দিন মধ্যরাত থেকে ৫ দিনব্যাপী নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করলে সন্ত্রাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে এ ঘটনা ঘটায়। এ ব্যাপারে দশমিনা থানার ওসি শিলুমনি চাকমা ফোনে জনকণ্ঠের প্রতিনিধিকে জানান, এটি কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়। নিছক বিড়ি-সিগারেটের আগুন থেকে এ ঘটনার সূত্রপাত হলে অনুষ্ঠানে আগত ভক্তরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনায় থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ এপ্রিল ২০০২

(৮৮২)
নওগাঁয় আদিবাসী মহিলার শ্লীলতাহানি স্বামী আহত

নওগাঁ থেকে সংবাদদাতা ঃ নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলাধীন আলীপুর গ্রামে রোববার সকালে পূর্বশত্রুতার জের ধরে সন্ত্রাসীরা এক আদিবাসী গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে শারীরিক নির্যাতন করেছে। স্ত্রীকে রক্ষায় এগিয়ে আসলে সন্ত্রাসীরা গৃহবধূর স্বামীর ওপরও নির্যাতন চালায়। এ ঘটনায় মামলা গ্রহণ না করে লাঞ্ছিত গৃহবধূ কল্পনা রানীকে থানা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে গুরুতর আহত হারাণ চন্দ্রকে মহাদেবপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

সংবাদ, ৯ এপ্রিল ২০০২

(৮৮৩)
চন্দনাইশে ৭ হিন্দু বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি দেশ ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দেয় দুর্বৃত্তরা

চট্টগ্রাম অফিস ঃ জেলার চন্দনাইশের বরমা গ্রামে একই রাতে ৭টি হিন্দু বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতদের গুলিতে ২ জন গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছে ৪ জন। ডাকাতরা হিন্দু পরিবারের সদস্যদেরকে দেশত্যাগের হুমকি দিয়ে বলেছে, নাহলে তাদেরকে খুন করা হবে। গত শনিবার গভীর রাতে এই গণডাকাতির ঘটনা ঘটে।

গত শনিবার রাতে প্রায় ৪০ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে বরমা গ্রামে হামলা চালায়। ডাকাতরা বরমায় মাইগাতা এলাকার বরকল হাইস্কুলের শিক্ষক প্রদীপ চক্রবর্তী ও তার স্ত্রী মাইগাতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মীরা চক্রবর্তীকে বেদম মারধর করে। ডাকাতরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেই তাদেরকে মারধর শুরু করেছিল। এ সময় তারা প্রদীপ চক্রবর্তী ও মীরা চক্রবর্তীকে বলে যে, 'তোরা এখনো এদেশ থেকে যাসনি কেন? কবে চলে যাবি বল?'

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মীরা চক্রবর্তী বলেন, আমরা আগামীকালই চলে যাবো। ডাকাতরা মীরা চক্রবর্তীর কানের দুল খোলার অপেক্ষা না করেই টেনে ছিঁড়ে নেয়। তাদের ঘর থেকে ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ সাড়ে ৯ হাজার টাকা নিয়ে যায়।

একই রাতে ডাকাতরা অজিত চক্রবর্তী, গোপেশ চক্রবর্তী, চিত্ত বসু, নারায়ণ বসু, মুকুন্দ মজুমদার ও সুভাষ হোড়ের বাড়িতে ডাকাতি করে এবং সর্বস্ব লুট করে নেয়। তাদের চিৎকারে এলাকার জনসাধারণ এগিয়ে এলে ডাকাতরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়ে। এতে দুলাল নন্দীর ছেলে কিশোর নন্দী ও অমূল্য দের ছেলে প্রিয়তোষ দে আহত হন। আহতদেরকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত মাস তিনেক আগেও অমরেশ ধরের বাড়িসহ আরো ২টি বাড়িতে এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল।

আক্রান্তদের অভিযোগ, ডাকাতির নামে এরা মূলত এলাকার সংখ্যালঘুদের জায়গা সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার ধান্ধায় রয়েছে। সংখ্যালঘুরা যদি প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে তাদের পোয়াবারো। এডভোকেট সুখময় চক্রবর্তীর অভিযোগ, এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে মূলত হিন্দুদেরকে তাদের জমি-ভিটা থেকে উচ্ছেদের চক্রান্ত করা হয়েছে। চন্দনাইশের ঐ এলাকায় হিন্দুরা এখন চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ১০ এপ্রিল ২০০২

(৮৮৪)
গৌরনদীতে গৃহবধূর ওপর বোমা হামলা

বরিশাল অফিস ঃ শনিবার সন্ধ্যায় গৌরনদীর আধুনা গ্রামে শিখা দত্তের (৪০) হাতে বাইরে থেকে ছোড়া বোমা বিস্ফোরিত হলে তার ডান হাতের কব্জি ছিঁড়ে যায়। তাকে শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি ৩টি আঙ্গুল হারিয়েছেন। বোমা নিক্ষেপকারীকে চিহ্নিত করা যায়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের সময় তাদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছিল। তারা ভয়ে ভোট কেন্দ্রে যাননি। নির্বাচনের পর তারা নিরুপদ্রবে ছিলেন। আহতের স্বামী গরীব কৃষক শংকর কুমার জানান, তাদের কোন শত্রু নেই। এ ব্যাপারে গত রবিবার সকালে গৌরনদী থানার সাথে যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার বলে, 'এ ঘটনা আমরা জানি না। আপনি ঘটনাস্থলে গিয়ে জেনে আসুন।'

দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ এপ্রিল ২০০২

(৮৮৫)
ঘটনাস্থল রাজশাহীর দেবীপুর গ্রাম
সংখ্যালঘুর বাড়িতে ছাত্রদল ক্যাডারদের ব্যাপক তাণ্ডব

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী ঃ রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার দেবীপুর গ্রামে এক ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাড়িতে গতকাল বুধবার সকালে দু'জন ছাত্রদল ক্যাডার ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে। ঘটনার সময় জনতা একজনকে আটক করে একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখে। পরে ছাত্রদলের আরেক ক্যাডার ফাঁকা গুলি করতে করতে গিয়ে আটক ক্যাডারকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এসময় তাদের গুলিতে কমপক্ষে দু'জন আহত হয়েছে। স্থানীয় জনতা ক্যাডারদের একটি মোটর সাইকেল, গুলির খোসা ও একটি মোবাইল সেট উদ্ধার করে পুলিশের কাছে জমা দেয়। এ ঘটনায় সন্ত্রাসীদের নামে দুর্গাপুর থানায় পৃথক দু'টি মামলা হয়েছে। আহতদেরকে ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।

জানা যায়, গতকাল সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে ছাত্রদলের দুই ক্যাডার মোটর সাইকেলে করে দেবীপুরের রনজিৎ বাবুর বাড়িতে যায়। তারা রনজিতের ছেলে রুপককে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় রুপক তাদের সঙ্গে যেতে না চাইলে সন্ত্রাসীরা রুপকের বুকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে ধরে। রুপকের বড় ভাই রতন এগিয়ে এলে তারা ফাঁকা গুলি ছুড়ে। এক পর্যায়ে তারা পালানোর চেষ্টাও করে। কিন্তু ততক্ষণে স্থানীয় জনতা জড়ো হয়ে যায়।

ক্যাডারদের একজন মনিরুজ্জামান মানিক ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ওয়াদুদ নামে অন্য ক্যাডারকে জনতা ধরে ফেলে। ওয়াদুদকে রতনদের একটি ঘরে রেখে পুলিশে খবর দিতে যায় রতন। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় ছাত্রদল ক্যাডার মাহাতাব মোটর সাইকেলে করে সেখানে এসেই এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। জনতা ভয়ে দূরে সরে যায়। এরই সুযোগে মাহাতাব ছিনিয়ে নিয়ে যায় আটক ওয়াদুদকে।

জানা গেছে, মনিরুজ্জামান মানিক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা কিংবা ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র। সে ডঃ জোহা হলে থাকে। তার পরিচয়পত্র নম্বর ১১৮৮৯। সন্ত্রাসীদের ফেলে যাওয়া মোবাইল নম্বর ০১৭৮৬৫৭৭০ এবং সুজুকি-১০০ মোটর সাইকেলের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর-হলো রাজশাহী-এ ০২-০৯৬৩।

এ ঘটনায় রনজিৎ ঘোষের ছেলে রতন বাদি হয়ে দুর্গাপুর থানায় অস্ত্র আইনে একটি এবং একটি অপহরণ চেষ্টার মামলা দায়ের করেন। মামলা নম্বর-অস্ত্র আইনের ১০, ধারা-৩৬৪/৫১১' এবং অন্যটির নম্বর ১১, তারিখ ১০/০৪/২০০২। পুলিশ সন্ত্রাসীদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

উল্লেখ্য, ছাত্রদল ক্যাডাররা কেন রুপককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল তার কারণ জানা যায়নি।

সংবাদ, ১১ এপ্রিল ২০০২

(৮৮৬)
মীরসরাইয়ে হিন্দু পাড়ায় হামলা আহত ৩ জন

চট্টগ্রাম অফিস ঃ মিরসরাই থানার দুর্গাপুর হিন্দু পাড়ায় সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে একই পরিবারের তিনজনকে আহত করেছে এবং তাদের ঘর ভাঙচুর করেছে। আহতদের মধ্যে গৃহবধূ রানু আচার্যকে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার জায়গা দখলের উদ্দেশে এই হামলা চালানো হয় বলে জানা গেছে।

জানা যায়, স্থানীয় প্রভাবশালী আবুল কাশেম সকালে দলবল নিয়ে দুর্গাপাড়ার আচার্য বাড়িতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা বিনয় আচার্যের গোয়ালঘর, রান্নঘর ভাঙচুরকালে বাধা প্রদান করলে বিনয় আচার্য (৪৫), তার স্ত্রী রানু আচার্য (৩০) ও কিশোরী কন্যা মুন্নী আচার্যকে পিটিয়ে আহত করে। এদের মধ্যে বিনয় ও মুন্নীকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই লতিফ জানান, আসামি কাশেম ঘটনার পর গা ঢাকা দেওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

স্থানীয় লোকজন জানায়, আবুল কাশেম আচার্য বাড়ির জায়গা দখলের উদ্দেশ্যে কেনার প্রস্তাব দিয়ে কিছুদিন আগে প্রত্যাখ্যাত হয়। এরপর আচার্য বাড়ির চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে স্থানীয় গণ্যমান্যদের মধ্যস্থতায় বেড়া তুলে নেওয়া হয়। তবে এর কিছুদিন পর কাশেম প্রভাব খাটিয়ে আবার বেড়া দিয়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

ভোরের কাগজ, *১২ এপ্রিল ২০০২*

(৮৮৭)
ফরিদপুরের গ্রামে সংখ্যালঘু কিশোরীকে অপহরণের চেষ্টা
পথের কাঁটা সরাতে বৃদ্ধাকে তুলে নিয়ে হত্যা, গৃহবধূকে ধর্ষণ

বোয়ালমারী (ফরিদপুর) প্রতিনিধি ঃ ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার পানিগাতী গ্রামে সন্ত্রাসীরা গত মঙ্গলবার গভীর রাতে এক বাড়িতে ঢুকে সংখ্যালঘু পরিবারের এক বৃদ্ধার মুখে কাপড় বেঁধে তাকে তুলে এনে কুপিয়ে হত্যা করেছে। এরপর সন্ত্রাসীরা পাশের বাড়িতে ঢুকে আরেক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে ধর্ষণ করে ও আরেকটি ঘরের দরজা ভেঙে ৬ হাজার টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কারসহ মালামাল নিয়ে যায়। সংখ্যালঘু পরিবারেরই এক কিশোরীকে অপহরণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাসীরা এসব ঘটনা ঘটায় বলে জানা গেছে।

পুলিশ গতকাল বৃহস্পতিবার ওসমান খান (১৮), মনিরুল খান (২২), খোকন মোল্যা (২৫) ও মাসুদ (২২) নামে চারজনকে আটক করেছে। এদের মধ্যে এজাহারভুক্ত আসামি ওসমান ও মনিরুলের সাত দিনের রিমান্ড চেয়েছে পুলিশ।

এলাকাবাসী জানান, সন্ত্রাসীরা প্রায়ই পানিগাতী গ্রামে এক কিশোরী কন্যাকে নানাভাবে উত্যক্ত করত। এতে বাদ সাধায় পথের কাঁটা সরানোর জন্য তারা ওই কিশোরীর পার্শ্ববর্তী ঘরের সন্তোষ বাড়ৈর মা আন্না রানীকে তুলে এনে মুখে কাপড় বেঁধে মাথায় আঘাত করে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আন্না রানীর মৃত্যু হয়। এর আগে সন্ত্রাসীরা ওই কিশোরীকে অপহরণের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এ সময় ওই কিশোরীর মাকে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। পরে সন্ত্রাসীরা পাশের এক বাড়িতে ঢুকে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে ধর্ষণ করে। এরপর তারা অনন্ত কুমার বাড়ৈ নামে আরেকজনের ঘরের দরজা ভেঙে নগদ ৬ হাজার টাকা ও দুই ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ মূল্যবান মালামাল নিয়ে যায়।

নিহত আন্না রানী বাড়ৈর পুত্র সন্তোষ বাড়ৈ এ প্রতিনিধিকে জানান, তিনি ঢাকা থেকে আনুমানিক রাত ১২-৩০ মিনিটে বাড়িতে প্রবেশকালে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী শিরগ্রামের মন্টু খার দুই পুত্র হুমায়ুন খা (২০), ওসমান খা (১৮), আলতাফ খার পুত্র লাবলু খা (২০) ও কবির খার পুত্র মনিরুল খা (২২) কে রামদা চাইনিজ কুড়াল হাতে তার বাড়ি থেকে বের হতে দেখেন। এ ব্যাপারে ওই সন্ত্রাসীদের আসামি করে আলফাডাঙ্গা থানায় হত্যা ও ডাকাতির মামলা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সহকারী পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

প্রথম আলো, *১২ এপ্রিল ২০০২*

(৮৮৮)
২শ' বছরের পুরাতন মন্দির ভেঙ্গে জমি দখলের পাঁয়তারা

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ নবীগঞ্জ উপজেলার আগনা গ্রামের খসরু মিয়া চৌধুরী গংরা একই গ্রামের একটি জমিদারবাড়ির প্রায় ২শ' বছরের পুরাতন মন্দির ভেঙ্গে বাড়িটি দখলের পাঁয়তারা করছে। ফলে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে চাপা অসন্তোষ বিরাজ করছে।

জানা যায়, ৩ নং ইনাতগঞ্জ ইউনিয়নের আগনা গ্রামের তৎকালীন জমিদাররা প্রায় ২শ' বছর পূর্বে মধ্য সমেত মৌজার ১১৪৬ দাগের ভূমিতে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে জমিদার পরিবারের সবাই দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গেলে ঐ সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। ঐ গ্রামে খসরু চৌধুরী গংরা প্রায় ২শ' বছরের পুরাতন (পুরাকীর্তি) মন্দিরটি ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে এবং ঐ জমিদার বাড়িটি দখলের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এতে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে চাপা ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

বাংলাবাজার পত্রিকা, *১২ এপ্রিল ২০০২*

(৮৮৯)
গৌরনদীতে বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডারদের তাণ্ডব
সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় আহত ৮, অনেকে বাড়িছাড়া

বরিশাল ও গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ বিএনপি সশস্ত্র ক্যাডাররা গৌরনদীতে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়িতে হামলা চালিয়েছে। এতে ৩ মহিলা শ্লীলতাহানির শিকার হওয়াসহ ৮ জন আহত হয়েছে। ভয়ে কেউ হাসপাতালে চিকিৎসা ও থানায় মামলা করতে বা সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলতে চাচ্ছে না। গত বুধবার স্থানীয় সাংবাদিকরা খবর পেয়ে বিএনপি ক্যাডারদের সন্ত্রাসকবলিত গৌরনদীর চাঁদশী ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কাপালিকপাড়া গ্রামে যান। কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া গোটা গ্রামের নারী-পুরুষ বিএনপি ক্যাডারদের সন্ত্রাসে পালিয়ে গেছে। যারা আছে তারাও মুখ খুলতে সাহস পায়নি। তবে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, নির্বাচনোত্তর নিরাপত্তাহীন পরিবেশের কারণে পলাতক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু লোক সম্প্রতি ৪ দলীয় জোট নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সাংসদের আশ্বাসে এলাকায় ফিরে আসে। এ খবর পেয়ে বিএনপি ক্যাডার ফারুক, বাচ্চু, আলতাফসহ বিভিন্ন সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সোমবার রাতে ঐ গ্রামে হামলা চালায়। তারা এ সময় অশোক মজুমদার, কৃষ্ণকান্ত প্রমুখের খোঁজ করে। তাদের না পেয়ে অজিত মজুমদার (১৮) নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এ সময় গৌরাঙ্গ সরকারের পুত্র সুমন সরকার ও প্রতিবেশী যুবক রিপন বিশ্বাস ও তার

পিতা হরিপদ বিশ্বাসকেও বিএনপি সন্ত্রাসীরা গুরুতর আহত করে। তাদের রক্ষা করতে এসে মঞ্জু রানী, রীতা রানীসহ পরিবারের আরো ২/৩ জন মহিলা শ্লীলতাহানির শিকার ও আহত হন।

সন্ত্রাসীরা এসব হামলার বিষয়ে কোনো মামলা করলে বা সংবাদ কর্মীদের কিছু বললে ভয়াবহ পরিণতি হবে বলে সংখ্যালঘুদের শাসিয়ে যায়। এমনকি আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়াও নিষিদ্ধ করে। তাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হামলার শিকার হওয়া পরিবারসহ সংখ্যালঘুদের মহিলা, কিশোর, তরুণ ও সক্ষম পুরুষেরা এলাকা ছেড়ে আশপাশের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। সাংবাদিকদের কাছে কেউ মুখ খোলা তো দূরের কথা ছবি তুলতে দিতেও অপরাগতা প্রকাশ করেছে। তারা এ ব্যাপারে সংবাদপত্রে কোনো লেখালেখি না করার বিনীত অনুরোধ জানিয়ে বলেছে, তাহলে তারা সবংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং পালিয়েও আত্মরক্ষা করতে পারবে না। স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ১৩ এপ্রিল ২০০২

(৮৯০)
কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘু কিশোরী ধর্ষিতা

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার খেজুরবাগ এলাকায় বৃহস্পতিবার মধ্য রাতে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে পিতার সামনেই এক সংখ্যালঘু কিশোরীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষকদের নাম নুরুল ইসলাম ও রাসেল বলে জানা গেছে। থানায় মামলা হয়েছে।

জানা গেছে, খেজুরবাগ এলাকায় বিল্লাল মিয়ার বাড়িতে ভাড়াটে হিসাবে বসবাসরত ওই পরিবারটির ওপর সন্ত্রাসী নুরুল ইসলাম ও রাসেল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে হামলা চালায়।

এসময় তারা কিশোরীটির ঘুমন্ত পিতার হাত-পা বেঁধে ফেলে এবং অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তার সামনেই মেয়েটিকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। গতকাল মেয়েটির বাবা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে থানায় মামলা করেছেন।

আজকের কাগজ, ১৩ এপ্রিল ২০০২

(৮৯১)
সাতক্ষীরায় পূজা মণ্ডপে জামাতের হামলা ॥ ৩০ নারী-পুরুষ প্রহৃত

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ শুক্রবার দিবাগত রাত নয়টায় জামাতের ক্যাডার বাহিনী দোল পূজারত ২০/৩০ জন নারী-পুরুষকে মারধর করে পূজার সকল সরঞ্জামাদী ভেঙে দিয়েছে। এসময় তারা হুমকি দিয়েছে, 'তোরা ভারতে চলে যাবি। এদেশে তোদের স্থান হবে না, পূজা পার্বন করতে পারবি না।' ঘটনাটি ঘটেছে আশাশুনি উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামে। এ ব্যাপারে প্রতিকার চেয়ে দু'শতাধিক নারী-পুরুষ শনিবার জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করে নিরাপত্তা দাবি করেছেন।

অভিযোগপত্র সূত্রে ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, আশাশুনি উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের একশ' বছরের পুরাতন পূজামণ্ডপে রাত ৯টায় দোল পূজায় অংশ নেয় ২০/৩০ জন নারী-পুরুষ। পূজা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জামাত নেতা আবু মুছা ও কেয়ামুদ্দিন সরদারের নেতৃত্বে সুরত সরদার, আহমেদ সরদার, কাদের, আছের, নূর মোহাম্মদ, ছামাদ, শহিদুল, গফফার, বরকত, মোসলেম ও মোস্তাক আলীসহ ২০/২৫ জন জামাতের ক্যাডার লাঠিসোটা নিয়ে দোলপূজারত নারী-পুরুষের ওপর হামলা করে। তারা লাঠিসোটা দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে পূজারত পূর্ণিমা, মমতা, চাঁদমনি, নমিতা, লক্ষ্মী, ভগবতী, নিয়ারবালা, বিমলা, কমলা, কবিতা, তারকনাথ সরকার, বিমল রায়, দিপক সরকার ও শ্রীকান্ত সরকারকে পেটায়। হামলাকারীরা পূজার সরঞ্জামাদী ভাঙচুর করে এবং হিন্দুদের ভারতে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়। ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ শনিবার ক্ষতিগ্রস্তরা জেলা প্রশাসকের কাছে আসার প্রস্তুতি নিলে হামলাকারীরা তারক নাথ সরকার, বিমল রায়, দিপক সরকার ও শ্রীকান্ত সরকারকে তিন ঘণ্টা জামাত নেতা কেয়ামুদ্দিনের বাড়িতে আটকে রাখে। প্রসঙ্গত ২৭ মার্চ একই স্থানে পূজা করতে গেলে এই হামলাকারী তাদের তাড়িয়ে দেয় এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করা হলে তিনি টিএনও ও ওসিকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। অতঃপর শুক্রবার রাতে আবারও জামাত কর্মীরা পূজায় বাধা দেয়।

গতকাল দু'শতাধিক হিন্দু নারী-পুরুষ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে অভিযোগ করে নিরাপত্তার দাবি জানায়। জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিকভাবে আশাশুনি থানার ওসিকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দেন এবং অভিযোগকারীদের আজ রাতে আবারও পূজায় অংশ নিতে অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গত মাত্র ১৩ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত পূজা মণ্ডপে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা শত বছর ধরে পূজা অর্চনা করে আসছেন। সম্প্রতি আশাশুনি জামাতের আমির আব্দুস সবুর ও স্থানীয় জামাত নেতারা পূজার স্থানে মাদ্রাসা তৈরির ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে স্থানীয় বিএনপি নেতা আব্দুল জলিল ঢালী, জালাল ঢালী, আবু সাঈদ, বারী ঢালী, ও হুমায়ুন কবির।

আজকের কাগজ, ১৪ এপ্রিল ২০০২

(৮৯২)
রাউজানে অস্ত্রের মুখে যুবক অপহরণ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন বাগোয়ান ইউনিয়নের কৈয়াপাড়া এলাকায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে বিশু বৈদ্য (২৫) নামে এক যুবককে গতকাল সকালে একটি মাইক্রোযোগে অপহরণ করে নিয়ে যায়। আমাদের রাউজান প্রতিনিধি শফিউল আলম শফি জানান, সন্ত্রাসী আবু জাফর রাশেদ ও ধামা ইসহাকের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী বিশু বৈদ্যকে দেওয়ানপুর হাইস্কুলের একটি কক্ষে আটক করে রাখে। রাউজান থানার পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সন্ত্রাসীরা গা ঢাকা দেয়। হাইস্কুলের একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষ থেকে বিশু বৈদ্যকে পুলিশ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ এক ব্যক্তিকে অপহরণের সাথে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করে।

আজকের কাগজ, ১৫ এপ্রিল ২০০২

(৮৯৩)
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দুই কর্মকর্তাকে খুন করে দুর্বৃত্তরা ২৫ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ রাজধানীর দয়াগঞ্জ ট্রাক স্ট্যান্ডের কাছে গত রবিবার মাঝ রাতে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দু'জন কর্মকর্তাকে খুন করে দুর্বৃত্তরা ২৫ লাখ টাকা নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তদের গুলীবর্ষণে নিহতদের দু'জন সঙ্গী গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন রাধাকৃষ্ণ শর্মা (৬৪) ও স্বপন কুমার ভট্টাচার্য (৫৫)। আহত পান্না লাল ও নিরঞ্জন সাহাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদেরকে বহনকারী মাইক্রোবাসের চালক কেরামত আলীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোয়েন্দা পুলিশ আটক করেছে।

রাজধানীর ১৫০, মতিঝিলে অবস্থিত ঢাকা এশিয়া লিমিটেডের মালিক ওম প্রকাশ চৌধুরী কর্মকর্তাদের নিয়ে নারায়ণগঞ্জে যান। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া দু'কর্মকর্তা উত্তম কুমার সাহা ও নারায়ণ চন্দ্র ভৌমিক পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। উত্তম কুমারের পিতার নাম উপেন্দ্র নাথ সাহা, ৬৪/জি, রামকৃষ্ণ মিশন রোড। নারায়ণের পিতা উমেশ চন্দ্র ভৌমিক। ঠিকানা গুলশান-২, সড়ক-২৩, বাসা-২০।

তারা জানান, রাত ১১টায় নারায়ণগঞ্জ টানবাজারস্থ হারাধন বাবুর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ওম প্রকাশ চৌধুরী গুলশানের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিছুক্ষণ পর নিজেদের টয়োটা লিউসিডা মাইক্রোবাসে (ঢাকা মেট্রো চ-৫৪-০১৯৩) চালকসহ আটজন ঢাকার পথে রওনা হন। রাত ১১টা ৪০ মিনিটে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তায় পৌঁছার পর হারাধন বাবুর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ক্রয়কারী ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ সাহা নেমে যান। তার পিতার নাম অগনি মোহন সাহা। বাসা সুত্রাপুর কাঠেরপুল এলাকায়।

যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা থেকে মাইক্রোবাস চলতে শুরু করলে একটি প্রাইভেট কার তাদের অনুসরণ করে। রাত পৌনে ১২টায় দয়াগঞ্জ ট্রাক স্ট্যান্ড পার হওয়ার পরই প্রাইভেট কার ওভারটেক করে মাইক্রোবাসের সামনে থামে। এ সময় মাইক্রোবাসের সাথে প্রাইভেট কারের ধাক্কা লাগে। কার থেকে অস্ত্র হাতে তিন যুবক নামে। পিছন দিক থেকে তিনটি মোটর সাইকেল মাইক্রোবাসকে ঘিরে ফেলে মোটর সাইকেল ও গাড়ী থেকে ছয়জন নেমেই চাপাতি দিয়ে মাইক্রোবাসের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলে। টাকা দিয়ে দে বলে তারা চালকের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মাইক্রোবাসের পিছনের ডালা খুলে দুটি ব্যাগ বের করে নেয়। পরে চালকের হাতে চাবি দিয়ে দেয়। এরপরই অস্ত্রধারীরা মাইক্রোবাসের ভিতরে গুলীবর্ষণ করে প্রাইভেট কারে উঠে গুলিস্তানের দিকে চলে যায়। আর মোটর সাইকেল নিয়ে ৩ জন যায় সুত্রাপুরের দিকে।

ঘটনার পর চালক মাইক্রোবাস নিয়ে সোজা চলে যায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা রাধা কৃষ্ণ শর্মা ও স্বপন কুমার ভট্টাচার্যকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তির পর অবস্থা আশংকাজনক দেখে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ কমিশনার মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, ডিসি (পূর্ব) নূর মোহাম্মদ, ডিসি ডিবি এ কে এম মাহফুজুল হক, এডিসি (পূর্ব) মোঃ ওবায়দুর রহমান খান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ কর্মকর্তারা অক্ষত চালক ও আরোহী দু'জনকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ কমিশনার দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার ও মামলার তদন্তভার গোয়েন্দা পুলিশের উপর ন্যস্ত করেন।

ঘটনাস্থলের কাছেই একটি ফোন ফ্যাক্সের দোকান রয়েছে। দোকানের লোকজন জানায়, তারা পটকার শব্দ শুনেছে। তাদের ধারণা ছিল, নববর্ষের আনন্দ প্রকাশ করতে হয়তো কেউ পটকা ফুটিয়েছে। এদিকে নারায়ণ চন্দ্র ভৌমিক জানান, নববর্ষে হালখাতার হিসাব করার জন্য সন্ধ্যায় বারিধারা থেকে নারায়ণগঞ্জে হারাধন বাবুর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন।

নিহত রাধাকৃষ্ণ শর্মার পিতার নাম মৃত জগন্নাথ শর্মা, বাসা ১১, র‍্যাঙ্কীন স্ট্রিটে। নিহত স্বপন কুমার ভট্টাচার্যের পিতার নাম মৃত সারদা চন্দ্র ভট্টাচার্য। ঠিকানা গুলশান-১, সড়ক-৩০, বাসা-২০। স্বপন কুমারের স্ত্রী শিবানী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে রাজি হননি। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের সামনে মাইক্রোবাসে বসে তিনি বার বার কপালে হাত দিয়ে কাঁদছিলেন। তার ছেলে সুজিত (১৪) ও মেয়ে সোমা (১৫) রাধাকৃষ্ণ শর্মার চার ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে তৃতীয় ছেলে পাপ্পু শর্মা জানান, দু'টি ব্যাগে ২৫ লাখ টাকা ছিল বলে শুনেছেন। তিনি আরো জানান, তার পিতার কারো সাথে কোন ধরনের শত্রুতা ছিল না।

এডিসি (পূর্ব) মোঃ ওবায়দুর রহমান খান ইত্তেফাককে বলেন, ঢাকা এশিয়া লিমিটেড হচ্ছে বায়িং, গার্মেন্টসের রং ও অন্যান্য মালামাল আমাদানীকারক। মাইক্রোবাসে দু'টি ব্যাগে ২৫ লাখ টাকা ছিল কিনা তার সত্যতা সম্পর্কে পুলিশ নিশ্চিত হয়নি। উত্তম কুমার পুলিশকে

বলেছেন, কিছু টাকা ছিল। আর যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তায় নেমে যাওয়া বিশ্বজিৎ পুলিশের কাছে বলেছেন, নারায়ণগঞ্জ থেকে টাকা নিয়ে আসার বিষয়টি তার জানা নেই।

জোড়া হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে গতকাল সোমবার সুত্রাপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য লাশ দু'টি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে প্রেরণ করা হয়।

নারায়ণ চন্দ্র ভৌমিক মামলার এজাহারে উল্লেখ করেছেন, দুর্বৃত্তরা তার মোবাইল টেলিফোন ও নগদ ৭০০ টাকা নিয়ে যায়। গুলীতে আহত নিরঞ্জন সাহার মোবাইল টেলিফোনও নিয়ে গেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ এপ্রিল ২০০২

(৮৯৪)
আখাউড়ায় মূর্তি ভাঙচুর

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা ঃ আখাউড়ার কেন্দ্রীয় মন্দির রাধামাধব আখড়ার দুর্গামণ্ডপের বেদিতে থাকা শীতলা দেবী ও ব্রহ্মা মূর্তি দুটি গত রোববার মধ্যরাতে কে বা কারা ভেঙে ফেলেছে।

জানা গেছে, আখাউড়ায় জলবসন্তের প্রকোপ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বৃহস্পতিবার উপজেলা কেন্দ্রীয় মন্দিরে জলবসন্ত থেকে মুক্তির মানসে উপজেলার হিন্দু সম্প্রদায় ব্রহ্মা ও শীতলা দেবীর পূজা করে। পূজা শেষে ওই দুটি মূর্তি পূজার স্থান কেন্দ্রীয় মন্দিরের দুর্গা মণ্ডপে রাখা হয়। রোববার মধ্যরাতে কে বা কারা ওই দুটি মূর্তি ভেঙে ফেলে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামসুদ্দিন আহম্মেদ, পৌর চেয়ারম্যান নুরুল হক ভুঁইয়া, পৌর কমিশনার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০০২

(৮৯৫)
গোপালগঞ্জে পুলিশ পরিচয়ে ঘরে ঢুকে স্কুল শিক্ষককে পিটিয়ে গুলি করে জখম

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ পুলিশ পরিচয়ে ঘরে ঢুকে এক স্কুল শিক্ষককে পিটিয়ে ও গুলি করে জখম করেছে সন্ত্রাসীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত রোববার রাত ১টায় মুকসুদপুর উপজেলার ইন্দুহাটী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, পাঁচ-ছয়জনের একদল সন্ত্রাসী ওই গ্রামের ইন্দুহাটী হাইস্কুলের শিক্ষক অশোক মণ্ডলকে (৩৮) পুলিশ পরিচয় দিয়ে ঘর থেকে বের হতে বলে। এ সময় তার ভাই অজয় মণ্ডল (২০) ঘর থেকে বেরিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা তাকে বেদম প্রহার করে। এক পর্যায়ে অশোক মণ্ডল ভাইকে রক্ষা করতে ঘর থেকে বের হলে তাকে বেধড়ক মারধর করে। এ সময় তাকে লক্ষ্য করে তারা দুই রাউন্ড গুলি ছুঁড়লে একটি গুলি তার বাম হাতে লাগে।

প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০০২

(৮৯৬)
ছাগলনাইয়ায় ৪ জনকে মারধর বাগেরহাটে দুই বাড়ি লুট মঠবাড়িয়ায় ছাত্রদল ক্যাডারদের নির্যাতনে সংখ্যালঘু গৃহবধূসহ তিনজন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলা ছাত্রদল সভাপতির বাহিনীর মধ্যযুগীয় নির্যাতনের শিকার এ সংখ্যালঘু পরিবারের সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূসহ তিনজন

এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। সন্ত্রাসীরা বাড়ি ও মন্দির লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে সংখ্যালঘুদের। ভয়ে সংখ্যালঘুরা মামলা দায়ের করতে পারেনি। ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার ছাত্রদল নেতা সন্ত্রাসী টিপুর কাজে বাধা দেয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে ইছাছড়া গ্রামের সংখ্যালঘু ডা. অর্জুন দাসের বাড়িতে হামলা হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন ৪ জন। অপরদিকে বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার গিমটাকাঠি ও আড়ুয়ামর্দন গ্রামে মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা দু'টি সংখ্যালঘু বাড়িসহ ৫টি বাড়িতে চড়াও হয়ে লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটে নিয়েছে। বরিশাল থেকে স্টাফ রিপোর্টার ও মঠবাড়িয়া সংবাদদাতা জানান, কাবিখার আওতায় উপজেলার আমড়াগাছিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাখালী গ্রামের মিস্ত্রিবাড়ি থেকে হাজীবাড়ি পর্যন্ত গ্রামীণ সড়ক মেরামতের জন্য ছয় মেট্রিক টন গম বরাদ্দ করা হয়। এই প্রজেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান উপজেলা ছাত্রদল সভাপতি নিজামুল কবির মিরাজ। এই গ্রামীণ সড়কের দু'পাশে কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের বসবাস। কাবিখার কাজ করানোর জন্য ছাত্রদল সভাপতির কর্মচারীরা সড়কের দু'পাশের সংখ্যালঘুদের জমি থেকে মাটি কেটে সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু করে। শেষ জমিটুকু থেকে এভাবে মাটি কাটার প্রতিবাদ জানায় সংখ্যালঘু পরিবারগুলো। কিন্তু তাদের এই বাধা উপেক্ষা করে নিজামুল কবির মিরাজের শ্রমিকরা মাটি কাটতে থাকে। প্রান্তিক চাষীরা বাধ্য হয়ে ৭ এপ্রিল আদালতে মামলা দায়ের করে। আদালত মাটিকাটার ওপর অস্থায়ী ইনজাংশন জারি করে। কিন্তু আদালতের নোটিস তারা গ্রহণ না করে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৩ এপ্রিল মিরাজ তার বাহিনী নিয়ে সেখানে যায়। সেখানে যাবার পর ব্যাপারিবাড়ির প্রান্তিক চাষীরা তাদের আদালতের ইনজাংশনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মাটি কাটতে বারণ করে। এ কথা বলার পরে তারা বাড়ি ফিরে আসার মুহূর্তে পিছন থেকে হামলা করে মিরাজের বাহিনী। তারা চায়নিজ কুড়াল, রামদা ও অন্যান্য ধারাল আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ব্যাপক তাণ্ডব চালায় ব্যাপারিবাড়িতে। নির্বিচারে তারা সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা কমলা রানীকে (৪৫) মাটিতে ফেলে পিঠে ও নিতম্বে রামদার উল্টোদিক দিয়ে পেটায়। প্রবীর জমাদ্দার নামে একজনকে কুপিয়ে তার বাম কানসহ একটি অংশ কেটে ফেলে। বিধান ব্যাপারি ও ব্রজবালা নামে অপর একজন সত্তরোর্ধ বৃদ্ধাকে বেধড়ক পেটায়। সত্তরোর্ধ সাবেক ইউপি সদস্য সুজন মিত্রের হাত কুপিয়ে ও পিটিয়ে হাড় ভেঙ্গে কয়েক টুকরা করে ফেলে। কুপিয়ে বাড়ি ও হরি মন্দিরও ভাংচুর করে। সুজন মিত্র ও প্রবীর জমাদ্দারকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারা এখনও সংজ্ঞাহীন। বিএনপি ক্যাডারদের ভয়ে অন্তঃসত্ত্বা কমলা রানী স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে চলে যায়। গত দু'দিন ধরে তার অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। বন্ধ হয়ে গেছে পায়খানা প্রস্রাব। অপরদিকে নিজামুল কবির মিরাজ নিজের বাড়ি থেকে মালামাল সরিয়ে আহতদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে বলে আহতরা অভিযোগ করেছে। এ ঘটনার পরও আসামীরা কেউ গ্রেফতার হয়নি।

ছাগলনাইয়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, রবিবার ভোর রাতে অস্ত্র ব্যবসায়ী ও বহু মামলার পলাতক আসামী ছাত্রদল নেতা টিপু ছাগলনাইয়ার ইছাছড়া গ্রামের ডা. অর্জুনের বাড়ির সামনে একটি মাইক্রোবাসসহ চালককে অপহরণ করে নিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। চালকের চিৎকারে ডা. অর্জুন ও তার বাড়ির লোকজন এগিয়ে আসে। তারা মাইক্রোবাস চালককে বাঁচানোর চেষ্টা করলে টিপু ক্ষিপ্ত হয়ে তার দলবলসহ ৭/৮ জন সংখ্যালঘু বাড়িটিতে হামলা করে ঘরবাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট করে। এ সময় সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের আঘাতে ডা. অর্জুন (৪২) ও তার পিতা কৃষ্ণদাস (৬২) গুরুতর আহত হয়। তাদের ছাগলনাইয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। থানায় মামলা হয়েছে।

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, কচুয়ার গিমটাকাঠি ও আড়ুয়ামর্দন গ্রামে মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা ২টি সংখ্যালঘু বাড়িসহ ৫ বাড়িতে চড়াও হয়ে লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটে নিয়েছে। শনিবার রাতে সন্ত্রাসীরা এ গ্রামের ক্ষিরোদ ও দেবেন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে চড়াও হয়ে মালামাল লুটে নেয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ এপ্রিল ২০০২

(৮৯৭)
গৌরনদীর কাপালিক পাড়ায় বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলা

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের খোঁজার অজুহাতে সোমবার রাতে বিএনপি ক্যাডাররা গৌরনদী উপজেলার চাঁদশি এলাকার কাপালিক পাড়ায় হামলা চালিয়েছে। হামলায় নারী পুরুষসহ কয়েকজন আহত হয়েছে।

সোমবার রাতে স্থানীয় বিএনপি ক্যাডার ফারুক, আলতাফ ও বাচ্চুর নেতৃত্বে কয়েকজন সন্ত্রাসী কাপালিক পাড়ায় বসবাসকারী আওয়ামী লীগ সমর্থক অশোক মজুমদারের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার ভাই অজিত মজুমদারকে পিটিয়ে আহত করে। সন্ত্রাসীরা কৃষ্ণকান্ত ও ইউপি সদস্য গৌরাঙ্গ সরকারের বাড়িতে হামলা চালায়। তারা গৌরাঙ্গর পুত্র সুজন সরকারকে পিটিয়ে আহত করে। পরে তারা হরিপদ বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা চালায় ও তার পুত্র রিপন বিশ্বাসকে মুগুর দিয়ে পেটায়। সন্ত্রাসীরা এসব বাড়িতে হামলাকালে মঞ্জু রানী ও রীতা রানীর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং শ্লীলতাহানি করে। সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার সময় এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা দায়ের না করা, হাসপাতালে ভর্তি না হওয়া ও সাংবাদিকদের ঘটনা না জানানোর নির্দেশ দেয়। লোকমুখে খবর পেয়ে বুধবার গৌরনদীতে কর্মরত সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সম্পূর্ণ এলাকা যুবকশূন্য অবস্থায় দেখতে পান। এমনকি বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থানরত বৃদ্ধরা পুনরায় হামলার ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাননি। এমনকি তারা কোন ছবিও তুলতে দেননি।

সংবাদ, ১৭ এপ্রিল ২০০২

(৮৯৮)
মহাদেবপুরে গৃহবধূকে বিবস্ত্র ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগ পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি

নওগাঁ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মহাদেবপুর উপজেলায় প্রকাশ্যে এক আদিবাসী গৃহবধূকে বিবস্ত্রসহ লাঞ্ছিত ঘটনার ৫ দিন পরও পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি। লাঞ্ছিত গৃহবধূ কল্পনা রানী থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে পুলিশ তাকে থানা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মহাদেবপুর উপজেলার আলীপুর গ্রামের হারান চন্দ্র কুণ্ডুর সঙ্গে জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একই এলাকার একটি প্রভাবশালী পরিবারের বিরোধ চলছিল। এই ঘটনার জের ধরে গত ৭ এপ্রিল সকালে খালেক, লতিফ ও রফিক নামে ৩ ব্যক্তি হারান কুণ্ডুর বাড়িতে প্রবেশ করে গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত থাকা গৃহবধূ কল্পনা রানীর ওপর চড়াও হয়। এসময় হামলাকারীরা কল্পনা রানীর কাপড় খুলে তাকে বিবস্ত্র করে। কল্পনা রানীর আর্তচিৎকারে বাড়ির সন্নিকটে থাকা হারান কুণ্ডু স্ত্রীকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে হামলাকারীরা তাকে বেদম প্রহার করে ফেলে রেখে যায়।

আহত হারান কুণ্ডুকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে গৃহবধূ কল্পনা রানীকে লাঞ্ছিতসহ মহাদেবপুর থানা পুলিশের আচরণ এলাকাবাসীর মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

এ ব্যাপারে একাধিকবার মহাদেবপুর থানায় যোগাযোগ করেও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পাওয়া যায়নি এবং উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাটি জানেন না বলে জানিয়েছেন।

সংবাদ, ১৭ এপ্রিল ২০০২

(৮৯৯)
বেগমগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা ॥ লম্পট যুবক গ্রেফতার

নোয়াখালী থেকে সংবাদদাতা ঃ জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে সোলায়মান (২৬) নামে এক লম্পট যুবককে বেগমগঞ্জ থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বেগমগঞ্জে রাজগঞ্জ ইউপির মাধব সিংহ গ্রামের প্রফুল্ল কুমার নাথের ষোড়শী কন্যা গত ৮ এপ্রিল সকালে স্থানীয় কৃষ্ণরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে এলাকার বখাটে যুবক ২ সন্তানের জনক সোলায়মান তার পথ আগলায় এবং জোর করে তাকে পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করলে মেয়েটির চিৎকারে লোকজন এগিয়ে আসে। অবস্থা বেগতিক দেখে লম্পট যুবক পালিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেগমগঞ্জ থানায় অভিযোগ করলে গত ১০ এপ্রিল পুলিশ সোলায়মানকে গ্রেফতার করে।

সংবাদ, ১৭ এপ্রিল ২০০২

(৯০০)
জলদাস পাড়ায় আবারও হামলা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ মিরসরাই থানার বাঁশখালী জলদাস পাড়ায় দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালিয়েছে। এতে বাধা দেয়ায় দুর্বৃত্তরা স্থানীয় মুজিবুল হক নামে এক ব্যক্তিকে গুরুতর আহত করেছে। মঙ্গলবার রাতে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত ৩টার দিকে স্থানীয় বিএনপি সমর্থক দুর্বৃত্তরা জলদাস পাড়ায় ফুলবালা জলদাসের ঘরে হানা দেয়। তার শ্লীলতাহানির চেষ্টাকালে তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন জড়ো হয়ে এক দুর্বৃত্তকে ধরে ফেলে। স্থানীয় ওসমানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মইনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

সংবাদ, ১৮ এপ্রিল ২০০২

(৯০১)
কেরানীগঞ্জের সংখ্যালঘু এক কলেজ ছাত্রীকে ৫ দিন আটক রেখে গণধর্ষণ

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘু এক কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ করে ৫ দিন আটক রেখে পালাক্রমে গণধর্ষণ করেছে নরপশুরা। জানা গেছে, বদরুন্নেছা কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ঐ ছাত্রীকে কলেজে যাওয়ার পথে গত ১১ এপ্রিল শুভাঢ্যা এলাকা থেকে কতিপয় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে ৫ দিন আটক রেখে পালাক্রমে গণধর্ষণ চালায়। গত সোমবার ধর্ষিতার পিতা গুরুপদ দাস তার মেয়ে অপহরণের বিষয়টি থানায় অভিযোগ করলে গত মঙ্গলবার সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু ধর্ষিতা কলেজছাত্রীকে তার বাড়ির নিকট রেখে চলে যায়। ধর্ষিতা গঙ্গারানী দাস (১৮) গতকাল কেরানীগঞ্জ থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করে।

আজকের কাগজ, ১৮ এপ্রিল ২০০২

(৯০২)
জামায়াত এমপি ও ক্যাডার বাহিনীর হাতে ইউএনও লাঞ্ছিত

স্টাফ রিপোর্টার, সাতক্ষীরা থেকে ঃ জামাতের এমপি ও তার ক্যাডার বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন আশাশুনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার উৎপল কুমার দাস। এর প্রতিকার চেয়ে নির্বাহী অফিসার জেলাপ্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। ঘটনা ঘটেছে গতকাল শনিবার। সূত্র জানায়, বিগত তত্ত্বধায়ক সরকারের শাসনামলে জেলার আশাশুনি উপজেলার প্রতাপনগর ইউনিয়নের সরকারি রাস্তার ধারের অর্ধ শতাধিক গাছ কেটে নেয় জামায়াত কর্মীরা। এ ঘটনায় স্থানীয় তহশিলদার বাদী হয়ে আশাশুনি থানায় ১৩টি মামলা দায়ের করেন। মামলাগুলো তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। স্থানীয় জামায়াত এমপি মাও, রিয়াসাত আলী সম্প্রতি উল্লেখিত মামলাগুলো প্রত্যাহারের জন্য জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেন। সেই সাথে মামলার আসামীরাও জেলাপ্রশাসকের কাছে মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জানান। জেলাপ্রশাসক তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আশাশুনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে নির্দেশ দেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদনপত্র যাওয়ার পর তিনি তদন্তের ব্যবস্থা করেন। সাতক্ষীরা-৪ আসনের জামায়াত সংসদ সদস্য মাও, রিয়াসাত আলী মামলাগুলো প্রত্যাহারের জন্য বারবার তাগিদ দিতে থাকেন। শনিবার সকালে এমপি মাও, রিয়াসাত আলী ও উল্লেখিত মামলার আসামীরা নির্বাহী অফিসারের কক্ষে প্রবেশ করেন এবং মামলাগুলো প্রত্যাহার হয়েছে কিনা জানতে চাইলে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে ইউএনও জানান, এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে এমপি ইউএনও উৎপল দাসকে মারতে উদ্যত হন। এ সময় সাথে থাকা ওই মামলার আসামীরা ও উপজেলা জামায়াত আমীর আবদুর সবুর চারদিক থেকে চড়াও হয়ে ইউএনওকে আটক করেন। অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করেন। পরে ইউএনও অফিসের লোকজনের হস্তক্ষেপে থেমে যায়। পুনরায় এমপি একই উপজেলার নাকতাড়া কালীবাড়ি বাজারের খাস জমি থেকে দখলদার উচ্ছেদ হয়েছে কিনা জানতে চান। এটিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে ইউএনও এমপিকে অবহিত করেন। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে দ্বিতীয় দফায় মারতে উদ্যত হন। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক আবদুল মতিন চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এখানে চাকরি করার পরিবেশ নেই। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উৎপল দাসের সাথে আলাপ করলে তিনি জানান, বিষয়টি তিনি জেলাপ্রশাসককে জানিয়েছেন। এমপি মাও, রিয়াসাত আলীর সাথে যোগযোগ করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

দৈনিক মানব জমিন, ১৮ এপ্রিল ২০০২

(৯০৩)
ঘটনাস্থল মেহেন্দিগঞ্জের গোবিন্দপুর ইউনিয়ন, চাঁদাবাজির ভয়ে সংখ্যালঘুরা এখনও এলাকাছাড়া

বরিশাল থেকে মানবেন্দ্র বটব্যাল ঃ মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতাদের চাঁদাবাজিতে এখন স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের জীবন ওষ্ঠাগত। এসব পরিবারের গৃহকর্তারা এখন এলাকা ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। থানা পুলিশও এসব চাঁদাবাজ নেতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

গোবিন্দপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি দুলাল হাওলাদার, তার ভাই মানিক হাওলাদার। দুই ভাই মিলে এখন একটি বাহিনী গঠন করেছে। এ বাহিনীই এখন এলাকার সকল সালিশ করছে। এমনকি কেউ তাদের সালিশি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ না করলেও নিজেরা সালিশ করে জরিমানার টাকা আদায় করে নিচ্ছে।

১১ এপ্রিল এ বাহিনীরই শিষ্য শাহজাহান মেহেন্দিগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগে উল্লেখ করে যে, স্থানীয় রবীন্দ্রনাথ সরকার অভিযোগকারীর জমি জোরপূর্বক দখল করেছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে থানার ওসি রবীন্দ্রনাথ সরকারকে কাগজপত্র নিয়ে ১২ এপ্রিল থানায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। রবীন্দ্রনাথ সরকারের কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ওসি বুঝতে পারেন অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভুয়া। মিথ্যা অভিযোগ দায়েরের জন্য পুলিশ শাজাহানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ১৩ এপ্রিল দুলাল হাওলাদারের নেতৃত্বে একটি সালিশ হয়। সালিশিতে অভিযোগকারী শাজাহানকে ২ হাজার টাকা দেয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে নির্দেশ দেয়া হয়। পরের দিন রবীন্দ্রনাথ থানার ওসির কাছে ২ হাজার টাকা দিয়ে আসেন; কিন্তু তাতে দুলাল হাওলাদার অপমানবোধ করে। ১৫ এপ্রিল দুলাল হাওলাদার, মানিক হাওলাদার কালিগঞ্জহাটে বসে রবীন্দ্রনাথ সরকারকে মারধর এবং ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। শেষ পর্যন্ত তার পরিবারের সদস্যরা ২ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে নেয়। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে পুলিশ কোন মামলা না নিয়ে সালিশ নিষ্পত্তি করে দেয়ার কথা বলে দুলাল হাওলাদারকে খবর দেয়; কিন্তু দুলাল থানায় যায়নি। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কোন মামলা না নিয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি করে। এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ সরকার আবারও হামলার ভয়ে বরিশাল শহরে এসে অবস্থান করছেন। কয়েকদিন আগে বিএনপির এক ক্যাডার স্থানীয় ননী স্বর্ণকারের বাড়িতে মহিলাদের গোসলখানায় উঁকি দিয়ে মহিলাদের দেখলে ননীর ছেলে লিটন ওই ক্যাডারকে চড় মারে। আর এ ঘটনার পর দুলাল হাওলাদার ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে সালিশ করে এবং চড়ের জন্য ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করে। বাড়ির সীমানা বিরোধকে কেন্দ্র করে যাদব মিস্ত্রির প্রাপ্য জমি থেকে বঞ্চিত করার জন্য এখন দুলাল বাহিনী উদ্যোগ নিয়েছে।

সংবাদ, ১৮ এপ্রিল ২০০২

(৯০৪)
জমি দখলে বাধার জের, পাথরঘাটায় বিএনপি ক্যাডাররা সংখ্যালঘু গৃহবধূকে বেদম পিটিয়েছে

বরগুনা প্রতিনিধি ও পাথরঘাটা সংবাদদাতা ঃ পাথরঘাটার কাকচিড়া বন্দরে স্থানীয় এক প্রভাবশালী বিএনপি নেতা ও তার ক্যাডার বাহিনী সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল করতে গিয়ে বাধা পেয়ে এক গৃহবধূকে প্রহার করে মারাত্মক জখম করেছে। যুথিকা কর্মকার (৩০) নামের ওই গৃহবধূকে পাথরঘাটা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বিএনপি নেতা বশির সিকদারের নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটে। সংখ্যালঘু ওই পরিবারটি জানিয়েছে, নিরাপত্তাহীনতা ও হুমকির কারণে তারা মামলা করতে পারছে না। স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রায় দেড় মাস আগে বিএনপি নেতা বশির সিকদার কাকচিড়া বাজারের দিলীপ কর্মকারের বসত ঘরের সামনের জমি নিজের দখলে নেওয়ার জন্য ঘর তুলতে যায়। এ সময় দিলীপ ও তার পরিবার বাধা দিলে তাদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু পরদিন বিষয়টি পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার পর সে যাত্রায় ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। গতকাল সকাল ১০টার দিকে বশির সিকদার তার দলবল নিয়ে পুনরায় ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করলে দিলীপের স্ত্রী যুথিকা কর্মকার এতে বাধা দেন। ক্যাডাররা তাকে বেদম প্রহারে আহত করে। গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে এ বিষয়ে পাথরঘাটা থানায় যোগাযোগ করা হলে এসআই রফিক ঘটনার কথা স্বীকার করেন। তবে এ বিষয়ে কোনো মামলা হয়নি।

প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০০২

(৯০৫)
রাঙ্গুনিয়ায় সংখ্যালঘু পাড়ায় দুর্বৃত্তদের হামলা, আহত ২৫

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ রাঙ্গুনিয়া থানার কদমতলী হিন্দুপাড়ায় স্থানীয় ইছহাক মেম্বারের নেতৃত্বে একদল যুবক হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় ২৫ জনকে আহত করেছে। এদের মধ্যে ৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় লোকজন জানান, সন্ধ্যার পরপরই ইছহাক মেম্বার কদমতলী হিন্দুপাড়ায় ঢুকে এক মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। মহিলার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ইছহাক মেম্বারকে ধরে উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর ইছহাক মেম্বার স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তার ওপর নির্যাতনের খবর রটিয়ে লোকজনকে সংঘবদ্ধ করে রাত ১০টায় হিন্দুপাড়ায় হামলা চালায়। এতে প্রায় ২৫ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে তপন দাস (৩২), স্বপন দে (৩৭), নারায়ণ দে (৩৩), মনি দে (৩৬) ও সমীর দেকে (৩৯) চন্দ্রঘোনায় মিশনারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংবাদ, ২০ এপ্রিল ২০০২

(৯০৬)
আখাউড়ায় মূর্তি ভাঙচুর

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা ঃ আখাউড়ার কেন্দ্রীয় মন্দির রাধামাধব আখড়ার দুর্গমণ্ডপের বেদিতে থাকা শীতলা দেবী ও ব্রহ্মা মূর্তি দুটি গত রোববার মধ্যরাতে কে বা কারা ভেঙে ফেলেছে।

জানা গেছে, আখাউড়ায় জলবসন্তের প্রকোপ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বৃহস্পতিবার উপজেলা কেন্দ্রীয় মন্দিরে জলবসন্ত থেকে মুক্তির মানসে উপজেলার হিন্দু সম্প্রদায় ব্রহ্মা ও শীতলা দেবীর পূজা করে। পূজা শেষে কে বা কারা ওই দুটি মূর্তি ভেঙে ফেলে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামসুদ্দিন আহম্মেদ, পৌর চেয়ারম্যান নুরুল হক ভূঁইয়া, পৌর কমিশনার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

খবর, ২১ এপ্রিল ২০০২

(৯০৭)
পার্বতীপুরে সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ঃ পার্বতীপুর থানা থেকে মাত্র ১ কিলোমিটার দূরে রামপুরা মাঝাপাড়া গ্রামে প্রমথনাথ দাসের বাড়িতে শুক্রবার গভীর রাতে ফিল্মি স্টাইলে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতরা ২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে লুটপাট চালিয়ে নিয়ে গেছে ৩০ ভরি ওজনের স্বর্ণালঙ্কার,

২টি মোটর সাইকেল, ১টি বাই সাইকেল, নগদ ৩০ হাজার টাকাসহ সাড়ে ৫ লক্ষাধিক টাকার মালামাল। এ সময় ডাকাতদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ১ মহিলাসহ ৩ জন আহত হন।

সংবাদ, ২১ এপ্রিল ২০০২

(৯০৮)
কলাপাড়ায় সংখ্যালঘু শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টা ॥ নরপশুকে হাজতে প্রেরণ

কলাপাড়া, ২০ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সংখ্যালঘু পরিবারের ৮ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টার দায়ে গ্রেফতারকৃত নরপশু ইয়াকুব আলী তালুকদারকে (৫৫) পুলিশ শনিবার আদালতে পাঠিয়েছে। সে বর্তমানে হাজতে রয়েছে। শুক্রবার মদ্যপায়ী ইয়াকুব আলী নাছনাপাড়ায় ঐ শিশুকে ঘরে একা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। পুলিশ বিকালে তাকে নেওয়াপাড়া গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে।

জানা গেছে, এক স্বামী পরিত্যক্তার একমাত্র ঐ শিশুসন্তান নাছনাপাড়া বাসন্তী মণ্ডল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ এপ্রিল ২০০২

(৯০৯)
সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু গৃহবধূকে সন্তানের সামনে ধর্ষণ করেছে জামায়াতকর্মী

সাতক্ষীরা ২১ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূকে সন্তানের সামনে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে জামায়াতকর্মী রিয়াছাত আলী। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে আশাশুনি উপজেলার নাকতারা গ্রামে।

জানা গেছে, ধর্ষিতার স্বামী শচীনানন্দ সরকার একজন গ্রামডাক্তার। তার কর্মস্থল শ্যামনগর উপজেলায়। তার অনুপস্থিতির সুযোগে রাত ১০টায় লম্পট রিয়াছাত আলী ঘরে ঢুকে ২ সন্তানের সামনে ঐ গৃহবধূকে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় যাতে মামলা করতে না পারে সে জন্য ধর্ষকের লোকজন তাদের বাড়ি ঘেরাও করে রাখে। শনিবার এলাকাবাসীর সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। রবিবার তার ডাক্তারী পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারামতে তার জবানবন্দী রেকর্ড করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ এপ্রিল ২০০২

(৯১০)
ঐক্য পরিষদের জরিপ
দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সব ধরনের নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ নির্বাচনের পর এখনো সারাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সব ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে।

গত মার্চ মাসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসীরা মোট ৭ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারীকে ধর্ষণ করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা সাম্প্রদায়িক আতঙ্ক ছড়াতে ১০টি এলাকায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতিমা ও মন্দির ভাঙচুর করেছে। চাঁদাবাজি ও জমি দখলের জন্য সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে গ্রামছাড়া হয়েছে ৫টি অঞ্চলের সংখ্যালঘু।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক জরিপ প্রতিবেদনে এসব তথ্য দেওয়া হয়েছে। ভোরের কাগজসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে পরিষদ এ জরিপ প্রতিবেদন তৈরি করে।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী বরিশালের মুলাদির তেরচর নামক গ্রামে সংখ্যালঘু দুই পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে মার্চের প্রথমার্ধে একসঙ্গে দুজন গৃহবধূ এবং একজন কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়। রাজশাহীর গোদাগাড়ির চৌদুয়ার গ্রামে এবং বান্দরবানের আলীকদমে বাঙালিরা ধর্ষণ করে দুজন আদিবাসী নারীকে।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, জমি ও বাড়িঘর দখলের জন্য সন্ত্রাসীরা রাজশাহীর পুঠিয়া ও দুর্গাপুরে হামলা চালায়। এতে ৫০০ সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া হয়। ফেনীর দাগনভূঁইয়ার মহেশপুরে সন্ত্রাসীদের চাঁদা দাবি ও যুবতী মেয়েদের ওপর নির্যাতনের কারণে গ্রামছাড়া হয়েছে ৩২টি সংখ্যালঘু পরিবার। একইভাবে বগুড়ার লাহিড়ীপাড়া গ্রামে ১০টি পরিবার, সিলেটের বালুচরের আদিবাসী উরাং সম্প্রদায়ের ১টি পরিবার এবং কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের আয়নারকান্দি গ্রামের ২০টি হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী এসব ধর্ষণ, প্রতিমা ভাঙচুর, গ্রাম থেকে সংখ্যালঘুদের উৎখাত করার ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিএনপির সন্ত্রাসীরা ঘটাচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ২২ এপ্রিল ২০০২

(৯১১)
পূর্বশত্রুতার জের ধরে আগুন ঃ
গুরুদাসপুরে সংখ্যালঘু ৩ পরিবারের ৪টি ঘর পুড়ে ছাই

গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি ঃ গুরুদাসপুর পৌর এলাকার কালীনগর মহল্লায় গতকাল রোববার সংখ্যালঘু তিনটি পরিবারের চারটি ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্বশত্রুতার জের ধরে প্রতিবেশী রেজাউল (৩৫) কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

গতকাল বিকেল ৫টার দিকে বিশ্বনাথ চন্দ্র দাস (৪০), রাধানাথ দাস (৬০), বসুদাস (৩০) ও শেলী দাসের (৬০) ঘর আগুনে পুড়ে যায়।

প্রথম আলো, ২২ এপ্রিল ২০০২

(৯১২)
কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘু গার্মেন্টস কর্মীকে গণধর্ষণ

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধিঃ কেরানীগঞ্জে এক সংখ্যালঘু কিশোরী গার্মেন্টস কর্মীকে আটক রেখে রাতভর গণধর্ষণ করেছে সন্ত্রাসীরা। জানা গেছে, রোববার রাতে আসানগর এলাকায় এক গার্মেন্টস শ্রমিক কিশোরী রাত সাড়ে ৯টায় কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে কতিপয় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে সংখ্যালঘু কিশোরীকে অপহরণ করে একটি রিকশা গ্যারেজে আটক করে রাতভর গণধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে কেরানীগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা হয়েছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোনও ধর্ষককে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি।

আজকের কাগজ, ২৩ এপ্রিল ২০০২

(৯১৩)
রাউজানে গভীর রাতে অনাথ আশ্রমে ঢুকে জবাই করে প্রবীণ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা

জাপান ও নেদারল্যান্ডসের অর্থ সাহায্য হাতিয়ে নিতে চেয়েছিল দুর্বৃত্তরা, শুক্রবার নির্ধারিত ছিল জাপানি রাষ্ট্রদূতের সফর * আশ্রমের শিশু ও অন্যদের হাত-পা বেঁধে মুখে টেপ লাগিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসীরা সর্বস্ব লুট করে * মাস কয়েক আগে খুন হন আশ্রমের এক শিক্ষিকা

চট্টগ্রাম অফিস ঃ সন্ত্রাসীদের হিংস্রথাবা থেকে রেহাই পেলেন না পঞ্চাশোর্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুও। গভীর রাতে অনাথ আশ্রমে ঢুকে সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে জবাই করে খুন করেছে প্রবীণ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরকে। জেলার রাউজান উপজেলার ডাবুয়া ইউনিয়নের হিঙ্গলা গ্রামে গত রোববার গভীর রাতে দুলাল বড়ুয়া ওরফে জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবির (৫২) এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল সোমবার চট্টগ্রামে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়। তারা এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে খুনিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, মধ্যরাতে ২০/২৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল হিঙ্গলা হোয়ারাপুর বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমে ঢুকে এর দারোয়ান ও কয়েকজন অনাথ শিশুর হাত-পা বেঁধে ও তাদের মুখে টেপ লাগিয়ে দিয়ে দোতলায় উঠে এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়। সন্ত্রাসীরা দেয়াল টপকে ঐ অনাথ আশ্রমের ভেতর ঢুকেছিল। ভিক্ষু দুলাল বড়ুয়া দোতলায় যে রুমটিতে থাকতেন তার পাশেই তার এক শিষ্য চন্দন বড়ুয়া (১৩) থাকতো। তারও হাত-পা বেঁধে মুখে টেপ লাগিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। ভিক্ষুকে হত্যার পর রুম থেকে রঙিন টিভি, নগদ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা।

সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতির ধড় থেকে মাথা প্রায় আলাদা করে ফেলে। জানা যায়, ঐ এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী আজিজুল হক ওরফে আজিজুল হইক্কা ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী বেশ কয়েকবার ঐ ভিক্ষুর কাছে মোটা অংকের টাকা চেয়েছিল। তাছাড়া তারা ঐ অনাথ আশ্রমটি দখল করে রাখার অপচেষ্টাও করেছিল। কিন্তু ভিক্ষুর দৃঢ়তার কারণে তা আর সফল হয়নি। তাই ডাকাতির ছদ্মাবরণে সন্ত্রাসীরা তাকে নৃশংসভাবে খুন করে পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছে বলে পুলিশসহ এলাকাবাসীর ধারণা। খবর পেয়ে জেলা পুলিশ সুপার এ কে এম শহীদুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

কয়েকদিন আগে জাপানি ও নেদারল্যান্ডের কয়েকজন প্রতিনিধি এই অনাথ আশ্রমে এসেছিলেন। তারা চলে যাওয়ার সময় কিছু অর্থসাহায্যও দিয়ে যান। সন্ত্রাসীরা ঐ অর্থও লুট করে নিয়ে গেছে।

এই অনাথ আশ্রমে প্রায় ১০০ অনাথ শিশু রয়েছে যাদের অধিকাংশই উপজাতীয়। এদিকে গতকাল নিহত বৌদ্ধ ভিক্ষুর লাশের ময়নাতদন্ত শেষে তার লাশ নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বৌদ্ধ সম্প্রদায়। এনায়েত বাজার বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়।

ভিক্ষু ধর্মপ্রিয় মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে চট্টগ্রামে জাপানের অনারারি কনসাল জেনারেল নুরুল ইসলাম, লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়া, ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া, জিনবোধি ভিক্ষু, অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা আগামী ৩ দিনের মধ্যে খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে বলেছেন, অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। আজ মঙ্গলবার নিহত বৌদ্ধ ভিক্ষু দুলাল বড়ুয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে।

জানা গেছে, আগামী শুক্রবার বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূতের এই অনাথ আশ্রম সফর করার নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল। এ ঘটনায় তাও অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এলাকাবাসীসহ বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, এই অনাথ আশ্রমের জায়গাটির দখলসহ মোটা অংকের টাকার জন্যই হয়তো খুন হয়েছেন এই বৌদ্ধ ভিক্ষু। কয়েক মাস আগে রাউজানে এক জনসভায় সাংসদ সা. কা. চৌধুরীর ভাই গি.কা. চৌধুরী (এবারের পরাজিত বিএনপি প্রার্থী) এক সমাবেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন, রাউজানে মুসলমানরা ছাড়া হিন্দু, বড়ুয়ারা থাকতে পারবে না। কারণ তারা বিএনপি ও আমাকে ভোট দেয়নি। এই হত্যাকাণ্ডটি তার ঐ ঘোষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিনা সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কিছুদিন আগে হাটহাজারী যাবহাদাবাদে একটি সরকারি শিশুসদনের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক বকুল রানী দেকেও অনাথ আশ্রমের মধ্যে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল। তারও কোনো কিনারা হয়নি।

রাউজান থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরী এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়ে অবিলম্বে খুনিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

ভোরের কাগজ, ২৩ এপ্রিল ২০০২

(৯১৪)
চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীদের গুলি পাবনায় স্কুলশিক্ষক আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

রাজশাহী অফিস ঃ চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের গুলিতে পাবনার সুজানগর উপজেলার হাটখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী রাজকুমার বিশ্বাস আহত হয়েছেন। গত শনিবার সকালে রাজকুমার বিশ্বাস (৩৮) সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হলেও গতকাল সোমবার পর্যন্ত সুজানগর থানা পুলিশ এ ব্যাপারে কোনো মামলা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রাজকুমার গত শনিবার সকালে তার বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে পিন্টু ও রাজার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী তার গতি রোধ করে প্রকাশ্য দিবালোকে পিস্তল দিয়ে এক রাউন্ড গুলি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করে। পরে রাজকুমারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে পাবনা জেনারেল হাসপাতাল ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাজকুমার এখনো আশঙ্কামুক্ত নন বলে চিকিৎসক জানান।

জানা গেছে, সন্ত্রাসী পিন্টু ও রাজা বাহিনীর সন্ত্রাসে এলাকার মানুষ এখন চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এই সন্ত্রাসীরা হিন্দু অধ্যুষিত হাটখালীর দোপপাড়া এলাকার সংখ্যালঘু লোকজনের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে।

এলাকার অন্য লোকজনের মতো স্কুল শিক্ষক রাজকুমারও এই সন্ত্রাসী বাহিনীকে কয়েক দফায় প্রায় ২০ হাজার টাকা চাঁদা দেন কিন্তু সপ্তাহ খানেক আগে রাজকুমারের কাছে তারা আবারও ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। রাজকুমার টাকা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা ১০০ মণ পেঁয়াজ দেওয়ার কথা বলে।

প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল ২০০২

(৯১৫)
১০ দিনেও উদ্ধার হয়নি অপহৃত কিশোরী

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি ঃ নবীগঞ্জ উপজেলার করগাঁও ইউনিয়নের কমলাপুর গ্রামে ধীরেন্দ্র দাশের কিশোরী কন্যা কল্পনা রানী দাশ অপহরণের ১০ দিন পরও উদ্ধার হয়নি। ফলে সংখ্যালঘু পরিবারটি অজানা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

জানা যায়, গত ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় কল্পনা রানী দাশ (১২) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হলে পার্শ্ববর্তী পৌর এলাকার রাজাবাদ গ্রামের ফজল, সামসু ও আফজালের নেতৃত্বে ৬/৭ জনের একদল দুর্বৃত্ত তাকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। কল্পনার মা সমাজপতিদের কাছে বার বার ধরনা দিয়ে মেয়ে উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত আদালতে মামলা দায়ের করেছে।

ভোরের কাগজ, ২৪ এপ্রিল ২০০২

(৯১৬)
যশোরে ইউপি মেম্বারের দণ্ড
৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করে এক সংখ্যালঘুর সম্পত্তি লিখে নিয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা যশোর অফিসঃ মনিরামপুরের কেসমত চাকলা গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ইউপি সদস্য গোলাম সরোয়ার। টাকা আদায় করতে ওই পরিবারটির দেড় লাখ টাকার সম্পত্তি লিখে নিয়েছে ওই মেম্বার। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ায় নির্যাতিত দুলাল ঘোষের পরিবার এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

চাকলা গ্রামের দুলাল ঘোষের ছেলে শুভঙ্করকে জড়িয়ে একটি মেয়েলি ঘটনা সাজানো হয় ১৪ এপ্রিল। একই গ্রামের হায়দার আলীর স্ত্রী সালেহা বেগমের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে শুভঙ্করকে জড়ানো হয়। কিন্তু উভয় পরিবার থেকেই ঘটনাটি অস্বীকার করা হয়েছে। তবু ওই ইউপি সদস্য জরিমানা দণ্ড দেয়। নগদ টাকা না থাকায় দুলালের ৭৪ শতক জমি আজিজুলের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করা হয় ৭৫ হাজার টাকায়। মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তদন্তশেষে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে ওই ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে

সংবাদ, ২৪ এপ্রিল ২০০২

(৯১৭)
চৌমুহনীতে বৈষ্ণব বেশে ডাকাতি ঃ গৃহকর্ত্রীকে বেঁধে স্বর্ণালংকার লুট

বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী) প্রতিনিধি ঃ গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে চৌমুহনীতে বৈষ্ণব বেশে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বৈষ্ণববেশী অস্ত্রধারী ডাকাত গৃহকর্ত্রী দিপু রানী ভৌমিককে (৩২) বেঁধে নগদ ১৫ হাজার টাকা ও ৩ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায়।

জানা যায়, দুপুর ১২টায় চৌমুহনীর দক্ষিণ বাজারের মোস্তফা মিয়ার ভাড়াটিয়া পরিমলের বাসায় ভিক্ষা চাইতে আসে এক বৈষ্ণব। এ সময় বাসায় অবস্থানরত গৃহকর্ত্রী দিপু রানী ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়ে আশীর্বাদ চায়। কিন্তু বৈষ্ণব জোরপূর্বক ঘরে প্রবেশ করে এবং গৃহকর্ত্রীকে ধারালো অস্ত্রের মুখে হাত, পা বেঁধে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তার ছেলে মিথুন স্কুল থেকে ফিরে এ অবস্থা দেখে মায়ের বাঁধন খুলে দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই এ খবর জানাজানি হলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

যুগান্তর, ২৪ এপ্রিল ২০০২

(৯১৮)
মারধরসহ মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন
চাঁপাইনবাবগঞ্জে সংখ্যালঘুদের বিএনপি নেতা-কর্মীদের হুমকি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ বিএনপির নেতা-কর্মীর পরিচয় দিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদের মাধবপুর ও টাকাহারা গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে মারধর ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করছে। দেশত্যাগে বাধ্য করার জন্য এ ধরনের নিপীড়নমূলক তৎপরতা চালানো হচ্ছে বলে সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

গত ১৭ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা এ অভিযোগ করে। এছাড়া এলাকার সাংসদ বিএনপি নেতা সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন, ডিসি, এসপি, ইউএনও'র কাছেও লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে, গত ১৫ মার্চ টাকাহারা গ্রামের বিএনপি'র কয়েকজন নেতা-কর্মী অন্য গ্রামের কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের নিয়ে এসে পাশের বাড়ির ধন গোপাল বর্মণের একটি ঘরের দেওয়াল ভেঙে ফেলে। এ সময় বাঁধা দিতে আসলে ধন গোপাল (৬৫) কে কোদাল দিয়ে মেরে আহত করা হয়। ধন গোপালের ছেলের বউকেও লাঠি দিয়ে আঘাত করে হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলে। এ ব্যাপারে নাচোল থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ধন গোপালসহ টাকাহারা গ্রামের ১৭ জন নিরীহ হিন্দুর বিরুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়।

গত ১২ এপ্রিল স্থানীয় ছাত্র শিবির আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে স্থানীয় বিএনপি নেতা নাজির হিন্দুদের হুমকি প্রদান করে। ওই দিনই বিএনপি নেতা নাজির ও আলাউদ্দিন হিন্দুদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার তদন্তে আসা নাচোল থানার এসআই আব্দুর রউফের সামনে টাকাহারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নটবর চন্দ্রের চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে অন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের হস্তক্ষেপে নটবর রক্ষা পান। এছাড়া আদিবাসীদের একটি মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের কাজে সহদেব বাধা দেওয়ায় সহদেবের উপর নেমে আসে নিপীড়নের অভিশাপ। সহদেবের নামে অপহরণের মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে হয়রানি করা হয়। এ মামলার সাক্ষিরা কেউই স্থানীয় না বলে জানা গেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে টাকাহারা গ্রামের বিপদ ভঞ্জন বর্মণসহ প্রতিটি সংখ্যালঘু পরিবার তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৪ এপ্রিল ২০০২

(৯১৯)
নবীগঞ্জে প্রাচীন মন্দির ভেঙে জমিদার বাড়ি বেদখল

নবীগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ নবীগঞ্জ উপজেলার আগনা গ্রামের খসরু চৌধুরী ও তার লোকজন স্থানীয় একটি জমিদার বাড়ির প্রায় দুশ বছর আগে নির্মিত পুরাতন মন্দির ভেঙে বাড়িটি দখল করে নিয়েছে। জানা যায়, তৎকালীন জমিদাররা মধ্যসমতে মৌজার ১১৪৫ নয় দাগের ভূমিতে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। পরবর্তী সময়ে জমিদার পরিবারের সদস্যরা দেশ ত্যাগ করে

ভারতে চলে গেলে ওই সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। সম্প্রতি ওই গ্রামের খসরু চৌধুরী গংরা মন্দির ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এই জায়গা দখল করে নিয়েছে। খসরু গংদের মন্দির ভাংচুরের ফলে এলাকার সংখ্যালঘুসহ নবীগঞ্জে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০০২

(৯২০)
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লুট ও দখলের প্রতিবাদে অনশন

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাগেরহাটে রাতের আঁধারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক হোমিও চিকিৎসকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুট এবং দখলের প্রতিবাদে বাগেরহাট প্রেসক্লাব চত্বরে গত ১০ এপ্রিল ওই চিকিৎসক তার স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে প্রতীক অনশন করেছেন।

বাগেরহাট হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের প্রভাষক ডা. অনিল কৃষ্ণ ভৌমিক তার চিকিৎসা কেন্দ্র শহরের রেলরোডস্থ মতি মঞ্জিলে অবস্থিত রাজীব হোমিও ফার্মেসিতে গত ১ জানুয়ারি রাতে বাগেরহাটস্থ যুগান্তর ও পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধি মোঃ দেলোয়ার হোসেন অজ্ঞাতপরিচয় মাস্তান নিয়ে তালা ভেঙে ওষুধপত্র আসবাবপত্র এবং অন্যান্য মালামাল লুট করে ও সন্ত্রাসীরা তার সাইনবোর্ড তুলে জি এম ট্রেডার্স নামে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ঘরটির দখল নেয়।

পরদিন অনিল কুমার ভৌমিক ঘটনাটি শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জানান। কিন্তু কেউ এর সমাধান করতে পারেননি। বাগেরহাট ২ আসনের সংসদ সদস্য এম. এ. এইচ সেলিমকে অবহিত করলে তিনি তদন্তপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাগেরহাটের পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। উপরন্তু সন্ত্রাসীরা এ ঘটনা জেনে অনীল কৃষ্ণ ভৌমিককে নানাভাবে হুমকি দেয়। এসব অন্যায়ের প্রতিবাদে অনীল কৃষ্ণ ১০ এপ্রিল ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে প্রতীক অনশন করেন বাগেরহাট প্রেসক্লাব ভবনে। বিকেল ৩টায় জেলা প্রশাসকের পক্ষে এনডিসি শহীদুল ইসলাম এবং পুলিশ সুপারের পক্ষে সদর সার্কেল এএসপি কায়মুউজ্জামান আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসে তাদের অনশন ভঙ্গ করান। অনীল কৃষ্ণ ভৌমিক সংবাদকে জানান, নির্বাচনের পর ওই সাংবাদিক জেলা যুবলীগ অফিস দখল করে নেয়। এখনও বাগেরহাট রেল স্টেশনের টিকিট ঘরসহ বিশ্রামাগার ভবন অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। এরপর তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিও অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে।

এ ব্যাপারে দেলোয়ার হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান, তিনি ওই জমি ক্রয় করার পর তার দখল নিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে আনীত লুটপাটের অভিযোগ সত্য নয়। তবে অনীল কৃষ্ণ ভৌমিক বলেন, তার দু'লাখ টাকার মালামাল লুট করা হয়েছে।

সংবাদ, ২৫ এপ্রিল ২০০২

(৯২১)
রাউজানে সংখ্যালঘু পাড়া অবরুদ্ধ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরোঃ সন্ত্রাসের জনপদ হিসেবে পরিচিত রাউজানে সন্ত্রাসের মাত্রা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। রোববার রাতে উপজেলার হিঙ্গলা গ্রামে বৌদ্ধ ভিক্ষু দুলাল বড়ুয়া নিহত হওয়ার পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভীতির রেশ কাটতে না কাটতেই নোয়াপাড়া গ্রামের একটি পাড়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে স্থানীয় এক সন্ত্রাসী বাহিনী মঙ্গলবার গভীর রাত অবধি জিম্মি করে লুটপাট চালিয়েছে। গ্রামের ঝিকুটিপাড়ার ২শ' পরিবারের ১ হাজার ২শ' লোককে স্থানীয় সন্ত্রাসী টিটোর বাহিনী চাঁদার দাবিতে রাত ১টা অবধি জিম্মি করে ভয়ভীতি দেখায়। পরে সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় স্থানীয় এক মুদি দোকানির কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ও একজন পশু চিকিৎসকের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা জোরপূর্বক নিয়ে গেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত ৮টায় স্থানীয় সন্ত্রাসী ও নোয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি লুট, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টাকা লুটসহ ডাকাতি ও বিভিন্ন হত্যা মামলার আসামি কামরুল হাসান টিটোর নেতৃত্বে তার সন্ত্রাসী বাহিনী ঝিকুটিপাড়ায় হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা গভীর রাত অবধি পাড়ার লোকজনকে অবরুদ্ধ করে লাখ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে।

সংবাদ, ২৫ এপ্রিল ২০০২

(৯২২)
পুলিশের চাহিদা মতো টাকা দিতে না পারায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, যশোর অফিস ঃ পুলিশের চাহিদানুযায়ী ৩০ হাজার টাকা দিতে না পারায় বিধান সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে তার মা মিনু সরকার অভিযোগ করেছেন।

কেশবপুর উপজেলার কৃষ্ণনগর গ্রামের মৃত বৈদ্যনাথ সরকারের ছেলে বিধানকে থানার এসআই আবুল হোসেন মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করে। তাকে এক মাস আগে অপহৃত কৃষক নেতা গোবিন্দ সরকার অপহরণ মামলার আসামি করা হয়েছে।

মিনু সরকার অভিযোগ করেছেন, ৩০ হাজার টাকা দিতে না পারায় তার ছেলেকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। দিন কয়েক আগে তার কাছে ওই টাকা দাবি করা হয়েছিল পুলিশের নামে। এ ব্যাপারে তিনি থানায় একটি জিডিও করেন; কিন্তু তারপরও বিধানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সংবাদ, ২৫ এপ্রিল ২০০২

(৯২৩)
জমি সংক্রান্ত বিরোধ
বসত ঘরে অগ্নিসংযোগ একটি পরিবারকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা

কুলাউড়া সংবাদদাতা ঃ প্রকাশ্য দিবালোকে বসতঘরে অগ্নিসংযোগ করে একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২০ এপ্রিল সকাল ১০টায় কুলাউড়া থানার রাংগিছড়া চা বাগান সংলগ্ন লক্ষীপুর গ্রামে। এ ব্যাপারে নন্দদুলাল দেবনাথের পুত্র জীতেন্দ্র দেবনাথ বাদী হয়ে কুলাউড়া থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছেন।

এজাহারের বিবরণে জানা যায়, জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে পার্শ্ববর্তী বালিচিরি গ্রামের জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে লক্ষীপুর গ্রামের জীতেন্দ্র দেবনাথের দীর্ঘদিন ধরে মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। ঘটনার দিন ঐ সময়ে জীতেন্দ্র দেবনাথসহ বাড়ীর পুরুষ সদস্যরা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে মৌলভীবাজার কোর্টে ছিলেন। বাড়ীর পুরুষ সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগে উক্ত ব্যক্তি ও তার দলবল জীতেন্দ্র দেবনাথের বাড়ীর ২টি ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। গ্রামবাসীরা আগুন নেভাতে ব্যর্থ হলে ২টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হামলাকারীরা অগ্নিসংযোগের পর বেশ কিছু জায়গা তারকাটার বেড়া দিয়ে দখল করে নেয় এবং একটি ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আওলাদ হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ২২ এপ্রিল শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। জোর পুলিশী তদন্ত চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ এপ্রিল ২০০২

(৯২৪)
কিশোরগঞ্জে চাঁদার দাবিতে এক সংখ্যালঘুকে খুন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় বৃহস্পতিবার বিকালে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার করগাঁও-মানিকাখালী সড়কে সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে কৃষ্ণদাস ঘোষ (৩০) নামে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন। তিনি স্থানীয় একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারের ম্যানেজার ও কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের কাঁঠালতলি গ্রামের স্কুলশিক্ষক বিশ্বনাথ ঘোষের পুত্র। কটিয়াদী উপজেলার চানপুর এলাকার একটি সড়কের ঠিকাদারী কাজ দেখাশোনা শেষে ফেরার পথে ৫/৬ জন চিহ্নিত সন্ত্রাসী তার মোটর সাইকেলের গতিরোধ করে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা তাকে ছুরিকাঘাত করে। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ এপ্রিল ২০০২

(৯২৫)
উল্লাপাড়ায় সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের জমির ধান কেটে নিয়ে গেছে

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ উল্লাপাড়ায় সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে আদিবাসীদের জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে গেছে। এ সময় আদিবাসীরা বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা মহিলাসহ ১০ আদিবাসীকে মারপিট করে আহত করে।

উপজেলার উধুনিয়া আদিবাসীদের নেতা মোহন চন্দ্র মুরারী উল্লাপাড়া থানায় মামলা দায়ের করলে বৃহস্পতিবার থানা পুলিশ সন্ত্রাসীদের বাড়ি থেকে কিছু পরিমাণ ধান উদ্ধার করলেও তাদের গ্রেফতার করতে পারেনি। উল্লেখ্য, বুধবার প্রকাশ্য দিবালোকে উপজেলার বেলাই গ্রামে কালুমিয়ার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আদিবাসীদের ৫ বিঘা জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে যায়। এ সময় বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের পরিবারের মহিলাসহ ১০ জনকে বেদম মারপিট করে।

সংবাদ, ২৬ এপ্রিল ২০০২

(৯২৬)
পঞ্চগড়ে এক ব্যক্তির দোকান ও বাড়ী বেদখল

পঞ্চগড় সংবাদদাতা ঃ স্থানীয় প্রেসক্লাব সড়কের এক ব্যক্তির দোকানঘর ও বসতবাড়ী সরকার সমর্থক প্রভাবশালী এক ব্যক্তি গত শুক্রবার দখল করে নিয়েছে। জানা যায়, ক্ষিতিশ চন্দ্র ভক্ত নামের ঐ ব্যক্তির ফার্ণিচারের দোকান ও বসতবাড়ীর একাংশ খাস খতিয়ানভুক্ত। এ নিয়ে সরকারের সাথে তার মামলা চলছে। এদিকে ঐ প্রভাবশালী ব্যক্তি এ জমি সংলগ্ন ৬ শতক খাস জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে কয়েকজন সন্ত্রাসীর সাহায্যে দখলে নিয়ে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে সন্ত্রাসীরা সরে যায়। এ ব্যাপারে পঞ্চগড় থানায় একটি জিডি হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ এপ্রিল ২০০২

(৯২৭)
পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের দাবি এলাকাবাসীর
সন্ত্রাস চাঁদাবাজি অপহরণ ধর্ষণ ও ডাকাতি আতঙ্কে কৃষ্ণনগরবাসী

আনিসুর রহমান, কৃষ্ণনগর (সিংড়া) ঘুরে এসে ঃ অব্যাহত সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি, অপহরণ, ধর্ষণ ও ডাকাতি আতঙ্কে জীবনযাপন করছেন নাটোরের সিংড়া উপজেলার কৃষ্ণনগর গ্রামের ছয় শতাধিক পরিবার। সন্ধ্যা নেমে এলেই হিন্দু অধ্যুষিত এই গ্রামের লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সন্ত্রাসীদের ভয়ে অনেকে হালের বলদ বিক্রি করে দিচ্ছেন। গত ১৭ এপ্রিল দিনভর ওই এলাকা ঘুরে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এলাকাবাসী সেখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন।

একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী গত ১০ এপ্রিল রাতে ওই গ্রামের ক্ষুদিরাম সরকারের বাড়িতে হানা দিয়ে অসীম (১৬) নামে এক স্কুলপড়ুয়া ছাত্রকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। সন্ত্রাসীদের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হলে সন্ত্রাসীরা ওই পরিবারের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। পুরুষ সদস্যদের এলোপাতাড়ি মারধর করে একটি ঘরে সবাইকে বেঁধে রেখে লুটপাট চালায়।

তারা অসীম (১৬) কে হত্যার হুমকি দিয়ে সিন্দুকের চাবি ছিনিয়ে নিয়ে ২০ ভরি সোনা, ২৫ ভরি রূপা ও নগদ ৪০ হাজার টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা আবার আসার হুমকি দিয়ে ১০ লাখ টাকা গুছিয়ে রাখার জন্য বলে যায়।

যোগেন্দ্রনগর গ্রামের জগবন্ধু ও রাধিকা মাস্টারের বাড়িতে ১০ এপ্রিল বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা দিনের বেলায় গিয়ে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে অন্যথায় তার মেয়েদের অপহরণ করা হবে বলে হুমকি দিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের চাঁদার টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তার তিন দিন পর মুখোশ পরা একদল ডাকাত তাদের বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কারসহ দুই লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগীরা থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ ঘটনার তিন দিন পর রাত ১২টায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ না করায় পুলিশ মামলাটি নথিভুক্তি করেনি।

চামারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহাদৎ হোসেন জানান, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।

চামারী ইউপি আ.লীগ সভাপতি ভবানী চন্দ্র সরকার জানান, এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা নামে-বেনামে হিন্দুদের কাছে চিঠি দিয়ে চাঁদা আদায়সহ নানা ধরনের নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। পুলিশি তৎপরতা নেই। পুলিশ বলছে, থানায় সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নামে অভিযোগ আসছে না। তাই গ্রেপ্তারও করা যাচ্ছে না। তা ছাড়া অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল ২০০২

(৯২৮)
নেত্রকোনায় চারদিনেও অপহৃত নাট্যশিল্পী অপর্ণার সন্ধান মেলেনি

নেত্রকোনা প্রতিনিধি ঃ জেলার কেন্দুয়া উপজেলার রূপালী সাজঘরের যাত্রাভিনেত্রী অপর্ণা বিশ্বাস অপু (১৯) অপহরণের চারদিন পরও পুলিশ তার কোন সন্ধান পায়নি। গত মঙ্গলবার জেলার চল্লিশা এলাকা থেকে অপর্ণা বিশ্বাস অপহৃত হয়।

জানা যায়, মঙ্গলবার পূর্বধলা উপজেলায় একটি নাটকে অভিনয়ের জন্য একই প্রতিষ্ঠানের রিতা, কবিতা ও বিল্লালের সঙ্গে বেবিট্যাক্সিযোগে যাওয়ার পথে চল্লিশা এলাকায় একটি মাইক্রোবাস তাদের গতিরোধ করে অস্ত্রের মুখে অপর্ণাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় নাট্যশিল্পীদের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে।

যুগান্তর, ২৭ এপ্রিল ২০০২

(৯২৯)
৬০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেল নরেন হালদার

ঝিনাইদহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৬০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেয়েছে নরেন হালদার (৩৫)। জানা গেছে, জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলার শুড়া গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৎস্য ব্যবসায়ী নরেন হালদারকে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে গত ১১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এলাকার কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী বাড়ি থেকে অপহরণ করে। এলাকার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে অপহৃত নরেন হালদারের পরিবারের পক্ষ থেকে ৬০ হাজার টাকা প্রদান করা হলে সন্ত্রাসীরা ১২ এপ্রিল দুপুরে তাকে ছেড়ে দেয়।

সংবাদ, ২৮ এপ্রিল ২০০২

(৯৩০)
হাইমচরে মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর

চাঁদপুর প্রতিনিধি ঃ চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার চরশোলাদী কালী মন্দিরের ৪টি প্রতিমার মাথা দুর্বৃত্তরা ভেঙে ফেলেছে। জানা গেছে, গত ২০ এপ্রিল রাতে কে বা কারা ওই মন্দিরের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে একে একে চারটি প্রতিমার মাথা ভাঙচুর করে তা নিয়ে যায়।

আজকের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০২

(৯৩১)
বাগমারায় স্কুলছাত্রী অপহরণ

বাগমারা (রাজশাহী প্রতিনিধি) ঃ অস্ত্রের মুখে একদল সন্ত্রাসী বাগমারার লাড়ুপাড়া গ্রাম থেকে সংখ্যালঘুর স্কুলপড়ুয়া কিশোরী কন্যাকে অপরহরণ করেছে। অপহৃতার সন্ধান না পাওয়ায় গতকাল রোববার বাগমারা থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, লাড়ুপাড়া গ্রামের ফারতুল্লাহর সন্ত্রাসীপুত্র মজিবর দীর্ঘদিন থেকে ওই গ্রামের নারায়ণ চন্দ্রের স্কুলপড়ুয়া মেয়েকে প্রেম প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ক্ষিপ্ত হয়ে গত শনিবার স্কুলে গেলে সন্ত্রাসী মজিবরের নেতৃত্বে ছয়-সাতজনের একদল সন্ত্রাসী মোটরসাইকেল নিয়ে এসে অস্ত্রের মুখে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করে ওই ছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। গতকাল অপহৃতার পিতা বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন।

প্রথম আলো, ২৯ এপ্রিল ২০০২

(৯৩২)
আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার খেসারত
নির্যাতনের ভয়ে পালিয়ে থেকে চাকরি খোয়ালেন প্রবীণ স্কুল শিক্ষক জগদীশ

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ আওয়ামী লীগ করার দায়ে নির্যাতনের ভয়ে পালিয়ে থেকে স্কুলের চাকরিটি খোয়ালেন প্রবীণ ইংরেজি শিক্ষক জগদীশ মণ্ডল। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, বিএনপি নেতা এবং স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্যদের কাছে ধরণা দিয়েও চাকরি ফিরে না পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অন্যদিকে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে ইংরেজির পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে ঐ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের।

জানা যায়, গত ১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বাগেরহাট সদর উপজেলার সায়েড়া মধুদিয়া গ্রামের বিএনপি ক্যাডাররা আওয়ামী লীগ সমর্থক সংখ্যালঘু যুবক বিকাশ পালকে শিক্ষক জগদীশ মণ্ডলের বাড়ির সামনে মারপিট করে। তাদের কেউ কেউ ঐ সময় জগদীশ মণ্ডলেরও খোঁজ করে। এ জন্য নিরাপত্তাহীনতার কারণে জগদীশ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন এবং একই কারণে তার কর্মস্থল সায়েড়া মধুদিয়া মাধ্যমিক স্কুলে হাজির হতে পারেননি। এরই মধ্যে সন্ত্রাসীরা তার কলেজ পড়ুয়া ছেলে পল্লব মণ্ডলের সাইকেল ছিনতাই করে এবং অপর ছেলে খোকন মণ্ডলকে গ্রামছাড়া করে।

গত ২৮ মার্চ স্থানীয় একটি পত্রিকায় স্কুলের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে জগদীশ মণ্ডলকে ২০০১ সালের ২ অক্টোবর থেকে স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করে এক সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগদান করতে এবং এর অন্যথা হলে তার পদটি শূন্য ঘোষিত হবে বলে বলা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরো ২ বার তাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করা হয়।

এই বিজ্ঞপ্তি দেখে তিনি প্রায় ৬ মাস পর বাড়ি ফিরে আসেন এবং স্কুল কমিটির সদস্য জনৈক বিএনপি কর্মীর সঙ্গে দেখা করেন। ঐ সদস্য এ ব্যাপারে তার কিছু করার নেই বলে জানালে তিনি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা যুবদলের সভাপতি ফকির তরিকুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করেন। তরিকুল ইসলাম একটি চিঠি দিয়ে তাকে পাঠান স্কুল কমিটির সভাপতি গনি মোল্লার কাছে। কিন্তু তার কাছে গিয়েও কোনো কাজ হয়নি। এদিকে স্কুলের ৫০/৬০ জন ছাত্রছাত্রী তাদের প্রিয় শিক্ষক জগদীশ মণ্ডলকে ফিরিয়ে আনতে তার বাড়ির দিকে যাত্রা করলে স্কুল কমিটির সদস্য ও বিএনপি সমর্থক রুহুল আমিন ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়।

বর্তমানে চাকরিটি ফিরে না পেয়ে জগদীশ মণ্ডল পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অন্যদিকে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে স্কুলে ইংরেজি বিষয়ে পাঠদানও ব্যাহত হচ্ছে। সর্বশেষ জানা গেছে, বিএনপি প্রভাবিত ম্যানেজিং কমিটি জগদীশ মণ্ডলকে চাকরিতে যোগদান করতে না দিয়ে তার পদে নতুন শিক্ষক নিয়োগদানে সচেষ্ট রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০২

(৯৩৩)
ধামরাইয়ে কালীমন্দিরে হামলা-ভাঙচুর, প্রাচীন বটগাছ কর্তন

ধামরাই প্রতিনিধি ঃ ধামরাই থানা সদরে বংশী নদীর তীরে হাজীপুর মহাশশ্মানের পুরাতন কালীমন্দির ভবনে রাতের আঁধারে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে। তারা মন্দিরের সামনের প্রাচীন বটগাছটি কেটে ফেলেছে। এই গাছটির নিচেই বিভিন্ন সময়ে হিন্দুদের পূজাপার্বণ উপলক্ষে মেলা ও নানা উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে। গত রোববার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

কমিটির সম্পাদক বিশ্বনাথ গোস্বামী ও মাধবমন্দির পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ঠাকুর গোপাল বণিক জানিয়েছেন, হাজীপুরের মন্দিরে হামলা ও বটগাছ কেটে ফেলার ঘটনায় সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০২

(৯৩৪)
বরিশালে সেইন্ট পিটার্স চার্চের জমি ও পুকুর দখলের উদ্যোগ জেলা জজ আদালতের সম্পত্তি দাবি করে বর্ধিত ভবন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ উন্নয়ন কাজের নামে বিদ্যমান আইন ও পরিবেশবান্ধব পরিস্থিতি লঙ্ঘন করে পবিত্র চার্চের জমি ও পুকুর ভরাট নিয়ে বরিশালে খ্রিস্টান সম্প্রদায় ও পরিবেশ রক্ষাকারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জোট সরকারের ক্যাডারদের বদলে খোদ সরকারি দপ্তর এবং আইন মন্ত্রনালয়ই এই বেআইনি জবরদখল ও সংখ্যালঘু সম্পত্তি আত্মসাতে মেতে ওঠায় জনমনে সরকারের স্বচ্ছতা ও ভাবমূর্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে মারাত্মকভাবে। বরিশাল শহরের কেন্দ্রস্থলে আদালতপাড়া এলাকায় ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী সেইন্ট পিটার্স চার্চের নিজস্ব সম্পত্তিভুক্ত একটি পুকুর দখল ও ভরাট করে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় জেলা জজ আদালতের পাঁচ তলা বর্ধিত ভবন তৈরির জন্য মাটি পরীক্ষা (সয়েল টেস্ট) শুরু করায় একে কেন্দ্র করে আন্তঃসাম্প্রদায়িক এমনকি বৈদেশিক সম্পর্ক দ্রুত অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সেইন্ট পিটার্স চার্চ, জেলা জজ আদালত এবং গণপূর্ত বিভাগসহ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের আওতায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বরিশাল জেলা জজ আদালতের ৫ তলা বর্ধিত ভবন নির্মানের জন্য অন্যত্র জায়গা থাকা সত্ত্বেও বরিশাল সিভিল কোর্ট ভবনের সামনে দক্ষিণ দিকে এবং সেইন্ট পিটার্স চার্চের পূর্ব দিকের বড়ো পুকুরটিকে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। এই রিজার্ভ পুকুরটির উত্তরপারে সিভিল কোর্টের দিকে একটি বাঁধানো ঘাট রয়েছে। ১৯১৮-১৯ সালে একটি গীর্জা স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের একলিয়াস্টিক (ধর্মীয়) বিভাগ ৬নং এল এ কেসের মাধ্যমে আড়াই একর জমির হুকুম দখল করে সেইন্ট পিটার্স চার্চ তৈরি এবং একটি পুকুর খনন করে। খ্রিস্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবশ্যিক্‌্লান এবং পানীয় জল সংগ্রহের কাজেই শুধুমাত্র ব্যবহারযোগ্য চার্চের এই পুকুরটি সংরক্ষিত বা রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করে ফলকাঙ্কিতও করা হয়। ১৯৪২-৪৩ সালের আরএস জরিপ এবং এসএ খতিয়ানেও (নং-৬, দাগ নং ৬৮১ ও ৬৮২) পুকুরটি চার্চের সম্পত্তি হিসেবেই রেকর্ডভুক্ত। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিশপ কাউন্সিল, পাকিস্তান আমলে চার্চ অফ ইস্ট পাকিস্তানের ঢাকা ডায়াসিস ট্রাস্ট এবং বাংলাদেশ আমলে চার্চ অফ বাংলাদেশ এই পুকুরসহ চার্চের সমুদয় সম্পত্তি তদারক করছে। ১৯৫৯ সালে নামজারি মামলাতেও পুকুরসহ ঐ আড়াই একর সম্পত্তি সরকারি কাগজপত্রেই চার্চের মালিকানাধীন হিসেবে নথিবদ্ধ এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এর খাজনাদিও চার্চই পরিশোধ করে আসছে।

১৯৭৯ সালে তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ শেখ খোরশেদ আলী সর্বপ্রথম এই খ্রিস্ট সম্পত্তিতে হাত দেন। এ সময় পুকুরের দক্ষিণপাড়ে ফজলুল হক এভিনিউ সংলগ্ন ৬৮২ নং দাগের কিছু জমি জবরদখল করে জেলা জজ আদালতের কর্মচারীদের নিকট্মীয় আবদুল হাই, আনসার মোল্লা, আনোয়ার হোসেন, লিয়াকত হোসেন প্রমুখের নামে ২০ বছর মেয়াদি লিজ প্রদান ও স্টল নির্মাণ করা হয়। ১৯৯৯ সালে এই অবৈধ লিজেরও মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তারা চার্চকে দখল বুঝিয়ে না দেওয়ায় চার্চের পক্ষ হতে ঢাকা ডায়াসিস ট্রাস্ট হাইকোর্টে রিট করলে তাতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ অবস্থায় সব কিছু জেনেশুনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য বরিশাল গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী গত ২২ জানুয়ারী ২০০২ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বরাবরে দেওয়া একটি চিঠিতে একে জেলা কালেক্টরেটের সরকারি সম্পত্তি এবং সরকার কর্তৃক খাজনা পরিশোধের মিথ্যা চিঠি দেন। অন্যদিকে গত ২৬ জানুয়ারী ২০০২ হতে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের তহশিলদারের চিঠিতে ঐ জমি চার্চের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা ডায়াসিস ট্রাস্টের বলে জানানো হয়। এছাড়া ১৯৮৮-৮৯ সালে খাজনার জন্য ঐ সম্পত্তি নিলামের উপক্রম হলে চার্চের ট্রাস্ট্রিই ঐ বকেয়া পরিশোধ করে। অথচ সরকারি সম্পত্তির খাজনা বা বকেয়ার জন্য তা নিলাম করার কোনো বিধি বা নজীর নেই। তদুপরি বরিশাল জেলা জজশিপের সম্পত্তি নিয়ে যে আলাদা খতিয়ান রয়েছে তাতেও চার্চের ঐ সম্পত্তি আদালতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ ব্যাপারে বরিশালের জেলা ও দায়রা জজ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস দাবি করেছেন, উল্লিখিত প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত স্থান অর্থাৎ পুকুরটি আদালতেরই সম্পত্তি। আদালতের নায়েবে নাজির মোঃ মাসুম দাবি করেন, জজশিপের এই সম্পত্তি নিয়ে চার্চ কর্তৃপক্ষ একধিকবার মামলা দায়ের ও প্রত্যাহার করেছে এবং একটিতে চার্চ হেরেও গেছে। তবে তারা পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণের জন্য বিদ্যমান ঐতিহাসিক পুকুর ভরাটের বৈধতা সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। চার্চের ট্রাস্টি ঢাকা ডায়াসিসের স্থানীয় প্রতিনিধি ফাদার কীর্তনীয়া এ ঘটনাকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আগ্রাসন হিসেবে বর্ণনা করে নিন্দা ও এই দখল প্রক্রিয়ার অবসান কামনা করেছেন।

ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০২

(৯৩৫)
নাচোলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে মারধর, মামলায় জড়িয়ে হয়রানি

শহীদুল হুদা অলক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার ফতেপুর ইউপির মাধবপুর ও টাকাহারা গ্রামের কয়েকজন প্রভাবশালী লোক স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে মারধর ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। বিএনপির নেতা-কর্মীর পরিচয়ে এসব প্রভাবশালীরা এলাকার সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগে বাধ্য করার জন্য এ ধরনের নিপীড়নমূলক তৎপরতা চালাচ্ছে বলে সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা এ অভিযোগ করেন। এসব নিপীড়নমূলক ঘটনার ব্যাপারে এলাকার সাংসদ বিএনপি নেতা সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন, ডিসি, এসপি, ইউএনও'র কাছেও লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

গত ১৮ এপ্রিল সরেজমিন অনুসন্ধানে গিয়ে সংখ্যালঘুদের উত্থাপিত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানকালে ফতেপুর ইউপি চেয়ারম্যান ইসরাইল হক, সাবেক চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দিক, ৫নং ওয়ার্ডের ইউপি মেম্বার জামাল, ৬নং ওয়ার্ডের মেম্বার মজিবুর রহমান, আমলাইন গ্রামের তৈমুর হোসেন, মাধবপুরের সেমাজুল, টাকাহারা গ্রামের ধনগোপাল ও তার পুত্রবধূ গীতারানী, বিশুসহ অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ১৫ মার্চ টাকাহারা গ্রামের খাইরুল, ৭নং ওয়ার্ডের বিএনপির সভাপতি নাজির, আলাউদ্দিন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সহায়তায় অন্য গ্রামের সন্ত্রাসীদের নিয়ে এসে একই গ্রামের ধন গোপাল বর্মণের একটি ঘরের দেওয়াল ভেঙে ফেলে। সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে গেলে ধনগোপাল (৬৫) কে কোদাল দিয়ে মেরে জখম করা হয়, ধনগোপালের পুত্রবধূ গীতা রানীকেও তারা লাঠি দিয়ে প্রহার করে এবং হাতের শাঁখা ভেঙে দেয়।

এ ব্যাপারে নাচোল থানায় একটি মামলা দায়ের হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষিপ্ত সন্ত্রাসীরা ধন গোপালসহ টাকাহারা গ্রামের ১৭ জন নিরীহ হিন্দুর বিরুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করে। যা পরে পুলিশি তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

গত ১২ এপ্রিল স্থানীয় ছাত্র শিবির আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে স্থানীয় বিএনপি নেতা নাজির হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের হুমকি প্রদান করে। ওইদিনই নাজির ও আলাউদ্দিন হিন্দুদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার তদন্তে আসা নাচোল থানার এসআই আব্দুর রউফ এর সামনেই টাকাহারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নটবর চন্দ্রের চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে অন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের হস্তক্ষেপে নটবর রক্ষা পায়। এছাড়া নাজিরের সহায়তায় মাধবপুর গ্রামের আতাউর তার ৬/৭ বছরের ছোট মেয়েকে অপহরণের দায়ে গ্রামের আদিবাসী যুবক সহদেব মাহাতোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। মহাদেবপুরের সেমাজুল, তসলিমসহ আরো অনেকে বলেন এটি একটি মিথ্যা মামলা। হয়রানির উদ্দেশেই তা করা হয়েছে। অসহায় সহদেব মাহাতোর বাড়িতে ডাকাতিও করা হয়। আদিবাসীদের একটি মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের কাজে সহদেব বাধা হয়ে দাঁড়ানোর কারণে তাকে এসব নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে বলে লোকজন জানান। তারা আরো বলেন, সহদেবের বিরুদ্ধে অপহরণ মামলার সাক্ষীরা কেউই স্থানীয় নয়। জাহাঙ্গীর নামে একজন সাক্ষী একটি ধর্ষণ মামলার ১নং আসামি। আলাউদ্দিন একজন চোরচালানী। তার কাজই হচ্ছে বিভিন্ন মিথ্যা মামলার সাক্ষী হওয়া। তারা বর্তমানে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। স্থানীয় হিন্দুরা তাই আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করছে। এদিকে খাইরুল এগুলোকে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নয় তার সঙ্গে জমিজমা নিয়ে বিরোধ বলে উল্লেখ করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে টাকাহারা গ্রামের বিপদ ভঞ্জন বর্মণসহ আরো লোকজন তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০২

(৯৩৬)
বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যার জন্য সাকা ক্যাডারদের দায়ী করেছে আন্দোলন কমিটি

চট্টগ্রাম অফিস ঃ রাউজানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধ ভান্তে অধ্যক্ষ জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষুকে (৫০) জবাই করে খুনের জন্য সরাসরি দায়ী করা হলো প্রধানমন্ত্রীর সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ক্যাডার বাহিনীকে।

জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু হত্যার বিচার আন্দোলন কমিটির পক্ষ থেকে গতকাল সোমবার বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ তোলা হয়।

সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, হত্যার সঙ্গে ওই ক্যাডার বাহিনীর সম্পৃক্ততার কথা প্রমাণ করতে না পারার জন্য তড়িঘড়ি করে নিহত ভান্তের লাশ দাফন করা হয় অনেকটা চাপ সৃষ্টি করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক একজন ভিক্ষুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ওই এলাকা নিয়ন্ত্রণকারী প্রধানমন্ত্রীর সংসদবিষয়ক উপদেষ্টার রহস্যময় নীরবতা স্পষ্টত প্রমাণ করে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার যোগসাজশ রয়েছে। উপরন্তু ভিক্ষুকে মেরে ফেলার পরও বোমা মেরে বৌদ্ধ মন্দির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি 'তোদের বাপ তো চলে গেছে, এবার বাঁচাবে কে?' ইত্যাদি বলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের হুমকি ধমকি সবই সাকা চৌধুরীর ক্যাডার বাহিনীর কাছ থেকে এসেছে বলে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়।

সম্মেলনে লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন কমিটির আহবায়ক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন অধ্যাপক বনশ্রী মহাথেরো প্রফেসর ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া, প্রাণেশ কান্তি বড়ুয়া ও ড. জিনবোধি ভিক্ষু।

প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০০২

(৯৩৭)
এবার পুরোহিতকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা

চট্টগ্রাম অফিস ও খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ঃ ভয়াল সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন আরও এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। এবার খুন হয়েছেন সনাতন ধর্মাবলম্বী এক সেবাশ্রমপুরোহিত। তার নাম মদন গোপাল গোস্বামী (৫০)। চট্টগ্রামের রাউজানে বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞান জ্যোতি হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহের মাথায় নির্মম এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার গচ্চাবিল এলাকায়। রবিবার গভীর রাতে নিজের হাতে গড়া সেবাশ্রমে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয় এই পুরোহিতকে। এ ঘটনায় সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন সেবাশ্রমের দুই মহিলা সেবায়েত। সন্ত্রাসীরা আশ্রমে তছনছ, ভাংচুর চালিয়ে লুট করেছে দশ ভরি ওজনের স্বর্ণের মূর্তি ও নগদ প্রায় অর্ধলাখ টাকা।

প্রাথমিকভাবে এ ঘটনাকে চাঁদাবাজির জের বলে সন্দেহ করছে সংশ্লিষ্টরা। পুলিশ এ ঘটনায় সন্দেহজনকভাবে স্থানীয় এক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে। পুরোহিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার মানিকছড়ি সদরে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ করেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

সোমবার ঘটনাস্থল ঘুরে দেখা গেছে, পুরোহিত মদন গোস্বামী হত্যা ঘটনায় পুরো এলাকায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মদন গোপাল খুন হন রাত ১টার দিকে। গচ্চাবিলের পাহাড়ী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত তার রাধামদন গোপাল সেবাশ্রমে তখন তিনি ছিলেন গভীর ঘুমে অচেতন। একদল মুখোশধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসী সেখানে হানা দিয়ে প্রথমে দরজা খুলতে বলে সেবাশ্রমের দুই মহিলা সেবায়েত বকুল বালা দেবী (৫৫) ও নূপুরের মা (৫২) কে। তারা দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানালে সন্ত্রাসীরা জোর করে ঢুকে পড়ে। এরপর দুই সেবায়েতকে বলা হয় গোস্বামীকে ডেকে দিতে। কিন্তু তাতেও তারা রাজি না হলে সন্ত্রাসীরা দু'জনকে ছুরিকাঘাত করে গোস্বামীর শয়নকক্ষে ঢুকে তাকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে আনে। সন্ত্রাসীরা তাকে সেবাশ্রমের বাইরে নিয়ে গিয়ে উপর্যুপরি কোপায়। বুকে-পিঠে এলোপাতাড়ি কোপানোর পর সন্ত্রাসীরা তাকে সেখানেই ফেলে যায়। মানিকছড়ি সনাতন সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি সজল বরণ সেন আহত দুই সেবায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে ঘটনাস্থলে জনকণ্ঠকে জানান, সন্ত্রাসীরা গোস্বামীকে ফেলে যাবার পর দুই সেবায়েত হৈ-হল্লা করলে আশপাশ থেকে লোকজন এগিয়ে এসে দ্রুত তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত দুই সেবায়েতকেও মানিকছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিহত পুরোহিতের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে সোমবার দুপুরে সেবাশ্রম কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

জানা গেছে, মদন গোপাল ভারতের মায়াপুরস্থ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনা সংঘের সদস্য। ১৯৯২ সালে তিনি গচ্চাবিলে এক একর জায়গার ওপর রাধামদন গোপাল সেবাশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের টাকায় প্রথমে এটি গড়ে তুললেও এখন সেটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে কাজ চলছে। তাছাড়া তার অর্থানুকূল্যে ১০/১২ জন গরিব ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা চলে।

স্থানীয় সূত্রগুলো প্রথামিকভাবে এ হত্যাকাণ্ডকে চাঁদাবাজির জের বলে ধারণা করছে। কেননা, স্থানীয় চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীরা গত দু'মাস ধরে পুরোহিত মদন গোপালের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করছে। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করে আসছেন। তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে সেবাশ্রমের কাজ চলায় চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে তাঁকে খুন করা হলো কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। অবশ্য মানিকছড়ি থানার এএসআই

মুছা জনকণ্ঠকে জানান, পুরোহিতকে আগে চাঁদার দাবিতে হুমকি দেয়া হলেও তিনি বা সেবাশ্রম কমিটি থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করেননি। তাছাড়া চাঁদাবাজি ছাড়া এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে অন্য কোন কিছু রয়েছে কিনা পুলিশ তাও খোঁজ নিচ্ছে। এ ঘটনায় মানিকছড়ি সনাতন সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি সজল বরণ সেন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

পুলিশ সারোয়ান হোসেন সেন্টু নামে স্থানীয় এক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে সন্দেহজনকভাবে। সে পুলিশের কাছে নিজেকে যুবদল কর্মী বলে দাবি করেছে। সোমবার সেবাশ্রম ঘুরে দেখা গেছে, পুরোহিতের শয়নকক্ষসহ সেবাশ্রম অভ্যন্তর তছনছ হয়েছে। রয়েছে ভাংচুরের চিহ্ন। সেবাশ্রম সংশ্লিষ্টরা জানান, সন্ত্রাসীরা যাবার সময় ১০ ভরি ওজনের একটি স্বর্ণের মূর্তি, নগদ ৫০ হাজার টাকাসহ বেশকিছু মালামাল নিয়ে গেছে।

এদিকে এ ঘটনার প্রতিবাদে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সোমবার মানিকছড়ি সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। তারা এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত খুনীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং বিচার দাবি করেন। এক সন্ন্যাসী ব্যক্তিত্বকে নির্মমভাবে হত্যা করার ঘটনাটি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনের মাঝেও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। সোমবার ঘটনাস্থলে গেছেন চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি খন্দকার মোজাম্মেল হক, খাগড়াছড়ির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম বুলবুল, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জগদীশ চন্দ্র রায়। তারা সবাইকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আহবান জানিয়ে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের আশ্বাস দেন। এছাড়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০২

(৯৩৮)
মানিকগঞ্জে চাঁদাবাজদের দাপট
হত্যার হুমকির মুখে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন রাধা বল্লভ

মতিউর রহমান ঃ মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার শ্যামনগর গ্রামের এক সংখ্যালঘু পরিবার স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ চক্রের কাছে এখন জিম্মি। চাঁদাবাজদের দাবি করা টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় হত্যার হুমকির মুখে গৃহকর্তা রাধা বল্লভ মণ্ডল (৫৫) গত রোববার বিকেলে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। লাশ ময়না তদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে আনা হয়েছে।

গতকাল ঘিওর উপজেলার নালী ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে এই মর্মস্পর্শী ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। সেখানে কথা হয় রাধা বল্লভের বিদেশে থাকা ছেলের বউ শিখা মণ্ডলের সঙ্গে। তিনি জানালেন একই গ্রামের ইমাম মণ্ডলের ছেলে রফিক ও ইউসুফ আলীর ছেলে কোহিনুর (কহি) গত ১৯ এপ্রিল রাত আনুমানিক ২টার দিকে তাদের বাড়িতে এসে তার শ্বশুর রাধা বল্লভের কাছে অর্ধ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। রফিক ও কোহিনুর কয়েক দিনের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এরপর থেকেই রাধা বল্লভ ভয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেন।

এলাকাবাসী জানিয়েছে, স্থানীয় বিএনপি নেতা জুয়েল বাহিনীর সেকেন্ড ইন-কমান্ড হিসাবে কাজ করে রফিক তার সহযোগী হচ্ছে রুবেল, ফরিদ, রয়েল ও কোহিনুর। এলাকায় তারা চাঁদাবাজিসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। গতকাল কথা হয় শ্যামনগর গ্রামের আবেদ আলী, খোকা মোল্লা, আইনুদ্দিন, স্কুল ছাত্রী মর্জিনা আক্তার ও রাধা বল্লভের স্ত্রীসহ পার্শ্ববর্তী লোকজনের সঙ্গে।

এরা সবাই চাঁদা দাবির কথা স্বীকার করেছেন। গত ২৫ এপ্রিল বেলা ৩টার দিকে রফিক একটি দা নিয়ে এসে বাড়ির আঙিনায় রাধা বল্লভকে ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে সে রাধা বল্লভের গলায় গামছা বেঁধে টানা হেঁচড়া করে।

রাধা বল্লভের পুত্রবধূ শিখা আরও জানালেন, এই ঘটনার পরে তার শ্বশুর মারাত্মক ভয় পেয়ে যান এবং বাড়ির বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেন।

রাধা বল্লভের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, এমনিতে আমরা হিন্দু। পত্রিকায় লিখে আরও সর্বনাশ হবে না তো? এরপর সবিস্তারে স্বামী এবং পরিবারের ওপর হুমকি ও চাঁদা দাবির ঘটনা তিনি বর্ণনা করেন। তিনি জানালেন একমাত্র ছেলে সেও বিদেশে থাকে। মেয়ের জামাই সদ্য বিদেশ থেকে তার বাড়িতে বেড়াতে আসে। এসব টার্গেট করে তার স্বামীর কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে রফিক ও কোহিনুর।

ক্রমাগত হত্যার হুমকিতে দিশেহারা হয়ে গত রোববার বিকেল ৫টার দিকে রাধাবল্লভ হার্ট এ্যাটাকে মারা যান।

আজকের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০২

মে ২০০২

(৯৩৯)
যশোরে মেয়েকে উত্যক্তের প্রতিবাদ করায় ৭ সংখ্যালঘু নারীপুরুষকে মারধর

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ যশোরের কেশবপুরের বাগডাঙ্গা গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়েকে উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় সোমবার সন্ধ্যায় হাফিজুর, বুলুসহ ৬/৭ জন বিএনপি সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ঐ পরিবারের ৭ জনকে আহত করেছে। কেশবপুর উপজেলার বাগডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী মুক্তা রানী সোমবার স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাকে দেখে অশালীন উক্তি করে একই গ্রামের আফসার আলী গাজীর পুত্র বিএনপির সন্ত্রাসী হাফিজুর। মুক্তার বাবা অসীম বিকালে এ ব্যাপারে নালিশ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে হাফিজুর বুলুসহ ৬/৭ জন সন্ত্রাসী সোমবার সন্ধ্যায় মুক্তাদের বাড়িতে এসে হামলা চালায় এতে মারাত্মক আহত হয় ৭ জন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ মে ২০০২

(৯৪০)
বৃহত্তর চট্টগ্রামে কেন একের পর এক বর্বর হত্যাকাণ্ড?

সমরেশ বৈদ্য ঃ রাউজানে অনাথালয়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহের মধ্যেই গত রোববার দিবাগত গভীর রাতে খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে মদনলাল গোস্বামী (৫২) নামে অপর এক হিন্দু পুরোহিতকে নৃশংসভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুন করলো সন্ত্রাসীরা। গভীর রাতে তাকে সেখানকার রাধা মদন আশ্রম থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে একটি খেজুর গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে সন্ত্রাসীরা। পরে তারা ঐ পুরোহিতকে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পৈশাচিকভাবে খুন করে।

এর মধ্যে গত কয়েকমাসে নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী, মীরসরাইয়ের মিঠানালায় সুনীল দাশ নামে এক মন্দিরের সেবায়েত, হাটহাজারীর ফরহাদাবাদে এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী ও একটি সরকারি শিশুসদনের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক বকুল রানী হত্যাকাণ্ডের মূল কোনো আসামি গ্রেপ্তার হয়নি। মূল খুনিদের গ্রেপ্তার তো দূরের কথা, পুলিশসহ বিএনপি দলীয় মন্ত্রী, এমপিরা এসব হত্যাকাণ্ডকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য নানাভাবে প্রভাব খাটাচ্ছেন। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যা মামলার তিন আসামি জামিন পেয়ে উল্টো মুহুরীর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের দুটি আশ্রমের ধর্মীয় গুরুকে নৃশংসভাবে খুন করার ঘটনায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতাদের অভিযোগ, একটি কুচক্রী মহল এভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা ও সদস্যদের খুন ও নির্যাতন করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশছাড়া করতে চাইছে। তাদের অভিযোগ, না হলে একের পর এক এ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড কেন ঘটানো হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে? আবার মূল আসামিদের গ্রেপ্তার না করে ঘটনাগুলোকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চলছে কেন?

খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে ঐ আশ্রমের মহারাজ মদনলাল গোস্বামীর কাছে স্থানীয় কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসী বেশ কিছুদিন ধরে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে আসছিল। তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়েই সন্ত্রাসীরা গভীর রাতে ঐ জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি খোন্দকার মোজাম্মেল হক খাগড়াছড়িতে যান। নিহত মদনলাল গোস্বামীর লাশ ময়নাতদন্ত

শেষে আবার মানিকছড়িতে ঐ আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে এবং খুনিদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে চট্টগ্রামে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এ যাবত সেন্টু নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রথমদিকে বিএনপির একদল সন্ত্রাসী মীরসরাই উপজেলার মিঠানালা ইউনিয়নের দাশপাড়ায় গণহারে হামলা চালায়। খুন করে সুনীল দাশ সাধু (২৬) নামে এক মন্দিরের সেবায়েতকে। আহত হয় আরো কমপক্ষে ১৬ জন। তখন সন্ত্রাসীরা ৫১টি পরিবারে হামলার সময় তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে বলেছে, না হলে তাদেরকে দেশে থাকতে দেওয়া হবে না। ঘটনার কয়েকদিন পরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির ও সাংসদ এম এ জিন্নাহ ঘটনাকে 'মুরগি চুরি'র (!) ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মামলা হয়েছে এই ঘটনার। কিন্তু মূল আসামিরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই শুধু নয়, পুলিশও কিছু বলছে না তাদেরকে।

এর কিছুদিন পরেই চট্টগ্রাম শহরের জামালখানে সাতসকালে নিজের বাসায় ঘুম থেকে তুলে খুন করা হয় মুক্তিযোদ্ধা নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে। সেদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান ও পুলিশের আইজি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী ঘটনাস্থলে গেলে প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে পড়েন। বিক্ষুব্ধ জনতা জুতাও ছুঁড়ে মারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, যারা খুনি কেউ রেহাই পাবে না। কিন্তু তা শুধু কথাতেই রয়ে গেছে। এজাহারভুক্ত ঐ কলেজের ৩ অধ্যাপক অতিসম্প্রতি জামিন পেয়ে গেছেন। পাশাপাশি মূল খুনিরা গ্রেপ্তার হয়নি। ৩ অধ্যাপককে জামিনে বের করে আনার জন্য বিএনপি-জামাতসহ চট্টগ্রামের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী প্রচণ্ড তদবীর করেছেন। এসব মহল থেকে অধ্যক্ষ মুহুরীর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচারও চালানো হয়েছিল। কিন্তু তার কোনোটিই ধোপে টেকেনি।

গত মার্চ মাসের প্রথমদিকে হাটহাজারী থানাধীন ফরহাদাবাদ এলাকায় একটি সরকারি শিশু সদনের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক বকুল রানী দেকেও তার রুমে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়। তিনি একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী। এই হত্যাকাণ্ডেরও কোনো আসামি গ্রেপ্তার হয়নি।

গত ২২ এপ্রিল গভীর রাতে রাউজানের হিঙ্গলা ওয়ারাপুঞ্জ বৌদ্ধ অনাথালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরকে জবাই করে খুন করা হয়। খুনিদের গ্রেপ্তার না করে উল্টো তার আত্মীয়স্বজন ও অন্যদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাদীকে মারধর করেছে নির্দয়ভাবে। শুধু তাই নয়, অভিযোগ রয়েছে বিএনপি দলীয় সাংসদ সা. কা. চৌধুরীর প্ররোচনায় পুলিশ ও প্রশাসন তার নৈতিক চরিত্রে কালিমা লেপনের জন্য নানা ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্ত্রী-এমপিরা এসব ঘটনার আসামিদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রশাসনকে নির্দেশ না দিয়ে উল্টো কথা বলেছেন। গত ১৪ অক্টোবর লালদীঘিতে মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান এক জনসভায় চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি উল্টো বলেছেন, শেখ হাসিনাই এদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করছেন।

নবেম্বর মাসে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের এক আলোচনা সভায় বিএনপি নেতা রাউজান থেকে পরাজিত এমপি প্রার্থী গিকা চৌধুরী গহিরার মুন্সীঘাটার সমাবেশে বলেছেন, হিন্দুরা আমাদের ভোট দেয়নি। তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। তাই তাদের নিরাপত্তার কোনো দায়িত্ব আমাদের নেই। তাদের এদেশে থাকারও কোনো অধিকার নেই। এছাড়া আরো বেশকিছু উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন তিনি।

সর্বশেষ খাগড়াছড়িতে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মহারাজকে বেঁধে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নৃশংস ও বর্বরোচিতভাবে খুন করা হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক ও মানবাধিকার নেতা এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত অভিযোগ করেছেন, এ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন চালিয়ে দেশের

রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে যেমন অস্থিতিশীল করা হচ্ছে, তেমনি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে।

বৌদ্ধ ভিক্ষু ড. জিনবোধি ভিক্ষু, অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের, প্রফেসর ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়াও একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। গত সোমবার বিকালে প্রেসক্লাবে জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু হত্যার বিচার আন্দোলন কমিটির নেতৃবৃন্দ এক সংবাদ সম্মেলনে আগামী ১ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।

ভোরের কাগজ, ১ মে ২০০২

(৯৪১)
চাঁদার দাবিতে চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীকে নির্যাতন মামলা না করার জন্য স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর আদায়

চট্টগ্রাম অফিস ঃ সন্ত্রাসীরা ১ ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে চাঁদার দাবিতে মারধর করার পর স্বর্ণের চেইন, হাতঘড়ি ও নগদ ৬ হাজার ৫০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে মামলা না করার জন্য তার কাছ থেকে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়েছে। গত ২৪ এপ্রিল পটিয়ার মোজাফফরাবাদে এঘটনা ঘটে।

জানা যায়, স্থানীয় বিএনপির মদদপুষ্ট ৬-৭ জন সন্ত্রাসী ব্যবসায়ী রূপায়ন বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে রূপায়ন বিশ্বাসের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের হাতাহাতি হয়। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা ফিরে গিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র অবস্থায় ফিরে এসে রূপায়ন বিশ্বাসকে লোহার রড ও অন্যান্য ভারী অস্ত্র দিয়ে মারধর করে ধরে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তাকে পার্শ্ববর্তী রশিকাবাদ ইউনিয়নের একটি বাড়িতে আটকে রেখে স্বর্ণের চেইন, হাতঘড়ি ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে মামলা না করার জন্য স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে ছেড়ে দেয়।

পুলিশ খবর পেয়ে ঐ স্থানে এসে পথ থেকে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়ে মামলা করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু সন্ত্রাসীদের ভয়ে আহত রূপায়ন বিশ্বাস মামলা করতে পারেনি। মারাত্মক আহত অবস্থায় রূপায়ন বিশ্বাস চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়।

আহতের পরিবারের সূত্র এ ঘটনার জন্য সন্ত্রাসী দিদারুল আলম ও খোরশেদ আলমের ক্যাডারদের দায়ী করেছে।

ভোরের কাগজ, ১ মে ২০০২

(৯৪২)
ধামরাইতে চাঁদা না দেওয়ায় এক সংখ্যালঘুর হাত-পা ভেঙে দিয়েছে ছাত্রদল ক্যাডাররা

সাভার প্রতিনিধি ঃ ধামরাইয়ে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ছাত্রদলের ক্যাডাররা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের এক সদস্যকে পিটিয়ে হাত পা ভেঙে দিয়েছে।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, ফোর্ডনগর গ্রামের নীল রতন সরকারের কাছে একদল সন্ত্রাসী চাঁদা দাবি করে। নীল রতন সরকার চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রদলের ক্যাডাররা নীল রতনের বাড়িতে চড়াও হয়।

আজকের কাগজ, ১ মে ২০০২

(৯৪৩)
অবশেষে পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলার চার্জশিট বিএনপির ১৭ জন আসামি

হেলাল উদ্দিন, সিরাজগঞ্জ থেকে ঃ বহুল আলোচিত পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। দীর্ঘ ৭ মাস পর পুলিশ বিএনপি দলীয় ১৭ জনকে আসামি করে এ চার্জশিট দাখিল করেছে।

গত বছর ১ অক্টোবরের নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে নৌকা মার্কার পোলিং এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের 'অপরাধে' বিএনপি কর্মীরা ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী পূর্ণিমার ওপর চড়াও হয়। তারা তার পিতা অনিল শীল, মাতা বাসনা শীলকে মারপিট করে অস্ত্রের মুখে পূর্ণিমাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পূর্ণিমা উল্লাপাড়া উপজেলার পূর্বদেলুয়া গ্রামের স্থানীয় হামিদা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী। এ ঘটনায় অনিল শীল বাদী হয়ে উল্লাপাড়া থানায় মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-জি/আর ৫৯২/২০০১)।

পূর্ণিমা ধর্ষণের ঘটনাটি সে সময় দেশব্যাপী আলোচিত হলেও জোট সরকারের পক্ষ থেকে বারংবার দাবি করা হচ্ছিল পূর্ণিমার ধর্ষণ ঘটনা সত্য নয়। ১৪ অক্টোবর বিএনপি দলীয় ঐ এলাকার সাংসদ এম আকবর আলী শহরের বিলাসবহুল হোটেল অনিকে সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেন, পূর্ণিমা ধর্ষণের ঘটনা আওয়ামী লীগের সাজানো নাটক এবং পূর্ণিমা ধর্ষিত হয়নি। পূর্ণিমার মেডিকেল রিপোর্টটিও সাংসদ মিথ্যা বলে চালিয়েছিলেন।

এ রকম এক পরিস্থিতিতে ডাক্তারের মেডিকেল রিপোর্ট এবং সরজমিন সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে উল্লাপাড়া থানার ওসি ইশরার শামীম দীর্ঘ ৭ মাস পর অবশেষে ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেছেন।

কিছুদিন আগে পুলিশ বিশেষ মহলের ইঙ্গিতে মামলাটি আদালতে যাতে মিথ্যে প্রমাণিত হয় সেরকম উদ্যোগ নিয়ে একটি চার্জশিট দাখিল করেছিল। আদালত তখন ঐ চার্জশিটকে অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিযুক্ত অভিহিত করে তা থানায় ফেরত পাঠানোর পর থানার ওসি সম্পূর্ণ এবং সঠিক তথ্য সন্নিবেশিত করে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ চার্জশিট দাখিল করেন।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলো আবদুল জলিল, আলতাফ হোসেন, মান্না, মালেক, লিটন মিয়া, রেজাউল, হেরন মিয়া, মজনু মিয়া, এসব আলী, আঃ মোমিন, আলতাব হোসেন, ইয়াছিন আলী, আব্দুল মিয়া, বাবলু মিয়া, আব্দুর রউফ, হোসেন আলী ও জহুরুল ইসলাম। এদের মধ্যে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, বাকিরা পলাতক রয়েছে।

এলাকাবাসী জানান, ১নং আসামি বিএনপি পূর্ণিমাগাতি শাখার সাধারণ সম্পাদক। মালেক উপজেলা বিএনপির সহপ্রচার সম্পাদক। বাকি সকলেই বিএনপির স্থানীয় কর্মী।

ভোরের কাগজ, ৩ মে ২০০২

(৯৪৪)
কটিয়াদীতে চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের হাতে ১ জন নিহত

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রকাশ্য দিবালোকে চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের হাতে ঠিকাদার সহযোগী নিহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কটিয়াদী উপজেলার করগাঁও-মানিকখালি সড়কে দুপুরে।

২৫ এপ্রিল উপজেলার চাঁন্দপুর গ্রামের একটি সড়কের ঠিকাদারি কাজ শেষে মোটর সাইকেলযোগে ঠিকাদার রতন সরকারের সহযোগী কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ (৩০) তার সঙ্গী কাজলকে

নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মো. মান্নান ইউএনও'র বাড়ির সন্নিকটে ৬ সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ মোটর সাইকেল আটকিয়ে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা কৃষ্ণ ঘোষকে কিরিচ দিয়ে পেটে আঘাত করলে সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। তার সঙ্গী কাজলকে আহত অবস্থায় কটিয়াদী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত কৃষ্ণ ঘোষের বাড়ি কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের কাঁঠালতলি গ্রামে।

এ ব্যাপারে কটিয়াদী থানায় ৬ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন আসামি গ্রেফতার হয়নি।

জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

সংবাদ, ৩ মে ২০০২

(৯৪৫)
গাইবান্ধায় সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ হয়নি ॥ ৫টি পরিবার নিরাপত্তাহীন

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ গাইবান্ধা জেলায় সংখ্যালঘু নির্যাতন এখনও বন্ধ হয়নি। সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে ৫টি পরিবার নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন করছে। এই ৫টি পরিবার প্রধানরা হলেন, গাইবান্ধা সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের নির্মল চন্দ্র বর্মন, দাড়িয়াপুরের পাটনিপাড়ার বাদল তরণী দাস, পলাশবাড়ী উপজেলা সদরের অধ্যাপক নিহার রঞ্জন, সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ধোপাডাঙ্গার প্রফুল্ল চন্দ্র ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ক্রোড়গাছা গ্রামের হৃদয় কুমার।

গাইবান্ধা সদরের গোবিন্দপুর গ্রামের এক সংখ্যালঘু পরিবারের জমি বেদখল করে সেখানে ঘর বাড়ি তৈরি করেছে একই গ্রামের সন্ত্রাসী চক্রের হোতা গোলাম মোস্তফা। ওই সংখ্যালঘু পরিবার প্রধান নির্মল চন্দ্র বর্মণ বাদি হয়ে তার জমি দখলমুক্ত করার জন্য গাইবান্ধা সিনিয়র সহকারী জজের আদালতে একটি মামলা দায়ের করলে সন্ত্রাসী চক্রটি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং নির্মল চন্দ্রের পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার হুমকি ও নানা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। ফলে ওই পরিবারটি নিরাপত্তার অভাবে থানা পুলিশের কাছে আইনগত সহায়তা চেয়ে একটি আবেদন পেশ করেছে। একই উপজেলা সদরের দাড়িয়াপুর পাটনিপাড়া গ্রামের আবদুর রাজ্জাকের সন্ত্রাসী পুত্র সবুজ মিয়া রাতে বাদল তরণী দাসের ঘরে প্রবেশ করে তার স্ত্রী বকুল রানীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে লম্পট যুবক পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় একটি অভিযোগ দেয়া হলেও তা রেকর্ডভুক্ত হয়নি। ফলে সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী যুবক ওই সংখ্যালঘু পরিবারকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদের হুমকি প্রদর্শন করছে।

এদিকে পলাশবাড়ী উপজেলা সদরের ইউপি চেয়ারম্যান সাকোয়াজ্জামান বাবুর নেতৃত্বে পরিচালিত এক সন্ত্রাসী বাহিনী সেখানকার কলেজ অধ্যাপক নিহার রঞ্জনের পরিবারের ৮টি দোকানঘর দখল করে নিয়েছে। এক লাখ টাকা চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ওই সন্ত্রাসী বাহিনী এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। পুলিশের খাতায় এদের বিরুদ্ধে অসংখ্য সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে **১২** জনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা হয়েছে। নিহার রঞ্জন পরিবার এখন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ধোপাডাঙ্গা মৌজার প্রফুল্ল কুমার চন্দ্রের পরিবারকে লিজ নেয়া অর্পিত সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছে। একটি ভূয়া ও জাল দলিলের মাধ্যমে নালিশি অর্পিত সম্পত্তি অবৈধ দখলের জন্য ওই সংখ্যালঘু পরিবারের বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা রুজু করা

হয়েছে। পুলিশি হয়রানির শিকার হয়ে পরিবার প্রধান প্রফুল্ল কুমার পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। গ্রামছাড়া হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের ক্রোড়গাছা গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হৃদয় কুমারের পরিবার। সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিচালিত এক দল সন্ত্রাসী সম্প্রতি তার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালায় এবং গ্রাম থেকে ওই পরিবারকে বিতাড়িত করে। নিরাপত্তার অভাবে প্রধান শিক্ষক পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোন আইনগত সহায়তা পাচ্ছে না ওই সংখ্যালঘু পরিবারটি। এ পৃথক ৫টি ঘটনার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একাধিক আবেদন জানিয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংবাদ, ৩ মে ২০০২

(৯৪৬)
সরজমিন মদনগোপাল হত্যাকাণ্ড
বাদিকে হুমকি, শঙ্কায় আছে ৮ হাজার সংখ্যালঘু

অঞ্জন কুমার সেন, চট্টগ্রাম ব্যুরো থেকে ঃ পার্বত্য উপজেলা মানিকছড়ির রাধামদনগোপাল সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মদনগোপাল ওরফে মিলন চৌধুরীর হত্যাকাণ্ডের পর মানিকছড়ির প্রায় ৮ হাজার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু এখন চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। রোববার রাতে সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মদন গোপাল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওই এলাকার বিএনপি ক্যাডাররা যে জড়িত সে ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণ নিশ্চিত হয়েছেন। খুনিরা এখন মামলার বাদিকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। তারা মদনগোপালকে হত্যার আগে দু'বার প্রকাশ্যে তার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। এ ব্যাপারে মদনগোপাল নিজেই স্থানীয় বিএনপি নেতাদের কাছে নালিশ করেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি খুনি, চাঁদাবাজ গোষ্ঠীর কবল থেকে রেহাই পাননি।

পুলিশ এ পর্যন্ত **৩** জনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে এনেছে। বুধবার ওই এলাকা পরিদর্শনকালে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক এবং থানার পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্থানীয় বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরাই এ খুনের সঙ্গে জড়িত বলে তাদের ধারণা। মানিকছড়ি উপজেলা সদরের কাছেই চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কের পাশে অবস্থিত এ আশ্রমটির ওপর সন্ত্রাসীদের কুনজর ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। মন্দিরের কাজ অর্ধসমাপ্ত হয়ে আছে এখনও। এ আশ্রম ও মন্দিরটিকে ঘিরে প্রায় **১শ'** ৫০টির মতো হিন্দু পরিবার এতদিন একটি ভরসার মধ্যে ছিল; কিন্তু তাদের প্রিয় সাধুকে খুন করার পর সবাই যেন নির্বাক হয়ে গেছে। তাদের কল্পনারও বাইরে ছিল, এ রকম একজন সংসার-ত্যাগী কোমলহৃদয় সাধুকে নৃশংসভাবে কেউ খুন করতে পারে। খাগড়াছড়িসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে মদন গোপালের প্রায় ৪০ হাজার ভক্ত রয়েছে বলে জানা গেছে।

পুলিশ গত কদিনে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসীর নাম, ঠিকানা যোগাড় করেছে, যারা এ খুনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদের সবাই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানিকছড়িতে 'সেটেলার' হিসেবে বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে অবস্থান করছে।

বিএনপি নেতারা জানেন কারা জড়িত?

ইতোপূর্বে ৭-৮ মাসের মধ্যে বিএনপি নামধারী কিছু সন্ত্রাসী দু-দু'বার গভীর রাতে সাধু মদনগোপালকে চাঁদার দাবীতে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছে। প্রথমবার ২ লাখ টাকা, পরবর্তীতে ৫০ হাজার টাকা চেয়েছিল। তখন এ ব্যাপারে মহালছড়ির সনাতন সমাজকল্যাণ

পরিষদের সভাপতি সজল বরণ সেন থানা বিএনপি সভাপতি আবদুল মজিদ ভুইয়া ও সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ভুইয়াকে জানান। সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ভুইয়া নাকি এ ব্যাপারে তাদের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে আর যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেজন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আদৌ কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন তাদের ক্যাডারদের সে বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে; কারণ সত্যিই যদি তারা এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিতেন তাহলে একজন নিরীহ সাধু খুন হওয়ার মতো ঘটনা ঘটতো না বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ।

সংবাদ, ৩ মে ২০০২

(৯৪৭)
ধামরাই শ্মশানঘাটে সন্ত্রাসী হামলা মন্দির ভাঙচুর

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ ঢাকার ধামরাই উপজেলার হাজীপুর শ্মশানঘাটে রাতের আঁধারে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে মন্দির এবং মরদেহ দাহ করার চুল্লির ক্ষতি সাধন করেছে। সন্ত্রাসীরা শ্মশানঘাটের প্রাচীন একটি বটগাছও কেটে ফেলেছে।

গতকাল হাজীপুর গিয়ে এলাকাবাসী ও শ্মশান কমিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রায় ৩২ বছর আগে স্থানীয় কাকিজানি ও বংশাই নদীর তীরে হাজীপুর মৌজায় ১২ শতাংশ জমির ওপর শ্মশানঘাটটি প্রতিষ্ঠিত হয়। হাজীপুরসহ আশপাশের পাথালিয়া, কুমরাইল, ব্রজেরটেক, কাগজীপাড়া, সৈয়দপুর ও নয়ারহাট গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন মরদেহ সৎকারের জন্য এই শ্মশানটি ব্যবহার করে আসছে। সম্প্রতি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন টাকা তুলে শ্মশানের উন্নয়নমূলক কাজ করছে। একটি পাকা মন্দির নির্মাণ করে গত ১৯ এপ্রিল সেখানে কালীপূজা করেছে।

গত রোববার রাতে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে মন্দির এবং চুল্লির ক্ষতিসাধন করে। সন্ত্রাসীরা শ্মশানঘাটের একটি প্রাচীন বটগাছও কেটে ফেলে। সেই থেকে উন্নয়ন কাজ বন্ধ রয়েছে। কিন্তু কি কারণে সন্ত্রাসীরা শ্মশানে হামলা চালিয়েছে সে ব্যাপারে কেউ মুখ খোলেনি।

প্রথম আলো, ৩ মে ২০০২

(৯৪৮)
কষ্টিপাথরের দুর্লভ মূর্তিসহ অন্য মালামাল লুট
নবীগঞ্জে প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে জমি দখল করেছে বিএনপির এক নেতা

রফিকুল হাসান তুহিন, হবিগঞ্জ থেকে ঃ নবীগঞ্জের পশ্চিম তিমিরপুর গ্রামের বিএনপি নামধারী একটি প্রভাবশালী মহল একই গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শত বছরের একটি পুরনো মন্দির ভেঙ্গে জমি জবরদখল করেছে। শুধু তাই নয়, মন্দিরের অভ্যন্তরে রক্ষিত কষ্টি পাথরের রাধাগোবিন্দের যুগল মূর্তিসহ মন্দিরের অন্য সরঞ্জামাদিও নিয়ে গেছে। ফলে এখন ওই গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন পূজা ও ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পালন করতে না পারায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে মামলা হলেও পুলিশ এখনও লুট করে নেয়া সরঞ্জামাদি উদ্ধার তো দূরের কথা, কাউকে গ্রেফতারে তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না।

জানা যায়, ওই উপজেলার সদর ইউনিয়নের উক্ত গ্রামের প্রভাত সূত্রধর শত বছর পূর্বে তিমিরপুর মৌজার ২৬৭১ নং দাগের ভূমিতে মন্দিরটি নির্মাণ করে তার অভ্যন্তরে কষ্টি পাথরের

রাধাগোবিন্দের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন উক্ত মন্দিরে পূজা-পার্বণ করে চলেছে। কিন্তু সম্প্রতি একই গ্রামের বিএনপি নেতা প্রভাবশালী আনোয়ার মিয়া মন্দিরসংলগ্ন জমির কিছু অংশ ক্রয় করার প্রস্তাব দিলে সংশ্লিষ্ট ভূমির উত্তরাধিকারীগণ তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এতে আনোয়ার মিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে গত বৃহস্পতিবার তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শত বছরের এই মন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলে। যাবার সময় মন্দিরে রক্ষিত লক্ষাধিক টাকা মূল্যের কষ্টি পাথরের মূর্তিসহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি নবীগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে পুরনো মন্দির ভাঙ্গাসহ সংখ্যালঘুদের জমি দখলের হিড়িক পড়েছে। ফলে সংখ্যালঘুরা এখন ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ মে ২০০২

(৯৪৯)
পাবনায় সংখ্যালঘু এক পরিবার ধর্ষিত মেয়ে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে

পাবনা, ৩ মে, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এক সংখ্যালঘু পরিবার সদ্য বিবাহিত মেয়ের গণধর্ষণের মামলা করে বেকায়দায় পড়েছে। ধর্ষণকারীদের হুমকির মুখে পুরো পরিবারের সদস্যরা বাড়িঘর ছেড়ে ৮ মাস ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

পরিবারের সদস্যরা গত বৃহস্পতিবার পাবনা প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিকদের কাছে নির্যাতনের বর্ণনা দেন। আতাইকুলা থানার জগন্নাথপুর গ্রামের দরিদ্র ভবানী চন্দ্র দাস বেতশিল্পের কাজ করে কোন মতে জীবিকা নির্বাহ করেন। ১২ ডিসেম্বর রাতে তার মেয়ে ঘুমন্ত শীলাকে সন্ত্রাসীরা তুলে বাড়ির পাশে নিয়ে গিয়ে গণর্ধষণ করে। যাবার সময় তারা ঘটনা জানাজানি হলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। থানায় গিয়ে যাতে মামলা না করতে পারে সে জন্যও সন্ত্রাসীরা কয়েকদিন ভবানীর বাড়ি পাহারা দেয়। গত ১৯ ডিসেম্বর ভবানী দাস স্ত্রী-পুত্র ও ধর্ষিত মেয়েসহ বাড়ি থেকে পালিয়ে পাবনা শহরে চলে আসেন এবং শীলা বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করে। মামলার কথা শুনে সন্ত্রাসীরা আরও মারমুখী হয়ে ওঠে এবং এই পরিবারকে শায়েস্তা করার জন্য খুঁজতে থাকে। ধর্ষণকারী সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে ভবানী তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের নিয়ে পাবনা শহরের বিভিন্ন মহলে মেয়ের গণধর্ষণের বিচার চেয়ে ধর্ণা দিচ্ছেন। আসামীরা প্রকাশ্যে এলাকায় চষে বেড়ালেও পুলিশ তাদের ধরছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ মে ২০০২

(৯৫০)
জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু হত্যার বিচার দাবিতে চট্টগ্রাম থেকে রাউজান পর্যন্ত মানব বন্ধন
চট্টগ্রামে আরেক ভিক্ষুর ওপর সন্ত্রাসী হামলা অস্ত্র ঠেকিয়ে টাকা-পয়সা ছিনতাই

চট্টগ্রাম অফিস ঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরকে হত্যার প্রতিবাদে এবং প্রকৃত খুনিদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি প্রদানের দাবিতে গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাউজানের অনাথ আশ্রম অভিমুখে একটি পদযাত্রা বের করা হয়। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ এই পদযাত্রার আয়োজন করে। তবে এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাউজানের আরো একটি বৌদ্ধ বিহারে সন্ত্রাসীরা হামলা করেছে। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা আবুরখীল দক্ষিণ ঢাকাখালি

বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত জীনপ্রিয় মহাথেরোকে লাঞ্ছিত করে এবং বন্দুকের নল ঠেকিয়ে সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়।

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজ শনিবার রাউজানের ওয়ারাপুঞ্জা বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শনে যাচ্ছেন। আগামীকাল রোববার আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বেও একটি দল আশ্রমটি পরিদর্শনে যাবেন।

ঐক্যপরিষদের পদযাত্রাটি বিকেল ৩টায় নগরীর এনায়েত বাজার বৌদ্ধ মন্দির থেকে শুরু হয়ে প্রথমে প্রেসক্লাব পর্যন্ত যায় এবং সেখান থেকে ৮টি বাস ও ১০টি মাইক্রোবাস যোগে পদযাত্রার বহরটি সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাউজানের ফকিরহাটে গিয়ে পৌঁছে। এরপর পুনরায় পদযাত্রা শুরু হয় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ওখান থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে হিঙ্গলা নামে ভিক্ষু প্রতিষ্ঠিত অনাথ আশ্রমে গিয়ে শেষ হয়।

রাউজানের আবুরখীল জনকল্যান সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা নাগাদ ১০-১২ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসীদল আবুরখীল গ্রামে নিরীহ জনসাধারণের ওপর হামলা চালিয়ে চারটি দোকান থেকে ২০ হাজার টাকা লুট করে। সন্ত্রাসীরা দক্ষিণ ঢাকাখালি গৌতম বিহারে হানা দিয়ে বিহারের অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করে এবং তার বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে তার পকেটের টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেয়। সন্ত্রাসীরা ভিক্ষুকে লাঞ্ছিত করার সময় নৌকায় ভোট দিয়েছে কেন জানতে চায় এবং আশপাশের লোকজনকে ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতির পোস্টার লাগানোর জন্য শাসিয়ে যায়। এর ফলে এলাকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের পদযাত্রা শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জ্ঞানজ্যেতি ভিক্ষুকে হত্যার সঙ্গে জড়িত কেউ এখনো গ্রেপ্তার না হওয়ায় পরিষদ নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তার পরিবারকে পুলিশ হয়রানি করছে বলে অভিযোগ করেন।

পদযাত্রায় ঐক্যপরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও প্রায় অর্ধশত ভিক্ষু যোগ দেয়। কয়েকশ' লোকের এই পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন ঐক্যপরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা ভদন্ত বোধিপাল মহাথেরো, ভদন্ত সুমঙ্গল মহাথেরো, এডভোকেট সিরিল শিকদার ও ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। এছাড়া বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা ড. জিনবোধি ভিক্ষু, ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া, সাংবাদিক মুহম্মদ ইদ্রিস, তাপস হোড় প্রমুখ সঙ্গে ছিলেন।

এদিকে চট্টগ্রাম মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদ গতকাল সকালে ভিক্ষু হত্যার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু নিরাপত্তা পরিষদ আজ প্রেসক্লাবের সামনে বেলা ২টায় এক মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

ভোরের কাগজ, ৪ মে ২০০২

(৯৫১)
ঘটনাস্থল সাতক্ষীরার রামনগর গ্রাম
স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা ও নির্যাতন ॥ অপরাধীদের পুলিশ গ্রেফতার করছে না।

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার রামনগর গ্রামের দরিদ্র কৃষক নারায়ণ চন্দ্র কর্মকারের স্কুলপড়ুয়া মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করার পর প্রায় দুই সপ্তাহ অতিক্রম হলেও পুলিশ একজন আসামিকেও গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশের রহস্যজনক নীরবতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালী আসামিরা মামলা প্রত্যাহার করার জন্য বাদিকে অব্যাহত-ভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে স্কুল ছাত্রীর ওপর নজীরবিহীন হামলার পরও আসামি গ্রেফতার না হওয়ায় রামনগর গ্রাম ও আশপাশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার পাওয়ার ব্যাপারেও সন্দেহ-অবিশ্বাস দেখা দিচ্ছে। এক লিখিত অভিযোগে জানা যায়, ১৮ এপ্রিল সকালে রামনগর গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র কর্মকারের মেয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী প্রতিদিনের মতো স্কুলে যাচ্ছিল। পথে রামনগর পুরনো খেয়াঘাটের কাছে পৌঁছানো মাত্র পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একই গ্রামের মো. ঈমান আলী গাজীর ছেলে মো. সিরাজুল ইসলাম দলবলসহ ওই স্কুলছাত্রীর ওপর চড়াও হয়। সিরাজুল মেয়েটিকে জোরপূর্বক পাশের একটি চিংড়ি ঘেরে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

এ সময় মেয়েটির আর্তচিৎকারে ধর্ষণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়; কিন্তু হামলাকারী সিরাজুল মেয়েটির মুখমণ্ডল ও শরীরের বিভিন্ন স্থান কামড়ে জখম করে। জামা কাপড়ও ছিঁড়ে ফেলে। চিৎকার শুনে গ্রামের লোকজন এসে পড়ায় শেষ পর্যন্ত সিরাজুল ও তার সঙ্গীরা চলে যায়। তবে যাওয়ার সময় তাকে অ্যাসিড নিক্ষেপ ও জীবনে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে যায়।

এই ঘটনার পর আশাশুনি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শনও করেন; কিন্তু তৎপরতা ওই পর্যন্ত শেষ। প্রায় দুই সপ্তাহ পার হতে চলল প্রধান আসামিসহ কেউ গ্রেফতার হয়নি। আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকি দিচ্ছে।

সংবাদ, ৪ মে ২০০২

(৯৫২)
জামাত নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা ঃ সংখ্যালঘু পরিবারের চিংড়ি ঘের লুট

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জামাত নেতার বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণের মামলা করায় ক্ষিপ্ত হয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের চিংড়ি ঘের লুট করেছে সন্ত্রাসীরা। আশাশুনি উপজেলার নাকলা গ্রামে শনিবার প্রকাশ্যে এ ঘটনার পর সংখ্যালঘু পরিবারটি এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। নাকলা গ্রামের সচ্চিদানন্দের অনুপস্থিতিতে গত ১৮ এপ্রিল গভীর রাতে স্থানীয় জামাত নেতা রিয়াছাত আলী মাস্টার ঘরে ঢুকে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা না করার জন্য হুমকি দিয়ে ক্যাডার বাহিনী দিয়ে ধর্ষিতাকে ২ দিন বাড়িতে আটকে রাখা হয়। শ্যামনগর আসনের জামাত সাংসদ মওলানা রিয়াছাত আলী অভিযুক্ত জামাত নেতার আত্মীয়। দু'দিন পর এলাকাবাসীর সহায়তায় পালিয়ে এসে থানায় মামলা করে অব্যাহত হুমকির মুখে সচ্চিদানন্দ তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যান।

সংবাদ, ৪ মে ২০০২

(৯৫৩)
চাঁদা না দেওয়ায় ধামরাইয়ে ১জনকে পিটিয়ে জখম

প্রথম আলো ডেস্ক ঃ চাঁদা না দেওয়ায় ধামরাইয়ে এক সংখ্যালঘু ব্যক্তি বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন। হামালার শিকার ফোর্ডনগর গ্রামের নীলরতন সরকারকে ঢাকার পঙ্গু হাসতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সাভার প্রতিনিধি জানান, ৫ হাজার টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ছাত্রদল ক্যাডার টিপু ও রানার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী গত বৃহস্পতিবার রাতে নীলরতন সরকার ও তার ভাই সুভাষ সরকারকে মারধর করে। এ সময় এলাকাবাসী এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পিছু হটে যায়। গতকাল শুক্রবার সকালে এই সন্ত্রাসীরা জনসমক্ষে নীলরতনকে ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে

বিএনপি নেতা হাজি কালামের হাঁস মুরগির খামারে নিয়ে যায় এবং রড দিয়ে পিটিয়ে তার হাত-পা গুঁড়িয়ে দেয়।

টিপু ও রানা যথাক্রমে স্থানীয় প্রভাবশালী বিএনপি নেতা হাজি কালাম ও নূর মেম্বারের ভাতিজা হওয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারটি মামলা করতে ভয় পাচ্ছে।

প্রথম আলো, ৪ মে ২০০২

(৯৫৪)
খুলনার ফুলতলায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক ব্যক্তিকে খুন

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ জেলার ফুলতলা থানার আলকা গ্রামের রতন কুমার বসুকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে খুন করা হয়েছে। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে কয়েক সন্ত্রাসী তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়। শনিবার সকালে আলকা রেল ক্রসিংয়ের পাশে লাইনের ওপর এলাকাবাসী তার মৃতদেহ পায়।

জানা যায়, রতনের সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছাড়াও কপালে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের দাগ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে খুনীরা তাকে পিটিয়ে মেরে পরিকল্পিতভাবে রেল লাইনের ওপর ফেলে রেখে গেছে। এই হত্যার তাৎক্ষণিক কোন কারণ জানা না গেলেও চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা এই ঘটনা ঘটাতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এলাকায় চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হিসাবে তাঁর পরিচিতি রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ মে ২০০২

(৯৫৫)
লাকসামে সংখ্যালঘুদের ১০টি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার মুদাফরগঞ্জের হলুদিয়া গ্রামে সন্ত্রাসীরা গত শুক্রবার ভোররাতে চারটি সংখ্যালঘু পরিবারের ১০টি ঘর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আগুনে সবকিছু পুড়ে গেলেও ক্ষতিগ্রস্তরা ভয়ে গতকাল শনিবার পর্যন্ত কোনো মামলা করেননি। জিডির সূত্র ধরে পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে। তবে কেউ মুখ খুলছে না।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক ও বিমল চন্দ্র ভৌমিকের বরাত দিয়ে কুমিল্লা অফিস জানায়, গত শুক্রবার ভোররাত প্রায় পৌনে ৪টায় হঠাৎ দু তিনটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে তারা দেখেন দুটি গোয়ালঘরের পেছনে আগুন জ্বলছে। তারা চিৎকার করে ঘুমন্ত লোকদের ঘর থেকে বের করতে করতেই মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ১০টি ঘরেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ফলে চারটি পরিবারের কেউ ঘর থেকে কোনো মালামাল উদ্ধার করতে পারেনি। আগুনে ঘরে থাকা ধান-চাল, নগদ টাকা, হাঁস-মুরগি, স্বর্ণালঙ্কার সবই পুড়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় ১৬ লাখ টাকা।

গতকাল সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, পুড়ে যাওয়া ঘরগুলোতে শুধু ছাই ও কয়লা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। গতকাল দুপুরে ঘটনা তদন্তে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা লাকসাম থানার সহকারী দারোগা আবুল কাসেম জানান, এ অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় থানায় জিডি করার পরই তারা ঘটনা জানতে পেরেছেন।

সূত্র জানায়, অগ্নিকাণ্ডের পরপর তিনজন সন্ত্রাসীকে কেউ কেউ পালিয়ে যেতে দেখলেও এখন তারা ভয়ে মুখ খুলছেন না। একই কারণে ক্ষতিগ্রস্তরা মামলা করতেও রাজি নন।

এদিকে স্থানীয় বিএনপি নেতা মোঃ শাহজাহান মিয়া ও ছিদ্দিকুর রহমান মেম্বার জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের কোনো পারিবারিক শত্রু নেই। এরা রাজনীতিতেও জড়িত নন। তারা জানান, তবে আগুন যে বাইরে থেকে লাগানো হয়েছে এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত।

এদিকে গতকাল দুপুরে স্থানীয় সাংসদ কর্ণেল (অবঃ) আনোয়ারুল আজিম এবং কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ মনিরুজ্জামানসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

প্রথম আলো, ৫ মে ২০০২

(৯৫৬)
নান্দিনায় ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ ॥ দোকান ভাংচুর

জামালপুর, ৫ মে, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জামালপুর সদর উপজেলার নান্দিনা বাজারে রবিবার সকালে সংখ্যালঘু কামার সম্প্রদায়ের ৩টি দোকান ভাংচুর করে একটি পরিবারকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে। স্থানীয় রানাগাছা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে বিএনপি-দলীয় প্রভাবশালী লোকজন সকাল ৯টায় আকস্মিকভাবে এ উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে দোকান ভাংচুর করেছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কে ভুগছে।

জানা গেছে, নান্দিনা বাজারের বাঁশহাটি সংলগ্ন টিএ্যান্ডটি এক্সচেঞ্জের পাশে সোয়া ২ শতাংশ খাস জমিতে নিশিকান্ত কর্মকার, সুনীল কর্মকার ও রণজিত কর্মকারের ৩টি কামারের দোকান রয়েছে। নিশিকান্ত তাঁর দোকানের সঙ্গেই পরিবার নিয়ে দীর্ঘ ২০ বছর যাবত বসবাস করে আসছেন। তাদের সদর উপজেলা পরিষদের সপ লাইসেন্সও রয়েছে। রবিবার সকালে রানাগাছ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল কুদ্দুস বিএনপি-দলীয় লোকজন নিয়ে তাদের ৩টি দোকান ভাংচুর এবং নিশিকান্তকে পরিবারসহ উচ্ছেদ করেছে। উচ্ছেদ অভিযানকালে চেয়ারম্যান তাদেরকে বলেছে, সেখানে নাকি কৃষি অফিস নির্মাণ করা হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় তহসিল অফিস কিছুই জানে না, এমনকি তাদেরকে কোন প্রকার উচ্ছেদের নোটিসও দেয়া হয়নি। চেয়ারম্যান অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁদের দোকান ভাংচুর ও উচ্ছেদ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ মে ২০০২

(৯৫৭)
খুলনায় সন্ত্রাসীরা শীতলা মন্দিরের পূজায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে
টিন খুলে নিয়ে গেছে নাট মন্দিরের

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পর থেকে কতিপয় সন্ত্রাসী নগরীর দোলখোলায় অবস্থিত শত বছরের প্রাচীন শ্রী শ্রী শীতলা মন্দিরের পূজা অর্চনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। সন্ত্রাসীরা নাট মন্দিরের টিন খুলে নিয়ে গেছে। মন্দির প্রাঙ্গণের গাছ থেকে নারিকেল, কাঁঠাল ও আম জোরপূর্বক পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট থানা ও স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারকে এ ব্যাপারে একাধিকবার জানানোর পরেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। শ্রী শ্রী শীতলাবাড়ী কার্যকরী সংসদের পক্ষ থেকেই এ অভিযোগ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, রবিবার শীতলাবাড়ী কার্যকরী সংসদের এক সভায় উক্ত ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সভায় সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে কতিপয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ৮ মে বুধবার কেএমপি কমিশনারকে স্মারকলিপি প্রদান,

৯ মে বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান এবং ১৭ মে শুক্রবার বিক্ষোভ প্রদর্শন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ মে ২০০২

(৯৫৮)
মাগুরায় সংখ্যালঘু পরিবারের ৭ সদস্যকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা হাসপাতালে ভর্তি

মাগুরা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শনিবার রাতে একদল দুর্বৃত্ত মাগুরা সদর উপজেলার আলমখালী গ্রামে নিমাই কুমার দত্ত (৪৫) নামে এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর বাড়িতে গিয়ে রান্না করা রাতের খাবারে গোপনে বিষ মিশিয়ে দিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা কিছু টের না পেয়ে রাত ১১টার দিকে উক্ত খাবার খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে দুর্বৃত্তরা রাত ৩টার দিকে ঐ বাড়িতে গিয়ে এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেনসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে যায়। রবিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত পরিবারের কেউ ঘুম থেকে না উঠলে গ্রামবাসীরা তাদের উদ্ধার করে অজ্ঞান অবস্থায় সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এরা হলো নিমাই কুমার দত্ত (৪৫), নির্মল রায় (৩০), স্বপন কুমার দত্ত (২৮), স্বপ্না (২২), শিপ্রা (২২), মিরা রানী (৪০) ও তমা (৫)। এদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উক্ত পরিবারের এক সদস্য জানান, দুর্বৃত্তরা কি কি জিনিস নিয়ে গেছে তারা বলতে পারছেন না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ মে ২০০২

(৯৫৯)
বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন বিপন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যার প্রতিবাদ সভায় বক্তারা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ চট্টগ্রামের রাউজানে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরো হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আয়োজিত প্রতিবাদ সামবেশে বক্তারা বলেছেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সন্ত্রাসের উন্নয়ন হয়েছে, দেশের এবং মানুষের কোনো উন্নয়ন হয়নি। সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানিয়ে বলেন অন্যথায় জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সঙ্গে নিয়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গতকাল বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত এ প্রতিবাদ সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সি আর দত্ত (বীর উত্তম), অধ্যাপক নিম চন্দ্র ভৌমিক, নেপালে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত পরিমল দে, অপু উকিল, নির্মল চ্যাটার্জী, দুর্লভ চন্দ্র দাস, উজ্জ্বল নীলমণি দাস প্রমুখ।

ভদন্ত বোধি পাল মহাথেরোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশে অব্যাহতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হত্যা, নির্যাতন চললেও সরকার এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বক্তারা বলেন, দেশে সাম্প্রতিককালে তালেবানী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির অপতৎপরতার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ঘটনার এতোদিন পরও পুলিশ খুনিদের গ্রেপ্তার না করে উল্টো তার আত্মীয়স্বজনদের গ্রেপ্তার করে ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় নেমেছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে একথা বলে বক্তারা বলেন, জ্ঞানজ্যোতি নিহত হওয়ার ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার দেশের নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

সমাবেশ শেষে একটি প্রতিবাদ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি শহীদ মিনার থেকে প্রেসক্লাব পর্যন্ত যায়।

ভোরের কাগজ, ৬ মে ২০০২

(৯৬০)
সংবাদ সম্মেলনে মন্দির সেবাইতের অভিযোগ শাহজাদপুরে জাল দলিলের মাধ্যমে দেবোত্তর সম্মত্তি দখলের চেষ্টা

কবীর আজমল বিপুল, শাহজাদপুর থেকে ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের শ্রী শ্রী দুর্গামাতা ও কালীমাতার নামে ৮০ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি একটি সন্ত্রাসীচক্র ভুয়া পত্তনি ও জাল দলিলের মাধ্যমে দখলের চেষ্টা করছে। উক্ত ৮০ বিঘা জমির ফসল সন্ত্রাসীরা কেটে নিয়ে যাওয়ায় পোতাজিয়া ঘোষবাড়ির দুর্গাপূজা, কালী পূজাসহ বন্ধ হয়ে গেছে সকল বাৎসরিক পূজা ও উৎসব। দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারে আইনের আশ্রয় নেওয়ায় সন্ত্রাসীচক্র প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে মন্দিরের সেবাইত বিবেকানন্দ ঘোষ কনককে। ফলে পরিবারের ৩৫ জন নারী, পুরুষ ও শিশু সদস্যসহ তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ঐতিহ্যবাহী পোতাজিয়া দুর্গামাতা এবং কালী মন্দিরের সেবাইত বিবেকানন্দ ঘোষ কনক জানান, পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলার বিলচান্দক গ্রামের রাজ্জাক, রিজিয়া, আফজাল, শামছুল আলম সরকার, মন্তাজ মোল্লা, শাজাহান, নাজিমউদ্দিন, এলাহী সরকার, আব্দুল খালেক, আজিজুল হক ও রমজান আলী ভুয়া ও জাল দলিলের মাধ্যমে মন্দিরের ৮০ বিঘা জমি গ্রাস করার জন্য নানা অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

তিনি জানান, বিলচান্দক গ্রামের সন্ত্রাসী হাতেম সম্প্রতি বাদী হয়ে মন্দিরের ৪ জন সেবাইতসহ মোট ১৯ জনকে আসামি করে ফরিদপুর থানায় একটি মিথ্যা ফৌজদারি মামলা দায়ের করে পুলিশ দিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

সেবাইত বিবেকানন্দ ঘোষ কনক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই বলে আবেদন করেন যে, উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি যেন সন্ত্রাসী-কুচক্রী মহলের গ্রাসে পতিত না হয় এবং এই সম্পত্তির সেবাইত ও বর্গাদারগণ যেন সন্ত্রাসীদের দ্বারা নিগৃহীত না হয়। তিনি আশা করেন, পোতাজিয়া ঘোষ পরিবারকে রক্ষায় সরকার সচেষ্ট হবেন।

ভোরের কাগজ, ৬ মে ২০০২

(৯৬১)
বাঁশখালিতে সংখ্যালঘুর বাড়িতে আগুন

চট্টগ্রাম অফিস ঃ বাঁশখালিতে পূর্বশত্রুতার জের ধরে দু'সংখ্যালঘুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ওই সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যাতে কেউ এগিয়ে না আসে তার জন্য কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করা হয়।

আমাদের বাঁশখালি প্রতিনিধি কল্যাণ বড়ুয়া মুক্তা জানান, গত রোববার গভীর রাতে বাঁশখালির পূর্ব পুইছড়িস্থ দাশ পাড়ায় ওই অগ্নিসংযোগ করা হয়।

আজকের কাগজ, ৮ মে ২০০২

(৯৬২)
যশোরে চাঁদা না পেয়ে দোকান থেকে তুলে নিয়ে ব্যবসায়ীর দু পা থেঁতলে দিল সন্ত্রাসীরা

যশোর অফিস ঃ চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা গতকাল মঙ্গলবার সকালে যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া বাজারের এক ব্যবসায়ীকে দোকান থেকে তুলে নিয়ে বোতল দিয়ে পিটিয়ে দু পা থেঁতলে দিয়েছে। সুবোধ সাহা নামে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধারে এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা বাবুল সাহা নামে আরেকজনকে মারধর করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নারিকেলবাড়িয়ায় সাইফুলসহ দু-তিন সন্ত্রাসী তাকে দোকান থেকে উঠিয়ে নিয়ে বোতলে পানি ভরে তা দিয়ে তাকে মারপিট করে দু পা থেঁতলে দেয়। তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তারা বাবুলকেও জখম করে, পরে ওই ব্যবসায়ীকে একটি মাইক্রোতে করে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়।

প্রথম আলো, ৮ মে ২০০২

(৯৬৩)
খুলনায় পূজায় সন্ত্রাসীদের বিঘ্ন সৃষ্টি ॥ নিরাপত্তা দাবিতে সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ নগরীর শ্রী শ্রী শীতলা বাড়িতে সন্ত্রাসীদের পূজা-অর্চনায় বিঘ্ন সৃষ্টি, নাট মন্দিরের টিন খুলে নিয়ে যাওয়া ও বিগ্রহ ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদ এবং এলাকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবিতে বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় মন্দির প্রাঙ্গণে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

তপন কুমার ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন খুলনা জেলা ও মহানগর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি শ্যামল হালদার, সাধারণ সম্পাদক গোপী কিষান মুন্দ্রা, শীতলা বাড়ি কার্যকরী সংসদের সাধারণ সম্পাদক সুজিত সাহা, মহেন্দ্র নাথ সেন, অরুণ কুমার দাস ভানু প্রমুখ। সভায় সহকারী পুলিশ কমিশনার (সদর) মোঃ মিজানুর রহমানও বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা অবিলম্বে মন্দির এলাকায় সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি এবং এলাকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের প্রতি দাবি জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ মে ২০০২

(৯৬৪)
পুঠিয়ায় আদিবাসী যুবতী ও লক্ষ্মীপুরে কাজের মেয়ে ধর্ষিত

স্টাফ রিপোর্টার রাজশাহী থেকে ঃ রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার জিউপাড়া গ্রামে এক আদিবাসী যুবতী ধর্ষিত হয়েছে। ধর্ষক একই গ্রামের আবু বাক্কার হাতেনাতে ধরা পড়লে প্রভাবশালীরা তৎপর হয়। ধর্ষককে থানা পুলিশ ও জেল জরিমানার কবল থেকে রক্ষার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আয়োজিত বিচারে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৫০ ঘা জুতা মেরে ছেড়ে দেয়। ঘটনাটি মঙ্গলবার রাতের। এ নিয়ে এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ মে ২০০২

(৯৬৫)
সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু গৃহবধূ ধর্ষিত

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরার সীমান্ত গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূ ধর্ষিত হয়েছে।

পুলিশ জানায়, রোববার সদর উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের গৃহবধূ (২১) বাড়ির পাশের বেগুন খেতে কাজ করছিল। এ সময় একই গ্রামের আলেক মুন্সির ছেলে শফিকুল ইসলাম তাকে ধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হলেও পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি। সোমবার ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে।

সংবাদ, ৯ মে ২০০২

(৯৬৬)
ঠাকুরগাঁওয়ে প্রধান শিক্ষককে গলায় ছুরি ঠেকিয়ে ইস্তফাপত্র লিখে দিতে বাধ্য করা হলো

ঠাকুরগাঁও থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শাপলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে একদল সন্ত্রাসী অপহরণ করে গলায় ছুরি চালিয়ে ইস্তফাপত্র লিখে দিতে বাধ্য করেছে। জানা যায়, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার পশ্চিম নারগুন গ্রামের আ. সালামের নেতৃত্বে একটি সন্ত্রাসী চক্র শাপলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চক্রমোহন সরকারকে চাকরি থেকে ইস্তফা গ্রহণের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে চাপ দিয়ে আসছিল। চক্রমোহন সরকার সন্ত্রাসীদের হুমকি উপেক্ষা করে বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকেন। এদিকে গত ২৫ এপ্রিল সকাল ১০টায় প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে পৌঁছলে আ. সালামের নেতৃত্বে ১০/১৫ জন সন্ত্রাসী-আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে চক্রমোহন সরকারকে অপহরণ করে সলেমান কবিরের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং একটি ঘরে আটকে রাখে। সন্ত্রাসীরা কয়েক ঘন্টা আটক রেখে তাকে মারধর করে এবং বৈদ্যুতিক শক দেয়। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা তাকে একটি ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করে হত্যার জন্য গলায় ছুরি চালায়। প্রাণ বাঁচাতে প্রধান শিক্ষক চক্রমোহন সরকার ইস্তফাপত্রসহ নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ও সাদা কাগজে একাধিক সই করতে বাধ্য হন। পরে সন্ত্রাসীরা প্রধান শিক্ষককে ফেলে পালিয়ে গেলে লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক চক্রমোহন সরকার আ. সালামসহ ৮ জনকে আসামি করে গত ৩০ এপ্রিল সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। বাদি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। উল্লেখ্য, ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর থেকে এলাকায় এ ক্যাডার গ্রুপটি এক গডফাদারের ছত্রছায়ায় থেকে এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করছে।

সংবাদ, ৯ মে ২০০২

(৯৬৭)
নাটোরের গ্রামে সংখ্যালঘুদের ১৩টি বাড়িতে গণডাকাতি

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার সিংড়া থানা সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বসন্তপুর গ্রামে বুধবার রাতে ১৩টি সংখ্যালঘু বাড়িতে গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে শিশু ও মহিলাদের জিম্মি করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে দেড় কিলোমিটার দূরে কাওছারের ধান মাড়াইয়ের খোলায় ভাগাভাগি করে নিয়ে যায়।

সেখানে ডাকাতিকাজে ব্যবহৃত লোহার শাবল, মহিলাদের হাতের চুড়ি ও অন্য কিছু জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে সিংড়া থানায় ফোনে যোগাযোগ করে ডাকাতির ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে বলা হয়, কেউ এ সম্পর্কে অভিযোগ করেনি। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। ফিরে এলে কি ঘটেছে তা বলা যাবে। দুপুর পর্যন্ত একই কথা বলা হয় থানা থেকে।

বিকেল ৪টায় ওই এলাকার সংসদ সদস্য প্রার্থী আ'লীগ নেতা শাজাহান, জেলা আ'লীগের সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট হানিফ আলী শেখ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা অ্যাডভোকেট সুশান্ত ঘোষ ও সুখময় রায় বিপ্লবসহ ঘটনাস্থলে ডা. রমেন্দ্র প্রামাণিকের বাড়িতে গেলে বাড়ির সামনে সিংড়া থানার এসআই ওবায়দুরকে কয়েকজন ফোর্সসহ দেখা যায়। তাদের সামনেই গ্রামবাসী জানায়, কিছুদিন আগে যারা নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে চাঁদা নিল, ঘরে আগুন দিল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে এ ঘটনা ঘটত না। অথচ তাদের সঙ্গেই পুলিশের প্রকাশ্যে মাখামাখি।

ডাকাতরা রমেন্দ্র প্রামাণিক, নিতাই, অতুল, নীরেন, প্রভাত, দিনেশ, অজিত, কৃষ্ণ, বাসুদেব, জীতেন্দ্র, সুকুমার, দিলীপ ও চৈতন্যের বাড়িতে ডাকাতি করার সময় শিশু ও মহিলাদের মারপিট করে। রমেন্দ্রকে তারা বেদম প্রহার করে। তার স্ত্রী রেখা, কন্যা ভারতি সিংড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছে। একই অবস্থা প্রভাত মাস্টারের মা সুমতীর। অজিতের স্ত্রী মায়া জানান, ডাকাতরা তাকে মারপিট করে। টাকা সোনা বের করে না দেয়ায় তার ১২ বছরের মেয়ে ইলা, ১০ বছরের মেয়ে জনিকে চাতাল থেকে ফেলে দেয়। জয়চাঁদের মেয়ে সীমাকে দোতলা থেকে নিচে ফেলে দেয়। মেয়েদের বুকে বন্দুক ধরে ইজ্জতহানির হুমকি দিয়ে মালামাল লুট করে।

গ্রামবাসী জানায়, ৬০/৭০ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত গ্রামের প্রবেশমুখে পুকুর পাড়ে বোরো ধান মাড়াইরত লোকদের আটক করে গুলি করতে করতে একের পর এক বাড়িতে হানা দিয়ে লুট করে চলে যায়।

গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলার সময় সিংড়া থানার এসআই আমজাদ ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘরে তদন্ত করছিলেন। তিনি ভাঙা সুটকেস ও অন্যান্য জিনিসপত্র ওভাবেই রাখার পরামর্শ দিলেন জব্দ করার জন্য।

গণডাকাতির এ ঘটনার পর ওই দুই গ্রামের সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

সংবাদ, ১০ মে ২০০২

(৯৬৮)
রমনা কালীমন্দির দখল করে নিয়েছে বিএনপির ক্যাডাররা
'গয়েশ্বরের নির্দেশ ছাড়া মন্দিরে কোনো পূজা সভা সমিতি হবে না'

কাগজ প্রতিবেদক ঃ বিএনপি নেতা গয়েশ্বর রায়ের সমর্থক ছাত্রদল-যুবদল ক্যাডাররা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের রমনা কালীমন্দির দখল করে নিয়েছে। গতকাল পুলিশের সহায়তায় ছাত্রদল-যুবদলের ক্যাডাররা এ দখল প্রক্রিয়া পরিচালনা করে।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী পূজা উদযাপন পরিষদ বিকাল ৫টায় মন্দির প্রাঙ্গণে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের মহানায়ক মাষ্টারদা সূর্যসেনের সহকর্মী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর সংবর্ধনার আয়োজন করে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পর ছাত্রদল-যুবদলের বেশ কিছু ক্যাডার দলবলসহ অনুষ্ঠানস্থলে আসে। তারা নিজেদের গয়েশ্বর রায়ের সমর্থক বলে দাবি করে বলে, গয়েশ্বর বাবুর পারমিশন ছাড়া এখানে কোনো সভা করা যাবে না।

আয়োজকরা জানান, তাদের এ কর্মসূচি আগে থেকেই নির্ধারিত। গয়েশ্বর বাবু চাইলে তিনিও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন। এ পর্যায়ে দু'পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। চট্টগ্রাম থেকে আসা বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী ছাড়াও অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত (বীরউত্তম), অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ, এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, আর এন দত্ত গুপ্ত ও কাজল দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রমেশ, অমলেন্দু, অপু, মানিক, তরুণ প্রমুখ ছাত্রদল-যুবদল ক্যাডাররা এ বলে হুমকি দেয় প্রয়োজনে ঢাকেশ্বরী মন্দিরও দখল করা হবে। গয়েশ্বরের নির্দেশ ছাড়া মন্দিরে কোনো পূজা, সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হবে না বলে তারা উচ্চস্বরে ঘোষণা দেয়। এ অবস্থায় বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীকে সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠানটি ঘন্টাখানেক বাক-বিতণ্ডা চলার মধ্যে দিয়েই পণ্ড হয়ে যায়।

রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রমের সভাপতি অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ দাঁড়িয়ে উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'সৃষ্ট ঘটনার ব্যাপারে আমি সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি। সভা স্থগিত ঘোষণা করা হলো।' পরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হবে।

সভাশেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী বলেন, 'অনৈক্যই আমাদের সর্বনাশের মূল। ভালো কিছু করতে হলে ঐক্য দরকার, সংহতি দরকার। একসঙ্গে চলা দরকার। তা না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অহঙ্কার পতনের মূল।' তিনি বলেন, 'আমি রাজনীতি করি না। সমাজনীতি করি। এখানে এসে রাজনীতির মধ্যে পড়ে গেলাম।

অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ সৃষ্ট ঘটনার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, 'আজকের সভাটা ছিল মূলত বিনোদ বিহারী চৌধুরীর সংবর্ধনা। এছাড়া আজকের সভার পর এখানে মন্দিরের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত হতো। কিন্তু অবস্থাতো আপনারা দেখলেন।' তিনি বলেন, কমিটির সভাপতি হিসেবে আমি এখানে সভা ডেকেছি। অন্য কারোতো এখানে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই।

প্রসঙ্গত, পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক রমনা কালীমন্দির প্রায় সাড়ে ৮০০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত সাধক গোপালগিরি বিশ্বখ্যাত হিমালয় তীর্থ চন্দ্রী নারায়ণ থেকে এসে এ মন্দিরের গোড়াপত্তন করেন। এক সময় এ মন্দিরের নাম ছিল কৃপাসিদ্ধি আখড়া। তারপর বিভিন্ন সাধু সন্ত এ মন্দিরের সংস্কার করেন। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাকবাহিনী রাত সাড়ে ১২টায় এ মন্দির আক্রমণ করে মন্দিরে অবস্থানরত বাসিন্দাদের নির্বিচারে হত্যা করে। ডিনামাইট ও কামানের গোলা দিয়ে মন্দিরটি উড়িয়ে দেয়। এ নৃশংস হত্যাযজ্ঞে মন্দিরের সেবাইত পরমানন্দ গিরি মহারাজসহ ৮৫ জন নর-নারী শিশু নিহত হন। কিন্তু স্বাধীনতার ৩০ বছরেও এ মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়নি। নানা সময় মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও সরকারি বাধার কারণে তা সম্ভব হয়নি।

এরই এক পর্যায়ে ২০০০ সালে সর্বপ্রথম ঘটপূজার মাধ্যমে দুর্গোৎসব ও প্রতিমার মাধ্যমে কালীপূজা সম্পন্ন হয়। সর্বশেষ গত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে বাসন্তী পূজা করা নিয়ে অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ ও এডভোকেট সুব্রত চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কমিটির সঙ্গে যুবদলের সাধারণ সম্পাদক গয়েশ্বর রায়ের বিরোধ তৈরি হয়। এ বিরোধের জের ধরেই গতকালের দখল প্রক্রিয়া।'

ভোরের কাগজ, ১১ মে ২০০২

(৯৬৯)
তানোরে ৬০টি আদিবাসী ও সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি

রাজশাহী প্রতিনিধি ঃ রাজশাহীর তানোর উপজেলার রাতোইল গ্রামে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ৬০টি পরিবার সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়লেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে

না। এমনকি সন্ত্রাসীদের পক্ষাবলম্বন করে থানা পুলিশ আদিবাসী যুবকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা গ্রহণ করে অনেককে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান করছে। এই ৬০টি পরিবারের তরুণী মেয়েরা সন্ত্রাসীদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাতোইল গ্রামে আদিবাসী কৃষক অনিল মারান্ডীর বাড়ি সন্ত্রাসীরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেও পুলিশ কোনো মামলা নেয়নি। জিডি লিপিবদ্ধ করার পর সন্ত্রাসীদের পক্ষে নেওয়া মামলায় বকুল নামের এক আদিবাসী যুবককে কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, থানা পুলিশ চলছে বিএনপির এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কথায়। ইউপি চেয়ারম্যান হওয়ার পরও ঐ ব্যক্তি সন্ত্রাসীদের পক্ষে থানা পুলিশকে ব্যবহার করছেন।

আদিবাসী পরিবারগুলো অভিযোগ করে জানায়, বেলঘড়িয়া গ্রামের সন্ত্রাসী জলিল, কটা, নবী, মাইনুল, নজরুল মেম্বার, তাহসেন ও সুরমানসহ কয়েক ব্যক্তি রাতোইল গ্রামে এসে আমিন, কোব্বাদ ও রিয়াজের কাছে প্রতিদিন রাতে মদ ও তাড়ি খায়। পরে মাতাল অবস্থায় তারা আদিবাসী তরুণীদের ঘরে ঢুকে যাচ্ছেতাই করে। জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টাও চালায় এরা। এসব ঘটনার প্রতিবাদ করায় আদিবাসী পরিবারগুলোর ওপর সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয় এবং বিক্ষুব্ধ আদিবাসী মণ্ডল ও গৃহস্বামীদের হয়রানি করতে থাকে। এরই জের ধরে সন্ত্রাসী জলিল তার দোসরদের নিয়ে ৩০ এপ্রিল রাত ৮টায় আদিবাসী কৃষক অনিলের বাড়ির বেড়া ভেঙে ভিতরে ঢুকে অনিলের স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনায় বাধা দেওয়ায় অনিলের ওপর আক্রমণ করা হয়। অনিলের পরিবারের অন্য পুরুষরা সমবেত হয়ে জলিলকে আটকে দেয় এবং বেঁধে রেখে জলিলের ভাইদের খবর দেয়। জলিলের ভাইরা খবর পেয়ে এসে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে জলিলকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। পরদিন জলিল আদিবাসী পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করার ঘোষণা দেয়। এই ঘটনার চারদিন পর রাতে অনিলের বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা।

এই ঘটনার বিচার চেয়ে ইউপি চেয়ারম্যান মফিজের কাছে গেলে তিনি উল্টো সন্ত্রাসীদের পক্ষ নেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অতঃপর অনিল থানায় মামলা করতে গেলে মামলা না নিয়ে পুলিশ একটি জিডি করে তাকে থানা থেকে বিদায় করে দেয়। পরদিন সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় এক আদিবাসী যুবককে।

এই গ্রামের আদিবাসী পরিবারগুলো বলছে, সন্ত্রাসীদের ভয়ে আর টিকতে পারছি না। কোথায় গেলে জানমালের নিরাপত্তা পাবো এটা জানতে পারলে আমরা সেখানেই যাবো।

ভোরের কাগজ , ১১ মে ২০০২

(৯৭০)
সাহস হারিও না কাজলী রানী

মিঠাপুর (রংপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ ধর্ষণের চেষ্টাকালে ধর্ষককে হাঁসুয়া (কাস্তে) দিয়ে কুপিয়ে আহত করে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করেছে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ষোড়শী কন্যা কাজলী রানী।

এই ঘটনার পর পরই কাজলী রানী বাদি হয়ে মিঠাপুকুর থানায় মামলা দায়ের করলেও পুলিশ আহত ধর্ষককে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৪ মে উপজেলার কাফ্রিখাল ইউনিয়নের খোর্দ গোপালপুর গ্রামে। খোর্দ গোপালপুর গ্রামের দিনমজুর বিশ্বনাথ মহন্তের কন্যা কাজলী রানী মহন্ত স্থানীয় কোমরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তার বাবা বিশ্বনাথ মহন্ত দিনমজুর ও গাভীর দুধ বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করে থাকেন। একই গ্রামের অটু মিয়ার পুত্র আবদুল মালেক (২০) হোটেল কর্মচারী। সে প্রতিদিন কাজলীদের বাড়িতে দুধ কিনতে আসত। প্রায়ই সে কাজলীকে কুপ্রস্তাব দিত। ঘটনার দিন ৪ মে দুপুর

বেলা কাজলীর বাড়িতে দুধ নিতে এসে নির্জনতার সুযোগে আবদুল মালেক কাজলীকে জড়িয়ে ধরে ঘরের মেঝেতে ফেলে দিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় এবং কাজলীর পরনে থাকা কামিজের একাংশ ছিঁড়ে ফেলে। এ সময় কাজলী ঘরে থাকা হাঁসুয়া (কাস্তে) হাতের কাছে পেয়ে ধর্ষককে এলোপাতাড়ি কোপ দিতে থাকে। আহত ধর্ষক মালেক কাজলীকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। কাজলীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং ঘটনা বিস্তারিত শোনে। এ ব্যাপারে কাজলী মিঠাপুকুর থানায় ৪ মে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ৯ (৪) (খ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছে। এদিকে ধর্ষক মালেক স্থানীয় ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে বোনের বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে বলে কাজলীর পিতা বিশ্বনাথ মহন্ত এ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন।

দৈনিক সংবাদ, ১১ মে ২০০২

(৯৭১)
বাঁশখালিতে এক রাতে ৯ বাড়িতে ডাকাতি ॥ সংখ্যালঘু গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ দক্ষিণ চট্টগ্রামে ডাকাতের উৎপাত বেড়েই চলেছে। শুক্রবার গভীর রাতে সেখানে আরও ৯টি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। বাঁশখালির বৈলছড়ি চেচুড়িয়া এলাকায় সংঘটিত এসব ডাকাতি ঘটনায় লুট হয়েছে কমপক্ষে ৬ লাখ টাকার মালামাল। ডাকাতরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে সংখ্যালঘু এক গৃহবধূকে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ মে ২০০২

(৯৭২)
ডোমারে সংখ্যালঘুর বাড়ি ও দোকানে ডাকাতি ॥ ডাকাতের গুলিতে আহত ৭

নীলফামারী, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার ডোমার পৌরসভা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক হিন্দু পরিবারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। শনিবার রাত ১টার দিকে এ ডাকাতির সময় এলাকাবাসী ডাকাত দলকে ঘিরে ফেললে ডাকাত দলের সাথে এলাকাবাসীর প্রায় আধঘণ্টা ধরে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া হয়। জনতার কবল থেকে বাঁচার জন্য ডাকাত দল তাদের কাছে রক্ষিত পাইপগানের বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এতে শিশুসহ ৭ জন আহত হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ মে ২০০২

(৯৭৩)
সীতাকুণ্ডে সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বাধা ঃ শিবিরের হামলায় আহত ৭

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ বড় ধরনের কোন সহিংস ঘটনা ছাড়াই গতকাল সোমবার মোটামুটি শান্তি পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে চট্টগ্রামের নবগঠিত দু'টি পৌরসভা সীতাকুণ্ড ও মিরসরাই পৌরসভা নির্বাচন। দু'টি পৌরসভার মধ্যে সীতাকুণ্ডে আওয়ামী লীগ অংশ নিলেও মিরসরাইয়ে চেয়ারম্যান পদে তাদের কোন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেননি।

সীতাকুণ্ড পৌরসভায় ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ভোট গ্রহণ শুরুর আগ থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ক্ষমতাসীন জোট প্রার্থীদের সমর্থক শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা বাড়ি বাড়ি হামলা চালায় এবং ভোটারদের মারধর করে। এতে অন্তত ৭ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক তার দলবল নিয়ে হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট দেয়ার আহ্বান জানালেও কেউ ভোট দিতে যায়নি। আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী নায়েক

(অব.) শফিউল আলম হিন্দুদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ করলেও জোটপ্রার্থী আলহাজ আবুল কালাম আজাদ হামলার ঘটনা অস্বীকার করেন।

সীতাকুণ্ড পৌরসভা নির্বাচনের বিভিন্ন কেন্দ্র সরজমিন ঘুরে দেখা গেছে, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে কোথাও ভোটারদের লম্বা লাইন আবার কোথাও ফাঁকা ভোটকেন্দ্র। ভোটাররাও বলেছেন, তাদের ওপর ভয়ভীতি হুমকির কথা। দত্তবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দিতে আসা তপন শীল (ভোটার নম্বর ৪৬৩), ধনা রঞ্জন জলদাশ (৪০৫) জানান, রাতে ভোট কেন্দ্রে না আসার জন্য তাদের হুমকি দেয়া হয়। তবে সকাল ৯টার দিকে দেখা যায়, কেন্দ্রের বাইরে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট আবু সালেহ মোঃ মহিউদ্দিন জানান, কেন্দ্রের অভ্যন্তরে শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা দেখা গেছে সীতাকুণ্ড কলেজ কেন্দ্রে। কেন্দ্রের ভেতরে পুরুষ ভোটারদের দেখা গেলেও মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি ছিল নগন্য। কেন্দ্রের পাশেই দেখা গেছে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের অবস্থান। এই কেন্দ্রের ২৩৮০ জন ভোটারের অধিকাংশই হচ্ছে হিন্দু। ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে আসা পদ্ম চৌধুরী (২৮), রীতা আচার্য (৩২) এই প্রতিবেদকের কাছে কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, তাদের মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছে।

রনজিত চক্রবর্তী (৭০), শম্ভুনাথ চক্রবর্তীসহ (৬০) প্রেমতলা এলাকার লোকজন জানায়, হাতে নীল রঙের ব্যাজ পরা ৪০/৫০ জনের সশস্ত্র একটি দল তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হামলা চালিয়েছে। মহিলাদের মারধর করেছে। এমনকি এরপরও যারা ভোটকেন্দ্রে গেছে তাদের শাড়ি টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের হামলায় এ সময় শেফালী রানী শীলের (৩২) পা ভেঙে যায়, সুভাষ শর্মা (৪৫) সহ আরও অন্তত পাঁচজনের মাথা ফেটে যায়।

সীতাকুণ্ড উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সকাল ১১টা পর্যন্ত অবশ্য ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য। তবে প্রচুর জাল ভোট পড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ওই কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার মোঃ মহিউদ্দিনকে এ সময় স্কুলের ওই বুথে ভোট গ্রহণ করতে দেখা গেলেও বাইরে কোন ভোটারকে দেখা যায়নি। স্কুলের ওই বুথে ভোটার ছিল ৩৯৫ জন।

আলম শফি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের লোকজন অবশ্য জানান, তাদের এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাররা ভোট দিতে এসেছেন। তবে ভোর ৫টার দিকে আশপাশ এলাকায় চারটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতংক সৃষ্টি করা হয়।

হিন্দুদের ভোটদানে বাধা দেয়ার খবর শুনে বেলা ১২টার দিকে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ (রাজস্ব) সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিরাট বহর নিয়ে হিন্দুপাড়ায় যান। তারা তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ভোট দিতে যাওয়ার অনুরোধ জানালেও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ভোটকেন্দ্রে যেতে অস্বীকৃতি জানান।

যুগান্তর, ১৪ মে ২০০২

(৯৭৪)
রাউজানে আরেক বৌদ্ধ বিহারে সন্ত্রাসী হামলা

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ জেলার সন্ত্রাসকবলিত রাউজানে আবারও বৌদ্ধ বিহারে হামলা করেছে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। গতকাল সোমবার রাত ১টার দিকে উত্তর ডাবুয়ার বেনুবন বৌদ্ধ বিহারে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, হিংগুলার ওয়ারাপুঞ্জা অনাথ আশ্রম থেকে দুই কিলোমিটার পূর্বে বেনুবন বৌদ্ধ বিহারে ১০/১২ জনের একটি সশস্ত্র দল হামলা চালায়। তারা বিহারের কলাপসিবল গেটের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। এ সময় বিহারের প্রধান প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু ঘণ্টা বাজিয়ে আশপাশের লোকজনের সাহায্য কামনা করেন। এক পর্যায়ে তিনি ভেন্টিলেটার দিয়ে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে চিৎকার শুরু করলে স্থানীয় লোকজন এসে সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে। সন্ত্রাসীরা জনতাকে উদ্দেশ্য করে এ সময় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে পালিয়ে যায়। পুলিশ এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি চালালেও কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। দি সুপ্রিম সংঘ কাউন্সিল, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, জ্ঞান জ্যোতি হত্যা বিচার আন্দোলন কমিটি পৃথক বিবৃতিতে এ সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা ও ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২১ এপ্রিল রাতে রাউজানের ডাবুয়া ইউনিয়নের হিংগুলায় ওয়ারাপুঞ্জা অনাথালয়ের প্রধান জ্ঞান জ্যোতি মহাথেরোকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

যুগান্তর ১৪ মে ২০০২

(৯৭৫)
কোম্পানীগঞ্জে আফসার বাহিনীর তাণ্ডবে নয় জেলে পরিবার এলাকা ছাড়া

নোয়াখালী প্রতিনিধি ঃ কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মুছাপুর, চরফকিরা এলাকায় আফসার বাহিনীর তাণ্ডবে ৯টি জেলে পরিবার এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আফসার মেম্বার ও তার ভাই তছির মাঝি এবং ছালেহ আহমদ মাঝির দস্যু বাহিনী দক্ষিণ মুছাপুরে ১ নং স্লুইসের পাশের জেলেপাড়ায় ব্যাপক লুটতরাজ করে। জেলে পরিবারের মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার, ধর্ষণের পর মারধর করে ৯টি পরিবারকে এলাকা ছাড়া করেছে। এর মধ্যে ভুবন চন্দ্র জলদাস, কৃষ্ণবাসী জলদাস ও দিনেশ্বর জলদাস সপরিবারে ভারতে চলে গেছে। নজর জলদাস চট্টগ্রামের কুমিরায় পালিয়ে গেছে। নজর জলদাস কুমিরা বাজারে বসে জানায় তার স্ত্রী ও তার মেয়েকে আফসারের লোকেরা তার সামনেই ধর্ষণ করেছে। এ ব্যাপারে সে কোম্পানীগঞ্জ থানায় মামলা করতে না পারায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবরে কামাল উদ্দিন, শাহাব উদ্দিন, নূরউদ্দিনসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া রতন জলদাস, নিতাই চন্দ্র জলদাস, শ্রীবজলা খোকন জলদাস, গৌরাঙ্গ জলদাসসহ অন্য জেলেরা ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়ার পর এলাকা ছেড়ে কেউ কেউ চরফকির অন্যরা ফেনী জেলার ফাজিলপুরে খোলাকাশের নিচে বসবাস করছে।

যুগান্তর, ১৪ মে ২০০২

(৯৭৬)
সন্ত্রাসীদের উৎপাত বৃদ্ধি চন্দ্রঘোনা খ্রিস্টান পাড়ার বাসিন্দারা আতঙ্কে

রাঙ্গুনিয়া প্রতিনিধিঃ রাউজানের বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবির ও খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়িতে হিন্দু পুরোহিত মদন গোপাল গোস্বামী হত্যাকাণ্ডের পর চন্দ্রঘোনার খ্রিস্টান সম্প্রদায় আতঙ্কের মধ্যে কালাতিপাত করছে।

জানা যায়, চন্দ্রঘোনার খ্রিস্টান হাসপাতাল এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মদ, গাঁজা ও অস্ত্রের ব্যবসা চলে আসছে। উপজাতীয়দের মধ্যেও লেগে আছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক খ্রিস্টান হাসপাতালের একজন কর্মকর্তা জানান, রাউজান ও মানিকছড়ির দুই ধর্মীয় গুরু হত্যাকাণ্ডের পর খ্রিস্টানপাড়ায় সন্ত্রাসীদের উৎপাত বেড়ে গেছে। ফলে যেকোনো সময় এখানে বড়ো ধরনের অঘটন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় একজন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এলাকাটি দীর্ঘদিন ধরে 'ক্রাইম জোন' হিসেবে পরিচিত। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলেও

এখানে আমাদের করণীয় কিছু নেই। কারণ এ খ্রিস্টান এলাকায় প্রবেশ করতে অনেক বিধিনিষেধ রয়েছে।

উল্লেখ্য, স্থানীয় ব্যাপ্টিস্ট সংঘের নবনির্বাচিত সভাপতি ও খ্রিস্টান হাসপাতালের উপদেষ্টা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ডা. শৈলা মণ্ড চৌধুরীও বসবাস করেন এ খ্রিস্টানপাড়াতেই।

ভোরের কাগজ, ১৪ মে ২০০২

(৯৭৭)
নওগাঁয় স্কুল ছাত্রী এসিড দগ্ধ

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় অনিতা রাণী মোহন্ত (১৩) নামে এক নবম শ্রেণীর স্কুল ছাত্রীর মুখমণ্ডল এসিড মেরে ঝলসে দেওয়া হয়েছে। সে বর্তমানে গুরুতর অবস্থায় নওগাঁর একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

উপজেলার বায়রা বাজার গ্রামের জনৈক কালিপদর কন্যা অনিতাকে এলাকার কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক দীর্ঘদিন থেকে প্রেম নিবেদন করে আসছিল। তাদের প্রেমে সাড়া না দেওয়ায় যুবকেরা ইতিপূর্বে এসিড মেরে ঝলসে দেওয়ার হুমকি দেয়। রোববার ভোর রাতে প্রকৃতির ডাকে অনিতা বাড়ির বাইরে গেলে ওৎ পেতে থাকা কয়েকজন যুবক তার মুখে এসিড মেরে পালিয়ে যায়। অনিতার আর্তচিৎকারে বাড়ির লোকজন তাকে মারাত্মক ঝলসানো অবস্থায় উদ্ধার করে নওগাঁয় এক ক্লিনিকে ভর্তি করে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ ব্যাপারে মহাদেবপুর থানায় মামলা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৪ মে ২০০২

(৯৭৮)
শ্লীলতাহানির চেষ্টার প্রতিবাদ করায়...

যশোর অফিস ঃ ভাইয়ের পুত্রবধূকে শ্লীলতাহানির চেষ্টার প্রতিবাদ করায় সন্ত্রাসীরা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা গোপাল দত্তের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকেসহ কয়েকজনকে জখম করেছে। এ ব্যাপারে গত সোমবার আদালতে মামলা হলে আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

গত ৭ মে মনিরামপুর উপজেলার দুর্বাডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো, ১৫ মে ২০০২

(৯৭৯)
সাংবাদিক লাঞ্ছিত, শিক্ষক গ্রেপ্তার
পুলিশের বাধায় খুলনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পণ্ড

খুলনা অফিসঃ খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার শোভনা ইউনিয়নে হিন্দু সম্প্রদায় আয়োজিত শিবপূজাসহ পাঁচ দিনব্যাপী শান্তি মেলা জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে গেছে।

মেলার আয়োজকরা একটি চরমপন্থী গ্রুপের সদস্য—এই অভিযোগে মেলা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বলে খুলনা পুলিশ সুপার মোশাররফ হোসেন গতকাল বুধবার প্রথম আলোকে

জানিয়েছেন। এদিকে খুলনার এই পুলিশ কর্মকর্তাই মেলাকে ঘিরে ব্যাপক চাঁদাবাজির আশঙ্কায় মেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে গত মঙ্গলবার রাতে বিবিসিকে বলেন।

পুলিশ পূজা ও মেলার আয়োজকদের কয়েকজনকে মারধর এবং একজন কলেজ শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে। এসব ঘটনার ছবি তুলতে গেলে পুলিশ প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক বাপ্পি খান ও দৈনিক তথ্যের ফটো সাংবাদিক আবদুল মালেককে লাঞ্ছিত করে। এ ঘটনায় খুলনার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম আলো, ১৬ মে ২০০২

(৯৮০)
মন্দিরের জায়গা দখল
উল্লাপাড়ায় আদিবাসীদের জমির ধান কেটে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শাহজাদপুর থেকে বিএনপির স্থানীয় সন্ত্রাসীরা উল্লাপাড়া উপজেলার উধুনিয়া ইউনিয়নের দুর্গম পল্লী এলাকা বেলাই গ্রামের সংখ্যালঘু আদিবাসীদের জমির পাকা ধান দিনেদুপুরে কেটে নিয়ে গেছে। দখল করে নিয়েছে আদিবাসীদের মন্দিরের জমি। কালী মন্দিরের জায়গায় সন্ত্রাসীরা বসতবাড়ি বানিয়েছে। এ বছর আদিবাসীরা কালীপূজা করতে পারেনি। মন্দিরে উত্তরের খালি জায়গায় পূজার সব আয়োজন সন্ত্রাসীদের বাধার মুখে ব্যর্থ হয়ে যায় বলে জানালেন ভারতীবালা মুরালী।

জানা গেছে, গত ২৩ এপ্রিল আদিবাসীদের একটি খাস জায়গার পাকা ধান স্থানীয় বিএনপি সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসীরা কেটে নিয়ে যায়। এ সময় বাধা দিতে গিয়ে মারাত্মক আহত হয় আদিবাসী শিশু-নারী ও পুরুষ। অর্থাভাবে তাদের চিকিৎসা হচ্ছে না। এ গ্রামের আদিবাসীদের নেতা মোহন মুরালী, বাদী হয়ে ৭ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছে। উল্লাপাড়া থানা সদর থেকে প্রায় ২৫ কিঃমিঃ দূরের দুর্গম এ পল্লী উধুনিয়া ইউনিয়নের বেলাই গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে এ গ্রামের আদিবাসীদের ওপর বিএনপি সন্ত্রাসীদের নানা নির্যাতনের কাহিনী। ধান কাটা ঘটনায় হামলায় আহত তারাপদ মুরালী বেহুলা বালা, সনাতন মুরালী ও নরেশ মুরালী জানালেন, ধান কাটার দিন বিএনপি সন্ত্রাসীরা লাঠি, ফালা, দা, কুড়াল, শাবল নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হয় এবং বেধড়ক মারপিট করে ক্ষেতের সমস্ত ধান কেটে নিয়ে যায়। আহতরা সবাই বিনা চিকিৎসায় তাদের জীর্ণ ঘরে পড়ে আছে। চিকিৎসার টাকা নেই। আবার এলাকাটি এতই দুর্গম যে চারপাশে তেমন ডাক্তারও নেই।

কালু মিয়া, জাকির, হামিদ, গাজিউর, রফিকুল, আজিজ ও রমজান আলী-এরা সবাই মোহন মুরালীর দায়ের করা মামলার আসামী। এরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মামলা তুলে নেয়ার জন্য ভয়ভীতি এবং আলফ্রেড সরেনের মতো মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ গ্রামের আদিবাসীরা পুলিশের ভূমিকা পক্ষপাতমূলক ও রহস্যজনক বলে অভিযোগ করে বলেন, মামলা দায়েরের পর পুলিশ একবার কেবল ঘটনাস্থলে এসেছিল। একজন আসামীকেও পুলিশ ধরতে পারেনি। আদিবাসী নেতা রতন চন্দ্র মুরালী বলেন সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার কারণে বিএনপি সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর এ জুলুম নির্যাতন করছে। বলরাম মুরালী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুরালী, ভারতীবালা, আলোবালা জানায়, এ গ্রামের আদিবাসীরা বিএনপি সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। ভয়ে তারা মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। এদের নির্যাতনে আদিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এ গ্রামের আদিবাসী যুবতী-নারীরা তাদের সম্ভ্রম নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। মান-ইজ্জত ও সম্পদ এখানে নিরাপত্তাহীন। আদিবাসীদের

জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে গেছে। এর আগে মন্দির উচ্ছেদ করে জায়গা দখল করে নেয়ায় আদিবাসীরা এ বছর কালীপূজা করতে পারেনি।

আদিবাসীদের নেতা মোহন মুরালীর দায়েরকৃত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লাপাড়া থানার দারোগা জানালেন, বেলাই গ্রামের সংখ্যালঘু আদিবাসীদের জানমালের নিরাপত্তায় সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হবে। তিনি গ্রামবাসীদের আইন হাতে তুলে না নেবার অনুরোধ করে এসেছেন। হতদরিদ্র আদিবাসীরা প্রত্যেকেই ভূমিহীন। এরা সবাই কৃষি শ্রমিক। অপরের জমিতে দিনমজুরি খেটে এদের দিন যায় কোন রকমে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ মে ২০০২

(৯৮১)
সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি ॥ এখন চলছে উচ্ছেদের পাঁয়তারা কুলাউড়ায় এক সংখ্যালঘু পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি ॥ বাড়িতে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মৌলভীবাজার ঃ অবৈধভাবে জোরপূর্বক ভূমি দখলের লক্ষ্যে সন্ত্রাসীরা একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর চালিয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। মহিলাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে বসতঘরে আগুন লাগিয়ে উল্লাস করতে থাকলেও ভয়ে আগুন নেভাতে কেউ সাহস পায়নি। নারকীয় এই ঘটনাটি ঘটেছে কুলাউড়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে। এ ব্যাপারে সংখ্যালঘু পরিবার থানায় মামলা করলে সন্ত্রাসী চক্রটি তাদের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে জানা গেছে, গত ২০ এপ্রিল ১০টায় একই গ্রামের ইলিয়াছ মিয়াসহ ৭০/৮০ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ নন্দলাল নাথের বাড়িতে প্রবেশ করে মহিলাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। বাড়ির মহিলারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে ইলিয়াছ গং নন্দলালের বসতঘরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন ধরিয়ে দেয়ার পূর্বে সন্ত্রাসীরা বাড়ির অর্ধেক জুড়ে বেড়া দিয়ে জবরদখল করে নেয়। ঘরে আগুন দেয়ার পর নন্দলালের মেয়ে এবং পুত্রবধূর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলেও সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ আগুন নেভাতে সাহস পায়নি। উপস্থিত সবাই ছিল দর্শকের ভূমিকায়। একপর্যায়ে স্থানীয় মেম্বার আজাদ মিয়া এবং ঐ এলাকায় অবস্থানরত কর্মধা ইউনিয়নের সবুর মেম্বার উপস্থিত হলেও আগুন নেভাতে সাহস পাননি। পরে এলাকার এক মেম্বার কুলাউড়া থানায় মোবাইল ফোনে খবর দিলে এসআই ফারুকের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় লোকজনদের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে দুটি ঘর সম্পূর্ণরূপে পুড়ে ভস্মীভূত হয়। ঘটনার দিন নন্দলালসহ তার পরিবারের সদস্যরা ইলিয়াছ মিয়ার দায়ের করা একটি মামলার হাজিরা দিতে মৌলভীবাজার আদালতে ছিল। এ ঘটনায় জীতেন্দ্র দেবনাথ বাদী হয়ে কুলাউড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করে। মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে গত ২৪ এপ্রিল সহকারী পুলিশ সুপার কুলাউড়া সার্কেল, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কুলাউড়া থানা এবং এসআই ফারুক আহমদ ঘটনাস্থল সরেজমিন তদন্ত করেন। উক্ত ঘটনার পর কুলাউড়া থানায় মামলা দায়ের করার পর আসামীরা নন্দলাল ও তার পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। আসামীরা এলাকায় অবস্থান করে রাতে নানারকম ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে বলে নির্যাতিত পরিবারটি জানায়।

একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, মামলার প্রধান আসামী ইলিয়াছ মিয়া সরকারী দলের ছত্রছায়ায় অবস্থান নিয়েছে। বড় অঙ্কের টাকার বিনিময়ে প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। ফলে পুলিশের ভূমিকা স্থানীয় সচেতন মহলে প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, উক্ত সন্ত্রাসী ইলিয়াছ মিয়ার সঙ্গে জীতেন্দ্র দেবনাথের পরিবারের জমিসংক্রান্ত বিরোধ দীর্ঘদিনের। এ বিরোধকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশসহ বিভিন্ন মহল বিপুল অঙ্কের টাকা কামিয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু দুর্নীতিবাজ নেতা ও পুলিশের পরোক্ষ ইঙ্গিতে সন্ত্রাসী ইলিয়াছ মিয়া একের পর এক মিথ্যা মামলা ও হয়রানি করে এবং সর্বশেষ বসতঘর আগুনে পুড়িয়ে ঐ পরিবারটিকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ নিয়ে স্থানীয় সংখ্যালঘু এলাকাবাসী ও উপজেলার সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, ইলিয়াছ মিয়ার সঙ্গে বিরোধ মীমাংসার জন্য স্থানীয় এমপি এম এম শাহীনের পরামর্শক্রমে এমপির অফিসে উপজেলা বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিগণ বৈঠকে বসেন। কিন্তু ইলিয়াছ মিয়ার অসহযোগিতার কারণে সমস্যার সমাধান হয়নি। এদিকে ইলিয়াছ মিয়া ও তার লোকজন নন্দলাল ও তার পরিবারকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ মে ২০০২

(৯৮২)
মানিকগঞ্জে প্রতিমা ভাঙচুর জেলেপাড়ায় আতঙ্ক

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার আন্ধারমানিক জেলেপাড়া কালীমন্দিরের চারটি প্রতিমা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। সামান্য হাতাহাতির জের ধরে গত বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটার পর জেলেপাড়ায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বুধবার বিকেলে ঘুড়ি উড়ানো নিয়ে জেলেপাড়ার পরিমলের সঙ্গে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সামসুল হকের ছেলে মিশনের ঝগড়া ও হাতাহাতি হয়। উভয় পক্ষের মুরব্বিরা তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি মীমাংসা করে দিলেও মিশন কিছুক্ষণ পরেই পরিমলের ছোট ভাই রনজিতকে মারধর করে এবং রাত ৯টায় দল-বল নিয়ে পরিমলদের বাড়ি গিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

ওই রাতেই জেলেদের সর্বজনীন কালীমন্দিরের চারটি প্রতিমা ভাঙচুর হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে মিশন, স্বাধীন ও সুজনসহ অজ্ঞাত আরো কয়েকজনকে আসামি করে জেলেপাড়ার মাতব্বর গণেশ রাজবংশী বৃহস্পতিবার হরিরামপুর থানায় মামলা করেছেন।

মামলা দায়েরের পর গত তিন দিনেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। জেলেরা অভিযোগ করেন, আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তাদের হুমকি দিচ্ছে। পুলিশের এই নীরবতার কারণে জেলেপাড়ায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

হরিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ প্রসঙ্গে বলেন, জেলেদের আতঙ্কে থাকার কোনো কারণ নেই।

প্রথম আলো, ১৯ মে ২০০২

(৯৮৩)
শ্যামপুরের জেলেপাড়ায় হামলা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ ঃ আহত ১০

রংপুর প্রতিনিধি ঃ রংপুরের প্রত্যন্ত পল্লী এলাকা সদর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে শ্যামপুরের জেলে পাড়ায় একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে বাড়ির রূপসী গৃহবধূর (৩০) শ্লীলতাহানিসহ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটায়। হামলার ফলে ১০ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গর্ভবর্তী সেই গৃহবধূকে হাসপাতালে আশংকাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় মিঠাপুকুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নম্বর ৩৭, তারিখ ১৮ মে, ২০০২। ওই ঘটনার পর এলাকার জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ঘটনার সময় শ্যামপুর গ্রামের প্রভাবশালী আঃ সালাম ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একাধিক নেতার ছত্রছায়ায় ২৫/৩০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসীসহ শ্যামপুর জেলে পাড়ার জেলে পরিবারগুলোর চলাচলের একমাত্র রাস্তা কেটে পুকুর খনন করতে থাকে। এ সময় জেলে পাড়ার আন্দারু দাস পুকুর খননে বাধা দিলে তার সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এ সময় জেলে পরিবারগুলোর অন্যরা ঘটনাস্থলে জড়ো হতে থাকে। এ পর্যায়ে আঃ সালামসহ ওই সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অতর্কিত জেলে পাড়ায় হামলা চালায়। এ সময় তারা মোহন চন্দ্র দাসের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় তার ৯ মাসের গর্ভবর্তী স্ত্রী বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় হামলাকারীরা তার শ্লীলতাহানি ঘটায়। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলার ফলে আন্দারু (৪৫), মোহন্ত (৩৮), মধু (২৪), দিনা (২৮) ননীবালা (৩৫) ও কান্তবালা (৩০) আহত হয়। তবে তাদের আঘাত গুরুতর নয়।

হামলার সময় সন্ত্রাসীরা মাঝিপাড়া থেকে ৩টি গরু, ২টি ছাগল, ৫টি জাল ও নগদ টাকা-পয়সাসহ আসবাবপত্র লুটপাট করেছে।

নির্যাতিত গৃহবধূটির পরিবার জানিয়েছে, সন্ত্রাসীদের হামলা ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় তার গর্ভজাত সন্তানকে বাঁচানো যাবে না বলে ডাক্তার জানিয়েছে।

পুলিশ ওই সন্ত্রাসী ঘটনাটি গোপন রাখার চেষ্টা করে। মিঠাপুকুর থানায় এ ব্যাপারে জানতে গেলে তারা কোন মামলা হয়নি এবং বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে গত শনিবার ওই ঘটনা নিয়ে এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার হামলার আশংকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এ খবর পেয়ে মিঠাপুকুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম আকতার, এএসপি রফিকুল ইসলামসহ মিঠাপুকুর থানার ওসি শেখ আঃ হাকিম গত শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সেখানে পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। মামলায় ২২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

যুগান্তর, ২০ মে ২০০২

(৯৮৪)
জমি নিয়ে বিরোধের জের ॥ মিরসরাইতে বৃদ্ধাকে জবাই করে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ জেলার মীরসরাইয়ে এক বৃদ্ধাকে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। তার নাম রীনাবালা ভৌমিক (৫০)। শনিবার রাতে সেখানকার মধ্যম ওয়াহিদপুর এলাকায় নির্মম এ ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে পূর্বশত্রুতার জের বলে চিহ্নিত করেছে। তবে এলাকা সূত্র বলেছে, জায়গাজমি দখলের উদ্দেশ্যে তাকে খুন করা হয়েছে।

রীনাবালা ভৌমিককে খুন করা হয় শনিবার রাত ৮টার দিকে। এ সময় তিনি ছিলেন ঘরে একা। তার স্বামী শিশির ভৌমিক ছিলেন চাঁদপুরের কর্মস্থলে। সেখানে তিনি মোজাহের ঔষধালয়ে চাকরি করেন। এছাড়া একমাত্র ছেলেও ছিলেন বাইরে। এ অবস্থায় একদল সন্ত্রাসী তার ঘরে ঢুকে জবাই করে লাশ রেখে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ রবিবার ভোরে লাশ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। যেখানে এ ঘটনা ঘটে, সেটি নিজামপুর কলেজ থেকে কয়েকশ' গজ দূরে। পাহাড়ের ঢালু এলাকায় এই বৃদ্ধার বাড়ি।

পুলিশ সূত্র বলেছে, পূর্বশত্রুতার জের ধরে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আর বিস্তারিত কিছু পুলিশ জানাতে পারেনি। তারা বলেছে, ক্লু উদ্ধারে জোর প্রচেষ্টা চলছে। অন্যদিকে এলাকাসূত্র বলেছে, বৃদ্ধার জায়গাজমি দখলের জন্য এই খুনের ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০২

(৯৮৫)
বিএনপি ক্যাডারদের তাণ্ডব
মাগুরায় মেয়েকে না পেয়ে মাকে কোপ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ মাগুরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, রবিবার ভোর রাতে মাগুরার জালিয়াভিটা গ্রামে ৭/৮ সন্ত্রাসী সংখ্যালঘু গৃহকর্ত্রীর স্কুলপড়ুয়া মেয়ে (১৫) কে না পেয়ে গৃহকর্ত্রী বেলতা রানীর (৪৫) হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দিলে তার হাতটি কেটে ঝুলতে থাকে। তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত বেলতা রানী জানান, ৭/৮ সন্ত্রাসী প্রথমে তাঁর বাড়িতে ঢুকে বারান্দায় ঘুমিয়ে থাকা দেবরকে গাছের সাথে বেঁধে রাখে। সন্ত্রাসীরা মেয়েকে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর আক্রমণ চালায়। তিনি আরও জানান, গত ২ দিন পূর্বে মেয়েকে তিনি ভগ্নিপতির বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০২

(৯৮৬)
জোট সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে দখল
টঙ্গীবাড়ী বাজারের বাসুদেব মন্দির এখন খৈলভুসির দোকান

মুন্সীগঞ্জ, ১৯ মে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ টঙ্গীবাড়ী বাজারের বাসুদেব মন্দির এখন খৈলভুসির দোকান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শতাব্দীপ্রাচীন এই বাসুদেব মন্দির বেদখল হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। কিন্তু প্রভাবশালীদের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারছে না ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত সত্ত্বেও। টঙ্গীবাড়ী বাজারের দক্ষিণ পাশে টঙ্গীবাড়ী মৌজার আরএস ২৪৫ নং দাগের ১ নং খতিয়ানে এই মন্দিরটি। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে এযাবতকালের সকল রেকর্ডেই এই ২ শতাংশের ভূমিটুকু দেবস্থান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এস্তাজ উদ্দিন বেপারী নামের জনৈক ব্যক্তি এই সম্পত্তির মালিকানা দাবি করে জোট সরকারের সন্ত্রাসীদের নিয়ে সম্প্রতি দখল করে নেয়। সরকারী অনুদানে ও হিন্দু সম্প্রদায়ের চাঁদায় এই ভূমিতে নির্মিত তিন তলা ফাউন্ডেশনের নবনির্মিত এক তলা বাসুদেব মন্দিরটি দখলের পর এখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে চলছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই মন্দিরটি দখলের পরপরই সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মালিকানা দাবি করে দখলকারী একটি মামলা রুজু করে (মামলা নং-৫৬/২০০১)। কিন্তু এই মামলাটি গত ২৩ এপ্রিল খারিজ হয়ে যায়। এতেও দখলকারীরা মন্দিরের দখল ছাড়েনি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও দখলকারী জজ আদালতে মামলা দায়ের করেছিল (মামলা নং-৪০/২০০০)। সেটিও আদালত খারিজ করে দেয়। পরে ২০০০ সালের ৭ ডিসেম্বর ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে 'বাসুদেব মন্দিরে'র নামে সরকারী সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দেন। এর পরই সরকারী অনুদানের মাধ্যমে বাসুদেব মন্দির-এর নিজস্ব পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। মন্দির কমিটির সভাপতি মহাদেব চন্দ্র গোপ আদালতকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন, এক শ'

বছরেরও আগ থেকে এই ভূমিতে পূজা-অর্চনাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছিল। সেই মন্দিরের ভবন এখন বেদখল গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই।

এ ব্যাপারে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্যপরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা ও জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট অজয় চক্রবর্তী রবিবার জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন, একটি চক্র নানাভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর, এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও হামলা ও দখলকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, টঙ্গীবাড়ীর ঐতিহ্যবাহী বাসুদেব মন্দির বেদখল হওয়ার পরও প্রশাসন নীরব। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অতিসত্বর দখলমুক্ত করে এই বাসুদেব মন্দির হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দেয়ার জোর দাবি জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০২

(৯৮৭)
সিলেটে ধর্ষককে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা
আলফাডাঙ্গায় ধর্ষিতার আত্মহত্যা

জনপদ ডেস্ক ঃ ধর্ষণের অপমান ও বিচার চেয়ে না পেয়ে আত্মহত্যার আরেকটি ঘটনা ঘটেছে ফরিদপুরে। সিলেটে এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। গ্রামবাসীরা গ্রামপুলিশের সহয়তায় থানায় নেবার পথে ধর্ষকের সহযোগীরা তাকে ছিনিয়ে নেয়।

ফরিদপুর ঃ আলফাডাঙ্গা উপজেলার বুড়াইচ ইউনিয়নের পানিগাতি গ্রামে ডাকাতির সময় গণধর্ষণের শিকার প্রদীপ বাড়ৈর স্ত্রী মায়া রানী (৩০) অবশেষে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে শুক্রবার গভীর রাতে। মৃত্যুর আগে চিরকুটে সে তার ৭ ও ৪ বছরের দুই সন্তানকে দেখে রাখার অনুরোধ জানিয়ে গেছে।

১০ এপ্রিল পানিগাতি গ্রামে পাঁচ বাড়িতে সন্ত্রাসীচক্র গণডাকাতিকালে আন্না রানী বাড়ৈ (৬০) নামক এক বৃদ্ধাকে হত্যাসহ ৪ গৃহবধূকে গণধর্ষণ করে। দীর্ঘ এক মাসেও বিচার না পেয়ে এবং ধর্ষকদের অব্যাহত হুমকি এবং সামাজিক বিড়ম্বনার মুখে ধর্ষিতাদের একজন মায়া আত্মহত্যা করে।

সিলেট ঃ সিলেটের জৈন্তা থানার রাইরাখাল গ্রামে সিদ্দিক আলীর ছেলে বাবুল একই গ্রামের এক গৃহবধূকে (২৫) ধর্ষণ করেছে।

পরে নরপশু ধর্ষক বাবুল দলবলসহ গৃহবধূকে মামলা না করার জন্য হুমকি দিতে গেলে গ্রামাবাসী তাকে আটকে ফেলে পরবর্তী সময়ে গ্রাম পুলিশের সহায়তায় ধর্ষককে থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে ধর্ষকের সহযোগীরা দেশীয় অস্ত্রসহ হামলা চালিয়ে বাবুলকে ছিনিয়ে নেয়। এ সময় কয়েকজন গ্রাম পুলিশ আহত হয়। ঘটনাটি ঘটে গত শুক্রবার রাতে। এ ঘটনায় নারী নির্যাতন ও আসামি ছিনতাইয়ের অভিযোগে দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ ধর্ষক বাবুলের সহযোগী তাজুল ইসলাম ও নুরজ্জামানকে আটক করলেও বাবুলকে আটক করতে পারেনি।

ভোরের কাগজ, ২১ মে ২০০২

(৯৮৮)
পূর্ণিমা ও সীতাংশু ভট্টাচার্যের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে জোট সন্ত্রাসীরা
পরিবারটি কার্যত অবরুদ্ধ

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ঃ চারদলীয় জোট সরকারের সমর্থক সন্ত্রাসীরা অ্যাডভোকেট পূর্ণিমা ভট্টাচার্য ও অ্যাডভোকেট সীতাংশু ভট্টাচার্যের বেশ কিছু সম্পত্তি

জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। এখন বিশাল পৈতৃক বসতভিটা দখলের পাঁয়তারা করছে। সীতাংশুর পরিবারটিকে সন্ত্রাসীরা বিগত জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। বসতবাড়ি ছেড়ে দেয়ার জন্য প্রাণনাশ এবং অ্যাডভোকেটদ্বয়ের বোনকে ধর্ষণ করার হুমকি দিচ্ছে। রাজশাহী আইনজীবী সমিতির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এম. ইয়াহিয়া রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের ডিআইজি বরাবর আইনজীবী ওই পরিবারটিকে রক্ষার জন্য লিখিত আবেদন জানিয়েছেন।

ডিআইজিকে দেয়া আবেদনের সঙ্গে সংযোজিত অভিযোগনামায় বলা হয়েছে, রাজশাহী বারের সদস্য অ্যাডভোকেট পূর্ণিমা ও নাটোর বারের সদস্য অ্যাডভোকেট সীতাংশুর পৈতৃক বাড়ি নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার হরিদাখলশী গ্রামে। সেখানে সীতাংশু ও তার বোন বসবাস করেন। নির্বাচনের পর ১ অক্টোবর গভীর রাতে চারদলীয় জোট সমর্থক সন্ত্রাসীরা হরিদাখলশীর বাড়িতে হানা দেয়। সন্ত্রাসীরা অ্যাডভোকেট সীতাংশুকে প্রাণনাশের এবং তার বোনকে ধর্ষণ করার হুমকি দেয়। তারা থানায় কোন মামলা না করার জন্যও হুমকি দেয় সেদিন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, পরবর্তীতে সন্ত্রাসীরা অ্যাডভোকেট পূর্ণিমা ও সীতাংশুর পৈতৃক বেশ কিছু সম্পত্তি কৌশলে দখল করে নেয়। দখলদার বাহিনী সংশ্লিষ্ট পরিবারটিকে অব্যাহত হুমকির মুখে আইনগত সহযোগিতা গ্রহণ করতে দেয়নি। গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনে অ্যাডভোকেট সীতাংশু নাটোর-২ আসনে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী হানিফ আলী শেখের পক্ষে কাজ করেন। এ কারণে চারদলীয় জোট সমর্থক সন্ত্রাসীরা তার কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। ওই টাকা না দেয়ায় সন্ত্রাসীরা তাকে প্রাণনাশ ও বসতভিটা ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। গত ২৪ অক্টোবর রাত সাড়ে দশটায় সন্ত্রাসীরা বাড়িতে আবারও আক্রমণ করে। তারা কাজের ছেলেকে মারধর করে সীতাংশুকে প্রাণনাশের ভয় দেখায়। এসময় তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। পরদিন ২৫ অক্টোবর স্থানীয় ইউপি মেম্বার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্যোগে ঘটনার মীমাংসা করা হয়।

অভিযোগমতে, মীমাংসার পরদিন ২৬ অক্টোবর দুপুর আড়াইটার দিকে সন্ত্রাসীরা পুনরায় সীতাংশুর বাড়িতে হামলা চালায়। তারা পারিবারিক পূজামণ্ডপ ভেঙে ফেলে সেখানে কলাগাছ লাগিয়ে দেয়। এ ঘটনার পর থেকে সন্ত্রাসীরা সীতাংশু ও তার যুবতী বোনকে বাড়িতে কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে। ভয়ে তারা আইনের আশ্রয় পর্যন্ত নিতে পারেনি। বর্তমানে তারা বন্দি জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

ডিআইজিকে দেয়া লিখিত আবেদনের সঙ্গে সংযোজিত অভিযোগে আরও বলা হয়, স্থানীয় সন্ত্রাসীরা সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের পৈতৃক বহু সম্পত্তি এর আগে জাল দলিলের মাধ্যমে নিজের নামে করে নিয়েছে, যার মামলা নাটোর কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। বিচারাধীন ওই মামলাগুলো প্রত্যাহার, পৈতৃক ভিটেমাটি ও সম্পত্তি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সন্ত্রাসীরা হুমকিদান অব্যাহত রেখেছে। সন্ত্রাসীদের মধ্যে বুলু, রউফ, সাদেক, বাবলু, শাহিন, হাসিবুল অন্যতম।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু এই পরিবারটিকে রক্ষার্থে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, বিচার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান এম. এ. সালাম তালুকদার গত ৭ মে স্বরাষ্ট্র সচিব বরাবরে আবেদন করেছেন; কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারটি চরম আতংকের মধ্যে রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২২ মে ২০০২

(৯৮৯)
টেকনাফে ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে টাকা ছিনতাই ॥ থানা মামলা নেয়নি

কক্সবাজার থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ টেকনাফের এক ধর্মীয় সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী অপহৃত হওয়া ও ছিনতাইয়ের কবলে পড়ার অভিযোগে টেকনাফ থানায় মামলা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

টেকনাফ পৌরসভার কুলালপাড়ার অধিবাসী ব্যবসায়ী দিলীপ কুমার ধর এ প্রতিনিধিকে জানান, গত ১৬ মে সকাল প্রায় সাড়ে ১০টায় প্রকাশ্যে কায়ুখখালী সেতুর ওপর থেকে ৪ সন্ত্রাসী নম্বর প্লেটবিহীন একটি মাইক্রোবাসযোগে অস্ত্রের মুখে তাকে অপহরণ করে এবং পাশের একটি হোটেলের ২২ নম্বর কক্ষে নিয়ে গিয়ে নগদ ২০ হাজার টাকা, সাড়ে ১১ হাজার টাকার সোনার চেইন ও আংটি এবং ২ লাখ ২৫ হাজার টাকার ইসলামী ব্যাংকের একটি চেক নিয়ে নেয়। যার হিসাব নং এসবি-১৯১/৭নং এবং চেক নং- এমএসসি-০২-৯৪২৫৭। চেকটি আনিসুল ইসলাম লিটনের নামে লিখতে বাধ্য করে। এরপর অপহরণকারীরা প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দেয়ার এবং এ ঘটনা কাউকেও না বলার শর্তে তাকে ছেড়ে দেয়। কাউকে বললে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এর পরপরই দিলীপ টেকনাফ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন; কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিভিন্ন অজুহাতে অভিযোগটি মামলা হিসেবে লিপিবদ্ধ করতে গড়িমসি করেন। গত ১৭ মে মামলার ব্যাপারটি জানার জন্য থানায় গেলে অপহরণকারীরা বিভিন্নভাবে নাজেহাল করে তাকে থানা থেকে বের করে দেয়। দিলীপ জানান, অপহরণকারীরা সরকারি দল তথা বিএনপির লোক। দিলীপ থানায় মামলা দায়ের করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯ মে অপহরণ ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন। মামলায় আসামি করা হয়েছে নুরুল আলম নুরু, সোহেল, রেজা ও আবদুস সালামকে। আদালত বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সংবাদ, ২২ মে ২০০২

(৯৯০)
টাঙ্গাইলের গ্রামে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ঃ ইউপি সদস্য কল্পনা রানীর পরিবার সাড়ে ৭ মাসেও নিজেদের বাড়িতে ফিরতে পারেনি

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকির কারণে গোপালপুর উপজেলার ঝাওয়াইল ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য কল্পনা রানীর পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘ সাড়ে ৭ মাসেও নিজেদের বসতবাড়িতে ফিরতে পারেনি। 'সংবাদ'সহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইতোমধ্যেই গৃহছাড়া ওই পরিবারের দূরাবস্থা সম্পর্কে খবর বেরিয়েছে। কল্পনা রানী বর্তমানে তার পরিবারের সদস্যদের দুর্বিসহ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে টাঙ্গাইল জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্বামী-সন্তানসহ নিজেদের বসতবাড়িতে যাতে নিরাপদে বসবাস করতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছেন; কিন্তু এতে এখনও কাজ হয়নি। ফলে এই নিরীহ পরিবারের সদস্যদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এখনও পালিয়ে ফিরতে হচ্ছে। গোপালপুরের দড়িসয়া গ্রামে গত রোববার সরজমিন পরিদর্শনে গেলে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঝাওয়াকাইন বাজার এবং দড়িসয়া গ্রামের অধিবাসীরা 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে জানান, বিএনপি-জামাত জোটের সমর্থক রশিদ-কালাম-জহিরুল এবং তাদের বাহাসভুক্তরা কল্পনা রানীর স্বামী হারান চন্দ্র দেবের সম্পত্তির লোভে আগে থেকেই এই পরিবারটির ওপর নির্যাতন করে আসছে। গত ১৬-৯-০১ রাতে রশিদ-কালাম গং মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কল্পনা রানীর বাড়িতে হামলা চালায়। ঘরের দরোজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে তারা কল্পনাকে মারপিট করে তার একটি হাত ভেঙ্গে ফেলে এবং নগদ টাকাসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে। কল্পনা রানী এ ব্যাপারে গোপালপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন আছে। এই মামলা দায়ের করায় আসামিরা ক্ষেপে যায়।

গত ১ অক্টোবর রাতে ওই আসামিরা মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে পুনরায় কল্পনার বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা চালায়। এই রাতে স্বামী-সন্তানসহ পালিয়ে কল্পনা রানী আত্মরক্ষা করেন। এরপর থেকেই কল্পনার পরিবারের সদস্যরা জীবনের নিরাপত্তার অভাবে ঘরবাড়ি ছেড়ে উদ্বাস্তুর মতো এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পালিয়েও রেহাই পায়নি এই পরিবারের সদস্যরা। সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন সময় তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন অঙ্কের চাঁদা দাবি করতে থাকে। গত ৫ অক্টোবর সন্ত্রাসী জাহাঙ্গীর ও হারুন কল্পনার স্বামী হারান দেবের কাছ থেকে একটি সাদা নন জুড়িশিয়াল স্ট্যাম্পে জোর করে সই নেয়। এছাড়া রশিদ-কালাম-জহিরুল-হাকিমগং নানাভাবে কল্পনা ও তার স্বামীকে হুমকি দেয়া অব্যাহত রাখে। এই হুমকির ব্যাপারে কল্পনা ৬-২-০২ গোপালপুর থানায় ১৫৮ নম্বরের একটি জিডি করেন; কিন্তু পুলিশ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার বা তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে নীরব থাকে। এলাকাবাসী জানান, সন্ত্রাসীদের কারণে ইউপি সদস্য কল্পনা রানীর পরিবার গৃহছাড়া মর্মে 'সংবাদ', 'জনকণ্ঠ', 'প্রথম আলো' ও 'আজকের কাগজ'সহ বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি রিপোর্ট বের হয়েছে। কল্পনা রানী তার ও তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান এবং তার পরিবারের সদস্যরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের বসতবাড়িতে বসবাস করতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইতোপূর্বে টাঙ্গাইল জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান টাঙ্গাইল-২ আসনের এমপি ও শিক্ষা উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু, টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে পৃথক পৃথক আবেদন করেছেন; কিন্তু এরপরও তারা তাদের বাড়ি ফিরতে পারেনি।

গত রোববার বিকেলে মধুপুর উপজেলা সদরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়া কল্পনা রানীর স্বামী হারান দেব 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে জানান, সাড়ে ৭ মাসেরও বেশি দিন যাবৎ কি কষ্টে যে এখানে-সেখানে ঠিকানাহীন ঘুরছি। আমার কলেজছাত্রী মেয়ের এবং স্কুলছাত্র ছেলের পড়ালেখা বন্ধ। তারা এক আত্মীয়ের বাড়ি, আমি অন্য আত্মীয়ের বাড়ি। এমনি করে দিন আর কাটতে চায় না। তিনি বলেন, আমি সরকারের কাছে আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা চাই। নিজেদের বাড়ি ফিরতে চাই। এ ব্যাপারে সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কামনা করি।

সংবাদ, ২২ মে ২০০২

(৯৯১)
গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ায় ৩টি ধর্ষণ ঘটনা ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের নানা অপতৎপরতা

বরিশাল অফিস ও গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া এলাকায় তিনটি ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দিতে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল নানামুখী অপতৎপরতা শুরু করেছে

বলে অভিযোগ উঠেছে। একটি ঘটনায় স্থানীয় এক শীর্ষ বিএনপি নেতার প্রকাশ্য বাধায় ধর্ষিতা মামলা করতে পারছে না। ঘটনাটি স্থানীয় এমপিকে জানানো হলেও কোনো কাজ হয়নি।

আগৈলঝাড়ায় অপর এক ধর্ষণের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার তোয়াক্কা না করেই সালিসের নামে ধর্ষককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অপর ঘটনায় গৌরনদীর এক গ্রামে এক সংখ্যালঘু গৃহবধূকে ধর্ষণের পর থানায় মামলা এবং একজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও মূল আসামিকে ধরতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশের দায়িত্বশীল সূত্র বলেছে, প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গেই কোনো না কোনোভাবে প্রভাবশালী মহল জড়িয়ে পড়ায় তাদের কিছুই করার থাকছে না।

জানা গেছে, এক মাস আগে গৌরনদীর বিল্ল গ্রামে স্থানীয় এক ইউপি সদস্য ফারুক কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয় এক গৃহবধূ। এ ঘটনায় ধর্ষিতার পক্ষ থেকে থানায় মামলা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। মামলা না করার জন্য বিভিন্ন হুমকি দেওয়া হয় ওই পরিবারকে। এর নেপথ্যের কারণ হিসেবে জানা যায়, ওই ধর্ষক ইউপি সদস্যের পক্ষে প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছে স্থানীয় বিএনপির একটি প্রভাবশালী মহল। যারা মামলায় না গিয়ে ঘটনাটি 'সালিসের' মাধ্যমে মীমাংসার পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মূল কলকাঠি নাড়ছেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নূর আলম হাওলাদার। কয়েক দফা সালিসের তারিখ নির্ধারণ করেও ওই বিএনপি নেতা নিজেই তা স্থগিত ঘোষণা দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে নূর আলম হাওলাদার বলেছেন, সালিস কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়ায় ওই সালিস কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

এদিকে আগৈলঝাড়ায় বাকাল ইউপির সদস্য রশিদ সিকদারের ছোট ভাই সোবাহান সিকদার কর্তৃক ধর্ষিত হয় এক কিশোরী। এ ঘটনায় ধর্ষিতার ফুপা বাদী হয়ে স্থানীয় থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে ধর্ষকপক্ষ আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে স্থানীয়ভাবে সালিস মীমাংসার পদক্ষেপ নেয়। ধর্ষকের ভাই ইউপি মেম্বার রশিদ সিকদারের উদ্যোগে গত ১১ মে তার নিজ বাড়িতে নিজস্ব কিছু লোকজন নিয়ে এক বৈঠকে বসে ধর্ষককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করে বাদীপক্ষকে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য চাপ দেয়।

গত ১৬ মে রাতে গৌরনদীর চর শরিকল এলাকায় স্বামীর হাত-পা বেঁধে রেখে এক সংখ্যালঘু গৃহবধূকে ধর্ষণ করে এক নরপশু। এ ঘটনায় পরদিন মামলা দায়ের হলেও বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল থেকে তদবির শুরু হয়ে যায় প্রশাসনের কাছে। আর ধর্ষক এলাকায় মুক্তভাবে ঘুরছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এসব ঘটনা সম্পর্কে গত রোববার বরিশালের পুলিশ সুপার মোহসিন মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানান।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় একাধিক বিএনপি নেতা জানান, ধর্ষণের মতো ঘটনাকে আইনের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সালিস করাও বেআইনি আর সরকারি দলের কেউ এসব সালিসে জড়িত হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার।

প্রথম আলো, ২২ মে ২০০২

(৯৯২)
আসামি ধরতে গিয়ে নওগাঁয় সেবায়েতের বাড়ি ভাঙচুর, মারধর

সাইদুর রহমান, নওগাঁ ঃ গাছ চুরি মামলার আসামি গ্রেপ্তার করতে গিয়ে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর থানার ওসি ও সেকেন্ড অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ উপজেলার শ্রীনগর গ্রামে অনিল মণ্ডল নামে এক সেবায়েতের বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে। পুলিশ এ সময় তার এক বছর বয়সী

শিশুকন্যাসহ স্ত্রী ও পুত্রের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। আহত সেবায়েত পত্নী ডলি রানীকে তার শিশুকন্যাসহ মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে শ্রীনগর গ্রাম ঘুরে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া গেছে। স্থানীয় এক বালক জানায়, গত শুক্রবার রাতে অনিল মণ্ডলের বাড়িতে পুলিশ হানা দেয় এবং তাকে খোঁজার নামে তার বাড়িতে তাণ্ডব চালায়।

অনিল মণ্ডলের বাড়ি ঘুরে দেখা গেছে, তার ঘরের কোনো দরজা নেই। ঘরের চালে লাগানো নতুন টিন দুমড়ে মুচড়ে একাকার। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে স্থানীয় সুশীল চন্দ্র দাশ, জগবন্ধু দাস, উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল, আফাজউদ্দিন ও সাজেদা বিবি জানান, পুলিশ অনিলের বাড়িতে হানা দিলে ডাকাত ভেবে সে ঘরের চালে উঠে পড়ে। পুলিশ তাকে ধরতে গোয়াল ঘরের বাঁশ দিয়ে ঘরের চালায় আঘাত করে এবং একাধারে সেটি পেটাতে থাকে। এতেও কাজ না হলে পুলিশ তার ঘরের দরজায় লাথি মেরে ভেঙে ফেলে এবং ভেতর থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে টিনের চাল ফুটো করে দেয়।

এ সময় অনিলের স্ত্রী তার স্বামীকে না মারার জন্য পুলিশের প্রতি অনুনয় বিনয় করলে পুলিশ তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং লাঠিপেটা করে বলে আহত ডলি রানী জানান। পুলিশ এ সময় তার এক বছর বয়সী কন্যাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেলে দেয় এবং ছেলে শিপলুর বুকে পা দিয়ে মাড়ায়। অনিলের পিতা উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল এর প্রতিবাদ জানালে পুলিশ তাকেও লাঠিপেটা করে। ডলি রানীকে বেধড়ক মারধরের সময় পুলিশ তার গোপনাঙ্গেও লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলে তিনি অভিযোগ করেন। পুলিশের পিটুনিতে তার একটি পা ভেঙে গেছে বলে চিকিৎসকরা আশঙ্কা করছেন।

গ্রামবাসী জানায়, গভীর রাতে পুলিশের এ গ্রেপ্তার অভিযান ছিল অনেকটা চোরাগোপ্তা। এ সময় পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় কোনো চেয়ারম্যান, মেম্বার বা গ্রামপুলিশ ছিল না। অনিলের আর্তচিৎকারে গ্রামবাসী পুলিশকে ঘেরাও করলে তারা এক রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। পরে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে গ্রামপুলিশকে ডাকা হয়। অবশ্য পুলিশ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে জানায়, গ্রামপুলিশ মকবুল হোসনেকে তারা অভিযানের শুরু থেকেই সঙ্গে নেয়। পুলিশ গুলিবর্ষণের কথাও অস্বীকার করেছে।

এ ব্যাপারে মহাদেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মঞ্জিল হোসেনের সঙ্গে কথা বললে তিনি বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেন, ওয়ারেন্টের আসামি অনিলকে গ্রেপ্তার করতে গেলে সে পুলিশকে ডাকাত সাজিয়ে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সিনক্রিয়েট করে। অনিল নিজেই নিজের বাড়িঘর ভাঙচুর করে পুলিশের ওপর দোষ চাপায় বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, থানার বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়ের করা গাছ চুরির একটি গণমামলায় অনিলসহ ওই গ্রামের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে আদালত থেকে গত ১৪ মে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়। অথচ গাছ চুরির এই মামলার বিষয়ে শ্রীনগরবাসী কোনো কিছুই জানে না বলে জানিয়েছে।

প্রথম আলো, ২২ মে ২০০২

(৯৯৩)
শরীয়তপুরে কালী মন্দিরে হামলা ভাংচুর আগুন

শরীয়তপুর প্রতিনিধি ঃ সোমবার গভীর রাতে সদর উপজেলার স্বনর্ঘোষ গ্রামে কালীমন্দিরে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও মূর্তি ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। স্বনর্ঘোষ গ্রামের প্রয়াত

তারকেশ্বর ঠাকুরের বাড়িতে গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী হামলা করে মন্দিরে ঢুকে পিতলের কলস-ঘটিসহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পর তারা তারকেশ্বর ঠাকুরের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় ঘরের একটি বেড়া ও ভেতরের আসবাবপত্র পুড়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পর দুলাল ঠাকুর আগুন দেখে চিৎকার দেয় এবং লোকজন বের হয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এখনও কোন মামলা হয়নি।

যুগান্তর, ২২ মে ২০০২

(৯৯৪)
পঞ্চগড়ে সন্ত্রাসী কর্তৃক সংখ্যালঘুর দোকান ভাঙচুর ও বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের অভিযোগ

পঞ্চগড় প্রতিনিধি ঃ পঞ্চগড় জেলার সিনেমা রোডে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন ফার্নিচারের দোকান ভাঙচুর, লুটপাটসহ বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পঞ্চগড় প্রেসক্লাবে প্রেরিত অভিযোগে জানা গেছে, শহরের খাজা ফার্নিচারের মালিক ক্ষিতিশ চন্দ্র ভক্ত তার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ১৮ শতক জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন। ওই জমিটি খাস খতিয়ান ভুক্ত চিহ্নিত হয়ে নিলামে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সরকারিভাবে বিক্রির সিদ্ধান্ত হলে পঞ্চগড় সদর ও সিনিয়র সহকারি জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এরই মধ্যে গত ১৯ এপ্রিল মধ্যরাতে মোঃ আনোয়ারুল আজিম (বাচ্চু) তার দলবলসহ ক্ষিতিশের ফার্নিচারের দোকান ও পার্শ্ববর্তী তার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। প্রায় ২ ঘন্টা ব্যাপী হামলা চালিয়ে ভাঙচুর এবং প্রায় লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা বেড়া দিয়ে জায়গা দখল করে নেয় এবং এ ব্যাপারে কোনও মামলা না করার জন্য হুমকি দিয়ে যায়। বর্তমানে ক্ষিতিশের বাড়িতে প্রবেশের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগে বলা হয়। এ ব্যাপারে পঞ্চগড় বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল আজিম (বাচ্চু) জানান, সরকার থেকে প্রাপ্ত ৭ ডি. জমির মধ্যে ৩ ডি. জমি তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। ওই জমি তার ভোগ দখলে রয়েছে। ১৯ এপ্রিল তিনি তার লিজ ভুক্ত জমি স্থানীয় তহসিল অফিসের দ্বারা মেপে নেন এবং সেই জমিতে বেড়া দিয়েছেন। এখানে কোনও জমি দখল বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ঘটনা ঘটেনি।

আজকের কাগজ, ২২ মে ২০০২

(৯৯৫)
বরগুনায় মন্দিরের জমি দখল করে বিএনপি কার্যালয় নির্মাণ

বরগুনা প্রতিনিধি ঃ বরগুনার বামনা উপজেলার বুকাবুনিয়া বাজারে একটি মন্দিরের জমি দখল করে বিএনপির অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। গত সোমবার সকালে ওই মন্দিরের সামনে এবং মন্দিরের নিজস্ব সম্পত্তির একটি দোকান ঘর ভেঙে শুরু করা হয় বিল্ডিং নির্মাণের কাজ এবং এটে দেওয়া হয় ইউনিয়ন বিএনপির সাইনবোর্ড। মন্দিরের পুরোহিত ক্ষিতিশ চন্দ্র ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। নিরাপত্তার কথা ভেবে এ ব্যাপারে কেউ মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না বলে সূত্রে জানা গেছে।

সূত্রে জানা যায়, বুকাবুনিয়া এলাকার প্রভাবশালী বিএনপি নেতা আলতাফ হোসেন মোল্লা ও মানিক মোল্লার নেতৃত্বে ২৫-৩০ জনের সশস্ত্র ক্যাডার দল সোমবার সকালে মন্দিরে হানা দেয় এবং সামনের একটি দোকানঘর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। এরপর পাহারা বসিয়ে শুরু করে দলীয় অফিসের পাকা ভবন নির্মাণের কাজ। মন্দিরের সামনের অংশ জুড়েই বিশাল ভবন নির্মাণের ফলে মন্দিরে পুণ্যার্থীদের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। নির্মাণ কাজের সামনের অংশে ইউনিয়ন বিএনপি কার্যালয়ের বিশাল সাইন বোর্ড লাগানো হয়েছে। স্থানীয় ব্যক্তিরা আলতাফ ও মানিক মোল্লার ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেনা বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, গত ২৮ মার্চ এই সন্ত্রাসীরা স্থানীয় সংখ্যালঘু সুখলাল, অমল কর্মকার, বিজয় কর্মকারের তিনটি দোকানে হামলা চালিয়ে মালামাল লুট করে বলে জানা যায়।

প্রথম আলো, ২৩ মে ২০০২

(৯৯৬)
হায়রে শান্তি!

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ সাতক্ষীরা সদর উপজেলার পরিবার কল্যাণ সহকারী ইলারাণী ভট্টাচার্য গত মঙ্গলবার কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। শিবপুর ইউনিয়ন থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরে জগন্নাথপুর নামক স্থানে পৌছালে ওই গ্রামের হোসেন আলী তাকে আপত্তিকর কথা বলে জাপটে ধরে। এরপর সে ইলার কানের দুল ছিনিয়ে নিয়ে তাকে টানাটানি করতে থাকে। এ সময় ইলার চিৎকারে লোকজন এসে হোসেন আলীকে আটক করে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য লুৎফর রহমানের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু জামায়াত সমর্থিত এই সদস্য একটি থাপ্পড় মেরে হোসেনকে ছেড়ে দেন।

প্রথম আলো, ২৩ মে ২০০২

(৯৯৭)
রাজশাহীর পবার ধর্ষিতা আদিবাসী শিশু শিউলি হেমরমের সুচিকিৎসা হচ্ছে না

রাজশাহী প্রতিনিধি ঃ রাজশাহীর পবা উপজেলার আন্ধারকোঠা ব্র্যাক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষিতা আদিবাসী শিশু শিউলী হেমরম রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সুচিকিৎসার অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাকে অযত্ন-অবহেলায় ফ্লোরে ফেলে রাখা হয়েছে। শিশুটির এ দুরবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নারী পক্ষ ও দুর্বার নেটওয়ার্কের রীনা কনা পাল ও সুফিয়া ইসলাম। গতকাল এক বিবৃতিতে তারা অবিলম্বে শিশুটির ভালো চিকিৎসা দেওয়ার জন্য রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানান এবং ধর্ষক মাহবুবকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

যুগান্তর, ২৫ মে ২০০২

(৯৯৮)
সম্পত্তি গ্রাসে সংখ্যালঘুর বাড়িতে আগুন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ সম্পত্তি গ্রাসের চেষ্টায় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে জোট সন্ত্রাসীদের আগুন, মালামাল ও নগদ অর্থ লুটের ঘটনা ঘটেছে যশোরের অভয়নগরে।

স্টাফ রিপোর্টার যশোর অফিস থেকে জানান, অভয়নগর উপজেলার বিএনপির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক জামেদ আলী তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে উপজেলার বাগদাহ গ্রামের লক্ষ্মণ কুমার পালের বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। প্রায় ৩০ বছর আগে ওই বিএনপি নেতার ভাই মোহাম্মদ আলীর অত্যাচারে লক্ষ্মণ কুমার পালের মা এবং তিন বোন এক সঙ্গে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

অভয়নগরের সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর উদ্ধৃতি দিয়ে যশোর থেকে স্টাফ রিপোর্টার আরও জানান, সকালে প্রায় শতাধিক সন্ত্রাসী নিয়ে জামেদ আলী লক্ষ্মণের বাড়িতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা লক্ষ্মণের স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখে। তারপর লুটপাট চালায়। এ সময় লক্ষ্মণের ছোট মেয়ে রুমাকেও (১০) তারা মারধর করে। একপর্যায়ে লক্ষ্মণের স্ত্রী বাঁধন খুলে ঘরের বাইরে এলে সন্ত্রাসীরা তাদের পাশাপাশি দু'টি ঘরে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ২০ মিনিটের মধ্যে খড়ের ছাউনি দেয়া দু'টি ঘর ভস্মীভূত হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ মে ২০০২

(৯৯৯)
আশাশুনিতে ঘের নিয়ে হাঙ্গামা, ৩ মহিলাকে আটকে রাখা হয় ইউপি কক্ষে

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ আশাশুনিতে একটি ঘেরের জমি নিয়ে বিরোধের জের হিসেবে গতকাল শনিবার তিন মহিলাকে মারপিট করে প্রতিপক্ষ স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের একটি কক্ষে ৬ ঘণ্টা আটকে রাখে। পুলিশ পরে তাদের উদ্ধার করে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আশাশুনির বাহাদুরপুর গ্রামে ২৭ শতাংশ জমিতে চিংড়ি চাষ হয়ে আসছে। ওই জমির মধ্যে স্থানীয় শহিদুল ইসলাম ও আবদুল মজিদের জমি আছে এই দাবিতে কিছু লোক গতকাল সেখানে হামলা করে। এতে ঘের কর্মচারী পাটেশ্বরী (৬০), দুর্গা দাসী (৬৫) ও মায়ারানী (৩৫) আহত হয়। হামলাকারীরা তাদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখে। সকাল ৭টার দিকে সংঘটিত এই ঘটনার পর দুপুর ১ টায় পুলিশ তাদের উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা হয়েছে। আলী নামক এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

ভোরের কাগজ, ২৬ মে ২০০২

(১০০০)
তারাকান্দায় সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের মুখে সাদা কাগজে সই আদায় জাল দলিল তৈরি করে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখলের পাঁয়তারা

তারাকান্দা (ময়মনসিংহ) থেকে এমএ কাশেম সরকার ঃ এক লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে অস্ত্রের মুখে সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে জিম্মি করে সাদা স্ট্যাম্পে সই নিয়েছে প্রভাবশালী সন্ত্রাসী চক্র। এ ঘটনার পরপরই জাল দলিল তৈরি করে ৮৭ শতাংশ জমি দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে তারা। আদালতের নির্দেশে তারাকান্দা থানাপুলিশ জাল দলিল উদ্ধার করতে গেলে জালিয়াত সন্ত্রাসীরা উলটো পুলিশকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। তারাকান্দার ডৌহাতলী গ্রামের সংখ্যালঘু নিতাই রঞ্জন দাস সন্ত্রাসীদের হুমকিতে সপরিবারে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছেন।

সূত্র জানায়, তারাকান্দার ডৌহাতলী গ্রামের সংখ্যালঘু অন্ধ নিতাই দাস জমি বিক্রি করতে গেলে একই এলাকার প্রভাবশালী তারা মিয়ার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতে গিয়ে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে দু'টি সাদা স্ট্যাম্পে তার সই নেয়। সন্ত্রাসীরা তার স্ত্রী অমলা দাসেরও সই নেয়। এ ব্যাপারে তারাকান্দা থানায় একটি অভিযোগ করা হয় (জিডি নং০৩৮২ তাং ১৪-৪-০২); কিন্তু দীর্ঘদিনেও পুলিশ এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এ নিয়ে এলাকায় দেন-দরবার হলে দলিল দু'টি সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে দলিল লেখক কিতাব আলী সরকারের হেফাজতে রাখা হয়; কিন্তু

এক্ষেত্রেও ঘটে দুর্নীতি। মাত্র ২ হাজার টাকার বিনিময়ে কিতাব আলী সরকার দলিল দু'টি পুনরায় সন্ত্রাসী তারা মিয়ার হাতে তুলে দেয়। তবে তিনি তারা মিয়ার কাছ থেকে একটি লিখিত রাখেন। এদিকে সন্ত্রাসী তারা মিয়া দলিল দু'টি নিয়ে জনৈক আবুল হাসিম সরকারকে দিয়ে একটি বায়নাপত্র তৈরি করে। এতে ১ লাখ টাকা নগদ প্রদান ও ৩০ হাজার টাকা বাকি দেখানো হয়। দলিলের গ্রহিতা করা হয় তারা মিয়ার দু'অনুচর আবদুস সাত্তার ও মজিবরকে। উল্লেখ্য, দলিল লেখক হাসিম সরকার আন্তঃজেলা জাল দলিল লেখক সিন্ডিকেটের সদস্য। সে একাধিকবার জাল জালিয়াতির জন্য কারা-হাজতবাস করে। সূত্রমতে, জাল বায়না দলিল মূল্যে সন্ত্রাসী অন্ধ নিতাই দাসের জমি দখলের পাঁয়তারা চালালে নিতাই দাসের ছেলে সত্যরঞ্জন দাস আদালতে মামলা দায়ের করে। গত ১৮ মে বিজ্ঞ আদালত স্ট্যাম্প উদ্ধারের জন্য চার্জ ওয়ারেন্ট ইস্যু করেন। তারাকান্দা থানার এএসআই সায়েদুর রহমান তারা মিয়ার কাছ থেকে দলিল উদ্ধার করতে গেলে তারা মিয়া দলিলের কথা স্বীকার করলেও দলিল দিতে অস্বীকার করে। পুলিশ ব্যাপারটিকে না পারছে গিলতে, না পারছে উগড়ে দিতে।

সংবাদ ২৬ মে ২০০২

(১০০১)
সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের শিকার স্বামী-সন্তান ঃ পথে পথে ঘুরছেন উষারানী

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সরকারি দলের সমর্থনপুষ্ট একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী যশোর জেলার অভয়নগর থানার ধুলগ্রামের একটি অসহায় সংখ্যালঘু পরিবারকে বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করেই ক্ষান্ত হয়নি, মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট মামলা দায়ের করেছে পরিবারের সকল (বৃদ্ধ পিতা-মাতাসহ) সদস্যের নামে। পুলিশকে অবৈধভাবে প্রভাবিত করে গ্রেফতার করানো হয়েছে ৭২ বছর বয়স্ক পরিবারপ্রধান তারাপদ গজী ও তার ৩ ছেলেকে। তারাপদ ও তার ২ ছেলে এখনও খুলনা জেলা কারাগারে ভোগ করছেন অসহনীয় যন্ত্রণা। আর ৬৫ বছর বয়স্ক উষারানী গজী স্বামী-ছেলেকে ছাড়ানোর জন্য খুলনা-যশোরের পথে পথে ঘুরছেন।

এক লিখিত অভিযোগ থেকে জানা গেছে, যশোর জেলার অভয়নগর থানার সিদ্দিপাশা ইউনিয়নের ধুলগ্রামের তারাপদ গজীর বাড়িতে ৪ ডিসেম্বর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে তারাপদ, তার স্ত্রী ও ছেলেদের মারাত্মক আহত করে। ওইদিন ও পরে একাধিকবার সন্ত্রাসীরা চড়াও হয়ে বাড়ির সমস্ত মূল্যবান গাছপালা কেটে নিয়ে যায়। হামলায় আহত তারাপদ ও তার পরিবারের সদস্যরা নদীর অন্য পার ফুলতলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হন চিকিৎসার জন্য। সেই থেকে তারাপদ গজী জীবনের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে ফুলতলায় একটি ঘর ভাড়া করে কোনরকম বেঁচে ছিলেন। স্ত্রী উষারানী দিনের বেলায় মাঝে মধ্যে নদী পার হয়ে গোপনে বাড়িঘর দেখে আসতেন।

সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা তারাপদ গজীর পরিবারের সকলকে মারধর করল এবং বাড়ির সমস্ত মূল্যবান গাছপালা কেটে নিয়ে গেল তারপরও তাদের কিছুই হলো না। প্রশাসনের এ আচরণে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে সম্প্রতি ওই সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে যশোর জেলা সদরের এক আদালতে তারাপদসহ পরিবারের সকলের নামে চাঁদাবাজি, বোমা হামলা, সন্ত্রাস সৃষ্টিসহ নানা কাল্পনিক অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার পরই তারাপদ গজীর ছোট ছেলে বিকাশ কুমার গজীকে অভয়নগর পুলিশ গ্রেফতার করে এবং প্রেরণ করা হয় যশোর আদালতে। বিকাশ এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। এ যুক্তি দেখিয়ে সে জামিন লাভ করেছে। অন্যদিকে ফুলতলা পুলিশকে প্রভাবিত করে তারাপদ গজী তার ছেলে প্রদীপ কুমার গজী ও অসিত কুমার গজীকে (২৫) পাঠানো

হয়েছে খুলনা জেলা কারাগারে। কারণ ফুলতলা থানা খুলনা জেলার মধ্যে। যশোরের মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর খুলনায় পাঠানো হলেও মামলার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এখানে নেই। এজন্য সৃষ্টি হয়েছে বিরাট জটিলতা।

সংবাদ, ২৮ মে ২০০২

(১০০২)
ঘটনাস্থল মাগুরার পালপাড়া ঃ পাশবিক নির্যাতনের শিকার ২ সংখ্যালঘু তরুণীর ইজ্জতের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ১৯ হাজার ৫ শ' টাকা

মাগুরা থেকে মিহির লাল কুরি ঃ মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার পালপাড়ায় রাতভর পাশবিক নির্যাতনের শিকার দুই সংখ্যালঘু তরুণীর ইজ্জতের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ১৯ হাজার ৫শ' টাকা। এ মূল্য নির্ধারণ করেছে জেলা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শীর্ষনেতোরা সমঝোতা বৈঠকের মাধ্যমে। ৯ অক্টোবর রাতে শ্রীপুর উপজেলার সব্দালপুর ইউনিয়নের নহাটা গ্রামের পালপাড়ায় একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায়। ওই গ্রামের অনিল পাল, নিখিল পালসহ কয়েকজনের বাড়িতে ভাঙচুর, মারপিট ও লুটপাট করার এক পর্যায়ে কলেজ ও স্কুল পড়ুয়া দুই তরুণীকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে পার্শ্ববর্তী মাঠে রাতভর নির্যাতন চালায়। পাশের গ্রামের বাকি মিয়ার নেতৃত্বে মিজানুর রহমান, জাহাঙ্গীর, বাবলু, আবু সাইদ কিনানসহ ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী এ হামলা ও নির্যাতন চালায়। বর্বরোচিত এ ঘটনা দৈনিক 'সংবাদ'সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়। জাতীয় পর্যায়ের একাধিক নারী সংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠন ঘটনার তদন্তে মাগুরায় আসেন।

ঘটনার পরদিন সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে থানায় মামলা দায়ের হয়। প্রধান আসামী মিজানুর রহমানসহ পুলিশ ৩ আসামিকে গ্রেফতার করে। মিজানুর রহমান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। পুলিশ তদন্তশেষে সকল আসামির বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় চার্জশিট দাখিল করে। পুলিশের ভূমিকা সুধীমহলে প্রশংসিত হয়। এত কিছুর পরও এ মামলার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

১২ এপ্রিল পার্শ্ববর্তী আমতৈল দাখিল মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত এক সালিশি বৈঠকে দুই তরুণীর ইজ্জত, ভাঙচুর, লুটপাট ও হামলায় আহতদের চিকিৎসা মিলিয়ে মোট মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯ হাজার ৫শ' টাকা। এ মূল্যের বিনিময়ে মামলার বাদিকে বিচারাধীন মামলা দু'টিতে অভিযুক্ত আসামিদের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে মুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে, আসামিরা ভবিষ্যতে পালপাড়ার সংখ্যালঘুদের ওপর আর কোন হামলা ও নির্যাতন চালাবে না।

এ সালিশি বৈঠকের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন জেলা বিএনপির একজন ও জেলা আওয়ামী লীগের দুই শীর্ষ নেতাসহ উভয় দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, এ বর্বরোচিত ঘটনার পর আসামিদের অব্যাহত হুমকির মুখে নির্যাতিতা এক তরুণীকে যশোরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। নির্যাতিতা অন্য তরুণীকে নিয়ে তার পরিবার জেলা সদরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। ওই পাড়ায় সকল পরিবারই তাদের যুবতী-তরুণী মেয়েদের অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সংবাদ, ২৮ মে ২০০২

(১০০৩)
নোয়াখালীতে মহাশ্মশান দখল করে নিয়েছে বিএনপি ক্যাডাররা

নোয়াখালী প্রতিনিধি ঃ বিএনপি ক্যাডাররা বেগমগঞ্জ উপজেলার লক্ষণপুর গ্রামের দেড়শ' বছরের পুরনো মহাশ্মশান দখল করে নিয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ ভেঙে ইট দিয়ে শ্মশান এলাকায় ঘর উঠিয়েছে। লক্ষণপুর এলাকার উদ্বেগ চন্দ্র জলদাস জানান, বেগমগঞ্জ উপজেলার ছ'আনী ইউনিয়নের লক্ষ্মণপুর গ্রামের জেলেবাড়ির সামনের মহাশ্মশানটি প্রায় দেড়শ' বছরের পুরনো। কিছুদিন আগে এলাকার বিএনপি ক্যাডার খুরশিদ আলম, আবু ছায়েদ, সাহাব উদ্দিন, মোজাম্মেল, মাইনউদ্দিন, বাহার ও সাত্তার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জেলেবাড়ি ঘিরে ফেলে। এ সুযোগে তাদের সমর্থকরা মহাশ্মশানের ১৫ শতাংশ ভূমি দখল করে নেয় এবং রাতারাতি ঘর তুলে ফেলে। সন্ত্রাসীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ ভেঙে মঠের ইট দিয়ে পাকা ঘর তোলে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এ ব্যাপারে বিএনপির নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোন বিচার পায়নি।

বাংলাদেশ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মহাসচিব বরাবরে আবেদন করে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে এর অনুলিপি দেয়া হয়েছে। সন্ত্রাসীরা হুমকি দিচ্ছে জেলেদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার।

যুগান্তর, ২৮ মে ২০০২

(১০০৪)
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বার্ষিক রিপোর্ট সংখ্যালঘু নির্যাতনকারীরা রেহাই পেয়ে গেছে

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের বার্ষিক রিপোর্টে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ মাত্রার সহিংসতার অভিযোগ এনেছে। অ্যামনেস্টি তাদের ২০০২ সালের রিপোর্টে আরো অভিযোগ করেছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীরা এখানে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। ইউএনবি।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে প্রকাশিত সংস্থার বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়, গত ২০০১ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক সহিংতায় ১৫০ জন নিহত হয়েছে। ২০০১ সালে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে রিপোর্টে আরো বলা হয়, ধর্মীয় দলগুলো ফতোয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হাইকোর্টের রায় পাল্টে দেওয়ার আবেদন জানায়।

প্রকাশিত রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে অ্যামনেস্টির বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের পরিচালক গোলাম মোস্তফা সাংবাদিকদের বলেন, এখানে নারীদের ওপর ঘরে-বাইরে সহিংস আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। রিপোর্ট প্রকাশের সময় সংস্থার বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের ভাইস প্রেসিডেন্ট নাসরিন সুলতানাও উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছরের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের আগে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ১৫০ জন নিহত এবং হাজার হাজার আহত হয়। বিগত ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনেছে এবং সংসদ বয়কট করছে। এতে বলা হয়, নির্বাচনের পর পর অনেক হিন্দু পরিবারই সহিংস আক্রমণের শিকার হয়। নবেম্বর মাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। পুলিশ হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু বেশির ভাগ দুষ্কৃতিকারীই বিচারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায়। নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে সরকারি তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হলেও এ যাবৎ পর্যন্ত তার কোনো খবর নেই। নবেম্বর মাসে আইনি সাহায্য সংস্থা আইন ও সালিস কেন্দ্রের হাইকোর্টে পিটিশন

দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সরকারকে কেন হিন্দুদের রক্ষা করা হয়নি মর্মে ১ মাসের মধ্যে ব্যাখ্যা দেওয়ার আদেশ দেয়। কিন্তু বছরের শেষ নাগাদও তার কোনো উত্তর মেলেনি।

রিপোর্টে বলা হয়, ২২ নবেম্বর পুলিশ ভারত থেকে ফেরার পর বিখ্যাত লেখক শাহরিয়ার কবিরকে আটক করে। ডিসেম্বর মাসে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রকাশ করেনি। ভারতে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের ব্যাপারে অনুসন্ধানের কারণেই কেবল তাকে আটক করা হয় বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়।

রিপোর্টটি আরো বলছে, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও হামলার শিকার হয়েছে। ২০০১ সালের জুন মাসে গোপালগঞ্জের বানিয়ারচরে একটি গির্জায় বোমা হামলায় ১০ জন নিহত এবং ২০ জন জখম হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপজাতিদের সঙ্গে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। মে মাসে জুম্ম জনগোষ্ঠীর ৩ মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়। কিন্তু কোনো ধর্ষকের বিচার হয়নি।

ভোরের কাগজ, ২৯ মে ২০০২

(১০০৫)
সীমান্ত পেরোনোর সময় ৭৭ সংখ্যালঘু আটক

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ভারতে যাওয়ার পথে সাতক্ষীরা সীমান্তে নারী, শিশুসহ ৭৭ জন সংখ্যালঘুকে বিডিআর আটক করেছে। আটককৃতদের বাড়ি বরিশাল ও পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে। এদের মধ্যে ৫ জন ভারতীয় নাগরিক রয়েছে।

পুলিশ জানায়, ২৩ মে ভোরে কলারোয়া উপজেলার ঠাকুরবাড়ি এলাকা থেকে বিডিআর ১০ জন মহিলা, ৮ জন শিশুসহ ৭৭ জন সংখ্যালঘুকে আটক করে। এদের মধ্যে ৫ জন ভারতীয় নাগরিকও রয়েছে।

আটককৃত সংখ্যালঘু সদস্যরা সাংবাদিকদের জানায়, গত নির্বাচনের পর বিএনপি সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। ইতোমধ্যে তাদের এলাকার অনেকেই নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে ভারতে চলে গেছে। তারা আরও জানায়, পিরোজপুর জেলার নাজিরপুরের দিঘিরাজপুর এলাকার ছাত্তার ও আজিজ সংখ্যালঘুদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করছে। তাদের নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে এসব সংখ্যালঘু ভারতে যাচ্ছিলেন।

এদিকে এ দলের সঙ্গেই বিডিআর ভারতীয় নাগরিক হিসেবে ২ শিশু, ৪ বৃদ্ধা ও এক বৃদ্ধকে আটক করেছে। আটককৃত ভারতীয় নাগরিকরা হচ্ছে ভারতের কাঁচড়াপাড়ার ধীরেন্দ্রনাথ হিরা (৮৫), হুগলির চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগর এলাকার চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের স্ত্রী মালতি রানী বিশ্বাস (৭০), কালিতলার নিতাই কর্মকারের স্ত্রী মমতা কর্মকার (৭১), তার ছেলে অসীম কর্মকার (৭), নদীয়ার বিষ্ণুপুর গ্রামের জয়ধর বিশ্বাসের স্ত্রী আল্লাদী বিশ্বাস (৬০) ও গাইঘাটা কালিতলার জ্ঞানেন্দ্র মণ্ডলের স্ত্রী রেনুকা মণ্ডল (৫০)। আটককৃতরা জানায়, তাদেরকে পিরোজপুরের নাজিরপুর এলাকার কালা দালাল ভারতে নিয়ে যাচ্ছিল। বিডিআর দেখে সে সটকে পড়ে।

আটককৃতদের নামে কলারোয়া থানায় মামলা হয়েছে। এদেশে বেড়াতে আসা ভারতীয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা (নাগরিকরা) সাতক্ষীরা জেলহাজতে মানবেতর রয়েছে বলে সূত্র জানায়।

সংবাদ, ২৯ মে ২০০২

(১০০৬)
শাহজাদপুরে দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা

শাহজাদপুর থেকে সংবাদদাতা ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রী দুর্গামাতা ও কালীমাতা মন্দিরের নামের প্রায় ৮০ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি জাল দলিল ও ভুয়া পত্তনির নামে জবরদখল করে নিয়েছে একদল সন্ত্রাসী চক্র। একদিকে জোরপূর্বক সন্ত্রাসীরা কেটে নিচ্ছে দেবোত্তর সম্পত্তির ফসল, অন্যদিকে সম্পত্তি রক্ষা করতে আদালতের আশ্রয় নেয়ায় ওই সন্ত্রাসীচক্রের দ্বারা প্রাণনাশের হুমকিতে মন্দিরের সেবাইত বিবেকানন্দ ঘোষ পরিবার পরিজন নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

মন্দিরের সেবাইত বিবেকানন্দ ঘোষ কনক জানান, পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলার বিলচান্দক গ্রামের রাজ্জাক, আফজাল, সামছুল সরকার, মোন্তাজ মোল্লা, শাজাহান, নাজিমউদ্দিন, এলাহি সরকার, আবদুল খালেক, আজিজুল ও রমজান আলী জাল দলিল ও পত্তনির মাধ্যমে মন্দিরের নামের প্রায় ৮০ বিঘা ফসলি জমির মালিকানা দাবি করে তা গ্রাস করার নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তিনি জানান, ঐতিহ্যবাহী পোতাজিয়া ঘোষ পরিবারের শ্রীশ্রী কালীমাতা দুর্গামাতার নামে ১শ' ২০ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে, যার মধ্যে সিংহভাগ সম্পত্তিই ফরিদপুর উপজেলার বিলচান্দক গ্রামে। তিনি আরও জানান, দেবোত্তর সম্পত্তির ফসলের ওপর নির্ভর করেই পুরুষানুক্রমে এই মন্দিরে দুর্গাপূজা, কালীপূজাসহ বাৎসরিক সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। কিন্তু ফসল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে সব পূজা পার্বন। বিবেকানন্দ ঘোষ বলেন, জমিতে বীজ বপন করে তার বর্গাদার, আর অস্ত্রের মুখে ফসল কেটে নিয়ে যায় ওই সন্ত্রাসীচক্র। সম্প্রতি আদালত উল্লিখিত সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে রায় দিয়ে স্থিতাবস্থা আদেশ প্রদান করলে উক্ত সন্ত্রাসী চক্র ক্ষিপ্ত হয়ে তার বর্গাদারদের বেদম মারপিট করে। তিনি অভিযোগ করেন ওই সন্ত্রাসীচক্রের সঙ্গে যোগাসাজসে বিলচান্দক গ্রামের আরেক সন্ত্রাসী হাতেম আলী বাদি হয়ে মন্দিরের ৪ জন সেবাইতসহ ১৯ জনকে আসামি করে ফরিদপুর থানায় একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে পুলিশ দিয়ে তাদের হয়রানি করাচ্ছে। পুলিশ ভয়ে পোতাজিয়া ঘোষবাড়ি এখন পুরুষশূন্য। একদিকে সন্ত্রাসীদের প্রাণনাশের হুমকি অন্যদিকে গ্রেফতার এড়াতে ঘোষ পরিবারের সদস্যরা ভিটেমাটি ছেড়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে প্রতিনিয়ত আর পালিয়ে বেড়াচ্ছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে।

সংবাদ, ২৯ মে ২০০২

(১০০৭)
সিলেটে তিন সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ॥ আহত ৩

সিলেট অফিস ঃ সিলেটের গোয়াইনঘাট থানার তামাবিলে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন চলছে। তিনটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে ২ মহিলাসহ ৩ জনকে আহত করা হয়েছে। জায়গাজমি দখল করা নিয়ে ওই হামলা করা হয় বলে জানা গেছে।

আমাদের জৈন্তাপুর প্রতিনিধি জানিয়েছেন, গোয়াইনঘাটের তামাবিলের আমস্ব গ্রামের রাঙাবুড়া, রুবি দাস ও সুমিতা বিশ্বাসের পরিবারের ওপর গত ২৫ মে একই গ্রামের আব্দুর রব, ওহাব আলী, খলিলুর রহমান ও আজির উদ্দিন সংঘবদ্ধ হয়ে হামলা চালায়। মামলায় ওই দুই মহিলাসহ রাঙাবুড়া আহত হন। আহতদের জৈন্তাপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ দু'মহিলার পরিবারে কোনও পুরুষ লোক নেই। তারা বিধবা।

আজকের কাগজ, ২৯ মে ২০০২

(১০০৮)
পাবনার বেড়ায় সম্পত্তি দখলে ব্যর্থ হয়ে সংখ্যালঘুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

পাবনা প্রতিনিধি ঃ সম্পত্তি আত্মসাতে ব্যর্থ হয়ে পাবনার বেড়া উপজেলার কতিপয় সন্ত্রাসী এক সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে গত ২৩ মে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘটনার ৪ দিন অতিবাহিত হলেও গত ২৭ মে পর্যন্ত পুলিশ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করতে পারেনি।

জানা গেছে, জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে বেড়া পৌর এলাকার বড়শিলা মহল্লার ক্ষুদিরাম হালদারের সঙ্গে একই গ্রামের আফতাব উদ্দিন মুহুরির দীর্ঘদিন থেকে বিরোধ ও মামলা চলে আসছিল। এর জের ধরে ২৩ মে রাতে আফতাব মুহুরি একদল সন্ত্রাসীসহ ক্ষুদিরামের বাড়িতে হামলা চালায় এবং হামলার এক পর্যায়ে তার বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে ক্ষুদিরাম বাদী হয়ে গত ২৪ মে বেড়া থানায় আফতাব মুহুরিসহ ৮ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু এখনও মামলার কোনও আসামী গ্রেফতার হয়নি।

আজকের কাগজ, ২৯ মে ২০০২

(১০০৯)
সরেজমিন মীর্জাগঞ্জ ঃ মাধবখালী সন্তোষপুর এখন ক্যাডার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে
শীর্ষ নেতার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়েও রক্ষা পাননি গোবিন্দ ডাক্তার

শওকত মিলটন ঃ গোবিন্দ ডাক্তার পেশায় পল্লী চিকিৎসক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজ গ্রাম হচ্ছে কাঁঠালতলী। এই কাঁঠালতলী বাজারে চৌধুরী পরিবারের জমিতে ভিটি খাজনা দিয়ে দোকান করেছিল। ওষুধের দোকান। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগ সমর্থক। তাই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থনে কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই কাজ ভাল চোখে দেখেনি চৌধুরীরা। তাই নির্বাচনের পরে তাঁর ওষুধের দোকানটির দিকে নজর পড়ে বিএনপি কর্মীদের। দোকানটি তখন চালাত তার ভাই মাধব। মাধবের শত অনুরোধেও কাজ হয়নি। হামলা করে বিএনপি ক্যাডাররা দোকানটি ভাংচুর ও লুটপাট করে। এ ঘটনার পর থেকে গোবিন্দ ডাক্তার এলাকাছাড়া। দিশাহারা হয়ে পড়েন তিনি। কিভাবে পৈতৃক ভিটায় ফিরবেন বুঝতে পারছিলেন না।

শোনা যায়, গত কোরবানি ঈদের সময়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্ত্রী সুরাইয়া চৌধুরী গ্রামের বাড়িতে আসেন। খবর পেয়ে গোবিন্দ ডাক্তার তাঁর কাছে ছুটে যান। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করার মতো অন্যায় (!) করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মাফ করে দেন সুরাইয়া চৌধুরী। বলেন তাঁকে বাড়ি গিয়ে থাকার জন্য। আনন্দ চিত্তে নিজ বাড়ি সন্তোষপুরে রওনা হন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির কাছেই একটি ব্রিজ। ব্রিজ পেরুবার সাথে সাথেই তার ওপর হামলে পড়ে ক্যাডাররা। তাঁকে বেধড়ক পিটিয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফেলে যায় রাস্তায়। পরবর্তীতে জনা কয়েকের সহায়তায় আবারও এলাকা ছাড়েন তিনি।

পায়রা পাড়ের আতঙ্কিত জনপদ এখন মীর্জাগঞ্জ। উপজেলার মাধবখালী ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি গ্রামই ক্যাডার বাহিনীর থাবায় ক্ষতবিক্ষত। সাধারণ মানুষ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভয়ে এখন মূক-বধির হয়ে পড়েছে। সবার মনে আতঙ্ক। কথা বলার সময় এমনভাবে চারপাশে তাকান যেন চারপাশে অসংখ্য মাইক্রোফোনে তাদের কথা রেকর্ড হচ্ছে। এমনকি বিএনপিরও অনেকে বিরক্ত। মীর্জাগঞ্জে আমাদের এক বিএনপি নেতা নামপ্রকাশ না করার শর্তে বলেছিলেন, 'আমরা অনেকেই চেয়েছিলাম আলতাফ হোসেন চৌধুরী আমাদের লোক। তিনি নির্বাচনে বিজয়ী হলে আমাদের হয়ত ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। তবে তা দুর্ভাগ্য।'

সৌদি সহায়তায় নবনির্মিত মসজিদ ডানে রেখে আমরা কাঁঠালতলী বাজারে ঢুকি। জমজমাট বাজার। লোকে লোকারণ্য। সপ্তাহে দু'দিন এখানে হাট বসে। বাজারে ঢুকতেই খপ্পরে পড়ে যাই মাধবখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মনির খন্দকারের। স্থানীয়ভাবে তার পরিচিতি 'মনির খোন্নার' নামে। লুঙ্গি আর শার্ট পরা, হাতে ডায়েরি। আমাদের সঙ্গীকে কোন সৌজন্যতা বা সম্ভাষণ ছাড়াই সরাসরি আমাকে দেখিয়ে নাম জানতে চায়। জানতে চায় ঠিকুজী সাকিনের সন্ধান। বক্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে যায়। তবে উত্তরদাতা আমার কাজের পরিচয়টি তাকে জানাননি। এই মনির খন্দকার এ মুহূর্তে মাধবখালী ইউনিয়নের প্রচণ্ড ক্ষমতাধর পাঁচজনের একজন। তার অঙ্গুলী হেলনে অনেকেরই ভাগ্যের চাকা বন্ধ হয়।

বাজারে বসেই আমরা গোবিন্দ ডাক্তারের করুণ কাহিনী শুনি। আরও জানতে পারি, তার ব্রুনাই প্রবাসী ছেলে তপন এলাকায় এলে তার কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হয় পাঁচ হাজার টাকা। বাজার থেকে ফেরার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চেম্বার চোখে পড়ে। টিনশেড বড়সড় ঘর। ভিতরে জনাকয়েক লোক বসা। এটা বর্তমানে বিএনপির অফিস হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। এ ঘরের লাগোয়া ডানদিকের শূন্য ভিটা নজরে আসে। এখানেই ছিল গোবিন্দ ডাক্তারের দোকান। এখন শূন্য ভিটায় ঘুঘু চরে।

মাধবখালী ইউনিয়নকে বিরোধী দল শূন্য করতে পেরেছেন স্থানীয় বিএনপির কর্ণধাররা। তাদের স্বাধীন জমিদারিতে তারা যা ইচ্ছা তা করার অবাধ লাইসেন্স পাবার কারণে এখন কেউ আর প্রতিবাদ করে না। প্রতিবাদ করার আগেই টুঁটি চেপে ধরার কারণে এখন সবাই নীরব। শুধু বিক্ষুব্ধ পায়রা নদী প্রতিবাদের আগুন ছড়ায় পাড় ভেঙ্গে। একমাত্র তার ওপরেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি ক্যাডার বাহিনী।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ মে ২০০২

(১০১০)
কক্সবাজারে দুই সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি
২ লক্ষাধিক টাকার মাল লুট ॥ গুলিবিদ্ধসহ আহত ৮

স্টাফ রিপোর্টার কক্সবাজার ঃ কক্সবাজার জেলার সর্বত্র ডাকাতি, চুরি ও ছিনতাই লেগেই রয়েছে। জেলার সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে মারাত্মকভাবে। এমন কোন দিন নেই চুরি ডাকাতি হচ্ছে না। ডাকাতি হলেও পুলিশ মামলা নেয় চুরির ধারায়। মামলা রেকর্ড হলেও আসামী গ্রেফতার হয় না। ফলে চুরি-ডাকাতি কিছুতেই প্রতিরোধ হচ্ছে না।

সোমবার দিবাগত রাতে কক্সবাজার সদরের ঈদগাঁও ইসলামপুরের হরিপুর গ্রামে দু'টি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। আনুমানিক ১৫/১৬ জনের ডাকাত দল কাজল আচার্য ও দয়াল আচার্যের ঘরে একে একে দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে। সশস্ত্র ডাকাত দলের প্রহারে ও গুলিবর্ষণে এই দুই পরিবারের ৮ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫ জন গুলিবিদ্ধ। গুলিবিদ্ধ লাভলী আচার্য (১৫), বিটা (৫০), ঝিনুক (৩৫) কাজল (৫০) ও দয়ালকে (৪৫)

মালুমঘাট খ্রীস্টান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডাকাত দল নগদ টাকাসহ দুই লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ মে ২০০২

(১০১১)
রংপুরের পীরগঞ্জ
ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করায় আদিবাসী পরিবার ঘরছাড়া

রংপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ আদিবাসী এক যুবতীকে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগে মামলা দায়ের করায় সন্ত্রাসীরা পরিবারটিকে নানাভাবে হুমকি দিয়ে চলেছে। ফলে পুরো পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। এ ব্যাপারে তারা নিরাপত্তা দাবি করে মঙ্গলবার রাতে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বড় আলমপুর গ্রামের আদিবাসী স্যামুয়েল মরমুর ভাতিজি একটি এনজিওতে মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করে। ২৫ মে বাসায় ফেরার পথে আবুল হোসেন মাদ্রাসার কাছে পৌঁছলে একই গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে সিরাজুল আদিবাসী যুবতীকে (২৫) অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে পীরগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু আইনে মামলা দায়ের করলে পুলিশ ধর্ষক সিরাজুলকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনার পর থেকে বড় আলমপুর গ্রামের শতাধিক আদিবাসী পরিবারকে হয় মামলা তুলে নিতে হবে অন্যথায় গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা।

সংবাদ, ৩০ মে ২০০২

(১০১২)
কেশবপুরে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসী হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, যশোর অফিস ঃ কেশবপুরে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে তা পণ্ড করে দিয়েছে। আহত হয়েছে অনেকে। এ নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, উপজেলার পাথরঘাটা গ্রামের ভরত ফকিরের পাড়ায় ২৭ মে এক নাম যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরদিন একই স্থানে নাম সংকীর্তন হচ্ছিল। এ সময় একই এলাকার মোখতার, জামান, আফসার দলবলসহ অতর্কিতে অনুষ্ঠানে হামলা চালায়। এতে ৮ জন আহত হয়। সন্ত্রাসীরা মহিলাদের কাছ থেকে সোনার গহনা ও ক্ষুদ্র দোকানিদের টাকা পয়সা লুট করে। আহতরা হলো পরেশ মণ্ডল, প্রণব সরকার, রাজকুমার, রাজেন্দ্র, ইন্দ্রজিৎ, গোপাল, দীপঙ্কর ও রমেন। পরেশকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তারা রেজাউল নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে। তবে থানায় কোন মামলা হয়নি। উলটো সন্ত্রাসীরা হুমকি দিচ্ছে মামলা না করার জন্য।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হামলার নিন্দা জানিয়েছেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এস. এম রুহুল আমিন ও আমির হোসেন, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক অসিত মোদক ও সাধারণ সম্পাদক তপন ঘোষ মন্টু, ওয়ার্কার্স পার্টির আবুবকর সিদ্দিকী, সিপিবির সুব্রত ধর বাবু প্রমুখ।

সংবাদ, ৩০ মে ২০০২

(১০১৩)
কচুয়ায় চাঁদা না পেয়ে ছাত্রদল ক্যাডাররা হাত-পা গুঁড়িয়ে দিয়েছে মিষ্টি ব্যবসায়ীর

শামীম রায়হান, কচুয়া থেকে ফিরে ঃ কচুয়ায় চাঁদা চেয়ে না পেয়ে এবং দোকানঘর আওয়ামী লীগ অফিস হিসাবে ভাড়া দেওয়ার 'অপরাধে' সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু মিষ্টি দোকানের মালিককে কুপিয়েছে। হতভাগা মিষ্টি দোকানের মালিক চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার পাশাপাশি প্রভাবশালী সন্ত্রাসীদের ভয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে।

সরেজমিন এলাকায় গিয়ে জানা যায়, কচুয়া উপজেলার সাচার এলাকায় মিষ্টির দোকানের মালিক চন্দন চন্দ্র ঘোষের কাছে একদল সন্ত্রাসী চাঁদা চায়। চন্দনের একটি দোকানঘর আওয়ামী লীগের অফিস করার জন্য ভাড়া দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা তাকে হুমকিও দেয়। এ অবস্থায় বিষয়টি জানাজানি হলে গত ১৬ মে সন্ত্রাসী দলের নেতা ছাত্রদল সাচার কলেজ কমিটির সভাপতি ইব্রাহিমের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন সশস্ত্র যুবক চন্দনকে জরুরি কথা আছে বলে ডেকে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা পুলিশ ফাঁড়ির ২০০ গজ দূরে চন্দনকে পিটিয়ে এবং কুপিয়ে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হামলায় চন্দনের ডান হাত ও ডান পা ভেঙে থেঁতলে দেওয়া হয়। ডাক্তাররা তার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার বিষয়টি নিয়ে এখনো উদ্বিগ্ন।

এ ব্যাপারে সাচার ফাঁড়ির এস আই আমিরুলকে বিষয়টি জানালে তিনি উল্টো চন্দনের পরিবারকে শাসান বলে অভিযোগ উঠেছে।

হামলার পর সন্ত্রাসীরা চন্দনের দোকান ঘরে (যা আওয়ামী লীগের অফিস হিসাবে ভাড়া দেওয়া) হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। সন্ত্রাসীরা চন্দনের বাড়িতে গিয়ে এ ব্যাপারে মামলা না করার জন্য পরিবারের সদস্যদের হুমকি দিয়ে যায়।

একদিকে সন্ত্রাসীদের ভয় অন্যদিকে টাকার অভাবে চন্দনের চিকিৎসার ব্যয়বহনও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীরা প্রভাবশালী হওয়ায় পুলিশও এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

ভোরের কাগজ, ৩১ মে ২০০২

জুন ২০০২

(১০১৪)
সংখ্যালঘু ও জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা
মলমগঞ্জ বাজারের কালী মন্দিরের জায়গা দখল করে পাকা ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে

দেওয়ানগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ-ইসলামপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী মলমগঞ্জ বাজারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেবোত্তর ভূমিতে (কালী মন্দির) কতিপয় প্রভাবশালী মহল পাকা ঘর নির্মাণ করছে। এ নিয়ে এলাকার সংখ্যালঘু ও জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে স্থানীয় তহশিলদার একটি রিপোর্ট দাখিল করলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

সূত্রে প্রকাশ, বিভিন্ন সময় ওই প্রভাবশালীদের অত্যাচার ও হুমকিতে এলাকার বেশ কিছু সংখ্যালঘু পরিবার অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আর অবশিষ্ট কয়েকটি পরিবার অত্যাচার সহ্য করে পৈত্রিক ভিটায় এখনও পড়ে আছেন। তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কালী মন্দিরের জায়গাটুকু ক্রমেই দখল হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় তারা হতাশ ও চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, বেশ ক'বছর আগে আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী নেতা মন্দিরের পাশ দিয়ে টিনের ছাপড়া ঘর তুলে আস্তে আস্তে মন্দিরের ১১ শতাংশ জমি দখল করে নেয়। সম্প্রতি ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি তার দখলীয় কিছু জমি আরেকটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে ছেড়ে দেয়। বর্তমানে ওই জায়গায় নতুন দখলদাররা স্থায়ী ইমারত নির্মাণের কাজ শুরু করেছে।

স্থানীয় মলমগঞ্জ তহশিলদার মো. আ. খালেক জানান, পার্শ্ববর্তী মৌজার মলমগঞ্জ বাজারে ১১ শতাংশ দেবোত্তর (কালী মন্দির) ভূমির ওপর অবৈধভাবে বিল্ডিং নির্মাণ বন্ধের জন্য গত ৬ মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে একটি রিপোর্ট করেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। তারা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মন্দিরের জমি রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন।

আজকের কাগজ, ১ জুন ২০০২

(১০১৫)
এবার বিএনপি ক্যাডাররা দখল করে নিয়েছে শ্মশান

চৌমুহনী (নোয়াখালী) থেকে সংবাদদাতা ঃ হাটবাজার, খাল-বিল দখল করার পর এবার বিএনপি ক্যাডাররা বেগমগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের মহাশ্মশান দখল করে নিয়েছে। কেবল জায়গা দখল করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, এই ঘটনার প্রতিবাদকারীদের বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলারও হুমকি দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়ানি ইউপির লক্ষ্মণপুর গ্রামের জেলে বাড়িতে গত ২৪ মে।

লক্ষ্মণপুর গ্রামের জেলে বাড়ির সামনের মহাশ্মশানটি প্রায় দেড়শ' বছরের পুরনো। শুক্রবার স্থানীয় বিএনপির ক্যাডার খুরশিদ আলম, আবু সায়েদ, সাহাবউদ্দিন, মোজাম্মেল হোসেন, মাইনউদ্দিন, বাহার ও সাত্তারসহ কয়েকজন বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পুরো জেলে বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং কেউ ঘর থেকে বের হলে তাকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। এসুযোগে তাদের সমর্থকরা মহাশ্মশানের ১৫ শতাংশ ভূমি দখল করে নেয় এবং রাতারাতি ওই স্থানে ঢেউটিনের ঘর তুলে দখল করে ফেলে। সন্ত্রাসীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ ভেঙে মঠের ইট

দিয়ে পাকাঘর তোলে। এ ব্যাপারে ওই এলাকার উদ্বেগচন্দ্র জলদাস জানান, জেলেপাড়ার হিন্দু সম্প্রদায়ের একমাত্র সৎকার স্থান প্রাচীন এ মহাশ্মশানটি ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এ ব্যাপারে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে কোন বিচার পায়নি। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করলেও প্রশাসন এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বর্তমানে জেলে বাড়িসহ পার্শ্ববর্তী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছে।

দৈনিক সংবাদ, ২ জুন ২০০২

(১০১৬)
ঝিনাইদহে সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগ নেতাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দু'পা ভেঙে দিয়েছে

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসীরা ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি অশোক ধরকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তার দুটি পা ভেঙে দিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তার অবস্থা আশংকাজনক। ঘটনার জন্য জেলা আওয়ামী লীগ সরকারি দল বিএনপিকে দায়ী করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল রোববার ভোরে প্রাতঃভ্রমণের সময় স্থানীয় ব্যাপারিপাড়া থেকে অস্ত্রের মুখে তাকে অপহরণ করা হয়। অপহরণকারীরা শহরের আদর্শপাড়ার একটি ফাঁকা মাঠে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তাকে আহত করে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। সদর থানা পুলিশ খবর পেয়ে সকাল আনুমানিক ৭টায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা অনুমান করতে পারছে না। এ ব্যাপারে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোন মামলা হয়নি।

যুগান্তর, ৩ জুন ২০০২

(১০১৭)
রাজশাহীতে আদিবাসী শিশু খুন

রাজশাহী ব্যুরো ঃ জেলার বাঘমারা উপজেলার মচমইলে এক আদিবাসী শিশু খুন হয়েছে। জানা গেছে মচমইলের আদিবাসী রুহিদা সরকারের শিশু কন্যা চাঁদনি (৮) গত শনিবার নিখোঁজ হয়। রোববার সৈয়দপুর গ্রামের ব্রজেনের পুকুর থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়। শিশুটির গলায় দাগ এবং দুই হাঁটুর রগ কাটা ছিল। পুকুরে শিশুটিকে ছেঁড়া লুঙ্গি দিয়ে জড়ানো ছিল। ধারণা করা হচ্ছে শিশুটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রুহিদা সরকার বাদী হয়ে বাঘমারা থানায় মামলা করলেও কাউকে আসামি করা যায়নি।

যুগান্তর, ৩ জুন ২০০২, সোমবার

(১০১৮)
হিন্দু ধর্মীয় নেতা অধ্যক্ষ চারু ব্রহ্মচারী ২৮ দিন ধরে নিখোঁজ! হত্যা বা গুম করে রাখার আশঙ্কা

পরিমল মজুমদার, রংপুর থেকে ঃ ধর্ম প্রচারকারী সংস্থা ইস্কন বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ চারু চন্দ্র দাশ ব্রহ্মচারী (৩৫) গত ২৮ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। গত ৬ মে সকালে তার ভক্ত অনুসারীদের রংপুর যাওয়ার কথা বলে তিনি ঢাকাস্থ আশ্রম থেকে বের

হন। সেই থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। গত বুধবার তার খোঁজে তারই এক ভক্ত রংপুরে এলে তার নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ হয়।

ইস্কনের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ঢাকার স্বামীবাগে একটি দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জের ধরে তাকে গুম অথবা হত্যা করা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তার এই নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে সারাদেশের ভক্তদের মাঝে চরম উৎকণ্ঠা ও হতাশা বিরাজ করছে।

ঢাকার ওয়ারিতে অবস্থিত ইস্কন মন্দিরে যোগাযোগ করা হলে তারা অধ্যক্ষ চারু দাশ ব্রহ্মচারীর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, গত ৬ মে সকালে রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন ও কৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হন। কিন্তু কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি ঢাকায় ফিরে না এলে ভক্তদের মাঝে উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তারা ঢাকা থেকে রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় তার খোঁজ নেওয়ার জন্য লোক পাঠায়। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এদিকে তার নিখোঁজ হওয়ার ২৮ দিন গত হলেও একটি মহলের চাপের মুখে বিষয়টি নিয়ে থানায় জিডি কিংবা মামলা করা যায়নি। ইস্কন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের ধারণা, দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পুরোহিত হত্যার মতো তাকেও হত্যা অথবা গুম করা হতে পারে। অপর একটি সূত্র জানায়, স্বামীবাগে একটি দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘ বিরোধের জের ধরেও এ ঘটনা ঘটতে পারে।

ইস্কনের মতো একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম প্রচারকারী সংস্থার বাংলাদেশীয় একজন ধর্মীয় নেতার নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে সারা বাংলাদেশে ইস্কন মন্দিরে অচলাবস্থা ও তার লাখ লাখ ভক্ত অনুসারীদের মাঝে চরম উৎকণ্ঠা ও হতাশা বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ৩ জুন ২০০২

(১০১৯)
অপরাধ ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি
কারণ দর্শানো নোটিশ দিয়ে সাতকানিয়ায় প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে হয়রানি

চট্টগ্রাম অফিস ঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন, নিপীড়ন ও ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার চাওয়ার অপরাধে (!) চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার একটি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আবুল কালাম আজ সোমবারের মধ্যে এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এ ধরনের হয়রানিমূলক চিঠি পেয়ে হতবাক হয়ে গেছেন শিক্ষক চিত্তরঞ্জন আচার্য্য।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবুল কালাম তার কারণ দর্শানো নোটিশে অভিযোগ করেছেন যে, চিত্তরঞ্জন আচার্য্য গত ২৩ অক্টোবর সাতকানিয়া উপজেলার কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি হিসেবে সাতকানিয়া উপজেলা হিন্দু জনসাধারণ ও পূজার্থীদের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিগত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এবং পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবি করে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। এসব দাবি করাতে ধর্মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সাতকানিয়া পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি চিত্তরঞ্জন আচার্য্য সরকারি কর্মচারী হয়ে দেশের শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্টের প্ররোচনা জুগিয়েছেন বলে কারণ দর্শানো নোটিশে

অভিযোগ করা হয়। এর পাশাপাশি নির্যাতন বন্ধ ও বিচার দাবি করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করাটিও বিধিবহির্ভূত হয়েছে বলে ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।

গত ৩০ মে জারিকৃত এই কারণ দর্শানো নোটিশে আজ সোমবারের মধ্যে চিত্তরঞ্জন আচার্য্যকে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত সরকারিভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হয়রানি করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এ দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার রয়েছে নিরাপত্তা চাওয়ার এবং সমাজের একজন হিসেবে চিত্তরঞ্জন আচার্যের এই আবেদন (প্রধানমন্ত্রীর কাছে) অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও সময়োচিত। তিনি সামজিক দায়িত্বই পালন করেছেন। বরং স্মারকলিপি দিয়ে সরকারকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সহায়তা করে সঠিক কাজই করেছেন। এ ধরনের কারণ দর্শানো নোটিশ হয়রানি ছাড়া আর কিছু নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভোরের কাগজ, ৩ জুন ২০০২

(১০২০)
সাতক্ষীরায় জামাত নেতার কাণ্ড ঃ মা ও পুত্রকে বিবস্ত্র করে ৫ ঘণ্টা ধরে নির্যাতন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ বৃদ্ধ মা ও তার পুত্রকে বিবস্ত্র করে পিঠমোড়া দিয়ে জামাতের নেতার বাড়িতে ৫ ঘণ্টাব্যাপী নির্যাতনের ঘটনায় কালিগঞ্জের গ্রামে তোলপাড় শুরু হয়েছে। নির্যাতিত ঐ সংখ্যালঘু পরিবারকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করে তাদের বাড়িতেই বসানো হয়েছে পুলিশ পাহারা। মৌলবাদী জামাত-শিবিরের এই নারকীয় ঘটনাবলীর পর থেকে ঐ এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারগুলোর মাঝে এখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে খবর পাওয়া।

জানা গেছে, গত রোববার জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে কালিগঞ্জের ফতেপুর গ্রামের জামাত নেতা মোসলেম গাজি তার দলীয় কর্মী ও শিবির ক্যাডারদের নিয়ে বিধবা বৃদ্ধা সুন্দরী বালার (৬০) বাড়িতে প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা চালায়। তারা বাড়ির ধান, চাল, কাঁথা-বালিশ, গৃহস্থালি জিনিসপত্র লুট করে। এ সময় তারা সুন্দরী বালা ও তার পুত্র গোবিন্দ সরদারকে (৩৫) মারপিট করে। জামাত-শিবির নেতৃত্বাধীন ঐ ৩০/৪০ জন সন্ত্রাসী এই তাণ্ডবের পর ঐ বাড়ি দখল করে নেয়। এরপরই সুন্দরী বালা ও তার পুত্র গোবিন্দকে জামাত নেতা মোসলেমের বাড়িতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে বিবস্ত্র করে পিঠমোড়া দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে রেখে নির্যাতন চালানো হয়। এ ঘটনার ৫ ঘণ্টা পর কালিগঞ্জ থানা পুলিশে খবর পৌঁছায়।

পুলিশ স্থানীয় ইউপি সদস্য আনারুল ও অন্যদের উপস্থিতিতে গোবিন্দ সরকার ও তার মাকে মুক্ত করে কালিগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। গোবিন্দ সরদারের প্রতিবেশী সুবল সরদার এ ব্যাপারে বাদী হয়ে মোসলেমকে প্রধান আসামি করে ৩০/৪০ জন অজ্ঞাতনামা লুটেরা সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এরপর থেকে ঐ সংখ্যালঘুর বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছে।

এই ঘটনার নেপথ্য কাহিনী অনুসন্ধানে জানা গেছে, সুন্দরী বালার ৫৪ শতাংশ বাড়ির জমি নিয়ে বিরোধ চলছে মোসলেম গাজি গংয়ের। আকস্মিকভাবে এই বাড়ি দখলের জন্য তারা ঐ দিন সকাল ৭টায় এই হামলা চালায়। হামলায় আরো অংশ নেয় জামাত নেতা মোসলেমের পুত্র শিবির ক্যাডার মনিরুজ্জামান, মোস্তাসিম বিল্লাহ, মোকলেসুর ও অহেদ ছাড়াও সমমনা লুটেরা সন্ত্রাসীরা। বাড়িতে লুটপাটের পর তারা অস্ত্রের মুখে বিবস্ত্র করে ফেলা

মা ও পুত্রকে খেজুর পাতার পাটি ও চটের বস্তা দিয়ে মোড়ে। এরপরই তাদেরকে উদোম অবস্থায় মোসলেমের বাড়িতে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন করা হয়। এ সময় পালিয়ে যাওয়া ঐ পরিবারের অপর দুই সদস্য আতঙ্কের মুখে রয়েছে। এরই মধ্যে সন্ত্রাসীরা দখলও করে নিয়েছে সুন্দরীর বাড়িঘর। ঘটনার দিনেই তারা সেখানে মুরগি জবাই করে খানাপিনা করেছে।

ভোরের কাগজ, ৪ জুন ২০০২

(১০২১)
তানোরের রাতৈল গ্রামের আদিবাসীরা বিএনপি ক্যাডারদের হুমকিতে সন্ত্রস্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ঃ তানোর উপজেলার রাতৈল গ্রামের আদিবাসীরা ক্ষমতাসীন বিএনপি ক্যাডারদের হুমকিতে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। বিএনপি ক্যাডার জলিল কর্তৃক আদিবাসী গৃহবধূ ধর্ষণ চেষ্টা মামলা প্রত্যাহার অন্যথায় এলাকা ছেড়ে চলে যাবার জন্য তাদেরকে (আদিবাসী) বিএনপির ক্যাডাররা হুমকি প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

সম্প্রতি দু'শ আদিবাসী পরিবারের বাস রাতৈল গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, সেখানকার অন্তত ১৫ আদিবাসী পরিবার সরকারী খাস জমিতে বসবাস করে। তারা লিজ পাবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনও করেছে। এদিকে স্থানীয় বিএনপির কয়েক প্রভাবশালী নেতা ওই খাস জমি নিজেদের দখলে নেয়ার জন্য বসবাসকৃত আদিবাসীদের উচ্ছেদের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে সন্ত্রাসী জলিল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা আদিবাসী মহিলাদের বিভিন্ন সময় ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। গত ৩০ এপ্রিল আদিবাসী অনীল মুরমুর স্ত্রী সাবিত্রী মুরমুকে জলিল ও তার লোকজন ধর্ষণের চেষ্টা করলে আদিবাসীরা তাকে আটক করে স্থানীয় চেয়ারম্যানের হাতে সোপর্দ করে। চেয়ারম্যান মফিজ উদ্দিন সন্ত্রাসী জলিলের বিচার না করে উল্টো বিচারপ্রার্থী আদিবাসীদের মারপিট ও এলাকা ছেড়ে চলে যাবার হুমকি প্রদান করে। পরে ২ মে সন্ত্রাসী জলিল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা উক্ত আদিবাসী পরিবারকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টায় গভীর রাতে তাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ খবর দৈনিক জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পুলিশ জলিলকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় চেয়ারম্যান মফিজ আরও ক্ষেপে যায়। সে আদিবাসী মহিলা ও শিশুদের পর্যন্ত ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি এবং জলিলের নামে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রেখেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্থানীয় আদিবাসীরা তাদের নিরাপত্তাহীনতার কথা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি দিয়েছে। সন্ত্রাসী জলিল গ্রেফতার হলেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের মূল হোতা শতাধিক অপরাধের নায়ক সন্ত্রাসের গডফাদার মফিজ চেয়ারম্যান প্রতিদিন দলবল নিয়ে আদিবাসীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জলিলসহ বিএনপি ক্যাডারদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের জন্য প্রকাশ্যে চাপ সৃষ্টি করছে। অন্যথায় আদিবাসীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করে আদিবাসীরা জীবনের নিরাপত্তা চেয়েছেন। এদিকে রাজশাহী এডাবের একটি প্রতিনিধি দল রাতৈল গ্রাম পরিদর্শন করেন। এডাব নেতৃবৃন্দ আতঙ্কিত আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ব্লাস্টের এ্যাডভোকেট আব্দুস সামাদ, এডাবের সমন্বয়কারী মহিউদ্দিন, আদিবাসী (জাতীয়) পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সরেন প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ জুন ২০০২

(১০২২)
নওগাঁয় পূজামণ্ডপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ পত্নীতলা উপজেলার ফয়েমপুর গ্রামে গত রোববার রাতে কে বা কারা স্থানীয় একটি পূজামণ্ডপে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এবং প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

প্রথম আলো, ৪ জুন ২০০২

(১০২৩)
বরিশালে যুবককে অপহরণ করে হত্যার চেষ্টা ঃ অপহরণকারীকে পুলিশে সোপর্দ

বরিশাল ব্যুরো ঃ বিশ হাজার টাকা চাঁদা না দেয়ায় সুমন চন্দ্র দাস নামক এক যুবককে অপহরণের পর হত্যা প্রচেষ্টাকালে জনতা সুমনকে উদ্ধার এবং অপহরণকারী সন্ত্রাসী সেলিম কসাইকে ধরে গণধোলাইয়ের পর পুলিশে সোপর্দ করেছে। এ ঘটনা রোববার গভীর রাতের। পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ভাটিখানার বাসিন্দা দুলাল দাসের ছেলে সুমনের কাছে একই এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী সেলিম কসাই ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল বেশকিছু দিন ধরে। সুমন এই টাকা পরিশোধে বিলম্ব করায় কসাই সেলিম তার সহযোগীদের নিয়ে সুমনকে ভাটিখানা পূজা মন্দির এলাকা থেকে রোববার রাত আনুমানিক ১২টায় অপহরণ করে নিয়ে যায়। আমানতগঞ্জ টিবি ক্লিনিকের ক্যাম্পাসে নিয়ে সুমনকে প্রথমে বেদম মারধর করা হয়। সূত্র জানায়, সেলিম কসাই ও সহযোগীরা সুমনকে জবাই করে হত্যা করতে চাইলে সুমন আত্মরক্ষার্থে আর্তনাদ শুরু করে। সুমনের আর্তচিৎকারে গভীর রাতে স্থানীয় লোকজন জেগে ওঠে এবং একত্রিত হয়ে সুমনকে কসাইয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে। পরে জনতা কসাই সেলিমকে ধরে মারধরের পর আমানতগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে সোর্পদ করে। সূত্র জানায়, সেলিম কসাইরা তিন ভাই— রাজা কসাই, সেলিম কসাই ও নিজাম কসাই। ভাটিখানা আমানতগঞ্জ এলাকায় এরা চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী।

যুগান্তর, ৪ জুন ২০০২

(১০২৪)
কাঁঠালিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতাকে গুলি করে হত্যা

বরিশাল ব্যুরো ঃ কাঁঠালিয়ার আওয়ামী লীগ নেতা মনোজ কুমার দাসকে (৪৫) দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে। রোববার রাতে তার বাসভবনে ওই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মনোজ পশ্চিম চেচড়ি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি। এছাড়া তিনি মঠবাড়িয়া দাউদখালী কলেজিয়েট মাদ্রাসার ইংরেজি প্রভাষক। তার বড় ভাই জানান, ১০/১২ জনের এক সশস্ত্র দল রাতে দরজা ভেঙে বাড়িতে প্রবেশ করে। কিন্তু মূল কক্ষে ঢুকতে না পেরে তারা জানালার গ্রিল ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করে। এ সময় তাদের বাধা দেয়া হলে মনোজ কুমারকে লক্ষ্য করে তারা গুলি চালায়। আশংকাজনক অবস্থায় বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে ভোর ৫টায় তিনি মারা যান। হামলার সময় বাড়িতে তার মা, স্ত্রী এবং দুই সন্তান ছিল। রাত ১২টার দিকে ওই ঘটনা ঘটে। এ সময় লোকজন এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা ফাঁকা গুলি করে

পালিয়ে যায়। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ৮ বছর আগে তাদের বা ডাকাতির ঘটনায় সম্প্রতি মনির হোসেন নামে একজনের ৪ বছর জেল হয়েছিল। সম্প্রতি সে সাজা শেষে মুক্তি পায়। মনির ওই মামলার সমুদয় খরচ পরিশোধের জন্য মনোজ কুমারকে চাপ দিয়ে আসছিল। তাকে আটক করেও রাখা হয়েছিল। পরে স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে ঘটনার মীমাংসা হয়। প্রতিশোধ পরায়ণতা থেকে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে বলে পুলিশের ধারণা।

যুগান্তর, ৪ জুন ২০০২

(১০২৫)
ডোমারে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর লুট, অগ্নিসংযোগ ও স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণের হুমকি

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার ডোমার উপজেলার গোসাইগঞ্জ গ্রামের একটি কুচক্রী মহল এক সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর লুট করে অগ্নিসংযোগ, স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তাদের জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করে দখলের পাঁয়তারা করছে বলে ৩০ মে ডোমার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত এ ব্যাপারে জরুরি তদন্তের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে।

গ্রামের মৃত প্রাণ বল্লভ রায়ের পুত্র রাজেন দাসের ভোগদখলীয় জমি দখলের জন্য একটি কুচক্রী মহল ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে পঞ্চগড়ের একটি আদালতে মামলা করে। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ওই মামলার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও গোপন করা হয়।

পার্শ্ববর্তী পঞ্চগড় জেলাধীন বোদা উপজেলার বড়শাশী সর্দারপুর গ্রামের রশিদ, বজর, তরিকুল, রহমান, মো. আলী, আলহাজ আলী, কাদের, ফরিদ, ফজলুল, সোহরাব, সোবহান, হাই ২৪ মে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাজেনের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা করে। এ সময় বাড়ির লোকজনের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। এ সময় দুর্বৃত্তরা জমি জায়গা ছেড়ে চলে না গেলে আগুন দিয়ে ঘর পুড়িয়ে দেয়া, বাড়ির মেয়েদের ধর্ষণ করা ও প্রাণে মেরে ফেলাসহ ভারত পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। এরপর থেকে পরিবারটি আছে চরম আতঙ্কের মধ্যে।

সংবাদ, ৫ জুন ২০০২

(১০২৬)
সাড়ে ৩০০ জেলে পরিবারের আয়ের উৎস বন্ধ ফরিদপুরে বিএনপি নেতার নেতৃত্বে বিল দখল, জেলেরা গ্রামছাড়া

গৌতম দাস ও রাসেল আহমেদ, বোয়ালমারী থেকে ফিরে ঃ ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার চাপাদহ বিলটি জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও বোয়ালমারীর সাবেক সাংসদ খন্দকার নাসিরুল হক সম্প্রতি দখল করে নিয়েছেন। ফলে স্থানীয় তিনটি গ্রামের ৩৫০টি মৎস্যজীবী পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। বিলে ছাড়া তাদের ৫ লাখ টাকা মূল্যের মাছও বেহাত হওয়ার পথে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে অনেক জেলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

জানা গেছে, খন্দকার নাসিরুল হক সম্প্রতি এলাকার কিছু প্রভাবশালী লোক নিয়ে বিজিভি মৎস্যচাষ সমিতি নামের একটি কাগুজে সমিতি গঠন করেন। এরপর গত ২৪ মে নাসিরুল হক ও তার লোকজন চাপাদহ বিলে গিয়ে মাছ ধরার সরঞ্জামসহ সব জেলেদের বের করে দেন। এরপর কিছু পোনা মাছ ছেড়ে বিলের দখল নেন।

সরেজমিন গিয়ে জানা গেছে, ৩৮৬ একর আয়তনের চাপাদহ বিলটির অবস্থান সাইতর ইউনিয়নের বেড়াদী, ঘোষপুর ও বাহিগর গ্রামের মাঝখানে। এই তিন গ্রামের প্রায় সাড়ে ৩০০ মৎস্যজীবী পরিবার তাদের আয়-উপার্জনের জন্য এই বিলের ওপর নির্ভরশীল। জানা গেছে স্থানীয় জেলেরা যুগ যুগ ধরে এই বিলে মাছ ধরছেন। এরা ১৯৬৬ সালে বিল চাপাদহ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিও প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে চাপাদহ বিলে এই সমিতির ৫ লাখ টাকার মাছ ছাড়া রয়েছে।

এদিকে ১৯৯৬ সালে জেলা প্রশাসন জুয়েল চৌধুরী নামের এক ব্যক্তিকে বিলটি তিন বছরের জন্য লিজ দিলে মৎস্যজীবী সমিতি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে। পরে আদালত লিজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত বিলটির ভোগদখল মৎস্যজীবীরাই করবে বলে নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, বিলটির ৩৮৬ একরের মধ্যে ৮৬ একর খাস। আর সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৮২ জন।

বিল চাপাদহ মৎস্যজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিরেন্দ্র নাথ শিকদার প্রথম আলোকে বলেন, 'ব্রিটিশ আমল থেকেই এই বিল আমদের জীবিকার একমাত্র উৎস্য। আদালতের রায়ও আমাদের পক্ষে রয়েছে। অথচ নাসিরুল হক ক্ষমতার জোরে বিলটি দখল করে নিলেন।' এদিকে অনেক গ্রামবাসীও বলেছেন, বিলে জেলেদেরই অধিকার থাকার কথা। কিন্তু তারা সন্ত্রাসীদের ভয়ে মুখ খুলতে পারছেন না।

এদিকে বিএনপি নেতা নাসিরুল হক যে বিজিভি মৎস্য চাষ সমবায় সমিতির নামে বিল দখল করেছেন তার সহসভাপতি ডা. আবদুল মালেক বলেন, সমিতি এখনো শুরু হয়নি। শুধু কাগজ-কলমে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কত টাকার মাছ ছাড়া হয়েছে বা সমিতি কী করবে এর কিছু আমি জানি না। সব খন্দকার নাসির সাহেব জানেন। এ ব্যাপারে নাসিরুল হকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাকে পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ বলেন, বিল দখলের কোনো সংবাদ শুনিনি। আমি আজ ঢাকায় যাচ্ছি। বোয়ালমারীর ইউএনওকে খোঁজ নেওয়ার জন্য বলে যাচ্ছি। ঢাকা থেকে ফিরে ব্যবস্থা নেব।

প্রথম আলো, ৬ জুন ২০০২

(১০২৭)
লালমোহনে সংখ্যালঘু গৃহবধূ খুন ॥ গ্রেফতারকৃত দুই বিএনপি নেতাকে থানা থেকে ছিনতাই

ভোলা, ৫ জুন, সংবাদদাতা ঃ লালমোহনে এক সংখ্যালঘু ধনাঢ্য গৃহবধূকে মঙ্গলবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বুধবার সন্ধ্যায় পুলিশ গজারিয়ার ইউপি চেয়ারম্যান শাজাহান বাচ্চু ও তার শ্যালক সেলিম ফরাজীকে গ্রেফতার করে। এর পরপরই স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা থানা থেকে তাদের জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ওসি এ কথা স্বীকার করেছেন। জানা যায়, জমি সংক্রান্ত বিরোধে ঐ ধনাঢ্য গৃহবধূ নমিতা রানী খুন হন। স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, নির্বাচনের পর পরই নমিতা রানীর দুই যুবতী কন্যার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়ে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের। তারা ইতোমধ্যে হুমকি-ধমকিও দিয়েছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ জুন ২০০২

(১০২৮)
কুলাউড়ায় খ্রীস্টানদের বসত ভিটা দখল করতে কুচক্রীমহলের পাঁয়তারা

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ঃ কুলাউড়া উপজেলার ঝুকিঝুরী পুঞ্জিতে বসবাসরত ৮৮টি খ্রীস্টান পরিবারের বসতভিটা দখল করতে একটি কুচক্রীমহল চেষ্টা চালাচ্ছে। নিজেদের ভূ-সম্পত্তি রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খ্রীস্টান পরিবারের লোকজন রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছে। অভিযোগে জানা যায়, একটি প্রভাবশালী মহল খ্রীস্টান পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করে তাদের ভিটামাটি দখল করে নিতে নানাভাবে চেষ্টা চালায়। ৫০ বছরের অধিককাল যাবত এই পুঞ্জি এলাকায় খ্রীস্টান পরিবারগুলো বসবাস করছে। ১৯৯৭ সালে কুচক্রীমহল জাল দলিল তৈরি করে সাবজজ আদালত মৌলভীবাজারে একটি মামলা দায়ের করে। এর প্রতিকার হিসাবে খ্রীস্টান পরিবারের পক্ষে ভূমি রক্ষার জন্য হাইকোর্ট থেকে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির আদেশ করা হয়।

জনকণ্ঠ, ৬ জুন ২০০২

(১০২৯)
শেরপুরে আদিবাসী যুবতীর শ্লীলতাহানি ॥ পাঁচ দিন পরও মামলা হয়নি

শেরপুর, ৫ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শেরপুর শহরের উপকণ্ঠে কসবা গারো পল্লী এখন এক সন্ত্রস্ত জনপদ। গত শুক্রবার এক সন্ত্রাসী এখানকার গারো যুবতী সূচনা শাংমার ওপর প্রকাশ্যে দিনেপুদুরে হামলে পড়ে। ওই যুবতীকে ধর্ষণ করা হয়েছে নাকি ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে— এ বিষয়ে সে মুখ খুলছে না। যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে তার। এদিকে ঘটনার পাঁচ দিন অতিবাহিত হলেও সামাজিক বিচারের নামে একটি চক্র কালক্ষেপণ করায় এখনও থানায় কোন মামলা হয়নি। এ ঘটনার পর থেকে ওই গারো পল্লীতে চাপা ক্ষোভ এবং আতঙ্ক দু'টোই বিরাজ করছে। সেখানে থেমে গেছে আদিবাসী নারীদের অবাধ বিচরণ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ জুন ২০০২

(১০৩০)
'ভিটায় ফিরতে চাই না, হাসপাতালেই যেন আমার মরণ হয়'

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ 'আমি হাতজোড় করে বারবার কইছি তোমরা আমার পরনের কাপড়টা ফিরিয়ে দাও। তাও দেয়নি। ওরা আমাকে ও আমার ছেলেকে হাত-পা বেঁধে উলঙ্গ করে দুই-দুইবার ছবি তুলেছে। এ মুখ যেন আমাকে দেখাতে না হয়। ভিটেতে আর ফিরতে চাই না। হাসপাতালেই যেন আমার মরণ হয়।' জামায়াত-শিবির ক্যাডার বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার গুরুতর আহত সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার দুর্গম ফতেপুর গ্রামের ৬০ বছরের বৃদ্ধা সুন্দরীবালা হাসপাতালের বেডে শুয়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদে সাংবাদিকদের কাছে এ কথাগুলো বলছিলেন। বুধবার জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ একদল সাংবাদিক সঙ্গে নিয়ে কালীগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত সুন্দরীবালাকে দেখতে গেলে তিনি সেদিনের নির্যাতনের কাহিনী এভাবেই বর্ণনা করেন। বৃদ্ধার নির্যাতনের কাহিনী শুনে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুন্দরীবালার একমাত্র ছেলে গোবিন্দ সরদার জানান, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গত ২ জুন সকালে

স্থানীয় জামায়াত-শিবিরের ক্যাডার বাহিনী তার বাড়িতে হামলা করে। জামায়াত সমর্থক একই গ্রামের মোসলেম গাজী ও তার ছেলে শিবির ক্যাডার মোমেন ও মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী তার বাড়িতে হামলা করে। তারা বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাট এবং গোবিন্দ সরদারের ভিটার ৫৪ শতক জমির মধ্যে ৫২ শতক জমি দখল করে দোচালা ঘর তোলে। সন্ত্রাসীরা প্রথমে গোবিন্দ সরদারের পিতা কুরন সরদারকে (৭০) বেঁধে মারধর করে। পরবর্তী সময়ে তারা গোবিন্দ সরদার ও তার মা বৃদ্ধা সুন্দরীবালাকে বিবস্ত্র করে হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করে ও বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের নৈশপ্রহরী সামছুজ্জামানের ছেলে রবিউল দু'বার ছবি তোলে। এর পর মোসলেম গাজীর বাড়িতে নিয়ে তারা মা-ছেলেকে বস্তাবন্দি করে বেধড়ক পিটিয়ে জখম করে। গোবিন্দ সরদারের বাড়িতে হামলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারই প্রতিবেশী দামোদর কুমার কালীগঞ্জ থানায় এসে পুলিশকে খবর দেয়। থানার ওসি একজন এসআইকে ঘটনাস্থলে পাঠান। পুলিশ এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করলেও বুধবার আসামিরা জামিনে মুক্তি পেয়েছে। গোবিন্দ সরদার এ ব্যাপারে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিয়েছেন।

আসামিদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার খবর শুনে গোবিন্দ সরদার ও তার মায়ের হাসপাতালের বিছানায় দিন কাটছে আতংকে। কালীগঞ্জ থানার ওসি ওহিদুল হক বলেন, নির্বাচনোত্তর এত বড় ঘটনা কালীগঞ্জে ঘটেনি। জেলা আওয়ামী লীগের ভারপাপ্ত আহ্বায়ক প্রকৌশলী মুজিবর রহমান ও ডা. এএফএম রুহুল হকের নেতৃত্ব একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর এই হামলাকে তারা '৭১-এর বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তারা অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার, নতুনভাবে এজাহার গ্রহণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

যুগান্তর, ৬ জুন ২০০২

(১০৩১)
থানচিতে সন্ত্রাসীদের হাতে সরকারি কর্মচারী খুন

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ বান্দরবান জেলার দুর্গম থানচি উপজেলা সদরের সরকারি ডাকবাংলোর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রবীন্দ্র দাশ (৪২) সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে। পুলিশ সুপার রাত ৯টায় এ হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদরে আনা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। উপজাতি সন্ত্রাসীরা সরকারি কর্মচারী রবীন্দ্রকে ডাকবাংলো থেকে তুলে নিয়ে পাশের জঙ্গলে নিয়ে হত্যা করে বলে পুলিশ জানায়।

যুগান্তর, ৭ জুন ২০০২

(১০৩২)
উল্লাপাড়ায় স্কুলছাত্রী অপহরণের ৫ দিন পরও উদ্ধার হয়নি

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ উল্লাপাড়ায় স্কুলছাত্রী রমা রানী (১৪) অপহরণের ৫ দিন পরও পুলিশ তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।

এ অপহরণ মামলার মূল আসামির মা জাহানারা বেগম এবং ফিরোজ নামে ২ জনকে গ্রেফতার করলেও মামলার মূল আসামি কাউকেই পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। ৩ জুন উল্লাপাড়া উপজেলার দুর্গানগর ইউনিয়নের বালশাবাড়ি গ্রামের সত্যরঞ্জন সূত্রধরের কন্যা

(স্থানীয় হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী) রমা রানী নিজ বাড়ি থেকে অপহৃত হয়। একই এলাকার আমানত আলীর পুত্র আসাদুল হকসহ ৯/১০ জন মিলে রাতে ঘরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে তাকে অপহরণ করে।

সংবাদ, ৭ জুন ২০০২

(১০৩৩)
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দিনদুপুরে ডাক্তার অপহরণ ঃ ছাত্রদল নেতাসহ ৩ জন গ্রেফতার

আবদুন নূর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঃ গতকাল শুক্রবার সকালে জেলা শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা এক ডাক্তারকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যায়। অপহৃত ডাক্তার বিএমএ'র কেন্দ্রীয় সদস্য। ঘটনার পরপরই সদর থানা পুলিশের দ্রুত হস্তক্ষেপে অপহৃত ডাক্তারকে উদ্ধার ও জেলা ছাত্রদলের তিন শীর্ষ নেতা ও ক্যাডারকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় সদর থানায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা হয়েছে। মামলা নম্বর ১১। বিষয়টি নিয়ে শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকাল ১১টায় জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান শাহীনের নেতৃত্বে ছাত্রদলের একদল সশস্ত্র ক্যাডার শহরের শ্যাম কুটিরের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. স্বপন কুমার ভৌমিক রায়ের চেম্বারে হানা দেয়। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ডা. স্বপনকে তার চেম্বার থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে এনে বেধড়ক মারপিট করে। এক পর্যায়ে তাকে অস্ত্রের মুখে শহরের ফুলবাড়িয়ায় আবদুল হামিদের বাড়িতে নিয়ে আটকে রাখে। পরে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডা. স্বপনকে উদ্ধার করে এবং জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান শাহীন, ক্যাডার জয়ন্ত চক্রবর্তী ও রাশেদ খান বাবুকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। এদিকে গ্রেফতারকৃত জয়ন্ত ও বাবুকে থানা হাজতে ঢোকানো হলেও ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শাহীনকে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গেই বসে থাকতে দেখা গেছে। এ ঘটনায় ডা. স্বপন বাদী হয়ে সদর থানায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা দায়ের করেন।

যুগান্তর, ৮ জুন ২০০২

(১০৩৪)
ঝালকাঠিতে এক রাতে ১০টি ডাকাতি

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠি সদর উপজেলার কীর্তিপাশা ইউনিয়নে গত ৪ জুন রাতে ছয়টি ঘর ও চারটি দোকানে ডাকাতি হয়েছে এবং ডাকাত দল লক্ষাধিক টাকার মালামাল ও নগদ টাকা লুট করে নিয়েছে বলে গ্রামবাসীর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে। তবে থানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার বিকালে তারা খবর পেয়েছে ওই রাতে একটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। একজন দারোগাকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। তিনি ফিরে এলে বিস্তারিত জানা যাবে।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ১৫/১৬ জনের ডাকাত দলটি প্রথমে শংকর ধবল গ্রামের শিক্ষক অমূল্য হালদারের বাড়িতে হানা দেয়। পরে তারা বাসুদেব হালদার সহ অন্য দুটি বাড়িতে ডাকাতি করে। এরপর তারা এলাকার চারটি ক্ষুদ্র দোকান থেকে টাকা পয়সা নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তারা গুপিনাথকাঠি গ্রামের গোপাল হালদার ও ঘেউখির গ্রামের দুলাল বলের বাড়িতে ডাকাতি করে নির্বিঘ্নে চলে গেছে। অনেকে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে সাহসও পাচ্ছে না।

যুগান্তর, ৮ জুন ২০০২

(১০৩৫)
অপহরণের দু'মাস পরও উদ্ধার হয়নি স্কুল ছাত্রী শিখা রানী

নবীনগর প্রতিনিধি ঃ অপহরণের দু' মাস পরও স্কুল ছাত্রী শিখা রাণী সরকার উদ্ধার না হওয়ায় তার পরিবারের লোকজন বর্তমানে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। সেই সঙ্গে অপহরণকারীদের ক্রমাগত হুমকিতে শিখা রাণীর গোটা পরিবার জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় আতঙ্কিত জীবনযাপন করছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার বিদ্যাকুট গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের গরিব কাঠমিস্ত্রি খোকন চন্দ্র সরকারের ছোট বোন ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী শিখা রাণী সরকারকে গত ২ মার্চ স্কুলে যাবার পথে জোরপূর্বক অপহরণ করা হয়। অপহরণকারীরা বিদ্যাকুট গ্রামের বখাটে ও সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত। অপহরণের কাজে নেতৃত্ব দেয় একই গ্রামের হাসিম মিয়ার ছেলে আমির হামজা।

অপহরণের পর তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে শিখা রাণীর বড় ভাই খোকন চন্দ্র সরকার ৭ জনকে আসামী করে নবীনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। আসামীরা পলাতক থাকায় পুলিশ কয়েকবার অভিযান চালিয়েও শিখা রাণীকে উদ্ধার ও আসামীদের গ্রেফতার করতে পারেনি। এদিকে অপহরণকারীরা মামলা প্রত্যাহার করার জন্য বাদীর উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে। তা না হলে বাদীর বাড়িঘর জবর দখল করে দেশ ছাড়া করার হুমকিও দেয়া হচ্ছে।

আজকের কাগজ, ৮ জুন ২০০২

(১০৩৬)
৩ মাসে অপহৃত ১০
২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় ঃ কালীগঞ্জে অপহরণ বাড়ছে

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় চাঁদার দাবিতে অপহরণ ঘটনা বাড়ছে। একটি সংঘবদ্ধ অপহরণকারী দল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ব্যক্তিদের অপহরণ করে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করছে। গত তিন মাসে শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে কমপক্ষে ১০ ব্যক্তিকে অপহরণ করে প্রায় ২০ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, অপহরণকারীরা সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থাকায় তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। বর্তমানে কালীগঞ্জের সাধারণ মানুষের মাঝেও অপহরণ আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গত ১৬ মার্চ উপজেলার বেজপাড়া গ্রামের বাসিন্দা, মোবারকগঞ্জ চিনিকলের কর্মচারী নারায়ণ চন্দ্রকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে গেলে পরে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়া পান। একই মাসের শেষ দিকে মদনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাঞ্ছারতন পাল অপহৃত হন এবং ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে মুক্তি পান। মে মাসের ৪ তারিখে অপহৃত হন শহরের মুদি ব্যবসায়ী পরিতোষ কুমার দত্ত। ২ লাখ টাকার বিনিময়ে ঘটনার দুদিন পর সে মুক্তি পায়। সর্বশেষ গত ৪ জুন কালীগঞ্জের হরদেবপুর গ্রামের অধীর কুমারকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় তারা ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে গেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃত অধীরের কোনো সন্ধান মেলেনি।

অপহরণের পর মুক্তি পাওয়া একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করলেও প্রাণের ভয়ে তারা কেউ মুখ খুলতে চাননি। দু-একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, অপহরণ চক্রটি অত্যন্ত প্রভাবশালী। সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থেকে এরা মুক্তিপণ আদায় করে চলেছে। যে কারণে এই চক্রের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না। মুক্তিপণ দিয়ে ফিরে আসা অপহৃত এক ব্যক্তি জানিয়েছে, কী কারণে তাকে অপহরণ করা হয়েছে তা জানার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা তাকে মারপিট করে। হাত-পা বেঁধে তাকে তিনদিন অজানা স্থানে ফেলে রাখা হয়েছিল। পরে মুক্তিপণ দেওয়া হবে এ আশ্বাস পেয়ে তারা নির্যাতন বন্ধ করে। শেষে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেতে হয়েছে।

এসব অপহরণের ব্যাপারে থানা পুলিশের সঙ্গে আলাপ করলে তারা জানায়, অপহরণের ঘটনা ঘটলে কেউ মুখ খুলতে চায় না, যে কারণে পুলিশের পক্ষে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না। তবে কর্তব্যরত দারোগা আবদুস শহীদ জানায়, পুলিশের পক্ষ থেকে অপহরণকারীদের খোঁজখবর নিয়ে আটকের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

প্রথম আলো, ৯ জুন ২০০২

(১০৩৭)
কুষ্টিয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারে 'হাফপ্যান্ট' বাহিনীর লুটপাট

কুষ্টিয়া থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ দৌলতপুরের আল্লার দরগায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও ব্যাপক লুটপাট করা হয়েছে।

শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টায় সশস্ত্র 'হাফপ্যান্ট বাহিনী' আল্লার দরগার ঘোষপাড়া এলাকার বলাই ঘোষের বাড়িতে হামলা চালায় এবং অস্ত্রের মুখে ২৫/৩০ সন্ত্রাসী বাড়ির লোকজনকে রশি দিয়ে বেঁধে বেধড়ক পেটাতে থাকে।

হ্যাফপ্যান্ট বাহিনীর সদস্যরা এ সময় নগদ টাকা, সোনার গহনাসহ ২ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে ৪/৫টি বোমা ফাটিয়ে চলে যায়। বাড়ির ৩ সদস্য মারপিটে আহত হয়েছে।

সংবাদ, ৯ জুন ২০০২

(১০৩৮)
অভয়নগরে অপহৃত প্রভাতী রানী উদ্ধার হয়নি ॥ ভাইকেও অপহরণের হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ প্রভাতী রানী (১৫) নামের এক কিশোরীকে পুলিশ এখনও উদ্ধার করতে পারেনি। একমাত্র মেয়েকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ায় গোটা পরিবার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। প্রভাতীর বাড়ি অভয়নগর উপজেলার দেয়াপাড়া গ্রামে। পিতার নাম সুধীর চন্দ্র ঘোষ।

জানা গেছে, গত ১৫ মে প্রভাতী বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ওঁত পেতে থাকা লেবুগাতি গ্রামের ছরোয়ার সরদারের পুত্র কালাম সরদার এবং বাশুয়াড়ী গ্রামের হায়দার ও সাহেব আলী দু'টি মোটরসাইকেলে তাকে তুলে নিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি, এমনকি যারা অপহরণ করে নিয়ে গেছে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে প্রভাতীর ভাই মদন কুমার ঘোষ তার বোনকে এনে দেয়ার অনুরোধ করেও কোন ফল পায়নি। এ ব্যাপারে মদন ঘোষ বাদী হয়ে অভয়নগর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করে। মামলা করার পর থেকেই চারদলীয় ঐক্যজোটের সন্ত্রাসীরা তাকেও তুলে নেয়ার হুমকি দিচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ জুন ২০০২

(১০৩৯)
হবিগঞ্জে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর দোকানে ছাত্রদল ক্যাডারের চাঁদাবাজি ॥ মালিক আহত পরে ক্যাডারকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

হবিগঞ্জ, ৯ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রবিবার সকালে শহরের বাণিজ্যিক এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ত্রাস সৃষ্টি করে চাঁদাবাজি করতে গেলে ছাত্রদলের সিটি সেলিম গ্রুপের ক্যাডার ও পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী মিজানকে জনতা আটক করে ধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে। এ ঘটনার সময় সন্ত্রাসী মিজানের ছুরিকাঘাতে প্রতিষ্ঠানের মালিক এডভোকেট প্রবাল মোদক (৩৭) আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, রবিবার সকাল প্রায় সাড়ে ৯টার দিকে জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব দুর্ধর্ষ ক্যাডার এনামুল হক সেলিম ওরফে সিটি সেলিম গ্রুপের ক্যাডার মিজান অস্ত্রধারী কয়েক সহযোগীকে নিয়ে ঐ এলাকার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মোদক ফার্মেসিতে ওষুধ কেনার নামে প্রবেশ করে, এর পরপরই মিজান দাঁতের ব্যথার ওষুধ হাতে নিয়ে হঠাৎ অস্ত্র উঁচিয়ে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। কিন্তু দোকান মালিক ও কর্মচারীরা চাঁদা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে মিজান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে মিজান চাঁদার টাকা ঐ দিনের মধ্যে না দিলে দোকানের মালিক প্রবাল মোদককে গুলি করে বুক ঝাঁঝরা করে দেয়ার হুমকি দেয়। এ সময়ে দোকানে আগত ক্রেতা ও মালিক-কর্মচারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে মিজানকে ধরে ফেলে। ফলে উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এই ফাঁকে মিজান এডভোকেট প্রবাল মোদককে ছুরিকাঘাত করলে তিনি আহত হন, ফলে উত্তেজিত জনতা মিজানকে বেদম প্রহার করে এবং পুলিশে খবর পাঠায়। খবর পেয়ে সদর থানার এসআই নাজিম উদ্দিন আহমেদ ও এএসআই নুরুল ইসলাম গাজী ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পুলিশ পরে মিজানকে জনরোষ থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসতে চাইলে উপস্থিত ক্যাডাররা বাধা সৃষ্টি করে। ফলে মিজানকে ফার্মেসির অভ্যন্তরে বসিয়ে রাখা হয়। পরবর্তীতে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এসআই আবুল হাশেম আরও ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ছাত্রদল ক্যাডার মিজানকে একটি ছোরাসহ কড়া নিরাপত্তায় সদর থানায় নিয়ে আসে। এর পরপরই মিজানকে ছাড়িয়ে নিতে শ্রমিক দলের জনৈক নেতাসহ ক্ষমতাসীন দলের লোকজন থানায় তদ্বির চালায়। কিন্তু দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী মিজানের বিরুদ্ধে জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহেদুল আলম জাক্কুর দায়েরকৃত মামলাসহ শহরের বিভিন্ন ব্যক্তির দায়েরকৃত একাধিক মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা থাকায় পুলিশ তাকে ছাড়ার কোন সুযোগ পায়নি। এদিকে সন্ত্রাসী মিজানকে পুলিশ নিয়ে আসার পরপরই প্রতিষ্ঠানটির মালিক এডভোকেট প্রবাল মোদককে ছাত্রদল ক্যাডাররা মামলা না করার হুমকি দিয়েছে। ফলে তিনি এখন মামলা দিতে ভয় পাচ্ছেন। তবে পুলিশ ইতোমধ্যে মিজানকে একাধিক মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানাভুক্ত আসামী দেখিয়ে কোর্টে চালান করে দিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ জুন ২০০২

(১০৪০)
রামগড়ে বিডিআরের বিরুদ্ধে ৫ উপজাতিকে পেটানোর অভিযোগ

রামগড় প্রতিনিধি ঃ পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার ৩৩ রাইফেল ব্যাটালিয়ানের অধীনে বৈদ্যপাড়া ক্যাম্পের বিডিআর জোয়ানরা চাঁদার দাবিতে ৫ উপজাতি কাঠুরিয়াকে পিটিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত শনিবার সকালে ওই ক্যাম্পের নিকটবর্তী এলাকায় রহিন কুমার ত্রিপুরা (২৬), কলই চান ত্রিপুরা (২৬), রঞ্জিত কুমার ত্রিপুরা

(২৫), নীলপদ্ম ত্রিপুরা (২৪) ও সুরেশ কুমার ত্রিপুরার (২১) কাছে কাঠের চালা ও বাঁশের আঁটি প্রতি দু'টাকা করে চাঁদা দাবি করলে তারা চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিডিআর জোয়ানরা তাদের মরধর করে।

যুগান্তর, ১১ জুন ২০০২

(১০৪১)
ভারত চলে যাওয়ার নির্দেশ। বানারীপাড়ায় একটি সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

বানারীপাড়া প্রতিনিধি ঃ বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার মাদারকাঠী গ্রামের মৃত চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের পরিবারটি দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে। সন্ত্রাসীরা ৪/৫ বিঘা জমি দখলে নেয়ার জন্য প্রতিনিয়ত নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতন করছে ওই সংখ্যালঘু পরিবারটির ওপর।

ঐতিহ্যবাহী এ ঠাকুর বাড়ির সম্পত্তির ওপর দীর্ঘদিন ধরেই ওই মহলটির লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে। ইতিমধ্যে সন্ত্রাসী চক্রটি প্রকাশ্যে জোর করে ঠাকুর বাড়ির ৭/৮টি মূল্যবান গাছ এবং পুকুর থেকে ২০/২৫ হাজার টাকার মাছ ধরে নিয়ে গেছে।

এদিকে সন্ত্রাসীদের এই অপতৎপরতার বিষয়টি মৃত চিত্তরঞ্জন ভট্টচার্য্যের মেজো ছেলে চাখার গার্লস স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক গণেশ ভট্টাচার্য্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অবহিত করলে সন্ত্রাসীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং গত ৮ জুন সন্ধ্যায় মামুন সারোয়ার ও কমলের নেতৃত্বে ৭/৮ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ গণেশ মাস্টারের উপর হামলা চালায়। তারা গণেশ মাস্টারকে বেদম প্রহার করে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। এলাকাবাসী পরে তাকে উদ্ধার করে বানারীপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছে। বর্তমানে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে, এই সন্ত্রাসী হামলা ও তৎপরতার ব্যাপারে পরিবারটি যেন মামলা না করে সেজন্য পরিবারটির ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় সন্ত্রাসীরা এই সংখ্যালঘু পরিবারটির ওপর হুমকি দিয়েছে যে, তারা যেন এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়িঘর ছেড়ে ভারতে চলে যায়। তা না হলে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে এবং পরিবারের সবাইকে ওই আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে।

এ অবস্থায় বর্তমানে অসহায় এই সংখ্যালঘু পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং মানবেতর জীবনযাপন করছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তারা থানায় মামলা করতে পারেনি। তবে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

আজকের কাগজ, ১২ জুন ২০০২

(১০৪২)
ধামরাইয়ে মন্দিরের সম্পত্তি দখল করে ঘরবাড়ি তুলেছে সন্ত্রাসীরা

সাভার প্রতিনিধি ঃ ধামরাইয়ে একজন বিএনপি নেতার ছত্রছায়ায় একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী শিবমন্দিরের সম্পত্তি দখল করেছে এবং থানার নির্দেশ অমান্য করে সেখানে ঘরবাড়ি তুলছে। সন্ত্রাসীরা এলাকার কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারকে দেশছাড়া করার হুমকি দিচ্ছে। সম্পত্তি দখলের ঘটনায় থানা পুলিশ মামলা না নিয়ে অভিযোগ সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করেছে।

ধামরাই থানাধীন রোয়াইল গ্রামে গতকাল মঙ্গলবার সরেজমিন ঘুরে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন জমিদার সমরেন্দ্র ও সুমেন্দ্র মোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত রোয়াইল শিবমন্দিরসহ ৬ শতাংশ সম্পত্তিই দেবত্তোর সম্পত্তি। ওই মন্দিরের মধ্যেই রয়েছে জমিদারদের স্থাপিত ৬০ ফুট উঁচু একটি মঠ। পূর্বে একটি সন্ত্রাসীচক্র ওই মঠের চূড়া, ত্রিশুল ও রূপার কলস চুরি করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হলেও পুলিশ তা উদ্ধার করতে পারেনি।

জানা যায়, গত শুক্রবার সকালে নাজিমউদ্দিন ও কলিম উদ্দিনের নেতৃত্বে ওই চক্রটি কয়েকশ মানুষের উপস্থিতিতে মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নেয়। এ সময় মন্দির কমিটির কোষাধ্যক্ষ গোপাল সাহা বাধা দিতে গেলে সন্ত্রাসীরা তাকে দেশছাড়া করার হুমকি দেয়। নিরুপায় হয়ে তিনি ওই দিনই এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু থানা পুলিশ তার অভিযোগ মামলা হিসেবে রেকর্ড না করে তা সাধারণ ডায়েরি হিসেবে নথিভুক্ত করে।

এদিকে ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান গত রোববার উভয়পক্ষকে সম্পত্তিতে কোনো কাজ না করার নির্দেশ দিয়ে সম্পত্তির কাগজপত্র নিয়ে থানায় যেতে বলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্দির কমিটির লোকজন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে থানায় উপস্থিত হন। কিন্তু কাগজপত্র না দেখে ওসি মন্দির কমিটির লোকজনকে আশ্বাস দিয়ে জানান, বিএনপির একজন নেতা ঘটনাটি মীমাংসা করবেন।

কিন্তু স্থানীয় বিএনপির ওই প্রভাবশালী নেতা থানার নির্দেশ অমান্য করে দখলকৃত সম্পত্তিতে সন্ত্রাসীদের ঘর তোলার নির্দেশ দেন। গতকালও সন্ত্রাসীরা দখলকৃত দেবোত্তর সম্পত্তিতে ঘরবাড়ি তোলার কাজ চালায়।

এ ঘটনায় ওই এলাকার ২৬২টি সংখ্যালঘু পরিবারের প্রায় দেড় হাজার সদস্যের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এদিকে সন্ত্রাসীরা ওই পরিবারগুলোকে বিভিন্নরকম হুমকি দিচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন সংখ্যালঘু মহিলা জানান, সন্ত্রাসীরা এতই প্রভাবশালী যে, তারা যেকোনো সময় তাদের পরিবারের ওপর হামলা চালাতে পারে।

এ ব্যাপারে ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানান, দখলের ঘটনাটি তিনি তদন্ত করছেন। তবে মামলা না নিয়ে সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করার বিষয়ে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি সঠিক নয়। তিনি জানান, উভয় পক্ষের আপস মীমাংসার মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তির চেষ্টা চলছে বিধায় মামলা নেওয়া হয়নি।

প্রথম আলো, ১২ জুন ২০০২

(১০৪৩)
সিরাজগঞ্জে একরাতে ৬ বাড়িতে সর্বহারাদের ডাকাতি, মারধর

হেলাল উদ্দিন, সিরাজগঞ্জ থেকে ঃ সিরাজগঞ্জে একই রাতে সম্ভ্রান্ত ৫টি হিন্দু পরিবারসহ ৬ বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা নিষিদ্ধ ঘোষিত সর্বহারা পার্টির পরিচয় দিয়ে গুলি চালিয়ে ২ জন বাড়িওয়ালাকে জিম্মি করে নগদ টাকাসহ ১০ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়। সোমবার গভীর রাতে জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার চান্দাইকোনা বাজারের মারুটিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার সময় ডাকাত ও গৃহকর্তার মধ্যে কয়েক রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়। ঘটনাস্থলের অদূরে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল থাকলেও গুলির শব্দ ও চিৎকার শুনেও তারা এগিয়ে আসেনি।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, সোমবার রাত অনুমান পৌনে ২টায় সর্বহারা পার্টির পরিচয় দিয়ে ৩০/৪০ জনের সশস্ত্র একটি দল গৃহকর্তাদের ডেকে তোলে। গৃহকর্তা ঘরের দরজা না খুললে ডাকাতদল ২ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। জবাবে গৃহকর্তাদের পক্ষ থেকে ২ রাউন্ড গুলি করা হয়। ডাকাতদল এ সময় বাড়ির মধ্যে ঢুকে আবু সেন, তার স্ত্রী মনিকা সেন ও শশাংক সেনকে জিম্মি করে বেধড়ক মারপিট করে। ডাকাতদলের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়,

গুলি চালালে জিম্মি ৩ জনকে মেরে ফেলা হবে। এ সময় গৃহকর্তা প্রবীণ শিক্ষক মানব সেন, স্থানীয় একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রণব সেন গুলি ছোঁড়া বন্ধ করেন। একযোগে ডাকাতদল বাড়িতে ঢুকে ৩টি কালার টিভি ৪টি ভিসিডি সেট, ৪০ ভরি স্বর্ণের গহনা নগদ ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকাসহ ১০ লাখ টাকার মূল্যবান আসবাবপত্র নিয়ে যায়। রাত অনুমান সাড়ে ৪টায় ডাকাতদল ফিরে যাওয়ার সময় আরো ৩ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। ডাকাতদল গৃহকর্তার লাইসেন্সকৃত একটি একনলা বন্দুক, একটি টুটু বোর বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। গতকাল মঙ্গলবার সকালে গৃহকর্তার ২টি বন্দুক পার্শ্ববর্তী মাঠে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঘটনার সময় চান্দাইকোনা বাজারে রাত্রিকালীন টহল পুলিশ ছিল।

গতকাল দুপুরে পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মাহমুদসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। উত্তরবঙ্গ মহাসড়ক থেকে ডাকাতি হওয়া ৬টি বাড়ির দূরত্ব কোয়ার্টার কি. মি. বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে রায়গঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ধারণা করছে, উক্ত এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে সক্রিয় নিষিদ্ধ ঘোষিত সর্বহারা পার্টির সংঘবদ্ধ একটি দল ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১২ *জুন* ২০০২

(১০৪৪)
সিলেটে কোটিপতি মা-মেয়ে খুন

সংগ্রাম সিংহ, সিলেট ব্যুরো ঃ সিলেট শহরে আবারও জোড়াখুনের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে ঘটে যাওয়া ৫টি জোড়াখুনের ঘটনার মতো এ খুনের ঘাতকরাও অজ্ঞাত। শহরের শিবগঞ্জ সেনপাড়ার তদানীন্তন জমিদার কালীপ্রসন্ন রায়ের 'বীণা' ভবনে এ ঘটনা ঘটে। ওই ভবনে থাকা কোটিপতি বিধবা বীণাপাণি দেব রায় (৭০) ও তার মেয়ে ঊষা রাণী দেব রায়কে (৫০) ঘাতকরা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। যে কক্ষে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে সে কক্ষে আর কেউ থাকত না। খুন হওয়া ঊষা রাণী দেবের স্বামী থাকলেও গত ১০ বছর ধরে তারা সহাবস্থান করছেন না। একমাত্র পুত্র প্রীতিম শেখর দীপ্ত এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থী। সে তার বাবা কলেজশিক্ষক প্রশান্ত শেখর দে'র সঙ্গে থাকত। জোড়াখুনের ঘটনার আসল রহস্য গতকাল পর্যন্ত উদঘাটিত হয়নি।

কেউ নেই ঃ সম্পদের দিক দিয়ে কোটিপতি হলেও খুন হওয়া মা-মেয়ে বীণা ও ঊষার আপনজন বলে যেন কেউ নেই। লাশ উদ্ধার, ময়না তদন্ত, আবার বাসায় ফেরত নেয়ার পর এমনকি মা-মেয়েকে একসঙ্গে চিতায় তোলার পরও কাউকে অশ্রু বিসর্জন দিতে দেখা যায়নি, একমাত্র দীপ্ত ছাড়া। দীপ্ত শুধু কাঁদেনি, তার মধ্যে ক্ষোভ, অসন্তোষ আর প্রতিশোধের ছাপ প্রত্যক্ষ করা গেছে। অনেক কিছুরই নীরব দর্শক যেন সে। পাড়াপড়শী, আত্মীয় সম্পর্কীয়রা সেখানে ভিড় করলেও সবাই কথা বলতে নারাজ। এ নিয়ে সিলেটে ৫টি জোড়াখুনের ঘটনা ঘটল।

'বীণা' ভবনের নিচতলায় একপাশে খুন হওয়া বীণা ও ঊষা থাকতেন, পাশে থাকেন বিধান নামের এক টেলিফোন ব্যবসায়ী। তিনি জানান, মঙ্গলবার সকালে তিনি শিবগঞ্জ বাজারে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলে যান। ফেরেন রাত ১১টায়। ফিরে এসে দেখেন বাসার মূল গেট ও বারান্দার গ্রিল খোলা। অন্যদিন এগুলো বন্ধ থাকত। বিধানের স্ত্রী ইতি রাণী দেব বলেন, আমিও বাসায় ছিলাম না। বাবার বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। ফিরেছি রাত ৯টার দিকে। এই সময়ের মধ্যে পাশের কক্ষে কোন শব্দ শুনতে পাইনি এবং তাদের কাউকে দেখিওনি। তবে মামলার এজাহারে দীপ্ত দাবি করেছে, ওই মহিলা পাশের কক্ষের আওয়াজ শুনেছেন। দ্বিতল ভবনের উপরতলায় থাকেন এক ব্যাংকার দম্পতি। গতকাল তারা ব্যাংকে থাকায় তাদের পাওয়া যায়নি। শুধু কাজের মহিলা ও তাদের ছোট্ট শিশুটি বাসায় ছিল।

পুলিশ ধারণা করছে, সন্ধ্যারাতেই মা-মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। রাত ১১টার দিকে পাশের কক্ষের বিধান এসে বীণা ও ঊষার কক্ষের দরজায় নক করেন। কোন সাড়াশব্দ না পাওয়ায় তিনি আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। লোকজন এসে ডাকাডাকি ও দরজায় ধাক্কাধাক্কির পর রাত আড়াইটায় দরজা ভাঙার পর জবাই করা অবস্থায় বীণা ও ঊষার লাশ উদ্ধার করা হয়। বীণাকে জবাই করে এবং ঊষাকে মাথায় কুপিয়ে ও পেটে ছুরিকাঘাত করে খুন করে ঘাতকরা। বীণাকে ড্রয়িং রুমে খুন করার পর লাশ টেনে নিয়ে ডাইনিং রুমে মেয়ে ঊষার লাশের পাশে ঘাতকরা ফেলে রেখে যায় বলে পুলিশের ধারণা। বাসার ভেতরের আলমারির মালামাল উলটপালট ও বাসার জিনিসপত্র ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় দেখা গেলেও এটা ডাকাতদের কাণ্ড বলে কেউই মেনে নিচ্ছেন না। সবার ধারণা এটা পরিকল্পিত খুন। পুলিশ গতকাল সকাল ৭টায় লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

যুগান্তর, ১৩ *জুন* ২০০২

(১০৪৫)
সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে ঘরছাড়া কলমাকান্দার হরেকৃষ্ণ সরকারের পরিবার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি ঃ কলমাকান্দা উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের হরেকৃষ্ণ সরকারের পরিবার স্থানীয় বিএনপি নামধারী কতিপয় সন্ত্রাসীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এখন বাড়িঘর ছাড়া। হরেকৃষ্ণ সরকারের পুত্র অরুণ সরকার বুধবার নেত্রকোনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের জানান, গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকেই বিএনপি নামধারী কতিপয় ব্যক্তি তাদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। আবু সাঈদের নেতৃত্বে কতিপয় ব্যক্তি ৫ মাস আগে ৮ কাঠা জমি দখল করে জোরপূর্বক ভোগদখল করছে। গত কিছুদিন ধরে এ সব ব্যক্তি তাদের গরু-বাছুর, পুকুরের মাছ, বাঁশ যখন তখন নিয়ে যাচ্ছে। এদের অত্যাচারে বাড়িতে বাস করা যাচ্ছে না। পরিবারটি এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

যুগান্তর, ১৩ *জুন* ২০০২

(১০৪৬)
মোম ব্যবসায়ীকে পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা নিয়েছে পুলিশ!

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ পিস্তল ঠেকিয়ে দু' পুলিশ অফিসার মোম ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫শ' টাকা চাঁদা আদায় করেছে। মোম ব্যবসায়ী যতীন্দ্র সাহা (৫০) ও তার ছেলে রতন সাহা (২২) বৃহস্পতিবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে এসে এ অভিযোগ করেন।

যতীন্দ্র সাহা জানান, তারা পরিবারের সবাই মিলে মৌচাক কিনে এনে তা থেকে মোম তৈরি করে বিক্রি করেন। কাজের চাপ বেশি থাকলে তাদের রাতভর কাজ করতে হয়। বুধবার রাতেও তারা তাদের নন্দিপাড়ার সাত্তার মিয়ার ভাড়াটিয়া বাড়িতে বসে মোম বানাচ্ছিলেন। এ সময় দারোগা জিয়া ও তানভীরের নেতৃত্বে একটি পুলিশদল তাদের বাসায় যায় এবং অবৈধ কাজকর্মের অভিযোগ তুলে বাড়ি তল্লাশির পর তাদের কাছে ২০ হাজার টাকা দাবি করে। নইলে তাদের ধরে নিয়ে যাবার হুমকি দেয়া হয়। যতীন্দ্র টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাদের

টাকার রেট কমতে কমতে ১ হাজার টাকায় নামে যতীন্দ্র তাও দিতে অস্বীকার করলে দারোগা জিয়া পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা দিতে বলে। এ সময় যতীন্দ্রের স্ত্রী পুলিশের হাত-পা ধরে মাটির ব্যাংক ভেঙে ৫শ' টাকা দিয়ে দেন। পরে আরও ৫শ' টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

এ ব্যাপারে দারোগা জিয়া ও তানভীর জানান, আসামি ধরতে তারা নন্দিপাড়া এলাকায় গিয়েছিলেন। আসামি পালিয়ে গেলে খুঁজতে খুঁজতে তারা যতীন্দ্রের বাড়ি তল্লাশি করেন। তবে পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ বানোয়াট।

সংবাদ, ১৪ জুন ২০০২

(১০৪৭)
পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন
সাতক্ষীরার গ্রামে ১১০ বিঘা জমি দখলের চেষ্টা, বৃদ্ধা গৃহবন্দি

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ এক সংখ্যালঘু পরিবারের ১১০ বিঘা জমি আত্মসাৎ করার চেষ্টায় জমির মালিক দীপ্তি চ্যাটার্জিকে নিজ বাড়িতে প্রায় ২০ দিন ধরে আটকে রাখা হয়েছে। তিনি তার বাড়ির দোতলা থেকে নিচে নামতে পারছেন না, এমনকি পূজা-অর্চনাও করতে পারছেন না। স্থানীয় কিছু যুবক জমির মালিকের পক্ষ নেওয়ায় একটি মহল তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে একের পর এক হয়রানি করছে। গত ৪ জুন এসব ঘটনা উল্লেখ করে জমির মালিক দীপ্তি চ্যাটার্জি সাতক্ষীরা পুলিশ সুপার বরাবর আবেদন করেও কোনো প্রতিকার পাননি। সাতক্ষীরার তালা উপজেলার খলিশখালি ইউনিয়নের বাগমারা গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটেছে।

গত রোববার বাগমারা গ্রামের ওই বাড়িতে গেলে স্থানীয় আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ আলী শেখ ও নজরুলসহ অনেকে বলেন, আওয়ামী লীগ সমর্থক মতিয়ার সরদার, আমজাদ, আব্দুস ছাত্তার, হাফিজুর রহমান, বিএনপি সমর্থক আবুল হাসেম ও সাবেক সাংসদ খলিলুর রহমানসহ আরো কয়েকজন মিলে দীপ্তি চ্যাটার্জির ১১০ বিঘা জমিসহ তার বিশাল বাড়িটি দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

স্থানীয় যুবক বাপ্পা, অরবিন্দু, অসিত, বাবুল গাজী, হাফিজুলসহ ১৫-২০ জন অবৈধভাবে বাড়ি ও জমি দখলের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় মতিয়ার সরদার তাদের নামে ছিনতাই চাঁদাবাজি, চুরি, ধর্ষণসহ বিভিন্ন মামলা দিয়ে হয়রানি করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জমির মালিক দীপ্তি চ্যাটার্জি জানান, একমাত্র ভাই শিবু চ্যাটার্জি মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় বাবা সুধীর কৃষ্ণ চ্যাটার্জির মৃত্যুর পর তিনি বাবার ১১০ বিঘা জমি ও এই বাড়ির উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু দীর্ঘদিন ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য ভারতে থাকার সুযোগে খলিলুর রহমান ও আবুল হোসেন গত বছরের ৯ আগস্ট একটি ভুয়া পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সৃষ্টি করে জমি ও বাড়ি দখলের চেষ্টা চালায়।

তিনি বলেন, সাতক্ষীরা যুগ্ম জজ ১ নং আদালতে (৬/২০০২ নং) দেওয়ানি মামলা করেও কোনো লাভ হয়নি। খলিশখালি পুলিশ ক্যাম্পের দুই দারোগা রুহুল আমিন ও আমিনুর রহমান দখলকারীদের সহযোগিতা করছেন। দারোগা আমিনুর রহমান গত এক সপ্তাহে কয়েকবার এসে হুমকি দিয়ে গেছেন বাড়ি ছেড়ে চলে না গেলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

খলিশখালি পুলিশ ক্যাম্পে যোগাযোগ করা হলে দারোগা রুহুল আমিনকে পাওয়া যায়নি। তবে অপর দারোগা আমিনুর রহমান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে কোনো সময় একটা অঘটন ঘটতে পারে এজন্য তালা থানার ওসি ওই বাড়ির দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে বলেছেন। দুদিন যাওয়ার পর একটি মহলের চাপে আর খোঁজ খবর নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

তালা থানার ওসি মতিয়ার রহমান এ প্রসঙ্গে বলেন, ওই বাড়ি ও জমি নিয়ে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে যেকোনো সময় অঘটন ঘটতে পারে। অবৈধভাবে যেন কেউ দখল নিতে না পারে এজন্য খলিশখালি পুলিশ ক্যাম্পকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাওয়ার অব অ্যাটর্নির একাংশের মালিক সাবেক সাংসদ খলিলুর রহমানের ভাই হাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে বলেই দখলে যাব। তিনি বাগমারা গ্রামের কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে স্বীকার করেন। এ ব্যাপারে গত মঙ্গলবার জমির মালিক দীপ্তি চ্যাটার্জির ভাইপো আদালতে আরেকটি মামলা দায়ের করেছেন।

প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০০২

(১০৪৮)
নড়িয়ায় স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণের পর অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা

শরীয়তপুর প্রতিনিধি ঃ গত ১০ জুন শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর গ্রামে স্বামীকে বেঁধে রেখে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ধর্ষণের পর অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা।

জানা গেছে, ওইদিন অলঙ্কার ব্যবসায়ী ত্রিনাথ চন্দ্র ভোজেশ্বরে শ্বশুরবাড়ির পাশের বাড়িতে স্ত্রী কৃষ্ণা (২৫)কে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। গভীর রাতে ১০/১২ জন সন্ত্রাসী দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে ত্রিনাথকে বেঁধে কৃষ্ণাকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। এ সময় কৃষ্ণা বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামীর সামনেই কৃষ্ণাকে ধর্ষণ করে। এরপর তারা বাইরে থেকে ত্রিনাথকে তালা বন্ধ করে রেখে কৃষ্ণাকে জোরপূর্বক নিয়ে চলে যায়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিনাথ সন্ত্রাসীদের ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

আজকের কাগজ, ১৪ জুন ২০০২

(১০৪৯)
লালমোহনে নমিতা হত্যাকাণ্ড সংখ্যালঘুরা আতংকিত ঃ পুলিশ বিব্রত

শিপু ফরাজী, লালমোহনের গজারিয়া থেকে ফিরে ঃ লালমোহনের গজারিয়ায় গৃহবধূ নমিতা ঘোষের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত, পুলিশ প্রশাসন বিব্রত এবং সংখ্যালঘুরা আতংকিত। আসামি ছিনতাই নাটকের পর আসামিরা আত্মসমর্পণ করেছে। ডিউটি অফিসারসহ এক কনস্টেবল ক্লোজ হওয়ার পর ওসিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। খুনের ব্যাপারে মামলা হলেও কাউকে আসামি করা হয়নি। থানা সদর থেকে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে গজারিয়া বাজারে নিজ ঘরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান নমিতা ঘোষ (৩৫) ৫ জুন রাতে। অস্ত্রধারীরা তাকে রাতের আঁধারে গুলি করে পালিয়ে যায়। হাসপাতালে নেয়ার পথে প্রাণ হারান নমিতা ঘোষ। চরফ্যাশন উপজেলা থেকে ২৫ কিলোমিটার উত্তরে লালমোহন উপজেলায় ঘটনাস্থলে গিয়ে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১০ শতাংশ জমি নিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে নমিতার স্বামী গৌতম ঘোষ এই ১০ শতাংশ জমি লিজ নিয়ে বসবাস শুরু করে। পার্শ্ববর্তী জমি লিজ নেয় বিএনপি নেতা শাজাহান বাচ্চু, যিনি বর্তমানে গজারিয়ার চেয়ারম্যান। তিন বছর আগে নমিতার স্বামী গৌতম ঘোষ মারা গেলে তিন কন্যা ও

এক পুত্রকে নিয়ে নমিতা অসহায় হয়ে পড়েন। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিএনপি নেতা শাজাহান বাচ্চু নমিতাকে ওই লিজপ্রাপ্ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র আঁটে। প্রাথমিক ষড়যন্ত্রের কৌশল হিসাবে নমিতার কলেজপড়ুয়া কন্যাদের অপহরণ কিংবা সম্ভ্রমহানির হুমকি দেয়। এতে নমিতা আতংকিত হয়ে পড়েন। অতি সম্প্রতি শাজাহান বাচ্চুর সৈনিক পুত্র ফিরোজ ছুটিতে বাড়ি এসে বিতর্কিত ওই ভূমিতে পাকাঘর নির্মাণের কাজ শুরু করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নমিতা ঘোষ শাজাহান বাচ্চু গংদের বিরুদ্ধে লালমোহন থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করেন। এই ডাইরির বিষয়টি শাজাহান বাচ্চু মেনে নিতে পারেনি। স্থানীয় লোকজন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের ধারণা শাজাহান গংরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। হত্যাকাণ্ডের পরদিন ওসি ফজলুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে খুনের মোটিভ সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং শাজাহান বাচ্চু ও তার জামাতাকে গ্রেফতার করেন। ওই দিন স্থানীয় বিএনপির নেতারা আসামিদের পুলিশ হেফাজত থেকে ছিনতাই করে নিয়ে আসে। কিন্তু বলা হয় পুলিশ উৎকোচ নিয়ে আসামিদের ছেড়ে দিয়েছে। বিপত্তি ঘটে এখানেই। প্রথমে ওসি দাবি করে আসামিরা পালিয়েছে, কর্তব্য অবহেলার দায়ে ডিউটি অফিসার ও এক কনস্টেবলকে লাইনে ক্লোজ করেন ওসি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দাবি করা হয় আসামি ছিনতাই হয়েছে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। কর্তব্য অবহেলার দায়ে ওসি ফজলুল হককে সাসপেন্ড করা হয়। এদিকে নিহত নমিতা ঘোষের একমাত্র পুত্র সুরঞ্জিত ঘোষ বাদী হয়ে লালমোহন থানায় যে মামলা করেছেন তাতে কোন নির্দিষ্ট আসামি দেয়া হয়নি। তবে সুরঞ্জিতের ঘনিষ্ঠজনরা জানিয়েছেন, অব্যাহত হুমকির মুখে এখন টিকে থাকাই তাদের জন্য বড় কথা হয়েছে দাঁড়িয়েছে। ওরা আর কাউকে হারাতে চায় না। অপরদিকে লালমোহন থানার বিএনপি নেতা পৌর চেয়ারম্যান এনায়েত কবির বলেছেন, আসামি ছিনতাই ঘটনার সঙ্গে দলের কেউ জড়িত ছিল না। তারা পুলিশের কাজে অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করে আসছে। পুলিশের কাজে তারা কখনও বাধা সৃষ্টি করেনি।

যুগান্তর, ১৫ জুন ২০০২

(১০৫০)
অপহরণের ৮ দিন পর চলন্ত বেবিট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে পড়ে রক্ষা

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) থেকে সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার রাতে অপহরণের ৮ দিন পর প্রাণ বাঁচাতে অপহরণকারীদের চলন্ত বেবিট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে পড়ে হাইওয়ে পুলিশের কাছে আশ্রয় নেয় কালীগঞ্জের মহাদেবপুরের অধিরধনী। ৪ জুন চরমপন্থীদের ধার্যকৃত ৫ লাখ টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে অপহরণ করা হয়। অধিরধনী জানায়, তাকে চোখ বেঁধে প্রথমে মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানার এক গ্রামে রাখে। পরে ঝিনাইদহ ফুরসন্ধি গ্রামে আটক রাখে এবং ওইদিন মঙ্গলবার রাতে মাগুরা জেলার আলমখালি গ্রামে নিয়ে যাওয়ার সময় সে চলন্ত বেবি থেকে ঝাঁপ দিয়ে দৌড়ে পুলিশের কাছে আশ্রয় নেয়।

সংবাদ, ১৫ জুন ২০০২

(১০৫১)
চাঁদা না পেয়ে সংখ্যালঘু কৃষকের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে জোট সন্ত্রাসীরা মামলা না নিয়ে থানার আপসের পরামর্শ

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ চাঁদা না পেয়ে জোট সরকার সমর্থক সন্ত্রাসীরা লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হাত-পায়ের হাড়গোড় ভেঙে হাসপাতালে পাঠিয়েছে বিধান রায় (৩৫) নামে এক সংখ্যালঘু সাধারণ কৃষককে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বিধান।

অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগসহ থানায় মামলা দায়ের করতে গেলেও পুলিশ মামলা না নিয়ে উল্টো আপসের প্রস্তাব দিয়েছে সংখ্যালঘু পরিবারটিকে। এ ঘটনা ঘটেছে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার ঘোষপুর ইউনিয়নের লংকারচর গ্রামে।

জানা গেছে, জোট সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদার দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে বিধান ও তার পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দিয়ে আসছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিধান রায় গত ২৬ মে বোয়ালমারী থানায় একটি জিডি এন্ট্রি করলে সন্ত্রাসীরা ক্ষুব্ধ হয়। গত শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ি সংলগ্ন একটি জমিতে চাষ করার সময় সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র অবস্থায় বিধান রায়ের ওপর হামলা চালায়। তারা রামদা দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করাসহ লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে তার দুই হাত ও দুই পায়ের হাড়গোড় ভেঙে ফেলে। এ সময় তার আর্তচিৎকারে পরিবারের অন্য সদস্যরা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা তাদেরও ধাওয়া করে। এলাকার লোকজন পরে মৃতপ্রায় বিধানকে উদ্ধার করে বোয়ালমারী হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদিকে পরদিন রোববার বিধান রায়ের পক্ষে তার বড়ো ভাই ননী গোপাল সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সম্বলিত মামলা দায়ের করার উদ্দেশ্যে বোয়ালমারী থানায় গেলেও পুলিশ মামলা নেয়নি। বোয়ালমারী থানার ওসি আমজাদ হোসেন রহস্যজনক কারণে মামলা রেকর্ড না করে বাদীপক্ষকে আপস করার প্রস্তাব দেয়। এমনকি ওসি নিজেই জোট সমর্থক ইউপি চেয়ারম্যানকে আপসের দায়িত্ব দেন। একদিকে গত ৫ দিনেও থানা মামলা নেয়নি, অন্যদিকে জোট সন্ত্রাসীরা সরকার সমর্থক প্রভাবশালী নেতাদের ইন্ধনে সংখ্যালঘু পরিবারকে নানা ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। কথিত আপস প্রক্রিয়ার পাশাপাশি হুমকির মুখে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এই সংখ্যালঘু পরিবারটি।

ভোরের কাগজ, ১৫ জুন ২০০২

(১০৫২)
শাহজাদপুরে কলেজ শিক্ষকের বাড়িতে হামলা ভাংচুর লুট ॥ গ্রেফতার ৩

সিরাজগঞ্জ ও শাহজাদপুর প্রতিনিধি ঃ গত শুক্রবার মধ্যরাতে শাহজাদপুর পৌর এলাকার দ্বাড়িয়াপুর মহল্লায় এক অবরসপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষকের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হামলা করে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করে। সন্ত্রাসীদের হামলায় গৃহকর্ত্রীসহ তিনজন আহত হয়েছে। পুলিশ ওই রাতেই এজাহারভুক্ত আসামি লাবলু, রিপন ও গতকাল শনিবার সকালে শফিককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

শুক্রবার রাত ১ টার দিকে গ্রেফতারকৃত লাবলুর নেতৃত্বে ১০ জন সন্ত্রাসী সিরাজগঞ্জ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীশ চন্দ্র সাহার বাড়িতে হামলা করে। সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতে ব্যাপক ভাংচুর চালায় এবং একটি সাদা-কালো টিভি, স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকাসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের লুটপাটে বাধা দিতে গিয়ে গৃহকর্ত্রী উল্লাপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী আভারানী সাহা, ভাগ্নে গৌতম ও তাপস আহত হয়। শাহজাদপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল থেকে দুজন ও শনিবার সকালে একজনসহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করে। স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক তার বাসা স্ত্রীর কর্মস্থল উল্লাপাড়ায় স্থানান্তর করছিলেন। এতে কিছু লোক ধারণা করে, তিনি হয়তোবা দেশত্যাগ করছেন। গভীর রাতে পৌর এলাকার প্রাণকেন্দ্রে এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলায় এলাকাবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে শাহজাদপুর থানায় ১০ জনকে অভিযুক্ত করে একটি চাঁদাবাজি ও হামলার মামলা রুজু করা হয়েছে।

যুগান্তর, ১৬ জুন ২০০২

(১০৫৩)
মহাদেবপুরে ফের আদিবাসী উচ্ছেদের পাঁয়তারা বিএনপি ক্যাডারদের সরেনের ভাগ্যবরণের হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নওগাঁ ঃ নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার বড় মহেষপুর গ্রামের আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার জন্য স্থানীয় বিএনপি ক্যাডাররা উঠেপড়ে লেগেছে। সাজ্জু নামের এক ক্যাডার সেখানকার আদিবাসী নেতা রুনু পাহানকে আলফ্রেড সরেনের মতো হত্যার হুমকি দিয়েছে। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মকিম উদ্দিনের সহায়তায় শরিফপুর গ্রামের আমিনুল ইসলাম আদিবাসীদের উচ্ছেদের প্রচেষ্টা করছে। পুলিশও তাদের রক্ষার পরিবর্তে উল্টো গ্রেফতারের হুমকি দিয়েছে। ওই গ্রামের ৭০ ঘর আদিবাসী বিএনপি ক্যাডারদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

তথ্য অনুসন্ধানে জানা গেছে, বড় মহেষপুর গ্রামের ২ একর ১৪ শতক পরিমাণ একটি খাসপুকুরপাড়ে যুগ যুগ ধরে ৬০/৭০টি আদিবাসী পরিবার বসবাস করে আসছে। তিন একরের কম পরিমাণ খাসপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে লিজ দেয়ার বিধান না থাকলেও চেরাগপুর ইউপি চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা মকিম উদ্দিন সম্প্রতি পুকুরটি লিজ দেয়ার কথা বলে আদিবাসীদের কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা আদায় করে। কিন্তু পরবর্তীতে আমিনুল ইসলাম নামে এক বিএনপিকর্মীর নামে গোপনে এবং বেআইনীভাবে পুকুরটি লিজ দেয় বলে দাবি করা হয়। এর প্রেক্ষিতে আমিনুল বিএনপি ক্যাডারদের নিয়ে আদিবাসীদের উচ্ছেদের হুমকি দিয়েছে। এমনকি দলীয় প্রভাব খাটিয়ে তারা থানা পুলিশকে হাত করেছে। শুক্রবার বিকালে পুলিশ আদিবাসীদের থানায় হাজির হওয়ার নোটিস দেয় এবং হাজির না হলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ারও হুমকি দিয়েছে। বিষয়টি ইউএনওকে জানানো হয়েছে বলে আদিবাসীরা এ প্রতিনিধিকে জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, এই মহাদেবপুরের ভীমপুরে আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেনকে বিএনপি নেতা হাতেমের লোকজন হত্যা করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ জুন ২০০২

(১০৫৪)
হুমকি

শাহজাদপুর প্রতিনিধি ঃ ধার্যকৃত চাঁদার ৫০ হাজার টাকা না পেয়ে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ গত সোমবার গভীর রাতে উপজেলার মাদলা গ্রামের সুবল চাকী নামের একজন চিকিৎসককে বেদম প্রহার করে। এ সময় চাঁদাবাজরা ব্যাপক ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায় এবং ধার্যকৃত চাঁদা না দিলে সুবল চাকীর ছেলেকে অপহরণের হুমকি দিয়ে যায় বলে তার পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

ভোরের কাগজ, ১৬ জুন ২০০২

(১০৫৫)
সন্তানের ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে মা আহত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠির নলছিটিতে গত ১০ জুন দিবাগত রাতে লাংগুলী গ্রামের কেশব রায়ের বাড়িতে সিঁধ কেটে ৪/৫ জনের একটি দুর্বৃত্ত দল প্রবেশ করে তার কলেজ পড়ুয়া কন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কেশব রায়ের স্ত্রী মনিকা রানী (৪০) বাধা দিলে দুর্বৃত্তরা তাকে

কুপিয়ে আহত করে। তাদের চিৎকারে লোকজন ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। কেশব রায় ঢাকায় ছোটখাটো ব্যবসা করেন।

ভোরের কাগজ, ১৭ জুন ২০০২

(১০৫৬)
সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের শিকার কলমাকান্দার এক সংখ্যালঘু পরিবার

নেত্রকোনা (উত্তর) প্রতিনিধি ঃ কলমাকান্দা উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের হরেকৃষ্ণ সরকারের পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। হরেকৃষ্ণ সরকারের পুত্র অরুণ সরকার গত ১২ জুন স্থানীয় প্রেসক্লাবে এসে অভিযোগ করেন, আবু সাঈদের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা ইতিপূর্বে তাদের ৮ কাঠা আবাদি জমি দখল করে নেয়। এরপর বাড়ির গরু বাছুর ও পুকুরের মাছ লুট এবং গাছপালা কেটে নেওয়াসহ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

ইজ্জত ও জীবন হারানোর ভয়ে হরেকৃষ্ণ সরকার যুবতী মেয়েসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। এসব ব্যাপারে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে জানিয়ে কোনো ফলাফল না পেয়ে হরেকৃষ্ণ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

ভোরের কাগজ, ১৭ জুন ২০০২

(১০৫৭)
ভৈরবে মেয়েকে ধর্ষণ চেষ্টায় ব্যর্থ ধর্ষকরা মায়ের সম্ভ্রম লুটেছে সন্তানদের সামনে

ভৈরব, ১৬ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভৈরবের পল্লীতে এক সংখ্যালঘু পরিবারের যুবতী মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সন্তানদের সামনেই এক নরপশু ধর্ষণ করেছে যুবতীর মাকে। এ ঘটনা কাউকে জানালে সবাইকে হত্যা করা হবে— এই হুমকি দেয়ায় পরিবারটি আইনের আশ্রয় নিতে পারছে না। ঘটনাটি ঘটেছে ১১ জুন রাত ২ টায় ভৈরব থানা থেকে ৭ কি. মি. দূরে উপজেলার শিমুলকান্দি ইউনিয়নের রাজনগর পল্লীর হিন্দুপাড়ায়। জানা গেছে, রাজনগর পল্লীর মৃত আবদুল খালেক মিয়ার ছেলে হাসান আলী (২৭) ও নোয়াজ মিয়ার ছেলে বাবুল মিয়া (২৮) সহ ৩ জন একই পল্লীর হিন্দু পাড়ার প্রফুল্ল চন্দ্র দেবনাথের ঘরে গত ১১ জুন রাতে প্রবেশ করে। তারা প্রফুল্ল চন্দ্রের যুবতী মেয়েকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে। এ সময় মেয়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে মা কানন বালা (৪০) এগিয়ে এলে নরপশু হাসান আলী তাঁকে সন্তানের সামনে ধর্ষণ করে।

ঘটনার পর প্রফুল্ল বাড়ি এসে সব শুনে এলাকার মাতব্বরদের জানান। কিন্তু গ্রাম্য প্রধানরা ব্যস্ততা ও নানা কাজের অজুহাতে কালক্ষেপণ করতে থাকে।

প্রফুল্লর স্ত্রী এই প্রতিনিধিকে জানান, ঘটনার দিন স্বামী বাড়ি ছিলেন না। তাঁর ননদ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে রাত প্রায় ২টায় ঘরের বাইরে গেলে নরপশুরা তার ননদকে অস্ত্রের মুখে আটকে রেখে বাবুল ও হাসান আলী ঘরে ঢুকে তাঁর যুবতী মেয়েকে ঘুম থেকে টেনেহিঁচড়ে নেয়ার চেষ্টা করে। মেয়েকে কলঙ্কিত না করার জন্য নরপশুদের কাছে অনুনয় বিনয় করলে হাসান আলী মেয়ে ও ২ সন্তানের সামনে তাকেই ধর্ষণ করে। প্রতিবেশীরা জেগে গেলে ধর্ষণকারীরা পালিয়ে যায়। যাবার সময় এ ঘটনা যাতে কাউকে না বলে সে জন্য তাদের শাসিয়ে যায়। রাজনগর বাজার কমিটির সভাপতি আকবর মিয়া বলেন, ঘটনাটি সত্য।

এলাকায় সালিশ দরবারের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সমাধান না হলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে ধর্ষণের এই ঘটনার ৫দিন হয়ে গেলেও থানায় কোন মামলা হয়নি। ধর্ষণের আলমত নষ্টের উদ্দেশ্যেই গ্রাম্য মাতব্বররা সালিশীর নামে কালক্ষেপণ করছে বলে এলাকায় অভিযোগ উঠেছে। ফলে এই পরিবারটি বিচার পাবে কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ জুন ২০০২

(১০৫৮)
বহিষ্কৃত বিএনপি নেতার কাণ্ড
বান্দরবানে ৪ পাহাড়ির জমি দখল করে হাউজিংয়ের রাস্তা নির্মাণ

বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, বান্দরবান ঃ বান্দরবানে জেলা বিএনপির কথিত সাধারণ সম্পাদক কাজী মহতুল হোসেন যত্ন পাহাড় কেটে হাউজিং এস্টেট করার জন্য চারটি পাহাড়ি পরিবারের বসতভিটা ও চাষের জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে বান্দরবান থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি বলে ওই পরিবারগুলো জানিয়েছে।

জানা যায়, বান্দরবান সেনা ব্রিগেডের সদর দপ্তর সংলগ্ন এলাকায় ৪৩নং খতিয়ানের ৭৩৮ দাগ নম্বরে পৈতৃক জমির ওপর উদ্বেন্দু বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা ও সুশীল বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যাসহ চারটি পাহাড়ি পরিবার বসবাস করে। তাদের বসতভিটা ও চাষের জমি সংলগ্ন একটি পাহাড় কাজী মহতুল হোসেন যত্ন ৫-৬ বছর আগে অপর একজন পাহাড়ির কাছ থেকে কেনেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি পাহাড়টি কেটে হাউজিং এস্টেট করার জন্য তৎপরতা শুরু করেন এবং পাহাড় কাটার বুলডোজার ও ট্রাক চলাচল উপযোগী রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রতিবেশী উদ্বেন্দু ও সুশীল তঞ্চঙ্গ্যাকে বসতভিটার জায়গা-জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যত্ন জনস্বার্থের কথা বলে পৌরসভা থেকে গত এপ্রিল মাসে একটি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে নিলেও এলাকার লোকজনের আপত্তির মুখে পরে প্রকল্পটি পৌরসভা বাতিল করে।

সুশীল তঞ্চঙ্গ্যা ও সুনীলা তঞ্চঙ্গ্যা জানান, যত্ন গত ৯ জুন ২০-২৫ জন লোক নিয়ে বেড়া ভেঙ্গে সেগুন গাছ, আখের ক্ষেত ধ্বংস করে তাদের জায়গা জমি দখল করে নেন। এ সময় তারা ব্রিগেড সদর দপ্তরে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে রক্ষা পান। এ সময় ব্রিগেড মেজর শামীম গিয়ে কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেও নির্দেশ উপেক্ষা করে যত্নের লোকজন রাস্তা নির্মাণ করতে থাকে।

তারা অভিযোগ করেন, এ ব্যাপারে উদ্বেন্দু গত মঙ্গলবার বান্দরবান থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ মামলা নেয়নি। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইসহাক জানান, ধর্তব্য অপরাধ নয় বলে মামলা নেওয়া হয়নি। তবে দাঙ্গাহাঙ্গামার আশঙ্কায় রাস্তার নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার জন্য যত্নকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

জেলা পরিষদের কর্মচারী উদ্বেন্দু তঞ্চঙ্গ্যা আরো জানান, গত ১ ও ৩ এপ্রিল যত্নের ভাড়াটিয়া লোকজন তার বসতবাড়িতে হামলা চালায়। সে সময় তিনি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে লিখিত আবেদনও করেন। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাম্যাচিং মার্মা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এদিকে কাজী মহতুল হোসেন যত্ন জানান, পৌরসভা চেয়ারম্যানের মৌখিক নির্দেশে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে জমি দখল করে অবৈধভাবে রাস্তা নির্মাণের কথা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেছেন, কারো ক্ষতি করার জন্য নয়, জনস্বার্থে ঠিকাদারের মাধ্যমে ওই রাস্তার নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে পৌরসভা চেয়ারম্যানের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে পৌরসভার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, ব্রিগেড অফিস সংলগ্ন উদ্বেন্দুদের বাড়ি এলাকায় রাস্তা নির্মাণের জন্য যত্ন কিংবা অন্য কোনো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে বলা হয়নি।

কাজী মহতুল হোসেন যত্ন নিজেকে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পরিচয় দিলেও তাকে জেলা বিএনপি বহিষ্কার করেছে।

এ ব্যাপারে জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাম্যাচিং মার্মা যত্নকে বহিষ্কারের কথা স্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন, দুর্নীতি ও দলকে ব্যবহার করে বিতর্কিত ভূমিকার কারণে তাকে বহিষ্কার করা হলেও কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে এ ব্যাপারে এখনো কোনো চিঠি পাওয়া যায়নি।

প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০০২

(১০৫৯)
চাটমোহরে খ্রীস্টান পল্লীতে ফের চাঁদাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকি

পাবনা, ১৬ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পাবনার চাটমোহরের সংখ্যালঘু খ্রীস্টান পল্লীতে সন্ত্রাসীরা আবারও চাঁদা দাবী করেছে। চাঁদা না দিলে তাদেরকে ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ ও প্রাণনাশের হুমকিও দেয়া হচ্ছে। ফৈলজানা, কদমতলীসহ এ এলাকার সংখ্যালঘু খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো আবারও সন্ত্রাসীদের হামলার আশঙ্কায় আতঙ্কিত ও ভীতসন্ত্রস্ত জীবনযাপন করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ জুন ২০০২

(১০৬০)
নড়িয়ায় স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে অপহরণ

শরীয়তপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নড়িয়া উপজেলার মশুরা গ্রাম থেকে দুর্বৃত্তরা স্বামীর হাত পা বেঁধে রেখে তার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এ ঘটনাটি ঘটে গত সোমবার (১০ জুন) রাত ৩টার দিকে। অপহৃতার নাম নিভা রানী ওরফে কৃষ্ণা বয়স ২৫ বছর।

কৃষ্ণার পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ভোজেশ্বর বন্দরের উত্তর পাশে মশুরা গ্রামে কৃষ্ণা তার স্বামী তৃনাদ মালাকারকে নিয়ে একটি ভাড়া করা বাড়িতে বসবাস করতো। ঘটনার সময় কৃষ্ণা তার স্বামী তৃনাদকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা ঘরে প্রবেশ করে কসটেপ ও গামছা দিয়ে তৃনাদের হাত-পা বেঁধে ফেলে এবং মুখে টেপ দিয়ে এঁটে দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে কৃষ্ণাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে, কৃষ্ণা ও তৃনাদের মধ্যে বিয়ের আগে দীর্ঘ ৩ বছর প্রেম চলেছে। এ প্রেমের পরিণতিতে গত দেড় বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। কৃষ্ণার স্বামী ভোজেশ্বর বন্দরের একজন সোনা ব্যবসায়ী। তার নিজ বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলায়। কৃষ্ণা অপহৃত

হওয়ার পর তার ঘরে কসটেপ ২টি সোনার চুড়ি, ব্লেড ও বিছানাপত্র অগোছানো অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তৃনাদকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। গত মঙ্গলবার ভোরে নড়িয়া থানাপুলিশ কৃষ্ণাদের বাসায় যায় এবং কৃষ্ণার স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নড়িয়া থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনাটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

সংবাদ, ১৮ জুন ২০০২

(১০৬১)
গৌরনদীতে ছিনতাইয়ের টাকা উদ্ধার করে ছাত্রদল ক্যাডারদের ভাগ-বাটোয়ারা

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ গৌরনদীর ছাত্রদল ক্যাডাররা ছিনাতাইকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে। জোট নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে পরে কিছু টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। একই ক্যাডাররা গত বছর নির্বাচনের পর সংবাদপত্রবাহী গাড়ি আক্রমণ, ভাঙচুর ও লুট করেছিল।

ক্ষতিগ্রস্ত সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুরের গোপাল ফ্লাওয়ার মিলের প্রতিনিধি প্রশান্ত চক্রবর্তী মঙ্গলবার গৌরনদী ও টরকীসহ বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানের বকেয়া পাওনা বাবদ প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা নগদ আদায় করেন। এরপর সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মাদারীপুর যাওয়ার জন্য কুষ্টিয়াগামী নাজ পরিবহনের বাসে ওঠেন। টেম্পোতে পশ্চাৎধাবনকারী রাজ্জাক, বাচ্চু ও দোসররা বার্থী ও ইল্লা বাসস্ট্যান্ডের মাঝখানে বাস থামাতে বাধ্য করে যাত্রী প্রশান্ত চক্রবর্তীকে নামিয়ে মারধর ও টাকা পয়সা ছিনতাই করে। এ সময় আক্রান্তের চিৎকারে জনতা এগিয়ে এসে ছিনতাইকারীদের ধাওয়া দিয়ে গাইনেরপাড়গ্রামে আসমান ঘরামীর খড়ের গাদায় লুকানো অবস্থায় তাদের আটক করে। তখন ছাত্রদল ক্যাডার সবুজ খা এবং যুবদল নেতা কিসলু সরকার ছিনতাইকৃত অর্থ আদায় করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ছিনতাইকারীদের ছাড়িয়ে নেয় এবং অর্থ ভাগ-বাটোয়ারা ও আত্মসাৎ করে তাদের ছেড়ে দেয়। পরে ৪ দলীয় জোটভুক্ত জামাতে ইসলামীর উপজেলা আমীর মাওলানা জাকির হোসেনের প্রচেষ্টায় মাত্র ১৯ হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হয় গতকাল সকালে। এই ছাত্র ও যুবদল ক্যাডাররাই সাধারণ নির্বাচনের পর গত ৩১ অক্টোবর সংবাদপত্রবাহী গাড়িতে হামলা ও লুটপাট করলেও কোনো শাস্তি হয়নি। এবারেও মামলা হয়নি।

ভোরের কাগজ, ২০ জুন ২০০২

(১০৬২)
মোহনগঞ্জে সংখ্যালঘু কলেজছাত্রী ধর্ষিত

মোহনগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মোহনগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের এক সংখ্যালঘু সহকারী শিক্ষকের কন্যা মোহনগঞ্জ মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুর দু'টায় পার্শ্ববর্তী বারহাট্টা থানার সিংধা ভরতপুর গ্রামে।

জানা গেছে, ঘটনার দিন ওই ছাত্রী যখন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল তখন থুনাল্লারচর গ্রামের মৃত শারমান মুন্সির ছেলে শহীদ (৩০) ও চরসিংধা গ্রামের মৃত লাল হোসেনের ছেলে সুমন (২৫) ধারালো অস্ত্রের মুখে ছাত্রীটিকে পাটক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে। এ ঘটনা বারহাট্টা থানা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে পুলিশ দ্রুত এসে ধর্ষিতাকে উদ্ধার করে প্রথমে মোহনগঞ্জ

হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে পুলিশ হেফাজতে ময়মনসিংহ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

এ ব্যাপারে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে সুমনের বড় ভাই তারা মিয়া ও রাইছ মিয়াকে গ্রেফতার করেছে। মূল আসামিদ্বয় পলাতক রয়েছে। এ ঘটনায় এলাকার অভিভাবকরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

সংবাদ, ২১ জুন ২০০২

(১০৬৩)
৭ দিনেও গঙ্গা রানীকে উদ্ধার করা যায়নি মধুপুরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ অপহরণের ৭ দিন পরও পুলিশ মধুপুরের স্কুলছাত্রী গঙ্গা রানীকে উদ্ধার এবং অপহরণকারী দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করতে পারেনি। ১৪ জুন রাতে মধুপুর থানার হাসিল গ্রামের একটি বাড়ি থেকে ইউসুফ আলি এবং তার পিতা শাহজাহানের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একদল সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে গঙ্গা রানীকে অপহরণ করে। এ সময় অপহরণকারী সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে এসে অপহৃতার মা রীনা রানী আহত হন। এ ঘটনার পর মধুপুরের হাসিল, মির্জাবাড়ি, আমবাড়িয়া এবং ব্রাহ্মণবাড়ি এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ এবং এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, মধুপুর উপজেলার মির্জাবাড়ি ইউনিয়নের হাসিল গ্রামের অধিবাসী ক্ষুদে ব্যবসায়ী লক্ষ্মীকান্ত দেবনাথের মেয়ে এবং ব্রাহ্মণবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী গঙ্গা রানী দেবনাথ (১৪) ও তার চাচাত বোন লাবনি ১৪ জুন রাত ৮টায় নিজের বাড়ির একটি ঘরে বসে বই পড়ছিল। এ সময় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একই গ্রামের দুর্বৃত্ত ইউসুফ আলী (২০) ও তার পিতা শাহজাহান আলির নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একদল সন্ত্রাসী আকস্মিকভাবে ওই ঘরে ঢুকে পড়ে। দুর্বৃত্তদের দেখেই গঙ্গা ও লাবণি দু'জনেই চিৎকার দেয়। সন্ত্রাসীরা গঙ্গার মুখ চেপে ধরে অপহরণের চেষ্টা করলে গঙ্গা ও লাবণী উভয়েই বাধা দেয়। দুর্বৃত্তদের বাধা দিতে গিয়ে লাবণি আহত হয়। জোর করে সন্ত্রাসীরা গঙ্গা রানীকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলে রান্নাঘর থেকে তার মা রীনা রানী এগিয়ে আসেন। এ সময় মারমুখো দুর্বৃত্তরা রীনা রানীকে ছুরিকাঘাত করে গঙ্গাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ওই রাতেই পুলিশ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে অপহরণকারী ইউসুফ আলিকে গ্রেফতার করে। এ ব্যাপারে মধুপুর থানায় অপহরণকারীদের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এলাকাবাসী জানায়, অপহরণের দিন রাতে পুলিশ তৎপর হলেও পরে রহস্যজনক কারণে পুলিশি তৎপরতায় ভাটা পড়েছে। এ ঘটনার পর হাসিল, ব্রাহ্মণবাড়ি, মির্জাবাড়ী ও আমবাড়িয়া গ্রাম এলাকায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তারা জানান, অপহরণের রাতে দুর্বৃত্তরা অপহৃত গঙ্গাকে নিকটবর্তী হলবাড়ি গ্রামের আবুল ভেণ্ডারের বাড়িতে রাখে। এরপর অন্যত্র পাচার করে। অপহরণকারীরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য অপহৃতার পিতা ও আত্মীয়দের হুমকি দিচ্ছে। না হলে তাদের প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

সংবাদ, ২১ জুন ২০০২

(১০৬৪)
রায়পুরায় রজু বাহিনীর অত্যাচার বেশ কিছু পরিবার বাড়িছাড়া

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি ঃ রায়পুরা উপজেলার সদর ইউনিয়নের হাসিমপুর দড়িহাটী এলাকার বেশ কিছু হিন্দু পরিবার সন্ত্রাসী রজু বাহিনীর অত্যাচারে ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

হাসিমপুর গ্রামের সাবেক জমিদার ভৈরব হাজি হাসমত কলেজের অধ্যাপক ব্রজলাল পাল চৌধুরীর বিশাল সম্পত্তি রজু বাহিনী দখল করে নিয়েছে। ব্রজলাল চৌধুরী প্রাণের ভয়ে নিজ বাড়িতে আসতে পারছেন না। তারা জোরপূর্বক দখল করে নেয় রাধাগোবিন্দ, জগদীশ মাস্টার, আরো অনেকের সম্পত্তি ও বাড়ীঘর। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রাম ছেড়ে নিঃস্ব হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিশ মিয়া, হামিদ মিলিটারির পরিবার।

এছাড়া ওই বাহিনী নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা দিয়ে হয়রানি করে নিঃস্ব করেছে বহু পরিবারকে। তার অত্যাচারের ফিরিস্তি তুলে ধরে হাসিমপুর উষ্ণাবাজ গ্রামের ৪১টি হিন্দু পরিবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে লিখিত অভিযোগ করে বিচার প্রার্থনা করেও কোনো ফল পায়নি।

একটি সূত্র জানিয়েছে, ওই বাহিনীর অপকর্মের বিরুদ্ধে রায়পুরা থানা ও কোর্টে প্রায় ৩০-৩৫টি মামলা ও জিডি রয়েছে। বিভিন্ন সময় রজু গ্রেপ্তার হলেও জামিনে ছাড়া পেয়ে আবারও অত্যাচার শুরু করে। এতকিছুর পরও স্থানীয় প্রশাসন রজু বাহিনীর লোকদের গ্রেপ্তার করতে পারছে না। সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনার শিকার পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রথম আলো, ২১ জুন ২০০২

(১০৬৫)
তেঁতুলিয়ায় আদিবাসীদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

পঞ্চগড় প্রতিনিধি ঃ তেঁতুলিয়ার আদিবাসী পাঁচ পরিবারের সদস্যদের ভিটেমাটি ও জমি জালিয়াতির মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে স্থানীয় ভূমিলোভী একটি চক্র। বর্তমানে ওই চক্র ভিটেমাটি ও জমি থেকে উচ্ছেদের জন্য শুরু করেছে নির্যাতন, বাড়িতে হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শন। ভূমিলোভী সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে প্রায় অর্ধশতাধিক আদিবাসী পরিবার। তারা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের মধ্যে দিনযাপন করছে। এসবের হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা প্রশাসনসহ তাদের সম্প্রদায়ের কর্তাব্যক্তিদের কাছে লিখিত অভিযোগ করছেন। কিন্তু কেউ তাদের অভিযোগে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেনি। তবে জাতীয় সংসদের স্পিকার ব্যরিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। গত ১২ মে রাতে ৫ আদিবাসী পরিবারের ২০/২৫ জন সদস্য পঞ্চগড় প্রেসক্লাবে এসে তাদের এই নির্যাতন, বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ ও জমি দখল করে নেয়ার ষড়যন্ত্রসহ নানা হয়রানি ও নির্যাতনের কাহিনী সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরে বলেন, আদিবাসীদের জমির ভুয়া কাগজপত্র তৈরি ও জাল স্বাক্ষরসহ উচ্ছেদ তৎপরতায় কলকাঠি নাড়ছে একটি শক্তিশালী ভূমিলোভী আগ্রাসী চক্র। ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী পরিবারের সদস্যরা জানে না কিভাবে তাদের স্বাক্ষর জাল করে জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে।

যুগান্তর, ২১ জুন ২০০২

(১০৬৬)
কক্সবাজারে সদ্য বিবাহিত সংখ্যালঘু যুবতী অপহৃত দিনমজুর পিতাকে পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ঘরের বেড়া কেটে ভিতরে ঢুকে সদ্য বিবাহিত এক সংখ্যালঘু যুবতীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এই ঘটনা ঘটেছে কক্সবাজার সদর উপজেলার পিএমকালী ইউনিয়নের উত্তর পাতলী গ্রামে। হতভাগী সংখ্যালঘু যুবতী বিয়ের মাত্র ১৬ দিনের মাথায় বাপের বাড়িতে নাইয়রে (বেড়াতে) এসেই অপহরণের শিকার হয়েছে। দিনমজুর পিতা সুধাংশু কুমার শর্মা অপহরণ ঘটনার পর গত এক সপ্তাহ ধরে থানা আদালত ছোটাছুটি করলেও অপহৃতা কন্যার সন্ধান পাননি। বরং পুলিশ ও অপহরণকারীদের উল্টো হুমকির সম্মুখীন তিনি।

বিশ কড়া ভিটা বিক্রির ২০ হাজার টাকাসহ আত্মীয়স্বজনের দেয়া ৪০ হাজার টাকা খরচ করে সুধাংশু তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ননা বালা শর্মাকে (১৯) গত ২৬ মে জালালাবাদ গ্রামের যুবক স্বপন কুমার শর্মার নিকট বিয়ে দেন। তাঁর রয়েছে আরও দু'কন্যা। দিনমজুরি করেই সুধাংশু কুমার শর্মা জীবনধারণ করেন। বিয়ের পর কন্যা ননা বালা যথারীতি নাইয়রে আসে বাপের বাড়িতে। গত ১৩ জুন রাতে প্রবল বর্ষণের সময় ঘরের সবাই ঘুমে যখন মগ্ন তখনই পাশের বাড়ির সন্ত্রাসী আবদুর রহিম, দিলদার, খুরশীদ, ছৈয়দ নুরসহ একদল সন্ত্রাসী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের ঘরে হামলা চালায়। তারা ঘরের বেড়া কেটে ভিতরে ঢুকে ননা বালাকে বিছানা থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। দরিদ্র দিনমজুর এলাকাবাসীকে জানালে তারা অপহৃত কন্যাকে উদ্ধার করে দেয়ার আশ্বাস দেয়। কিন্তু কেউই এগিয়ে আসেনি সন্ত্রাসীদের ভয়ে। গত ১৭ জুন সুধাংশু এ ব্যাপারে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ দায়ের করলে ম্যাজিস্ট্রেট সদর থানার পুলিশকে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ প্রদান করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ জুন ২০০২

(১০৬৭)
ঝালকাঠিতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলার পর এবার তাদের বিরুদ্ধেই মামলা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠির শেখের হাট ইউনিয়নের পুয়াটন গ্রামের ছাত্রদল ইউনিয়ন সভাপতি বাচ্চু গাজীর দলবল এই এলাকার কতিপয় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলার পর এবার দ্বিতীয় দফা হয়রানি করার উদ্দেশ্যে চাঁদাবাজি মামলা করেছে। এই সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ওপর ইতিপূর্বে হামলা চালানোর পর এলাকার যে সকল লোকজন আহতদের হাসপাতালে এনে ভর্তি করাসহ বিভিন্ন রকম সহযোগিতা করেছিল তাদেরকেও এই হয়রানিমুলক মামলায় জড়িত করা হয়েছে।

গত বুধবার রাত ৮টায় ঝালকাঠি প্রেসক্লাবে হয়রানির শিকার পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে এই বক্তব্য লিখিতভাবে পেশ করা হয়।

গত ২১ জানুয়ারি সকাল ১০টায় গুয়াটন গ্রামের কার্তিক রায়সহ একই পরিবারের সুকুমার রায়, বিধান রায়, অসীম রায়, ক্ষিতিশ রায়ের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে বাচ্চু গাজীর দলবল তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে মহিলাসহ ৬ জন আহত হয়।

এ ব্যাপারে কাত্তিক রায় মামলা করলে বাচ্চু গাজী গ্রেপ্তার হয়ে জামিনে মুক্তি পায়। মামলা দায়ের করার পর থেকে এই পরিবারগুলোর পুরুষ সদস্যরা মূলত এলাকাছাড়া। অন্যদিকে পুলিশ ফাইনাল রিপোর্ট পেশ করার পর ছাত্রদলের নেতা বাচ্চু গাজী বাদী হয়ে গত ৫ জুন এলাকার আওয়ামী লীগ নেতা শেখ শাহজাহান, গুয়াটন মাঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ ফজলুল হক হিরণ ও মোঃ রফিক হাওলাদারসহ সংখ্যালঘু পরিবারের বিমল রায়, বিধান রায়, কার্তিক রায়, সুকুমার রায়কে আসামি করে মামলা করেছে। এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, আসামিরা বাচ্চু গাজীকে ৪ জুন বিকাল ৪টায় মারধর করে তার তত্ত্বাবধানে নির্মাণাধীন কালভার্টের জন্য ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়েছে, বাচ্চু গাজী নির্মাণাধীন ড্রেনেজ কালভার্টের সাব কন্ট্রাকটর দাবি করলেও এই প্রকল্পে ইউপি সদস্য মোঃ হাবিবুর রহমান কাজ করছেন। আরো দাবি করা হয়েছে, বাচ্চু গাজী স্থানীয় এমপির বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট। এই পরিবারগুলো তাদেরকে মিথ্যে মামলা দিয়ে হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

ভোরের কাগজ, ২২ জুন ২০০২

(১০৬৮)
২৭ দিনেও থানা মামলা নেয়নি নওগাঁয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি মন্দিরের রাস্তাসহ সংখ্যালঘুর দোকান দখল ও মালামাল লুট করেছে

নওগাঁ থেকে সংবাদদাতা ঃ নওগাঁ শহরের ব্যস্ততম চাল আড়তদার পট্টিতে প্রভাবশালী এক হাজীর নির্দেশে তার পুত্র ও ভাড়া করা সন্ত্রাসীরা মন্দিরে যাতায়াতের রাস্তাসহ সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর দোকানঘর দখল করে নিয়েছে। এ সময় সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর মালামাল ২টি ট্রাকে তুলে লুট করে নিয়ে যায়। প্রকাশ্য দিবালোকে এ ঘটনা ঘটলেও দীর্ঘ ২৭ দিনে নওগাঁ সদর থানা মামলা নেয়নি। ওই ঘটনার পর থেকে প্রভাবশালী ওই হাজী ও তার সহযাগীদের অব্যাহত হুমকি-ধামকিতে সম্পূর্ণরূপে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সংখ্যালঘু ওই পরিবারের সদস্যরা।

সরজমিনে জানা যায়, গত ২৫ মে বেলা ২টার দিকে প্রকাশ্য দিবালোকে পরপর দু'দফায় হামলা চালিয়ে চাল আড়তদার পট্টির প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হাজী খন্দকার মনছুর আলী, তার ৪ পুত্র ও ভাড়া করা সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা একযোগে হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী শ্যামসুন্দর সাহার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা শ্যামসুন্দর সাহার ২টি দোকানঘরের মধ্যে বন্ধ ঘরের তালা ভেঙে দোকানের মধ্যে রক্ষিত প্রায় সোয়া দু'লাখ টাকার আতব চাল, ভূষি, সরিষার তৈল, রড, সিমেন্ট ২টি ট্রাকে (ঢাকা-ন-৫২৬৫, বগুড়া-ট-০২-০৪৩৪) তুলে লুট করে নিয়ে যায় এবং দোকানঘর জোরপূর্বক দখল করে তালা মেরে দেয়। ওই দোকানঘরের পাশ দিয়ে পাশ্ববর্তী মন্দিরে যাতায়াত করার একমাত্র রাস্তাও এ সময় সন্ত্রাসীরা দখল করে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে নওগাঁ সদর থানা পুলিশকে জানালেও অজ্ঞাত কারণে পুলিশ অদ্যাবধি ঘটনাস্থলে আসেনি। বৃদ্ধ শ্যামসুন্দর সাহা এ ব্যাপারে বারবার থানায় মামলা করতে গেলেও গত ২৭ দিনেও থানা তার মামলা নেয়নি। এ ঘটনার পর ওই এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এলাকাবাসী জানায়, আড়তদার পট্টির প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হাজী খন্দকার মুনছুর আলী একটি মার্কেট নির্মাণ করার জন্য চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু মার্কেট করার জন্য যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন তা না থাকায় শ্যামসুন্দর সাহাকে তার দোকানঘর মুনছুর আলীর কাছে বিক্রি করতে বলে। এতে শ্যামসুন্দর সাহা রাজি না হলে গত ৬/৭ মাস যাবত তার দোকানঘর দখল করার হুমকি দিয়ে আসছিল। বৃদ্ধ শ্যামসুন্দর হাজীর ওই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গত ২৫ মে তার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালামাল লুট করে ঘর দখল করে ওই সন্ত্রাসী বাহিনী।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন ব্যবসায়ী 'সংবাদ'কে জানান হাজী মুনছুর আলী দীর্ঘদিন যাবত ওই সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর দোকানঘর দখল করার চেষ্টা করে আসছিল। বর্তমানে ওই হাজীর অত্যাচারে হিন্দু ব্যবসায়ীদের কোন নিরাপত্তা নেই।

প্রকাশ্য দিবালোকে ট্রাক ভিড়িয়ে মালামাল লুট করে দোকান ঘরদখল ও মন্দিরের রাস্তা দখল ঘটনার পর ওই এলাকার অন্য সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীরা চরম আতঙ্কিত। ওই হাজী ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর প্রকাশ্য হুমকি-ধামকিতে বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সংখ্যালঘু ওই পরিবার।

সংবাদ, ২২ জুন ২০০২

(১০৬৯)
অভয়নগরে অপহৃত শিক্ষকের লাশ ভায়না বিল থেকে উদ্ধার

যশোর অফিস ঃ অপহরণের পাঁচ দিন পর হরেন্দ্রনাথ মাস্টারের (৬৫) লাশ গতকাল শুক্রবার কেশবপুরের ভায়না বিল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। গত ১৬ জুন রাতে ভবদহ এলাকার কপালিয়া বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিনি অপহৃত হন। তার বাড়ি অভয়নগর উপজেলার কালিশাকুল গ্রামে।

নিঃসন্তান হরেন্দ্রনাথ এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় ভবদহ পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনে জমি দান করেন। এ কারনে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা তার ওপর ক্ষুব্ধ ছিল বলে এলাকাবাসী জানায়।

অপহরণের তিন দিন পর জেলেরা শ্রী নদী থেকে অপহৃত শিক্ষকের সাইকেল ও জুতা উদ্ধার করে। এর দুদিন পর গতকাল শুক্রবার কেশবপুর পুলিশ ভায়নার বিল থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে।

প্রথম আলো, ২২ জুন ২০০২

(১০৭০)
চাঞ্চল্যকর তথ্য বাগেরহাটে ডাকাতি ও সংখ্যালঘু নির্যাতনে বিএনপি নেতারা জড়িত আদালতে ডাকাত সর্দারের স্বীকারোক্তি

বাগেরহাট, ২১ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার কচুয়া পুলিশের হাতে আটক এক ডজন মামলার আসামী কুখ্যাত এক ডাকাত সর্দারের আদালতে দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্ষণ ও ডাকাতির সাথে একাধিক বিএনপি নেতা জড়িত থাকার চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হয়ে পড়েছে। এ ঘটনার পর সেখানে বিএনপির মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। গত ১০ জুন সলেমান ওরফে সলে দাইকে এক সঙ্গীসহ পুলিশ রূপসা এলাকা থেকে আটক করে। ১২ জুন আদালতে দেয়া জবানবন্দীতে সে কচুয়া বিএনপির দুই নেতার সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্ষণ ও ডাকাতির নেপথ্যে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে নাম প্রকাশ করে দেয়। এদের একজন কচুয়া ইউপি বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছরোয়ার মেম্বর। অপর জন বিএনপি নেতা বাসারাত হাজরা। সলে দাই এখানে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হারুন-অর-রশিদের নিকট দেয়া স্বীকারোক্তিতে বলেছে, ওই বিএনপি নেতারা 'বড় বড় কাজ' (ডাকাতি) করে তাদের ভাগ দিতে বলে। দল ক্ষমতায় উল্লেখ করে থানা পুলিশ তারা (ওই নেতারা) সামাল দেয়ার কথা বলেছে বলে স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করে সলে দাই জবানবন্দীতে এলাকার অটল লাল, অনীল মাস্টার, পুলিন মেম্বরসহ অনেক বাড়িতে কিভাবে ডাকাতি ও লুটপাট চালিয়েছে তার বিবরণ দেয়। কিছু দিন আগে পুলিন বিহারীর বাড়িতে ডাকাতিকালে উক্ত বিএনপি নেতা ছরো মেম্বর নিজে উপস্থিত থেকে পুলিন মেম্বরের বড় মেয়েকে তার (ছরো) কাছে এনে দেয়ার জন্য ডাকাত দলকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু সে কাজে ব্যর্থ হওয়ায় ছরো মেম্বর

ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত অস্ত্র কেড়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দেয় বলেও সলে দাই তার জবানবন্দীতে স্বীকার করেছে। এদিকে চাঞ্চল্যকর ওই স্বীকারোক্তির পর এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ আর কাউকেই আটক করতে পারেনি। একাধিক সূত্র মতে, অভিযুক্ত ঐসব ব্যক্তি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ তদ্বিরের কারণে তাদের পুলিশ এড়িয়ে চলছে বলে ওই সূত্র দাবি করে। এ বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব ও তদ্বিরের যে কোন অভিযোগ কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অস্বীকার করেন। তাঁর ভাষায়, অভিযুক্তদের হন্যে হয়ে খোঁজা হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ জুন ২০০২

(১০৭১)
ব্যবসায়ী তপন চন্দ্র পালের সংবাদ সম্মেলন ঃ স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপত্তা দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ তপন চন্দ্র পাল পুরনো ঢাকার এক সুপার গ্লু ব্যবসায়ী। তিনি নিজের এবং তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা চেয়েছেন। শনিবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে স্ত্রী ও সন্তানসহ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসায়িক প্রতিযোগী আমিরুল ইসলাম খোকার বিরুদ্ধে জীবননাশের হুমকি দেয়ার অভিযোগ করেন।

তপন চন্দ্র পাল তার অভিযোগে জানান তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অ্যালটেকো সুপার গ্লু বাজারজাত করে আসছেন। বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে তিনি অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করে আসছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে আমিরুল ইসলাম খোকা (যিনি নিজেও একজন সুপার গ্লু ব্যবসায়ী) প্রতিনিয়ত তাকে ব্যবসা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়ে আসছেন। ব্যবসা বন্ধ না করায় তাকে কিছুদিন যাবৎ প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে। তপন চন্দ্র পালের সুত্রাপুরের বাসভবনে এবং মৌলভীবাজারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লোক পাঠিয়ে কিংবা টেলিফোনে আমিরুল হক খোকা বেশ কয়েকবার তার জীবননাশের হুমকি দিয়েছেন। এমনকি তার স্ত্রী ও স্কুলগামী ২টি মেয়েকে অপহরণের হুমকি দিয়েছে বলে তপন পাল জানান।

তিনি আরও জানান, আমিরুল ইসলাম খোকা ইতোমধ্যে তার নামে কয়েকটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন যার মধ্যে হাইকোর্টে দায়েরকৃত ২টি দেওয়ানি মামলা আদালত খারিজ করে দেন। এছাড়া ওই ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় ২টি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। হাইকোর্ট তপন পালের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা দু'টির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তপন পাল গত ২০ জুন আমিরুল ইসলাম খোকার বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় একটি জিডি করেন। জিডি করার পর টেলিফোনে তাকে বারবার প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে। স্ত্রী ও ৩ সন্তানসহ নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন।

সংবাদ, ২৩ জুন ২০০২

(১০৭২)
ঝালকাঠীতে চার সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা

ঝালকাঠী প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠী সদর উপজেলার কীর্তিপাশা ইউনিয়নের রুনসী গ্রামের এক বাড়ির ৪টি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ করার জন্য পার্শ্ববর্তী বাড়ির লোকজন নির্যাতন, ভয়ভীতি ও হুমকি অব্যাহত রেখেছে। এ ব্যাপারে দায়ের করা মামলা তুলে নেওয়ার জন্যও তারা চাপ প্রয়োগ করছে। জানা যায়, এই বাড়ির কামার পেশায় জড়িত দরিদ্র গোবিন্দ দাস ও তার কাকা হরিদাসকে গত ১১ জানুয়ারি ২০০২ রাত ৭টায় কীর্তিপাশা বাজারে চায়ের দোকানে

মারধর করা হয়। আহত গোবিন্দ দাস দীর্ঘদিন চিকিৎসা চালিয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেও তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। চিকিৎসা করা না হলে তাকে অন্য চোখটিও হারাতে হতে পারে বলে ডাক্তাররা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আহত হরিদাসও দীর্ঘদিন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে সুস্থ হন। হামলাকারীরা হচ্ছে গোবিন্দ দাসের প্রতিবেশী সন্ত্রাসী সুলতান সর্দারের দুর্ধর্ষ পুত্রদ্বয় আবুল কালাম সর্দার ও ছালাম সর্দার।

এ ব্যাপারে গোবিন্দ দাসের স্ত্রী নমিতা রানী দাস বাদী হয়ে মামলা দায়ের করলে পুলিশ ছালাম ও কালামকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তারা জামিনে মুক্তি পেয়ে ওই পরিবারের পুরুষ সদস্যদের প্রাণনাশের এবং মহিলাদের সম্ভ্রমহানির হুমকি দিচ্ছে। ফলে গোবিন্দ দাস তার ভাই, কাকাসহ ৪টি পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। এই রুনসী গ্রামে বর্তমানে এরা ছাড়া আরো ২টি সংখ্যালঘু পরিবার রয়েছে।

গ্রামের লোকজন জানান, সুলতান সর্দার খারাপ প্রকৃতির লোক। সে তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করায়নি। এরা বখাটে ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির। এদের অত্যাচারে আশপাশে কয়েকটি পরিবার টিকতে না পেরে এলাকা ছেড়েছে। এদিকে ডিবি পুলিশ মামলার চার্জশিট দিয়েছে। ডিবি পুলিশের একটি সূত্র জানায়, এই ঘটনা তদন্তে তারা জানতে পেরেছে সুলতান সর্দারের পরিবারের লোকজন সন্ত্রাসী প্রকৃতির। এলাকার লোকজন এদেরকে সব সময় এড়িয়ে চলে।

ভোরের কাগজ, ২৩ জুন ২০০২

(১০৭৩)
চট্টগ্রামে ওষুধ ব্যবসায়ী খুন

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নগরীর ডবলমুরিং থানাধীন মৌলভীপাড়া এলাকায় গত রোববার রাতে রাজু পাল (৩০) নামে এক ওষুধের দোকানের মালিক খুন হয়েছে। পুলিশ খুনের সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

গত রোববার রাতে কে বা কারা 'চারুতা ফার্মেসি'র মালিক রাজু পালকে খুন করে ফার্মেসির ভিতরে। খুনিরা তার লাশ ভেতরে রেখেই বাহির থেকে তালা দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন দরজার নিচ দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে রাজুর লাশ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে নিহত রাজুর ভাই ভাস্কর পাল বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছে।

ভোরের কাগজ, ২৫ জুন ২০০২

(১০৭৪)
রাঙ্গামাটিতে রেঞ্জার অপহৃত

রাঙ্গামাটি, ২৪ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রবিবার রাতে রাঙ্গামাটিতে বন বিভাগের এক রেঞ্জার অপহৃত হয়েছেন। তাঁর নাম ননী গোপাল মণ্ডল (৫০)। অপর এক ঘটনায় খুন হয়েছেন সরকারী এক কর্মচারী। তাঁর নাম সঞ্জীব চাকমা (৪০)।

অপহরণের ঘটনাটি ঘটে শহরের উত্তর কালিন্দিপুর এলাকায়। সেখানে একটি ভাড়া বাসায় থাকেন পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা ননী গোপাল। রবিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে তিনি ঘুমাতে যাবার মুহূর্তে ৪/৫ সশস্ত্র যুবক আকস্মিক হানা দিয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁকে যখন অপহরণ করা হচ্ছিল তখন মাত্র ৫০ গজ দূরে জেলা পরিষদ বিশ্রামাগারের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন পুলিশ সদস্যরা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ জুন ২০০২

(১০৭৫)
চাঁদা না পেয়ে

ঝালকাঠী প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠীর কাপুড়কাঠী গ্রামে চাঁদা না পেয়ে চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা ও লুটপাট চালিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের মতিলাল হালদারের কাছে এলাকার কিছু সন্ত্রাসী ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা গত শনিবার রাতে মতিলালের বাড়ীতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা নবগ্রাম ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান অলিউরের মদদপুষ্ট বলে জানা গেছে।

ভোরের কাগজ, ২৬ জুন ২০০২

(১০৭৬)
সাভারে যুবক খুন

সাভার প্রতিনিধি ঃ সাভারে সন্ত্রাসীরা এক যুবককে নৃশংস কায়দায় হত্যার পর তার লাশ গাছে ঝুলিয়ে পালিয়েছে। হতভাগ্য যুবকের নাম স্বপন গোমেজ (২৪)। গতকাল বুধবার সকালে পুলিশ পৌর এলাকার রাজাশন মহল্লা থেকে ওই যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশ ধারণা করছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে রশি দিয়ে টেনে ঐ যুবককে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এলাকাবাসী সকালে ঝুলন্ত লাশ দেখে থানায় খবর দেয়। স্বপন গোমেজ ঝালকাঠি জেলার নাতীশিরপুর গ্রামের বাসিন্দা। এলাকাবাসী একাধিক সূত্র জানায়, দু'দিন আগে সে তার এক আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে এসে খুন হয়। তারা প্রথমে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে মনে করলেও পুলিশ লাশটি নামানোর পরে দেহের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন দেখে ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড বলে নিশ্চিত হয়।

হত্যাকাণ্ডের মোটিভ স্পষ্ট নয়। এমনকি এ ঘটনার ব্যাপারে নিহতের আত্মীয়-স্বজনরা ও বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারেনি। সাভার থানায় মামলা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৭ জুন ২০০২

(১০৭৭)
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জরিপ
মে মাসে সংখ্যালঘুদের ওপর ৫৯টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে গত মে মাসে সংখ্যালঘুদের ওপর ৫৯টি নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। একই সময়ে দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৬৩টি। এসব নির্যাতন-নিপীড়নের অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গেই বিএনপি-জামাত রাজনৈতিক দল দুটির ক্যাডার, নেতা এবং কর্মীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। অনেক ক্ষেত্রে এই দুই রাজনৈতিক দলের সমর্থক সন্ত্রাসীরাও এসব নির্যাতন-নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত। দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে গত মে মাসে প্রকাশিত এ ধরনের সংবাদের আধেয় বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এ তথ্য জানিয়েছে।

সংঘটিত নির্যাতন-নিপীড়নমূলক ঘটনার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের জমি দখল, দেশ ছাড়ার হুমকি, দোকান দখল, চাকরিচ্যুতি, ধর্ষণ, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ,

উপাসনাকালে বাধাদান, ধর্মীয় স্থান দখল, ভাঙচুর, চাঁদাবাজি, গুলিতে আহত, ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধ-নির্যাতনের ঘটনা রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৮ জুন ২০০২

(১০৭৮)
মুন্সিগঞ্জে প্রাচীন মন্দিরের জায়গা দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা

মুন্সিগঞ্জ থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার প্রাচীন অনন্তদেব মন্দিরের জায়গা দখল করে নিয়েছে বিএনপি সন্ত্রাসীরা। দখলকৃত জায়গায় সন্ত্রাসীরা এখন দোকানঘর নির্মাণ করছে। এর প্রতিবাদ করায় মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা সন্ত্রাসীদের রোষাণলে পড়েছে। মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। পালিয়ে বেড়াচ্ছে মন্দিরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। স্থানীয় থানা পুলিশ না দেখার ভান করছে। জানা গেছে, ১৯৬৬ সালে শ্রীনগরের জমিদার লালা কীর্তি নারায়ণ বসু অনন্তদেব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এই মন্দিরে পুজা-অর্চনা করে আসছে। প্রাচীন এই মন্দিরের প্রধান ফটকের দু'ধারে রয়েছে অর্পিত সম্পত্তি। এই অর্পিত সম্পত্তি উপজেলার শ্যামসিদ্ধি গ্রামের মোশারফ হোসেন, এমারত হোসেন, শামছু মোড়ল, মোজাফফর হোসেন প্রমুখ লিজ নিয়ে ভোগদখল করে আসছে। বর্তমানে লিজকৃত জায়গায় গড়ে ওঠা দোকানঘর প্রসারিত করার নিমিত্তে মন্দিরের প্রধান ফটকের সামনেই গড়ে তুলছে দোকানঘর। এতে মন্দিরের জায়গা বেহাতসহ মন্দিরের পবিত্রতা ও নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এর ফলে মন্দিরের নির্মাণাধীন পাঠমন্দির ও ধর্মীয় পাঠাগারের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

মোশারফ হোসেন ও শামছু মোড়ল কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগসাজশে মন্দিরের প্রধান ফটকের ভিতর দক্ষিণ দিকে মন্দিরের টিনের বেড়াটি ভেঙে নতুন করে দোকানঘর নির্মাণ ও মন্দিরের উত্তর দিকের দেয়াল ভেঙে মন্দিরের জায়গা দখল করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় মন্দির কমিটির সভাপতি রূপক দেবনাথ সন্ত্রাসী আক্রমণের শিকার হন। মন্দিরের সম্পত্তি দখল ও সন্ত্রাসী আক্রমণ সম্পর্কে মন্দির কমিটি ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার, মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (রাজস্ব) অবহিত করেন। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়ে সঠিক কোন সমাধান না হওয়ায় সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে ভুক্তভোগীরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সংবাদ, ২৯ জুন ২০০২

(১০৭৯)
প্রাণভয়ে পালিয়েছে কয়েক শ' মানুষ
কক্সবাজারের জলদাসপাড়ায় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব, চাঁদার দাবিতে ঘরে ঘরে হানা, মন্দিরে আগুন

তোফায়েল আহমদে, ইসলামাবাদ ঘুরে এসে ঃ কক্সবাজার সদরের ইসলামাবাদ ইউনিয়নের বোয়ালখালী জলদাসপাড়ায় গত কয়েকদিন ধরে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নারকীয় তাণ্ডবে ৫ সহস্রাধিক সংখ্যালঘু আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। সন্ত্রাসীরা চাঁদা না পেয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে জলদাসপাড়ার সংখ্যালঘুদের একমাত্র দুর্গামন্দিরটি। আনুমানিক ৩০ জনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী পালাক্রমে হানা দেয় এই পাড়ায়। তারা জলদাসদের কাছে পূজা ট্যাক্স, কন্যার ও

পুত্রের বিয়ের ট্যাক্স নাম দিয়ে তিন প্রকারের ট্যাক্স বসিয়েছে। সন্ত্রাসীদের ট্যাক্স দিতে না পেরে জলদাস পাড়ায় বেশ কিছুদিন ধরে পালন করা যাচ্ছে না পূজা-পার্বন তথা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বন্ধ বিয়ে শাদীও। এমনকি ট্যাক্স না দেয়ায় বিয়ের অনুষ্ঠান পর্যন্ত ভণ্ডুল হয়ে যাবার ঘটনা ঘটেছে এ পাড়ায়। সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে কয়েকশ' মানুষ আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী এক ইউপি চেয়ারম্যানের বাড়িতে।

কক্সবাজার শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে ইসলামাবাদ ইউনিয়নের বোয়ালখালী গ্রামের জলদাসপাড়ায় শনিবার দুপুরে সরেজমিন পরিদর্শনে গেলে কয়েক শ' নরনারী তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী জানাতে ভিড় করে। পার্শ্ববর্তী ইসলামপুর এবং ইসলামাবাদ ইউনিয়নের প্রায় ৩০ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল গত প্রায় ২ মাস ধরে জলদাসপাড়াটিকে টার্গেট করে চাঁদার দাবিতে অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছে। পাড়ার সবাই পেশায় জেলে। সাগরে মাছের আকাল দেখা দেয়ায় জলদাস সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই সংসার চলছে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থার মধ্য দিয়ে। আর এমন দুর্গতির সময় তারা কোপানলে পড়েছে ৩০ জনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলের। ইসলামাবাদ ইউনিয়নের চৌকিদার এবং জলদাসপাড়ার বাসিন্দা হরি শঙ্কর জানান, সন্ত্রাসীরা দফায় দফায় চাঁদার দাবি নিয়ে হানা দিচ্ছে পাড়ায়। চাঁদা না দিলে জলদাস সম্প্রদায় সেখানে থাকতে পারবে না বলে সন্ত্রাসীরা হুমকি দিচ্ছে। জাহাঙ্গীর, জয়নাল ও রমজান আলীর নেতৃত্বে এই সন্ত্রাসী হামলা চালানো হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেছেন। সন্ত্রাসীরা গত এক মাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই হামলা চালাচ্ছে। গত ২৬ জুন রাতে ১০/১২ জনের সন্ত্রাসী দল গিয়ে পাড়াটির ৬০টি পরিবারের মধ্যে ১৫/১৬টি ঘরে গিয়ে হামলা চালিয়েছে। সন্ত্রাসীরা চাঁদা না পেয়ে ওই দিন রাত ৮টার দিকে দুর্গামন্দিরটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে মন্দিরটি পুড়ে যায়। তারা পাড়ার ঘরে ঘরে হানা দিয়ে দরজা-জানালা ভাংচুর করে। সন্ত্রাসীরা মারধর করেছে গোপাল বাঁশি, প্রফুল্ল দাশ, চরমধোলা, ধ্রুব জলদাস, রায় মঙ্গলসহ অনেককে। কুসুম বালাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে তারা। ওই রাতেই সন্ত্রাসীদের নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য কয়েক শ' নারী-পুরুষ পার্শ্ববর্তী ঈদগাঁও ইউপি চেয়ারম্যান এবং সাবেক সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এজেডএম শাহজাহান চৌধুরীর ঘরে আশ্রয় নেয়। তারা পরের দিন নিরাপত্তার আশ্বাস নিয়ে ফিরে গেলেও সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে বলেছে, চাঁদা ছাড়া তাদের রক্ষা নেই। শনিবার সকালে এএসপি সার্কেল মোজাম্মেল হক এবং সদর থানার ওসি নবজ্যোতি খীসা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলেও থানায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি রেকর্ড করা হয়নি। এমনকি পুলিশ এর আগেও সন্ত্রাসীদের দমনে নেয়নি কোন পদক্ষেপ। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও একবারের জন্য আসেননি পাড়ার নির্যাতিত লোকজনদের দেখতে।

জলদাসপাড়ার অনেক বাসিন্দা জানান, সন্ত্রাসীদের ভয়ে তাঁদের যুবতী মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে পারছে না বহুদিন ধরে। জলদাসপাড়ার বাসিন্দারা তাঁদের পূজা পার্বনও করতে পারছেন না। মেয়ের এবং ছেলের বিয়ে শাদীও বন্ধ রয়েছে। সন্ত্রাসীরা এই তিন কাজেই চাঁদা ধার্য করেছে। চাঁদা যেহেতু দিতে পারছে না সেহেতু পূজা পার্বনসহ বিয়ে-শাদীও হচ্ছে না। গত ৬ জুনও তাদের একটি নির্ধারিত পূজা তাঁরা করতে পারেননি। জলদাসপাড়ার লোকজন জানেন না, সন্ত্রাসীরা তাঁদের ওপর এভাবে চাঁদার দাবিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেন। পাড়ায় এখনও পুলিশ পাহারা দেয়া হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ জুন ২০০২

(১০৮০)
এক সপ্তাহের মধ্যে দেশ ত্যাগ না করলে কচুকাটা করার হুমকি হামলা ভাংচুরের পর মামলা দিয়ে হয়রানি রাজৈরে সংখ্যালঘু ৮ পরিবার দশদিন ধরে অবরুদ্ধ

সুবল বিশ্বাস, মাদারীপুর থেকে ঃ মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার নয়াকান্দি বাজিতপুর গ্রামের ৮টি সংখ্যালঘু পরিবার গত ১০দিন যাবত একটি সন্ত্রাসী গ্রুপের কাছে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। হামলা, ভাঙচুর করার পর উল্টো মামলা দিয়ে হয়রানি করে পুলিশী নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে আসায় বাড়িগুলোর মেয়েরা রান্না ঘরে চুলোয় আগুন জ্বালানো প্রায় ভুলেই গেছে।

শনিবার মাদারীপুরের একদল সাংবাদিক সরেজমিন তদন্ত ও ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান করে জানতে পারেন, উপেন মণ্ডল, রাজেন্দ্র মণ্ডল, শ্রীমতি হালদার ও পণ্ডিত হালদার গং প্রায় এক শ' বছর পূর্বে থেকে বাজিতপুর ইউনিয়নের নয়াকান্দি মৌজার ১৫৯ নং খতিয়ানে ৪৪১, ৪৪২ ও ৫৯২ নং দাগের ১ একর সাড়ে ৫৪ শতাংশ জমি ভোগদখল করে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। কালচক্রে উপেন মণ্ডল গংয়ের দলিলের শরিকানা মালিকদের সম্পত্তি ভিপি হয়ে গেলে তারা লিজের মাধ্যমে বন্দোবস্ত নিয়ে আগের মতোই বসবাস করতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে ভূমি অফিসের এক শ্রেণী অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে এলাকার ত্রাস এলেম বয়াতী ও তার শ্বশুর (সাবেক ইউপি সদস্য) প্রভাবশালী তৈয়ব আলীর নামে সাড়ে ৫৪ শতাংশ জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। অর্পিত সম্পত্তির লিজ গ্রহণ করেই জামাই শ্বশুর ও তাদের লোকজন ৮টি সংখ্যালঘু পরিবারকে উৎখাতের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হয়। সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের উপর একের পর এক হামলা ও মিথ্যা মামলায় হয়রানি ও তাদের বিরুদ্ধে রাজৈর থানায় প্রায় ৭/৮টি জিডি করেছে। এছাড়া উপেন মণ্ডল গংয়ের পুকুরের মাছ জোর করে নেয়া ও পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ নিধনসহ নানাবিধ অপকর্ম অব্যাহত রেখেছে। গত ১২ ও ১৯ জুন এলেম বয়াতী তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে চাপাতি, চাইনিজ কুড়াল, লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সংখ্যালঘুদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মহিলা ও যুবতীদের চুলের মুঠি ধরে এনে মারধর করে। গর্ভবতী মহিলারাও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। মহিলাদের হাতের শাঁখা পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। আহতদের চিকিৎসার জন্য বাড়ি থেকে বের হতে দেয়নি সন্ত্রাসী চক্র। ১৯ জুনের সন্ত্রাসী হামলায় সুভাষী বাড়ৈ (৩৫), ললিতা বাড়ৈ (১৮), অমিতা বাড়ৈ (১৫) বিচ্ছাদি বৈরাগী (১৮), বাসুদেব বৈরাগী (২০), বেলোকা বৈরাগী (২৫) ও লক্ষ্মী মণ্ডল (৩২) আহত হয়। স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল ঘটনাটি মীমাংসা করে দেয়ার নাম করে সংখালঘুদের নিরস্ত রাখে। এলেম বয়াতী কর্তৃক সন্ত্রাসী হামলার পর উল্টো হয়রানি করার জন্য সংখ্যালঘু পরিবারের ১০ জনকে আসামী করে এলেম বয়াতী মাদারীপুর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ঘটনার পরদিন ২০ জুন একটি মামলা দায়ের করে।

সংখ্যালঘুদের উপর সন্ত্রাসী হামলার পর আবার তাদেরই বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় এলাকার জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। জামাই-শ্বশুর লোকজন নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই সংখ্যালঘুদের দেশ ত্যাগের হুমকি দিয়ে আসছে। এক সপ্তাহের মধ্যে দেশ ত্যাগ না করলে সবাইকে কচুকাটা করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে। এতে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ঐ সন্ত্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। কেউ প্রতিবাদ করলে তাকেই মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়া হয়। মামলা ও হামলার ভয়ে এ চক্রের কাছে কেউ ঘেঁষতে পারছে না বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে

অর্পিত সম্পত্তির ডিসিআর কাটা বন্ধ থাকলেও বর্তমানে অর্পিত সম্পত্তি লিজের নামে স্থায়ী বসবাসকারী সংখ্যালঘুদেরকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে জামাই শ্বশুর ও তাদের লোকজন।

উক্ত ৮টি পরিবারের ৩৭ সদস্য ১৯ জুনের সন্ত্রাসী হামলার পর প্রায় অবরুদ্ধ রয়েছে নিজ বাড়িতে। ৮টি পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ উপেন মণ্ডল (৭০) কান্না জড়িত কণ্ঠে সাংবাদিকদের জানান, আমরা এখন ঘর থেকে বের হতে পারছি না। ক্ষেতে কাজ করতে যেতে ভয় পাই। গত দশ দিন যাবত ৮টি পরিবার প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছি। সন্ত্রাসীরা হামলার দিন আমার ও বীরেন মণ্ডলের ঘর ভাংচুর করেছে। হরিশোনার গর্ভবতী স্ত্রী বেলা রানীকে সন্ত্রাসীরা মারপিট করেছে। গৃহবধূ সুভাষী ও লক্ষ্মী রানীর শাঁখা পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। গৌরাঙ্গ বাড়ৈর এক বিবাহযোগ্যা কন্যার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। বলতে পারেন আমরা এখন কোথায় যাবো? খালেদা জিয়াকে বলুন আমাদের বিদায় করে দিক, আমরা আর পারছি না। দিনে একবেলা রান্না হচ্ছে জানালেন গৃহবধূ সুভাষী, লক্ষ্মীরানী বেলারানী ও সেনেকো মণ্ডল। তারা আরও জানালেন তারা রাতে ঘর থেকে বের হতে সাহস পান না। এই ৮টি সংখ্যালঘু পরিবারের একমাত্র মুসলমান প্রতিবেশী আনোয়ার (৩০) জানান, তিনি এদের পক্ষে কথা বলায় এলেম বয়াতী ও তাদের লোকজনের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। এদিকে এলেম বয়াতী ও তার শ্বশুর তৈয়ব আলী সাংবাদিকদের কাছে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ঐ সংখ্যালঘু ৮টি পরিবার উল্টো তাকে ও তার শ্বশুরকে হুমকি দিচ্ছে বরং তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই আদালতের আশ্রয় নিয়েছি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ জুন ২০০২

জুলাই-২০০২

(১০৮১)
মধুখালীতে সমর হত্যাকাণ্ড ॥ আসামি করার ভয় দেখিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে চাঁদাবাজি

মধুখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মধুখালীতে দীর্ঘ ৬ মাস অতিবাহিত হলেও সমর হত্যা মামলার কোন মটিভ পুলিশ আজ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি। এদিকে ওই হত্যা মামলার আসামি করার ভয় দেখিয়ে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চলছে ব্যাপক চাঁদাবাজি এবং চার্জশিট ফাইনাল দেয়ার আশ্বাস দিয়ে জমজমাট পুলিশি বাণিজ্য। এলাকার ভুক্তভোগী সংখ্যালঘুরা এ ব্যাপারে হয়রানির হাত থেকে অব্যাহতি পেতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

মধুখালী উপজেলার মেগচামী ইউনিয়নের নরকোনা গ্রামের বাসিন্দা কামারখালী ডিগ্রি কলেজের বিজ্ঞান সহকারী সমরেন্দ্রনাথ মজুমদার (৪০) গত ১৪ ডিসেম্বর ২০০১ রাতে গ্রামের বাড়ি থেকে কামারখালী আসার পথে পথিমধ্যে শান্তিপুর গ্রামে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারীর হাতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন। এ ব্যাপারে নিহত সমরের বাবা মধুখালী থানায় তার পুত্র খুনের বিচার চেয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের দ্বারা তার পুত্র নিহত হয়েছে মর্মে অভিযোগ করেন; কিন্তু স্থানীয় একটি মহল নিহত সমরের বাবাকে দিয়ে এলাকার কতিপয় প্রভাবশালী সংখ্যালঘু ব্যক্তির নাম প্রকাশ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। সমরের পিতার নামে নাবলা এলাকার ওই চিহ্নিত মহলটি কতিপয় সংখ্যালঘু ব্যক্তিকে ওই মামলায় আসামি করার ভয় দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। সাবেক সাংসদ এবং জাতীয় পার্টির নেতা শাহ মো. আবু জাফর ওই ঘটনায় কোন নিরীহ নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে হয়রানির শিকার না হয় সে মর্মে কামারখালীতে এক প্রতিবাদ সভায় পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আহ্বান করলেও পুলিশ সে আহবান মানছে না। পুলিশি নির্যাতনের ভয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার একাধিক সংখ্যালঘু ব্যক্তি 'সংবাদ'-কে জানান, মধুখালী থানার পরিচয় দিয়ে একাধিকবার একাধিক পুলিশ (সিভিল ড্রেসে) তাদের হত্যা মামলার আসামি করার ভয় দেখিয়ে মোটা অংকের টাকা আদায় করেছে। এছাড়া হত্যা মামলার ফাইনাল রিপোর্ট দেয়ার কথা বলে মাথাপিছু চাঁদা ধরা হয়েছে। ওই ঘটনায় অনেকে ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। নরকোনা গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক এক ব্যক্তিকে থানায় ডেকে এনে টাকার বিনিময়ে পরে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে আসামি করার ভয়ে ভীত গ্রামবাসী পুলিশি হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সংবাদ, ১ জুলাই ২০০২

(১০৮২)
কক্সবাজারে কয়েকশ' সংখ্যালঘুর ওপর নারকীয় তাণ্ডব, দুর্গামন্দিরে আগুন

মুহাম্মদ আলী জিন্নাত, কক্সবাজার থেকে সরজমিন ঘুরে এসে ঃ কক্সবাজার সদর উপজেলার ইসলামবাদ ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জলদাশপাড়ায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দুর্গামন্দির পুড়িয়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসীরা নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, শ্লীলতাহানীর চেষ্টা, শারীরিক নির্যাতন, হুমকি-ধামকিসহ এমন কোনো জঘন্য মানবতাবিরোধী অপরাধ নেই যে দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসী করেনি। এক পর্যায়ে জীবন বাঁচাতে শত শত সংখ্যালঘু

সম্প্রদায়ের লোকজন পার্শ্ববর্তী ঈদগাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে রাত্রিযাপন করে। বুধবার ও শুক্রবার দু'দফা সন্ত্রাসী তাণ্ডবের পর জলদাশপাড়ার বাসিন্দারা বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। ভুতুড়ে গ্রামে পরিণত হয়েছে জলদাশপাড়া।

গত শনিবার ঘটনাস্থল জলদাশপাড়া পরিদর্শনে গেলে গ্রামটির আবাল-বৃদ্ধবণিতা হাত তুলে সমস্বরে বলতে থাকেন ঃ 'না হয় আমরা চলে যাই চৌদ্দ পুরুষের ঠিকানা এ গ্রাম থেকে, নয়তো সন্ত্রাসীরা থাকুক এখানে। দু'টোর মধ্যে যেকোন একটার সমাধান হোক।' গ্রামবাসীরা জানায়, গত বুধবার সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ১০/১২ জন অস্ত্রধারী গ্রামটিতে বেপরোয়া তাণ্ডব চালায়। রাত ৯টা পর্যন্ত তাণ্ডব চালিয়ে এক পর্যায়ে গ্রামে অবস্থিত সংখ্যালঘুদের দুর্গামন্দিরটি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবের মুখে জীবনের নিরাপত্তার জন্য শত শত নারী পুরুষ নিজেদের বাড়ি ছেড়ে পাশের ইউনিয়ন ঈদগাহর চেয়ারম্যান শাজাহান চৌধুরী লুতু মিয়ার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সারারাত নির্যাতিত মানুষজন অনাহারে চেয়ারম্যানের বাড়িতে রাত কাটায়। বৃহস্পতিবার ঈদগাহ ফাঁড়ি ও চেয়ারম্যানের উদ্যোগে লোকজন নিজেদের বসতবাড়িতে ফিরে যায়। এ অবস্থায় সন্ত্রাসীরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে শুক্রবার সকালে পুনরায় গ্রামবাসীর উপর হামলা চালায়।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন জানান, গ্রামের মোহন কৃষ্ণ, গোপালবাঁশী, হাসিরাম ও চন্দ্র মোহনের কাছে চাঁদা দাবি করে সন্ত্রাসীরা। তারা ধোলারাম, প্রফুল্ল দাশ, গোপাল বাঁশী, রায়মণ্ডল, ধ্রুব জলদাশকে মারধর করে আহত করে ধর্ষণ ও অপহরণের উদ্দেশ্যে শুভারানীর বাড়ির দরজা ধাক্কা ধাক্কি করে ভেঙে ফেলে। কুসুম বালা নামের বয়স্ক এক মহিলাকে বন্দুকের বাট দিয়ে পিটিয়েছে নির্দয়ভাবে সন্ত্রাসীরা। সাংবাদিকদের কাছে সন্ত্রাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্রামবাসীরা বুক ফাটা মাতম তুলে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে।

গ্রামের লোকজন সাংবাদিকদের জানান, পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন ইসলামপুর ও ইসলামাবাদ ইউনিয়নের পেশাদার একদল সন্ত্রাসী, গত ১ মাস জলদাসপাড়ার লোকজনদের নানাভাবে হুমকি-ধমকিও নির্যাতন চালাচ্ছে নানা কায়দায়। জগৎবন্ধু, হরিসেন ও গৌরাঙ্গ জলদাশের বাড়িতে বিয়ে অনুষ্ঠান চলাকালেও ওইসব চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা মোটা অংকের চাঁদা দাবি করেছিল। হরিসেনের বাড়িতে এক মহিলার গলা থেকে স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নেয় সন্ত্রাসীরা ওই সময়।

এদিকে স্থানীয় সচেতন মহল ঈদগাহ পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য এতোবড়ো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বরতরা বিষয়টি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত না করে ধামা চাপা দিতে চেষ্টা করে রহস্যজনক কারণে। গত শনিবার প্রথমবারের মতো এএসপি (সার্কেল) ও কোতোয়ালী থানার ওসি ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। অপরদিকে শনিবার সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মঞ্জুরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপজেলা আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটির মাসিক নিয়মিত সভায় জলদাশপাড়ায় সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে সন্ত্রাসীরা যে দলেরই হোক দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ঈদগায় চরমভাবে লজ্জিত হয়েছে মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতাও ভুলুণ্ঠিত হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১ জুলাই ২০০২

(১০৮৩)
ফরিদপুরে ধর্ষণের মিথ্যা মামলায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ চিকিৎসক ডা. পরান বড়াল (৩২) বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সমর্থকদের রোষাণলে পড়ে ধর্ষণের মিথ্যা মামলায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এ সুযোগে তার জমি অবৈধভাবে দখল করে ছাপড়া নির্মাণসহ দোকানঘরে তালা দিয়ে দিয়েছে জোট সন্ত্রাসীরা।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বোয়ালমারী উপজেলার চিতার বাজারে ডা. পরান বড়ালের জমি ও দোকানঘর দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল স্থানীয় জোট সমর্থকরা। এ কাজে ব্যর্থ হয়ে তার পরিবারকে নানা হুমকি ও হয়রানি চালিয়ে আসছিল বলে পরানের বড়ো ভাই সাংবাদিক সঞ্জয় বড়াল জানিয়েছেন।

বোয়ালমারী থানায় ২৩ জুন জনৈক জহুরুননেছা বাদী হয়ে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করে। এ মামলায় ডা. পরান বড়ালসহ তিনজনকে আসামি করা হয়। অভিযোগে প্রকাশ, জোট সমর্থক কোব্বাত শেখ ও তার সহযোগীরা উক্ত জহুরুননেছাকে দিয়ে এ মামলা করায় এবং তার পুত্র হাবিব শেখ কথিত এ ধর্ষণ মামলার প্রধান সাক্ষী। থানা সূত্রে জানা গেছে, ২৬ জুন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই জাহাঙ্গীর আলম বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এজাহারের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কথাবার্তা বাদী বলেছে যা উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিচারককে জানিয়েছেন।

এদিকে মামলার আসামি হয়ে ডা. পরান বড়াল বর্তমানে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এ সুযোগে কোব্বাত শেখ ও তার পুত্র হাবিব শেখ পরানের দোকানঘরে তালা দিয়ে দিয়েছে এবং তার জমি দখল করে তাতে ছাপড়া তৈরি করেছে।

একজন নিরীহ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হয়রানি-হুমকিসহ তার জমি ও দোকান দখলের ঘটনায় এলাকায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ২ জুলাই ২০০২

(১০৮৪)
কলাপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধা কালিপদের চিংড়ি ঘেরে বিষ প্রয়োগ ২ লাখ টাকার মাছ মরে গেছে

কলাপাড়া প্রতিনিধি ঃ কলাপাড়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরীব মুক্তিযোদ্ধা কালিপদ হালদারের চিংড়ি ঘেরে বিষ প্রয়োগ করেছে এলাকার কতিপয় সন্ত্রাসী। ফলে প্রায় ২ লাখ টাকার মাছ মারা গেছে।

রোশনাবাদ গ্রামের বৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা কালিপদ হালদার তার ৫ একর জমিতে এই বাগদা চিংড়ী ঘের করেছিলেন কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে।

আজকের কাগজ, ৩ জুলাই ২০০২

(১০৮৫)
বাজিতপুরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী আহত

বাজিতপুর প্রতিনিধি ঃ শহরের আলিয়াবাদ এলাকায় মঙ্গলবার রাতে মনোরঞ্জন দাস নামে অবসরপ্রাপ্ত এক কর্মচারী দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মারাত্মক আহত হন।

রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় নিজ বাড়ির কাছে ৩/৪ জন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত তাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে। তাকে প্রথমে সরকারি হাসপাতালে এবং পরে জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

যুগান্তর, ৫ জুলাই ২০০২

(১০৮৬)
মিথ্যা মামলায় দু'ভাইকে গ্রেফতার
মোটর সাইকেল না দেয়ায় শেরপুরে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা

শেরপুর, ৫ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মোটর সাইকেল চেয়ে না পেয়ে শেরপুরে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা চালায় ও অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা চালায়। সন্ত্রাসীরা দলবদ্ধ হয়ে ঐ নিরীহ ব্যবসায়ীর বাড়ি পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়। পরে পুলিশ ও এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে সন্ত্রাসীদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে শেরপুর শহরের শিববাড়ি মহল্লায়। আহত সন্ত্রাসীদের একজনের গাল ও অপরজনের কান কাটা গেছে বলে জানা গেছে। পরে তাদেরকে ময়মনসিংহ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। অপরদিকে পুলিশ সন্ত্রাসীদের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় উল্টো ঐ নিরীহ সংখ্যালঘু পরিবারের দুই ভাই প্রশান্ত ও টিটুলকে গ্রেফতার করেছে। সূত্র জানিয়েছে, বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু সে উদ্যোগটিও ব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে তাদেরকে শুক্রবার জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। তারা জানিয়েছে, হামলা প্রতিহত করার সময় সন্ত্রাসীরা তাদের হাতে থাকা ধারালো অস্ত্রে নিজেরাই আহত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের কাছে বিভিন্ন সময় চাঁদা ও মোটর সাইকেল দাবি করে আসছিল। ঘটনার দিন মোটর সাইকেল চেয়ে না পেয়ে তাদের ওপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। এ ঘটনায় শেরপুর শহরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ও চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। পুলিশ সুশান্ত সাহা নামে ঐ ব্যবসায়ীর বাড়িতে বর্তমানে পাহারা বসিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ জুলাই ২০০২

(১০৮৭)
নওগাঁয় সংখ্যালঘু তরুণী অপহরণ ॥ ২ সন্ত্রাসী গ্রেফতার, বাদীকে হুমকি

নওগাঁ, ৫ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নওগাঁ শহরের কোমাইগাড়ী মহল্লার লক্ষ্মী রানী সরকার (১৭) নামে এক সংখ্যালঘু তরুণীকে অপহরণ করা হয়েছে। বুধবার ওই মহল্লার রাজ্জাক আলীর পুত্র মাসুদের নেতৃত্বে তিন সন্ত্রাসী তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। লক্ষ্মী রানীর অসহায় পিতা বিশ্বনাথ সরকার বৃহস্পতিবার নওগাঁ সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের ৭/৩০ ধারায় একটি মামলা করেছেন। ওই রাতেই পুলিশ মহল্লার মোকলেছুর রহমানের পুত্র চিকা এবং বক্তারপুর গ্রামের গোলামের পুত্র সাজুকে গ্রেফতার করেছে। তবে অপহৃত লক্ষ্মী রানী উদ্ধার এবং ঘটনার মূল নায়ক মাসুদকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এদিকে মামলার বাদী বিশ্বনাথ জানান, সন্ত্রাসীরা তাঁর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে মামলা তুলে নেয়ার জন্য। অন্যথায় তাঁদের ভিটামাটি ছাড়া করার হুমকিও দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ জুলাই ২০০২

(১০৮৮)
গলাচিপায় এক সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি ॥ গণধর্ষণের হুমকি

গলাচিপা, ৫ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গলাচিপার কলাগাছিয়া গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবার গত ১৫ দিন যাবত সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে রয়েছে। অত্যন্ত গরিব এই পরিবারের মহিলারা খালে মাটি কাটা শ্রমিকের কাজ করে দিন কাটায়। সন্ত্রাসীরা তাদের কষ্টের উপার্জন ৮ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। তারা হুমকি দিয়েছে, এ ঘটনা ফাঁস করলে সবাইকে পাইকারি হারে ধর্ষণ করা হবে। ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থল ঘুরে এলেও পরিবারটি এ যাবত কোন প্রতিকার পায়নি। কলাগাছিয়া পুলিশ ক্যাম্প থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার পূর্বে বিপুল হালদারের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটেছে। বিপুল হালদার চট্টগ্রামে শ্রমিকের কাজ করে। তার স্ত্রী সাবিত্রী রানী (৫০) চার মেয়ে ও চার নাতি নিয়ে বাড়িতে থাকে। মেয়েদের মধ্যে দু'টি বিয়ের উপযুক্ত হলেও অর্থাভাবে বিয়ে হচ্ছে না। একটি মেয়ে বিধবা। অপর মেয়ের বিয়ে হলেও মায়ের কাছে থাকে। অত্যন্ত গরিব সাবিত্রী রানী মেয়েদের নিয়ে মাটি কাটা শ্রমিকের কাজ করে। গত ২২ জুন শনিবার গভীর রাতে কয়েক সন্ত্রাসী আকস্মিকভাবে ওই বাড়িতে হামলা চালায়।

সন্ত্রাসীরা পিস্তল ও অন্যান্য অস্ত্রের মুখে নগদ ৮ হাজার টাকাসহ অন্যান্য মালামাল লুট করে এবং মহিলাদের লাঞ্ছিত করে। সাবিত্রী রানী জানায়, ওই দিনই তারা ডানিডার একটি প্রজেক্টে মাটি কাটার মজুরি ৫ হাজার টাকা পেয়েছিল। সন্ত্রাসীরা লুটপাট শেষে হুমকি দিয়ে গেছে, এ ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে সবাইকে পাইকারি হারে ধর্ষণ করা হবে। ফলে পরিবারটি ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। ঘটনার পরদিন কলাগাছিয়া ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থল ঘুরে এলেও তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে পরিবারটি অভিযোগ করে।

সন্ত্রাসীদের ভয়ে সাবিত্রী রানী এখন কাজে যেতেও সাহস পাচ্ছে না। প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানায়, সন্ত্রাসীরা দু'টি মোটরসাইকেল নিয়ে খারিজ্জমা গ্রাম থেকে এসেছিল। এ ঘটনায় গ্রামের অন্যদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ জুলাই ২০০২

(১০৮৯)
বেগমগঞ্জে সংখ্যালঘু বিয়েবাড়িতে হামলা ও লুটপাট, আহত ৩

নোয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক বিয়ের অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে মহিলাদের লাঞ্ছিত করে দামি মালামাল লুট করে। সন্ত্রাসীদের হামলায় ২ মহিলাসহ ৩ জন আহত হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাজগঞ্জ ইউনিয়নের মনপুরা, চড়ান ও মাইজদী জেলমোড়ের কিছু সন্ত্রাসী মনপুরা গ্রামের পূর্ব কামারবাড়ি গিয়ে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তারা নির্মল কর্মকারের ছেলে ঝণ্টু কর্মকারকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এ সময় বাড়ির লোকজন সন্ত্রাসীদের বাধা দিলে তারা উত্তেজিত হয়ে ওই বাড়ির ৩ জনকে পিটিয়ে ও ছুরির আঘাতে আহত করে। তারা ৩টি ঘর ভাঙচুর, ১টি রঙিন টিভি, অতিথি ও নববধূর সোনার গহনাসহ প্রায় ২ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে কানুলাল কর্মকারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে

ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া ঝর্ণা রানী কর্মকার, কাজল রানী কর্মকার সন্ত্রাসীদের আঘাতে আহত হন। সন্ত্রাসীরা এ সময় বাড়ির মহিলাদেরও শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। বেগমগঞ্জ থানা পুলিশ সংবাদ পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশ এলাকা ঘিরে মিজানুর রহমান (২০) ও খোরশেদ আলমকে (২২) মনপুরা গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ, ৭ জুলাই ২০০২

(১০৯০)
আমতলীতে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসী হামলা ৭ মহিলাসহ আহত ১১

আমতলী থেকে সংবাদদাতা ঃ আমতলী উপজেলার টিয়াখালী গ্রামে শুক্রবার সকালে একদল সন্ত্রাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করে। এসময় ৭ মহিলাসহ ১১ জন আহত হয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে কাশীনাথ ধূপীর সঙ্গে স্থানীয় জালাল খাঁর দীর্ঘদিন থেকে বিরোধ চলে আসছিল। শুক্রবার সকাল ১০টায় জালাল খাঁর নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী কাশীনাথ ধূপীর বাড়ি দখল করতে যায়। বাড়ির লোকজন বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা কাশীনাথ ধূপীর বাড়িঘর ভাঙচুর করে। সন্ত্রাসীদের রামদার কোপে ও বেধড়ক মারধরে ৭ মহিলাসহ ১১ জন আহত হয়। ৪ জনকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পটুয়াখালী হাসপাতালে ও ৭ জনকে আমতলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমতলী থানায় মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ শনিবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে কিরণ ও বাহাদুর নামে ২ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে।

সংবাদ, ৭ জুলাই ২০০২

(১০৯১)
নির্যাতিত পাঁচ হিন্দু পরিবারের ১৯ সদস্য অবৈধ পথে ভারত যাওয়ার সময় দিনাজপুরে আটক

দিনাজপুর, ৬ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জোট সরকারের সন্ত্রাসীদের ভয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় দিনাজপুর থেকে ৫টি পরিবারের ১৯ সদস্যকে পুলিশ আটক করেছে। শেরপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলার এসব পরিবার প্রাণভয়ে তাদের বসতভিটা ফেলে অবৈধ পথে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বর্তমানে পুলিশী হেফাজতে রাখা হয়েছে।

আটককৃতরা হলো শেরপুর জেলার আয়েরা গ্রামের নকুল সরকার (৪০), চিবাস সরকার (২৮), সান্দা (২২), আরতী (২৮), ফুলু (১৪), সায়েরা গ্রামের মহাদাস সরকার (৩০), সুমিতা (৩০), রতন (৩৩), তন্ময় (২)। সিরাজগঞ্জ জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের ধীরেন (৪৫), শান্তাবালা (৩৩), শামদা (১৫), সবিতা (১০), পলাশ (৮), গোবিনাপুর গ্রামের সুনীল চন্দ্র হালদার (৪০), ছবি রানী হালদার (৩৩) রবীন্দ্রনাথ হালদার (১৫), সীমা রানী হালদার (১০) ও হৃদয় চন্দ্র হালদার (৪)। আটককৃতরা জানায়, অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের পর তাদের ওপর সন্ত্রাসীদের জুলুম অত্যাচার নেমে আসে। এক পর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে তারা ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এলাকার সুনীল নামে এক দালালের মাধ্যমে তারা জনপ্রতি ১ হাজার টাকা করে দিয়ে পাসপোর্ট ছাড়াই ভারতে যাওয়ার চুক্তি করে। কেউ বসতভিটা কেউবা আবার হালের বলদ বিক্রি করে দালালের হাতে টাকা তুলে দেয়। দালাল ৫ জুলাই রাতে একটি নৈশ কোচে করে দিনাজপুর শহরে নিয়ে আসে। তাদের আচরণে বাসস্ট্যান্ডের লোকদের মনে সন্দেহ দেখা

দিলে তারা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে আসে এবং দালাল সুনীল ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোতয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ জুলাই ২০০২

(১০৯২)
বাঁশখালী মন্দিরে সন্ত্রাসী হামলা ঃ আহত ৯

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গতকাল শনিবার ভোররাতে জেলার বাঁশখালী উপজেলার কোপদণ্ডীতে ঋষিধাম মন্দিরে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর এবং মন্দিরের কয়েক লাখ টাকার মালামাল লুট করেছে। এ সময় দুর্বৃত্তদের হামলায় মন্দিরের সেবক, সেবিকা এবং পূজারিসহ অন্তত ৯ জন গুরুতর আহত হন। এ ছাড়া মন্দিরের অভ্যন্তরে মহারাজের পাথরও ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ সভা সমাবেশ করেছে। জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল বাতেন অবশ্য স্থানীয় লোকজনদের গ্রেফতারের বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রাত আড়াইটার দিকে অস্ত্রধারী ১৫/২০ জনের একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে বিভিন্ন মালামাল লুট করে নেয়। এ সময় মন্দিরের পুরোহিত সুদর্শনানন্দ মহারাজকে হত্যার জন্য খোঁজাখুঁজি করে। দুর্বৃত্তদের হামলায় অন্তত ৯ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতরা হচ্ছেন— সুনীল নাথ (২৮), বাবুল (৫০), সুমিতা নাথ (৬৫), চিন্তাহরণ (৫০), প্রীতি পাল (৫৩), বসু পাল (৩২), কাঞ্চন বিশ্বাস (৩৫), দলু রুদ্র (৪৫) ও নলিনী দেবনাথ (৬৪) প্রমুখ। এ ব্যাপারে মন্দিরের পূজারী কাঞ্চন বিশ্বাস বাদী হয়ে বাঁশখালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। তবে পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

যুগান্তর, ৭ জুলাই ২০০২

(১০৯৩)
নিখোঁজ হওয়ার ৩ দিন পর রূপসায় ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি ঃ তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর গতকাল শনিবার জেলার রূপসা থানার কান্দরের বিলের মাছের ঘেরের পাশ থেকে ব্যবসায়ী অজিত পালের (৪২) লাশ পুলিশ উদ্ধার করেছে। অভিযোগ রয়েছে, থানায় অপমৃত্যু মামলা হলেও ময়নাতদন্ত ছাড়া তার লাশের সৎকার করা হয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রূপসা থানার পিঠাভোগ গ্রামের অজিত ৩ দিন পূর্বে নিখোঁজ হয়। গতকাল শনিবার সকালে তার বাড়ি থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাছের ঘেরের পাশে তার লাশ পাওয়া যায়। লাশের শরীরে আঘাতের চিহ্ন ও গলা ফোলা ছিল। লাশের পাশ থেকে একটি কীটনাশকের বোতল পাওয়া যায়। লাশের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যাকাণ্ডটি অন্য খাতে প্রবাহিত করার জন্য কীটনাশকের বোতল পাশে রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে রূপসা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। অজিতের মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ থাকলেও ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দাহ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দাবি উঠেছে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখার।

ভোরের কাগজ, ৭ জুলাই ২০০২

(১০৯৪)
বেগমগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের বিয়েবাড়িতে সন্ত্রাসীদের হামলা মালামাল লুট, মহিলাদের শ্লীলতাহানি

বিজন সেন, নোয়াখালী থেকে ঃ জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জ ইউনিয়নের মনপুরা গ্রামের নির্মল কর্মকারের বাড়ির বিয়ের অনুষ্ঠানে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট ও মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে। বাধা দিলে তারা পিটিয়ে ও ছুরিকাঘাতে ৩ জনকে আহত করে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার রাজগঞ্জ ইউনিয়নের মনপুরা ও মাইজদী জেল মোড়ের কিছু সন্ত্রাসী মনপুরা গ্রামের পূর্ব কামারবাড়ি গিয়ে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তারা নির্মল কর্মকারের পুত্র (বর) ঝন্টু কর্মকারকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এ সময় বাড়ির লোকজন সন্ত্রাসীদের বাধা দিলে তারা উত্তেজিত হয়ে ঐ বাড়ির ৩ জনকে পিটিয়ে ও ছুরিকাঘাতে আহত ও ৩টি ঘর ভাঙচুর করে। তারা ১টি রঙিন টেলিভিশন, উপস্থিত অতিথিদের ও নববধূর বিয়ের স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

আহতদের মধ্যে কানুলাল কর্মকারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া ঝর্না রানী কর্মকার ও কাজল রানী কর্মকার সন্ত্রাসীদের আঘাতে আহত হয়। সন্ত্রাসীরা এ সময় বাড়ির মহিলাদেরও শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। বেগমগঞ্জ থানা পুলিশ সংবাদ পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশ এলাকা ঘিরে মিজানুর রহমান (২০) ও খোরশেদ আলম (২২) কে মনপুরা গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে। এ ব্যাপারে বেগমগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৮ জুলাই ২০০২

(১০৯৫)
কালিগঞ্জে ডাকাতের গুলিতে ব্যবসায়ী খুন ॥ ভাইসহ আহত-৮ ঃ দোকান লুট

গাজীপুর, ৮ জুলাই নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রবিবার রাতে কালিগঞ্জে এক ব্যবসায়ী নিহত এবং ভাইসহ অপর ৮ জন আহত হয়েছে। নিহতের নাম সুবির দাস ওরফে সয়রুল দাস (৩০)। এলাকাবাসী জানায়, রবিবার রাত সাড়ে ৯ টায় ১৪/১৫ জনের সশস্ত্র একদল মুখোশধারী ডাকাত শ্যালো নৌকা নিয়ে নাগরী বাজারে হামলা চালায়। ডাকাত দল বাজারে এসেই এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ ও চাপাতি দিয়ে কোপাতে থাকে এবং ৮টি দোকানে লুট করে। এ সময় ৫ জন আহত হয়। ডাকাত দল সুনীল এন্টারপ্রাইজ নামের এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়ে ক্যাশ ভাঙ্গার চেষ্টা করে। এতে ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ৩ ভাই সুবীর দাস অতুল দাস ও সুনীল দাস ডাকাতদের বাধা দেয়। ডাকাতদল ক্ষিপ্ত হয়ে ৩ ভাইকে লক্ষ্য করে গুলি করলে তারা গুলিবিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত ৭ জনকে প্রথমে কালিগঞ্জ হাসপাতালে পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরা হলো সুবির দাস (৩০), সুনিল দাস (৪০) অতুল দাস (৩৫), ডাঃ মিজানুর রহমান (৪০) মজিবর (৩৫), গোবিন্দ দাস (৪০), ও মনির হোসেন (৩৫)। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুবির ঘটনার রাতেই মারা যায়। নিহত সুবির আহত সুনিলও অতুলের ছোটভাই। ডাকাতির ঘটনা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী

এগিয়ে আসে। এলাকাবাসীর ধাওয়া খেয়ে ডাকাতদল এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে করতে পালিয়ে যায়। তারা লক্ষাধিক টাকা সহ প্রায় ৩ লাখ টাকার মালামাল লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কালিগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি এবং লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করতে পারেনি। নিহত সুবির ভূরুলিয়া গ্রামের সুবিন্দ্রদাসের পুত্র। এ ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ জুলাই ২০০২

(১০৯৬)
সংখ্যালঘুদের খামারের মাছ লুট

নোয়াখালী সংবাদদাতা ঃ সোমবার রাত ৮টায় বেগমগঞ্জ উপজেলার ঘাটলা ইউনিয়নের হোরন বিবি বাজার এলাকার ব্যবসায়ী বিনোদ (৩০), নির্মল (২৫), শংকর (৩৫), পরেশের (২৪) কাছে এলাকার চাঁদাবাজ নয়ন, সুমন, সহিদ, জাকির ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় চাঁদাবাজরা রাত ১০টায় বিনোদ, নির্মল, শংকর, পরেশকে মারধর করে এবং তাদের মাছের প্রজেক্ট থেকে কয়েক হাজার টাকার মাছ লুট করে নিয়ে যায়।

সংবাদ, ১০ জুলাই ২০০২

(১০৯৭)
উল্লাপাড়ায় কালী মন্দির ও কালী মূর্তি ভাঙচুর

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ উল্লাপাড়া উপজেলার মোহনপুর এলাকার শুকুলহাট কালীমন্দির ও কালীমূর্তি এলাকার সন্ত্রাসীরা ভাঙচুর করেছে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা ওই মন্দিরের সেক্রেটারি দুলাল চন্দ্র দাসের কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা পরিশোধ না করায় সন্ত্রাসীরা গত মঙ্গলবার প্রাচীন কালীমন্দির ও রক্ষিত কালীমূর্তি ভাঙচুর করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে, যার নম্বর ৮, তারিখ ৬-৭-০২।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, এলাকার ৬/৭ জনের একটি সন্ত্রাসী দল কমিউনিটি হাসপাতাল নির্মাণের অজুহাতে এ ভাঙচুর ঘটায়।

সংবাদ, ১০ জুলাই ২০০২

(১০৯৮)
তিন মাস আগে অপহৃত জয়পুরহাটের দুই সংখ্যালঘু কিশোরীকে এখনও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়পুরহাট ঃ তিন মাস অতিবাহিত হলেও সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অপহৃত দুই কিশোরীকে পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। ফলে জেলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক হিন্দু পরিবার তাদের মেয়েদের রক্ষার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসছে।

জানা যায়, জয়পুরহাট সদরের পৌর এলাকার চিত্রাপাড়ার দরিদ্র অজিত কুমার সূত্রধরের ১ বছরের কন্যা বিথীকাকে গত ৪ মার্চ শহরের মুখচেনা একদল সন্ত্রাসী অপহরণ করে। এ

ঘটনায় থানায় মামলা হলে ঐ সন্ত্রাসীরা মেয়ের বাবাকে মামলা উঠিয়ে নেবার জন্য হুমকি দিতে থাকে। এ বিষয়ে পুলিশকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। অপর ঘটনায় সদর উপজেলার পেঁচুলিয়া গ্রামের মৃত অতুল চন্দ্র বর্মণের ১৩ বছরের কন্যা শেফালীকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে। এ বিষয়ে থানায় মামলা হলে ১ জন গ্রেফতার হয়। এর পর সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং মারধর করার হুমকি দিতে থাকে। এ বিষয়টি থানায় লিখিতভাবে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। পুলিশের নীরবতার কারণে ঐ সন্ত্রাসীরা বিভিন্নভাবে হুমকি ও মামলায় জড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জেলার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, মন্দির ভেঙ্গে দেয়া, পূজা করতে না দেয়ার অসংখ্য ঘটনার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে তীব্র ভীতি দেখা দেয়। অনেকেই এ সময়ে দেশত্যাগ করে নিরাপত্তার জন্য। এ ঘটনার পরপর গত মার্চ মাসে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দুই কিশোরীকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে। তিন মাস অতিবাহিত হলেও ঐ হতভাগ্য দুই কিশোরীকে পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এরপর অনেক পরিবার নিরাপদ স্থানে তাদের মেয়েদের রেখে আসছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ জুলাই ২০০২

(১০৯৯)
বিয়েবাড়িতে সবাইকে জিম্মি করে সোনাদানা ও নগদ টাকা লুট

চট্টগ্রাম অফিস ঃ রাউজান পৌরসভার উত্তর সুলতানপুর দাশপাড়ার এক বিয়েবাড়িতে গত মঙ্গলবার রাতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা ঐ পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৬৩ হাজার টাকা, ১০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও একটি মোবাইল ফোন সেট নিয়ে গেছে। এছাড়া ডাকাতরা গৃহকর্তার ছেলে তরুণ দাশকে (৩৪) ছুরিকাঘাতে মারাত্মক আহত করেছে।

মঙ্গলবার রাত ১টায় ১০/১২ জনের সশস্ত্র ডাকাতদল দাশ পাড়ার মানিকচন্দ্র দাশের বাড়িতে হানা দিয়ে অস্ত্রের মুখে সবাইকে বেঁধে ফেলে। পরে স্টিলের লকার ভেঙে নগদ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়।

গত দুদিন আগে ঐ গৃহকর্তার মেয়ের বিয়ে হয় এবং বিয়ে পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য তার দুই ছেলে লুটকৃত টাকা ঘরে রেখেছিল।

এদিকে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে তাদের এলাকা পৌরসভাভুক্ত হলেও সুযোগ-সুবিধা বাড়েনি। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অপ্রতুল এবং সড়ক উন্নয়ন তথা সড়কে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়নি। অন্যদিকে পুলিশি টহল না থাকায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই পাড়াটিতে চুরি ডাকাতি প্রায়ই হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন।

ভোরের কাগজ, ১১ জুলাই ২০০২

(১১০০)
বোয়ালমারীতে চাঁদা না দেয়ায় সংখ্যালঘু এক কৃষকের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা

বোয়ালমারী প্রতিনিধি ঃ ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার লংকারচর গ্রামে জোট সরকার সমর্থক সন্ত্রাসীরা লোহার রড দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে এক সংখ্যালঘু কৃষকের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে। সরকার সমর্থক এক প্রভাবশালী নেতার হুমকিতে ওই কৃষকের মামলা ও চিকিৎসা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। ওই প্রভাবশালী নেতার নির্দেশে নির্যাতিত সংখ্যালঘু

কৃষকের ৫ ভাইয়ের বিরুদ্ধে উল্টো ছিনতাই ও চাঁদাবাজির ৪টি সাজানো মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জানা গেছে, চাঁদা না দেওয়ায় গত ৮ জুন উপজেলার ঘোষপুর ইউনিয়নের লংকারচর গ্রামের দরিদ্র সংখ্যালঘু কৃষক বিধান রায়ের হাত-পা লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে ভেঙে দিয়েছে জোট সরকার সমর্থক সন্ত্রাসীরা।

এ ঘটনার নেতৃত্ব দেন ঘোষপুর ইউপির সদস্য আতিয়ার। এ ঘটনার প্রতিকার তো দূরের কথা বরং হয়েছে উল্টো। গত ৩ জুলাই ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আহত বিধান রায়ের ৫ ভাই ননী গোপাল, অরুন, অজিত, অর্জুন ও কোমলের বিরুদ্ধে ছিনতাই ও চাঁদাবাজির ৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে।

আজকের কাগজ, ১১ জুলাই ২০০২

(১১০১)
নওগাঁর মান্দায় বিএনপি সন্ত্রাসীদের হুমকি ধামকিতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে একটি পরিবার

নওগাঁ থেকে সংবাদদাতা ঃ নওগাঁর মান্দা উপজেলার বালিচ গ্রামে বিএনপির সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের এক পরিবার। বিএনপির সন্ত্রাসীদের দাবি অনুযায়ী তাদের নামে একটি পুকুর লিখে না দেয়ায় সংখ্যালঘু ওই পরিবারের ওপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলা ও মারপিটে মারাত্মক আহত ব্রজেন্দ্রনাথ, বিশ্বনাথ, কার্তিক চন্দ্র ও স্বাধীন চন্দ্র নামে চার সহোদর হাসপাতালে চিকিৎসাশেষে প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে মান্দা থানা সংখ্যালঘু নির্যাতিত পরিবারের মামলা গ্রহণ না করে বিএনপির সন্ত্রাসীদের দায়ের করা মামলায় আসামি করেছে ওই পরিবারের সদস্যদের। বিএনপির সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্য হুমকি-ধামকি এবং পুলিশের ভয়ে ওই পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ১৫ দিন যাবৎ গ্রামছাড়া।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মান্দা উপজেলার ভারশো ইউনিয়নের বালিচ গ্রামের বিএনপি সন্ত্রাসী শরিফ উদ্দিন, রেজাউল হোসেন, ফরমান ওরফে ভাদু, মোঃ কারেন্ট, বুলবুল হোসেন, আকবর হোসেন, মো. জুয়েল ও জাকির হোসেন নামে বিএনপির চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংখ্যালঘু ব্রজেন্দ্রনাথের পৈতৃক একটি পুকুর দখল করে নেয়ার চেষ্টা করছে। এক সময় সন্ত্রাসীরা ব্রজেন্দ্রনাথ ও তার ভাইদের ওই পুকুরটি সন্ত্রাসীদের নামে লিখে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এতে ব্রজেন্দ্রনাথের পরিবার রাজি না হলে তাদের ওপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। এরই জের ধরে গত ১৫ জুন সন্ধ্যায় মাঠ থেকে গরু নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে উল্লিখিত সন্ত্রাসীরা মারাত্মক ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের বেদম মারপিটে মারাত্মক আহত ব্রজেন্দ্রনাথের চিৎকারে তার ভাইয়েরা বাঁচাতে এলে তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে মারাত্মক জখম করে সন্ত্রাসীরা বীরদর্পে চলে যায়। প্রথমে তাদের মান্দা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় নওগাঁ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে ৭ দিন চিকিৎসাশেষে তারা এখনও বাড়ি ফিরতে পারেনি। এদিকে সন্ত্রাসীরা থানা পুলিশকে ম্যানেজ করে উলটো সংখ্যালঘু ওই পরিবারের আহত সদস্যদের নামে একটি মামলা দায়ের করেছে। সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকি-ধামকি ও পুলিশি গ্রেফতারের ভয়ে ১৫ দিন যাবৎ তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি নওগাঁ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্রজেন্দ্রনাথ ও তার ভাইদের সঙ্গে কথা বলা হলে তারা সংবাদকে জানান, প্রায় ৭/৮ মাস যাবৎ সন্ত্রাসীরা তাদের ওই একমাত্র

পুকুরটি জবরদখল করার জন্য উঠে-পড়ে লাগে। স্বেচ্ছায় সন্ত্রাসীদের নামে পুকুরটি লিখে না দিলে পুকুরসহ তাদের সব আবাদি জমি দখল করে ব্রজেন্দ্রনাথের পরিবারকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে বলে অব্যাহতভাবে হুমকি-ধামকি প্রদান করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বার বার মান্দা থানায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলেও পুলিশ তাদের মামলা নেয়নি।

সংবাদ, ১২ জুলাই ২০০২

(১১০২)
উল্লাপাড়ায় আদিবাসীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার বেলাই গ্রামে বসবাসকারী আদিবাসীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসকের কাছে আদিবাসীদের পক্ষে মঙ্গলা মুরারী স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ৩ জুলাই এলাকার সাত সন্ত্রাসী তাদের ধর্মীয় কাজে মন্দিরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। তারা মন্দির বেদখল করার ষড়যন্ত্র করছে।

যুগান্তর, ১২ জুলাই ২০০২

(১১০৩)
চাঁদা না দেয়ায় লালপুরে সন্ত্রাসীরা স্কুল শিক্ষককে কুপিয়ে জখম করেছে

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি ঃ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সন্ত্রাসীরা হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে লালপুর উপজেলার প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক অসিত কুমার সরকারকে (৪০)। তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

জানা গেছে, প্রায় দেড় মাস আগে সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে উড়ো চিঠি দেয়। চিঠিতে তারা এক সপ্তাহ পর বাড়িতে এসে টাকা নিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে। বিষয়টি কাউকে জানালে সপরিবারে তাকে হত্যা করারও হুমকি দেয় তারা। পরে তারা পরপর দু'দফা গভীর রাতে এসে জানালায় টোকা দিয়ে দাবিকৃত টাকা চেয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে চলে যায়। কিন্তু প্রাণভয়ে বিষয়টি তিনি কাউকে জানাননি। ঘটনার দিন রাত দেড়টার দিকে সন্ত্রাসীরা অসিতের বাড়িতে গিয়ে একই উপায়ে টাকা চেয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করলে অসিত বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে গ্রামের লোকজন ডেকে বাড়ির আঙ্গিনায় আসতেই সন্ত্রাসীরা প্রায় ২ হাত লম্বা হাঁসুয়া দিয়ে তার বাম পাঁজরে কোপ দিলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

যুগান্তর, ১৩ জুলাই ২০০২

(১১০৪)
চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ব্যবসায়ীদের মারধর মৎস্য খামার লুট

নোয়াখালী প্রতিনিধি ঃ চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা বেগমগঞ্জে চার ব্যবসায়ীকে মারপিট করে আহত করেছে। তারা তাদের মৎস্য প্রজেক্ট থেকে মাছও লুট করে নিয়ে গেছে।

গত সোমবার রাত ৮টায় বেগমগঞ্জ উপজেলার ঘাটলা ইউনিয়নের হোরন বিবি বাজারে এলাকার ব্যবসায়ী বিনোদ (৩০), নির্মল (২৫), শংকর (৩৫) ও পরেশের (২৪) কাছে চাঁদাবাজ নয়ন, সুমন, সহিদ, জাকির ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় এ চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা রাত ১০টায় বিনোদ, নির্মল শংকর ও পরেশকে মারধর করে। এবং তাদের মাছের প্রজেক্ট থেকে কয়েক হাজার টাকার মাছ লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় বাধা দিলে এদেরকে আরো মারধর করা হয়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে তারা মামলা করতে সাহস পায়নি। এ ঘটনার পর থেকে এলাকার সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৩ জুলাই ২০০২

(১১০৫)
চাঁদপুরের শীর্ষস্থানীয় হিন্দু নেতাদের দেশত্যাগের হুমকি দিয়ে হরকাতুল জিহাদের চিঠি

চাঁদপুর প্রতিনিধি ঃ চাঁদপুরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের হরকাতুল জিহাদের নামে বেনামী চিঠি দিয়ে দেশত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই চার ব্যক্তি এ ধরনের হুমকি সম্বলিত চিঠি পেয়েছেন। চিঠিগুলো সাধারণ ডাকে আসা এবং চাঁদপুর থেকেই পোস্ট করা। যারা চিঠি পেয়েছেন তারা ভয়ে বিষয়টি এখন পর্যন্ত কাউকে না জানালেও তাদের নিজেদের ভেতরকার আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আর গোপন থাকেনি।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়, এ যাবত যারা উড়ো চিঠি পেয়েছেন তারা হচ্ছেন— চাঁদপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক, শিক্ষাবিদ, মুক্তিযোদ্ধা বাবু জীবন কানাই চক্রবর্তী, চাঁদপুর চেম্বার অব কর্মার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু সুভাষ চন্দ্র রায়, চাঁদপুর সরকারি হাসান আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শিক্ষক (অবসর) ও পূজা উদযাপন পরিষদের অন্যতম নেতা নরেন্দ্র নারায়ণ পণ্ডিত, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও চাঁদপুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের পরিচালনা পর্যদের সাধারণ সম্পাদক দেবু সাহা।

গত ৭ জুলাই তারা ওই চিঠিগুলো পান। চিঠিতে তাদের হিন্দুদের দালালি না করা এবং অবিলম্বে দেশত্যাগ অন্যথায় জানে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। সবগুলো চিঠি হাতে লেখা বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে গতকাল শুক্রবার টেলিফোনে সুভাষ চন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেন। ব্যাপারটি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কি-না জানতে চাইলে তিনি জানান, এখনও জানানো হয়নি। তবে আজকালের মধ্যে জানানো হবে।

জীবন কানাই চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনিও এ ধরনের চিঠি পেয়েছেন। এর আগেও তাকে মুজাহিদ কমিটির নামে অনুরূপ একটি চিঠি প্রদান করা হয়েছিল। তিনি আরও জানান, এবার যে চিঠিটি পাঠানো হয়েছে তাতে একেকজনকে একেকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন— সুভাষ রায়ের কাছে লেখা চিঠিতে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে 'টেডি সুভাষ' বলে। জীবন কানাই'র ধারণা চিঠিগুলো চাঁদপুর থেকেই ছাড়া। কারণ, সুভাষ বাবুকে অন্য জেলার লোকজন টেডি সুভাষ বলে না। একমাত্র চাঁদপুরের লোকেরাই তাকে টেডি সুভাষ বলে হাস্যোচ্ছলে সম্বোধন করেন। তিনি আরও জানান, চিঠির ভেতরের হাতের লেখা এবং খামের ওপরের লেখার মধ্যে কোনও মিল নেই।

আজকের কাগজ, ১৩ জুলাই ২০০২

(১১০৬)
বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদকৃত সংখ্যালঘু পরিবার ফরিদপুর প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে অবস্থান ধর্মঘটে বারবার ফিরেও বাড়িতে ঢুকতে পারেনি

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ ফরিদপুর সদর উপজেলার আনিয়াবাদ ইউনিয়নের গদাধরডাঙ্গি বাঁশতলা গ্রামের মৃত সূর্য কুমার সরকারের পরিবার এখনও তাদের দখল হয়ে যাওয়া বাড়িঘরে ফিরতে পারেনি। বৃহস্পতিবার এলাকার সন্ত্রাসীচক্র ৫ সদস্যের এ সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর-লুটপাট করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। বারবার ফেরার চেষ্টা করেও হুমকির মুখে বাড়িতে ঢুকতে না পেরে বাধ্য হয়ে তারা গতকাল থেকে ফরিদপুর প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছে।

সূর্য কুমার সরকারের বিধবা স্ত্রী রেনু বালা সরকার, তার তিন পুত্র আনন্দ সরকার, অসীম সরকার, সদানন্দ সরকার এবং মেয়ের ঘরের নাতনি সুপর্ণ মণ্ডলকে নিয়ে প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান নিয়েছেন। পরিবারটি ব্যানারে নিজেদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে অবিলম্বে বাড়িঘর ফেরত চেয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অনাহারে মানবেতর জীবনযাপন করলেও তাদেরকে কেউ সহানুভূতি জানাতে পর্যন্ত আসেনি।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে অসহায় পরিবারটি বাড়িতে ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে এলাকায় গেলে বাড়ি দখলকারী সন্ত্রাসীচক্র তাদের হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। বারবার বাড়িতে ঢুকতে গেলেও হুমকির মুখে তারা পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে রাত কাটায়। বৃহস্পতিবার সকালে সন্ত্রাসী অখিল মোল্লার সন্ত্রাসী বাহিনী যখন বাড়ি দখল করে রেনু বালার নাতনি ৮ বছরের শিশু সুপর্ণ তখন স্কুলে ছিল। ফলে তাকে না নিয়েই ফরিদপুর শহরে চলে আসতে বাধ্য হন রেনু বালা।

আতঙ্কিত সুপর্ণ জানিয়েছে, স্কুল থেকে ফিরে সেও বারবার বাড়িতে ঢুকতে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ত্রাসীরা তাকে প্রতিবারই মারধর ও ধমকে বের করে দেওয়ায় পাশের বাড়িতে ছিল। রাতে সে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়। সবার সঙ্গে অবুঝ এই শিশুটিও না খেয়ে অবস্থান ধর্মঘট করছে।

উল্লেখ্য, লাঠিয়াল সর্দার অখিল মোল্লা, তার দুই পুত্র শাহজাহান মোল্লা, নাতি রঞ্জু ফকির ও মঞ্জু ফকির-এর নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা রেনু বালার বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর, ১৫/২০ হাজার টাকার মালামাল লুটপাট করে তাদের তাড়িয়ে দেয়। মৃত সূর্য কুমার সরকারের জমিজমাও সন্ত্রাসীরা বেশ কয়েক বছর যাবৎ দখল করে আছে। দখলদারির হাত থেকে নিজের সর্বমোট ৩ একর ২০ শতাংশ জমি রক্ষা করতে ৭৫ বছরের বৃদ্ধ দীর্ঘ ২৫ বছর মামলা চালিয়ে পনেরো মাস আগে মারা যান।

আজকের কাগজ, ১৩ জুলাই ২০০২

(১১০৭)
পিরোজপুরে এখনো সংখ্যালঘু নির্যাতন! বহু লোকের ভারতে পলায়ন, কেউ কেউ আত্মগোপনে ঢাকায়

কাগজ প্রতিবেদক ঃ জোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের দীর্ঘ নয় মাস পরও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘুরা এখনো নির্যাতিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে কেউ পালিয়ে ভারতে যেতে বাধ্য হয়েছেন কেউবা ঢাকায় এসে আত্মগোপন করে আছেন। এদেরই একজন পিরোজপুরের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মহানন্দ মণ্ডল এবং তার পরিবার।

পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার ১ নম্বর ইউনিয়ন পরিষদের তুষখালী ৭ নম্বর ওয়ার্ডের একটি গ্রাম শাঁখারীকাঠি। এই গ্রামের অধিকাংশ জনগণ সংখ্যালঘু। গত ১ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে এই গ্রামের মানুষের ওপর অত্যাচার নেমে আসে। এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ঐ গ্রামের নিরঞ্জন মণ্ডল, ফনীভূষণ গাইন, দীপংকর মণ্ডল, সঞ্চয় মিস্ত্রি, বিনয়, মিলন কুলু, সোহাগ কুলু, সতেষ কুলু, ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই এলাকার ইউপি সদস্য মহানন্দ মণ্ডল কিছুদিন ধরে ঢাকায় আত্মগোপন করে আছেন। তিনি এলাকা থেকে তার পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে ফেলেছেন। ইউপি সদস্য হওয়ায় তিনি এতোদিন সেখানে থাকতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় তাকেও আত্মগোপন করতে হয়েছে। তিনি সম্প্রতি ভোরের কাগজে এসে নির্বাচনের পর থেকে তার এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, এলাকার কিছু চিহ্নিত যুবক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। এসব সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মল, দুলাল, শশধর, কমল একাধিকবার নির্যাতিত হয়েছে। তাদের কারণে এলাকার অনেকে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। দুর্গামন্দিরের পরিচালক অনিলের ডান হাত ভেঙে দিয়েছে। এসব ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে এলাকার সুনিল, সন্তোষ, অনীল এবং তাদের স্ত্রীদের মারপিট এবং বাড়িতে হামলা চালিয়ে মালামাল লুটপাটও করেছে। মন্দিরের টিন খুলে জায়গা দখল করা ছাড়াও মন্দিরের লোকদের মারধর করেছে। মহানন্দ মণ্ডল বলেন, প্রথম থেকে এসব ঘটনার প্রতিবাদ করায় তারা পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু জোরালোভাবে প্রতিবাদ করায় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা তার বাসায় তিন দফা হামলা চালায়। তারা আসবাবপত্র ভাঙচুর, মালামাল লুটপাট করা ছাড়াও বাসার মেয়েদের লাঞ্ছিত, বৃদ্ধ বাবাকে মারধর এবং তাকে উঠিয়ে নিয়ে জীবনে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। আর এ কারণে তিনি পরিবার নিয়ে বাসা ছেড়ে আত্মগোপন করে আছেন বলে জানান। তিনি বলেন, চিহ্নিত এসব সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

ভোরের কাগজ, ১৪ জুলাই ২০০২

(১১০৮)
সোনাগাজীতে সন্ত্রাসী হামলা ঃ ৪টি সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িছাড়া, আহত ৮

ফেনী প্রতিনিধি ঃ জেলার সোনাগাজী উপজেলার বগাদানা ইউনিয়নের নদোনা গ্রামে বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজি ও হামলার ঘটনায় চারটি সংখ্যালঘু পরিবার ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া সন্ত্রাসীদের হামলায় আটজন আহত হয়েছেন।

এলাকাবাসী জানান, বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসী দেলোয়ার, জসীম, রাসেল, ঝণ্টু ও ইকবালসহ ১০/১২ জন নাদোনা গ্রামের নাপিতবাড়িতে চড়াও হয়ে লালমোহন শীল, হরিমোহন শীল, মানিক শীল ও মনমোহন শীলের কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে। চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সন্ত্রাসীরা গত ১১ জুলাই রাতে তাদের বাড়িতে চড়াও হয়ে চার পরিবারপ্রধানকে মারধর করে আহত করে এবং বোমাবাজি করে ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে চাঁদা পরিশোধের জন্য আল্টিমেটাম দিয়ে আসে। ভয়ে রাতে চার পরিবার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়।

সন্ত্রাসীরা একই দিন চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আরবাইস গ্রামের জ্যোতিন্দ্র মাস্টারের ছেলে বিমল চন্দ্র সূত্রধর (২৭), মোহনবাসী সূত্রধরের ছেলে নিমাই চন্দ্র সূত্রধর (৩০) কে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছে। ভয়ে কেউ থানায় অভিযোগ করেনি।

প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০০২

(১১০৯)
চাঁদপুরে পৌর কমিশনারের নেতৃত্বে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা

চাঁদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী কুণ্ডবাড়ি দখল করে নিয়েছে পৌরসভার এক কমিশনারের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় প্রায় দেড়শ' সশস্ত্র সন্ত্রাসী ওই কমিশনারের নেতৃত্বে কালীবাড়ি শপথ চত্বরের উত্তরদিকে গুয়ালখোলা রোডের কুণ্ডবাড়ি মন্দিরের পাশে অবস্থিত মৃত ব্রজনাথ কুণ্ডের বংশধর মৃত গকুল বাঁশি কুণ্ডের ছেলে পবিত্র লাল কুণ্ডের আদালত থেকে রেজিস্ট্রিকৃত সম্পত্তি ও তার বসতঘর লাগোয়া উঠান এবং বসতঘরের চারধার টিনের বেষ্টনী দিয়ে দখল করে। ওই জায়গা দখল ছাড়াও একটি বসতঘর (পুরনো) দখল করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা সকাল সাড়ে ৯টায় ঘরবাড়ি ও দেয়াল নির্মাণ করার জন্য, ইট, বালু ঢেউটিন, সিমেন্ট, বাঁশ, কাঠ ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে একযোগে ওই বাড়িতে প্রবেশ করে। সন্ত্রাসীদের কাছে পবিত্র লাল কুণ্ড ও তার একমাত্র ছেলে নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ড এক প্রকার জিম্মি হয়ে পড়ে। এ ঘটনা আশপাশের লোকজন অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করলেও কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি। তবে ঘটনাটি মুহূর্তের মধ্যে শহরে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ সুপারের নির্দেশে চাঁদপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ওই বাড়ি থেকে লোকজনকে সরিয়ে ও কাজ বন্ধ করে দেয়। দুপুর ২টার দিকে আবার ওই কমিশনার এসে পবিত্র লাল কুণ্ড ও তার পরিবারকে এই বলে শাসায় যে, তাদের দখল করা জায়গা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে বাঁচার আশা ছেড়ে দিতে হবে।

এদিকে ওই বাড়ির জায়গা দখল নিয়ে শহরে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পুলিশ প্রশাসনকে টেলিফোনে জানানোর পর পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়ায় বড় ধরনের কোন সংঘাত ঘটেনি। তবে থানাকে আগের দিন রাতেই বিষয়টি অবহিত করা হলেও পুলিশ ব্যবস্থা নেয়নি। শেষে পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপেই সদর থানা পুলিশ বাধ্য হয় ঘটনাস্থলে যেতে।

জানা যায়, পবিত্র লাল কুণ্ড তার স্বর্গীয় চাচা মনোরঞ্জন কুণ্ডের কাছ থেকে ১৯৫২ সালে ৩০.৫০ একর জমি খরিদ করার জন্য বায়না করে। বায়নাকৃত সম্পত্তি রেজিস্ট্রি না করে মনোরঞ্জন ভারত চলে যায়। পরে '৯০ সালে পবিত্র লাল কুণ্ডকে চাঁদপুর সাব-জজ আদালতযোগে বায়নাকৃত সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করে নিতে আদেশ দেয়া হয়। সে অনুযায়ী পবিত্র লাল কুণ্ড '৯৩ সালেই সহকারী জজ মনোরঞ্জন কুণ্ডের পক্ষে দলিল রেজিস্ট্রি করে দেয়। ওই সাল থেকে পবিত্র লাল কুণ্ড পৌর হোল্ডিং, সরকারি তহশিল অফিসে জায়গার খাজনা, হাল জরিপে রেকর্ড-সব প্রক্রিয়াই নিজের নামে রেকর্ড করেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পালবাজারের এক কাপড় ব্যবসায়ী কুণ্ড বাড়ি দখল করতে ওই কমিশনার ও সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করছে। ওই কাপড় ব্যবসায়ী অনেক আগে থেকেই পবিত্র লাল কুণ্ড ও তার পরিবার-পরিজনকে বিভিন্ন ভয়-ভীতি দেখিয়ে আসছিল। গতকাল জায়গা দখল করার পর পবিত্র লাল কুণ্ড (৬৮), তার স্ত্রী গীতা রানী কুণ্ড (৬২), একমাত্র ছেলে নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ড, স্ত্রী নীলু কুণ্ড (২৮), তার মেয়ে নির্জনা কুণ্ড (৪), ছেলে নীলা কুণ্ড (২) ও মৃত মেয়ের কন্যা সাথী রানী রায় ঘরের দরজা-জানালা আটকে বসে আছে। তারা নানা অজানা আশঙ্কায় ও

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এলাকাবাসী আশঙ্কা করছে, যেকোন মুহূর্তে সন্ত্রাসীরা পুনরায় ওই বাড়িতে হামলা করতে পারে। এ ব্যাপারে পবিত্র লাল কুণ্ডের ছেলে ৬ জনকে বিবাদি করে চাঁদপুর থানায় ও পৌরসভার চেয়ারম্যান বরাবরে দু'টি পৃথক অভিযোগ দায়ের করেছে।

সংবাদ, ১৫ জুলাই ২০০২

(১১১০)
চাঁদা না দেওয়ায় সিলেটে প্রি-ক্যাডেট একাডেমির অধ্যক্ষকে পিটিয়েছে সন্ত্রাসীরা

সিলেট অফিস ঃ চাঁদা না দেওয়ায় শহরের খাসদবিরস্থ শাহজালাল প্রি-ক্যাডেট একাডেমির অধ্যক্ষকে একদল সন্ত্রাসী মারধর করেছে। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্র কুমার দাস বাদী হয়ে ৬ জন সন্ত্রাসীর নাম উল্লেখ করে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ এদের দুজনকে আটক করতে সক্ষম হলেও বাকি ৪ জন আসামি পলাতক।

পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকার কজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী শাহজালাল প্রি-ক্যাডেট একাডেমির অধ্যক্ষের কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিল। গতকাল দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ৫/৬ জনের একটি সন্ত্রাসী দল একাডেমিতে চাঁদা আনতে যায়। একাডেমির অধ্যক্ষ চাঁদা না দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর করে। পরে অধ্যক্ষ নিজে বাদী হয়ে ৬ জনের নাম উল্লেখ করে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ এদের মধ্যে চৌকিদিঘির আব্দুল জলিল অপু (২২) ও পারভেজ আহমেদ পাভেল (২২) নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকি ৪ আসামি পলাতক। পুলিশ মামলার স্বার্থে বাকি আসামিদের নাম জানাতে রাজি হয়নি।

ভোরের কাগজ, ১৫ জুলাই ২০০২

(১১১১)
এসিড সন্ত্রাসের শিকার দাউদকান্দির অনুকূলের পরিবার অসহায়

কুমিল্লা অফিস ঃ এসিড সন্ত্রাসের শিকার কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার উত্তর গ্রামের অনুকূল চন্দ্র সরকারের পরিবার হুমকির মুখে থানায় জিডি করে বেকায়দায় পড়েছেন। এসিড নিক্ষেপকারী বাবুলের পিতা ফজলুর রহমান মাস্টার ও বড় ভাই কামাল জিডি এবং মূল মামলাটির জন্য চরম প্রতিশোধ নেবে বলে প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে। অনুকূল ও তার ছেলেমেয়েরা বর্তমানে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

অনুকূল চন্দ্রের বাড়িতে গেলে গত শনিবার পরিবারের সদস্যরা এ আতঙ্কের কথা জানান। তারা বলেন, ঘটনার পর থেকে ফজলুর রহমান টাকার বিনিময়ে মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। স্থানীয় গ্রামবাসীর সহায়তায় তারা সে যাত্রা রক্ষা পান। মামলায় কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে গ্রামে ফিরে ফজলু মাস্টার ও কামাল আবারও হুমকি দিতে থাকে। মামলা তুলে নেওয়ার হুমকির মুখে অনুকূল সম্প্রতি থানায় একটি জিডি করেন। জিডি করার পরই এ দুই পিতা-পুত্র বেপরোয়া হয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে অনুকূলের পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে ও বিবাহযোগ্যা দুই কন্যাকে জড়িয়ে অশালীন কথাবার্তা বলছে।

এ প্রতিনিধি অনুকূল মাস্টারের বাড়িতে পরিবারটির সঙ্গে কথা বলার সময় কামাল অদূরে দাঁড়িয়ে পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে চোখ রাঙায়।

উল্লেখ্য, গত ১১ জানুয়ারি সকাল পৌনে ৬টায় বাবুল অনুকূলের তিন কন্যা লক্ষ্মী রানী সরকার, পূর্ণিমা রানী সরকার, জবা রানী সরকার ও নাতি সোহাগের শরীর এসিডে ঝলসে দেয়। এ ঘটনায় বাবুল, ফজলু মাস্টার ও এসিড বিক্রেতা গৌতমকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়।

প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০০২

(১১১২)
পাঁচবিবিতে আদিবাসী বৃদ্ধ কৃষককে হত্যা

জয়পুরহাট, ১৭ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার রাতে এক আদিবাসী বৃদ্ধ কৃষককে কে বা কারা হত্যা করে পাঁচবিবির কাঁসপুর গ্রামের এক ধানের জমিতে ফেলে রাখে। মঙ্গলবার বিকালে জয়পুরহাট সদর উপজেলার বড় তাজপুর গ্রামের আদিবাসী ভূপেন শিং ওরফে ভুটিয়া (৬০) পাঁচবিবি হাটে যায়। কিন্তু রাতে সে আর বাড়ি ফেরেনি। বুধবার সকালে ভূপেন শিংয়ের পরিবার জানতে পারে কাঁসপুর গ্রামের এক ধানের জমিতে ভূপেন শিংয়ের লাশ পড়ে আছে। ঘটনাটি পাঁচবিবি থানাকে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, একটি বিশেষ মহল ভূপেন শিংয়ের সমুদয় জমি জাল দলিলের মাধ্যমে দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কিন্তু মঙ্গলবার দুপুরে ভূপেন শিংয়ের বাড়ি সংলগ্ন ১২ কাঠা জমি ঐ এলাকার এক ব্যক্তি দখল করে চাষ শুরু করলে ভূপেন শিং আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ জুলাই ২০০২

(১১১৩)
অসহায় আদিবাসীর প্রশ্ন আমরা এখন কোথায় যাব? বৃহত্তর সিলেটে খাসিয়া সম্প্রদায় উচ্ছেদ আতংক, প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের হুমকি ও আগ্রাসনে দিশেহারা

মনির হায়দার সিলেট থেকে ঃ উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছে এখন বৃহত্তর সিলেটের খাসিয়া সম্প্রদায়। প্রভাবশালী ভমিদস্যুদের নানামুখী আগ্রাসী তৎপরতায় এখন অনেকটা দিশাহারা পাহাড়ের এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। কোন কোন স্থানে এরই মধ্যে দীর্ঘদিনের পুরনো ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছেন খাসিয়ারা। বেশ কয়েকটি খাসিয়াপুঞ্জিতে হয়েছে সশস্ত্র হামলা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসী দলবাজরা প্রশাসনের অনুকূল্য পাচ্ছে। এ কারণে ঐক্যবদ্ধ হয়েও খাসিয়ারা নিজেদের বসতভিটা রক্ষায় কার্যকর কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না। গত কয়েকদিন ধরে হবিগঞ্জ, মৌলভী বাজার ও সিলেট জেলার খাসিয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়ে এমন চিত্র পাওয়া গেছে। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন মাটিয়াজুরি ইউনিয়নের একটি খাসিয়া গ্রাম বৈরাগীর পুঞ্জি। যুগ যুগ ধরে এই পুঞ্জিতে বসবাস করে আসছেন খাসিয়ারা। তবে আশির দশকের গোড়ার দিকে এসে কতিপয় স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে বৈরাগীর পুঞ্জির ওপর। ৮৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে তারা পুঞ্জির বাসিন্দাদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। একটি মিথ্যা খুনের মামলায় জড়িয়ে হয়রানির কবলে ফেলে দেয় খাসিয়াদের এ সময় ক্রমাগত পুলিশী

নির্যতন ও হয়রানির মুখে অধিকাংশ খাসিয়া পরিবার পুঞ্জি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। কয়েকটি পরিবার টিকে ছিল কোন মতে। এক পর্যায়ে তাদের অস্তিত্ব যখন বিপন্নের উপক্রম হয়, তখন তারা ধর্না দেয় স্থানীয় প্রভাবশালী লালমিয়ার কাছে, যিনি এলাকাবাসীর কাছে ভাল মানুষ হিসেবে পরিচিত। খাসিয়াদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন লালমিয়া। নিজের পুরনো বসত ভিটা ছেড়ে স্থায়ীভাবে ঘর তোলেন বৈরাগীর পুঞ্জিতে। বটবৃক্ষের মত আগলে রাখেন বিপন্ন খাসিয়াদের। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ খাসিয়ারাও তাঁকে নির্বাচিত করেন পুঞ্জিমন্ত্রী (খাসিয়া সমাজপ্রধান)। তারপর গত দেড় যুগ বেশ ভালই ছিলেন বৈরাগীর পুঞ্জির খাসিয়ারা। নতুন বিপত্তি দেখা দেয় গত মার্চ থেকে।

অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ঘটনা। স্থানীয় শ্রীবাড়ী চা বাগানের মালিকের লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গত ২৩ মার্চ দুপুর বেলায় হঠাৎ করেই আক্রমণ চালায় বৈরাগীর পুঞ্জির খাসিয়াদের ওপর। কিন্তু পুঞ্জিমন্ত্রী লালমিয়ার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা খাসিয়াদের শক্ত প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় সন্ত্রাসীরা। যাওয়ার সময় তারা ৪ জন খাসিয়াকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। আহতও হন অনেকে। পরে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শহীদের মধ্যস্থতায় ছাড়া পান অপহৃত খাসিয়ারা। তবে এই ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সন্ত্রাসী দখলবাজদের পক্ষ নেয়ায় খাসিয়াদের নিরাপত্তাহীনতা দূর হয়নি। তাঁরা কাজকর্ম করার জন্য পুঞ্জি থেকে বের হতে পারছেন না। অব্যাহতভাবে হুমকি দেয়া হচ্ছে পুঞ্জি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। এর ফলে এখন অনেকটা অবরুদ্ধ জীবনযাপন করছে বৈরাগী পুঞ্জির খাসিয়ারা। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক খাসিয়াপুঞ্জি অবস্থিত মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন পাহাড় ও টিলায়। এই জেলায় বড়লেখা উপজেলাধীন মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের অদূরেই কাটাজঙ্গল খাসিয়াপুঞ্জির অবস্থান। শতাব্দীকাল ধরে বংশপরম্পরায় এখানে বসবাস করছেন খাসিয়ারা। কিন্তু এখন আর নির্বিঘ্নে থাকতে পারছেন না তাঁরা। স্থানীয় এম আর খান চা বাগান কর্তৃপক্ষ দাবি করছে যে, কাটা জঙ্গল খাসিয়া পুঞ্জিটি তাদের সম্পত্তি। তারা খাসিয়াদের হুমকি দিচ্ছে পুঞ্জি খালি করে দেয়ার জন্য। মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে পাহাড়ের আদিবাসী পরিবারগুলোকে। এ অবস্থায় চরম অসহায় জীবনযাপন করছেন কাটাজঙ্গল পুঞ্জির খাসিয়ারা। তাদের মন্ত্রী অরিন লামিন প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্ন রাখলেন, আমরা এখন যাব কোথায়।

মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউড়া উপজেলার কুকিজুড়ি খাসিয়া পুঞ্জিটি কিছুকাল আগে দখল করে নিয়েছে স্থানীয় স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালী মহল। এ পুঞ্জির অধিকাংশ খাসিয়া পরিবার চলে গেছে অন্যত্র। দখলদাররা সর্বক্ষণ অবস্থান করছে পুঞ্জিতে। শুধু তাই নয়, মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে তারা। অভিযোগ আছে, পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদেই সন্ত্রাসীরা কুকিজুরি খাসিয়াপুঞ্জির দখল নিয়ে সেখানে অবস্থান করছে। গত ১৪ জুলাই সন্ত্রাসীরা হামলা চালায় কুলাউড়া উপজেলাধীন বালারমো খাসিয়াপুঞ্জিতে। তবে খাসিয়াদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে হামলাকারীরা পিছু হটে যায়। এ সময় খাসিয়ারা বেশ কজন সন্ত্রাসীকে আটক করে পুলিশে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই তারা ছাড়া পেয়ে গেছে বলে অভিযোগ আছে। এর আগে গত ২৩ জুন সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে শ্রীমঙ্গল উপজেলার লেংলিছড়া দত্তবস্তি আদিবাসী গ্রামে। শ্রীমঙ্গলের জনৈক দেলোয়ারের নেতৃত্বে এই হামলা হয়। এর আগে গত মে মাসে দেলোয়ার দত্তবস্তির হেডম্যান দমেশ কন্দকে শ্রীমঙ্গল নিয়ে গিয়ে একটি সাদা কাগজে তার টিপসই আদায় করে নেয়। সিলেট জেলা সদর থানার বালুচর, গোয়ানঘাট উপজেলার বল্লাঘাট এবং জৈন্তাপুর উপজেলার জাফলংয়ের খাসিয়াদের ওপর গত কয়েক মাসে বেশ কবার হামলা হয়েছে। সশস্ত্র হামলার কবলে পড়ে অনেক খাসিয়া পরিবার তাদের ভিটামাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এসব ঘটনায় পুলিশ তথা প্রশাসন তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এ কারণে

সন্ত্রাসীদের তৎপরতা অব্যাহত আছে বেপরোয়া গতিতে। মৌলভীবাজারের বিভিন্ন খাসিয়া পুঞ্জিতে হামলার ঘটনা সম্পর্কে জেলার এসপি রওশন আরার বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ না এলে তাদের কিছু করার নেই। এ ছাড়া খাসিয়াদের ভূমি সমস্যা নিয়ে আইনগতভাবে পুলিশের কিছু করণীয় নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ জুলাই ২০০২

(১১১৪)
আশাশুনিতে সংখ্যালঘুর চিংড়ি ঘের বেদখল

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ প্রতারণার মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানায় সংখালঘু সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির ঘের জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে শাসকদলের দুই ক্যাডার। এ ব্যাপারে সাতক্ষীরার পুলিশ সুপারকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিলেও তা পালন করা হয়নি।

প্রতারণার মাধ্যমে তারা স্বামীকে একটি ঘরের ভেতর আটকে রেখে স্ত্রীকে খবর দিয়ে ডেকে দু'জনের কাছ থেকে ভয়ভীতি দেখিয়ে অগ্রণী ব্যাংকের খালি চেক এবং ১শ' ও ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর আদায় করে নেয়। শাসকদলের দুই ক্যাডার সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থানার রঘুনাথপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর কবির (পিতা ঃ ওসমান গণি) ও সোতা গ্রামের জি. এম জাহিদ হোসেন (পিতা ঃ জি. এম আমজাদ হোসেন)।

এ ব্যাপারে সাতক্ষীরার আশাশুনি থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে পুলিশ মামলা না নেয়ায় আদালতে মামলা (নম্বর ৩৯৭/২০০১) দায়ের করেন সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার ঝাপা গ্রামের দীলিপ কুমার মণ্ডল। খুলনা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দীলিপ কুমার মণ্ডল অভিযোগ করেছেন গত ১৯৯৭ সাল থেকে সরকারি অনুমোদন নিয়ে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার (ঝাপা মৌজায় ১৬ একর ২৩ শতক জমিতে) 'মেসার্স মাধব চিংড়ি প্রকল্প' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভোগদখলকৃত সম্পত্তি ২০০১ সালের পয়লা ডিসেম্বর জাহাঙ্গীর কবির ও জাহিদ হোসেন অস্ত্র দেখিয়ে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি ঘরে আটকে রেখে তার উপস্থিতিতেই স্ত্রীর কাছ থেকে ১শ' এবং ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে জোর করে লিখে নেয়। এছাড়া অগ্রণী ব্যাংকের শ্যামনগর শাখার চেক বইয়ের একটি ফাঁকা পাতায় স্বাক্ষর করে দিতে বাধ্য করে জাহাঙ্গীর কবির ও জাহিদ হোসেন।

এ ব্যাপারে পরের দিন ২ ডিসেম্বর দীলিপ কুমার মণ্ডল শ্যামনগর থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে থানা পুলিশ সে মামলা গ্রহণ করেনি। এরপর ৫ ডিসেম্বর সাতক্ষীরার আদালতে ৯৮ ধারায় পিটিশন মামলা (নবেম্বর ৩৯৭/২০০১) দায়ের করেন দিলীপ কুমার মণ্ডল।

জাহাঙ্গীর কবির ও জাহিদ হোসেন নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে দিলীপ মণ্ডল ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে জোরপূর্বক স্বাক্ষর আদায়কৃত কাগজপত্র এফিডেভিট করার খবর জানতে পেরে তা বাতিলের আর্জি জানিয়ে দীলিপ কুমার মণ্ডল দ্বিতীয় একটি মামলা (নম্বর ১০৬২/২০০১) দায়ের করেন। দীলিপ কুমার মণ্ডল চলতি বছরে ১০ জানুয়ারি আদালতে ১৪৫ ধারায় অন্য একটি মামলা দায়ের (নম্বর ২/২০০২) করলে বিবাদি জাহাঙ্গীর কবির ও জাহিদ হোসেন মামলা তুলে নেয়ার জন্য বাদি দীলিপ মণ্ডলকে বিভিন্ন প্রকার হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করলে পিটিশন কেসে (নম্বর ৩৯৭/২০০১) হাজির হওয়ার জন্য বিবাদিদের নামে সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (নম্বর ৭৩৪) দায়ের করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দিলীপ মণ্ডল আদালতে হাজির হতে পারেননি। ফলে পিটিশন মামলা (নম্বর ৩৯৭/২০০১) খারিজ করে দেয় আদালত। মামলার রায়ের বিরুদ্ধে পুনঃ আপিল করার পর

জাহাঙ্গীর কবির ও জাহিদ হোসেনের জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হয় বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়।

মেসার্স মাধব চিংড়ি প্রকল্প যাতে জাহাঙ্গীর ও জাহিদ গং অনুমোদন করিয়ে না নিতে পারে তার জন্য শ্যামনগর উপজেলা চিংড়ি চাষ কমিটি বরাবর একটি আবেদন দাখিল (নম্বর ৪৪৪/২০০২) করেন দিলীপ কুমার মণ্ডল। যার পরিপ্রেক্ষিতে চলতি বছর (২০০২) ফেব্রুয়ারি মাসে শাসকদলের সন্ত্রাসী বাহিনীর জাহাঙ্গীর কবির ও জাহিদ হোসেনের নেতৃত্বে ১৫/২০ জন অস্ত্রের মুখে দিলীপ কুমারের দুই ভাইকে মারধর করে চিংড়ি ঘের থেকে বের করে দেয়। থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে পুলিশ মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর পর বিষয়টি স্থানীয় সাংসদ ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে প্রতিকারের আবেদন করলে প্রধানমন্ত্রী সাতক্ষীরার পুলিশ সুপারকে বিষয়টি অনুসন্ধানপূর্বক জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। চার মাস অতিক্রান্ত হলেও পুলিশ সুপার কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংবাদ, ১৯ জুলাই ২০০২

(১১১৫)
সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে রিট নিষ্পত্তিতে কালক্ষেপণ করছে রুলের জবাব দিতে ৮ মাসে ৬ বার সময় নিয়েছে তদন্ত রিপোর্টও দাখিল করেনি

শংকর মৈত্র ঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের করা রিট মামলাটির শুনানিতে কালক্ষেপণ করা হচ্ছে। প্রায় ৮ মাস আগে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের উদ্যোগে হাইকোর্ট বিভাগে রিট করা হলে আদালত সরকারের ওপর রুল জারি করে নির্যাতনের ঘটনাগুলোর তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও সরকার গত ৮ মাসে কোনো তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করতে পারেনি। বরং তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সরকার রুলের জবাব দেওয়ার জন্য সময় নিয়েছে ছয় বার।

উল্লেখ্য, গত বছরের নবেম্বর মাসে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রিট করা হলে বিচারপতি মোঃ আব্দুল মতিন ও বিচারপতি মারযি-উল হক সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ সরকারের ওপর রুল জারি করেছিলেন। সংখ্যালঘু নির্যাতনের জন্য সরকারকে কেন সাংবিধানিক দায়িত্বপালনে ব্যর্থতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে না চার সপ্তাহের মধ্যে এর কারণ দর্শানোর জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশের সেই চার সপ্তাহ অতিক্রম করে ৮ মাস চলে যাচ্ছে কিন্তু সরকারের পক্ষে আর জবাব দাখিল করা হচ্ছে না। রুল জারির পর থেকে জবাব দাখিলের জন্য সরকার ছয় বার সময় নিয়েছে। সর্বশেষ গত ১৫ জুলাই সরকারপক্ষ থেকে আরো দুসপ্তাহের সময় নেওয়া হয়েছে। এভাবে বারবার সময় নেওয়ায় রিট আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে আশংকা করা হচ্ছে যে, সরকার মামলাটির শুনানিতে অযথা কালক্ষেপন করছে।

এদিকে হাইকোর্টে মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়ায় দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনও অব্যাহত গতিতে চলছে। উল্লেখ্য, গত বছর বিচারপতি মোঃ লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই সারাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন বেড়ে যায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিএনপি ও জামাত নেতৃত্বাধীন জোট প্রতিপক্ষ মনে করে তাদের ওপর নির্যাতন শুরু করে।

বিশেষ করে ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পূর্বমুহূর্ত থেকে জোট সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নির্যাতন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বরিশাল, বাগেরহাট, ভোলা, যশোর, চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট, নারীনির্যাতন সব মিলিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়। সরকারের নীরবতায় স্থানীয় প্রশাসনও থাকে নিষ্ক্রিয়। জোট সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পরও কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ায় এখনো এই নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের এসব ঘটনায় সুস্থচিন্তার মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার কোনো উদ্যোগই নেয়নি। ফলে বেসরকারি উদ্যোগেই আইন ও সালিশ কেন্দ্র নামক একটি সংস্থা থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রখ্যাত আইনজীবী ড. কামাল হোসেনের তত্ত্বাবধানে এই কমিটি দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা সরজমিনে তদন্ত করে এবং ৩৫৭টি নির্যাতনের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে।

এসব নির্যাতনের ঘটনার তথ্য প্রমাণ নিয়ে ২৩ নবেম্বর হাইকোর্টে রিট করা হয়। রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে সরকারের ওপর রুল জারি করা হয় এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র যে ৩৫৭টি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে এগুলোর ওপর একটি তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিচারপতি মোঃ আব্দুল মতিন ও বিচারপতি মারযি-উল-হক সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে রুল জারি করা হলেও রুলের শুনানির দায়িত্ব দেওয়া হয় বিচারপতি শাহ আবু নাঈম, মোমিনুর রহমান ও বিচারপতি আরায়েস উদ্দিন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে। ১৫ জানুয়ারি ওই বেঞ্চে রুলের শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখ ছিল। কিন্তু সরকারপক্ষ থেকে সময় চেয়ে বলা হয়, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যেসব স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সে সব ঘটনা তদন্ত করে সরকারকে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার ও ডিসিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত আদালতে জবাব দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আদালত থেকে সরকারকে আরো তিন মাসের সময় দেওয়া হয়। তিন মাস পর ২০ মার্চ শুনানির নির্ধারিত তারিখে সরকারপক্ষ থেকে রিপোর্ট না পাওয়ার বিষয়টি আদালতে জানানো হলে আদালত সরকারকে আরো এক মাস সময় দেন। এক মাস শেষে ২৩ এপ্রিল সরকার আরো সময় চাইলে আদালত চার সপ্তাহ সময় দেন। এ সময় শেষ হলে ২০ মে সরকার আবারো সময় চায় এবং আদালত সরকারকে আরো চার সপ্তাহের সময় দেন। ১৬ জুন পরবর্তী শুনানির তারিখে সরকারপক্ষ থেকে আবারো সময় প্রার্থনা করলে আদালত সরকারকে আরো চার সপ্তাহের সময় দেন। এ সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গত ১৫ জুলাই সরকারপক্ষ থেকে আরো সময়ের প্রার্থনা জানালে আদালত দুসপ্তাহ সময় মঞ্জুর করেন। সব মিলিয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের মামলাটির জবাব দিতে সরকার পক্ষ থেকে ছয় বার সময় নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিবারই বলা হচ্ছে তদন্ত রিপোর্ট সম্পন্ন হয়নি।

এদিকে বারবার সময় নেওয়ার জন্য মামলাটির শুনানিতে কালক্ষেপণের জন্য সরকারকে দায়ী করেছেন রিট আবেদনকারীরা। সংশ্লিষ্ট একজন আইনজীবী বলেছেন, সরকার হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই মামলাটির নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটাচ্ছে।

এদিকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে দায়ের করা এই রিট মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়ায় দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালতে মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়ায় নির্যাতনের শিকার কেউ আর নিু আদালতে যাচ্ছেন না বা যাওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

ভোরের কাগজ, ২০ জুলাই ২০০২

(১১১৬)
পাখি শিকারে বাঁধা দেওয়ায় আদিবাসী মেয়েকে প্রহার ॥ মাকে বিবস্ত্র করেছে সন্ত্রাসীরা

ঝিনাইগাতী প্রতিনিধি ঃ পাখি শিকারে বাঁধা দেওয়ায় রূপালী নামে এক আদিবাসী মহিলাকে বিবস্ত্র করেছে কতিপয় সন্ত্রাসী। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২ জুলাই শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলায়।

জানা গেছে, ঘটনার দিন বিকালে উপজেলার চাপাঝুড়া গ্রামের কতিপয় সন্ত্রাসী একই গ্রামের আদিবাসী মনোরঞ্জন মারাকের বাড়ির বাঁশ ঝাড় থেকে পাখি শিকার করতে যায়।

এ সময় মনোরঞ্জনের কিশোরী মেয়ে সুরভী পাখি শিকারে বাঁধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর করে। খবর পেয়ে সুরভীর মা রুপালী সাংমা তার মেয়েকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন।

এ সময় সন্ত্রাসীরা তাকেও মারপিট করে ও টানাহেঁচড়া করে বিবস্ত্র করে। এ ঘটনায় ঝিনাইগাতী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৩ জুলাই ২০০২

(১১১৭)
গ্রামগুলোতে চলছে ডাকাতদের তাণ্ডব বিভীষিকার জনপদ বাঁশখালী ॥ ঘরে ঘরে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ

কাজী আবুল মনসুর, বাঁশখালী থেকে ফিরে ঃ বিভীষিকার জনপদ বাঁশখালী। বাঁশখালীতে চলছে ঘরে ঘরে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ। বাঁশখালীর গ্রামগুলোতে চলছে ডাকাতি। জোট সরকার আসার পর সংখ্যালঘু শ্রেণীর ওপর নেমে এসেছে ডাকাতদের হুমকি। একেক পরিবারের ওপর একেক ধরনের হুমকি এসেছে। কাউকে চিঠিতে বলা হয়েছে ৫০ হাজার টাকার কথা, কারও চিঠিতে রয়েছে ঘরবাড়ি ছেড়ে দেয়ার কথা। ঐতিহ্যবাহী বাঁশখালী হঠাৎ কেন এ বিভীষিকার মধ্যে পড়েছে তার জবাব কেউ দিতে পারছে না।

নির্বাচনের আগেও বর্তমান পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম ছিলেন বাঁশখালীর কিংবদন্তি। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত প্রায় সব দলের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। এখন বাঁশখালীর চিত্রটা ভিন্ন। হঠাৎ করে মন্ত্রী জাফরুল ইসলামের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। বাঁশখালীর মানুষ এখন একবাক্যে বলছেন, মন্ত্রী হয়েও জাফর বাঁশখালীর মানুষের নিরাপত্তা দিতে পারলেন না। তাঁর লোকেরা করছে চাঁদাবাজি, বিভিন্ন ফার্নিচারের দোকানেও এখন রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে।

জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বাঁশখালীর মোটামুটি অবস্থাসম্পন্ন ছয় সংখ্যালঘু ব্যক্তির কাছে ডাকাতরা চিঠি দিয়ে ৫০ হাজার টাকা করে চেয়েছে। গত ৮ মাসে বাঁশখালীতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে প্রায় ৬০টি। গত ১০ এপ্রিল বাঁশখালীর বাহারছড়া ইউনিয়নের বাঁশখালী গ্রামে ডাকাতদের হাতে প্রাণ হারায় দিনমজুর নুরছফা। ডাকাতিতে নেমেছে তরুণরা। বাঁশখালীর চাম্বল, খানখানাবাদ, গণ্ডামারা, জলদী, পুইছড়ি, জেলেপাড়া, ছনুয়া, শীলকূপ, নাপোড়াসহ বিভিন্ন গ্রামে ডাকাতদের তাণ্ডব চলে। এ ডাকাতদের রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা পুলিশেরও নেই।

বাঁশখালীর আইনজীবী নুরুল হুদা বলেন, বাঁশখালীতে ডাকাতির ঘটনা পুরনো হলেও বয়স্ক ডাকাতরা এখন কার্যত অবসরে। অনেক তরুণ ডাকাতির খাতায় নাম লিখিয়েছে।

ডাকাতদের অনেকে দিনের বেলায় সাধু সেজে ঘোরাফেরা করে। অনেকে দোকান চালায়, রাতের বেলায় তাদের চরিত্র পাল্টে যায়। বাঁশখালী থানার ওসিকে বছরে ৬ বারও পরিবর্তনের রেকর্ড রয়েছে বলে তিনি জানান। পুলিশের কাছে উন্নত যানবাহন এবং পুলিশের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় ডাকাতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সংখ্যালঘু জানান, সম্প্রতি বেশ কয়েকজন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোককে ডাকাতরা চিঠি দিয়েছে টাকার জন্য। তিন জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, একজন পল্লী চিকিৎসক, দু'জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ডাকাতদের চিঠি পেয়েছেন। নাপোড়া এলাকার মাস্টার বিমল গুহ, মাস্টার বিবরণ কান্তি, রাখাল চন্দ্র দেব, ডা. হরিরঞ্জন দত্ত, যোগেন্দ্র গুহ, সঞ্চয় দাশকে ডাকাতরা টাকা চেয়ে চিঠি দিয়েছে।

বাঁশখালীতে বিএনপি নেতাদের কথায় চলে প্রশাসন। থানা চলে মন্ত্রী জাফরুল ইসলামের নির্দেশে। মন্ত্রীর কাছের লোক বলে পরিচিত অনেকে থানায় বসে আড্ডা দেয়। ফলে 'জোর যার মুল্লুক তার'— এ প্রবাদে চলছে প্রায় প্রতিদিন। বাঁশখালীর খাস জমি প্রভাবশালীরা দখল করে নিয়েছে। ডাকাতদের ভাগ বাটোয়ারার টাকাও যায় অনেকের কাছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ জুলাই ২০০২

(১১১৮)
চাঁদা না দেয়ায় রায়পুরায় কাপড় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ চাঁদা না দেয়ায় রোববার রাতে নরসিংদীর রায়পুরায় সন্ত্রাসীরা এক কাপড় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। নিহত কাপড় ব্যবসায়ীর নাম মানিক সাহা (২৫)। মানিক সাহা রোববার রাতে বাড়ি থেকে দোকানে যাওয়ার পথে সন্ত্রাসীরা তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং রায়পুরা উপজেলার মেথিকান্দা রেল স্টেশনের পাশে তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে। এ ব্যাপারে ভৈরব রেলওয়ে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল সোমবার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে আনা হয়। এ ঘটনায় রায়পুরার সর্বত্র সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে।

জানা যায়, রায়পুরা উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত পবিত্র সাহার একমাত্র পুত্র ইলেকট্রনিক্স ও কাপড় ব্যবসায়ী মানিক সাহার কাছে কতিপয় সন্ত্রাসী দীর্ঘদিন ধরে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে আসছিল। চাঁদা না দেয়ার কারণে গত রোববার মানিক রাত ৮টার দিকে বাড়ি থেকে বাজারে আসার পথে কতিপয় সন্ত্রাসী তাকে অপহরণ করে। অপহৃত মানিককে সন্ত্রাসীরা মেথিকান্দা রেল স্টেশনের পশ্চিম পাশে নির্জন একটি স্থানে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে রেললাইনের ওপর ফেলে রেখে যায়। রাত ১১টার দিকে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী আন্তঃনগর ট্রেনের চালক দূর থেকে লাইনের ওপর মানুষ শুয়ে থাকতে দেখে ট্রেন থামিয়ে স্টেশন মাস্টারকে খবর দেন। স্টেশন মাস্টার ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ দেখতে পান। পরে রেল পুলিশের সহায়তায় লাশ সরানো হলে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

যুগান্তর, ২৩ জুলাই ২০০২

(১১১৯)
তালায় খ্রিস্টান ও ঋষি সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, মানববন্ধন, ডিসিকে স্মারকলিপি

নিজস্ব সাংবাদদাতা সাতক্ষীরা থেকে ঃ জেলার তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে খ্রিস্টান ও ঋষি সম্প্রদায়ের নির্মম চাঁদাবাজির প্রতিবাদে মঙ্গলবার সাতক্ষীরায় মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর

নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ডাকে মানববন্ধন কর্মসূচী পালনসহ সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে চেয়ারম্যানসহ বিএনপি সমর্থিত সন্ত্রাসী বাহিনীর লোমহর্ষক নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। পরে নির্যাতনের বিষয়সংবলিত একটি স্মারকলিপি সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দেয়া হয়।

সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা অবনতির পাশাপাশি চলছে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও নির্যাতন। লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী সন্ত্রাসীদের দাবির টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় গত ১৪ জুলাই লক্ষণপুর গ্রামের খ্রিস্টান ধর্মযাজক মাণিক সরকারকে মদনপুর বাজারের চায়ের দোকান থেকে ধরে নিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কাধের হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়। এ ঘটনায় তালা থানায় ১৫ জুলাই মামলা হলে সন্ত্রাসীরা মামলা তুলে নেয়ার হুমকি দেয়। তেতুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান ও বিএনপি সমর্থক সন্ত্রাসী বাহিনীর অত্যাচারে অবরুদ্ধ হয়ে আছে তালার হাতবাস, লক্ষণপুর গ্রামের ঋষি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ। থানায় অভিযোগ করেও প্রতিকার মিলছে না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অসহায় এই জনপদের কয়েকশ পুরুষ, মহিলা, শিশু মঙ্গলবার খ্রিস্টান ও অন্য সম্প্রদায়ের (সংখ্যালঘু) ওপর সন্ত্রাসী নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধনের ব্যানার ও বিভিন্ন দাবি সংবলিত ফেস্টুন নিয়ে হাজির হয় সাতক্ষীরা শহরে। সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন খ্রিস্টান যাজক বিশ্বজিত সরকার। জেলা প্রশাসকের কাছে দেয়া স্মারকলিপিতে তাঁরা সন্ত্রাসীদের বিচার, নিজেদের নিরাপত্তা দাবি করলেও সন্ত্রাসীদের ভয়ে তাঁরা আতঙ্কিত, তাঁরা গ্রামে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন। সাতক্ষীরায় মানবন্ধন কর্মসূচী ও সংবাদ সম্মেলনে আসার পথেও তাঁদের কয়েক দফা বাধা দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছেন তাঁরা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০০২

(১১২০)
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতা চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার যুগ্ম সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাসকে সিআইডি পুলিশ গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় সিআইডি পুলিশের একটি দল তাঁকে গ্রেফতার করে। সিআইডি পুলিশ বলেছে, সবুজবাগের মোশাররফ হোসেন তশু হত্যার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেফতারের ঘটনায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি শুভনীন্দু বিকাশ সাহা এবং সাধারণ সম্পাদক পরিমল দে এক যুক্ত বিবৃতিতে গ্রেফতারের নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০০২

(১১২১)
হালুয়াঘাটে একরাতে ২৪ সংখ্যালঘু বাড়িতে মুখোশধারীদের হামলা, কয়েক লাখ টাকার মাল লুট

ময়মনসিংহ, ২৩ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুখোশধারী সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে এক রাতে ২৪ সংখ্যালঘুর বাড়িতে লুটতরাজ চালিয়েছে। প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী এই লুটতরাজ তাণ্ডবের সময় দুর্বৃত্তরা সংখ্যালঘু বসাক সম্প্রদায়ের এসব পরিবারের নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার, থালাবাসন ও কাপড়চোপড়সহ কয়েক লাখ টাকার মালামাল লুট করে। লুটতরাজের কারণে এসব পরিবার এখন এক কাপড়ে দিনাতিপাত করছে। দুর্বৃত্তদের এই আকস্মিক লুটের

ঘটনাটি স্থানীয় সংখ্যালঘুদের উদ্বেগ-আতঙ্কের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিষয়টি ময়মনসিংহ জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক এবং হালুয়াঘাট উপজেলায় অনুষ্ঠিত জরুরী সভায়ও আলোচিত হয়েছে। লুটপাটের এই ঘটনাটি গত ১৪ জুলাই রাতে ঘটেছে। বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, সীমান্তবর্তী উপজেলা হালুয়াঘাট সদর থেকে ৩০ কিঃ মিঃ দূরের দুর্গম হালুয়াকান্দা গ্রামের বসাক সম্প্রদায়ের অজয় কুমার বসাকের বাড়িতে গত ১৪ জুলাই রাতে ২৫/৩০ জনের মুখোশ পরা দুর্বৃত্ত হানা দেয়। এরপর দীনেশ, প্রাণেশ, বিমল, সুশান্ত, হরিপদ, কেশব, সুবোধ, কার্তিক, শীতেল, জিতেন্দ্র, নিতাই, শিবু, দুলালচন্দ্র, রসরাজ, গৌরাঙ্গ, ননীগোপাল, অনীল, ক্ষেত্রমোহন, সুলতান, সুরুজ, জয়নাল, শহিদুলসহ ২৪ বাড়িতে হানা দেয় দুর্বৃত্তরা। প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী চলে এই লুটপাট। দুর্বৃত্তরা নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার থালাবাসন ও কাপড়চোপড়সহ কয়েক লাখ টাকা লুটতরাজের আগে ও পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওই পাড়ার পূজামণ্ডপের সামনে বেশ কয়েকটি বোমা ফাটিয়ে আতঙ্ক ছড়ায়। নির্বিঘ্নে লুটপাট শেষে দুর্বৃত্তরা ইঞ্জিন চালিত নৌকা করে কংশ নদীপথে পালিয়ে যায়। ঘটনার ৭ দিন পর ২১ জুলাই হালুয়াঘাট থানায় মামলা (নং ১৬ তারিখ ২১-৭-২০০১) দায়ের হয়। হালুয়া ঘাট পুলিশসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন তবে লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার ও কোন দুর্বৃত্ত গ্রেফতার হয়নি। এলাকাবাসী জানায়, ভৌগোলিকভাবে সালুয়াকান্দা গ্রামটির অবস্থান পূর্বধলা, ফুলপুর, ধোবাউড়া ও হালুয়াঘাট থানার সীমান্তে। মাঝখানে বয়ে গেছে কংশ নদী। এক পাশে হালুয়াঘাট, আরেকপাশে ফুলপুর। বিলডোরা, সালুয়াকান্দা, কৈলাটি, পলাশকান্দা, চুকিনগর, সাঘুয়াই, মাখনাইচ ও জৈনাটি গ্রামগুলো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। ফুলপুর ও হালুয়াঘাট সীমান্তের এসব গ্রামে এক সময় "সর্বহারা পার্টির" তৎপরতা ছিল। সর্বহারা পার্টির এসব সদস্যই এখন খোলস পাল্টে এই লুটতরাজে নেমেছে। এক্ষেত্রে টার্গেট করা হচ্ছে সংখ্যালঘু পরিবারকে। সম্প্রতি কিছু কুখ্যাত ও দাগী অপরাধী জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর যোগ দিয়েছে ওই দলে। এদের মূল ঘাটি হচ্ছে ফুলপুর উপজেলার বওলা, বলিয়া, মধুপুর, মইস্যাকান্দা, কানপাড়া, বিলাসহাটি, সাড়াশি, রামসোনা ও বড়ইকান্দি এলাকায়। বর্ষা মৌসুমে ভরা নদী কংশ হচ্ছে এদের নিরাপদ রুট ইঞ্জিন চালিত নৌকায় এরা তৎপরতা চালায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় সূত্র এসব তথ্য জানায়। গত ১৪ জুলাইয়ের ঘটনায় স্থানীয় সংখ্যালঘু পরিবারের মধ্যে উদ্বেগ আতঙ্ক বিরাজ করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০০২

(১১২২)
গির্জার জমি নিয়ে বিরোধ ঃ ৭ জনকে কুপিয়ে জখম, আগৈলঝাড়ায় খ্রিস্টানপল্লীতে বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলা, ৪টি বাড়ি ভাঙচুর

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি ঃ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার ছোট ডুমুরিয়া রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান পল্লীতে গির্জার জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে গত সোমবার বিএনপি নামধারী একদল ক্যাডার চারটি বাড়ি ভাঙচুর ও সাতজনকে কুপিয়ে জখম করেছে। এ সময় সন্ত্রাসীরা খ্রিস্টান পল্লীর লোকজনকে একঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগৈলঝাড়া উপজেলাপর ছোট ডুমুরিয়া গ্রামের আলমগীর হোসেন কাজী গত ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর খ্রিস্টান পল্লীর গির্জার ১৩ শতাংশ জমি দখল করে নেন। খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ ঘটনা জানিয়ে উপজেলা বিএনপি নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। বিএনপি নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় প্রশাসন গত রোববার ঘটনাস্থলে পৌঁছে জমির সীমানা নির্ধারণ করে পিলার পুঁতে দেয়। কিন্তু গত সোমবার আলমগীর কাজী, তার পুত্র লিটু এবং ১৫-২০ জন বিএনপি নামধারী ক্যাডার দেশী ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গির্জা সংলগ্ন খ্রিস্টান পল্লীতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা খ্রিস্টানপল্লীর বাড়িঘর লক্ষ্য করে প্রথমে বোমা ছোড়ে, এরপর বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। তারা পিটার সোম (৪৫) তার স্ত্রী অনিতা সোম (৪০) তার পুত্র মতি সোম (১২) নিকুঞ্জ সোম (৩৫) অমল সোম (১৫) তুরাজন সোম (৪০) ও পল সোমের স্ত্রী সেলি সোম কে (৩০) কুপিয়ে জখম করে। গুরুতর আহত পিটার সোমকে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০০২

(১১২৩)
দুই বিধবা—করুণাময়ী ও ননীবালা যাবেন কোথায়?

স্টাফ রিপোর্টার, নোয়াখালী ঃ বেগমগঞ্জ উপজেলার সোনাইমুড়ী থানার নদনা ইউনিয়নের কালুয়াই গ্রামের দুই সংখ্যালঘু পরিবারকে এ বাড়ির জবরদখলকারী জয়নাল আবেদীন, আবদুল মালেক ও আনোয়ার হোসেন কচুকাটা করে ড্রাম ভর্তি করে মাটির নিচে পুঁতে "নিদারাবাদ ট্র্যাজেডি"র পুনরাবৃত্তি ঘটানোর হুমকি দিচ্ছে। জজকোর্ট ও হাইকোর্ট থেকে জমির রায় পাওয়ার পরও অবৈধ দখলকারীরা বাড়ির আসল মালিকদের পুকুরের পানি পর্যন্ত ছুঁতে দিচ্ছে না। জবরদখলকারীদের নির্যাতন-নিপীড়ন এখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য এ পরিবারটি থানায় মামলা করেও পুলিশের সদয় দৃষ্টি পেতে সক্ষম হয়নি।

জানা গেছে, মৃত হরকুমার দেবনাথ এবং তার ভাই মৃত ললিত মোহন দেবনাথের পৈতৃক সম্পত্তিতে রয়েছে বিশাল বসতবাড়ি ও নালজমি। এসবের মালিক হরকুমার ও ললিত মোহনের উত্তরাধিকারীরা। বিগত কয়েক বছর যাবত নালজমি ও বসতবাড়ির মালিকানাসংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে জেলা জজকোর্ট ও মহামান্য হাইকোর্টের রায় এই পরিবারের পক্ষে এলেও প্রায় পুরো বসতবাড়িতে ঘর-দরজা তৈরি করে বসবাস করছে জবরদখলকারীরা। একই সময়ে ওরা নালজমিও জবরদখল করে নিয়েছে। বাড়ির সামান্য অংশে অনেকটা বন্দী জীবন কাটাচ্ছে একটি জীর্ণশীর্ণ ঘরে হরকুমার দেবনাথের বিধবা স্ত্রী করুণাময়ী দেবী (৭৫), ছেলে সুবোধ দেবনাথ (৫৪), ছেলের বৌ মন্তু দেবী (৪০), কলেজ পড়ুয়া ছেলে সুমন দেবনাথ (২৪)। আরেকটি জীর্ণ ঘরে বসবাস করেন ললিত মোহন দেবনাথের বিধবা স্ত্রী ননীবালা দেবী (৬০)। বৃদ্ধা ননীবালা দেবী জবরদখলকারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এখন নিজের বাড়ি ছেড়ে মেয়ের বাড়িতে অবস্থান করছেন। সুবোধ দেবনাথের ছোট ভাই মনিন্দ্র দেবনাথও পরিবার নিয়ে প্রাণভয়ে অন্যত্র বসবাস করছেন।

ইতোমধ্যে জবরদখলকারীরা বাড়ির সমস্ত বড় গাছ কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। ২/৪টি নারকেল, সুপারি ও আম গাছ থাকলেও এসব গাছের ফল আসল মালিকদের তারা ধরতে দেয় না। এখানেই শেষ নয়, এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা নিজেদের পুকুরে পর্যন্ত ্নান করতে পারে না। তাদের যেতে হয় প্রতিবেশীর পুকুরে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হলেও এ বিশাল বসতবাড়িতে তারা কোন জায়গা পায় না। এ জন্য যেতে হয় প্রতিবেশীর বাড়িতে। টাকা-পয়সার অভাবে তারা থানা পুলিশকেও খুশি করতে পারে না। থানায় তারা মামলা করেছে, কিন্তু পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। উপরন্তু মামলা করার ফলে তাদের উপর নির্যাতন বেড়ে গেছে। সম্প্রতি সুবোধ, মন্তু রানী ও সুমন মারধরের শিকার হয়েছে। এ ব্যাপারে সোনাইমুড়ী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ নির্বিকার। অপরদিকে আসামী পক্ষ মামলা তুলে নেয়ার জন্য তাদের অব্যাহতভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। মামলা তুলে না নিলে বাড়ির অবশিষ্ট অংশেও তাদের থাকতে দেয়া হবে না বলে হুমকি দিয়েছে। এ

ব্যাপারে নোয়াখালী পুলিশ সুপার মেজবাহ-উন-নবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান যে, সংশ্লিষ্ট থানাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ জুলাই ২০০২

(১১২৪)
নাঙ্গলকোটে সংখ্যালঘুর বিয়ে বাড়ীতে চাঁদা দাবী ॥ হামলায় একজন আহত

নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা) থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলার চানপুর গ্রামের গোবিন্দ সরকারের বাড়িতে একটি বিয়ে অনুষ্ঠানে এলাকার একদল সন্ত্রাসী ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে। দাবীকৃত চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে গত শনিবার সন্ধ্যায় মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা ঐ বাড়ির অনন্তের ছেলে মনোয়নের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে নাঙ্গলকোট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক ২৯ জুলাই ২০০২

(১১২৫)
উল্লাপাড়ায় মন্দিরে হামলা, লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ উল্লাপাড়ায় একদল দুর্বৃত্ত পৌর শহরের একটি প্রাচীন মন্দিরের নগদ ৩০ হাজার টাকা, সোনার গহনাসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।

জানা গেছে, রোববার গভীর রাতে উল্লাপাড়া থানা থেকে মাত্র ৩০ গজ দূরে অবস্থিত প্রাচীন গোপাল জিউর মন্দিরে একদল দুর্বৃত্ত লোহার গেট ভেঙে ঢুকে মন্দিরের পুরোহিতের কাছে রক্ষিত নগদ ৩০ হাজার টাকা, রাধাকৃষ্ণ মূর্তির গায়ের সোনার গহনাসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে সোমবার থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ, ৩০ জুলাই ২০০২

আগস্ট-২০০২

(১১২৬)
কুষ্টিয়ায় ৫ লাখ টাকা চাঁদা চেয়ে দুই ডাক্তারকে উড়োচিঠি— হত্যার হুমকি

কুষ্টিয়া, ১ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় আল্লার দরগা মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রের দু চিকিৎসকের কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদার দাবি করে সন্ত্রাসীরা ডাকযোগে উড়ো চিঠি পাঠিয়েছে। দাবিকৃত টাকা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের হত্যারও হুমকি দেয়া হয়েছে ওই চিঠিতে। এ নিয়ে দু চিকিৎসকের মধ্যে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, আল্লার দরগা মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রের চিকিৎসক সুবাস ও নিরঞ্জন কুমার দাসের কাছে গত ২৭ জুলাই ডাকযোগে পাঠানো হয় ওই চিঠি। ঠিকানাবিহীন ওই চিঠিতে তাদের কাছে ৫ লাখ টাকা দাবি করেছে সন্ত্রাসীরা। এতে বিকল্প পথ অবলম্বন করলে হত্যারও হুমকি দেয়া হয়েছে। চিঠি পাবার পর দু চিকিৎসকের এখন দিনরাত কাটছে আতঙ্কে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ আগস্ট ২০০২

(১১২৭)
সিলেটে সংখ্যালঘুর জমি দখলে হামলা ॥ মুক্তিযোদ্ধা মায়ারাম গুরুতর আহত

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ঃ শুক্রবার জকিগঞ্জ উপজেলার মির্জারচক গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মায়ারাম বিশ্বাস (৫০) সন্ত্রাসীদের হামলায় মারাত্মক আহত হয়েছেন। ভূমি দখলকারী চক্র মায়ারাম বিশ্বাসের বাড়ি দখল করে নিতে সংঘবদ্ধ হয়ে শুক্রবার হামলা চালায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ আগস্ট ২০০২

(১১২৮)
চিতলমারীতে চিংড়ি ঘেরে বিষ প্রয়োগ ॥ ৫ লাখ টাকার মাছ মরে গেছে

বাগেরহাট, ৪ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার চিতলমারী উপজেলার সুড়িগাতি গ্রামে শুক্রবার রাতে দুর্বৃত্তরা ৬টি চিংড়ি ঘেরে বিষ প্রয়োগ করেছে। ফলে ৫ লক্ষাধিক টাকার গলদা ও বাগদা চিংড়ি মরে গেছে। জানা গেছে, এলাকার বিনয়সিংহের ৩টি এবং তপন সিংহ, হরিপদ সরকার ও হরলাল মজুমদারের একটি করে চিংড়ি ঘেরে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ আগস্ট ২০০২

(১১২৯)
দোকানের কর্মচারী খুন

গাজীপুর প্রতিনিধি ঃ গাজীপুর শহরের তমালিকা জুয়েলার্স নামে একটি স্বর্ণের দোকানের কর্মচারী খোকন চন্দ্র ভৌমিককে (৩০) জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ছানকাটা ব্রিজের নিচ থেকে শনিবার রাতে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করেছে।

গত শুক্রবার রাতে কর্মচারী খোকন শহরের রথখোলায় অবস্থিত বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে দোকান বন্ধ করে রওয়ানা দিয়ে নিখোঁজ হয়।

প্রথম আলো, ৬ আগস্ট ২০০২

(১১৩০)
সাতক্ষীরায় মা ছেলে দিগম্বর মামলা ঃ মোসলেমসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট আজ

সাতক্ষীরা, ৬ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরার চাঞ্চল্যকর মা ও ছেলেকে দিগম্বর ও নির্যাতন মামলায় জামায়াতকর্মী মোসলেম গাজী ও তার কয়েক পুত্রসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে এই মামলার নথিতে সাতক্ষীরা পুলিশ সুপার স্বাক্ষর করেছেন। আগামীকাল বুধবার এই চার্জশিট আদালতে জমা দেয়া হবে। খবর দায়িত্বশীল সূত্রের। সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলার ফতেপুর গ্রামে গত জুনে আওয়ামী লীগকর্মী গোবিন্দ সরদার ও তার বৃদ্ধ মা সুন্দরী সরদারকে প্রকাশ্যে দিগম্বর করে জামায়াত কর্মী মোসলেম গাজীর বাড়িতে নিয়ে বেঁধে রেখে শরীরে বস্তা জড়িয়ে নির্যাতন করা হয়। সন্ত্রাসীরা গোবিন্দ সরদারের বসতবাড়ির জমি দখল করে সেখানে ঘর তোলে। মোসলেম গাজীর নেতৃত্বে তার কয়েকপুত্র, জামাই এবং আত্মীয়রা মিলে এই বর্বর নির্যাতন চালায়। তারা মোসলেম গাজীর বাড়িতে দিগম্বর অবস্থায় সুন্দরী সরদার ও তার পুত্রের ছবি তোলে। এ বিষয়ে মোসলেম গাজীকে প্রধান আসামী করে কালিগঞ্জ থানায় মামলা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ আগস্ট ২০০২

(১১৩১)
সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক হিন্দুর বাড়ি দখল করে নিয়েছে বিএনপি সাংসদের ভাই

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ক্ষমতাসীন বিএনপি দলীয় সাংসদ হারুন আল রশিদের ফুফাত ভাই ও তার পালিত সন্ত্রাসীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হালদার পাড়ার একজন সংখ্যালঘুর বাড়ী দখল করে ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে হিন্দু পরিবারটি বাড়িতে উঠতে পারছে না। এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপারকে জানানোর পরও কোনো সুরাহা হয়নি। অবিলম্বে বাড়িটি দখলমুক্ত করে দেওয়ার জন্য অসহায় পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন এসব অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পরিবারটির একমাত্র মেয়ে কাকলী ভট্টাচার্য্য। উপস্থিত ছিলেন তার মা ডলি ভট্টাচার্য্য। সন্ত্রাসীদের ভয়ে কাকলীর বাবা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হননি।

কাকলী ভট্টাচার্য্য বলেন, 'বাবা-মার একমাত্র সন্তান আমি। মা ও মাসীর একমাত্র ওয়ারিস হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়িটির মালিক আমি। সাংসদ হারুন আল রশিদের ফুফাতো ভাই হুমায়ুন কবির জাল দলিলের মাধ্যমে আমার বাড়ির অংশবিশেষ দখল করে নেয়। এই অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জজকোর্টে মামলা দায়ের করি (মামলা নং-১৪/৯৮)। এতে দখলদাররা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। আমাদেরকে হুমকি দেওয়া হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। আমার সরল-সহজ বাবা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যকে সন্ত্রাসীরা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে। এই ঘটনার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানায় জিডি করি (জিডি নং-১৭৯৭ তাং-২৭/৭/০২)।

সংবাদ সম্মেলনে কাকলী বলেন, জিডি করার কারণে গত ১ জুলাই হুমায়ুন কবিরের ছেলে বাছির, এমরান, আসাদ, আতিক ও হুমায়ুন কবিরের স্ত্রী হেলেনা বেগম রাত ১২টার দিকে আমাদের ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা আমাকে বেধড়ক লাঠিপেটা ও নাকে মুখে কিলঘুষি মারতে থাকে। মা এগিয়ে এলে তার গলা সন্ত্রাসীরা চেপে ধরে। তারা বাড়ির গেটে তালা বন্ধ করে রাখে। আমরা চিৎকার করতে থাকলে আশপাশের মানুষজন যাতে না আসতে পারে সে জন্য ভয়ভীতি দেখানো হয়। পরের দিন হাসপাতাল থেকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে থানায় মামলা করতে যাই। কিন্তু থানা পুলিশ মামলা না নিয়ে জিডি হিসেবে গ্রহণ করে (জিডি নং- ১৩৯ তাং ০৩/০৮/০২)।

তিনি আরো বলেন, জিডির কপি নিয়ে এসপি আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে দেখা করি। তিনি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু অদ্যাবধি তদন্ত হয়নি। এমনকি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

কাকলীর মা ডলি ভট্টাচার্য্য সাংবাদিকদের জানান, নিজের বাড়ি থাকতেও তারা এখন অন্যের বাড়িতে বসবাস করছেন। তাদের কেউ নেই। সন্ত্রাসীদের ভয়ে অন্যরাও তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছেন। সন্ত্রাসীরা জিডি তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিয়ে আসছে। তিনি বলেন, 'আমরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এ জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্ত ক্ষেপ কামনা করছি।'

ভোরের কাগজ, ৮ আগস্ট, ২০০২

(১১৩২)
আগৈলঝাড়ার খ্রিস্টানপল্লী এখনো অবরুদ্ধ ঃ বিএনপি ক্যাডারদের হামলার ঘটনায় মামলা হলেও পুলিশ নির্বিকার, বাদী-সাক্ষীকে হুমকি

বরিশাল ও গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার ছোট ডুমুরিয়ার খ্রিস্টান পল্লীতে গত মাসে বিএনপি ক্যাডারদের উপর্যুপরি হামলা ও সন্ত্রাসের পর ৩০টি খ্রিস্টান পরিবারের দুই শতাধিক মানুষ এখন কার্যত অবরুদ্ধ জীবনযাপন করছে। দু'দুবার পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখানোর উদ্দেশ্যে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। হামলার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ৩ ছিঁচকে সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হলেও মূলহোতা বিএনপি ক্যাডার টিটুকাজী সদলবলে সদম্ভে ঘোরাফেরা করে। টিটু কাজী দায়েরকৃত মামলার বাদী ও সাক্ষীদের হুমকি দিয়ে মামলা প্রত্যাহারে চাপ দিচ্ছে। এ নিয়ে সংবাদপত্রে লেখালেখিতে ক্ষিপ্ত বিএনপি ক্যাডাররা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক ও অবমাননাকর স্লোগান দিয়ে মিছিল করেছে। স্থানীয় বিএনপি সাংসদ ও নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসীদের সঙ্গে দলীয় সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি বৈঠক করলেও এতে সুফল হচ্ছে না।

সরজমিন পরিদর্শনসহ বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, আগৈলঝাড়ার ছোট ডুমুরিয়া গ্রামের খ্রিস্টান পল্লীতে ধর্মীয় উপাসনার জন্য ছোট একটি গির্জা ঘর রয়েছে। এ গির্জার ১২ শতাংশ এবং মতি শরৎ -এর ২৬ শতাংশ জমি গ্রাস ও জবরদখল করেছে স্থানীয় প্রভাবশালী এবং বর্তমানে বিএনপি আশ্রিত আলমগীর কাজী। গত ১৯ জুলাই উভয়পক্ষের উপস্থিতি ও সম্মতিতে আমিন দিয়ে মাপজোক শেষে গির্জার সম্পত্তি উদ্ধার করে সীমানাপিলার দিয়ে চিহ্নিত করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ দিন বিকেলেই আলমগীর কাজীর পুত্র বিএনপি ক্যাডার টিটু কাজীর নেতৃত্বে তার ভাই লিটু কাজী, ছোট কাজীসহ অন্য সন্ত্রাসীরা ঐসব পিলার উপড়ে ফেলে দিয়ে আবারো গির্জার সম্পত্তি গ্রাস এবং জবরদখল করে। শুধু তাই নয় এই

বিরোধের জের ধরে ২২ জুলাই টিটু কাজীর নেতৃত্বে বিএনপি ক্যাডাররা ঐ খ্রিস্টান পল্লীতে হানা দিয়ে খ্রিস্টান সূর্যকান্ত সোমের বাড়িসহ ৪টি ঘর ভাঙচুর এবং পিটার সোম পিতর (৪৫) কে কুপিয়ে গুরুতর আহতসহ আরো সাত জনকে আহত করে। খ্রিস্টান পল্লী অবরুদ্ধ করে রাখা হয় প্রায় এক ঘন্টা। প্রকাশ্য দিবালোকে এ সন্ত্রাসে আহত পিটারকে হাসপাতালে ভর্তি করতে সন্ত্রাসীরা বাধা দেয়। পরে যাত্রীবাহী বাসে করে তাকে গোপনে চিকিৎসার্থে পাঠানো হয়।

এ ব্যাপারে ২৩ জুলাই সুর্যকান্ত সোম বাদী হয়ে সাত জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করার পর পুলিশ নেপথ্য নায়ক আলমগীর কাজীসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করলেও সরাসরি সন্ত্রাসকারী বিএনপি ক্যাডার টিটু কাজী ও তার দোসরদের আটক করেনি। এসময় খ্রিস্টান পল্লীতে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প করা হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে বলে প্রমান করার জন্য ৪ দিনের মধ্যে তা আবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। পুলিশ ক্যাম্প প্রত্যাহারের পর ২৬ জুলাই বিকালে বিএনপি ক্যাডার টিটু কাজীর নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা আবারো হানা দেয় ছোট ডুমুরিয়া খ্রিস্টান পল্লীতে। তারা মামলার বাদী সূর্যকান্ত সোমের বাড়িতে গিয়ে অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহার করা না হলে মিথ্যা মামলায় জড়ানো এবং মেয়েদের এসিড দগ্ধ ও অপহরণের হুমকি দেয়। সূর্যকান্ত এ ব্যাপারে আগৈলঝাড়া থানায় জিডি করেন এবং সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া কন্যা শ্যামল সোম (১৩) ও আহত পিটার সোমের মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ঝুমরী সোম (১১) কে নিজ নিজ বাড়ি থেকে অন্যত্র গোপন আশ্রয়ে পাঠান।

এ পরিস্থিতিতে ২৮ জুলাই ঐ খ্রিস্টান পল্লীতে আবারো অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন লান্টুসহ অন্য নেতাকর্মীরা পুলিশ নিয়ে আলমগীর কাজীর পক্ষের অনুপস্থিতিতে গির্জা কর্তৃপক্ষের কাছে আবারো জমি বুঝিয়ে দিয়ে সীমানা পিলার বসিয়ে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে দেন। এরপর ঐ দিন বিকালেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অজুহাত দিয়ে পুলিশ ক্যাম্প উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে খবর প্রকাশিত হওয়ায় ক্ষিপ্ত বিএনপি নেতা ও ক্যাডাররা আগৈলঝাড়ায় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক ও অবমাননাকর স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সন্ত্রাসী ক্যাডাররা বিএনপির কেউ নয় বলে তারা দাবি করছে। কিন্তু এরপরও গত ৩১ জুলাই সকালে কাজীর ছেলেরা খ্রিস্টানদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদকারী আবদুল জব্বারকে হুমকি দিয়েছে।

স্থানীয় বিএনপি সাংসদ জহির উদ্দীন স্বপন গত ২ আগস্ট গৌরনদী ক্যাথলিক মিশনে গিয়ে খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করে সন্ত্রাসীদের দমনের আশ্বাস দিলেও পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে তারা এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারছে না। আগৈলঝাড়া থানার ওসি মনিরুজ্জামান সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসার কারণে খ্রিস্টান পল্লীর পুলিশ ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গঠিত ২টি পৃথক শান্তি কমিটির অন্যতম আহবায়ক জব্বার মিয়াও খিস্টান পল্লীতে গভীর প্রশান্তি বিরাজ করছে বলে দাবি করেছেন। অন্যদিকে ছোট ডুমুরিয়া খ্রিস্টান পল্লীর বাসিন্দা লিটন সোম, যুবতী শেফালী রানী, অশীতি পর বৃদ্ধা এলিজাবেথ (৮০) প্রমুখ জানিয়েছেন, এ পল্লীর লোকজনের দিনরাত কাটছে গভীর আশঙ্কা ও আতঙ্কে। অনেকটাই অবরুদ্ধ, অস্বাভাবিক বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। টিটু কাজীর মতো কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে সদলে, সদম্ভে ঘোরাফেরা করায় তারা মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। এ ব্যাপারে কোনো আশ্বাসেই তারা আস্থা রাখতে না পেরে স্থানান্তরের বিকল্প চিন্তা করছেন।

ভোরের কাগজ, ৯ আগস্ট ২০০২

(১১৩৩)
নলছিটিতে এক গ্রাম্য ডাক্তারের উপর মধ্যযুগীয় নির্যাতন

ঝালকাঠি প্রতিনিধি ঃ ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার নলবুনিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় একদল সন্ত্রাসী দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অমূল্য ডাক্তার (৪৫)'র উপর মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালিয়েছে। সন্ত্রাসীরা স্থানীয় এমপি'র সমর্থক হওয়ায় কেউ তাকে রক্ষায় এগিয়ে আসতে সাহস পায়নি। এ ব্যাপারে অমূল্য ডাক্তারের ছেলে সুধাংশু গত ৭ আগস্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নালিশী অভিযোগ দায়ের করলে এজাহার হিসাবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে তা নলছিটি থানায় পাঠানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, নলবুনিয়া গ্রামের জহির খলিফা, আলমগীরসহ একদল সন্ত্রাসী গত ১ আগস্ট সন্ধ্যায় অমূল্য ডাক্তারকে স্থানীয় হাটের মধ্যে প্রকাশ্যে কিল-ঘুষি মেরে একটি মিলের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানেও তাকে বেদম মারধর করা হয়। এ সময় ভবানীপুর গ্রামের ইউপি সদস্য হেলাল খলিফা বাধা দিতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের রোষাণলে পড়েন।

আজকের কাগজ, ১০ আগস্ট ২০০২

(১১৩৪)
সিলেটে ব্যবসায়ীর ওপর এসিড নিক্ষেপ, মুখমণ্ডল দগ্ধ, দুটি চোখ নষ্ট

সিলেট অফিস ঃ সিলেটে বড়লেখা হাজীগঞ্জ বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ওপর গত বৃহস্পতিবার রাতে এসিড নিক্ষেপ করেছে একদল সন্ত্রাসী। এসিডে তার মুখমণ্ডল মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছে এবং চোখ দুটি নষ্ট হয়ে গেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এলাকাবাসী জানান, স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন পাল (৪৫) বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৯টার দিকে হাজীগঞ্জ বাজারে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে হাটবন্দ এলাকায় নিজের বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় বাসার পাশে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা তার মুখমণ্ডলে মগ ভর্তি এসিড নিক্ষেপ করে।

প্রথম আলো, ১০ আগস্ট ২০০২

(১১৩৫)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির ক্যাডারদের হামলায় ৮ দিন ধরে ক্যাম্পাস ছাড়া সংখ্যালঘু এক ছাত্র

রাবি প্রতিনিধি ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও ছাত্র শিবির ক্যাডারদের হামলায় ৮ দিন ধরে ক্যাম্পাস ছেড়েছে ফোকলোর বিভাগের সংখ্যালঘু এক ছাত্র। গতকাল শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় মাদার বখশ হলের আবাসিক ছাত্রটির বন্ধু-বান্ধবরা সাংবাদিকদের বিষয়টি জানিয়েছে।

মাদার বখশ হল শাখা ছাত্র শিবিরের নেতা রকিব ও তার ক্যাডার বাহিনীর হামলায় আহত ছাত্র অনুপম হীরা মণ্ডল প্রাণভয়ে কিছু বলতে না চাইলে তার বন্ধু-বান্ধব ও হল সূত্রে জানা যায়, গত ২৯ জুলাই মাদার বখশ হলে তার আবাসিক কক্ষ ২১৬ নম্বরের শিবির নেতা রকিব পত্রিকায় উক্ত কক্ষের অন্য একজন শিবির নেতাকে নিয়ে প্রকাশিত একটি সংবাদে তথ্য

সরবরাহে অনুপম হীরাকে সন্দেহ করে সেদিন রাতে চড়-থাপ্পড় মেরে টেনে হেঁচড়ে ছাদে নিয়ে যায়। ছাত্র শিবিরের ক্যাডার বাহিনীর ওই সব নেতারা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে কক্ষে নিয়ে যায়। এরপর দুদিন নজরবন্দি করে রাখার পর ৩১ জুলাই আবার তাকে কক্ষের মধ্যে মারধর করে চোখের মধ্যে কাঁচা মরিচ ভেঙে দিয়ে হল ছাড়ার নির্দেশ দেয় এবং ক্যাম্পাসে আসলে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ফলে পরের দিন ছাত্রটি হল ছেড়ে শহরের একটি ছাত্রাবাসে অবস্থান নেয়। ছাত্র শিবিরের উক্ত ক্যাডারের প্রাণনাশের হুমকিতে ৮ দিন ধরে ক্যাম্পাসে আসতে পারছে না ফোকলোর বিভাগের চতুর্থ বর্ষের মেধাবী ছাত্র অনুপম হীরা মণ্ডল।

এ ব্যাপারে ছাত্রশিবিরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কেন্দ্রীয় এক নেতা আংশিক স্বীকার করলেও সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম জানায়, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত নন। তবে তিনি সংবাদ পরিবেশন না করার অনুরোধ জানান সাংবাদিকদের।

আজকের কাগজ, ১০ আগস্ট ২০০২

(১১৩৬)
আবদার বিপত্তি

নোয়াখালী প্রতিনিধি ঃ কোম্পানীগঞ্জের বসুর হাটে এক ছাত্রদল নেতাকে মোটরসাইকেল না দেওয়ায় সে এক ব্যবসায়ীকে হামলা করে জখম করেছে। বসুর হাটের ব্যবসায়ীরা জানান, গতকাল শনিবার দুপুরে কোম্পানীগঞ্জ থানা ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনের ছোট ভাই সরকারি মুজিব কলেজ ছাত্রদল নেতা বাচ্চু বসুর হাট পৌর মার্কেটের কাপড় ব্যবসায়ী বিমলের কাছে মোটরসাইকেল চায়। বিমল গাড়ি দিতে রাজি না হওয়ায় বাচ্চুর নেতৃত্বে ৬/৭ জন ছাত্রদল কর্মী বিমলের দোকানে হামলা করে বিমলকে জখম করে।

ভোরের কাগজ, ১১ আগস্ট ২০০২

(১১৩৭)
মোড়েলগঞ্জের কালীমন্দিরে গরু জবাই, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ক্ষোভ

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ জেলার মোড়েলগঞ্জে একটি কালীমন্দিরে গরু জবাই করার ঘটনায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জনৈক নির্মল দাস এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

গত মঙ্গলবার মোড়েলগঞ্জের রামচন্দ্রপুর সার্বজনীন কালীমন্দিরে গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত গরু জবাই করে তার চামড়া খুলে নিয়ে যায়। ঐ গ্রামের নির্মল দাসের বাড়ি থেকে গভীর রাতে চোররা ঐ গাভীটি চুরি করে। পরদিন সকালে মন্দিরের পুরোহিত মন্দির প্রাঙ্গণে চামড়াবিহীন মৃত গরু দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাদের বিশ্বাস ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার জন্যই মন্দির প্রাঙ্গণে গরু জবাই করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১১ আগস্ট ২০০২

(১১৩৮)
পূর্ব শত্রুতার জের ॥ যশোরে ১ ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ শুক্রবার রাতে যশোর সদর উপজেলার চান্দুটিয়া গ্রামের হরিপদ বিশ্বাসকে (৩৫) সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেছে। রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে মঠবাড়িয়া ও চান্দুটিয়া গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে তাকে কোপানো হয়। একই

গ্রামের মতিয়ার ও সাখাওয়াত হোসেন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে তিনি থানায় এজাহার দিয়েছেন। হরিপদকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখনও কেউ আটক হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ আগস্ট ২০০২

(১১৩৯)
সংখ্যালঘুদের প্রতি সন্ত্রাসীদের নির্দেশ
হয় চাঁদা অথবা মেয়ে দাও নতুবা জায়গাজমি লিখে দিয়ে চলে যাও

ঝালকাঠী প্রতিনিধি ঃ হয় চাঁদা অথবা মেয়ে দাও নতুবা জায়গাজমি লিখে দিয়ে অন্যত্র চলে যাও—এই নির্দেশ হচ্ছে ঝালকাঠীর সংখ্যালঘুদের প্রতি সন্ত্রাসীদের। দাবি মানা না হলে তাদের ওপর চালানো হয় অকথ্য নির্যাতন। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে সন্ত্রাসীদের এ তাণ্ডব চলে আসছে। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক হওয়ায় এসব সন্ত্রাসীকে কেউ কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না।

সম্প্রতি জেলার নলছিটি উপজেলার রানা ইউনিয়নের নলবুনিয়া বাজারে সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করে দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের সম্মানীয় অমূল্য ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তারা তার ওপর চালায় অকথ্য নির্যাতন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত ১ আগস্ট সন্ধ্যায় নলবুনিয়া গ্রামের জহির খলিফা ও আলমগীরসহ একদল সন্ত্রাসী অমূল্য ডাক্তারকে ধরে একটি মিল বাড়িতে নিয়ে মারধর করে। পরে নলবুনিয়া বাজারে এনে তাকে কাদামাটিতে ফেলে টানা-হেঁচড়া করে এবং তার কাছ থেকে সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেওয়ার চেষ্টা করে তারা। দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের ইউপি সদস্য জালাল খলিফা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা তার ওপরও চড়াও হয়। নির্যাতনে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাতে তারা অমূল্যকে ছেড়ে দেয়। এ ব্যাপারে অমূল্যর ছেলে সুধাংশু ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ করলে আদালত গত ৭ আগস্ট অভিযোগটিকে এজাহার হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে নলছিটি থানায় পাঠায়।

এলাকায় সংখ্যালঘুদের প্রতি সন্ত্রাসীদের নির্দেশ 'চাঁদা দাও অথবা বাড়ির সুন্দরী মেয়ে-ছেলেদের দাও নচেৎ জায়গাজমি লিখে দিয়ে ভারতে চলে যাও।' খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে, গত অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে এই সন্ত্রাসীদের হাতে এ এলাকার অন্তত ৪০/৫০টি সংখ্যালঘু পরিবার চাঁদাবাজি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১২ আগস্ট ২০০২

(১১৪০)
রায়পুরায় ব্যবসায়ী মানিক হত্যাকাণ্ড
পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় আসামিরা প্রকাশ্যে ॥ চরম নিরাপত্তাহীনতায় বাদীপক্ষ

নরসিংদী প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত রায়পুরা উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের কাপড় ব্যবসায়ী মানিকের পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে। ফলে হত্যা মামলার ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কিত হয়ে পড়েছে ঐ পরিবারটি।

নিহত মানিক রায় চৌধুরীর মা মলিনা রায় চৌধুরী তার একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে হত্যাকারীদের হুমকির মুখে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। পুলিশ এ পর্যন্ত জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। নিহতের মা জানান, ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর এলাকার এক যুবক ব্যবসায়িক কাজের কথা বলে মানিককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর মানিককে সন্ত্রাসীরা

নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ পার্শ্ববর্তী মেথিকান্দা রেল স্টেশনের একটু দূরে রেললাইনের উপর ফেলে রাখে। রাত ১১টায় উক্ত স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের লাইন ক্লিয়ার দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে লাইন চেঞ্জিং-এর সামনে গিয়ে লাইনের উপরে একটি লাশ দেখে ট্রেনটি স্টেশনের আউটে থামিয়ে দেন। পরে রেল পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। সকালে খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজনরা এসে লাশ শনাক্ত করে।

এলাকাবাসী ও পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে, স্থানীয় কতিপয় সন্ত্রাসী মানিকের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে আসছিল। চাঁদা না দেওয়ায় এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে রায়পুরা থানা পুলিশের কোনো তৎপরতা নেই। পুলিশ বলছে, যেহেতু, রেললাইনের উপর লাশ পাওয়া গেছে, সেহেতু রেলওয়ে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।

এলাকাবাসী আরো জানায়, গত সংসদ নির্বাচনের পর রায়পুরা উপজেলায় সন্ত্রাসীদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন গ্রামের সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট এবং অনেককে মারধর করে আহত করেছে। এছাড়া হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। মানিক নিহত হওয়ার ঘটনায় রায়পুরা উপজেলার সংখ্যালঘুসহ জেলার সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ১২ আগস্ট ২০০২

(১১৪১)
বোয়ালমারীতে কলেজ ছাত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগ ॥ থানা মামলা নেয়নি

মধুখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বোয়ালমারী থানার ঘোষপুর ইউনিয়নের লঙ্কার চর গ্রামে এক সংখ্যালঘুর কলেজপড়ুয়া কন্যাকে নির্যাতনের ১০ দিন পরেও থানা পুলিশ কোন এজাহার গ্রহন করেনি। উপরন্তু শুক্রবার মামলা মিটিয়ে ফেলতে লঙ্কার চর স্কুলে বিকালে এক সালিশি বৈঠক ডাকা হয়।

বোয়ালমারী খরসুতি বঙ্গবন্ধু কলেজের ছাত্রী (নাম প্রকাশ করা হলো না) প্রতিবেশী সুধাংশু মণ্ডলের বাড়িতে মুরগি কিনতে যায়; কিন্তু মুরগি না পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে একই গ্রামের আবদুল হাই ও কামরুল ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের মেয়েকে জোরপূর্বক অপহরণ করে পার্শ্ববর্তী পাটক্ষেতে নিয়ে তাকে শারীরিক নির্যাতন করে। এ সময় বর্ষা নামে অন্য একটি মেয়ে চিৎকার দিলে এলাকাবাসী এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে বোয়ালমারী থানা মামলা নিতে রাজি না হওয়ায় নির্যাতিতার পিতা বাদি হয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলে ৩০ জুলাই ওসি বোয়ালমারীকে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আসামি গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেও বোয়ালমারী থানা মামলা নেয়নি। উপরন্তু মামলা মিটিয়ে ফেলার জন্য বুধবারে থানায় এক সালিশ বসে এবং মীমাংসা না হওয়ায় পুনরায় শুক্রবার লঙ্কারচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাদিকে মামলা মিটিয়ে ফেলার জন্য এক সালিশি বৈঠক বসার সিদ্ধান্ত হয়। উল্লেখ্য, বিএনপির এক গডফাদারের নির্দেশেই উক্ত সালিশ ডাকা হয়েছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংবাদ, ১২ আগস্ট, ২০০২

(১১৪২)
জয়পুরহাটে আদিবাসী স্কুলশিক্ষিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণ
ময়মনসিংহ জামালপুরে ২ জনের শ্লীলতাহানি

প্রথম আলো ডেস্ক ঃ জয়পুরহাটে একদল দুর্বৃত্ত আদিবাসী এক কুমারী স্কুল শিক্ষিকাকে অপহরণ করে নিয়ে গণধর্ষণ করেছে। গত শুক্রবার জেলা সদরের জয়পুর রাজবাড়ি গ্রামে

আদিবাসী স্কুল শিক্ষিকাকে ধর্ষণের এই ঘটনা ঘটে। ধর্ষিতাকে গত শনিবার জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়।

জানা গেছে, ওই শিক্ষিকা ঘটনার দিন সন্ধ্যায় বাড়িসংলগ্ন টিউবওয়েলে পানি নিতে গেলে একই গ্রামের মিজানুর (৩৮) ও ইউনুসসহ (৩৫) কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাকে অপহরণ করে গ্রামের অদূরে একটি আখ ক্ষেতে নিয়ে চোখ-মুখ বেঁধে পালাক্রমে রাতভর ধর্ষণ করে। এরপর অজ্ঞাত স্থানের একটি কক্ষে আটক রাখা হয়। গত শনিবার দ্বিতীয় দফা আরেকবার তাকে গণধর্ষণ করা হয়।

জেলা সদর হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য একটি প্রভাবশালী মহল ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রথম আলো, ১২ আগস্ট ২০০২

(১১৪৩)
বাগেরহাটে একরাতে ২ সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি, আতঙ্ক

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ শনিবার গভীর রাতে সদর থানার বেতগালী গ্রামের মৃত সুধীর ও অধীর মণ্ডলের বাড়িতে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে।

গভীর রাতে ১৫-১৬ জনের একদল অস্ত্রধারী ডাকাত প্রথমে মৃত অধীর মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয়। এ সময়ে ডাকাতদল ঘরে ঢুকে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা হাতিয়ে নেয় এবং পরে মা ও ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে ফেলে রেখে যায়। পরে ডাকাত দল পার্শ্ববর্তী অধীরের সহোদর সুধীর মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয়। ডাকাতদল মৃত সুধীর মণ্ডলের ছেলে দিলীপ মণ্ডল (৫০) ও তার স্ত্রী উষারানী মণ্ডলকে মারপিট করে জখম করে মূল্যবান দ্রব্য ও নগদ টাকা লুটে নিয়ে যায়।

সংখ্যালঘু দুই পরিবারের শোভা রানী (৬২), বিপুল কুমার (৩৪), দিলীপ মণ্ডল (৫০) ও উষারানী (৪০) কে গত রোববার সকালে বাগেরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৩ আগস্ট ২০০২

(১১৪৪)
ফরিদগঞ্জে পৃথক দুটি ঘটনায় সংখ্যালঘু পরিবারের ১০ জন আহত

ফারুক আহম্মদ, চাঁদপুর থেকে ঃ জেলার ফরিদগঞ্জে চাঁদাবাজদের দাবি মেটাতে না পারায় এবং খালের ওপর একটি সাঁকো পারাপারকে কেন্দ্র করে পৃথকভাবে সংঘটিত দুটি ঘটনায় সংখ্যালঘু দুটি পরিবারের ওপর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। গত ৩ দিনের ব্যবধানে এ হামলার ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে এক ঘটনায় থানা পুলিশ এক হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। অপর ঘটনায় গত রোববারও মামলা হয়নি।

গত শনিবার ভোরে উপজেলার গাব্দেরগাঁও গ্রামে খালের ওপর একটি সাঁকো পারাপারের ঘটনার জের ধরে এলাকার একদল সন্ত্রাসীর হামলায় রতন মজুমদার ও তার পরিবারের ৩ সদস্য গুরুতর আহত হয়। তুচ্ছ একটি ঘটনায় গ্রামের সন্ত্রাসী আলমগীর ও তার সঙ্গীরা দেশী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এ পরিবারটির ওপর হামলা করে। এ ব্যাপারে থানায় ৬ জনকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের হলে পুলিশ ঘটনার নায়ক আলমগীরকে গত শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করে।

অপর ঘটনাটি ঘটেছে কড়েতলী বাজারে গত বুধবার। এদিন সকালে বাজারের মা গহনালয় নামক একটি স্বর্ণের দোকানে স্থানীয় সন্ত্রাসী ফারুক, ভুট্টো, সুলতান, নূরনবী, জমির, আবুল ও ফারুকের নেতৃত্বে ৭ সন্ত্রাসী দোকানের কর্মচারী রিপন চন্দ্র দে (২২) কে ২০ হাজার টাকার জন্য চাপ দেয়। রিপন চাঁদাবাজদের টাকা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা পানির বোতল, রড ও হাতুড়ি দিয়ে তাকে বেদম মারধর করে হাত-পা-ভেঙে দেয়। এ নির্মম হামলার ঘটনার সংবাদ পেয়ে রিপনের মালিক সঞ্জয় চন্দ্র রায় ও তার ৪ ভাই এবং অঞ্জন চন্দ্র দে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সন্ত্রাসীরা তাদেরও মারধর করে আটক করে রাখে। পরে এলাকার ভারপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যান হুমায়ূন কবির সন্ত্রাসীদের পক্ষ নিয়ে উল্টো এদের কাছ থেকে নগদ ২০ হাজার টাকা ও থানায় মামলা করা হবে না এ মর্মে ১৫০ টাকার খালি স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে সবাইকে ছেড়ে দেয়। ঘটনার পর গুরুতর আহত রিপনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

এদিকে, সংখ্যালঘু সদস্যদের এই নির্মম হামলার ঘটনার ৩ দিন পর ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ জসীমউদ্দীন বাদল জানার পর গত রোববার থানা পুলিশকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন।

ভোরের কাগজ, ১৩ আগস্ট ২০০২

(১১৪৫)
দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলা করায় হত্যার হুমকি সদরপুরে বাস্তুভিটাসহ সংখ্যালঘু পরিবারের জমিজমা দখল করেছে জালিয়াতচক্র

অশোকেশ রায়, ফরিদপুর থেকে ঃ ২২ শতাংশ জমি ক্রয়ের নামে এক সংখ্যালঘু দরিদ্র পরিবারের বাস্তুভিটাসহ সমস্ত জমিজমা লিখে নিয়েছে জালিয়াতচক্র। বাধ্য হয়ে দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলা করায় ঐ পরিবারটিকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সদরপুর উপজেলার ভাসানচর ইউনিয়নের ৩৩ নং ডিগ্রিরচর গ্রামের প্রফুল্ল কুমার মণ্ডলের পরিবারের বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্রে মেতেছে গ্রামের কেয়ামুদ্দিন গং।

জানা গেছে, দরিদ্র প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল তার মাঠের ২২ শতাংশ জমি উক্ত কেয়ামুদ্দিনের কাছে ৫৭ হাজার টাকায় বিক্রি করে। কিন্তু কেয়ামুদ্দিন দলিল রেজিস্ট্রি করার সময় সুকৌশলে নিজের এবং নিজের ৩ নাবালক পুত্র রফিকুল ইসলাম, ফিরোজুল ইসলাম এবং শফিকুল ইসলামের নামে প্রফুল্লের ২০ নং চর দুর্গাপুর মৌজার ১২০৭, ১২৫২ ও ১২৫৩ নং দাগের বাস্তুভিটাসহ এক একর ২২ শতাংশ জমি লিখে নিয়ে যায়।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, এ জালিয়াতির কাজে কেয়ামুদ্দিন রেজিস্ট্রি অফিসের সঙ্গে যোগসাজশ করে মূল দলিলটি ডেলিভারি নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে আলামত নষ্টের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রফুল্লের অভিযোগ, নকলের ভলিউম বইয়ের তফসিলের ঘরে কাটাছেঁড়া ও ঘষামাজার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সুচতুর কেয়ামুদ্দিন তফসিলের ঘরে ২২ শতাংশ জমির স্থলে ১ একর ২২ শতাংশ জমি লিখে নেয়।

প্রফুল্ল জানান, ৮ মে ১১৩৩ নম্বর দলিলের মূলে এ জালিয়াতি করার পর তিনি জেলা রেজিস্টার ও সদরপুর সাব রেজিস্টার বরাবরে মূল দলিলটির ডেলিভারি বন্ধ করাসহ ও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। কিন্তু জেলা রেজিস্টার এ বিষয়ে তদন্ত করলেও রহস্যজনক কারণে কোনো রিপোর্ট প্রদান করেননি।

অভিযোগে প্রকাশ, প্রফুল্ল মণ্ডল বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলা করার পর কেয়ামুদ্দিনের নেতৃত্বে জালিয়াতচক্রটি প্রফুল্ল মণ্ডলের বাস্তুভিটাসহ জমিজমা দখলে নেওয়ার জন্য অব্যাহত হুমকি ও জমিতে বোনা আউশ ধান এবং পাট কাটতে বাধা প্রদান করছে। দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের লক্ষ্যে তাদের হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কেয়ামুদ্দিনের একটি ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী দল প্রফুল্ল কুমার মণ্ডলকে এ হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে তিনি তার ও পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

ভোরের কাগজ, ১৩ আগস্ট ২০০২

(১১৪৬)
কুমিল্লায় শত বছরের পুরনো শ্মশান দখল

কুমিল্লা অফিস ঃ কুমিল্লা সদর উপজেলার হাড়াতলী গ্রামের ইদ্রিস মৈশান গত শুক্রবার একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী নিয়ে পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণপুর গ্রামের শত বছরের পুরনো একটি শ্মশান দখল করে নিয়েছে। কৃষ্ণপুর ও ঘোষপাড়াসহ আশপাশের গ্রামগুলোর শতাধিক হিন্দু পরিবার এ শ্মশানটি ব্যবহার করতেন। শ্মশানের সম্পত্তিটির মালিক গৌরাঙ্গ চন্দ্র শীলসহ এলাকাবাসী জানান, বহু বছর ধরে শ্মশানটি আশপাশের হিন্দুরা ব্যবহার করে আসছেন। ১৯৮৪ সালে কুমিল্লা বাইপাস সড়ক নির্মাণের সময় শ্মশানের সম্পত্তিটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের অধিগ্রহণভুক্ত হয়। শ্মশানের সম্পত্তিটি সড়কের বাইরে থাকায় জমিটি অপরিবর্তিত থাকে এবং গৌরাঙ্গ চন্দ্র শীলই এর তত্ত্বাবধান করে আসছিলেন।

প্রায় দুবছর আগে গৌরাঙ্গ শীলের ভাতিজা উজ্জ্বল চন্দ্র শীল পাশের পুকুরের ১১ গণ্ডা জমি মোঃ ইদ্রিস মৈশানের কাছে বিক্রি করেন। তখনই ইদ্রিস মৈশান পুকুরপাড়ের শ্মশানটির সামনের অংশ দাবি করে দখলের চেষ্টা করেন। সে সময় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিলে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম জিলানীসহ এলাকার সর্দার মাতব্বরগণ সালিশ দরবারের মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহার চেষ্টা করেন। কিন্তু দরবারের রায় ইদ্রিস মৈশান মেনে না নেওয়ায় বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়।

গত শুক্রবার সকালে ২৫/৩০ জন বহিরাগত সন্ত্রাসীকে নিয়ে ইদ্রিস মৈশান ও তার আত্মীয়রা ওই শ্মশানটিও দখল করে নেয়।

গৌরাঙ্গ শীলসহ সংখ্যালঘুরা জানান, তারা ঘটনাটির বিচার চেয়ে বিজয়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

চেয়ারম্যান গোলাম জিলানী জানান, দুবছর আগে শ্মশানটি নিয়ে বড় ধরনের দরবার হয়েছিল। দরবারের রায় না মানায় তিনিসহ বিচারকগণ এ থেকে সরে গেছেন। গত শুক্রবার যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে এ বিষয়ে কোন কথা বলার সাহস তাদের নেই। তবে তিনি গৌরাঙ্গ শীলের দাবির সত্যতা স্বীকার করেন।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত মোঃ ইদ্রিস মৈশানকে গতকাল রোববার বাড়িতে পাওয়া যায়নি। তার স্ত্রী খোরশেদা বেগম জানান, তার স্বামী শাহরাস্তি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে সুপারভাইজার পদে চাকরি করেন। তিনি অফিসে রয়েছেন। খোরশেদা জানান, তারা শ্মশান দখল করেননি। যে স্থানটি তারা বেড়া দিয়েছেন সেটি শ্মশান নয়, সড়ক বিভাগের অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি।

দুবছর আগের দরবার সম্পর্কে তিনি বলেন, ওই দরবারে তাদের ওপর বিনা অপরাধে জরিমানা হয়েছিল। এ জন্য তারা রায় মেনে নেননি।

প্রথম আলো, ১৩ আগস্ট ২০০২

(১১৪৭)
জোর করে সাদা স্ট্যাম্পে সই আদায়
পাঁচবিবিতে আদিবাসী বৃদ্ধকে হত্যার পর পুত্রকেও প্রাণনাশের হুমকি

জয়পুরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পাঁচবিবির বৃদ্ধ আদিবাসী কৃষক হরেন্দ্রনাথ মালো (হরেণ) 'প্রতিপক্ষের হাতে' নিহত হওয়ার পর এখন হত্যা মামলার বাদি হরেণের পুত্র ললিত মালোও আসামির দেয়া প্রাণনাশের হুমকিতে শঙ্কিত। আসামির নাম বা মামলা প্রত্যাহার করা না হলে পুত্রের পরিণতিও পিতার মতো হবে বলে তাকে শাসানো হয়েছে। অসহায় ললিত মালো সাংবাদিকদের জানান, তার আইনজীবীর সামনেই আসামি আমিনুল বিহারি (পাঁচবিবি উপজেলার আটাপুর ইউনিয়নের মেম্বার অবাঙালি) এই হুমকি দেয়। হত্যার হুমকি দেখিয়ে দু'টি সাদা স্ট্যাম্প পেপারে (প্রতিটি ৫০ টাকা মূল্যের) তার সই আদায় করে নেয়।

উল্লেখ্য, ২১ জুলাই ২০০২ চাঁদপুর গ্রামের আদিবাসী কৃষক হরেণ মালো প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রমূলক মামলার সাক্ষ্য-জেরাশেষে জয়পুরহাট আদালত থেকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যার দিকে বাজিতপুর গ্রামের বটচড়ায় (আটাপুর ইউনিয়ন, পাঁচবিবি উপজেলা) প্রতিপক্ষের লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে হরেণদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টার্গেট হরেণ মালোকে তারা অপহরণ করে। অন্যরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। পরে গ্রামবাসী খুঁজতে এসে হরেণকে পায়নি। পরদিন ললিত মালো তার পিতার অপহরণ ঘটনা জানিয়ে পাঁচবিবি থানায় মামলা করতে চাইলেও মামলা নেয়া হয়নি। ঘটনার তিনদিন পর বাজিতপুর গ্রামের বটচরা মাঠের গভীর নলকূপ সংলগ্ন জমি থেকে নিহত হরেণের লাশ উদ্ধার করে কৃষকরা। লাশটি মাটিচাপা অবস্থায় ছিল। প্রথমে টালবাহানা করা হলেও পাঁচবিবি থানা হত্যা মামলা নেয়। হরেণের পুত্র ললিত মালো বাদি হয়ে ৮ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন। উল্লিখিত আমিনুল মেম্বার ওই মামলার অন্যতম আসামি। হত্যাকাণ্ডের বিশদিন পরও কোন আসামি এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি।

সাদা স্ট্যাম্পে (৫০ টাকার) জোর করে তারিখবিহীন সই আদায় ও আমিনুল মেম্বার কর্তৃক হত্যার হুমকির ঘটনায় মামলার বাদি আদিবাসী যুবক ললিত মালো পাঁচবিবি থানায় জিডি করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের জানান, গত ২৬ জুলাই ২০০২ সকাল ৯টায় হরেণ মালোর জমিজমা বিষয়ে অন্য একটি মামলায় তাদের নিয়োজিত আইনজীবীর মুহুরি সুভাষ হঠাৎ জয়পুরহাট থেকে চাঁদপুরে আসে। মুহুরি সুভাষ জানায়, মামলার বিষয়ে আলোচনার জন্য তাদের আইনজীবী ললিত মালোকে তার চেম্বারে (জয়পুরহাট জেলা শহরে) যেতে বলেছে। সরল বিশ্বাসে ললিত জয়পুরহাটে তার আইনজীবীর গৃহসংলগ্ন চেম্বারে গিয়ে তার পিতৃহত্যার আসামি আমিনুল মেম্বারকে ২/৩ জন সঙ্গীসহ দেখতে পান।

আমিনুল মেম্বার তাকে পাশের একটি ঘরে নিয়ে যায় এবং ৫০ টাকা মূল্যের সাদা দু'টি স্ট্যাম্পে সই দিতে বলে। প্রথমে রাজি না হওয়ায় আমিনুল মেম্বার তাকেও পিতা হরেণের মতো হত্যা করা হবে বলে শাসায়। ললিতের আইনজীবীও সাদা স্ট্যাম্পে সই করার জন্য এবং এ বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করার পরামর্শ দেন। শুধু তাই নয়, এতে তার (আইনজীবীর) কাছে রক্ষিত সাড়ে ১৪ বিঘা জমির কাগজপত্র (দলিল) ও মামলার অসুবিধা হবে বলে মন্তব্য করেন। নিরুপায় ললিত বাধ্য হয়ে ওই দু'টি সাদা স্ট্যাম্পে সই করেন তারিখ ছাড়াই। তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে ওই দু'টি সাদা সইকৃত স্ট্যাম্প বাতিল ও এ বিষয়ে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, সই করার সময় তার ফটোও তোলা হয়।

সংবাদ, ১৪ আগস্ট ২০০২

(১১৪৮)
আদিবাসী ৪০টি পরিবারকে উচ্ছেদের নানা প্রচেষ্টা
একটি মামলার রায়কে পুঁজি করে চুনারুঘাটে খাস ভূমি বৈরাগী পুঞ্জি দখলের উদ্যোগ

চুনারুঘাট প্রতিনিধি ঃ হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে স্থানীয় প্রভাবশালীরা আদিবাসী পাহাড়ীদের উচ্ছেদের মাধ্যমে তাদের জায়গা-জমি দখল করে নেওয়ার জন্য নানা অত্যাচার শুরু করেছে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ইতিমধ্যেই এসব নিরীহ জনগণ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

জানা গেছে, প্রভাবশালী মহলের পক্ষে যাওয়া মামলার রায়কে পুঁজি করে খাস ভূমি দখল ও আদিবাসীদের উচ্ছেদের এ অভিযান শুরু হয়েছে। অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার খাস ভূমি বৈরাগী পুঞ্জি বেহাত হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। উপজেলার শাটিয়াজুরি ইউনিয়নের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা বৈরাগী পুঞ্জি ১৯৫৪ সালের ভূমি জরিপকালে বিশাল বনভূমি জরিপ বর্হিভূত থেকে যায়।

কালক্রমে খাসিয়া, গারো, খৃস্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন এই বনভূমি আবাদ করে পান, সুপারি, লেবু ও আনারসসহ বিভিন্ন কৃষি উৎপাদনমুখী তৎপরতা শুরু করে এবং সেখানে আবাসিক এলাকা গড়ে তোলে।

স্বাধীনতার পর বন বিভাগ বৈরাগী পুঞ্জি তাদের সম্পদ দাবি করে আদালতে মামলা দায়ের করে। ওই মামলায় আদিবাসীরা জয়ী হয়। কারণ শুরু থেকেই ওই ভূমি খাস হিসাবে আদিবাসীরা সরকারকে বছরের পর বছর খাজনা পরিশোধ করে আসছিল। কোটি কোটি টাকার সম্পদে ভরপুর ওই বৈরাগী পুঞ্জিতে ৪০টি পরিবার বসবাস শুরু করলেও পরবর্তীতে পুঞ্জির উত্তর পাশে ৩টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় সেখানে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় সে সময় অনেক আদিবাসী পুঞ্জি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। পরে তারা আবার সেখানে ফিরে আসে। পরবর্তীতে বৈরাগী পুঞ্জির পার্শ্ববর্তী শ্রীবাড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়ে ওই খাস জমির দিকে।

এ সময় পুঞ্জির আদিবাসীরা কোনও উপায় না দেখে চুনারুঘাট উপজেলার হাকাজুরা গ্রামের লাল মিয়ার কাছে আশ্রয় নেয়। ফলে লাল মিয়ার সঙ্গে বন বিভাগ ও চা বাগান কর্তৃপক্ষের বিরোধের সৃষ্টি হয়। বিগত সরকারের আমলে বৈরাগী পুঞ্জির ৫শ' একর ভূমির পাল্টা দলিল করে শ্রীবাড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ হবিগঞ্জ জজ আদালতে একটি স্বত্ব মামলা দায়ের করে। মামলার রায় তাদের অনুকূলে যায়।

ওই খাস ভূমি সরকারের হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনও প্রকার পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আদিবাসীরা অভিযোগ করেন, একটি অশুভ চক্র সরকারি আমলাদের ম্যানেজ করে ওই ভূমি সংক্রান্ত কাগজপত্র গায়েব করে ফেলে। ফলে ওই রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল হয়নি।

বৈরাগী পুঞ্জির ক'জন বাসিন্দা জানান, শ্রীবাড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে আমরাইল ও হাতিপুঞ্জি নামে দু'টি খাসিয়া পুঞ্জি দখল করেছে।

এদিকে প্রতিনিয়ত বৈরাগী পুঞ্জির ৪০টি পরিবারকে ভিটাছাড়া করে তাদের সম্পদ দখলের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ হুমকি দিচ্ছে। ফলে পুঞ্জিতে বসবাসরত খাসিয়া, গারো, খৃস্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

আজকের কাগজ, ১৪ আগস্ট ২০০২

(১১৪৯)
পাবনায় আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ

পাবনা প্রতিনিধি ঃ পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার করমজা ইউনিয়নের আসাড়া গ্রামের বিবাহ রেজিস্টার (কাজী) ফোরকানুল হামিদ গত ৩০ জুলাই একই গ্রামের দরিদ্র এক হিন্দু মহিলাকে বাড়িতে কাজ দেওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতা বিষয়টি তার স্বামীকে জানালে তিনি গ্রামের প্রভাবশালীদের কাছে এর বিচার চান। বিচারে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ধর্ষণের জরিমানা হিসেবে ৫ হাজার টাকা ধার্য করে বিষয়টি মেনে নেওয়ার জন্য ধর্ষিতার পরিবারকে চাপ দেয়। অন্যথায় তাদেরকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী পুণ্ডুরিয়া গ্রামের কয়েকজন সংখ্যালঘু প্রথম আলোকে জানান, প্রভাবশালীরা সালিস বৈঠক মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দিলে বাধ্য হয়ে তা মেনে নেওয়া হয়। সাঁথিয়া থানার ডিউটি অফিসার জানান, তাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। তাই তিনি কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

প্রথম আলো, ১৪ আগস্ট ২০০২

(১১৫০)
প্রাণভয়ে জয়পুরহাটে আশ্রয় নিয়েছেন ডাক কর্মকর্তা

জয়পুরহাট প্রতিনিধি এজাহার সূত্রে জানান, গত ১২ জুলাই রাতে এলাকার ১৪-১৫ জন চিহ্নিত সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে বাসুদেব বসুর রাজশাহীর ভাড়া করা বাসা থেকে নগদ ২১ হাজার টাকা, ৯ ভরি সোনার গহনাসহ প্রায় ৮০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে। যাওয়ার পথে সন্ত্রাসীরা হুমকি দেয়, আরো ৫০ হাজার টাকা না দিলে বাসুদেবকে সপরিবারে খুন করা হবে। ফলে প্রাণের ভয়ে বাসুদেবের পরিবার রাজশাহী ছেড়ে জয়পুরহাট চলে আসে।

বাসুদেব বসু সাংবাদিকদের বলেছেন, লুট ও হুমকির ঘটনায় রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানায় মামলা করতে গেলেও পুলিশ মামলা নেয়নি। ফলে তিনি ডাকযোগে একটি এজাহার পাঠিয়েছেন। এজাহারে উল্লিখিত আসামিরা হলো লিমন, লিটন, তুষার, রমেল ও নেলী। এদের সবার বাড়ি রাজশাহী শহরে। বাসুদেব আরো বলেন, নিরাপত্তা চেয়ে তিনি ইতিমধ্যে সরকারের উচ্চ মহলে আবেদন করেও এখনো কোনো সাড়া পাননি। ফলে তার পরিবার রাজশাহী ফিরতে পারছে না।

প্রথম আলো, ১৪ আগস্ট ২০০২

(১১৫১)
৬ দিনেও উদ্ধার হয়নি চট্টগ্রামে অপহৃত যুবক

চট্টগ্রাম অফিস ঃ অপহরণের ৬ দিন পরও চট্টগ্রাম পুলিশ অপহৃত যুবক রূপম কর শীলকে উদ্ধার করতে পারেনি। গত ৯ আগস্ট বোয়ালখালীর নিজ বাড়িতে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা চান্দগাঁও টেম্পো স্ট্যান্ড থেকে রূপমকে অপহরণ করে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে।

বোয়ালখালী প্রতিনিধি জানান, রূপমের বাবা হরি গোপাল শীলের চান্দগাঁও এলাকায় একটি সেলুন আছে। ঘটনার রাতে বাবার সেলুনের কাজ সেরে বাড়ি যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে।

প্রথম আলো, ১৬ আগস্ট ২০০২

(১১৫২)
টুঙ্গীপাড়ায় সংখ্যালঘু একটি পরিবারের বাড়িঘর লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও দখল

গোপালগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ টুঙ্গীপাড়া উপজেলার সংখ্যালঘু একটি পরিবারের বাড়ি লুট, অগ্নিসংযোগ ও জবরদখল করা হয়েছে। বাড়ির লোকজন ত্রাসের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এখন। এ ঘটনা ঘটেছে লেবুতলা গ্রামে। জাল দলিলের জোরে এ ঘটনা ঘটানো হয়। অভিযোগে জানা গেছে, ওই গ্রামের প্রেমানন্দ বিশ্বাসের পুত্র নিবাস বিশ্বাস, ভবানী বিশ্বাস, সুবাস বিশ্বাস ছোট ডুমুরিয়া মৌজার ২৩নং দাগের ওই বাড়িতে ঘর তৈরি করে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছিল। একই গ্রামের নজরুল শেখ, আবদুল হক, রবিউল, সফিউল এবং কাকইবুনিয়া গ্রামের রাজ্জাক, আলতাফ প্রমুখের নেতৃত্বে দা, লাঠিসোটা নিয়ে একদল লোক ৬ আগস্ট ওই বাড়িতে হামলা চালায়। ওই সময় বৃদ্ধ প্রেমানন্দ বিশ্বাস ও তার পুত্রবধূরা তাদের বাধা দিতে গেলে তারা তাকে এবং তার পুত্রবধূদের মারপিট ও শ্লীলতাহানি করে। রান্নাঘরে অগ্নিসংযোগ, বসতঘরের বেড়া ভাঙচুর করে ও প্রায় ৬ হাজার টাকা মূল্যের মালামাল লুটে নেয় এবং পরে মিস্ত্রি দিয়ে সেখানে তারা ঘর তোলে। এ সময় প্রেমানন্দের পুত্ররা কেউ বাড়িতে ছিল না। এ ঘটনায় ওইদিন টুঙ্গিপাড়া থানায় এবং পরদিন পুলিশ সুপারের কাছে প্রেমানন্দ বিশ্বাস লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সংবাদ, ১৬ আগস্ট ২০০২

(১১৫৩)
সাতক্ষীরায় ধর্ষণ মামলার রিপোর্ট নিয়ে অভিযোগ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ বাদীর শত্রুপক্ষের লোকজনদের সাক্ষী করে সাতক্ষীরার বহুল আলোচিত সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূ ধর্ষণ মামলায় আদালতে রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। আর এই ধর্ষণ মামলার আসামি হল সাতক্ষীরা-৩ (আশাশুনি) আসনের জামায়াত এমপির ভাইঝি জামাই আশাশুনি উপজেলার নাকনা গ্রামের রিয়াছাত আলী গাজী। অভিযোগ উঠেছে, রাজনৈতিক চাপ ও মোটা অংকের দফারফার মাধ্যমে এমপির জামাইকে ধর্ষণ মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, স্বামী বাড়িতে না থাকায় গত ১৭ এপ্রিল রাতে আশাশুনি উপজেলার নাকনা গ্রামের জামায়াত কর্মী রিয়াছাত আলী গাজী একই গ্রামের এক সংখ্যালঘু পরিবারের ঘরে জোরপূর্বক ঢুকে এক গৃহবধূকে (২৫) ধর্ষণ করে। ঘটনার পরদিন ধর্ষিত গৃহবধূর স্বামী বাড়িতে ফিরে বিষয়টি জানতে পারেন। তিনি মামলা করার প্রস্তুতি নিলে আসামি পক্ষের লোকজন তাকে তিনদিন বাড়ি থেকে বের হতে দেয়নি। একপর্যায়ে প্রতিবেশী রফিকুল ইসলামের সহযোগিতায় ধর্ষিতার স্বামী বাদী হয়ে আশাশুনি থানায় মামলা দায়ের করেন ঘটনার তিনদিন পর অর্থাৎ গত ২০ এপ্রিল। ২১ এপ্রিল ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয় এবং ২২ এপ্রিল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ড. পিয়ার মোহাম্মদ আলীর কাছে গৃহবধূ ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে পাশবিকতার নির্মম কাহিনী বর্ণনা করেন। ঘটনার চারদিন পর তাকে ডাক্তারি পরীক্ষা করানোয় মেডিকেল রিপোর্টে ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়। এরই মাঝে আসামি রিয়াছাত গাজীর সঙ্গে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মফিজুল ইসলামের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে অভিযোগ রয়েছে। আসামির চাচাশ্বশুর স্থানীয় এমপি মামলার রিপোর্ট দিতে পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তাও রিপোর্ট দেয়ার

জন্য ফাঁক-ফোকর খুঁজতে থাকেন। এতে বাদীর শত্রুপক্ষ সত্যেন্দ্র নাথ সরকারের পরিবারকে কাজে লাগানো হয়। বাদীর মনোনীত সাক্ষীর পরিবর্তে শত্রুপক্ষের ৯ জনকে সাক্ষী হিসাবে খাড়া করে গত ১১ আগস্ট সাতক্ষীরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে রিপোর্ট দাখিল করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা বাদী ও তার মনোনীত সাক্ষী রফিকুল ইসলামকে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে মিথ্যা মামলায় জেলে ঢুকানোর হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

যুগান্তর, ১৭ আগস্ট ২০০২

(১১৫৪)
সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে সরকারের রিপোর্ট পেশ, ঘটনা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উল্লেখ করা হয়েছে

সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার ঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টের নির্দেশের আট মাস পর দাখিল করেছে সরকার। সরকারের তরফ থেকে হাইকোর্টে দাখিলকৃত ঐ প্রতিবেদনে সংঘটিত ঘটনাগুলোকে সাম্প্রদায়িক না বলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঘটনার পরে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা ও তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঘটনার পরে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা ও তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য আইন ও সালিশ কেন্দ্র গত ২৪ নবেম্বর হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দায়ের করে। বিচারপতি এমএ মতিন ও বিচারপতি মাবখি-উল-হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ এসব নির্যাতনের ওপর পত্র পত্রিকা ও টেলিভিশনে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তার তদন্ত করে আদালতে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জমা দিতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। এই সময়সীমা শেষ হবার পর সরকারপক্ষ হাইকোর্ট থেকে কয়েক দফা সময় চেয়ে নেয়। সরকার এ বিষয়ে ৮ মাসের বেশি সময় তদন্ত করে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করে। গত ৫ আগস্ট প্রায় সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার রিপোর্ট সরকারের পক্ষে এ্যাটর্নি জেনারেল অফিস থেকে এফিডেভিটের মাধ্যমে আদালতে দাখিল করা হয়। এই এফিডেভিটের ওপর আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তিন সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেয়ার জন্য আদালত সময় দিয়েছে। বিচারপতি মোঃ আরায়েস উদ্দিন সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চে সরকারের দাখিলকৃত এসব তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচনের আগে ও পরে সহিংসতার কিছু ঘটনা ঘটেছে। তবে তা ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা নয়। ব্যক্তিগত পারিবারিক কলহ কোন্দলে এসব ঘটনা ঘটেছে। এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট চলে না। আইন ও সালিশ কেন্দ্র আইনী সহায়তা দিতে চাইলে ঐসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করতে পারত। মামলা যদি পুলিশ না নিত সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মামলা করা যেত। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষে ডঃ কামাল হোসেন রিটটি পরিচালনা করছেন। সরকার পক্ষে রয়েছেন এ্যাটর্নি জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ আগস্ট ২০০২

(১১৫৫)
শ্রীপুরে সুইপারের ঘর কেটে পুকুরে

শ্রীপুর (গাজীপুর) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাস্তার জায়গা না দেয়ায় শ্রীপুরের একদল দুস্কৃতকারী এক সুইপারের বাড়ির ঘরের খুঁটি কেটে টিনের চালা পার্শ্ববর্তী পশু হাসপাতালের পুকুরে ফেলে দিয়েছে।

জানা যায়, শ্রীপুর পৌর এলাকার পশু হাসপাতাল সংলগ্ন মহাবীরের বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটাচলার রাস্তা না দেয়ায় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টায় দুষ্কৃতকারীরা ২০/২৫ জনের সন্ত্রাসী দল নিয়ে ওই সুইপারের ঘরের খুঁটি ও টিন কেটে তছনছ করে পার্শ্ববর্তী পশু হাসপাতালের পুকুরে ফেলে দেয়।

এ ব্যাপারে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে কিন্তু থানায় কোন মামলা হয়নি।

সংবাদ, ১৯ আগস্ট ২০০২

(১১৫৬)
সন্ত্রাস ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে জয়পুরহাটে আদিবাসীদের বিক্ষোভ

জয়পুরহাট, ১৮ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণ, দুই আদিবাসীকে খুন করার প্রতিবাদে জয়পুরহাট জেলার আদিবাসীরা রবিবার শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেন। তীর-ধনুকসহ শতশত আদিবাসীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল শেষে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা আদিবাসী পরিষদের সভাপতি এডভোকেট বাবুল রবিদাস, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্যপরিষদের সভাপতি নৃপেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সামাজিক পর্যবেক্ষণ কমিটির সভাপতি মোমিন আহমদ চৌধুরী ও আদিবাসী নেতা সুদর্শন হেমরম।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ আগস্ট ২০০২

(১১৫৭)
বানারীপাড়ায় গৃহবধূকে কুপিয়ে জখম

বরিশাল ব্যুরো ঃ বানারীপাড়ার গাভা গ্রামে এক গৃহবধূকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে। গুরুতর অবস্থায় তাকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গাভা গ্রামের সঞ্জয় রায়ের ঘরের হোগলাপাতার দরজা কেটে রাতে দুই দুর্বৃত্ত ঢুকে সঞ্জয়ের স্ত্রী মনিকা রায়কে (২৪) ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় দুর্বৃত্তদের সঙ্গে মনিকার ধস্তাধস্তি হয়। ওই রাতে সঞ্জয় ঘরে ছিল না। মনিকার ঘুমন্ত শাশুড়ি ও ননদ জেগে উঠলে দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মনিকাকে কুপিয়ে পালিয়ে যায়। বানারীপাড়া পুলিশ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি।

যুগান্তর, ১৯ আগস্ট ২০০২

(১১৫৮)
নড়াইলের কালিয়ায় অস্ত্রের মুখে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ

কালিয়া ঃ নড়াইলের কালিয়ায় এবার নিজ বাড়িতে প্রকাশ্য দিবালোকে এক স্কুলছাত্রী ধর্ষিত হয়েছে। গত সোমবার এই ঘটনাটি ঘটেছে ছোটকালিয়া গ্রামে। কালিয়া প্যারীশংকর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত বাবু ও তার স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রী তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যান প্রতিদিনের মতো। বাড়িতে রেখে যান পণ্ডিত বাবুর শ্যালকের মেয়ে কালিয়া পিএস বালিকা বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রীকে। ওই দিন দুপুর ১টার দিকে ওই গ্রামেরই এক দুর্বৃত্ত বাড়িতে না থাকার সুযোগে অস্ত্রের মুখে ঘরে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। স্কুলছাত্রীর চিৎকারে পার্শ্ববর্তী লোকজন তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে কালিয়া হাসপাতালে ভর্তি

করে। এ ব্যাপারে রাতে কালিয়া থানায় অজ্ঞাতনামা ১ জনকে আসামী করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা (নম্বর ১২ (৮) ০২) দায়ের করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২১ আগস্ট ২০০২

(১১৫৯)
সিলেটের গোলাপগঞ্জে প্রধান শিক্ষককে গুলি করে হত্যা ॥ আহত ২

সিলেট অফিস ঃ সিলেট গোলাপগঞ্জের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পূর্ণেন্দু বিকাশ রাউতকে ঘুমন্ত অবস্থায় সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে। গত সোমবার গভীর রাতে এ ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনায় আরও দু'জন আহত হয়েছে।

জানা গেছে, গোলাপগঞ্জের শরীফগঞ্জ ইউনিয়নের লামা মেহেরপুর গ্রামের দীনেন্দ্র বিকাশ রাউতের পুত্র নিহত শিক্ষক পূর্ণেন্দু রাউতের শোবার ঘরে সোমবার রাত প্রায় ২টার দিকে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী প্রবেশ করে দরজা ভেঙে। ঘরে ঢুকেই ওই দুর্বৃত্ত দল উপর্যুপরি গুলি ছুঁড়তে থাকে। একটি গুলি পূর্ণেন্দুর বুকের ডান দিকে বিদ্ধ হয়। গুলির শব্দে ঘরের লোকজন ও পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে দুর্বৃত্ত দল পার্শ্ববর্তী নদীতে রেখে আসা ইঞ্জিন নৌকায় পালিয়ে যায়। এ সময় দুর্বৃত্তদের গুলির আঘাতে দীপেন্দ্র ও বেবী ঘোষ নামে দু'জন আহত হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পূর্ণেন্দুকে একটি ইঞ্জিন নৌকায় করে উপজেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাকে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিক্ষক পূর্ণেন্দু রাউত (৩২) মারা যান।

আজকের কাগজ, ২২ আগস্ট ২০০২

(১১৬০)
আগৈলঝাড়ায় স্কুলছাত্রী অপহরণের চেষ্টা ঃ স্কুল বন্ধ ঘোষণা

গৌরনদী প্রতিনিধি ঃ আগৈলঝাড়ায় রাজিহার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চায়না আইচ (১৪) নামের অষ্টম শ্রেণীর এক স্কুলছাত্রীকে কতিপয় মুখোশধারী সন্ত্রাসী গত সোমবার অপহরণের চেষ্টা চালায়। এ ঘটনায় কয়েক দফা বৈঠকেও সন্ত্রাসীদের বিচার না হওয়ায় ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুল বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সূত্রে প্রকাশ ওই ছাত্রী স্কুল শেষে একা বাড়ি ফেরার পথে স্থানীয় পোস্ট অফিসের সামনে দুই মুখোশধারী যুবক তাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এ সময় তার চিৎকারে লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসী যুবকরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনার পর চায়না স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং অন্যান্য ছাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যেও আতংক ছড়িয়ে পড়ে। গত ২০ ও ২১ আগস্ট এ নিয়ে ম্যানেজিং কমিটির দু'দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি। এ ব্যাপারে ১৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে।

যুগান্তর, ২৩ আগস্ট ২০০২

(১১৬১)
বিরোধ নিষ্পত্তিতে জামাত এমপির হস্তক্ষেপ
সাতক্ষীরায় মারধর করে সংখ্যালঘু পরিবারকে জমিজমা থেকে উচ্ছেদ

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে ঃ একজন জামাতি সাংসদের অযাচিত হস্তক্ষেপে কথিত তদন্তের জের হিসাবে গত বুধবার একটা সংখ্যালঘু পরিবারকে মারধর করে তাদের দখলীয় জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। অন্তত ৩০ জনের এই হামলায় ওই পরিবারের ৮-৯ জন গুরুতর আহত হয়েছে। প্রাণভয়ে তারা সাতক্ষীরা শহরে পালিয়ে এসেছে। এদিকে এই

হামলার ঘটনা তদন্তে যাওয়া একজন সাংবাদিককেও হামলাকারীরা মারধর করে আটকে রাখা ছাড়াও তার একটি রেকর্ডকৃত ক্যাসেট ছিনিয়ে নিয়েছে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করেছে।

থানায় দায়ের করা মামলা ও হামলার শিকার ওই পরিবারের সদস্যরা জানান, সদর থানার দরবাসতিয়া গ্রামের বিমল ঘোষের ২৮ বিঘা জমির সাড়ে ২২ বিঘাই প্রতিপক্ষের লোকজন দখল করে আছে। অবশিষ্ট সাড়ে পাঁচ বিঘা জমি ও ৮১ শতকের একটি পুকুর বিমল ঘোষের দখলে রয়েছে। বেদখল হওয়া জমির জন্য বিমল ঘোষ অনেক আগেই সাতক্ষীরা দেওয়ানি আদালতে একটি মামলা করেন। এদিকে বিমল ঘোষের পুরুষানুক্রমে দখলে থাকা ৮১ শতকের ওই পুকুরটির ওপর প্রতিপক্ষের নজর পড়ে। তারা এটাও দখলের পাঁয়তারা করতে থাকে। দুমাস আগে প্রতিপক্ষ লোকজন যোগাড় করে পুকুর থেকে জোরপূর্বক ২০ মণ মাছ লুট করে নিয়ে যায়। বিমল বিষয়টি থানায় জানালে পুলিশ দুই পক্ষকে ডেকে জানিয়ে দেয় যে যেহেতু ওই জমি নিয়ে দেওয়ানি মামলা চলছে সেহেতু যে যার স্থানে দখলে থাকবে। পুকুরটি আগের মতোই বিমল ঘোষের দখলে থাকবে।

পুলিশের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, দুজন মেম্বার এবং জামাত দলীয় কিছুলোক উস্কানি দিয়ে সাতক্ষীরা সদরের সাংসদ বরাবর প্রতিপক্ষকে দিয়ে একটি অভিযোগ দেয়। সাংসদ ও এব্যাপারে তদন্তের দায়িত্ব দেন মোহাম্মদ আলি নামে একজন জামাত নেতার ওপর। স্থানীয় জামাত অফিসে কিছু দিন আগে এ ব্যাপারে দুই পক্ষকে নিয়ে একটি সালিস বসে। এই সালিসে বিমল ঘোষ ও তার মেয়ে কাকলি ঘোষের কাছ থেকে পুকুর দিয়ে দেওয়া বিষয়ক একটি কাগজে স্বাক্ষর নেওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাদের ধাওয়া করা হয়। কাকলিকে লাঞ্ছিত করার জন্য একটি গ্রুপও বেরিয়ে পড়ে। এ সময় তারা থানায় এসে আশ্রয় নেন।

এদিকে পুকুরটির পাড় বাঁধার নাম করে স্থানীয় দুই মেম্বার হ্যাপী চৌধুরী ও আনোয়ারুল বিমল ঘোষের কাছে অর্ধেক খরচ দাবি করে। বিমল ঘোষ তা দিতে অস্বীকার করেন। ইতিমধ্যেই সাংসদ তার দলীয় কর্মী শামসুর রহমান, ইব্রাহীম, এনায়েত, আলীম ও মোকলেসুরের ওপর ওই পুকুর দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। গত বুধবার পারিবারিক প্রয়োজনে বিমল ঘোষ পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরতে থাকলে প্রতিপক্ষ হামলা করে। চেয়ারম্যান আশরাফুজ্জামান, হ্যাপী মেম্বার, আনোয়ারুলের উপস্থিতিতে অন্তত ৩০ জন লাঠিসোঁটা, দা, কিরিচ ও লোহার রড নিয়ে হামলা করে। হামলায় অলোক, অভিজিত, শ্যামল, কাকলি, ডলি ও পলিসহ ৮/৯ জন আহত হয়। তাদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় তারা সবাই সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে আসে। পরে তাদেরকে সাতক্ষীরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অন্যদিকে হামলার ঘটনার তদন্তে যাওয়া স্থানীয় সাংবাদিক নাসিরউদ্দিনকে হামলাকারীরা মারধর করে একটি বাড়িতে আটকে রাখে। তারা তার ক্যাসেটটি কেড়ে নেয়। ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে আনে। এ ঘটনার পর থেকে ওই এলাকায় উত্তেজনা চলছে। হামলার শিকার সংখ্যালঘু পরিবারটির সবাই প্রাণভয়ে সাতক্ষীরায় পালিয়ে এসেছে।

ভোরের কাগজ, ২৩ আগস্ট ২০০২

(১১৬২)
বিএনপি সন্ত্রাসীদের বর্বর নির্যাতন ঃ হাসপাতালেও সন্ত্রস্ত ছবি রানী রামপাল বিএনপি অফিসে নিয়ে আওয়ামী লীগের এই নারী কর্মীর চুল কেটে দিয়ে হাতুড়িপেটা করে বিবস্ত্র ছবি তোলা হয়, মামলা করবে কে?

এস এম হাবিব/শওকাত আলী বাবু, খুলনা ও বাগেরহাট থেকে ঃ ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস' পালনের 'অপরাধে' বাগেরহাটে একদল বিএনপি ও জামাতকর্মী হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে, মাথার চুল কেটে এবং শেষমেশ বিবস্ত্র ছবি তুলে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে 'শাস্তি' দিয়েছে আওয়ামী লীগের এক নারী কর্মীকে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাকের ডগায় অসংখ্য মানুষের সামনে এমন অমানুষিক নির্যাতনের পর অজ্ঞান হয়ে পড়লে সন্ত্রাসীরা ঐ কর্মীকে 'বাজে মেয়ে' পরিচয় দিয়ে তুলে দেয় পুলিশের হাতে। পুলিশ তাকে চিনতো বলে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছে। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে মামলা করতে ব্যর্থ হয়ে ছবি রানী মণ্ডল (২৫) নামের ঐ আওয়ামী লীগ কর্মী এখন অত্যাচার ও অপমানের জ্বালা সইছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডের মেঝেতে।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৮ নং ওয়ার্ডের মেঝেতে সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছবি ও তার পরিবারের সদস্যরা জানায়, বাগেরহাটের রামপাল থানার ওড়াবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা আওয়ামী লীগ কর্মী ছবি রানীর বাবা শিশুবর মণ্ডল মারা যাওয়ার পর সেই সংসারের হাল ধরে। বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছবির একটি চিংড়ি ঘের বিএনপি সন্ত্রাসীরা দখল করে নেয়। থানা বিএনপির সদস্য সচিব বাশার কাজীর সঙ্গে তার জমি নিয়ে এখনো মামলা চলছে।

গত বুধবার বাগেরহাট আদালতে ঐ মামলার কাজ শেষে সন্ধ্যা ৭টায় রামপাল বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে বাশার কাজীর নেতৃত্বে বিএনপির চিহ্নিত সন্ত্রাসী হিমু কাজী, তায়েব, জামাল, কামাল, মজনুসহ আরো কয়েকজন তাকে ধরে পাশ্ববর্তী বিএনপি অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে আওয়ামী লীগ করা ও জমি নিয়ে মামলা এবং ১৫ আগস্টে তৎপরতার 'অপরাধে' সন্ত্রাসীরা তাকে প্রথমে হাতুড়ি দিয়ে সারা শরীরে বেদম পেটায়। এরপর ইচ্ছে মতো কেটে দেওয়া হয় মাথার চুল। স্থানীয় বাজারের স্টুডিও মালিক বিএনপি কর্মী পলাশকে ডেকে এনে তার বিবস্ত্র ছবি তুলে রাখা হয়। বিএনপি অফিসে তখন জামাতের কতিপয় নেতাকর্মী উপস্থিত ছিল বলে ছবি অভিযোগ করেছে। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এ বর্বর নির্যাতন চালানোর সময় শত শত মানুষ ও টহল পুলিশ বিএনপি অফিসের সামনে উপস্থিত ছিল। সকলে নির্যাতিতার চিৎকার শুনেছে। ছবি সকলের হাত-পা ধরেছিল শেষ পর্যন্ত তার বিবস্ত্র ছবি না তোলার জন্য। পরে সন্ত্রাসীরা নষ্ট মেয়ে পরিচয় দিয়ে তাকে থানায় সোপর্দ করে। কিন্তু পুলিশ আগে থেকে চেনার কারণে অজ্ঞান অবস্থায় প্রথমে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে।

এদিকে তার অবস্থার আরো অবনতি হওয়ায় ও সন্ত্রাসীরা ছবি এবং তার পরিবারকে মামলা করলে প্রাণনাশ করা হবে বলে অব্যাহত হুমকি দেওয়ায় গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রামপাল থেকে এক প্রকার পালিয়ে ছবিকে তার পরিবার খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এনে ভর্তি করে। ভর্তির পর থেকে তাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সে অঝোরে কাঁদছিল। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার কারণে শরীরের বিভিন্ন স্থান ফুলে গেছে।

খুলনা থেকে টেলিফোনে রামপাল থানায় যোগাযোগ করা হলে পুলিশ জানায়, তারা বিষয়টি শুনেছে। তবে কেউ এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ না করায় তারা ব্যবস্থা নিতে

পারেনি। পুলিশ সুপারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। এই পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছে থানা থেকে মাত্র কয়েকশ গজ দূরে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ মুখ না খুললেও মানুষের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

স্থানীয় সাংসদ ও আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আব্দুল খালেকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়ে অবিলম্বে রামপালের মানুষকে সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ২৪ আগস্ট ২০০২

(১১৬৩)
বাগেরহাটে আওয়ামী লীগ কর্মী ও এক গৃহবধূ এসিডদগ্ধ, গ্রেপ্তার ১

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ জেলার চিতলমারী মাসুয়ারকুল গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী খোকন চন্দ্র বসুকে (৩২) এসিড মেরে ঝলসে দিয়েছে স্থানীয় বিএনপি ক্যাডাররা। খোকনকে গতকাল শুক্রবার উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্র্যাক কর্মীরা ঢাকায় নিয়ে গেছে।

খোকনের স্ত্রী রিতা রানী বসু জানান, পূর্বশত্রুতার কারণে বিএনপির ৪/৫ সন্ত্রাসী ঘটনার রাতে তার বাড়িতে গিয়ে তার ওপর এসিড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় চিতলমারী থানায় মামলা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২৪ আগস্ট ২০০২

(১১৬৪)
ফটিকছড়িতে অপহৃত ব্যবসায়ীর এখনও খোঁজ মেলেনি

চট্টগ্রাম অফিস ঃ ফটিকছড়ি থেকে খাগড়াছড়ির লক্ষ্মিছড়ি উপজেলায় যাওয়ার পথে বাইন্যার ছোলা নামক স্থান থেকে গত ১৭ আগস্ট অপহৃত ব্যবসায়ী নারায়ণ দাসের এখনও খোঁজ মেলেনি। অপহরণকারীরা অপহৃতের পরিবারের কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে। ফটিকছড়ির কাঞ্চন নগর ইউনিয়নের মানিকপুর গ্রামের বাসিন্দা ব্যবসায়ী নারায়ণ দাস ব্যবসার কাজে লক্ষ্মিছড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাইন্যার ছোলা নামক স্থানে গত ১৭ আগস্ট অপহৃত হন। এরমধ্যে অপহরণকারীরা অপহৃতের পরিবারের কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে। জেলার অপহরণকারীদের গডফাদার বলে পরিচিত কাসেম চেয়ারম্যানের দক্ষিণ হস্ত মো. আলমগীরের নেতৃত্বে অপহরণের এ ঘটনা ঘটে বলে সংশ্লিষ্ট সুত্র ধারণা করছে। এদিকে ৮৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ব্যবসায়ী নারায়ণকে ছেড়ে দেওয়ার কথা অপহৃতের পরিবারকে জানানো হলে তার পরিবার পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ লক্ষিছড়ি শাখার নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা অপহৃত ব্যবসায়ী নারায়ণকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অপহরণকারীদের আহ্বান জানান।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে অপহরণের ঘটনা জানানোর কারণে চাঁদার দাবি ৮৫ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ২ লাখ টাকায় পৌঁছেছে। গত ২১ আগস্ট রাত পর্যন্ত অপহৃত নারায়ণের পরিবার অপহরণকারীদের দেবার জন্য ৮০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছে। অপহৃতের পরিবারের লোকজন এখন পর্যন্ত ভয়ে মুখ খুলছে না। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃতের ভাগ্যে কি ঘটেছে জানা যায়নি।

আজকের কাগজ, ২৪ আগস্ট ২০০২

(১১৬৫)
খালিয়াজুরীতে এক ব্যক্তিকে জবাই

নেত্রকোনা, ২৩ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে এক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে ঐ উপজেলার নগর ইউনিয়নের বল্লভপুর গ্রামে। জানা যায়, ঐ গ্রামের নরোত্তম সরকারের পুত্র বাবুল চন্দ্র সরকারকে (২৫) কে বা কারা জবাই করে হত্যা করে। পুলিশ শুক্রবার তার বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করে। তবে কেউ গ্রেফতার হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ আগস্ট ২০০২

(১১৬৬)
নেত্রকোনায় দু'টি মন্দিরে হামলা, ভাংচুর

নেত্রকোনা, ২৩ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার রাতে নেত্রকোনা সদর উপজেলার আমতলা ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রামে সন্ত্রাসীরা দু'টি মন্দিরে হামলা চালিয়ে মূর্তিসহ আসবাবপত্র ভেঙ্গে দিয়েছে। জানা যায়, ঐ গ্রামের হেমেন্দ্র পাল ও পরেশ দাসের সর্বজনীন মন্দিরে ঢুকে সন্ত্রাসীরা কালিমূর্তিসহ অন্যান্য মূর্তি ভাংচুর করে। সন্ত্রাসীরা মন্দিরের আসবাবপত্রও তছনছ করে। ঘটনার খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রশান্ত দাস ও ওসি ইদ্রিস আলী ভূঁইয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ আগস্ট ২০০২

(১১৬৭)
যশোরে ছাত্রলীগ কর্মীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে রড দিয়ে পিটিয়েছে সন্ত্রাসীরা

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ঃ সন্ত্রাসীরা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারপিট করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে যশোর সদর উপজেলার বিজয়নগর গ্রামে। আহত ছাত্রলীগ কর্মীর নাম অপূর্ব কুমার ঘোষ। অপূর্ব জানায়, একই এলাকায় বাবুলের নেতৃত্বে টুটুল ও বাপ্পি তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী খোলা জায়গায় লোহার রড দিয়ে পেটায়। আহত অবস্থায় তার পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ আগস্ট ২০০২

(১১৬৮)
এবার বানিয়াচঙ্গে মন্দিরে সেবায়েতের গলাকাটা লাশ

হবিগঞ্জ, ২৩ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জোরানগর মন্দিরের অভ্যন্তরে সত্তর বছরের এক বৃদ্ধা সেবায়েত অমূল্য রানী দাসকে গলা কেটে নৃশংসভাবে খুন করায় বানিয়াচঙ্গ উপজেলার সর্বত্র এখন চলছে তোলপাড়। শুধু তাই নয় এ অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের মাঝে দেখা দিয়েছে ভীতি ও উৎকণ্ঠা। এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে এক ভীতিকর অবস্থা। এশিয়ার বৃহত্তর গ্রাম হিসাবে পরিচিত হবিগঞ্জের ভাটি এলাকা বানিয়াচঙ্গ উপজেলার জোরানগর গ্রামে বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ৯টার দিকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। প্রাথমিক

পর্যায়ে হত্যাকাণ্ডের মূল মোটিভ উদ্‌ঘাটিত না হলেও এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা কোন প্রভাবশালী মহল কর্তৃক জমি দখলের কোন ইচ্ছা কাজ করে থাকতে পারে। তবে পুলিশ ইতোমধ্যে ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে ২ জনকে আটক করেছে। পুলিশ সুপার মোস্তফা কামালের নির্দেশে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চন্দ্র কুমার চাকমা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনায় ঐ মন্দিরের সাধু ও নিহতের ছেলে সুবল দাস বাদী হয়ে বানিয়াচঙ্গ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

পুলিশ সূত্র জানায় প্রায় ৭/৮ বছর পূর্বে ঐ গ্রামের বাসিন্দা বাশভিখারী তাঁরই নিজস্ব জায়গায় একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী অমূল্য রানী দাশ ছেলে সাধু সুবল দাসকে নিয়ে মন্দিরের সকল দায়দায়িত্ব নেন। এরপর থেকে অমূল্য রানী ও তাঁর ছেলে সুবল মন্দিরেই বসবাস করতেন এবং পূজা ও অর্চনা চালাতেন। কিন্তু ঘটনার দিন বৃহস্পতিবার সকালে সুবল তার মাকে মন্দিরে রেখে ব্যক্তিগত কাজে হবিগঞ্জে আসে। সন্ধ্যায় সুবল জোরানগরের উদ্দেশ্যে হবিগঞ্জ ত্যাগ করে। রাত প্রায় ৯টার দিকে সুবল ঐ মন্দিরে পৌঁছে দেখতে পায় মন্দিরের অভ্যন্তরেই তার মা অমূল্য রানী দাশের গলাকাটা নিথর দেহ পড়ে আছে। মেঝের সর্বত্র শুধুই রক্ত। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হতভম্ভ হয়ে পড়ে। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ আগস্ট ২০০২

(১১৬৯)
সৈয়দপুরে স্কুল শিক্ষিকার কাছে চাঁদা দাবি ॥ এসিড মারার হুমকি

সৈয়দপুর, ২৩ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সৈয়দপুর শহরে এক সংখ্যালঘু স্কুল শিক্ষিকাকে চিঠি দিয়ে ১০ হাজার টাকা দাবি করেছে চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা। চাঁদা না দিলে পুরো পরিবারকে এসিড মেরে ঝলসে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। শহরের সাহেবপাড়ার বাসিন্দা লালমনিরহাট সরকারী রেলওয়ে স্কুলে কর্মরত শিক্ষিকা দীপালী কুণ্ডুকে চাঁদাবাজরা ওই চিঠি দিয়েছে। ডাকযোগে পাঠানো চিঠিতে সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশনে একটি চিহ্নিত জায়গা উল্লেখ করে ১০ হাজার টাকা পৌঁছে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এ টাকা না দিলে এক মাসের মধ্যে শিক্ষিকাসহ তাঁর কন্যা ও পরিবারের অন্যদের এসিড নিক্ষেপ করে ক্ষতি করার হুমকি দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু পরিবারটি চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ আগস্ট ২০০২

(১১৭০)
ছবিরাণীকে নির্যাতনে জড়িত রামপাল বিএনপির চার সদস্য বহিষ্কার
গ্রেফতার-৩, শংকা কাটেনি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ বাগেরহাটের রামপালের বিএনপি ক্যাডারদের হাতে বর্বর নির্যাতনের শিকার আওয়ামী লীগ নেত্রী ছবি রাণী মণ্ডলের ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে রামপাল থানা বিএনপি সদস্য কাজী আবুল বাশার, তায়েব নূর, কাজী হুমায়ুন কবির হিমু ও কামাল হোসেন এই চার জনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এবং প্রাথমিক সদস্যপদসহ চূড়ান্ত বহিষ্কারের জন্যে দলের চেয়ারপার্সনের কাছে সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শনিবার দুপুরে বাগেরহাটে সংবাদ সম্মেলন ও বিকালে রামপাল উপজেলা চত্বরে সমাবেশ করে ছবি রাণীর ঘটনায় জেলা ও থানা বিএনপি তাদের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে

শনিবার সন্ধ্যায় প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উল্লেখিত চারজনের সংশ্লিষ্টতা স্বীকার করে নিয়েছে। এদিকে শুক্রবার রাতে মামলা দায়েরের পর তড়িঘড়ি স্থানীয় বিএনপি সদস্য তায়েব নূর এবং থানার যুবদলের দুই নেতা হুমায়ুন কবির হিমু কাজী ও আঃ ওহাবকে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পুলিশ বলেছে, এই তিনজনই বুধবার ছবিরাণীকে নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত ছিল। অন্যদিকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছবি রাণী মণ্ডল ক্রমাগত প্রলাপ বকে চলেছেন। তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কা কাটেনি। চিকিৎসকরা বলেছেন তার গোপনাঙ্গসহ শরীরের অভ্যন্তরে আঘাতজনিত কারণে ক্ষত (ইন্টারনাল হেমারেজ) তৈরি হতে পারে। এখনও ব্লিডিং হচ্ছে। রাজনৈতিক চাপে পুলিশ এ ব্যাপারে নারী নির্যাতন আইনে কোন মামলা না নিয়ে ফৌজদারী দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় ঐ তিনজনকে গ্রেফতার করে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একই সাথে জেলা ও থানা বিএনপি এই ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে লাঞ্ছিত ঐ যুবতীকে নষ্টা প্রমাণে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে।

বাগেরহাট জেলা বিএনপির দফতর সম্পাদক এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২২ আগস্ট রামপাল থানা বিএনপি কার্যালয়ে ছবি রাণী মণ্ডল নামে এক মহিলাকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত রাজনৈতিক সম্পর্কহীন ঘটনায় কতিপয় বিএনপি সদস্য ব্যক্তি স্বার্থে জড়িত থেকে জনসমক্ষে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার বিষয়ে জেলা বিএনপি গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২৪ আগস্ট ঐ চার জনকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শামছুল আলম তালুকদারের সভাপতিত্বে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের জরুরী সভায় উপোরোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শনিবার সরেজমিন এলাকা ঘুরে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ছবি রাণীর ওপর পূর্বশক্রতাবশত হামলাকারীরা এ নির্যাতন চালায়। একটি ঘের সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে রামপাল ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমানের হয়ে আয়ুব কাজী, জামাল শিকারী, তায়েব নূর, হিমু কাজী, ওবায়েদ শিকদার, কামাল ৭/৮ জন এ ঘটনার নেতৃত্ব দেয়। এরা স্থানীয় ও তার অঙ্গসংগঠনের সক্রিয় নেতাকর্মী। তবে এলাকায় বিএনপির হুমকির মুখে কেউ প্রকাশ্যে কথা বলতে চাচ্ছে না। মামলা হওয়ায় এলাকায় কিছুটা স্বস্তির ভাব এলেও মামলার ভবিষ্যত নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। গতকালও ওড়াবুনিয়ায় ছবিরাণীর বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর থেকে ঐ পরিবারের সদস্যরা এলাকার বাইরে রয়েছেন। এর আগে গতকাল জেলা বিএনপির একাংশ বাগেরহাট প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘটনায় বিএনপির কোন নেতাকর্মী জড়িত নয় এবং বিএনপি কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করে। তবে এ সময় জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম তালুকদার সাংবাদিকদের জানান, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আলী রেজা বাবুকে প্রধান করে এ ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। দলের কেউ জড়িত থাকলে আইনানুগ ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। শনিবার বিএনপি সংবাদ সম্মেলনে এই ঘটনার জন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগকে দায়ি করে বলা হয়, তারা ইস্যু সৃষ্টির জন্য নিজেরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এখন বিএনপির ওপর দোষ চাপানো হচ্ছে। কিন্তু সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে স্বাক্ষরকারী রামপাল থানা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মজনুর রহমান সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ঐ রাতে তিনি ঘটনার কথা শুনে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দেখতে পান যে অর্ধ-উলঙ্গ প্রায় সঙ্গাহীন ছবি রাণীর পরনে শুধু ব্লাউজ ও সায়া রয়েছে। এ অবস্থায় পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। তবে প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায় বিএনপি অফিস থেকে বের করে এ মজনুর রহমান ও জেলা বিএনপি সদস্য কাজী বাশার ছবি রাণীকে পতিতা হিসাবে আখ্যা দিয়ে সে গণপিটুনিতে আহত হয়েছে বলে পুলিশে সোপর্দ করেছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে রামপাল-মংলা আসনে চারদলীয় প্রার্থী জামায়াত নেতা মওলানা গাজী আবু বকর সিদ্দিক, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আলী রেজা বাবু, জেলা যুবদল সভাপতি ফকির তারিকুল ইসলাম, রামপাল থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আজমল হোসেন, রামপাল থানা মহিলা দল সভানেত্রী আফরোজা বেগম রামপাল থানা যুবদল সভাপতি সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গত শুক্রবার পুলিশ সুপার আ. জলিল মণ্ডল ও এএসপি সার্কেল আ. বাতেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। গতকাল সকালে এসপি খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে ছবিরাণীর সাথে দেখা করে তাঁর খোঁজ খবর নেন। ছবি রাণীর নিরাপত্তার জন্য সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মামলায় যাদের আসামী করা হয়েছে তারা হচ্ছে থানা বিএনপি সদস্য কাজী আবুল বাসার, তায়েব নূর ও হিমু কাজী, স্থানীয় যুবদল নেতা আ. ওহাব, ইলিয়াস, যুবদল নেতা ও লাঞ্ছিতের ছবি ধারণকারী স্টুডিও মালিক বজলুর রহমান পলাশ, কামাল শিকারী, মাহামুদ শিকদার, মেঝে, স্বেচ্ছাসেবকদলের জামাল শিকারী, কৃষকদলের থানা সভাপতি মোস্তফা কামাল, ছাত্রদলের মান্নান, এমদাদ শিকারী, মোস্তাফিজুর রহমান ঐ অফিসের অফিস বেয়ারার আলতাফ ও জিন্নাত স্থল প্রহরী। খুলনা থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, রামপাল বিএনপি ক্যাডারদের হাতে গুরুতর আহত ছবি রাণীকে বৃহস্পতিবার রাতে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সিট না থাকায় তাঁকে ৭নং ওয়ার্ডের মেঝের এক কোণে রেখে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল। শনিবার দুপুরের পর তাঁর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটি ক্যাবিন কক্ষের ব্যবস্থা করে।

গুরুতর আহত ছবি রাণী এখনও স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস চালাতে পারছে না। মাঝে মাঝে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসকরা জানান, আওয়ামী লীগ নেত্রীর তলপেটে গোপনাঙ্গ হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার কারণে ইন্টারনাল হেমারেজ হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে সময় পার করা ছাড়া এই মুহূর্তে করণীয় কিছু নেই। এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রাম জাতীয় পরীক্ষাতেও হেমারেজ ধরা পড়ে না। কিন্তু হেমারেজ হলে বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়। তাঁরা অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে যথাসাধ্য চিকিৎসা করছেন। এখনও আওয়ামী লীগ নেত্রী ছবি রাণী মণ্ডল বিপদমুক্ত হননি।

খুলনা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন ছবি রাণীকে দেখার জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা সেখানে গিয়েছিলেন এবং চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছেন। উল্লেখ্য গত ২১ আগস্ট রাতে রামপাল বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের কতিপয় নেতাকর্মী পূর্ব শত্রুতাবশত রামপাল বাসস্ট্যান্ডে ছবি রানী মণ্ডলকে টানা হেচড়া করে পাশে অবস্থিত বিএনপি অফিসে নিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালায়। এ সময় তিনি বাগেরহাট থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। তারা তাঁকে বেদম মারপিটের পর শ্লীলতাহানী ঘটিয়ে, চুল কেটে, বিবস্ত্র করে ছবি তোলে। পরে তাকে নষ্টা আখ্যা দিয়ে অর্ধচেতন অবস্থায় পুলিশে সোপর্দ করে। এরপর সন্ত্রাসীরা রামপাল হাসপাতালে ছবির ওপর চড়াও হলে এক বিএনপি নেতা তাঁকে খুলনায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ আগস্ট, ২০০২

(১১৭১)
সেবায়েত হত্যায় বানিয়াচঙ্গে চরম আতঙ্ক, আটক দুজনকে আজ কোর্টে চালান

হবিগঞ্জ, ২৪ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বানিয়াচঙ্গের শ্রী শ্রী রাধাকুঞ্জ মন্দিরের অভ্যান্তরের ৭০ বছরের বৃদ্ধা সেবায়েত অমূল্য রাণী দাশকে ঘাতক চক্র নৃশংসভাবে খুন করার পর

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই জোরানগর গ্রামের নারী-পুরুষের মাঝে বিরাজ করছে চরম আতঙ্ক। সর্বত্র যেন থমথমে ভাব। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সকলেই উৎকণ্ঠিত এরকমটি কি আরও হবে? এদিকে সেবায়েত হত্যাকাণ্ডের জড়িত সন্দেহে আটক ডাঃ সুভাস দাস ও জনৈক আশুকে পুলিশ শনিবার সন্ধ্যায় কোর্টে চালান দিয়েছে। তবে কোর্টের সময় অতিবাহিত হয়ে পড়ায় তাদেরকে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়নি। বর্তমান কোর্ট হাজতে ওরা রয়েছে। আজ রবিবার তাদের কোর্টে তোলা হবে। তবে ছোট এ পানিবন্দী গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। চারদিকে থৈ থৈ পানির মাঝেই এ গ্রামের প্রতিটি পরিবারের রাতের নিরাপত্তায় শনিবার থেকে শুরু করা হচ্ছে নৌ পুলিশের টহল। জেলাও পুলিশ প্রশাসন দেশের আইন-শৃঙ্খলার সার্বিক পরিস্থিতিতে জোরানগর গ্রামের সংঘটিত হত্যাকাণ্ডটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে বলে জানা গেছে। সেবায়েত অমূল্য রাণী দাশের হত্যার পিছনে প্রকৃত কারণ ও মূলত কারা দায়ী তা জোরেশোরে খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। শনিবার দুপুরে হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম পুলিশ সুপার মোস্তফা কামাল, এডিএম সুকুমার সাহা ও বানিয়াচঙ্গ থানার ওসি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান জোরানগর গ্রামের এই মন্দির পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁরা মামলার বাদী ও নিহত অমূল্য রাণীর ছোট ছেলে মন্দিরের সাধু সুবল দাসসহ আশপাশের লোকজনের সাথে এ নিয়ে কথা বলেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ আগস্ট ২০০২

(১১৭২)
সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে হাইকোর্টে দেয়া জোট সরকারের রিপোর্টটি জঘন্য মিথ্যাচার ॥ স্টেটসম্যান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রভাবশালী ভারতীয় ইংরেজী দৈনিক 'দ্য স্টেটসম্যান' রবিবার বাংলাদেশকে নিয়ে আবার সম্পাদকীয় ছেপেছে। 'মাইনরিটি পারসিকিউশন, খালেদা'জ ভেইন বিড টু কভার আপ ডার্ক ডিড্স' (সংখ্যালঘু নির্যাতন, অপকর্ম আড়াল করতে খালেদার ব্যর্থ চেষ্টা) শিরোনামের সম্পাদকীয়তে গত নির্বাচনোত্তর বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্প্রতি হাইকোর্টের কাছে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের জমা দেয়া রিপোর্টের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। হাইকোর্টকে জমা দেয়া সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমাগত ও ব্যাপকভিত্তিক যে নিষ্ঠুরতার ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো ছিল পারিবারিক অথবা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের ফল। স্টেটসম্যান লিখেছে, অথচ গোটা বিশ্ব পুরো বিষয়টি জানে। সেজন্য সরকারী রিপোর্টটি একটি জঘন্য মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। উল্লেখ্য, এর আগে গত ১২ আগস্ট বাংলাদেশে সংবাদপত্র দলন পরিস্থিতি নিয়ে পত্রিকাটি আরেকটি সম্পাদকীয় ছেপেছিল।

স্টেটসমান লিখেছে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে যে নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তা বরাবরই অস্বীকার করে আসছেন। অথচ এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল আইরিন জোবায়দা খান এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন ও মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের রিপোর্টেও সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নানা অভিযোগ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সে রিপোর্টগুলোকেও ভিত্তিহীন ও অতিরঞ্জিত বলে দাবি করে আসছেন। বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট সরকারের এসব অস্বীকারের কারণসমূহও সবার কাছে স্পষ্ট, পরিষ্কার। হাইকোর্টকে জমা দেয়া রিপোর্টেও তার প্রতিফলন আছে। কারণ রিপোর্টে শাসকগোষ্ঠীর ক্যাডার-সন্ত্রাসীদের দ্বারা অসংখ্য ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ লুটপাট ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কথা স্থান পায়নি। অথচ একাধিক দাতা দেশ-গোষ্ঠী বাংলাদেশ সরকারকে স্পষ্ট জানিয়ে আসছে দেশের অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না করা পর্যন্ত তারা সাহায্য কর্মসূচী পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হবে। অনেকে তাদের কার্যক্রম বন্ধও রেখেছে।

পত্রিকাটি লিখেছে, অথচ খালেদার দল এবং জোট শরিকরাই এসব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার একমাত্র হোতা নয়। নানা ঘটনার জন্য কম দায়ী নন বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানও। তাঁদের ক্ষমতাসীন সময়ে অর্থাৎ গত সংসদ নির্বাচনের আগে এবং পরে উদ্বিগ্ন নাগরিকদের পক্ষে বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের রক্ষায় উদাসীনতা দেখিয়ে ঘটনাগুলোর প্রকোপ বাড়াতে তাঁরা প্রকারান্তরে বরঞ্চ সহায়তাই করেছেন। সত্যিকার অর্থে ওই দুই ব্যক্তি এবং বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ওই সব ঘটনাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে না করে সেগুলো নির্বাচনকালীন স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে দেখেছেন। স্টেটসম্যান লিখেছে, বেগম খালেদা জিয়া সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়গুলোকে প্রশমিত করার জন্য বলেছেন— বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে কিছু নেই। সেখানে সবাই বাংলাদেশী। তাঁর এ ধরনের কথাবার্তার পর সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ক ঘটনাগুলোর সরকারী তদন্তকে হোয়াইট ওয়াশের শামিল বলে উল্লেখ করেছে স্টেটসম্যান।

সরকারী তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, তারা মাত্র আংশিক সত্য দুটো ঘটনার প্রমাণ পেয়েছে। ঢাকার সরকারপন্থী পত্রিকাগুলোও দাবি করেছে সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ে অন্যান্য জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টগুলো ছিল ডাহা মিথ্যা। সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন রেখে বলা হয়, যদি ঘটনাগুলো মিথ্যাই হবে তাহলে প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মী শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেফতার এবং জেলে তাঁর ওপর এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো হয়েছে কেন? এর মাধ্যমে কি এটাই বলা যায় না যে শাহরিয়ারের লেখা এবং সচিত্র প্রতিবেদনে ক্ষমতাসীন জোট সরকার সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে এবং অনেককে পালিয়ে ভারতে যেতে বাধ্য করেছে সেটি আড়াল করার জন্যই তাঁকে গ্রেফতার-নির্যাতন করা হয়েছে? সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের একটি পত্রিকার রিপোর্টের উল্লেখ করে বলা হয়, তাতেও প্রশ্নটি রাখা হয়েছে। পত্রিকাটি প্রশ্ন রেখে বলেছে, যদি বেগম জিয়া সত্য কথা বলে থাকেন, তাহলে এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংখ্যালঘুদের ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি এভাবে প্রকাশ্যে দাবি করতে পেরেছে কিভাবে! সম্পাদকীয়তে বলা হয়, বাংলাদেশের কিছু জাতীয় পত্রিকা যদি এক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ প্রশ্নে সাহসী ভূমিকা না নিত তাহলে সত্যিকার অর্থে ১৯৭১-এর পর বিপুল সংখ্যায় সংঘটিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের ভয়াবহ ঘটনাগুলো অজ্ঞাতই থেকে যেত। প্রতিদিন ওইসব পত্রিকায় এ সংক্রান্ত নানা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে— যা দারুণভাবে বিব্রত অবস্থায় ফেলেছে বেগম জিয়ার সরকারকে। এর জন্য বেগম জিয়ার সরকারও অবশ্য বসে নেই। তারা দেশের একটি প্রধান দৈনিক জনকণ্ঠকে শাস্তিও দিচ্ছে। যেটি ঢাকার অন্য সব পত্রিকা-প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে ঘটছে না। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, বেগম জিয়া উল্টো সাংবাদিকদের এই পেশাগত দায়িত্বপালনের বিষয়টিকেও তাঁর এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের অপচেষ্টা বলে অভিহিত করছেন— যা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। অথচ পুরো বিষয়টিকে তাঁর আরও গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ আগস্ট ২০০২

(১১৭৩)
বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে মাছ ব্যবসায়ী অপহৃত

মোড়েলগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলার পল্লীতে এক মাছ ব্যবসায়ী অপহৃত হয়েছে। জানা গেছে, ১৬ আগস্ট বিকালে উপজেলার দক্ষিণ সুতালড়ী গ্রামের মৃত

মুকুন্দ বিহারী কীর্তনিয়ার ছেলে গজেন রায়কে খুঁজতে ১০/১২ জন লোক তাদের বাড়িতে আসে। এ সময় তাকে বাড়িতে না পেয়ে তার ছোট ভাই মাছ ব্যবসায়ী সমর রায় (৩৫) কে তারা অপহরণ করে নিয়ে যায়।

আজকের কাগজ, ২৬ আগস্ট ২০০২

(১১৭৪)
শালিখায় অস্ত্রের মুখে দশম শ্রেণীর ছাত্রী তপতী মণ্ডলকে অপহরণ

স্বপন বিশ্বাস ঃ কু-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শালিখার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী তপতী মণ্ডল (১৫) কে একই স্কুলের ছাত্র সোহেল রানা ও তার কয়েকজন সহযোগী অপহরণ করেছে। গত ২৪ আগস্ট দুপুরে পরীক্ষা শেষে মামা বাড়ি ফেরার পথে তাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করা হয়। এদিকে অপহৃত হওয়ার দুইদিন পরও তপতী উদ্ধার না হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল অপহরণ ঘটনাটিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সরেজমিন ঘটনাটি জানতে গেলে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রত্যক্ষদর্শী অপহৃতের ছোট বোন দিপ্তী মণ্ডলের বরাত দিয়ে স্কুলের পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. আছাদুজ্জামান (আক্কাচ) জানান, তপতী মণ্ডল স্কুলের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার প্রথমার্ধের শেষ ভাগে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করলে প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে ছুটি নেয়। তারপর তার পিতা একই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক সূর্যকান্ত মণ্ডলের সঙ্গে পরামর্শ করে স্কুলের পার্শ্ববর্তী পাথরঘাটা গ্রামে তারধর্ম মামা বাড়ি রওনা দেয়। এ সময় তার সাথে তার বোন একই স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী দিপ্তী মণ্ডল ছিল। স্কুল ছেড়ে তারা দু'বোন কিছু পথ অগ্রসর হলেই রাস্তার পাশে সাদা রংয়ের প্রাইভেট কার নিয়ে পূর্ব থেকেই ওঁৎপেতে থাকা সোহেল রানা (১৫) ও তার কয়েকজন সহযোগী অস্ত্র ঠেকিয়ে তপতীকে টেনে হিঁচড়ে প্রাইভেট কারে তুলে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। অসহায় ছোট বোন স্কুলে ফিরে তার পিতাসহ অনান্য শিক্ষকদের ঘটনাটি জানালে স্কুলময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষকরা তাৎক্ষণিকভাবে ফোনের মাধ্যমে স্থানীয় সিংড়া পুলিশ ক্যাম্পে ঘটনাটি জানায় এবং নিজেরা তপতীকে খোঁজা খুঁজি শুরু করেন।

গতকাল দুপুরে স্কুলে পৌঁছে ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখা যায়। এলাকাবাসী জানিয়েছে, অপহরণকারী সোহেলের বাড়ি বাঘারপাড়া উপজেলায় নরসিংহপুর গ্রামে। তার পিতা হুমায়ুন কবির (ফুলমিয়া) এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি। সরেজমিন গেলে তাকে বাড়ি পাওয়া যায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকাবাসী জানিয়েছে, ওই দিন সোহেল রানার সঙ্গে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। এলাকায় এদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না।

আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, স্থানীয় প্রভাবশালী একটি মহল এ ব্যাপারে থানায় মামলা না করার জন্য সূর্যকান্ত মণ্ডলকে নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। হুমকির কারণে তিনি স্কুলেও আসতে পারেননি। প্রভাবশালী ওই মহলটি অপহরণের ঘটনাকে প্রেমজ সম্পর্কে রূপ দেওয়ার জোর অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকায় এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৬ আগস্ট ২০০২

(১১৭৫)
সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে সংখ্যালঘু নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন
ভারতে পালাতে চাই না, প্রতিরোধ করে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে চাই

সুভাস চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে ঃ 'জোট সরকারের অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে ভারতে পালিয়ে গেলে চলবে না বরং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে'— এই আহ্বান জানিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সন্ত্রাস ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তারা বলেন, এ অঞ্চলের হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবে বাড়িঘরে থাকতে পারছেন না, জোট সন্ত্রাসীরা যখন তখন হামলা করছে। মামলা করলে পুলিশ উল্টো মামলা নিয়ে হয়রানি করছে। এমনকি রাস্তাঘাটে সব সময়ই মালাউনের বাচ্চা বলে গালিগালাজ করা হচ্ছে। আমরা এদেশেরই মানুষ, এখানেই আমাদের জন্ম, এখানেই মৃত্যু— এই মন্তব্য করে তারা আরো বলেন, সংখ্যালঘু গাল শুনতে চাই না, বরং সংখ্যাগুরুর মতো মাথা উঁচু করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই।

নির্বাচনোত্তর সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের প্রতিবাদ সমাবেশ ও সংবাদ সম্মেলন উপলক্ষে গতকাল রোববার এই ব্যতিক্রমী সংখ্যালঘু নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কালিগঞ্জে শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কালিগঞ্জ শাখা আহুত এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পরিতোষ অধিকারী। জোট সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের শিকার বহুসংখ্যক নারী-পুরুষের কান্নার রোলে ভারী হয়ে ওঠা সমাবেশে আরো বক্তৃতা করেন ডা. মিলন কুমার, রঘুনাথ খাঁ, রিপন দত্ত, প্রফুল্ল সরকার, গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখ মঞ্চে উপবিষ্ট অবস্থায় কান্নায় ভেঙে পড়েন।

জোটের সন্ত্রাসীরা নির্বাচন পরবর্তী সময় যে সন্ত্রাস-নির্যাতন হিন্দুদের ওপর চালিয়েছে তা একাত্তরের বীভৎসতাকে হার মানিয়েছে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, দোকানপাট লুট, জমি দখল, চাকরিচ্যুতি, অপহরণ, ডাকাতি চাঁদাবাজি এ ধরনের যতো অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তার সিংহভাগই হচ্ছে হিন্দুদের ওপর। শাঁখা, সিঁদুর পরা হিন্দু নারী এবং ধুতিপরা, গলায় মালা, কপালে চন্দনের তিলকপরা পুরুষ দেখলেই এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী যাদের নিরাপদ আশ্রয় জোট রাজনীতি— তারা হিন্দুর বাচ্চা, মালাউনের বাচ্চা বলে টিপ্পনি কাটছে। মন্দিরে, মণ্ডপে বটতলায় পূজাস্থানে আগের দিনের মতো স্বাভাবিকভাবে পূজা অর্চনা, নামকীর্তন কিংবা রামায়ন গানও অনুষ্ঠিত হতে পারছে না। দেবোত্তর সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে ছলে-বলে কৌশলে তা গ্রাস করার ঘটনা ঘটছে অহরহ। বক্তারা বলেন, প্রশাসনের একশ্রেণীর 'অতিমাত্রিক জোটসেবক' কর্মকর্তা এবং পুলিশও কার্যত তাদের পক্ষ নিয়ে হিন্দুদের উচ্ছেদ করছে। হিন্দু তরুণী নারীকে ফুসলিয়ে অপহরণ করে ঘরে বসে নোটারি পাবলিকের কাছে এফিডেভিট করিয়ে প্রচার দেওয়া হচ্ছে অমুক স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অমুক নাম ধারণ করেছে এবং ম্যারেজ রেজিস্টারের মাধ্যমে অমুকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

এ অঞ্চলের সংবাদপত্রে এ ধরনের বহু বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করে তারা বলেন, এর বিরুদ্ধে আইন আদালত করেও কোনো লাভ হচ্ছে না। এমনকি মেয়েপক্ষ অপহরণ মামলা করতে গেলে পুলিশ বলছে বিষয়টি আলাপ-আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলুন। বক্তারা আরো বলেন, এখন শুরু হয়েছে হিন্দুদের জমি, বাড়ি কিংবা দোকানপাট দখল। এ নিয়ে চলছে হামলা, মামলা এবং পাল্টা মামলা।

তারা বলেন, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির যে ঐতিহ্যগত অবস্থান ছিল, একে অন্যের দুঃসময়ে এগিয়ে আসার যে দৃষ্টান্ত এতোকাল ছিল, তা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সাম্প্রদায়িক আচরণের কারণে ধ্বংস হতে বসেছে। এরপরও এদেশের অসাম্প্রদায়িক লাখ লাখ মুসলমান যাদের সঙ্গে হিন্দুদের কেবলমাত্র ধর্মীয় বিভাজন ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য নেই তারাও সাম্প্রদায়িক শক্তির তোপের মুখে পড়ে অসহায় হয়ে উঠেছেন। একজন হিন্দুর

সহায়তায় এমন অসম্প্রদায়িক কোনো মুসলমান ব্যক্তি এগিয়ে এলেই সাম্প্রদায়িক জোটগোষ্ঠী তাকেও নাজেহাল করছে। তারা বলেন, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কথায় কথায় হিন্দুদের আওয়ামী লীগের দালাল, ভারতের দালাল, বঙ্গভূমির দালাল ইত্যাদি গাল দেওয়া শুরু করেছে। তাদের সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত ছোবলের মুখে গ্রামে বসবাসের পরিবেশ হারিয়ে যাচ্ছে। বক্তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমরা হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই, আমরা সবাই বাঙালি। বাংলাদেশ আমাদের পিতৃ ও মাতৃভূমি, শত নির্যাতনেও এই মাটি কামড়ে থাকা এবং এদেশের সমাজ উন্নয়নে যুগপৎভাবে কাজ করে যেতে চাই। জোট সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের মুখে ভারতে চলে যাওয়া নয় বরং গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে অসম্প্রদায়িক ঐতিহ্য বজায় রাখতে চাই।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা গত ১৬ ডিসেম্বর কালিগঞ্জের শেরকাটি গ্রামের আবুল ও মৌখালি গ্রামের গোলামের নেতৃত্বে মৌখালির সংখ্যালঘুদের ওপর ৪০০/৫০০ লোকের হামলা ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ অপহরণ খুমলিয়ার শংকর ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা, তারালি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জামাতের নেতা আবদুল গফুরের নেতৃত্বে হিন্দুদের সম্পত্তি জবরদখল করে বিশ্বনাথপুর গ্রামের ধীরেন সরকারকে উচ্ছেদ, লক্ষীনাথপুর গ্রামের স্কুল শিক্ষক রাধাপদ মণ্ডলকে ৮ খুন মামলার আসামী আজিজ কাজী কর্তৃক মারধর করে জমি থেকে উচ্ছেদ, মৌতলার ঝড়ুখামার গ্রামের দুলাল ঘোষকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা মারা ঘটনা ও পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেন। এদিকে গত ২ জুন ফতেপুর গ্রামের সুন্দরী বালা সরকার ও তার পুত্র গোবিন্দ সরকারকে বাড়ি থেকে জামাতের কর্মী মোসলেম গাজি ও তার দলবল কর্তৃক মারপিট করে, বিবস্ত্র করে বেঁধে রেখে ছবি তোলা এবং উচ্ছেদ, মুকুন্দপুর গ্রামের জয়দেব ঘোষের কন্যাকে অপহরণের চেষ্টা ও মা-বাবাকে কুপিয়ে জখম, ধলবাড়িয়া গ্রামের অরবিন্দ মণ্ডলের দুই বিঘা জমি আত্মসাতের লক্ষ্যে তাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জেল হাজতে পাঠিয়ে তার গোয়ালের গরু ধরে নিয়ে জবাই, মৌখালির হরসিত ও টকসার নিমাই মণ্ডলকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি ও মারপিট করে দেশ ছাড়ার হুমকি, ১৮ এপ্রিল তারিখে বিষ্ণুপুরের ডা. রঘুনাথকে জামাতের কর্মী কর্তৃক মারপিট করে হাত-পা ভাঙা, লক্ষীনাথপুর গ্রামের পূজা মণ্ডপে কালো কাপড়ে হিন্দুদের দেশ ছাড়ার হুমকি সংবলিত ব্যানার টানানো। গত বছরের ১৫ অক্টোবর চিংড়ি গ্রামের সন্ত্রাসী শুকুর আলী কর্তৃক একজন বৈষ্ণব ধীরেন হাওলির গলার তুলসিমালা ছিঁড়ে নেওয়ার ঘটনাবলী সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পরদিন কালিগঞ্জ জ্যাকি সিনেমা হলের পাশে ধুতিপরা গলায় তুলসিমালাপরা অবস্থায় গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা, মুকুন্দ মধুসূদনপুর গ্রামের সুভাষ ঘোষকে জামাতের কর্মী কর্তৃক মারধর, পূজা বাঁশি, সানাই বাজানো নিষেধ করা, তারালিতে হিন্দুদের শ্মশান ও মন্দিরের জায়গা দখল এবং ধলবাড়িয়া জামাতের নেতা কর্তৃক হরেন মণ্ডলের জমি দখল ইত্যাদিসহ ১৬টি সুনির্দিষ্ট ঘটনা সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে বক্তারা বলেন, সংবাদ সম্মেলন ও সমাবেশে সভাপতিত্ব করতে আসা দুলাল সরকারকে শনিবার রাতে হুমকি দেওয়া হয়েছে। কালিগঞ্জের ইউএনও উত্তম কুমার মণ্ডলের বরাত দিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, তিনি উপজেলা অডিটোরিয়াম এই সমাবেশের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিতে ব্যর্থ হন এই কারণে যে তিনি নিজে হিন্দু এবং বিষয়টি হিন্দু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক তাই। তারা আরো বলেন, রোববারের এই সমাবেশ এবং সংবাদ সম্মেলনের পর তাদের ওপর নতুন মাত্রায় হামলা হতে পারে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

বক্তারা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে এ অঞ্চলে জোট সন্ত্রাসীদের হামলা ও নির্যাতনের প্রতিকার দাবি করেন।

ভোরের কাগজ, ২৬ আগস্ট ২০০২

(১১৭৬)
প্রধান আসামী জামিনে ও অন্য কয়েকজন পলাতক সাতক্ষীরায় দিগম্বর করে নির্যাতনের শিকার মা ও পুত্র প্রাণভয়ে দু'মাস ধরে বাড়ি ফিরতে পারছে না

মিজানুর রহমান, সাতক্ষীরা ঃ নির্যাতিত আওয়ামী লীগ কর্মী গোবিন্দ সরদার ও তার বৃদ্ধ মা সুন্দরী সরদার গত দু'মাসেও বাড়ি ফিরে যেতে পারেনি। নিরাপত্তার অভাবে তারা এখনও গ্রামছাড়া। তাদের পৈতৃক বাড়িটি এখন শূন্য পড়ে আছে। সন্ত্রাসীদের তৈরি করা কুঁড়ে ঘরটি এখনও রয়েছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দেয়া হলেও মামলার প্রধান আসামী মোসলেম গাজী জামিনে বাইরে থাকায় এবং অন্য আসামীরা গ্রেফতার না হওয়ায় জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত এই পরিবারটি তাদের বসতবাড়িতে ফিরতে পারছে না। অসহায় পরিবারটি এখন চায় নিরাপত্তা।

গত ২ জুন সকালে সাতক্ষীরা থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে কালিগঞ্জ উপজেলার ফতেপুর গ্রামে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ সরদার (৩৬) ও তার মা সুন্দরী সরদার (৫০) কে বাড়িতে হামলা চালিয়ে ধরে নিয়ে দিগম্বর করে নির্যাতন করা হয়। দীর্ঘ ৭০ থেকে ৭৫ বছর ধরে ফতেপুর গ্রামের এই ৫২ শতক বসতভিটায় বাস করত কৃষক কুড়ন চন্দ্র ও তার স্ত্রী এবং তিন ছেলে। পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত এই জমি নিয়ে কোন বিরোধ না থাকলেও ঘটনার দিন প্রতিবেশী জামায়াত কর্মী মোসলেম গাজী তার পুত্র-জামাইসহ সন্ত্রাসী বাহিনী তাদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ৪৯ শতক জমি দখল করে সেখানে কুঁড়ে ঘর তুলে সীমানা দেয় বাঁশ দিয়ে। সন্ত্রাসীরা পুত্র ও মাকে দিগম্বর করে মোসলেম গাজীর বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে শরীরে বস্তা ও পাটি জড়িয়ে বুকে, পিঠে ও পায়ে পেটানো হয়। তারা দিগম্বর অবস্থায় মা ও ছেলের ছবি তোলে। পুলিশ ৪ ঘণ্টা পর মোসলেম গাজীর বাড়ি থেকে আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। সন্ত্রাসীরা লুট করে ধান ও ঘরের আসবাবপত্র। এই ঘটনায় ৭ আগস্ট আদালতে চার্জশীট দেয়া হয় মোসলেম গাজী তার ৪ পুত্র, জামাইসহ ১৫ জনের নামে। চার্জশীটভুক্ত অন্যরা হচ্ছে ওয়াহেদুজ্জামান, মনিরুজ্জামান, আবুল হোসেন, মোখলেছুর রহমান, মোস্তাকিম বিল্লা, কামরুজ্জমান, গোলাম মোস্তফা, আবদুল আজিজ, রবিউল ইসলাম, দেওয়ান আলি, রমজান আলি, আজিজ, লিয়াকত ও জহুরুল ঢালী। পুলিশ তদন্ত রিপোর্টে সরাসরি দিগম্বরের কথা উল্লেখ না করলেও টানাহেঁচড়ার কারণে মা সুন্দরী সরদারের শরীর থেকে কাপড় খুলে যায় বলে উল্লেখ করেছে। এই মামলায় মোট ৮ আসামী গ্রেফতার হয়েছে। এদিকে বর্বর নির্যাতনের ঘটনায় আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া হলেও নিরাপত্তার অভাবে বৃদ্ধ মা ও পুত্র তাদের বসতবাড়িতে ফিরে যেতে পারছে না। তাদের বসতবাড়ির মাত্র ২শ' গজের মধ্যে মোসলেম গাজীর বাড়ি। মোসলেম গাজী জামিনে থাকায় এবং তাঁর কয়েক পুত্র গ্রেফতার না হওয়ায় মা ও পুত্র এখনও নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। গত দু'মাস ধরে তারা গ্রামছাড়া। তাদের বসতবাড়িটি এখনও শূন্য পড়ে আছে। আওয়ামী লীগ কর্মী গোবিন্দ সরদার তার মা ও তার পরিবারটি চায় এখন নিরাপত্তা। জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত এই পরিবারটি দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ আগস্ট ২০০২

(১১৭৭)
ছাতকে সন্ত্রাসী হামলায় খেলাঘরের চারু ও কারুকলা সম্পাদক রন্টু আচার্য আহত

সিলেট অফিস ঃ ছাতকে সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন কনকচাঁপা খেলাঘর আসরের চারু ও কারুকলা সম্পাদক রন্টু আচার্য। জানা গেছে, গত শনিবার সন্ধ্যায় শহরের সম্রাট হোটেলের সামনে একদল সন্ত্রাসী রামদা, হকিস্টিক দিয়ে রন্টুকে আক্রমণ করলে তিনি মারাত্মক আহত হন। তার চিৎকারে লোকজন এগিয়ে আসলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছাতক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার মাথা ও শরীরে মারাত্মক জখম রয়েছে। এ ব্যাপারে রন্টুর বড় ভাই চারজনকে আসামী করে থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ দু'দিন তাকে ঘুরিয়েও মামলা নেয়নি।

সিলেট ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রন্টু আচার্য জানান, গত বৃহস্পতিবার তাদের বাগবাড়ীস্থ বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবক প্রবেশ করলে তারা চোর সন্দেহে তাকে মারধর করলে সে একই গ্রামের মনসুর আলীর ছেলে রাজন বলে পরিচয় দেয়। সংবাদ শুনে রাজনের মামা আলমগীর ও হাজি আচ্ছা মিয়া এসে বিচার করবে বলে তাকে নিয়ে যায়। পরদিন শুক্রবার রাজন তার দলবল নিয়ে রন্টুর বাড়িতে প্রবেশ করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার হুমকি দেয়। এর পরদিন সন্ধ্যায় প্রকাশ্যে লোকজনের সামনে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। এ ব্যাপারে রন্টুর বড় ভাই কৈরবী আচার্য্য ৪ জনকে অভিযুক্ত করে থানায় মামলা করতে গেলে দারোগা মোহাম্মদ আলী তদন্ত না করে এফআইআর করা যাবে না বলে জানান। কিন্তু দু'দিন পেরিয়ে গেলেও মামলা না নিয়ে গ্রামে গিয়ে সালিসে বিষয়টি নিস্পত্তি করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

আজকের কাগজ, ২৭ আগস্ট ২০০২

(১১৭৮)
রাজৈরে রাধা-গোবিন্দ মন্দিরে মূর্তি ভাংচুর ॥ সংখ্যালঘুদের ক্ষোভ, আতঙ্ক

রাজৈর প্রতিনিধি ঃ গত ২৪ আগস্ট মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার বাহিতপুর ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দি গ্রামের সন্তোষ কুমার সেনের রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের রাধা-কৃষ্ণ ও গৌর নিতাই মূর্তি সন্ত্রাসীরা ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৮ আগস্ট ২০০২

(১১৭৯)
কুমারখালীতে শিশু অপহরণ ॥ ৪ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি ॥ এলাকাবাসী আতঙ্কে

কুষ্টিয়া, ২৭ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুষ্টিয়ায় মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করা হয়েছে স্কুলছাত্র এক শিশুকে। আওয়ামী লীগ সমর্থক সংখ্যালঘু পরিবারের অপহৃত ওই শিশুটির নাম রাকেশ ঘোষ (১২)। রবিবার রাতে কুমারখালীর জগন্নাথপুর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকা দয়ারামপুর গ্রামের বাড়ি থেকে ৪ লাখ টাকার দাবিতে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বিএনপির মদদপুষ্ট চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা। সে কুমারখালী এমএন হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর মেধাবী

ছাত্র। তার বাবার নাম গুরুগোবিন্দ ঘোষ। গতকাল মঙ্গলবার দু'দিন অতিবাহিত হলেও অপহৃতের স্বজনরা তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।

মুক্তিপণের ওই টাকা পরিশোধের জন্য মোবাইল ফোনে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা। এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে বিরাজ করছে চাপা ক্ষোভ ও আতঙ্ক। এ ব্যাপারে কুমারখালী থানা-পুলিশকে জানালেও তারা এখনও কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার ঘটনাস্থল কুমারখালী উপজেলার পদ্মা তীরবর্তী দয়ারামপুরে সরেজমিন গিয়ে জানা যায়, গত রবিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে চরমপন্থী সংগঠনের ১৫/২০ সশস্ত্র ক্যাডার ব্যবসায়ী গুরুগোবিন্দ ঘোষের বাড়িতে হানা দেয়। তারা বাইরে থেকে ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া না পেয়ে পরে টিনের ঘরের বেড়া কেটে ভিতরে প্রবেশ করে। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে এ সময় গুরুগোবিন্দ ঘোষ কোন মতে আত্মগোপন করতে পারলেও সন্ত্রাসীরা তার একমাত্র ছেলে রাকেশ ঘোষকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। যাবার সময় ও পরে মোবাইল ফোনে অপহরণকারীরা তার মুক্তির জন্য ৪ লাখ টাকা দাবি করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ আগস্ট ২০০২

(১১৮০)
চাঁদা না দেয়ায় শৈলকুপায় একই পরিবারের তিন সদস্যকে কুপিয়ে জখম

ঝিনাইদহ, ২৭ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চাঁদার টাকা না দেয়ায় রবিবার রাতে শৈলকুপা উপজেলার যাদবপুর গ্রামের একই পরিবারের মহিলাসহ ৩ জনকে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে জখম করেছে। আহতরা হচ্ছে— অরবিন্দু মণ্ডল (৯৪৫), তার মা জরা মণ্ডল (৬৫) ও দুলি (৫০)। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত অরবিন্দু মণ্ডল জানায়, ঘটনার এক মাস আগে সন্ত্রাসীরা তার ছোট ভাই সুনীলের কাছে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এ চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় সন্ত্রাসীরা ওই দিন তাদের বাড়িতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা তাদের গরু বিক্রি করে টাকা দিতে বলে। গরু বিক্রি করতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বাড়ির মহিলা শিশুসহ সবাইকে বেদম মারপিট করে ও কুপিয়ে আহত করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ আগস্ট ২০০২

(১১৮১)
জামালপুরে সংখ্যালঘু এক পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি

জামালপর প্রতিনিধি ঃ চিঠি পাঠিয়ে সংখ্যালঘু এক সরকারি কর্মচারীর পরিবারকে প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে এলাকা থেকে উচ্ছেদের হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত নারায়ণ চন্দ্র দেব সস্ত্রীক শহরের বোসপাড়ার বাসায় ফেরার পথে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তার স্ত্রীর স্বর্ণালংকারসহ একটি ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় মামলা হলে পুলিশ বাচ্চু ও দুখু নামের দু'জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করে এবং রন্টি নামের অপর ছিনতাইকারীকে খুঁজছে। ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার নারায়ণ চন্দ্র দেবের বাসার ঠিকানায় চিঠিটি পাঠানো হয়। এতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মামলা তুলে নেয়ারও হুমকি দেয়া হয়েছে।

যুগান্তর, ২৯ আগস্ট ২০০২

(১১৮২)
বাজিতপুরে স্কুলছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টা ব্যর্থ, গ্রেপ্তার ১

হাওরাঞ্চল প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ ঃ কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার আৎকাপাড়া গ্রামে গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত কাঠমিস্ত্রি নরেশ ধরের (৫২) স্কুলপড়ুয়া মেয়েকে অপহরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে। এ সময় তিনি আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক দুর্বৃত্তকে জাপটে ধরলে দুর্বৃত্তরা তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।

সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে নরেশ ধর একজনকে চিনতে পেরেছে বলে পুলিশকে জানালে পুলিশ ওই রাতেই শাহপুরের বনিহাটি থেকে আদিলুজ্জামান ওরফে জামাল দফাদার (৩২) নামে একজনকে গ্রেপ্তার এবং দুর্বৃত্তদের ফেলে যাওয়া পাইপগান ও তাদের ব্যবহৃত নৌকাটি জব্দ করে। ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত নরেশ ধরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় থানায় নরেশ ধর এজাহার দায়ের করলে পুলিশ কেবল অস্ত্র আইনে মামলাটি নথিভুক্ত করেছে।

প্রথম আলো, ৩১ আগস্ট ২০০২

(১১৮৩)
পাইকগাছায় সংখ্যালঘুর বাড়ি লুটপাট ও মন্দির ভাংচুরের অভিযোগ

খুলনা ব্যুরো ঃ শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা পাইকগাছা উপজেলার দক্ষিণ কাইনমুখী গ্রামে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর ও মন্দির ভাঙচুর এবং ব্যাপক লুটপাট চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সন্ত্রাসীরা পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারপিট এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানিও ঘটিয়েছে। পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো তাদের পক্ষ নিয়েছে।

গতকাল দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ কাইনমুখী গ্রামের শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল এ অভিযোগ করেন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, তাদের বসতবাড়ি সংলগ্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কালিমন্দির এবং এর উত্তর পাশে আনুমানিক ৮০ বিঘার একটি লিজ ঘের আছে।

নির্যাতনের পর লিজ ঘেরটি শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা রব বাহিনী ও আসলাম বাহিনী দখল করে নেয়। সন্ত্রাসীরা তাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। গত ১৯ আগস্ট সন্ত্রাসীরা শচীন্দ্রনাথ মণ্ডলের পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে বাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারপিট ও মহিলাদের শ্লীলতাহানি ঘটায়। সন্ত্রাসীরা তার ছেলেকে অপহরণ করে নিয়ে মারপিট করে এবং সাদা কাগজে সই নিয়ে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনায় তারা থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি। তারা বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা করেছেন। বর্তমানে হামলাকারীরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। তা না হলে জীবনে মেরে ফেলা হবে বলেও হুমকি দিচ্ছে।

যুগান্তর, ৩১ আগস্ট ২০০২

(১১৮৪)
কোটচাঁদপুরে মুক্তিপণের দাবিতে ১ জন অপহৃত

ঝিনাইদহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার রাত ১০টায় জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার ভবানীপাড়া গ্রামের ব্যবসায়ী সুনীল কুমার ঘোষকে (৩৫) মুক্তিপণের দাবিতে মাইক্রোযোগে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঝিনাইদহ শহর থেকে পুলিশ মাইক্রোবাসটি (কুষ্টিয়া চ-০২-০০৪) আটক করতে সক্ষম হলেও অপহৃত সুনীল কুমার ঘোষের সন্ধান পুলিশ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পায়নি। কোটচাঁদপুর থানায় এ ব্যাপারে একটি মামলা হয়েছে।

সংবাদ, ৩১ আগস্ট ২০০২

সেপ্টেম্বর-২০০২

(১১৮৫)
বাকলিয়ায় বিগত বিএনপি আমলের এক সন্ত্রাসী বাহিনীর পুনরুত্থান

চট্টগ্রাম অফিস ঃ ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তদানিন্তন বিএনপি সরকারের শাসনামলে নগরীর পূর্ব বাকলিয়ার প্রায় ১ হাজার সংখ্যালঘু জনগণের ওপর নির্যাতনকারী মুজিব বাহিনীর জুলুম অত্যাচার বর্তমান সরকার আমলে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। সেই সময়কার নির্যাতনের শিকার এক পরিবারকে উৎখাত করে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে ঐ মুজিব বাহিনী আবারো অপতৎপরতা চালাচ্ছে। মিনু বালা শীল নামে তিন সন্তানের জননী প্রশাসনের উর্ধ্বতন পর্যায়ে ধরনা দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ আদায় করলেও স্থানীয় পুলিশ এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

সূত্র জানায়, স্থানীয় এক ইউপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানের ছেলে এই মুজিব বর্তমান সরকারের এক মন্ত্রীর প্রশ্রয় পেয়ে এলাকার নিরীহ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন ও দখল প্রক্রিয়া চালিয়ে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। প্রায় ৪০-৫০ জন সন্ত্রাসীকে নিয়ে মুজিব একটি সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তোলে যা এলাকায় মুজিব বাহিনী নামে পরিচিত। এই বাহিনী প্রায় ৬ মাস আগে এলাকার বেশকিছু জমি জবরদখল করে সেখানকার সমস্ত গাছপালা কেটে রাতারাতি ঘর ও মুরগির খামার গড়ে তোলে।

বর্তমানে ঐ মুজিব বাহিনী আবারো মিনুবালা শীলের জমি দখলের পাঁয়তারা করছে। এ ব্যাপারে কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে গত নির্বাচনে নৌকায় ভোট দেওয়ার অজুহাত তুলে সন্ত্রাসী মুজিব পুরো শীল পাড়া জ্বালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার এবং কেউ বাড়াবাড়ি করলে তাকে হত্যা করার হুমকি দিচ্ছে। মিনুবালা শীল ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, পুলিশ কমিশনার, মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট মহলে অভিযোগ করলেও সাবেক চান্দগাঁও ও বর্তমানে বাকলিয়া থানার পুলিশ কর্মকর্তারা কয়েকবার এলাকা পরিদর্শন করা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা নেননি বলে অভিযোগে প্রকাশ।

বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও এলাকার জিম্মি জনগণ সরজমিন তদন্তপূর্বক বিষয়টি সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

ভোরের কাগজ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৮৬)
চট্টগ্রামে স্বর্ণ ব্যবসায়ী অপহৃত ঃ ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ নগরীতে আরও একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ী অপহৃত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে বাসায় ফেরার পথে হাজারী গলি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সমীরণ ধর (৫০) নামের এক ব্যবসায়ীকে। তিনি বিপণি বিতানের (নিউমার্কেট) চৌধুরী জুয়েলার্সের মালিক। অপহরণকারীরা তার মুক্তির জন্য ৫ লাখ টাকার মুক্তিপণ দাবি করেছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ বলেছে, তারা ঘটনা শুনলেও কেউ কোন অভিযোগ করেনি।

যুগান্তর, ১ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৮৭)
বরগুনায় সন্ত্রাসীদের হামলায় এনজিও কর্মী আহত

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি ঃ ঋণের কিস্তি ওঠাতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের প্রহারে শিপ্রা রানী মিত্র (২৭) নামে এক এনজিও কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা তার কাছ থেকে নগদ ২৩ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার জ্ঞানপাড়া গ্রামে বুধবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৮৮)
সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী খুন ॥ কিশোরগঞ্জে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শুক্রবার রাতে এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ নিয়ে পরপর ৪টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জেলায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ উপজেলার কেন্নাবাড়ি কাঠগাড়ি গ্রামের পাট ব্যবসায়ী গৌর চন্দ্র বর্মণকে (৫২) তারাগঞ্জ রাস্তার পাশে গোডাউন থেকে ডেকে নিয়ে দুর্বৃত্তরা শ্বাসরোধ করে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তার ছোট ভাই হরিশ চন্দ্র বর্মণ বাদি হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

দৈনিক সংবাদ, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০২

(১১৮৯)
ছবি রাণীর নির্যাতনকারীরা আমাদের দলের লোক—বাগেরহাটে বিএনপি এমপি

বাগেরহাট ১ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ "ছবি রাণী নির্যাতনের মতো বর্বর ঘটনা যেন বাগেরহাটে আর না ঘটে"—ঠিক এভাবে বাগেরহাট জেলা বিএনপির সভাপতি এমপি এমএইচ সেলিম দলীয় নেতাকর্মীদের হুঁশিয়ার করে দেন। স্থানীয় স্বাধীনতা উদ্যানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, ওই নির্যাতনের ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তারা আমাদের (বিএনপির) দলের লোক। বিগত ঘের সংক্রান্ত ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে এ ঘটনা ঘটলেও তা এখন দলের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়, এটি কোন রাজনৈতিক বিরোধ নয়। তিনি ঐ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাস নির্মূলের ওয়াদা করে আমরা ক্ষমতায় এসেছি। কিন্তু গত ১০ মাসে কতিপয় নেতাকর্মী ব্যক্তিস্বার্থ লুটতে ঘের দখল, চাঁদাবাজি ও খালে বাঁধ নির্মাণসহ নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে। বিএনপি নেতা এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলী বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এমপি সেলিম ঘটনার জন্য কতিপয় নেতাকেও এজন্য দায়ী করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ ২ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৯০)
নীলফামারীতে সন্ত্রাসীদের হাতে এক সংখ্যালঘু নিহত

নীলফামারী, ২ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় একদল অজ্ঞাত সন্ত্রাসী কর্তৃক এক মারোয়াড়ির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কেয়ারটেকার গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায় (৪৫) খুন হয়েছে। খুনের ঘটনার সময় নিহত গৌরাঙ্গ চন্দ্রের স্ত্রী লালামতি (৩৫) এগিয়ে গেলে সন্ত্রাসীরা তাকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে পালিয়ে যায়। তাকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে। পুলিশ নিহত গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায়ের লাশ উদ্ধার করে রবিবার জেলা সদরের মর্গে পাঠিয়েছে। নিহত গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায়ের ছোটভাই ভবেশচন্দ্র বাদী হয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৯১)
১৯ বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি
বরদেশ্বরী মন্দির কমিটির নেতা চিত্তরঞ্জন ও হারাধনের মুক্তি দাবি

দেশের ১৯ জন বুদ্ধিজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে সবুজবাগ থানার বরদেশ্বরী কালীমাতা মন্দির ও শ্মশান কমিটির সাধারণ সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাস এবং সংরক্ষণ সম্পাদক হারাধন দাসের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন। বিবৃতিতে তাদেরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

বিবৃতিদাতারা বলেছেন, এই দুনেতা মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি ও দীঘি অবৈধ দখল প্রচেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু তাদেরকে গ্রেপ্তার উক্ত মহলকেই মদদ জোগাবে এবং স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইতিমধ্যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বিবৃতিতে সকল প্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করে সম্প্রীতির ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানানো হয়।

বিবৃতিদাতারা হলেন দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমান, সাংবাদিক-লেখক শাহরিয়ার কবির, সুপ্রিম কোর্ট বারের সহসভাপতি এডভোকেট পরিমল চন্দ্র গুহ, স্বপন সাহা, সাংসদ আসাদুজ্জামান নূর, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, আলী জাকের, এডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার, মেজর জেনারেল (অব.) সিআর দত্ত বীরউত্তম, অধ্যাপক ড. ললিতমোহন নাথ, অধ্যাপক নিম চন্দ্র ভৌমিক, এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, বাসুদেব ধর, পূরবী সাহা, দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া, অনিল চন্দ্র নাথ, কাজল দেবনাথ, সাবিত্রী ভট্টাচার্য ও মহসিন শস্ত্রপানি। বিজ্ঞপ্তি।

ভোরের কাগজ, ২ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৯২)
সরকার সমর্থকদের দখলাভিযান সম্পর্কে জানে না পুলিশ
উল্লাপাড়ায় মন্দিরের ৪২ বিঘা জমি দখল করে রাতারাতি বসত তৈরি

হেলালউদ্দিন, তেলিপাড়া, উধুনিয়া, উল্লাপাড়া ঘুরে এসে ঃ সরকার সমর্থক সন্ত্রাসীরা উল্লাপাড়া উপজেলার চৈত্রহাটি মন্দিরের ২৫ লাখ টাকা মূল্যের ৪২ বিঘা সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। গত রোববার রাত ২টায় অর্ধ শতাধিক সন্ত্রাসী অস্ত্রসমেত ঐ মন্দিরের জায়গা দখল করে নেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হতবিহবল হয়ে পড়েছে। ৪৮ ঘন্টা পরও এ ব্যাপারে কেউ মামলা করার সাহস পাচ্ছে না। বিষয়টি ধামাচাপা দিতে সরকারের প্রভাবশালী নেতারা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

গতকাল সোমবার সরজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায়, গারেশ্বর মৌজার তেলিপাড়া গ্রামে চৈত্রহাটি মন্দিরের ৪২ বিঘা সম্পত্তির ওপর রোববার গভীর রাতে নির্মাণ করা ঘরবাড়ির কাজ চলছে। দখলদার অর্ধশতাধিক সন্ত্রাসী ঘটনাস্থলেই রয়েছে। চৈত্রহাটি মন্দিরের এই জমিতে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ চাষাবাদ করে আসছে। জমির উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ মন্দিরের নামে দেওয়া হতো। এসএ, আরএসসহ জমির সকল রেকর্ডপত্র শ্রী শ্রী জগদেশ্বরী কালীমাতার নামে। কালী মাতার নামেই সকল খাজনাদি হাল সন পর্যন্ত পরিশোধ করা আছে।

তেলিপাড়া গ্রামটিতে ৩ শতাধিক পরিবারের বসবাস। এর মধ্যে প্রায় পৌনে ২০০ পরিবার হিন্দু ও আদিবাসী, বাকিরা মুসলিম। ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর থেকেই এলাকার জোট সমর্থক সন্ত্রাসীরা ঐ সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা শুরু করে। গত রোববার গভীর রাতে ২ জন জামাত ও ২ জন বিএনপির স্থানীয় নেতার প্রত্যক্ষ মদদে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি মন্দিরের ঐ ৪২ বিঘা সম্পত্তি দখলে নেয়। রাতারাতি ঘরও তোলা হয়। ঘরের বাকি আনুষঙ্গিক কাজ বেড়া লাগানো, মাটি ফেলার কাজ গত ৪৮ ঘন্টায় করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকার সংখ্যালঘুরা রবিবার ও গতকাল সোমবার বিকালে এলাকার মুরুব্বি ও সমাজ প্রধানদের ডেকে বিষয়টি ফয়সালার দাবি জানালেও এখনো দখলদাররা জমি থেকে সরে যায়নি। উপরন্তু সেখানে স্থায়ী বসবাসের জন্য বাড়িঘর তৈরি করছে।

সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার শেষ সীমানা এবং উল্লাপাড়ার তাড়াশ, ভাঙ্গুড়া ও চাটমোহর উপজেলার মধ্যবর্তী স্থানের ঐ জায়গাটি পরিকল্পিত উপায়ে দখলে নেওয়া হয়েছে। গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে দখলে নিয়ে ঘর তোলা মালিকদের সঙ্গে কথা হয়। তারা অকপটে দখলে নেওয়ার সত্যতা স্বীকার করে।

সাংবাদিকের কাছে নাম বলা হয়। গতকাল পর্যন্ত যারা মন্দিরের ঐ স্থানে ঘর তুলেছে তারা হলো লুৎফর, রহিম, এন্তাজ, মালেক, মজিদ, আমির, খালেক, হানিফ, সোহরাব, আবদুল, খালেক (২), ইসলাম, নূরুল, আফসার, নূরুজ্জামান, একাব্বর, হামিদ, জয়নাল, হেলাল, ছালাম, আমিরুল, মোজাম্মেল, জাহেদুল, কাশেম, নজরুল ও রফিকুল।

কালীমাতার নামে ঐ জমির সেবাইতের দায়িত্বে রয়েছেন বৃদ্ধ ত্রীবাস সরকার (৭০)। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, গত রোববার রাতে সন্ত্রাসীরা কালীমাতার ঐ জমি দখল করে নেয়। প্রাণের ভয়ে আমরা বাধা দেইনি। এলাকার ইউপি সদস্য গোপেন্দ্রনাথ চিনি জানান, মাতার জমি দখলে নিয়েছে এমন ব্যক্তিরা যাদের এলাকায় অগাধ সম্পত্তি রয়েছে। বাহের খা ও তার ভাই আফসার, হানিফ ৫২ বিঘা সম্পত্তির মালিক হয়েও মন্দিরের তিনটি স্থান দখল করে নিয়েছে। এই এলাকার ৩০ বিঘা সম্পত্তির মালিক নূরুল নিজেও মন্দিরের জমি দখলে নিয়েছে। একইভাবে মকবুল সরকারের তিন ছেলে মন্দিরের তিনটি জমি দখল করে ঘর তুলেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার একজন প্রবীণ শিক্ষক জানান, অর্ধশত বছরের অধিক সময় থেকে ঐ জমি মন্দিরের নামে রেকর্ড হয়ে আছে। আকস্মিকভাবে দখল করে ঘরবাড়ি ওঠানো এলাকার লোকজন হতভম্ব হয়ে পড়েছে। উল্লাপাড়া থানার সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে থানা বিষয়টি অবহিত নয় বলে জানিয়েছে। তেলিপাড়া গ্রামে কালীমাতার জমি দখলের ঘটনা নিয়ে ঐ এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভোরের কাগজ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৯৩)
জলঢাকায় আবারও জামাত ক্যাডারদের হামলা ॥ মামলা তুলে না নিলে জবাই করে হত্যার হুমকি

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জলঢাকার বহুল আলোচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণকারী জামাত ক্যাডারদের পুলিশের কাছ থেকে আসামি ছিনতাই ও ধর্ষণ মামলার অভিযুক্ত আসামিরা আবারও মধ্যযুগীয় কায়দায় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে চড়াও হয়ে লাঠিসোটা দিয়ে বেধড়ক মারপিট ও মেয়েদের ধর্ষণ করার চেষ্টা চালিয়ে মামলা তুলে না নিলে জবাই করে হত্যার হুমকি দিয়েছে শুক্রবার। জলঢাকা থানা পুলিশ ঘটনার কথা স্বীকার করে এ ব্যাপারে জিডি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে।

জলঢাকা উপজেলার পূর্ব কালীগঞ্জ গ্রামে জামাতের ক্যাডার লালমিয়া ও তার বাহিনী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধু রত্নেশ্বরের বাড়িতে চড়াও হয়ে মেয়েদের শ্লীলতাহানি ও সবাইকে বেদম মারপিট করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে দায়ের করা মামলায় পুলিশ আসামি ধরতে গেলে দু'তিনশ' জামাত ক্যাডার একজোট হয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে আসামি ছিনিয়ে নিয়ে

তাদের সামনেই সংখ্যালঘু গ্রামে সশস্ত্র হামলা চালায়। তখন পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ওই গ্রামে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসায়। এ ঘটনায় পুলিশের ওপর আক্রমণ ও সরকারি কাজে বাধাদানের মামলার প্রধান আসামি লালমিয়া ও তার ছেলে ভুট্টু ৩ জুলাই আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাদের জেল হাজতে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার তারা জামিনে ছাড়া পায়। এরপর গ্রামে গিয়েই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর আবারও আক্রমণ চালায়। মামলা তুলে না নিলে জবাই করে হত্যা করার হুমকি দেয়। ফলে গ্রামের সংখ্যালঘুরা প্রাণভয়ে শুক্রবার থেকে গ্রাম ছাড়তে শুরু করেছে।

এদিকে জলঢাকা পশ্চিম খুটামারা গ্রামে তফেল উদ্দিনের ছেলে মাদ্রাসার ফাজিল পরীক্ষার্থী জিয়াউর রহমান প্রতিবেশী এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর ঘরে ঢুকে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণের সময় তার পরিবার ধর্ষক জিয়াকে আটক করলে জিয়ার পরিবার গ্রামের সংখ্যালঘু ওই পরিবারটির ওপর তিন দফা আক্রমণ করে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এ ব্যাপারে মামলা হলে পুলিশ জিয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়। শুক্রবার জুমার নামাজের পর আসামির পক্ষে অর্ধশতাধিক সন্ত্রাসী নির্যাতিত পরিবারটির ওপর আবারও চড়াও হয়ে পাশবিক নির্যাতন চালায় ও মেয়েদের শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করে গ্রাম ছাড়ার হুমকি দেয়।

সংবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৯৪)
মংলায় সাবেক ইউপি সদস্যাকে গণধর্ষণ

মংলা প্রতিনিধি ঃ মংলার প্রত্যন্ত পল্লীতে সাবেক ইউপি সদস্যা আকুলী রানী মিস্ত্রি (৪০) গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এলাকাবাসী তিন ধর্ষককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, মংলা মিঠাখালী ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্যা আকুলী রানীকে রোববার রাত ১২টায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের পোশাক পরিহিত তিন যুবক মিঠাখালী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোল্লা আ. জলিলের একটি চিঠি দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে। আকুলী রানী তার মামা আকুলী দেব দেউরীকে সঙ্গে নিয়ে যুবকত্রয়ের সঙ্গে মোল্লা আ. জলিলের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথিমধ্যে খাসেরডাঙ্গা ধোপাবাড়ির সামনে এসে যুবকরা আকুলী দেব দেউরিকে অস্ত্র ঠেকিয়ে আকুলী রানীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। সোমবার সকালে মোল্লা জলিল ও এলাকার লোকজন মোল্লা এনামুল (২৫), মোল্লা নাসির (২৮) ও জাকির (৩০) কে ওই ধর্ষণের অভিযোগে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। ধর্ষিতা আকুলী রানী বর্তমানে আ. জলিলের হেফাজতে রয়েছে।

আজকের কাগজ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৯৫)
চবির ৫ সংখ্যালঘু শিক্ষককে দেশত্যাগের হুমকি দিয়েছে ইসলামিক সলিডারিটি ॥ ডাকযোগে চিঠি

আবদুল মালেক, চবি থেকে ঃ ১৯৪৭-৪৮ স্টাইলে এবার দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৫ অধ্যাপককে। দ্রুত দেশত্যাগে ব্যর্থ হলে তাদের যে কোন সময় যে কোন স্থানে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। ডাকযোগে প্রেরিত এক পত্রে এই হুমকি দিয়েছে কথিত 'ইসলামিক সলিডারিটি অব বাংলাদেশ' নামের সংগঠনের চট্টগ্রাম শাখা।

এ ঘটনায় সেখানকার সংখ্যালঘু ও প্রগতিশীল শিক্ষকবৃন্দ দারুণভাবে শঙ্কিত। বিষয়টি নিয়ে উপাচার্য নিজেও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। হুমকিপ্রাপ্ত ৫ শিক্ষক হলেন-রসায়ন বিভাগে প্রফেসর ড. সরোজকান্তি সিংহ হাজারি, প্রফেসর বেনু কুমার দে, সহযোগী অধ্যাপক কমলেন্দ্র নারায়ণ দাস, ড. দেবাশিস পালিত ও ড. তাপসী ঘোষ রায়। এর মধ্যে ড. হাজারি বর্তমানে অবস্থান করছেন দেশের বাইরে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা জানান, মঙ্গলবার তাঁরা বিভাগের ঠিকানায় পৃথক পৃথক খামে ডাকযোগে আসা চিঠি হস্তগত করেন। তাঁরা ভেবেছিলেন এটি কোন স্বাভাবিক চিঠি হতে পারে। কিন্তু খাম খুলে দেখতে পান চিঠিটি ভিন্ন ধরনের। সাদা কাগজে ইংরেজীতে টাইপ করা উক্ত চিঠিতে এই ৫ শিক্ষকের বিরুদ্ধে রসায়ন বিভাগের সংখ্যালঘু ছাত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয় উক্ত শিক্ষকরা অবৈধভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রদের পৃষ্ঠপোষকতা ও একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শহরে একটি হিন্দু নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছেন। এভাবে তারা মুসলমানবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছেন। এই ৫ শিক্ষককে মুসলমানদের শত্রু আখ্যায়িত করে অবিলম্বে তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। অন্যথায় তাদেরকে তাদের কর্মস্থল, বাসভবন বা গ্রামে যে কোন মুহূর্তে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, পত্রদাতা 'ইসলামিক সলিডারিটি অব বাংলাদেশের' চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চের নেতা সব সময় তাদের অনুসরণ করছে। সুতরাং মৃত্যুর হাত থেকে তাদের রেহাই নেই। পত্রদাতা সংগঠন সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে তার উত্তরও একমাত্র বুলেট বলে পত্রে উল্লেখ করা হয়। এই চিঠির কপি উপাচার্যের বরাবরেও পাঠানো হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। তবে এ বিষয়ে বেশি অনুসন্ধান না করার জন্য উপাচার্যকেও অনুরোধ জানানো হয়েছে। বুধবার উপাচার্য প্রফেসর নুরুদ্দীন চৌধুরী জনকণ্ঠকে জানান,বিষয়টি উদ্বেগজনক। কোন স্বার্থান্বেষী মহল বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ঘোলাটে অথবা দেশের সুনাম বিনষ্ট করে মতলব হাসিলের জন্য এই অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে বলে তার আশঙ্কা। এ বিষয়ে হুমকিপ্রাপ্ত অধ্যাপক কমলেন্দ্র নারায়ণ দাস জানান, বিশ্ববিদ্যালয়েরই কোন মহল এ ঘটনা ঘটাতে পারে। তিনি বিষয়টি দেশের বিদ্যমান রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করেন না। তবে এ ঘটনায় তারা দারুণভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, শিক্ষকতা জীবনে কোন পক্ষপাতিত্বের কেউ প্রমাণ দিতে পারলে তিনি চাকরি ছেড়ে দেবেন। এ ছাড়া এ ধরনের অভিযোগ ভার্সিটির তদন্ত সাপেক্ষ উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার বদলে বেনামী চিঠিতে হত্যার হুমকি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। উল্লেখ্য, চবিতে অন্যান্য বিভাগেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংখ্যালঘু শিক্ষক রয়েছেন। কিন্তু বুধবার পর্যন্ত রসায়ন বিভাগের উক্ত ৫ জন ছাড়া অন্যান্য বিভাগের কেউ এ ধরনের হুমকি পেয়েছেন কিনা জানা যায়নি। এখানে আরও উল্লেখ্য, কথিত ইসলামিক সরিডারিটি অব বাংলাদেশ নামক সংগঠনটির নাম ইতোপূর্বে তেমন শোনা যায়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৯৬)
ঘটনাস্থল মনিরামপুর
ধর্ষণ প্রচেষ্টার ঘটনায় আদালতে মামলা করে বিপাকে পড়েছেন বাদিপক্ষ

মনিরামপুর (যশোর) থেকে সংবাদদাতা ঃ মনিরামপুরের পল্লীতে ধর্ষণ প্রচেষ্টার ঘটনায় আদালতে মামলা করে বিপাকে পড়েছেন বাদিপক্ষ। বিএনপি নেতা ও পুলিশ প্রশাসনের কতিপয় অফিসারের চাপের মুখে অভিযোগকারীরা অসহায় দিন কাটাচ্ছেন।

উপজেলার বাহির ঘরিয়া গ্রামের মনিশান্ত মণ্ডলের স্ত্রী বাসন্তী রানীকে একই এলাকার ইসমাইল, শাহাজদ্দি, সাত্তার ও আসাদ ২৪ আগস্ট জোরপূর্বক ধরে সাতগাতি শ্মশানে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ ঘটনায় বাসন্তী বাদি হয়ে ২৯ আগস্ট আদালতে মামলা করে। মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়, গ্রামে আমরা কয়েকঘর কাওরা পরিবার বসবাস করে আসছি। দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসীরা আমাদের ওপর নির্যাতন এবং ধর্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে আসছে।

আদালত মামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মনিরামপুর থানাকে নির্দেশ দেয়। এদিকে উপজেলা বিএনপির নেতারা থানার ওসির ওপর চাপ প্রয়োগ করছে মামলার ফাইনাল রিপোর্ট দেয়ার জন্য। একই সঙ্গে অভিযোগকারী পরিবারকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার হুমকিও দেয়া হচ্ছে।

সংবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৯৭)
চবির পাঁচ সংখ্যালঘু শিক্ষককে দেশ ছাড়ার হুমকিতে বিস্ময়, গোয়েন্দা অনুসন্ধান শুরু

চবি সংবাদদাতা ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের পাঁচ জন সংখ্যালঘু শিক্ষককে দেশ ত্যাগের হুমকির স্পর্শকাতর ঘটনায় সর্বত্র বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। দেখা দিয়েছে নানা জিজ্ঞাসা। বিষয়টি ইতোমধ্যে দেশের বাইরে চলে গেছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। গোয়েন্দারা নেমে পড়েছেন কথিত ইসলামিক সলিডারিটির আস্তানার সন্ধানে খতিয়ে দেখা হচ্ছে 'এ ঘটনার নেপথ্যে মৌলবাদী কোন গোষ্ঠীর সম্পর্ক আছে কিনা? দেশের লাগামহীন খুনাখুনির প্রেক্ষাপটে ভার্সিটির শিক্ষক সমাজ এ ঘটনাকে হাল্কাভাবে নেননি। শিক্ষকদের নীল দল ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও শিক্ষকদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে। আবার অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, অন্যান্য বিভাগ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র রসায়নের ৫ জনের নামে মৃত্যু পরোয়ানার রহস্য কি? সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে কথিত ইসলামিক সলিডারিটির নাম ইতোপূর্বে তেমন শোনা যায়নি। ফলে এদের আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা এ নিয়ে অনেকে সন্দিহান। কিন্তু অনেক শিক্ষক মনে করেন দেশের তালেবানী সংগঠনগুলোর জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তারা ভিন্ন ভাবে আবির্ভুত হতে পারে।

'কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করছেন, সেখানে শিবিরের কোন হাত আছে কিনা? তবে শিবির সভাপতি দিদার জনকণ্ঠের কাছে এ ধরনের সন্দেহ নাকচ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন সূত্র জানায়, ঘটনাটি রসায়ন বিভাগের অভ্যন্তরীণ হতে পারে। কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং আছে। তাতে অনেক সময় ছাত্ররাও জড়িয়ে পড়ে। উচ্চতর গবেষণা, টিউটোরিয়াল, ভাইবা অথবা ফল সন্তোষজনক না হলে অনেকে শিক্ষকদের ওপর চটে যায়। আর তাতে ইন্ধন যোগায় এক শ্রেণীর শিক্ষক। রসায়ন বিভাগের ঘটনা অনুরূপ কিনা তাও খতিয়ে দেখা উচিত বলে তাঁদের মত। তবে প্রগতিশীল শিক্ষকবৃন্দ বিষয়টিকে মোটেও হালকাভাবে নিতে রাজি নন। নীল দলের ৩৪ শিক্ষক বৃহস্পতিবার প্রদত্ত এক বিবৃত্তিতে বলেন, সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা অবনতিশীল পরিস্থিতিতে এ ধরনের হুমকিকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অপতৎপরতা অনভিপ্রেত, অত্যন্ত নিন্দনীয় ও উদ্বেগজনক। বিবৃতিতে এ ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সকল প্রগতিশীল শিক্ষকের নিরাপত্তা বিধানের দাবি জানানো হয়। বিবৃত্তি দাতাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রো-ভিসি ডঃ আবু ইউসুফসহ ৩৪ জন। এদিকে হুমকি প্রাপ্ত ৫ শিক্ষকের জ্যেষ্ঠতম প্রফেসর সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। অপর ৪ জন বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তাঁরা

ঘটনাটি খতিয়ে দেখার জন্য শিক্ষক সমিতির প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রশাসনের প্রতি দাবি জানাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৯৮)
চবির পাঁচ সংখ্যালঘু শিক্ষককে দেশ ছাড়ার হুমকিতে বিস্ময় গোয়েন্দা অনুসন্ধান শুরু

চবি সংবাদদাতা ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের পাঁচ জন সংখ্যালঘু শিক্ষককে দেশ ত্যাগের হুমকির স্পর্শকাতর ঘটনায় সর্বত্র বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। দেখা দিয়েছে নানা জিজ্ঞাসা। বিষয়টি ইতোমধ্যে দেশের বাইরে চলে গেছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। গোয়েন্দারা নেমে পড়েছেন কথিত ইসলামিক সলিডারিটির আস্তানার সন্ধানে খতিয়ে দেখা হচ্ছে 'এ ঘটনার নেপথ্যে মৌলবাদী কোন গোষ্ঠীর সম্পর্ক আছে কিনা? দেশের লাগামহীন খুনাখুনির প্রেক্ষাপটে ভার্সিটির শিক্ষক সমাজ এ ঘটনাকে হাল্কাভাবে নেননি। শিক্ষকদের নীল দল ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও শিক্ষকদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে। আবার অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, অন্যান্য বিভাগ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র রসায়নের ৫ জনের নামে মৃত্যু পরোয়ানার রহস্য কি? সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে কথিত ইসলামিক সলিডারিটির নাম ইতোপূর্বে তেমন শোনা যায়নি। ফলে এদের আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা এ নিয়ে অনেকে সন্দিহান। কিন্তু অনেক শিক্ষক মনে করেন দেশের তালেবানী সংগঠনগুলোর জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তারা ভিন্ন ভাবে আবির্ভুত হতে পারে।

'কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করছেন, সেখানে শিবিরের কোন হাত আছে কিনা? তবে শিবির সভাপতি দিদার জনকণ্ঠের কাছে এ ধরনের সন্দেহ নাকচ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন সূত্র জানায়, ঘটনাটি রসায়ন বিভাগের অভ্যন্তরীণ হতে পারে। কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং আছে। তাতে অনেক সময় ছাত্ররাও জড়িয়ে পড়ে। উচ্চতর গবেষণা, টিউটোরিয়াল, ভাইবা অথবা ফল সন্তোষজনক না হলে অনেকে শিক্ষকদের ওপর চটে যায়। আর তাতে ইন্ধন যোগায় এক শ্রেণীর শিক্ষক। রসায়ন বিভাগের ঘটনা অনুরূপ কিনা তাও খতিয়ে দেখা উচিত বলে তাঁদের মত। তবে প্রগতিশীল শিক্ষকবৃন্দ বিষয়টিকে মোটেও হালকাভাবে নিতে রাজি নন। নীল দলের ৩৪ শিক্ষক বৃহস্পতিবার প্রদত্ত এক বিবৃত্তিতে বলেন, সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা অবনতিশীল পরিস্থিতিতে এ ধরনের হুমকিকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অপতৎপরতা অনভিপ্রেত, অত্যন্ত নিন্দনীয় ও উদ্বেগজনক। বিবৃতিতে এ ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সকল প্রগতিশীল শিক্ষকের নিরাপত্তা বিধানের দাবি জানানো হয়। বিবৃত্তি দাতাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রো-ভিসি ডঃ আবু ইউসুফসহ ৩৪ জন। এদিকে হুমকি প্রাপ্ত ৫ শিক্ষকের জ্যেষ্ঠতম প্রফেসর সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। অপর ৪ জন বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তাঁরা ঘটনাটি খতিয়ে দেখার জন্য শিক্ষক সমিতির প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রশাসনের প্রতি দাবি জানাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১১৯৯)
কটিয়াদীতে এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা ॥ অ্যাসিড নিক্ষেপ

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ২০ আগস্ট কটিয়াদী উপজেলার মুমুরদিয়া ইউনিয়নের চাতল গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র সরকারের কন্যা চাতল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী শিপ্রা রানী সরকারকে (১৪) প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ঘটনার দিন শিপ্রা রানী কুলিয়ারচর উপজেলার আগরপুরে তার মাসির বাড়ি থেকে রিকশাযোগে নিজ বাড়ি আসার পথে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা রিকশার গতিরোধ করে শিপ্রাকে অস্ত্রের মুখে মাইক্রোবাসে তুলে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে অপহৃত মেয়ের বাবা নারায়ণ সরকার থানায় মামলা দায়ের করতে সাহস পাচ্ছে না। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এ অপহরণ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের বাড়ি কটিয়াদী উপজেলার মুমুরদিয়া ইউনিয়নের চাতল বাগহাটা গ্রামে। এ নিয়ে এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২০০)
মানিকগঞ্জে সংখ্যালঘু কৃষক হত্যা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, মানিকগঞ্জ ঃ ক্ষুদে কৃষক প্রফুল্ল সরকারকে (৪৫) নৃশংসভাবে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা তার লাশ ঝুলিয়ে রাখে একটি আমগাছের ডালে।

শনিবার সকালে ঘিওর থানার মাশাইল গ্রামের একটি আমগাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত লাশটি ঘিওর থানা পুলিশ উদ্ধার করে। প্রফুল্ল সরকারের বাড়ি মাশাইল থেকে অন্তত ৩ কিলোমিটার দূরে হরিরামপুর উপজেলার বিজয়নগর গ্রামে।

২ সেপ্টেম্বর গভীররাতে নিজের ঘর থেকে প্রফুল্ল নিখোঁজ হন। ঘরের একটি চৌকিতে তার কলেজপড়ুয়া ছেলে পরিমলের সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। মেঝেতে ঘুমিয়ে ছিল তার স্ত্রী ও অন্য ছেলেমেয়ে। রাত ৩টায় পরিমলের ঘুম ভাঙলে দেখতে পায় ঘরের দরজা খোলা এবং পাশে তার বাবা নেই। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। ৫ সেপ্টেম্বর হরিরামপুর থানায় প্রফুল্ল নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি জিডি করা হয়।

৬ সেপ্টেম্বর সকালে লোকমুখে খবর পাওয়া যায় প্রফুল্লর লাশ মাশাইলের আমবাগানে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা গেছে। স্বজনরা ছুটে যায় মাশাইল। দেখতে পায় খবরটি সঠিক। ঘটনাটি হরিরামপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলটি ঘিওর থানায় হওয়ায় তাদেরকে খবর দেয়। ৬ সেপ্টেম্বর ঘিওর পুলিশ খবর পেলেও ১ দিন পরে শনিবার ঘটনাস্থলে যায় এবং লাশ উদ্ধার করে।

পুলিশের সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে হত্যার আগে প্রফুল্লকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করা হয়েছে। পা দু'টি বাঁকা। শরীরের বিভিন্ন অংশে ফোসকা রয়েছে। চোখ দু'টি গলিত।

কেন এ হত্যাকাণ্ড ঃ পুলিশ এবং স্বজনদের সূত্র অনুযায়ী প্রতিবেশী ইয়াসিন মৃধার সঙ্গে প্রফুল্লর জমিজমা সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। ২ বার কোর্ট থেকে ডিগ্রি পেয়েছেন প্রফুল্ল। কিন্তু ইয়াসিন গায়ের জোরে তা মানেনি। পুলিশ প্রাথমিক রিপোর্টেও উল্লেখ করেছে, ওই ঘটনার জের ধরে প্রফুল্লকে হত্যা করা হয়েছে। ঘিওর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২০১)
প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ
যশোরে নির্যাতনের প্রতিবাদে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মৌন মিছিল

যশোর অফিস ঃ সাতক্ষীরার তালা উপজেলার কয়েকটি গ্রামে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকদের ওপর নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে যশোরে খ্রিস্টান সম্প্রদায় গতকাল শনিবার শহরে মৌন শান্তি মিছিল বের করে। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ থেকে জেলার অতিরিক্ত প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, তালার ৫ নম্বর ইউপির হাতবাস, মদনপুর ও লক্ষণপুর গ্রামের খ্রিস্টান সম্প্রদায় স্থানীয় চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা মিয়াজান মোড়লের ক্যাডার বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ক্যাডার বাহিনী ব্যাপক চাঁদাবাজি ও ধর্ষণের মতো লোমহর্ষক ঘটনা ঘটানোর পর সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসক সরেজমিনে গিয়ে ঘটনার সত্যতা পেয়ে দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার পরও পুলিশ তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। স্মারকলিপিতে চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারসহ দ্রুত বিচার ও শাস্তি র দাবি করা হয়।

স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন যশোর ক্রাইস্ট চার্চ ট্রেড স্কুলের অধ্যক্ষ জেমস এলডি রোজারিও, ক্রাইস্ট চার্চের সম্পাদক জোসেফ সুধীন মণ্ডল, খ্রিস্টান ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেডের চেয়ারম্যান জন এস বিশ্বাস প্রমুখ।

প্রথম আলো, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২০২)
নওগাঁয় সংখ্যালঘু গৃহবধূকে গভীর রাতে অস্ত্রের মুখে অপহরণ

নওগাঁ, ৮ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শনিবার গভীর রাতে নওগাঁ পৌর এলাকার দক্ষিণ সুলতানপুর (জেলেপাড়া) মহল্লার সুজিত হালদারের স্ত্রী সাগরিকাকে (১৮) দুর্বৃত্তরা অস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছে। এ সময় তার চিৎকারে শাশুড়ি বুলবুলি হালদার এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা তার কাঁধে রামদা ধরে হত্যার হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে পুলিশ স্থানীয় আবদুর রশিদের পুত্র সন্ত্রাসী রতন ও তার সহযোগী সুমনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, ঘটনার রাতে সুজিত বাড়িতে ছিল না স্থানীয় কতিপয় দুর্বৃত্ত আগে থেকেই গৃহবধূ সাগরিকার ওপর কুনজর ফেলে। ঘটনার রাত আনুমানিক ২টায় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ঘরের বেড়া কেটে তাকে অস্ত্রের মুখে একটি ভ্যানগাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। তার চিৎকার প্রতিবেশীরা শুনলেও কেউ তাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি। রবিবার সুজিত বাদী হয়ে এলাকার ৬ সন্ত্রাসীর নামে সদর থানায় মামলা দায়ের করেছে। এ ঘটনায় মহল্লাবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। অপহৃত সাগরিকাকে পুলিশ এখনও উদ্ধার করতে পারেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২০৩)
বাজিতপুরে স্কুলছাত্রী অপহরণের চেষ্টা ॥ অস্ত্র উদ্ধার ॥ ১ জন আটক

বাজিতপুর (কিশোরগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ২৯ আগস্ট গভীর রাতে বাজিতপুরের নোয়াহাটা আতকাপাড়া গ্রামে একদল দুর্বৃত্ত নরেশ ধরের ঘরে প্রবেশ করে তার ষোড়শী কন্যা দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে (নাম প্রকাশ করা হলো না) অপহরণ করার চেষ্টা করে।

নরেশ ধরের বুকে পাইপগান ঠেকালে তার সঙ্গে দুর্বৃত্তদের ধস্তাধস্তি হয় এবং নরেশ মুখোশধারী দুর্বৃত্তদের পাইপগানটি কেড়ে রাখতে সক্ষম হন। দুর্বৃত্তদের ছুরির আঘাতে তার মাথায় জখম হয়। পুলিশ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত ৩টায় উদ্ধারকৃত পাইপগানটি জব্দ করে এবং নরেশ ধরের বক্তব্য অনুযায়ী বলিয়ার্দী ইউপি দফাদার জামালকে (৩৫) আটক করে। মাথায় ও কাঁধে আঘাতপ্রাপ্ত নরেশ ধরকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০২

(১২০৪)
কালিয়ায় ২ সংখ্যালঘুকে পিটিয়েছে সন্ত্রাসীরা

কালিয়া প্রতিনিধি ঃ নড়াইলের কালিয়ায় সন্ত্রাসীরা ২ সংখ্যালঘুকে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছে। গত ২৫ আগস্ট সকালে মির্জাপুর গ্রামের ছোট বাবু (৩৫) নির্মল কুমার (৪০) ও রবিন বাড়ই তাদের বাড়ির পাশের একটি ডোবায় কচুরিপানা পরিষ্কারের কাজ করছিল।

ওইদিন সকাল ১১টার দিকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম কার্তিকপুরের ১০/১৫ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাদের ঘিরে ফেলে এবং মারপিট শুরু করে। রবিন বাড়ই দৌড়ে পালাতে সক্ষম হলেও বাকি ২ জনকে সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছে। আহতদেরকে কালিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২০৫)
তিনদিন পরও মুক্তাগাছার অপহৃত স্কুলছাত্রী সুমীর সন্ধান মেলেনি

মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ঃ তিনদিন পরও উপজেলার অপহৃত স্কুলছাত্রী সুমীর কোন সন্ধান মেলেনি। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে এবং পুলিশ অপহরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করেছে। জানা যায় পৌর শহরের এনএন স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী ও ইশর গ্রামের সুরুজ নাথের কন্যা সুমী রানী নাথকে (১২) স্কুলে যাওয়ার পথে স্থানীয় সাইদুল ও তার সহযোগীরা বৃহস্পতিবার অপহরণ করে। সুরুজ নাথ এ ব্যাপারে মুক্তাগাছা থানায় ৫/৬ জনকে আসামি করে অপহরণ মামলা করেন। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শহরের কার্তিক নামের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। এদিকে তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সুমী উদ্ধার না হওয়ায় তার অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

যুগান্তর, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০২

(১২০৬)
সংজ্ঞাহীন হয়ে নীপু বড়ুয়া আবার হাসপাতালে

চট্টগ্রাম অফিস ঃ পুলিশের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে রাউজানে নিহত বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরের ভ্রাতৃবধূ নীপু বড়ুয়া আবারো আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গত ৭ দিন ধরে তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিউরোসার্জারি বিভাগে রয়েছেন।

চিকিৎসকসহ অন্যরা আশঙ্কা করছেন, গত ২১ এপ্রিল বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি নির্মমভাবে খুন হওয়ার পর পুলিশ সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে এনে তাকে

শারীরিক নির্যাতনসহ ইলেকট্রিক শকও দিয়েছে কথা আদায়ের জন্য। সেই নির্যাতনের কারণেই নীপু বড়ুয়ার স্নায়ুতন্ত্রে বড়ো ধরনের ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

এর কিছুদিন আগেও নীপু বড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখনো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে। পুলিশ নীপু বড়ুয়াকে গ্রেপ্তারের পর রিমান্ড শেষে তাকে জেলহাজতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। জেলহাজতে থাকার সময়ও সে অসুস্থ ছিল। চট্টগ্রামের কয়েকজন আইনজীবী তার পক্ষে আদালতে হাজির হয়ে তাকে জামিনে নিয়ে আসেন। কিন্তু পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে নীপু রানী বড়ুয়া (৩৫) আর সুস্থ হতে পারেনি।

গতকাল সোমবার সকালে তার কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরে এলে নীপু তার একমাত্র সন্তানের জন্য ডুকরে কেঁদে ওঠেন। ৬ দিন ধরে প্রায় একটানা অজ্ঞান থাকার পর গতকাল সকালে জ্ঞান ফিরে সন্তানকে তার কাছে রাখার জন্য এবং একনজর দেখার জন্য চিকিৎসকের কাছে ছোট্ট একটি চিরকুট লিখেছে। চিরকুটে সে লিখেছে, ডাক্তার সাহেব আমার ছোট মেয়েকে ছেড়ে কখনো আমি একা থাকিনি। আমাকে আমার মেয়ের কাছে যেতে দিন দয়া করে।'

উল্লেখ্য, রাউজানের ওয়ারাপুঞ্জা বৌদ্ধ অনাথালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরকে খুন করার পর পুলিশ এখন পর্যন্ত মূল খুনিদের গ্রেপ্তার করেনি। মামলাটি সিআইডিতে হস্তান্তর করা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে। কিন্তু সিআইডি মামলাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চাইছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভোরের কাগজ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২০৭)
বগুড়ায় ফাঁসি দিয়ে নৈশপ্রহরীকে হত্যা

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বগুড়ার গাবতলিতে দুর্বৃত্তরা একটি স্কুলের নৈশপ্রহরী দীজেন্দ্র নাথ মালিকে (৬৫) ফাঁস দিয়ে হত্যা করেছে। সোমবার রাতে ওই উপজেলার কাগইল গ্রামে এ ঘটনার পর মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ ওই স্কুলের বারান্দা থেকে তার হাত-পা-মুখ বাঁধা লাশ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, ওই গ্রামের সুরেন্দ্র নাথ মালির ছেলে দীজেন্দ্র প্রায় ২২ বছর ধরে কাগাইল করুণাকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে নৈশপ্রহরী হিসেবে চাকরি করে আসছে। তার স্ত্রী ও ওই স্কুলের আয়া। সোমবার রাত সাড়ে ১০টায় বাড়ি থেকে তাকে খাবার দিয়ে আসা হয়। রাতে কে বা কারা তার হাত-পা ও মুখ বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে। মঙ্গলবার বিকেল ৬টায় এ খবর পাঠানো পর্যন্ত দীজেন্দ্র হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি এবং কেউ গ্রেফতারও হয়নি, লাশ মর্গে রয়েছে।

সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২০৮)
ঝালকাঠিতে অনিল পুলিশের পরিবারকে উচ্ছেদের চক্রান্ত! ৪ ছেলে এলাকাছাড়া

ঝালকাঠি, ১০ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঝালকাঠি শহরের অনিল পুলিশের পরিবারকে বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে একটি চক্র ষড়যন্ত্র করছে। এক মাছ বিক্রেতার সাথে অনিল পুলিশের ছেলের কথা কাটাকাটি ও ধাক্কা-ধাক্কিকে পুঁজি করে চক্রের হোতা আল-মামুন এই ষড়যন্ত্র করছে। চক্রটি অনিল পুলিশের ৪ পুত্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী ধারায়

মামলা করে তাদের এলাকা ছাড়া করেছে। অনিল পুলিশকেও বদলি করা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় অনিল পুলিশের স্ত্রী রাধারানী মিত্র ঝালকাঠি প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২০৯)
জুরাইনে আশ্রমের মনসা মূর্তি ভাংচুর

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ রাজধানীর জুরাইনে শ্রীশ্রী রাম লক্ষণ জিউ শংকর সাধুর আশ্রমের মনসা মূর্তিটি কে বা কারা ভেঙে ফেলেছে। পুলিশ জানায়, সোমবার রাতে আশ্রমে ঢুকে অজ্ঞাতনামা লোকজন মূর্তিটি ভাংচুর করে। এ ঘটনায় আশ্রম সভাপতি শ্রী শ্যামচাঁদ মণ্ডল শ্যামপুর থানায় মামলা করেছেন। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

যুগান্তর, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২১০)
লক্ষ্মীপুরে সংখ্যালঘু দু'মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে পিতা গুলিবিদ্ধ

লক্ষ্মীপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ লক্ষ্মীপুরে সংখ্যালঘু ২ এসএসসি পরীক্ষার্থী মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের গুলিতে পিতা জনার্দন সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

মঙ্গলবার গভীর রাতে সদর উপজেলার ভাঙাখাঁ ইউনিয়নের কবিরাজবাড়িতে ৫/৬ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জনার্দনের ঘরের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে। সন্ত্রাসীরা ওই সময় জনার্দনের দু'মেয়েকে খুঁজতে থাকে। মা ঘটনা বুঝতে পেরে মেয়ে শিখা রানী (১৬) ও শিউলী রানী (১৪) কে ঘরের আড়ালে খাটের নিচে লুকিয়ে রাখে। ওই সময় সন্ত্রাসীরা মেয়েদের না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে পিতা জনার্দনকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে গুলি তার পেটে বিদ্ধ হয়। এ সময় তাদের চিৎকারে এলাকাবাসী এগিয়ে আসলে সন্ত্রাসীরা কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে পালিয়ে যায়। আহত জনার্দনকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে তার স্ত্রী নিপু রানী সাহা এখনও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছে। পাশাপাশি দু'মেয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

সংবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২১১)
নওগাঁয় গৃহবধূকে ৪ দিন আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগ ঃ মামলা দায়ের

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ নওগাঁ শহরে সুলতানপুর মহল্লার জেলেপাড়ার এক হিন্দু গৃহবধূকে অপহরণের ৪ দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে। অপহরণকারী দলের নায়ক ওহিদুল ইসলাম তাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করেছে। পুলিশের কাছে দেওয়া জবানবন্দি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। মঙ্গলবার তাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, মহল্লার ওই গৃহবধূকে শনিবার রাতে নরপশু ওহিদুলের নেতৃত্বে মহল্লার কয়েকজন চিহ্নিত যুবক জোরপূর্বক অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় শহরে

তোলপাড় সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ওই মহল্লার সুমন ও রতন নামের ২ যুবককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তখনো অপহৃতাকে উদ্ধার করতে পারেনি। ঘটনার পর দিন গত রোববার ধর্ষিতার স্বামী সুজিত বাদী হয়ে ৬ জনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

এদিকে ওই মহল্লার কয়েক যুবক মঙ্গলবার সকালে জেলার মহাদেবপুর উপজেলার আন্ধারকোঠা গ্রামে ঘটনার নায়ক ওহিদুল ইসলামের ভগ্নিপতি স্বপন চৌধুরীর বাড়ি থেকে অপহৃত গৃহবধূকে উদ্ধার করে পুলিশে সোপর্দ করে। এ সময় যুবকদের দেখে ওহিদুল পালিয়ে যায়।

ভোরের কাগজ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২১২)
বগুড়ায় তালোড়া বাজারের হিন্দু ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের উড়ো চিঠি

উত্তরাঞ্চল ব্যুরো/দুপচাঁচিয়া প্রতিনিধি ঃ বগুড়ার দুপচাঁচিয়ার তালোড়া বাজারে হিন্দু ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বিষয়সম্পদ ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ১২ জন ব্যবসায়ীর কাছে পৃথকভাবে পাঠানো উড়োচিঠিগুলো মঙ্গলবার তাদের ঠিকানায় পৌঁছার পর তাদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

তবে চিঠি পাওয়ার পর ২৪ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই ১২ ব্যবসায়ীর কেউই ভয়ে দুপচাঁচিয়া থানায় কোন অভিযোগ বা জিডি করেননি। বগুড়ার পুলিশ সুপার খান সাঈদ হাসান জানান, এ ধরনের একটি খবর তার কানে এসেছে কিন্তু কেউ কোন অভিযোগ করেননি। দুপচাঁচিয়া থানার ডিউটি অফিসার এএসআই আবদুল হাকিমও সাংবাদিকদের একই ধরনের কথা জানিয়ে বলেছেন, তারা বিষয়টি শুনেছেন তবে কেউ তাদের কাছে কোন অভিযোগ করেননি।

ব্যবসায়ীদের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, যে ১২ জন ব্যবসায়ীর নামে হুমকিমূলক চিঠি পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম ৫ ব্যবসায়ী হলেন-শ্রী বিকাশ, শ্রী পিয়া, শ্রী রাম প্রসাদ আগরওয়াল, মোহন আগরওয়াল ও গিরথ আগরওয়াল। যাদের হুমকি দেয়া হয়েছে তাদের সবাই তালোড়া বাজারে ব্যবসায়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

চিঠিগুলোতে প্রেরকের ঠিকানায় 'জোট বাহিনী' লেখা রয়েছে। একই হাতের লেখা পৃথক ১২টি চিঠিতে ব্যবসায়ীদের ভারতে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়ে আরও বলা হয়েছে, যদি তারা ভারতে না যান তবে কয়েকবছর আগে তালোড়া বাজারের আর এক ব্যবসায়ী দিনু মাড়োয়ারী যেভাবে অপহরণের পর খুন হয়েছিলেন তাদেরও একই কায়দায় হত্যা করা হবে।

যুগান্তর, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২১৩)
মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে চিঠি ॥ যশোরে ১১ সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কে

সাজেদ রহমান, যশোর অফিস ঃ যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার ধলগ্রাম এলাকায় বিভিন্ন সংখ্যালঘু বাড়িতে আতঙ্ক বিরাজ করছে। কয়েক দিন আগে ধলগ্রাম বাজারের এক ব্যক্তির দোকানে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা একটি চিঠি রেখে যায়। তাতে বলা হয়, ওই গ্রামের

১১টি ঋষি পরিবারের লোকজন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিয়ে গ্রামের কোচের বিলের ব্রিজের ওপর যাবে। সেখান থেকে তারা টাকা নিয়ে যাবে। এ চিঠি পাবার পর থেকেই সেখানকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

জানা গেছে, কয়েক দিন আগে বাঘারপাড়া উপজেলার ধলগ্রাম বাজারে বিকাশ কুমার বিশ্বাসের জুতার দোকানে কে বা কারা একটি চিঠি রেখে যায়। চিঠিতে লেখা রয়েছে ১১ ব্যক্তির নাম, যাদের সকলে সংখ্যালঘু ঋষি পরিবারের সদস্য। তাদের নামের পাশে টাকার অঙ্ক উল্লেখ করে বলা হয় তা রেডি রাখতে। যাদের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছে তারা হলো- তপন ব্যাপারি, ভবেন, অতুল ও কৃষ্ণ ১০ হাজার টাকা করে, আনন্দ, বিকাশ, শুকলাল, প্রফুল্ল, সুকুমার ও খগেন ৫ হাজার টাকা করে এবং দুলাল ৩ হাজার টাকা নিয়ে গ্রামের কোচের বিলের ব্রিজের পাশে রাতে গিয়ে দাঁড়াবে। সেখান থেকে তারা এসে টাকা নিয়ে যাবে। চিঠির কথা অন্য কাউকে বললে অসুবিধা হবে—এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়। আর টাকা না দিলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। তবে এ কথাও বলা হয়, এবারই শেষ টাকা নেয়া। এর পর কোন টাকা চাওয়া হবে না। এই চিঠি পাবার পর গ্রামের দরিদ্র ঋষি পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ধলগ্রাম এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলো নানা কারণে প্রভাবশালীদের হাতে নির্যাতিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন নির্বাচনের আগে তাদের ভয়ভীতি দেখানো হয়। গত নির্বাচনের আগে তাদের নানাভাবে হুমকি-ধমকি দেয়া হয় একটি দলের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য। আরও বলে দেয়া হয়, কাকে ভোট দেয়া যাবে না। আগামী ইউপি নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। এখনই শুরু হয়েছে ওই এলাকায় তার প্রচারণা। নানাভাবে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে, কাকে ভোট দিয়ে পাস করাতে হবে। এলাকাবাসী জানায়, কারা সন্ত্রাসী, কারা নির্বাচনের আগে তাদের ভয়ভীতি দেখায় সবাই জানে, সবাই তাদের চেনে। কিন্তু প্রকাশ্যে তাদের নাম উচ্চারণ করতে সাহস পায় না। জানা গেছে, এই চক্রটিই এখন ইউপি নির্বাচনের আগে ঋষি পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি দেখিয়ে নিজেদের আয়ত্বে রাখতে চাইছে। চিঠি দিয়ে এভাবে চাঁদা দাবি করলেও শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা চাঁদা নিতে আসেনি। তবে ঋষি পরিবারগুলো এখনও ভয়ে আছে। কারণ যারা এই চিঠি দিয়েছে তারা এখন তাদের আশপাশে ঘুর ঘুর করছে। ঋষিদের মনোভাব কি, তা তারা জানার চেষ্টা করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২১৪)
মোড়েলগঞ্জে চাঁদা দাবিতে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা ৪ ছেলেকে বেদম মারপিট

বাগেরহাট, ১১ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার মোড়েলগঞ্জের রামচন্দ্রপুরে এবার সন্ত্রাসী চাঁদাবাজরা সদ্য পিতৃহারা এক সংখ্যালঘু পরিবারের ৪ ছেলেছে হবিশ্যির অন্নটুকু পর্যন্ত খেতে দিল না। চাঁদার দাবিতে বাড়িতে চড়াও হয়ে কমান্ডো স্টাইলে তাদের বেদম মারপিট করেছে। সন্ত্রাসীদের হাতে রক্তাক্ত আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে প্রাণভয়ে ওই পরিবারের অন্যান্য সদস্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী যতীন্দ্র নাথ মণ্ডল (৬৪) বুধবার প্রেসক্লাবে এসে জানান, তার বড় ভাই অতুল চন্দ্র মণ্ডল ২ সেপ্টেম্বর হঠাৎ স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এর ৬ দিন পর ওই এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী একাধিক মামলার আসামী বর্তমানে ক্ষমতাসীন জোটের পরিচয়ে চলা ১৫/২০জনের একদল চাঁদাবাজ তাদের বাড়িতে চড়াও হয়। তারা মোটা অঙ্কের চাঁদার উল্লেখ করে তাৎক্ষণিক ৫ হাজার টাকা দাবি করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২১৫)
মাদারীপুরে ৮ পরিবার ১০ দিন অবরুদ্ধ ঃ সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বদানকারী এলেম বয়াতি

মাদারীপুর প্রতিনিধি ঃ মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার নয়াকান্দি বাজিতপুর গ্রামের আটটি সংখ্যালঘু পরিবারকে ১০ দিন অবরুদ্ধ করে রাখা ঘটনার নায়ক এলেম বয়াতিকে (৩৫) পুলিশ গত মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে। জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গত ১২ থেকে ১৯ জুন এলেম বয়াতি তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে ওই এলাকার আটটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালায়। তারা লুটপাট করে পরিবারের লোকজনকে ১০ দিন অবরুদ্ধ করে রাখে।

প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২১৬)
আসামিরা জামিনে বেরিয়ে নির্যাতিতদের হুমকি দেয়
টাঙ্গাইলে অপহরণ-ধর্ষণসহ নারী ও শিশু নির্যাতন উদ্বেগজনক গতিতে বাড়ছে

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ জেলায় অপহরণ-ধর্ষণসহ নারী ও শিশু নির্যাতন উদ্বেগজনক গতিতে বাড়ছে। সরকারি হিসাবেই এ বছরের প্রথম ৭ মাসে জেলার ১৩টি থানায় ১শ' ৬৬টি নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা হয়েছে। বেসরকারি হিসাবে এ সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতন ঘটনার সংখ্যা আরও অনেক বেশি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আসামিরা ধরা পড়ছে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে আসামিরা আদালত থেকে জামিন নিয়ে এসে নির্যাতিতদের হুমকি-ধমকি দিচ্ছে মামলা তুলে নেয়ার জন্য।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ৭ মাসে জেলার ১৩টি থানায় ১শ' ৬৬টি নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা হয়েছে; অপহরণের মামলা হয়েছে ৯টি। জানুয়ারী থেকে মার্চ ৩ মাসে ৬১টি নারী ও শিশু নির্যাতন, ৩টি অপহরণ মামলা হয়। এপ্রিল থেকে জুন এ ৩ মাসে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার সংখ্যা বেড়ে ৭৬টিতে এবং অপহরণ মামলা ৫টিতে উন্নীত হয়। জুলাই মাসে ২৯টি নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ১টি অপহরণ মামলা হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতনের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে ১৪ জুন মধুপুর থানার হাসিল গ্রামে। একদিন সন্ধ্যায় এ গ্রামের লক্ষ্মীকান্ত দেবনাথের সুন্দরী মেয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী গঙ্গা রানী দেবনাথ নিজেদের ঘরে কাকাতো বোন লাবনীর সঙ্গে বসে পড়ছিল। এ সময় সেখানে হানা দেয় এলাকার দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্ত ইউসুফ আলীর নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী। অস্ত্রের মুখে তারা জোর করে গঙ্গাকে (১৫) ঘরের বাইরে আনলে রান্না ঘর থেকে ছুটে এসে মা রীনা রানী তাদের বাধা দেন। দুর্বৃত্তরা রীনা রানীকে ছুরিকাঘাতে জখম করে মেয়ে গঙ্গাকে অপহরণ করে। ঘটনার ব্যাপারে মধুপুর থানায় মামলা হয়। দীর্ঘ ৭০ দিন পর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার মাহবুবুর রহমানের নির্দেশে এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মধুপুর থানার এসআই আবু সাঈদ ফতুল্লা থানা পুলিশের সহায়তায় ২৩ আগস্ট ভোরে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার দাপা (ইদ্রিকপুর) এলাকার ইউসুফ হোসেনের বাড়ি থেকে স্কুলছাত্রী গঙ্গা রানীকে (১৫) উদ্ধার করে। গ্রেফতার করে অপহরণকারী দুর্বৃত্ত ইউসুফ আলীকে। উদ্ধারের পর গঙ্গা রানী পুলিশের কাছে তাকে জোরপূর্বক অপহরণ এবং বিভিন্ন স্থানে আটকে রেখে উপর্যুপরি ধর্ষণসহ নির্যাতনের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দেয়। ২৪ আগস্ট সে টাঙ্গাইলের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট

শামসুল আরেফিনের কাছে ১৬৪ ধারায় দেয়া জবানবন্দিতে স্পষ্ট ভাষায় তাকে জোর করে অপহরণ ও ধর্ষণ-নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাকে নিরাপত্তা হেফাজতে প্রেরণ করেন। টাঙ্গাইল কারাগারের নিরাপত্তা হেফাজতে এক শ্রেণীর মহিলারক্ষী ও মহিলাবন্দি আসামিপক্ষের হয়ে গঙ্গা রানীর ওপর চাপ সৃষ্টি এবং তাকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালায়। ৩ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঙ্গাকে তার বাবার জিম্মায় দেয়ার আদেশ দেন। গঙ্গা ফিরে যায় তার মা-বাবার কাছে; কিন্তু সন্ত্রাসীরা এখন তাকে পুনরায় অপহরণের হুমকি দিচ্ছে। মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিচ্ছে গঙ্গার বাবা ও তার আত্মীয়-স্বজনদের।

সংবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২১৭)
চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীদের বাঁচাতে কমিটি

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গত বুধবার জেলার বোয়ালখালীতে কানুনগো পাড়া স্যার আশুতোষ ডিগ্রি কলেজে ছাত্রদল সন্ত্রাসী কর্তৃক চাঁদাবাজি, শিক্ষক ও কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর রণজিৎ কুমার ধরকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় হামলাকারী এক সন্ত্রাসীর ভাইসহ তিন বিএনপি নেতার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদেরকে দেয়া হয়েছে কলেজে ছাত্রদের কার্যক্রম দেখভাল করার দায়িত্ব। দক্ষিণ জেলা বিএনপির প্রভাবশালী এক নেতার চাপের মুখে শিক্ষকরা এই কমিটি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়। কমিটি প্রথমেই চাঁদা দাবি ও শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার ঘটনায় গ্রেফতারকৃত সন্ত্রাসী নূরুল আজিমকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে এবং এ ব্যাপারে তারা পুলিশকেও নির্দেশ দিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার কলেজ শিক্ষক পরিষদ মিলনায়তনে এ কমিটি গঠন করা হয়।

যুগান্তর, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২১৮)
নওগাঁয় প্রতিবন্ধী মহিলাকে ধর্ষণ

নওগাঁ, ১৩ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার রোনাইল গ্রামের হাড়িপুকুরে পার্শ্ববর্তী আলী দেওনা গ্রামের সংখ্যালঘু স্বামী পরিত্যক্তা প্রতিবন্ধী এক মহিলাকে (২৮) ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষক নূর মোহাম্মদ বাবুকে (৩৫) গুড়হাড়িয়া গ্রাম থেকে আটক করা হয়। পরে জয়পুরডাঙ্গাপাড়া ফুটবল খেলার মাঠের সালিশে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ধর্ষককে গণপিটুনির হাত থেকে রক্ষা করে শুক্রবার বেলা ১১টায় মহাদেবপুর থানায় সোপর্দ করা হয়। ধর্ষিতার পিতা বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। ধর্ষক নূর মোহাম্মদ বাবু উপজেলার পীরপুকুর গ্রামের মৃত জয়নাল আবেদীনের পুত্র।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২১৯)
শ্যামপুরে ব্যবসায়ীকে ছুরি মেরে ৩ লাখ টাকা ছিনতাই

কাগজ প্রতিবেদক ঃ রাজধানীর শ্যামপুরে গত সোমবার রাতে এক ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাইকারীরা তিন লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এই ঘটনায় আহত ব্যবসায়ীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শ্যামপুর পানের আড়তের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুদর্শন সাহা (৪৫) গত সোমবার রাত ১১টায় তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে প্রতিদিনের মতো রিকশায় করে করিমুল্লাহবাগে তার বাসায় যাওয়ার সময় বাসার কাছে ৫/৬ জন ছিনতাইকারী তার রিকশার গতিরোধ করে। ছিনতাইকারীরা তাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে সারা দিনের বিক্রীত তিন লাখ টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। আহত ব্যবসায়ীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২২০)
বিদ্যুৎ লাইন নিতে গিয়ে এক ব্যক্তির লাখ টাকার গাছ কেটে সাবাড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, যশোর অফিস ঃ যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর এক ঠিকাদার বিদ্যুৎ লাইন নিতে গিয়ে এক ব্যক্তির ৫শ' বাঁশসহ প্রায় লাখ টাকার গাছ কেটে সাবাড় করেছে। প্রভাবশালী মহলের প্ররোচনায় সোমবার রাতে অভয়নগর উপজেলার শুভরাড়া গ্রামের পল্টু চক্রবর্তীর মূল্যবান গাছগুলো কেটে তার বেশিরভাগ আবার নিয়েও গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পল্টু চক্রবর্তী এ ব্যাপারে বুধবার পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে লিখিত আবেদন করে প্রতিকার চেয়েছেন। পল্টু চক্রবর্তীর জমির ওপর দিয়ে যাতে বিদ্যুৎ লাইন না যায় এবং তার মূল্যবান সম্পদ রক্ষার আবেদন জানিয়ে ১ সেপ্টেম্বর তিনি জিএম-এর কাছে আবেদন জানান। তা সত্ত্বেও ঠিকাদার রফিক রাতের আঁধারে তার গাছগুলো কেটে সাবাড় করেন।

সংবাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২২১)
সোনাগাজীতে গণধর্ষণের শিকার সংখ্যালঘু পরিবারের ২ বোন

ফেনী প্রতিনিধি ঃ ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার চরমজিলিশপুর গ্রামে গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে ১০/১১ জন সন্ত্রাসী যুবক অস্ত্রের মুখে সংখ্যালঘু পরিবারের দুই বোনকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। ওই দুই বোনের একজন স্বামী পরিত্যক্তা ও একজন অবিবাহিতা। এলাকায় কেউ সন্ত্রাসী যুবকদের বিচার করতে রাজি না হলে গত ১২ সেপ্টেম্বর বিকেলে তারা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ঘটনার বর্ণনা করে এবং এর প্রতিকার দাবি করে। পুলিশ সুপার অভিযোগকারী দুই বোনকে সোনাগাজী থানায় মামলা করার পরামর্শ দিয়ে থানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মামলা গ্রহণ ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন।

ধর্ষিতা দুই বোনের অভিযোগে জানা গেছে, দুই সন্তানের জননী বড় বোন (৩০) স্বামী পরিত্যক্তা এবং ছোট বোন (১৮) অবিবাহিতা। গ্রামের এক যুবক কিছুদিন আগে ছোট বোনকে বিয়ে করবে বলে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে অবাধ মেলামেশা করে পরে বিয়ে করবে না বলে জানায়। এ ঘটনা দুই বোন গ্রামবাসীকে জানায় এবং বিচার প্রার্থনা করে। এ ঘটনার পর তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওইদিন রাতে এলাকার চিহ্নিত ফারুক, বাশার, সিফাত উল্যাসহ ১০/১১ জন সন্ত্রাসী তাদের বাড়িতে গিয়ে জোরপূর্বক ঘরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে বড় বোনকে ঘরের বাইরে নিয়ে এবং ছোট বোনকে ঘরের মধ্যে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এসময় দুই বোনই অচেতন হয়ে পড়ে। পরে

তাদের বৃদ্ধা মা ও সন্তানদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে তাদের উদ্ধার করে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

আজকের কাগজ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২২২)
পার্বতীপুরে সরকারী দলের লোকেরা শ্মশানের জায়গা দখল করেছে

পার্বতীপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর, সংবাদদাতা ঃ পার্বতীপুর পৌর এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের একমাত্র ব্যবহার্য শ্মশানঘাটের জায়গা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি দখল করে নিয়েছে। গত ১২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্মশান কমিটির সম্পাদক দেবাশীষ পাল নারায়ণ, পৌর কমিশনার হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোকজন পৌর সার্ভেয়ারকে নিয়ে জায়গা পরিমাপসহ দখল উচ্ছেদ করতে গেলে তাদের বাধা দেয়া হয় বলে অভিযোগ করা হয়। পার্বতীপুর শ্মশান কমিটির কর্মকর্তাগণ শনিবার পৌরকর্তৃপক্ষ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুলিশ প্রশাসনসহ ওপর মহলে লিখিতভাবে জানান যে, পার্বতীপুর মৌজার ৭৭৪/৪১২৭ দাগে ৩৭ শতক জমি ইংরেজী ১৮৭৫ সালে পরলোকগত জমিদার নিরদা সুন্দরী চৌধুরানী শ্মশানের জন্য দান করেন। দখলদার আবু বকর সিদ্দিক সরকারী দলের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ইতোপূর্বেও এই জায়গা দখলের জন্য পাঁয়তারা চালিয়েছিল কিন্তু বাধার মুখে সরে যায়। সরকারী দলের প্রভাবে সন্ত্রাসী স্টাইলে জায়গাটি দখল করে। এ ব্যাপারে দখলকারী আবু বক্কর সিদ্দিক জানায়, সে দেবোত্তর কোন সম্পত্তি দখল করেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২২৩)
পিতার অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলে সন্তানদের কাছে চাঁদা দাবি, না পেয়ে মারধর

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে এক সংখ্যালঘু পরিবারের সদ্য পিতৃহারা চার ছেলেকে সন্ত্রাসীরা চাঁদার দাবিতে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম মারপিট করেছে। আহত অবস্থায় বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পরিবারের অন্য সদস্যরা সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

গত বুধবার রামচন্দ্রপুর কমলা গ্রামের যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল বাগেরহাট প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের জানান, ২ সেপ্টেম্বর তার বড়ো ভাই অতুল চন্দ্র মণ্ডল (৭৬) স্ট্রোক করে মারা যায়। এর ছয় দিন পর গত ৯ সেপ্টেম্বর ক্ষমতাসীন দলের ১৫-২০ জন সন্ত্রাসী অতুল চন্দ্রের বাড়িতে এসে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি এ কথা বলে পরিবারের সদস্যদের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ৫ হাজার টাকা দিতে বলে। প্রয়াত অতুলের চার ছেলে চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সন্ত্রাসীরা তাদের ওই দিনের খাবার খেতে না দিয়ে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে বেদম মারপিট করে ফেলে রেখে যায়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে গুরুতর আহতাবস্থায় তাদের স্থানীয় হাসপাতালের পরিবর্তে পিরোজপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

যতীন্দ্রনাথ জানায়, কৌশলে সে প্রেসক্লাবে পালিয়ে এসেছে, সাংবাদিকদের কাছে এ অত্যাচারের কাহিনী জানাতে। সে আরো জানায়, ভয়ে তারা থানায় মামলা করতে পারছে না।

ভোরের কাগজ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২২৪)
মানিকগঞ্জে ৩ পরিবারের গাছপালা জমি দখলে নিচ্ছে প্রভাবশালীরা

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার ধুসর গ্রামের রেবা রানী সাহা (৬৫) ও আর দুই শরিক একটি প্রভাবশালী মহলের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন। মহলটি ইতিমধ্যেই তাদের জমি, পুকুর ও গাছপালা দখল করে নিয়েছে। বাকি জমি গ্রাস করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।

রেবা রানীর শরিক মৃণাল কান্তি সাহা অভিযোগ করেন, ১৯৯৯ সালে নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি পরিবারকে তারা তাদের জমিতে আশ্রয় দেন। কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে তারা নানা তৎপরতা শুরু করে। তাদের এ কাজে ইন্ধন জোগায় স্থানীয় জাতীয় পার্টি নেতা আফজাল হোসেন খান ও তার সহযোগীরা।

নদীভাঙনকবলিত এলাকায় লোকজন তারই ইঙ্গিতে একের পর এক তাদের জমিতে বসতি গড়তে থাকে। এভাবে গত চার বছরে প্রায় ৩০টি পরিবার তাদের বসতবাড়ির গাছপালা ও পুকুরসহ ১৪৮ শতাংশ জমি দখল করে নেয়। দখলদাররা নানা ধরনের হুমকির পাশাপাশি গাছপালা কেটে, পুকুরের মাছ মেরে এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের ওপর অত্যাচার করতে থাকে।

দখলদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মৃণাল কান্তিসহ সংশ্লিষ্টরা আদালতের আশ্রয় নেন। আদালতের রায় বাদীর পক্ষে যায় এবং গত ২৬ আগস্ট অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরই জাপা নেতা আফজাল বাহিনীর ছত্রছায়ায় অবৈধ দখলদাররা যে যার মতো আগের অবস্থান দখল করে নেয়। শুধু জমি দখল করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, রেবা রানী সাহা ও তার শরিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে নানা ধরনের হয়রানি করে চলছে। তাদের ভয়ভীতিও দেখানো হচ্ছে। এমন কি প্রতিবেশীদেরও তাদের বাড়িতে যাওয়া নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় পার্টি নেতা আফজাল হোসেন খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, নালিশি ভূমির সবটুকুই অর্পিত সম্পত্তি। এ জন্য নদীভাঙনে সর্বস্ব হারানো লোকদের সেখানে পুনর্বাসন করেছি মাত্র। এর বাইরে আর কিছু না।

শিবালয় থানার ডিউটি অফিসার আবদুর রহমান গত শনিবার বলেন, ধুসর গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের কোনো সদস্য নির্যাতনের ঘটনা তার জানা নেই। তবে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের কয়েকজনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা তিনি তদন্ত করে দেখছেন বলে জানান।

প্রথম আলো, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২২৫)
গাজীপুরে সন্ত্রাসী হামলায় ছাত্রলীগ নেতা আহত

গাজীপুর প্রতিনিধি ঃ জেলা ছাত্রলীগের সাহিত্য সম্পাদক ভাওয়াল কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্পাদক নির্মল চন্দ্র বর্মণ (৩০) কে গতকাল দুপুর ১টায় ভাওয়াল মির্জাপুর বাজারের কাছে ১৫/১৬ জন সন্ত্রাসী হামলা করে। তারা পিস্তলের বাট ও ক্ষুর দিয়ে তাকে মারাত্মক জখম করেছে।

আজকের কাগজ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২২৬)
নড়াইলে হাতুড়ি দিয়ে যুবকের হাত-পা গুঁড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা

নড়াইল প্রতিনিধি ঃ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে একদল সন্ত্রাসী পিতার সামনে পুত্র সন্দীপ বিশ্বাসকে (১৯) লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হাত-পা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গত শনিবার গভীর রাতে কালিয়া উপজেলার বাদুরগাছা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অসহায় পিতা অধীর বিশ্বাস সন্ত্রাসীদের ভয়ে আহত পুত্রকে ওই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করতে পারেননি।

প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২২৭)
জোট ক্যাডারদের নির্যাতনের বর্ণনা
উখিয়ায় নির্যাতিত চাকমা নারী কক্সবাজার আদালতের শরণাপন্ন

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ কক্সবাজারের উখিয়ার অবরুদ্ধ দুর্গম পাহাড়ী জনপদ মাদারবনিয়ার নির্যাতিত এক চাকমা নারী অবশেষে মঙ্গলবার কক্সবাজার জেলা শহরে এসে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর থেকে পাহাড়ী জনপদ মাদারবনিয়ায় জোট ক্যাডাররা কি ধরনের অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে সংখ্যালঘুদের ওপর তার বিবরণ আদালতে তুলে ধরেছেন ঐ চাকমা নারী। চ্যানিও চাকমা (৩০) নামের ৪ সন্তানের জননী আদালতে মামলা করতে এসে সাংবাদিকদের জানান, তিনি কোন রকমে নরপশুদের পাশবিকতার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পেলেও গ্রামের বহু নারী ও কিশোরী শিকার হয়েছে পশুদের যৌন লালসার। এমনকি ৭ মাসের এক গর্ভবতী মহিলাও রেহাই পায়নি। চ্যানিও আদালতে মামলা করার পর ক্ষণে ক্ষণে আঁতকে উঠছে সন্ত্রাসীদের পুনরায় হামলার ভয়ে। ওদিকে ঘটনার এক সপ্তাহের মাথায় মঙ্গলবার ডিসি-এসপি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গত ১১ সেপ্টেম্বর মাদারবনিয়া গ্রামে স্থানীয় দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষে আবদুল্লাহ নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়। উখিয়া উপজেলা সদর থেকে আনুমানিক ৩৫ কিলোমিটার দূরে জালিয়া পালং ইউনিয়নের সাগর পাড়ের দুর্গম পাহাড়ী গ্রাম মাদারবনিয়া। পাহাড়ে ৫০/৬০ পরিবার চাকমা বসবাস করে। সাগরপাড়ের সমতল ভূমিতে ৩/৪ কানি জমি জুড়ে ছিল এক বড় আকারের কাঠের তৈরি টেম্পল। সেই টেম্পলটি ১৯৯১ সালের ঝড়ে ভেঙ্গে যায়। তারা অর্থাভাবে বড় টেম্পল আর নির্মাণ করেনি। তড়িঘড়ি করে অন্যত্র একটি ছোট টেম্পল করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে।

ভেঙ্গে যাওয়া টেম্পলের জমি স্থানীয় মুসলিম ও চাকমা শিশু-কিশোরের দল ফুটবল মাঠ হিসাবে ব্যবহার করে। গত ১১ সেপ্টেম্বর সকালে চাকমা সম্প্রদায় নতুন করে টেম্পল নির্মাণের কাজ শুরু করলে স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের লোকজন গিয়ে বাধা দেয়। তাদের নেতৃত্বে দেয় এলাকার জোটকর্মীরা। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে আবদুল্লাহ নামের এক ব্যক্তি প্রাণ হারায়। প্রাণহানি ঘটনার পর স্থানীয় মোহাম্মদুল হক, আবুল হাসেম, আবদুল জলিল, হাসান বাইলা, জাহাঙ্গীরসহ অন্যদের নেতৃত্বে গ্রামের লোকজন প্রায় প্রতিদিন এবং প্রতিরাতেই হানা দিতে শুরু করে চাকমা বসতিতে। খুনের ঘটনায় চাকমা পাড়ার পুরুষদের আসামী করায় পাড়ার সব পুরুষ পালিয়ে যায়। পুরুষশূন্য ঘরে জোট কর্মীরা হানা দিয়ে চাকমা মহিলাদের ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানি করে। চ্যানিও চাকমাকে রাতে তার ঘরে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এগারোজনের দুর্বৃত্ত দল তাকে বেদম মারধর করে। দুর্বৃত্তরা সবাই স্থানীয় জোটের কর্মী। তারা চাকমাদের হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুসহ যাবতীয় মালও নিয়ে যায়। পাড়াটি পাহারা দিয়ে সন্ত্রাসীরা কাউকেই ঘর থেকে বের হতে দিচ্ছে না।

ঘটনার পর থেকে মহিলাদের পাহারা দিয়ে রেখেছে পাড়ায়। সন্ত্রাসীরা চাকমা পাড়ার কোন গাছের ফলমূলও রাখেনি, সবই লুট করে নিয়ে গেছে। সন্ত্রাসীদের ধর্ষণের শিকার হওয়া ৭ মাসের গর্ভবতী এক মহিলা এবং এক কিশোরী অবরুদ্ধ পাড়ায় রয়েছে। চ্যানিও চাকমা মঙ্গলবার নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে ১১ জনকে আসামী করে মামলা রুজু করেছেন। আদালত উখিয়া থানা পুলিশকে আগামী ২ অক্টোবরের মধ্যে এ ব্যাপারে তদন্তপূর্বক রিপোর্ট দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে ঘটনার এক সপ্তাহের মাথায় মঙ্গলবার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২২৮)
চরবিষ্ণুপুর গ্রামের ঘটনা ॥ ২ জন গণধর্ষণের শিকার

ফেনী থেকে সংবাদদাতা ঃ জেলার সোনাগাজীতে বুধবার রাতে চরবিষ্ণুপুর গ্রামের হরলাল দাসের দু'কন্যা কাজল রানী দাস (২১) ও রূপালি বালা দাসকে (১৭) ৮/১০ জন স্থানীয় বিএনপি সন্ত্রাসী রাতভর গণধর্ষণ করেছে। ওই গণধর্ষণকারীদের অন্যতম সন্ত্রাসী চরমজলিশপুর গ্রামের মৃত ফয়েজ আহমদের ছেলে আবুল বশরকে পুলিশ তার বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গ্রেফতার করেছে।

সংবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২২৯)
নড়াইলে ঘেরমালিককে কুপিয়ে হত্যা

নড়াইল প্রতিনিধি ঃ গত দুদিনে নড়াইলে পৃথক দুটি ঘটনায় একজন ঘেরমালিককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা এবং ঘের-পাহারাদারকে আহত করা হয়েছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার গভীর রাতে জেলার নড়াগাতি থানার ঘষিবাড় গ্রামের জনৈক ঘেরমালিক মৃত কালাচাঁদ পালের পুত্র রামকৃষ্ণ পালকে (৩৫) কতিপয় সন্ত্রাসী নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করে ঘেরের পানিতে ডুবিয়ে রাখে। আত্মীয়স্বজন ঘেরে জাল টেনে তার লাশ গত রোববার বিকেলে উদ্ধার করে।

প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৩০)
সরকারীদলীয় ক্যাডাররা এবার মাছ লুট করেছে

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় এবার মাছও লুট করল সরকার দলীয় ক্যাডাররা। লুট করা মাছের আনুমানিক মূল্য ৫০ হাজার টাকা। এ ঘটনায় ক্যাডাররা মামলাও করতে দেয়নি।

আমাদের হাটহাজারী প্রতিনিধি শিপক দেবনাথ জানান, গত ১৩ সেপ্টেম্বর হাটহাজারীর গোমান মর্দন বড়ুয়া পাড়ার জনৈক ক্ষুদিরাম বড়ুয়াকে তার পুকুর বিক্রি করে দেওয়ার জন্য চাপ

দেয় সরকার দলীয় ক্যাডাররা। ক্ষুদিরাম পুকুর বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানালে ক্যাডাররা জোরপূর্বক পুকুর থেকে মাছ লুট করে নেয়। ২০/২৫ জন ক্যাডার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাম্প মেশিন দিয়ে পুকুরের পানি সেচ দিয়ে সব মাছ লুট করে নেয়। ক্যাডাররা এ সময় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এ ঘটনায় থানায় কোনও মামলা না করার জন্য ক্ষুদিরামকে ক্যাডাররা হুমকি দিয়ে বলে, আমাদের দল এখন ক্ষমতায়, মামলা-টামলা করে কোনও লাভ নেই। প্রাণের ভয়ে ক্ষুদিরাম থানায় মামলা করেছে।

আজকের কাগজ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৩১)
নির্মূল কমিটির সংবাদ সম্মেলনে কবীর চৌধুরী জোট সরকার রাষ্ট্রকে পরিণত করেছে অসহায়, বিপন্ন, নির্যাতিতের বিরুদ্ধ শক্তিতে, নিষ্পেষণের হাতিয়ারে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান সরকার মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও বাংলাদেশকে পরিণত করছে পুলিশী ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বর আজ অবরুদ্ধ। মত প্রকাশের সাংবিধানিক স্বাধীনতা তো নেই-ই, মানুষ নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে।

নির্মূল কমিটি নেতা শাহরিয়ার কবির বলেছেন, দেশে গত এক বছরে সংঘটিত অপরাধ, নির্যাতন, নিপীড়ন সম্পর্কে আমরা একটি শ্বেতপত্র তৈরির কাজ করছি। মাস দু'য়েকের মধ্যে এ পরিসংখ্যান আমরা জানাতে পারব।

মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে নির্মূল কমিটি নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় গণধর্ষণের শিকার কিশোরী পূর্ণিমা রানী শীলের দায়ের করা মামলার পুনর্তদন্তের পর সিআইডির দেয়া নতুন চার্জশিটে পূর্নিমাকে সাহায্যকারী স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দকে উল্টা আসামী করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ সরেজমিনে ঘুরে এসে নির্মূল কমিটি এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিচারপতি কে এম সোবহান, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট জেয়াদ আল মালুম। উপস্থিত ছিলেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিচালক হামিদা হোসেন, ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী এবং লাঞ্ছিতা পূর্ণিমা রানী শীল।

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি এবং নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, মানুষ বিচার না পেরে হিংস্র হয়ে ওঠে। দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ক্ষমতাসীন জোট সরকার। এতে সেসব দেশই লাভবান হবে, যারা বাংলাদেশকে স্থিতিশীল দেখতে চায় না।

তিনি বলেন, নির্যাতিত পূর্ণিমা এখন একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। কিশোরী পূর্ণিমা ধর্ষিত হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল, যে আদালত রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ। আদালত তার অভিযোগের ভিত্তিতে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভও করেছিল। অথচ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ জোটের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া নির্যাতিত পূর্ণিমার বক্তব্য অগ্রাহ্য করে তারই একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের উল্টা আসামী বানিয়েছে। চক্রান্তমূলক এই চার্জশিট নাকচ করে দিয়েছে নিষ্পাপ কিশোরীর ন্যায়বিচার পাওয়ার আর্তি। সিরাজগঞ্জের যে দরদী ব্যক্তিরা পূর্ণিমাকে তার চরম দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি সরকারের এই প্রতিহিংসামূলক আচরণের ফলে ভবিষ্যতে সমাজের আর্ত মানুষের পাশে

দাঁড়াবার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। বিএনপি-জামায়াতের জোট সরকার রাষ্ট্রকে পরিণত করেছে অসহায়, বিপন্ন, নির্যাতিত মানুষের বিরুদ্ধ শক্তিতে, গণনিষ্পেষণের হাতিয়ারে। গণবিরোধী এই সরকারের বিরুদ্ধে সবাই যদি একজোট হয়ে না দাঁড়ায়, তাহলে মানবিক মূল্যবোদের কোন অস্তিত্ব আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কোথাও থাকবে না।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। যেভাবে তারা নির্যাতন চালাচ্ছে বিরোধী দল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সবার ওপর, যেভাবে তারা ধ্বংস করে দিচ্ছে রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান; মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে কখনও তা ঘটেনি। গত সোমবার নির্মূল কমিটি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মহিলা পরিষদ এবং গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ সিরাজগঞ্জ গিয়েছিলেন মামলায় আইনী সহায়তা দিতে। পূর্ণিমার পিতা অনিলচন্দ্র শীল দ্বিতীয় চার্জশিটের বিরুদ্ধে আদালতে নারাজি জানিয়েছেন, যা নিয়ে এখন শুনানি হবে।

তিনি আরও বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া জবানবন্দীতে পূর্ণিমা যাদের নাম বলেছিল, তারা সবাই বিএনপি ক্যাডার। স্থানীয় এমপির আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্ধিত তদন্তের নামে ম্যাজিস্ট্রেটকে দেয়া ভিকটিমের জবানবন্দী উপক্ষো করে দ্বিতীয় চার্জশিটে ধর্ষণ মামলার আসামী যাদের করা হয়েছে, তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা, নির্মূল কমিটি ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা, দু'জন পেশায় আইনজীবী। গোয়েন্দা বিভাগের এই নতুন চার্জশিট মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বঘোষিত শত্রুদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার এক উৎকট নির্দশন; যা শুধু আমাদেরই নয়, বহির্বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনকেও বিস্মিত করেছে।

বিচারপতি কে এম সোবহান বলেন, নির্যাতিত হয়ে থানায় গেলে কেস নেয়া হয় না, এটা এখন স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেছে। উল্টা পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাদের। পুলিশের এ ভূমিকা সম্পর্কে সরকার যদি কিছু না করে, তাহলে পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়াবে। সাহায্যকারীরা যদি আসামী হয়, তাহলে ভবিষ্যতে নির্যাতিতের পাশে কেউই আর দাঁড়াবে না। এটাই বোধহয় সরকারের লক্ষ্য। তাহলে সমাজে নির্যাতনকারী, ধর্ষকরাই থাকবে। এ্যাডভোকেট জেয়াদ আল মালুম বলেন, ফৌজদারী মামলায় বাদী ও ভিকটিম ছাড়া অন্য কেউ পুনর্তদন্তের দাবি জানাতে পারে না। সিরাজগঞ্জ কোর্টে ন্যায়বিচার না পেলে আমরা হাইকোর্টে যাব। আগামী **১৯** অক্টোবর পূর্ণিমা রানী শীল ধর্ষণ মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ বলে তিনি জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৩২)
চিতলমারীতে বিশ্বকর্মা প্রতিমা ভাংচুর

বাগেরহাট, **১৮** সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাগেরহাটের চিতলমারীতে মঙ্গলবার গভীর রাতে বিশ্বকর্মার প্রতিমা ভাংচুর হয়েছে। চিতলমারী জুয়েলারি ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে পোস্ট অফিসের সামনে বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে প্রতিমা স্থাপন করা হয়েছিল। বুধবার সকালে প্রতিমা বিসর্জন দেয়ার জন্য আয়োজকরা এসে দেখতে পান যে, প্রতিমার মস্তক ও একটি হাত নেই। জুয়েলার্স ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মরু দুলাল এ ব্যাপারে একটি জিডি করেছেন। ঘটনা তদন্তে চিতলমারী থানা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আব্দুস সাত্তার খানকে আহবায়ক করে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৩৩)
মানিকগঞ্জে জাপা নেতার দাপটে দিশাহারা ৪টি পরিবার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মানিকগঞ্জ ঃ দখলবাজদের কবল থেকে স্বামী-শ্বশুরের ভিটামাটি রক্ষা করতে পারবে নাকি সব হারিয়ে দেশান্তরী হতে হবে এ প্রশ্ন রেবা রানীর। শিবালয় থানার ধূসর গ্রামের ঐ বিধবা জানে না তার ভবিষ্যত কি। দখলবাজরা তার জমিজমা দখল করে নিয়েছে। এখন জীবনের ওপর হুমকি আসছে। ভয়ে ঘর ছেড়ে দু'পা বের হবে যে সেই সাহসও এখন হারিয়ে ফেলেছে সে। কার্যত রেবা এখন গৃহবন্দী জীবন কাটাচ্ছে। রেবা রানীকে যে দুটি কথা বলে সান্তনা দেবে সেই সাহসও নেই গ্রামবাসীর। এতটাই ভয়ঙ্কর ঐ দখলবাজরা। প্রচণ্ড প্রতাপশালী ঐ দখলবাজদের নেতার স্পষ্ট নির্দেশ, "বাড়িঘর ছেড়ে পালাও। না হলে চরম খেসারত দিতে হবে।"

রেবা রানীসহ চার শরিকের তিন শ' শতাংশ জমি দখলের টার্গেট নিয়ে নেমেছে ঐ দখলবাজরা। যার নেতৃত্ব দিচ্ছে জাতীয় পার্টির এক নেতা। সে গত সংসদ নির্বাচনে ঐ এলাকা থেকে নির্বাচন করেছে। যমুনা নদীর চর দখলের নানা লোমহর্ষক কাহিনী রয়েছে ঐ নেতার পরিবারের। বড়সড় একটা লাঠিয়াল বাহিনী পালে তারা। তবে রেবা রানীর পরিবারের জমি দখলের ব্যাপারে তারা শক্তির সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে কূটকৌশলেরও। সরকারী খাস জমির কথা বলে নদীভাঙ্গনের শিকার কয়েকটি পরিবারকে তারা কৌশলে রেবা রানীদের জমিতে বসিয়ে দেয় রাতারাতি। নিজের লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে ঘরবাড়ি তুলে দেয়। নেতা সেজে আশ্বাস দেয় সরকারের কাছ থেকে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবে। সেজন্য মোটা অঙ্কের টাকাও আদায় করে তারা। নদীভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত অসহায় ঐ লোকগুলো সরল বিশ্বাসে বহু কষ্টে টাকা যোগাড় করে দেয়।

এ সমস্ত ঘটনা প্রায় একবছর আগের। ইতোমধ্যে রেবা রানী ও তার শরিকরা অবৈধ দখল উচ্ছেদের আবেদন জানিয়ে মামলা করলে জুলাই মাসে আদালত থেকে রায় পায় রেবা রানী ও তার শরিকরা। কোর্টের নির্দেশে ভেঙ্গে দেয়া হয় সেইসব অবৈধ ঘরবাড়ি।

কিন্তু দু'দিন না যেতেই ঐ নেতার লোকজন কোর্টের রায় অমান্য করে আবার সেখানে সেইসব পরিবারকে বসিয়ে দেয়। উল্টো রেবা রানী ও তার শরিকদের বিরুদ্ধে ঘরবাড়ি লুটের মামলা দায়ের করে। নেতা তার প্রভাব খাটিয়ে পুলিশকে দিয়ে হয়রানি শুরু করে রেবা রানীর পরিবারের লোকজনকে। ফলে বর্তমানে পুরুষরা হয়েছে বাড়িছাড়া আর রেবা রানী গৃহবন্দী। এই সুযোগে নেতার লোকজন গাছপালা কেটে নিচ্ছে। পুকুরের মাছ ধরে বিক্রি করছে। গাছের ফল পেড়ে নিচ্ছে। আর কায়েম করেছে নিজস্ব রাজত্ব। এদিকে মিথ্যা আশ্বাস আর প্রলোভনে যারা রেবা রানীর জমিতে বাড়িঘর তুলেছে তারা পড়েছে মহাবিপদে। তাদের ধারণা ছিল এককালীন টাকা দিলেই নেতা তাদের মাথাগোঁজার একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু মামলা মোকদ্দমা চলার সময় দফায় দফায় তাদের নেতার হাতে টাকা তুলে দিতে হয়েছে। কোর্ট থেকে বাড়িঘর ভেঙ্গে দেয়ায় খরচাপাতি করে আবার ঘর তুলতে হয়েছে। এ পর্যন্ত যত টাকা পয়সা খরচ হয়ছে তাতে অল্প হলেও তারা কিছু জমি কিনতে পারত বলে তারা মনে করছে। ইতোমধ্যে তারা বুঝতেও পেরেছে যে নেতার প্রলোভনে পড়ে কি সর্বনাশ হয়েছে তাদের। তাই এদের অনেকেই জানিয়েছে, চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেও নেতার লোকজনের বাধার কারণে বাধ্য হয়ে তাদের এখানে থাকতে হচ্ছে। তবে ঐ নেতা এখন রেবা রানীদের জমিকে খাস জমি হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। নেতা হিসাবেই নাকি তিনি নদীভাঙ্গন কবলিত লোকজনকে ঐ জমিতে বসিয়ে দিয়েছেন। অন্যের জমিতে কাউকে বসিয়ে দেয়ার তার কি আইনগত অধিকার আছে? এ ব্যাপারে তিনি থেকেছেন নিশ্চুপ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৩৪)
তালায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা একটি পরিবারের বাড়িঘর দখল করেছে

তালা (সাতক্ষীরা) থেকে সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরার তালায় বিএনপির দুর্ধর্ষ ক্যাডাররা একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ঘরবাড়ি দখল করে নিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে সাতক্ষীরার তালা উপজেলার কুমিরা গ্রামে। ১৪ সেপ্টেম্বর কুমিরা গ্রামের ডাক্তার অশোক দের পাকা ঘরবাড়ি বিএনপির দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ক্যাডার মকবুল, সেকেন্দার, কাশেম, আহম্মদ, আফরোজা, সহরাবসহ ২৫/৩০ সন্ত্রাসী দখল করে নেয়।

এ ব্যাপারে ডাক্তার অশোক দে থানায় মামলা করতে গেলে থানা মামলা নেয়নি। দখলকৃত বাড়িঘরে কুমিরা মহিলা ডিগ্রি কলেজের ছাত্রীনিবাস করার চক্রান্ত চলছে, সংখ্যালঘু পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে।

সংবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৩৫)
গৌরীপুরে ৩০টি হিন্দু পরিবার নিরাপত্তাহীনতায়
জায়গা দখল করে নানা উৎপাত মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ঃ এক মুক্তিযোদ্ধা ও তার দুই পুত্র হিন্দুদের জায়গা দখল করে সেখানে দোকান বসিয়ে নানা উৎপাত শুরু করেছে। এ কারণে উপজেলার মইলাকান্দা ইউনিয়নের সূর্যাকোনা গ্রামের কালীমন্দিরে পূজা বন্ধ হয়ে গেছে। ওই দোকান থেকে সন্ত্রাসীরা উক্ত্যক্ত করে বলে হিন্দু মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়া দেশছাড়া করার ও হত্যার হুমকির কারণে গ্রামের ৩০টি হিন্দু পরিবার বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর ওই গ্রামে সরেজমিন গেলে ভুক্তভোগী ৩০টি পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী জানান, শীলপাড়ায় কালীমন্দির সংলগ্ন রাস্তার পাশের হিন্দুদের জমি গত আগস্ট মাসের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, তার দুই পুত্র ও এক আত্মীয় দখল করে নেয়। তারা সেখানে একটি চায়ের দোকান বসিয়ে মন্দিরে পূজা-অর্চনার সময় উচ্চশব্দে টেপরেকর্ডার বাজাতে থাকে। এ ছাড়া মন্দির, পুকুরঘাট ও স্কুল-কলেজে যাওয়ার পথে মেয়েদের নানাভাবে উত্যক্ত করে। ফলে অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে মেয়েদের মন্দির, পুকুর ও স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেন। বর্তমানে ওই মন্দিরে পূজা-অর্চনা বন্ধ রয়েছে।

একপর্যায়ে বিষয়টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নাজিমউদ্দিনকে জানানো হলে নুরুল ইসলাম জমির দখল ছাড়ার জন্য তার কাছে ১৫ দিন সময় চাইলেও এখনো দখল ছাড়েননি। উল্টো নুরুল ইসলামের দুই পুত্র শফিক ও রফিক হিন্দু পরিবারগুলোকে দেশছাড়া করার ও হত্যার হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে কালীমন্দির কমিটির সভাপতি জীতেন্দ্র ভৌমিক (৭০) গত ২৫ আগস্ট গৌরীপুর থানায় একটি জিডি করেন। এ ছাড়া এলাকাবাসী বিষয়টি লিখিতভাবে ২৭ আগস্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানান। এ ব্যাপারে জীতেন্দ্র ভৌমিক বাদী হয়ে গত ৫ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের ২ নং আমলি আদালতে মামলা করেন।

গৌরীপুর থানার ওসি মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন, থানায় জিডি ও আদালতের নির্দেশে পুলিশ গত ১৪ সেপ্টেম্বর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। জমি দখল ও মেয়েদের উৎপাত করার ঘটনা সত্য। তিনি বলেন, নুরুল ইসলামকে দখল ছাড়ার জন্য সাত দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে না ছাড়লে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং পূজা উদযাপন পরিষদের ময়মনসিংহ জেলা ও গৌরীপুর থানা কমিটি এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এসব অভিযোগ সম্পর্কে নুরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি পত্রিকায় প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ জানান।

প্রথম আলো, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৩৬)
পাবনায় সংখ্যালঘু কিশোরী অপহরণ ॥ ৬ দিনেও উদ্ধার হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাবনা॥ পাবনায় সংখ্যালঘু পরিবারের এক নাবালিকা মেয়েকে অপহরণের ৬ দিন পরও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে বেড়া উপজেলার থানপুরা গ্রামের সুধীর কুমারের মেয়ে কুমারী কামনা সরকারকে (১৫) সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে। এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী শুকুর সর্দার, আঃ মাজেদ, নান্নু ফকির, আঃ গফুর, উজ্জ্বল ফকিরের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের সন্ত্রাসী দল কামনাকে অস্ত্রের মুখে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। সুধীর কুমারের বড় ভাই বাদী হয়ে বেড়া থানায় ১০ জনকে আসামী করে বুধবার এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ৪ আসামীকে গ্রেফতার করলেও অপহৃতাকে উদ্ধার করতে পারেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৩৭)
কেরানীগঞ্জে পূজামণ্ডপে হামলা করে দুর্গা প্রতিমা গুড়িয়ে দিয়েছে উগ্রবাদীরা

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ কেরানীগঞ্জে হরকাতুল জিহাদের সশস্ত্র ক্যাডাররা দুর্গাপূজা মণ্ডপে হামলা চালিয়ে ৫/৬টি দুর্গা প্রতিমা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার কলাতিয়া ইউনিয়নের নিশান বাড়ি এলাকায় হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিশান বাড়ি পূজা মণ্ডপে এই প্রতিমাগুলো তৈরি করে রাখা হয়েছিল। এলাকাবাসী জানায়, রাতে স্থানীয় হরকাতুল জিহাদের কতিপয় সশস্ত্র ক্যাডার বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে প্রতিমাগুলো ভেঙে ফেলে। প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মিটিং মিছিল অব্যাহত রাখে।

এদিকে কেশব চন্দ্র রায় বাদী হয়ে গতকাল কেরানীগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

এদিকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ হরকাতুল জিহাদের কোনো সদস্যকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

ভোরের কাগজ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৩৮)
পূজা উদযাপন পরিষদের প্রতিনিধি সম্মেলন
সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন সরকার কিছু করছে না

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সারাদেশে এখনও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন চলছে; কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। তারা অবিলম্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধ করে তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান। শুক্রবার সকালে ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের বার্ষিক প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ দাবি জানানো হয়।

পরিষদের মহানগর শাখার সভাপতি অনিল চন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেজর জেনারেল (অব.) চিত্তরঞ্জন দত্ত বীরোত্তম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য চিত্রা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, অ্যাডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার, অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার সাহা, সাংবাদিক বাসুদেব ধর প্রমুখ।

মেজর জেনারেল (অব.) চিত্তরঞ্জন দত্ত (বীরোত্তম) তার বক্তব্যে বলেন, সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। সারাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। সরকারের কাছে বারবার বিষয়টি তুলে ধরা হলেও সরকার তা অস্বীকার করে আসছে। তিনি বলেন, সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিহত করতে হবে।

অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ তার বক্তব্যে বলেন, গত বছর নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়েছে। সহস্রাধিক হিন্দু নারী ধর্ষিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান, বিচারপতি বিবি রায় চৌধুরী, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, মুয়ীদ চৌধুরীদের নির্যাতনের কথা জানানো হলেও তারা নির্যাতনের কথা অস্বীকার করে সন্ত্রাসীদের মদদ দিয়েছেন। তারা অপরাধ করেছেন। আমরা তাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছি। এমন একদিন আসবে তারা এদেশে থাকতে পারবেন না। তিনি বলেন, এদেশে সন্ত্রাস থামবে না। কারণ রাজনীতিবিদরাই সন্ত্রাস লালন পালন করছেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাস মোকাবিলা করতে হবে। চিত্রা ভট্টাচার্য তার বক্তব্যে বলেন, গত বছর অক্টোবরের পর সংখ্যালঘু হিন্দু নারীদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে তা নাৎসী বাহিনীর নির্যাতনকেও হার মানায়।

অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান নয়। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা জনগণের সমস্যা সমাধান করবে এটাই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, বর্তমানে সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন হচ্ছে সে ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সরকার দাবি করছে এ দেশে কোন সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু নেই। যদি তাই হয়, তাহলে সংবিধান সংশোধন করে আমাদের সমমর্যাদার অধিকার দেয়া হোক।

অ্যাডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে এটা সরকার অস্বীকার করলেও সারাবিশ্বে তা প্রকাশিত হচ্ছে। দায়-দায়িত্ব থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

স্বপন কুমার সাহা তার বক্তব্যে বলেন, যারা আমাদের ওপর নির্যাতন করছে, আমাদের মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। এদেশ আমাদের। আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, পূর্ণিমার মতো হাজার হাজার হিন্দু মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে; কিন্তু বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। ধর্ষকদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে আর ধর্ষিতাদের পাশে গিয়ে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এজন্য যারা দায়ী তারা পার পাবেন না। তিনি শত্রুসম্পত্তি আইনের বিধান পরিবর্তন করে মূল মালিকদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানান।

আলোচনা সভাশেষে সেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পরিষদের প্রতিনিধিদের সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে এ বছর স্বাভাবিকভাবে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে জানা গেছে।

সংবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৩৯)
কুড়িগ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসী হামলা ॥ মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর

কুড়িগ্রাম, ২১ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুড়িগ্রামের রাজারহাটের মাঝিপাড়া গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত ঘটনার জের ধরে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা লক্ষ্মী রানী নামের এক মহিলাকে অপহরণের পর বিবস্ত্র করে বেদম মারপিট করে। পুলিশ গুরুতর আহত লক্ষ্মী রানীকে ঘটনার তিনঘন্টা পর উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় মাঝিপাড়া গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মাঝে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

রাজারহাট থানা এবং এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, রাজারহাট উপজেলা থেকে মাত্র পাঁচ কি. মি. দূরে পুটিকাটা মাঝিপাড়া গ্রামের সন্ত্রাসী দুলাল ও সোবাহান গংয়ের একটি দল গত ফেব্রুয়ারি মাসে লক্ষ্মী রানীদের জমিজমা দখল করার উদ্দেশ্যে বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দিয়ে নরেশ নামের এক যুবকের চোখও নষ্ট করে দেয়। ঐ হামলায় প্রায় ১০ জন আহত হয়েছিল। ঐ ঘটনায় লক্ষ্মী রানী বাদী হয়ে রাজারহাট থানায় মামলা দায়ের করে। পুলিশ সন্ত্রাসী দুলালকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করে। দীর্ঘদিন হাজতবাসের পর কয়েক দিন আগে সে জেল হাজত থেকে মুক্তি পেয়ে পুনরায় তার সন্ত্রাসী গ্রুপ নিয়ে ঐ গ্রামে হামলা চালায়। লক্ষ্মী রানীকে (৩০) বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হাত-পা বেঁধে বিবস্ত্র করে মারপিট করে। লক্ষ্মী রানীর চিৎকারে গ্রামবাসীরা রাজারহাট থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনার তিন ঘন্টা পর লক্ষ্মী রানীকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে তাকে রাজারহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মামলা হয়েছে। মাঝিপাড়া গ্রামে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৪০)
আরো ৪ পরিবার নিরাপত্তাহীনতায়
বিএনপি সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে ব্যর্থ হয়ে সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িছাড়া

জামালপুর প্রতিনিধি ঃ স্থানীয় বিএনপি কর্মীদের চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে সরিষাবাড়ি উপজেলার এক সংখ্যালঘু পরিবার দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে একই এলাকার আরো চারটি সংখ্যালঘু পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, বিগত নির্বাচনের পর থেকেই উপজেলার পিংনা ইউনিয়ন এলাকায় বেশ কটি সংখ্যালঘু পরিবার নানাভাবে হয়রানি-নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছিল। স্থানীয় বিএনপি ক্যাডাররা চাঁদাবাজিসহ নানাভাবে উত্যক্ত করে আসছিল তাদের। সম্প্রতি পিংনা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ছানা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একদল বিএনপি কর্মী নরপাড়া গ্রামের নাড়ু হালদারের কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে ব্যর্থ হয়ে নাড়ু হালদার সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জমিজমা বিক্রি করে গোপনে রাতের অন্ধকারে পরিবার-পরিজন নিয়ে এলাকা ত্যাগ করেছে।

এলাকাবাসী জানিয়েছে, তারা সম্ভবত ভারত চলে গেছে। এদিকে নাড়ু হালদার এলাকা ত্যাগের পর বিএনপি কর্মী সাত্তারের নেতৃত্বে কতিপয় ক্যাডার নাড়ু হালদারের শূন্য বাড়ি থেকে আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায় বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকাবাসী জানিয়েছে। এ

ঘটনার পর থেকে নরপাড়া গ্রামের আরো চারটি সংখ্যালঘু পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ভোরের কাগজ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৪১)
মামলা হলেও পুলিশ হামলাকারীদের ধরছে না
বোয়ালমারীতে সন্ত্রাসীদের প্রহারে আহত কৃষক বিধান চিকিৎসার অভাবে এখন পঙ্গু হওয়ার পথে

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ জোট সরকারের সন্ত্রাসীদের নির্মম প্রহারে গুরুতর আহত ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার ঘোষপুর ইউনিয়নের লংকারচর গ্রামের দরিদ্র সংখ্যালঘু কৃষক বিধান রায় এখন চিরতরে পঙ্গু হওয়ার পথে। হামলা-মামলায় পর্যুদস্ত বিধান অর্থাভাবে নিজের চিকিৎসাও করাতে পারছে না। হাড়গোড় ভাঙার জটিল চিকিৎসা চলছে গ্রামীণ কবিরাজী মতে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় মানবেতর জীবনযাপন করছে বিধানের স্ত্রী ও শিশু সন্তানেরা। অন্যদিকে উপজেলা প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিধানের উপর চালানো সন্ত্রাসী তাণ্ডবের মূল হোতাদের মামলা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে ।

জানা গেছে, চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় গত ৮ জুন জোট সরকার সমর্থক সন্ত্রাসী ক্যাডার ঘোষপুর ইউপির মেম্বার আতিয়ারের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী দরিদ্র কৃষক বিধান রায়ের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। লোহার রড ও লাঠিসোটা দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে বিধানের ডান হাত ও ডান পায়ের হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ৯ জুন বোয়ালমারী থানায় আতিয়ার মেম্বারসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলেও বোয়ালমারীর এক বিতর্কিত বিএনপি নেতার নির্দেশে সে মামলা রেকর্ড না করেই ফেলে রাখা হয়। পত্র-পত্রিকায় এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর গত ১৮ জুন পুলিশ সে মামলা রেকর্ড করতে বাধ্য হলেও এখন পালন করছে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। অন্যদিকে গুরুতর আহত বিধানকে প্রথমে বোয়ালমারী হাসপাতাল ও পরে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও একদিকে জোট ক্যাডারদের হুমকি -ধমকি অন্যদিকে অর্থাভাবের কারণে চিকিৎসা শেষ না করেই তাকে লংকারচরের নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। বর্তমানে এ অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় চিরতরে পঙ্গু হওয়ার পথে বিধান রায়।

আজকের কাগজ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৪২)
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে মাছ ব্যবসায়ী খুন

ফরিদগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ মাছ বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন খুরুমখালী গ্রামের মাছ বিক্রেতা মরণ চন্দ্র দাস (৪০)। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার রাত ১০টায় উপজেলার খুরুমখালী গ্রামে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহত মরণ চন্দ্র দাস ফরিদগঞ্জ বাজার থেকে মাছ বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে তার বাড়ির কাছে দুর্বৃত্তরা তাকে আক্রমণ করে এবং মাছ বিক্রির টাকা ছিনিয়ে নিয়ে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করলে ঘটনাস্থলে সে নিহত হয়। নিহত মরণ চন্দ্র দাস খুরুমখালী গ্রামের মৃত গোপাল দাসের ছেলে। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো

হয়েছে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। নিহতের ভাই হরে কৃষ্ণ দাস বাদী হয়ে গতকাল ফরিদগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে।

আজকের কাগজ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৪৩)
জমি নিয়ে বিরোধের জের ঃ মতলবে গৃহবধূর জিহবা কেটে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা

চাঁদপুর প্রতিনিধি ঃ জমি সংক্রান্ত এক বিরোধের জের ধরে কতিপয় দুর্বৃত্ত এক গৃহবধূর জিহবা কেটে নিয়েছে। এ নির্মম ঘটনাটি ঘটেছে গত রোববার সকালে জেলার মতলব পৌর এলাকায়। ঘটনার শিকার গৃহবধূ অঞ্জু রানী (৪৫) কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চাঁদপুর থানা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মঞ্জু রাণীর স্বামী সুকুমার-এর বসতঘরে তার প্রতিবেশী জলিল মাঝি, আউয়াল মাঝি ও মিজান মাঝির নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সকাল বেলা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে বাসায় ভাঙচুর করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা সুকুমারকে না পেয়ে তার স্ত্রী মঞ্জু রাণীকে ঘরের মেঝেতে ফেলে জিব টেনে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলে বীরদর্পে চলে যায়।

ভোরের কাগজ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৪৪)
নাটোরে খ্রীস্টান পাড়ায় সন্ত্রাসীদের হামলা ২ মহিলা লাঞ্ছিত, ভাংচুর লুট

নাটোর, ২৩ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোরের বনপাড়ায় খ্রীস্টান পল্লীতে আবারও সন্ত্রাসী হামলা, ভাংচুর, লুটপাট, নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে দু'টি পরিবার। রবিবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে বনপাড়ার হারোয়া গ্রামে এরশাদ মাস্টার, তার দুই পুত্র রাজ ও বিদ্যুতের নেতৃত্বে ৩৫/৪০ সন্ত্রাসীর সশস্ত্র বাহিনী হামলা করে। সন্ত্রাসীরা খ্রীস্টান পল্লীর হাড়ু ক্রুশকে (৪০) সুপারী গাছের সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারপিটের পর তার বাড়িঘর ভাংচুর করে। হাড়ু ক্রুশের স্ত্রী সুন্দরী কোরাইয়াকে (৩৫) টেনেহিঁচড়ে ঘর থেকে বাইরে এনে মারপিট ও নগদ ১০ হাজার টাকাসহ ঘরের অন্যান্য সামগ্রী লুট করা হয়। এরপর সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয় হাড়ু ক্রুশের ভাই বাবলু ক্রুশ (২৮)। পিস্তলের মুখে বাবলুকে ঘর থেকে বের করে তার স্ত্রী দিপালী গোমেজ (২৫) ও বোন ন্যান্নোলিনা ক্রুশকে (৩২) ধর্ষণের চেষ্টায় বিবস্ত্র ও টানা হেঁচড়া করা হয়। এ সময় এলাকার লোকজন একযোগে ঘটনাস্থলে ছুটে আসায় তাদের সম্ভ্রম রক্ষা পায়। সন্ত্রাসীরা রঞ্জন গোমেজ ও নিলু গোমেজকেও বেদম মারপিট করে। এদের মধ্যে হাড়ু ক্রুশের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাবলু ক্রুশের ঘর থেকে সন্ত্রাসীরা নগদ ১৮ হাজার টাকাসহ গৃহসামগ্রী ও কাপড়চোপড় লুট করে নিয়ে যায়।

পুলিশ এরশাদ মাস্টার, তার দুই পুত্র কামরুজ্জামান রাজ ও একরামুজ্জামান বিদ্যুতকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায়, খ্রীস্টান পল্লীতে হামলার আশঙ্কায় রাত ৩টা পর্যন্ত টহল পুলিশ এলাকায় সতর্কাবস্থায় ছিল। পুলিশ এলাকা ত্যাগ করার পর রাত সাড়ে ৩টার দিকে হামলা করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৪৫)
সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে শেষ রক্ষা হয়নি সন্দিপের

নড়াইল প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কলেজের মেধাবী ছাত্র কালিগঞ্জ উপজেলার বাদুরগাছা গ্রামের সন্দিপ বিশ্বাস দীর্ঘদিন নড়াইলে পালিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেনি। একনজর বাবা মাকে দেখতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয়েছে। মামলা করে তার পরিবার এখন ভীত সন্ত্রস্ত জীবনযাপন করছে। মামলা তুলে নিতে সন্ত্রাসীরা হুমকি দিচ্ছে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বাদুরগাছা গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে কালিগঞ্জ মাহাতাব উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের মেধাবী ছাত্র সন্দিপ বিশ্বাস সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য নড়াইলে পালিয়ে এসে প্রায় এক বছর পর বাবা-মাকে একনজর দেখতে গিয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মম ও নৃশংসভাবে নিহত হয়। গত ১৪ সেপ্টেম্বর সন্দিপ বৃদ্ধ বাবা-মাকে একনজর দেখতে গিয়ে বাবা-মা'র অনুরোধে বাড়িতে রাতযাপন করে। খবর পেয়ে গ্রাম্য প্রতিপক্ষের ভাড়াটিয়া সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাত ১২টার দিকে বাড়িতে ঢুকে তাকে পিটিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে ঘটনার সঙ্গে জড়িত একই গ্রামের ওলিয়ার রহমানের ছেলে সন্ত্রাসী আঃ রব সহ ৭/৮ জনের নাম সন্দিপ জানিয়ে যায়। এ ঘটনায় আঃ রব সহ ৭ জনকে আসামি করে কালিগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে মামলা করায় সন্ত্রাসীদের মদদদাতারা মামলা তুলে নেয়ার হুমকি দিচ্ছে। ভীতসন্ত্রস্ত পরিবারটি বসবাসের নিশ্চয়তা পাচ্ছে না। পুলিশ ঘটনায় জড়িত কোন আসামিকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

যুগান্তর, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৪৬)
সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে না পেরে বাড়ি ছাড়তে হলো ডা. পরিমলকে

ফেনী প্রতিনিধি ঃ ফেনীর সোনাগাজীতে সন্ত্রাসীদের দাবিকৃত ২ লাখ টাকা চাঁদা যোগাড় করতে না পেরে এক সংখ্যালঘু পরিবার গতকাল মঙ্গলবার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে একই বাড়ির অপর চারটি পরিবার।

জানা যায়, গত সোমবার রাত ৮টায় সোনাগাজী উপজেলার আড়কাইম গ্রামের পল্লী চিকিৎসক ডা. পরিমল চন্দ্র বসাকের কাছে পার্শ্ববর্তী অলিপুর গ্রামের এনামুল হকের নেতৃত্বে ১৫-১৬ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। সন্ত্রাসীরা তাদের ধার্যকৃত চাঁদার টাকা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে হুকুম দিয়ে চলে যায়। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ডা. পরিমল চন্দ্র বসাক সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। তার বাড়ির অপর চারটি পরিবার এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে থানায় এখনো মামলা হয়নি।

ডা. পরিমল চন্দ্র বসাকের কাছে চাঁদা দাবিদার এনামুলহকসহ সবাই স্থানীয় বিএনপি ক্যাডার হিসেবে পরিচিত। এ ব্যাপারে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে জেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক শেখ ফরিদ বাহার প্রথম আলোকে বলেন, এলাকায় তারা বিএনপির নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজি করছে বলে তিনি নিজেও শুনেছেন। তবে ওই সন্ত্রাসীদের কেউ বিএনপির প্রাথমিক সদস্যও নয় বলে তিনি জানান।

প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৪৭)
রূপসায় ঘুমন্ত দোকানি গুলিবিদ্ধ

খুলনা প্রতিনিধি ঃ রূপসা থানার আলাইপুর বাজারে গত মঙ্গলবার ভোর রাতে সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলিতে ঘুমন্ত এক দোকানি রাজিব কুণ্ডু (১৫) গুরুতর আহত হয়েছে। এ ঘটনার পর এলাকাবাসী রূপসা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ভোর রাত ৩টায় আলাইপুর বাজারের প্রফুল্ল কুণ্ডুর দোকানে এসে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি দোকান খুলতে বলে। এ সময় সশস্ত্র ব্যক্তিরা দু'রাউন্ড ফাঁকা গুলি চালালে দোকানি চিৎকার দিলে তারা দোকান লক্ষ্য করে গুলি করলে দোকনে থাকা প্রফুল্ল কুণ্ডুর নাতি রাজিব কুণ্ডু (১৫) গুলিবিদ্ধ হয়। সশস্ত্র ব্যক্তিরা বাজার ত্যাগ করে চলে গেলে এলাকাবাসী রাজিবকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

ভোরের কাগজ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৪৮)
ঘটনা তেরখাদার বলদ্ধর্না গ্রামের
স্কুলপড়ুয়া এক ছাত্রীকে রামপালের ছবি রানী মণ্ডলের ন্যায় সম্ভ্রমহানিসহ পরিবারকে ভিটেমাটি ছাড়া করার হুমকি

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ খুলনা জেলার তেরখাদা থানার বলদ্ধর্না গ্রামের এক সংখ্যালঘু পরিবারের স্কুলপড়ুয়া এক ছাত্রীকে রামপালের ছবি রানী মণ্ডলের ন্যায় সম্ভ্রমহানিসহ পরিবারটিকে ভিটামাটি ছাড়া করার হুমকি দিয়েছে স্থানীয় ইউসুফ বাহিনীর সদস্যরা। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, খুলনা জেলার দায়িত্বরত মন্ত্রী, স্থানীয় সাংসদ ও পুলিশ প্রশাসনকে জানানোর পরও পরিবারটির সদস্যদের ওপর রোববার সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগ করা হয়েছে, তেরখাদা থানার বলদ্ধর্না গ্রামের ইউসুফ সেখ, ফুলমিয়া সেখ, ফরিদ সেখ (বাবা-সামসুল হক সেখ), বিল্লাল সেখ ও জিল্লাল সেখ (বাবা ইউসুফ সেখ), দিদার সেখ (বাবা-রাজ্জাক সেখ) ও সৈয়দ সেখ (বাবা-ফজলু সেখ), সশস্ত্র অবস্থায় সুভাষ চন্দ্র খাঁ নামে এক ব্যক্তির বাড়ি প্রবেশ করে তার ৭০ বছর বয়সী মা'কে স্যান্ডেল দিয়ে মারপিট করে। এর আগে তারা জোরপূর্বক বাঁশ ও পানের বরজ থেকে পান নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে তেরখাদা থানায় সাধারণ ডায়েরি করার পর সন্ত্রাসীরা রোববার সুভাষ চন্দ্র খাঁর বাড়িতে জিডি করার কারণে হামলা করে। এরপর তারা হুমকি দিয়ে গেছে সুভাষ চন্দ্র খাঁর পরিবার ইন্ডিয়ায় না গেলে তার স্কুলপড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে রামপালের ছবি রানী মণ্ডলের মতো ঘটনা ঘটাবে।

সংবাদ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৪৯)
চিতলমারীতে নিখোঁজ হলো আরো একটি সংখ্যালঘু পরিবার

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ জেলার চিতলমারী উপজেলার কুড়ালতলা গ্রামের আরো এক সংখ্যালঘু পরিবার রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে। এলাকার জনৈক ফরিদ গাজী মেম্বারের

হুমকির ৩ দিনের মাথায় পরিবারের ৬ সদস্যকে নিয়ে দিনমজুর চৈতন্য বাড়ৈ (৪০) গত বুধবার থেকে নিখোঁজ হয়। এ ঘটনায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ওই এলাকায় নানা গুঞ্জন চলছে। উল্লেখ্য, মাত্র কয়েক মাস আগে একই গ্রামের হেমন্ত সরকারও নানারকম অত্যাচারের শিকার হয়ে অনুরূপভাবে সপরিবারে নিখোঁজ হয় বলে গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, কুড়াতলা গ্রামের পশ্চিমপাড়ার দিনমজুর চৈতন্য বাড়ৈর সঙ্গে জমিজমা নিয়ে এলাকার প্রভাবশালী ফরিদ গাজী মেম্বারের বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে ৩০ ধারায় স্থানীয় তহশিল অফিসে একটি মামলা রয়েছে। ফরিদ মেম্বার হিজলা ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি রহমান গাজীর ভাই। গত ২২ সেপ্টেম্বর তহশিল অফিসের সামনে চৈতন্যকে মেম্বার ফরিদ গাজী দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল বলে সূত্র জানায়। ওই হুমকি দেওয়ার ৩ দিন পর চৈতন্য সপরিবারে নিখোঁজ হয়। তার পরিবারের অন্য সদস্যরা হলো স্ত্রী আঞ্জু বাড়ৈ, ২ মেয়ে যুঁথিকা (১৩) ও লিপিকা (৫) এবং ২ ছেলে বিপ্লব (৭) ও বিপ্রদাস (২)।

এ ব্যাপারে মেম্বার ফরিদ গাজী সাংবাদিকদের কাছে গত ২২ তারিখে তহশিল অফিসের সামনে চৈতন্য বাড়ৈর সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়েছে বলে স্বীকার করলেও হুমকির কথা অস্বীকার করেন। তিনি জানান, দেনার দায়ে চৈতন্য চলে গেছে। চৈতন্য যে বাড়িতে বসবাস করতো তার মালিক তিনি বলে ফরিদ গাজী দাবি করেন।

এদিকে এলাকার আনোয়ার, চারুবালাসহ অনেকে জানান, চৈতন্য ভালো মানুষ ছিল। তার সপরিবারে নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি রহস্যজনক বলে তারা মনে করেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানা কিছুই জানে না বলে জানিয়েছে। তবে গত বুধবার থানার আশপাশে ফরিদ গাজীর ভাই বিএনপি নেতা রহমান গাজীকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে।

ভোরের কাগজ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৫০)
নওগাঁয় আদিবাসী পল্লীতে সশস্ত্র হামলা, ১০ আদিবাসী পরিবার গ্রামছাড়া

নওগাঁ প্রতিনিধি ঃ নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার আদিবাসী পল্লীতে স্থানীয় প্রভাবশালী জোতদারদের সশস্ত্র হামলায় প্রায় ১০টি আদিবাসী পরিবার এখন গ্রামছাড়া। সশস্ত্র হামলা, মারপিট ও উচ্ছেদের চেষ্টা এবং অব্যাহত হুমকি ধামকিতে ওই ১০টি পরিবারের সকল পুরুষ সদস্য প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আধিপত্য বিস্তার এবং আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে ওই জমি দখল করার জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী জোতদাররা এই নগ্ন হামলা চালায়। গত শনিবার বিকেলে নওগাঁ সদর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে নিয়ামতপুর উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের খাস গ্রাম আদিবাসী পল্লীতে এ ঘটনা ঘটে।

ওই এলাকায় প্রভাবশালী জোতদার একটি পরিবার দীর্ঘদীন থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে আদিবাসী পল্লী দখল করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। গত শনিবার প্রভাবশালী ওই পরিবার ধান কাটার জন্য প্রায় ১০ জন আদিবাসীকে দিনমজুর হিসেবে কাজে নেয়। দিন শেষে ধান কাটা-মাড়াই শেষ হলে আদিবাসীরা তাদের কাজের মজুরি চাইলে জোতদার ওই পরিবারের আমিনুল ইসলাম, আনোয়ারুল ইসলাম, মেজবাউল হক, জুয়েল ও রিয়াজসহ প্রায় ১৫/২০ জনের সশস্ত্র একটি দল আদিবাসীদের ওপর চড়াও হয়ে বেদম মারপিট করে।

আদিবাসীরা এই মারপিটের প্রতিবাদ করায় ওই সশস্ত্র দল পুনরায় আরো সংঘবদ্ধ হয়ে পার্শ্ববর্তী আদিবাসী পল্লীতে হামলা চালিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে বেদম মারপিট এবং ভাঙচুর করে। এছাড়া অব্যাহতভাবে হুমকি-ধামকি দিয়ে আদিবাসীদের উচ্ছেদের চেষ্টা চালায়।

সন্ত্রাসীদের বেদম প্রহারে আদিবাসী পল্লীর অতুল পাহান (১৬), শুশীল পাহান (২০), মন্টু পাহান (৩৫), কামাল পাহান (২৫), টুনু পাহান (২৬) মারাত্মক আহত হয়ে বর্তমানে গ্রামছাড়া রয়েছে। এছাড়াও প্রভাবশালী ওই মহল আদিবাসী পল্লীতে প্রবেশ করার একমাত্র সড়কে ব্যারিকেড দিয়েছে।

প্রভাবশালী ওই মহলের অব্যাহত হুমকি-ধামকিতে নিয়ামতপুর উপজেলার আদিবাসী পল্লীর প্রায় ৭০টি পরিবার বর্তমান চরম আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনযাপন করছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১০টি পরিবারের পুরুষ সদস্যরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছে। এই ব্যাপারে নিয়ামতপুর থানা পুলিশকে জানানো হলেও প্রভাবশালী ওই মহলের ইঙ্গিতে গত ৩ দিনেও পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়নি।

ভোরের কাগজ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৫১)
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দাবি দিবস পালিত

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন বন্ধসহ ৬ দফা দাবিতে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে গতকাল সারাদেশে দাবি দিবস পালিত হয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসাবে রাজধানী ঢাকার বাহাদুরশাহ্ পার্কে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকজনকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট শিরিল শিকদার, পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব ধর, প্রেমরঞ্জন দেব, অ্যাডভোকেট পরিমল বিশ্বাস, অ্যাডভোকেট জগদীশ সরকার, পরিমল দে, হরিপদ দত্ত, শ্যামচাঁদ মণ্ডল, ভাস্কর চৌধুরী প্রমুখ।

অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, উপমহাদেশ ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে মৌলবাদী ও বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মধ্যে যেমন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছেন, তেমনি তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিও আছে।

সমাবেশে অন্য বক্তারা সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সরকার ও বিরোধী দলকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেন, সংবিধানকে বৈষম্যমুক্ত ও সার্বজনীন করতে হবে। তারা বলেন, তাদের সংগ্রাম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। আর এই সাম্প্রদায়িক শক্তি সরকার, বিরোধীদলসহ বিভিন্ন সংগঠনে আছে।

বক্তারা রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দির দখলকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বলেন, গত ১৯ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সন্ত্রাসীরা সুত্রাপুরের ঐতিহ্যবাহী গৌতম মন্দির দখল করতে এসেছিল। এছাড়া সম্প্রতি জুরাইন মন্দির ভাংচুর করা হয়েছে। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সন্ত্রাসীরা অনেক আগেই দখল করেছে। বক্তারা দখল হয়ে যাওয়া সব মন্দির পুনরুদ্ধারে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

যুগান্তর, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৫২)
মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে নির্মাণাধীন দুর্গামূর্তি ভাঙচুর

দৌলতপুর প্রতিনিধি ঃ মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার মানদাতা গ্রামে সন্ত্রাসীরা নির্মাণাধীন দুর্গা মূর্তি ভাঙচুর করেছে। জানা যায়, দৌলতপুর উপজেলার মানদাতা গ্রামে সার্বজনীন দুর্গাপূজা উপলক্ষে কালীবাড়ি মন্দিরে দুর্গা মূর্তি নির্মাণ করা হয়। রাতের অন্ধকারে

কে বা কারা দুর্গা মূর্তি ভাঙচুর করে। দুর্গা মূর্তির রঙের কাজ চলছিল। এ ব্যাপারে দৌলতপুর থানায় মামলা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৫৩)
শালিখায় মণ্ডপে সন্ত্রাসী হামলা ॥ দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর

মাগুরা, ২৭ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জেলার শালিখা উপজেলার শালিখা খেয়াঘাট দুর্গা পূজা মণ্ডপে কে বা কারা হামলা চালিয়ে আসন্ন দুর্গা পূজার জন্য নির্মিত প্রতিমা ভাংচুর করেছে। হামলাকারীরা তিনটি প্রতিমার হাত ও পা ভেঙ্গে ফেলেছে এবং দুটি মূর্তি উল্টিয়ে ফেলে রেখে যায়। শুক্রবার সকালে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা মণ্ডপে গিয়ে দেখেন প্রতিমা ভাঙ্গা ও উল্টে ফেলা। পূজা মণ্ডপ থেকে মাত্র ৫শ' গজ দূরে হাজরাহাটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র অবস্থিত। শালিখা থানা জানায়, প্রতিমার তিনটি হাত ভাঙ্গা হয়েছে। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৫৪)
কচুয়ায় আবারো গণধর্ষণের শিকার হলো সংখ্যালঘু পরিবারের গৃহবধূ

বাগেরহাট প্রতিনিধি ঃ বাগেরহাটের কচুয়ায় আবারো সংখ্যালঘু পরিবারের গৃহবধূ ধর্ষিত হয়েছে। বাড়িতে কোনো পুরুষ লোক না থাকার সুযোগে চার লম্পট অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ওই গৃহবধূকে গণধর্ষণ করে। বুধবার গভীর রাতে কচুয়া উপজেলার কিসমত মালিপাটন গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। এ ব্যাপারে গত বৃহস্পতিবার ওই ধর্ষিত গৃহবধূ নিজে বাদী হয়ে ধর্ষকদের নাম উল্লেখ করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করেছে।

পুলিশ বাদীর অভিযোগের ভিত্তিতে জানায়, একই গ্রামের মকবুল খাঁর পুত্র মাসুদ খাঁ ওরফে কালা খাঁ (২৭), মৃত মমিন উদ্দিন শিকদারের পুত্র মারুফ শিকদার (২৮), রহমান খাঁর পুত্র বাহার খাঁ ও অজ্ঞাত একজন ওই রাতে সাহা বাড়িতে হানা দেয়। এ সময় গৃহকর্তা বাড়িতে ছিলেন না। লম্পটরা কৌশলে দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণ করে। এ সময় গৃহবধূর বৃদ্ধ শাশুড়ি ও শিশু কন্যারা ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

অভিযোগের পর কচুয়া থানার ওসি হাওলাদার সেকেন্দারের নেতৃত্বে পুলিশ ধর্ষক মারুফ ও বাহারকে গ্রেপ্তার করে। ধর্ষিতাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর নবেম্বর মাসে উপজেলার উত্তর গোপালপুর গ্রামে একই রাতে ছয়জন সংখ্যালঘু গণধর্ষণের শিকার হয়।

ভোরের কাগজ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৫৫)
গাইবান্ধায় দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর

গাইবান্ধা প্রতিনিধি ঃ গাইবান্ধা সদর উপজেলার খোলাহাটী ইউনিয়নের রথেরবাজারে গত শুক্রবার গভীর রাতে কে বা কারা বায়োয়ারী দুর্গা মন্দিরে ঢুকে সবগুলো মূর্তি ভাঙচুর করেছে। দুর্গা প্রতিমাসহ সবগুলো মূর্তির মাথা কর্তন করে নেওয়া ছাড়াও হাত-পা ভেঙে ফেলা হয়েছে।

জেলে সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই এলাকার লোকজন জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত ৩টা পর্যন্ত মন্দির পাহারায় লোক ছিল। পরে তারা মাছ ধরতে নদীতে গেলে এই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে গতকাল সকালেই পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান এবং স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মূর্তি ভাঙচুরের বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় গাইবান্ধা সদর থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

আজকের কাগজ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৫৬)
বাগেরহাটে মন্দিরে হামলা প্রতিমা ভাঙচুর

প্রথম আলো ডেস্ক ঃ বাগেরহাটে সন্ত্রাসীরা মন্দিরে হামলা চালিয়ে আটটি দেবদেবীর প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। গত বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটেছে।

বাগেরহাট প্রতিনিধি জানান, জেলার কচুয়া উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসীরা রাতের অন্ধকারে গৌরাঙ্গ বৈদ্য নামে এক ব্যক্তির নিজস্ব মন্দিরে স্থাপিত আটটি বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা ভেঙে দিয়েছে। এ ঘটনায় থানায় জিডি করায় সন্ত্রাসীরা গৌরাঙ্গ ও তার ছেলে উদয় বৈদ্যকে মারধর করে জখম করে। আহত উদয়কে গত শুক্রবার কচুয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, কচুয়ার ছিটাবাড়ি গ্রামের গৌরাঙ্গ বৈদ্যের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী সদর উপজেলার পার নওয়াপাড়া গ্রামের জনৈক কামাল খানের পরিবারের জমি নিয়ে মামলা রয়েছে। এরই জের ধরে গৌরাঙ্গর পরিবারকে কামাল খানের ছেলে ও তাদের সহযোগীরা বিভিন্নভাবে হয়রানি করে আসছিল।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে সন্ত্রাসীরা গৌরাঙ্গের বাড়িতে গিয়ে আটটি দেবদেবীর প্রতিমা ভাঙচুর করে। গৌরাঙ্গ এ ব্যাপারে থানায় একটি জিডি করলেও প্রাণভয়ে কারো নাম উল্লেখ করেনি। কিন্তু তাতেই ক্ষিপ্ত হয় প্রতিপক্ষ। তারা গত বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিমা ভাঙচুরকারীদের ধরা হয়েছে বলে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে গৌরাঙ্গ ও উদয়কে পার নওয়াপাড়া গ্রামে ডেকে নিয়ে মারধর করে আহত করে।

প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৫৭)
নেত্রকোনায় বোমা মেরে পূজা মণ্ডপ উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে মৌলবাদীরা

নেত্রকোনা, ২৯ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নেত্রকোনায় আসন্ন দূর্গাপূজার মণ্ডপ বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে মৌলবাদীরা। স্থানীয় পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতির কাছে লেখা চিঠিতে এ হুমকি দেয়া হয়।

জানা যায়, নেত্রকোনা জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও স্থানীয় পাটপট্টি পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি এডভোকেট সিতাংশু বিকাশ আচার্যের কাছে ডাকে একটি চিঠি আসে। হরকাতুল জেহাদ-আন্ডারগ্রাউন্ড, নেত্রকোনা একশন গ্রুপের নামে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, "আপনার এলাকায় মূর্তিপূজা করা হলে বোমা হামলা চালানো হবে এবং এতে অনেক লোক হতাহত হবে।" চিঠিতে আরও বলা হয়, "পূজা মণ্ডপে পুলিশের প্রহরা বসিয়ে কোন লাভ হবে না। আমাদের কমান্ডোরা দক্ষ ও চোরাগোপ্তা হামলায় পারদর্শী। আমরা শহরের গুরুত্বপূর্ণ ভবন মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারি।" এ ব্যাপারে এডভোকেট

সিতাংশু বিকাশ আচার্য্য জানান, চিঠির ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। আরও একজন সদস্যের নামে এ ধরনের চিঠি এসেছে বলে তিনি জানান। এতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। পূজা উদযাপন পরিষদ জেলা প্রশাসকের কাছে নিরাপত্তা দাবি করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০২

(১২৫৮)
ধামরাইয়ে সংখ্যালঘু প্রবাসীর স্ত্রীকে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন, বাড়ি-ভিটা থেকে উচ্ছেদ

দীপক চন্দ্র পাল, ধামরাই থেকে ঃ স্বামীর অবর্তমানে বাড়িঘর দখল ও লুটপাট করেই ক্ষান্ত হয়নি সন্ত্রাসীরা। তারা পরিবারের দুই সদস্য গৃহবধূ আদুরী বালা বিশ্বাস ও তার দেড় বছরের পুত্র পলাশকেও মারধর করে গুরুতর আহত করেছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের পর আদুরী শিশু সন্তান পলাশকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে তার পিত্রালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এ ঘটনায় ঢাকায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা হয়েছে।

জানা যায়, ধামরাই উপজেলার কুল্লা গ্রামের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস গত তিন বছর ধরে সৌদী আরবে কর্মরত। বাড়িতে থাকে তার স্ত্রী আদুরী বালা ও শিশু পুত্র পলাশ। তার অবর্তমানে প্রতিবেশী প্রভাবশালী কুদ্দুস তার দুই ছেলে লিটন ও জাহাঙ্গীর এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা দীর্ঘদিন ধরে আদুরীকে হুমকি ধামকি দিয়ে আসছে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। বাড়ি ছেড়ে না গেলে নিদারাবাদ হত্যাকাণ্ডের মতো পরিণতি তাদেরও হবে বলে জানায়। এরই জের ধরে গত ১২ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় কুদ্দুস বাহিনী হামলা করে আদুরীর বাড়িতে। তারা আদুরীর কোল থেকে তার শিশুপুত্র পলাশকে কেড়ে নিয়ে মাটিতে আছাড় মারে। আদুরীকেও বিবস্ত্র করে চুল ধরে টানা হেঁচড়া করে এবং বেদম প্রহার করে।

স্থানীয় এলাকাবাসী শ্যামল সরকার নূর হোসেন, রতন মণ্ডল, যুগল মণ্ডলসহ অনেকে এসে আদুরীকে উদ্ধার করে। আহত আদুরী তার পলাশ কোথায়, পলাশ কোথায় বলে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় শিশু পলাশকে উদ্ধার করে। তারা মা-ছেলেকে প্রথমে নিয়ে যায় ধামরাই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। সেখানকার চিকিৎসকরা না রাখায় নিয়ে যাওয়া হয় সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাদেরকে নিয়ে ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিকেলে। মায়ের জ্ঞান তাড়াতাড়ি ফিরলেও শিশু পলাশের জ্ঞান ফিরে তিন দিন পর। এদিকে পুরো বাড়ি ঘর দখল করে নিয়ে লুটপাট চালায় কুদ্দুস বাহিনী। হাসপাতাল থেকে এসে নিজ বাড়িতে উঠতে না পেরে আদুরী শিশু সন্তানকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী গাওয়াইল গ্রামে তার পিতা গোবিন্দের বাড়িতে।

আদুরী ও পলাশ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় আদুরীর পক্ষ থেকে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি পিটিশন মামলা দায়ের করা হয়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান একই দিন ধামরাই থানায় উক্ত মামলাটি আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু পুলিশ ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মামলার তদন্ত করেনি বলে জানা গেছে।

এদিকে গত ২০ সেপ্টেম্বর আদুরীর ভাই গোপাল বিশ্বাস ২ জন লোক নিয়ে আদুরীর স্বামীর বাড়ি কুল্লা যায়। তারা তার বোনের ঘরের যাবতীয় মালামাল উদ্ধার করার উদ্যোগ নিলে কুদ্দুস বাহিনী তাদেরকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করে। তারা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর কুল্লাগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গাওয়াইল গ্রামের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আদুরীর স্বামী প্রাণকৃষ্ণের বাবা সন্তোষ চৌকিদার কুল্লা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তার ৪০ শতাংশ বাড়ি ও জমি ছেলে প্রাণকৃষ্ণের নামে লিখে দেন। পরবর্তী সময়ে প্রভাবশালী কুদ্দুসের ভয়ে তিনি ভারতে চলে যান। তখন কুদ্দুস মিয়া কতিপয় কুচক্রীকে নিয়ে প্রাণকৃষ্ণদের জায়গা জমি দখলের পাঁয়তারা চালায় এবং বলে বেড়ায় সে তার বাবার কাছ থেকে জমি কিনেছে। সে যে কোনো ভাবে তার জায়গা দখল করে নেবে বলে হুমকি দেয়।

এ ব্যাপারে কুল্লা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান দুলালুর রহমানের সঙ্গে এ প্রতিবেদকের কথা হয়। তিনি বলেন অত্যন্ত লোভী ও খারাপ প্রকৃতির লোক এই কুদ্দুস ও তার ছেলেরা। এলাকায় কেউ তাদের পছন্দ করে না। আদুরী ও তার দেড় বছরের শিশুর উপর যে পৈচাশিক হামলা হয়েছে এ জন্য কুদ্দুস ও তার ছেলেদের বিচার হওয়া উচিত। গত ২৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে ঘটনাস্থল আদুরীর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় তার বসত ঘরে তালা দিয়ে রেখেছে কুদ্দুস বাহিনী। কয়েকজন সাংবাদিক কুদ্দুসের বাড়িতে গেলে সেখানে কোনো পুরুষ লোককে পাওয়া যায়নি। তবে কুদ্দুসের ছেলে জাহাঙ্গীরের কলেজ পড়ুয়া স্ত্রী রোকসানা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আদুরীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে স্বীকার করে তার বাড়িটিও দেখিয়ে দেন তবে আর কিছু জানেন না বলে জানান। সরজমিন তদন্তকালে দেখা যায়, আদুরীর বাড়ির ঘরের দরজা সংলগ্ন করে প্রায় পুরো বাড়ি বেড়া দিয়ে রেখেছে কুদ্দুস। আদুরীর চলাফেরা করার কোনো জায়গা নেই, তাকে কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে।

এলাকা পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের বহনকারী রিকশা চালক মিলন খাঁ জানালেন কুদ্দুস খুব খারাপ লোক, তার বিচার হওয়া উচিত। তিনি সাংবাদিকদের আরো বলেন এ নিয়ে বিগত দিনে কুল্লা ইউপি ভবনে এক বিচার সালিসও হয়েছে। সালিসে গণ্যমান্যদের রায়ে কুদ্দুসকে পুরো বাড়ির দখল ছেড়ে দিতে বলা হয়। তবে কুদ্দুসকে আদুরীর স্বামী প্রাণকৃষ্ণ ১৬ শতাংশ জায়গা দেবে এবং এর বিনিময়ে কুদ্দুস প্রাণকৃষ্ণকে ৬০ হাজার টাকা দেবে বলে এ সালিসে সিদ্ধান্ত হয়। তা ছাড়া বাড়িতে কোনো ঝামেলা করবে না বলে সকলের সামনে কুদ্দুস স্বীকার করে। এরপর ধুরন্ধর কুদ্দুস এম এ ওয়াহিদ (মাস্টার) নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছে প্রাণকৃষ্ণকে দেওয়ার জন্য ৩০ হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করে। কিন্তু চেক নিয়ে সোনালী ব্যাংকে গেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তা ভুয়া বলে জানায়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আরো জানায় যে ১৯৯৪ সাল থেকে তার হিসাব স্থগিত রয়েছে এবং তাতে কোনো টাকা নেই।

পরবর্তী সময় জায়গা দখলের পাশাপাশি পুরো বাড়ি দখলে নেওয়ার জন্য স্বামীর অবর্তমানে আদুরীদের নানারকম অত্যাচার করে ও হুমকি দিতে থাকে ঐ সন্ত্রাসী কুদ্দুসের দুই ছেলে লিটন ও জাহাঙ্গীর এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। তারা গত ১২ সেপ্টেম্বর এই পরিবারটির ওপর চালায় পৈচাশিক অত্যাচার। আদুরী বালা জানায়, রাত ৮টার দিকে সে তার সন্তানকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমাতে যায়। এ সময় সন্ত্রাসী কুদ্দুস, লিটন, জাহাঙ্গীর ও অন্যরা একযোগে হামলা করে। কুদ্দুস নির্দেশ প্রদান করে পলাশকে মেরে ফেরার। পলাশকে তারা এক পর্যায়ে আছাড় মারে। সঙ্গে সঙ্গে সে অজ্ঞান হয়ে পড়লে সন্ত্রাসীরা মরে গেছে ভেবে তাকে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে। তাকেও বিবস্ত্র করে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে বেধড়ক পেটায়। এ সময় তার আচিৎকারে লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে মেডিকেলে পাঠায়।

এ ব্যাপারে কথা হয় এলাকার ঝন্টু সরকার, মোঃ ওয়াহিদ, গোপাল, আদুরীর বাবা গোবিন্দ বিশ্বাস এর সঙ্গে। ওয়াহিদ মাস্টার জানান, কুদ্দুস একজন লোভী ও সন্ত্রাসী লোক, সে এলাকার সংখ্যালঘুদের ওপর জোর জুলুম চালিয়ে বাড়ি দখল করে নিতে ব্যস্ত। আদুরীর বাবা, ভাই, এলাকাবাসী এই সন্ত্রাসী বাহিনীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে।

ভোরের কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০২

অক্টোবর-২০০২

(১২৫৯)
পার্বতীপুরে মনসা দেবী মন্দিরের পুরোহিতকে উড়োচিঠি ॥ ৫০ হাজার টাকা দাবি

পাবর্তীপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর, সংবাদদাতা ঃ স্থানীয় মনসা দেবী মন্দিরের পুরোহিত রামলাল বাবুর কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে কে বা কারা উড়োচিঠি দিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে ডাকে এই চিঠি দেয়া হয়। সোমবার টাকা পরিশোধের শেষ দিন। চিঠিতে বলা হয়, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এই টাকা তার (রামলাল) বাড়িসংলগ্ন রেললাইনের আউটার সিগন্যালের নিচে রেখে আসতে হবে। অন্যথায় তাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। এ নিয়ে তার গোটা পরিবার আতঙ্কে রয়েছে। রবিবার এ ব্যাপারে পার্বতীপুর থানায় জিডি করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০২

(১২৬০)
বিএনপি ক্যাডার ও প্রভাবশালীদের মদদ
বরিশালে প্রকাশ্যে হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদ করে পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ঃ নগরীর ঝাউতলা এলাকায় এবার প্রকাশ্য দিবালোকে এক হিন্দু শিক্ষকের পরিবারকে উচ্ছেদ করে দখল করা হয়েছে পরিত্যক্ত হিন্দু সম্পত্তি। এর নেপথ্যে ছিল সরকারী দলের ক্যাডার ও প্রভাবশালীদের মদদ। এমনকি নীরব ছিল পুলিশও। সরকার পক্ষ থেকে এই সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি দাবি করা হলেও দখলকারীরা দাবি করেছে তারা এ সম্পত্তির ক্রয়সূত্রে মালিক। ঐ পরিবার প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ঐ বাড়িতে বসবাস করে আসছে। শনিবার এ ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ সম্পত্তি উদ্ধারের কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। এ ঘটনায় এলাকায়, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এ তথ্য স্থানীয় একাধিক সূত্র জানিয়েছে। নগরীর ঝাউতলা প্রথম গলি এলাকায় নয় শতাংশ জমির ওপর টিনশেড বাড়িতে বসবাসকারী এ বাড়ির মূল মালিক দেশ বিভাগের সময় এ সম্পত্তি ফেলে চলে যায়। পরবর্তীতে এ বাড়িতে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক নারায়ণ সমাদ্দার তাঁর পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। এ পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাড়ি ত্যাগের সময় দেশত্যাগী পরিবারটি এ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁদের ওপর অর্পণ করে যায়। এরপর থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ঐ পরিবারটি এ বাড়িতে বসবাস করে আসছে। এ পর্যায়ে ষাটের দশকে প্রতিবেশী মাহবুব গং এ বাড়িটি নিলাম খরিদ সূত্রে ঐ বাড়ির মালিক বলে নিজেদের দাবি করে। অন্যদিকে শিক্ষক নারায়ণ সমাদ্দারের পরিবারও এই বাড়ি ডিক্রি মূলে মালিক বলে দাবি করে আদালতে যান। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে মামলা মোকদ্দমার এ পর্যায়ে উচ্চ আদালতের রায় মাহবুব গংয়ের পক্ষে যায়। এরপর থেকেই তারা নারায়ণ সমদ্দারের পরিবারকে উচ্ছেদ করে সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা চালায়। ইতোমধ্যে প্রায় দেড় মাস আগে সরকারের পক্ষ থেকে এ সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি দাবি করে বরিশাল সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মামলা দায়ের করে। এ মামলার কারণে কোন পক্ষের মালিকানা চূড়ান্তকরণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নিলামে ক্রয়সূত্রে মালিক বলে দাবিদার মাহবুব গং এ মামলার তোয়াক্কা না করেই শক্তি প্রয়োগ করে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করে। শনিবার তারা

বিএনপির ক্যাডার ও প্রভাবশালীদের মদদে নারায়ণ সমদ্দারের স্ত্রী ও ছেলেকে বাড়ি থেকে জোর করে বের করে দিয়ে বাড়ি দখলে নেয়। এ সময় উচ্ছেদকারীদের পক্ষে বিএনপি সমর্থিত ক্যাডারদের উপস্থিতি স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ফলে তারা প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি। এ ব্যাপারে নারায়ণ সমদ্দারের পক্ষ থেকে বরিশাল কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি বলে ঐ পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার বিএনপি নেতা শাহ আমিনুল ইসলাম উচ্ছেদের সত্যতা স্বীকার করে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বহুবার সমঝোতার চেষ্টা করা হয়েছে মামলায় জয়ী পক্ষের পক্ষ থেকে। কিন্তু সেখানে বসবাসকারী সমদ্দার পরিবার তা মেনে নিতে চায়নি। দখলকারীদের পক্ষে বলা হয়েছে, তারা উচ্চ আদালতের রায় পেয়ে বৈধভাবেই বাড়ির দখল নিয়েছে। এদিকে অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ক সরকার পক্ষের আইনজীবী শান্তি রঞ্জন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তিনি এ দখলের বিরুদ্ধে আইনের প্রতিকার চাইবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে বরিশালে গত এক মাসে দু'টি শিক্ষক পরিবারকে উচ্ছেদ করে অর্পিত সম্পত্তি দখল করা হয়েছে। হুমকির মুখে রয়েছে এক ভাষাসৈনিকের পরিবার। গুজব রয়েছে এসবের নেপথ্য রয়েছে বিএনপির প্রভাবশালীদের স্বার্থ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০২

(১২৬১)
ফেনীতে মার্কেটে সন্ত্রাসী হামলা স্বর্ণের দোকান লুট

ফেনী প্রতিনিধি ঃ শহরের প্রাণকেন্দ্র কলেজ রোডে অবস্থিত জেলার বিলাসবহুল বিপনিকেন্দ্র শহীদ হোসেন উদ্দিন বিপনি বিতানে গত রোববার রাত ৮টায় একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী বোমা ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ২টি সোনার দোকান লুট করেছে। সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় ও ছুরিকাঘাতে দোকান দুটির মালিকসহ প্রায় ১১ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রোববার রাত ৮টায় ৭/৮ জনের একটি সন্ত্রাসী দল বিপনি বিতানটির দোতলায় উঠে পরপর কয়েকটি হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সময় পুরো বিপনি বিতানটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আতঙ্কগ্রস্ত দোকানিরা দোকানের শাটার ফেলে প্রাণভয়ে দৌড়াতে থাকে। এ সময় সন্ত্রাসীরা অলঙ্কার জুয়েলার্স ও আপন জুয়েলার্সের ভেতরে ঢুকে প্রায় দেড় শতাধিক ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট করে বোমা ফাটাতে ফাটাতে স্থান ত্যাগ করে। এ ছাড়াও সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় রবি ফ্যাশন ও সফি ইলেকট্রনিক্স নামীয় দুটি প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সন্ত্রাসীদের বোমা হামলা ও ছুরিকাঘাতে অলঙ্কার জুয়েলার্সের মালিক রণধির বণিক ও আপন জুয়েলার্সের মালিক আশীষ বণিক ও দোকান দুটোর কর্মচারীসহ প্রায় ১১ জন আহত হয়। আহতদের কয়েকজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা হামলায় দুটি সোনার দোকানের ডেকোরেশনের কাঁচ ভর্তি আলমারিগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। দোকান দুটোর অভ্যন্তরে রক্তের ছাপ দেখা যায়। বিপনি বিতানের একজন ব্যবসায়ী জানান, সন্ত্রাসীরা স্বর্ণের দোকান দুটোর ক্যাশও লুট করে।

ভোরের কাগজ, ১ অক্টোবর ২০০২

(১২৬২)
গুরুদাসপুরে আদিবাসী পল্লীতে হামলা ভাঙচুর, গ্রেপ্তার ২

গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি ঃ নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার চাপিলা ইউনিয়নের ধানুড়া গ্রামের আদিবাসী পল্লীতে গত রোববার গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী সশস্ত্র হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং তিন তরুণীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। হামলার প্রতিবাদ করলে নিরঞ্জন ও শুকদেব নামের দুই যুবককে সন্ত্রাসীরা বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে গত সোমবার শতাধিক আদিবাসী গুরুদাসপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস ঘেরাও করলে পুলিশ সন্ধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সাহেব আলী ও হাতেম আলী নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষে শিবলাল পাহান ২০-২৫ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছে। গ্রেপ্তারকৃতদের গতকাল মঙ্গলবার কোর্টে চালান দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় জানা যায়, টেলিভিশন চালানোর একটি ব্যাটারি নিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে ওই এলাকার সাইফুল ইসলাম, হাতেম এবং সাহেব আলীর বিরোধ ছিল। বিষয়টি রোববার রাতে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আদুস সালামের মধ্যস্থতায় মীমাংসা হলেও সন্ত্রাসীরা সালিস উপেক্ষা করে গভীর রাতে আদিবাসী পল্লীতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা শিবলাল পাহান, তার ছেলে নিরঞ্জন ও জামাতা শুকদেবসহ আরো কয়েকজনের ঘরে হামলা চালায় ও ভাঙচুর করে এবং তাদের ঘরে ঢুকে নববধূ শ্যামলী, সূর্যমণি ও সবেদাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

এ সময় সন্ত্রাসীরা নিরঞ্জন (২৫) ও শুকদেবকে (৩০) মারধর করে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে একটি বাড়িতে আটকে রাখে। সোমবার সকালে বিএনপি নেতা আবদুস সালামের জিম্মায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

আদিবাসী নেতা রামনাথ জানান, এসব সন্ত্রাসী দীর্ঘদিন ধরেই আদিবাসীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি ও নির্যাতন করে আসছে। এ ঘটনার পর তা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। স্থানীয়রা তাদের কোনো কাজে নিচ্ছে না। ফলে তারা কর্মহীনতায় অনটনের মধ্যে পড়েছে। মামলা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে আদিবাসীরা।

ইউএনও মুনশী শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ জানান, আদিবাসীদের পুনর্বাসনসহ সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা দেওয়া হবে। হামলার ঘটনায় স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিন্দা জ্ঞাপন করেছে।

প্রথম আলো, ২ অক্টোবর ২০০২

(১২৬৩)
৫ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে ব্যবসায়ীকে অপহরণ, মারধর

নোয়াখালী প্রতিনিধি ঃ রামগঞ্জের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা ৫ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে চাটখিলের শাহাপুর বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী গণেশ চন্দ্র কুরীকে (৩৮) রোববার রাতে অপহরণ করে নিয়ে যায়। রাতেই পুলিশের তৎপরতার খবর পেয়ে সন্ত্রাসীরা তাকে বেদম মারধর করে সোমবার সকালে রামগঞ্জের ভাটিয়ালপুর এলাকায় ছেড়ে দেয়। গুরুতর আহত ব্যবসায়ী গনেশ চন্দ্র কুরী চাটখিল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার রাত ৯টার সময় একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী একটি ট্যাক্সিযোগে শাহাপুর বাজারে আসে। তারা বাজারের শিল্পালয় (স্বর্ণের দোকান)-এর

মালিক গনেশ চন্দ্র কুরীকে অস্ত্রের মুখে দোকান থেকে ট্যাক্সিতে তুলে রামগঞ্জের দিকে চলে যায়। সোমবার সকালে আহত অবস্থায় গনেশকে ভাটিয়ালপুর এলাকায় পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ী গনেশ চন্দ্র কুরী জানান, সন্ত্রাসীরা তাকে ট্যাক্সিতে তুলে তার চোখ বেঁধে ফেলে। প্রায় আধাঘণ্টা যাওয়ার পর ট্যাক্সি থামিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় তাকে অনেকদূর হাঁটিয়ে একটি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে আটক করে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা তাকে কিল ঘুষি মারে এবং বেত্রাঘাত করে আহত করে। এ পর্যায়ে ভোর রাতে সন্ত্রাসীরা পুলিশের তৎপরতার খবর পেয়ে তাকে পুনরায় চোখ বেঁধে অনেক দূর এনে রাস্তায় ফেলে যায়। ভাটিয়ালপুর গ্রামের লোকজন তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে চাটখিল থানায় মামলা হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ২ অক্টোবর ২০০২

(১২৬৪)
অপহরণের ৯ দিন পরও স্কুলছাত্রী হ্যাপি উদ্ধার হয়নি

সুনামগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অপহরণের ৯ দিন পরও স্কুলছাত্রী হ্যাপিকে উদ্ধার করা যায়নি, তাহিরপুর থানা পুলিশ এখন পর্যন্ত হ্যাপির কোন সন্ধান পায়নি।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জেলার তাহিরপুর থানার উত্তর বাদাঘাট ইউনিয়নের গড়কাটি গ্রামের মৃত গোপেশ চন্দ্র রায়ের ৫ মেয়ের মধ্যে সবার বড় হ্যাপি রায় বাদাঘাট হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। গোপেশ চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর সংখ্যালঘু পরিবারের বিধবা গীতা রায় তার নাবালিকা মেয়েদের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করছিলেন। ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ৯টায় উত্তর বাদাঘাট ইউনিয়নের খাগড়া গ্রামের আকিকুল মিয়া, সফিকুল মিয়া, কালু মিয়া, ইল্লাছ মিয়া ও আলকাছ মিয়া হ্যাপির বাড়িতে ঢুকে তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে। হ্যাপির মা গীতা রায় চিৎকার দিলেও সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। পরবর্তীতে গীতা রায় তাহিরপুর থানার সাহায্য-সহযোগিতা চেয়েও ব্যর্থ হন। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুক্তভোগী গীতা রায় তাহিরপুর ১ম শ্রেণীর আমল গ্রহণকারী হাকিম আদালতে উপরোক্ত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা দায়ের করেছেন।

সংবাদ, ৩ অক্টোবর ২০০২

(১২৬৫)
খুলনার রূপসায় প্রতিমা ভাঙচুর ॥ সংখ্যালঘুদের মধ্যে ক্ষোভ

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ জেলার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ পূজামণ্ডপে নির্মাণাধীন দুর্গা প্রতিমা মঙ্গলবার রাতে কে বা কারা ভাঙচুর করেছে। ঘটনা জানাজারি পর রূপসা অঞ্চলের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ, ৩ অক্টোবর ২০০২

(১২৬৬)
ময়মনসিংহের ফুলপুরে প্রতিমা ভাঙচুর

ময়মনসিংহ অফিস ও ফুলপুর প্রতিনিধি ঃ ফুলপুর উপজেলার কামারিয়া ইউনিয়নের কামারিয়া বাজারে গত মঙ্গলবার রাতে একদল দুর্বৃত্ত দুর্গোৎসব উপলক্ষে নির্মিত প্রতিমা ভাঙচুর করেছে।

রাত ১২টার পর একদল দুর্বৃত্ত কামারিয়া বাজারে কালীঘরের সামনে রক্ষিত অসুর ও সরস্বতী প্রতিমা দুটি ভাঙচুর করে চলে যায়। ফুলপুর উপজেলার তারাকান্দা থানার দারোগা আঃ জলিল গতকাল বুধবার বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর ২০০২

(১২৬৭)
রিক্সাচালকের স্ত্রীকে ধর্ষণ ও অপহরণে বাধা দেয়ায় রুষ্ট সন্ত্রাসীদের হামলা ঃ কুড়িগ্রামে দুই সংখ্যালঘু গ্রাম কার্যত অবরুদ্ধ

রাজু মোস্তাফিজ, কুড়িগ্রাম থেকে ঃ দরিদ্র রিক্সাচালকের স্ত্রীকে ধর্ষণ ও অপহরণ করার চেষ্টায় বাধা দিতে গিয়ে কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলায় দুই গ্রামের ৯৫টি সংখ্যালঘু পরিবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাধা দেয়ার সময় দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে একজন মারাত্মক আহত হয়ে উলিপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুধু তাই নয়, হাটে গিয়েও এসব পরিবারের লোকজন দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছে। এতেও একজন মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এসব পরিবারের লোকজন গ্রাম থেকে বেরুতে পারছে না। ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আসন্ন দুর্গাপূজার প্রস্তুতি নিলেও শেষ পর্যন্ত এ পরিবারগুলো তা করতে পারবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঐ এলাকায় কার্যত এখন উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এ নিয়ে বুধবার উলিপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী রাজারহাট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মামলা রেকর্ডের পরপর মামলার তদন্তকারী দারোগা ঘটনাস্থলে যান। অভিযোগে প্রকাশ, উলিপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১২ কি. মি. দূরবর্তী দলদলিয়া ইউনিয়নের মহাদেব গ্রামের দরিদ্র রিক্সাচালক দোলন চন্দ্র মোহন্ত (২৭)-এর স্ত্রী এক সন্তানের জননী স্বপ্নারানীকে প্রায় এক বছর থেকে পাশ্ববর্তী রাজারহাট উপজেলার নাজিমখান ইউনিয়নের রাঘব গ্রামের সফিউদ্দিনের পুত্র আনোয়ারুল (৩০) উত্যক্ত করে আসছিল। এ নিয়ে প্রায় ৭ মাস পূর্বে গ্রাম্য সালিশও অনুষ্ঠিত হয়। সালিশে আনোয়ারুল ক্ষমা চেয়ে আর উত্যক্ত করবে না বলে অঙ্গীকার করেছিল। কিছুদিন আগে রিক্সাচালক স্বামী ঢাকায় গেলে পুনরায় আনোয়ারুল তাকে উত্যক্ত করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গত ২৮ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে স্বপ্নার বাড়িতে গিয়ে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় স্বপ্নার চিৎকারে দেবর ভোলানাথ ও এলাকাবাসী এসে আনোয়ারুলকে আটক করে। এরপর আনোয়ারুলের পক্ষের লোকজন স্বপ্নাকে অপহরণের চেষ্টা করে। গ্রাম্য চৌকিদার, ৩ দফাদারসহ গ্রামবাসীদের বাধায় স্বপ্নাকে অপহরণ করতে দুর্বৃত্তরা ব্যর্থ হয়ে হুমকি দিয়ে চলে যায়। এ সময় দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে স্বপ্নার দেবর ভোলানাথ মারাত্মক আহত হয়।

কর্পুরা ও মহাদেব গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন যাতে মামলা করতে যেতে না পারে এ জন্য দুর্বৃত্তরা মঙ্গলবার কর্পুরা ও মহাদেব গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন পার্শ্ববর্তী নাজিমখানহাটে গেলে সেখানেও তাদের ওপর হামলা চালায়। সেখানে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থা বিরাজ করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ অক্টোবর ২০০২

(১২৬৮)
গাইবান্ধার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা গৌতম চন্দ্র মোদকের বাড়িসহ তিন সংখ্যালঘু বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা

গাইবান্ধা, ৩ সেপ্টেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়ার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা নাটোরে কর্মরত আনসার ভিডিপির জেলা এডজুট্যান্ট গৌতম চন্দ্র মোদকের নির্মাণাধীন বসতবাড়িতে বৃহস্পতিবার এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। ইতোপূর্বে বোনারপাড়া বাজারসংলগ্ন নিজস্ব পরিত্যক্ত জমিতে বসতবাড়ি নির্মাণ শুরু করলে উক্ত সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করে। কিন্তু গৌতম চন্দ্র মোদকের স্ত্রী মিনতী মোদক চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা উক্ত জায়গাটি জবর দখলের জন্য সেখানে একটি রাজনৈতিক দলের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়।

এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার ভানু লাল দাসের নিকট অভিযোগ জানানো হলে তার নির্দেশে সহকারী পুলিশ সুপার "বি" সার্কেল ঘটনাস্থল তদন্ত করে এবং তার হস্তক্ষেপে সন্ত্রাসীরা সাইনবোর্ড সরিয়ে নেয়। এরপর পুনরায় নির্মাণ কাজ শুরু করলে গৌতম চন্দ্র মোদকের অনুপস্থিতির সুযোগে সন্ত্রাসীরা সকাল ১০টায় প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মাণাধীন বসতবাড়িতে হামলা চালায় এবং নির্মাণসামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে যায়। গৌতম চন্দ্র মোদক জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে টেলিফোনে অভিযোগ জানান। এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার এ সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ খবর লেখা পর্যন্ত এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি।

এ ছাড়া সাদুল্লাপুর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনয়নের দশালিয়া গ্রামের মৃত দেবেন চন্দ্র বিশ্বাসের স্ত্রী অর্চনা রানীর শিশুপুত্র দীপক চন্দ্রের ওপর কতিপয় সন্ত্রাসী ড্যাগার নিয়ে হামলা চালায়। এছাড়া সন্ত্রাসী সাইদুর রহমান একই গ্রামের মলয় লাহিড়ীর ওপর হামলা করে এবং তার বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও বিষ প্রয়োগ করে পুকুরের মাছ মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এসব ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করে কোন কাজ হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০২

(১২৬৯)
বামনায় আওয়ামী লীগ কর্মীর লাশ উদ্ধার

বরগুনা প্রতিনিধি ঃ বরগুনার বামনা উপজেলার হলদা নদীর চর থেকে গত ১ অক্টোবর রাতে গ্রামবাসী প্রাণকৃষ্ণ (৪২) মিস্ত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে। উপজেলার বুকাবুনিয়া ইউনিয়নের লতাবুনিয়া গ্রামের যতীশ চন্দ্র মিস্ত্রীর ছেলে নিহত প্রাণকৃষ্ণ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সমর্থিত প্রার্থীদের সঙ্গে তার বিরোধ চলে আসছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি আর ফিরে আসেননি। এ ব্যাপারে বামনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজকের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০২

(১২৭০)
মহাদেব গ্রামে এবার কি দুর্গাপূজা হবে না?

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ঃ মহাদেব গ্রামে এবারে কি দুর্গাপূজা হবে না? এ শঙ্কা এখন এ গ্রামটির গোটা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক মহল ও কতিপয় দুর্বৃত্ত গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলোকে অবরুদ্ধ করে রাখায় মন্দিরে প্রতীমা বানানোর কাজ বন্ধ রয়েছে। বছরের প্রধান এ উৎসবের সমস্ত আয়োজন প্রায় পণ্ড হয়ে যাওয়ায় সেখানে এখন প্রবল হতাশা। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় দুর্বৃত্তরা প্রকাশ্যে লাঠিসোঁটা নিয়ে

গ্রামটিতে হামলা চলিয়ে ১৩ জনকে জখম করেছে। বর্তমানে গ্রামটির দেড়'শ হিন্দু পরিবার চরম নিরপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে।

সরজমিন গ্রামটি ঘুরে জানা যায়, উলিপুর উপজেলার দলদলিয়া ইউনিয়নের মহাদেব গ্রামের হিন্দুপাড়ায় গত শনিবার রাত আনুমানিক ১০/১১টার দিকে লম্পট আনোয়ারুল প্রতিবেশী দোলন চন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীকে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে টিনের ঘরে শব্দ করে তাকে জাগিয়ে তোলে। এতে গৃহকর্ত্রীর সন্দেহ হলে তার শাশুড়ি ও দেবরকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে দরজা খোলে। দরজা খোলামাত্র দুর্বৃত্ত আনোয়ারুল গৃহকর্ত্রীটিকে জাপটে ধরে ঘরের পিছনে নিয়ে যায়। প্রায় ১৫ মিনিট ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে গৃহকর্ত্রী শাশুড়ি ও দেবর ভোলানাথের সহযোগিতায় আনোয়ারুলককে আটক করে গ্রামবাসীর সামনে নিয়ে যায়। এ খবর দুর্বৃত্তদের এলাকায় পৌঁছুলে তার সাঙ্গপাঙ্গরা ঐ রাতেই সংখ্যালঘু গ্রামবাসীদের মাঝ থেকে আনোয়ারুলকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় দেখে নেবে বলে হুমকিও দিয়ে যায়। ধস্তাধস্তির সময় আনোয়ারুলের ছুরির আঘাতে দেবর ভোলানাথ (২৩) গুরুতর আহত হলে তাকে উলিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে মারাত্মক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

এদিকে এ পরিবারটির গৃহকর্তার অনুপস্থিতির কারণে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় গত মঙ্গলবার ৯ জনকে আসামি করে উলিপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলা দায়ের করার খবর দূর্বৃত্তদের কাছে পৌঁছলে তারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঐ গ্রামের সংখ্যালঘুরা নাজিম খাঁন হাট থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাড়ির কাছে একটি বাজারে পৌঁছুলে দুর্বৃত্ত আনোয়ারুল, সেকল, মুকুল, সাজু, সুজা, বাদশা আলম, শাহআলম, হারুন ও মোহাম্মদ আলী একে একে ঐ গ্রামের ১২ জনের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। বাজারের অনেকেই সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের দৃশ্য দেখলেও দুর্বৃত্তদের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। এ ছাড়াও ঐদিন উলিপুর থেকে মামলা করে ফেরার সময় দুপুরবেলা জুম্বারপাড় নামক স্থানে নরেন্দ্র মাস্টার, বুদু ও তপন দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হন। বর্তমানে দুর্বৃত্তদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার মৃণাল (২৪) উলিপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এলাকাবাসী জানিয়েছে, গ্রামটির চারদিকে দুর্বৃত্তরা ঘেরাও করে রাখায় তারা গত সোমবার থেকে হাট-বাজারে যেতে পারছে না। মহাদেব গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ অভিযোগ করেন, 'আমরা ঘর থেকে বের হতে পারছি না। এ অবস্থায় আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব আমরা কিভাবে উদযাপন করবো তা নিয়ে চিন্তিত রয়েছি।' এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, সেখানে গত ৩ দিন থেকে প্রতিমা তৈরির কাজ বন্ধ রয়েছে।

ভোরের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০২

(১২৭১)
সাতক্ষীরায় চিংড়ি ব্যবসায়ী এসিডদগ্ধ, গ্রেপ্তার ২

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার সখিপুর গ্রামে গতকাল শুক্রবার রণজিৎ ঘোষ নামে এক চিংড়ি পোনা ব্যবসায়ী এসিডদগ্ধ হয়েছেন। মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর ২০০২

(১২৭২)
লোহাগড়ায় পিটিয়ে যুবক হত্যা

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ জেলার লোহাগড়া উপজেলার আধুনগর গ্রামে বাপ্পী বড়ুয়া (২৮) নামে এক যুবককে স্থানীয় একদল সন্ত্রাসী পিটিয়ে হত্যা করেছে। গতকাল শুক্রবার বিকালে এ ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর, ৫ অক্টোবর ২০০২

(১২৭৩)
ঠাকুরগাঁও চিনিকলের শ্রমিক খুন

ঠাকুরগাঁও, ৪ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঠাকুরগাঁও চিনিকলের নরোত্তম মালাকার নামে এক শ্রমিক খুন হয়েছে। নিখোঁজের ২ দিন পর পুলিশ তার লাশ বাড়ির অনতিদূরে আখক্ষেত থেকে উদ্ধার করেছে। ঠাকুরগাঁও চিনিকলের শ্রমিক নরোত্তম মালাকার গত ১ অক্টোবর রাত ৮টায় বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু রাতে সে বাড়ি ফেরেনি। তখন থেকে নিখোঁজ নরোত্তম মালাকার। নিখোঁজ হওয়ার ২ দিন পর ৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকালে বাড়ির অনতিদূরে রহিমানপুর গ্রামের মৌভাষি কান্দরের এক আখক্ষেত থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পরনের লুঙ্গি দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

পুলিশ ধারণা করছে, টাকা-পয়সা লেনদেন নিয়ে বিরোধের জের ধরে সম্ভবত তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় মৃতের স্ত্রী হেমলা মালাকার বাদী হয়ে ঠাকুরগাঁও থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। মৃত নরোত্তম ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মাদারগঞ্জ গ্রামের কঠলু মালাকারের পুত্র।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০০২

(১২৭৪)
চাঁদা দাবিতে দাগনভূঞায় দুর্গা প্রতিমা ও আবুপুরে মন্দির ভাংচুর

ছাগলনাইয়া, ৫ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ শুক্রবার মধ্য রাতে একদল অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসী চাঁদার দাবিতে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার কেন্দ্রীয় পূজামণ্ডপের দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করেছে। এ ঘটনায় পূজা কমিটির পক্ষ থেকে দাগনভূঞা থানায় সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে ফেনী সদর থানার দক্ষিণ আবুপুর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের হরিঠাকুর মন্দিরে একদল সন্ত্রাসী হামলা করে মন্দিরের মূল্যবান আসবাবপত্র নিয়ে যায় এবং মন্দির ঘরটি ভাংচুর করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০২

(১২৭৫)
ফুলতলায় গুলি করে ১ ব্যক্তিকে হত্যা

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ জেলার ফুলতলা উপজেলার আলকা গ্রামের দেবকুমার ওরফে দেবু কুণ্ডুকে (৩২) একদল সশস্ত্র ব্যক্তি গুলি করে হত্যা করেছে। শুক্রবার রাত ২টায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, আলফা গ্রামের একদল লোকের সঙ্গে দেবু রাতে পাহারা দিচ্ছিল। এ সময় ৭/৮ সশস্ত্র ব্যক্তি দেবুকে ডেকে নিয়ে খুব কাছ থেকে গুলি করে। এর ফলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে নিহতের ভাই রাজকুমার কুণ্ডু বাদি হয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। তবে এখন পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। হত্যার কারণ সম্পর্কে এখনও সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে চিংড়ি ঘের সংক্রান্ত বিরোধের জের হিসেবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

সংবাদ, ৬ অক্টোবর ২০০২

(১২৭৬)
রামপালে বোবা কিশোরী ধর্ষিত

বাগেরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার রামপালে শুক্রবার রাতে এক বোবা কিশোরী (১৩) ধর্ষিত হয়েছে।

পুলিশ 'সংবাদ'কে জানায়, শুক্রবার সংখ্যালঘু পরিবারের প্রতিবন্ধী কিশোরীকে একই গ্রামের জিন্নাত সরদার (২৫) ধর্ষণ করে। বোবা কিশোরীর গোঙানির শব্দে তার মা ফুলি সরকার পাশের ঘর থেকে এসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে চিৎকার করলে ধর্ষক জিন্নাত সরদার পালিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে রামপাল থানায় ধর্ষণ মামলা হয়েছে।

সংবাদ, ৬ অক্টোবর ২০০২

(১২৭৭)
ধামরাইয়ে সংখ্যালঘুর বাড়ি দখলের ঘটনা
পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর তদন্ত ঃ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে ক্ষোভ

দীপক চন্দ্র পাল, ধামরাই (ঢাকা) থেকে ঃ ধামরাইয়ের কুল্লা গ্রামের সংখ্যালঘু প্রবাসী প্রাণকৃষ্ণের স্ত্রী আদুরী বিশ্বাসকে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন ও তার দেড় বছরের শিশু সন্তান পলাশকে আছড়িয়ে আহত করে বাড়িভিটা থেকে উচ্ছেদ করার ৩ সপ্তাহ পর গত ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ধামরাই থানার এসআই জিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তবে তদন্তের ৩ দিন পরও এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় এলাকার জনমনে চাপা ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গত ১২ সেপ্টেম্বর রাত ৮ টার দিকে কুদ্দুস বাহিনীর লোকজন হামলা চালায় আদুরীদের বাড়িতে। তারা আদুরীর কোল থেকে তার দেড় বছরের শিশু সন্তান পলাশকে কেড়ে নিয়ে আছাড় মেরে আহত করে। আদুরীকেও টানা -হেঁচড়া এবং এক পর্যায়ে বিবস্ত্র করে বেধড়ক পেটায়। লোকজন এসে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। গত ১৫ সেপ্টেম্বর আদুরীর লোকজন ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন। একই দিন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান মামলাটি ধামরাই থানায় প্রেরণ করেন দ্রুত তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

জানা যায়, পুলিশ অজ্ঞাত কারণে গুরুত্বপূর্ণ এ মামলাটি ২ সপ্তাহ ধরে থানায় ফাইলবন্দি করে রাখে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ভোরের কাগজে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর ওইদিন সকাল ১১টায় মামলার তদন্তে যান তদন্তকারী কর্মকর্তা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই জিয়া তদন্তকালে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিবাদীর পক্ষ হয়ে কথা বলেন। তিনি তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন ও তাদের নানা ভয়ভীতি দেখান বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় এম এ ওয়াহিদ মাস্টার, শ্রীকৃষ্ণ সরকার ও বাবুল দে সহ

অনেকেই। এ ব্যাপারে এলাকায় চাপা উত্তেজনা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। লোকজন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলার সঠিক তদন্তের দাবি করেন।

এ ব্যাপারে ধামরাই থানার ওসি আতাউর রহমান তদন্তকারী অফিসার জিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আদুরী নিজেই তার দেড় বছরের ছেলেকে আছাড় মেরেছে। অথচ এসআই জিয়া গত বুধবার ভোরের কাগজকে বলেন, আদুরীর ঘটনা সঠিক। তাকে মারধর ও ছেলেকে আছাড় মেরে আহত করা হয়েছে। কুদ্দুস আদুরীদের বাড়ি যেভাবে দখলে নিয়েছে তাও অমানবিক। তবে তিনি তার বিরুদ্ধে অশালীন আচরণ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০২

(১২৭৮)
রাউজানে সন্ত্রাসী তাণ্ডবে আতঙ্কিত এলাকাবাসী
সপ্তাহকাল ধরে সাংবাদিকসহ হামলার শিকার কয়েকটি পরিবার, খুন হয়েছে এক গৃহবধূ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ রাউজানে গত এক সপ্তাহ ধরে বিএনপি দলীয় এক বিতর্কিত রাজনীতিকের আশ্রিত সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে এলাকাবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এমন কোনোদিন নেই যেদিন সন্ত্রাসীরা স্থানীয় লোকজনের ওপর হামলা চালাচ্ছে না, চাঁদাবাজি করছে না। রাউজানে স্থানীয় সংবাদিকরাও এদের হামলার শিকার হয়েছে।

গত শনিবার দিবাগত রাতেও সন্ত্রাসীরা ডাবুয়া এলাকায় একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালিয়েছে। পরিবারের ওপর হামলা চালিয়েছে। সন্ত্রাসীদের গুলিতে খুন হয়েছেন লাকি পাল নামে এক গৃহবধূ।

জানা গেছে, একই রাতে রাউজানের নোয়াপাড়া-পথেরহাট এলাকায় সা. কা. চৌধুরীর আশ্রিত বলে অভিযুক্ত ফজল হক ও বিধান বড়ুয়ার গ্রুপ কয়েক ঘণ্টা ধরে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টির জন্য থেমে থেমে গুলিবর্ষণ করেছে। দুর্গাপূজার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই তারা এই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। গতকাল রোববার ঐ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ডাবুয়া এলাকায় গত শনিবার দিবাগত রাতে একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী জনৈক কাঞ্চন চক্রবর্তীর বাড়িতে ঢুকে ডাকাতি করে প্রায় ১ লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালঙ্কারসহ অন্যান্য মালামাল নিয়ে চলে যায়। এ সময় তারা পার্শ্ববর্তী অরবিন্দ পালের বাড়িতেও হানা দেয়। সন্ত্রাসীরা তার মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে চাইলে তার স্ত্রী লাকি পাল সন্ত্রাসীদের বাধা দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা লাকি পালকে গুলি করলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ ঘটনায় অরবিন্দ পাল বাদী হয়ে রাউজান থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

রাউজানের কয়েকজন অধিবাসী জানিয়েছেন, বিগত সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর যেভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল এখনও গত ১ সপ্তাহ ধরে একই কায়দায় হামলা-নির্যাতন চলছে।

ভোরের কাগজ, ৭ অক্টোবর ২০০২

(১২৭৯)
নেত্রকোনায় ফের দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর ॥ সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘুর বাড়ি তছনছ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ নেত্রকোনায় আবারও প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু আওয়ামী লীগ কর্মীর বসত ঘর গুঁড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

নেত্রকোনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শনিবার রাতে দুর্গাপুর পৌর এলাকার মোক্তারপাড়ায় জাগরণী ক্লাবের মণ্ডপে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে নির্মাণাধীন দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছে এবং প্রতিমার মাথা নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে নেত্রকোনা সদর উপজেলার আমতলা ইউনিয়নে গত ২২ আগস্ট ও ১৬ সেপ্টেম্বর মূর্তি ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া নেত্রকোনায় প্রতিমা পূজা করা হলে বোমা হামলা চালানোর হুমকি দিয়ে চিঠি দিয়েছে হরকত-উল-জিহাদ আন্ডারগ্রাউন্ড, নেত্রকোনা অ্যাকশন মৌলবাদী গ্রুপ সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে। এসব নানা ঘটনায় নেত্রকোনার সংখ্যালঘুরা আতঙ্কের মধ্যে আছে। এ ব্যাপারে জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা দাবি করেছে।

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলার ফতেপুর গ্রামে আওয়ামী লীগ কর্মী সংখ্যালঘু গোবিন্দ সরদারের বাড়ি সন্ত্রাসীরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে শনিবার। গত ২ জুন সন্ত্রাসী মোসলেম উদ্দিন গোবিন্দ সরদার ও তার মা সুন্দরী সরদারকে দিগম্বর করে নির্যাতন চালিয়ে বাড়ির জমি দখল করে নেয়। এই মামলায় মোসলেমসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দেয়া হলেও সন্ত্রাসীরা জামিনে বেরিয়ে এসে পুনরায় ঐ বাড়িতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা গত ৫ সেপ্টেম্বর পুনরায় গোবিন্দ সরদারের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার বসতঘর ভেঙ্গে দেয়। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করা হলেও কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি।

এ দিকে সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাড়িছাড়া গোবিন্দ সরদার ও তার মা সুন্দরী সরদার দীর্ঘদিন পরে তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য পুলিশ সুপারের কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানায় শনিবার। পুলিশ সুপার কালিগঞ্জ থানায় ওসিকে মা ও পুত্রের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নির্দেশ দেয়ার পর পরই সন্ত্রাসীরা শনিবার গোবিন্দ সরদার ও তার মায়ের বসতঘর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তারা ঘরের ভিটেমাটি কেটে ফেলে। নির্যাতিত গোবিন্দ সরদার ও তার মা বাড়িতে উঠতে গিয়ে ফিরে আসে। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করা হলেও থানা মামলা নেয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে পাওয়া যায়নি। অফিস থেকে বলা হয় তিনি খুলনায় আছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ অক্টোবর ২০০২

(১২৮০)
থানচিতে ৩ আদিবাসীকে অপহরণ ঃ মুক্তিপণ না পেয়ে একজনকে হত্যা

বান্দরবান প্রতিনিধি ঃ সন্ত্রাস দমনে সেনা অভিযান শেষ হতে না হতেই পার্বত্য জেলা বান্দরবানের সীমান্তবর্তী উপজেলা থানচির একটি আদিবাসী গ্রাম থেকে চাঁদাবাজ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গত শুক্রবার রাতে ৩ আদিবাসীকে অপহরণ করার পর গতকাল রোববার ১ জনকে হত্যা করেছে।

অপহৃতদের মধ্যে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণের শর্তে অপর দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে একথা জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার গভীর রাতে জলপাই রঙের পোশাক পরা ৭/৮ জনের সশস্ত্র ঐ সন্ত্রাসী দল উপজেলার তিন্দু ইউনিয়নের অং খোয়াই কার্বারী পাড়ায় ঢুকে বিপুল অংকের চাঁদা দাবি করে। স্থানীয় বাসিন্দারা চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সন্ত্রাসীরা পাড়ার কার্বারী অং খোয়াই প্রু (৫৮), তার ভাই সাবেক ইউপি সদস্য আনি মং (৫৫) এবং পুত্র বা খোয়াই প্রু (৩০) কে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে অপহরণ করে। পরে আনি মংকে জিম্মি রেখে

মুক্তিপণের শর্তে অপর দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গতকাল পর্যন্ত মুক্তিপণের টাকা না পাওয়ায় সন্ত্রাসীরা জিম্মিকে হত্যা করে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

থানচি থানার পুলিশ বলেছে, তারা গতকাল রোববার সকালে স্থানীয় পদাক খালের পাশে আনি মং-এর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

এই জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছায় সন্ত্রাসীদের এক গ্রুপের হাতে অপর গ্রুপের ৬ জনের হত্যাকাণ্ডের পর গত ১৬ আগস্ট থেকে বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন এলাকাকে চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য সেনাবাহিনীর 'অপারেশন উত্তরণ' নামে একটি কম্বিং অভিযান পরিচালিত হয়। ঐ অভিযানে ২৪ জনকে গ্রেপ্তার এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

বান্দরবানের বিভিন্ন দুর্গম এলাকার জনপ্রতিনিধিরা বলেছেন, সেনা অপারেশনের সময় সন্ত্রাসীরা গা ঢাকা দিলেও বর্তমান জুম ফসলের মৌসুমে তারা আবারও উপজাতীয় জনপদগুলোতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করেছে।

ভোরের কাগজ, ৭ অক্টোবর ২০০২

(১২৮১)
দিনাজপুরের ব্যবসায়ীর পুত্রকে অপহরণ করে ঢাকায় এনে এসিডে ঝলসে নদীতে নিক্ষেপ

সোনারগাঁ প্রতিনিধি ঃ চাঁদা না পেয়ে অপহরণ করে নিয়ে এসে এসিডে ঝলসে দেওয়া হয়েছে দিনাজপুর জেলার বিরামপুরের এক ব্যবসায়ীর পুত্রকে। গতকাল রোববার তাকে সোনাগাঁয়ের কাছে মেঘনা নদী থেকে উদ্ধার করে সোনারগাঁ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তার নাম বিকাশ দাস (২৬)। সে বিরামপুর উপজেলার শিল্পপতি তাজ জুয়েলার্সের মালিক দুর্গা দাসের ছেলে। বিকাশের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মুমূর্ষু বিকাশ প্রথম আলোকে জানান, দিনাজপুরের সন্ত্রাসীরা তার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। চাঁদা না দেওয়ায় তাকে গত শনিবার মুখ বেঁধে মাইক্রোবাসে করে অপহরণ করা হয়। আজ সকালে মেঘনা সেতুর নিচে এনে সন্ত্রাসীরা তার পুরো শরীরে এসিড ঢেলে দেয় এবং নৌকায় করে মাঝ নদীতে নিয়ে ফেলে দেয়। এরপর সন্ত্রাসীরা নৌকা নিয়ে পালিয়ে যায়। অন্যান্য নৌকার মাঝিরা তাকে উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেয়।

প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০০২

(১২৮২)
চকরিয়ায়র গ্রামে সাড়ে তিন শ' রাখাইন পরিবার আতঙ্কে

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ঃ একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসীর সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির কবলে পড়ে চকরিয়ার হারবাং গ্রামের ৩৫০ রাখাইন পরিবারের প্রায়। আড়াই হাজার রাখাইন চরম নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন। সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকি ও ধমকির মুখে অসহায় রাখাইন পরিবারের সদস্যরা গত ক'সপ্তাহ ধরেই এক প্রকার বন্দী জীবন যাপন করছে। তারা ঘরের বাইরেও যেতে পারছে না। তাদের তাঁত শিল্প এবং বসতঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা।

চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের রাখাইন পাড়ার আড়াই হাজার রাখাইন তাঁত শিল্প ও হালচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। রাখাইন পাড়ার পার্শ্ববর্তী গ্রামের জোট সন্ত্রাসী মনিরুল ইসলাম ছোটনের নেতৃত্বে ৮/১০ জনের অস্ত্রধারী একটি সন্ত্রাসী দল জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাখাইনদের পরিবার প্রতি চাঁদা দাবি করে আসছে। অসহায় পরিবারগুলো প্রতিদিন চাঁদা দিয়েও নির্যাতন সহ্য করে আসছে নীরবে। সাম্প্রতিক সময়ে জোট সন্ত্রাসীরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা পরিবার পিছু চাঁদার হার বাড়িয়ে দেয়। এমনকি পরিবার পিছু দৈনিক ১শ' টাকা করে চাঁদা না দিলে রাখাইনদেরকে এলাকা ছেড়ে যেতে নির্দেশ দেয়। অন্যথায় রাখাইন পরিবারগুলো মদ তৈরি ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগ এনে সন্ত্রাসীরা তাদের ধরে আইনের হাতে তুলে দেয়ার হুমকি দেয়।

সন্ত্রাসী মনিরুল ইসলাম ছোটন নিজেই বহু সংখ্যক মামলার পলাতক আসামী। তার দলের অন্যান্য সন্ত্রাসীও পলাতক আসামী। তারা দিন দিন দলে নতুন সন্ত্রাসীকে সদস্যভুক্ত করে দল ভারি করে। চাঁদা না দিলে রাখাইনদের জীবিকার একমাত্র মাধ্যম হস্তচালিত তাঁতগুলো গুঁড়িয়ে দেয়া হবে বলে সন্ত্রাসীরা হুমকি দেয়। তারা শত নির্যাতন এবং চাঁদাবাজির মুখেও এসব কথা জানাতে পারছে না কাউকেই। গত ক'সপ্তাহ ধরে জোট সন্ত্রাসীরা রাখাইনদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। চাঁদা পরিশোধ না করে কেউ পাড়ার বাইরেও যেতে পারেনি। প্রতিবেশী কিছু লোকের সংবাদের পর অবশেষে চকরিয়া থানা পুলিশ রবিবার ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ রাখাইন পাড়া পরিদর্শনপূর্বক সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড ও চাঁদাবাজির তথ্য সত্য পেয়ে অবশেষে রবিবার থানায় একটি মামলা রুজু করেছে। তবে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। রাখাইন সম্প্রদায় রবিবার মামলা রুজু এবং পুলিশ পরিদর্শনের পর আরও ভীতিজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। যেহেতু সন্ত্রাসীরা গ্রেফতার হয়নি তাই যে কোন মুহূর্তে রাখাইনদের ওপর সন্ত্রাসীরা প্রতিশোধমূলক হামলা চালাতে পারে এ আশঙ্কা বিরাজ করছে চকরিয়ার হারবাং রাখাইন পাড়ায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ অক্টোবর

(১২৮৩)
মাঠ থেকে দুই যুবতীর লাশ উদ্ধার

মাগুরা জেলা সংবাদদাতা ঃ শ্রীপুর উপজেলার কুপুড়িয়া মাঠ থেকে দুই যুবতীর লাশ উদ্ধার হয়েছে।

দুরাননগর গ্রামের প্রিয় বাড়ৈ-এর কন্যা মৃগমায়া (১৯) ও অরবিন্দ বাড়ৈ-এর কন্যা কাজলী বালা (১৭) দ্বারিয়াপুর হাসপাতালে যাবার কথা বলে বাড়ী থেকে বের হয়। পরদিন বাড়ীর অদূরে কুপুড়িয়া মাঠে তাদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাদের মুখে কীটনাশকের গন্ধ এবং পাশে কীট নাশকের বোতল পাওয়া যায়। অবস্থা আত্মহত্যা মনে হলেও প্রকৃত ঘটনা কি তা পরিষ্কার নয়।

দৈনিক ইনকিলাব, ৭ অক্টোবর ২০০২

(১২৮৪)
টুঙ্গিপাড়ায় যুবক খুন

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গোপালগঞ্জে সন্ত্রাসীরা এক যুবককে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গোপালপুর গ্রামে রোববার রাত সাড়ে ৮টায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই গ্রামের ফণি ভূষণ (১৮) তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রাতে বাড়ি থেকে মাছের ঘেরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পথে ৬/৭ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। তারা ফণি ভূষণকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে ও কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়। ফণি ভূষণের ভাই ননী ভূষণ এ সময় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পূর্বশত্রুতার জের হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ সন্দেহ করছে। এদিকে নিহতের ভাই ননী ভূষণকে ওই রাতের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ থানায় নিয়ে গেছে।

গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সানাউল্লাহ ভূঞা সোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

যুগান্তর, ৮ অক্টোবর ২০০২

(১২৮৫)
ফতুল্লা, নেত্রকোনায় দুর্গাপূজার প্রতিমা ভাঙচুর, কুলিয়ারচরে মন্দিরে আগুন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ ফতুল্লার পাগলায় সোমবার রাতে দুর্গাপূজার ৮টি প্রতিমা ভেঙে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। ঘটনার পর পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মন্দিরের দারোয়ানকে আটক করেছে।

এলাকাবাসী জানিয়েছে, মন্দিরের জমি দখল করা থেকে সৃষ্ট বিরোধের জের ধরে এক যুবদল নেতার ক্যাডাররা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

ফতুল্লা থানার পাগলার নয়ামাটি এলাকায় অবস্থিত শ্রী শ্রী শিবকরুণাময়ী লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ স্টেটের (দুর্গামন্দির) দুর্গাপূজা উপলক্ষে নির্মিত ৮টি প্রতিমা ভাঙচুর হয়। মন্দির কমিটির সভাপতি মনোরঞ্জন সরকারের বাড়ির লোকজন জানান, রাত ১২টা পর্যন্ত প্রতিমাতে রং দেয়া, শাড়ি পরানো, অলঙ্কার সাজানোসহ বিভিন্ন কাজ করে বাড়ির লোকজন ঘুমাতে যায়। ভোর ৫টায় হাঁটতে বের হলে নামাজ পড়তে বের হওয়া মুসল্লিরা মনোরঞ্জনকে জানায়, কারা যেন দুর্গাপূজার প্রতিমা ভাঙচুর করে রেখে গেছে।

এ খবর শোনার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা দেখেন, পূজা উপলক্ষে তৈরি করা মণ্ডপের ৮টি মূর্তির মাথা, পা, হাত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। বেশ কয়েকটি ছোট মূর্তি ভেঙে নিচে ফেলে রাখা হয়েছে। মণ্ডপের বেড়া কেটে সন্ত্রাসীরা ভেতরে প্রবেশ করে।

নেত্রকোনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দুর্গাপুর উপজেলার মোক্তারপাড়া জাগরণী ক্লাবের পূজামণ্ডপে হামলা ও দুর্গামূর্তি ভাঙচুরের অভিযোগে থানা পুলিশ আবদুর রব (১৮) ও ফুয়াদ মিয়া (১৮) নামে দু'যুবককে গ্রেফতার করেছে। সোমবার এদের গ্রেফতারের পর কোর্টে চালান দেয়া হয়। এদের বাড়ি দুর্গাপুরের মোক্তারপাড়া এলাকায়।

কুলিয়ারচর (কিশোরগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ঃ আসন্ন দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে কুলিয়ারচর উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকার কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগ হয়েছে। পাশাপাশি মন্দিরের সামনের কাঁঠাল গাছে হাতে লেখা লিফলেট টানিয়ে দিয়ে মূর্তিপূজা বন্ধ করে মন্দির ভেঙে মসজিদ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। জানা যায়, কুলিয়ারচর উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে সালুয়া ইউনিয়নের কান্দুলিয়া গ্রামের কালীমন্দিরে কে বা কারা ১ অক্টোবর রাতে খড় জ্বালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। আগুনে কালীমন্দিরের সামনের দরজা সম্পূর্ণ পুড়ে গেলেও কোনক্রমে মন্দিরটি আগুন থেকে রক্ষা পায়। ওই কালীমন্দিরের সঙ্গে পাশাপাশি আরেকটি দুর্গামন্দির ছিল যাতে আসন্ন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছিল। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির লোকজন পোড়ার এ দৃশ্য দেখে। এ ব্যাপারে মন্দির পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে থানায় একটি জিডি করা হয়। এলাকার আসন্ন দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ এবং মূর্তিপূজা বন্ধ কর, মন্দির ভেঙে মসজিদ কর ইত্যাদি লেখা লিফলেট টানানোকে কেন্দ্র করে কুলিয়ারচরের সংখ্যালঘুদের মধ্যে দারুণ আতঙ্ক ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ, ৮ অক্টোবর ২০০২

(১২৮৬)
পিরোজপুরের দুর্গাপূজা না করার জন্য চিঠি

রঞ্জন বকসী নুপু, পিরোজপুর থেকে ঃ পিরোজপুরে আসন্ন দুর্গাপূজা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। 'আল সাইয়্যেদ মুজাহিদ বাহিনী' হালিশহর, চট্টগ্রাম নামে একটি সংগঠন পিরোজপুর ও নাজিরপুরের প্রায় সব পূজামণ্ডপেই চিঠি দিয়ে মূর্তিপূজা না করার হুমকি দিয়েছে। তারা বলেছে, ১০ অক্টোবরের মধ্যে সব মূর্তি ভেঙে না ফেললে প্রথম পূজার দিন তারাই মূর্তি ভাঙার দায়িত্ব নেবে। তারা আরও বলেছে, সাঈদীর জন্মস্থান ও নির্বাচনী এলাকায় মূর্তিপূজা হতে পারে না। মূর্তিপূজা হলো কাফেরদের পূজা। এই চিঠি পাওয়ার পর সোমবার শহরের সব পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দ স্থানীয় কালীবাড়িতে এক সভায় মিলিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে ঘটনা অবহিত করা হয়েছে।

সংবাদ, ৮ অক্টোবর ২০০২

(১২৮৭)
ঢাকায় একসঙ্গে ৪ জন এসিড সন্ত্রাসের শিকার!

স্টাফ রিপোর্টার ঃ অপহরণ মামলা দায়ের করার অপরাধে এক আইনজীবী, তাঁর দুই কলেজ পড়ুয়া মেয়ে ও এক সহকারীকে এসিডে ঝলসে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার দিনে-দুপুরে রাজধানীর জিগাতলার একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসীরা দিনেরবেলায় ওই বাড়িতে ঢুকে এসিডে ছুঁড়ে দিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যায়। এসিডদগ্ধ আইনজীবী ও তার দুই মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার শিকার হয়েছেন ঢাকা জজকোর্টের আইনজীবী সুধীর রঞ্জন ঘটক ও তাঁর পরিবার। তিনি বাস করেন রাজধানীর জিগাতলার মুন্সীবাড়ী লেনের একটি বাড়িতে। তাঁর দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। এদের একজন কাজল ঘটক পড়ে বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বর্ষে। অপরজন মনিষা ঘটক শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজে বিবিএ পড়ে। এসিডদগ্ধ অপরজন জহিরুল ইসলাম হলেন আইনজীবী সুধীর ঘটকের সহকারী। সোমবার তারা সবাই এসিডদগ্ধ হন।

পুলিশ বলেছে, দু'পক্ষের একটি মামলা নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই ঘটনা ঘটেছে। সাদেক হোসেন নামের এক সন্ত্রাসী এই ঘৃণ্য কাজটি করে। তার সঙ্গে সুধীর রঞ্জনের বিরোধ ছিল একটি অপহরণ মামলা নিয়ে।

এসিডদগ্ধ পরিবারের পক্ষে অভিযোগ করা হয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে সন্ত্রাসী সাদেক হোসেনের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী আইনজীবী সুধীর রঞ্জন ঘটককে অপহরণের চেষ্টা করে। তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান।

সুধীর রঞ্জন ঘটক বাদী হয়ে সন্ত্রাসী সাদেকের বিরুদ্ধে থানায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা করেন। এ ঘটনার পর সাদেক ওই আইনজীবীর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তবে কৌশল হিসাবে লোক দেখানোর জন্য সাদেক তার লোকজন দিয়ে স্থানীয়ভাবে কিছুদিন আগে আইনজীবীর সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা করে ফেলে। ওই মীমাংসার ঘটনার জের ধরে সোমবার সকালে সাদেকসহ অজ্ঞাত এক লোক জিগাতলার মুন্সীবাড়ী লেনের তারেক ভিলায় আইনজীবী সুধীর রঞ্জন ঘটককে ডাকতে আসে। সুধীর রঞ্জন তাদের বিকালে আসার কথা বলেন। কিন্তু সন্ত্রাসী সাদেক জরুরী কথা আছে বলে ওই আইনজীবীকে বাড়ির দরজা খুলতে বলে। সুধীর রঞ্জন ঘটক দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে থাকা এসিড তাঁর ওপর নিক্ষেপ করে। মুহূর্তের

মধ্যে তাঁর মুখমণ্ডল ঝলসে যায়। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর দুই মেয়ের শরীরের বিভিন্ন অংশ ও ঝলসে যায়।

তিনজনের আর্তচিৎকারে বাড়ির অন্য লোকজন ছুটে আসে। তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আইনজীবীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০২

(১২৮৮)
ঝিনাইদহের গ্রামে এক মহিলাকে রাতভর গণধর্ষণ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ঃ ঝিনাইদহ সদর উপজেলার জিতড়-ভবানীপুর গ্রামের ৪ নরপশু স্বামী পরিত্যক্ত এক সংখ্যালঘু মহিলাকে রাতভর পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। ভিকটিমের অবস্থা আশংকাজনক। গতকাল সোমবার এলাকাবাসী তিনজন আইনজীবীর সহযোগিতায় প্রচণ্ড অসুস্থ ভিকটিমকে থানায় নিয়ে আসে। ওসি মঞ্জুর মোর্শেদ প্রাথমিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আসামিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিস্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছেন। ভিকটিমকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং আজ মঙ্গলবার সদর হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হবে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, গত শুক্রবার রাত আনুমানিক ১১টার সময় হোসেন দফাদারের ছেলে হাসেম, জোহর আলীর ছেলে আনারুল এবং ঘরজামাই জনৈক প্রভাবশালীর ছেলে দুদুসহ ৪ জন নরপশু বিধবা বিনতা রানীর বাড়িতে হামলা চালায় এবং অস্ত্রের মুখে সবাইকে জিম্মি করে বিনতা রানীর আশ্রিতা স্বামী পরিত্যক্ত ভিকটিমকে ঘরের মধ্যে রাতভর ৪ লম্পট পালাক্রমে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত ভিকটিম যুগান্তরকে বলেন, বিয়ের পর তার স্বামী ভারতে পাড়ি জমিয়েছে। সেখানে সে আরেকজনকে নিয়ে সংসার পেতেছে। গত ৩ বছর গ্রামের বিধবা বিনতা রানী তাকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। ভিকটিম আরও জানায় ধর্ষক আনারুলের পিতা জহর আলী এবং গ্রামের প্রভাবশালী আবদুল মালেক ২ হাজার টাকার বিনিময়ে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। গত রোববার ভিকটিমের স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হলে এলাকার আইসি ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাটি টের পেয়ে যায়। এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে নারিকেল বাড়িয়া পুলিশ ক্যাম্পের আইসি হাসান এই ধর্ষণ ঘটনা নিয়ে এলাকায় বাণিজ্যে মেতে ওঠে।

যুগান্তর, ৮ অক্টোবর ২০০২

(১২৮৯)
কেরানীগঞ্জে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল করে ঘর তুলেছে সন্ত্রাসীরা

কেরানীগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ কেরানীগঞ্জে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের পৈতৃক ভিটা দখল করেছে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডার বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১ অক্টোবর সকালে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, কেরানীগঞ্জ উপজেলার বাঘৈর মালাকারপাড়া এলাকায় গেদু বাড়ৈ ওরফে গেদু মিস্ত্রীর বসতভিটায় ক্ষমতাসীন দলের এক প্রভাবশালী নেতার নামে তাঁর কথিত উকিল মেয়ের জামাই আইয়ূব আলী এবং ইউসুফ, ওয়াহিদ, শিহির, ইয়াকুব ও রহমানসহ ২০/২৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী অবৈধভাবে ঘর তুলে সম্পূর্ণ বাড়িটি দখল করে নিয়েছে।

জোট সন্ত্রাসীরা বর্তমানে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বলছে, অবিলম্বে উক্ত বাড়িঘর ছেড়ে চলে না গেলে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে গেদু বাড়ৈ বর্তমানে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

গেদু বাড়ৈর স্ত্রী সরস্বতী জানান, "সন্ত্রাসীরা সদলবলে এসে জোর করে আমাদের বসতভিটায় ঘর নির্মাণ করেছে। তারা আমার স্বামীকে খোঁজে এবং বলে, বাড়ি ছেড়ে না গেলে আমার ছেলে সঞ্জীবন, লিটন, সৌমী, সুরঞ্জিত ও সম্রাটকে আমাদের সামনেই মেরে ফেলবে। বর্তমানে আমরা এই সন্ত্রাসীদের ভয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।" সরস্বতী আরও জানান, স্বামীর তিন পুরুষ থেকে তারা ঐ জমি ভোগদখল করে আসছে।

জমি ও বাড়ি দখলে জোট সন্ত্রাসীদের এহেন কর্মকাণ্ডের প্রতিকার চেয়ে সরস্বতীর বড় ছেলে সঞ্জীবন থানায় একটি মামলা দায়ের করলেও পুলিশ ওদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। বাড়ি দখলের এই ঘটনায় বাঘৈর এলাকাসহ কেরানীগঞ্জের সংখালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। জোট সন্ত্রাসীদের ভয়ে এখানকার বহু সংখ্যালঘু পরিবার নিজেদের গ্রাম ছেড়ে বর্তমানে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০২

(১২৯০)
সূত্রাপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির দখলমুক্ত করতে পারেনি পুলিশ

সূত্রাপুর সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘ এক মাস অতিবাহিত হবার পরও পুরনো ঢাকার সূত্রাপুরে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ-জিউ ঠাকুর বিগ্রহ মন্দিরটি দখলদারদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এরই মধ্যে আরও ২/৩টি মন্দির দখলের জন্য হুমকি দিচ্ছে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। ফলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছে স্থানীয় সংখ্যালঘুরা। গত ৪ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীবাজারের শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ-জিউ ঠাকুর বিগ্রহ মন্দিরের ১৬/৩ হোল্ডিং দখল করে নেয় সন্ত্রাসীরা। গত ১৯ আগস্ট রাতে রেবতী মোহন দাস রোডের শ্রীশ্রী গৌতম মন্দির দখলের জন্য সন্ত্রাসীরা হানা দিলে স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যায়। গত ১০ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসীরা শ্যামপুরের শ্রীশ্রী শংকর সাধুর আশ্রমে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। এ ছাড়া লক্ষ্মীবাজারের শ্যামা প্রসাদ রায় চৌধুরী লেনের শ্রী শ্রী নরসিংহ জিউ বিগ্রহ মন্দির জাল দলিলের মাধ্যমে দখলের ষড়যন্ত্র শুরু করে। যে কোন মুহূর্তে শ্রীশ্রী নরসিংহ জিউ বিগ্রহ মন্দিরটি সন্ত্রাসীরা দখল করে নিতে পারে বলে স্থানীয় সংখ্যালঘুরা আশঙ্কাবোধ করছেন। এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হলেও তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে তারা অভিযোগ করেন। গত ২৯ সেপ্টেম্বর সূত্রাপুর, কোতোয়ালি ও শ্যামপুরের সংখ্যালঘুরা বিক্ষোভ মিছিলসহ জেলা ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। এর পরও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। বরং সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা লক্ষ্মীবাজারের শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ-জিউ ঠাকুর বিগ্রহ মন্দিরের দখলকৃত অংশে আড্ডা দিচ্ছে। ফলে এ মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিন্দুদের পূজা-অর্চনা ব্যাহত হচ্ছে বলে মন্দিরের সভাপতি শ্রী জগন্নাথ ঘোষ জানিয়েছেন। অথচ এ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এমএ খালেককে সভাপতি করে ১১ সদস্যের একটি কমিটিও রয়েছে। জানা গেছে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (রাজস্ব) বিষয়টি একাধিকবার জানানোর পরও তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, ওপর থেকে গ্রীন সিগনাল না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

কোতোয়ালি থানা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-ঐক্যপরিষদের সভাপতি বাবুল দাস মন্দির দখল এবং উদ্ধার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, কারা মন্দির দখল করেছে এবং মন্দিরে হামলা চালাচ্ছে, সবই প্রশাসনের লোকজন জানেন। অথচ এদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না। আসন্ন দুর্গাপূজার আগেই শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ-জিউ ঠাকুর বিগ্রহ মন্দিরটি দখলদারদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০২

(১২৯১)
ঝালকাঠিতে চাঁদা দাবিতে সংখ্যালঘুর বাড়ি ভাংচুর ॥ সাবেক ইউপি সদস্য গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝালকাঠি ঃ নলছিটি থানা পুলিশ ৫০ হাজার টাকার চাঁদার দাবিতে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ঘরবাড়ি ভাংচুর করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে বিএনপি নেতা ও সাবেক ইউপি সদস্য আঃ খালেক হাওলাদারকে (৫০) রবিবার গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে। আদালত তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।

অভিযোগে প্রকাশ, ভবানীপুর গ্রামে যতীন্দ্রনাথ ওরফে যতীনের বাড়িতে গত বৃহস্পতিবার এই ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০২

(১২৯২)
আদালতের নির্দেশের পরও থানা মামলা গ্রহণ করেনি অপহরণের ৪৮ দিন পরও স্কুলছাত্রী শিপ্রাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি

কটিয়াদী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৪৮ দিনেও অপহৃত স্কুলছাত্রী শিপ্রা রানী সরকারকে (১৪) পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। তাকে উদ্ধারের ব্যাপারে পুলিশি কোন তৎপরতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

কটিয়াদী উপজেলার মমুরদিয়া ইউনিয়নের চাতল উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী নারায়ণ সরকারের কন্যা শিপ্রা রানী ২০ আগস্ট রিকশাযোগে তার মাসির বাড়ি কুলিয়াচর উপজেলার আগরপুর যাওয়ার পথে একই গ্রামের সুমন ও নজরুল গং তার রিকশার গতিরোধ করে অস্ত্রের মুখে মাইক্রোবাসে তুলে অপহরণ করে।

এরপর থেকে অপহৃত মেয়েটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে মেয়ের বাবা নারায়ণ সরকার কুলিয়ারচর থানায় সাহায্য-সহযোগিতা চেয়েও ব্যর্থ হন এবং ৪ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলা ফৌজদারি আদালতে উপরোক্ত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ হাকিম মামলাটি এফআইআর করার জন্য কুলিয়াচর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।

অপহৃত শিপ্রার পিতা নারায়ণ সরকার ১ অক্টোবর কটিয়াদি প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে লিখিতভাবে জানান, ঘটনার ৪৮ দিন পরও কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অপহরণ মামলাটি কুলিয়ারচর থানা আজ পর্যন্ত এফআইআর করেনি। এফআইআর নিয়ে টালবাহানা শুরু করে দিয়েছে। পুলিশি এ নিষ্ক্রিয়তায় অপহরণকারীদের দৌরাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর অপহরণকারীদের লোকজন শিপ্রার বাবা নারায়ণ সরকারকে মামলা দ্রুত প্রত্যাহার

করে না নিলে দেশছাড়া করার হুমকি দিয়েছে। নারায়ণ সরকার এবং তার পরিবার এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা তাদের মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেছেন এবং অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দাবি করেছেন।

সংবাদ, ৯ অক্টোবর ২০০২

(১২৯৩)
প্রতিকার মেলেনি ঃ অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে ক্ষুদিরাম

বেড়া (পাবনা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সরকার সমর্থক সন্ত্রাসীদের অব্যাহত নির্যাতন ও হুমকির শিকার হয়ে বেড়া পৌরসভার বড়শীলা গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবার পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে গেছে। ১ অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনের পরপরই ক্ষুদিরাম হালদারের ওপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৫ জানুয়ারি সন্ত্রাসীরা দলবল নিয়ে ক্ষুদিরাম হালদারের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে। ২৪ মে মধ্যরাতে তার ৩টি বসতঘরে আগুন দিয়ে সবকিছু পুড়িয়ে দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে থানা ও আদালতের দ্বারস্থ হয়েও কোন প্রতিকার পায়নি ক্ষুদিরাম। অবশেষে চাপের মুখে পরিবারের হাত ধরে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমায় সে।

সংবাদ, ৯ অক্টোবর ২০০২

(১২৯৪)
বস্ত্রহরণ, হুমকি এবং .... নাটোরে সংখ্যালঘু নিপীড়ন

নাটোর থেকে সংবাদদাতা ঃ লালপুরের গৌরিপুর পালপাড়ায় বুধবার রাতে ১২টি সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। সশস্ত্র হামলাকারীরা নিতাই পাল, রকিপাল, রবি পালসহ ১২টি বাড়ি থেকে সর্বোচ্চ ৫শ' টাকা, এক বাড়ি থেকে সোনার চেন ও রূপা চাঁদির গহনা নিয়েছে। জানা গেছে, দরিদ্র ওই পালপাড়ায় সশস্ত্র হামলাকারীরা মহিলাদের বস্ত্রহরণের মতো ঘটনাও ঘটিয়েছে। হুমকি দিয়েছে বাড়িঘর ভেঙে চলে যেতে। পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে গেছে; কিন্তু কেউ কোন অভিযোগ বা মামলা করতে রাজি হয়নি। কারণ মামলা করলে আবারও হামলা হবে— এ ভয়ে সবাই চুপসে আছে।

সংবাদ, ১১ অক্টোবর ২০০২

(১২৯৫)
পাবনায় মন্দিরে হানা দিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর ঃ পূজা উৎসব না করার সিদ্ধান্ত

পাবনা অফিস ঃ পাবনার আতাইকুলা থানার কুচিড়ামোড়া শাঁখারিবাজারে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে একদল সন্ত্রাসী ৪০০ বছরের পুরনো শ্রী শ্রী দুর্গামন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। রাত ৩টায় পুলিশ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে ঘুরে আসার পর সন্ত্রাসীরা মন্দিরে হামলা করে। প্রতিমা ভাঙচুরের সময় এলাকাবাসী চিৎকার করলেও ২০০ গজ দূরের পুলিশ ক্যাম্প

থেকে কোনো পুলিশ এগিয়ে আসেনি। প্রতিমা ভাঙচুরের প্রতিবাদে এলাকার ৫ শতাধিক হিন্দু পরিবার পূজা উৎসব পালন থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও জেলা পুলিশ প্রশাসক সূত্রে জানা গেছে, শাঁখারিবাজারের চন্দন চক্রবর্তীর বাড়ির পাশে শ্রী শ্রী দুর্গামন্দিরে পূজা উৎসব পালনের জন্য সকল প্রস্তুতি নেওয়া হয়। পুলিশও নিয়মিত টহল দিচ্ছিল মন্দির প্রাঙ্গণে। বুধবার রাত ৩টায় পুলিশ অজ্ঞাত কারণে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে চলে আসে। এরপর একদল সন্ত্রাসী মন্দিরে হামলা চালিয়ে আটটি প্রতিমার মাথা, হাত ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। এ সময় এলাকাবাসী জেগে উঠে চিৎকার শুরু করলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ২০০ গজ দূরে শাঁখারিবাজার পুলিশ ক্যাম্প অবস্থিত। চিৎকার-চেঁচামেচিতে পুলিশ এগিয়ে না আসায় এলাকাবাসী গিয়ে পুলিশ নিয়ে আসে। তারা এসে মন্দির প্রাঙ্গণ ঘিরে রাখে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিটি দুর্গা প্রতিমার মাথা ও হাত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রয়েছে। সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। তারা সাংবাদিকদের জানান, আমাদের ধর্মীয় উৎসবে সন্ত্রাসীরা আঘাত করেছে তাই এবার দুর্গাপূজা উদযাপন করব না। প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় চন্দন চক্রবর্তী দুপুরে আতাইকুলা থানায় অজ্ঞাত সন্ত্রাসীদের নামে মামলা দায়ের করেছেন।

প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে ড. রবীন্দ্রনাথ সরকার ও প্রবীর কুমার সাহা এবং জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি প্রশান্ত কুমার দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক গণেশ চন্দ্র ঘোষ তীব্র নিন্দা ও দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তারা এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের নিরাপত্তা দাবি করেন।

প্রথম আলো, ১১ অক্টোবর ২০০২

(১২৯৬)
নড়াইলে প্রতিমা ভাঙচুর

আমাদের নড়াইল প্রতিনিধি জানান, কালিয়া উপজেলার ছোট কালিয়া গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় গত বৃহস্পতিবার একটি প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে। রাতে একদল দুর্বৃত্ত ওই গ্রামের বিমল কুমার মজুমদারের বাড়িতে পূজামণ্ডপে হামলা চালিয়ে গণেশ ও কার্তিকের মূর্তি ভেঙে ফেলে। এ ব্যাপারে কালিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

প্রথম আলো, ১২ অক্টোবর ২০০২

(১২৯৭)
জয়পুরহাটে আদিবাসী শিক্ষিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ জয়পুরহাটের গ্রামে এক অবিবাহিতা আদিবাসী স্কুল শিক্ষিকাকে একদল দুর্বৃত্ত অপহরণ করে দু'দিন ধরে ধর্ষণ করেছে।

জয়পুরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, আদিবাসী অবিবাহিতা এক স্কুল শিক্ষিকাকে একদল দুর্বৃত্ত অপহরণ করে পরপর দুইদিন চোখ বেঁধে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাতে জয়পুরহাট সদর উপজেলার জয়পুর রাজবাড়ী গ্রামে। ধর্ষিতাকে জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালে শনিবার মধ্যরাতে ভর্তি করা হয়েছে।

ধর্ষিতার পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় জয়পুর রাজবাড়ী গ্রামের গোপাল চন্দ্র মাহাতোর ডিগ্রী পাস কন্যা বাড়ির সামনের টিউবওয়েল থেকে পানি নিতে গেলে একই এলাকার মিজানুর রহমান (৩৮) ও ইউনুস (৩৫) সহ কয়েকজন তাকে অপহরণ করে

নিকটবর্তী একটি আখক্ষেতে নিয়ে যায়। এ সময় ধর্ষকরা তার হাত, মুখ, চোখ বেঁধে ফেলে। আখক্ষেতে দুর্বৃত্ত দল তাকে ধর্ষণ করে। ঐ রাতে তাকে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে আটকে রাখে। পরদিন শনিবার তাকে আবারও ধর্ষণ করে দুর্বৃত্ত দল। এরপর তাকে মিজানুরের বাড়িতে নিয়ে গেলে মিজানুরের ভাই ও তাদের স্ত্রীরা ধর্ষিতাকে মারধর করে শনিবার রাতে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। ধর্ষিতা এর পর তার বাড়িতে ফিরে গিয়ে কান্না শুরু করে। তখন সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার বাবাকে ঘটনা বলে। ধর্ষিতাকে জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার ধর্ষিতাকে বিয়ের জন্য লোকজন এসে দেখে যায়। তারপর এ ঘটনা ঘটে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০২

(১২৯৮)
টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙচুর ও উপকরণ ছিনতাই

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ জেলার ধনবাড়িতে দুর্বৃত্তরা দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করেছে এবং শহরের রেজিস্ট্রিপাড়া মণ্ডপের উপকরণ ছিনিয়ে নিয়েছে। পুলিশ এ দুই ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছে।

ধনবাড়ি থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে, ৪ অক্টোবর মাঝরাতে একদল দুর্বৃত্ত ধনবাড়ি পৌর এলাকার সিংগাটা সর্বজনীন পূজামণ্ডপে হানা দেয়। তারা নির্মাণাধীন দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ধনবাড়ি থানায় মামলা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। ৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় শহরের রেজিস্ট্রিপাড়া পূজামণ্ডপের নেতা-কর্মীরা বাঁশসহ পূজার উপকরণ নিয়ে আসার সময় শান্তিকুঞ্জ মোড় এলাকায় কতিপয় দুর্বৃত্ত তাদের ওপর হামলা চালায় এবং নগদ ১ হাজার ৮শ' টাকা ও বাঁশসহ উপকরণ ছিনিয়ে নেয়। ঘটনার ব্যাপারে মামলা দায়েরের পর পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার এবং বাঁশসহ ছিনতাইকৃত উপকরণ উদ্ধার করে পূজামণ্ডপে পৌঁছে দিয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সুরঞ্জন দাস দামু ও সাধারণ সম্পাদক চন্দন বসাক ধনবাড়িতে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর ও শহরে রেজিস্ট্রিপাড়া মণ্ডপের উপকরণ ছিনতাই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তি দানের দাবি করেছেন।

সংবাদ, ১২ অক্টোবর ২০০২

(১২৯৯)
প্রতিমাটি সুতোয় বাঁধা ছিল!

চাঁদপুর থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ. ন. ম এহসানুল হক মিলনের নির্বাচনী এলাকা কচুয়ায় দুর্গাপ্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গত সংসদ নির্বাচনের পরই কচুয়া এক আতঙ্কিত জনপদে পরিণত হয়। ভিন্নমতাবলম্বী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসাধারণ সেখানে গত ১ বছর ধরে নিদারুণ নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। ৮ অক্টোবর রাত আনুমানিক ৩টায় কচুয়া উপজেলার ৯নং কড়ইয়া ইউনিয়নের হায়াতপুর গ্রামে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। অবশ্য কচুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা

অস্বীকার করে জানান, প্রতিমাটি একটি সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল। সম্ভবত বাঁধা সুতোটি ছিঁড়ে গিয়ে প্রতিমাটি পড়ে ভেঙে গেছে।

সংবাদ, ১২ অক্টোবর ২০০২

(১৩০০)
অবরুদ্ধ বাগেরহাট
জেলা জুড়ে চলছে নীরব ধর্ষণ ॥ জড়িতরা সরকারী দলের ক্যাডার

মাসুদ কামাল, বাগেরহাট থেকে ফিরে ঃ যুবক ছেলেগুলো বলল, "কাকাবাবু আজ রাতে আমরা আপনার বাড়িতে থাকব।" এই একটি মাত্র বাক্যে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল প্রৌঢ় লোকটির মাথায়। পুরো গ্রামে সবচেয়ে অতিথিপরায়ণ হিসাবে খ্যাত এই হিন্দু গৃহস্থ ভালভাবেই জানেন যুবকদের এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত অর্থ। তাঁরা কেবল খাওয়া দাওয়াই করবে না, সেই সঙ্গে রাতে তাদের অশ্লীল সব চাহিদাও পূরণ করতে হবে। না হলে মান-সম্মানের পাশাপাশি যাবে তাদের জীবনও।

এটা কোন কল্পিত ঘটনা নয়, বাগেরহাট জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিনিয়ত ঘটছে এসব। বিশেষ করে হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলোতে চলছে এরকম 'নীরব ধর্ষণ'। সমস্ত ইচ্ছা চরিতার্থের পর সকালে চলে যাওয়ার সময় সশস্ত্র যুবকরা শাসিয়ে যায় বিষয়টি গোপন রাখতে। নতুবা হত্যা করা হবে নির্বিচারে, উচ্ছেদ করা হবে ভিটামাটি থেকে। আর সেই সঙ্গে পুরো ঘটনা সকলকে জানিয়ে দিয়ে সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত করার বিষয়টি তো রয়েছেই। অধিকাংশ পরিবারই এই তৃতীয় হুমকিকে ভয় পায় বেশি। তাই ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে দেখা যায় ঘটনার পরের দিন থেকেই বাড়ি ঘর জায়গা জমি বিক্রি করে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে। এ প্রচেষ্টাও করতে হয় তাদের গোপনে না হলে আবারও হামলে পড়বে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। বাগেরহাটের সর্বত্রই এই দুঃসহ প্রবণতা চললেও রামপাল, ফকিরহাট, মোড়েলগঞ্জ ও কচুয়া উপজেলায় এই নীরব ধর্ষণের প্রকোপ যেন তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি।

ফকিরহাটের এক ইউপি চেয়ারম্যান জানালেন, ইদানীং তাদের এলাকায় প্রায় প্রতিরাতেই ডাকাতি হচ্ছে। এই ডাকাতির ঘটনার প্রতিটিতেই অবধারিতভাবে হচ্ছে নির্বিচারে ধর্ষণ। হিন্দু এলাকাতেই ডাকাতি এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে বেশি। লক্ষণীয় বিষয় হলো-এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মামলা হচ্ছে না কোন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের মামলা করার পরিবর্তে ঘটনাটি যাতে গোপন থাকে সে চেষ্টাই বেশি করতে দেখা যায়। তারা জানে, মামলা করে কোন প্রতিকারই পাওয়া যাবে না, উল্টো বিপন্ন হবে তাদের জীবন। পুলিশের মতো সাংবাদিকদের কাছেও কিছু বলতে চায় না এসব পরিবারের সদস্যরা। দু'একজন হয়ত লোক দেখাতে মামলা করে, কিন্তু পরে আর তা নিয়ে কোন তদ্বির করে না। একাধিক, ভুক্তভোগী জানিয়েছেন, থানার পুলিশ কর্মকর্তারা পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় তাদের নিরুৎসাহিত করেন মামলা করতে। তাছাড়া এমনিতে থানাগুলোতে মামলা দূরে থাক সাধারণ ডায়েরি পর্যন্ত নেয়ার ক্ষেত্রে দলীয় দৃষ্টিকোণকে বিবেচনায় রাখতে হয় পুলিশকে।

এতকিছুর মধ্যেও দু'একটা ক্ষেত্রে মামলা যে হয় না তা নয়। দিন পনেরো আগে কচুয়ার গোপালপুর ইউনিয়নের মালিপাটন গ্রামে এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করেছে ৪ নরপশু। এ নিয়ে মামলা হলে পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করে। কিন্তু সেই মামলা নিয়েও বর্তমানে বড়ই বিপাকে রয়েছে পুলিশ। ধর্ষকদের আত্মীয়স্বজন এবং প্রশ্রয়দাতারা প্রতিদিনই নানা ধরনের হুমকি দিয়ে চলেছে ধর্ষিতার পরিবারকে। এলাকার একাধিক ব্যক্তির মতে, বড়জোড় মাসখানেক এভাবে মামলাটি চালাতে পারবে তারা। এরপর আপোস করতে বাধ্য হবে। আর একটি ঘটনার কথা স্বীকার করলেন রাঢ়ীপাড়া ইউনিয়নের এক হিন্দু ভদ্রলোক। নাম প্রকাশ না করার আকুতি জানিয়ে তিনি বলেন, তার কলেজপড়ুয়া বোনকে দিনেদুপুরে ধর্ষণ করে মিন্টু শেখ নামের এক

মস্তান। এমনিতে এলাকায় সে ছাত্রদল নেতা হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে নানা অপকর্ম করে বেড়াত। কিছুদিন আগে উক্ত মেয়েটি কলেজ থেকে ফেরার পথে ধর্ষক মিন্টু অস্ত্রের মুখে তাকে নিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী এক গৃহস্থ বাড়িতে। সে বাড়ির লোকদের অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয়, তারপর সেখানে ধর্ষণ করে। ধর্ষকদের ক্ষমতা এতই বেশি যে এ নিয়ে হতভাগ্য মেয়েটির পরিবার মামলা করার সাহস পর্যন্ত পায়নি। আলোচিত এই পরিবারটি এখন চেষ্টা করছে সবকিছু বিক্রি করে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে।

জেলা জুড়ে চলমান এই নীরব ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত সশস্ত্ররাই দিনে সামাজিকভাবে পরিচিত সরকারী দলের ক্যাডার হিসাবে। দলের নেতাদের কাছে তাদের কদরও রয়েছে বেশ। নেতারা তাদের ব্যবহার করে থাকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারে। বিনিময়ে পায় তারা প্রশ্রয়। তাই কালেভদ্রে একজন সন্ত্রাসী কোন কারণে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তার প্রশ্রয়দাতা নেতার বেড়ে যায় ছোটাছুটি। কেবল হিন্দু কিংবা বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের হেনস্থা করাতেই নয়, উপদলীয় কোন্দলেও এই নীতি-নৈতিকতাবিহীন সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করা হচ্ছে ইদানীং।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০২

(১৩০১)
চাঁদা না পেয়ে লুটপাট
নবাবগঞ্জে এক সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি ঃ নবাবগঞ্জে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের কাছে চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা লুটপাট ও বাড়িঘর ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে মামলা হলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

গত ৯ অক্টোবর সকালে দোহার-নবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বেরুনিকা গমেজ লিপি জানান, নয়নশ্রী ইউনিয়নের দেওতলা কাশিনগর, সুজাতপুরের সন্ত্রাসী জুয়েল, কাউসার, দিপু, পান্নু মোল্লা, হালিম মোল্লার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী গত ২০ সেপ্টেম্বর তার বাড়িতে গিয়ে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা লিপি গমেজের ঘর-দরজা ভাঙচুর করে ভিতরে প্রবেশ করে আলমারির চাবি খুঁজতে থাকে। এ সময় সন্ত্রাসীরা চাবি না পেয়ে লিপি গমেজকে মারপিট করে আলমারি ভেঙে স্বর্ণালংঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। পরদিন টাকা নিতে আসবে বলে শাসিয়ে যায়।

লিপি গমেজ তার বক্তব্যে জানান, ঘটনাটি তাৎক্ষণিক স্থানীয় চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান পান্নুকে জানালে তিনি কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় তিনি নবাবগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর ২০০২

(১৩০২)
বরিশালের উজিরপুরে চেয়ারম্যান লাঞ্ছিত

বরিশাল অফিস ঃ সন্ত্রাসীদের ২৫ হাজার টাকা চাঁদা না দেওয়ায় বরিশালের উজিরপুর উপজেলার বামরাইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গৌরাঙ্গ লাল কর্মকারকে সন্ত্রাসীরা সম্প্রতি মারধর এবং লাঞ্ছিত করে।

আজকের কাগজ, ১৩ অক্টোবর ২০০২

(১৩০৩)
ইটনায় মন্দির ভাঙচুর

ইটনা থেকে সংবাদদাতা ঃ ইটনা উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায় একটি মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে। অভ্যন্তরের দেব-দেবীর মূর্তি বিনষ্ট করে মন্দিরটির দরজায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে গরুর হাড়। এলাকাবাসী জানিয়েছে, মন্দিরের জমি সংক্রান্ত সৃষ্ট ঘটনার জের ধরে ৭ অক্টোবর ভোর রাতে একদল দুর্বৃত্ত উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে ভয়রা গ্রামে এ ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটায়। মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগে ইটনা থানা পুলিশ গাজি মিয়া নামে ১ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। এ ব্যাপারে বনবাঁশি বৈষ্ণব বাদি হয়ে ৮ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

সংবাদ, ১৩ অক্টোবর ২০০২

(১৩০৪)
মানিকগঞ্জে সাংসদের সামনেই ছাত্রদল কর্মীদের তাণ্ডব
চাঁদা না দেয়ায় ব্যবসায়ীকে প্রহার

মানিকগঞ্জ থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শুক্রবার মানিকগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ঝিটকা বাজারে এক হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা না পেয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্যের সামনেই তাকে পিটিয়ে আহত করেছে কয়েকজন ছাত্রদল কর্মী। এ ঘটনার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ রেখে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন। পরে সাংসদের অভয় প্রদানের পর ব্যবসায়ীরা থানায় মামলা করেছেন।

জানা গেছে, ছাত্রদল কর্মী গান মাসুদ, মিশুক ও শামীম হরিরামপুর উপজেলার ঝিটকা বাজারে ব্যবসায়ী কাঞ্চি সাহার কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে। সপ্তাহখানেক আগে কাঞ্চি সাহা তাদের ১ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। ওইদিন কিছু না বললেও চাঁদাবাজরা শুক্রবার তার দোকানে গিয়ে চাঁদা দাবি করে। কাঞ্চি সাহা চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে চাঁদাবাজরা তাকে মারপিট করতে থাকে। এ সময়ে ওই বাজারে উপস্থিত স্থানীয় সংসদ সদস্য শাসুদ্দিন আহম্মেদ (স্বতন্ত্র) দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন; কিন্তু চাঁদাবাজরা সাংসদের বাধা উপেক্ষা করেই তাকে মারপিট করতে থাকে।

সংবাদ, ১৩ অক্টোবর ২০০২

(১৩০৫)
ঠাকুরগাঁওয়ে প্রতিমা ভাঙচুর

ঠাকুরগাঁও, ১২ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার পাটিয়াডাঙ্গীহাট পূজামণ্ডপের একটি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। জানা গেছে, সদর উপজেলার পাটিয়াডাঙ্গীহাট পূজামণ্ডপে একটি প্রতিমা কে বা কারা গভীর রাতে ভাংচুর করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ অক্টোবর ২০০২

(১৩০৬)
ছোটন বাহিনীর চাঁদাবাজি ছিনতাই নির্যাতন—চকরিয়ার সাড়ে ৩০০ রাখাইন পরিবার নিরাপত্তাহীন, তাঁতশিল্প বন্ধের উপক্রম

কক্সবাজার ও চকরিয়া প্রতিনিধি ঃ কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার হাররাং ইউনিয়নের সাড়ে ৩০০ সংখ্যালঘু রাখাইন পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সংখ্যালঘুরা জানান, ছোটন বাহিনীর প্রধান স্থানীয় সন্ত্রাসী মনিরুল ইসলাম ছোটনের নেতৃত্বে আট-নয়জন সন্ত্রাসী বেশ কিছুদিন ধরে রাখাইনদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। প্রতিটি রাখাইন পরিবার প্রতি দৈনিক ১০০ টাকা করে চাঁদা আদায়ে ব্যর্থ হলে এই অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত শনিবার সকালে রাখাইনপাড়ায় সন্ত্রাসী ছোটন বাহিনীর সদস্যরা হামলা চালিয়ে রাখাইনদের ২ লাখ ১৭ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়। স্থানীয় কৃষি ব্যাংকের কর্মকর্তা মোঃ রায়হান ও মহিউদ্দিন, তাঁত ব্যবসায়ী অাফ্রচি অপু রাখাইন কারখানার ওই টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়ার জন্য নয়াপাড়া মসজিদ এলাকায় পৌঁছালে ছোটন বাহিনী হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা তাদের মারধর করে অস্ত্রের মুখে টাকাভর্তি ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এর আগে ছোটন বাহিনীর সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ৮ হাজার টাকা ছিনতাই করেছিল। তারা একাধিকবার হামলা নির্যাতন চালিয়ে কয়েকজনকে আহত করেছিল।

হাররাং এলাকায় বসবাসকারী কয়েক হাজার রাখাইন পরিবারের প্রধান পেশা তাঁতশিল্প। হস্তচালিত এই তাঁতশিল্পে উৎপাদিত কাপড়-চোপড় বিক্রি করে অসহায় পরিবারগুলো যুগ যুগ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে।

স্থানীয় মাস্টার অং কে চিং রাখাইন বলেন, বর্তমান বাজারে সুতা, রঙসহ অন্যান্য পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় তাঁতশিল্প টিকিয়ে রাখা এমনিতে দায় হয়ে পড়েছে। তার ওপর যদি প্রতিদিন ১০০ টাকা করে চাঁদা দিতে হয় তাহলে না খেয়েই মরতে হবে। এতে তাঁত শিল্প বন্ধের উপক্রম হয়েছে।

জানা যায়, সন্ত্রাসী ছোটনসহ তার বাহিনীর অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে চকরিয়া থানায় একাদিক মামলা রয়েছে। অথচ এরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে প্রতিদিন নানা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। গত শনিবার টাকা লুটের ঘটনায় চকরিয়া থানা পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালিয়েও এ বাহিনীর কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০২

(১৩০৭)
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রহারে গুরুতর আহত বৃদ্ধের মৃত্যু

পূর্বাঞ্চল প্রতিনিধি ঃ ক্রিকেট খেলায় বাধা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার ভলাকুট গ্রামে হরিশ চন্দ্র (৯০) নামে এক বৃদ্ধ খুন হয়েছেন।

জানা গেছে, গত ১ অক্টোবর উপজেলার ভলাকুট গ্রামের মৃত চন্দ্রধর বিশ্বাসের পুত্র হরিশ চন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ির আঙ্গিনায় কয়েকজন যুবক ক্রিকেট খেলা শুরু করলে হরিশ চন্দ্র তাতে বাঁধা দেন। এতে যুবকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রিকেটের ব্যাট দিয়ে হরিশ চন্দ্রকে উপর্যুপরি প্রহার করে। গুরুতর আহত হরিশ চন্দ্রকে নাসিরনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে দীর্ঘ ১১ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে গত শুক্রবার ভোর রাতে তার মৃত্যু হয়।

ভোরের কাগজ, ১৪ অক্টোবর ২০০২

(১৩০৮)
চট্টগ্রামে দুপুর বেলায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম নগরীর প্রাণকেন্দ্র নন্দনকানন টিএ্যান্ডটি অফিস সংলগ্ন এলাকায় গতকাল দিন দুপুরে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। এডভোকেট শম্ভু প্রসাদ বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট সুস্বপন বিশ্বাসের বাসায় এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, দুপুর আনুমানিক একটার সময় ৫/৬ জনের একদল ডাকাত তাদের যৌথ পরিবারের বাসায় সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশ করে। তখন তাদের বাসায় মহিলা ও শিশু ছাড়া কেউই ছিল না। ঘরের ভিতর প্রবেশের পর তারা অস্ত্রের মুখে আলমারির চাবি নিয়ে নগদ ৩২ হাজার টাকা, ৫৫ ভরি স্বর্ণসহ মালামাল নিয়ে যায়। ঘটনার পর এডভোকেট শম্ভু প্রসাদ বিশ্বাস বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

আজকের কাগজ, ১৫ অক্টোবর ২০০২

(১৩০৯)
ফতুল্লায় মহিলা শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ফতুল্লা প্রতিনিধি ঃ গতকাল ফতুল্লা থানা পুলিশ সকাল ৮টায় চীনু রানী (৩০) নামে এক মহিলার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে। পুলিশের ধারণা ধর্ষণের পর হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, থানার লামাপাড়া হাজী সিরাজুল ইসলামের ভাড়াটিয়া চীনু রানীর লাশ টিনশেডের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এলাকাবাসী খবর দিলে পুলিশ ঝুলন্ত অবস্থায় চীনু রানীর লাশ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। চীনু রানীর পিঠে ও তলপেটে নখের আঁচড় এবং গোপনাঙ্গে ক্ষত ছিল। সে স্থানীয় একটি টুইস্টিং মিলের শ্রমিক। চীনু রানী সিরাজ মিয়ার টিনশেড বাড়িতে একা ভাড়া থাকতো। পাশেই থাকত তার দুই চাচাতো ভাই ও বন্ধু। বর্তমানে তারা পলাতক। তবে তাদের কারও নাম জানা যায়নি।

আজকের কাগজ, ১৫ অক্টোবর ২০০২

(১৩১০)
পূজামণ্ডপ থেকে ফেরার পথে সন্ত্রাসী হামলার শিকার
কলেজ ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় রাঙ্গামটিতে বিজয়া শোভাযাত্রা বাতিল

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ঃ রাঙ্গামাটি শহরের দক্ষিণ কালিন্দীপুর এলাকায় দুর্গাপূজার মণ্ডপের কাছে সন্ত্রাসী হামলায় অপু মহাজন (১৬) নামে এক কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছে। গত সোমবার দুর্গোৎসবের নবমী পূজার দিন মণ্ডপে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে তার ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় তাকে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে হাসপাতালে তার মৃত্যু ঘটে।

রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামের পার্শ্ববর্তী এলাকার ব্যবসায়ী সুভাষ মহাজনের ছেলে অপু মহাজনকে (১৬) অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা গত সোমবার রাত ১০টার দিকে মাথায় আঘাত করে

গুরুতর অবস্থায় কালিন্দিপুরের রাস্তায় ফেলে যায়। পথচারীরা স্থানীয় পূজামণ্ডপে ঘটনাটি জানালে লোকজন ছুটে গিয়ে অপুকে উদ্ধার করে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন রাত সাড়ে চারটায় অপু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ পর্যায়ে উত্তেজিত জনতা বিক্ষোভ ও রাস্তায় ব্যারিকেডের সৃষ্টি করে।

এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাঙ্গামাটি শহরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে অপু মহাজনের লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় লাশ রেখে রাঙ্গামাটি প্রধান সড়কে ২ ঘণ্টা ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাঙ্গামাটি শহরে বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে সকল আনন্দ-শোভাযাত্রা বাতিল করা হয়। শোকাবহ পরিবেশে সকল পূজা মণ্ডপের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।

ভোরের কাগজ, ১৬ অক্টোবর ২০০২

(১৩১১)
রাজশাহীতে পূজামণ্ডপে বখাটেপনা, সংঘর্ষে ১০ জন আহত

রাজশাহী অফিস ঃ রাজশাহী মহানগরীর কুমারপাড়া এলাকায় গত সোমবার গভীর রাতে একদল সন্ত্রাসী পূজা দেখতে আসা মহিলাদের উত্ত্যক্ত করে। এর জের ধরে স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে যুবলীগ নেতা তৌহিদুল ইসলাম কালুসহ চারজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত সোমবার রাত ১২টার দিকে কুমারপাড়া এলাকার সন্ত্রাসী জেড়ু, এলবার্ট, রানা ও বিপ্লব মাতাল অবস্থায় কুমারপাড়ার কালী মন্দিরে পূজা দেখতে আসা মহিলাদের উত্ত্যক্ত করে। এ সময় পার্শ্ববর্তী মিয়াপাড়ার রিপন ও বাবু নিষেধ করলে সন্ত্রাসীরা তাদের মারধর করে। আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা কুড়াল নিয়ে উপস্থিত লোকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে যুবলীগ নেতা তৌহিদুল ইসলাম কালু, সিপলু, রিপন, সুমন, রুবেল ও শাহীন আহত হয়। গতকাল রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছিল।

প্রথম আলো, ১৬ অক্টোবর ২০০২

(১৩১২)
ফটিকছড়িতে শিবির ক্যাডার জামাল বাহিনীর হাতে এক গ্রামের সংখ্যালঘুরা জিম্মি

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ ফটিকছড়িতে শিবিরের দুর্ধর্ষ ক্যাডার জামাল বাহিনীর কাছে জিম্মি হয়ে আছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত একটি গ্রামের কয়েক শ' মানুষ। সন্ত্রাসীরা চাঁদাবাজি, হুমকি-ধমকির মাধ্যমে গ্রামটির লোকজনকে তটস্থ করে রেখেছে। সোমবার রাতেও জামাল বাহিনীর সন্ত্রাসীরা ওই গ্রাম থেকে অস্ত্রের মুখে গাছ লুট করেছে।

জানা গেছে, উপজেলার লেলাং ইউনিয়নের শাহনগর গ্রামের শীল পাড়া থেকে গত সোমবার রাতে শিবির ক্যাডার জামালের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে সংখ্যালঘুদের জিম্মি করে ৪টি কড়ই গাছ (প্রতিটি প্রায় ৫০ ফুট) কেটে নিয়ে গেছে যার এক একটির আনুমানিক মূল্য ২৫ হাজার টাকা। এছাড়া উক্ত সন্ত্রাসী গ্রুপটি কয়েক মাস থেকে

সংখ্যালঘু পরিবারের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করছে। অনেকে চাঁদা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিবার পরিজন নিয়ে অন্য অঞ্চলে পালিয়ে গেছে। সন্ত্রাসী গ্রুপটির হাতে বর্তমানে ৬/৭ শ' সংখ্যালঘু জিম্মি হয়ে আছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০২

(১৩১৩)
মির্জাপুরে পূজামণ্ডপ থেকে গৃহবধূকে অপহরণের চেষ্টা ॥ স্বামীকে কুপিয়ে জখম

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে সংবাদদাতা ঃ একদল সন্ত্রাসী আদিবাসী পল্লীতে পূজামণ্ডপ থেকে এক সন্তানের জননী শিখা রানী বর্মণকে অপহরণের চেষ্টা করে। এ সময় তার স্বামী বাদল চন্দ্র বর্মণ বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে এবং প্রায় ২৫ হাজার টাকার স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আহত বাদল চন্দ্রকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে তারা মামলা করতে পারছে না বলে বাদল চন্দ্র বুধবার মির্জাপুর প্রেস ক্লাবে এসে অভিযোগ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বাঁশতৈল ইউনিয়নের আদিবাসী পল্লী গায়রা বেতীল গ্রামে। এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী নূরুল ইসলাম (৫২৫), নজরুল (২০), জামাল (২০) এবং হাসেম এ হামলা করে বলে বাদল চন্দ্র জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ অক্টোবর ২০০২

(১৩১৪)
দিনাজপুরে অপহৃত ব্যবসায়ী ৫২ দিনেও উদ্ধার হয়নি—মামলা তুলে নিতে হুমকি

দিনাজপুর প্রতিনিধি ঃ অপহরণের ৫২ দিন পরেও পুলিশ দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার চিত্তরঞ্জন রায়কে (২৫) উদ্ধার করতে পারেনি। অপহরণ মামলার প্রধান আসামিদের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা মামলা তুলে নিতে অপহৃতের বড় ভাই ব্রজেন্দ্র নাথ রায়সহ তাদের পরিবারকে নানারকম ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

ব্রজেন্দ্র নাথ রায় জানান, গত ১৪ আগস্ট রাতে খানসামা উপজেলা সদর থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা থেকে স্থানীয় ইউপি মেম্বার আবদুর রশিদসহ চারজন সন্ত্রাসী তার ছোট ভাই চিত্তরঞ্জনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে গত ৩১ আগস্ট খানসামা থানায় তিনি নিজে বাদী হয়ে আসামিদের নাম উল্লেখ করে একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেছেন।

থানা পুলিশ প্রধান আসামি রশিদ মেম্বারসহ চারজনকে গ্রেপ্তারের পর তাদের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা বাদী এবং তার পরিবারকে মামলা তুলে নিতে এবং মামলার সাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। জেল থেকে বের হলে তাদের দেশছাড়া করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে খানসামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, আসামি আবদুর রশিদকে জিজ্ঞাসাবাদ করার মাধ্যমে পুলিশ বেশকিছু তথ্য পেয়েছে এবং শিগগিরই অপহৃত চিত্তরঞ্জনকে উদ্ধার করার ব্যাপারে পুলিশ আশাবাদী।

প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর ২০০২

(১৩১৫)
গাজীপুরে লক্ষ্মীপ্রতিমার হাত ভেঙ্গে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা

গাজীপুর, ১৭ অক্টোবর নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বুধবার রাতে গাজীপুরে কতিপয় দুর্বৃত্ত নির্মাণাধীন লক্ষ্মী প্রতিমার হাত ভেঙ্গে নেয় এবং ভাঙচুর করে। জানা গেছে, গাজীপুর সদর উপজেলার হারবাইদ পূর্বপাড়ার রবীন্দ্রশীলের বাড়িতে ঢুকে বুধবার গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত নির্মাণাধীন 'লক্ষ্মী প্রতিমার' হাত কেটে নেয়। এ সময় দুর্বৃত্তরা নির্মাণ সামগ্রী ভাঙচুর করে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, দুর্বৃত্তরা চারদলীয় জোটের কর্মী। এ ব্যাপারে জয়দেবপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে ভাঙচুরের কারণ জানা যায়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০২

(১৩১৬)
চট্টগ্রাম সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি ॥ নগদসহ চার লাখ টাকার মাল লুট

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ শুক্রবার সকালে নগরীর পাথরঘাটায় সশস্ত্র ডাকাত দল জনৈক প্রভাত চন্দ্র ধরের বাসায় প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে নগদ টাকাসহ প্রায় ৪ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। বেলা ১১টায় মহিম দাস লেনে প্রভাতের বাসায় প্রবেশ করে ডাকাত দল মহিলাদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ফেলে। তাঁরা নগদ ২ লাখ টাকা, ১৫ ভরি স্বর্ণ, ভিডিও ক্যামেরা, সিডিসেটসহ ২ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০২

(১৩১৭)
রাউজানে বৌদ্ধ ভিক্ষুর অন্ত্যেষ্টির দানবাক্স ছিনতাই চেষ্টা, গোলাগুলি ॥ আহত ৫

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় রাউজানের এক বৌদ্ধ আশ্রমের ভিক্ষুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। বৌদ্ধদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী অন্তে্যষ্টিক্রিয়ার সময় দানবাক্স স্থাপন করলে সন্ত্রাসীরা এই বাক্স ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। এ সময় দু'পক্ষের মধ্যে গোলাগুলিতে পাঁচজন আহত হয়েছে।

জানা যায়, পূর্ব ১০নং হোয়ারাপাড়ার অগ্রসার বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের ভিক্ষু দেবপ্রিয় (দয়লা ভান্তে) সম্প্রতি জাপানে পরলোকগমনের পর শুক্রবার তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিহারে সম্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বৌদ্ধ রীতি অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বৌদ্ধ ভক্তদের মুক্তহস্তে দানের জন্য বিশেষ বাক্স স্থাপন করে সকলে টাকা-পয়সা দান করে। সন্ধ্যায় কতিপয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী দানবাক্স ছিনতাই করার চেষ্টা করে। এলাকার ও আশ্রমের লোকজন প্রতিরোধ সৃষ্টি করলে দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু সময় ধরে গোলাবিনিময় হয়। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। রাতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০২

(১৩১৮)

ভাঙ্গায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হিন্দু ব্যবসায়ীর জায়গায় মার্কেট নির্মাণ

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভাঙ্গা উপজেলার এক হিন্দু ব্যবসায়ীর জায়গা দখল করে বহুতল মার্কেট নির্মাণ করছে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি।

ভাঙ্গা বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী গৌরাঙ্গ রায়ের বাড়ির সীমানা নিয়ে জনৈক খন্দকার ইকবাল হোসেন সেলিমের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। কিছুদিন পূর্বে সেলিম গৌরাঙ্গ রায়ের দাবিকৃত জায়গায় বহুতল ৬ তলা মার্কেট নির্মাণের কাজ শুরু করে। এ নিয়ে ভাঙ্গা পৌরসভায় সালিস বৈঠক হয়। সালিসে গৌরাঙ্গের সীমানায় স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। কিন্তু সেলিম এই সালিসের সিদ্ধান্ত অমান্য করে গৌরাঙ্গর জায়গা দখল করে স্থাপনা নির্মাণ শুরু করলে তার ভাই গত ১৪ অক্টোবর ফরিদপুর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা করেন। আদালত ঐ দিনই স্থাপনা নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এ ব্যাপারে থানার ওসিকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঐদিনই নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু পরের দিন মঙ্গলবার থেকেই সেলিম আবার নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। গৌরাঙ্গ রায় অভিযোগ করেছে বাধা দেওয়ায় তার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৯ অক্টোবর ২০০২

(১৩১৯)
মংলায় গৃহবধূকে ধর্ষণের পর দ্বি-খণ্ডিত করে নদীতে নিক্ষেপ লাশ উদ্ধার, ধর্ষক গ্রেফতার

মংলা প্রতিনিধি ঃ মংলা থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিউলি বালা (২৫) নামে দু'সন্তানের জননী গৃহবধূকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ তার দ্বি-খণ্ডিত লাশ উদ্ধার এবং ধর্ষককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায়, মংলা থানার জামুনিরঘোল গ্রামে অজিত বালা ওরফে খোকা (৩৫)-এর স্ত্রী শিউলি এবং শিউলির মামা মন্টু মিস্ত্রীকে পার্শ্ববর্তী আবুল গাজী তার বাড়িতে দাওয়াত দেয়। শুক্রবার রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে আবুল গাজী শিউলির মামাকে তার বাড়িতে শোয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। এরপর শিউলিকে তার মামার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে সঙ্গে নিয়ে বের হয়। পথিমধ্যে পশুর নদীর পাড়ে গিয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করে লাশ দ্বি-খণ্ডিত করে নদীতে ফেলে দেয়। শনিবার সকালে স্থানীয় জেলেরা নদীর কিনারায় শিউলির মাথা দেখতে পেয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে সংবাদ দেয়। পুলিশ প্রথমে শিউলির মাথা ও পরে শরীরের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করে। পুলিশ আবুল কাজীকে গ্রেফতার করেছে। ধর্ষণ ও হত্যার কথা আবুল গাজী পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।

আজকের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০২

(১৩২০)
গৌরনদীতে ডাকাতি ঃ ২ লাখ টাকার মালামাল লুট

বরিশাল অফিস ঃ বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় ব্যবসায়ী কেশব রায়ের বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতরা নগদ ৬০ হাজার টাকাসহ ২ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

গৌরনদী প্রতিনিধি জানান, গত ১৭ অক্টোবর রাতে উপজেলার দক্ষিণ বিলাগ্রামে কেশব রায়ের বাড়িতে ১৫/২০ জনের সশস্ত্র ডাকাতদল প্রবেশ করে। এরপর অস্ত্রের মুখে সবাইকে জিম্মি করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে যায়।

আজকের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০২

(১৩২১)
পশুর নদী থেকে সংখ্যালঘু গৃহবধূর তিন খণ্ড লাশ উদ্ধার

বাগেরহাট ২০ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার মংলায় সংখ্যালঘু পরিবারের নিহত গৃহবধূ শিউলী বালার (২০) লাশের ময়নাতদন্ত রবিবার বাগেরহাট মর্গে সম্পন্ন হয়। প্রভাবশালী স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে বেড়াতে যাবার পরদিন শনিবার পশুর নদী থেকে ৩ খণ্ড মস্তকবিহীন লাশ পুলিশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। নিহত গৃহবধূর স্বামী অজিত বালা এ ব্যাপারে বাদী হয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে আবুল গাজী ও মণি মোহন নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ এই দু'ব্যক্তিকে দুদিনের রিমান্ডে নিয়েছে। লাশের সঙ্গে বাগেরহাট মর্গে আনা ২ সন্তানের জননী নিহত শিউলী বালার ভাই ইন্দ্রজিত বালা জানান, জয়মনি গোল গ্রামের নিরীহ সংখ্যালঘু অজিত বালার সুশ্রী স্ত্রীর ওপর পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালী ব্যক্তি আবুল গাজীর নজর পড়ে। এই লম্পটের লাগাতার উত্যক্তসহ নানা হুমকির এক পর্যায়ে গৃহবধূ শিউলী স্বামী ও সন্তানদের রক্ষার স্বার্থে আবুল গাজীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য দুই মাস আগে তার স্বামী শিউলীকে নিয়ে ভারতে চলে যায়। সেখানে প্রায় একমাস থাকার পর দেশে ফিরে জায়গা জমি বিক্রির চেষ্টা করে।

গত শুক্রবার পিঠা বানাবার কথা বলে উক্ত গৃহবধূকে লম্পট আবুল তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। ঐ রাতে বাড়ি পৌছে দেয়ার নাম করে তাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়। এরপর শনিবার পশুর নদীতে মস্তকবিহীন খণ্ডিত অবস্থায় শিউলী বালার লাশ দেখতে পেয়ে জনতা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। সূত্রমতে, শিউলির প্রতি দুর্বলতার কারণে লম্পট আবুল গাজীর (৪২) পরিবারের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছিল। এ নিয়ে নাকি প্রায়ই তার পরিবারে ঝগড়াঝাটি হতো। এছাড়া নিহত বধূ শিউলির কাকাত ভাই ইন্দ্রজিত দাবি করেন, লম্পট আবুলের অত্যাচারে জায়গা-জমি বিক্রি করে চলে যাবার চেষ্টার মুহূর্তে পরিকল্পিত ওই হত্যা করে তার স্বামীকে ফাঁসাবার এবং সম্পত্তি দখলের জন্য এ নৃশংস ঘটনা সে (আবুল) ঘটাতে পারে। এ ব্যাপারে আবুলের ব্যবহৃত বিশেষ আলামত অকুস্থলে পাওয়া গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ অক্টোবর ২০০২

(১৩২২)
চরভদ্রাসনে কালী মন্দিরে দুর্বৃত্তদের হামলা ॥ মূর্তি ভাংচুর

স্টাফ রিপোর্টার, ফরিদপুর ঃ শনিবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন থানার গাজীরটেক ইউনিয়নের চরআমারাপুর শীলডাঙ্গী গ্রামের বারোয়ারী কালী মন্দিরে হামলা করেছে। দুর্বৃত্তরা এ সময় কালীমূর্তিসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি ভাংচুর করেছে। মন্দির কমিটির সভাপতি ডা. অনিল চন্দ্র বিশ্বাস এ ব্যাপারে চরভদ্রাসন থানায় একটি মামলা করেছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। দুর্বৃত্তদের কাউকে আটক করা যায়নি। সংশ্লিষ্ট এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০০২

(১৩২৩)
চবিতে এবার বাংলা ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ৪ শিক্ষককে উড়ো চিঠি প্রাণনাশের হুমকি— দেবতাও রক্ষা করতে পারবে না।

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয়ের সংখ্যালঘু শিক্ষকদের প্রাণনাশের হুমকি অব্যাহত রয়েছে। রসায়ন বিভাগের ৫ জনের পর কথিত ইসলামিক সলিডারিটি এবার হুমকি দিয়েছে বাংলা ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ৪ জনকে। এ নিয়ে মোট নয়জনকে পত্রযোগে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হলো। এবার হুমকিপ্রাপ্তরা হলেন বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সৌরেন বিশ্বাস, বাণিজ্য অনুষদের ডিন ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. শান্তিরঞ্জন দাশ, একই বিভাগের প্রফেসর অমল ভূষণ নাগ ও ড. দীপক কান্তি দত্ত। এ ব্যাপারে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষক সমিতি ও পুলিশ প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন। কিন্তু উড়ো চিঠি বলে এই হুমকিকে তেমন কেউ আমলে নিচ্ছেন না। ফলে এখানকার শতাধিক শিক্ষক প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন। নিহায়ত প্রয়োজন ছাড়া তাঁরা বাড়িঘর থেকে বের হচ্ছেন না।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে চলতি মাসের সূচনায় রসায়ন বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. সরোজ সিংহ হাজারী, প্রফেসর বেণু কুমার দে, সহযোগী অধ্যাপক কমলেন্দ্র নারায়ণ দাস, ড. দেবাশিস পালিত ও ড. তাপসী ঘোষ রায়কে পত্রযোগে হুমকি দেয়া হয়। তাতে বলা হয়েছিল, তাঁরা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু। তাই দেশ ছেড়ে চলে না গেলে তাঁদের হত্যা করা হবে। গত ৫ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জনকণ্ঠে প্রকাশিত হলে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৎপর হয় এবং কথিত ইসলামিক সলিডারিটির আস্তানার সন্ধান চালিয়ে ব্যর্থ হয়। শিক্ষক সমিতিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে। সে উদ্বেগ কাটতে না কাটতেই আরও ৪ জন একই রকম পত্রযোগে হুমকি পেলেন। ডাকযোগে নিজ নিজ বিভাগের ঠিকানায় প্রেরিত পত্রের ভাষা প্রায় একই। পূর্বের ৫ পত্রের বক্তব্যের সাথে নতুন ৪ পত্রের ভাষায় আরও জোরালো হুমকি দিয়ে বলা হয় 'দেবতাও তাদের রক্ষা করতে পারবে না।' রবিবার এ বিষয়ে ড. সৌরেন বিশ্বাস ও ড. শান্তিরঞ্জন দাশ জনকণ্ঠের সাথে আলাপকালে জানান, বিষয়টি যেমন রহস্যজনক, তেমনি উদ্বেগজনক। কয়েকজন সংখ্যালঘু শিক্ষক জানান, প্রয়োজনের বাইরে তাঁরা আপাতত ঘর ছেড়ে বের হচ্ছেন না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০০২

(১৩২৪)
নির্যাতন মামলার চার্জশিট, ছবি রাণীর উদ্বেগ

বাগেরহাট, ২৪ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দেশব্যাপী আলোড়িত ছবি রাণীর নির্যাতন মামলার চার্জশীট দাখিলের পর ছবিরাণী মণ্ডল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি এ চার্জশিটকে দলীয় ইচ্ছার প্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন। নিরাপত্তা এবং অনুকূল পরিবেশ পেলে তিনি আদালতে ওই চার্জশিটের বিরুদ্ধে নারাজি দেয়ার মত প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে জনকণ্ঠের সঙ্গে আলাপকালে ছবিরাণী আরও জানান, তাঁকে নির্যাতনের সময় রামপাল বিএনপি নেতা অধ্যাপক মজনুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া হাসিব, মোতাহার, শরিফুল, মহসীনসহ আরও ১০/১২ জনের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্যাতনে অংশ নিয়ে আমার ওপর আদিম অত্যাচারে লিপ্ত হয়। তাঁর ভাষায়, এসব নির্যাতনকারী আইনী আওতার বাইরে থাকলে ষড়যন্ত্র করবে। আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। এরা তাঁর (ছবি) জীবননাশ ঘটাতে পারে বলেও তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রামপাল থানার ওসি জানান গত দু'মাসের অব্যাহত তদন্তের পর পৃথক দু'টি চার্জশিট দেয়া হয়েছে। পলাতক আসামীদের আটকের জন্য তৎপরতা অব্যাহত আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত গত ২১ আগস্ট রাতে কতিপয় বিএনপি নেতাকর্মী ছবি রাণীকে ধরে বিএনপি রামপাল অফিসে পৈশাচিক অত্যাচার শেষে বিবস্ত্র ছবি তুলে মাথার চুল কেটে নষ্টা বলে পুলিশে সোপর্দ করার চেষ্টা করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ অক্টোবর ২০০২

(১৩২৫)
কালিয়ায় চিংড়ি ঘের মালিক খুন

কালিয়া সংবাদদাতা ও নড়াইল থেকে সংবাদদাতা ঃ কালিয়ার কালুখালি গ্রামের চিংড়ি ঘের মালিক হাজারী লাল বিশ্বাসকে (৪৫) বুধবার রাতে কে বা কারা খুন করে ঘেরের পাড়ে ফেলে রেখে যায়। পুলিশ জানায়, রোজকার মত হাজারী লাল রাতে বাড়ীর অনতিদূরে বিলের মধ্যে ঘের পাহারা দেয়ার সময় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা তার ঘেরের মাছ লুট করে নেয় এবং তাকে খুন করে ফেলে যায়। এ ব্যাপারে থানায় হত্যা মামলা হয়েছে। লাশ মর্গে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ অক্টোবর ২০০২

(১৩২৬)
মাগুরায় এক ব্যক্তি খুন

মাগুরা প্রতিনিধি ঃ মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার গোয়ালবাড়ি গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস (৫২) নামের এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে চিত্তরঞ্জন লাঙ্গলবাঁধ হাটে ছাগল বিক্রি করতে যান। সন্ধ্যার পর হাট থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেও গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ি না পৌঁছলে বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। ওই রাতেই গোয়ালবাড়ি গ্রামের মাঠে চিত্তরঞ্জনের লাশ পাওয়া যায়। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ঘটনায় শ্রীপুর থানায় হত্যা মামলা হয়েছে।

যুগান্তর, ২৬ অক্টোবর ২০০২

(১৩২৭)
পূজা বন্ধে বেনামি পত্রে হুমকি

মাগুরা প্রতিনিধি ঃ বেনামি পত্রে মাগুরার ঐতিহ্যবাহী কাত্যায়নী পূজা বন্ধের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ফলে পূজা আয়োজকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

জেলার সদর উপজেলার আঠারোখাদা নিতাই-গৌর সেবা আশ্রমের ঠিকানায় প্রেরিত বেনামিপত্রে এলাকার ঐতিহ্যবাহী কাত্যায়নী পূজা স্থগিত রাখার হুমকি দেওয়া হয়। পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কাত্যায়নী পূজা একটি ব্যয়বহুল উৎসব। তাছাড়া এ বছর রমজান মাসে

এ পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ফলে এ বছর পূজা বন্ধ রাখার কথা উল্লেখ করে পত্রে হুমকি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, কাত্যায়নী পূজা দেশের মধ্যে একমাত্র মাগুরাতেই প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ পার্শ্ববর্তী ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল থেকেও দর্শনার্থীদের আগমন ঘটে। লাখ লাখ মানুষের পদচারণায় মুখরিত এ উৎসবের সঙ্গে মেলা চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে। মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা হওয়া সত্ত্বেও মাগুরাতে এটি দীর্ঘদিন ধরে সার্বজনীন উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

জেলার এ ঐতিহ্যবাহী উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতিকালে এ জাতীয় হুমকি সংবলিত বেনামিপত্র পূজা আয়োজকদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে। উৎসবের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা দারুণ সন্দিহান হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী ১০ নবেম্বর এ পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ ধার্য করা হয়েছে বলে আয়োজক সূত্রে জানা গেছে।

ভোরের কাগজ, ২৬ অক্টোবর ২০০২

(১৩২৮)
নগরীতে দিনের বেলা সন্ত্রাসীর গুলিতে স্কুলশিক্ষক নিহত
জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের?

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ রাজধানীর ধানমন্ডির ভূতের গলিতে গতকাল শনিবার সকালে সন্ত্রাসীদের গুলিতে স্বপন কুমার গোস্বামী (৩৮) নামে একজন স্কুলশিক্ষক খুন হয়েছেন। তিনি ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের সহকারী শিক্ষক এবং সপ্তম শ্রেণী 'খ' শাখার শ্রেণীশিক্ষক।

এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে ল্যাবরেটরি স্কুল প্রাঙ্গণে শিক্ষক ও অভিভাবকরা সমাবেশ করেন বিক্ষুব্ধ ছাত্র-অভিভাবকরা বিক্ষোভ মিছিলও বের করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকাল ৯টার দিকে স্বপন গোস্বামী ভূতের গলির ৭১ নম্বর নর্থ সড়কের বাসা থেকে বেরিয়ে স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দেন। তিনি কিছুদূর গিয়ে একই গলির ২ নম্বর নর্থ সড়কের 'সিকদার' স্টোরে সিগারেট কিনতে যান। এ সময় পায়ে হেঁটে আসা দুই সশস্ত্র যুবক তাকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে দৌড়ে পাশের গলি দিয়ে পালিয়ে যায়। পেটে ও মাথায় গুলি লেগে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় গ্রিন রোডের সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি মারা যান। পরে ধানমন্ডি থানা পুলিশ তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।

সিকদার স্টোরের সেলসম্যান মঞ্জু জানান, সাতটি বেনসন সিগারেট একটি প্যাকেটে ঢুকিয়ে হাতে দেয়া মাত্রই দুই যুবক স্বপন স্যারকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।

গতকাল দুপুর ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে স্বপন গোস্বামীর লাশ ধানমন্ডি ল্যাবরেটরি স্কুল প্রাঙ্গণে আনা হলে ছাত্র-অভিভাবক, রাজধানীর বিভিন্ন সরকারি স্কুল থেকে ছুটে আসা শিক্ষকসহ শত শত লোক প্রিয় শিক্ষককে এক নজর দেখার জন্য তার কফিনের পাশে ভিড় জমান। এ সময় অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এরপর ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে স্কুল প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেন। এ সময় এক প্লাটুন পুলিশ স্কুল প্রাঙ্গণে অবস্থান নেয়। শিক্ষক ও অভিভাবকরা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের গ্রেপ্তার দাবি জানিয়ে বলেন, অন্যথায় নিরাপত্তার অভাবে শিক্ষার্থীরাও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।

ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রশিদউদ্দিন জাহিদ প্রথম আলোকে স্বপনের শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্ন অবদানের কথা তুলে ধরে বলেন, সদালাপি, শান্ত ও সৎ স্বভাবের অধিকারী স্বপনের সঙ্গে কোনো সহকর্মীর বিরোধ ছিল না। আদর্শবান শিক্ষক হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। বর্তমানে স্কুল ছুটি থাকলেও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের টেস্ট পরীক্ষা চলছে। গতকাল স্বপনের পরীক্ষায় ডিউটি ছিল।

এদিকে খবর পেয়ে বিকেল ৩টার দিকে স্বপনের স্ত্রী, সন্তান ও স্বজনরা স্কুল প্রাঙ্গণে এলে এক বেদনাবিধুর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ সময় স্বপনের স্ত্রী শিমলা গোস্বামী বারবার মূর্ছা যান।

বিকেল পৌনে ৪টার দিকে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে পুলিশের পিকআপে লাশ বারডেমের মরচুয়ারিতে নিয়ে রাখা হয়। এ সময় ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্র ও অভিভাকরা লাশ বহনকারী গাড়ির পেছনে মিছিল করে বারডেমে যান। আজ রোববার ফেনীতে লাশের সৎকার করা হবে।

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি খুনিদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দাবি করে বিবৃতি দিয়েছে। ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি জানিয়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আবেদন করেছেন।

নিহতের খালাতো ভাই অরুণ চক্রবর্তী বাদী হয়ে ধানমণ্ডি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। রাতে সন্দেহভাজন চারজনকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন সামসুল আলম, মঞ্জু, আহসান আলী ও মনিরুল ইসলাম।

প্রথম আলো, ২৭ অক্টোবর ২০০২

(১৩২৯)
চাঁদা না দেয়ায় ব্যবসায়ীকে মারধর

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দাবিকৃত চাঁদার টাকা না পেয়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা কলাপাড়া পৌর শহরের ব্যবসায়ী হরেকৃষ্ণ নাথকে প্রকাশ্য দিবালোকে মারধর করে গুরুতর আহত করেছে। এ ব্যাপারে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কলাপাড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। জানা গেছে, কলাপাড়া পৌরশহরের পান-সুপারির ব্যবসায়ী হরেকৃষ্ণ সাহার কাছে কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী গত ১২ অক্টোবর বেলা ১১ টায় দু হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হরেকৃষ্ণ সাহা ওই টাকা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা তাকে প্রকাশ্যে মারধর করে তার পকেট থেকে এক হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং তার প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। মামলা করার কারণে সন্ত্রাসীরা এখন তাকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। সন্ত্রাসীরা একটি রাজনৈতিক দলের ক্যাডার হওয়ার কারণে তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না, ফলে ব্যবসায়ী হরেকৃষ্ণ সাহা এখন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

সংবাদ, ২৭ অক্টোবর ২০০২

(১৩৩০)
আশাশুনিতে কালীমূর্তি ভাঙচুর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ঃ শ্যামাপূজা উপলক্ষে নির্মিত কালীমূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। রোববার রাতে আশাশুনি উপজেলার বুড়োখারআটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, আগামী ৪ নবেম্বর হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্যামাপূজা উপলক্ষে বুড়োখারআটি গ্রামে প্রতি বছরের মতো এবারও কালীমূর্তি নির্মাণ করা হয়। কে বা কারা রোববার রাতে নির্মিত মূর্তি ভেঙে ফেলে।

প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর ২০০২

(১৩৩১)
বাগেরহাটে প্রতিমা ভাঙ্গার প্রতিবাদ করায় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারধর

বাগেরহাট, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার কচুয়ার ছিটাবাড়ি গ্রামে পারিবারিক একটি মন্দিরে ৮টি প্রতিমা ভাঙ্গার প্রতিবাদ করায় সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারপিট করেছে। এদের মধ্যে উদয় বৈদ্য (২৫) গুরুতর আহত হয়। শুক্রবার রাতে এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ করা হলেও পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে ছিটাবাড়ী গ্রামের গৌরাঙ্গ লাল বৈদ্যের পারিবারিক মন্দিরের কালী প্রতিমাসহ ৮টি মূর্তি রাতের আঁধারে কে বা কারা ভেঙ্গে রেখে যায়। এ ঘটনায় তিনি সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ করেন। এর পর ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে সালিশীর নামে একদল যুবক স্থানীয় 'পারনওয়াপাড়া' ক্লাবঘরে গৃহকর্তা গৌরাঙ্গ লালকে ডেকে নিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে বলে। তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। সন্ত্রাসীরা গৌরাঙ্গসহ তাঁর পরিবারের ৪ সদস্যকে বেদম মারপিট করে। এরপর তারা প্রায় অচেতন অবস্থায় পুত্র উদয় বৈদ্যকে উল্টো পুলিশে সোপর্দ করে। পুলিশ তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কচুয়া হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখান থেকে তাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর কথা। মূর্তি ভাঙ্গা ও মারপিটের অভিযোগে জব্বার খানসহ ৮ সন্ত্রাসীর নামে কচুয়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ অক্টোবর ২০০২

(১৩৩২)
মুন্সীগঞ্জে স্কুল শিক্ষিকার লাশ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা ঃ সিরাজদিখান উপজেলার গোয়ালখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও শহরের পিটিআইয়ের প্রশিক্ষণার্থী এলাচি বৈদ্যের (৩৫) লাশ পুলিশ মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার করেছে। পিটিআইয়ের পাশে নয়াপাড়ার একটি বাড়ির পরিত্যক্ত একটি ঘর থেকে শিক্ষিকার লাশ উদ্ধার করা হয়। এই বাড়িতেই অপর একটি ঘরে তার একমাত্র কন্যা মনিকাকে নিয়ে তিনি ভাড়া থাকতেন। এলাচির স্বামী চার বছর আগে বিদেশে চাকরিরত অবস্থায় মারা যায়। এলাচির বাপের বাড়ি ঢাকার নবাবগঞ্জের কিরিঞ্চি এলাকায়।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ অক্টোবর ২০০২

(১৩৩৩)
পাইকগাছায় মুক্তিপণ দাবীতে দুই ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অপহরণ সন্ত্রাসীদের দাপট কমেনি

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ খুলনার পাইকগাছা উপজেলার গ্রামে সন্ত্রাসীদের দাপট কমেনি। চাঁদাবাজি, মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ ও হত্যার হুমকিসহ নানা অপরাধ একের পর এক ঘটেই চলেছে। সোমবার রাতে লতা ইউনিয়নের বাহিরবুনিয়া গ্রাম থেকে মুক্তিপণের দাবিতে দুব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। খুলনার পাইকগাছা সন্ত্রাসের জনপদ হিসাবে চিহ্নিত। গত সংসদ নির্বাচনের পর থেকে এ জনপদের বিভিন্ন গ্রামে সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। লতা, ফেলুটি, গড়াইখালি, লস্কর, সোলাদানা প্রভৃতি ইউনিয়ন এলাকায় চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধ এখনও সংঘটিত হচ্ছে। চরমপন্থী দলের নামে বিভিন্ন এলাকার বিত্তবানদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। চাঁদা না দিলে ধরে নিয়ে জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছে। প্রতিবাদ কেউ করলে তাকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এলাকাবাসী এ অভিযোগ করলেও পুলিশ বলছে, এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল। অভিযোগে জানা যায়, মোটা অঙ্কের চাঁদা না পেয়ে রাতের পার্টি (চরমপন্থী) ক্যাডাররা সোমবার রাতে বিত্তশালী দু'ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এদের একজন হলেন লতা ইউনিয়নের বাহির বুনিয়া গ্রামের মাহবুব গাজী অপর ব্যক্তি হলেন, একই ইউনিয়নের হালদাচর গ্রামের রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। রবীন্দ্রনাথকে বাহিরবুনিয়া ঘের থেকে অপহরণ করা হয়েছে। এর প্রায় দেড় মাস আগে লতা গ্রাম থেকে অরূপ ওরফে আদর মল্লিক এবং দেলুটি ইউনিয়নের দারুণ মল্লিক গ্রাম থেকে বিষ্ণু মণ্ডল নামের অপহৃত দু'ব্যক্তির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। সূত্র জানায়, প্রাণভয়ে পরিবারের লোকেরা এ ব্যাপারে থানায় কোন অভিযোগ করেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১ অক্টোবর ২০০২

নবেম্বর-২০০২

(১৩৩৪)
আশাশুনিতে প্রতিমা ভাঙচুর ॥ অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী আটক

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার দুর্গম বুড়ো গহিহাটী গ্রামে সর্বজনীন পূজামণ্ডপের কালীপ্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার গভীর রাতে এ ভাঙচুরের ঘটনাকে পুলিশ স্থানীয় সামাজিক বিরোধ ও জমি নিয়ে গোলযোগের কারণে ঘটেছে বলে ধারণা করছে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আসন্ন কালীপূজা উপলক্ষে আশাশুনির বুড়ো গহিহাটী গ্রামের সর্বজনীন পূজামণ্ডপের নির্মাণাধীন প্রতিমা কে বা কারা রোববার গভীর রাতে ভাঙচুর করে পালিয়ে যায়।

সংবাদ, ২ নবেম্বর ২০০২

(১৩৩৫)
কুষ্টিয়ায় সংখ্যালঘু কিশোরীকে রাতভর ধর্ষণ ॥ পরিবার নিরাপত্তাহীন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুষ্টিয়া ঃ কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অস্ত্রের মুখে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাতভর এক কিশোরীকে উপর্যুপরি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার সকালে স্থানীয় এক মাঠ থেকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার পর ধর্ষিত ওই কিশোরীর সংখ্যালঘু পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

পুলিশ বলেছে, শনিবার রাত ১১টার দিকে দৌলতপুরের বাগোয়ান গ্রামের সফেদ মণ্ডলের লম্পট পুত্র আলাউদ্দিন ও মমতাজ আলীর পুত্র আব্দুল মালেক গোপালপুর গ্রামের সংখ্যালঘু দরিদ্র এক পরিবারের বাড়িতে হানা দেয়। তারা এ সময় আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে ওই পরিবারের কিশোরী কন্যাকে (১৪) জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। পরে ওই কিশোরীকে পার্শ্ববর্তী নির্জন এক মাঠে রাতভর ধর্ষণ শেষে তাকে ফেলে রেখে যায়। রবিবার সকালে এলাকাবাসী অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে কিশোরীকে দৌলতপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

বর্তমানে তাকে দৌলতপুর থানার নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হয়েছে। ধর্ষকরা এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় ধর্ষিতার পরিবার মামলা করতে সাহস পাচ্ছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ নবেম্বর ২০০২

(১৩৩৬)
কুড়িগ্রামে কালী প্রতিমা ভাঙচুর

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ঃ কুড়িগ্রাম শহরের অদূরে খলিলগঞ্জ বাজারের কাছে গতকাল রোববার বেলা ১২টার দিকে কালী প্রতিমা বানিয়ে মন্দিরে আনার সময় তিনজন উচ্ছৃঙ্খল যুবক তা ভেঙে ফেলেছে। এ সময় তারা প্রতিমা বহনকারী ঠেলাগাড়ি চালককে মারধর করে। এদিকে শনিবার গভীর রাতে সদর উপজেলার কুসোরপুরে নিরঞ্জন সেনের বাড়িতে কে বা কারা গরুর মাথা রেখে যায়।

কুড়িগ্রাম পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অলক কুমার সরকার উভয় ঘটনার তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি দাবি করেছেন। সদর থানা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। থানায় দুটি মামলা হয়েছে।

প্রথম আলো, ৪ নবেম্বর ২০০২

(১৩৩৭)
রাজধানীতে গলা কেটে জোড়া খুন

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ধানমন্ডি থানা এলাকায় কলাবাগনের বশিরউদ্দিন রোডের ৯১ এইচবি প্লাজায় অবস্থিত হিরু হেয়ার কাটিং সেলুন থেকে গতকাল দুপুরে ধানমন্ডি থানা পুলিশ ঐ সেলুনের ২ কর্মচারীর লাশ উদ্ধার করে। লাশ দুটি মেঝেতে বিছানো কাঁথার ওপর পড়েছিল। এই দুইজন হচ্ছে বীরেন চন্দ্র শীল (২৭) এবং ভরত চন্দ্র শীল (২২)। এরা পরস্পর চাচাতো ভাই। দুজনকেই ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করে হত্যা করা হয় বলে পুলিশ ধারণা করছে। হত্যার মোটিভ জানা যায়নি। পুলিশ এই সেলুন থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করে। চিরকুটে লেখা রয়েছে, 'আমার বাড়ি যশোর ছেড়ে ২৫ কিলোমিটার দূরে নকশাল এলাকায়। সেখানে গিয়ে একটি পশমও ছিঁড়তে পারবে না, এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না — মামুন।'

স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দোকানের মালিক হিরুর ছেলে শ্যামল এসে দোকানের শাটার খুলে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে বাবাকে খবর দেওয়ার কথা বলে চলে যায়। দুপুর পর্যন্ত সে অথবা দোকানের মালিক হিরু দোকানে আসেনি। সূত্র জানায়, রোববার রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দোকান খোলা ছিল। একই রোডে হিরুর আরেকটি সেলুন রয়েছে। ঐ সেলুনের দুই কর্মচারীসহ মোট ৪ জন এই সেলুনে রাতে ঘুমাতো। অন্য সেলুনের কর্মচারী দুজন হচ্ছে সুজন ও জাভেদ। গতকাল ঘটনার পর এদের দেখা যায়নি। তাছাড়া গত রাতে তারা একসঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল কিনা তাও জানা যায়নি। সূত্র জানায়, সকালবেলা দোকানের শাটার বাইরে থেকে কাপড়ের ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল। মালিকের ছেলে শ্যামল শাটার খুলে দেখে যাওয়ার পর ঘটনাটি নিয়ে আশপাশে কানাঘষা শুরু হয়। ফলে আশপাশের কেউ আর দোকান খুলেননি। সকাল থেকে আশপাশের উৎসুক লোকজন এসে ভিড় জমালেও পুলিশ আসে দুপুর ২টার দিকে। পরে তারা লাশ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়।

পুলিশ জানায়, তারা অনেক পরে খবর পেয়েছে। কারা এবং কি কারণে এই জোড়া খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে এ ব্যাপারে পুলিশ গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারেনি। পুলিশের ধারণা পরিচিত লোকজন এই হত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে। মেঝেতে ঘুমন্ত অবস্থায় রোববার মধ্য রাতের পর কোনো এক সময় তাদের হত্যা করা হয়। সেলুনের ক্ষুর দিয়ে তাদের জবাই করে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে পুলিশ সে রকম কোনো রক্তমাখা ক্ষুর পায়নি। সেলুনের মালামাল তছনছ অবস্থায় দেখে ধারণা করা হচ্ছে হত্যাকারীরা সেলুনের ভেতর কিছু খুঁজছিল। নিহত বীরেনের বাড়ি ভোলায় এবং ভরতের বাড়ি টাঙ্গাইলে। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া চিরকুট অনুযায়ী পুলিশ এই দুজনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য ভরতের ছোট ভাই প্রফুল্লকে থানায় নিয়ে গেছে। তাছাড়া অপর দুই কর্মচারী সুজন ও জাভেদকে পুলিশ খুঁজছে।

ভোরের কাগজ, ৫ নবেম্বর ২০০২

(১৩৩৮)
২০০ বছরের প্যাগোডা-বিধ্বস্ত, আরেকটি হুমকির মুখে, কক্সবাজারে রাখাইনদের জমি দখল করে ঘর তোলার হিড়িক

আবদুল কুদ্দুস রানা, কক্সবাজার ঃ কক্সবাজারে রাখাইন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্যাগোডা ও শ্মশানের জমি দখল করে বসতবাড়ি গড়ে তোলার হিড়িক পড়েছে। একশ্রেণীর

অসৎ লোকজন এসব জমি দখল করছে। দখল-বেদখল আর পাহাড় কাটার কারণে ২০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত একটি প্যাগোডা ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হয়। আরো একটি প্যাগোডা হুমকির মুখে। এতে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় উৎসব ও পূজা-অর্চনা করতে রাখাইনদের নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্রে জাদীর পাহাড়ের চূড়ায় প্রায় ১৫০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত না থ্রু দং জাদীটির (প্যাগোডা) বর্তমানে করুণ অবস্থা। পাহাড়ের ওপরে প্যাগোডায় ওঠার সিঁড়িটি ছাড়া এর চারদিকের জমিগুলো দখল করে গত কয়েক বছরে গড়ে তোলা হয়েছে শত শত ঘরবাড়ি। এসব ঘরে শহরের দাগি সন্ত্রাসীরা আস্তানা গেড়ে নানা অপকর্মের পাশাপাশি মাদকের আখড়া গড়ে তোলে।

সরেজমিন দেখা গেছে, প্যাগোডার চারদিকে পাহাড় কেটে সমতল করে ছোট ছোট আকৃতির অস্থায়ী বসতবাড়ি তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় লোকের পাশাপাশি মিয়ানমারের অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা নাগরিকও প্যাগোডার জমি দখল করেছে। এ ছাড়া আছে নোয়াখালী, কুতুবদিয়া, রংপুর ও ফরিদপুরের লোকজন।

এই প্যাগোডাটির পার্শ্ববর্তী বৈদ্যেরঘোনা এলাকার পাহাড়ের চূড়ায় প্রায় ২০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত থেইকেয়াং দং জাদীটি প্রায় দেড় বছর আগে বিধ্বস্ত হয়। দখলদাররা ক্রমাগত প্যাগোডার চারদিকের পাহাড় কাটতে থাকলে শেষ পর্যন্ত প্যাগোডাটি হেলে ভেঙে পড়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে ৪০০ ফুট নিচে। স্থানীয় হাজার পাঁচেক রাখাইনের পাশাপাশি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজনও এই প্যাগোডায় ধর্মীয় উৎসব, পূজা-অর্চনা ও প্রদীপ পূজা করত।

বৈদ্যেরঘোনা এলাকার অবৈধ দখলদার শরীফ বাদশা, রমিজা বেগম ও মনিরুল ইসলাম বলেন, তারা চার-পাঁচ বছর আগে এসব জমি একজন সরকারি কর্মচারীর কাছ থেকে ১০ থেকে ৩০ হাজার টাকায় ক্রয় করে ঘরবাড়ি তৈরি করেন। এতে তাদের কেউ বাধা দেয়নি।

জেলার টেকনাফ, কক্সবাজার সদর, খুরুশকুল, মহেশখালী, চৌফলদণ্ডী, রামু, হাবরাং, চকরিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করেন রাখাইন সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০ হাজার লোক। প্রায় সময় এরা সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজের নানা অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হন।

রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা বলেন, শহরের দুটি পুরনো ঐতিহ্যবাহী প্যাগোডার জমি ছাড়াও ইতিমধ্যে দখলদাররা রামু নাইক্ষ্যংছড়ি সড়কের লট উখিয়াঘোনা এলাকার পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত শত বছরের প্যাগোডা ও নিচে শ্মশানের কয়েক একর জমি দখল করেছে। টেকনাফের নাইটংপাড়ায় অবস্থিত শ্মশানের জমি, চৌকলদণ্ডী রাখাইনপাড়া শ্মশানের জমি মহেশখালী দক্ষিণ রাখাইনপাড়ার (জেটিসংলগ্ন) শ্মশানের কয়েক একর জমি, হাবরাং মধুখালী রাখাইনপাড়ার শ্মশানের তিন একর জমি গত কয়েক বছরে বেদখল হয়েছে। বর্তমানে দখল করা জমিতে ঘরবাড়ি তৈরি করার হিড়িক চলছে। কয়েক দিন আগে টেকনাফে রাখাইনদের শ্মশানে গিয়ে দেখা গেছে, মিয়ানমারের চারটি পরিবার বেশকিছু শ্মশানের জমি দখল করে সেখানে আধা-পাকা ও বাঁশের ঘর তৈরি করছে। এতে শ্মশানে যাওয়ার রাস্তাটিও বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। টেকনাফ থানার ওসি মোঃ ফরিদ বলেন, তাদের কাছে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।

সবচেয়ে করুণ অবস্থায় আছে চকরিয়া উপজেলার হাবরাং এলাকার সাড়ে ৪০০ রাখাইন পরিবার। এখানে ৭ একরবিশিষ্ট শ্মশানের জমির প্রায় ৩ একরই প্রভাবশালীরা দখল করে দোকানপাট ও ঘরবাড়ি তৈরি করেছে। স্থানীয় ছোটন বাহিনীর সন্ত্রাসীদের হাতে রাখাইনরা জিম্মি। গত ১৩ অক্টোবর সন্ত্রাসীরা রাখাইনপাড়ায় হামলা চালিয়ে রাখাইনদের ২ লাখ ১৭ হাজার টাকা লুট করে। এতে ব্যবসায়ী আফ্রুচি অপু রাখাইনসহ তিনজন আহত হয়। এর আগেও হামলা চালিয়ে রাখাইনদের ৮০ হাজার টাকা লুট করা হয়।

চকরিয়া থানার ওসি মইনুদ্দীন বলেন, রাখাইনদের ওপর যেন আর হামলা ও নির্যাতন না হয় সে ব্যাপারে পুলিশ সতর্ক রয়েছে।

রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মংক্যম বলেন, তাদের পিঠ এখন দেয়ালে ঠেকে গেছে। এখন আন্দোলন করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি উদ্ধার এবং নিজেদের বাঁচার সংগ্রাম করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা কয়েকটি স্থানে রাখাইনদের প্যাগোডা, শতাধিক একর জমি অবৈধ দখলে চলে যাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যাপারে সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রথম আলো, ৭ নবেম্বর ২০০২

(১৩৩৯)
পূজামণ্ডপে সন্ত্রাসীদের হামলা ॥ কালীমূর্তি ভাংচুর

কেরানীগঞ্জ সংবাদদাতা ঃ শুক্রবার ঢাকার কেরানীগঞ্জে সন্ত্রাসীরা একটি পূজামণ্ডপে হামলা চালিয়ে কালীমূর্তি ভাংচুর করেছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ভাংচুরে বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা চার মহিলার শ্লীলতাহানি করে। সেনাসদস্যরা এসব ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শনিবার দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, ১৫/২০ ব্যক্তি শুক্রবার দুপুরে কেরানীগঞ্জের শুভাড্যা পশ্চিমপাড়ায় শ্মশানঘাটে কালীপূজার একটি মূর্তি নিয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় নাজির গ্রুপের সন্ত্রাসীরা এ সময় হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা কয়েকটি হাতবোমা ফাটায় এবং পূজামণ্ডপের দু'টি মূর্তির গায়ে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় মূর্তির কিছু অংশ ভেঙে যায়। এলাকার সংখ্যালঘুরা ভাংচুরে বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাদের ওপরও হামলা চালায়। হামলায় ভালবাসা রাণী , মনু, জল্পনা ও নিরাশা নামে চার মহিলা সন্ত্রাসীদের দ্বারা শ্লীলতাহানির শিকার হয়। শ্লীলতাহানির শিকার মহিলাদের বয়স যথাক্রমে ২৫, ৫০, ৪০ ও ২৫ বছর।

শনিবার দুপুরে পূজা কমিটির সদস্যদের সাথে সন্ত্রাসীদের দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষ শুরু হলে সেনাসদস্যরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তারা সন্ত্রাসের অভিযোগে হিরা ও ইব্রাহিম নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। নাজির গ্রুপের সদস্য হিসেবে পরিচিত এই দুই ব্যক্তির বয়স যথাক্রমে ১৭ ও ২০ বছর। স্থানীয় দু'দল সন্ত্রাসী সিরাজ গ্রুপ ও নাজির গ্রুপের মধ্যকার দ্বন্দ্বের জের হিসাবে মূর্তি ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে। এই দু'দল সন্ত্রাসীর ভয়ে অনেকেই এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ নবেম্বর ২০০২

(১৩৪০)
পাইকগাছা থেকে অপহৃত আদরকে তিন মাসেও উদ্ধার করা যায়নি

পাইকগাছা প্রতিনিধি ঃ পাইকগাছা থেকে অপহৃত অরূপ মল্লিক (আদর) (৩২)-কে পুলিশ গত তিন মাসেও উদ্ধার করতে পারেনি। গোটা পরিবার এ নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় ভুগছে। তিন মাস আগে কয়েকজন লোক আদরকে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। পরে আর তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। জানা যায়, অপহরণকারীরা আদরকে প্রথমে পাইকগাছার মধুখালী গ্রামে ও পরে হরিণখোলা গ্রামে আটকে রাখে। সেখান থেকে অপহরণকারীরা আদরকে উপজেলার দুর্গাপুর গেটের কাছে হত্যা করেছে বলে অনেকে ধারণা করেছেন।

যুগান্তর, ১২ নবেম্বর ২০০২

(১৩৪১)
পাবনায় প্রতিমা ভাংচুরের প্রতিবাদে মণ্ডপে মণ্ডপে কালো পতাকা, ঘটপূজা

পাবনা, ১১ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পাবনার শাঁখারীপাড়া সর্বজনীন পূজামণ্ডপে সন্ত্রাসী হামলা এবং প্রতিমা ভাংচুরের প্রতিবাদে জেলার সকল পূজা মণ্ডপে কালো পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন মহলের নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি।

বুধবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক এবং সদর উপজেলার শাঁখারীপাড়ার বাসিন্দা বাবু চন্দন কুমার চক্রবর্তীর বাড়ির সর্বজনীন পূজামণ্ডপে সন্ত্রাসী হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা পূজামণ্ডপে ঢুকে দুর্গা, গণেশ, অসুর, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিকের মাথা, হাত ও পা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। তারা এ সময় পূজামণ্ডপ থেকে প্রতিমার ব্যবহারের জন্য শাড়িসহ অন্যান্য জিনিস লুট করে নিয়ে যায়।

পূজা প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে মণ্ডপে হামলা ও প্রতিমা ভাংচুর করার ঘটনায় বিভিন্ন মহলের নিন্দা-প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জরুরী সভায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে জেলার সকল মণ্ডপে কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এদিকে শাঁখারীপাড়া সর্বজনীন পূজামণ্ডপে হামলা ও প্রতিমা ভাংচুর করার পর ঐ এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায় পূজা পালন না করার সিদ্ধান্ত নিলে সকল মহলের বিবেককে নাড়া দেয়। প্রশাসনসহ বিভিন্ন মহল থেকে তাদের পূজা পালনের অনুরোধ করলে তাঁরা 'ঘটপূজা' করবেন বলে জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ নবেম্বর ২০০২

(১৩৪২)
ফকিরহাটে চাঁদা না পেয়ে ফের দুই সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি গৃহকর্তা গুলিবিদ্ধ, দু'লাখ টাকার মাল লুট, এলাকায় আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাগেরহাট ঃ জেলার ফকিরহাটের শুভদিয়ায় চাঁদা দাবি করে চিঠি পাঠাবার পর আবারও দুই সংখ্যালঘুর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার গভীর রাতে তেকাঠিয়া গ্রামের মুখোশপরা ১০/১২ জনের সশস্ত্র ডাকাতদলের গুলিতে আনন্দ কুণ্ডু (৩০) গুরুতর আহত হয়। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া তার স্ত্রী সুচিত্রা কুণ্ডু (২২) সহ আরও ২ জন বেপরোয়া মারপিটে আহত হয়। ডাকাতদল নগদ অর্থ, স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় দু'লাখ টাকার মালামাল লুটে নিয়েছে বলে জানা গেছে। বাগেরহাটের নবাগত পুলিশ সুপার মেজবাহ উদ্দিন এদিন ভোররাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

পুলিশ ও ক্ষতিগ্রস্তদের সুত্রে জানা গেছে, ১০/১২ জনের মুখোশ পরিহিত ডাকাতদল প্রথমে তেকাঠিয়া গ্রামের উৎপল আচার্যের বাড়িতে চড়াও হয়। অস্ত্রের মুখে সকলকে বেঁধে উৎপল ও তার ভাইয়ের ঘর থেকে সমুদয় নগদ অর্থ, স্বর্ণালঙ্কারসহ মালামাল লুটে নেয়। এর পর বাঁধা অবস্থায় উৎপলকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গোবিন্দ কুণ্ডুর বাড়িতে হাজির হয়। তাকে দিয়ে গোবিন্দকে ডাকায়। গোবিন্দের অনুপস্থিতিতে তার ভাই আনন্দ কুণ্ডু ঘরের দরজা খুলে পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে দরজার ডাসা দিয়ে এক ডাকাতের মাথায় আঘাত করে। তখন ডাকাত দল আনন্দের বুক লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এর পর ডাকাত দল বেপরোয়া তাণ্ডব শুরু করে। চিঠি পাঠিয়ে চাঁদা দাবি করা সত্ত্বেও তা না পাওয়ার কথা উল্লেখ করে। সকলকে বেঁধে মারপিট চালায়। এতে আনন্দ কুণ্ডুর স্ত্রী সুচিত্রাসহ আরও ২ জন আহত হয়। এখানেও আনন্দ ও গোবিন্দ কুণ্ডুর ঘরের নগদ অর্থসহ সব মালামাল অনুরূপ লুটে ডাকাতদল নিরাপদে চলে যায়। তবে তারা যাবার সময় সকলকে বাঁধা অবস্থায় ঘরের মধ্যে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায়।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোসা ও ডাকাতদের ব্যবহৃত মুখোশ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানায় উৎপল আচার্য বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখ্য, মাসাধিক কাল আগে একই শুভদিয়া ইউনিয়নে চিঠি দিয়ে চাঁদা দাবি করার পর তা না পেয়ে সংখ্যালঘু কৃষ্ণপদ মণ্ডলের বাড়ি থেকে ডাকাত দল মালামালসহ তার লাইসেন্সকৃত বন্দুকটি লুটে নেয়। আজও তা উদ্ধার হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ নবেম্বর ২০০২

(১৩৪৩)
রাজশাহীর একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী ঃ রাজশাহী মহানগরীর সাহেববাজারে মাত্র সোয়া কাঠা জমির ওপর প্রায় একশ' বছর ধরে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের জন্য এবার সেনা সদস্যদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা উচ্ছেদ প্রচেষ্টাকারী প্রভাবশালী মহলের আত্মীয় হওয়ায় অবৈধভাবে ক্ষমতার দাপট দেখানো হচ্ছে। ফলে পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আতংকের মধ্যে রয়েছেন। দেশে অনেক মানবাধিকার ও বেসরকারি সংগঠন থাকলেও 'অসহায়' এই পরিবারটির সহযোগিতায় কেউই এগিয়ে আসছেন না। যদিও সংশ্লিষ্ট পরিবারের পক্ষে আইনগত সকল প্রটেকশন রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, গোপাল রাম (৪৫) ও নরেশ রাম (৫৫) দু'ভাই নগরীর সাহেববাজার আরডিএ মার্কেটের পাশে সোয়া কাঠা জমির ওপর বসবাস করছেন। বংশপরম্পরায় প্রায় একশ' বছর ধরে তারা ওই স্থানে বাড়ি করে বসবাস করছেন। এই জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ ও মামলা-মোকদ্দমা চলার পর গোপাল রামরা আদালতের ডিক্রি লাভ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত তিন প্রভাবশালী গোপাল রামের জায়গার পাশে বহুতল ভবন নির্মাণ করার জন্য সংখ্যালঘু ওই পরিবারটিকে দীর্ঘদিন ধরে কৌশলে ভিটেমাটি হতে উচ্ছেদের চেষ্টা করে আসছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

গোপাল রাম জানান, কয়েক মাস আগে প্রভাবশালী মহলের বহুতল ভবন নির্মাণ করতে গিয়ে তাদের বাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলা হয়। পরিবারের আয়ের একমাত্র অবলম্বন আটার মিল ঘর এবং একটি শোবার ঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে। অবশিষ্ট দু'টি ঘর যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

এদিকে, সোমবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ৪০/৫০ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য গোপাল রামের বাসায় যায়। তারা প্রথমে বাড়িভিটার দলিল দেখতে চায়। এরপর তারা গোপাল রামকে মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী জেলা স্টেডিয়ামে কাগজপত্র নিয়ে আসতে বলে চলে আসে।

সেনাসদস্যদের কথা অনুযায়ী গোপাল রাম মঙ্গলবার সকালে সেনা ক্যাম্পে তার পক্ষের সকল কাগজপত্র নিয়ে যান। এসময় সংশ্লিষ্ট একজন সেনা কর্মকর্তা গোপাল রামকে বাড়িভিটার মূল দলিল গতকাল বুধবার তিনটার মধ্যে দেখাতে বলেন। অন্যথায় বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে বলে জানান।

এ বিষয়ে যৌথবাহিনীর রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিনুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি 'সংবাদ'কে বলেন, 'বিষয়টি আমার নলেজে নেই। তাছাড়া বাড়ি উচ্ছেদের ক্ষেত্রে সেনাসদস্যদের হস্তক্ষেপের কোন বিধান নেই। তবে অবৈধ স্থাপনা হলে তা উচ্ছেদের দায়িত্ব সিটি করপোরেশন বা রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাউক)।' সেনাসদস্যরা কেন ওই বাড়িতে গেছে তা তিনি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান।

উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই 'সংবাদ'-এ এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ছাপা হলে প্রভাবশালী দখলদাররা সংশ্লিষ্ট পরিবারটিকে উচ্ছেদের চেষ্টা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়।

সংবাদ, ১৪ নবেম্বর ২০০২

(১৩৪৪)
মুকসুদপুরে অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার বৃদ্ধ মনি মোহন

গোপালগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুকসুদপুর উপজেলার দক্ষিণ জলিরপাড় গ্রামে দুর্বৃত্তদের অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন এক অশীতিপর বৃদ্ধ।

জানা গেছে, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষ ৪ নবেম্বর রাতে বেড়া কেটে ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত মনি মোহন আবাদির (৮৭) ওপর অ্যাসিড নিক্ষেপ করে। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য রাজৈর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৭ নবেম্বর গোপালগঞ্জ ব্র্যাক অফিসের পক্ষ থেকে বৃদ্ধ মনি মোহন আবাদিকে সুচিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ, ১৪ নবেম্বর ২০০২

(১৩৪৫)
আটকাদেশ, ফরিদপুরে আতঙ্ক

ফরিদপুর প্রতিনিধি ঃ ফরিদপুরের সুপুরিচিত গোপাল বস্ত্রালয় ও সত্য নারায়ণ বস্ত্রালয়ে ঢাকা সদর দপ্তর থেকে এসে বিডিআরের একটি দল গত সপ্তাহে দফায় দফায় তল্লাশি চালায়। কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ও কাস্টমস সুপারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিডিআর ভারতীয় সন্দেহে ১৫ লাখ টাকার শাড়ি আটক এবং পাঁচ সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে এবং নিয়মিত মামলাও করা হয়। কিন্তু এ ঘটনার ছয় দিন পর 'আইনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি' এবং হুন্ডি ব্যবসার অভিযোগ এনে এই ব্যবসায়ীদের এখন এক মাসের ডিটেনশন দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ব্যবসায়ী ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, গত ৫ নবেম্বর রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা হেডকোয়ার্টার থেকে একদল বিডিআর সদস্য এসে গোপাল বস্ত্রালয় ও সত্য নারায়ণ বস্ত্রালয়ে আকস্মিক অভিযান চালায়। তারা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে রিকুজিশন নিয়ে ভারতীয় শাড়ি তল্লাশি করে। এ সময় ম্যাজিস্ট্রেট দোকান দুটির শাড়িগুলো ভারতীয় কিনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় সেগুলো জব্দ করা যায় না বলে মতামত দিয়ে চলে যান। এরপরও বিডিআর

সারা রাত দোকান দুটি ঘেরাও করে রাখে। পরদিন (৬ নবেম্বর) সকালে তারা ফরিদপুর কাস্টমসের সুপারেনটেনডেন্টকে নিয়ে আবার তল্লাশি শুরু করে কাস্টমস সুপারেনটেনডেন্টও দোকানের শাড়িগুলো ভারতের বলে কোনো প্রমাণ না থাকায় আটক করা যায় না বলে মতামত দেন। এ অবস্থায় অভিযানে আসা বিডিআর অফিসাররা করণীয় জানতে ঢাকায় যোগাযোগ করেন।

বিডিআর দুপুর পর্যন্ত দোকান দুটি ঘেরাও করে রাখে। বিকেলে ঢাকা থেকে বিডিআরের ডেপুটি অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর মোশাররফ হোসেন ফরিদপুরে আসেন। তিনি এসে গোপাল বস্ত্রালয় থেকে ১ হাজার ৯০০টি শাড়ি ও সত্য নারায়ণ বস্ত্রালয় থেকে ৬৬০টি শাড়ি ভারতীয় বলে আটক করেন এবং 'ভারতীয় কাপড়' রাখার অপরাধে রামকুমার ধানুকা, অমর প্রসাদ ধানুকা, অশোক কুমার আগরওয়াল, কাশীনাথ আগরওয়াল ও গণেশ আগরওয়াল—এই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেন।

ওইদিনই পাঁচজনের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (খ) ধারায় মামলা করা হয়। কিন্তু নিয়মিত মামলা হওয়ার পরও এই পাঁচ ব্যবসায়ী আইনশৃঙ্খলা অবনতি হওয়ার মতো কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে এবং তারা হুণ্ডি ও স্বর্ণ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ এনে পুলিশ তাদের ডিটেনশন দেওয়ার আবেদন করলে তিনজনকে ১১ নবেম্বর ও দুজনকে ১২ নবেম্বর জেলা প্রশাসন এক মাসের ডিটেনশন দেয়।

ফরিদপুর কাস্টমসের সুপারেনটেনডেন্ট এম এন হুমায়ুন বলেন, বর্তমানে শুধু ভারতীয় সুতি কাপড় আমদানি করা নিষেধ। এছাড়া অন্য যেকোনো ভারতীয় কাপড় আমাদানি ও বিক্রি বৈধ। তিনি জানান, আটককৃত শাড়িগুলোর গায়ে কোনো ভারতীয় সিল ছিল না।

আটক ব্যবসায়ী রামকুমার ধানুকার বড় ভাই গণেশ প্রসাদ ধানুকা বলেন, আটককৃত শাড়িগুলোর আমরা বৈধ কাগজপত্র দেখাতে চাইলে বিডিআর কর্মকর্তা তা দেখেননি। গোপাল বস্ত্রালয়ের মালিক রামকুমার ধানুকা ও অপর ভাই অমর প্রসাদ ধানুকার ভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার আলাদা ট্রেড লাইসেন্স, ইনকাম ট্যাক্স দেন ভিন্ন অথচ তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই ঘটনায়।

ফরিদপুর চকবাজার বণিক সমিতির সভাপতি সৈয়দ মাসুদ হোসেন বলেন, গ্রেপ্তারকৃতরা ফরিদপুরের বিশিষ্ট কাপড় ব্যবসায়ী। তারা স্বর্ণ চোরাচালান ও হুন্ডি ব্যবসার সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নয়। তারা আইনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি এটাও হাস্যকর। একজন নিরীহ সাধারণ ব্যবসায়ী কখনও আইনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি হতে পারে?

প্রথম আলো, ১৪ নবেম্বর ২০০২

(১৩৪৬)
সিলেটে আদিবাসীদের জমি দখল করে নিচ্ছে প্রভাবশালী চক্র

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ঃ শহরের বালুচর এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজনদের জমিজমা একটি প্রভাবশালী চক্র আত্মসাত করে নিচ্ছে। নিরীহ আদিবাসী অনেক পরিবার ইতোমধ্যে বসতভিটা হারিয়ে পথের ভিখারি হয়ে গেছে। মঙ্গলবার সিলেট প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের পক্ষে সুবল মাল অভিযোগ করে বলেন, বহুদিন যাবত একটি সংগঠিত চক্র আমাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে জোরপূর্বক জমিজমা আত্মসাত করে নিচ্ছে। জোরপূর্বক টিপসই আদায় করে আমাদের নির্যাতন করে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করছে।

সুবল মাল লিখিত অভিযোগে জানান, কয়েক মাস পূর্বে আদিবাসী সম্বা উরার ভূমি আত্মসাত করার জন্য তাকে অপহরণ করে নিয়ে মারধর করে তার দস্তখত আদায় করে ছেড়ে দেয়া হয়। গত জুন মাসে এই ভূমিখেকো চক্রের কথামতো জমি না দেয়ায় আমাকেও চোখ-হাত বেঁধে একটি অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে একটি কাগজে স্বাক্ষর দিতে বলে। তাদের কথামতো স্বাক্ষর না দেয়ায় অমানুষিক নির্যাতন করে মুমূর্ষু অবস্থায় রাস্তার পাশে ফেলে রেখে যায়। বর্তমানে আবার তারা জমিজমা কেড়ে নেয়ার নানা ফন্দিফিকির শুরু করেছে। ভূমিখেকো চক্রের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক আদিবাসী পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ নবেম্বর ২০০২

(১৩৪৭)
রাঙ্গুনিয়ায় পূজা উৎসবে সন্ত্রাসী হামলা ॥ আহত ২০

চট্টগ্রাম অফিস ঃ গত বুধবার রাতে রাঙ্গুনিয়ার পদুয়ায় সর্বজনীন জগৎধাত্রী পূজা উৎসবে সন্ত্রাসীরা হামলা চালালে অন্তত ২০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে তিনজনকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

সন্ত্রাসী হামলায় আহত সুমন দে ও অধীর দে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও অপরজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। জানা যায়, তরুণী ও মহিলাদের উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ জানালে এলাকার সন্ত্রাসী খোরশেদ, মাহবুব, আহমেদুল হক ও সাহেব এই অতর্কিত হামলা চালায়।

প্রতি বছর এই দিনে পদুয়ায় হারাইন মেম্বারের বাড়িতে এ পূজা উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবে গ্রামের শত শত নারী-পুরুষ যোগ দেয়।

প্রথম আলো, ১৫ নবেম্বর ২০০২

(১৩৪৮)
রায়গঞ্জে মন্দির থেকে ৪টি মূর্তি চুরি

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ গত বুধবার গভীর রাতে রায়গঞ্জ উপজেলার আটঘরিয়া রাধা গোবিন্দ মন্দির থেকে চারটি মূর্তি এবং চারটি পূজার ঘন্টি চুরি হয়েছে। সোনা ও রূপা দিয়ে তৈরি মূর্তিগুলোর দাম প্রায় ৫০ হাজার টাকা। এর মধ্যে দুটি গোপাল, একটি গনেশের এবং একটি রাধার মূর্তি ছিল। গভীর রাতে চোর মন্দিরের তালা ভেঙে এগুলো নিয়ে যায়।

প্রথম আলো, ১৫ নবেম্বর ২০০২

(১৩৪৯)
সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ ঃ বরগুনার পৌর শ্মশান দখলের চেষ্টা সম্প্রীতি বিনষ্টের উস্কানি

বরগুনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বরগুনায় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তার দলবল নিয়ে ৩০ বছর আগে পৌর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শ্মশানের জমি দখল করে নেয়ার পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৯৭৩ সালে বরগুনা পৌর এলাকায় একই সময়ে মুসলমানদের জন্য গোরস্তান ও হিন্দুদের জন্য শ্মশান প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় স্থানের তত্ত্বাবধানে রয়েছে বরগুনা পৌরসভা। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শ্মশানটিতে হিন্দুদের শবদেহ সৎকার করা হচ্ছে। এখানে কয়েকটি পাকা সমাধি রয়েছে। স্থানীয় হাবিবুর রহমান শ্মশানের জমি তার বলে দাবি করে এর সীমানার ভেতরে গাছ লাগাতে শুরু করেছে। সম্প্রতি শ্মশানের পুকুরের একাংশ ভরাট করে সেখানেও গাছ লাগিয়েছে এবং শবদেহ সৎকারে বাধা দিচ্ছে।

বরগুনা শ্মশান কমিটির সম্পাদক সুখরঞ্জন শীল, সার্বজনীন আখড়াবাড়ি কমিটির সম্পাদক তপন কুমার, জীবন কৃষ্ণ কর্মকার, প্রভাষক পরিমল চন্দ্র কর্মকার প্রমুখ সংবাদ সম্মেলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্মশানটি রক্ষা করার জন্য জেলা ও পৌর প্রশাসন, স্থানীয় সংসদ সদস্য, বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামাত, ন্যাপ, সিপিবিসহ সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তারা হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টায় উসকানি দেয়ার অভিযোগও আনেন।

সংবাদ, ১৬ নবেম্বর ২০০২

(১৩৫০)
কুমিল্লায় ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ী নিহত

কুমিল্লা প্রতিনিধি ঃ শুক্রবার রাতে কুমিল্লার বুড়িচংয়ে দুষ্কৃতকারীদের ছুরিকাঘাতে এক ব্যবসায়ী ঘটনাস্থলে নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন। নিহত নিখিল চন্দ্র সাহা (৪২) বুড়িচং উপজেলার ভরাসার বাজারের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী।

জানা যায়, বুড়িচং উপজেলার কদমতলী গ্রামের সাহা বাড়ির মৃত হরলাল সাহার ছেলে নিখিল দোকান বন্ধ করে ছোট ভাই শেফাল সাহা (৩০) ও জ্যাঠাতো ভাই সাধু সাহাকে (৫০) নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ৭ দুষ্কৃতকারী ইন্দ্রাবতী সরকার বাড়ির পুকুর পাড়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। মুখোশধারী সন্ত্রাসীদের ধারালো ছুরির আঘাত নিখিলের পেটে এবং সাধু সাহার হাতে লাগে। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গতকাল দুপুরে ময়নাতদন্তের পর লাশ আত্মীয়স্বজনরা বাড়ি নিয়ে গেলে সেখানে নিখিলের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রাধারানী সাহা (২৫) ও আত্মীয়স্বজনদের আহাজারিতে বাড়িতে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। বিকালে নিখিলের শেষকৃত্যানুষ্ঠান বাড়ির পাশের শ্মশানে সম্পন্ন হয়।

যুগান্তর, ১৭ নবেম্বর ২০০২

(১৩৫১)
মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা

মিরসরাই প্রতিনিধি ঃ চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার ১১ নম্বর মঘাদিয়া ইউনিয়নের ঠাকুরপাড়ায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। শুক্রবার রাত ১০টার দিকে এ হামলায় নীহারবালা সেন ও তার ছেলে উত্তম কুমার সেন (৩০) আহত হয়েছেন। উত্তম কুমারকে আশংকাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা ওই পরিবারের টিভি, ফ্রিজ ও স্বর্ণালংকারসহ ৪০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, ৭/৮ সন্ত্রাসী রাত ৯টায় উত্তম কুমার সেনের বাড়িতে ঢুকে তার বৌদি ও ভাগ্নীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। এতে বাধা

দেয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে তারা পরিবারের সদস্যদের এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মালামাল নিয়ে চম্পট দেয়।

যুগান্তর, ১৭ নবেম্বর ২০০২

(১৩৫২)
জামালপুরে মূর্তি ভাঙচুর

জামালপুর প্রতিনিধি ঃ জামালপুর সদর উপজেলার দিগপাইত ইউনিয়নের ছোনটিয়া কালী মন্দিরে হানা দিয়ে দুর্বৃত্তরা একটি মূর্তি ভাঙচুর করেছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কীর্তন অনুষ্ঠানের জন্য মন্দিরে গিয়ে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মূর্তিটির কয়েকটি স্থানে ভাঙা দেখতে পান।

মন্দির কমিটির সভাপতি পরেশ চন্দ্র কর্মকার জানান, স্থানীয় নারায়ণপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এসআই আবদুল করিম ও দিগপাইত ইউপির চেয়ারম্যান কমলকৃষ্ণ দেব মন্দির পরিদর্শন করেছেন।

প্রথম আলো, ১৭ নবেম্বর ২০০২

(১৩৫৩)
সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা
সাতক্ষীরায় একটি সংখ্যালঘু শহীদ পরিবারের জমি দখলের পাঁয়তারা

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাতক্ষীরায় এক সংখ্যালঘু শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা করছে একটি সন্ত্রাসী চক্র। সন্ত্রাসীরা ওই অসহায় সংখ্যালঘু পরিবারকে জমি ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়ে বলেছে অন্যথায় তাদের জীবননাশ করা হবে। সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রেহাই পেতে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে অসহায় সন্ধ্যা রানী ঘোষ ও তার ছেলে তপন কুমার ঘোষ সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন।

ছেলে তপন কুমার ঘোষ সাক্ষরিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১০ শ্রাবণ তার বাবা কানাইলাল ঘোষ ও দাদা হোমনাথ ঘোষকে রাজাকাররা গুলি করে হত্যা করে। সে সময় তপনের বয়স ছিল এক বছর। রাজাকারদের ছোঁড়া গুলিতে তপনের মা সন্ধ্যা রানী হাতে ও কানে গুলিবিদ্ধ হয়ে কোনমতে বেঁচে যান। অসহায় সন্ধ্যারানী বহু কষ্টে একমাত্র ছেলে তপনকে মানুষ করেন। বত্রিশ বছরের যুবক তপন তার মা ও স্ত্রীকে নিয়ে সদর উপজেলার ফিংড়ি গ্রামে বাবার ৪০ বিঘা জমিতে বসবাস করে আসছে। হঠাৎ একদিন জমির ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে এলাকার ত্রাস, পুলিশের অস্ত্র ছিনতাই মামলার আসামি রুহুল আমিন শেখ ও তার ভাই মিজানুর শেখের। ওই সন্ত্রাসী বাহিনী অসহায় তপনকে নানাভাবে হুমকি ও হয়রানি করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। কিছুদিন আগে তপনদের কলাগাছ কাটতে গিয়ে এলাকাবাসীর বাধার মুখে সন্ত্রাসী রুহুল বাহিনী ব্যর্থ হয়। এরপর জাল দলিল করে তাদের জমি দখলের পাঁয়তারা করে। এমনকি তপনদের জমির ধান কেটে নেয়ার ষড়যন্ত্র করে তারা। এলাকার চেয়ারম্যানের সামনেই রুহুল আমিনের দোসর সন্ত্রাসী রেজাউল তপনকে জমি ও দেশ ছেড়ে ভারতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অন্যথায় তাদেরকে মেরে ফেলা হবে। জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে অসহায় তপন, মা সন্ধ্যা রানীসহ তাদের পরিবার। এ

অবস্থায় তাদের জীবনের নিরাপত্তার দাবিতে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন অসহায় সংখ্যালঘু পরিবারটি।

সংবাদ, ১৯ নবেম্বর ২০০২

(১৩৫৪)
সন্ত্রাসীদের চাঁদার দাবি পূরণ করতে না পারায় বরিশালে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দু'মাস ধরে বন্ধ

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সরকারদলীয় সন্ত্রাসীদের চাঁদার দাবি পূরণ করতে না পেরে বরিশালের এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ২ মাস যাবৎ বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। সন্ত্রাসীদের ভয়ে এখন তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এমনকি সেনা অভিযান চললেও তিনি তার দোকান খোলার সাহস পাচ্ছেন না।

বরিশাল শহরের অন্যতম প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র বাজার রোডে দত্ত এন্ড সন্স নামক পাইকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির মালিক সুভাষ দত্ত। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকারি দলের ক্যাডার পলু- মারুফ বাহিনী সুভাষ দত্তের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। কয়েক মাস আগে সুভাষ দত্ত দেনদরবার করে মাঝারি অংকের চাঁদা দিয়ে সাময়িকভাবে ব্যবসা চালু রাখেন কিন্তু তারপরও সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে, সন্ত্রাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে দোকান বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে। সুভাষ দত্ত ঘটনাটি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সম্পাদক ওবায়দুল হক চানসহ সরকারিদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং ব্যবসায়ীদের জানালেও কেউ সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ দেখাতে পারেনি। শোনা যায়, সিটি করপোরেশনের এক কমিশনারের আশির্বাদ রয়েছে সন্ত্রাসীদের। তাই তারা কাউকে তোয়াক্কা করে না। এ সন্ত্রাসীদের ভয়ে বিমল নামে অন্য এক ব্যবসায়ী এলাকা ছাড়া হয়েছে। সুভাষ দত্তও ২ মাস যাবৎ তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে বরিশাল শহর ছেড়ে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করছেন। বাজার রোডে সুভাষ দত্তের একটি চানাচুর কারখানা এখনও চালু আছে। সন্ত্রাসীরা এখন সেটিও বন্ধ করে দেয়ার পাঁয়তারা করছে।

সংবাদ, ২০ নবেম্বর ২০০২

(১৩৫৫)
পুলিশি বাধার মুখে মধুখালীতে রাস উৎসব পণ্ড

মধুখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার ঐতিহ্যবাহী রাসযাত্রা উৎসবের সকল আয়োজন মধুখালী থানা পুলিশের বাধার মুখে ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ফলে এলাকার প্রায় ১০ হাজার ধর্মপ্রাণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম দুঃখ, ক্ষোভ এবং হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, মধুখালী উপজেলার মেঘচামী ইউনিয়নের বামন্দী গ্রামে বামন্দী সর্বজনীন রাধা গোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে শতবর্ষের বেশি সময় ধরে শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের রাসযাত্রা উৎসব হয়ে আসছে। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর পূজা-অর্চনা, পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গীতনাট্য, ধর্মীয় সঙ্গীত এবং গ্রামীণ মেলা বসে। প্রতিবছরের মতো এ বছরও একই ধরনের আয়োজন করা হয় এবং নিরাপত্তা বিধানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অনুষ্ঠানের আয়োজকরা আবেদন করলে নির্বাহী কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। অথচ মধুখালী থানার দারোগা নুরে আলম অনুষ্ঠান শুরুর ১২ ঘণ্টা আগে

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গেট, মঞ্চ এবং সাজসজ্জা ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেন। এসময় দারোগা নিজে এক আয়োজক সুজিত মণ্ডলকে (২০) চড়-থাপ্পড় মারেন।

ঘটনার পরপর এলাকাবাসী ও মধুখালী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ দারোগা নূরে আলমের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ওপরের নির্দেশ করার কিছুই নেই। তিনি আরও বলেন, অনুষ্ঠান করলে গ্রেফতার করা হবে। এ সময় ওসি ও থানা নির্বাহী কর্মকতা না থাকায় অবশেষে আয়োজকরা ফিরে যান। এদিকে এ ঘটনায় এলাকাবাসী শুধুমাত্র ধর্মীয় পূজা ছাড়া সকল প্রকার অনুষ্ঠান বর্জন করেছে।

সংবাদ, ২০ নবেম্বর ২০০২

(১৩৫৬)
সিরাজগঞ্জে পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলা ॥ সম্পূরক চার্জশীটের বিরুদ্ধে নারাজি দরখাস্তের শুনানি শুরু

সিরাজগঞ্জ, ২১ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ দেশব্যাপী বহুল আলোচিত উল্লাপাড়ার পূর্ণিমা রানী ধর্ষণ মামলায় সিআইডির দেয়া সম্পূরক চার্জশীটের বিরুদ্ধে বাদীর নারাজি দরখাস্তের শুনানি শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সিরাজগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নারাজি দরখাস্তের বাদী অনিল চন্দ্র শীলের পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন ব্যারিস্টার আমীর উল-ইসলাম, সুপ্রীমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সুপ্রীমকোর্ট বারের সভাপতি ওজায়ের ফারুক, প্রাক্তন সহকারী এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, আব্দুল বাছেদ মজুমদার ও সুধাংশ শেখর হালদার। দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক জহুরুল হক এজলাসে উপস্থিত হলে সরকার পক্ষের বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যাডভোকেট রফিক সরকার মামলা সংক্রান্ত কাগজের চাহিদা জানিয়ে শুনানির জন্য সময় প্রার্থনা করেন। আদালত সরকার পক্ষের আবেদন মঞ্জুর করে বাদী পক্ষকে শুনানিতে অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়। বাদী পক্ষে প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম বাদীর নারাজি পিটিশনের পক্ষে এ মামলার পুনর্তদন্ত এবং সিআইডির দেয়া চার্জশীট আইনের শাসনের পরিপন্থী উল্লেখ করে আদালতে বলেন, আইনের শাসনে বিচারককে বিচারকের ভূমিকা পালন করতে হবে। অথচ এ মামলায় পুনর্তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডি পুলিশ নিজেই বিচারকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলেন, সম্পূরক চার্জশীট বেআইনী আসামীদের বিচার থেকে রক্ষা করার অজুহাত এবং সুষ্ঠু বিচার কাজ ব্যাহত করার একটি প্রক্রিয়া মাত্র।

প্রায় দু'ঘণ্টা শুনানি শেষে আদালত মুলতবি ঘোষণা করা হয়। এই বিশেষ মামলায় ঢাকা থেকে প্রখ্যাত আইনজীবীগণসহ প্রায় ৫০ আইনজীবী, সিরাজগঞ্জের আইনজীবী এবং সাংবাদিকরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম বৃহস্পতিবার সিরাজগঞ্জে জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে আইনজীবী এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বলেছেন, জনগণের ঐক্যই গণতন্ত্র অর্জনের হাতিয়ার। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভর না করে নাগরিক অধিকার আদায়ে নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ নবেম্বর ২০০২

(১৩৫৭)
পুলিশ আসামি ধরছে না
কালিয়াকৈরে আদিবাসীদের ওপর সন্ত্রাসীদের হুমকি অব্যাহত

শ্রীপুর (গাজীপুর) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শ্রীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা কালিয়াকৈরের সিরাজপুর গ্রামে আদিবাসীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় মামলা হওয়ার পর ক্ষুব্ধ সন্ত্রাসীচক্র পুনরায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। সন্ত্রাসীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলেও, পুলিশ নিরব ভূমিকা পালন করছে বলে আদিবাসীরা অভিযোগ করেছেন। ফলে কালিয়াকৈরের সিরাজপুর ও শ্রীপুরের ভেড়ামতলী গ্রামের আদিবাসীরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে।

১০ জুন বিকেলে সিরাজপুর গ্রামের ধীরেন্দ্র চন্দ্র বর্মণের বাড়িতে পার্শ্ববর্তী চা বাগান এলাকার ওয়াহেদ আলীর ছেলে মোক্তার আলীর নেতৃত্বে ৫/৭ জনের একটি সন্ত্রাসী চক্র আগ্নেয়াস্ত্রসহ অতর্কিতে হামলা করে। পরে এলাকাবাসী এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা একটি পিস্তল ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর দিন এলাকাবাসীর মাধ্যমে খবর পেয়ে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ পিস্তলটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় গাজীপুর আদালতে মামলা দায়ের করা হলে আদালত কালিয়াকৈর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাকে তদন্তের ভার দেয়। মামলাটি তদন্তাধীন থাকলেও সন্ত্রাসী চক্র পুনরায় আদিবাসীদের ওপর হামলার হুমকি দিচ্ছে।

সংবাদ, ২৩ নবেম্বর ২০০২

(১৩৫৮)
স্কুলছাত্রী সরস্বতী আড়াই মাসেও উদ্ধার হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁদপুর ঃ অপহরণের আড়াই মাস পরও উদ্ধার হয়নি মতলব দক্ষিণ উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের সারপাড়া গ্রামের ছাত্রী সরস্বতী রানী। জানা গেছে প্রতিদিনের মতো গত ৩ সেপ্টেম্বর সরস্বতী রানী (১৫) নারায়ণপুর পপুলার উচ্চ বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে একদল দুষ্কৃতকারী তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর তার পিতা বিমলচন্দ্র ঘোষ গত ২৬ সেপ্টেম্বর মতলব থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ এতদিনেও তাকে উদ্ধার করতে না পারায় সরস্বতীর বাবা-মা এখন পাগলপ্রায়। তাঁরা মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ নবেম্বর ২০০২

(১৩৫৯)
ফুলপুরে শিশু ধর্ষিত থানা মামলা নেয়নি

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ঃ ফুলপুর উপজেলার কাকলী ইউনিয়নের পঙ্গুয়াই গ্রামে গত ১৭ নবেম্বর রাতে ১০ বছর বয়সী এক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ঘটনার ছয় দিন পরও থানা মামলা নেয়নি।

জানা যায়, ওইদিন রাতে মাখন পালের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হলে একই গ্রামের নূরুল ইসলামের বখাটে পুত্র রাসেল (২০) তার মুখ চেপে পাশের জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ির পাশে রেখে চলে যায়।

যুগান্তর, ২৪ নবেম্বর ২০০২

(১৩৬০)
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সংখ্যালঘু কিশোরী ধর্ষিত

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা ঃ কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

২ নবেম্বর গভীর রাতে ৫/৬ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী মথুরাপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনিল দাসের বাড়িতে হানা দিয়ে অস্ত্রের মুখে কিশোরীকে (১৪) অপহরণের পর পার্শ্ববর্তী মাঠে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফেলে রেখে সন্ত্রাসীরা চম্পট দেয়। সকালে কিশোরীকে উদ্ধার করে দৌলতপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে দৌলতপুর থানায় পৃথক ঘটনায় ২টি শিশু ও নারী নির্যাতনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ আমিরুল শুকচাঁদ নামে ২ জনকে গ্রেফতার করে কুষ্টিয়া কোর্টে সোপর্দ করেছে।

সংবাদ, ২৪ নবেম্বর ২০০২

(১৩৬১)
কটিয়াদীর অপহৃত স্কুলগামী শিপ্রা রানী এক মাসেও উদ্ধার হয়নি ॥ পরিবারকে দেশ ছাড়ার হুমকি ॥ সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘ ৩ মাসেও অপহৃত স্কুলছাত্রী শিপ্রা রানী সরকারকে উদ্ধার করা যায়নি। শিপ্রাকে উদ্ধারের ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

কটিয়াদী উপজেলার চাতল উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী বাগহাটা গ্রামের সন্তোষ সরকারের মেয়ে শিপ্রা রানী (১৪) ২০ আগস্ট কুলিয়ারচর উপজেলার সাগরপুর রিকশায় করে তার মাসিমার বাড়ি যাওয়ার পথে একই গ্রামের সুমন, ধলু, নজরুল, ইসমত, বুলবুল ও সাহাবুদ্দিন রিকশার গতিরোধ করে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক শিপ্রাকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকে অদ্যাবধি তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে কুলিয়ারচর থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে সময়ক্ষেপণ করে শেষ পর্যন্ত মামলাটি আর গ্রহণ করেনি। ফলে বাধ্য হয়ে ৪ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ ফৌজদারি আদালতে অপহরণ মামলাটি রুজু করা হয়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এফআইআর হিসেবে থানায় রেকর্ড করার জন্য কুলিয়ারচর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কুলিয়ারচর থানা কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ একমাস পর ৫ অক্টোবর থানায় এফআইআর করে। কুলিয়ারচর থানা মোকদ্দমা নং-৪, তারিখ ৫-১০-০২। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৭/৯ (১)৩০।

৩০ সেপ্টেম্বর অপহরণকারীর আত্মীয়-স্বজন শিপ্রার বাবাকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য হুমকি দেয়। মামলা তুলে নেয়া না হলে তাকে ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ ও দেশ ছাড়ার হুমকি প্রদর্শন করা হয়। ১ অক্টোবর নারায়ণ সরকার কটিয়াদী প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে সমস্ত ঘটনা জানান। তা 'সংবাদ'সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যথারীতি প্রকাশিত হয়।

সংবাদ, ২৪ নবেম্বর ২০০২

(১৩৬২)

মোহনপুরে সংখ্যালঘুদের ইজারা নেয়া বিল দখল করেছে যুবদল নেতা, তিন লাখ টাকার মাছ লুট

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ঃ রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার প্রভাবশালী এক যুবদল নেতা ও তার ক্যাডার বাহিনীর বাধার মুখে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জেলেরা তাদের বৈধ বন্দোবস্তপ্রাপ্ত জলমহাল ও শুটকি বিলে মাছ ধরতে পারছে না। স্থানীয় প্রশাসন এবং মোহনপুর থানায় এ বিষয়ে বহু আবেদন নিবেদন করার পরও তারা (থানা ও উপজেলার স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা) ওই যুবদল নেতা ও তার ক্যাডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বরং উল্টো বিভিন্নভাবে সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়কে হুমকি-ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজশাহী প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুক্তভোগী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত জেলেরা এসব অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে মোহনপুর ডাঙ্গাপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী ভূপেন হালদার লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। অন্যদের মধ্যে সমিতির কর্মকর্তাবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গত ১৫ নবেম্বর ২০০১ রাজশাহী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মোহনপুর উপজেলাধীন 'বিল মাইল শুটকি বিল' ইজারা প্রদানের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ সংশ্লিষ্ট ইজারা কমিটির সভায় সর্বোচ্চ দরদাতা হিসাবে ডাঙ্গাপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ কে ইজারা দেয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির পক্ষে জেলা প্রশাসনে টাকা-পয়সা জমা দেয়া হয়। ইজারার সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের আগেই জেলা প্রশাসন অজ্ঞাত কারণে ইজারা বাতিল করে। জেলা প্রশাসনের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনার আদালতে ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির পক্ষে মামলা দায়ের করলে আদালত জেলা প্রশাসনের আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়। এদিকে কমিশনার আদালতের রায় ঘোষণার পর উক্ত মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে লক্ষাধিক টাকার বিভিন্ন প্রকার মাছের পোনা ছাড়া হলে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করে স্থানীয় প্রভাবশালী যুবদল নেতা মোঃ আব্দুল মালেক ও তার ক্যাডার বাহিনী।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, যুবদল নেতার মদদে ইজারাপ্রাপ্ত বিলটি নিজেদের দখলে নেয়ার জন্য মোহনপুর থানার তৎকালীন ওসি জাহিদুর রহমানকে দিয়ে অন্যায়ভাবে কোন মামলা না থাকা সত্ত্বেও ৫৪ ধারায় সমিতির কয়েক সংখ্যালঘু সদস্যকে গ্রেফতার করিয়ে আতঙ্ক ছড়ানো হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ নবেম্বর ২০০২

(১৩৬৩)
সিঙ্গাইরে নোটিস দিয়ে মন্দির সংস্কার বন্ধ রাখার হুমকি

মানিকগঞ্জ, ২৪ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কে বা কারা সিঙ্গাইর উপজেলায় নোটিস দিয়ে একটি কালী মন্দিরের সংস্কার কাজ বন্ধ রাখার হুমকি দিয়েছে। কালী মন্দিরের গায়ে ঝুলিয়ে দেয়া নোটিসে বলা হয়েছে, ঐ মন্দিরের সংস্কার করা যাবে না। যদি কেউ সে চেষ্টা করে তবে তার মাথা কেটে মন্দিরে ঝুলিয়ে রাখা হবে। হিন্দুদের ওপর জুলুম-অত্যাচার চালানো হবে। নোটিসের ইতি টানা হয়েছে মাথার খুলি ও হাড় দিয়ে বিপদসঙ্কেত অঙ্কন করে।

সিঙ্গাইর সদরের পূর্বপাড়ায় ঐ মন্দিরটি অবস্থিত। সম্প্রতি কালীপূজা শেষে মন্দিরের সংস্কার কাজ হাতে নেয়া হয়। এ ব্যাপারে মন্দির কমিটির সভাপতি প্রফুল্ল কুমার সাহা বাদী

হয়ে সিঙ্গাইর থানায় জিডি করেছেন। সিঙ্গাইর থানা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ নবেম্বর ২০০২

(১৩৬৪)
ধামরাইয়ে সন্ত্রাসীদের হামলায় এক হিন্দু পরিবারের ৬ জন আহত

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি ঃ ধামরাই উপজেলার কান্দিকুল গ্রামে গত রোববার সন্ত্রাসীদের হামলায় এক হিন্দু পরিবারের ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছে। আহতদের ধামরাই সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হামলায় আহত ফণীভূষণ সরকার (৬০) জানান, তার জমির ফসল নষ্ট করার প্রতিবাদ করায় বিকেল ৩টার দিকে পার্শ্ববর্তী কাটাখালি গ্রামের সন্ত্রাসী তোতা বাহিনীর ২০-২৫ জন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে, তার স্ত্রী জোছনা সরকার (৪৫), ছেলে বিপ্লব (২২) ও সুধীর (১৫)সহ ছয়জনকে গুরুতর জখম করে। সন্ত্রাসীরা তার বাড়ির আসবাবপত্রও লুট করে নিয়ে যায় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

ধামরাই থানার পুলিশ ও অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ ব্যাপারে ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলো, ২৬ নবেম্বর ২০০২

(১৩৬৫)
বিশ্বনাথের পল্লীতে একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ চক্রান্তের অভিযোগ

বিশ্বনাথ (সিলেট) থেকে প্রতিনিধি ঃ বিশ্বনাথ উপজেলার কাঁঠালিপাড়া গ্রামের ঝন্টু মালাকারের বাড়ির বাউন্ডারি দেয়ালের নির্মাণকাজ জোরপূর্বক বন্ধ করে দিয়েছেন জনৈক প্রভাবশালী। দেয়াল নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু করলে তাকে খুন করা হবে বলে প্রকাশ্য হুমকি দেয়া হয়েছে। এমনকি ঝন্টু মালাকারের বাড়ির লোকজনের চলাচলের সরকারি রাস্তাটিও তিনি বন্ধ করে দেয়ার হুমকি প্রদর্শন করেছেন। এসব অভিযোগের বর্ণনা দিয়ে ঝন্টু মালাকার বিশ্বনাথ থানায় একটি জিডি এন্ট্রি করতে বাধ্য হন। জিডি নং-২৬২।

বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা মৌজার জেএল নং-৫৭-এর ৩৫৬ নং খতিয়ানের ৮২৪ নং দাগে ৫ শতক ও ৩৪৯ নং খতিয়ানের ৮২৩ নং দাগে ৮ শতক মৌরগি ভূমির ওপর নিজ বসতবাড়িতে ঝন্টু মালাকার গং বসবাস করে আসছেন। সম্প্রতি তিনি বাড়ির বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণের কাজ শুরু করলে অর্থ ও জনবলে প্রভাবশালী একই গ্রামের মৃত আবদুল করিমের ছেলে সফিক মিয়া তার দলবল নিয়ে নির্মাণ শ্রমিকদের জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেয়। সংখ্যালঘু পরিবারের ঝণ্টু মালাকার নিরুপায় হয়ে এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্বনাথ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানান। পুলিশ এ ঘটনাটি জেনারেল ডায়রিভুক্ত করে।

ঝন্টু মালাকার এ প্রতিবেদকের কাছে অভিযোগ করেন, প্রভাবশালী সফিক মিয়া তাদের বসতবাড়ি দখল করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে চক্রান্ত করে আসছে।

সংবাদ, ২৬ নবেম্বর ২০০২

(১৩৬৬)
রায়পুরার পল্লীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ধান কেটে নেয়ার চেষ্টা ॥ গুরুতর আহত ১
৭ দিন পর থানায় মামলা গ্রহণ

রায়পুরা (নরসিংদী) থেকে সংবাদদাতা ঃ উপজেলার পল্লীতে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের জমির ধান জোর করে কেটে নেয়ার সময় বাধা দিতে গিয়ে তিন ব্যক্তি আহত হয়েছে। গুরুতর আহত ১ জনকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা হয়েছে।

জানা গেছে, রায়পুরা উপজেলার পিরিজকান্দি গ্রামের 'ভাই ভাই বাহিনীর' সদস্য সন্ত্রাসী দুলাল, আসাদ ও রহিছ নৃপেন্দ্র বিশ্বাসের জমির ধান জোর করে কেটে নেয়ার চেষ্টা করে। এসময় নৃপেন্দ্র ও তার দু'ছেলে বাধা দিতে গেলে সন্ত্রাসীরা কুড়াল দিয়ে নৃপেন্দ্র বিশ্বাসের মাথায় আঘাত করে। পিতাকে বাঁচাতে গিয়ে এসময় তার ২ ছেলেও আহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় নৃপেন্দ্রকে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে ঢাকায় পাঠানো হয়।

অভিযোগ রয়েছে, এ সন্ত্রাসী ঘটনার পর থানায় অভিযোগ নিয়ে গেলেও পুলিশ মামলা নেয়নি। অবশেষে ৭ দিন পর রায়পুরা থানা মামলাটি গ্রহণ করে (মামলা নং ১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩০৭/৩২৪/৩৭৯/৪২৪, তারিখ ২২-১১-২০০২)।

এ ঘটনায় এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে।

সংবাদ, ২৭ নবেম্বর ২০০২

(১৩৬৭)
মির্জাগঞ্জে কিশোরের লাশ উদ্ধার

পটুয়াখালী প্রতিনিধি ঃ মির্জাগঞ্জ উপজেলার কিসমতপুর গ্রামে গত সোমবার সকালে রিপন চন্দ্র সিকদার (১৬) নামে এক কিশোরের লাশ বাড়ির পাশের পুকুর পাড় থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানায়, রোববার রাতে গ্রামে মাখন চন্দ্র সিকদারের ছেলে রিপনকে পার্শ্ববর্তী এলাকার মোস্তফা নামে এক যুবক বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়।

প্রথম আলো, ২৭ নবেম্বর ২০০২

(১৩৬৮)
উজিরপুরে সংখ্যালঘু বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা গৃহকর্তাসহ আহত ৩

গৌরনদী (বরিশাল) থেকে সংবাদদাতা ঃ উজিরপুর উপজেলার কাঁঠালবাড়ি গ্রামে সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা চালায় এবং গৃহকর্তা, তার স্ত্রী-কন্যাকে কুপিয়ে আহত করে বাড়ির মূল্যবান জিনিস লুট করে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টায় উজিরপুর উপজেলার কাঁঠালবাড়ি গ্রামে দানেশ জয়ধরের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে গুরুতর আহত গৃহকর্তাকে গৈলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

সংবাদ, ২৮ নবেম্বর ২০০২

(১৩৬৯)
রাজশাহীতে বিএনপি নেতার ইটভাঁটিতে দুই শ্রমিককে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ ॥ আটক ৬

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক সময়ের ত্রাস বহুল আলোচিত কসাই সিরাজের মতো রাজশাহী মহানগরীর বালানগরের একটি ইটভাঁটিতে দুই শ্রমিককে মধ্যযুগীয় কায়দায় পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের শিকার শ্রমিকরা হলো নগরীর ললিতহারের নূর মোহাম্মদের ছেলে সিদ্দিক (৩০) ও প্রতিবেশী দেবেন্দ্রনাথ সরকারের ছেলে রমেশ সরকার ওরফে ভেদলু (২৫)। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার রাতে। এই ঘটনায় নিহত সিদ্দিকের পিতা নূর মোহাম্মদ বাদী হয়ে আরএমপির বোয়ালিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় ইটভাঁটির মালিক বিএনপি নেতা ও ঠিকাদার প্রভাবশালী আনোয়ার ওরফে আনারকে প্রধান সন্দেহভাজন আসামী করা হয়েছে। এর আগে ভেদলুর পিতা দেবেন্দ্র তাঁর ছেলের খোঁজ না পেয়ে বোয়ালিয়া থানায় জিডি করেন। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনারের 'অটোব্রিকস ইটভাঁটি'র ৬ শ্রমিককে মোতালেব, ওয়াজ নবী, নজরুল, মালেক, সুজন ও শামসুলকে আটক করেছে। তবে ইটভাটির মালিক আনার আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে সবকিছু মনিটর করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল সরেজমিনে ঘুরে ইটভাঁটির আশপাশের লোকজন এবং নিহত শ্রমিকদ্বয়ের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে মহানগরীর ললিতহারের দেবেন্দ্রনাথ সরকারের ছেলে রমেশ সরকার ওরফে ভেদলু ও নূর মোহাম্মদের ছেলে সিদ্দিক অন্যান্য দিনের ন্যায় বালানগরে আনারের ইটভাঁটিতে ইট কাটতে যায়। প্রতিরাতে গিয়ে সারারাত ইট কেটে (প্রস্তুত করে) ভোরে তারা উভয়ে ফিরে এলেও বুধবার সকালে আর ফিরে আসেনি। পরদিন বুধবার সকালে সিদ্দিকের অপর ভাই লোকমান, আবুল হোসেন কালু ঐ ইটভাঁটায় কাজ করতে গিয়ে নির্ধারিত স্থানে তাদের ভাই সিদ্দিক ও ভেদলুর স্যান্ডেল, কুপি বাতি দেখতে পেলেও সিদ্দিক ও ভেদলুকে দেখতে না পেয়ে সন্দেহ করে। ঘটনার অদূরেই ছোপ ছোপ রক্তের দাগ দেখে তাদের সন্দেহ বাড়ে। এরপর সিদ্দিক ও ভেদলু বাড়িতে ফিরছে কিনা খোঁজ নেয়। কিন্তু তারা বাড়িতে না ফেরায় সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। তারা আশপাশের ঝোপজঙ্গল খুঁজেও সিদ্দিক ও ভেদলুকে না পেয়ে ইটভাঁটির চিমনির কাছে গিয়ে রক্তের দাগ এবং রক্তমাখা দু'টি গামছা দেখতে পায়। ঐ সময়ে ভাঁটায় থাকা মালিক আনার পরিবারের স্বজনদের সাথে এলাকাবাসীর সামনে দুর্ব্যবহার করে এবং বলে, শালারা নিজেরা মারামারি করে পালিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের এক পর্যায়ে ইটভাঁটির মালিক আনার তার দু'ভাই মজবুল ও খাইরুলকে নিয়ে মোটর সাইকেলযোগে অঞ্চল ত্যাগ করে। আনারের অপর দুভাই মকবুল ও আইনুল ঘটনাস্থলের রক্তের দাগের উপর বালু ছিটাতে শুরু করলে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে এলাকাবাসীর রোষের মুখে তারাও ইটভাঁটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এলাকাবাসী পরে সিদ্দিক ও ভেদলু যেখানে ইট কাটত সেখান থেকে উভয়ের পায়ের স্যান্ডেল, সিদ্দিকের শেষ রাতের খাবারসহ টিফিন ক্যারিয়ার, কুপি বাতি, তিনটি লাঠি, পানির বোতল উদ্ধার করে। পুলিশ রক্তমাখা গামছাসহ উদ্ধারকৃত মালামাল আলামত হিসাবে জব্দ করেছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বুধবার বেলা ১১টার দিকে ঘটনাটি বোয়ালিয়া থানায় জানালেও পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ইফতারের পূর্বে বিকাল ৪টার দিকে। বুধবার রাতে ইটভাঁটি থেকে দু'শ্রমিক এবং বৃহস্পতিবার আরও ৪ শ্রমিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। আনারের 'অটোব্রিকস' নামক ইটভাঁটার কয়েক শ্রমিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানায়, গত সোমবার ইটভাঁটায় আগুন দেয়া হলেও আগুন ধরছিল না। মালিক আনার একদিন শ্রমিকদের নিকট গল্পচ্ছলে বলেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন ভাটায় আগুন ধরাতে হলে দুটি 'জান' বলি দিতে হবে। মঙ্গলবার রাতের পরে সত্যি সত্যি (!) ভাটায় আগুন ধরেছে। এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে সিদ্দিক ও ভেদুল সেই বলির শিকার (!) হয়েছে। সিদ্দিকের পারিবারিক ও অপর একটি সূত্র বলছে, সিদ্দিক আনারের নিকট থেকে ১২ শ্রমিক সরবরাহ করার কথা বলে ১২ হাজার টাকা নিয়েছিল। কিন্তু সে মাত্র ৯ শ্রমিক দিয়েছে। অবশিষ্ট ৩ শ্রমিক সরবরাহ নিয়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে তারা উভয়ে (সিদ্দিক ও ভেদলু) খুন হয়ে থাকতে পারে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ নবেম্বর ২০০২

(১৩৭০)
ঘটনাস্থল ঃ কটিয়াদীর চরবেতাল গ্রাম
সংখ্যালঘু জেলে পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ॥ উদ্দেশ্য ঃ উচ্ছেদ

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কটিয়াদী উপজেলার মসুয়া ইউনিয়নের চরবেতাল গ্রামের একটি দরিদ্র জেলে পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য এলাকার প্রভাবশালী শওকত আলী ও বাচ্চু মিয়ার নেতৃত্বে এক সন্ত্রাসী হামলা পরিচালিত হয়। তারা বাড়ির মহিলাদের বেদম মারপিট করে পরনের কাপড় পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে শ্লীলতাহানি ঘটায়। সন্ত্রাসীরা এ সময় ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র তছনছ করে। প্রকাশ্য দিবালোকে এ হামলা চালানো হলেও তাদের সাহায্যার্থে কেউই এগিয়ে আসেনি।

সন্ত্রাসীদের হামলায় সেতু বর্মণ (৩০), সঞ্চনা বর্মণ (২৫), ষষ্ঠী বর্মণ (৪৫) ও উজ্জ্বল বর্মণ (১২) আহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় সেতু রানীকে কটিয়াদী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেতুর বিয়ে হয়েছে কুলিয়ারচর। বাপের বাড়ি বেড়াতে এসে তিনি সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। তার গলার হার ও কানের দুল সন্ত্রাসীরা ছিনিয়ে নেয়।

গৃহস্বামী হরিদাস বর্মণ কটিয়াদী প্রেসক্লাবে এসে উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, বাচ্চু মিয়া ও শওকতের নেতৃত্বে ২২ অক্টোবর তাদের বাড়িতে এক সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে বাড়িটি দখল করা। এই বাড়ির ওপর তাদের লোলুপ দৃষ্টি দীর্ঘদিনের। ঘটনার দিন তারা বাড়ির লোকজনকে বেধড়ক মারপিট করে জিনিসপত্র নিয়ে যায় এবং ঘর-দরজা তছনছ করে।

এ ব্যাপারে কটিয়াদী থানায় একটি এজাহার করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কিন্তু কোন আসামিকে দীর্ঘ ১৪ দিনেও গ্রেফতার করা হয়নি। থানায় এজাহার দেয়ায় আসামীপক্ষ আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অভিযোগ তুলে না নেয়া হলে শুধু ভিটেমাটি থেকেই উচ্ছেদ নয়; দেশছাড়া করার হুমকিও দেয়া হয়।

বর্তমানে হরিদাস বর্মণ তার পরিবারের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এ ঘটনায় এলাকার জেলে সম্প্রদায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তারা এই ঘটনার সুবিচার দাবি করেছে।

সংবাদ, ৩০ নবেম্বর ২০০২

ডিসেম্বর-২০০২

(১৩৭১)
ফকিরহাটে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ফের ডাকাতি আটক ৬ ॥ অস্ত্র উদ্ধার

বাগেরহাট, ৩০ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার ফকিরহাটে পক্ষকালের ব্যবধানে ফের শুক্রবার গভীর রাতে একাধিক সংখ্যালঘুর বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাত দল হানা দিয়েছে। ডাকাত দলের আক্রমণে ৪ ব্যক্তি আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৩ জনকে গুরুতর অবস্থায় খুলনা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ওই রাতে গ্রামবাসীর সহায়তায় আগ্নেয়াস্ত্রসহ ২ ডাকাতকে আটক করে। পরে তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী খুলনা থেকে ডাকাত দলের সর্দারসহ আরও ৪ ব্যক্তি আটক হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৭২)
পূর্বধলায় সংখ্যালঘুর বাড়িতে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হামলা

পূর্বধলা (নেত্রকোনা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্থানীয় সংসদ সদস্য ডা. মোহাম্মদ আলী এমপির বাড়ির পাশের একটি সংখ্যালঘু বাড়িতে ছাত্রদল নামধারী সন্ত্রাসীদের হামলা ভাঙচুর ও লুটতরাজের খবর পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, শনিবার রাত ৮টায় ছাত্রদল নামধারী ২০/২৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল পূর্বধলা সদরের ডা. মোহাম্মদ আলী এমপির পাশের বাড়ির জনৈক দুলালের পরিবারকে উচ্ছেদের জন্য হামলা চালায়। হামলাকারীরা বাড়িঘর ও আসবাবপত্র ভাঙচুর, বাড়িতে অবস্থানরত মহিলাদের স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়াসহ মহিলা, শিশু ও অন্যদের মারধর করে।

ঘটনা ঘটার কিছু সময়ের মধ্যেই সংসদ সদস্য ড. মোহাম্মদ আলী এমপি সংখ্যালঘু পরিবারটির দুরবস্থা দেখতে যান এবং পুলিশ ডেকে ছাত্রদল নামধারীদের গ্রেফতারের কথা বলেন; কিন্তু পুলিশ অজ্ঞাত কারণে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি।

এ ঘটনার জন্য স্থানীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ নেতৃবৃন্দ তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।

সংবাদ, ২ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৭৩)
লামায় আদিবাসী মুরুংরা সন্ত্রাসী কালু বাহিনীর হাতে জিম্মি

সংবাদদাতা ঃ পার্বত্য লামা উপজেলার সরই এলাকার আদিবাসী মুরুংরা সন্ত্রাসী কালু বাহিনীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে সরই মুরুং বাহিনী কমান্ডার মাংরুম মুরুং লামা আর্মি ক্যাম্প সাব জোন কমান্ডার বরাবর গত ৯ নবেম্বর অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, সন্ত্রাসী কালু বাহিনী পার্বত্য এলাকায় বহিরাগত লোহাগড়া চট্টগ্রাম এলাকার দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী চক্র। সন্ত্রাসী কালু বাহিনীর প্রধান কালু ও তার সম্প্রদায় সহযোগী সন্ত্রাসীরা সর্বদা সরই প্লাটুন এলাকার নিরীহ উপজাতী মুরুং সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর নির্যাতন অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে। ফলে এলাকার মুরুং বাহিনীর সন্ত্রাসী কালু বাহিনীর ভয়ে আতঙ্কের মধ্যে জীবনযাপন করছে। কালু বাহিনী নিরীহ মুরুং সম্প্রদায়ের জায়গা থেকে জোর করে গাছ, বাঁশ ইত্যাদি ও ফসল কেটে পাচার করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ৫ ও ৬ নবেম্বর সিকদার পাড়া, গোরস্তান, লোহাগাড়ার সন্ত্রাসী কালু ও তার সহযোগী ১৫/২০ জন সন্ত্রাসী মুরং কমান্ডার ও তাঁর দু'ছেলের নামীয় জি, ১০৯, ১১১, ১১২ নং হোল্ডিংয়ে পনের একক জায়গায় বেআইনী প্রবেশ করে জোর করে পাঁচ হাজার বাঁশ ও শতাধিক গাছ কেটে নিয়ে যায়। এতে ওই মুরুং ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সন্ত্রাসী কালু বাহিনীকে মুরুং সম্প্রদায় চাঁদা না দিলে কালু বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বাড়িঘর, স্ত্রী ও সন্তানদের জ্বালিয়ে হত্যা করবে বলে হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে সরই মুরুং সম্প্রদায় কালু বাহিনীর বিরুদ্ধে লামা আর্মি ক্যাম্পে দেশের প্রচলিত সেনা অভিযানের অপারেশন ক্লিনহার্টের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৭৪)
আমতলীতে সংখ্যালঘুদের ধান লুট ॥ গ্রেফতার ১

আমতলী প্রতিনিধি ঃ গত ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বরগুনার আমতলী উপজেলার চাওড়া ইউনিয়নের চালিতাবুনি গ্রামের সংখ্যালঘুদের জমির ধান সন্ত্রাসীরা লুট করে নিয়ে গেছে। পুলিশ ধানকাটার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানা যায়, সংখ্যালঘুরা ১ ডিসেম্বর সকালে ওই জমিতে ধান কাটতে গেলে ২০/২৫ জনের একদল সন্ত্রাসী অস্ত্রসহ বাধা দেয় এবং ধান কাটতে সেনাবাহিনীর বারণ রয়েছে বলে জানায়। এতে সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে জগদীশ শীল বরুনা সেনা কাম্পে গিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত হতে না পেরে সেনাবাহিনীর কাছে অভিযোগ দিয়ে আসে। এ সুযোগে সুলতান গাজীর লাঠিয়াল বাহিনী জোর করে জমির ধান কেটে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে জগদীশ শীলের ছোট ভাই মদন শীল আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ জব্বার (২০) নামে ১ জনকে গ্রেফতার করে।

আজকের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৭৫)
সাভারে তিন বাড়িতে ডাকাতি

সাভার প্রতিনিধি ঃ সাভার পৌর এলাকার আড়াপাড়া মহল্লায় এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়ীসহ কয়েকটি বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকতদল অস্ত্রের মুখে পরিবারের সকল সদস্যের হাত-পা বেঁধে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকাসহ ৫ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

এলাকাবাসী জানায়, গত ৩০ নবেম্বর রাত ১২টার দিকে ২৫/৩০ জনের মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাতদল স্বর্ণব্যবসায়ী গণেশ দাসের বাড়িতে হানা দেয়। তারা গৃহকর্তাকে মারধর করার পর হাত-পা বেঁধে একটি কক্ষে আটকে রাখে। তার চিৎকারে ছেলে রনি দাস ও শংকর দাস এগিয়ে এলে তাদেরকেও মারধর করে ও হাত-পা বেঁধে একই কক্ষে আটকিয়ে রাখা হয়। পরে গণেশ দাসের স্ত্রীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে স্টিলের আলমারি ও সিন্দুক খুলে ২০ ভরি

স্বর্ণালঙ্কার, নগদ ২১ হাজার টাকা, ৭০ ভরি রূপা, ও মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে। এরপর ডাকাতরা ঐ বাড়ির ভাড়াটিয়া কানু পোদ্দার, গণেশ বর্মণ ও তিলক বর্মণের কাছ থেকে ৩ ভরি ওজনের স্বর্ণালঙ্কার, তিনটি হাত ঘড়ি ও নগদ ৩০০ টাকা নিয়ে যায়।

ডাকাত দলটি ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে হানা দেয় একই মহল্লার বলাই চক্রবর্তী ও মধু দাসের বাড়িতে। তারা বলাইয়ের মন্দিরে ঢুকে অষ্টধাতুর একটি মূল্যবান লক্ষ্মীমূর্তি এবং বাড়ি থেকে নগদ অর্থসহ ২০ হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার লুট করে। তারপর মধুর বাড়ি থেকে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কারসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

ভোরের কাগজ, ১০ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৭৬)
জলঢাকায় জামাত সমর্থক ও থানা পুলিশের কাণ্ড! জমি দখলের জন্য সংখ্যালঘুকে নির্যাতন ও মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ

নীলফামারী থেকে সংবাদদাতা ঃ জলঢাকায় জমি দখলের জন্য জামাত সমর্থকরা এক সংখ্যালঘুকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠালে পুলিশ তার মামলা না নিয়ে উলটো জামাত নেতার কথামতো হাসপাতাল থেকে চিকিৎসাধীন ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। এরপর থানা কাস্টডিতে তার দু'হাত বেঁধে ঝুলিয়ে পেটানোর পর প্রতিপক্ষের মামলা সাজিয়ে বিলম্বে তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে পরদিন জেলহাজতে পাঠায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোববার জেলা কারাগারে তার সঙ্গে দেখা করলে সে এই প্রতিবেদকের কাছে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে তার করুণ নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেন। এ ব্যাপারে জলঢাকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে থানা কাস্টডিতে নির্যাতনের কথা অস্বীকার করে বলেন, তাকে জলঢাকা থানার মামলা নং-১৯, তাং-২৮-১১-০২ মোতাবেক আসামি হিসেবে গ্রেফতার করে কোর্টে চালান দেয়া হয়। এ ব্যাপারে থানার নথিপত্রে সব রেকর্ড আছে। সংখ্যালঘুর মামলা রেকর্ড না করা প্রসঙ্গে জানান, সে কোন মামলা দিয়েছে এমন কোন প্রমাণ নেই। তাকে গ্রেফতারে রাজনৈতিক প্রভাবের কথাও তিনি অস্বীকার করেন।

জলঢাকার বগুলাগাড়ি হিন্দুপাড়ার কার্তিক বর্মণের ১৪ শতক জমি পার্শ্ববর্তী বারঘরিয়া দক্ষিণ টারী গ্রামের নুরুল হক পটু ২ হাজার ৭শ' টাকা দিয়ে মৌখিকভাবে বন্দক নেয়। নুরুলের আবাদকালে সেটেলমেন্টের মাঠ জরিপে ওই জমি নুরুল তার নামে রেকর্ড করে। ইতোমধ্যে কার্তিক বর্মণ টাকা পরিশোধ করে সেটেলমেন্টে জরিপ রেকর্ড শুদ্ধ করে নেয়; কিন্তু তারপরও নুরুল দখল ছাড়ে না। ইতোমধ্যে কার্তিক বর্মণ মারা যান। তার একমাত্র ছেলে কণক রায় জমিতে আবাদ করতে গেলে জামাত সমর্থকরা তাকে বাধা দিয়ে নানারকম ভয়ভীতি দেখায়। গত ২৫ নবেম্বর সে ওই জমিতে তামাক লাগাতে গেলে জামাত সমর্থকরা জোট বেঁধে হামলা চালায়। এতে কণক রায় (৪০), তার মা কুসুম বালা (৫৫), জেঠিমা পারুল বালা (৬০) আহত হলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে নুরুল হক নিজ ঘরে আগুন লাগায় এবং থানায় মিথ্যা মামলা দেয় বলে অভিযোগে প্রকাশ। পুলিশ এই মামলার সূত্র ধরে বুধবার কণককে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। সেখানে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়।

সংবাদ, ১০ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৭৭)
কুড়িগ্রামে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের জমি আত্মসাতের চেষ্টা পরিবারে নিরাপত্তাহীনতা

কুড়িগ্রামে থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার নাগেশ্বরী পৌরসভাধীন মমিনগঞ্জ এলাকার কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক এক সংখ্যালঘু দরিদ্র কৃষকের জমি জোরপূর্বক লিখে নেয়ার এক অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত নাবালক অবিনাশ চন্দ্র বর্মণ ওরফে মংলু বাদি হয়ে কুড়িগ্রাম আমলি আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছে। বিজ্ঞ আদালত অভিযোগটি নাগেশ্বরী থানায় প্রেরণের আদেশ দিলে থানায় মামলা দায়ের হয়। পুলিশ এ মামলার ৪ আসামিকে গ্রেফতার করলেও অন্য আসামিদের গ্রেফতার করতে পারেনি। তারা বাদিপক্ষের লোকজনদের মামলা তুলে নেয়ার হুমকি দিচ্ছে। বর্তমানে ভীতসন্ত্রস্ত দিন কাটাচ্ছে ওই সংখ্যালঘু অসহায় পরিবারটি। এ ব্যাপারে অবিনাশ জানমালের নিরাপত্তা চেয়ে সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের কাছে একটি লিখিত আবেদন করেছে। অভিযোগে প্রকাশ, নাবালক অবিনাশ চন্দ্র বর্মণ ওয়ারিশ সূত্রে দাদার সম্পত্তির অংশিদার। এ সম্পত্তি আত্মসাতের লক্ষ্যে নাগেশ্বরী উপজেলার বেরুবাড়ি ইউনিয়নের মাওয়ামারী গ্রামের আ. সামাদ, নাগেশ্বরী পৌরসভার মমিনগঞ্জ গ্রামের আ. জলিল, আবদুল জলিল মাস্টার, শমশের আলী ও ইব্রাহিম আলী ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় অবিনাশ চন্দ্র বর্মণকে জোরপূর্বক নাগেশ্বরী সমাজসেবা অফিসের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে আগে থেকে প্রস্তুতকৃত দলিলে টিপসই নেয়। শুধু তাই নয়, সাবরেজিস্ট্রি অফিসের লোকজনকে ম্যানেজ করে ওইদিনের তারিখ দিয়ে ৭৮২৭/০২ ও ৭৮২৮/০২ কবলা দলিল তৈরি করে ১.৬৮ একর জমি রেজিস্ট্রি করে নেয়।

সংবাদ, ১২ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৭৮)
কুমিল্লায় মন্দিরের দানবাক্স লুট

কুমিল্লা অফিস ঃ জেলা শহরের ঈশ্বর পাঠশালায় অবস্থিত লোকনাথ মন্দিরের দানবাক্স ভেঙে নগদ টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। গত বুধবার দুপুরে প্রকাশ্যে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শহরের দক্ষিণ চর্থার আকবরের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী মন্দিরে ঢুকে সেখানে থাকা দানবাক্স ভেঙে আনুমানিক ১২ হাজার টাকা নিয়ে যায়। মন্দিরের লোকজন ঘটনা পুলিশকে জানানোর পর সন্ধ্যায় কান্দিপাড় পুলিশ ফাঁড়ির দারোগা আবদুল হালিমের নেতৃত্বে একদল পুলিশ দক্ষিণ চর্থা থেকে টাকাসহ আকবরকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৭৯)
বাউফলে সোনার দোকান লুট

পটুয়াখালী ও বাউফল প্রতিনিধি ঃ পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বগা বন্দরে সোনার দোকানে হামলা, ভাঙচুর, নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুটসহ দোকানি গোপাল চন্দ্র কর্মকারকে (২৭) হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করার ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার বাউফল থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত বুধবার সকাল সাড়ে ৮টায় এলাকার করিম হাওলাদারের ছেলে ফিরোজসহ একদল সন্ত্রাসী মুক্তা জুয়েলার্সে এসে দোকান মালিকের ভাই স্বপন কর্মকারকে না পেয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও নগদ টাকাসহ ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা দোকানি গোপাল কর্মকারকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান থেঁতলে দেয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে বাউফলে এবং পরে ঢাকা পাঠানো হয়েছে।

প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৮০)
বালাগঞ্জে ৪টি মূর্তি ভাঙচুর

বালাগঞ্জ (সংবাদ) প্রতিনিধি ঃ বালাগঞ্জ উপজেলায় মন্দিরে ঢুকে ৪টি মূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলা সদর থেকে আনুমানিক আধা কিলোমিটার দূরে চাঁনপুর গ্রামে নরেশ দাসের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটানো হয়।

অভিযোগ করা হয়েছে, পার্শ্ববর্তী রাধাকোনা গ্রামের আনসার আলী নামের এক যুবক রড ও বাঁশ হাতে নিয়ে ওই বাড়িতে অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দিরের কলাপসিবল গেট খুলে ভেতরে ঢুকে মনসা দেবী, বিপদনাশিনী দেবী, রক্ষাকালী দেবী ও শ্যামাকালী দেবীর মূর্তি ভাঙচুর করে।

এসময় বাড়িতে মহিলারা ছাড়া কোন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন না।

নরেশ দাসের ছেলে সমীরণ দাস বাদি হয়ে বুধবার একটি মামলা দায়ের করেছেন বালাগঞ্জ থানায়। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, তবে আসামি ধরা পড়েনি।

সংবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৮১)
খুলনায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল ॥ থানা মামলা নেয়নি

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ঃ মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ফুলতলা উপজেলা সদরে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি পরিবারের জমি জবরদখল হয়েছে। জবরদখলকারী জোট সরকার সমর্থক হওয়ায় রাতারাতি সীমানা প্রাচীর দিয়ে জায়গার দখল নিলেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি থানা পুলিশের কোন সহায়তা পায়নি। পারিবারিক মন্দির ঘেঁষে সীমানা প্রাচীর তুলে দখল করায় পরিবারটির বাইরে বেরুনোর রাস্তা এবং নিষ্কাশন পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

জানা গেছে, ফুলতলা উপজেলা সদরের সদানন্দশ্বর এবং হামিদ গাজীর মধ্যে পাশাপাশি জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। ৪২৩ দাগের ৫ শতক জমিতে এ বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালতে মামলা চলছে। ইতোমধ্যে হামিদ গাজীরা সংলগ্ন ১২ শতক জমির মধ্য থেকে ১ দশমিক ২৫ শতক জমি দখল করে নেয়। এ জবরদখলের বিরুদ্ধে সদানন্দ আদালতে মামলা করেন। চলতি বছরের ৩০ মে আদালত এক আদেশে অবিলম্বে দখলদারকে জায়গা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশের বিরুদ্ধে দখলদার উচ্চ আদালতে আপীল করেছেন। এ অবস্থায় দখলদারগোষ্ঠী আরও প্রায় ৯ শতক জমি গত ২০ নবেম্বর দখল করে নিয়েছে। ওই জমিতে অবস্থিত নারকেল গাছ, কদম গাছ, পেয়ারা গাছ কেটে দখলদাররা প্রাচীর তুলে তাদের দখল পাকাপোক্ত করে। অস্ত্রের মুখে এ দখল প্রতিষ্ঠায় মালিকদের মৌখিক বাধা কোন কাজে

আসেনি। ফুলতলা থানায় গিয়েও তারা কোন সহযোগিতা পায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। থানা মামলা নেয়া তো দূরের কথা, কোন জিডি গ্রহণ করেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৮২)
লালমোহনে ৫টি সংখ্যালঘু পরিবারের ৯ একর জমির ধান লুট ঃ থানায় মামলা

ভোলা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ লালমোহন থানার চরপ্যারীমোহনের সংখ্যালঘুদের ধান লুট হয়ে যাচ্ছে। ৮ ডিসেম্বর চর প্যারীমোহনের মহিম চন্দ্র ভৌমিকসহ ৫টি সংখ্যালঘু পরিবারের ৯ একর জমির ধান মুজাম্মেল হক গাজী, আবুল কাশেম সরদারসহ কতিপয় ব্যক্তির নেতৃত্বে একদল লাঠিয়াল জোর করে কেটে নিয়ে যায়। মহিম ভৌমিক জানান, লুট করে নিয়ে যাওয়া ধানের মূল্য দেড় লাখ টাকা। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

মহিম ভৌমিক জানান, ধান লুট হতে পারে এ আশঙ্কায় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাজাহানকে ২৭ নবেম্বর লিখিতভাবে লুটেরাদের সম্পর্কে অবহিত করা হলে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বিষয়টি ভোলার পুলিশ সুপারকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। পুলিশ সুপার সন্ত্রাসীদের হাত থেকে প্যারিমোহনের ধান রক্ষায় এলাকায় পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেন এবং ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে পুলিশ পাহারা ছিল; কিন্তু রহস্যজনক কারণে ৮ ডিসেম্বর সেখান থেকে পুলিশ পাহারা প্রত্যাহার করা হয় এবং ওইদিনই ৯ একর সম্পত্তির ধান লুট হয়ে যায়।

এদিকে এসব লুটকারীরা পুলিশকে হাত করে জমির মালিক মহিম ভৌমিকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও অন্যান্য মিথ্যা মামলা দিয়ে কয়েক মাস আগেই গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে আসছিল।

গত ১৩ ডিসেম্বর মহিম ভৌমিক একটি মানবাধিকার সংগঠনের সহযোগিতায় লালমোহন থানায় ধান লুটের একটি মামলা করেছেন।

সংবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৮৩)
প্রতিমা বিসর্জনকালে সন্ত্রাসী হামলা মিরসরাইয়ে আহত ৮

চট্টগ্রাম অফিস ঃ গঙ্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জনকালে গত বুধবার দুপুরে মিরসরাইয়ের মিঠানালার পানতলী জলদাসপাড়ায় সন্ত্রাসীদের হামলায় অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। সন্ত্রাসীরা মারধর, প্রতিমা ভাঙচুর ও মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংখ্যালঘুদের কাছে চাঁদা চেয়ে না পাওয়ার কারণে স্থানীয় ১০-১২ জন সন্ত্রাসী এই ঘটনা ঘটায় বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে মোহাম্মদ সাফা নামের একজনকে বুধবার সন্ধ্যায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

এলাকাবাসী ও বিভিন্ন সুত্রে জানা গেছে, মিঠানালা ইউনিয়নের মধ্যসমুদারপুর গ্রামের জলদাসপাড়ায় গত মঙ্গলবার সন্ত্রাসীরা গঙ্গাপূজা উপলক্ষে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। বুধবার গঙ্গাপূজার দিন সকালের মধ্যে তারা এ চাঁদা পরিশোধের সময়সীমা বেঁধে দেয়। কিন্তু জলদাসপাড়ার লোকজন টাকা না দিয়ে স্থানীয় বামনসুন্দর খালে প্রতিমা বিসর্জন করতে গেলে ১০-১২ জন সন্ত্রাসী তাদের ওপর অতর্কিতে হামলা করে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় দীলিপ

জলদাস (৩০), রতন জলদাস (৩২), আরতীবালা জলদাস (৩৫), রাশুবালা জলদাসসহ (৩৭) মোট আটজন আহত হন।

জলদাসপাড়ার সর্দার সতীশ দাস বাদী হয়ে এ বিষয়ে সেলিম, মামুন, মোঃ সাফা, নিজাম ও এরশাদসহ ১০-১২ জনকে আসামি করে মিরসরাই থানায় মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ বুধবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে মোঃ সাফাকে গ্রেপ্তার করেছে।

জানা গেছে, সতীশ চন্দ্র দাসের পিতা রেবতি মোহন দাসকে এ বছরের জানুয়ারি মাসে একই দলের সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে হত্যা করেছিল।

প্রথম আলো, ২০ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৮৪)
মূল হোতা ক্যাডার বাহিনী, বুদ্ধমূর্তি লুটে বাধা পেয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে জবাই করা হয়

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ঃ অবশেষে রাউজানের বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতির লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। শনিবার চট্টগ্রাম নগর গোয়েন্দা পুলিশ অত্যাধুনিক একে-৪৭ রাইফেলসহ যে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে তার নাম এলাইচ মোহাম্মদ ওরফে এয়ার মোহাম্মদ ওরফে মাহমুদ। এই এলাইচ মোহাম্মদই ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতিকে জবাই করে হত্যা করে। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর গড়া অধুনালুপ্ত এনডিপির ৭ সদস্যের একটি ক্যাডার গ্রুপ গত ২১ এপ্রিল রাতে রাউজানের হিঙ্গলা গ্রামের ওয়ারাপুঞ্জা অনাথালয়ে রক্ষিত মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি লুট করতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতিকে জবাই করে হত্যা করে। গ্রেফতারকৃত এলাইচ মোহাম্মদ রোববার পুলিশের কাছে এ তথ্যমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি, সিআইডি ও এসবির সমন্বয়ে একটি যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ টিম করা হয়েছে। আজ তাকে রিমান্ডের জন্য আদালতে আবেদন জানানো হবে। এলাইচ মোহাম্মদের প্রাথমিক বক্তব্য অনুযায়ী সাকা ক্যাডার আজিজুল হকের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি গ্রুপ ২১ এপ্রিল রাতে ওয়ারাপুঞ্জা অনাথালয়ে প্রবেশ করে। তাদের লক্ষ্য ছিল মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি লুট করা। অপারেশন চালাতে গিয়ে ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি বাধা দিয়ে চিৎকার শুরু করলে আজিজুল ভিক্ষুকে খুন করার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ পেয়ে ৩ জন ভিক্ষুকে চেপে ধরে এবং এলাইচ মোহাম্মদ কিরিচ দিয়ে জবাই করে। এলাইচ মোহাম্মদ গ্রেফতার ও জবানবন্দীর প্রেক্ষিতে টানা ৯ মাস পর জ্ঞানজ্যোতি হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য বেরিয়ে এসেছে বলে পুলিশের অভিমত। ভিক্ষু হত্যাকাণ্ড মামলাটি সিআইডি তদন্ত করছে। সিআইডি চট্টগ্রাম জোনের এএসপি ও এনএম মহিউদ্দিন আহমদ জানান, এ মামলায় ইতোপূর্বে আরও ৭ জন গ্রেফতার হয়েছে সন্দেহজনকভাবে। কিন্তু তদন্তে ৮ জনের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু হয়েছে। এর মধ্যে এলাইচ মোহাম্মদসহ ৩ জন রয়েছে। অপর ২ জন হচ্ছে নুরুল ইসলাম ও আজিজুল হক। অন্য ৫ জন হচ্ছেন এনডিপি ক্যাডার ইকবাল, জমির উদ্দিন, সাহাবুদ্দিন, প্রকাশ বাবুল এমরান কাদের ও আয়ুব আলী।

এলাইচ মোহাম্মদ যেভাবে ধরা পড়ে

বুদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতির লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডে দেশ জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সরকারী উচ্চ পর্যায়ে এ ঘটনা নাড়া দেয়। মামলার তদন্তভার সিআইডিকে দেয়া হলেও সিএমপি কমিশনার শহীদুল্লা খান তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ নিয়ে তৎপর ছিলেন। গত ২ মাস ধরে গোপন সোর্স লাগিয়ে এলাইচ মোহাম্মদ ও তার সহযোগিদের খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছিল। গত শনিবার এলাইচ মোহাম্মদ ও তার সহযোগী মকবুল একটি গ্রুপে মহানগরী হুন্ডির টাকা লুটের অপারেশন চালাতে আসে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ডিবির সাব ইন্সপেক্টর মহিউদ্দিন সেলিম, মোফাজ্জল আহমদ ও শামীম মুছাকে নগরীর পাহাড়তলী সিবি গেট এলাকায় তৎপর রাখা হয়। শুক্রবার সারা রাত এ টিম তৎপর থেকে সফলতা পায়নি। সফলতা আসে শনিবার সন্ধ্যায়। সাড়ে ৫টা নাগাদ রিক্সাযোগে এলাইচ মোহাম্মদ ও মকবুল সড়ক অতিক্রমকালে গোয়েন্দা পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। এতে এলাইচ মোহাম্মদ একে-৪৭সহ ধরা পড়লেও মকবুল পালিয়ে যায়। পুলিশ কমিশনার শহীদুল্লাহ খান সাংবাদিকদের জানান চীনের তৈরি পয়েন্ট ২২ বোরের একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার দেশে এই প্রথম। ইতোপূর্বে রাশিয়ার তৈরি একে-৪৭ রাইফেল ও আমেরিকার তৈরি একে-৫৬ রাইফেল বহু ধরা পড়েছে। চীনের তৈরি একে-৪৭ রাইফেলটি সহজে বহন যোগ্য। এর বাট ফোল্ডিং করা যায়। এ ঘটনা জানার পর চট্টগ্রাম সেনা নিবাসের জিওসি আবদুল মতিন উৎসুক হয়ে অস্ত্রটি দেখতে চাইলে পুলিশ কমিশনার নিজেই সেটি সেনানিবাসে নিয়ে যান। এবং সাফল্যের জন্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানান। এদিকে সিআইডি সূত্রে জানানো হয়, এলাইচ মোহাম্মদকে শোন এ্যারেস্ট দেখিয়ে সহসা রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এএসপি মহিউদ্দিন আহমদ জানান, তাদের তদন্তে টার্গেটকৃতদের মধ্যে এলাইচ মোহাম্মদ অন্যতম। আজিজুল হক বাহিনী যে ভিক্ষু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা এখন পুরোপুরিভাবে উদঘাটিত হলো। তদন্ত এগিয়ে যাবে। তবে চার্জশিট দিতে আরও সময় লাগবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৮৫)
জমি নিয়ে বিরোধ, সরাইলে সংঘর্ষে হত-১, আহত অর্ধশত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে রবিবার বিকালে জেলার সরাইল উপজেলার দেউড়া গ্রামে দু'দলের সংঘর্ষে ১ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক আহত হয়েছে। গুরুতর আহত ৬ জনকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গ্রামবাসী ও পুলিশ জানায়, জমিসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে বিবদমান দু'দল রবিবার বিকালে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সময় প্রতিপক্ষের টেটার আঘাতে মুকুন্দ সরকার নামে একজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এ ব্যাপারে সরাইল থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৮৬)
চাঁপাইনবাবগঞ্জে সন্ত্রাসীদের ভয়ে নাচোলের ২শ আদিবাসীর সেনা ক্যাম্পের সামনে অবস্থান গ্রহণ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বারবার পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে নিরাশ হয়ে বাধ্য হয়ে বুধবার নাচোলের ২ শতাধিক আদিবাসী নারী পুরুষ ৪০ কিলোমিটার পথ হেঁটে এসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদরের পিটিআইস্থ সেনা ক্যাম্পের গেটে অবস্থান নেয়। সেনা কমান্ডিং অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগে তারা বলেছে, আদিবাসী হিসাবে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নাচোলের ধরইল ও শ্যামপুরে বসবাস করে আসছে। কিন্তু বর্তমানে একটি সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্র তাদের পৈতৃক সম্পত্তি, বসতবাড়ি এমনকি মন্দির শশ্মানঘাট এবং তাদের গ্রাম সংলগ্ন খাস পুকুর খাস জমিসহ ৪০ একর জমি দখলের চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু আদিবাসীদের প্রতিরোধের মুখে পেরে উঠছে না বলে তাদের সর্বক্ষণ হয়রানি মারধর করছে এবং বাড়ি-ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেশছাড়া করার হুমকি দিচ্ছে। গত সোমবার

সন্ত্রাসীরা পুলিশের পোশাকে ধরইল দীঘির পাড় গ্রামে আমিন কর্মকারের বাড়িতে ঢুকে লুটপাট করে নগদ আটশ টাকা নিয়ে যায়। ফলে এলাকা জুড়ে আদিবাসী পরিবারেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। কোন উপায় না দেখে তারা সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে ছুটে আসে। ক্যাম্পের সামনে অবস্থানরত পাড় গ্রামের মরমু কার্তিকপুরের অনিল, লাইলা পুকুর পাড়ের আলতুন, শ্যামপুরের কুলচান মাহতো ও রাজকুমার জানিয়েছে, তারা এবার গ্রামে ফিরে গেলে সন্ত্রাসীরা হত্যা করবে। উল্লেখ্য ৯৮ সালে এই জালিয়াত চক্র ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় আদিবাসীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এরপর ৯৯ সালে পুনরায় নোমান ডাকাতের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী বাহিনী পিস্তল, বোমা, হাঁসুয়া, বল্লম নিয়ে আদিবাসীদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লে ১০/১২ জন আহত হয়। এ সময় মুসলমানদের সহযোগিতা নিয়ে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করা হয়েছিল। পরে মামলা হলে নোমান ডাকাত ও মফিজসহ ১১ জনের সাজা হয়। সাম্প্রতিককালে আবারও সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের উচ্ছেদে সক্রিয় হয়ে হামলা চালানোর হুমকি ও প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই সঙ্গে বলছে ভারতে চলে যেতে। সন্ত্রাসীরা সোমবার হামলা চালিয়েছে। আদিবাসীরা বলেছে, পুলিশকে জানানোর পর পুলিশ অজ্ঞাত কারণে রহস্যজনকভাবে চুপচাপ থাকে। তাই তারা নিরূপায় হয়ে তদন্তপূর্বক এই ঘটনার প্রতিকার দাবি করে সেনা ক্যাম্পে হাজির হয়েছিল। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তদন্তপূর্বক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বললে অবস্থানকারী আদিবাসীরা সন্ধ্যার পর চলে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৮৭)
নবাবগঞ্জে কালিমূর্তি ভাঙচুর

নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার আগলা টিকরপুর শশ্মানঘাটের কালিমূর্তি ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল সকাল ১১টায় টিকরপুর আল জামিয়াতুল মাদ্রাসার কতিপয় ছাত্র টিকরপুর শশ্মানঘাটে উপস্থিত হয়ে মূর্তিটি ভাঙচুর করে চলে যায়। এসময় দফাদার ননী গোপাল ঘটনাটি স্থানীয় চেয়ারম্যান আবেদ হোসেনকে জানায়। চেয়ারম্যান ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করার আশ্বাস দেন।

আজকের কাগজ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৮৮)
দুষ্কৃতকারীদের ছুরিকাঘাতে কুমিল্লায় এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৫ জন আহত

কুমিল্লা প্রতিনিধি ঃ মামাবাড়িতে বেড়াতে এসে জনি নামের এক এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মামা ও অপর তিন মহিলাসহ মোট পাঁচজন দুষ্কৃতকারীদের ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মাধবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গ্রামবাসীরা দুজনকে হাতেনাতে ধরার পর অন্য দুষ্কৃতকারীরা অস্ত্রের মুখে তাদের ছিনিয়ে নেয় বলে জানা যায়।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে নানী আরতি রানী (৫৬), মামা নির্মল চন্দ্র শীল (৩৬), মিরা ও সন্ধ্যা রানী জনিকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে ছুরিকাঘাতে আহত হন। গুরুতর আহত নির্মল চন্দ্র শীলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং অন্যদের দেবিদ্বারে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপার ৫ জনকে আসামি করে ব্রাহ্মণপাড়া থানায় মামলা হয়েছে।

যুগান্তর, ২৮ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৮৯)
পুঠিয়ায় আবারও ধর্ষণের ঘটনা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী ঃ রাজশাহীর পুঠিয়ায় আরেকটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, এ ঘটনাটি ঘটে ২২ ডিসেম্বর। এবার স্থানীয় এক বিএনপি নেতার বড় ভাই স্বামী পরিত্যক্ত এক আদিবাসী সাঁওতাল মহিলাকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এবারের ঘটনাস্থল উপজেলার জিউপাড়া গ্রাম।

প্রভাবশালী ধর্ষক পরিবারের হুমকি ও ভয়ে থানায় কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি। স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকজন ওই মহিলাকে 'নষ্টা মেয়ে' বলে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনার ব্যাপারে পুঠিয়া থানা পুলিশ কিছুই জানে না। তবে বিষয়টি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

অভিযোগে জানা গেছে, স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করে দেয়ার নাম করে জিউপাড়া ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি আবদুল মজিদের বড় ভাই আবদুস সাত্তার রামু সর্দারের স্বামী পরিত্যক্ত কন্যা শ্রীমতির (২০) কাছ থেকে ২শ' ৬০ টাকা দাবি করেন। এ টাকা নেয়ার জন্য শ্রীমতির বাড়িতে যাতায়াত করতে শুরু করেন আবদুস সাত্তার। অভিযুক্ত সাত্তার ২২ ডিসেম্বর দুপুরে শ্রীমতিকে বাড়ি থেকে জোর পূর্বক পাশের একটি আখ ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি পরে এলাকায় জানাজানি হয়ে যায়। শুক্রবার এ রিপোর্ট লেখার সময় পুঠিয়া থানাতে ভিকটিমের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছিল বলে স্থানীয় সুত্রে জানা যায়। এদিকে ধর্ষকের পক্ষে থানায় মামলা না করার জন্য এবং বিষয়টি ধামাচাপা দিতে ব্যাপক তৎপরতা চলছে বলেও জানা গেছে। তবে অভিযুক্তের পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করা হয়েছে।

সংবাদ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৯০)
বগুড়ায় শেরপুরে মা ভবানী মন্দিরের দখল হওয়া ৪টি পুকুর ও সম্পত্তি উদ্ধারে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বগুড়ার শেরপুরের উত্তরাঞ্চলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ তীর্থস্থান 'মা ভবানী মন্দির'-এর দখল হওয়া ৪টি পুকুর ও সম্পত্তি উদ্ধারে ভক্তরা সরকারপ্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

শুক্রবার দুপুরে শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে প্রাচীন ওই মন্দির প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে 'মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কমিটি'র মতবিনিময় সভায় ভক্তবৃন্দ এ আহ্বান জানান।

ভক্তরা অভিযোগ করেন, প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তার সহযোগিতায় স্থানীয় কিছু ব্যক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরের আয়ের প্রধান উৎস ৪টি বড় পুকুর ও প্রায় ১শ' ৮৬ একর জমি দখল করে ভোগ করছে। স্থানীয় প্রশাসন মন্দিরের সম্পত্তি খাস ঘোষণা দিয়ে লিজ দেয়ার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু আদালতের আশ্রয় নেয়ায় তা আপতত বন্ধ রয়েছে।

তারা অভিযোগ করেন, হিন্দু ধর্মাবলম্বিরা পূজা ও গোসলের জন্য মন্দিরের পুকুরের পবিত্র পানি ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু ওইসব দখলকারী পুকুরে মাছচাষের জন্য বিভিন্ন প্রাণীর মল-বিষ্ঠা ফেলে পানিকে অপবিত্র করে তুলেছে। এতে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। তারা এ ব্যাপারে অবিলম্বে সরকারপ্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

কমিটির সভাপতি উৎসব কুমার ভৌমিকের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক অমৃত লাল সাহা, যুগ্ম সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী, উপদেষ্টা কল্যাণ প্রসাদ পোদ্দার, সদস্য দুলাল তালুকদার ও সাংবাদিক চপল সাহা।

সংবাদ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৯১)
বোয়ালখালীতে পল্লী চিকিৎসক অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে সন্ত্রাসীরা গত বৃহস্পতিবার রাতে এক পল্লী চিকিৎসককে অপহরণ করেছে। অপহৃতের নাম শম্ভুনাথ শীল (৪৫)। পুলিশ এখনও পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।

আমাদের বোয়ালখালী প্রতিনিধি জানান, কতিপয় সন্ত্রাসী ওইদিন রাত ৮টায় রোগী দেখানোর কথা বলে কানুনগো পাড়া মাস্টার বাজার থেকে শম্ভুনাথকে ডেকে নিয়ে অপহরণ করে। গত শুক্রবার তার চাচাতো ভাই স্বপন কান্তি শীল বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছে। মামলার এজাহারে বলা হয়, অপহরণকারীরা ফোনে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবি করলেও টাকার অংক বলছে না।

আজকের কাগজ, ২৯ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৯২)
জবরদখল করা শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার পৈত্রিক ভিটায় ঘর তুলেছেন বিএনপি নেতা

বরিশাল প্রতিনিধি ঃ মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাস ডিসেম্বরেই আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার পৈত্রিক ভিটায় ঘর তুলেছেন জবরদখলকারী বিএনপি নেতা তরিক উকিল। এ সম্পত্তি নিয়ে জালজোচ্চুরি ও জবরদখলের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত তদন্ত কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ ব্যাপারে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য শহীদ পরিবারকে পরামর্শ দিয়েছেন।

স্থানীয় ও শহীদ পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪ ডিসেম্বরের শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে ভোরের কাগজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদ ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার স্মৃতি ও পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে জাল-জোচ্চুরি ও জবরদখলের বিস্তৃত সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর মাত্র ১২ দিনের মাথায় গত ২৭ ডিসেম্বরে ঐ মহান শহীদের পৈত্রিক ভিটা ধ্বংসকারীরা সেই ধ্বংসস্তূপের উপরেই টিনশেড ঘর তুলেছেন। এই জবরদখলকারী শহীদ স্মৃতি অবমাননাকারীরা পরিচয় গোপন রাখারও তোয়াক্কা করেনি। জবরদখলের হোতা বিএনপি নেতা এডভোকেট তরিকুল ইসলাম ওরফে তরিক উকিল সেখানে তার পেশাগত পরিচিতিসহ সাইনবোর্ডও লটকিয়ে দিয়েছেন।

অথচ এ সম্পত্তির ব্যাপারে জাল-জোচ্চুরি নিয়ে মামলা মোকদ্দমার কারণে আদালত থেকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ রয়েছে। শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে গত বছরের ২ ডিসেম্বর ও ২২ এপ্রিলে করা দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে তদন্তভার দেওয়া হলেও দীর্ঘদিনে তার ফলাফল জানা যায়নি। বরং শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে এ বারের জোরপূর্বক ঘর তোলার বিষয়ে বানারীপাড়ার ইউএনওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রতাপশালী বিএনপি নেতা তরিক উকিলের বিষয়ে কথা বলতে, ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং তদন্ত কার্যক্রমের বিষয়ে কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি স্থিতাবস্থা ভঙ্গ করে ঘর তোলার বিষয়ে আইন-আদালতের দ্বারস্থ এবং থানা পুলিশের সহায়তা নেওয়ার জন্যে ভুক্তভোগী শহীদ পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ দেন। গতকাল বরিশাল থেকে বারবার যোগাযোগ করেও ইউএনওকে তার কার্যালয় বা বাসায় পাওয়া যায়নি।

ভোরের কাগজ, ৩০ ডিসেম্বর ২০০২

(১৩৯৩)
ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভা
সংখ্যালঘুরা এ দেশে ভয়ের পরিবেশে বসবাস করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, সংখ্যালঘুরা এ দেশে একটা ভয়ের পরিবেশে বসবাস করছে। সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু হলেই এখন গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ দেশে এখন আর মৌলিক মানবাধিকার বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে বিজয় দিবস এবং মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় বক্তারা আরো বলেন, স্বাধীনতার ৩১ বছরেও এ দেশে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত হয়নি। বিশেষ করে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং ভিন্ন মতের মানুষদের ওপর চরম নির্যাতন-নিপীড়ন নেমে এসেছে।

বক্তারা বলেন, যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করেই সংখ্যালঘুদের এ দেশে টিকে থাকতে হবে। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। হতাশ হলে সামনে এগোনো যাবে না।

ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্তের সভাপতিত্বে এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বোধিপাল মহাথের, অ্যাডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার, অ্যাডভোকেট শিরিল সিকদার, অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, বাসুদেব ধর, পরিমল দে, নির্মল চ্যাটার্জী, অপু উকিল প্রমুখ।

সি আর দত্ত সভার সমাপনী বক্তব্যে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের কাছে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। এগুলো হচ্ছে— বদনাম না হওয়ার আগেই অবিলম্বে যৌথ অভিযান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া, ধ্বংসাত্মক মনোভাব পরিহার করে সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় বসে আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান এবং পুলিশকে রাজনৈতিক চিন্তাধারার বাইরে থেকে সত্যিকার অর্থে কাজ করতে দিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০০২